# সোমপ্রকাশের অতিরিক্ত পত্র।

১৯ এ শ্রাবণ সোমবার।

## বিজ্ঞাপন।

### আদরিণী।

বঙ্গদর্শন, বান্ধব, আর্য্যদর্শন, কল্পদ্রুম প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্র সমূহের কতিপয় সুলেখক কর্ত্তৃক আদরিণী নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী ( ১২ পেজি রয়ালের ৩০ পৃষ্ঠা ) আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সমেত ২ টাকা। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইবেন।

বালোড়<br>রাজহাট পোষ্ট আফিস<br>হুগলী। } শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস<br>আদরিণী কার্য্যাধ্যক্ষ

—॰:॰—

### সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৩৭ নং চিৎপুর রোড—গরাণহাটা—কলিকাতা।

অধুনা এই কার্য্যালয়ে মৃত অনরেবল বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর মহাশয়ের কৃত, Table of succession according to Hindu Law, মায় ডাক মাসুল ১॥॰ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়, এবং শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বর্ম্ম মহাশয়ের কৃত নিম্ন লিখিত, ও অন্যান্য ইংরাজি বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত পুস্তক সকল পাওয়া যায়। পুস্তক বিক্রেতাদিগকে উচিত মত কমিসন দেওয়া হইয়া থাকে।

পুস্তকের মূল্য মায় ডাক মাসুল।

মডাল কশ্চেন ১৶॰, হিষ্টরি অফ ইংল্যাণ্ড, ৷৵ ভারবর্ষ ১ ভাগ।৴॰ ঐ ২ য় ভাগ।৵॰ প্রাইমারি মার।১৵ হিষ্টরি অফ বেঙ্গল।১॰ আনা।

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল।<br>মানেজর।

---

তৃতীয়ভাগ কল্পদ্রুমের নবম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩, টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥॰ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে ইহা মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। উপন্যাস।
৩। গোলাপ
৪। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
৫। মৃচ্ছকটিক।
৬। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৭। মনুসংহিতা।
৮। চন্দ্র।
৯। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আট পেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃদ্ধ ওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ<br>কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

---

### যোগসিদ্ধি রস।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহরোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাবকালীন জ্বালা, সপূয় ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, খড়িজলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। এ ভিন্ন দুর্দ্দম শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর, লুপ্তরজঃ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। সকল চিকিৎসা নিষ্ফল হইলেও ইহা কখনই নিষ্ফল হইবে না। যদি নিষ্ফল হয় ঔষধের মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵॰।

### মালতী কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল-পক্কতা হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। চক্ষুর জ্যোতিবৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরের শোণিত উষ্ণ হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান হয় সমূহ বায়ু বিকার নষ্ট করে। এজন্য উন্মাদ, বায়ু, শূলমবায়ু, বুদ্ধিভ্রংশ, মূর্চ্ছা, চিত্তচাঞ্চল্য হু হু করা, ভুল বকা, হঠাৎ চীৎকার, হাস্য, ক্রন্দন খেঁচুনি এবং হস্তপদাদির জ্বালা প্রভৃতি রোগ সমূলে বিনষ্ট হয় এবং ইহার মনোহর সৌরভে মন প্রফুল্ল হয়। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৵॰।

### কামোদ্দীপক রসায়ন।

অতিশয় মানসিক চিন্তা, পীড়াদের বহুদিনের মেহ পীড়া, আর ইন্দ্রিয়পরবশতা, অপরিমিত শুক্র ক্ষয়, স্নায়ু বিকার বা উহাদের বিশেষ বশতঃ সর্ব্বদা রেতঃস্খলন, অতি দুর্ব্বল ধাতু দৌর্ব্বল্য, শিথিল ইন্দ্রিয়, পুরুষত্ব হানি বা ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, সমুদয় এই রসায়ন সেবনে আরোগ্য হয় শরীরের বল বীর্য্যাদি সংবর্দ্ধিত হয় এবং সঙ্গে রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। ১৫ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ৩, প্যাকিং ৵॰।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়<br>কবিরাজ।<br>শ্রীপ্যারীলাল স্বর্ণকারের বাটী<br>কলিকাতা সিমুলিয়া।<br>হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈঠকখানা

# বিজ্ঞাপন।

## রাজমহলে মুল্যবান সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

মিস্থয়ার্শ ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি ডিক্রিদার।

বঃ

মিশশ ই, আর ম্যাসিক সাহেব দেনাদার।

নীচের লিখিত জমীদারি, পত্তনি, ও জোত সম্পত্তির অবিভক্ত ৷৷৵০ আনা অংশে দেনাদারের যে স্বত্ব সম্পর্ক ও লভ্য আছে তাহা সন ১৮৮০ সালের ৫ ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার তারিখে রাজমহলের আসিষ্টেণ্ট কমিশনর এবং সবরডিনেট জজ আদালতে বিক্রয় হইবে। মিস্থয়ার্শ ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি যাহারা উক্ত সম্পত্তির অপর ।৵০ আনা অংশের স্বত্বাধিকারী একজ্বারায় জানাইতেছেন যে, যদি উপরি উক্ত আদালতের বিক্রয়ে উক্ত সম্পত্তির উপযুক্ত ও প্রচুর মূল্য হয়, তাহা হইলে নিলাম ক্রেতা ঐ মূল্যের হারানুসারে মূল্য প্রদানে অপর ।৵০ আনা অংশ লইতে পারিবেন। মিস্থয়ার্শ ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি সরি উক্ত মতে সম্পত্তি বিক্রয় এবং হস্তান্তর করিতে প্রস্তুত আছেন।

এ বিক্রয়ে ধনাঢ্য মহাত্মাগণকে অহ্বান করা যাইতেছে।

| তসিকার নম্বর। | তৌজির নম্বর। | কালেক্টরির নাম। | মহলের নাম। | জমির পরিমাণ। | সদর জমা |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | জমীদারি | | |
| ২৫ | ৪৬৪ | মালদহ | করিশপুর বিসনপুর | ১৪৮৭/০ | ৩৩৮৵০ |
| ২৮ | ৪৯৮ | ঐ | দরি দিয়াড়া কাউবনা | ৪২৪০/০ | ৬৬২৮৶৯ |
| ২৯ | ১১৩ | নয়াডুমকা | ওয়াকেক নিমগাছী উধুয়া | ৩৩৩২/০ | ২৯৭৷৷/৩ |
| | ১২০ | ঐ | তরফ পলাষগাছী | ২১২৬০/০ | ৮০৫।৶২ |
| | ঐ | ঐ | তরফ সিরশী গোবিন্দপুর | ১২২৫/০ | |
| ৩১ | ১২৮ | ঐ | মৌজে দাহুটোলা | ৬৮৯৪/০ | ৩২৭৷৷০ |
| ৩২ | ১৪২ | ঐ | তরফ লক্ষ্মীপুর | ৬৩৮/০ | ২২১৷৵০ |
| ৩৩ | ১৪৩ | ঐ | তরফ লক্ষ্মীপুর | ৯৯১/০ | ২৮/০ |
| | | | পত্তনি | | |
| ৩৪ | ৪২ | পুরনিয়া | তরফ ধরমপুর মোদাফত | ২৫৬১/০ | অনান্য মহলের সামিলে থাকায় কর দিতে হয় না |
| ৩৫ | ১৬৪৪০২ | নয়াডুমকা | মৌজে শুকপাড়া ও আমানতবন্দবস্তী শুকপাড়া | ১৪৪০/০ | ৬৬২৷৵৯ |
| | | ঐ | মৌজে পাতড়া ও জলকর পাতড়া এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাইগীর ও জোত | ৫৩৬১/০ | ১০০১ |

তদ্ব্যতীত অন্যান্য বিবরণ জানিবার প্রয়োজন হইলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে

ডি, এস, সাইকস

রাজমহল।

৫ ই আগষ্ট। ১৮৮০ অব্দ।

---

### সঙ্কট তৈল।

অর্দ্ধ ড্রাম শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা। কর্ণের ঘা, পুয়, কটকট, বেদনা, সন সন, ভোঁ ভোঁ, বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

### মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ৷৷০ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, মেড়ে ফুলা, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীবিহারিলাল বর্দ্ধণঃ
৩৪ নং চোরবাগান
ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

---

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

### শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ-ধাতু-ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

### কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা ( টাক ) ও অকালপকতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১, ডাকমাশুল ৷৷৵০

### সুরসুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক ও রোগ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২, ডাকমাশুল ৷৷০

### নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় জ্বর অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷৷০ ডাকমাশুল ৷৷৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতলা দোমহল পাকা বাটী ভাড়া বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত আছে, যাঁহার আবশ্যক হয় আমার নিকট তত্ব করিলে বিশেষ অবগত হইবেন।

১০ ই জুলাই শ্রীদীতানাথ চট্টোপাধ্যায়
১৮৮০ ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

---

## নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্ল গ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৶০ আনা।

### নবাবিষ্কৃত মহৌষধ
### চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহ্বায়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহকাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতার ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতার সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

এক শিশির মূল্য · ২ দুই টাকা
প্যাকিং ৶০ দুই আনা

### সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং ... জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ... ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ... ৶ আনা।

### চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধবিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার দুরারোগ্য শিরোরোগ উপশম হয়। মাথা ধরা, মাথাঘোরা, খুসখুসি, কেশদদ্রু, মস্তিষ্কহীনতা, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অল্পতা, টাক প্রভৃতি মস্তিষ্কের পীড়া সমূহ নষ্ট হয়। কেশ সকল ঘন, পুষ্ট ও বৃদ্ধি হয়। এবং অকাল পক্কতা দূর হইয়া চক্ষু জ্যোতিবিশিষ্ট হয়। এবং গাত্রে ব্যবহার করিলে চুলি, পাচড়া ও চুলকণা প্রভৃতি চর্ম্ম-রোগ নষ্ট হইয়া যায়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা
প্যাকিং ৶০ দুই আনা।

### রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্নপ্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৶০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " কেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
শ্রীযুক্ত বাবু নিতাই চাঁদ গোস্বামী ভারতবর্ষীয় হরিনাম সমাজ সম্পাদক।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী।
" " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত ঔষধালয়।
১৪০ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া কলিকাতা।

---

মৎ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

### ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫।০ টাকা ...

### আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ ... কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সর্দ্দিগরমি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের প্রধান প্রধান উপায় ভারতবর্ষের স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি স্বাস্থ্যাবাস সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১।০ টাকা ডাকমাশুল ৶০

### আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, খাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির চিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ।০

### আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৶০
শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

---

### সর্ব্বশাস্ত্র সংগ্রহ।

আমরা পুরাণ এবং অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ক্রমে ক্রমে অনুবাদিত করিয়া প্রতিসপ্তাহে প্রকাশ করিব। যে মাসিক পত্রিকা এক মাসের খণ্ড অপর মাসে প্রচারিত হইয়া পাঠকগণকে উত্যক্ত করে সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা এই গুরুতর সাপ্তাহিক দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।

প্রথম কাণ্ড বিষ্ণুপুরাণ প্রচার করিতে আরম্ভ করা যাইবে। প্রতি সপ্তাহে পুস্তকাকারে আটপেজি ৩ ফর্ম্মা করিয়া সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সংস্কৃত মূল, টীকা ও বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ থাকিবে। আমরা ৯ মাস মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ

সমাপ্ত করিয়া অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র আরম্ভ করিতে পারিব এরূপ ভরসা করি। গ্রাহক সংখ্যা আটশত পূর্ণ হইলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবে।

## মূল্যের নিয়ম।

বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ ডাক মশুল ১৷৷০

গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য প্রথম অর্দ্ধ মূল্য ২ এবং ছয়মাস পরে অবশিষ্ট ২, লওয়া যাইবে।

একত্রে চারিজনে একযোড়কে লইলে ১৬ টাকা স্থলে ১১৷৷০ টাকাতে পাইবেন।

ভারতমিহির প্রেস ময়মনসিংহ। } শ্রীকালীনারায়ণ সান্ন্যাল। ভারতমিহির ও ভারতমিহির যন্ত্রের অধ্যক্ষ।

---

## ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, গৃহচিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা পুস্তকসহ ঔষধের বাক্স, শিশি, কর্ক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রী হয়। সচিত্র মূল্য নিরূপণ পত্র ও পোষ্ট কাড বিজ্ঞাপনী বিনা মূল্যে বিতরিত।

### ঔষধের মূল্য

| | ১ ড্রাম | ২ ড্রাম | | বাক্স। | |
|---|---|---|---|---|---|
| মাদার টিং | ৷৷৶০ | ৷৷৶০ | ওলাউঠা বাক্স | ২৷৷০ | ৪৷৷০ |
| ক্ষুদ্র বড়ী | ৷৶০ | ৷৷৶০ | সাধাঃ চিকিঃ | ৮, | ১২, |
| ডাইলিউসন | ৷০ | ৷৶০ | জ্বররোগের | ৫, | ১২, |

### বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

| | | | |
|---|---|---|---|
| চিকিৎসা বিজ্ঞান | ৫, | চিকিৎসা সূত্র | ৷৷৶০ |
| ওলাউঠা চিকিৎসা | ৷০ | ওলাউঠার চিকিৎসা হিন্দি | ৷৶ |
| স্ত্রী চিকিৎসা | ১, | প্রমেহ, শুক্রক্ষরণ | ৷৶ |
| ঔষধগুণ সংগ্রহ | ১৷০ | হাম ও বসন্ত চিকিৎসা | ৴০ |
| [illegible] চিকিৎসা | ৷৷০ | হোমিওপ্যাথিক কি? | ৶০ |

ভারত চিকিৎসক, বার্ষিক মূল্য ১৷৷৶ ডাক মাশুল ৷৶০।

## দত্ত-প্রেস।

আমাদিগের ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল [illegible], রসিদ, লেবল প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষরে সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে।

প্রেস, কেস, অক্ষর প্রভৃতিও এখানে বিক্রয় হইয়া থাকে।

## নিউ লাইব্রেরি।

এখানে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সকল প্রকারের পাঠ্য পুস্তক, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণাদি, ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক ও নভেল ইত্যাদি বিক্রয় হয়। অধিক টাকার পুস্তকে কমিশন দেওয়া যায়।

## বিনা মূল্যে বিতরণ।

মূল শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ দেবনাগর অক্ষরে ছাপা ডাকমাসুলাদি ব্যয়ের নিমিত্ত ৷৶০ আনা মাত্র নির্দ্ধারিত।

## ঐ বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ১০ শ ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে সম্পূর্ণ ডাকমাসুলাদি ব্যয় নিমিত্ত ২৷৷০ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত।

## হরিবংশ।

মূল হইতে পদ্য অনুবাদ ১ম ২য় ৩য় খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে, ১০ খণ্ডে গ্রন্থ সমাপন হইতে পারিবে। ডাকমাসুলাদি ব্যয় নিমিত্ত সর্ব্বসমেত ২৷৷০ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত। গ্রাহকগণ [illegible] এক টাকা পাঠাইলে গ্রাহক শ্রেণিভুক্ত হইতে পারিবেন তাহাতেও অপারক হইলে [illegible] আনা পাঠাইলে এক এক খণ্ড পাইতে পারিবেন।

প্রকাশক

শ্রীশ্রীনাথ দাস এবং কোং

৩৬ নং গরাণহাটা, অথবা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ও হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সরী।

---

## শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

### বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীন বল, শুক্রমেহের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে" স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ২ টাকা।
ঘৃত ৶০ পোয়া ... ... ... ৩ টাকা।
তৈল ৷০ পোয়া ... ... ... ৪ টাকা।

### জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ... ১৷৷০ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাসুল ... ৷৶০ আনা।

### শিবাঘৃত।

(নপুংসক শৃগাল কাথে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ু রোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

### রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ, মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার ...মূল্য ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ডাকমাসুল ... ... ৷৶০ আনা।

### শারিবা আসব।

ইহার ব্যবহারে সকল প্রকার বাত, রক্তদোষ, পারাদোষ (অর্থাৎ পারা যে কোন প্রকারে শরীরস্থ হইয়া যে সকল রোগ উৎপন্ন করে) বাতরক্ত নালি ঘা শোষ, গাত্রকণ্ডু, শরীরের দুর্ব্বলতা, স্ফূর্ত্তিবিহীনতা, মস্তক ঘূর্ণন, হস্তপদাদির জ্বালা, উপদংশ বা গরমির পীড়া জন্য গাত্রে যে সকল বিকৃত চিহ্ন বা ক্ষত হয়, তৎসমুদায় ইহা দ্বারা বিনষ্ট হয় অর্থাৎ শরীরের দূষিত রক্ত সকলকে পরিষ্কার করিয়া ঐ সকল পীড়ার শীঘ্র উপশম করে, এতদ্ভিন্ন শরীর কৃশ এবং দুর্ব্বল হইলে ক্রমশঃ ইহা দ্বারা শরীর বলিষ্ঠ, স্থূল, ও কান্তি বিশিষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাসুল [illegible] আনা।

# সোমপ্রকাশ

২৩ শ ভাগ। ১ ম সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং ।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম ষাণ্মাষিক ৫॥ টাকা।

সন১২৮৭ সাল। ৮ ই বৈশাখ। ইং ১৮৮০। ১৯ এ এপ্রেল।

মফস্বলে ডাক মাসুল সহ ১০, ষাণ্মাষিক ৫৷৵০, অসমর্থ পক্ষে বার্ষিক ৭ টাকা।



---

## সোমপ্রকাশ।

৮ ই বৈশাখ সোমবার।

### সোমপ্রকাশের পুনর্জ্জন্ম।

জগদীশ্বরের কি বিচিত্র লীলা! আমাদের রাজপুরুষগণের কি রাজনীতি-কৌশল! বিজ্ঞানশাস্ত্র মৃতকে জীবিত করিবার যে চেষ্টা পাইয়া হতাশ হইয়াছে, রাজপুরুষগণের কটাক্ষে সেই ঘটনা ঘটিল। মৃত সোমপ্রকাশ পুনর্জীবিত হইল। এ ঘটনা ঘটিবে —এ বিচিত্র ঘটনা ঘটিবে, আমরা স্বপ্নেও মনে করি নাই। বোধ হয় পাঠকগণ কখনও মনে ভাবেন নাই যে এরূপ বিচিত্র ঘটনা হইবে। আমরা বাল্য কালে উপন্যাসে জীয়ন কাঠী ও মরণ কাঠীর কথা শুনিয়াছিলাম, আমাদের রাজপুরুষেরা তাহা দেখাইলেন। মহাকবি কালিদাস রতির [illegible]

আকাশবাণী হইলে পর. লিখিয়াছেন " অশনেরস্তস্য চোভয়োর্বশিনশ্চাম্বুধরাশ্চ যোনয়ঃ " জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ও মেঘ বজ্র ও অমৃত এই উভয়ের উৎপত্তি স্থান। জিতেন্দ্রিয়েরা কুপিত হইলে বজ্র তুল্য অভিশাপ ও প্রসন্ন হইলে অমৃত তুল্য অনুগ্রহ করিতে পারেন। মেঘও বজ্র ও বৃষ্টির উৎপত্তি স্থান। রাজারাও কুপিত হইলে বজ্রতুল্য মহা অনিষ্টের এবং প্রসন্ন হইলে অমৃততুল্য অনুগ্রহের উৎপত্তি স্থান হন, কালিদাস সে কথা বলিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা আজি তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের দয়ালু গবর্ণমেণ্টের প্রসাদে সোমপ্রকাশ পুনর্জীবিত হইয়া পুনরায় পাঠকগণের করতলশোভী হইতে চলিল। এটী কেবল আমাদের নয়, পাঠকগণেরও মহা আনন্দের দিন। যদি কোন প্রিয় বস্তু হারাইয়া যায়, সেই দ্রব্য পুনরায় প্রাপ্ত হইলে হৃদয় আনন্দে যখন পুলকিত হয়, তখন মৃতকে জীবিত দেখিলে হৃদয় আনন্দে যে উচ্ছলিত হইবে, তাহার সংশয় কি? মৃতকে দেখিবার ইচ্ছা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। মিশরদেশীয়েরা এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই মৃতদেহ গন্ধদ্রব্যে লিপ্ত করিয়া অবিকৃত করিয়া রাখিত। ইউরোপীয়েরা এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই মৃতের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও চিত্র বিধান করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে মিশর-দেশীয় মমি ও ইউরোপীয় চিত্র বা প্রতিমূর্ত্তি রাখিবার রীতি নাই বটে কিন্তু এখানেও মৃতকে জীবিত দেখিবার ইচ্ছা অতিশয় বলবতী। আমাদের মুনি ঋষিরা কথায় কথায় অমৃত-কুণ্ডের জলসিঞ্চন করিয়া মৃতকে জীবিত করিতেন। সাবিত্রীর পতিব্রতাধর্ম্মের বলে সত্যবান জীবিত হইয়াছিলেন। মৃতের সহিত কথা কহাইতে পারেন বলিয়া আমেরিকার কয়েকজন লোক এ দেশে আসিয়া বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া গেলেন। একবার কয়জন গাঁজাখোর, মৃত ব্যক্তি ফিরিয়া আসিতেছে বলিয়া রব তুলিয়া দেয়। তাহাতে যে কত জনের মনে কত প্রকার আশা ও আনন্দ জন্মিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। পুত্রশোককাতরা মাতা মনে করিলেন, তাঁহার প্রিয়-পুত্র আসিয়া তাঁহার ক্রোড়দেশ অলঙ্কৃত করিবে। পুত্রশোকে নিরবলম্বন অন্ধ পিতা ভাবিলেন, তাঁহার মৃত পুত্র জীবিত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় সুখী করিবে। পতিবিয়োগকাতরা পত্নী ভাবিলেন, তাঁহার মৃত স্বামী জীবিত হইয়া তাঁহার দারুণ বৈধব্য যন্ত্রণা দূর করিবেন। মৃতের পুনরায় দর্শনলালসা যখন এত বলবতী, তখন পাঠকগণের মৃত সোমপ্রকাশকে জীবিত দেখিয়া কি অদ্ভুত আনন্দ লাভ হইবে, তাহার সংশয় নাই।

সোমপ্রকাশকে জীবিত দেখিয়া আনন্দের ন্যায় বিস্ময় ও কৌতুকও পাঠকগণের চিত্তকে অভিভূত ও চমৎকৃত করিয়া তুলিবে সন্দেহ নাই। আমরা অদূরে সোমপ্রকাশের পুনর্জন্ম লাভের ইতিবৃত্ত বর্ণন করিয়া কৌতুক চরিতার্থ করিতেছি। বিস্ময়ের বিষয়ে বক্তব্য এই, যিনি অদ্ভুতের বিধান কর্ত্তা, অদ্ভুত মনুষ্য সৃষ্টি যাঁহার প্রধান কার্য্য, তাঁহার সৃষ্টিতে কোন ঘটনাই অদ্ভুত নয়। দুর্ব্বার ভ্রম প্রমাদ ও দেবদুর্লভ দয়া ও ঔদার্য্য যখন মানুষের মনকে এক আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে, তখন সকল ঘটনাই সম্ভাবিত। সোমপ্রকাশের মৃত্যু ভ্রমপ্রমাদের ফল, তাহার জীবন লাভ দয়াও ঔদার্য্যের কার্য্য। সোমপ্রকাশের মৃত্যু ত সামান্য কথা, মানুষের ভ্রম প্রমাদ নিবন্ধন জগতে সময়ে সময়ে যে সমস্ত লোমহর্ষণ ঘটনা হয়, তদ্বিষয়ের চিন্তা করিলে চিত্ত যে কেবল বিস্ময়ে অভিভূত হয় এমন নয়, এই অদ্ভুত মনুষ্য সৃষ্টি চিন্তা করিয়া সেই অদ্ভুত বিধান কর্ত্তাকে শত শত ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয়। জুলিয়স সীজর যখন রোমে সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠেন, তখন রোম নগরের এমন অবস্থা ছিল না যে নগরবাসীরা স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আত্মরক্ষণে সমর্থ হয়। ব্রুটস মনুষ্য সহচর ভ্রমপ্রমাদের বশীভূত হইলেন। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার অসাময়িক চেষ্টা জন্মিল। সেই স্বাধীনতা রক্ষার ইচ্ছা তাঁহাকে মত্ত করিয়া তুলিল। সীজার যে তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন তিনি তাহা ভুলিয়া গেলেন এবং মত্ত প্রায় হইয়া সীজারের প্রাণ সংহার করিলেন। এই প্রাণ সংহার করা একটী মহাভ্রম হইল। তাহার পর তিনি আর একটী গুরুতর ভ্রমে পতিত হইলেন। আণ্টনির প্রাণ বধ না করা সেই গুরুতর ভ্রম। আণ্টনির প্রাণবধ না করাতে তিনি সীজারের মৃতদেহ দেখাইয়া ও তাঁহার গুণ বর্ণন করিয়া তাহাতে নানা মিথ্যা কথার যোগ দিয়া নগরবাসীদিগকে ক্ষেপাইয়া তুলিলেন। তাহাতে ব্রুটসের সমুদয় চেষ্টা যে কেবল বিফল হইল এরূপ নয়, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার যে কিছু আশা ছিল, তাহার সহিত ব্রুটসের প্রাণ বিয়োগ হইল। কিন্তু আণ্টনির প্রাণ সংহার করিলে বোধ হয় এরূপ ঘটনা হইত না। নাগরিক লোকেরা ব্রুটসের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিল। আণ্টনি বিপক্ষতা না করিলে বোধ হয় তিনি নাগরিকলোকদিগকে হস্তগত করিয়া অকটেভিয়সকে দূর করিয়া দিতে পারিতেন। অন্ততঃ রোমে কিছু দিন স্বাধীনতা রক্ষা পাইত। সোমপ্রকাশের মৃত্যুও সেই প্রকার ভ্রম প্রমাদের ফল। অতএব ইহার মৃত্যুতে বিস্ময় নাই। ইহার পুনর্জীবনও বিস্ময়াবহ নহে।

যে কারণে সোমপ্রকাশের মৃত্যু হয়, তদ্বৃত্তান্ত বোধ হয় পাঠকগণ বিস্মৃত হন নাই। সোমপ্রকাশের লাহোরস্থ সংবাদদাতার পত্র প্রকাশ হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট আমাদের নিকটে হাজার টাকা ডিপজিট ও মুচলকা চান। আমরা তদ্দানে সমর্থ না হওয়াতে সোমপ্রকাশ প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া সেই উভয় দায় হইতেই আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন। এটী গবর্ণমেণ্টের যে কিরূপ মহত্ত্বের কার্য্য হইয়াছে, পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। আমাদের গবর্ণমেণ্ট যেমন মহান, যেমন দয়ালু, যেমন প্রজাবৎসল, কার্য্যটী তদনুরূপ সন্দেহ নাই। বলিতে কি সমাচারপত্র সম্বন্ধে ব্রিটিশ জাতি ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে প্রকার মহত্ত্ব প্রদর্শন করেন, অন্য কোন গবর্ণমেণ্ট এরূপ করিতে পারেন না। ফ্রান্স জর্ম্মণি রুশ প্রভৃতি অনেক বিশাল গবর্ণমেণ্ট আছেন, কিন্তু কোন গবর্ণমেণ্টেরই সমাচারপত্র সম্বন্ধে এরূপ স্বাধীনতাদান ও এরূপ উদার ব্যবহার নাই। ব্রিটিশ জাতির এই অনুপম উদারতার মহাফলও ফলিয়াছে। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন অভ্যুদয় যে অন্য সমুদায় জাতিকে অতিক্রম করিয়াছে, এই উদারতা তাহার অন্যতর কারণ। সময়ে সময়ে তাঁহারা এই উদারতা হইতে চ্যুত হন, দুই এক ধাপ নামিয়া পড়েন, তাহা আমাদের মহাক্ষোভের নিমিত্ত হয়।

যেরূপে সোমপ্রকাশের পুনর্জন্ম লাভ হয়, তদ্বৃত্তান্ত এই—

সোমপ্রকাশের হুগলীস্থ সংবাদদাতা বাবু দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ আমাদের অজ্ঞাতসারে বঙ্গ দেশের মাননীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আশলি ইডেন্ সাহেবের নিকটে মোচলকা ও ডিপজিট বিনা সোমপ্রকাশের পুনঃপ্রচারার্থ আবেদন করেন। সেই আবেদনপত্রখানি এই—

TO

His Honor the Hon'ble Sir A Eden

K. C. S. I.

&c. &c. &c. &c,

Lieutenant Governor of Bengal.

Honored Sir.

The undersigned begs most humbly and respectfully to present the following memorial for your Honor's kind perusal and favorable consideration.

Your humble memorialist has no personal request nor any thing to urge regarding finances or the adminstration of justice but prays most humbly and earnestly for the

restoration to life of the late Somprakas newspaper, which was acknowledged by all the natives of Bengal as the ornament of all Vernacular newspapers and most friendly to the interests of the country,

The extinction of this paper has been the cause of great sorrow to your memorialist. It was the first Vernacular newspaper that inculcated broad and liberal views in politics, was always loyal and conducted with a pure and catholic spirit. It was a pure model of Bengali style and for a period of a quarter of a century it has done incalculable good to our country by enriching our literature and producing a spirit of true criticism and taste among the educated community. On the one hand it has taught the natives of the country to appreciate the numberless benefits they have derived from the British Government, a Government which a benign Providence has placed over us in its universal benevolence and it has taught us to be sincerely loyal for these benefits; on the other hand it raised its voice against the caprices of individual officers and solitary acts of injustice, it brought into the notice of a paternal Government the poverty, the wants and the aspirations of the myriads of the subject race. It strongly urged and called upon the people of Bengal to abolish polygamy, early marriage and the thousand other social evils that are eating into the vitals of our nation. Indeed it was for its many and great qualities that the Someprakas had become the most respected of all native newspapers and was relied upon by all classes of the people high or low, rich or poor. It was always loyal though it was not slow to point out any lapses whether of individual officers or of the Government but with the greatest respect and the most sincere regard for the benevolent intentions of the Government. Your humble memorialist presumes that your Honor knows the history of the Someprakas and its file for the last twenty two years will bear ample testimoney to your memorialists assertions.

The extinction of this paper, the unhappy consequence of a foolish letter of its Lahore Correspondent, has given pain to the hearts of the educated community. The correspondent is now dead and your humble memorialist begs to solicit most respectfully that the warning thus given will be amply sufficient. The natives of Bengal amidst whom your Honor has resided so long, for whom your Honor has the greatest kindness, all rely upon your Honor's paternal care for the good of their country. Your memorialist most humbly and respectfully begs therefore that your Honor will add one more lustre to his name by restoring the Someprakash calling the Editor the Venerable Pundit Dwarka Nath Bidyabhusan to renew his paper without entering into the bond which he cannot sign from a principle of self-regard and your memorialist along with all the educated natives of Bengal shall be bound to your Honor by one additional tie of heartfelt gratitude and joy.

Ilsoba Mondlye
Via Pandooah
28th Februry 1880.

I have the honor to be
Sir
your Honor's most
obdt. and humble
Servant.

Durga Prosonna Ghosh
Hooghli Correspondent
of the Late Somprokash.

এই সংবাদ যখন আমাদের শ্রুতিগোচর হইল তখন আমরা ভাবিলাম, বাবু দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষের চেষ্টা জলধিবন্ধন চেষ্টার ন্যায় নিতান্ত বিফল। এবিষয়ে আমাদের উপেক্ষা জন্মিল। আমরা এক প্রকার উহা বিস্মৃত হইয়া গেলাম। কয়েক দিন অতীত হইলে পর ঐ দুর্গাপ্রসন্ন আমাদিগকে এক খানি পত্র লিখিলেন এবং সেই সঙ্গে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের কৃত রেজোলিউসনের একটী নকল পাঠাইয়া দিলেন। তাহা এই—

GOVERNMENT OF BENGAL
(Resolution)
Judicial
Dated the 16th March 1880.

Read a petition dated the 28th February last from Babu Doorga Prosunna Ghose the Hoogli Correspondant of the late Someprokash Newspaper praying for the restoration of the "Someprakash" and that the Editor Pundit Dwarka Nath Bidyabhusun may be called upon to republish his paper without entering into the bond which he cannot sign from a principle of self-regard.

Order.—ordered that the petitioner be informed that no application such as this can be considered unless submitted by the Editor or publisher of the "Someprakash" and that if the Editor desires to make any representation on the subject of the republication of his Newspaper he can do so verbally to the Lieutenant Governor or to the Secretary to Government.

No 1438

Copy forwarded for the information of the petitioner. By the order of the Lieutenant Governor of Bengal

Sd. Horace Cokreal Sec. to
the Government of Bengal

এই রেজলিউসন পাঠ করিয়া আমাদের হৃদয়ে বিস্ময়-সংভিন্ন কৌতুকের উদয় হইল। সোমপ্রকাশের প্রতি গবর্ণমেণ্টের যে এরূপ অনুগ্রহ হইবে, সোমপ্রকাশ যে পুনর্জীবিত হইবে, আমরা যে তাহার প্রচারে পুনরায় ব্রতী হইব, একদিনও স্বপ্নে এ চিন্তা করি নাই। আমরা এ বিষয়ে এক প্রকার বরতস্পৃহ হইয়াছিলাম। দুর্গাপ্রসন্নের পত্র পাইয়া আমাদের বিষম চিন্তা ও সঙ্কট উপস্থিত হইল। চিন্তা এই আমাদের বয়স হইয়াছে, যদি সোমপ্রকাশের কার্য্যভার পুনরায় গ্রহণ করিতে হয়, প্রাণপণে উহার উৎকর্ষ সাধন করিবার চেষ্টা পাইতে হইবে, তাহাতে শরীরের স্বাস্থ্য হানি হইবার সম্ভাবনা। সঙ্কট এই, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা সোমপ্রকাশের প্রচারার্থ পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অনুরোধ পরিহার করা দুরূহ হইয়া উঠিল। দ্বিতীয়তঃ লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সভ্যতার রীতি অনুসারে আমাদিগকে তাঁহার সহিত দেখা করিবার অনুমতি দিয়াছেন, যদি দেখা করিতে না যাই, উপেক্ষা করা হয়, সেটী উচিত হয় না।

গত ২০ এ চৈত্র হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদক অনরেবল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পালকে সঙ্গে লইয়া মাননীয় [illegible]

নণ্ট গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, আমরা পূর্ব্বে যেরূপ স্বাধীনভাবে স্বমত প্রকাশ করিয়া সোমপ্রকাশের কার্য্য সম্পাদন করিতাম, সেইরূপই করিব। তিনি একখানি লিখিত আবেদন করিতে কহিলেন। তদনুসারে আমরা যে আবেদন করি এবং তাহাতে মহামুভব গবর্ণমেণ্ট যে অনুমতি দেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

TO

THE HON'BLE SIR ASHLEY EDEN
K. C. S. I. C. I. E. Lt. GOVERNOR
OF BENGAL.

The humble memorial of Pundit Dwark Nath Bidyabhoosun, proprietor and Editor of the late Shomeprokash newspaper.

RESPECTFULLY SHEWETH,

That your memorialist deeply regrets the circumstances under which he considered it his duty to close his paper the "Shomeprokash."

That the cessation of the paper has been a source of pain to your memorialist and of grief and disappointment to his subscribers and supporters, many of whom have repeatedly urged him to revive it.

That being convinced that it is not the object of Govt. to restrict real freedom of opinion, to repress honest and reasonable criticism of the measures and officers of Govt. however adverse or outspoken or to fetter the legitimate interpretation of the thoughts and feelings of the ruled to the rulers and *vice-versa*, your memorialist proposes to re-establish his paper, and in doing so he hereby engages not to publish any thing in it calculated to cause or excite disaffection or to engender hatred to the sway and authority of her Gracious Majesty the Queen Empress. While reserving to himself the legitimate independence of an honest and patriotic Journalist his endeavour will always be to foster loyalty among his countrymen, to advocate the cause of truth and justice, and to observe moderation. That [illegible]standing the errors of judgment [illegible] which your memorialist had sometimes fallen, and which none regrets more than himself, he ventures to think it will be allowed that his paper had always been loyal, respectable and public spirited, and he traces to the character which it thus established its success and popularity in the part. He will of course be personally responsible for the conduct of his revived paper, and *it will* be no *less his interest* than his duty to bestow his best attention upon it.

That in consideration of the general character of the paper in the part and of his promise to carry it on in future in strict accordance with the principles of loyalty, moderation and just honest and independent criticism, your memorialist solicits that your Honor may be graciously pleased to permit him to re issue the "Shomeprokash" from Bysack next and to dispense with the condition of executing a bail-bond.

And your memorialist as in duty bound will ever pray.
Dwarka Nath Vidyabhooshun
Calcutta Mirjapore,
Boodhoo Ostagurs Lane No 10
Kulpadruma Press.

No 1964

FROM
H. M. KISCH, Esq.
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.
Judicial and Political Departments,
To the Commissioner of the Presidency Division
Dated Calcutta, the 10th April 1880.

Sir,

With reference to the correspondence ending with your letter No. 54 J. G. of the 28 April, 1879, I am directed to say that the Government of India have acceded to the prayer of a memorial recently submitted by Pundit Dwarka Nath Bidiabhusan the Proprietor and Editor of the late Shomeprokash and have sanctioned the re-issue of the paper. I am to request that you will be good enough to instruct the Magistrate of the 24 Pergunnahs to return to Babu Kedar Nath Chuckervarti, the late Printer and Publisher of the paper the bond executed by him on the 3d April 1879, and to inform him that no action will be taken under the second and third clauses of Section 9 of Act IX of 1878 without warning being again given to the Publisher and Printer.

I have &c
Sd. H. M. Kisch
Under-Secry to the Govt.
of Bengal.

No 1965.

Copy forwarded for the information of Pundit Dwark Nath Bidyavhusun, Editor of the late "Shomeprokash" Newspaper.

By Order of the Lieut.
Governor of Bengal.

Calcutta
The 10th April 1880.

H. M. Kisch
Under-Secretary to the
Govt. of Bengal.

সোমপ্রকাশ প্রচারের শেষোক্ত অনুমতি পত্র আমাদিগের হস্তগত হইলে পর বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত হোরেস ককরেল সাহেব আমাদিগকে ডাকাইয়া লইয়া যান এবং এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, সোমপ্রকাশে অসঙ্গত বিষয় প্রকাশ না হয়, এবং আমরা স্বচক্ষে না দেখিয়া কোন বিষয় মুদ্রিত হইতে না দি।

এক্ষণে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসর। বাবু দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষের উদ্যোগে ও যত্নেই সোমপ্রকাশের পুনর্জ্জীবন লাভের প্রথম সোপান হয়। তিনি দেহপঞ্জর প্রস্তুত করিয়া দেন, অনুভবী উদার বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর মাননীয় ইডেন সাহেব তাহাতে জীব ন্যাস করেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সেই জীবনকে পুষ্ট করিয়া তুলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদের ত চির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া আছেন। আমরা তাঁহাদের নিকটে নানা বিষয়ে ঋণগ্রস্ত হইয়া আছি। আমাদের যে কিছু উন্নতি লাভ হইয়াছে, তাঁহারাই তাহার বীজ। আমরা যে কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছি, যা যা কিছু বুঝিতে শুনিতে পারি, তাঁহারাই তাহার মূল। আমরা যে অকুতোভয়ে বলিতে কহিতে পারি, তাঁহাদের স্বাধীনতা দানই তাহার নিদান। অতএব তাঁহাদের নিকটে আমাদের নূতন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পুনরুক্ত মাত্র। বাবু দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ এক্ষণে আমাদের নূতন কৃতজ্ঞতার পাত্র। সোমপ্রকাশ [illegible] দিন [illegible]

থাকিবে, তত দিন তাঁহারই কীর্ত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে সন্দেহ নাই।

অতঃপর ইণ্ডিয়ান আসোসিএসন সভা ও বাবু লালমোহন ঘোষ মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ একান্ত আবশ্যক। বাবু লালমোহন ঘোষ উক্ত সভার প্রেরিত হইয়া সোমপ্রকাশের নিমিত্ত বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডে গিয়া পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় সোমপ্রকাশের মৃত্যুনিবন্ধন তুমুল আন্দোলন করিয়াছেন। মহাসভার উদার সভ্যগণও সোমপ্রকাশের নিমিত্ত বিলক্ষণ সমদুঃখ-সুখতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহারাও আমাদের সবিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র। আমরা দেখিতেছি, ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভা হইতে ভারতবর্ষের মহোপকার সাধিত হইতেছে। ঐ সভা হইতে ভারতবর্ষের যে আর কত উপকার হইবে, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। দেশের লোকের বিশেষরূপে সভার সাহায্য দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সভা যত পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইবে, আমাদের দেশও তত পুষ্টি ও বৃদ্ধি লাভ করিবে।

স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সহযোগী সমাচারপত্র সম্পাদকেরা বরাবর সোমপ্রকাশের প্রতি সমদুঃখসুখতা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। অতএব তাঁহারাও আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁহারা সোমপ্রকাশের পুনর্জ্জন্ম সংবাদ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের নিকটে আমাদের সবিনয় বক্তব্য এই, তাঁহারা বরাবর সোমপ্রকাশের যে প্রকার সাহায্য দান করিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণেও সেইরূপ করেন। অথবা আমাদের এ অনুরোধ করা অধিক। যাঁহারা সৌভ্রাত্রগুণে ভূষিত, তাঁহারা আপনা হইতেই ভ্রাতার উন্নতি সাধনে যত্নবান হইবেন।

উপসংহারে আমাদের সবিনয় প্রার্থনা এই সর্ব্বনিয়ন্তা শুভাশুভ বিধানকর্ত্তা আমাদের স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখুন। তাঁহার প্রসাদে যেন আমরা অবাধে যথাবিধি স্বকর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ হই। গ্রাহকগণেরও যেন সোমপ্রকাশের প্রতি পূর্ব্ববৎ স্নেহ দৃষ্টি থাকে।

## ১২৮৭ সাল।

### নববর্ষ।

নববর্ষ উপস্থিত, আমাদের হর্ষের পরিসীমা নাই। আমরা ভাবি, আমাদের বর্ষবৃদ্ধি হইল। এদেশে এই বর্ষবৃদ্ধি উপলক্ষে জন্মতিথি পূজা হইয়া মহামহোৎসব হইয়া থাকে। মনে আশা এই আমরা চিরজীবী হইব। এই নিমিত্ত চিরজীবী মার্কণ্ডেয় পূজা করিয়া থাকি। তিল রাখিলে, তিল লইয়া স্নান করিলে, তিল হোম করিলে, তিল দান করিলে, তিল ভোজন করিলে, তিল বপন করিলে, আয়ুর অবসাদ হয় না। এই নিমিত্ত আমরা ঐ দিবস তিল লইয়া ঐ ছয় প্রকার কার্য্য করিয়া থাকি। আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হইবে বলিয়া আমরা জলে মৎস্য ছাড়িয়া দি এবং ব্রাহ্মণকে মৎস্য দান করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা মূঢ় নর দুর্ভেদ্য কালচক্র ও বিধাতার চক্র বুঝিতে পারি না। বিধাতার কৌশল আমাদের রাজপুরুষগণের রাজনীতি কৌশল অপেক্ষাও দুরবগাহ। তিনি কৌশল করিয়া নূতনের মোহিনীশক্তি দিয়াছেন। নূতন পাইলেই আমরা ভুলিয়া যাই। তিনি নূতন বর্ষ ও সেই সঙ্গে সঙ্গে নূতন সামগ্রী দিয়া আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখেন, ওদিকে গোপনে আমাদের সর্ব্বপ্রধান আয়ু হরণ করিয়া লন। আমরা নূতন বর্ষের আগমনে নূতন বলিয়া মোহিত হইয়া থাকি, কিন্তু আমাদের যে কি ক্ষতি হইল তাহা বুঝিতে পারি না। যাহাকে কালচক্রে একশত বার ঘুরিতে হইবে, নূতন বর্ষের আগমনে তাহার একটী সংখ্যা কমিয়া গেল। যাহার একশত বার নূতন ফলের ভোগাদৃষ্ট আছে, নূতন বর্ষের আগমনে তাহার একটী সংখ্যার হ্রাস হইল। তিনি নূতনের মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া আছেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অতএব নববর্ষ যে আমাদের কেমন শুভানুধ্যায়ী, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিলেন। অতএব আমরা যে, নব বর্ষের গুণানুবাদে প্রবৃত্ত হই, তাহার প্রলোভন নাই। আর এক কথা এই, আমরা যাহাকে বর্ষবৃদ্ধি বলিয়া হর্ষ প্রকাশ করি সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে তাহারও বিপরীত ঘটনা। রাজকোপে পড়িয়া সোমপ্রকাশের এক বর্ষ আয়ু ক্ষয় হইয়া গেল। সিক সার্টিফিকেট দিলে আর তিন বৎসর পরে গ্রাহকগণের নিকটে সোমপ্রকাশ যে অর্দ্ধ পেন্সন পাইত, তাহার ব্যাঘাত জন্মিল। কিন্তু তাঁহারা তৃতীয়াংশ পেন্সনের হাত ছাড়াইতে পারিতেছেন না। যাঁহার নূতন রাজত্ব আরম্ভ হইল, সেই ১২৮৭ সালের কথা ত এই গেল। তবে যিনি আমাদের উপর রাজত্ব করিয়া গেলেন, সেই ১২৮৬ সালের কিঞ্চিৎ গুণ বর্ণন করা কর্ত্তব্য।

### পরিবর্ত্ত।

কাল ক্ষণে ক্ষণে সকল পদার্থেরই পরিবর্ত্ত করিতেছে। কালের এই পরিবর্ত্তনকারিতা দেখিয়া ক্ষণভঙ্গুরবাদী নামে একটী মতের সৃষ্টি হইয়াছে। কাল ক্ষণে ক্ষণে আমাদের দেহের, মনের ও ভোগ্য পদার্থের পরিবর্ত্ত করিতেছে। গত বৎসর আমাদের রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ধর্ম্ম, সমাজ, বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের যে যে পরিবর্ত্ত করিয়াছে, অগ্রে সেই সেই বিষয়গুলি চিন্তনীয়।

### রাজনীতি।

রুশ তুরস্ক যুদ্ধের পর ইংলণ্ড ভিন্ন ফ্রান্স জর্ম্মনি প্রভৃতি ইউরোপ খণ্ডের প্রধান প্রধান রাজ্যে রাজনীতি সম্বন্ধে কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই। এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডে একটী বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে। রাজা জনের সময় অবধি ইংলণ্ডের লোকেরা রাজার সহিত বিরোধ করিয়া যে প্রভুত্ব লাভের চেষ্টা পান, যে চেষ্টায় বহুল শোণিতপাত ও অর্থ ব্যয় হইয়া যায়, যে চেষ্টায় একজন রাজা ঘাতকের অপবিত্র হস্তে দেহ ত্যাগ করেন, সেই চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইয়া সর্ব্বসাধারণে যে প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ডিসরেলির মন্ত্রিত্ব কালে সেই প্রভুত্ব ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আইসে। রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ ও কাবুল যুদ্ধের সময়ে সেই প্রভুত্ব বিশেষরূপে সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়। রাজশক্তি পূর্ব্ববৎ প্রবল হইয়া উঠে। প্রধান মন্ত্রি ডিসরেলির অধিষ্ঠিত ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য দেখিয়া দিন কত কাল এমনি বোধ হইয়াছিল, যে মন্ত্রিগণই সর্ব্বে সর্ব্বা। তাঁহাদের ইচ্ছাই রাজার ইচ্ছা, তাঁহাদের কার্য্যই রাজার কার্য্য, তাঁহাদের ক্ষমতা ভিন্ন ইংলণ্ডের লোকের কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু গত বৎসর ইহার বহুল পরিবর্ত্ত হইয়াছে। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার উদার সভ্য সম্প্রদায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের লোকের চক্ষু ফুটিয়াছে, চৈতন্য হইয়াছে, মন্ত্রিসভা রাজশক্তি যে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছেন, অনেকের সে বোধ হইয়াছে। বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পরিবর্ত্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় রাজনীতি ইংলণ্ডীয় রাজনীতির প্রতিবিম্ব মাত্র। ইংলণ্ডীয় রাজনীতির বিপ্লব ঘটিলে এখানেও তরঙ্গ উত্থিত হইবার সম্ভাবনা। যখন সেখানে এখনও রাজনীতি-সমুদ্র উদ্বেল হয় নাই, তখন এখানে তরঙ্গাভিঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা কি? তবে এখানকার রাজনীতির যে কিছু পরিবর্ত্ত হইয়াছে, সে সামান্য মাত্র। সমুদ্রের শাখানদীর জলোচ্ছ্বাস ও জল হ্রাসের ন্যায় নব আইন সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে। সোমপ্রকাশই তাহার লীলা খেলার স্থান হইয়াছে।

### শস্যাদি।

গত বৎসরের পূর্ব্ব বৎসরেও যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী মহার্ঘ্য গিয়াছিল। কিন্তু গত বৎসর সমুদয় দ্রব্যই সুলভ হইয়াছে। গত বৎসর সকল স্থানে বাঞ্ছানুরূপ সুবৃষ্টি হয় নাই। স্থানে স্থানে জলপ্লাবন হইয়াছিল। তথাপি ধান্য ও চাউলের বাজার বিলক্ষণ সস্তা গিয়াছে। রবিশস্য অপর্য্যাপ্ত জন্মিয়াছিল। কথায় বলে লক্ষ্মীর বরযাত্র। ধান্য চাউল সস্তা হইলে

সেই সকল সামগ্রী সস্তা হইয়া পড়ে। গত বৎসর সুবৃষ্টি না হওয়াতে পানীয় ও ব্যবহার্য্য জল অসচ্ছল হয়। জলকষ্ট এক্ষণে বিশেষরূপে অনুভূত হইতেছে। ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের প্রথমে বৃষ্টি হওয়াতে বায়ু শীতল হইয়াছিল। রৌদ্র তাদৃশ প্রবল হয় নাই। অতএব গ্রীষ্মের কষ্ট ২০ এ চৈত্র পর্য্যন্ত বিশেষ অনুভূত হয় নাই। এক্ষণে দিবাকরকরের তীব্রতা মস্তকে আর ধারণ করা যায় না।

## সমাজ।

ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান ও ইউরোপীয় এই তিনটী সমাজ প্রধান। ইউরোপীয়দিগের কথা স্বতন্ত্র তাঁহারা স্বদেশীয় ও সহজাত উৎসাহ অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতাদিগুণ সঙ্গে করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। ভারতবর্ষীয় জল বায়ুতে তাঁহাদের সে সকল গুণের অবসাদ করিতে পারে না। কিন্তু দীর্ঘকাল দাসনিবন্ধন হিন্দু ও মুসলমান সমাজ যে আলস্য অনুৎসাহ ও অবসাদে মগ্ন হইয়াছিলেন, তাহার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। স্থিরপানীয় সরোবরে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে তাহার জল যেমন আন্দোলিত হয়, তেমনি স্থির হিন্দু ও মুসলমান সমাজ চঞ্চল হইয়াছে। এ উভয় সমাজের লোকদিগকে আর আলস্যে প্রায় কালক্ষেপ করিতে দেখা যায় না। লেখাপড়ার চর্চ্চা বিষয়েও বিলক্ষণ উৎসাহ জন্মিয়াছে। অধিকাংশেরই মনে উন্নতি লাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। দেশের কল্যাণকামনাও অনেকের হৃদয়কে আকুলিত করিয়াছে। এই ইচ্ছা নিবন্ধন অনেকগুলি সভার সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে ভারতবর্ষীয় সভা ও ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন সভা সবিশেষ কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাদের হইতে ভারতবর্ষের যে সবিশেষ মঙ্গল হইবে, তাহার আশা জন্মিয়াছে। কিন্তু হিন্দু সমাজে আমরা একটী মারাত্মক দোষ প্রবেশ দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। মাদক সেবনের বেডাআগুন লাগিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেহ গাঁজার, কেহ চরসের, কেহ গুলির, কেহ মদের, কেহ তাড়ির মন্ত্রশিষ্য হইয়াছে। হিন্দু সমাজের এই অবস্থা অতিশয় শোচনীয় তাহার সন্দেহ নাই। এই মাদক সেবন প্রভাবে ভাল ভাল লোকেও যে কেবল অপদার্থ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছেন এরূপ নয়, অনেক ভাল লোকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া কেবল স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার ও আত্মীয় অন্তরঙ্গকে নয়, সমাজকেও দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিতেছেন। সমাজের যদি এ প্রকার শোচনীয় অবস্থা থাকে, যাঁহারা সমাজের কল্যাণার্থ যত্ন, চেষ্টা, ও উদ্যোগ করিতেছেন, তাঁহাদের মনোভীষ্ট সিদ্ধি হওয়া কঠিন হইবে। অতএব সমাজের অধিনায়কদিগের কর্ত্তব্য, তাঁহারা মাদক সেবনের প্রাদুর্ভাব নিবারণার্থ মৃত বাবু প্যারীচরণ সরকারের প্রতিষ্ঠিত সুরাপাননিবারণী সভার ন্যায় স্থানে স্থানে এক একটী মাদকনিবারণী সভার প্রতিষ্ঠা করুন, এবং কায়মনোবাক্যে তাহার কার্য্য সম্পাদন করিয়া অভীষ্ট সাধন করুন।

## ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি।

শিক্ষিত দলে ধর্ম্মনীতির সবিশেষ উন্নতি হইয়াছে বটে কিন্তু ধর্ম্মের অবস্থা আশোচনীয় নয়। অনেকের হৃদয়ে হিন্দুধর্ম্মবন্ধন শ্লথ হইয়াছে। নগরই কি গ্রামই কি যে যে স্থানে ইংরাজী শিক্ষার চর্চ্চার বাহুল্য হইয়াছে, সেই সেই স্থানে ম্যালেরিয়ার ন্যায় ধর্ম্মবায়ু এমনি দূষিত হইয়াছে যে কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত কাহারই আর হিন্দুধর্ম্মে পূর্ব্ববৎ দৃঢ় আস্থা ও গাঢ় অনুরাগ নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের অবস্থাও উৎকৃষ্ট নয়। সেখানেও স্বেচ্ছাচার প্রবেশ করিয়াছে।

## রাজপুরুষ ও বিচারপতিগণ।

যে সকল রাজপুরুষের উপরে রাজ কার্য্য সম্পাদনের ভার সমর্পিত আছে, তাহারা প্রায় সকলেই গত বৎসর দক্ষতা ও নিষ্ঠা সহকারে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। অমুক রাজপুরুষ অবিমৃষ্যকারিতা ঔদ্ধত্য বা আলস্য নিবন্ধন উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষের বিরাগ বা তিরস্কার ভাজন হইয়া অপদস্থ বা কর্ম্মচ্যুত হইলেন এ সম্বাদ প্রায় শ্রুতি গোচর হয় নাই। যাঁহারা রাজ্যের কয়েকটী বিভাগে প্রধান শাসন কর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহারাও প্রায় সকলেই স্বকর্ত্তব্য সম্পাদনে দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কেবল আমরা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের প্রশংসাবাদ শুনিতে পাই না। ষ্টেটসম্যান সম্পাদক নাইট সাহেব তাঁহাকে বিলক্ষণ উত্তেজিত করিয়া তুলিয়া ছিলেন, তথাপি তাঁহার অভ্যস্ত অনুৎসাহ ও অবসাদ ভঙ্গ হয় নাই। মান্দ্রাজের গবর্ণর ডিউক বকিংহাম অতিশয় প্রজাহিতৈষী এই কথা আমরা শুনিতে পাই। তিনি যথার্থ রাজ ধর্ম্মানুসারে বৎসল ভাবে প্রজাপালন করিতেছেন। বোম্বাইর গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল বঙ্গদেশে যে প্রজাবৎসলতা, অমায়িকতা, গুণের উৎসাহদাতৃতা, ও কর্ত্তব্য কার্য্যে উৎসাহ ও দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বোম্বায়েও সেইরূপ করিয়াছেন। তিনি শিক্ষিত দলের একজন পরম বন্ধু। সকলের সহিত মিশিয়া কার্য্য করা তাঁহার প্রধান সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্প নিবন্ধন তিনি যে কেবল প্রজাপ্রিয় হইয়াছেন এরূপ নয়। তাঁহা হইতে দেশেরও সবিশেষ উন্নতি লাভ হইয়াছে। সমাচার পত্রের উৎসাহদান তাঁহার ব্রত বলিলেই হয়। সমাচার পত্রের উৎসাহ দানে কি মহোপকার লাভ হয়, তাহার মর্ম্ম তিনিই বুঝিয়াছেন। বঙ্গদেশে ও অন্য অন্য স্থানে ৯ আইনের এত কড়াকড়ি হইতেছে কিন্তু সর রিচার্ডের অধিকারে ৯ আইন দুর্ব্বল ও মরণাপন্ন হইয়াছিল। ফলতঃ সর রিচার্ড টেম্পল শাসন কর্ত্তা হইবার যথার্থ যোগ্য পাত্র। ইনি যেমন বুদ্ধিমান, কার্য্যদক্ষ, উৎসাহ ও অধ্যবসায় সম্পন্ন তেমনি প্রজাবৎসল। তিনি ভারতবর্ষের প্রধান শাসনকর্ত্তা হইবার যোগ্য। বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা আশেলি ইডেন সাহেব সর্ব্বাংশে সর রিচার্ড টেম্পলের অনুরূপ না হউন, তাঁহারও অনেকগুলি মহৎ গুণ আছে। তিনি দীর্ঘকাল বঙ্গদেশে আছেন, বাঙ্গালির প্রতি তাঁহার স্নেহ ও মমতা জন্মিয়াছে। তিনি বাঙ্গালিদিগের হিতার্থে সর্ব্বদা যত্ন পাইয়া থাকেন। বাঙ্গালিদিগের উন্নতি হয়, তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। তাঁহার এই ইচ্ছা নিবন্ধন শিক্ষকদিগের শ্রেণী বিভাগ অনুসারে বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে এবং বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার শীল বাঁকুড়ার আডিসনাল জজ হইয়াছেন। জমিদারে ও প্রজায় যে বিরোধ বহুকাল অবধি চলিয়া আসিতেছে, তাহার মীমাংসার্থ সবিশেষ যত্ন আছে। বেহারের নীলকর ও প্রজায় যে দারুণ বিরোধ চলিতেছিল তাঁহার যত্নে তাহার একপ্রকার মীমাংসা হইয়াছে। তাঁহার ন্যায়পরতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রবল। তাঁহার হৃদয় যে উদার সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রতিষ্ঠার দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে।

বিচারপতি দলেরও উৎকর্ষ দিন দিন লক্ষিত হইতেছে। কি ইউরোপীয় কি এ দেশীয় সকল বিচারপতি যার পর নাই পরিশ্রম করিয়া স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কাহারই আর আমলার উপরে নির্ভর নাই। তাঁহাদের পরিশ্রম দেখিলে অন্তঃকরণে বিস্ময় ও দুঃখের উদয় হয়। আদালতেই কেবল তাঁহাদের পরিশ্রম নয়, গৃহে আসিয়াও তাঁহারা বিশ্রাম সুখ লাভ করিতে বা সুস্থির হইয়া থাকিতে পারেন না। আইনেও তাঁহাদের বিলক্ষণ দক্ষতা জন্মিয়াছে। অবিচারের কীট স্বরূপ যে অনুরোধ রক্ষা ও উৎকোচ গ্রহণ, তাহা তাঁহারা যে পথে চলেন সে পথে যাইতে পারে না। দেশীয় বিচারপতিগণের এই সকল গুণ উপরিস্থ বিচারপতি ও রাজপুরুষগণের নিকট অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। উপরের কর্ত্তারাও তাঁহাদের গুণের মান করিয়াছেন। উপরের কর্ত্তারাও তাঁহাদের গুণের পুরস্কার দানে উদাসীন নন। সেক্ষিত আলিপুরের দ্বিতীয় সব জজ বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার শীল আলিপুর উচ্চ পদের উচ্চ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। বুদ্ধি-

পুরুষেরা তাঁহাকে বাঁকুড়ার অডিসনাল জজ করিয়া দিয়াছেন। এটী কেবল ব্রজেন্দ্র বাবুর নয়, বাঙ্গালিদিগের পক্ষে নূতন পদ সৃষ্টির এই নূতন দ্বার খোলা হইল। এখন উপযুক্ত বাঙ্গালিরা প্রবেশ করিতে পারিবেন। যোগ্য পাত্রে যোগ্য পদ নিক্ষেপ করা হইয়াছে; ব্রজেন্দ্র বাবু হইতে এ পদের মান বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। রাজপুরুষদিগকেও অযোগ্য নির্ব্বাচন করিয়াছেন বলিয়া অনুতাপ করিতে হইবে না। বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার শীলের এই পদ লাভ বঙ্গদেশীয় ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উদার রাজনীতির ফল। গবর্ণমেণ্ট এই ঔদার্য্যের কার্য্য করিয়া যেমন প্রশংসাভাজন হইবেন, তেমনি এ দেশীয় উপযুক্ত বিচারপতিদিগকে বিনা পরীক্ষায় সিবিল সরবেণ্ট পদ প্রদান করিবেন বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা যদি পূর্ণ করেন, অধিকতর প্রশংসাভাজন হইবেন সন্দেহ নাই।

## যুদ্ধ।

গত বৎসর আমেরিকা আফ্রিকা ও আসিয়া পৃথিবীর এই তিন খণ্ডে তিনটী যুদ্ধের অবসান হয়। বিধাতার অতিশয় ভদ্রতা যে ইউরোপ খণ্ডে যুদ্ধ ঘটনা করেন নাই। তিনি মানুষের মন যে আগ্নেয় পদার্থে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে প্রতি খণ্ডে প্রতি প্রদেশে প্রতিদিন যে যুদ্ধ ঘটনা হয় না, ইহাই আশ্চর্য্য। আমেরিকার চিলি ও পেরু এই দুই স্থানের লোকদিগের পরস্পর যুদ্ধ ঘটনা হয়। চিলির লোকেরা জয়ী হইয়াছে। জুলু যুদ্ধে দুটী বিশেষ অশুভ ঘটনা ঘটিয়াছে। ঐ যুদ্ধে নেপোলিয়ন বংশের লোপ হইয়াছে। তৃতীয় নেপোলিয়নের পুত্র বাল-স্বভাব-সুলভ কৌতুক পরবশ হইয়া জুলুযুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। তিনি সমধিক উৎসাহবশতঃ সাবধান না হইয়া অগ্রসর হন। জুলুরা ধরিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছে। আমরা শুনিয়াছিলাম, তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নের ন্যায় বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি অল্প বয়সে বহু ভাষা শিখিয়াছিলেন। তিনি নেপোলিয়ন বংশের আশাস্থান ছিলেন। জীবিত থাকিলে তিনি একটী অদ্ভুত কার্য্যের অভিনয় করিতেন সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় অশুভ ঘটনা এই জুলুরাজ বন্দীকৃত হইয়া ইংলণ্ডে নীত হইয়াছেন। তাদৃশ বীরপুরুষের ঈদৃশ দুর্দ্দশা সাতিশয় দুঃখের সন্দেহ নাই। তৃতীয়, কাবুলযুদ্ধ। যদিও সময়ে সময়ে পার্ব্বতীয় জাতিরা দস্যুবৎ হঠাৎ আসিয়া ইংরাজ রাজপুরুষদিগের উপর উপদ্রব করিতেছে; কিন্তু বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ যুদ্ধের এক প্রকার অবসান বলিতে হইবে।

## রাজস্ব।

যখন কাবুলের যুদ্ধ প্রথম আরম্ভ হয়, তখন ভারতবর্ষীয় রাজকোষের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। যুদ্ধের সময় লার্ড লিটন ইংলণ্ড হইতে বিনা সুদে ২ কোটী টাকা ঋণ লইবার প্রস্তাব করেন। আর ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য লাইসেন্স করের টাকা যাহা মজুত থাকিবার কথা ছিল, সে সমস্ত খরচ করিয়া ফেলেন। লর্ড লিটন নিজে বলেন ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণের টাকা আর নাই। ইহা এক প্রকার দেউলিয়ার অবস্থা। গচ্ছিত টাকা খরচ করা ও বিনা সুদে টাকা ধার বা পরের সাহায্য প্রার্থনা দেউলিয়া ভিন্ন আর কেহ করে না। যাহা হউক, গত বৎসর এই শোচনীয় অবস্থার অন্ত হইয়াছে। ১৮৮০—৮১ অব্দে কাবুল যুদ্ধের সমস্ত ব্যয় দিয়াও গবর্ণমেণ্ট অনেকগুলি ট্যাক্স রহিত করিয়াছেন। ৫০০ টাকা আয়ের ন্যূনে আর ব্যবসাদারদিগকে লাইসেন্স টাক্স দিতে হইবে না। নীল ও গালা বিদেশে পাঠাইতে হইলে যে মাসুল দিতে হইত, তাহা উঠিয়া গেল। বেতনভোগী, ডাক্তার ও উকীলের উপর যে লাইসেন্স টাক্স করিবার কথা ছিল তাহা করা হয় নাই। তুলার কাপড়ের যে আমদানী শুল্ক গৃহীত হইত, তাহারও ২০ লক্ষ টাকা পরিত্যাগ করা হইয়াছে। শেষোক্ত কার্য্যটী সম্পূর্ণ নীতি বিরুদ্ধ। শুদ্ধ মাঞ্চেষ্টারের বণিকদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অর্থকৃচ্ছ্রের সময়ে এত রাজস্ব ত্যাগ করা বিচারসঙ্গত হয় নাই।

এস্থলে পাঠকবর্গ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, গবর্ণমেণ্ট এই দেউলিয়া হইতে যাইতেছিলেন, ইহার মধ্যে কিরূপে এত সচ্ছল হইলেন? পবলিকওয়ার্ক বিভাগের ব্যয় বিশেষরূপে সংক্ষেপ করাতেই এই সচ্ছলের অবস্থা ঘটিয়াছে। দেশহিতকর যে সকল পূর্ত্ত কার্য্য হইতে ভবিষ্যতে রাজস্ব সংগ্রহের সম্ভাবনা ছিল, তাহা বন্ধ করা হইয়াছে। পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের বহুতর কর্ম্মচারীকে পেন্সন দিয়া বিদায় করা হইয়াছে। কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগটী উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অহিফেনবিক্রয়ে আনুমানাধিক প্রায় দেড় কোটী টাকা আদায় হইয়াছে। ১৮৭৯-৮০ অব্দের বজেটে যে আয় ধরা হইয়াছিল তাহার অপেক্ষা ৩ কোটী টাকা অধিক আয় হইয়াছে ও যে ব্যয় ধরা হইয়াছিল তাহার অপেক্ষা ১ কোটী কয় লক্ষ টাকা মাত্র অধিক ব্যয় হইয়াছে। সুতরাং যে ১৩৯৫০০০ টাকা অকুলান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাহা না হইয়া বরং ষাটি লক্ষের অধিক টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

কাবুল যুদ্ধে সর্ব্বশুদ্ধ ৯। সওয়া নয় কোটী টাকা ব্যয়িত হইবে। ইহার সমস্তই ভারতবর্ষকে দিতে হইবে, ইংলণ্ড এক কপর্দ্দকও দিবেন না। ইহার মধ্যে ৩। সওয়া তিন কোটী টাকা লৌহবর্ত্ম নির্ম্মাণে ও অবশিষ্ট যুদ্ধে ব্যয় হইবে।

রাজপুরুষেরা ভারতবর্ষীয় ধনাগারের যে উল্লিখিত সচ্ছল অবস্থা দেখাইয়াছেন, তাহার আর একটী বিশেষ কারণ আছে। ইংলণ্ডে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত। মধ্যে তাহার মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে এখানকার রৌপ্য মুদ্রা অধিক না পাঠাইলে উভয়ের মূল্যের তুল্যতা হইত না। ইহাতে এই ঘটিয়াছিল যে বিনিময়ে শতকরা প্রায় ২৭ সাতাইশ টাকা ক্ষতি হইতেছিল। একণে সে ক্ষতি অনেক ন্যূন হইতেছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে প্রায় ১৫ কোটী টাকা প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে পাঠাইতে হয়; সুতরাং বিনিময়ে প্রায় ৪ কোটী টাকা ক্ষতি হইত। ১৮৭৮—৭৯ অব্দে বিনিময় নিবন্ধন যে এত ক্ষতি হইবে তাহা কেহ মনে করেন নাই। এই জন্য ১৮৭৯—৮০ অব্দের আয় ব্যয় বৃত্তান্ত বর্ণন কালেই গবর্ণমেণ্ট শঙ্কিত ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখন বিনিময় নিবন্ধন ক্ষতি নিবারণের এক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। ষ্টেট সেক্রেটরি ইংলণ্ডে টাকা ধার করিয়া ইংলণ্ডের ব্যয় (হোমচার্জ্জ) নির্ব্বাহ করিবেন। সেই টাকা ভারতবর্ষীয় রাজকোষে জমা থাকিবে। বিনিময়ের সুবিধা হইলেই টাকা পাঠাইয়া ঋণ পরিশোধ করা হইবে। এবার ষ্টেট সেক্রেটারি প্রায় ১৭০ লক্ষ পাউণ্ড ধার করিবেন সংকল্প করিয়াছেন। ইহাতে ইংলণ্ডের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া কাবুল রেলওয়ের উপকরণ ক্রীত হইবে।

## রাজপুরে নূতন মদের ভাঁটি।

রাজপুর ও তৎসন্নিহিত গ্রামবাসী সুরাপায়িগণ! তোমাদেরই পোহাবার! বিধাতা তোমাদের নিমিত্তই ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন! তিনি তোমাদের সুবিধার জন্য রাজপুরে একটী নূতন ভাঁটি করিয়া দিয়াছেন। মদ্যপায়িগণ! এত দিন তোমরা যে বোতল এক টাকা আঠার আনা করিয়া কিনিতেছিলে, এখন তাহা ছয় আনায় পাইবে। ইহা তোমাদের অল্প পুণ্যের ফল নয়। জীবিত থাকিলে মানুষ অনেক মঙ্গল দেখিতে পায়। তোমরা যদি আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাক, নিজ নিজ বাটীতে ভাঁটি করিয়া ইচ্ছামত মদ প্রস্তুত করিয়া খাইতে পাইবে, অথবা নিজ নিজ শয্যার পার্শ্বে এক একটী ফোয়ারা পাইবে। তাহাতে পয়সা ব্যয় বা আনিবার কষ্ট থাকিবে না। কেবল মুখ ব্যাদান ও গলাধঃকরণ করিবার যে কষ্ট।

মাতালেরা অল্প পয়সায় অধিক মদ পাইলে

তাহাদের আনন্দ। গবর্ণমেণ্টেরও মাসিক একশত টাকা স্থলে ছয়শত টাকা লাভ হইবে, তাঁহাদেরও আনন্দ। কিন্তু আমরা এসম্বাদে গ্রামের বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে নিরানন্দ দেখিতে পাইতেছি। আজ কাল প্রায় সমুদায় গ্রামেরই অতিশয় শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল গ্রামে মদ প্রবেশ পথ পায় নাই, এখন সে সকল গ্রামেও তাহার একাধিপত্য হইয়াছে। এখন গুরুজন বা মান্য ব্যক্তির নিকটে সুরাপানের গোপন বা সঙ্কোচ নাই। পূর্ব্বে সুরাপায়ী হইলে যে অশ্রদ্ধেয় ও অপাঙ্ক্তেয় হইতে হইত, সে ভয় দূরে প্রস্থান করিয়াছে। এখন আর মদ খাইলে জাতি যায় না, মানহানি হয় না। যে মদ খায়, তাহাকে কেহ ঘৃণাও করে না। বালকে পর্য্যন্ত মদ খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় বিনা আয়াসে অল্প পয়সায় যদি মদ পাওয়া যায়, তাহা হইলে যে গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রে যে সুরাপানের নিষেধ ছিল, তাহা আর নাই। সামাজিক লোকেরাও সুরাপায়ীর সহিত আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করেন না, তাহাকে ঘৃণাও করেন না। যদি এরূপ হইল, সমাজের সকলে মাতাল হইলে হানি কি? ভালইত বাঙ্গালীরা দুর্ব্বল আছে, বলবান হইবে, ভীরু আছে সাহসী হইবে, অচল আছে সচল হইবে, অলস আছে দক্ষ হইবে, ধূষরবদন আছে লোহিতমুখমণ্ডল হইবে, ইন্দ্রিয়গণ জড়প্রায় হইয়া আছে, উৎসাহসম্পন্ন হইবে, দেহে কান্তি পুষ্টি ও প্রফুল্লতা জন্মিবে। বালকেরা মদ্য পান করিয়া যখন নৃত্য করিতে থাকিবে, তখন কাহার না আনন্দ জন্মিবে? যুবা ও প্রৌঢ়েরা সুরাপানে মত্ত ও বিবস্ত্র হইয়া যখন মুষ্টামুষ্টি করিবে, তখন কে না হৃষ্ট হইবে? যে সুরার এমন মহৎ গুণ, সে সুরা যদি সমাজব্যাপিনী হয়, সমাজের লোকেরা যদি তাহার ভক্ত হয়, তাহাদের শিষ্যোপশিষ্য বৃদ্ধি হয়, তাহা ত সমাজের মঙ্গলের কথা। তাহা ত সমাজের উন্নতির একটী প্রধান লক্ষণ। তন্নিমিত্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা দুঃখিত হন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দান করিবার পূর্ব্বে সুরাপানে এদেশের মঙ্গল সম্ভাবনা আছে কি না, বাস্তবিক মঙ্গল হইতেছে কি না, শাস্ত্রকারেরা সুরাপানে মহাপাতক বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ তৎপানের নিষেধ করিয়াছেন কেন? এই প্রশ্নগুলির উত্তর দান আবশ্যক।

ইংলণ্ড জর্ম্মণি ফ্রান্স প্রভৃতির ন্যায় ভারতবর্ষ, শীতপ্রধান স্থান নয়। এখানে শীত ও গ্রীষ্ম সমভাবে বিরাজমান। শীতপ্রধান স্থানে শীতের প্রভাবে শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া সঙ্কুচিত হইয়া আইসে, সুরাসেবন দ্বারা সেই সঙ্কোচ ও জড়তা বিনষ্ট হইয়া উহা যথাযথ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সেখানে সুরাপান আবশ্যক হয়। সেখানে সুরাপানে স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হয় না, প্রত্যুত উহা শরীরকে সুস্থ ও সবল অবস্থায় রাখে। সেখানে অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ লোকের সংখ্যা অল্প। সমাজেরও এমন একটী গুণ আছে, সচরাচর লোকে অপরিমিত সুরাপান করিয়া মাতাল হয় না। এখানে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা। সুরাপান করিলে স্বাস্থ্যহানি হইয়া যায়। নিয়মিত পানেরও অভ্যাস থাকে না। আমরা অনেক উদাহরণ দেখিয়াছি, যে যে ব্যক্তি অধিক সুরা পান করিয়াছে, তাহারা দীর্ঘজীবী হয় নাই। অনেকে দুশ্চিকিৎস্য রোগগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইয়াছে। এই কারণেই এদেশের শাস্ত্রকারেরা সুরাপানের এত নিষেধ করিয়াছেন। সুরাপান কোরাণেরও অনুমোদিত নয়।

এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ে বক্তব্য এই রাজপুরুষেরা রাজপুরে মদের ভাঁটি করিবার যে অনুমতি দিয়াছেন, এটী সুবিবেচনার কাজ হয় নাই। যাহাঁর উপরে এ বিষয়ের ভার আছে, তিনি গবর্ণমেণ্টের লাভই দেখিয়াছেন, প্রজার অনিষ্ট দর্শন করেন নাই। গবর্ণমেণ্টের মাসিক ছয় শত টাকা আয় হইবে বটে কিন্তু প্রজার ছয় লক্ষ টাকার অধিক ক্ষতি হইবে। প্রজার চরিত্র নষ্ট হইবে, অর্থ ক্ষয় হইবে, লেখাপড়া শিখিবার ব্যাঘাত জন্মিবে, ক্রমে অধিক সুরাপানে অভ্যস্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। অধিক কি, সুরা বকযন্ত্রে প্রস্তুত হয় বটে কিন্তু উহা যখন শরীরযন্ত্রে প্রবিষ্ট হয়, তখন জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা প্রভৃতি কাহাকেও তথায় তিষ্টিতে দেয় না। যে দ্রব্য স্বল্পমূল্য ও অনায়াসলভ্য হয়, তাহার গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রেলের গাড়ী তাহার প্রমাণ। রেলের গাড়ী হওয়াতে ইতর সাধারণ সকলেই প্রায় খোঁড়া হইয়াছে। সকলেই রেলগাড়ীর গ্রাহক। সেইরূপ মদ্য স্বল্পমূল্যে পাইলে রাজপুর ও তৎসন্নিহিত গ্রামসকলের লোকেরা রাজপুর নূতন ভাঁটির যে গ্রাহক হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? অনেকে পৈতৃক গুরু পরিত্যাগ করিয়া ভাঁটিদারের মন্ত্রশিষ্য হইবে, অনেকে কুল পুরোহিত পরিত্যাগ করিয়া তাহার যজমান হইবে সন্দেহ নাই।

রাজপুর একটী ভদ্র সমাজ, এ সমাজটী যদি এরূপে উৎসন্ন হয় তাহা হইলে অতিশয় দুঃখের বিষয় হইবে। প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট আমাদের সমাজের সুরাপান সম্বন্ধে শোচনীয় অবস্থার বিষয় জানিতে পারেন নাই। অতএব গ্রামবাসী প্রধান লোকদিগের কর্ত্তব্য, তাঁহারা সুরাপানঘটিত অনিষ্টের বিষয় বিস্তারিতরূপে লিখিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন এবং রাজপুরের ভাঁটিটী যাহাতে না থাকে সেই প্রার্থনা করেন।

গবর্ণমেণ্ট লাভের আশায় স্থানে স্থানে মদের ভাঁটি করিবার অনুমতি দিয়াছেন ও দিতেছেন। আমরা শুনিতে পাই স্থানে স্থানে এক মাইলের মধ্যে দুই তিনটী ভাঁটি হইয়াছে। অনুধাবন করিয়া দেখিলে এ গুলিকে বিষবৃক্ষ বলিয়া বোধ হয়। গবর্ণমেণ্টের নিজ হস্তে সেই বিষবৃক্ষ রোপণ করা হইতেছে, এ বিষবৃক্ষের অদ্ভুত গুণ। যে রোপণ করে, তাহার অনিষ্ট হয়, আর যে উহার ফলভোগ করে, তাহারও অনিষ্ট হয়। ভারতবর্ষের প্রজারা শান্তপ্রকৃতি, ইহা চির প্রসিদ্ধ আছে। পূর্ব্বকার আর্য্য আচার্য্যগণ সুরাপান নিষেধ ও অন্য অন্য বিধিবিধান দ্বারা ইহাদিগকে শান্তিপ্রিয় করিয়া গিয়াছেন। আজ আমাদের রাজপুরুষেরা বাহুল্যরূপে সুরাপান প্রচলিত করিয়া তাহাদিগকে অশান্ত করিয়া তুলিতেছেন। এই অশান্তির ফল প্রজারা নিজে নিজে যেমন ভোগ করিবে, গবর্ণমেণ্টকেও সেইরূপ ভোগ করিতে হইবে। প্রজারা যত দুর্দ্দান্ত ও উদ্ধত হইবে, ততই গবর্ণমেণ্টকে তাহাদের দমনার্থ ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে। অশান্ত প্রজা লইয়া রাজ্য শাসন সুখকর নয়। তবে গবর্ণমেণ্ট বলিবেন, তাঁহাদের আয়ক্ষতি হইবে, সে আয় সংস্থানের উপায় কি? গবর্ণমেণ্ট নিজে কোন কোন আয়ের ক্ষতি করিয়াছেন, তাহাতেই এই আয় সংস্থানের চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। যদি সে আয়ক্ষতি না করিতেন, এখন আর আয় সংস্থানের চিন্তা করিতে হইত না। গবর্ণমেণ্ট কোন কোন দ্রব্যের মাসুল রহিত ও কোন কোন দ্রব্যের মাসুল হ্রাস করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাদিগের অপর দিকে আয় চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। নীলের আমদানী বা রপ্তানীর মাসুল বর্দ্ধিত হইলে বা কাপড়ের মাসুল সঙ্কুচিত হইলে, ভারতবর্ষীয় প্রজার বিশেষ উপকার বা অপকার নাই কিন্তু ভারতবর্ষে সুরা বাহুল্যরূপে প্রচলিত হইলে ভারতবাসীদিগের মহান অপকার। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ভারতবর্ষীয় প্রজার ইষ্টানিষ্ট দর্শন অগ্রে কর্ত্তব্য।

## যুদ্ধ সংবাদ।

২৯এ মার্চ্চ কোয়েটা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ৩০০শত ডাকাইত ভোরের সময়ে সেনাপতি ফুলারের তাম্বু আক্রমণ করে। এই সময়ে সকলেই নিদ্রাগত ছিল। শিবিরে কেবল সেনাপতি ফুলার সার্জ্জেণ্ট প্রাণ্ট একজন জমাদার একজন নায়ক ৮জন সিপাহি

৪জন ভৃত্য ও ১০ জন খালাসি ছিল। বিপৎকালে ইহারা শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। গ্রাণ্ট সাহেব সামান্য রূপ আহত হইয়াছেন ও ফুলার সাহেব প্রস্থান করিয়াছেন। অন্যান্য লোকের মধ্যে ৩ জন হত ৩ জন গুরুতর আহত হইয়াছে ও অবশিষ্টেরা পলায়ন করিয়াছে। শত্রুরা দ্রব্য সামগ্রী লইয়া গিয়াছে।

থল হইতে ৪ঠা এপ্রেল সংবাদ আসিয়াছে উজিরি ও কোট্টাপাঠানজাতীয় দস্যুরা ইংরাজদিগের পূর্ত্ত কার্য্যে নিযুক্ত কুলিদিগকে আক্রমণ করিয়া ৬ জনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছে ২ জনকে সাংঘাতিক ও ১৪ জনকে গুরুতর আহত করিয়াছে। এই ঘটনা স্থলের নিকটেই আড়াই শত লোক শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল। কিন্তু কেহই কিছু করিতে পারে নাই। ৮৫ নং সৈন্যদলের কর্পোরাল রক সাহেব আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

৬ই এপ্রেল কোয়েটা হইতে সংবাদ আসিয়াছে সেনাপতি সাউয়ারকে যাহারা হত্যা করিয়াছিল তাহাদিগের দমনার্থ একদল সৈন্য প্রেরণ করা হয়। উভয়পক্ষে একটী যুদ্ধ হইয়াছিল। বিপক্ষেরা পরাস্ত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিয়াছে। হতাহতের সংখ্যা উভয় পক্ষেই সমান।

কাবুল হইতে ৮ ই এপ্রেল সংবাদ আসিয়াছে সেরপুরের সর্দ্দারগণ ইয়াকুবকে পুনরায় আমিরী পদ প্রদানের জন্য আমাদিগের গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন। ঐ সর্দ্দারদিগের উদ্যোগ ঐ প্রদেশস্থ সকলজাতীয় সর্দ্দারই ইয়াকুবকে আমীর করিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছেন। ইহাদিগের এই ঐকমত্যের শেষ যে কি হইবে তাহার কিছুই বুঝা যাইতেছে না। জেনারল ষ্টুয়ার্ট গজনিতে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছেন। সর্দ্দারগণের ধারণা এই যে তিনি আর তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন না। বোধ হয় উহাঁরা সেরপুরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আসিবেন। সেনাপতি যদি তাঁহাদিগের অসম্মান করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহারা প্রত্যাগত হইয়া সমর সজ্জার উদ্যোগ করিবেন।

আবদুল রহমান কোহিস্থানে আসিয়া নানাপ্রকার চক্রান্ত করিতেছেন। তিনি কোহিস্থানীয় খোজা জানকে এই বলিয়া পত্র লিখিয়াছেন যে, যে কোন সর্দ্দার আপনার নিকটস্থ হইবেন আপনি তাহাকে অবিলম্বে সৈন্য সামন্ত সহ আমার নিকটে প্রেরণ করিবেন।

মোজাহানের আতা গোলাম হায়দর আবদুল রহমানের সাহায্যার্থ চারিকার হইতে যাত্রা করিয়াছেন। এই জন্য নিত্যই কাবুল ও লগার হইতে সৈন্য তুর্কিস্থানে যাইতেছে। তামসর্গা চারিকার হইতে ঘোরির ২০ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব কিসান নামক স্থানে ৩০০ রীতিমত যোদ্ধা পদাতিক সৈন্য লইয়া আবদুল রহমানের সাহায্যার্থ রহিয়াছেন। বোঁচাই ইসান মার্তাঙ্গ ঘোরিতে গিয়াছেন। চারিকারের সকল লোকেই আবদুল রহমানের সাহায্যার্থ সুসজ্জিত রহিয়াছে। উদ্যোগ দেখিয়া বেশ বোধ হইতেছে, ইনি তুর্কিস্থানের ন্যায় কোহিস্থানেও কৃতকার্য্য হইবেন। মীর বোঁচা ইস্তালিফে রহিয়াছেন। তিনি সেরপুরের সর্দ্দারদিগের সহিত সন্ধিবন্ধনের চেষ্টা পাইতেছেন। খোদামানেরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য যে পর্য্যন্ত না উহাদিগকে আহ্বান করা হইতেছে সে পর্য্যন্ত উহারা বাটীতে অবস্থিতি করিবে। আরগন্ধার মল্লিকদিগকে লোকজন ঠিক করিয়া কোটালে থাকিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। হাসেন খাঁ যে পর্য্যন্ত ময়দানে না আসিতেছেন, সে পর্য্যন্ত লগারিরা কোন উদ্যোগ করিবে না। হাজারারা খারিজি মীর নামক স্থান হইতে দস্যুবৃত্তি করিয়া দ্রব্যসামগ্রী সেরপুরে আনিতেছে।

ব্রিগেডিয়ার জেনেরল হিউজ ৩১ এ ও পালিসার ৩০ এ মার্চ্চ বিস্তর সৈন্য সামন্ত লইয়া খেলাতি গিলজাই অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন।

৮ ই এপ্রেল জেলালাবাদ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে সকল পল্লীর লোক বর্ত্তমান ডাকাইতিতে লিপ্ত ছিল, তাঁহাদিগের গৃহ সকল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে সেই সকল স্থানে ইংরাজদিগের পশু চরিবে। শত্রুরা এই সময়ে গোলাগুলি ছুড়িয়াছিল কিন্তু কাহারও কোন অনিষ্ট হয় নাই বরং উহাদিগের একজন গাজি হত ও আর একজন আহত হইয়াছে। দেশ উর্ব্বর এবং ধনশালী। এই ঘটনানিবন্ধন মাঙ্গির জাতির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

শুনা গেল ব্রিগেডিয়ার জেনরল ব্রাউন্ সাহেব ৩ নং লাইট কেভালরিকে জাকোবাবাদ হইতে সীমাপ্রদেশে ২৩ নং দেশীয় পদাতি সৈন্য দলের মধ্য হইতে ৪ দল সক্কর হইতে শিবিতে ২৭ নং সৈন্য দল জাকোবাবাদ হইতে শিবিতে এবং ২৩ নং সৈন্যদলকে সক্কর হইতে জাকোবাবাদে প্রেরণ করিয়াছেন।

১০ ই এপ্রেল কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে শীঘ্রই আর একটী যুদ্ধ ঘটনার সম্ভাবনা আছে। ব্রিগেডিয়ার জেনেরল চার্লস গফের সৈন্যগণ আগামী সপ্তাহে ময়দানে যাত্রা করিবে। তথা হইতে ইহারা কাবুল ও গিজনির মধ্যবর্ত্তী সিকাব্ নামক স্থানে যাইবে। ২০ এ এপ্রেল জেনেরল ষ্টুয়ার্ট গিজনিতে আসিয়া পৌঁছিবেন। উভয় সেনাপতির অধীনস্থ সৈন্যদল একত্র হইয়া শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে। ওয়ারদক ও লগার পর্য্যন্তও ইহাদিগের যাইবার সম্ভাবনা আছে। দক্ষিণ হইতে আক্রমণের আশঙ্কা নাই। কোহিস্থানবাসিগণের অসন্তোষই এই সমরসজ্জার কারণ।

কুরমে অগ্নি লাগিয়া ১৪ ঘোটক মারা গিয়াছে। সমুদায়ে ৩৭ হাজার ২ শত টাকা ইংরাজদিগের ক্ষতি হইয়াছে। ৯১টী বন্দুক পুড়িয়া গিয়াছে।

শিকারপুর ধনাগার হইতে কোয়েটায় ৭৫ লক্ষ টাকা পাঠাইবার জন্য যে বাক্সবন্দি হয়, তাহার একটীতে কোন খারাপ দ্রব্য ছিল বলিয়া দুই হাজার টাকা নষ্ট হইয়াছে।

সেনাপতি হেনড ম ৯ই চার্দ্দ উপত্যকায় শত্রুদিগের ৫ জন চরকে ধৃত করিয়া সেরপুরে আনিয়াছেন।

৫ই এপ্রেল হিসারক হইতে পেজওয়ান মধ্যদিয়া তার যোগে সংবাদ আসিয়াছে যে তত্রত্য ইংরাজ সেনাপতি ওয়াঙ্গরী নামক স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রত্যাগমনকালে শত্রুরা গোলাবর্ষণ করে। এমন কি শিবিরের নিকট পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। ইহাতে কমিসরিএট বিভাগস্থলে, ই পামর সাহেব হত ও কাপ্তেন সি এইচ হামিল্টন সাহেব আহত হইয়াছেন। দুইজন দেশীয় লোকও হত হইয়াছে।

১৫ ই এপ্রেল সেনাপতি রস সাহেব প্রায় ৩৫০০ লোক সমভিব্যাহারে ময়দানের দিকে যাইতেছেন। গিজনী ও লোগার প্রভৃতি স্থানের লোকের বিশ্বাস যে কাবুলের মালিক ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোক ইংরাজদিগের সহিত বিবাদ করিতে, অসম্মত। তাহারা কাবুল ত্যাগ করিয়া আসিতেছে। আরগন্ধা কোটাল মহম্মদ জানের অধীনে ছিল। তাঁহার অনুচর বর্গ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। তিনি বোধ হয় ববতক নামক স্থানে হটিয়া পড়িবেন। বাবাকুক্কর নামক স্থান হইতে অনেক লোক সাবাজ খাঁর অজ্ঞাতসারে আবদুল রহমনের সহিত যোগ দিতেছে।

## বিবিধ সংবাদ

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বাবু মন্মথনাথ ঘোষ এম, এ অর্থনীতিশাস্ত্রে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কবডেন প্রদত্ত পদক প্রাপ্ত হইবেন।

ও ব্রাইন নামে একজন ইউরোপীয় এক্কার ভাড়া উপলক্ষে বিবাদ করিয়া একজন দরিদ্র গাড়ওয়ানের প্লীহা ফাটাইয়া দিয়াছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বিচারে হত্যাকারীর একবৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ ও একশত টাকা জরিমানা হইয়াছে টাকা না দিলে আর তিন মাস কারাবাস করিতে হইবে। উঃ হত্যার কি গুরুতর দণ্ড!

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম হাটয়ার মহারাজ সেওয়ান ডিস্পেনসরি ফণ্ডের নিমিত্ত এককালে ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

হাঁসপাতালের কার্য্য এক্ষণে যে নিয়মে চলিতেছিল, তাহাতে অনেক অসঙ্গত ব্যয় ও চুরি হইতেছিল। বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এই সকল অনিষ্ট নিবারণার্থ হসপিটাল কমিটি নামে একটী কমিটি নিয়োগ করেন। আর দুটী অধিবেশনের পর এই কমিটী ভঙ্গ হইবে। ইহাদিগের রিপোর্ট অনুসারে কর্ত্তব্যের অবধারণা হইবে। চোরের অন্নে হস্তা হইয়া ইডেন সাহেব মহা পাপগ্রস্ত হইয়াছেন সেই পাপেই কি তাহার দার্জ্জিলিঙ বাস হইল!

গত মঙ্গলবার বেলা ৪ টা ৪৫ মিনিটের সময়ে বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার আশলি ইডেন সাহেব দার্জ্জিলিং গিয়াছেন।

হুগলী কালেজের অধ্যাপক জে ম্যান সাহেব সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুই হাজার টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে সংস্কৃত পরীক্ষোত্তীর্ণ দেশীয়দিগের পুরস্কার ২।০। ২॥০ টাকা।

তাঞ্জোরের রাজকুমারী মৃত প্রিন্স আলিসের স্মরণার্থ একহাজার টাকার একটী বৃত্তি-স্থাপন করিয়াছেন। হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী যে কোন বালিকা উচ্চশ্রেণীর প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, সে তিন বৎসর পর্য্যন্ত এই বৃত্তি প্রাপ্ত হইবে। রাজকুমারীর এ দানটী প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। যে দানের ক্ষণিক-তৃপ্তি লাভ-ফল সে দানে এ দানে বহু অন্তর।

পার্লিয়ামেণ্ট সভা ভঙ্গ হইবার পূর্ব্ব হইতেই সভ্য নির্ব্বাচন লইয়া ইংলণ্ডে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে লর্ডেরা সভ্যনির্ব্বাচনের উদ্যোগী হইতেন না, কিন্তু এখন দেখিতেছি লর্ডেরাও কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছেন। লর্ড বিকন্সফিল্ড স্বয়ং সভ্যনির্ব্বাচনার্থ সভায় বক্তৃতা করিতেছেন। গ্লাডষ্টোন সাহেবের ওজস্বিনী বক্তৃতায় দিক প্লাবিত হইতেছে। ব্রাইট সাহেবের বক্তৃতায় ও বিষম তরঙ্গ উঠিতেছে। ডিস্রেলির পক্ষীয়েরা বলিতেছেন যে উদার মতাবলম্বী দল মন্ত্রিসভায় হইলে আমরা যাহা করিয়াছি, তাঁহারা উল্টাইয়া দিবেন। গ্লাডষ্টোন বলিতেছেন এটী সম্পূর্ণ মিথ্যা। যাহা উঁহারা করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা ত এক প্রকার চুকিয়াই গিয়াছে তাহা আমরা বদলাইব না। ইংরাজ রাজনীতি আর ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উভয় তুল্য, উভয়েই পুনরাবৃত্তি নাই।

জর্ম্মণির একান্ত ইচ্ছা যে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান মন্ত্রি-সম্প্রদায় পদস্থ থাকেন। জর্ম্মণির সংবাদপত্রে এই কথা লইয়া মহা আন্দোলন হইতেছে। তাঁহারা বলেন, উদারমতাবলম্বি দলের আধিপত্যকালে ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশের বড় বড় সংবাদপত্র সম্পাদক উদাসীন ও নীরব থাকেন। সুতরাং তখন ইউরোপের পক্ষে ইংলণ্ডের থাকা না থাকা সমান। কনসরবেটিব দল মন্ত্রী হইলে ইংলণ্ডের কথায় সমস্ত ইউরোপ চলে। ইউরোপ খণ্ড তবে উদার মত ভাল বাসেন না?

পোপ পায়স প্রাচীন পোপ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তাঁহার সংস্কার ছিল যে পোপ পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি, বড় বড় রাজারাও সেই প্রতিনিধির অধীন। এই জন্য তিনি জর্ম্মণির কাথলিকদিগের পক্ষ হইয়া প্রিন্স বিসমার্কের সঙ্গে বিস্তর বিবাদ করিয়াছিলেন। বিসমার্ক পোপপক্ষীয়দিগকে স্বরাজ্য হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক এক্ষণে পায়সের পরবর্ত্তী পোপ লিও এই বিবাদ মিটাইয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছেন। তিনি এ শতাব্দীর ভাবগতিক একটু বুঝেন। তিনি বলোনের আর্ক বিশপকে লিখিয়াছেন যাহাতে বিষয়ী লোকদিগের সহিত মিলিয়া যাজকেরা দেশের হিতকর চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিতে পারেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। এই এক গোলযোগ বহুকাল অবধি ইউরোপকে আন্দোলিত করিয়া আসিতেছে। এবার বোধ হয় ইহার শেষ হইল। পায়সের মত ধর্ম্মান্ধ লোক এতদিনও ইউরোপে ছিলেন?

হার্টমান নামক এক ব্যক্তি রুশিয়ায় কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়া ফ্রান্সে পলায়ন করে। রুশিয়ার গবর্ণমেণ্ট ফ্রান্সের গবর্ণমেণ্টকে উহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। ফ্রান্সে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয় কিন্তু ফ্রান্সের বিচারপতিরা প্রমাণ প্রয়োগ লইয়া তাহাকে নির্দ্দোষ বোধ করিয়া ছাড়িয়া দেন। প্রমাণের ভার রুশিয়ার উপরে থাকে, তাঁহারা যে প্রমাণ দেন, তাহাতে হার্টমানের দোষ সপ্রমাণ হয় নাই। রুশিয় গবর্ণমেণ্ট ক্রোধান্ধ হইয়া ফ্রান্স হইতে আপন দূতকে স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিয়াছেন। ফ্রান্সের দূতও ফিরিয়া আসিয়াছেন কিন্তু ইহাঁদের কার্য্যালয় যেখানে ছিল সেইখানেই আছে। ইউরোপের যুদ্ধলক্ষ্মী আর স্থির হইয়া থাকিতে পারেন না?

স্মর্ণায় যে বিদ্রোহ হইয়াছিল, তাহা অল্পে অ... মিটিয়া গিয়াছে।

তুরস্কের সুলতান দেশে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহারের প্রথা প্রচার করিলেন। ইহাতে অষ্ট্রীয়ার দূ... তাহাকে লিখিয়াছেন যে স্বর্ণ মুদ্রার যে মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে তাহা অষ্ট্রীয়ার সহিত বাণিজ্য সন্ধিতে যে মূল্য নির্দ্ধারিত আছে তাহা অপেক্ষা কম। ইহার শেষ মীমাংসা এখনও হয় নাই।

আমীর ইয়াকুব মসুর নামক স্থানে নজরবন্দী আছেন।

বাবু লালমোহন ঘোষের পার্লামেণ্ট মহাসভার সভ্য হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম গবর্ণমেণ্ট বাঁকুড়ার আডিসনাল জজ বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার শীলকে দুই মাস পরে সেসন জজের ক্ষমতা দিবেন। এটী শুভ সংবাদ বটে।

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০ সাল।

৯ই এপ্রেল। পাবনার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কেদারনাথ ঘোষ এক মাস ২১ দিনের ছুটী গ্রহণ করাতে জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী আবদুল ওহাব তৎপদে নিযুক্ত হইলেন।

বাঁকুড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী আবদুল হাই ৩১ দিন ও রঙ্গপুরের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজ হ্যালেট সাহেব এক বৎসর বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। জি ডে সাহেবকে ২০ এ নবেম্বর হইতে ৯ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অতিরিক্ত ছুটী দেওয়া হইয়াছে।

মৌলবী মবেজুদ্দিন আহম্মদের মৃত্যু হওয়াতে মৌলবী আবদুল ওহাব ৭ম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

বাবু কৈলাস চন্দ্র পাল কিছু দিনের জন্য ঢাকার দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

চট্টগ্রামের সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী ফরজুল্লা খাঁ কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

বাবু হরিপদ ঘোষ কিছু দিনের জন্য চট্টগ্রামের ২য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

বাবু কৈলাসচন্দ্র দাস (বাবু প্রসন্নকুমার দত্তের পদে) কিছু দিনের জন্য নওয়াখালীর প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হইবে সে পর্য্যন্ত ইনি চট্টগ্রামের নাবালকী বিষয়ের ম্যানেজার থাকিবেন।

বাবু দুর্গানন্দ দাস কিছু দিনের জন্য নওয়াখালির প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

বাবু কমল নারায়ণ চক্রবর্ত্তী কিছু দিনের জন্য বর্দ্ধমানের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

১২ ই এপ্রেল। ময়মনসিংহের অন্তর্গত আটীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ব্রজকান্ত রায় ফরিদপুরে বদলী হইলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী মহম্মদ আটীয়ার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

সারণের অন্তর্গত সেওয়ানের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য সাহাবাদের অন্তর্গত সাসেরামে বদলী হইলেন।

সাহাবাদের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্যামাচরণ সারণে বদলী হইলেন।

১৩ ই এপ্রেল। নদীয়ার জজ পি, ডি, ডিকেন্স ও ফরিদপুরের জজ সি, এ, কেলী সাহেব ৫ ই হইতে প্রথম শ্রেণীর ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ হইয়াছেন।

শিয়ালদহ ছোট আদালতের জজ রাইনাণ্ড সাহেব রবার্ট সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত ষ্টাম্প ষ্টেবনরির সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিবেন।

জি, ই, পোর্টার সাহেব গয়ার প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট সেসন জজের পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

টি, এম কার্কউড ময়মনসিংহের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজের পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

দ্বারভাঙ্গার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার কুমার রামেশ্বর সিংহের উপর গত ৩০ এ মার্চ্চে যে আদেশ হইয়াছিল, তাহা রহিত করিয়া সারণে বদলী করা হইয়াছে।

ভূমি রেজিষ্ট্রী সংক্রান্ত।

৩০ এ মার্চ্চ। রঙ্গপুরের বিশেষ ভার প্রাপ্ত স্পেসেল সব রেজিষ্ট্রার পাবনায় বদলী হইলেন।

৮ ই এপ্রেল। রেজিষ্টরি আফিসের ২য় ইনস্পেক্টার বাবু ক্ষেমচন্দ্র কর (হারিসন সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত) বা যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সেই পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর ইনস্পেক্টরের কার্য্য করিবেন।

দ্বারভাঙ্গার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী দলীলদ্দিন আহম্মদ অন্য হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ইনস্পেক্টরের কার্য্য করিবেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত।

৯ ই এপ্রেল। ডবলিউ গ্রিফিথ এম, এ, হুগলী কালেজের প্রতিনিধি প্রিন্সিপালের পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

৬ ই এপ্রেল। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বগুড়া ডিষ্ট্রীক্ট স্কুল কমিটীর সভ্য ও সম্পাদক হইলেন।

৭ ই এপ্রেল। প্রতিনিধি জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এচ, এফ, ম্যাথিউ সারণ ডিষ্ট্রীক্ট স্কুল কমিটীর সভ্য ও সম্পাদক হইলেন।

অহিফেন বিভাগ।

১০ ই এপ্রেল। জে, ও, ডি মরে আপাততঃ বারাণসী অহিফেন এজেন্সির সহকারী সব ডেপুটী ওপিয়ম এজেণ্ট হইলেন।

সামুদ্রিক।

১৩ ই এপ্রেল। ইলিস সাহেবের অনুপস্থিতি নিবন্ধন ব্রেসফোর্ড সাহেব কলিকাতার প্রতিনিধি সিপিঙ মাষ্টারের কার্য্য করিবেন।

চিকিৎসা।

৬ ই এপ্রেল। লালা বনবিহারী কপুর বর্দ্ধমান দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য হইলেন।

১০ ই এপ্রেল। ক্যাম্বেল হাঁসপাতালের সহকারী সার্জ্জন বাবু বিপিনবিহারী মৈত্র ৭৯ সালের ২ রা এপ্রেল হইতে এক বৎসর বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৮ ই এপ্রেল। নদীয়ার অন্তর্গত কুষ্টিয়ার ভার প্রাপ্ত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর, এইচ, এণ্ডারসন ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৯ ই এপ্রেল দ্বারভাঙ্গার অন্তর্গত মধুবনীর সব ডেপুটী কালেক্টর রেবিলো সাহেব ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১০ ই এপ্রেল। মানভূমের অন্তর্গত পুরুলিয়ার মুন্সেফ ১৮৫৯ সালের ১০ আইন অনুসারে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১২ ই এপ্রেল। লোহারডগার অন্তর্গত ডালটন গঞ্জের মুন্সেফ বাবু অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ বি, এল, ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

লোহারডগার অন্তর্গত রাচির মুন্সেফ বাবু বিরাজকৃষ্ণ ঘোষ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

১৩ ই এপ্রেল। হাবড়ার মুন্সেফ বাবু বলরাম মল্লিক কিছু দিনের জন্য শিয়ালদহ ছোট আদালতের জজ হইলেন।

বীরভূমের অন্তর্গত সিউড়ীর মুন্সেফ বাবু পূর্ণচন্দ্র সোম হাবড়ার মুন্সেফ হইলেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত নিকলির মুন্সেফ (যিনি এক্ষণে ছুটী লইয়াছেন) বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায় বি এল, সিউড়ির মুন্সেফ হইলেন।

নদীয়ার সুবর্ডিনেট জজ বাবু অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় ছোট আদালতের জজ ও প্রথম শ্রেণীর সুবর্ডিনেট জজের পদে উন্নীত হইলেন।

সাহাবাদের সুবর্ডিনেট জজ বাবু রামপ্রসাদ দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ হইলেন।

ফরিদপুরের ছোট আদালতের জজ ও সুবর্ডিনেট জজ বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

দিনাজপুরের সুবর্ডিনেট জজ বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৩য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন এবং বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার শীলের পদে ২৪ পরগণায় নিযুক্ত হইলেন।

মুরশিদাবাদ ছোট আদালতের জজ ও সুবর্ডিনেট জজ বাবু মনুলাল চট্টোপাধ্যায় ৩য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

নদীয়ার অন্তর্গত বনগাঁর মুন্সেফ বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র ৪র্থ শ্রেণীর সুবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ হইলেন। ইনি আপাততঃ কিছু দিন সাহাবাদে সুবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত সাতক্ষীরার মুন্সেফ বাবু অঘোরনাথ ঘোষ ৪র্থ শ্রেণীর সুবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ হইলেন।

ভাগলপুরের অন্তর্গত বেগুসরাইয়ের জুনিয়ার মুন্সেফ মৌলবী আবদুল করিম ও ফরিদপুরের মুন্সেফ বাবু কৃষ্ণনাথ রায় বি, এল, ২য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

ময়মনসিংহের ৪ র্থ শ্রেণীর মুন্সেফ বাবু দেবেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এল, এল, ঈসরাগঞ্জেই নিয়মিত কার্য্য করিবেন। কিন্তু আপাততঃ তাঁহাকে পুরুলিয়ায় কার্য্য করিতে হইবে।

রঙ্গপুরের ৪র্থ শ্রেণীর মুন্সেফ বাবু প্রসন্নকুমার বসু বি, এল, কুড়িগ্রামে ও ময়মনসিংহের ৪র্থ শ্রেণীর মুন্সেফ বাবু ক্ষেত্রমোহন মিত্র এল, এল, আটীয়া নিযুক্ত হইলেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত ইসরাগঞ্জের মুন্সেফ বাবু রেবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, ঢাকায় নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু কখন কখন মুন্সিগঞ্জেও থাকিবেন। ইনি ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ২৫ টাকা পর্য্যন্তের মোকদ্দমা করিতে পারিবেন।

বাবু দেবেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতি কালে বাবু জগচ্চন্দ্র দাস ময়মনসিংহের মুন্সেফি করিবেন। ইহাঁকে প্রায়ই ইসরাগঞ্জে অবস্থিতি করিতে হইবে।

আলীরার মুন্সেফ বাবু শ্রীনাথ পাল বি, এল, নদীয়ায় বদলী হইলেন। ইহাঁকেও প্রায় বনগাঁয় থাকিতে হইবে। ইনি ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মোকদ্দমাও করিতে পারিবেন।

# প্রেরিত পত্র।

## সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচার।

কি শুনি ভারতবাসি! কি শুনি এখন?
ঘুচিবে মনের ব্যথা
সত্য কি এ শুভ কথা
সত্য কি সোমপ্রকাশ পাইবে জীবন?
অন্তরের সেই বাজ
হৃদয়ের শেল আজ
দূরে যাবে হয়েছে কি সুদিন এমন?
বঙ্গ ভূমি আর কিরে
ভাসিবে সন্তোষ নীরে
হাসিবে পুলকে পুনঃ বঙ্গ বাসিগণ?
আশা! মায়াবিনি!
সত্য কিরে এ কাহিনী?
নহে কি কুহক তোর আমার স্বপন?
নহে কি এ পরিহাস
সত্য কি সোমপ্রকাশ
করিবে আবার বঙ্গে জনম গ্রহণ?
জাগ্রত কি আমি এবে
কিছুই না পাই ভেবে
আনন্দ আসারে আজি ভাসে দুনয়ন!
রোমাঞ্চিত কলেবর
রুদ্ধ প্রায় কণ্ঠ-স্বর
কি কথা—কি শুভ কথা করিনু শ্রবণ!
কেনা পাবে এ সংবাদে আনন্দ অপার?
কার মনে দুঃখ রবে
কেনা শুনে সুখী হবে
দুর্ব্বল বঙ্গের দুর্গ উঠেছে আবার।
মুদ্রণ শাসন মাঝে
বঙ্গ মহীরুহ রাজে
বিঁধিয়া হরিয়াছিল সন্তোষ সবার;
আর কেন শোকাকুল?
বঙ্গের গৌরব মূল
উঠেছে সে বঙ্গাহত তরু পুনর্ব্বার।
স্বর্গ হতে দেবগণ
কর সুখে বরিষণ
ভারতবরষে আজি কুসুমআসার
নবীন সুসাজে সাজি
নবীন বরষে আজি
সোমপ্রকাশের পুনঃ হইবে প্রচার।
বদনে কৌতুক হাসি
হাস সুখে বঙ্গবাসি
আমাদের এ আনন্দ ধরে নাকো আর!
বঙ্গীয় সমীর! তুমি
জুড়াইতে বঙ্গ ভূমি
দ্বারে দ্বারে গান কর শুভ সমাচার!
এস দেব! রত হও হিতের সাধনে
তোমার পতন হ'লে
এক বর্ষ গেছে চলে
এক বর্ষ অই মূর্ত্তি স্মরিয়াছি মনে।
স্মৃতির সে হুতাশন
জলিয়াছে অনুক্ষণ
প্রবল করেছে তারে বিষাদ পবনে।
কাবুলের সুখ রবি
কাল জলে মুখ ছবি
লুকাইল, বিলপিয়া বিষাদে গোপনে।
এখন সতর্ক হয়ে
এস দেব বঙ্গালয়ে
রত হও পূর্ব্ব কাজে প্রফুল্ল বদনে॥
অনলে বিশুদ্ধ কান্তি সুবর্ণ সমান
মরণান্তে পুনর্ব্বার
বহিতে জীবন ভার
উঠিয়া নির্জীব বঙ্গে কর প্রাণ দান।
লিটন তোমারে আজি
কৃতজ্ঞতা-অশ্রুরাজি
সোমপ্রকাশের তরে দিলাম যীমান।
ভারত আকাশ মাঝে
পত্রিকা তারকা রাজে
সোমের প্রকাশ তথা জুড়াবে পরাণ।
সোম সহ শোভাময়
সেই সে তারকা চয়
উজলিল দশ দিক্‌. মুগ্ধ হলো প্রাণ।
বাঙ্গালির মনোলোভা
কে দেখিবে সব শোভা
কে দেখিবে বাঙ্গালির নূতন সম্মান
পূর্ণ গ্রাসে পুনর্ম্মুক্ত
অসম সুষমা-যুক্ত
বঙ্গের গৌরব সোম উন্নতি সোপান
দেখা দিলা পুনর্ব্বার
দূরে যাক অন্ধকার
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কুল কর শুভ গান।

চিরানুগত
শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাহাঁরা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পুক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন. তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

☞ এই পত্র কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরী পাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

২৩ শ ভাগ। ২ য় সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম বাণ্মাষিক ৫।০ টাকা।

১২৮৭ সাল ১৫ ই বৈশাখ। ইং ১৮৮০। ২৬ এ এপ্রেল।

মফস্বলে ডাক মাসুল সহ ১০,বাণ্মাষিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে বার্ষিক ৭ টাকা।

## সোমপ্রকাশ।

### ১৫ ই বৈশাখ সোমবার।

### কলিকাতা ফকিরচাঁদ মিত্রের লেন।

ম্যালেরিয়া এক শতাব্দীর প্রায় চতুর্থাংশ কাল [illegible] বারাসত [illegible] প্রভৃতি বঙ্গদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইল, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেরও কোন কোন স্থানে স্বাধিকার বিস্তার করিল, অসংখ্য লোক ম্যালেরিয়ার কোপে পতিত হইয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া প্রজাবৎসল ধর্ম্মরাজের প্রজাসংখ্যা বৃদ্ধি করিল। উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ, ও বোম্বায়ের দুর্ভিক্ষে যত লোকের মৃত্যু হয়, তাহার সহিত গণনা করিয়া দেখিলে বঙ্গদেশের ম্যালেরিয়া-হত লোকসংখ্যা অল্প হইবে একরূপ বোধ হয় না। যমরাজ ম্যালেরিয়াকে আশ্রয় করিয়া বঙ্গদেশের [illegible] বৃহৎ অরণ্যপ্রায় করিয়া তুলিয়াছেন। অনেকে বাসস্থানহীন হইয়াছে। সেই দুরন্ত ম্যালেরিয়ার নিদান নির্ণয়ার্থ গবর্ণমেণ্টের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। অনেক ডাক্তার ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, সাধারণের অনেক অর্থ [illegible] করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ম্যালেরিয়ার [illegible] করিতে পারেন নাই। ম্যালেরিয়া যে কি রূপ [illegible] কোন্ স্থানে লুকাইয়া আছে, ডাক্তারেরা তাহা খুঁজিয়া পান নাই। আমরা একটী স্থান [illegible] দি, সেইখানে গেলেই [illegible]। ফকিরচাঁদ মিত্রের [illegible] ম্যালেরি- [illegible] করিয়া দেখিবেন, ঐ পুষ্করিণী দুটীর প্রত্যেক জলীয় পরমাণু এক একটী পর্ব্বত প্রমাণ ম্যালেরিয়ার প্রসব করিয়াছে। সেই পুষ্করিণীর ধারে গেলে বোধ হয় ম্যালেরিয়া মহোদয় বুঝি আমাদের শরীরে অধিষ্ঠান করিলেন। সময়ে সময়ে মনে এই তর্কের উদয় হয়, যাহারা ঐ পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্বে বাস করিয়া আছে, তাহারা কিরূপে জীবিত থাকে। শেষে এই সিদ্ধান্ত হয়, ঐ স্থানই বিষ-কৃমি-ন্যায়ের অধিষ্ঠান স্থান। মধ্যে আমরা শুনিলাম রাজপুরুষেরা জেলার ও আদালতের পুরাতন সীমার পরিবর্ত্ত করিয়া নূতন সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সেই সময়ে কি ফকিরচাঁদ মিত্রের লেনটীকে কলিকাতা হইতে খারিজ করা হইয়াছে? উঁহা কি আর কলিকাতার অংশ বলিয়া পরিগণিত হয় না? ঐ লেনবাসীরা কি মিউনিসিপাল ট্যাক্স দেয় না? তাহারা কি গবর্ণমেণ্টের প্রজা নয়? গবর্ণমেণ্ট কি তাহাদের স্বাস্থ্যের দায়ী নন? গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপালিটী তাহাদের স্বাস্থ্যের দায়ী, যদি এরূপ হয়, অবিলম্বে ঐ পুষ্করিণী দুটী বুজাইয়া ফেলা উচিত। উক্ত লেনবাসীরা যখন ট্যাক্স দিতেছে,তখন তাহারা স্বচ্ছন্দ ব্যবহারার্থ কলের জল না পাবে কেন? ঐ গলিটী মিউনিসিপালিটীর চক্ষে ধূলি দিয়া কি আত্ম-গোপন করিয়া আছে? ফকিরচাঁদ মিত্রের লেন বলিয়া যে একটী গলি আছে, মিউনিসিপালিটী কি তাহা জানিতে পারেন নাই? যদি জানিতে পারিয়া থাকেন, তবে এ গলির এ দুর্দ্দশা কেন?

### মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তন।

ইংলণ্ডেশ্বরীর মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। তাহাতে অনেকে অনেক প্রকার [illegible] আশা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের সে আশা অচিকিৎসনীয় রোগগ্রস্তের কাল-পরিবর্ত্তনে স্বাস্থ্যলাভের আশার ন্যায় আশা মাত্র। অচিকিৎসনীয় রোগী মনে করে, দুরন্ত হেমন্তকাল অতীত হইয়া বসন্তের আগমন হইলে আমি নীরোগ হইব, সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইব। আমরাও সেইরূপ মনে করি, বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা ভঙ্গ হইলে, নূতন মন্ত্রিসভা হইলে, কষ্টের অবসান হইবে। কিন্তু আমরা মূঢ় ও অতি নির্ব্বোধ, বুঝিতে পারি না যে, আমাদের এ কষ্ট অবসান হইবার কষ্ট নয়। আমাদের রোগ প্রতীকার হইবার রোগ নয়। আমাদের এ অচিকিৎসনীয় রোগ। মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্ত হউক, আর শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্ত হউক, এ রোগের প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা অল্প। পার্লিয়ামেণ্ট সভা ভঙ্গ হইয়াছে। নূতন সভার জন্য সভ্য নির্ব্বাচন হইতেছে। ছয় বৎসর ধরিয়া মন্ত্রিসম্প্রদায় যেরূপ যথেচ্ছ আচরণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে ইংলণ্ডীয় নির্ব্বাচক সম্প্রদায়ের মন বর্ত্তমান মন্ত্রিবর্গের উপরে অত্যন্ত চটিয়া আছে। তাঁহারা দলে দলে বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায়ের বিরোধিগণকে মনোনীত করিতেছেন। এখনও সভানির্ব্বাচন শেষ হয় নাই। যতদূর নির্ব্বাচন হইয়াছে, তাহাতে পরিবর্ত্তনপ্রিয় উদারমতাবলম্বী দলের বিলক্ষণ পরিপুষ্টি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহার পরিণাম-ফল বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পদত্যাগ। আমাদের অভিলষণীয় ফলসিদ্ধি হউক না হউক, বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পদত্যাগ একান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিয়াছে। পরিবর্ত্তনে যদি কিছু লাভ হয় এই আশা। আমরা নূতন ভাল বাসি অন্ততঃ সেই নূতনের ইচ্ছা পরিপূর্ণ হইবে। যাহাতে সাধারণতন্ত্র [illegible] হইয়া একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই তাঁহাদের রাজনীতিক উদ্দেশ্য। বিলাতে তাঁহারা যাহাই করুন, যাহাতে

ভারতবর্ষবাসী প্রজাগণের অনুরাগভাজন হইতে পারেন, এমন একটী কাজও তাঁহাদের আধিপত্যকালে অনুষ্ঠিত হয় নাই বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না। লর্ড লিটন সিমলায় বসিয়া বৈদ্যুতিক-তার-যোগে ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছেন। এই তারের এক প্রান্তে লর্ড বিকন্সফিল্ড স্বয়ং ছিলেন। তিনি যেরূপে তার নাড়িয়াছেন, লর্ড লিটন অপর প্রান্তে থাকিয়া সেইরূপে নাড়িয়া তাঁহার উত্তরসাধকতা করিয়াছেন। তাঁহাদের আধিপত্যকালেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছে। নানাপ্রকার অত্যাচারকর করের সৃষ্টি হইয়াছে। দুর্ভিক্ষে অনাহারে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতবাসীর শোণিত-স্বরূপ ধনসম্পত্তি অনাবশ্যক যুদ্ধে ব্যয়িত হইয়াছে। আমরা নূতন পরিবর্তন ভাল বাসি বলিয়া মনে করিতেছি, বর্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায় চলিয়া গেলে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের হইতে আমাদের মঙ্গল হইবে। বাস্তবিক কি সে ঘটনা ঘটিবে? যিনি ভাবী মন্ত্রিসম্প্রদায়ের নেতা, সেই গ্লাডষ্টোন সাহেবই ইংলণ্ডের জন্য ভারতবর্ষীয় রাজস্ব ব্যয়ের পথপ্রদর্শক। যিনি ভারতবর্ষের ধনাগার হইতে যত টাকা ব্যয় করুন সকলেই তাঁহার অনুকরণ করিয়াছেন মাত্র। অতএব তাঁহার মতাবলম্বী দলও যে আমাদের বন্ধু, তাহা আমরা বলিতে পারি না। দুই দলেরই অভিপ্রায় ভারতভূমি দোহন। এই দোহন ব্রতে দুই দলই সমান দক্ষ, তবে একটু প্রভেদ আছে। একদল দোহন করিয়াই ক্ষান্ত হন, আর এক দলের তদ্দ্বারা তাহাতে তৃপ্তি হয় না, তাঁহারা দুগ্ধনিষ্কাশণ-যন্ত্র প্রয়োগ করিয়া পয়স্বিনীর জীবন সংশয় করিয়া তুলেন।

যাহা হউক, আমরা এখন যেরূপ উদ্বিগ্ন, তাহাতে যে কোন পরিবর্তন হউক, তাহাই আমাদের পক্ষে সুখকর। ভাগ্যচক্রের কলাফলে আমরা ভুক্তভোগী হইয়াছি, এখন যে দিকেই চক্র চালিত হউক, তাহাতে আমরা ভীত ও দুঃখিত নহি। তবে এক আশ্বাস এই, যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহারা একাধিপত্য ও যথেচ্ছ ব্যবহারের এত পক্ষপাতী নহেন। ভারতবর্ষবাসিদিগের কতকগুলি মনুষ্যোচিত স্বত্ব আছে, তাঁহারা এ কথা স্বীকার করেন এবং সেই স্বত্বগুলি অবিলুপ্ত থাকে, তাঁহাদের এরূপ ইচ্ছা ও চেষ্টা আছে। কিন্তু তাঁহারা নিজ জন্মভূমির কার্য্য লইয়াই এরূপ ব্যস্ত থাকেন, যে ভারতবর্ষের দিকে মনোনিবেশ করিবার অবসর পান না। ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোক আপনার কাজেই ব্যস্ত। পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্যগণও প্রায় স্ব স্ব উন্নতি লাভের চেষ্টায় মহাসভায় প্রবেশ করেন। সুতরাং যিনি যে দলের লোক, তিনি সেই দলের অধিপতির মনোরক্ষা করিয়া চলিয়া থাকেন। আমরা উপরে উভয় দলের যেরূপ গুণ বর্ণন করিলাম, তাহাতে পাঠক এরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন না যে ইংলণ্ডে পরহিতৈষী ভাল লোক নাই। এরূপ কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা চিন্তাশীল উদারস্বভাব পরহিতব্রতে দীক্ষিত ও অত্যাচারবিরোধী। তাঁহারাই প্রাচীন সাক্সন সম্প্রদায়ের লোক। তাঁহারা সংখ্যায় অল্প বটেন; কিন্তু তাঁহারাই সমাজের প্রাণভূত। যেমন কয়েকখানি মাত্র বাষ্পীয়যন্ত্রে সহস্র সহস্র শকট বহন করিয়া দেশময় বেড়াইতেছে, তাঁহারাও সেইরূপ দেশের সমুদায় কার্য্যে অগ্রসর, সমুদায় কার্য্যের প্রবর্ত্তক ও সমুদায় কার্য্যে উদ্যোগশীল, তাঁহাদের হইতেই ইংলণ্ডের মান ও নাম। তাঁহাদের অধ্যবসায় অবিচলিত। উইলবরফোর্স দাসত্বমুক্তি-বিধায়ক নিয়ম সংস্থাপনের জন্য অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়া শেষে কৃতকার্য্য হইয়া গিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ই ইংরাজদিগের মুখ উজ্জ্বল করেন। তাঁহাদের উদারমতাবলম্বী দলের সহিতই সহানুভূতি অধিক। ঐ দল সময়ে সময়ে তাঁহাদের সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রায় শত বৎসর কাল তাঁহাদের হইতেই যা কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহাদের মতেই সাধারণের মত। গ্লাডষ্টোন সাহেব পূর্ব্বে যেরূপ থাকুন, অধুনা তিনি এই সম্প্রদায়ের অগ্রণী হইয়াছেন। তাঁহারা গত কয়েক বৎসর কাল অত্যাচারে পীড়িত ভারতবর্ষের সহিত সমসুখদুঃখতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দ্বারা এরূপ বোধ হইয়াছে যে, তাঁহারা যদি কখন পদস্থ হন, ভারতবর্ষ সুখী হইবে। এ প্রস্তাবটীর লেখা শেষ হইলে পর আমরা শুনিলাম, বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন।

---

## এদেশীয়দিগের উচ্চতর রাজকার্য্যে নিয়োগ।

বিধাতা দেহের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ কটু কষায়াদি ষড় রসের সৃষ্টি করিয়াছেন, আর মনের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ কবিগণের নবরস সৃষ্টি। শৃঙ্গার বীর করুণাদি ভিন্ন ভিন্ন রসের ভিন্ন ভিন্ন দেশে সমাদর। কোন দেশের লোকে বীররস ভাল বাসেন। কোন দেশের লোকের আদিরস প্রিয়। কিন্তু হাস্যরসের সকল দেশেই সমান আদর। পাঠক! ইতিহাস পাঠ কর দেখিতে পাইবে অনেক সময়ে অনেক দেশে অনেক প্রকারে হাস্যরসের অভিনয় হইয়াছে। যখন রোমকেরা গ্রীসদেশীয়দিগের স্বাধীনতা দানের ঘোষণা করেন, তখন এই হাস্যরসের এক বার অভিনয় হয়। গত শতাব্দীতে যখন সর্ব্বশক্তিমান সিন্ধিয়া আপনাকে পেশোয়ার পাদুকাবাহক বলিয়া ঘোষণা করেন, তখনও এই রসের অভিনয় হয়। আমাদের দেশেও আমাদের গবর্ণমেণ্ট গত বৎসর এই রসের অভিনয় করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়েরা যে রাজপদলাভ-বিষয়ে ইউরোপীয়ের সহিত সমান স্বত্বের অধিকারী, এ কথা ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট অনেকবার স্বমুখে স্বীকার করিয়াছেন। কার্য্য কিন্তু কথার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথমতঃ বলা হইল সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা ইংলণ্ডে নিরপেক্ষ ভাবে গৃহীত হইবে। এ পরীক্ষায় কি ইংলণ্ডীয় কি ভারতবর্ষীয় সকলেরই সমান স্বত্ব আছে। ভারতবর্ষীয়েরা যদি ইচ্ছা করে, ইংলণ্ডে গিয়া পরীক্ষা দিতে পারিবে। প্রথমে পরীক্ষা দিবার জন্য ২১ বৎসর বয়স নির্দ্ধারিত হইল। তাহার পর যখন দেখা গেল, ভারতবর্ষীয়েরাও ২১ বৎসর বয়সে অনায়াসে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে, তখন ঐ বয়স কমাইয়া ১৯ বৎসর করা হইল। কিন্তু সমান স্বত্বের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহার কোন ব্যতিক্রম করা হইল না! এই ত গেল এক অভিনয়।

দ্বিতীয় অভিনয়—গত বৎসর সিবিল সর্ব্বিস লইয়া মহা ধুমধাম পড়িয়া গেল। বিলাতে পর্য্যন্ত "সমান স্বত্বের" গৌরব-রক্ষার ঢেউ উঠিতে লাগিল। ভারতের মুখ-উজ্জ্বলকারক বাবু লালমোহন ঘোষ দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া ইংলণ্ডীয়দিগের মনে সমান স্বত্ববিষয়ক সংস্কার দৃঢ়তর করিয়া দিলেন। ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিসভা অমনি ভারতবর্ষীয়দিগকে বিনা পরীক্ষায় সিবিল সর্ব্বেণ্ট করিয়া দিবার অনুমতি দিলেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এমনি সসজ্জ যে মন্ত্রিসভার মুখ হইতে বাক্য নির্গত হইতে না হইতে ইহাঁরা দুই তিন জনকে সিবিল সর্ব্বেণ্ট করিয়া ফেলিলেন। জয়জয়কার শব্দ উত্থিত হইল। সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। সেই আনন্দোন্মাদ-হেতু বেতনের বিষয়ে কাহারই লক্ষ্য রহিল না। বলা হইয়াছিল, বিনা পরীক্ষায় নিয়োজিত সিবিল সর্ব্বাণ্টেরা ইংলণ্ডের পরীক্ষোত্তীর্ণ সিবিল সর্ব্বেণ্টদিগের বেতনের দুই তৃতীয়াংশের অনধিক বেতন পাইবেন। কথার বাঁধনী কেমন? দুই তৃতীয়াংশের অনধিক অর্থাৎ দুই তৃতীয়াংশও নয়, শেষ দাঁড়াইল দুই শত টাকাও নয়। কিন্তু "নামে গোয়ালা [illegible] কাঁজি।" ফলতঃ নামে সিবিল সর্ব্বিস আড়ম্বরও সিবিল সর্ব্বিসের অধিক। কিন্তু [illegible] বিষয়ে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের অপেক্ষা হীন। নামে যেমন হউক, ফলে ডেপুটী ও সিবিল উভয়ই সমান হইল। অনেক উপযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এই প্রার্থনীয় সিবিল সর্ব্বাণ্ট পদের নিমিত্ত দরখাস্ত করিলেন না। যাহাতে লাভ নাই, তাহার জন্য বৃথা চেষ্টা কি জন্য লোকে করিবে। গবর্ণমেণ্টও দেখিলেন যে [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও সিবিল সর্ব্বিস এক হইল। [illegible]

কিঞ্চিৎ সুবিধা করিয়া লই। অমনি ডেপুটীদিগের বেতন কমিয়া গেল। দুই শত টাকা হইতে দেড় শত হইয়া দাঁড়াইল। বঙ্গীয় যুবকদিগের অন্ততঃ আট দশ জন প্রতি বৎসর দুই শত টাকা বেতনে রাজ-কার্য্যে প্রবেশ করিতে পারিতেন, এখন দুই জনের অধিক প্রবেশ করিতে পারিবেন না। অবশিষ্ট সকলকে ১৫০ টাকায় প্রবেশ করিতে হইবে। সিবিল সর্ব্বিস সম্বন্ধে ইউরোপীয়ের সহিত ভারতবর্ষীয়ের সমান স্বত্বের কল্যাণে প্রাচীন অবিসম্বাদিত স্বত্বও লোপ হইল অথচ ইংলণ্ডের লোকেরা জানিলেন বিনা পরীক্ষায় দেশীয়দিগকে সিবিল সর্ব্বেণ্ট করা হইল! ডেপুটীরা যেমন পূর্ব্বে অনেক বেতন পর্য্যন্ত উঠিতে পারিতেন এখন আর সে উঠিবার যো রহিল না। এখন পাঁচ শতের উপর উঠা অতিশয় কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। সিবিলিয়ান ত নিযুক্ত হইলেন, ইহাদের কি অবস্থা দাঁড়ায় আর কিছু দিন পরিদর্শন না করিয়া বলিতে পারা যায় না। কিন্তু ইহা প্রায় স্থিরই যে ইহাঁরা ইংলণ্ডীয় সিবিলিয়ানের ন্যায় উচ্চ পদ ও উচ্চ বেতন পাইবেন না। গবর্ণমেণ্ট যাহাই স্থির করুন যে কোন রূপে এই কার্য্যপ্রণালী সমর্থন করুন, আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোক আমরা এই বুঝিলাম, গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা দেশে দুই জন করিয়া রূপান্তর ডেপুটী মনোনীত করিবেন; কিন্তু ইহাদিগকে ডেপুটীদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক কাজ করিতে হইবে। অবশিষ্টগুলি সব-ডেপুটী হইলেন। তাহাদিগকে ডেপুটীর কার্য্য করিতে হইবে অথচ ডেপুটীর মত বেতন পাইবেন না।

উপসংহারে দুঃখ সহকারে দয়ালু গবর্ণমেণ্টকে বিনীতভাবে জানাইতেছি, প্রজার প্রতি এরূপ ব্যবহার আমাদের মহামনা গবর্ণমেণ্টের উচিত নয়।

---

## বঙ্গসমাজের একটী সুন্দর চিত্র।

### কোণের বউ।

বঙ্গদেশে একজাতি মনুষ্য আছে, তাহাদিগকে কোণের বউ বলে। কোণের বউ হওয়া যে কি ভয়ানক দায়, তাহা যাহাঁরা কোণের বউ তাঁহারাই জানেন, যাঁহারা সরলচিত্তে তাহা অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। কোণের বউ প্রতিপদেই অপরাধী, প্রতি কার্য্যেই দোষী। গমনে, ভোজনে, শয়নে, রন্ধনে, বাক্য কথনে, অঙ্গচালনে সকলেতেই কোণের বউ দোষী। কোণের বউ ক্ষুধা হইলে বলিতে পাইবে না; খাইতে পাইবে না—উদর পূরিয়া খাইতে পাইবে না; কোন ইচ্ছা হইলে প্রকাশ করিতে পাইবে না—তিরস্কার করিলে কাঁদিতে পাইবে না—[illegible] বলিতে পাইবে না—হাসিয়া কথাটী কহিতে পাইবে না—যাতনা হইলে প্রকাশ করিতে পাইবে না—প্রাণ ওষ্ঠাগত দেখিয়াও গাত্রবস্ত্র খুলিতে পাইবে না—ত্বরিত চলিতে পাইবে না—স্পষ্ট করিয়া কথা কহিতে পাইবে না! ইহাই বঙ্গসমাজের নিয়ম—ইহাই বঙ্গসমাজে চির প্রচলিত; ইহাই বঙ্গসমাজে আদরের ধন। কোণের বউ সকল দিকেই অপরাধী; দ্রুত চলিলে ফড়কা, মন্থরে কুঁড়ে; হাসিলে লজ্জাহীনা, না হাসিলে অহঙ্কারী; কথা কহিলে বাচাল, না কহিলে গর্ব্বিতা, ক্ষুধায় খাইলে রাক্ষসী, না খাইলে তাচ্ছিল্যকারিণী ইত্যাদি বিশেষণ দেওয়া হয়। অধিক কি, পীড়ার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া যন্ত্রণাসূচক সামান্য চিহ্ন প্রকাশ করিলেও অসহিষ্ণু বলিয়া তাহার কত গুণ ব্যাখ্যা হইয়া থাকে? কোণের বউ নিজে কিছু বলিতে পায় না। তাহার হইয়া বলিবারও কেহ নাই। কোণের বউ পৃথিবীর সকল সুখে বঞ্চিত। অধিক কি কথাটী কহিবারও যো নাই। কথা কহিয়া যে সুখ, কোণের বউয়ের তাহা নাই। হাসিয়া যে সুখ, কোণের বউয়ের তাহা নাই। যাহার হাসিবারও কথা কহিবার অধিকার নাই, পৃথিবীতে তাহার কি সুখ? গৃহে কোন ক্ষতি হইলে কোণের বউ তাহার দায়ী; কুকুরে হাঁড়ি খাইলে কোণের বউ তাহার দায়ী। কোণের বউ কথা কহিতে পারে না; কোণের বউ উত্তর করিতে পারে না; কোণের বউ নিজ পক্ষ সমর্থন করিতে পারে না; কোণের বউ নিজ দোষ ক্ষালন করিতে পারে না, সুতরাং অপরাধী। গৃহিণীর শত অপরাধ হইলেও মার্জ্জনীয়; কিন্তু কোণের বউয়ের পানে চুণ খসিলেই প্রমাদ উপস্থিত; তাহার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, তিরস্কারের সীমা থাকে না। শাশুড়ী মুক্তকণ্ঠ, ননান্দৃ খড়্গহস্ত। কোণের বউয়ের কাঁদিবারও যো নাই। কাঁদিয়া যে টুকু সুখ কোণের বউয়ের তাহাও নাই। কাঁদিলে আরও ভর্ৎসনা, আরও গঞ্জনা। কোণের বউ ছাদ হইতে শুষ্ক বস্ত্র আনিবার সময় ভুলক্রমে ননান্দৃর একখানি বস্ত্র আনিয়াছেন এবং দৈবাৎ তাঁহারই নিজ গৃহে তাহা নিপতিত হইয়াছে; অনুসন্ধানে প্রকাশ হইল, কোণের বউয়ের ঘরে পাওয়া গেল—অতএব কোণের বউ চোর। কোণের বউ চোর, এ অপবাদের আর সীমা নাই—এ কলঙ্ক রাখিবার আর স্থান নাই। শাশুড়ী তীক্ষ্ণ বাক্যাবলীতে তাহার অন্তর বিদ্ধ করিলেন; ননান্দৃ শতমুখী হস্তে করিলেন। ঠাকুর জামাই তাহাতে অনুমোদন করিলেন। পাড়ার লোকে গালাগালি করিতে লাগিল "কোণের বউ চোর।" কোণের বউ ভয়ে, বিস্ময়ে, লজ্জায় অবনতমুখী; মুখে কথা নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই, উদরে আহার নাই; পরাধীনা—সম্পূর্ণ পরাধীনা। যতক্ষণে দিবে ততক্ষণে খাবে—সকলে বিরক্ত; কে দিবে? যথাকালে দিবে তথাকালে খাইবে। পেট জ্বলিয়া গেল, পিপাসায় তালু শুষ্ক হইয়া গেল—কে দেখিবে; কে জিজ্ঞাসিবে? যে যথাকালে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া দিবে, তথাকালে খাইবে। কোণের বউয়ের হইয়া কে বলিবে? কোণের বউয়ের দুঃখ কে দেখিবে? কে শুনিবে? কে তাহার সহিত সহানুভূতি করিবে? কোণের বউ চোর না হইলেও সামাজিক গতিকে চোর! সকল বিষয়েই তাহার মর্ম্মান্তিক—তাহার বুকে পাথর চাপা।

সুখের জীবন যৌবন। জীবনের সুখ যৌবন। কত উৎসাহ, কত আমোদ, কত আহ্লাদ, কত উল্লাস, কত আকাঙ্ক্ষা, কত আশা, কত ভরসা, কত সৌন্দর্য্য এই সময়ে হইয়া থাকে। কিন্তু হইলে কি হইবে। তৎসমুদয় অঙ্কুরিত হইতে না হইতেই সেই পতিসোহাগিনীর অন্তরে পাথর চাপা পড়িল। মন্দ পীড়ায়, দুঃখে ও চিন্তায় সুবর্ণবর্ণ কালিমা প্রাপ্ত হইতে লাগিল; কমনীয় লাবণ্য তিরোহিত হইতে লাগিল; নবীনা দিন দিন দীনা, ক্ষীণা, মলিনা, শীর্ণা হইতে লাগিল। এইরূপ দুর্দশায়—এইরূপ নিরুৎসাহে তাহার সুখের যৌবনকাল অতিবাহিত হইল। পৃথিবীর সকল সুখে জলাঞ্জলি দিল—তাহার অন্তর ভাঙ্গিয়া গেল। ভবিষ্যতের সকল সাধু আশা ভরসা তাহা হইতে তিরোহিত হইল।

কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেরই যে অবস্থায় ধর্ম্ম, বিদ্যা, উৎসাহ ও উন্নতির মূল স্থাপিত হয়—যে অবস্থায় যশঃ, গৌরব, প্রতিষ্ঠা, আশা অঙ্কুরিত হয়—যে অবস্থায় দয়া ও দাক্ষিণ্যের হস্ত প্রসারিত হইতে আরম্ভ হয়—নীতিশিক্ষা পাইলে মানুষ যে অবস্থায় বিবিধ সুমিষ্ট ফলে ফলবান হইতে থাকে—যে অবস্থায় শরীর ও মন সতত প্রফুল্ল থাকে—উৎসাহবারি নিক্ষিপ্ত হইলে যে অবস্থায় শরীরের তেজ ও কান্তি, দেহের লাবণ্য, গঠনের সৌন্দর্য্য, মনের উল্লাস দিন দিন দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং দীর্ঘজীবনের ভিত্তিমূল দৃঢ় সংস্থাপিত করে; সেই অবস্থায়—সেই যৌবন অবস্থায়—যাহারা মুখচাপ পাইল যাহাদের সকল আশা, সকল ভরসা, সকল উৎসাহ সমূলে উৎপাটিত হইল—যাহাদের দয়া, ধর্ম্ম, যশঃ, গৌরব, প্রতিষ্ঠার আশাবীজ অঙ্কুরিত অবস্থাতেই গৃহ-পেষণী দ্বারা নিষ্পেষিত হইল—উল্লাস, আনন্দ, প্রফুল্লতা, যাহাদের শোকে, দুঃখে ও চিন্তায় পরিণত হইল, এ জীবনে—এ পাপ জীবনে—তাহাদের সুখ কোথায়? কান্তিপুষ্ট দেহই বা কোথায়? দীর্ঘ-

জীবনই বা কোথায়? সংসারসুখে—পৃথিবীর সকল সুখে—আমোদ আহ্লাদে জলাঞ্জলি দিয়া তাহারা অনবরত উন্মনা ও চিন্তানিমগ্ন। তাহাদিগের হইতে আমাদের উপাদেয় ফল লাভের আশা কিরূপে হইতে পারে? আহা! স্বামীর যে স্ত্রী বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবন সুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসার-সৌন্দর্য্যের প্রতিমা বার্দ্ধক্যে যে জীবনাবলম্বন, গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্য্যে যে মন্ত্রী, ক্রীড়ায় যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্ম্মে যে গুরু, আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা, স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে ঔষধ, অর্জ্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশঃ, বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা, তাহার সহিত কি ঐরূপ ব্যবহার করা উচিত? সমস্ত জীবন যাহার উপর নির্ভর করে, তাহার জীবনতরুমূলে কি ঐরূপ কুঠারাঘাত করা উচিত? ইহাতে কি পরিণামে সুফল ফলিয়া থাকে? না; পরিণামে অমৃত ফল না ফলিয়া বিষময় ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ আমরা যে সকল গুণের কথা উল্লেখ করিলাম, সুশিক্ষিতা না হইলে আমরা কখন উক্তরূপ আশা করিতে পারি না। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার নাম শুনিলেই প্রাচীনেরা জ্বলিয়া উঠেন; বিবরস্থিত সর্পের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠেন। সেই হেতু অনেক স্ত্রীই পিঞ্জরবদ্ধা বিহঙ্গিনীর ন্যায় অন্ধকারাবৃতা থাকিয়া নানারূপ যাতনা সহিতে থাকেন। সকল স্ত্রীই প্রথমে কোণের বউ। সকল স্ত্রীরই এই দুর্দ্দশা, সকল স্ত্রীরই এই লাঞ্ছনা। সকল স্ত্রীরই এই পরিণাম। ইহার মূল কারণ পরাধীনতা। যাহাঁরা স্বাধীন না হইয়া বিবাহ করেন, তাঁহাদেরই জীবন বিষাদময়। তাঁহাদের উভয় সঙ্কট। একদিকে সমাজ-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন না, অপর দিকে সুখে জীবন উপভোগ করিতে পারেন না। অতএব স্বাধীন হইয়া বিবাহ করা ও দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় প্রাচীনদিগের কার্য্য করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

শ্রীসতীপ্রসাদ সেন।”

বাবু সতীপ্রসাদ সেন সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় বঙ্গসমাজের যে একটী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। চিত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির সৌষ্ঠব ও উন্নত ভাব দর্শন করিলে চিত্রকরের লিখননৈপুণ্য ও উন্নত ভাবের প্রশংসায় বিরত হওয়া যায় না। তিনি যে কেবল অতি উজ্জ্বলরূপ রঙ ফলাইয়াছেন এরূপ নয়, তাঁহার তুলির টানগুলি দেখিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, চিত্রখানি সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন ও সম্পূর্ণ হয় নাই। সতীপ্রসাদ বাবু নব বধূর কষ্টের বিষয়ই বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু কি কারণে যে সে কষ্ট হয়, তাহা বিশেষ করিয়া বলেন নাই। এ কষ্ট বাল্যবিবাহ ও অশিক্ষার ফল। শৈশবকালে বিবাহ হয়, বালিকারা শৈশবেই পতিগৃহে যায়। তখন তাহাদের কর্ত্তব্য-শিক্ষা বা স্বভাবতঃ কর্ত্তব্য বোধ হয় না, গুরুজন বা অন্য অন্য পরিবারের প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হয়, তাহা তাহারা জানে না। সর্ব্বদা ভ্রমপ্রমাদ ঘটে ও বুদ্ধি স্খলিত হয়। গুরুজনেরা তাহাদের সেই ভ্রমপ্রমাদ সংশোধন করিয়া তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিবার চেষ্টা পান। কিন্তু অধিকাংশ গুরুজন অশিক্ষিত। পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন অশিক্ষিতের নিকটে শিক্ষালাভ কেমন বিড়ম্বনার বিষয়। যেরূপে শিক্ষা দিতে হয়, তাহারা তাহা জানে না। সুতরাং বানরের হাতে খন্তা দিবার ন্যায় বিপরীত ফল ফলিয়া উঠে। গুরুমহাশয়ের বেত্রবাহিনী শিক্ষার ন্যায় এ শিক্ষা অনেক স্থলে নববধূর অঙ্গে রুধির ধারা বর্ষণ করিয়া বঙ্গসমাজের শোচনীয় অবস্থার প্রমাণ করিয়া দেয়।

সতীপ্রসাদ বাবু যে প্রথার নিন্দা করিয়াছেন, যে প্রথা নববধূদিগের বিষম কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহাঁরা ঐ প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, নববধূদিগকে কষ্ট দেওয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহাদের একটী সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত নয়, পক্ষান্তরে বাল্য বিবাহ চিরপ্রচলিত। এরূপ স্থলে পতিগৃহই স্ত্রীগণের শিক্ষার প্রধান স্থান। বিবাহের পর বালিকারা পতিগৃহে যদি গুরুজনের নিকটে থাকে, গুরুজন যদি সজ্জন ও ধীরপ্রকৃতি হন, তাহা হইলে তাঁহারা অনায়াসে তাহাদিগকে নীতিগর্ভ সৎ উপদেশ দিয়া সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারেন। গুরুজনেরা এই শিক্ষা দিবেন বলিয়াই সমাজের অধিনায়ক বিজ্ঞ ব্যক্তিরা স্ত্রীগণের শৈশব কালেই পতিগৃহ বাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ গুরুজনই অশিক্ষিত। অধিকাংশ স্থলে সেই অশিক্ষার বিষময় ফল ফলিয়া থাকে। কিন্তু যেখানে গুরুজন সুশিক্ষিত এবং নববধূগণ বিনীত, সলজ্জ ও কর্ম্মিষ্ঠ, সেখানে সতীপ্রসাদ বাবুর বর্ণিত কষ্টের অভিনয় হয় না। বোধ হয় সতীপ্রসাদ বাবুও ইহা অনুভব করিয়া দেখিয়া থাকিবেন।

কালচক্র কুম্ভকার চক্রের ন্যায় খরতর ভ্রমণ করিতেছে, সেই ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। আমাদের দেশীয় লোকেরা সেই পরিবর্ত্তস্রোতে গা ঢালিয়া দেন না, উজান যাইবার চেষ্টা পান। সুতরাং বিপরীত স্রোতোগামীর যে দারুণ কষ্ট, তাহা ভোগ করিয়া থাকেন। বাল্যবিবাহ এখনকার সময়ের উপযোগী নয়। বাল্যবিবাহের পরিবর্ত্তন এখন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা এমনি অনাস্রব (একগুঁয়ে) কালের গতির এমনি বিরোধী, প্রাচীন প্রথার এমনি ভক্ত যে বাল্যবিবাহ নিবন্ধন দেশের বিষম দুর্দ্দশা ঘটিতেছে, দেশ বলবীর্য্যহীন হইতেছে, অপ্রতিবিধেয় রোগ শোকের আবসথ হইতেছে, অকালমৃত্যুর ক্রীড়ার স্থান হইতেছে, তাঁহারা ইহা দেখিয়াও দেখেন না! তথাপি তাঁহাদের চৈতন্য হয় না, তথাপি তাঁহাদের বাল্যবিবাহ-পরিবর্ত্তন-চেষ্টা জন্মে না! সতীপ্রসাদ বাবু যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন, বাল্যবিবাহের পরিবর্ত্তন ও সুশিক্ষার বহুল প্রচার ব্যতিরেকে কি তাহার সংশোধনের সম্ভাবনা আছে?

বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যের দুটী বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে। প্রথম, যে পরিবর্ত্তনে দেশের উপকার আছে, সে পরিবর্ত্তন-চেষ্টা নাই, প্রত্যুত, যাহাতে অপকার আছে, সেই পরিবর্ত্তনস্রোত অবাধিতরূপে বহিতেছে। দ্বিতীয়, যদি কোন বিষয়ের পরিবর্ত্তন করা হয়, প্রাচীন বিষয়ের সংস্কার-চেষ্টা করা হয় না। পরিবর্ত্তনস্থলে বিজাতীয় বিষয় আনিয়া সমাজ মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পাওয়া হয়। তাহার এই ফল ফলে, অনেকে তদ্ গ্রহণে অসমর্থ ও অননুরক্ত হয়। সুতরাং অভীষ্টসিদ্ধি হয় না।

পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বঙ্গদেশীয়দিগের ব্যবহার দর্শন করিলে ইহাঁদিগকে সজীবতা ও সহৃদয়তা-শূন্য বলিয়া বোধ হয়। দুই একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। বঙ্গদেশে বার মাসে তের পার্ব্বণ ও সেই পার্ব্বণকালীন বাদ্যোদ্যম প্রথম উদাহরণ। সম্প্রতি যে চৈত্র-পার্ব্বণ অতীত হইয়াছে, পাঠক তাহারই বিষয় একবার বিচার করিয়া দেখুন। বাণরাজা যে ঢক্কার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, যাহার শব্দে কর্ণ বধিরায়মাণ ও শিরোবেদনা উপস্থিত হয়, সেই ঢক্কার শব্দ ও তাহার তালে তালে আজও ভূতের নৃত্য হইয়া থাকে। বঙ্গদেশীয়েরা এমনি বিকৃত-রুচি-সম্পন্ন ও নয়ন-শ্রবণহীন, যে তাহাতে কষ্ট বোধ নাই। রুচি বোধ থাকিলে অবশ্যই উহার পরিবর্ত্তনস্পৃহা জন্মিত। দ্বিতীয়, বস্ত্র-পরিধান। এ বিষয়ে বঙ্গবাসীদের রুচি যে কেমন বিকৃত, পাঠক কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। স্ত্রীলোকদিগের শাটী পরিবার যে এক রীতি আছে, তাহাতে ত প্রধানতঃ সর্ব্বাবয়বাবরণে আবৃত হয় না, তাহা

আবার লোকে যত সৌখীন হইতেছে, ততই নগ্ন হইয়া দাঁড়াইতেছে। শরীর আবরণ করা বস্ত্র পরিধানের উদ্দেশ্য; কিন্তু অনেকেরই বস্ত্র সে উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয় না। সামাজিক লোকেরা সেই সর্ব্বাঙ্গদর্শী বস্ত্র পরিধান করিয়া পরিবারগণকে প্রকাশ্য স্থানে কিরূপে গমন করিতে অনুমতি দেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যে দেশের অবস্থা এইরূপ, যে দেশের রুচি এই প্রকার বিকৃত, সে দেশে সতীপ্রসাদ বাবুর বর্ণিত বিষয়ের শীঘ্র প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা নাই। দেশের এমনি বিকৃত শোচনীয় অবস্থা যে, সকল অমঙ্গলের আকর যে বাল্যবিবাহ তাহা সমাজের দৃঢ়বদ্ধ অর্গলা ভগ্ন করিতে পারিতেছে না, কিন্তু শাস্ত্রনিষিদ্ধ সুরাপান সেই অর্গলা ভগ্ন করিয়া সমাজভিত্তিতে শত শত ছিদ্র করিতেছে, তাহাতে কোন কথা নাই। পক্ষান্তরে, যদি অনুদ্ভিন্ন-যৌবন-চিহ্ন নিজ কন্যাকে চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অবিবাহিত অবস্থায় রাখ, সামাজিক লোকেরা তোমাকে জাত্যন্তর করিবে, তোমার হুকা বারণ করিবে। কিন্তু তুমি যদি মদের পিপাকে পিপা পার করিয়া সহরের মদ মহার্ঘ্য করিয়া ফেল, কেহ উচ্চ বাচ্য করিবে না। শাস্ত্রে বলে যে সুরা পান করে, যে তাহার সংসর্গে থাকে, সেও মহাপাতকী হয়। সেই সুরা এখন নিত্য সেবা হইয়া উঠিয়াছে।

---

## শাসন সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয়-দিগের দুর্ভাগ্য।

শাসন সম্বন্ধে ভারতবাসিদিগের অনেকগুলি গ্রহ-বৈগুণ্য ঘটিয়াছে। তাঁহারা শাঁখের করাতের মধ্য স্থানে পতিত হইয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রথমতঃ শাসনকর্ত্তা বিদেশীয়, এদেশীয়ের সহিত তাঁহার সম-সুখ-দুঃখতা অল্প, এদেশীয়ের মনের ভাব ও আচার ব্যবহারাদিজ্ঞান অল্প; তাহাতে আবার তাঁহারা এক স্থানে স্থির নন, রাশিচক্রের ন্যায় ঘুরিতেছেন। রাজনীতিও ঘড়ির পেণ্ডুলমের ন্যায় চঞ্চল। কেবল নিজে চঞ্চল নয়, ঘড়ির কাঁটার ন্যায় রাজপুরুষদিগকেও চঞ্চল করিয়া তুলে। রাজা রাজধানীতে বাস করিয়া দেশ শাসন করেন, এই চিরন্তন প্রথা। উহাতে রাজা স্বরাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারেন। তাঁহার অমাত্যবর্গের ভূয়োদর্শন জন্মে। প্রজায় রাজায় সম্পর্ক দৃঢ়ীভূত হয়। রাজা প্রজাবৎসল হন। কিন্তু অনেক দেশে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রথা। কোন দেশে প্রতি বৎসর, বা তিন চারি বৎসর অন্তর শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্ত হয়। রোমে প্রতি বৎসর সর্ব্ব প্রকার শাসনকর্ত্তারই কোন না কোনপ্রকার পরিবর্ত্ত হইত। আমেরিকায় পাঁচ বৎসরান্তে শাসন কর্ত্তার পরিবর্ত্ত হয়। ইংলণ্ডেও বলিতে গেলে সাত বৎসরের মধ্যে একবার না একবার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ইহাতে শাসনকর্ত্তাদিগের শাসনকার্য্যে ভূয়োদর্শন জন্মিবার সম্ভাবনা অল্প হইলেও রোমের বৃদ্ধ-বিজ্ঞ-জন-শোভিত সেনেট, ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট, আমেরিকার কনগ্রেসসভা অনেক পরিমাণে সে অভাব পূরণ করিত ও করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত দেশ সমূহে সাধারণ লোকে শাসনকার্য্য অনেক পরিমাণে শিখিত ও শিখিয়া থাকে, সুতরাং অনভিজ্ঞতা দোষে কোন শাসনকর্ত্তা কোন অন্যায় কার্য্যের অনুমোদন করিতেছেন বা অন্যায় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছেন দেখিতে পাইলে তাহারা তাহার দৃঢ়তর প্রতিবাদ করিত ও করিয়া থাকে। শাসন কর্ত্তারাও দেশীয় লোক, দেশের লোকের মনের ভাব ও আচার ব্যবহারাদি তাঁহাদের বেস জানা ছিল ও আছে, সুতরাং তাঁহারা দেশের লোকের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইতেন ও হইয়া থাকেন।

ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। প্রথমতঃ যাঁহারা শাসন করেন, তাঁহারা দেশীয় নহেন। দেশীয় আচার ব্যবহার প্রভৃতি অনেক বিষয়ে তাঁহাদিগকে যাবৎ শাসনকাল অনভিজ্ঞ থাকিতে হয়। অনেক রীতিনীতি তাঁহাদের দেশীয় রীতিনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত, দেশীয় ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভাবিত নয়। তাঁহারা যদি এক ধর্ম্মাবলম্বী হইতেন প্রতিবেশস্থ দেশবাসী হইতেন তাহা হইলেও কথঞ্চিৎ সুবিধা হইত, তাঁহাদের শিক্ষা ও সংস্কার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এ দুর্যোগ ত ব্রিটিশ সিংহের ভারতবর্ষে পদার্পণ দিনাবধি ঘটিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের শাসন সম্বন্ধে আর এক বিষম দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় ইংলণ্ডে মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তন হইলেই ভারতবর্ষেরও শাসনকার্য্যের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। গবর্ণর জেনারল এবং বোম্বে ও মান্দ্রাজের গবর্ণর পরিবর্ত্তন হয়। সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তনস্রোত লেপ্টেন্যাণ্টগবর্ণরপর্য্যন্তও আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। এক দেশের শাসন প্রণালীর সহিত আর এক দেশের শাসন প্রণালীর এরূপ নিকট সম্বন্ধ থাকা দুর্ভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। রোমীয় সাধারণ তন্ত্রের অধীনস্থ দেশ সকলেও এইরূপ রাজধানী হইতে পরিবর্ত্তন স্রোত প্রত্যেক স্থানীয় শাসনস্থানে উপনীত হইত। ইহাতে প্রজাগণের অতিশয় পীড়ন হইত। রোমে যে সকল উৎকোচ গ্রহণাদি মহাপাপের স্রোত বহিয়াছিল, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সদাশয়তা ও সতর্কতা এবং ব্রিটিস জাতির রাজনৈতিক উদারতা গুণে ব্রিটিশ অধিকারে তাহার কিছুই নাই বটে কিন্তু শাসনকর্ত্তার ঘন ঘন পরিবর্ত্তনে দেশের মঙ্গল হয় না।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে ইণ্ডিয়ান কৌন্সিল সভা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কেন্দ্র স্থানীয়। যেমন রোমীও সেনেট সভা নূতন নূতন নিয়োজিত শাসনকর্ত্তাদিগের অনভিজ্ঞতা দোষের সংশোধন করিতেন, ইণ্ডিয়ান কৌন্সিল সভাও সেইরূপ ভারতবর্ষীয় অনভিজ্ঞ শাসনকর্ত্তাদিগের দোষ সংশোধন করিয়া লন। বাস্তবিক সে ঘটনা নয়। গবর্ণর জেনারল সকল সময়ে কৌন্সিলের মত লইয়া কার্য্য করিতে বাধ্য নহেন। তিনি নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারেন, কার্য্য করিয়াও থাকেন। যিনি গবর্ণর জেনারল হন, তিনি প্রায়ই ভারতবর্ষীয় অভিজ্ঞতা লাভ করেন না। ইংলণ্ডীয় মহাসভায় তাঁহার তর্ক প্রণালীর গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাচন করা হয় না। সুতরাং তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া অনেক সময়ে ভারতবর্ষবাসীদিগের প্রকৃত অনিষ্ট করিয়া বসেন। যিনি সর্ব্বোপরি কর্ত্তা, তিনি নিজেই যখন অভিজ্ঞতা লাভে সমর্থ নন, তখন তিনি যে আপনার অধীন শাসনকর্ত্তাদিগের অনভিজ্ঞতা দোষের সংশোধনে সমর্থ হইবেন তাহার সম্ভাবনা অল্প। আবার দেখা যায় যে মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তন অনুসারে শাসনকার্য্য কখন ইংলণ্ডের কখন ভারতবর্ষের হস্তগত হয়। যখন উদারমতাবলম্বী দল ইংলণ্ডের কর্ত্তা হন, তখন তাঁহারা স্বদেশের উন্নতি লইয়াই ব্যস্ত থাকেন ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ পান না। তাঁহারা যাঁহাকে গবর্ণর জেনারল করিয়া পাঠান, তাঁহারা তাঁহার উপরে ভার দিয়াই প্রায় নিশ্চিন্ত হন। তিনি যদি যোগ্য লোক হন, তবেই ভারতবর্ষের কথঞ্চিৎ মঙ্গল হয়। অন্যথা সমস্ত ক্ষমতা ইণ্ডিয়ান কৌন্সিলের উপরে বর্ত্তে। এই কৌন্সিল ভারতবাসী অধিকাংশ ইংরাজের আশ্রয়স্থল। তাঁহারা এই সুযোগের সময়ে আপনাদের সুবিধা করিয়া লইবার চেষ্টা করেন। এমন কি উঁহারা লর্ড নর্থব্রুকের ন্যায় মহোদয়দিগেরও ভারতবর্ষের মঙ্গল চেষ্টা বিফল করিয়াছেন।

আবার যখন উদার মতাবলম্বীর বিরোধী দল কর্ত্তা হন, ভারতবর্ষের শাসনভার ইংলণ্ডে নীত হয়। তাঁহাদের দেশের মধ্যে করণীয় অল্প থাকে, সুতরাং ভারতবর্ষ তাঁহাদের এক মাত্র কার্য্য স্থল হয়। তাঁহারা ভারতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন। কিন্তু ইহা বিমাতার মনোযোগ। ইহারা প্রায়ই এক

একজন সাক্ষী গোপাল ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের প্রতিবাদ গ্রাহ্যও করেন না। ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিসভায় বসিয়া ভারতবর্ষের ব্যবস্থা প্রস্তুত হয়। বিংশতি কোটি লোকের তারস্বরে আর্ত্তনাদ অরণ্যে রোদন প্রায় হয়।

ফলতঃ ঘটিকা যন্ত্রস্থ দোদুল্যমান পদার্থের ন্যায় ভারতবর্ষীয় শাসন ক্রমান্বয়ে ভারতবর্ষীয় ও ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিসভার হস্ত নিহিত হইতেছে। এক মন্ত্রিসভার কর্ত্তৃত্বে ভারতবর্ষীয় ইংরাজগণের, অপর সভার কর্ত্তৃত্বে ইংলণ্ডীয় ইংরাজগণের মহোৎসব। অভাগ্য ভারত সন্তানের পক্ষে ইংলণ্ডীয় শাসন শাঁখারির করাতের ন্যায় ভয়ঙ্কর। উভয় পার্শ্বেই তীক্ষ্ণধার দন্তাবলী, যে দিকেই যাও মাংসাস্থি ছেদন নিশ্চয়। যাহাই হউক, অত্রত্য কতকগুলি ইংরাজের একটী গুণ দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। যে মন্ত্রিসভার উপরেই কার্য্য ভার ন্যস্ত হউক না কেন, তাঁহারা সকলেরই মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারেন। আজ দেখিলেন, ভারতবর্ষবাসীদিগের উপর কর্ত্তৃপক্ষীয়ের সুদৃষ্টি পড়িয়াছে, অমনি তাঁহারা উহাদের যাহাতে মঙ্গল হয়, তদ্বিষয়ে লেখনী ধারণ করিয়া বিখ্যাতনামা হইলেন। কালি আবার অন্য মন্ত্রিসভার অন্য মত হইল, তাঁহারা অমনি সেই মতে চলিলেন। তাঁহারা যেন আধ্যাত্মিক শক্তি বলে কাহার হাতে কখন প্রভুশক্তি ন্যস্ত থাকিবে, তাহার আঘ্রাণ প্রাপ্ত হন। আর সেই আঘ্রাণের অনুসরণ করেন। ইহা ভারতবর্ষীয়দিগের আর এক অমঙ্গল। ভারতবর্ষীয়েরা কর্ত্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিবিশেষের চিন্তাশক্তির স্রোত বুঝিয়া লইতে পারেন না। সুতরাং ইঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আত্মদুঃখ নিবেদন করিয়া তাহার অপনয়নে সমর্থ হন না।

---

## কলিকাতা ছোট আদালতের সীমা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি।

ব্যাঘ্রের মুষলাকার তীক্ষ্ণাগ্র দন্তাবলী ও প্রখর নখর আছে, তদ্দ্বারা কেবল যে তাহারা পশু বধ করিয়া তন্মাংস ও শোণিত দ্বারা আত্মোদর পূরণ করে এরূপ নয়, ঐ দন্ত ও নখ তাহাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র স্বরূপ। যখন অপেক্ষাকৃত বলবান ব্যাঘ্র ও সিংহাদি আক্রমণ করিতে আইসে, তখন তাহারা ঐ অস্ত্র দ্বারা আত্মরক্ষা সম্পাদন করে। শৃগাল সর্প কুক্কুরাদিরও তীক্ষ্ণ দশনাদি তাহাদের আত্মরক্ষার উপায়। ভীরু কাপুরুষ মানুষদিগেরও ঐরূপ মিথ্যা প্রবঞ্চনা, ছলনা, চাতুরী, আইনের অসম্পূর্ণতাদি তাহাদের উপার্জ্জন ও আত্মরক্ষা উভয়েরই সাধন হইয়াছে, কিন্তু আমাদিগের রাজপুরুষেরা দিন দিন যে প্রকার তীক্ষ্ণদৃষ্টি হইতেছেন, তাহাতে ঐ অধমদিগের ঐ উভয় পথই ক্রমে রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। এখন মিথ্যা প্রবঞ্চনাদি দ্বারা উপার্জ্জন চেষ্টা বিপদের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। অধমেরা একেবারে ব্যাবসায় ত্যাগ করে নাই বটে, কিন্তু সশঙ্ক হইয়া বিচরণ করিতেছে। অধমেরা এমনি চতুর ও প্রতারণাপটু যে তাহারা একটু ছিদ্র পাইলেই তদ্দ্বারা আপনাদের স্বার্থসাধন করিয়া লইবার চেষ্টা পায়। অতি সূক্ষ্ম বিন্দুও তাহাদের চক্ষে এড়াইতে পারে না। কোথায় কি আপনাদের প্রতারণার পথ আছে, তাহারা সর্ব্বদা সে অনুসন্ধান করিতেছে। কোথায় কি আইনের দোষ ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা আছে, কোথায় কাহার কি বন্দোবস্তের ছিদ্র আছে, তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় যেন সে সমুদায় দেখিতে পাইতেছে। কলিকাতার সীমা ও ক্ষমতা নির্ণায়ক আইনের যে একটু অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটী আছে, অধমেরা তাহার উদ্ভাবন করিয়া সেই পথে বণিকদিগকে ঠকাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছে।

এক ব্যক্তি কলিকাতার এক বণিক হাউস হইতে কতকগুলি দ্রব্য লয়। তখন সে কলিকাতায় বাস করিত। এখন সে বণিককে ফাকি দিবার অভিপ্রায়ে মফস্বলে গিয়া বাস করিয়াছে। যে দ্রব্য লয়, তাহার মূল্য ৫০০ টাকার ন্যূন। যাহার পাওনা, সেই মহাজন দেনদারের নামে কলিকাতা ছোট আদালতে নালিশ করিয়াছিল। জজ বলিয়াছেন ৫০০ টাকার ন্যূন মকদ্দমায় মফস্বলবাসী আসামীকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন, কলিকাতার ছোট আদালতের এরূপ ক্ষমতা নাই। আইনেও এ ক্ষমতা দেয় নাই। এই কথা কহিয়া জজ দুঃখ প্রকাশ ও বাদির নালিশ অগ্রাহ্য করেন।

ট্রেড্স এসোসিএসন সভার সেক্রেটারি এই বিষয়টী উদাহরণ স্থলে প্রদর্শন করিয়া কলিকাতা ছোট আদালতের সীমা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রার্থনায় বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকট এক আবেদন করেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আবার ঐ বিষয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, শীঘ্র এ বিষয়ে আইনের একটী পাণ্ডুলেখ্য ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইবে।

ধূর্ত্তেরা হিতোপদেশকর্ত্তার হিরণ্যক মূষিকের ন্যায় শত দ্বার করিয়া বাস করে। কখন কোন মুখ দিয়া বহির্গত হয়, আর কোন মুখ দিয়া প্রবিষ্ট হয়, তাহার নির্ণয় করা কঠিন। অতএব তাহাদের গর্ত্তের দ্বারগুলি এককালে রুদ্ধ করিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত। যদি গর্ত্তগুলি একান্ত বন্ধ করিতে না পারা যায়, অন্ততঃ গর্ত্তের মুখে মুখে কেতকপত্র ও রাজবারণের ন্যায় আইনরূপ কণ্টক নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আর তাহারা তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টক দ্বারা মুখ বিদারণের ভয়ে গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অনেক ধূর্ত্ত দেনদার দিন কত কাল মহাজনদিগকে ঠকাইবার অভিপ্রায়ে ফরাসডাঙ্গায় গিয়া বাস করে। সে পথটী বন্ধ হইয়াছে, এখন কলিকাতা ছোট আদালতের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া এ পথটী বন্ধ করা একান্ত আবশ্যক।

---

## কাবুলে এখন কে রাজা হইবেন ?

ব্রিটিশসিংহ ক্ষুধার্ত্ত দৃপ্ত সিংহের ন্যায় লোলজিহ্ব হইয়া বেগে যখন কাবুল আক্রমণ করিতে যান, তাহার স্বাধীনতা হরণে উদ্যত হন, তখন এই সোমপ্রকাশ প্রাণপণে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিল। প্রাণপণ শব্দটী সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে অন্বর্থও হইয়াছিল। সোমপ্রকাশ দেহ ত্যাগ করিয়াছে, তথাপি প্রতিবাদে বিরত হয় নাই। কিন্তু আক্রমণপ্রবৃত্ত সিংহের ক্রম নিবারণ সাধ্যায়ত্ত নয়, কাবুলের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে। এখন তথায় কে রাজা হইবেন, এই প্রসঙ্গ উপস্থিত। সম্প্রতি তথায় যে একটী দরবার হইয়া গিয়াছে, দরবার স্থলে দরবারের অধিনায়ক গ্রিফিন সাহেব যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, কাবুলে প্রতিষ্ঠিত করিবেন বলিয়া ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা একজন রাজার অন্বেষণ করিতেছেন। সেই রাজা যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুগত হন, তবেই রাজা হইতে পারিবেন। সরদারদিগের ইচ্ছা যাকুব খাঁ রাজা হন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সে ইচ্ছা নয়। তাঁহারা বলেন যাকুব খাঁ তাঁহাদের অমতে কাজ ও বিরোধী আচরণ করিয়াছেন। যিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মতে কাজ করিবেন, তিনিই রাজা হইবেন।

রাজপ্রতিনিধির প্রতিনিধি দরবার স্থলে যখন এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তখন কাবুলের যত স্বাধীনতা আছে ও উত্তর কালে যত স্বাধীনতা থাকিবে, তাহা পাঠকের অবিদিত থাকিতেছে না। যিনি অতঃপর রাজা হইবেন, তিনি যে কিরূপ রাজা হইবেন, তাহাও পাঠকের বুঝিয়া লওয়া কঠিন হইতেছে না। তাঁহাকে স্বর্ণসিংহাসনরূঢ় একটী সুসজ্জিত পুত্তলিকা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রাজপুরুষেরা কল টিপিয়া তাঁহাকে যে দিকে নাচাইবেন, তিনি সেই দিকেই নাচিবেন। কাবুলের সিংহাসনে এরূপ রাজাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার স্বাধীনতা

রক্ষার ভাণ কি বিড়ম্বনার বিষয় নয় ? এরূপ অবস্থায় কাবুলে আমাদিগের রজপুরুষগণের কিরূপ কাজ করা উচিত ?

কাবুলের স্বাধীনতারত্ন যখন হৃত হইয়াছে, স্বাধীন দেশ বলিয়া কাবুলের যখন মান মর্য্যাদা লাভের সম্ভাবনা নাই, দেশ স্বাধীন থাকিলে যে যে গুণ থাকে, সে গুণ থাকিবারও যখন আর সম্ভাবনা নাই, তখন আর এই বিড়ম্বনা কেন ? আমাদিগের বিবেচনায় পরম্পরা সম্বন্ধে না করিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কাবুলের রাজশক্তি নিজ হস্তে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কাবুলের সিংহাসনে উল্লিখিত বিড়ম্বনাময় রাজাকে অধিষ্ঠিত করিলে কি কাবুলের, কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের, কি ভারতবর্ষের কাহারই মঙ্গল হইবে না। কাবুলের এখন বিষম বিশৃঙ্খল অবস্থা, তথাকার সরদারেরা অতিশয় উদ্ধতপ্রকৃতি ও অশিক্ষিত। তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত নয়। তাহারা পরস্পর পরস্পরের গুভদ্বেষ করিয়া থাকে। একটু সুযোগ পাইলেই পরস্পরের অনিষ্টসাধনে বিমুখ হয় না। রাজ্যের শাসনরজ্জু গ্রহণে সমর্থ এমন যোগ্য ও দক্ষ লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। গবর্ণমেণ্ট যাঁহাকে রাজা করুন, আপনাদিগের পক্ষের আশ্রয় দিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইবে। সৈন্য সামন্ত তথায় রাখিতে হইবে। সেই সৈন্যের ব্যয় নিত্য যোগাইতে হইবে। তাহাতে গবর্ণমেণ্ট নিজেই যে [illegible] ব্যস্ত হইবেন এরূপ নয়, ভারতবাসীদিগকেও ব্যতিব্যস্ত করিবেন। ভারতভূমিকে তাঁহারা কপিলা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদিগের সংস্কার এই, তাঁহারা যখন মনে করিবেন, তখনি ইহাকে দোহন করিয়া লইতে পারিবেন। ভারতভূমি হৃষ্টপুষ্ট কামধেনু হউক, আর জীর্ণ শীর্ণ গাভি হউক, এস্থলে তাহার বিচারের প্রয়োজন হইতেছে না। যাহার সঙ্গতি আছে, সে ব্যক্তিরও যদি অপরের নিমিত্ত নিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তাহা হইলে সে ক্ষতি সহ্য করিতে পারে না। ভারতবর্ষ কাবুলের নিমিত্ত চির দিন যে ক্ষতি সহ্য করিবে, ইহা কি সম্ভাবিত ?

দ্বিতীয় কথা এই, কাবুলে যদি ধামাধরা রাজা করা হয়, কাবুলের তাহাতে মঙ্গল নাই। তাঁহা হইতে কাবুলের কোন প্রকার উন্নতি হইবে না। না দেশের লেখা পড়া শিক্ষা, না ধর্ম্মনীতিদীক্ষা, না আর ব্যয়ের সচ্ছল অবস্থা, না পুলিসের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, না সদ্বিচার প্রণালী ইহার কিছুই হইবে না। [illegible] সুরাজা-রহিত রাজ্যের যে সমস্ত দুর্দশা [illegible] থাকে, তাহাই ঘটিবে। তাহাতে লোকের ক্রমে অবনতি হইবে। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎসম্বন্ধে যদি কাবুলের রাজ্যভার গ্রহণ করেন, আমরা যে যে অনিষ্টের উল্লেখ করিলাম, তাহার নিবারণ হইয়া নানাপ্রকার শুভ ফলই ফলিতে থাকিবে। পুলিসের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত, সুবিচার বিতরণ, দেশের লোকের লেখা পড়া শিক্ষার উপায় বিধান প্রভৃতি নানাপ্রকার সুখকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে। দেশের লোকেরা স্বাধীনতা বিনিময় করিয়া যদি এইগুলি লাভ করিতে পারে, তাহা হইলেও তাহাদিগের হৃদয় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইবে। কিন্তু এদিকে স্বাধীনতা গেল ওদিকেও অত্যাচার-স্রোত বহিতে লাগিল, যদি এরূপ অবস্থা হয়, তাহা হইলে কাবুল যে কেবল শ্রীহীন হইবে এরূপ নয়, কাবুলবাসিরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে নিত্য অভিশাপ দিতে থাকিবে।

তৃতীয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বরদার মলহর রাওকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে একজন বালককে অভিষিক্ত করিলেন, কিন্তু তথায় এক শুভ ঘটনা নিবন্ধন বালকের অভিষেকের জন্য অনিষ্ট ফল দেখিতে হইল না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট রাজনীতিজ্ঞ কার্য্যদক্ষ উপযুক্ত সর, টি, মাধব রাওকে ঐ রাজ্যের কর্ণধারতা পদে নিযোজিত করিলেন। গবর্ণমেণ্ট কাবুলে কি সার টি, মাধব রাওয়ের সদৃশ উপযুক্ত মন্ত্রী পাইবেন ? কাবুলে আজিও সেরূপ যোগ্য লোক জন্ম গ্রহণ করেন নাই। গবর্ণমেণ্টকেই মন্ত্রীর কার্য্য করিতে হইবে।

চতুর্থ, আবদুল রহমান মাংসাশী গৃধ্রের ন্যায় দূর হইতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাবুল দর্শন করিতেছেন। তিনি সুযোগ পাইলে উপদ্রব ঘটাইবার চেষ্টায় কখনই বিমুখ হইবেন না। দেশীয় কোন ব্যক্তিকে রাজা করিলে আবদুল রহমানের ভগ্নোৎসাহ হইবার কথা নয়, প্রত্যুত তাঁহার উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু তিনি যদি ব্রিটিশ সিংহকে কাবুলের সিংহাসনে অধিরূঢ় দর্শন করেন, অগ্রসর হইতে তাঁহার সাহস জন্মিবে না।

পঞ্চম, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কাবুলের শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তাঁহারা স্বল্পকাল মধ্যে তথা হইতেই কাবুলের ব্যয় সংগ্রহ করিতে পারিবেন। তাঁহারা আয় সংস্থানের নানা উপায় জানেন। রাজ্য সুশৃঙ্খল হইলে সে উপায় সহজে উদ্ভাবিত ও সম্পাদিত হইয়া আসিবে। তাহা হইলে আর পীড়িতের পীড়া অর্থাৎ দুর্ব্বহ ভারবাহী ভারতকে নূতন ভারে ক্লিষ্ট হইতে হইবে না। ভারতবাসিরাও রাজপুরুষদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। কাবুলও সুখী হইবে। তবে সর্ব্বাগ্রে বিশেষ পরিশ্রম সহকারে বিনা পক্ষপাতে রাজপুরুষদিগকে এই কাজটী করিতে হইবে, ইউরোপীয়ের হউক, আর দেশবাসীর হউক, কাবুল মধ্যে কাহার কোন প্রকার অত্যাচার না থাকে। সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার নিবারিত হইলেই কাবুলবাসীরা আপনা হইতেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত হইবে এবং আপনাদের স্বাধীনতালোপ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া যাইবে।

আমরা যে যে যুক্তিতে উপরি উক্ত মত প্রকাশ করিলাম, যাঁহারা পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে সেই সেই যুক্তি ধরিয়া উল্লিখিত বিষয়ের বিবেচনা করিবেন, তাঁহারা সকলেই ঐকমত্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের স্বহস্তে কাবুলের রাজশক্তি গ্রহণের মত প্রকাশ করিবেন সন্দেহ নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যে কোন দোষ থাকুক, সাধারণ্যে প্রজাগণের সুখ সম্বর্দ্ধন ও তাহাদের উন্নতি-বিধানের যে ইচ্ছা আছে, তাহা সকলকেই এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। অতএব কাবুল তাঁহাদের হস্তগত থাকিলে এক্ষণকার অপেক্ষা ইহা যে বহুগুণে সুখী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যখন স্থির হইতেছে, উহাদিগের স্বাধীনতা লাভের আর আশা নাই, তখন এই ব্যবস্থাই শ্রেয়স্কারিণী। তবে যাঁহারা মনে করিতেছেন, উদার মতাবলম্বী দলের প্রভুত্ব জন্মিলে কাবুলের স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে, তাঁহাদিগের ভ্রম। ব্রিটিশ রাজনীতির গতি এরূপ নয়। পূর্ব্বাধিকারীরা যে কাজ করিয়া যান, পশ্চাধিকারীরা তাহার পরিবর্ত্তন করেন না। ভারতবর্ষে ব্রিটিশজাতির প্রায় সপাদ শতবৎসর রাজত্ব হইতে চলিল, ইহার মধ্যে যত কাজ হইয়া গিয়াছে, তাহার কোনটির পরিবর্ত্ত হইয়াছে ? ব্রিটিশ রাজনীতি আমাদিগের দায়ভাগকার জীমূতবাহনের নীতির তুল্য। দায়ভাগকার বলেন, পিতা পুত্রপৌত্রাদি-সত্ত্বে কাহাকে সর্ব্বস্ব দান করিতে পারিবেন না, কিন্তু যদি দান করিয়া ফেলেন তাহা সিদ্ধ হইবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেরও মত নয় যে তাঁহাদের অধীন কর্ম্মচারীরা কোন প্রকার অন্যায় বা অসঙ্গত কর্ম্ম করেন, কিন্তু যদি করিয়া ফেলেন, তাহার আর পরিবর্ত্ত হইবে না।

---

## বাবু লালমোহন ঘোষের পার্লামেণ্টের সভ্যপদ লাভের আশংসা।

"খোস খবরের ঝুটাও ভাল।" বাবু লালমোহন ঘোষ পার্লামেণ্ট সভার সভ্য হইবেন বলিয়া যে একটী জনরব উঠিয়াছে, তাহা সত্য হউক না হউক, আমাদিগের হৃদয় কিন্তু আনন্দিত হইয়াছে।

পার্লিয়ামেণ্ট সভার ভারতবর্ষীয় সভ্য নিযোজিত হন, সোমপ্রকাশের এ অনেক দিনের প্রস্তাব, এ অনেক দিনের বাঞ্ছা। বাবু লালমোহন ঘোষ হইতে বুঝি সেই বাঞ্ছা পূর্ণ হয়, সেই আশাবীজ অঙ্কুরিত হয়। সোমপ্রকাশের যুক্তি এই, ভারতবর্ষীয়েরা যাবৎ পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য হইতে না পারিবেন, তাবৎ ব্রিটিশ জাতি হইতে ভারতের প্রকৃত হিত লাভের সম্ভাবনা নাই। পার্লিয়ামেণ্টসভা ব্রিটিশ জাতির সমষ্টিস্বরূপ। যাঁহারা ব্রিটিশ জাতির অলঙ্কার ও গৌরবভূত, তাঁহারা পার্লিয়ামেণ্ট সভা অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভারতের দুঃখ, ভারতের অভাব ভারতের কষ্ট প্রকৃত প্রস্তাবে জানিতে পারেন না। সুতরাং দুঃখ জানিতে না পারিলে দয়া উপজে না। দয়া না হইলেও দুঃখ প্রহরণের ইচ্ছা জন্মে না। সভায় আমাদিগের দুঃখ জানাইবার লোক নাই, সুতরাং সভার আমাদিগের দুঃখ দূর করিবার আন্তরিক চেষ্টা হয় না। কিন্তু সভাতে যদি ভারতবর্ষীয় সভ্য নিযোজিত হন, তাঁহারা যদি ভারতবর্ষের দুঃখ সভ্যগণের গোচর করেন, আমাদিগের কষ্টের অনেক লাঘব হয় সন্দেহ নাই।

অনেকে আপত্তি করিয়া বলেন, ভারতবর্ষীয়দিগের পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য হইবার স্বত্ব কি? দাওয়া কি? ভারতবর্ষীয়েরা গ্রেট ব্রিটেনে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ইহাঁরা গ্রেট ব্রিটেনের আচার ব্যবহার অনুসারে চলেন না। গ্রেট ব্রিটেনের ধর্ম্ম ইহাদের ধর্ম্ম নয়। তবে কি গুণে ও কি যুক্তিতে মহাসভার সভ্য হইবেন?

আমরা যুক্তি বুঝি না, ও স্বত্বাস্বত্ব বুঝি না। আমরা এই বুঝি, আমরা ব্রিটিশ প্রজা, পার্লিয়ামেণ্ট সভা আমাদিগের রাজা, রাজার কর্ত্তব্য, প্রজার যে অংশে যে কিছু কষ্ট আছে, সমুদায় দূর করেন। সভা আমাদের সমুদায় দুঃখ জানিতে পারেন না। সুতরাং তাহা দূর করিতেও পারেন না। কিন্তু আমাদিগের দেশের লোকে সভ্য হইলে সভা আমাদের দেশের দুঃখ ও অভাব বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন, তাহার মোচন ও করিবেন। অতএব আমাদের পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য হইবার দাওয়া আছে। কেবল বাবু লালমোহন ঘোষ সভ্য হইলেই আমরা তৃপ্তি লাভ করিতেছি না। যতগুলি ভারতবর্ষীয় সভ্য হইলে সভা আমাদিগের নিবেদনীয় বিষয় সম্যক্‌রূপে জানিতে পারেন, ততগুলি সভ্য করা উচিত। আইন বল, নিয়ম বল, এ সমুদায়েরই মূল যুক্তি। যুক্তিই আইন ও নিয়মের সৃষ্টির কারণ। যুক্তিই আইন ও নিয়মের রক্ষার কারণ। যুক্তিই আইন ও নিয়মের পরিবর্ত্তের কারণ। যুক্তিই আইন ও নিয়মের লোপের কারণ, সেই যুক্তি আমাদিগের পক্ষে আছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন আইন ও কোন নিয়মই অপরিবর্ত্তনীয় নয়। তাঁহারা প্রয়োজন অনুসারে সমুদায় বিষয়ের পরিবর্ত্ত করিয়া থাকেন। প্রয়োজন অনুসারে নূতন নিয়মেরও সৃষ্টি করেন। তাঁহারা যখন আমাদের পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য হইবার প্রয়োজন বুঝিতেছেন, তখন নূতন নিয়ম না করিবেন কেন? আমাদিগের যে কিছু শুভাশুভ সমুদায়ই তাঁহাদিগের কৃপাসাধ্য। তাঁহারা যখন আমাদিগের উপর কৃপা করিয়া আমাদিগকে সিবিল সর্ব্বাণ্ট করিয়াছেন, কৃপা করিয়া আমাদিগকে হাইকোর্টের জজ করিয়াছেন, কৃপা করিয়া আমাদিগের জেলার জজ হইবার পথ মুক্ত করিতেছেন, তখন এ বিষয়ে আমাদিগের প্রতি যে কৃপা করিবেন না, তাহা ত বোধ হয় না। তবে আমাদিগের চেষ্টা নাই, উদ্যোগ নাই, তাহাতেই তাঁহারা কৃপা করেন না। যেমন ইক্ষু তেমনি থাকিলে রস নির্গত হয় না, তাহা মর্দ্দন করিতে হয়। অতএব যাঁহারা আমাদিগের দেশের শীর্ষ স্থানে আছেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য, একবাক্য হইয়া সকলে এ বিষয়ে যত্নবান হন এবং অত্রত্য গবর্ণমেণ্টের দ্বারা এ বিষয় ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের ও পার্লিয়ামেণ্ট সভার গোচর করেন।

# বিবিধ সংবাদ।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে। ১৯ এ এপ্রেল জেনারল ষ্টুয়ার্টের সৈন্যগণ নুসাকি হইতে যাত্রা কালে দেখিল, আন্দারাইজ তেরাকিস ও সলিমান খেল জাতীয় ১৫০০০ অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্য একত্রিত হইয়াছে। জেনারল ষ্টুয়ার্ট ইহাদিগকে আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিলেন। ইত্যবসরে গিজনির ২৩ মাইল দক্ষিণে ঐ সকল সৈন্যের মধ্য হইতে ৩০০০ হাজার আসিয়া ইংরাজ সৈন্যগণকে আক্রমণ করে। উভয় পক্ষে এক ঘণ্টাকাল ঘোরতর যুদ্ধ হয়। বিপক্ষেরা পরাস্ত হইয়াছে। এই যুদ্ধে উহাদিগের দুই হাজার লোক হত ও আহত হইয়াছে। ইংরাজ পক্ষে ১৭ জন মাত্র হত ও ১১৫ জন আহত হইয়াছে।

রুশিয়াবাসী ইহুদীরাই তত্রত্য নিলহিষ্ট চক্রান্তের মূল। রুশ কর্ত্তৃপক্ষেরা এতদিন তাহা জানিতে পারেন নাই। সম্প্রতি এ রহস্যের উদ্ভেদ হইয়াছে। চক্রান্তকারীদিগকে ধরিয়া ফাঁসি দেওয়া হইতেছে। এই সঙ্গে অনেক নির্দ্দোষ ব্যক্তিরও প্রাণ বিনষ্ট হইতেছে। চক্রান্তকারীরা এক্ষণে শরণাগত হইয়াও পরিত্রাণ পাইতেছে না।

লাহোরে গত শনিবারে ও তাহার পূর্ব্ব বুধবারে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। শনিবারে বেলা ৫ টা ২৫ মিনিটে আরম্ভ হইয়া চারি সেকেণ্ড মাত্র ছিল। উহার পূর্ব্ব বুধবারে রাত্রি ৮ টা ১৫ মিনিটে আরম্ভ হইয়াছিল।

কান্দাহার হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ধরণী নামক অসভ্য জাতীয় ৩০০ শত লোক একত্র হইয়া ধবরাই আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। উহাদিগের ১২ জন হত ও ১৮ জন আহত হইয়াছে।

আমাদিগের কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছা ও কার্য্য বুঝা ভার, আফগানিস্থানে যে সকল কর্ম্মচারী টেলিগ্রাফ ও ডাক বিভাগে কর্ম্ম করিতেছেন, কর্ত্তৃপক্ষেরা ইতিপূর্ব্বে তাহাদিগকে ভাতা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মধ্যে একবার তাহা বন্ধ করিয়া দেন। এক্ষণে আবার এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে টেলিগ্রাফের কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীরাই ভাতা পাইবে, কিন্তু ডাক বিভাগের লোকে পাইবেন না।

শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর ক্রফ্ট সাহেব এক খানি সারকিউলার প্রচার করিয়া সমুদায় কালেজ ও স্কুলের অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকদিগকে জানাইয়াছেন যে এখন হইতে তাঁহাদিগের স্কুল অথবা কালেজ লাইব্রেরীর জন্য যে সকল ইংরাজী পুস্তক আবশ্যক হইবে, তাহা ব্রাউন কোম্পানির নিকট হইতে ক্রয় করিতে হইবে। ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট উহার জন্য আর আবেদন করিতে হইবে না।

প্রোফেসর মার্স নামে আমেরিকাবাসী এক পণ্ডিত এক অদ্ভুত জন্তু দর্শনের কথা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, উহার উরুদেশ ৮ ফিট লম্বা ও ২৫ ইঞ্চি মোটা। অন্যান্য অবয়বও এইরূপ। লম্বায়ও ইহা ১১৫ ফুটের কম নহে। তত্রত্য ইয়ালো কালেজ মিউজিয়মে যে কুম্ভীরের মৃতদেহটী আছে, উহা জীবিতাবস্থায় ১০০ ফিট লম্বা ছিল।

গত ১৪ ই রাণিকট নামক স্থানে বেলা সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময়ে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। কম্পনে অনেকগুলি বাড়ীর দেয়াল ফাটিয়া গিয়াছে; কিন্তু আর কিছু বিশেষ ক্ষতি হয় নাই।

বঙ্গদেশের ন্যায় অযোধ্যা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাঁসপাতাল সমূহের ব্যয় সংক্ষেপ করা হইতেছে। গতবর্ষে এই সকল হাঁসপাতালের প্রতি রোগীর জন্য প্রত্যহ পাঁচ আনা আট পাই খরচ পড়িত, এবৎসর সংক্ষেপ করিয়া পাঁচ আনা তিন পাই করা হইয়াছে।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছেঃ—

১। শম্ভুবংশ চরিত। ২। জোয়ানের জীবন চরিত। ৩। আর্য্য সঙ্গীত। ৪। আর্য্যধর্ম্ম বিবেক। ৫। প্রকৃতি ( মাসিক পত্রিকা ) ৬। জেনানা জয়ান ( রহস্য কাব্য ) ৭। পঞ্চানন্দ ( হাস্যরসপ্রধান পাক্ষিক পত্র ) ৮। কল্পলতা ( মাসিক পত্রিকা ) ৯। সহজ পরিমিতি।

১৮৭৮-৭৯ অব্দে হিংস্র জন্তুর হস্তে মান্দ্রাজের ৬৯ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু ঐ দুই বৎসরে শীকারীর হস্তে ১১৯ ব্যাঘ্র ৬১৮ চিতা বাঘ ১১৯ ভল্লুক ১৩ নেকড়িয়া ১৬ গোবাঘ হত হয়। গবর্ণমেণ্টকে এই সকল শীকারির পুরস্কার ৭১৮৩ টাকা দিতে হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম-ভারতবর্ষের যাবতীয় বিভাগেই ব্যয় সংক্ষেপ চেষ্টা জন্মিয়াছে, ষ্টেট সেক্রেটারি বোম্বাইয়ের গবর্ণরের বেতন বার্ষিক হাজার টাকা কমাইয়া দিয়াছেন। এখন হইতে যিনি বোম্বাইয়ের গবর্ণরী পদে নিযুক্ত হইবেন, তাহাকে বার্ষিক ১২০০০০ টাকা বেতন লইতে হইবে। পূর্ব্ববৎ ১২৮০০০০ টাকা পাইবেন না। ঐরূপ তাঁহার সভার সভ্যগণেরও বার্ষিক ৮ হাজার টাকা বেতন কমিয়া গিয়াছে। এখন হইতে সভ্যমাত্রেই বার্ষিক ৬১ হাজার টাকা বেতন প্রাপ্ত হইবেন। ক্রমে হাইকোর্টের জজদিগেরও বেতনের হ্রাস হইবে, কিন্তু কত হ্রাস হইবে তাঁহার কিছুই স্থির হয় নাই। অল্প বেতনভোগী কর্ম্মচারিগণকে জবাব দিয়া অথবা তাহাদিগের বেতন কমাইয়া ব্যয় সংক্ষেপ করা অপেক্ষা এইরূপ মোটা বেতন হইতে মোটা টাকা কমাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থাই ভাল হইয়াছে। ষ্টেট সেক্রেটারির দৃষ্টি কি আর কোন দিকে পড়িবে না ?

ইংলিসম্যানের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন লেপেল গ্রিফিন কোহিস্থানে সর্দ্দার ও মালিক প্রভৃতিকে লইয়া একটী দরবার করিয়াছিলেন। ইহারা ইংরাজদিগের সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে তাঁহাদিগের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগকে জানানই এই দরবারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

লণ্ডন হইতে ২৩ এ এপ্রেল সংবাদ আসিয়াছে হার্টিংটন গত [illegible] উইণ্ডসোর হইতে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়া আরল গ্রানভিল ও গ্লাডষ্টোনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরী গ্লাডষ্টোনকে [illegible] ডাকিয়া [illegible] যাইবেন। ডেভি [illegible] ভারতবর্ষে গবর্ণর জেনেরল করাই ক্রমে স্থির হইতেছে।

গত বুধবার বেলা ৭ ঘটিকার সময়ে একখানি চাউলের কীস্তি ইথুপিয়া নামক জাহাজের ধাক্কা লাগিয়া গার্ডেন রিচে জলমগ্ন হইয়াছে। চাউল ডুবিয়া গিয়াছে কিন্তু প্রাণিহত্যা হয় নাই।

১৭ ই এপ্রেল যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কলিকাতায় সর্ব্বশুদ্ধ ১৮২ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

চীনেরা যে ইন্দুর ভক্ষণ করে, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু উহারা যে দুগ্ধ পান করে না, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। তাহাদিগের যুক্তি এই, খাদ্যের নিমিত্ত পশুদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কিছু লওয়া মানুষের উচিত নহে। বিশেষতঃ গাভী হইতে কিছুই লইতে নাই। উহারা মনুষ্যের বিশেষ উপকারী। যাহার নিকট হইতে মানুষ সর্ব্বপ্রকারে উপকার পায়, সেই গাভীর নিকট হইতে বলপূর্ব্বক দুগ্ধ দোহন করিয়া লওয়া বড়ই অকর্ত্তব্য। যে সকল লোক ইহা না বুঝে, তাহারা পশু অপেক্ষাও নির্ব্বোধ। যাহারা দুগ্ধ বিক্রী করে, তাহারা ধনলুব্ধ, যাহারা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য খায়, তাহারা নির্ব্বোধ। স্তনদুগ্ধের অভাবে বালকের যেমন দেহ পুষ্ট হয় না, তেমনি গাভীর দুগ্ধ না পাইলে বৎসও সবলদেহ হইতে পারে না। এই সকল জানিয়া শুনিয়া যাহারা গাভিদুগ্ধ দোহন করিয়া বিক্রয় করে ও যাহারা তাহা ক্রয় করে, তাহারা মহাপাপে লিপ্ত হয়। যদিও গরুতে কিছু বলিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহারা এ জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হয় এবং যাহারা খায়, তাহারা ক্রমে পশুপক্ষির ন্যায় হইতে থাকে। দেহ পুষ্ট করিবার জগতে অসংখ্য দ্রব্য আছে। এ সকল সত্ত্বেও যাহারা দুগ্ধ পান করে, তাহাদিগের অপেক্ষা মূঢ় জগতে আর কেহই নাই। উহারা বলে মানুষের জীবনের একটী সীমা আছে, তবে যাহারা দুগ্ধ পান করে, তাহারা কি সবল হইয়া অমর হয়? যখন তাহা হয় না জানা আছে তখন পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সদয় ব্যবহার করা মনুষ্যের উচিত। সকলেরই এই সৎপরামর্শ অনুসারে দুগ্ধ পানে বিরত হওয়া আবশ্যক। যে পরিবার দুগ্ধ পান হইতে নিবৃত্ত হইবে, সেই পরিবার ভীষণ সংক্রামক পীড়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিবে। আর যাহারা দুগ্ধপানের বিষময় ফল না জানে, যিনি তাহাকে তাহা বুঝাইয়া দিবেন, এ জগতে তাঁহারই উন্নতি হইবে।

আমেরিকার অন্তঃপাতী নরকোপিং নামক স্থানের একটী নদীতে বৃহৎ জাহাজের গমনাগমনের সুবিধার্থ তাহার তলা খনন করিয়া গভীর করিবার প্রয়োজন হয়। ঐ তলা খনন করিতে করিতে উহার সাত ফুটের নিম্নে ৮ টী ওক গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার সমুদায় ছাল পচিয়া গিয়াছে। যখন ঐ গাছ তোলা হইল দেখা গেল উহা আবলুসের ন্যায় কাল হইয়া গিয়াছে এবং অতিশয় শক্ত হইয়াছে। অনুমান করা হইয়াছে ঐ গাছগুলি প্রায় ৯০০ শত বৎসর কাল ঐ অবস্থায় পতিত ছিল।

এই গ্রীষ্মের সময়ে বঙ্গদেশ প্রায়ই সুস্থ থাকে কিন্তু এবার আমরা আমাদের বাস গ্রামের সন্নিহিত গ্রাম গুলিতে জ্বর, হাম, বসন্ত, বিসূচিকাদি রোগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখিতেছি। আমাদিগের সম্বাদদাতারাও বিসূচিকাদির প্রাদুর্ভাবের সংবাদ দিয়াছেন। এবার এই প্রকার ঘটনার কারণ এই বোধ হয় গত বৎসর সুবৃষ্টি না হওয়াতেই সরোবরাদি জলে পরিপূর্ণ হয় নাই। অনেক স্থলেই বিশুদ্ধ পানীয় জল দুর্লভ হইয়াছে। অনুমান হয় পঙ্কিল জল পানই এই পীড়ার প্রাদুর্ভাবের কারণ। যেখানে মিউনিসিপালটী নাই, সেখানে যদি বিশুদ্ধ পানীয় জল দুর্লভ হয়, তাহা আমাদিগের তত বিস্ময়ের কারণ হয় না। কিন্তু যে যে স্থানে মিউসিপালিটী আছে, সেখানে এ ঘটনা অতিশয় দুঃখ ও বিস্ময়ের কারণ। মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তব্য রাস্তাদিরকার্য্য বন্ধ করিয়াও উৎকৃষ্ট পানীয় জলের সংস্থান করিয়া দেন। অধীনস্থ গ্রাম নগরাদির স্বাস্থ্যবিধানই মিউনিসিপালিটীর প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য।

গবর্ণমেণ্ট বিনা পরীক্ষায় দেশীয়দিগকে যে সিবিল সর্ব্বাণ্ট করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ভারতজাত ইংরাজ ও ইউরেসিয়েরাও তৎফলভাগী হইবে। এটী গবর্ণমেণ্টের ঔদার্য্যের কার্য্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। আমরা গবর্ণমেণ্টের সকল কার্য্যেই এই প্রকার ঔদার্য্য দর্শন করিতে ভাল বাসি।

এবার চীনের সহিত রুশের ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। উভয় পক্ষেই যুদ্ধ আয়োজন হইতেছে। চীনেরা বড় বড় কামান ও রণতরি সংগ্রহ করিয়া থিয়াঙ্গিনে একত্র করিতেছে।

মনিয়র উইলিয়ম্‌সের হিন্দুধর্ম্ম সংক্রান্ত ও খিজ ডেবিদের বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তকদ্বয় এন, এ, পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। উদার মতাবলম্বী গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্মগ্রন্থ পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য নয়।

গ্লাসগো নিবাসী ম্যাকটীয়র নামে এক ব্যক্তি সামান্য প্রস্তর হইতে উজ্জল হীরক প্রস্তুত করিয়াছেন। উহার জ্যোতি প্রকৃত হীরার অপেক্ষা ন্যূন নহে। প্রকৃত হীরার সহিত প্রভেদ করাও কঠিন।

ক্যাবার নামে একজন ফরাসি এক আশ্চর্য্য কলের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। তিনি বলেন ঐ

কল মনুষ্যের ন্যায় স্পষ্ট কথা কহিতে পারিবে। ইহাতে ১৪টী চাবি আছে ও মনুষ্যের শ্বাসনালীর ন্যায় নালী, ওষ্ঠ, আলজিহ্বা ও নাসিকা প্রভৃতি সমস্তই আছে। এই কল দ্বারা কথা কহাইতে হইলে ঐ চাবি এরূপে টিপিতে হইবে যে তাহা দ্বারা ঐ ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃত ক্রিয়া হইতে থাকিবে। এবং কথাগুলিও অতি স্পষ্টরূপে বহির্গত হইবে।

কল চালাইবার কার্য্যে দেশীয়দিগকে নিযুক্ত করিবার সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট নিম্নলিখিত রেজলিউসন করিয়াছেন:—

কল চালকের পদে দেশীয় লোক নিযুক্ত করা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ মাত্রেরই উচিত। কেবল ব্যয়সংক্ষেপ নয়, ইউরোপীয় কলচালকদিগের প্রাণরক্ষাও ইহার উদ্দেশ্য। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সর্ব্বদা অগ্নির নিকটে থাকাতে ইউরোপীয়েরা শীঘ্র রুগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। দেশীয় লোক কলচালক হইলে সে শঙ্কা অল্প হইবে। লোক এই সময়ে সর্দ্দিগরমিতে প্রাণত্যাগ করে। দেশীয় লোককে কল চালকের কার্য্য উত্তমরূপে শিক্ষা দিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, গবর্ণমেন্ট তদ্দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অন্য অন্য রেলওয়ে কোম্পানিও যাহাতে এই প্রথা প্রচলিত করেন, তজ্জন্যও বিশেষ চেষ্টা করা হইবে। সুবুদ্ধি বালকগণ যদি লোকোমটীবে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে এক অথবা দুই বৎসর পর্য্যন্ত কারখানার কার্য্য ও ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হইবে। তৎপরে কোন কল চালকের অধীনে বহু দিবস বিনা বেতনে ফায়ারম্যানের কাজে থাকিয়া উত্তমরূপ শিখিলে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত বেতনে কল চালকের কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে। ইংরাজী শিক্ষিত বালক ইংরাজীর অনভিজ্ঞ বালক অপেক্ষা অধিক বেতন প্রাপ্ত হইবে। গবর্ণমেন্ট এ সম্বন্ধে গারান্টিড রেলওয়ে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ও ষ্টেট রেলওয়ের ম্যানেজারদিগের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এবং যাহাতে তাঁহাদিগের অধীনস্থ রেলওয়ে সমূহে দেশীয় ড্রাইবর নিযুক্ত হয় সে জন্য বিশেষ মনোযোগী হইতে বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে উক্তরূপ প্রথা প্রথম অবলম্বন করিতে হইলে বড় কষ্ট হইবে বটে কিন্তু ইহারা যখন শিক্ষিত হইবে তখন সকল দিকেই বিশেষ সুবিধা হইবে। বোম্বাইয়ের গবর্ণর এই আদেশ মান্দ্রাজ ও দক্ষিণ ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন।

অধুনা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহ এক প্রকার লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা আর্য্যগণের কৃতি ও কীর্ত্তি। আমরা তাঁহাদিগের সন্তান সন্তুতি। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইংরাজী সাহিত্যের মোহিনী শক্তি আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। আমাদিগকে সেই পবিত্র সারগর্ভ লুপ্তপ্রায় সংস্কৃত শাস্ত্রের উদ্ধার বিষয়ে একান্ত শিথিলযত্ন দেখিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহার উদ্ধার কামনা করিয়াছেন। যে সকল পুস্তক এক্ষণে আর আমাদিগের দেশে পাওয়া যায় না, ইউরোপে তাহা পাওয়া যাইতেছে। আমাদিগের আবশ্যক হইলে ইউরোপবাসী পণ্ডিতগণ আমাদিগের ঐ অভাব মোচন করেন। জগতের সকল জাতিই আপন আপন দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্যাদি শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষণে তৎপর। তাঁহারা আপনাদিগের পৈতৃক ধন যত্নে রাখিয়া অন্য জাতির সাহিত্যাদি ভাণ্ডার হইতে অমূল্য রত্ন সকল বাছিয়া লইতে চেষ্টা পান, কিন্তু আমরা সেই আর্য্যদিগের এমনি অকৃতী সন্তান যে আমরা আমাদিগের অমূল্য পৈতৃক সম্পত্তি সংস্কৃত শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় গ্রন্থের রসাস্বাদে এমনি মগ্ন হইয়াছি যে তাহাতেই আমাদিগের সংস্কৃতশাস্ত্র লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। অতিরিক্ত মধুর রসাস্বাদে আমাদিগের রুচির বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই কেহ তাহার উদ্ধারের কথা একবার মনেও করে না। জ্ঞানের প্রশস্ত পরিচায়ক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের পুনরুদ্ধারে যে আমাদিগের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, তাহা আমরা বুঝি না। সুতরাং আমরা তাহার উদ্ধার চেষ্টাও করি না। একখানি সূচনা পত্র দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম বাবু তারিণীপ্রসাদ নিয়োগী সেই লুপ্তপ্রায় গ্রন্থ সকলের পুনরুদ্ধার চেষ্টা পাইতেছেন। আপাততঃ তিনি দুষ্প্রাপ্য আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ প্রতিমাসে ডিমাই ৪ পেজি ১০ ফরমা করিয়া ছাপাইয়া প্রকাশ করিবেন। এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ক্রমে তিনি শিল্প, দর্শন, সাহিত্য, জ্যোতিষ, সঙ্গীত, সামুদ্রিক ও যোগ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সমূহ প্রচার করিতে থাকিবেন। ৫০০ শত গ্রাহক হইলেই তিনি কার্য্য আরম্ভ করিবেন। আপাততঃ অনূন ২০০ শত মাত্র গ্রাহক হইয়াছে। বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সহ ৬।৵০। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কলিকাতা ২ নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরার সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিবেন। ভরসা করি দেশীয় ধনী ও বদান্য মহোদয়গণ তারিণী বাবুর এই কার্য্যে সাহায্য দান করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিবেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম অযোধ্যার কমিশনর হ্যারিংটন সাহেব বারানসীর ষ্টার নামক পত্রের প্রকাশকের উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া অপরাধে রায়বেরিলির সহকারী কমিশনরের নিকট অভিযোগ করিয়াছেন। প্রতিবাদিগণের আবেদন ক্রমে লক্ষ্ণৌয়ের সিটি মাজিষ্ট্রেটের উপর ইহার বিচারের ভার হইয়াছে। প্রকাশক জামিনে খালাস পাইয়াছেন। উকীল অ্যাস্টন সাহেব বাদীর পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। বেরিলির সংবাদদাতার পত্রই এই অনর্থের মূল।

শ্রীহট্টে ভয়ানক ঝড় ও বন্যা হইয়া গিয়াছে।

আগামী বৎসর হইতে গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষা জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের সোমবারে গৃহীত হইবে।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত করডো বা অবজারবেটরীর প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা ডাক্তার গাউলড বলেন যে সম্প্রতি তিনি সূর্য্যের অতি নিকটেই একটী বৃহৎ ধূমকেতু দেখিয়াছেন। উহা ক্রমে উত্তর দিকে গিয়াছে।

লিপজিগে এক প্রকার কালী প্রস্তুত হইয়া বিক্রয় হইতেছে। লুইস মুলার ইহার আবিষ্কারকর্ত্তা। এই কালী চারি প্রকার। কাল,লাল, সবুজ ও শ্বেত। কাঁচ, চীনার বাসন, হাড়ের দ্রব্যে, প্রস্তর ও ধাতব প্রভৃতি দ্রব্যে পেন কলম দ্বারা লিখিয়া শুকাইয়া লইলে কোন ক্রমেই উঠান যায় না।

কলিকাতা গেজেটে এবার বর্দ্ধমান মিউনিসিপালিটীর কতগুলি অবান্তর নিয়ম প্রকাশিত হইয়াছে। সে নিয়মগুলি অতি সুন্দর। মিউনিসিপাল ব্যবস্থায় এরূপ অবান্তর নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা সকল মিউনিসিপালিটীকেই দেওয়া আছে, কিন্তু দুই একটী ভিন্ন অন্য কোন মিউনিসিপালিটীই সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করেন না। আমরা অনুরোধ করি, অন্যান্য মিউনিসিপালিটী সমূহও বর্দ্ধমান মিউনিসিপালিটীর প্রদর্শিত পথের পথিক হইবেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কলিকাতা হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা অস্মদ্দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের চর্চ্চা ভালরূপে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। সভা ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠীদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। ১৯ এ বৈশাখ এই পরীক্ষা বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট ১৯১ নং ভবনে গৃহীত হইবে। সভা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিকে একটী পদক পুরস্কার দিবেন। পরীক্ষার্থিগণের ১৫ ই বৈশাখের মধ্যে আবেদন করা আবশ্যক।

লিভারপুল ও সাউথ পোর্ট ডেলিনিউস বলেন ২৩ এ মাঞ্চেষ্টারে একটী বৃহৎ সভা হইয়াছিল। এই সভায় বিস্তর লোকের সমাগম হয়। [illegible] উপর হইতে ভারতবর্ষীয় আমদানী

শুল্ক যাহাতে এককালে উঠিয়া যায় সাধারণের সেই চেষ্টাই এই সভা করিবার মূল কারণ। এই সভায় পার্লামেণ্টের অন্যূন ১২ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বার্লে নামক একজন সভ্য বলিয়াছেন যে গবর্ণর জেনেরলের সভার নূতন সভ্য সাহেবও আমদনী শুল্কের একজন ঘোর বিরোধী। সুতরাং এবিষয়ে গবর্ণর জেনেরলের অনুমত করার সম্ভাবনা আছে। শুদ্ধ গিব সাহেব নহেন রাজস্ব সচিব ষ্ট্রাচি সাহেবও আমদানী শুল্কের অত্যন্ত বিরোধী। তিনি এ জন্য সভাস্থ অন্য অন্য সভ্যের ও গবর্ণমেণ্টের প্রায় কর্ম্মচারিমাত্রেরই সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন।" মাঞ্চেষ্টারের কি এখনও ক্ষুধার শান্তি হয় নাই?

বিজ্ঞান শাস্ত্রের কল্যাণে নিত্য যে কত অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সে দিন আমেরিকার অন্তর্গত বেনিস্তো নামক স্থানে বিজ্ঞানের সাহায্যে একটী চমৎকার অস্ত্র চিকিৎসা হইয়াছে। ২০ বৎসর বয়স্ক একটী যুবকের নাসিকার উপর শোথ হইয়া ক্রমে উহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ডাক্তারেরা রোগীর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ লইয়া তাহার নাসিকা করিয়া দিয়াছেন। পীড়িত ব্যক্তির বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হইতে নখটী উঠাইয়া ফেলা হয় এবং নাসিকার নিম্নভাগে দুইটী গভীর ছিদ্র করিয়া দাঁড়াটীর স্থানে যে গর্ত্ত ছিল তাহা এক খণ্ড মাংসের দ্বারা আবৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নাসিকার উপরিভাগে আরও কয়েকটী ছিদ্র করিয়া ঐ অঙ্গুলী বসাইবার উপযোগী করিয়া অঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্ব হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত কাটিয়া মধ্যে চেলা করা হয় এবং নাসিকার ন্যায় করিয়া উভয় পার্শ্ব রৌপ্যের দ্বারা যোড় দেওয়া হইয়াছিল। পরে অবশিষ্ট অঙ্গুলির মাংস পরিত্যাগ করিয়া হাড়খানি নাসিকার দাঁড়ার স্থানে বসাইয়া দিয়া কপাল হইতে মাংস একরূপ ত্রিভুজ করিয়া নাসিকার সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয় যে এক্ষণে উহা স্বাভাবিক নাসিকার ন্যায় হইয়া গিয়াছে। পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে সকল স্থানই সুন্দর রূপে জুড়িয়া গিয়াছিল।

১৮৮১ সালের ১ লা জানুয়ারিতে কটকে র‍্যাভেন্স কালেজ নামে একটী কালেজ খোলা হইবে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জষ্টিস জ্যাকসন সাহেব শীঘ্রই কর্ম্ম হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন। তাঁহার শরীর ভাল নহে বলিয়া ডাক্তরেরা তাঁহাকে এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশ পরিত্যাগ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট অংশ ইউরোপে অতিবাহিত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। জ্যাকসনের ন্যায় উপযুক্ত বিচারপতি অতি অল্পই আছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দুর্গাপূজার ছুটী সম্বন্ধে একটী নূতন রকমের আদেশ প্রচার করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের বিচার সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণের মধ্যে যাঁহারা দুর্গোৎসব উপলক্ষে একমাস ছুটী লইবেন, তাঁহারা আর অনুগ্রহ-লভ্য ছুটী লইতে পারিবেন না। বিচার সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের উপরে এ আদেশ গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত নিরনুগ্রহ বলিতে হইবে। তাঁহাদিগকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়, কোন স্বচ্ছন্দই নাই, যা একটু ছিল, গবর্ণমেণ্ট তাহাতেও তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিলেন?

বাঁকুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট জজের পদ উঠিয়া যাওয়াতে তত্রত্য লোকের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে। শুনিলাম বাঁকুড়াবাসীরা তাঁহাদিগের অসুবিধা জানাইয়া বঙ্গদেশীয় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের নিকট এক আবেদন করিয়াছে। যাহা হউক লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের এবিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করা উচিত।

উপনগর মিউনিসিপালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত টারণডেল সাহেবের মাসিক ২৫০ টাকা বেতন বৃদ্ধির জন্য মিউনিসিপাল কমিশনরেরা লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের নিকট এক আবেদন করিয়াছিলেন। শুনিলাম লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সে আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে কলিকাতা আগ্রা ব্যাঙ্কের অন্যতর কর্ম্মচারী বাবু অম্বিকাচরণ সূর বেঙ্গল লিমিটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেসনের ডাইরেক্টর হইয়াছেন। অম্বিক বাবু যেরূপ যোগ্য লোক তাহাতে তাঁহার এই পদ প্রাপ্তি সকলের আনন্দের হইয়াছে।

গত ১৮৭২ অব্দে একবার গ্রেটব্রিটেনের কালা ও বোবার সংখ্যা গণনা করা হয়, তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ২০০০০ হইয়াছিল। ব্যারনেস মেয়র ডি, রথশ্চাইলড ইহাদিগকে মুখে মুখে শিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ভ্যান প্রাগ সাহেব এই বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক হন। তাঁহারই যত্নে বালকগণ শিক্ষকের ঠোঁট নড়া দেখিয়া দিব্য লেখা পড়া শিখিয়াছে। ইহাদিগের সংবাদপত্র পাঠেরও ব্যবস্থা আছে। এক জন কাগজ পড়িতে থাকে অপরাপর বালকে তাহার ঠোঁট নড়া দেখিয়া সমস্ত বুঝিতে পারে।

ম্যালেবর দ্বীপের শাসনকর্ত্তা তত্রত্য বাগানে অনেক সম্ভ্রান্ত দেশীয় ও ইউরোপীয়কে গত শুক্রবারের পূর্ব্ব শুক্রবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শুনিলাম বোম্বাইয়ের বিস্তর হিন্দু ও পারসী সস্ত্রীক হইয়া তথায় উপস্থিত হন। উপস্থিত স্ত্রীগণ ইংরাজি ভাষা ও ইউরোপীয় আচার ব্যবহারও উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছেন। বোম্বাই বঙ্গদেশকে অনেক বিষয়ে অতিক্রম করিয়াছে।

---

## যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ১৫ই এপ্রেল। সর্দ্দার মহম্মদ[illegible] খাঁ আলম ও সরওয়ার খাঁ ময়দান নামক স্থানে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের অনুচরবর্গ ১২ই গিয়াছে। আবদুল রহমান ইংরাজদিগের সহিত তাঁহাদিগের এ যুদ্ধটীকে ধর্ম্ম যুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। দেশের লোকেরও ইহাতে বিশ্বাস হইয়াছে। তিনি আপনাকে আফগানস্থানের রাজা বলিয়া প্রচার করিতেছেন। তুর্কিস্থানের যুদ্ধে তিনি কৃতকার্য্য হওয়াতে হিন্দুকুশের উত্তরের লোকেরা তাঁহাকে রাজা স্বীকার করিয়াছে। এক্ষণে তিনি ইংরাজদিগের হস্ত হইতে কান্দাহার উদ্ধার করিয়া আপনাকে সমস্ত কাবুলের আমীর বলিয়া ঘোষণা করিবার কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্যার্থ খোদামন হইতে তুর্কিস্থানে বিস্তর লোক প্রত্যহ যাইতেছে। মীর বোঁচার দুই জন ভ্রাতা সাহাবাজ খাঁর অজ্ঞাতসারে ১০০ লোক সঙ্গে লইয়া বেবা কুচকার হইতে পলায়ন করিয়াছে। উহারা এক্ষণে খোজা কিস্তি নামক স্থানে মীর বোঁচার শরীররক্ষক হইয়া আছে।

সেনাপতি আলম কুশির পশ্চিম পাটকোয়াই রোগান নামক স্থানে দুই দল পদাতি ও এক দল আশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

ইংরাজেরা শত্রুদিগের যে সকল কামান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ৯৪ টী ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছেন।

সেনাপতি রস সাহেব বিস্তর সৈন্য সামন্ত লইয়া ময়দান অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণ প্রথমে কেল্লা কাজি তৎপরে আরগন্ধা জয় করিয়া ময়দানে যাইবে।

হিসারক হইতে সংবাদ আসিয়াছে ইংরাজ সৈন্যগণ আনন্দমগাম হইতে যখন প্রচ্ছন্নভাবে স্থানান্তরে যাইতেছিল, সেই সময়ে শত্রুরা কিয়দ্দূর পর্যান্ত তাহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিয়া শেষে শিবিরের চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রদান করিয়াছিল। ইহাতে লেপ্টেনাণ্ট পামর হত, কাপ্তেন হামিল্টন দুই জন সিপাহি ও এক জন কাহার আহত হইয়াছে। কাপ্তেন নিউজেণ্টেরও কিছু আঘাত লাগিয়াছিল।

আবদুল রহমানের সমরসজ্জায় কাবুলে হুলস্থুল পড়িয়াছে। সেরপুরের শান্তিরক্ষার নিমিত্ত তত্রত্য হিন্দু বণিকগণ ৮ লক্ষ টাকা গচ্ছিত করিয়াছে।

এইরূপ জনরব রুশেরা আবদুল রহমানের সাহায্যার্থ ৫০০০ চর্ম্মনির্ম্মিত ও ৩৫ টী লৌহ নির্ম্মিত কামান ও ২০০০ বন্দুক দিয়াছেন।

মহম্মদ জান ধারানিরিক নামক স্থানে রহিয়াছেন। আবদুল গফুর তথায় ২০০০ সৈন্য লইয়া অবস্থান করিতেছেন।

হাসেন খাঁ ও করিম খাঁ লগারে লোক সংগ্রহ করিতে গিয়াছেন। সেকাবাদ নামক স্থানে শত্রুরা বোধ হয় ইংরাজ সৈন্যগণের গতিরোধের চেষ্টা পাইবে। হিসারকে একটী ঘোরতর যুদ্ধ ঘটনার সম্ভাবনা আছে। ইংরাজ সৈন্যগণের পিজওয়ান নামক স্থানে যাত্রাকালে বিপক্ষ পক্ষ আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই। বিপক্ষেরা পিজওয়ান ও জগদলকের মধ্যস্থিত টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিয়াছে।

কোয়েটা হইতে ১৯ এ এপ্রেল সংবাদ আসিয়াছে মেজার ওয়াওবি শত্রুদিগের হস্তে নিহত হইয়াছেন।

কান্দাহারে তারে খবর দেওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

কাবুল হইতে ১৮ ই এপ্রেল সংবাদ আসিয়াছে যে আবদুল রহমান তক্তিপোলে পৌঁছিয়াছেন। তিনি বারাকজাইয়ের মেদীন খাঁ ও কিজিলবাসের সুলতান মহম্মদ খাঁর পুত্র কাদের খাঁকে এক হাজার বিদ্রোহী সৈন্য সহ বধ করিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া সৈন্যগণ ভয়ে পলাইয়া আপন আপন গৃহে যাইতেছে।

মীর বোঁচা টেগাওর সর্দ্দার গোলাম কাদেরের অধীনস্থ তিন হাজার সাফি সঙ্গে লইয়া খোজা কাদেরের নিকটে গিয়াছেন। খেরাস্থির সৈয়দ আবদুল্লা ৩ হাজার সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছেন। সওয়ার খাঁ গিজ্নিতে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন।

## ইউরোপীয় সমাচার।

সেন্টপিটার্সবর্গ ১৬ ই এপ্রেল। রুশ গবর্ণমেণ্ট এক কোটী ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিবেন।

লণ্ডন ১৭ ই এপ্রেল। রাজ্ঞী ইউজেনা কেপে উপনীত হইয়াছেন।

বার্লিন ১৬ ই এপ্রেল। জর্ম্মণির পার্লামেণ্ট সভায় সেনা সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৮ ই এপ্রেল। ভারতেশ্বরী উইণ্ডসোরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

সেন্টপিটার্সবর্গ ১৭ ই এপ্রেল। প্রিন্স গর্চ্চাসকফ কিছু সুস্থ হইয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৭ ই এপ্রেল। তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী তত্রত্য পার্লামেণ্ট সভার অধিবেশনের আদেশ দিয়াছেন।

লণ্ডন ১৯ এ এপ্রেল। ষ্টাণ্ডার্ড বলেন মন্ত্রিসম্প্রদায় কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়াছেন। লিবারাল দল মন্ত্রী হইলেন।

টাইমস বলেন ব্রাইট সাহেব পুনরায় সভাস্থ থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

পারিস ১৯ এ এপ্রেল। এম ফ্রিসিনেট একখানি সার্কুলার প্রচার করিয়া সাধারণকে জানাইয়াছেন যে এম, থিয়ারের রাজনীতির কিছুই পরিবর্ত্ত হইবে না। তিনি বর্ত্তমান প্রস্তাবের একটী মীমাংসা করিয়া শীঘ্রই সন্ধিপত্রের লিপিপড়ি শেষ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন।

লণ্ডন ২০ এ এপ্রেল। হোম বিভাগের সেক্রেটারি ক্রস সাহেব "গ্রাণ্ড ক্রস অব দি বাথ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সেন্টপিটার্সবর্গ ২০ এ এপ্রেল। রুশের সরকারী পত্র সকল লিখিয়াছেন যে নিলিহিষ্টেরা রুশ গবর্ণমেণ্টকে তাহাদিগের শত্রু বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। রুশ গবর্ণমেণ্ট উহাদিগের শাসনের নিমিত্ত একটী উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহাদিগের এই পত্র হস্তগত হওয়াতে সংকল্পিত কার্য্যের অনুষ্ঠান সত্বরেই করিবেন এইরূপ স্থির করিয়াছেন।

লণ্ডন ২১ এ এপ্রেল। ভারতেশ্বরী বোধ হয় শীঘ্রই লর্ড হার্টিংটনকে নূতন মন্ত্রিসভা করিবার আদেশ দিবেন।



## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০ সাল।

৯ ই এপ্রেল। প্রেসিডেন্সি বিভাগের ২য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু রাধাকিশোর শেঠের অনুপস্থিতি নিবন্ধন বাবু বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় আপাততঃ তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইনি ২৪ পরগণার লাইসেন্স ট্যাক্সেরও কার্য্য করিবেন।

বাবু বনমালী পরামাণিক কিছু দিনের জন্য প্রেসিডেন্সি বিভাগে বেণী বাবুর পদে ২য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

১৪ ই এপ্রেল। জে, এ, ক্রাডেন সাহেব দার্জ্জিলিঙ ভলেণ্টিয়ার রাইফল সৈন্য দলের লেপ্টনাণ্ট ও আডজুটেণ্ট হইলেন।

১৫ ই এপ্রেল মালদহের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible]বিহারি বক্সী সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দুমকায় বদলী হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত গোড্ডার সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু দেবীপ্রসাদ মুঙ্গেরের অন্তর্গত বেগুসরাইয়ে বদলী হইলেন।

মালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কালীকিঙ্কর সেন ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মুঙ্গেরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, এ, সামুয়েল ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

২০ এ এপ্রেল। হাবড়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এফ, ডবলু ব্যাডকক সাহেব ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ ডবলু এচ, পেজ সাহেব ২৪ পরগণা ও হুগলীর আডিসনাল জজ ও আডিসনাল সেসন জজ হইলেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

৭ ই এপ্রেল। প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক এস, এফ, ডাউনিং সাহেব সিবিল ইঞ্জিনিয়ারি বিভাগের প্রিন্সিপাল হইলেন এবং ঐ কালেজের অধ্যাপক প্লাটার ও গিনিল্যাণ্ড সাহেব সিবিল ইঞ্জিনিয়ারি বিভাগের অধ্যাপক হইলেন।

১৪ ই এপ্রেল। পাটনা কালেজের অধ্যাপক ইউব্যাঙ্ক সাহেব ম্যাক্রিণ্ডেল সাহেবের অনুপস্থিতি কালে তথাকার কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিবেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৫ ই এপ্রেল। পুর্ণিয়ার সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী আবদুল মাজিদ ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৬ ই এপ্রেল। কটকের অন্তর্গত যাজপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ও, টি, ব্যারো ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৯ এ এপ্রেল। মেদনীপুরের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

হাবড়ার প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু পূর্ণচন্দ্র সোম হুগলীর মুন্সেফ হইলেন। কিন্তু ইনি সচরাচর হাবড়াতেই থাকিবেন।

ময়মন সিংহের অন্তর্গত নিকলির মুন্সেফ বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায় (যিনি এক্ষণে ছুটী লইয়াছেন) বীরভূমের মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায় সিউড়ীতেই থাকিবেন।

বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায় ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ইনি ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মোকদ্দমা করিতে পারিবেন।

২০ এ এপ্রেল। ২৪ পরগণার অন্তর্গত আলিপুরের মুন্সেফ বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র. ভাগলপুরের সুবর্ডিনেট জজ এবং মুঙ্গের ও ভাগলপুরের ছোট আদালতের জজ হইলেন।

ঢাকার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু খগেন্দ্রনাথ মিত্র ২য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীহট্টের ২য় মুন্সেফ বাবু হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী করিমগঞ্জে বদলী হইলেন।

শ্রীহট্টের অন্তর্গত করিমগঞ্জের মুন্সেফ বাবু অশ্বিনীকুমার গুহ ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

শ্রীহট্টের মুন্সেফ বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসাক বি, এল, রঙ্গপুরে বদলী হইলেন। ইনি প্রায় সদর ষ্টেষণে অবস্থান করিবেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরের মুন্সেফ বাবু হরিনারায়ণ রায় ১ম শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন।

ফরিদপুরের অন্তর্গত মুলফৎগঞ্জের মুন্সেফ বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার ২য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

বাবু জগৎচন্দ্র দাস নওয়াখালীর ৪র্থ শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন। ইহাকে প্রায়ই দেওয়ানগঞ্জে থাকিতে হইবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত ইহাঁকে ময়মনসিংহের অন্তর্গত ইসরাণগঞ্জের মুন্সেফের কার্য্য করিতে হইবে।

নওয়াখালীর মুন্সেফ বাবু হরমোহন বসু এম, এল যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না পাইবেন, সে পর্য্যন্ত প্রায়ই তাঁহাকে দেওয়ানগঞ্জে থাকিতে হইবে।

বাবু তারাচরণ সেন বি, এল, কটকের ৪র্থ শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত ইনি মেদনীপুরে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন. ইহাঁকে প্রায়ই নিমলে থাকিতে হইবে।

কটকের মুন্সেফ বাবু ত্রিগুণাপ্রসন্ন বসু ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন, ইনি ২৫ টাকা পর্য্যন্তের মোকদ্দমা করিতে পারিবেন।

## সংবাদদাতার পত্র।

### রাণীগঞ্জ।

এখানকার মাজিষ্ট্রেট বেলি সাহেব স্থানান্তরিত হইলেন। পূর্ণ দেড় বৎসর মাত্র তিনি এখানে ছিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে ইংরাজ কর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তন দেশের হিতের জন্য নহে। একে তাঁহারা বিদেশীয়, এ সময়ের মধ্যে এক স্থানের আচার ব্যবহারে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা জন্মিবার বিষয় কি? সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্মচারীদিগকে স্থানান্তরিত করিলে বড় সুখের হয়।

বিসূচিকা এখানে দেখা দিয়াছে। প্রতি বৎসরই এই পীড়ার প্রকোপে এ স্থানটী উৎসন্ন যাইতেছে। যে যে কারণে এ রোগটী এখানে প্রবল হয়, সে গুলির নিষ্কাশন না হইলে স্থানটী অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। এ স্থানটী বহুজনাকীর্ণ, পানীয় জলের যে পরিমাণে এ সময় সরবরাহ হইয়া থাকে, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। একে এখানে পুকুরের সংখ্যা অতি অল্প, তাহাও গ্রীষ্মাগমে অনেক পরিমাণে শুষ্ক হইয়া যায়। এই দূষিত জল পান করিয়াই লোকে এই অভিভূত হয়। আমরা সানুনয়ে প্রার্থনা করি, কর্ত্তৃপক্ষ এই বিষয়টীর একবার বিবেচনা করেন।

শুনিয়া দুঃখিত হইলাম এখানকার পুস্তকালয়ের অবস্থা তাদৃশ ভাল নহে। এখানে এতগুলি কৃতবিদ্য লোক থাকিতে এটী যে অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে, ইহা অল্প দুঃখের বিষয় নহে। সম্পাদক মহেন্দ্র বাবুর যত্নের ত্রুটি নাই। চাঁদাদাতৃগণের এত অনাস্থা কেন?

### যশোহর।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, আমাদের দয়াশীল লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মহোদয় বঙ্গদেশে রেলওয়ে বিস্তারে মনোযোগী হইয়াছেন। শুনা যাইতেছে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের ষ্টেষণ রাণাঘাট হইতে বনগ্রাম পর্য্যন্ত যে রেল হইবে, তথা হইতে যশোহর সদর ষ্টেষণ হইয়া খুলনা পর্য্যন্ত একটী শাখা রেল হইবে।

ঝিনাদহ সবডিবিজনের এলাকাধীন ষ্টেষণ কোট চাঁদপুরের অন্তঃপাতী দয়দীয়া গ্রামে রাজা সতীশচন্দ্র রায় ও বাবু কালীনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয়দিগের বহুদিন অবধি বিবাদ মামলা মোকদ্দমা দাঙ্গা হাঙ্গামা চলিতেছিল। এতন্নিবন্ধন রাশি রাশি অর্থ ব্যয় হওয়ায় উভয় পক্ষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সম্প্রতি ঝিনাদহের সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট ডিয়ার সাহেব উক্ত গোলযোগ নিবারণার্থে উভয় পক্ষের ৩২ জন আসামী করিয়া প্রত্যেকের নিকট ৫০০ পাঁচ শত টাকা আদায় করিবার অভিপ্রায়ে ওয়ারেণ্ট জারি করিয়াছেন।

কয়েক দিবস হইল এদিকে অতিশয় শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কৃষকেরা ধান্য বুনিতে আরম্ভ করিয়াছে। শিল হওয়ায় আম্র সকল দাগি হইয়াছে। এবার আরও প্রচুর জলের আবশ্যক। স্থানে স্থানে জল কষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঝিনাদহের মাজি-

ষ্টেট ডিয়ার সাহেব বামনদহ গ্রামে একটা পুষ্করিণী খননের সাহায্যার্থ এককালে ৪০০ ৲ চারি শত টাকা দান করিয়া সাধারণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

যশোহর জেলার মধ্যে কোট চাঁদপুর গুড় ও চিনি কারবারের প্রধান স্থান। বসুন্দিয়া, কেশবপুর, খেজুরা প্রভৃতি স্থানেও গুড় চিনির ব্যবসায় হইয়া থাকে। এ বৎসর কারখানাদার ও আড়তদারদিগের কিছু কিছু লাভ হইবে বটে কিন্তু খরিদদারদিগের অপরিমিত ক্ষতি হইবে। কোট চাঁদপুরে ভাল চিনি ৭॥০ টাকা, লালী ৩৵০ টাকা দরে বিক্রী হইতেছে।

চৈত্রে কোটচাঁদপুরের অন্তর্গত সলেমানপুর ও ধোপাবিলা গ্রামে ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইতিমধ্যে সলেমনপুর গ্রামে ৩।৪ টী এবং ধোপাবিলা গ্রামে ৪।৫ টী লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এক্ষণেও কয়েকজন পীড়িতাবস্থায় শয্যাগত আছে। ধোপাবিলা গ্রামে দূষিত জল হইতেই বিসূচিকা বিষ উৎপন্ন হইয়াছে।

---

জামালপুর ( মুঙ্গের। )

২১ এ এপ্রেল।

গত বৎসরের শেষে আমরা দুটী মহৎ লোককে হারাইয়াছি। একটী কাশিমবাজার নিবাসী রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর, অপরটী বাবু শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য। ইহাঁরা উভয়েই সোমপ্রকাশের বহুদিনের গ্রাহক। অন্নদা বাবু স্বদেশের জল বায়ু অস্বাস্থ্যকর বলিয়া মুঙ্গেরেই প্রায় বাস করিতেন। ২৭ বৎসর বয়সে ইহাঁর মৃত্যু হয়। নব্য বিষয়ী বাবুদিগের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাঁর তাহার একটীও ছিল না। ইদানীন্তন ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও দান, ধ্যানে বেশ উৎসাহ জন্মিয়াছিল। তিনি জামালপুরের সাধারণ পুস্তকালয়ের জন্য ২০০ টাকা এবং মুঙ্গের হরিসভাগৃহের জন্য ৪০০০ সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন। শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও একজন প্রশংসনীয় লোক। ইনি একাদিক্রমে ২৫ বৎসর সম্মান ও তেজের সহিত রেলওয়ে আফিসে কর্ম্ম করেন। অন্যান্য বাবুদিগের মত "আজ্ঞে" "যে আজ্ঞে" করা ইহাঁর প্রকৃতি ছিল না। একমাত্র ইহাঁরই যত্নে এখানে একটী হরিসভাগৃহ হয়। ঐ গৃহের যাহা কিছু খরচ শ্যামাচরণ বাবু একাই নির্ব্বাহ করিতেছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তদ্ভিন্ন ইদানীং তাঁহার অতিথি ও পথিকের প্রতি যত্ন হইয়াছিল। আমরা প্রত্যহ প্রায় দেখিতাম একজন না একজন সন্ন্যাসী বা মহান্ত তাঁহার গৃহে উপস্থিত আছে। ইহাঁর মৃত্যু বড় আশ্চর্য্য ও দুঃখজনক। সমস্ত দিন আফিসে কাজ করিয়া সহজ মানুষ বাসায় আসেন। সেদিন বাদলাপ্রযুক্ত পরিবারে খিচুড়ি রাঁধিয়া দেয়, আহারান্তে খড়িকা খাইতে খাইতে গৃহে আসিয়া বমী করেন এবং "একি! আমার মাথায় যেন কে ত্রিশূলের আঘাত কর্‌চে যে" এই কথা বলিয়া, ইষ্টনাম স্মরণপূর্ব্বক যেমন শয়ন করেন, অমনি মৃত্যু হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যত্নে সম্প্রতি এখানে একটী পুস্তকালয় ও ঔষধালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। রেলওয়ে কোম্পানীর পুস্তকালয় হইতে বাঙ্গালী বাবুদিগকে পুস্তক পড়িতে দেয় না দেখিয়া অনেক দিন হইতে উক্ত বাবুর একটী পুস্তকালয় করিবার ইচ্ছা ছিল, সম্প্রতি কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। আপাততঃ প্রায় একশত ভাল ভাল ইংরাজী পুস্তক আনিয়াছে। গ্রাহকগণ নিম্নলিখিত নিয়মে দেখিতে পাইতেছে—১৫ হইতে ৩০ টাকা পর্য্যন্ত যাহারা বেতন পান মাসিক ৵০ আনা; ৩০ হইতে ৭০ টাকা ।০ আনা এবং ৭০ টাকার উপর হইতে ॥০ আনা। ১৫ দিন পর্য্যন্ত যদ্যপি ঐ সময়ের মধ্যে পুস্তক সকল পাঠ করিতে দেওয়া হইবে। পাঠ সমাপ্ত না হয়, পুনরায় যাইয়া নাম স্বাক্ষর করিয়া আসিতে হইবে। উক্ত বাবুর নিজ টাকায় ঔষধালয় করিবার উদ্দেশ্য এই, রেলওয়ে কোম্পানীর ঔষধালয় হইতে বাঙ্গালীদিগকে ঔষধ দেওয়া হয় না। এজন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘরের টাকায় ঔষধ আনিয়া খরিদ দরে বিক্রয় করিতেছেন। আমরা তাঁহার প্রসাদে সুলভ মূল্যে ঔষধ পাইতেছি। পল্লীগ্রামের জমীদারগণ যদ্যপি এই নিয়মে এক একটী ঔষধালয় করেন, গরিব লোকের বিশেষ উপকার করা হয়।

দুর্গাচরণ বাবুর আমোদ প্রমোদেও বেশ সখ আছে। তাঁহার যত্নে সত্বরে একটী নাট্যাভিনয় হইবে বলিয়া রীতিমত আখড়াই দেওয়া হইতেছে।

এখানকার বালিকা-বিদ্যালয়ের কার্য্যভার শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিত্যাগ করিলে স্কুলটী একেবারে ধ্বংস হইতেছিল। সম্প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের যত্নে পুনরায় একটী ১৫ টাকা বেতনের শিক্ষক আসিয়াছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম।

শ্যামাচরণ বাবুর মৃত্যুর পর হরিসভার প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সকলে একত্রিত হইয়া ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতের হাতে আপাততঃ ঐ সভার তত্ত্বাবধান ভার প্রদান করিয়াছেন। এখানকার কিটার সকল শুনিতেছি আর একটী হরিসভা করিবে। পাড়ায় পাড়ায় হরিমন্দির ও হরিসংকীর্ত্তন মন্দ নহে।

মুঙ্গেরে সম্প্রতি ঘড়িয়ালের উপদ্রব হইয়াছে। গত বারুণীর দিন কষ্টহারিণীর ঘাট হইতে ৮।৯ বৎসরের একটী বালক ও বালিকাকে লইয়া গিয়াছে। বালিকাটীকে আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই, বালকটীর মৃত দেহ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

মুঙ্গেরের বাঙ্গালী বাবুরা একটী অপেরার দল করিয়াছেন। মধ্যে জামালপুরে তাঁহাদের অভিনয় হয়। গান ইত্যাদি আমাদের ভাল বোধ হয় নাই, তবে সাজ পোষাক মন্দ নহে।

---

হুগলী।

হুগলী জেলার অধীন খানাকুল কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত বন্দর গ্রাম নিবাসী উদয় চন্দ্রের হরিদাসী নাম্নী একটী বালিকা কন্যা তাহার সম বয়স্ক রাজু নামক একটী বালকের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে দেশলাই জ্বালিয়াছিল। ঐ জ্বলিত দেশলাইয়ের উত্তাপ হরিদাসীর অঙ্গুলিতে অসহ্য হওয়াতে ভূমিতে নিক্ষেপ কালে দৈবাৎ কেরোসীনের কানেস্তারায় পড়িয়া যায়, পরক্ষণেই অগ্নি ভয়ঙ্কররূপে প্রজ্বলিত হইয়া সেই গৃহস্থিত যাবতীয় দ্রব্যাদি ভস্মীভূত করিয়াছে এবং ঐ বালক ও বালিকা দুইটীর মৃত্যু হইয়া গিয়াছে !! কি শোচনীয় ব্যাপার ! আমরা আরো শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, এই অগ্নিকাণ্ড দ্বারা গৃহস্বামীর এক বিংশতি সহস্র টাকার দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে গৃহে এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে, সেখানি বিবিধ দ্রব্যপূর্ণ দোকান ঘর ছিল। আজ কাল সস্তা বলিয়া গৃহস্থ লোকে কেরোসিন তৈলের ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন, কেরোসিন তৈল বড় বিপদজনক।

আজ কাল রৌদ্রের তেজ প্রখর হওয়াতে ফৌজদারী রেজেষ্টরী কালেক্টরী প্রভৃতি আদালত সমূহের কার্য্য প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা দশ টা এগার টা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সোমপ্রকাশের পাঠকবর্গ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, আমাদিগের কালেক্টর সাহেব বাহাদুর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ বিশ্বাস মহাশয়কে হুকুম দিয়াছেন তিনি বেলা নয় টা হইতে দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত স্বীয় আদালত ও ট্রেজরি খোলা রাখিবেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্টী সর্ব্বদাই বলিতেন "কোন নূতন নিয়মের প্রবর্ত্তন করিতে হইলে সে নিয়মটী যদি পুরাতন নিয়ম অপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী ও উপকারী হয় ভালই, নতুবা পুরাতন নিয়মই উৎকৃষ্ট" আমরা দেখিতেছি বীমস্ সাহেব বাহাদুরের এই হুকুমে সর্ব্বসাধারণ উকীল, মোক্তার, বাদী, প্রতিবাদিগণের বিশেষ

কেশ হইবে, উকীল মোক্তারগণ প্রাতঃকাল হইতে দশ টা এগার টা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া স্নান আহারাদি না করিয়া কি প্রকারে বেলা দুই টা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিবে? আমরা ভরসা করি, আমাদিগের মাননীয় মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্তবীমস সাহেব মহোদয় এ বিষয়ে একটু সুবিচার করিবেন।

প্রায় এক বৎসর অতীত হইতে চলিল, আমাদিগের এখানকার অন্যতম শ্রদ্ধাস্পদ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্তবাবু শ্যামাধব রায় মহোদয়ের বিশেষ যত্ন ও উদ্যোগে এখানে "হুগলী ইনষ্টিটিউট" নামে একটী সাহিত্যসভা সংস্থাপিত হইয়াছে। গত চৈত্র মাসে এই সভার যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে হুগলীর জজ আদালতের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র, এম, এ, মহাশয় ইংরাজীতে মহম্মদ মশীনের একটী সুদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী জীবন চরিত পাঠ করেন, স্বর্গীয় মহাত্মা মহম্মদ মশীন এখানকার বিখ্যাত লোক ছিলেন। হুগলীর হাঁসপাতাল, কলেজ এমাম বাড়ী মুসলমান অতিথিশালা মহম্মদ মশীনের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ।

সে দিন আমাদিগের আবাসভূমি পাণ্ডুয়া থানার অধীন ইলছোবামণ্ডলাই নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নন্দকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে চুরি হইয়া গিয়াছে। প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকার দ্রব্যাদি অপহৃত হইয়াছে। আমরা পাণ্ডুয়া পুলিষের সুযোগ্য সব ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু অদ্বৈতচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে অনুরোধ করি, অতঃপর তিনি যেন সতর্ক হন।

নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতি ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া " প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে " স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ২ টাকা।
ঘৃত ৵৹ পোয়া ... ... ... ৩ টাকা।
তৈল।৹ পোয়া ... ... ... ৪ টাকা।

## জ্বরারি কষায়।

( পরীক্ষিত মহৌষধ। )

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ু দূষিত জ্বর, ( ম্যালেরিয়া ) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ... ১।৷৹ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাসুল ... ৶৹ আনা।

## শিবা ঘৃত।

( নপুংসক শৃগাল ক্বাথে প্রস্তুত )

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ু রোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

## রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ডাকমাসুল ... ... ৸৹ আনা।

---

## যোগসিদ্ধরস।

এই সুসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহরোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাবকালীন জ্বালা সপূয় ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, খড়ি জলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। ইহা আমরা বহুতর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। এ ভিন্ন দুর্গম শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর লুপ্তরজঃ-রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵৹। কলিকাতা সিমুলিয়া।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া,
শ্রীপ্যারিলাল স্বর্ণকারের বাটী।

---

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ মতে ঔষধালয়।
১৪ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া।

## নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র বিনা মূল্যে বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ৵১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা, ডাকমাসুল ।৷৵৹।

## চন্দনাসব।

সকল প্রকার মেহরোগের মহৌষধ।

এই সুবিখ্যাত ঔষধ নিয়মপূর্ব্বক তিন দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ এবং তৎসংক্রান্ত প্রস্রাব কালীন ঘোলা বা ধাতু নির্গমন হইলেও তিন দিবস মধ্যে রোগের বিশেষ শান্তি হইবে। এ ভিন্ন শ্বেতপ্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র ইহা দ্বারা আশু শান্তি হয়। ১ শিশির মূল্য ২, টাকা প্যাকিং ও ডাকমাসুল ।৷৵৹ আনা।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ত্রৈলোক্যনাথ বসু, " " "
" " অমৃতকৃষ্ণ বসু, " " "
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট

---

## সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ... .. ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ...... ।৷৵ আনা।

---

# সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পুক্তি ৵৹ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

☞ এই পত্র কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরী পাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত হয়।

# সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। ৩ য় সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম ষাণ্মাষিক ৫॥০ টাকা।

১২৮৭ সাল ২২ এ বৈশাখ। ইং ১৮৮০। ৩ রা মে।

মফস্বলে ডাক মাস্থল সহ ১১, ষাণ্মাষিক ৬।০, অসমর্থ পক্ষে বার্ষিক ৭ টাকা।

# সোমপ্রকাশ।

## ২২ এ বৈশাখ-সোমবার।

### নববিভাকরের কি ঔদার্য্য !

সীজার মৃত্যুকালে কহিয়াছিলেন *Et tu Brute?* ব্রুটস্ তুমিও ইহার মধ্যে আছ? আমাদিগকেও আজ সীজারের ন্যায় দুঃখে ও ক্ষোভে জিজ্ঞাসা করিতে হইল, নববিভাকর! তুমিও কি সোমপ্রকাশের বিদ্বেষি-চক্রান্তকারি-দলের মধ্যে আছ? তুমি লিখিয়াছ "তাঁহার (সোমপ্রকাশ সম্পাদকের) কি আর তিন চারিমাস কাল বিলম্ব সহিল না? তিন চারি মাস পরে উদারতন্ত্র মন্ত্রিদল আপনা হইতেই এই অনিষ্টকর ব্যবস্থা উঠাইয়া দিতেন। এই কয়েক মাসের অর্থক্ষতি কি তাঁহার এতদূর অসহনীয় হইল যে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি কিছু মাত্র লক্ষ্য রাখিলেন না? অর্থ ক্ষতির চিন্তা যদি তাঁহার নিকট এত গরীয়সী হইয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বে সেরূপ তেজস্বিতা সহকারে সোমপ্রকাশ বন্ধ না করিয়া সেই সময়েই গবর্ণমেণ্টের নিকট হীনতা স্বীকার করা উচিত ছিল। সে যাহা হউক, যাহা অনিষ্ট হইবার তাহা হইয়াছে, এখন ভরসা করি প্রাচীন সম্পাদক মহাশয় স্পষ্টাকারে অথবা প্রকারান্তরে মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থার পোষকতা করিয়া আর যেন আপনার অগৌরব ও স্বদেশীয়দিগের অহিত সাধন না করেন।"

যাহারা অর্থ ভাল বাসে, আমরা অর্থের লোভেই সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি, যদি তাহারা এ কথা বলে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় হয় না। "আত্মবন্মন্যতে জগৎ" মহোপাধ্যায় আর্য্য চাণক্যের এই মহার্থ নীতিবাক্য আছে। যে নিজে অর্থলুব্ধ হয়, সে অন্যকেও অর্থলুব্ধ দেখে তাহা ত সিদ্ধই আছে। নববিভাকর! তুমি ত অর্থলুব্ধ নও। তুমি ত নিঃস্বার্থ-দেশহিতব্রতে দীক্ষিত। তুমি কিরূপে স্থির করিলে যে আমরা অর্থলোভী? অর্থলোভের বশীভূত হইয়া সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচার আরম্ভ করিয়াছি? যাহারা স্বার্থে অন্ধ ও যাহারা স্বার্থে বধির হয়, তাহারা প্রকৃত বৃত্তান্ত দেখিতে বা শুনিতে পায় না। নরশার্দ্দূল ইংলণ্ডের অধিপতি তৃতীয় রিচার্ড রাজ্যলোভে অন্ধ হইয়া যেসময়ে অসংখ্য নরহত্যা করিয়া ইংলণ্ডকে শোণিতে প্লাবিত করে, তৎকালে বকিংহাম তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া প্রধানরূপে সেই হত্যাকাণ্ডের সাহায্য দান করে। রিচার্ড অঙ্গীকার করিয়াছিল বকিংহামকে হিয়ারফোর্ডের আরল করিয়া দিবে। অন্য অন্য অস্থাবর সম্পত্তি দানেরও অঙ্গীকার করিয়াছিল। বকিংহাম যখন সেই অঙ্গীকৃত পুরস্কার প্রার্থনা করিল, রিচার্ড তখন সে কথা শুনিতে পাইল না। বকিংহাম যত প্রার্থনা করে, রিচার্ড অন্য কথা আনিয়া ফেলে।

যে ঘটনায় সোমপ্রকাশের পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে, তাহা ত ৮ ই বৈশাখের সোমপ্রকাশে আদ্যোপান্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যাহারা স্বার্থান্ধ ও স্বার্থবধির, তাহারা তৃতীয় রিচার্ডের নিকটে বকিংহামের প্রার্থনা বাক্যের ন্যায় তাহা যেন দেখিতে না পাউক বা শুনিতে না পাউক কিন্তু নববিভাকর! তুমি ত স্বার্থান্ধ ও স্বার্থবধির নহ, তবে তুমি তাহা দেখিতে ও শুনিতে পাইলে না কেন?

নববিভাকর! তুমি আর এক স্থানে লিখিয়াছ "সোমপ্রকাশ সম্পাদক গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রকারান্তরে অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করাতে এবং হীনতা স্বীকার পূর্ব্বক সংবাদপত্র পুনঃ প্রচারের অনুমতি গ্রহণ করাতে উল্লিখিত মহাত্মাদিগের অনেক জোর কমিয়া গিয়াছে।" এ স্থলে এককালে অনেকগুলি বক্তব্য উপস্থিত হইয়াছে। বিভাগ করিয়া ক্রমে বলি, বিভাকর সম্পাদক অবধান কর। প্রথম কথা এই, গবর্ণমেণ্টের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনায় কি অপমান আছে? দ্বিতীয় কথা কোন্ স্থানে বিভাকর সম্পাদক আমাদিগের ক্ষমা প্রার্থনা দেখিলেন? গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমরা যে আবেদন পত্র করিয়াছিলাম, তাহাই কি বিভাকর সম্পাদকের চক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে? বাবু দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষের আবেদন পত্র পাইয়া লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যে রেজলিউসন করেন, তাহা কি বিভাকর সম্পাদকের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই? আমাদিগের আবেদন রবিবার পূর্ব্বে যে কার্য্য শেষ হইয়াছিল! তাহা কি বিভাকর সম্পাদক জানিতে পারেন নাই? লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের রেজলিউসনের পর আমরা তাঁহার নিকটে যাই! তিনি আমাদিগকে সোমপ্রকাশ প্রচারের অনুমতি দেন, এবং এই কথা বলিয়া দেন, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে সোমপ্রকাশ প্রচার নিষিদ্ধ হইয়াছিল। অতএব ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুমতি-গ্রহণার্থ একখানি আবেদন করিতে হইবে। তদনন্তর আমরা স্বয়ং আবেদন পত্র প্রেরণ করি। গবর্ণমেণ্ট দুর্গাপ্রসন্নের আবেদন পত্রের ফাকা উত্তর না দিয়া রেজলিউসন করিলেন কেন? এটা কি বুঝা কঠিন কাজ? মাননীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর স্বাধীন ভাবে স্বমত প্রকাশ করিয়া পূর্ব্ববৎ সোমপ্রকাশ প্রচারের অনুমতি দিয়া যখন আমাদিগের মান বর্দ্ধন করিলেন, তখন কি তাঁহার অধিকতর মান বর্দ্ধন করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নয়? ভদ্রজনোচিত কি

এই ব্যবহার নয়? ভদ্রতার কি এই রীতি নয়? যে ব্যক্তি যাহার সম্মাননা করে, সে যদি তাহার সমুচিত প্রতিসম্মাননা না করে, সে কি রূঢ় বলিয়া পরিগণিত হয় না? আমাদের ইংরাজীতে পত্র লিখিবার অভ্যাস নাই। অন্যে অনুগ্রহ করিয়া ঐ আবেদনপত্রখানি লিখিয়া দিয়াছিলেন। আমরা যদি নিজে লিখিতে পারিতাম, আমরা উহাতে আরো অধিক বিনয় ও সৌজন্য প্রকাশ করিতাম। তাহা হইলেই যথাবিধি কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইত। ঐ আবেদন পত্রে আমাদের মনোমত সৌজন্য প্রদর্শিত হয় নাই। ভাল! এ স্থলে আমরা বিভাকর সম্পাদককে এক কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি কোন খুনে নরহত্যা করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে, গবর্ণমেণ্ট কি আইন রহিত করিয়া তাহাকে বধদণ্ড হইতে মুক্ত করিয়া দেন? আমাদিগের ক্ষমা প্রার্থনার কি এমনি মোহিনী শক্তি আছে যে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে মুগ্ধ হইয়া আইনটী রহিত করিয়া ফেলিলেন? বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের কত রেজলিউসনটী দেখিয়া বিভাকর সম্পাদক কি বুঝিতে পারেন নাই যে সোমপ্রকাশের পুনর্জন্ম দানে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা জন্মিয়াছিল? সোমপ্রকাশ প্রচার যে কারণে বন্ধ করা হয়, তাহা কি ৮ই বৈশাখের সোমপ্রকাশে বিস্তারিতরূপে লিখিত হয় নাই? গবর্ণমেণ্ট ডিপজিট চাহিয়াছিলেন, আমরা দিতে পারি নাই, তাই সোমপ্রকাশ বন্ধ করিয়াছিলাম। ইহা ত স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে বিভাকর সম্পাদক তেজ কোথায় দেখিলেন? গবর্ণমেণ্টের উপরে তেজ?

বিভাকর সম্পাদক আর এক যে কথা লিখিয়াছেন "উদার মতাবলম্বিদিগের মন্ত্রিত্ব লাভ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা না করিয়া সোমপ্রকাশ পুনঃ প্রচার করাতে ৯ আইনের বিরোধিদিগের বল কমিয়া গিয়াছে।" এটীও একটী বিচার্য্য কথা। বল কমিয়া গেল, না, বলবৃদ্ধি হইল? গবর্ণমেণ্ট আমাদের ক্ষমা প্রার্থনায় মুগ্ধ হইয়াই করুন, নিজ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই করুন, আর অন্য কারণের পরতন্ত্র হইয়াই করুন, যখন বিনা ডিপজিটে সোমপ্রকাশে পুনঃপ্রচারের অনুমতি দান করিয়াছেন, তখন কি আইনটী বলহীন হয় নাই? ইহাতে কি ৯ আইনের বিরোধি দলের বলবৃদ্ধি হইতেছে না? তাঁহারা কি এ কথা বলিতে পারিবেন না যে আমাদের অনুরোধেই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচারের অনুমতি দিয়াছেন? বিভাকর সম্পাদক যে লিখিয়াছেন "গ্লাডষ্টোন সাহেব মুদ্রণবিধি উঠাইবার জন্য বিবিধমত প্রকারে চেষ্টা করিতেছেন বটে কিন্তু এতদ্দেশীয় অদূরদর্শী ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তি বিশেষের দোষে কিছু কিছু ব্যাঘাত ঘটিতেছে। রাজপুরুষেরা ৯ আইন প্রণয়ন করিবার কিছু পরেই বঙ্গের প্রধানতম সংবাদপত্র সোমপ্রকাশ অন্তর্হিত হয়। গ্লাডষ্টোন সাহেব এই কথার উল্লেখ করিয়া উক্ত আইনের বিষময় ফল হাতে হাতে দেখাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট বলিতেন আইন নাম মাত্র হইল। এই আইন অনুসারে দণ্ডবিধান করিবার প্রয়োজন হইবে না। তবে আইন থাকাতে ভয়ে কেহ রাজদ্রোহসূচক কথা লিখিতে সাহসী হইবেন না।" তাহাই কি ফলে পরিণত হইতেছে না? আইনটী কি বাস্তবিক নামমাত্র সার হইল না? যে ডিপজিট সোমপ্রকাশের মৃত্যুবাণ হইয়াছিল, তাহাই যদি রহিত হইল, আইনের আর কি মহিমা রহিল? ডিপজিট গ্রহণ ব্যবস্থা কি ৯ আইনের প্রাণভূত নয়? বিভাকর সম্পাদক আমাদের ক্ষমা প্রার্থনার যে স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাহাই যেন আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলাম, এখন বিভাকর সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করি, ক্ষমা প্রার্থনা করিলে বিনা ডিপজিটে গবর্ণমেণ্ট সংবাদ পত্রের পুনঃ প্রচারে অনুমতি দিবেন, ৯ আইনের কোন ধারায় ইহা লিখিত আছে?

যে প্রকারে সোমপ্রকাশ পুনঃ প্রচারিত হইয়াছে, তাহার ত ইতিবৃত্ত যথাযথরূপে লিখিত হইল, এখন বিভাকর সম্পাদক কি বলেন? ইহাতে দেশের মঙ্গল না অমঙ্গল? ইহাতে দেশের গৌরব না অগৌরব? ইহাতে দেশের মান না অপমান? অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই গবর্ণমেণ্ট যে একটী অনুপম ঔদার্য্যের কার্য্য করিলেন, বিভাকর সম্পাদক তাহার গুণ গ্রহণ করিলেন না!

যাহা হউক, যে যাহা বলুন সকলই শোভা পাইতে পারে। কিন্তু নববিভাকরের সোমপ্রকাশের বিপক্ষে কোন কথা বলা উচিত হয় না। সোমপ্রকাশের সহিত বিভাকরের যেরূপ গুরুতর সম্বন্ধ তাহা তাঁহার একবার স্মরণ করা উচিত ছিল। সোমপ্রকাশ বিভাকরের জন্মদাতা। সোমপ্রকাশের যদি মৃত্যু না ঘটিত, নববিভাকর কি উদিত হইয়া দিগ্ দিগন্তরে নিজ কিরণ বিতরণ করিতে পারিত? যাহা হইতে জন্মলাভ, পুষ্টিলাভ ও উন্নতিলাভ হইয়াছে, সে যদি সহস্র দোষে দোষী হয়, তাহা হইলে তাহার দোষের কথা বলা কর্ত্তব্য হয় না। তাহাতে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। সোমপ্রকাশ যদি নববিভাকরকে নিজ গ্রাহকগণ না দিত নববিভাকরের কি এ প্রকার আকস্মিক উন্নতি লাভ হইত? সেই উন্নতি লাভের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন কি বিধেয় নয়? সোমপ্রকাশ নিজ দেহ ত্যাগ করিয়াও এরূপ সাহায্য দান না করিলে বিভাকর এত দিনে রাহুগ্রস্ত হইত সন্দেহ নাই। যে সর্ব্বস্ব দান করিয়া এই মহোপকার করিল, তাহার সেই দানের ও সেই উপকারের কি শেষে এই পুরস্কার? কি অকৃতজ্ঞতা! কি মানুষ রাক্ষসতা! সকল দোষ মার্জ্জনীয় হয়; কিন্তু অকৃতজ্ঞতা দোষ মার্জ্জনীয় নয়। বিভাকর সম্পাদক কৃতবিদ্য হইয়াও যে অকৃতজ্ঞতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন, ইহার পর ক্ষোভের বিষয় আর কি আছে? বিভাকর সম্পাদক একবার পক্ষপাতশূন্য হইয়া ভাবিয়া বলুন দেখি, যে ব্যক্তি দেশমধ্যে অকৃতজ্ঞতাবীজ বপন করে, তাহা হইতে দেশের অমঙ্গল, না যে ব্যক্তি হইতে দেশের মান রক্ষা হয়, সে ব্যক্তি হইতে দেশের অমঙ্গল?

উপসংহারে একটী কথা ব্যক্ত করিয়া বলা আবশ্যক। নববিভাকরসম্বন্ধে অনেকে ভ্রান্তিজালে আচ্ছন্ন হইয়া আছেন। তাঁহাদিগের সংস্কার এই নববিভাকর সোমপ্রকাশ সম্পাদকের সম্পত্তি। সোমপ্রকাশ সম্পাদক উহাতে লিখিয়া থাকেন। অন্য কথা কি, সে দিন বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত হোরেস কক্‌রেল সাহেবও স্পষ্টাক্ষরে এই ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক আমি নববিভাকরে লিখি না এবং উহার এক পয়সা উপস্বত্ব লই না। অথচ সাধারণে আমাদিগকে উহার লেখক ও উপস্বত্ব-ভোগী মনে করেন। সাধারণের এই ভ্রম দূর করাই সোমপ্রকাশ পুনঃ প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য। বাবু দুর্গাপ্রসন্ন [illegible] যে ঘটনা ঘটাইয়াছেন, তাহার পরেও যদি আ[illegible] সোমপ্রকাশের পুনঃপ্রচারে বিরত হইতাম, দেশের লোকে ও গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে প্রতারক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিতেন সন্দেহ নাই। বিভাকর সম্পাদক বিজ্ঞ লোক। তিনি কি সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচারে বিরত হইয়া সাধারণের এই সংস্কারকে জাগরিত করিয়া রাখিতে বলেন? সাধারণের এই প্রকার ভ্রান্ত সংস্কার হওয়াতে বিভাকর সম্পাদক কি লাভবান হইয়াছেন? এখনও যদি এই সংস্কার বলবান থাকে, তাহাতে কি তাঁহার স্বার্থসিদ্ধি আছে? তাঁহার যে প্রকার নিঃস্বার্থ পরোপকারব্রতে দীক্ষা ও শিক্ষা দেখিতে পাই, তাহাতে ত আমাদের এমন বোধ হয় না যে লোককে ভ্রান্ত রাখিয়া তাঁহার কোন স্বার্থসিদ্ধি বা ইষ্টসিদ্ধি আছে। ইহার অভ্যন্তরে আর একটী মারাত্মক কথা আছে। আজও বঙ্গদেশের এমন অবস্থা হয় নাই যে সকল পাঠকেই ভিন্ন ভিন্ন লেখকের লেখা ও রচনার ভিন্ন ভিন্ন রীতি ও উৎকর্ষ অপকর্ষ বুঝিতে পারেন। সুতরাং অনেকেই নববিভাকরের

লেখাকে আমাদের লেখা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সাধারণের এ প্রকার সংস্কার থাকাও উচিত নয়। এই সকল নানা কারণে আমাদিগকে অগত্যা সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচারে ব্রতী হইতে হইয়াছে।

## লর্ড লিটন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন।

আমাদিগের উপরে যদি কিছু স্নেহ ও মমতা থাকে, তাহা কাটাইয়া তিনি ত স্বদেশে চলিলেন। কিন্তু আমরা বড় দুঃখিত হইতেছি, তাঁহাকে অভিনন্দন দিয়া বিদায় করিতে পারিলাম না। আমরা বিস্তর অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু একটীও অভিনন্দনযোগ্য গুণ খুজিয়া পাইলাম না। ডুবুরিরা সমুদ্রে ডুব দেয়, রত্নও পায় বিষাক্ত দ্রব্যও পায়। কিন্তু আমরা তাঁহার অভিনন্দন দ্রব্য লাভার্থ অনেক ডুব দিলাম কিন্তু একটী রত্নও পাইলাম না, কেবল বিষাক্তদ্রব্যে আমাদের মস্যাধার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে আসিয়া অবধি যাহাতে প্রজারা সন্তুষ্ট হয়, তিনি এমন কোন কাজ করিয়াছেন, আমাদের ত মনে হইতেছে না। রাজা রামচন্দ্র প্রজার মনোরঞ্জনার্থ প্রাণপ্রিয়তমা গর্ভবতী জনকতনয়াকে বনে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, কিন্তু লর্ড লিটন গবর্ণর জেনরল হইয়া বঙ্গদেশের প্রধান প্রজা যে জমীদারদল, তাহার অবমাননা করিয়াছেন। তাঁহাদের অপরাধ এই, তাঁহারা স্বদেশের হিত-চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এ জন্য তাঁহাদিগকে তিরস্কার করাও হইয়াছে। তাঁহাদের দশসালা বন্দোবস্তের যে অখণ্ডনীয় স্বত্ব ছিল, লার্ড লিটন তাহা খণ্ডন করিয়াছেন, লাইসেন্স ট্যাক্স করিয়া দরিদ্র প্রজাদেরও অসন্তোষ সম্পাদন করিয়াছেন। বলিতে কি, তাঁহার উপরে কোন প্রজাই কোন অংশে তুষ্ট হয় নাই।

লার্ড লিটন ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিয়াছিলেন। ভারতেশ্বরী ভারতের প্রকৃত অধিপতি বটেন কিন্তু লর্ড লিটন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজা। প্রজার হিত সাধন, শ্রেয়োবর্দ্ধন, উন্নতিসাধন রাজার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু তিনি বরাবর ইহার বিপরীতপথগামী হইয়া চলিয়াছেন। তিনি নিজ অধীন প্রজাগণের অনিষ্ট করিয়া ম্যাঞ্চেষ্টরের ইষ্টসাধন করিয়াছেন। তাঁহার অধিকারে প্রজারা কোন অংশেই সুখী হয় নাই, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তিনি নিজে দরিদ্রপীড়ক কর সংস্থাপন করিয়া প্রজাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছেন। বিধাতা আবার তাঁহার সপক্ষ হইয়া দুর্ভিক্ষ ঘটাইয়া প্রজাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের প্রকোপে কত লোক যে জঠরানলজ্বালায় দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত লোকের যে ধর্ম্ম ও চরিত্র নাশ হইয়াছে, তাহার সীমা নাই। কত লোক যে কত প্রকার অসহ্য কষ্ট পাইয়াছে, তাহার অবধি নাই। কাবুলে যে এক অভিনয় হইয়াছে, অদ্যাপি তাহার যবনিকা পতন হয় নাই, তাহাতে লর্ড লিটনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব নাই বটে, কিন্তু তিনি তাহার একজন প্রধান নায়ক। লর্ড মেও ও লর্ড নর্থব্রুক প্রভৃতি ভাবী অনিষ্ট শঙ্কা করিয়া যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হন, তিনি অক্ষোভে অবলীলাক্রমে সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া যার পর নাই অযশোভাজন হইলেন। একটী স্বাধীন রাজ্যের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল, কত অর্থের শ্রাদ্ধ হইল, কত লোক প্রাণ ত্যাগ করিল, দেশটী অরণ্যপ্রায় হইয়া উঠিল, আপনার অধীন অসংখ্য সৈন্যও সমরাঙ্গনে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিল, শেষে ভারতবর্ষকে লইয়াও বিষম টানাটানি আরম্ভ হইল, অকৃতাপরাধে যুদ্ধের ব্যয় ভারতের স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হইল! কাবুলের উপরে তাঁহার এমনি কোপ, কাবুলকে উৎসন্ন দিবার তাঁহার এমনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে তিনি যাইবার সময়েও কান্দাহার ও গজনীর স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত করিয়া কাবুলকে অস্ত্রহীন করিয়া গেলেন। যাহা হইতে এত অনর্থ সংঘটিত হইয়াছে, আমরা কি বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন দান করিব? আমরা যদি তাঁহাকে অভিনন্দন দান করি, সাধারণের কি এই সংস্কার জন্মিবে না যে, যে সকল গবর্ণরজেনেরল ভারতের অনিষ্টকারী, তাহাদিগকেই অভিনন্দন দান করিতে হয়? তাহা হইলে কি অভিনন্দনশব্দটী কলঙ্কিত হইবে না? যে শাসনকর্ত্তা প্রজারঞ্জক, তাঁহাকেই অভিনন্দন দিতে হয়। কিন্তু আমাদের লর্ড লিটন এমনি প্রজারঞ্জক! এমনি প্রজারঞ্জনগুণে ভূষিত! পাছে নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের অধীনে প্রজারঞ্জনার্থ কোন শ্রেয়স্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, এই শঙ্কায় অগ্রে পদত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন! ফলতঃ আমরা এক দুই করিয়া গণনা করিয়া দেখিতেছি, তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া প্রজার যত অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছেন, তাহার শতাংশের এক অংশও প্রিয় কার্য্য করেন নাই। কিছু করেন নাই বলিলেই বরং সোজাসোজি বলা হয়। এক ব্যক্তি এক মাতালকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ঢাকের বাদ্য কখন ভাল লাগিয়া থাকে! মাতাল উত্তর করিল, যখন চুপ করে। আমরাও তেমনি বলি, তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া শাসন কার্য্যরূপ যেরূপ বাদ্যোদ্যম করিলেন, যদি সে বাজনা না বাজাইতেন, তাহা হইলেই ভাল হইত। অথবা এ কথা বলিলে অধিকতর সঙ্গত হয় তিনি যদি ভারতবর্ষে পদার্পণ না করিতেন, তাহা হইলে আরও ভাল হইত।

পক্ষপাতদূষিত মুদ্রাযন্ত্রসংক্রান্ত ৯ আইনটী তাঁহার প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ। তিনি যদি ঐ স্তম্ভটী উন্মূলিত করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতেন, তাহা হইলেও আমাদিগের অভিনন্দন দিবার একটী পথ থাকিত। সে অংশেও আমরা হতাশ ও বঞ্চিত হইলাম।

আমরা স্বদেশের প্রতিনিধি হইয়া এতক্ষণ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম। এখন আমাদের নিজের বিষয়ে বক্তব্য এই, তিনি আমাদের একটী মহোপকার করিয়াছেন। তিনি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণোদিত হইয়া সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচারের অনুমতি দিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা নিজে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু অভিনন্দন দান করিতে পারি না। অভিনন্দন দান করিতে গেলে সাধারণের প্রতিনিধি হইয়া দিতে হয়। কিন্তু তিনি নিজ কার্য্য দ্বারা সাধারণের অনুরাগভাজন হইয়া অভিনন্দন লাভের পথ বন্ধ করিয়াছেন।

## ইংলণ্ডের নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়।

পুরাতন মন্ত্রিসম্প্রদায় পদত্যাগ করিয়াছেন। লর্ড বিকন্সফিল্ড আপনার প্রাধান্য রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পরিশেষে সদলে কর্ম্মত্যাগ করিলেন। তাঁহার আশ্রিত সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইংলণ্ডের নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া নিন্দা করিতেছেন, কেহ ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন যে ইংলণ্ডের সর্ব্বনাশ হইবে। জাতীয় ভাব ও ইংলণ্ড সাম্রাজ্যের লোপ হইবে। বঙ্গদেশেও বিপ্লবের তরঙ্গ লাগিয়াছে। লার্ড বিকন্সফিলডের পক্ষ লোকে যেমন নিরানন্দ হইয়াছেন, উদারমতাবলম্বী দল পদস্থ হইয়াছেন বলিয়া বঙ্গদেশীয় যুবকগণ আনন্দ সাগরে ভাসমান হইয়াছেন। ইহাঁরা মনে করিতেছেন, যেন ইহাঁদেরই রাজত্ব হইল। ইহাঁদের জাগ্রৎ স্বপ্ন এই, এত দিনের পর ভারতের দুঃখ-নিশার অবসান হইল! সুখরবি উদিত হইয়া ভারতের মলিন মুখ উজ্জ্বল করিবে! কিন্তু চিত্র না করিলে আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য গিয়া যখন ভারত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতেশ্বরীর হস্তগত হয়, তখনও আমরা এইরূপ সুখস্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। অনেকে বলে, ক্ষণবিশেষে স্বপ্ন দেখিলে একে আর হয়। আমরা কি অশুভক্ষণে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, বলিতে পারি না, আমাদের অদৃষ্টে বিপরীত

ঘটনা হইল। আমরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারে যে সুখে ছিলাম, ভারত ইংলণ্ডেশ্বরীর খাস হইলে তাহা হইতে বঞ্চিত হইলাম। লিবরালদলের মন্ত্রিত্বকালে আমাদের অদৃষ্টে যে সে ঘটনা ঘটিবে না, তাহার প্রমাণ নাই। যাহা হউক, জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা এই, যুবকগণের মনোরথই পূর্ণ হউক। অপর প্রার্থনা এই, লিবরাল দলের অধীনে যাহাঁরা ভারতের শাসনকর্ত্তা হইবেন, তাঁহারা যেন কন্সরবেটিভ শাসনকর্ত্তাদিগের ন্যায় ইংলণ্ড হইতে যাত্রাকালে ইংলণ্ডে মন ও চক্ষু রাখিয়া আসিয়া ভারত শাসন না করেন।

বিকন্সফিলড দলের লোকে যাহাতে উদারমতাবলম্বী দলের গৃহবিচ্ছেদ হয়, তাহাও করিতে ত্রুটী করেন নাই। বিধি বাম হইলে সকলই বিফল হয়। লিবরল দলের সভ্য সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে আর কোন সময়ে কোন দলের এত অধিক হয় নাই। বিকন্সফিলডের দলে ২৩৫ ও গ্লাডষ্টোনের ৩৫৯। আবার এই সমস্ত লোকের এক মত ও এক প্রাণ। ইংলণ্ডেশ্বরী হার্টিংটন সাহেবকে ডাকিয়া মন্ত্রিসভা সংগঠনের অনুরোধ করেন, কিন্তু হার্টিংটন তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিলেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব থাকিতে আমি প্রধান পদ লাভের যোগ্য নহি। এই উদারভাব আজিও আছে বলিয়াই ইংলণ্ডের এত প্রভুত্ব। যে পদ পাইবার জন্য অন্য দেশের লোক কত নরহত্যা করে, কত পাপ করে, হার্টিংটন সেই পদ প্রাপ্ত হইয়াও ত্যাগ করিলেন। মহারাণী গ্লাডষ্টোন সাহেবের উপর কিছু বিরক্ত। তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে গ্লাডষ্টোনকে ডাকেন, কিন্তু যখন সমস্ত ইংলণ্ড গ্লাডষ্টোনকে মন্ত্রী করিবার জন্য উৎসুক, তখন আপনার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্বেও তিনি উদারতা গুণে গ্লাডষ্টোন সাহেবকে প্রধান মন্ত্রী এবং রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী করিয়াছেন। হার্টিংটন সাহেব ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি হইয়াছেন। হার্টিংটন সাহেবের ন্যায় ন্যায়পরায়ণ উদারচেতা লোককে ষ্টেট সেক্রেটরি পাওয়া আমাদের অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। তিনি যেরূপ উদারতা সহকারে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পদের লোভ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ভারতবর্ষের বিষয়ে তিনি কিরূপ আচরণ করিবেন, তাহারও নির্ণয় করা কঠিন নহে। যত লোকে লর্ড লিটনের শাসনপ্রণালীর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে মারকুইস অব হার্টিংটন একজন প্রধান। গ্লাডষ্টোন ও ফসেট সাহেব ভারতবর্ষের জন্য যত লড়িয়াছেন, হার্টিংটনও সেইরূপ অধ্যবসায় সহকারে ভারতবর্ষীয়দিগের মনুষ্যোচিত স্বত্ব স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব্বে জনরব উঠিয়াছিল লর্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরী হইবেন, সম্প্রতি তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে, তিনি নৌ-সৈন্যের প্রধান অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে লিবরাল দল ইংলণ্ডের শাসনকর্ত্তা হইলে ভারতবর্ষের দিকে তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ থাকিবে না। তাঁহারা স্বদেশের উন্নতি লইয়াই ব্যস্ত থাকিবেন। একজন ভাল গবর্ণর জেনরল প্রেরণই তাঁহাদের ভারতবর্ষ শাসনের শেষ সীমা হইবে। আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী সফল প্রায় হইয়াছে। সভ্য নির্ব্বাচন সভায় এত বক্তৃতা হইয়া গেল, গ্লাডষ্টোন হার্টিংটন ফসেট প্রভৃতি সদাশয়-মহাশয়গণ এত বক্তৃতা করিলেন, বক্তৃতাস্রোতে দিক প্লাবিত হইয়া গেল, কিন্তু কই ভারতবর্ষের কথা ত কেহই কিছু বলিলেন না। যদি কেহ কিছু বলিয়া থাকেন তবে সে আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে। কিন্তু আফগান যুদ্ধ ত ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থে যুদ্ধ নয় উহা ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ। যখন ১৮৭৪ অব্দে বিকন্সফিলড প্রধান মন্ত্রী হন, সে সময়েও এইরূপ চারি দিকে বক্তৃতার ঘটা পড়িয়া গিয়াছিল। রাজস্ব কার্য্যে গ্লাডষ্টোন সাহেব বৃহস্পতি। তিনি বলিয়াছিলেন অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হইবার সম্ভাবনা। টাকা উদ্বৃত্ত হইলে ইংলণ্ডীয়দিগের আয়করের কিয়দংশ উঠাইয়া দেওয়া যাইবে। তাহাতে বিকন্সফিলড (তখন ডিসরেলি) বলিয়াছিলেন, গ্লাডষ্টোনের এই কথা অত্যন্ত অন্যায়। যখন বাঙ্গালাদেশে দুর্ভিক্ষরূপ ঘোর অনল শিখা জ্বলিতেছে, তখন ইংলণ্ডের ঐ উদ্বৃত্ত রাজস্ব দ্বারা তাহার নিবারণ করাই উচিত। তিনি মুখে এই কথা বলেন বটে কিন্তু কার্য্যে ভারতবর্ষের বহু কোটী টাকা ইংলণ্ডে ব্যয় করিয়া ফেলেন, এক কপর্দ্দকও ভারতবর্ষকে দেন নাই। কিন্তু তখন তাঁহার কথায় লোকে এমনি মোহিত হইয়াছিল যে তাহাতে কতই হুলস্থুল পড়িয়া গেল। এবার মুখের কথায়ও সে আশা দেওয়া হয় নাই। তবে গ্লাডষ্টোন সাহেব মিডলোথিসনে বক্তৃতাকালে ভারতবর্ষীয় মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইনের বিষয়ে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অনুমান হয় যে উক্ত আইনের আয়ুঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। গবর্ণর জেনেরল নিয়োগের বিষয়েও আমরা যাহা ভাবিয়াছিলাম ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। লোকে ডফরেন প্রভৃতি বড় বড় লোক গবর্ণর জেনারল হইবেন ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু গ্লাডষ্টোন সর্ব্বপ্রথমে গোসেন সাহেবকে গবর্ণর জেনরল হইতে অনুরোধ করেন। গোসেন সাহেব রাজস্বকার্য্যে অতিশয় দক্ষ। গত কয় বৎসর ধরিয়া অর্থ নীতি সংক্রান্ত অনেক অতি জটিল বিষয়ের তিনি অতি সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। আমরা দুঃখিত হইলাম যে গোসেন সাহেব গবর্ণর জেনারল হইতে অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে অনুরোধ করাতে কিরূপ লোককে গবর্ণর জেনারল করা গ্লাডষ্টোন সাহেবের অভিপ্রেত, তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ হইতেছে। ৭। ৮ বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব ও আয় ব্যয় হিসাব লইয়া যে কি গণ্ডগোল করিতেছেন তাহা নির্ণয় করা যায় না। তাঁহাদের কথা শুনিয়া ভারতবর্ষীয় রাজস্বের অবস্থা অবগত হওয়া একান্ত দুষ্কর। এই আজি বলিলেন গবর্ণমেণ্ট দেউলিয়া হইয়াছে, আবার কালি দেখান হইল রাজস্ব উদ্বৃত্ত হইয়াছে। অতএব রাজস্বের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এই জন্যই গ্লাডষ্টোন সাহেব গোসেন সাহেবের মত সুদক্ষ অর্থনীতিজ্ঞ লোককে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল করিবার চেষ্টায় আছেন। এরূপ একজন প্রসিদ্ধ সচ্চরিত্র লোক আসিলে তিনিও ভারতবর্ষের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। তাঁহার নিশ্চিন্ত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনও হইয়াছে। তাঁহাকে আপাততঃ দুটী গুরুতর বিষয়ে একান্ত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে। প্রথম, বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টসকলের সঙ্গে সন্ধিবিগ্রহাদি। দ্বিতীয়, হোম রুলরদিগের সহিত বিরোধ। বিদেশীয়দিগের সহিত ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিসম্প্রদায় যে আচরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে গ্লাডষ্টোন সাহেবের অনুমোদিত নহে, ইহা সকলেই অবগত আছেন বিকন্সফিলড যাহা করিয়া গিয়াছেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না স্থির করিয়াছেন। কিন্তু যাহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে, তাহার ত মীমাংসা করিতে হইবে। এই মীমাংসা করিতে অনেক সময় লাগিবে এবং অনেক পরিশ্রম করিতে হইবে। ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টও, পাছে নূতন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কৃতকার্য্য উল্টাইয়া দেন এই ভয়ে অনেক বিষয়ে এমন গোল বাঁধাইয়া গিয়াছেন যে তাহা পরিষ্কার করা অত্যন্ত কঠিন হইবে। লর্ড লিটন কান্দাহারে যাহা করিয়াছেন, উদাহরণ স্বরূপ তাহা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। কাবুলের কিরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে তাহার এখনও কিছু স্থির হয় নাই। ইহার মধ্যে লর্ড লিটন কান্দাহারকে কাবুল রাজ্য হইতে পৃথক করিয়া তথায় এক জন শাসনকর্ত্তা বসাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে লর্ড লিটনের যে কি সুবিধা হইল তাহা বুঝা যায় না। তিনি প্রথম হইতে বলিয়া আসিতেছেন, কাবুল সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তাহার পর সহসা এইরূপ কাবুলের এক খণ্ড স্বাধীন করিয়া দেওয়া শুদ্ধ কাবুল ঘটিত একটা বন্দোবস্ত যাহাতে শীঘ্র না হয় বোধ হয় তাহাই উদ্দেশ্য। ইহাতে কেবল আগতপ্রায় গবর্ণর জেনারলের কার্য্য পথে কণ্টক অর্পণ করা হইল।

গ্লাডষ্টোন সাহেবের দ্বিতীয় দুর্ভাবনার বিষয় হোমরুলরদিগের সহিত বন্দোবস্ত। হোমরুলর নামে একদল লোক ইংলণ্ডে হইয়াছেন, তাঁহারা বলেন ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আয়রলণ্ডে স্থানীয় কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য স্বতন্ত্র পার্লিয়ামেণ্ট হউক এবং সমস্ত সাম্রাজ্যের উপর বর্ত্তমান পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃত্ব করুন। ইহাঁদের দলে কত লোক, তাঁহাদিগের শক্তি কত দূর, তাহা অবগত হওয়া যায় না, কিন্তু ইহাঁদের দল যে ক্রমশঃ পুষ্ট হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই। অধুনাতন পার্লিয়ামেণ্টে ইহাঁদের ৬০ জন মেম্বর আছেন। গ্লাডষ্টোন সাহেব হোম রুলার মতের পক্ষপাতী নহেন। সুতরাং তাঁহার সহিত হোমরুলরদিগের বিবাদ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বর্ত্তমান পার্লিয়ামেণ্টে হোম রুলরদিগের প্রাধান্য হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাঁহারা এবার যুঝিতে ত্রুটী করিবেন না।

মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পদত্যাগ প্রযুক্ত ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারিগণের কিরূপ রাজনীতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে জানিবার জন্য কৌতূহল হইতে পারে। বাস্তবিকও উহা কৌতুকের বিষয়। অনেক কর্ম্মচারী ইহারই মধ্যে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন ইংলণ্ড উদারমতাবলম্বী, আমরাও তাহাই। যাঁহারা উচ্চ শিক্ষার একান্ত বিরোধী, যাঁহাদের যত্নে মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারাও ভারতবর্ষীয়দিগের মঙ্গলের জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন। সর জর্জ কুপার উচ্চ শিক্ষার যত সুহৃৎ তাহা কে না জানে? মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন হইবার সময়ে তাঁহার বক্তৃতা কাহার অবিদিত আছে। তিনি ক্যানিং কালেজের পারিতোষিক বিতরণ স্থলে এই মর্ম্মের বক্তৃতা করিয়াছেন "সদ্বংশজাত যে সকল ছাত্র ক্যানিং কালেজে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিবে তাহাদের উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইল, তদ্দ্বারা অনায়াসে তাহারা ভারতবর্ষীয় সিবিল সার্ব্বিশে প্রবেশ করিতে পারিবে। অতএব এখন যদি তালুকদারের সন্তানেরা তাঁহাদের সন্তানদিগকে সুশিক্ষা না দেন তবে সে তাঁহাদের দোষ।" বায়ু যখন যে দিক দিয়া বহে, পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষাদিও সেই দিকে হেলিতে থাকে। ইংলণ্ডের রাজনীতির প্রবাহ যে দিক দিয়া বহে ভারতবর্ষস্থ অনেক সাহেবই সেই দিকে আত্ম সমর্পণ করেন। যাহা হউক, আমরা আশাপথ চাহিয়া রহিলাম।

---

## শিবপুর কলেজ ও ঢাকা ওয়ার্কশপ।

শিক্ষিতগণ! তোমাদের ত বড় বিপদ দেখিতেছি। ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় মুসলমানজাতীয় একজন জিগীষু রাজা বহুসংখ্যক লোককে বন্দীকৃত করিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষার্থ খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করা কষ্টকর বিবেচনা করিয়া এককালে সকলের প্রাণহত্যা করিয়াছিল, তেমনি ইংলণ্ডেশ্বরীর নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় তোমাদের সকলের জীবিকা সংস্থান দুরূহ ও কষ্টকর বোধ করিয়া এককালে তোমাদের সকলকে তোপে উড়াইয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন! অতএব তোমাদের বড় বিপদ, এ কথা আমরা বলিতেছি না। আমাদের রাজারা মুসলমানজাতীয় রাজা নন। আমরা তোমাদিগের বাস্তবিক বড় বিপদ দেখিতেছি। একদিকে প্রতিবৎসর তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, ওদিকে তোমাদের জীবিকার পথ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। গবর্ণমেণ্টের নিকটে আশাদ্বার সংকীর্ণ হইয়াছে। উচ্চতর রাজপদগুলি তোমাদের পক্ষে কণ্টকাকীর্ণ, তৎপদ লাভে তোমাদের আশা নাই বলিলেই হয়। আমাদের গবর্ণমেণ্ট বহুজাতীয় বহুবিধ লোকের ভরণ-পোষণ-কারী। যাহাঁরা তাঁহাদের প্রিয়পাত্র, উচ্চ রাজপদগুলি তাহাদের জন্যই রাখিয়াছেন। তোমরা বিনা পরীক্ষায় সিবিল সর্ব্বেণ্ট হইবে বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিলে, কৌতুককর দেশীয় সিবিল সর্ব্বেণ্ট পদের সৃষ্টি করিয়া তোমাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। ফিরিঙ্গিরাও তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে, সামান্য পদগুলিও যে তোমরা নির্ব্বিঘ্নে পাও, সে সম্ভাবনাও অল্প। দিন দিন যেরূপ আকার দেখা যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, কিছু দিন পরে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিয়া চাকরীতে তোমাদের মাসিক ১০। ১৫ টাকা উপার্জ্জন করা কঠিন হইয়া উঠিবে। তোমরা এ বিপদ-শান্তির কি উপায় স্থির করিয়াছ? স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের পথ শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য। তাহাতে তোমরা অভ্যস্ত নও। উচ্চতর বাণিজ্যদ্বারও এক প্রকার রুদ্ধ। তাহাতে বিশাল মূলধন, অধিকতর পরিশ্রম, দৃঢ়তর অধ্যবসায় আবশ্যক। সেদিকেও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। শিল্পকার্য্যে ইউরোপীয়দিগকে অতিক্রম করা বড় কঠিন কর্ম্ম। একে ত তাহারা শিল্পকার্য্যে বহুদিনের অভ্যস্ত, তাহারা শিল্প দ্রব্যের যেরূপ উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিবে, এদেশীয়দিগের দ্বারা সেরূপ হইবার সম্ভাবনা অল্প। দ্বিতীয়তঃ ইউরোপীয়দিগের এক প্রকার দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা এই, এদেশীয়েরা কি শিল্প কি বাণিজ্য কোন বিষয়ে তাহাদিগকে পরাভব করিতে না পাবে। আপনাদের প্রাধান্য অব্যাহত রাখিবার জন্য সৎই হউক আর অসৎই হউক যে কোন উপায় আছে, তাহার অবলম্বনে অনেকে পরাঙ্মুখ হয় না। যে এক কৃষিকার্য্য আছে, ইউরোপীয় অধ্যবসায় তাহারও অপ্রতিযোগী নয়। প্রতিযোগী থাকিলেও ঐ একমাত্র আশাস্থান আছে। উহার উন্নতি-সাধন করিতে পারিলে কিছু লাভ হয় বটে, কিন্তু সকল শিক্ষিতই যদি সেই লাভের লোভে উন্মুখ হন, সেই লাভ "উষ্ট্রকস্য মাংসং ভাগশতং" হইয়া পড়িবে। উহারও বহু ভাগী আছে, এদেশে কৃষক বলিয়া যে সম্প্রদায় আছে, তাহারাই সেই ভাগী। শিক্ষিতেরা যদি কৃষিকার্য্য আপনাদের একায়ত্ত করিয়া লইতে যান, তাহা হইলে তাহাদের অন্নের হন্তা হইতে হইবে। সেটীও দেশের একটী অমঙ্গলের কথা।

আমরা দেখিতেছি কতকগুলি শিক্ষিত লোক নিরুপায় ও হতাশ হইয়া যাত্রার দল আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের দেশ আমোদপ্রিয়, ইহাতে কতকগুলি লোকের অন্ন সংস্থান হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাতে দেশের উন্নতি লাভের সম্ভাবনা নাই। ইহা এক প্রকার নিকৃষ্ট ব্যবসায়। শিক্ষিতগণ এখন তোমরা কি করিবে? চাকরীর আশা পরিত্যাগ করিয়া কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প এই তিনটী বিষয় অবলম্বন কর। ইহাতেও প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী আছে সত্য কিন্তু ভারত তোমাদের দেশ, তোমাদের জন্মভূমি, তোমরা যদি অধ্যবসায়শীল হইয়া এই সকল বিষয়ে মনোনিবেশ কর, স্বার্থলোভ তোমাদের পশ্চাতে থাকিয়া উত্তেজনা করিতে থাকে এবং ন্যায়পথে থাকিয়া তোমরা উহার উন্নতি সাধনের চেষ্টা পাও, তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপে না হউক বহু অংশে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে সন্দেহ নাই। শিল্প বিষয়ে তোমাদিগকে কার্য্যপটু করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন স্থানে স্থানে তোমাদিগের কার্য্যশিক্ষার্থ বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। তোমরা এই সময়ে বদ্ধপরিকর হও। বর্ত্তমান শতাব্দীতে শিল্পশিক্ষা বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছে। বড় বড় লোক সকলও এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দান ও নিজ নিজ ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছেন।

ফলতঃ, উনবিংশ শতাব্দী অন্য কার্য্যের নিমিত্ত যত না হউক, শিল্প ও পূর্ত্ত কার্য্যের নিমিত্ত বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই শতাব্দীতে লেসেপ্স সাহেব জন্মগ্রহণ করিয়া সুয়েজ খাল খনন করিয়া আপনার পূর্ত্তকার্য্যদক্ষতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। দুর্ভেদ্য আল্পসও সুহৃদয় ভেদ করিয়া তাহার মধ্য দিয়া লৌহবর্ত্মের অবকাশ প্রদান করিয়াছে। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড উভয়ের মধ্যে ভূমির নিম্ন দিয়া পথ হইবার জল্পনা শুনিতেও পাওয়া যায়।

আটলাণ্টিক সাগরের উপর দিয়া রেল চালাইবার প্রস্তাবও হইতেছে। বৈদ্যুতিক তারে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানই প্রায় ব্যাপ্ত হইয়াছে। লেসেপ্স সাহেব সেবার আষ্ট্রাকান হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত রেল করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী প্রদেশস্থ রাজ্য সকলের বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন তিনি পূর্ণমনোরথ হইতে পারেন নাই। অধুনা তিনি এই প্রাচীন বয়সে পানামা যোজকের মধ্য দিয়া একটী খাল খনন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। তিনি যে ইহার শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়া যান, এমন বোধ হয় না, কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত কার্য্য শেষ হইলে নাবিকদিগকে আর সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকা বেষ্টন করিতে হইবে না, যে পথে যাইতে বহুদিন লাগিত, তাহা একদিনের মধ্যেই যাওয়া যাইবে। ইউরোপে প্রস্তাব হইতেছে, একটী খাল কাটিয়া ডেন্মার্ককে ইউরোপ হইতে স্বতন্ত্র করা হইবে। তাহা হইলে বাণিজ্যতরি অনায়াসে বল্টিক সাগর হইতে জর্ম্মণ সমুদ্রে আসিতে পারিবে, আর বিপদসঙ্কুল স্কাগারা দিয়া যাইতে হইবে না।

আমাদের দেশেও পূর্ত্তকার্য্যের মহা উন্নতি হইয়াছে। যে সকল বৃহৎ বৃহৎ সেতু নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাতে ইংরাজ রাজপুরুষগণের নাম চিরকাল দেদীপ্যমান থাকিবে সন্দেহ নাই। শোণ-সেতু শতদ্রু সেতু প্রভৃতি ইংরাজজাতির বিজ্ঞান বিদ্যার কীর্ত্তিস্তম্ভ।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্বভাবসিদ্ধ উদারতাগুণের বশীভূত হইয়া ভারতবর্ষবাসিদিগকেও এই বিদ্যা শিখাইবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহারা কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খুলিয়া ভারতবর্ষবাসীদিগকে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়াছেন। অনেকগুলি বাঙ্গালী একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছেন। অনেকে স্ব স্ব কার্য্যে বিলক্ষণ নৈপুণ্যও প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যে শিক্ষা হইত, তাহাতে হাতে কর্ম্ম শিক্ষা হইত না। কেবল পুস্তক হইতেই শিক্ষা দেওয়া হইত। অধুনা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ উঠাইয়া দিয়া শিবপুরে একটী নূতন বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহাতে পুস্তক হইতেও শিক্ষা দেওয়া হইবে, হাতেও কাজ শিখান হইবে। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহারা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে পারিবে। ইহাতে পাঁচটী শ্রেণী খুলা হইয়াছে। ১। সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং ২। মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং। ৩। সিবিল ওবরসিয়ার। ৪। মেকানিকাল ওবরসিয়ার। ৫। ড্রাফ্‌টস্‌মান। ছাত্রগণের সুবিধার জন্য ২০ টী বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ছাত্রগণের থাকিবার স্থানেরও বন্দোবস্ত হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রধান অধ্যাপক ডাউনিং সাহেব অধ্যক্ষ হইয়াছেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে ছাত্রগণের কোন কষ্ট নাই। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার জন্য এত লোক আবেদন করিয়াছে যে শিবপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে তাহাদের থাকিবার স্থান পাওয়া যাইতেছে না। এ জন্য ডিরেক্টর সাহেব ১লা জানুয়ারির পূর্ব্বে আর আবেদন গ্রহণ করিবেন না স্থির করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। উক্ত সময়ের মধ্যে অন্ততঃ দুই শত ছাত্রের বাসোপযোগী বাটী নির্ম্মিত হইবে।

সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সঙ্গে সঙ্গে ডিহিরির কার্য্যালয়ও উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তথাকার ছাত্রেরা নূতন বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তথাকার অধ্যাপক কোবেকার্স সাহেবও নূতন বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শুনিতেছি নাকি এই সঙ্গে ঢাকার শিল্পবিদ্যালয়টীও উঠিয়া যাইবে। ঢাকার বিদ্যালয়টী ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক বাবু দীননাথ সেনের যত্নে স্থাপিত হয়। দীন বাবু বাল্যকাল অবধি কর্ম্মকার ও সূত্রধার প্রভৃতির কার্য্য অভ্যাস করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম যখন নর্ম্মাল স্কুলের সঙ্গে শিল্পশ্রেণী খুলেন, তখন গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। যখন দেখিলেন ঢাকার উন্নতিপ্রিয় যুবকগণ তাঁহার নিকটে শিক্ষা লাভার্থ উদ্যোগী হইয়াছেন, তখন তিনি প্রত্যহ ৪ টা অবধি ছয়টা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। পরে সর জর্জ ক্যাম্বেল সাহেবের শাসনকালে তিনি সাহায্য প্রাপ্ত হন। তদবধি বিদ্যালয়ের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। দীন বাবুরও উন্নতি হইয়াছে। তিনি স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। কিন্তু যে পেণ্ডুলম চালিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজিও চলিতেছে। আজিও সে বিদ্যালয়ে নানাবিধ দেশহিতকর ব্যবসায় শিক্ষা হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, বিদ্যালয়টী উঠাইয়া দিবেন। কিন্তু আমরা এরূপ বিদ্যালয় উঠাইয়া দিবার যুক্তি বুঝিতে পারিতেছি না। ডিহিরির বিদ্যালয় উঠাইয়া দেওয়াতে বিশেষ ক্ষতি নাই। কারণ, ডিহিরি শিক্ষার্থী ছাত্রে পূর্ণ বিশেষ প্রসিদ্ধ স্থান নহে, বিদেশ হইতে ছাত্র গিয়া তথায় শিক্ষা করিত; সুতরাং সে বিদ্যালয় উঠিয়া যাওয়াতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু ঢাকা ডিহিরির মত স্থান নয়, কলিকাতা যেমন ঢাকাও প্রায় তেমনি, উহা পাশ্চাত্য-সভ্যতা-প্রসারের একটী কেন্দ্র। ওরূপ স্থান হইতে বিদ্যালয় উঠাইয়া দিলে অত্যন্ত অসুবিধা ঘটিবে। ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রেরা কিছু শিবপুরে আসিতে পারিবে না। উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যয়ও অল্প। উহার বিশেষ গুণ এই যে, উহা এদেশীয় লোক দ্বারা এদেশীয় পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত ও চালিত হইতেছে। অতএব ঐ বিদ্যালয়টী উঠাইয়া দেওয়া কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না।

---

## দিবাকরের পুনরুদয়কামনা।

দিবাকর সৌরজগৎ-শৃঙ্খলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এককালে অদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন, জগৎ অন্ধকারময় হইয়াছে, সৃষ্টি লোপ হইতে বসিয়াছে। অতএব দেবগণের ন্যায় আমরা তাঁহার পুনরুদয় কামনা করিতেছি। পাঠক উপরের শীর্ষকটী দেখিয়া কি তাই ভাবিতেছেন? তা নয়। দিবাকর নামে আমাদের সহযোগী একখানি সমাচারপত্র ছিল। সোমপ্রকাশের মৃত্যু হইলে তিনি আমাদিগের সপক্ষতা করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহারও প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। এক্ষণে সোমপ্রকাশ জীবন লাভ করিল, দিবাকর মৃত অবস্থায় থাকেন কেন? আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকটে তাহারই পুনরুদয়-কামনা করিতেছি। দিবাকর সম্পাদকের প্রতিও আমাদিগের বক্তব্য এই, তিনি মাননীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করুন, অবশ্যই তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবে। এ সম্বন্ধে আমাদিগের রাণীগঞ্জের সংবাদদাতা যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে গৃহীত ও প্রচারিত হইল।

"সোমপ্রকাশ ত পুনর্জীবন লাভ করিলেন। যখন ইহার ঘোর বিপদ উপস্থিত, সে সময় ইহার উদ্ধারে বিশেষ প্রয়াসবান হইয়া যে একখানি সংবাদ পত্র সোমপ্রকাশের সঙ্গে গতজীবন হয়, তাহার পুনঃ প্রকাশের এখন উপায় কি? যে কৃপাবলে সোমপ্রকাশের উদ্ধার সাধন হইল, সেইরূপ কৃপার কণা মাত্র প্রক্ষিপ্ত না হইলে এ কাগজ খানির ত গত্যন্তর দেখা যায় না। যে কাগজ খানি সে সময়ে সোমপ্রকাশের রক্ষার্থ এত বদ্ধপরিকর হয়, তাহার নাম "দিবাকর"। বীরভূম হইতে সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছিল। ইহার কার্য্য অধিক দিন না চলিতে চলিতে সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব ইহাতে উদিত হয়। প্রস্তাবটী তাদৃশ কঠোরভাষায় লিখিত হয় নাই, কিন্তু তদানীন্তন মাজিষ্ট্রেট (গ্রাণ্ট) সাহেবের সম্মুখে সেই প্রস্তাবটী গ্লানিকর ও বিদ্রোহের উদ্দীপক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এ কাগজের অধ্যক্ষ বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁহার বহুবার লেখালেখি চলে। দক্ষিণা বাবুর গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে অন্য কোন সংস্রব নাই। তিনি বীরভূমের কমিটীর অন্যতর

সদস্য মাত্র। তিনি পত্রের ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, পত্রিক বড় মন্দ হইবার সম্ভাবনা। এই হেতু কাগজের প্রচার বন্ধ করিয়া দিলেন। কাগজখানি কয়েক মাস মাত্র জীবিত ছিল, ইহার লেখাও অতি পরিপাটী হইতেছিল। এত দিন ইহার কার্য্য চলিলে এটী সাধারণ্যে সমাদৃত হইত ও দেশের ভূরি উপকার সাধনে সমর্থ হইত। এখন কথা হইতেছে, এটী এখন কি উপায়ে পুনঃ প্রকাশিত হয়। আমাদের ছোট বাহাদুর অতি হৃদয়বান্ লোক। সোমপ্রকাশের প্রচার বন্ধ হওয়াতে দেশের কত যে ক্ষতি হইতেছিল, তাহা এত দিন নীরবে অনুধাবন করিয়া এখন প্রকাশের আদেশ প্রচার করিলেন তদ্দ্বারা আপন মহানুভবতার সামান্য পরিচয় দিলেন না। আমরা বলি, তাঁহার এক অংশে আর কলঙ্ক থাকে কেন? এ সামান্য মাত্র কাগজের প্রচার বন্ধ রাখিয়া রাজ্যের কি বিশেষ উপকার দর্শিবে? আমি বলি, তিনি কৃপা করিয়া এখনকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট অনুসন্ধান লইয়া অধ্যক্ষকে প্রচারের অনুমতি করুন। এ কার্য্যে বীরভূমবাসিমাত্রেই ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তাঁহার দীর্ঘ-জীবন কামনা করিবে।

---

## কাহা হইতে আদালতের জীবন রক্ষা হইতেছে?

যাঁহাদের তর্কশক্তি নাই, পরিণাম-বিবেচনা করিয়া উত্তর দিবার ক্ষমতা নাই, এবং চিন্তাশক্তি নাই, তাঁহারা, কাহা হইতে আদালতের জীবন রক্ষা হইতেছে? এই প্রশ্নের এই উত্তর দিবেন কেন গবর্ণমেণ্ট হইতে। পাঠক একবার তর্ক করিয়া দেখুন দেখি, এটী সদুত্তর হইল কি না? কেহ যদি মকদ্দমা না করে, অর্থী প্রত্যর্থী না জুটে, তাহা হইলে কি গবর্ণমেণ্ট আদালত রক্ষা করিতে পারেন? তবে বল, অর্থী প্রত্যর্থীই আদালতের রক্ষাকর্ত্তা। না, পাঠক! তাহাও নয়। অন্য দুই একটী উদাহরণরূপ শাণ দিয়া তর্কশক্তিকে ধারাল করিয়া তুল, তাহার পরে স্থির করিয়া বলিতে পারিবে আদালতের রক্ষাকর্ত্তা কে? নদীকে কে রক্ষা করে? পর্ব্বতের প্রস্রবণ। তাকে আবার কে রক্ষা করে? মেঘ। মেঘ হইয়া বৃষ্টি না হইলে প্রস্রবণ শুষ্ক হইয়া যায়। সেই মেঘের রক্ষার কারণ কে? সমুদ্র। সূর্য্যকরসংযোগে সমুদ্রের জল বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হয়। এখন পাঠক এইরূপে তর্কশক্তি খাটাইয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, আদালতের রক্ষাকর্ত্তা কে?

আমরা উপরে প্রমাণ করিয়া দিলাম, গবর্ণমেণ্ট আদালতের রক্ষাকর্ত্তা নন। আপাততঃ অর্থী ও প্রত্যর্থীকে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বোধ হয় বটে কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বাস্তবিক তাহারাও নয়। মকদ্দমা করিবার যে প্রকার কার্য্যপ্রণালী, আইনের যে প্রকার জটিলতা, তাহাতে অসহায় হইয়া অর্থী প্রত্যর্থীর মকদ্দমা করিবার ক্ষমতা নাই, তাহারা আদালতে গিয়া যদি সহায়তা না পায়, তাহা হইলে কি মকদ্দমা করিতে পারে? উকীল, মোক্তার, কৌন্সলি প্রভৃতি অর্থী প্রত্যর্থীর যে যে সহায়দল আছেন, তাঁহারাই আদালতের প্রকৃত রক্ষক। সূর্য্য ব্যতিরেকে যেমন পৃথিবী থাকে না, উহাদের ব্যতিরেকে তেমনি আদালত ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারে না। আদালত আবার উহাদের রক্ষক। কথায় বলে "বনরক্ষক শিবা, শিবারক্ষক বন।" তেমনি আদালতরক্ষক উকীল ও উকীল রক্ষক আদালত।

উকীলেরা যে কিরূপে আদালতের রক্ষাকর্ত্তা হইলেন, তাহা বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিলেন। তথাপি আমরা আর একটু বিশদ করিয়া বলি। বোধ কর একটি ঘটনা ঘটিল, একজন অর্থী ও একজন প্রত্যর্থী হইল, উভয়েই আদালতে গেল, একজনের ন্যায় একজনের অন্যায় আছে সন্দেহ নাই। উকীলেরা দুই দল হইলেন, উভয় দলেই উভয় পক্ষের সমর্থন করিলেন। মকদ্দমা চলিতে লাগিল। কিন্তু কেহ যদি অন্যায় পক্ষ আশ্রয় না করেন, কেহ যদি অন্যায়কারীকে উৎসাহ না দেন, তাহার অন্যায় তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন, কেহ যদি তাহার উকীল না হন, কাজেই তাহাকে মকদ্দমা হইতে বিরত হইতে হয়। পাঠক! এখন দেখুন প্রতিপন্ন হইল কি না উকীলেরাই আদালতের রক্ষক। নদীমাতৃক দেশে নদীর জলেই যেমন শস্যের জীবন রক্ষা হয়, উকীল হইতেই তেমনি আদালতের রক্ষা হইতেছে। এটী ঠিক কথা কি না পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন।

যে কারণে আজ আমাদের মনে এবিষয়টীর উদয় হইল, তাহা এই—সম্প্রতি ইংলণ্ডে এক ব্যক্তির স্ত্রী বাজারে গিয়া এক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ধারে কতকগুলি দ্রব্য ক্রয় করে। ব্যবসায়ী ঐ স্ত্রীর স্বামীর নিকটে বিল পাঠাইয়া দেয়। উহার স্বামী এক পয়সাও দিল না, বলিল আমার স্ত্রীকে আমি বাজার হইতে দ্রব্য ক্রয় করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছি। ব্যবসায়ী আদালতে নালিশ করিল। নিম্ন আদালতে তাহার পরাজয় হইল। তাহার আপীল করিল। সেখানেও পরাজয় হইল। পাঠক দেখুন কেমন চমৎকার কাণ্ড। কেমন মকদ্দমার আপীল পর্য্যন্ত হইয়া গেল! উকীলেরা আর্থীকে যদি নিবারণ করিতেন, তাহা হইলে কি এ মকদ্দমা হইত? দুরবগাহ জটিল বিষয় নয় যে উকীলেরা বুঝিতে পারেন নাই। যে স্ত্রী ধারে দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনে, তাহার স্বামী যখন বলিল সে অনুমতি দেয় নাই, সে যে তাহার দায়ী নয়, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্ত্রী যদি ইচ্ছামত ঋণ করিয়া টাকা অন্যকে দেয়, স্বামী কি তাহার দায়ী হইবে? আমাদের দেশে স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে কি ধর্ম্মকর্ম্ম কি ব্যবহার কার্য্য কোন বিষয়েই স্ত্রীর স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবার অধিকার নাই। অন্য দেশে এরূপ শাস্ত্র না থাকুক, যুক্তি ত আছে? স্ত্রী যখন স্বামীর পরাধীন, তখন স্বামীর মতনিরপেক্ষ হইয়া স্বতন্ত্রভাবে কোন কার্য্য করিলে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। যদি বল ইউরোপীয় স্ত্রীরা স্বাধীন, স্বামীর পরাধীন নন। তাহা হইলে ত যুক্তি আরও পরিষ্কার। স্বাধীন পুরুষ স্বাধীন স্ত্রীর ঋণের দায়ী হইবেন কেন?

আমরা যে মকদ্দমাটীর উল্লেখ করিলাম বোধ হয় ইহার মত পরিষ্কৃত মকদ্দমা আর হয় না। এমন পরিষ্কৃত সন্দেহশূন্য মকদ্দমা যাঁহাদের প্রসাদে হয়, তাঁহারাই কি আদালতের জীবনভূত নন? তাঁহারা কেবল আদালতের রক্ষার উপায় নন, গবর্ণমেণ্টেরও আয়ের প্রশস্ত দ্বার।

এখন প্রশ্ন এই উকীলের সংখ্যাবৃদ্ধি দেশের মঙ্গলের কারণ কি না? ভরণ পোষণ-পর্য্যাপ্ত শস্য দেশমধ্যে উৎপন্ন না হইলে যেমন দেশের অমঙ্গল হয়, উকীলের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে তেমনি অমঙ্গল ঘটিতেছে। এই অমঙ্গল নিবারণের একটী উপায় করা আবশ্যক। সম্প্রতি লিবারালদল মন্ত্রিসম্প্রদায় হইয়াছেন। তাঁহারা পরিবর্ত্তনপ্রিয়। তাঁহাদের মত উদার। তাঁহারা নূতন বন্দোবস্ত ভাল বাসেন। অতএব আমরা তাঁহাদিগের নিকটে উকীলদিগের বিষয়ে একটী নূতন বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিতেছি, উকীলদিগকে সরান একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এত বিচারপতির পদ নাই যে সেই সেই পদে ইহাদিগকে পাঠাইয়া দিবেন। কাবুলে যুদ্ধ উপস্থিত আছে, গবর্ণমেণ্ট সেইখানে ইহাদিগকে সৈন্যদলে নিযুক্ত করুন। যাহার যেমন গুণ ও ক্ষমতা তদনুসারে তিনি তেমনি পদস্থ হউন। সৈন্যদল মধ্যে ইহাঁদের প্রথম পাইবার যোগ্য জমাদার সুবেদার লেপ্টেনেণ্ট কাপ্তেন প্রভৃতি অনেকগুলি কাজ আছে। প্রথমে সেই সেই পদে অধিষ্ঠিত হউন, তাহার পর ক্রমে উন্নতি লাভ করিবেন। ক্রমে অভ্যাস দ্বারা সাহসিকতা ও কার্য্যপটুতাও জন্মিবে।

কেমন পাঠকগণ এ কি মন্দ প্রস্তাব? আপনারা কি ইহাতে অনুমোদন করেন না?

---

## নূতন গবর্ণর জেনরল।

বুধবার তারে সংবাদ আসিয়াছে, মারকুইস রিপন ভারতবর্ষের গবর্নর জেনরল হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত লোকে গবর্ণর জেনারল নিয়োগের বিষয়ে যাঁহাকে যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যে যে বিতর্ক করিয়াছিলেন, সে সমস্ত বিফল হইল। কেহ বলিয়াছিলেন কানাডার ভূতপূর্ব্ব সুদক্ষ গবর্ণর ডফরেন্ সাহেব গবর্ণর জেনারল হইবেন। কেহ ভাবিয়াছিলেন ডিউক আর্গাইল গবর্নর জেনরল হইবেন। গ্লাডষ্টোন সাহেব সেঙ্গিন গোসেন সাহেবকে ভারতবর্ষে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহাতে সকলের সংস্কার হইয়াছিল, বিলাতের কোন বিখ্যাতনামা উদার নীতিজ্ঞ ভারতবর্ষে মহারাণীর প্রতিনিধি হইবেন। সকলের সকল আশা ব্যর্থ হইল। কিন্তু উপস্থিত নিয়োগে আমাদের অসন্তুষ্ট হইবার বিশেষ কারণ দেখিতেছি না। লর্ড রিপন যদিও উদারমতাবলম্বীদিগের অধিনায়ক নহেন, কিন্তু ইনি একজন অতি উচ্চ পদবীর লোক। যাঁহারা এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মারকুইস উপাধিধারী অতি বিরল। ইহাঁর পৈতৃক সম্পত্তি যথেষ্ট, বয়স ৫৩ বৎসর, ইনি দক্ষতা সহকারে অনেক প্রধান প্রধান রাজকার্য্যও করিয়াছেন, সুতরাং ইনি যে ষ্টেট সেক্রেটরি অথবা প্রধান মন্ত্রীর ধামাধরা হইবেন এরূপ বিশ্বাস হয় না। ইহাঁর পিতা কিছু দিনের জন্য ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে রিপনের আরল হন। আমাদের গবর্ণর জেনরল সাহেব ১৮২৭ খ্রীঅব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৯ খ্রীঅব্দে পিতার পরলোকান্তে ইনি পৈতৃক সম্পত্তি ও উপাধির উত্তরাধিকারী হন। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে ইনি কমন্স হাউসের সভ্য হইয়াছিলেন। যে বৎসর পিতার মৃত্যু হয়, সেই বৎসরেই ইনি যুদ্ধ বিভাগের অণ্ডর সেক্রেটরি হন। পরে অল্প দিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের অণ্ডর সেক্রেটরি হইয়াছিলেন। সার জি সি লুইসের মৃত্যু হইলে ১৮৬৩ খ্রীঅব্দে ইনি স্বীয় দক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ যুদ্ধ বিভাগের সেক্রেটরির পদ প্রাপ্ত হন এবং মন্ত্রিসভার অন্যতম সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। পরে যখন ১৮৬৬ খ্রীঅব্দে সর চার্লস উড ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরির পদত্যাগ করেন, সে সময়ে ইনি কিছু দিন ষ্টেট সেক্রেটরির কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৭১ খ্রীঅব্দে আমেরিকার সহিত সন্ধি করিবার জন্য যে কমিশন পাঠান হয় ইনি সেই কমিশনের সভাপতি হন। এ কার্য্যে ইনি এরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে মহারাণী তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে মারকুইস উপাধি প্রদান করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ইহাঁকে ডি সি এল উপাধি প্রদান করিয়াছেন। ইনি ইংলণ্ডের এক জন লর্ড লেফ্টনাণ্ট ও মাজিষ্ট্রেট। ১৮৭৩ খ্রীঅব্দে লর্ড জেটলণ্ডের মৃত্যুর পর ইনি ইংলণ্ডীয় ফ্রিমেশন দিগের অধিনায়ক অথবা গ্রাণ্ডমাষ্টার হন কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই কোন কারণ বশতঃ সেই অধিনায়কতা পরিত্যাগ করেন। এক্ষণে ঐ ফ্রিমেশন দলের প্রতি ইহার বিশেষ বিদ্বেষ। কারণ এই, দিবা করিয়া গোপনে যে সমাজে প্রবেশ করিতে হয়, ইনি সে সমাজ ভাল বাসেন না। ১৮৭৪ খ্রীঅব্দে ইনি রোমান কাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইহাঁর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ লইয়া ইংলণ্ডে মহা হুলস্থূল পড়িয়া যায়। ইহার একটী পুত্র, তিনি আরল, তাঁহার নাম ফ্রেডরিক ওলিভর।

ইহাঁর জীবন চরিত পাঠ করিয়া আমাদের একটী বিষয়ে আশার সঞ্চার হইতেছে। ইনি গ্লাডষ্টোনের দলাক্রান্ত রোমান ক্যাথলিক। সুতরাং ইহার অধিকার কালে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যয় উঠিয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষ প্রতি বৎসর ১৫।১৬ লক্ষ টাকা পাদরীদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন। এই পাদরীরা আবার ইংলিস চর্চ্চের পাদরী। ভারতবর্ষে যত সাহেব আছেন, তাহার অনেকেই ইংলিস চর্চ্চের নহেন। ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ খৃষ্ট ধর্ম্মবলম্বী নয়। ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনারল রোমান ক্যাথলিক যাঁহার হস্তে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের ভার, তিনি স্বয়ং আয়রলণ্ড হইতে প্রোটেষ্টাণ্ট চর্চ্চ উঠাইয়া দিবার প্রধান উদ্যোগী। এ অবস্থায় কয়েক জন মাত্র ইংরাজ কর্ম্মচারীর সুবিধার জন্য বৎসর বৎসর ১৫। ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় রহিত হওয়া অসম্ভাবিত নহে।

উপসংহারে বক্তব্য এই, ইহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে ভারতের শুভ লাভের যেমন আশা সঞ্চার হইতেছে, তেমনি ইহাঁর ধর্ম্ম লইয়া মত পরিবর্ত্ত দেখিয়া শঙ্কাও জন্মিতেছে। কথায় বলে "অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোপি ভয়ঙ্করঃ"। ইহাঁর মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ সংবাদে অস্থিরচিত্ততার যেন কিছু কিছু পরিচয় হইতেছে।

---

## যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ২৩ এ এপ্রেল। সেনাপতি রস সাহেব সংবাদ দিয়াছেন, তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য দল কেল্লা দরনি হইতে যখন তোপ নামক স্থানে যাইতেছিল সেই সময়ে শত্রু পক্ষীয় সৈন্যগণ পর্ব্বতের অন্তরাল হইতে গোলা বর্ষণ করিয়া তাহাদের বাধা দিয়াছিল।

ইংরাজদের সহিত যুদ্ধে কাবুলের বিস্তর লোক বিনষ্ট হওয়াতে তদ্দেশবাসীদিগের বিষম শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে।

মহম্মদ হোসেন খাঁ গত কল্য লগারের অন্তর্গত জারগণ সার নামক স্থানে লোক সংগ্রহার্থ গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

কোহিস্থানের অন্তর্গত তাজা নামক স্থানে মীর বোঁচা ২০০ সৈন্য ও মীর সৈয়দ খাঁ ইস্তালিফে ৪০০ সৈন্য লইয়া অবস্থিতি করিতেছে।

জেনারল ষ্টুয়ার্ট গজনি জয় করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সম্মানার্থ সেরপুরে ৩১ টা তোপধ্বনি হইয়াছিল।

২৬ এ এপ্রেল। আবদুল রহমান তুর্কিস্থানে ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন বলিয়া সাধারণের যে প্রতীতি জন্মে তাহা ভ্রান্ত, বাস্তবিক তিনি ততদূর আয়োজন করিতে পারেন নাই। কুণ্ডুযি নামক স্থানে তিনি সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা পাইতেছেন।

গজনির পতন হইলে মুস্কি আলম মুসাজানকে সাপুরে লইয়া গিয়াছেন। এই যুদ্ধের সময় তাঁহার গুরু আহত ও তাঁহার ভ্রাতা হত হইয়াছেন।

কোহিস্থান ও কাবুলের লোকে গজনীর অবরোধ সংবাদে বিশ্বাস করিতেছে না।

মহম্মদ জানের ভ্রাতা ও আর কতকগুলি সর্দ্দার মুস্তাফি দুর্গ হইতে আসিয়াছে। মহম্মদ জান আরমস্তে পলায়ন করিয়াছেন। মুসা খাঁ মুস্কি আলমের দুর্গে আছেন এবং মুস্কি আলম ওথাকার জাতিদিগকে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন। হাজারারা যদিও সম্মুখে বন্ধুভাব দেখায়, ভিতরে ভিতরে অনেক অনিষ্ট করিতেছে।

কাবুল হইতে ২৫ এ এপ্রেল সংবাদ আসিয়াছে, গজনিতে অরাজকতা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। আহম্মদ খেল নামক স্থানে গিলজাইজাতি পরাভূত ও নির্ব্বিঘ্নে গিজনি অধিকৃত হইয়াছে। তত্রত্য সর্দ্দার ও মল্লিকগণ এক্ষণে অধীনতা স্বীকার করিতেছেন।

সেনাপতি রস সাহেব সর্দ্দার আলম খাঁ ও তাহের খাঁকে মসাজানে প্রেরণ করিয়াছেন। আলম খাঁর প্রার্থনা অনুসারে সেনাপতি ষ্টুয়ার্ট মসাজানকে সন্ধি করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। গজনিবাসিদিগের উপর আলম খাঁর প্রভুত্ব অত্যন্ত অধিক। যে পর্য্যন্ত কাবুলের সকল গোলযোগ শেষ না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত তাঁহার মতে প্রদেশ শাসন করা হইবে।

চার্কবাসী হোসেন খাঁ গোলাম হায়দর ও মাদসা খাঁর অধীনস্থ লগারিগণের সহিত অদ্য চেরাশিবস্থ সৈনাগণের একটী যুদ্ধ হইয়াছিল প্রাতঃকালে ১০০০ হাজার শত্রু একত্র হইয়া শিবির অধিকার করিয়া তাহাতে পতাকা উড্ডীন করিয়াছে। শত্রুগণ পুনরায় বেলা সাতটার সময়ে গোলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু ইংরাজ সৈন্যগণ উহাদিগের প্রতিকূলাচরণ করে নাই। লগারিরা দিন দিন সংখ্যায় বৃদ্ধি হইতেছে। ৯২ নং হাইলাণ্ডার সৈন্যগণ গোলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শত্রুগণ উহাদিগের কতকগুলি অশ্ব বধ করিয়াছে। ৯২ নম্বরের মধ্য হইতে ৩ দল সৈন্য চেরাশিবের অন্তর্গত ২ টী ভগ্ন প্রায় কেল্লা অধিকার করিয়াছে। শত্রুগণ জেনারল ম্যাকফার্সনকে আক্রমণ করিয়াছে। সেনাপতি হ্যাণ্ডলে বিস্তর সৈন্য লইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ যাত্রা করিয়াছেন। লগারিরা যখন বাগান পরিত্যাগ করিয়া কুশীর নিকটস্থ পর্ব্বতে যাইতেছিল, সেই সময়ে ইংরাজ সৈন্যগণ উহাদিগকে আক্রমণ করে। উভয়পক্ষে একটী যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে শত্রুদিগের ১০০ শত হত ও তদ্ভিন্ন অনেক আহত, ইংরাজ পক্ষে ৩০ জন হত ও ৩১ জন আহত হইয়াছে।

কাবুল হইতে ২৫ এ এপ্রেল সংবাদ আসিয়াছে মোল্লা মুস্কি আলম ছয় হাজার আন্দারিজ ও সলিমান খেল জাতীয় লোককে উত্তেজিত করিয়া অর্জ্জা আলমের নিকট একত্র করিয়াছেন। সেনাপতি পালিসর সৈন্য সামন্ত লইয়া উহাদিগকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা যে স্থানে রহিয়াছে সে স্থান আক্রমণ করা সহজ সাধ্য নয় বলিয়া সেনাপতি ষ্টুয়ার্ট বিস্তর নূতন সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যোগ দান করেন, ৯ ই প্রাতঃকালে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। শত্রুদলের চারিশত হত হইয়াছে।

কাবুল ২৬ এ এপ্রেল। আবদুল গফুর বিস্তর লোক লইয়া সেনাপতি রসের শিবির আক্রমণ করে, কিন্তু কার্য্য কিছুই করিতে পারে নাই।

---

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৪ এ এপ্রেল। ভারতেশ্বরী গ্লাডষ্টোন সাহেবকে উইণ্ডসোরে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশক্রমে তিনি নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের সভ্য নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৫ এ এপ্রেল। মণ্টেনগ্রিয়ার সৈন্যগণ পঁহুছিবার পূর্ব্বে এলবেনিয়েরা পরিত্যক্ত প্রদেশ সকল অধিকার করিয়াছে। উভয় দলে ঘোরতর বিবাদ চলিতেছে।

লণ্ডন ২৬ এ এপ্রেল। করচুন বেতে আমেরিকাবাসী ধীবরেরা যে অত্যাচার করিয়াছিল এবং তন্নিবন্ধন যে ক্ষতি হইয়াছে, লর্ড সালিসবরি তাহা পূরণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৭ এ এপ্রেল। সার, ডবলিউ, ভারনান হার্টকোর্ট হোম বিভাগের ষ্টেট সেক্রেটারি হইলেন।

লর্ড ডার্ব্বি গসেন ও লর্ড রোজবেরি মন্ত্রিসভার সভ্যপদ গ্রহণে সম্মত হন নাই।

২৪ এ এপ্রেল। মার্কুইস রিপন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল, আরল কিম্বারলে উপনিবেশের ষ্টেট সেক্রেটারি, ডিউক আর্গাইল প্রিবিসিলের লর্ড, আরল স্পেন্সার প্রিবি কাউন্সিলের প্রধান সভাপতি। জন ব্রাইট ডচি ল্যাঙ্কাষ্টারের চ্যান্সেলার, সলেফিব্রি আডমিরালিটীর সেক্রেটারি, সার চার্লস ডাইক বিদেশীয় কার্য্যের জন্য প্রতিনিধি ষ্টেট সেক্রেটারি হইলেন।

সেণ্টপিটারস বর্গ ২৭ এ এপ্রেল। উইণ্টার পালেস যে ব্যক্তি দগ্ধ করিয়াছিল, সে হত হইয়াছে।

২৯এ এপ্রেল। ডডসনসাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও ক্যাবিনেটের একজন সভ্য হইলেন। চ্যাম্বারলেন বোর্ড অব ট্রেডের প্রেসিডেণ্ট। মন্দিলা শিক্ষা সংক্রান্ত সভার ভাইস প্রেসিডেণ্ট। সার হেনরী জেমস এটর্ণি জেনেরল গ্রাণ্টডফ উপনিবেশের অণ্ডার সেক্রেটোরি। মার্কুইস লান্স্‌ডাউন ভারতবর্ষের অণ্ডার সেক্রেটোরি। আরল মরলে সংগ্রামকার্য্যের অণ্ডার সেক্রেটরি। ফসেট পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল, লর্ড কালিংফোর্ড কনষ্টাণ্টিনোপলের ইংরাজ দূত হইলেন।

---

# বিবিধ সংবাদ।

---

ভারতেশ্বরীর মধ্যম পুত্র এডিনবর্গের ডিউক রুশ সম্রাটের কন্যাকে বিবাহ করিয়া বড়ই গোলে পড়িয়াছেন। ইংলণ্ডের সহিত রুশ রাজবংশের কিছু বিবাদ চলিতেছে বলিয়া তাঁহার পত্নী ডচেস এডিনবর্গ কোন ক্রমেই ইংলণ্ডবাসে সম্মত হইতেছেন না। ইহার পক্ষে পুত্রকলত্র পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে বাস করা যেরূপ কঠিন, আর সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া ঘরজামাই হইয়া থাকা সেইরূপ কঠিন বলিয়া বোধ হইয়াছে।

বোম্বাই গেজেট বলেন আজি কয়েক মাস হইল লর্ড লিটন কভেনাণ্টেড সিবিল সর্ব্বিসটী উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত তলে তলে ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল শীঘ্রই ইহা কার্য্যে পরিণত করিবেন। সত্য সত্যই কি এটী লার্ড লিটনের প্রস্তাব?

দারভাঙ্গার চিনির কলের ম্যানেজার সাহেব বিনা অপরাধে একজন দেশীয় লোককে বধ করাতে তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন। সাহেব বলেন তিনি তাহাকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে আঘাত করেন নাই। এটী ত সেকেলে ধূয়া।

ইংরাজ অধিকৃত ব্রহ্মদেশে এখনও এক প্রকার লোক আছে, উহারা দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। হিন্দু ধর্ম্মের আচার ব্যবহারের প্রতি ইহাদিগের এখন অটল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে। ইহারা যে সকল স্থানে থাকে, সে সকল স্থানে আজিও ইংরাজদিগের কঠোর শাসন প্রচলিত হয় নাই।

গত ৭ই মার্চ্চ নিগেটা বন্দরে জাপানিদিগের এক খানি জাহাজের চোঙ হঠাৎ ফাটীয়া ৩৬ জন লোক হত ও ৩০ জন আহত হইয়াছে। উহাতে সমুদায় ৭২ জন মাত্র লোক ছিল।

কাতিওয়ারে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। তত্রত্য লোকেরা এক্ষণে ঘাস ও বৃক্ষের পত্র ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে।

মিশর দেশের খেদাইব আবিসিনিয়ার সহিত যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছেন।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটের অধিবাসীর সংখ্যা ৪ কোটী। গ্রেট বিটনের ৩ কোটী ২০ লক্ষ। ভারতবর্ষের ২০০০ কোটী। ঐ ঐ স্থানবাসীদিগের সুবিধার্থ ইউনাইটেড ষ্টেটে ৪১ হাজার গ্রেট বিটনে ১৩৭৪৮ ও ভারতবর্ষে ৯১০৭টী পোষ্ট আপিস আছে।

শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর ক্রফ্ট সাহেব হুগলী জমিদারী স্কলারসিপ ফণ্ড হইতে কিছু টাকা লইয়া দুইটী স্বতন্ত্র বৃত্তি স্থাপন করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে বালক বৃত্তি না পাইবে ও ইচ্ছা সত্ত্বে অর্থাভাব নিবন্ধন পড়িতে না পারিবে শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর তাহার প্রকৃত অবস্থা জানিয়া দুই বৎসরের নিমিত্ত ঐ বৃত্তি তাহাদিগকে দান করিবেন। হুগলী ব্রাঞ্চ ও হুগলী কলেজ স্কুল ও উত্তরপাড়া স্কুলের যে বালকের এইরূপ অবস্থা ঘটিবে তিনিই উহা প্রাপ্ত হইবেন কিন্তু তাঁহাকে হুগলী কালেজে পড়িতে হইবে।

আমাদিগের পাঁচথোপীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন “ বড়ঞা থানা মুর্শিদাবাদের সহিত মিলিত হইয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। এই জেলার অন্তর্গত কান্দিতে একটী সবডিবিজন স্থাপিত হইয়াছে। ফৌজদারী মকদ্দমা কম। কিন্তু দেওয়ানি আদালতে অনেক মকদ্দমা দায়ের হইয়াছে। একজন বিচারক হইতে আর চলে না। আমাদের বিবেচনায় আর একজন সাহায্যকারী মুন্সেফ আসিলে সাধারণের বিশেষ উপকার হয়।

এড়ুকেশন গেজেটে বিনা মূল্যে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। আমরা জানি অনেকে আমোদ করিবার নিমিত্ত এ কার্য্য করিয়া থাকেন। আর কেহ বা লোক নিযুক্ত করিয়া বিজ্ঞাপন দেন। কর্ম্মপ্রার্থিগণ বিজ্ঞাপন দেখিয়া বিজ্ঞাপনদাতার নিকট প্রশংসাপত্রের অনুলিপি ও পত্রোত্তর পাইবার আশায় পত্রোদরে একখান ডাক টিকিট পাঠাইয়া থাকেন। বিজ্ঞাপনদাতারা পত্র পাইয়া তাহার উত্তর পর্য্যন্ত দেন না। টিকিট খানি তাঁহার লাভ হইল। এক মাসের উপর হইবেক আমার এক আত্মীয় এড়ুকেশন গেজেটে একটী স্কুলের পদ শূন্য দেখিয়া উক্ত স্কুলের সম্পাদক মহাশয়ের নিকটে স্বীয় প্রশংসা পত্রের অনুলিপি ও পত্রের উত্তর পাইবার বাসনায় পত্রের মধ্যে একখান টিকিট দিয়া পাঠাইয়া দেন। তাহার পর তাহার উত্তর না পাইয়া পুনর্ব্বার আর দুইখান পত্র লিখিলেন কিন্তু কি আশ্চর্য্য কর্ম্ম পাওয়া দূরে থাকুক, পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত পাইলেন না। তাঁহার দুই আনা ডাক মাশুল অকারণ গেল। এড়ুকেশন গেজেট সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আমাদের বিনীত প্রর্থনা এই যে, বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত না হইয়া অমূলক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া আর গেজেটের নামে যেন কলঙ্ক রটনা না করেন। ইহাতে সাধারণের উপকার না হইয়া বরং দিন দিন অপকার হইতেছে।

ঈশ্বর প্রসাদাৎ আজ কাল এ অঞ্চলে কোন পীড়া নাই। এবার ওলাউঠায় পাঁচতোপী ও তৎপার্শ্ব স্থান সমূহে অনেক লোক মরিয়াছে। পাঁচতোপীর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বিনা মূল্যে ঔষধাদি প্রদান করিতেছেন। ইহাতে এ অঞ্চলের বিশেষ উপকার হইয়াছে।

গত ১৮ই বৈশাখ সন্ধ্যার প্রাক্কালে এখানে বিলক্ষণ ঝড় ও বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এই বৃষ্টিতে তিলের ও তুঁতের বিশেষ উপকার হইয়াছে।”

সোমপ্রকাশের পুনর্জ্জন্মের পর কেবল যে আমরা কয়েকজন শিক্ষিতের নূতন ব্যবহার দেখিলাম, তাহা নয়; কয়েকখানি নূতন সংবাদপত্রও আমাদের নয়নপথে পতিত হইয়াছে। মেদিনী পত্রিকা তাহার অন্যতর। বাবু হৃদয়নাথ দাস মেদনীপুরে ইহার প্রণয়ন করেন। এই পত্রে দেখা গেল, লক্ষ্মণনাথের শ্রীমতী গোলোকমণি নিজ পুত্রের বিবাহ-কালে শিক্ষা কার্য্যের উন্নতি সাধনার্থ শিক্ষাবিভাগের হস্তে দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ঐ টাকায় দুটী বৃত্তি দেওয়া হইবে। লক্ষ্মণনাথ স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা ঐ বৃত্তি পাইবেন।

প্রভাতী এখানিও আমাদের পক্ষে নূতন পত্র। এখানি দৈনিক। এখানির কার্য্য মন্দ হইতেছে না। আকার দেখিয়া বোধ হইতেছে, সম্পাদকেরা অধ্যবসায়বান হইলে ইহা ক্রমেই উন্নতি পথে অধিরূঢ় হইবে। এই পত্রে নিম্নলিখিত সংবাদ দুটী দৃষ্ট হইল।

“ বোটানিকাল গার্ডেনের অধ্যক্ষ কিং সাহেব বলেন যে, চীনেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে পারে। নেপাল রাজ্যের উপর তাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। উদ্ভিদ তত্ত্বানুসন্ধানের নিমিত্ত কিং সাহেব সম্প্রতি নেপালে গিয়াছেন। তিনি বলেন তথাকার প্রধান লোকেরা চীন গবর্ণমেণ্টের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন এবং তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে, রুশিয়া অপেক্ষা চীন হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিকতর অনিষ্টের সম্ভাবনা। উত্তর ব্রহ্মদেশেও চীনগবর্ণমেণ্টের দূত আসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পুনা হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, ভীলেরা নগরের কালেক্টরীতে ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদিগের শাসনের নিমিত্ত মেজর ডানিয়েল তথায় প্রেরিত হইয়াছেন।”

মফস্বলে যে সমস্ত সংবাদপত্র প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে আমরা ভারতমিহিরকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া থাকি। ইহার রচনা তত উৎকৃষ্ট না হউক, প্রস্তাবগুলি মন্দ হয় না। অনেক প্রস্তাবে তর্কশক্তির বিশেষ পরিচয় থাকে। মুদ্রণকার্য্যটীও সুন্দররূপে সম্পাদিত হয়। আমরা সম্পাদককে সোমপ্রকাশের পুনর্জ্জীবন সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত দেখিয়া বড় দুঃখিত হইলাম। বাবু দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষের আবেদনপত্রের প্রত্যুত্তরে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যে রেজলিউসন করেন, সম্পাদক কি সেখানি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেন নাই? গবর্ণমেণ্ট যে সোমপ্রকাশের মান বর্দ্ধন করিয়াছেন, ঐ রেজলিউসন কি তাহার পরিচয় দিতেছে না? গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে যে অনুমতিপত্র দিয়াছেন, তাহাতে কি কোন সরত্ত আছে? যে গবর্ণমেণ্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের মান বর্দ্ধন করিয়াছেন, আমাদিগের স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের মান বাড়ান কি উচিত নয়? আমাদের গবর্ণমেণ্ট এমন নির্ব্বোধ নন, যে ন্যায় যুক্তি ও আইনের বিরুদ্ধে আমাদিগকে কোন সরতে বাধ্য করেন, আমরাও এমন কাপুরুষ নহি, যে কোন সরতে বাধ্য হই। সে প্রকার বাধ্য বাধকতা থাকিলে গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দান কালে অবশ্যই তাহার উল্লেখ করিতেন। যাহা হউক, আমরা সম্পাদককে অনুরোধ করিতেছি, তিনি যেন রেজলিউসনটী একবার অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেন। সম্পাদক নিশ্চয় জানিবেন আমরা বিনীতভাবে যে আবেদন করিয়াছি, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের মান বর্দ্ধন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। এই পত্র হইতে আমরা নিম্নলিখিত সংবাদটী উদ্ধৃত করিলাম।

কাগমারির জমিদার বাবু দ্বারকানাথ রায় চৌধুরীর একটী হাতি পাগল হইয়া সহরের সন্নিকটে তাহার মাহুতকে আহত এবং একটী লোককে হত করিয়াছে। মাহুত হাতীটাকে যথেষ্ট প্রহার করে, সেই প্রহারে ক্লিষ্ট হইয়া হাতী মাহুতকে পৃষ্ঠ হইতে ফেলিয়া দিতে প্রয়াস পায়। প্রথমত একজন মাহুত পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যায় এবং প্রাণ ভয়ে পলায়ন করে। হাতী অপর মাহুতকেও ফেলিয়া দেয় এবং তাহাকে দাঁতে বিদ্ধ করিতে যত্ন করে। মাহুত দুই দাঁতের মধ্যে পড়িয়া দাঁত ধরিয়া থাকে। হাতী দাঁত বিঁধাইতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করে কিন্তু দাঁত মাটিতে বাধিয়া যায় বলিয়া দাঁতের ফাঁকে মাহুত রক্ষা পায়। হাতী পুনঃ পুনঃ বিফল যত্ন হইয়া মাহুতকে লইয়া একটী বৃক্ষে ঘর্ষণ করিতে থাকে। এদিকে পল্লীর লোক সমবেত হয়। পল্লীর লোকের হো হো শব্দে এবং প্রহারে উত্যক্ত হইয়া হাতী মাহুতকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হয়। লোকগুলি দৌড়িয়া পলায়ন করে তাহাদের মধ্যে একটী লোক ভূমিতে পড়িয়া যায়। হাতী তাহাকে ধরিয়া বলের ন্যায় শূন্যে বার বার ছুড়িয়া ফেলে এবং ধরিতে থাকে। প্রহারে প্রহারে লোকটী পিণ্ডাকার হইয়া যায়। কেহ লাস আনিতে গেলে হাতী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আসে। সমস্ত দিন, হাতীটী ঐ লাসের উপর আপনার ক্রোধের ঝাল মিটাইয়াছে। হাতীটাকে ধরিয়া আনিতে না পারিলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব উহাকে গুলি করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ধৃত না হওয়ায় পুলিশসাহেব গুলি করিয়াছেন। হাতী বারটী গুলি খাইয়াও মরে নাই। শুনিতেছি মেজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং গুলি করিবেন।”

সিংহলের মুক্তা তোলায় গবর্ণমেণ্ট গত ১৭ ই এপ্রেল ১৫৩০০০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গ্যাটলিং নামে এক ব্যক্তি নূতন রকমের এক প্রকার কামান প্রস্তুত করিয়াছেন। এই কামানে এক মিনিটে প্রায় হাজার বার গোলা ছোড়া যাইতে পারে।

ফরাসিদিগের সহিত প্রুশিয়ার যুদ্ধকালে এক জন সৈন্য ১৬ বার আহত হইয়াছিল। পরে তাহার কোন বন্ধুর কৃপায় তাহার জীবন রক্ষা হয়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সে তাহার বন্ধুর কৃত উপকারের কথা বিস্মৃত হয় নাই। রোনের অন্তর্গত পইণ্ট ডি এল নামক স্থানে ঐ সৈনিকপুরুষ অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সেই বন্ধুকে আনাইয়া ২৫০০০০ ( ফ্রাঙ্ক মুদ্রা বিশেষ ) দিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে যে প্রণালীতে কাবুলীদিগকে ফাঁসি দেওয়া হইতেছে, কোন এক ইংরাজ তাহা ভাল দিয়া অনুমোদন করেন নাই। সম্প্রতি তিনি লিখিয়াছেন শুদ্ধ ফাঁসি দিয়া তাহাদিগকে বধ করিলে সাধারণের মনে কখনই ভয়ের সঞ্চার হইবে না। তিনি বলেন অপরাধি ব্যক্তিকে ফাঁসি দিয়া তাহার মস্তক একখানি শূকর চর্ম্মের দ্বারা আবৃত করিয়া ৪ ঘণ্টা ঝুলাইয়া রাখিলে সকলেই অত্যন্ত ভীত হইবে এবং ক্রমে আর তাহারা বিপক্ষতাচরণে সাহসী হইবে না। উঃ কি সূক্ষ্মবুদ্ধি !!

বাবু হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, ফুকা [illegible] বাহির করিবার আইনে ২৪ জন গোয়ালার দণ্ড হইয়াছে এবং সকল গোয়ালাকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি আমরা শুনিলাম, আমাদের বাসা বাটীর নিকট সেন্ধলা গলিতে একজন গোয়ালা প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঐ কার্য্য অতি গোপনে সম্পন্ন করিয়া থাকে। ভরসা করি, পশুদিগের প্রতি অত্যাচারনিবারিণী সভা এবিষয়ের তত্ত্ব লইবেন।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও খড়দহ গ্রামে জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এখানে বৃহৎ গভীর পুষ্করিণী নাই, তজ্জন্য গ্রামবাসিদিগকে এই সময়ে অনেক কাজের নিমিত্ত গঙ্গাজল ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু সকলের পক্ষে সকল কাজের নিমিত্ত গঙ্গাজল আনয়ন দুঃসাধ্য। দয়াবান্ গবর্ণমেণ্ট অথবা নবাবগঞ্জনিবাসী প্রভূতসম্পত্তিসম্পন্ন বাবু বংশীধর-মণ্ডলের ন্যায় কোন পরদুঃখকাতর মহোদয় ২।১ টী ব্যবহার যোগ্য পুষ্করিণী যদি খনন করাইয়া দেন, তাহা হইলে গ্রামবাসিগণের ক্লেশের নিবারণ হয়।

আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের আলীপুরের বাটী হইতে তিন শত টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি চুরি গিয়াছে। এত পাহারা থাকিতে এরূপ চুরি হওয়া আশ্চর্য্যের সন্দেহ নাই। শাসনপ্রণালীর বিষয়ে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরকে সতর্ক করা ত [illegible]দের অভিপ্রেত নয় ?

রাজস্ব মন্ত্রী ষ্ট্রাচি সাহেবের লীলা বুঝিয়া উঠা ভার। এবার রাজস্বসংক্রান্ত আয় ব্যয়ের হিসাব দিবার সময়ে তিনি ভারতবর্ষীয়দিগের সচ্ছলের অবস্থা জানাইয়া দিয়াছেন। পার্লামেণ্টের সভাগণ প্রকৃত পক্ষে ভারতের দুরবস্থা জানিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা ষ্ট্রাচি সাহেবের এই অত্যুক্তিতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন।

গিজনি অধিকার উপলক্ষে কলিকাতায় ৩১টী তোপধ্বনি হইয়াছিল।

বিলাতের এক জন সাহেব কন্সরবেটিব দল পরিত্যাগ করিয়া উদারমতাবলম্বী দলে প্রবেশ করাতে তাঁহার স্ত্রী বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য আদালতে উপস্থিত হইয়া একখানি দরখাস্ত করেন। বিচারপতি তাঁহাদিগের স্ত্রী পুরুষে এরূপ অকৌশল দেখিয়া পরিত্যাগের বিধি দিয়াছেন।

আর্য্যবিভাকর নামে এক খানি নূতন সমাচার পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এখানি কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমান বৈশাখ মাসই তাহার জন্ম মাস। পত্র খানি যেমন নূতন, তেমনি ইহাতে একটী নূতন রকমের সংবাদ দেখিতে পাইলাম। সেটি এই:—

"রেঙ্গুনে একটী সুন্দর রকমের জুয়াচুরি হইয়া গিয়াছে।—ব্রহ্মদেশীয় একটী স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে মিলিয়া জনৈক সদাগরের দোকান হইতে এক হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণ খরিদ করে এবং পুরুষটী স্ত্রীটীকে দোকানে রাখিয়া স্বর্ণের তোড়া সহ নৌকা হইতে টাকা আনিবার ছল করিয়া প্রস্থান করে। কিয়ৎকাল পরে স্ত্রীটীও স্বামী আসিতেছে না কেন, কারন অবগত ও টাকা আনিবার জন্য তাহার ক্রোড়স্থ শিশুসন্তানটীকে সদাগরের অপর এক কেটাতে রাখিয়া প্রস্থান করিল। সদাগর অনেক বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া শিশুটীর নিকটে গেলেন, দেখিলেন, শিশুটী প্রকৃত মনুষ্য নহে, একটা চীনের পুতুল কাপড়ে জড়ান। সদাগর নিশ্চয়ই জুয়াচোরের ব্যাপার মনে করিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু আর তাহাদিগকে দেখা গেল না।"

মূল্য অল্প বা ব্যয় অল্প হইলে কাজ যে কত অধিক হয়, ১৮৭৮ অব্দের ডাকবিভাগের পত্র বিলি দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। লণ্ডনের প্রধান ডাক ঘর হইতে ১৮৭৮ অব্দে প্রতিদিন দশ লক্ষ চিঠি বিলি হইয়াছে। লণ্ডনের একটী কুঠি প্রতিদিন তিন হাজার চিঠি ডাকে পাঠাইয়াছে।

প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, ভারতবর্ষে ২৬০ প্রকার সর্প আছে। উহার মধ্যে পাঁচ প্রকার বিষাক্ত।

দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন লক্ষিত হয়। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, ঐ সকল চিহ্ন যখন দেখিতে পাওয়া না যায়, সেই সময়ে অনাবৃষ্টি হইয়া পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ হয়।

যাঁহারা খগোলবিদ্যায় পারদর্শী, তাঁহারা বলেন, পৃথিবীর উপগ্রহ যেমন একটী চন্দ্র আছে, মঙ্গলেরও উপগ্রহ স্বরূপ দুটী চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায়। একটী চন্দ্র মঙ্গলের ১৪০০ মাইল দূরে আছে এবং উহা ৩০ [illegible] সময় মধ্যে মঙ্গলের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। অপরটী মঙ্গলগ্রহের ৫৬০০ মাইল দূরবর্ত্তী এবং উহা ৭ ঘণ্টায় মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করে।

সম্প্রতি আমরা একটী নূতন রকমের প্রস্তাব শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট কালেজের ছাত্রগণকে ট্রেজরিতে গিয়া মাসে মাসে তাহাদিগের বেতন দিয়া আসিতে হইবে। কালেজের কেহ উহা গ্রহণ করিবেন না। বালকগণকে দুইখানি চালান পূর্ণ করিয়া তথায় লইয়া যাইতে হইবে। টাকা গ্রহীতা তাহার এক খানিতে সই করিয়া দিবেন। সেই খানি তাহার বেতন দেওয়ার প্রমাণভূত হইবে। এ নিয়মটি কার্য্যে পরিণত হইলে কালেক্টরীতে খাজনা দেওয়ার ন্যায় হইবে সন্দেহ নাই। এ প্রস্তাবটি কোন সুবুদ্ধি মহাত্মা করিলেন ?

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কলিকাতার শান্তিরক্ষক জুয়াচোর ব্যবসায়ীদিগের জুয়াচুরি ধরিবার বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। সে দিন কলিকাতার ঘাটে এক ব্যক্তি এক নৌকা পচা ছোলা ও খেসারি বিক্রয়ার্থ আনিয়াছিল। শান্তিরক্ষকের অনুসন্ধানে ব্যবসায়ী ধৃত হইয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট আনীত হয়। বিচারপতির আদেশ ক্রমে উহা জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বিগত ৭ই তারিখে বগুড়া জেলে অগ্নি লাগিয়াছিল। শুনা গেল ২৩০ কয়েদী পুড়িয়া মরিয়া গিয়াছে।

একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার বলেন যে এক চামচা গন্ধক এক গ্লাস পোর্টে মিশ্রিত করিয়া রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে পান করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর আরোগ্য হয়। গন্ধক ঐ প্রকারে ভক্ষণ করিলে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয় এবং তাহাতেই বিশেষ উপকার দর্শে।

দুগ্ধের বিশুদ্ধতা পরীক্ষার একটী নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। এক কাঁচি দুগ্ধে আধ ছটাক গীপসম লবণ ফেলিয়া দিয়া উহা ঘন করিয়া রাখিতে হয়। যদি এই দুগ্ধ ১০ ঘণ্টায় জমিয়া যায়, তাহা হইলে ইহা বিশুদ্ধ, যদি দুই ঘণ্টায় জমিয়া যায় তাহা হইলে উহাতে এক চতুর্থাংশ জল আছে, যদি সার্দ্ধ এক ঘণ্টায় জমিয়া যায়, তাহা হইলে অর্দ্ধেক জল আছে, আর যদি ১০ মিনিটে জমে তাহা হইলে উহাতে তিন ভাগ জল ও একভাগ দুগ্ধ আছে জানিতে পারা যায়। এই নিয়মটী য়ুরোপে পরীক্ষিত হইয়াছে।

ফ্রান্সের একাডেমী অফ্ সায়েন্স সূর্য্যের তাপ পরিমাণ অবধারণ করিবার জন্য একটী পুরস্কার দিবেন, প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু সূর্য্যের তাপের কত পরিমাণ এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত করা সাধ্যাতীত দেখিয়া ঐ পুরস্কারটী কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। তবে ভিওলী নামা কোন বিজ্ঞানবিৎ তাঁহার গবেষণার জন্য একাডেমী হইতে প্রশংসা পাইয়াছেন। সেনবী নামক এক বিজ্ঞানবিৎ নির্ণয় করিয়াছেন যে সূর্য্যের উত্তাপের

পরিমাণ ১৮০০০০০ হইতে ৩৬০০০০০ ডিগ্রির মধ্যে।

ভিলার্ড আরেঁপি নামক ফ্রান্স দেশীয় কোন একটী গ্রাম সমস্ত অট্টালিকা ও ধর্ম্মালয় প্রভৃতির সহিত ক্রমশঃ সরিয়া যাইতেছে। ঐ গ্রামটী পার্ব্বত্য প্রদেশে সংস্থাপিত বলিয়া বৃষ্টির প্রপাতে উহার অধস্তল শিথিল হইয়া যাওয়াই এরূপ ঘটনার কারণ।

মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তনে লর্ড হার্টিংটন ষ্টেট সেক্রেটারি, গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রধান মন্ত্রী; সালবোর্ণ লর্ড হাই চ্যানসেলর; আরল গ্রানভিল বিদেশীয় কার্য্যের ষ্টেট সেক্রেটারি; চাইল্ডার্শ যুদ্ধকার্য্যের ষ্টেট সেক্রেটারি, লর্ড নর্থব্রুক আডমিরালিটীর কর্ত্তা, ফরষ্টার আয়রলণ্ডের প্রধান সেক্রেটারি হইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, সিগাল রিমামব্রাঞ্চার জে, ওকিনলি সাহেব কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি লুইস জাক্সনের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট জল সেচন কার্য্যের নিমিত্ত বর্দ্ধমানে খাল খননের আদেশ দিয়াছেন। ইহা কাঞ্চন নগর হইতে আরম্ভ হইয়া মেমারির রাস্তা পর্য্যন্ত হইবে। দামোদরের উপকূলের নিম্ন দিয়া এই খাল খনন করা হইবে। এই কার্য্য করিতে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে অনুমান করা হইয়াছে।

ইউরোপীয়েরা শবদাহের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন। আমাদিগের আর্য্য ঋষিরা আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে যে সকল উৎকৃষ্ট নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার উপকারিতা বুঝিলে বোধ হয় জগতের সকল জাতিই তাহাতে মুগ্ধ হইয়া ক্রমে তাহার অনুকরণপ্রিয় হইয়া উঠিবেন। আমাদিগের শাস্ত্রে যে এক একটী উপাদেয় বিধান আছে, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিলে শব দাহের ন্যায় তাঁহাদিগের সেই সকলের ইচ্ছা যে অত্যন্ত বলবতী হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই শব দাহের প্রস্তাব ইংলণ্ডে আজি কয়েক বৎসর আন্দোলিত হইয়া ক্রমে তাহা ফলে পরিণত হইতেছে। ইংলণ্ডবাসীরা যদিও তাহাদিগের চিরন্তন প্রথার এককালে লোপ সাধন করেন নাই বটে কিন্তু শীঘ্রই যে তাহা করিবেন, সে বিষয়ে বড় সংশয় জন্মিতেছে না। এ জন্য তথায় সভা হইয়াছে। ওবাকিঙ গ্রামক স্থানে শব দাহের জন্য দাহস্থানও প্রস্তুত হইতেছে। এজন্য আইন প্রণয়নেরও কল্পনা করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের এই সভা সাধারণ্যে উহার উপকারিতা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়াতে ইটালিপ্রভৃতির মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহার পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। মিলানে শবদাহ আরম্ভ হইয়াছে। জর্ম্মণি ও ইহার প্রচলনের আদেশ দিয়াছেন। হলাণ্ড ও বেলজিয়মের সমাজ সংস্কারকেরা বিধি বিধান দ্বারা ইহার প্রচলনের চেষ্টা পাইতেছেন। ফ্রান্সেও এজন্য একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, আমেরিকাও এই নিয়ম প্রচলিত করিবেন। সুইটজারলণ্ডস্থ জুরিচ সোসাইটী এজন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

পাটনা ও গয়া ষ্টেট রেলওয়ের একখানি কল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া জাহানার নিকটস্থ একটী পল্লী দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

রুশিয়ার কোন কোন স্থান এরূপ শীতপ্রধান যে শীতকালেও পৃথিবীর কোন স্থানে সেরূপ শীত হয় না। এই ঘোর শীত প্রধান স্থানের এক ক্ষুদ্র পল্লীতে একজন কৃপণ বাস করিত। এ ব্যক্তি নিজ দেহ রক্ষার জন্য কখন দুই পয়সারও কাষ্ঠ ক্রয় করিয়া আগুন করে নাই। বুকে হাত দিয়া দারুণ শীত কাটাইতেছিল। সম্প্রতি ইহার অনশনে মৃত্যু হইয়াছে। আত্মাকে বঞ্চনা করিয়া এ ব্যক্তি এত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল যে মৃত্যুর পরে তাহার নিকট হইতে ৩০ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

এখন হইতে সিবিল সার্জ্জনেরা কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে গেলে প্রতি মাইল আট আনা অথবা প্রতি দিন ২ টাকা ভাতা পাইবেন। জলেই জল বাঁধে।

গবর্ণমেণ্টের মণিঅর্ডার আপীস যখন স্বতন্ত্র ছিল, তখন ব্যয় বাদে কেবল কলিকাতা হইতেই বৎসরে ৫০। ৬০ হাজার টাকা লাভ হইত কিন্তু গত জনুয়ারি মাস হইতে জেনেরল পোষ্টআপীসে উঠিয়া গিয়া মার্চ্চ মাস অবধি ৬০ হাজার টাকা লাভ হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে জেনেরল ষ্টীমন্যাভিগেসন কোম্পানির প্রগ্রেস নামক জাহাজ গোহাটীতে অগ্নি লাগিয়া এককালে ভস্ম হইয়া গিয়াছে। কত প্রাণী হত্যা হইয়াছে, এখনও সে সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

সম্প্রতি ভুটিয়ারা ইংরাজ অধিকারে আসিয়া নানা প্রকার উপদ্রব করিয়া পলায়ন করিয়াছে। কমিশনর লর্ড ইউলিক ব্রাউন তাহাদিগের শাসনার্থ বক্সা নামক স্থানে গমন করিয়াছেন। যদি উহারা এই অবধি ক্ষান্ত না হয়, তবে বোধ হয় নাগা যুদ্ধের ন্যায় ভুটান যুদ্ধও আবার বাঁধিবে।

শ্রীযুক্তবাবু নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় সেণ্টাপিটাপিটার্স বর্গের অধ্যাপকতা পদ ত্যাগ করিয়াছেন। ভারতী তাঁহার একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন সেই পত্র পাঠ করিয়া রুশিয়ার অভ্যন্তরীণ অবস্থা বৃত্তান্ত অনেক পরিমাণে জানা যায়। নিশিকান্ত বাবু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিযুক্ত হন নাই। রাজমন্ত্রী তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি তথায় গিয়া অবধি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহাকে অধ্যাকপগণের সংসর্গ ছাড়িয়া বড় লোকের দলে মিশিতে হয়। এইরূপ করাতে অধ্যাপকেরা তাঁহার উপর একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। তিনি এক্ষণে "দেশত্যাগেন দুর্জ্জনঃ" এই সাধু উপদেশ অনুসরণ করিয়া পুনরায় জর্ম্মণিতে আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন। জর্ম্মণিতে তিনি ডাক্তরী পরীক্ষা দিবেন। তিনি লিখিয়াছেন, তিনবৎসর কাল তিনি রুশিয়ায় অধ্যাপকতায় ব্যস্ত ছিলেন। অধ্যাপক হইয়া পণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যে খ্যাতি লাভ করিব ও জগতের যৎকিঞ্চিৎ উপকার সাধন করিব, এই তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ ছিল। তাঁহার সে আশা বিফল হইল; কিন্তু তিনি নিরুৎসাহ হন নাই। পুনরায় নূতন বিদ্যা শিক্ষার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন।

যদি কেহ এমন নির্ব্বোধ থাকেন এরূপ মনে করেন, ভারতবর্ষে রুশিয়া অধিকার হইলে সুখী হইব, তিনি দেখুন যে ইংরাজে ও রুশে কত প্রভেদ। নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পত্রের কিয়দংশ এইঃ—

"এস্থানীয় সমাজ নানা দলে বিভক্ত—দলীয়গণের পরস্পরের প্রতি কুকুর বিড়ালের অনুরাগ। একদলে যাহা বলিবেন ও করিবেন, অপর দলে তার যতদূর প্রতিকূল আচরণ করিতে পারেন করিবেনই নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। যদি ইহার এক দলের পক্ষাবলম্বী অথবা এমন কি পক্ষপাতী ও হইয়া পড় তবে বিপক্ষ দল তোমার অনিষ্ট করিতে জীবন মরণে ব্রতী, ইহারা তোমার নামে নিন্দাবাদ প্রচার করিতে তোমার যাহাতে প্রতিপত্তি ক্ষয় হইতে পারে তার জন্য সমস্ত অর্পণ করিতে প্রস্তুত। ঘোর অবিশ্বাস পরনিন্দা, পরানিষ্ট-চিন্তা, অশ্রাব্য চরিত্র-দোষের (স্ত্রীগণের এ বিষয়ে হয় ত প্রাধান্য!) সংযোগে এই রুশির রাজধানী পুরাকালীন সোডম, রোম, পম্পায়ি অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর বেরসাইয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যাহাদিগকে নিতান্ত আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান হয় তাহাদিগকেও মন খুলিয়া সকল ভাব ও চিন্তা বলা যায় না—কাফে (Cafe´) ও রেস্তোরাঁর (Retaurant) ত কথাই নাই—সেখানে যে অর্ব্বাচীন রাজনীতি ধর্ম্মনীতি অথবা সমাজ-নীতি সম্বন্ধে আলাপ করিবে তার সম্বন্ধে শ্বেতদ্বীপকুলস্থ কোন চিরবরফাবৃত নির্জ্জন কারাবাস দর্শন সম্ভব। মানব চিত্র যে সমুদায় প্রশ্ন সম্বন্ধে তর্ক ও আলোচনা

করিয়া ক্রমশঃ মনুষ্যত্ব ও উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তাহা যখন ঘৃণাক্ষরেও অসম্ভব, তখন সে নগরে সে দেশে ভয়ানক অশ্রুতপূর্ব্ব লম্পটতা নিয়ম হইবে আশ্চর্য্য কি? যেখানে স্বজাতিহন্তা পশুবৎচরিত্র যোদ্ধৃগণের অথবা নর্ত্তকী—কামেদিয়েনগণেরই—পসার, যেখানে গুপ্তচর অথবা মানব হৃদয়ের প্রিয়তম আশা ভরসায় ধ্বংসকারী পামরগণই Star দ্বারা বিভূষিত হয়, যেখানে উচ্চপরিবারের বালকগণ শৈশবাবধিই Diplomacy শিক্ষা করে এবং বালিকাগণ ফরাসী ও জর্ম্মান রাজ্যের নীতি আদর্শানুসারে চরিত্র গঠন করিতে থাকে, সেখানে যে পূর্ব্বতন পম্পায়ি নগরের খেলা পুনরায় খেলিত হইবে না তা কি সম্ভব হয়? সোডম মরুসাগরে, পম্পায়ি বিসুভিয়স গর্ভে; আমার কখন কখন মনে হয় যেন সেন্টপিটরসবর্গও সেই রূপে কোন দিন অকস্মাৎ উত্তর মহাসাগরের তুষার পর্ব্বতের দ্রবসম্ভূত জলপ্লাবনে "মাতা ইরার" গর্ভে স্বকীয় পাপ কলঙ্কিত মুখ লুকায়িত করিতে বাধ্য হইবে।

নিহিলিষ্টগণের একখানি হত্যাখাতা খুঁজিয়া পাইলে হয় ত পিটের মধ্যে একটী ব্রাহ্মণবধের আদেশ পাওয়া যাইতে পারে। ইহাঁরা পড়িয়াছেন ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীর Aristocrat এর Aristocrat অতএব একটা ব্রাহ্মণ হত্যা করিলে অন্ততঃ অসংখ্য অসংখ্য পারিয়ার দুঃখের কিঞ্চিৎ প্রতিশোধ লওয়া হইবে। " বিশেষতঃ এখানে আসিয়া ও এই চাণক্য [illegible] কেবল রাজকর্ম্মচারিদের মধ্যেই ফেরাফিরি করে—এ ভারতবর্ষ নয়, আমরা পারিয়া নই, একবার দেখা যাবে।"

## সংবাদদাতার পত্র।

### মালদহ।

মালদহে এক্ষণে গ্রীষ্মের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তজ্জন্য প্রায়ই দুই একটী লোক ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। যদ্যপি শীঘ্র বৃষ্টি না হয়, তবে এই রোগের ভীষণ রূপ ধারণ করিবার সম্ভাবনা। গ্রীষ্মাতিশয্যে আম্রেরও অনেক ক্ষতি হইতেছে। এ বৎসর আম্রের প্রচুর মুকুল হইয়াছিল; কিন্তু ফাল্গুন মাসের বৃষ্টিতে উহার অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা ছিল তাহাও ১৮ই বৈশাখের ভয়ানক ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে। একে ত দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হওয়াতে লোকে কষ্টে সৃষ্টে এক প্রকার সংসার চালাইতেছিল, তাহাতে যখন আম্রের এই মহৎ অনিষ্ট হইল; তখন মালদহবাসী দরিদ্রদিগের কষ্টের একশেষ হইবে; কারণ এখানকার দীন-দুঃখীরা আম্রের সময় আম্র কুড়াইয়া বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ধনীরাও ফলকর বাগান বিক্রয় করিয়া থাকেন।

এবার মালদহে বোরাধান্য বেশ জন্মিয়াছে।

মালদহ জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিবদাস ভট্টাচার্য্য এই জেলার ডেপুটি স্কুল ইন্সপেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি স্কুল পরিত্যাগ করাতে ছাত্রগণ অতিশয় দুঃখিত হইয়াছে। আমরা আশা করি ভাবী হেডমাষ্টার বাবু সাগরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ, ছাত্রদিগের এই দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইবেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু গোলোকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গ্রেডে উন্নীত হইয়াছেন। ইনি বরাবর প্রশংসার সহিত স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন।

এত দিনের পর মালদহ সরবরি স্কুলগৃহ প্রায় প্রস্তুত হইল। বিগত বর্ষায় স্কুল গৃহটী পড়িয়া যাওয়াতে উহার কার্য্য সাধারণের অসুখকর একটী স্থানে সম্পন্ন হইত। অগ্রহায়ণ মাসে হিতৈষী ব্যক্তিদিগের চেষ্টায় গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় সংগ্রহার্থ একটী কমিটী হইয়াছিল। তাহাতে প্রায় ৫০০ শত টাকা সংগৃহীত হয় এবং আরও কিছু টাকার অনটন হওয়ায় দিনাজপুরের রায় রাধাগোবিন্দ রায় বাহাদুর ২০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। এখনও আর কিছু টাকার আবশ্যক আছে। মালদহ যেরূপ দরিদ্র প্রধান স্থান; তাহাতে ইহার সাহায্য করা সকলেরই উচিত। স্কুল সম্পাদক বাবু কৃষ্ণমোহন দাস ও সহকারী সম্পাদক বাবু কিশোরীমোহন শেঠ বিদ্যালয়গৃহ নির্ম্মাণার্থ বিশেষ যত্ন ও সাহায্য করিতেছেন।

### যশোহর।

১। মহাশয়! কপোতাক্ষী নদীর শোচনীয় অবস্থা দেখিলে কোন হৃদয়বান ব্যক্তির অন্তঃকরণ ব্যথিত না হয়? এই ক্ষুদ্র নদীটী যশোহরের অন্তঃপাতী তারপুরের দক্ষিণাংশে ভৈরব নদী হইতে নির্গত হইয়া চৌগাছা, অমৃতবাজার, ঝিঙ্গারগাছা, রামগঞ্জ, মুক্তারপুর, ঝাঁপা, চাকলা, ত্রিমোহনী, বরণডালি, মৃজাপুর, গোপসোনা, তালা, কপিলমুনি, হরিদাসকাটী, রাড়ুলি, সোলো, গদাইপুর, প্রভৃতি গ্রাম দিয়া শিবসা নদীতে পড়িয়াছে। ইহার সর্ব্বত্র বোঝাইসমেত বড় বড় নৌকা গমনাগমন করিতে পারে না। এতন্নিবন্ধন এপ্রদেশের মহাজনদিগের ব্যবসায়কার্য্যের বিলক্ষণ ক্ষতি হইতেছে। সময়ে সময়ে চাউল, চিটাগুড়, চিনি প্রভৃতি দ্রব্য পরিপূর্ণ নৌকা সকল কপোতাক্ষী গর্ভে দেহত্যাগ করিয়া থাকে। নদীতে অধিক জল নাই, এ কারণ অধিকাংশ স্থানে চড়া পড়িয়া গিয়াছে। যদি বোঝাই নৌকা ঐ সমস্ত চড়ায় প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল নৌকা তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ হইয়া মহাজনদিগকে শোকাকুলিত করে। এই নদীটীর শোচনীয় দশা মোচনার্থ কোন মহাত্মা যত্নবান হইয়া কোন প্রকার চেষ্টা বা গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না। এই নদীর সীমার মধ্যগত যে কয়েকটী খাল আছে, তাহাও ঝালান আবশ্যক। প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনর মাননীয় শ্রীযুক্ত মনরো সাহেব সমীপে আমাদিগের সানুনয় নিবেদন এই, কপোতাক্ষী নদীর চির দুর্দ্দশা বিমোচন করিয়া যশোহরবাসিগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হউন। আশা করি কমিশনর বাহাদুর এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

২। এ বিভাগের অধিকাংশস্থানবাসীরা অতিশয় জলকষ্ট পাইয়া থাকে। কোন কোন স্থানের অর্দ্ধক্রোশ, একক্রোশ কি দেড় ক্রোশ ব্যবধানে নদী কিংবা বাঁওড় বা খাল কি বিল অথবা উত্তম পুষ্করিণী আছে। ঐ ঐ গ্রামের মহিলাগণ দলবদ্ধ হইয়া প্রত্যেকে বাটী হইতে এক একটী কলসী এবং একটী করিয়া ঘটি লইয়া জল আনয়নার্থ গমন করে। জল লইয়া আসিবার সময়ে ঐ ঘটির জল তাহাদের জীবনাবলম্বন হয়। সময়ে সময়ে বাটী হইতেও এক এক ঘটিপূর্ণ জল সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। কাহার কাহারও দুই তিন বার যাতায়াত করিতে হয়। এই দারুণ বৈশাখ মাসের রৌদ্রে অবলা সম্প্রদায়েরা পথ হাঁটিতে যেরূপ কষ্ট পায়, তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গ ভাবিয়া দেখুন। কোন কোন গ্রামে যে দুই একটী পুষ্করিণী বা পাতকুয়া আছে, তাহা অত্যন্ত অপরিষ্কৃত। বিশেষতঃ গরু, মেষ, মহিষ প্রভৃতি পুষ্করিণীতে নামিয়া জল পান করায় জল পঙ্কিল হইয়া উঠে। ঐ জল হইতে দূষিত বাষ্পরূপ বিষ উত্থিত হইয়া বিসূচিকা রোগের সৃষ্টি করে। শুনিতে পাই, গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার উপনগর সমূহে জলকষ্ট নিবারণার্থ পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় খনন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। এই সঙ্গে সঙ্গে যশোহরের নির্জ্জল প্রদেশের প্রতি প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট কি এক বার কৃপা কটাক্ষে চাহিবেন? আমাদের দেশীয় দাতা মহোদয় ও দানশীল মহোদয়েরা কি নির্জ্জল প্রদেশে জলাশয় প্রতিষ্ঠা পুণ্য বিবেচনা করেন না?

৩। ষ্টেষণ কালীগঞ্জের অন্তঃপাতী মাত্রাপুর গ্রামে ও আউটপোষ্ট চৌগাছার অন্তর্গত ভবানীপুর গ্রামে অত্যন্ত চৌর্য্য ভয় হইয়াছে। ইতিমধ্যে প্রাগুক্ত গ্রামদ্বয়ে কয়েকটী গরু ও অন্যান্য জিনিসপত্র চুরি

গিয়াছে। এদিকে ক্রমশঃ চোরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। আজ কাল অন্যান্য স্থানেরও চুরির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। চৌকিদারী ট্যাক্স আদায় না হইলে যেমন পঞ্চায়তের মাল ক্রোক বিক্রয় দ্বারা ট্যাক্স সংগ্রহ করা হয়, সেই রূপ গৃহস্থের জিনিসপত্র চুরি গেলে চৌকিদারের নিকট হইতে অপহৃত দ্রব্যের মূল্য সংগ্রহ করা কি যুক্তিসঙ্গত হয় না? আমাদের পুলিস সুপারিটেণ্ডেণ্ট বাবু নরেন্দ্রনাথ ঘাজরা মহোদয় কি ঐ নিয়মটী কার্য্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইবেন? গৃহস্থের দ্রব্য সামগ্রী চুরি গেলে চৌকীদারকে দায়ী হইতে হইবে। যদি এই নিয়মটী প্রচলিত হয়, তাহা হইলে চৌকীদারেরা কার্য্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করিতে সাহসী হয় না। সুতরাং সকলের দ্রব্য সামগ্রী চুরি যাইবারও অতি অল্প সম্ভাবনা থাকে।

---

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০ সাল।

১৯ এ এপ্রেল। নওয়াখালীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ এফ এস, ম্যাকলিন সাহেব আপাততঃ প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কালীনাথ দে মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁথির ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রজনীকুমার দত্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বদলী হইলেন।

বাকরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গৌরদাস বসাক ত্রিপুরায় বদলী হইলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ব্রজমোহন রায় হুগলীর অন্তর্গত জাহানাবাদের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

হুগলীর অন্তর্গত জাহানাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু হরকালী মুখোপাধ্যায় বালেশ্বরে বদলী হইলেন।

নওয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু যদুনাথ বসু নদীয়ার অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ময়মনসিংহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু চন্দ্রকুমার দত্ত নওয়াখালীতে বদলী হইলেন।

রাজসাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী কইজুদ্দিন হোসেন ময়মনসিংহে বদলী হইলেন।

মুঙ্গেরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী সেরাজুল হক্ রাজসাহিতে বদলী হইলেন।

২০এ এপ্রেল। সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এফ এফ হাণ্ডলে সাহেব আপাততঃ প্রথমশ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার হইয়া গয়ায় রহিলেন।

২৩এ এপ্রেল। পণ্ডিত শ্যামনারায়ণ কিছুদিনের জন্য সারণের লাইসেন্স ট্যাক্স বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর সবডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু প্রভাতচন্দ্র রায় রঙ্গপুরের অন্তর্গত ককুবিগ্রামে রহিলেন।

২৪এ এপ্রেল। ঢাকার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সেন ভূমী সংগ্রহার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের ভূমি রেজিষ্টরির নিমিত্ত বাবু জানকী নাথ দত্ত আপাততঃ দ্বিতীয়শ্রেণীর ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

সাহাবাদের অন্তর্গত বক্সারের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ এফ হার্ডিং ঐ জেলার সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

সাহাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে আর হ্যাণ্ড সাহেব বক্সারের ভারপ্রাপ্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের দ্বিতীয়শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু দুর্গাচরণ ঘোষ কুতবদিয়ায় নিযুক্ত হইলেন।

### বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৬ই এপ্রেল। ২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

২১ এ এপ্রেল। রঙ্গপুরের মুন্সেফ বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দাস, বি এল (ইনি ছুটি লইয়াছেন) ২৪ পরগণার মুন্সেফ হইলেন।

বাবু যোগেশচন্দ্র মিত্রের প্রতি যে পর্য্যন্ত দ্বিতীয় হুকুম না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত তিনি আলীপুরে থাকিবেন।

ঢাকার অন্তর্গত কালীগঞ্জের মুন্সেফ বাবু আনন্দ কুমার সর্ব্বাধিকারী ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসতের মুন্সেফ হইলেন।

২৪ এ এপ্রেল। সুবর্ডিনেট জজ বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র কিছুদিনের জন্য হুগলীর দ্বিতীয়শ্রেণীর সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

২৫ এ এপ্রেল। ঢাকার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জের মুন্সেফ বাবু শম্ভুচন্দ্র দে চট্টগ্রামের অন্তর্গত ফটিকচারীতে বদলী হইলেন।

ফটিকচারির মুন্সেফ বাবু চন্দ্রকুমার রায় চট্টগ্রামের অন্তর্গত হাথাজারিতে বদলী হইলেন।

২৭ এ এপ্রেল। বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র ২৪ পরগণার মুন্সেফ হইলেন। ইহাঁকে প্রায় সাতক্ষীরায় থাকিতে হইবে।

প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। সপ্তম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
৩। এক অপূর্ব্ব নগরী।
৪। উপন্যাস।
৫। শকুন্তলা ও কালিদাস।
৬। মনুসংহিতা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মৃজাপুর দর্পরীপাড়ায় কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশ নব কলেবর ধারণ করিয়া নূতন স্থানে ও নূতন যন্ত্রে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সোমপ্রকাশ কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি সোমবার প্রকাশিত হইবে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত ১০ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সহ ৭ টাকা। অসমর্থপক্ষে মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্যের নিয়ম নাই। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশ গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন।

## বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

### প্রকৃতি।

বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা।
(আকার ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ।)

ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। মফস্বলে ডাক মাসুল লাগিবে না। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য না পাইলে বিদেশে পত্রিকা পাঠান যাইবে না।

এই পত্রিকার সাহায্যে মহারাণী স্বর্ণময়ী, সি, আই মহোদয়া দুই শত টাকা দান করিয়াছেন।

প্রকৃতি কার্য্যালয়
৪৮ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর।

## পঞ্চানন্দ

### রসভাবে পরিপূর্ণ

উচ্চ অঙ্গের রাজনীতি, সমাজনীতি, সুনীতি এবং দুর্নীতির সমালোচন। সাহিত্যের স্বর্গলাভ গদ্য পদ্যের আদ্যশ্রাদ্ধ। গ্রাহক হইলেই ছবি।

মাসে দুইবার দেখা।
নির্ব্বোধের নাম বোকা।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৫ পাঁচ টাকা মাত্র; ডাকমাসুল লাগে না। নিতে হয় ত, দেরি নয়। কলিকাতার এজেণ্ট—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল লাইব্রেরি ৯৭ নং কলেজ স্ট্রীট।

৪৪ রসারোড় ভবানীপুর } শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কার্য্যাধ্যক্ষ।

## কল্পলতা।

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। "স্বর্ণলতা" লেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ১৷৵ আনা।

সপ্তম খণ্ড হইতে সম্পাদকের "স্বর্ণলতা" লেখক" "হরিষে বিষাদ" নামে একটী উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে এই পত্রিকা বিদেশে প্রেরিত হয় না।

৪৪ রসারোড ভবানীপুর } শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কার্য্যাধ্যক্ষ।

## বামাবোধিনী পত্রিকা।

এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের হিতার্থ প্রথম প্রকাশিত এই পত্রিকা খানি প্রায় ১৬ বৎসর কাল চলিয়া মধ্যে বিশেষ দুর্ঘটনা প্রযুক্ত এক বৎসর বন্ধ ছিল। গত কার্ত্তিক মাস হইতে ইহা পুনঃ প্রকাশিত হইয়া ছয়মাস কাল নির্ব্বিঘ্নে ও নিয়মিত রূপে চলিয়া আসিয়াছে। এই পুনর্জ্জীবিত পত্রিকাখানির প্রতি পূর্ব্ব গ্রাহক গ্রাহিকা এবং বামা হিতৈষী বন্ধুগণ যেরূপ স্নেহ ও সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আশাতীত উৎসাহ লাভ করিয়াছি এবং পত্রিকাখানি যে স্থায়ী হইবে, তাহার সম্পূর্ণ আশা হইয়াছে। এক্ষণে বামাবোধিনী যাহাতে অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়া বামাগণের সর্ব্ব প্রকার উন্নতির সহায় হইতে পারে, তাহা একান্ত প্রার্থনীয় এবং সেই জন্য দেশস্থ বিদ্যানুরাগী ও বামাকুলের উন্নতি প্রার্থী সকল মহোদয় ও মহোদয়ার নিকট আগ্রহ সহকারে প্রার্থনা, তাঁহারা এই পত্রিকার প্রতি যথোচিত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া ইহার উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা বিধান করিবেন।

কলিকাতা
৪৪ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট
১২৮৭। ১লা বৈশাখ } শ্রীআশুতোষ ঘোষ। সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ

## ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সমস্ত প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, গৃহচিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা পুস্তকসহ ঔষধের বাক্স, শিশি, কর্ক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রী হয়।

### ঔষধের মূল্য

১ ড্রাম ২ ড্রাম বাক্স।
মাদার টিং ।৵০ [illegible] [illegible] ২৷৷০ ৪৷০
ক্ষুদ্র বড়ী ।৵০ [illegible] [illegible] ৮, ১২,
ডাইলিউসন ।০ [illegible] জ্বররোগের ৫, ১০,

### বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ৫, চিকিৎসা সূত্র [illegible]
ওলাউঠা চিকিৎসা ।০ ওলাউঠা চিকিৎসা হিন্দি ।০
স্ত্রী চিকিৎসা ১, প্রমেহ, শুক্রক্ষরণ ।৵
ঔষধগুণ সংগ্রহ ১।০ হাম ও বসন্ত চিকিৎসা [illegible]
অস্ত্র চিকিৎসা ৷৷০ হোমিওপ্যাথিক কি? ৵০
ভারতচিকিৎসক, বার্ষিক মূল্য ১৷৵ ডাক মাশুল ।৵০

### হোমিওপ্যাথী প্রকাশক যন্ত্র।

আমাদিগের ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল দাখিলা, রসিদ, লেবল প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গলা ও নাগরীতে অতি সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত।

## শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

### বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া

কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতি ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে" স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ২ টাকা।
ঘৃত ৷৹ পোয়া ... ... ... ৩ টাকা।
তৈল ।৹ পোয়া ... ... ... ২ টাকা।

## জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ু দূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ... ১॥৹ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাসুল ... ৵৹ আনা।

## শিবা ঘৃত।

(নপুংসক শৃগাল ক্বাথে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ু রোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

## রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ডাকমাসুল ... ... ৵৹ আনা।

---

## যোগসিদ্ধরস।

এই সুসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহরোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাবকালীন জ্বালা সপূয় ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, খড়ি জলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। ইহা আমরা বহুতর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। এ ভিন্ন দুর্গম শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর লুপ্তরক্তরোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ২৲ প্যাকিং ৷৵৹। কলিকাতা সিমুলিয়া।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া,
শ্রীপ্যারিলাল স্বর্ণকারের বাটী।

---

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ মতে ঔষধালয়।
১২ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া।

## নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিয়ে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র বিনা মূল্যে বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ৵৹ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২৲ টাকা, ডাকমাসুল ॥৵৹।

## চন্দনাসব।

সকল প্রকার মেহরোগের মহৌষধ।

এই সুবিখ্যাত ঔষধ নিয়মপূর্ব্বক তিন দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ এবং তৎসংক্রান্ত প্রস্রাব কালীন ঘোলা বা ধাতু নির্গমন হইলেও তিন দিবস মধ্যে রোগের বিশেষ শান্তি হইবে। এ ভিন্ন শ্বেতপ্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র, ইহা দ্বারা আশু শান্তি হয়। ১ শিশির মূল্য ২৲ টাকা প্যাকিং ও ডাকমাসুল ॥৵৹ আনা।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ত্রৈলোক্যনাথ বসু, " " "
" " অমৃতকৃষ্ণ বসু, " " "
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট

---

## সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ... .. ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ...... ॥৵ আনা।

---

# সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারও নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥৹ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতা মুজাপুর দপ্তরিপাড়া কমক্রম যন্ত্রে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵৹ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

☞ এই পত্র কলিকাতা মুজাপুর বুদ্ধওস্তাগর লেন ১০ নং বাটী কমক্রম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত হয়।

# সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। " ৪ র্থ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাষিক ৫।০ টাকা।

১২৮৭ সাল ২৯ এ বৈশাখ। ইং ১৮৮০ ১০ ই মে।

মফস্বলে ডাক মাসুল সহ ১০, ষাণ্মাষিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে বার্ষিক ৭ টাকা।


## সোমপ্রকাশ।

২৯ এ বৈশাখ সোমবার।

### মন্দ কৌতুক নয়।

একটী বড় কৌতুককর কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। সেই নিমিত্ত আমাদিগকে সোমপ্রকাশের পুনর্জ্জীবন সম্বন্ধে পুনরায় লেখনী গ্রহণ করিতে হইল। আমাদের এক জন আত্মীয় এক দিবস আসিয়া দুঃখিতচিত্তে বিষণ্ণবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আপনাকে নাকি বড় ধমকাইয়াছেন? আমরা হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কে তোমাকে এ সংবাদ দিল? ইহার রচয়িতাই বা কে? তিনি এই উত্তর করিলেন, রচয়িতার নাম শুনিবার প্রয়োজন নাই। বাস্তবিক ঘটনাটী কি? আমরা তাঁহার সমক্ষে যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মহামতি ইডেন সাহেব আমাদের যেরূপ অভ্যর্থনা ও সম্বর্দ্ধনা করেন, তাহা নিজ মুখে বলা ভাল দেখায় না। আমরা অনরেবল কৃষ্ণদাস পালকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। তিনি সাক্ষিস্বরূপ আছেন। সপ্ত রথিতে বেষ্টন করিয়া অভিমন্যু বধ করিতে উদ্যত! এ সময়ে কৃষ্ণদাস বাবুর কর্ত্তব্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সহিত আমাদের যে প্রকার কথোপকথন হয়, তিনি পেট্রিয়টে প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করেন। শরপ্রহার আর সহ্য হয় না!

তবে নাকি আমাদের নব যুবকগণের উদ্ভাবনী শক্তি নাই? তবে নাকি তাঁহাদের নূতন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা নাই? আমরা উপরে যে কৌতুককর বাক্যের উল্লেখ করিলাম, ইহার তুল্য নূতন সৃষ্টি আর কি আছে? ইহার তুল্য নূতন আবিক্রিয়া আর কি হইতে পারে? মহামুনি বাল্মীকি " মা নিষাদ " ইত্যাদি শ্লোকের সৃষ্টি করিয়া যে যশোভাজন হন নাই, নিউটন মাধ্যাকর্ষণের ও কলম্বস আমেরিকার আবিষ্কার করিয়া যে যশোলাভ করিতে পারেন নাই, আমাদের কতিপয় যুবক সোমপ্রকাশের পুনর্জ্জীবন সম্বন্ধে নূতন সৃষ্টি ও নূতন আবিক্রিয়া করিয়া সেই যশ একায়ত্ত করিয়া লইলেন!

যাহা হউক, বুদ্ধির কি তীক্ষ্ণতা? কি চমৎকারিতা? এক বৎসর কাল সোমপ্রকাশ বন্ধ হইয়াছিল, ইহার মধ্যে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আমাদিগকে ডাকিয়া ধমকাইবার আর সময় পান নাই! যেই বাবু দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ আবেদন করিলেন, অমনি সুযোগ পাইলেন! অন্য সময়ে আমাদিগকে ডাকাইতে কি তাঁহার সাহস হয় নাই? আমাদের কি মহাবীর অর্জ্জুনের দেবদত্ত গাণ্ডীব ধনুক ও অক্ষয় তূণীরের ন্যায় দেবদত্ত দুর্জ্জয় গোলাগুলি আছে? তাই দেখিয়া কি তিনি ভীত হইয়াছিলেন? বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই, গবর্ণমেণ্ট যে এমন মহত্ত্ব প্রকাশ করিলেন, সোমপ্রকাশ হইতে দেশের উপকার হয় ইহা জানিতে পারিয়া গবর্ণমেণ্ট যে দেশহিতৈষিতা ও গুণগ্রাহিতা গুণের পরিচয় দিলেন, আপনারা ইচ্ছাপূর্ব্বক সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচারের যে অনুমতি দিলেন, কতিপয় যুবক সোমপ্রকাশের প্রতি ঈর্ষ্যাবশতঃ সে মহত্ত্ব, সে হিতৈষিতা, সে গুণগ্রাহিতা, সে ঔদার্য্যের মহিমা যে বুঝিতে পারিলেন না, ইহার পর আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

আমরা দেখিতেছি সোমপ্রকাশের পুনর্জ্জীবন সম্বন্ধে উল্লিখিত বিপরীত রটনা ঘটাইবার বিবিধ কারণ ঘটিয়াছে। প্রথম, সোমপ্রকাশকে পুনরুদয় মাম দেখিয়া কয়েক ব্যক্তি ঈর্ষ্যা পরবশ হইয়াছেন। ঈর্ষ্যা সীসার অক্ষর। যদি সমানভাবে মুদ্রিত হয়, পদার্থ তাহার উপর বিপরীতভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকে। আবার যদি বিপরীতভাবে মুদ্রিত হয়, পদার্থ সমানভাবে অঙ্কিত হয়। ইহার অন্যতর ঘটনা হওয়াতেই কয়েকজন নব যুবক সোমপ্রকাশের পুনর্জন্ম লাভ ঘটিত যথাযথ বৃত্তান্তের বিপরীতভাব বর্ণন করিয়াছেন। ঐ ঈর্ষ্যাবশতঃ বেল্‌ভেডিয়ার প্রাসাদে বসিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সহিত আমাদের যে কথাবার্ত্তা হয়, যুবকেরা তাহা জানিতে পারেন নাই। তিনি উদারভাবে যে রেজলিউসন করেন, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই এবং গবর্ণমেণ্ট বিনা সর্ত্তে উদারভাবে আমাদিগকে সোমপ্রকাশ প্রচারের যে অনুমতি দেন, তাহারও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারেন নাই। কেবল আমাদের বিনয়বিজৃম্ভিত আবেদনপত্রখানিকে আমাদের লঘুতা ও হীনতা স্বীকাররূপ কুজ্ঝটিকাময় দেখিয়াছেন। পৃথিবীতে এরূপ কতকগুলি লোক আছে, যে উপকারির উপকার স্মরণ করিয়া তাহাদের চিত্ত বিগলিত হইয়া যায়, কিরূপে সেই উপকারির উপকার-ঋণের পরিশোধ করিবে ভাবিয়া আকুলিত হয়, ঈর্ষ্যাবান যুবকেরা তাহা বুঝিতে পারেন না। গবর্ণমেণ্ট সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচারের অনুমতি দেওয়াতে কেবল আমাদের নয় দেশেরও বিশেষ উপকার হইয়াছে। যে গবর্ণমেণ্ট এমন উপকার করিলেন, আমাদের আবেদনপত্রে প্রকাশিত বিনয় ও সৌজন্য কি সেই উপকার ঋণের পর্য্যাপ্ত পরিশোধ হইয়াছে? সেই গবর্ণমেণ্টের মান-বর্দ্ধন করাতে কি লঘুতা হয়? সমাচার পত্র সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে উদার ব্যবহার করেন অন্যত্র কুত্রাপি কি তাহার সাদৃশ্য আছে? অন্যত্র সংবাদ পত্র হইতে গবর্ণমেণ্টের অনভিমত একটী বাক্য বিনিঃসৃত হইলেই তৎক্ষণাৎ কারাবাস বা নির্ব্বাসন দণ্ড হয়। রুশ গবর্ণমেণ্টের

প্রসাদে কত সংবাদ পত্র সম্পাদকের যে সাইবিরিয়া বাসস্থান হইয়াছে, সোমপ্রকাশের প্রতি ঈর্ষাবান্ যুবকেরা কি তাহার সংবাদ রাখেন না?

দ্বিতীয়, কতকগুলি যুবক ভ্রান্ত তেজস্বী। তাঁহাদের মত তাঁহাদের তেজ। প্রকৃত তেজ কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা জানেন না। প্রকৃত তেজ অনুসারে কাজ করিতে পারেন না। আমাদের কৃত আবেদন পত্রে যদি আমরা লিখিতাম, যাহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্রজার বিরাগ উৎপন্ন হয়, যাহাতে প্রজারা গবর্ণমেণ্টের বিদ্রোহী হয়, আমরা সেই প্রকার প্রস্তাব লিখিব, তাহা হইলে বোধ হয় ভ্রান্ত-তেজস্বীরা বড় খুসী হইতেন! তাঁহারা শত সহস্র ধন্যবাদ দিতেন! তাঁহাদের কৃত ধন্যবাদ ধ্বনিতে গগনতল পরিপূরিত হইত সন্দেহ নাই। ভ্রান্ত-তেজস্বীরা আমাদিগকে তেজোহীন কাপুরুষ মনে করুন, তাহাতে দুঃখ নাই, গবর্ণমেণ্টকেও যে কাপুরুষ মনে করিতেছেন, ইহাই অতি দুঃখের বিষয়। তাঁহারা আমাদের কৃত আবেদন পত্রের নম্রভাব দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমরা নিয়মে ও সরতে বাধ্য হইয়া সোমপ্রকাশ পুনঃ প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি,* অর্থ-লোভে যেন সরতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্ট কি এমনি মূঢ়, কাপুরুষ ও অসভ্য যে আমাদিগকে যুক্তি ন্যায় ও আইন বিরুদ্ধ সরতে বাধ্য করিয়া সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচারে অনুমতি দিবেন? যে প্রকার কোন নিয়ম ও সরত থাকিলে তাঁহাদের অনুমতি পত্রে কি তাহা প্রকাশ থাকিত না? সোমপ্রকাশ হইতে দেশের উপকার হয় সোমপ্রকাশের মৃত্যুদিন অবধি নানা প্রমাণ পাইয়া তাঁহাদের এই স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। তাঁহারা যদি সোমপ্রকাশের হস্ত পদ ও মুখ বদ্ধ করিয়া প্রচারের অনুমতি দিতেন, তাদৃশ অসার সোমপ্রকাশ হইতে দেশের উপকার কি? গবর্ণমেণ্ট সংবাদ পত্র হইতে শাসিত প্রজার অভিপ্রায় জানিতে পারেন। ইহা সংবাদ পত্র প্রচারের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য। গবর্ণমেণ্ট যদি সেই সংবাদ পত্রের মুখ বদ্ধ করিয়া দিলেন, তবে তাদৃশ সম্বাদ পত্র হইতে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা কি? সে প্রকার কোন গর্হিত নিয়মে বদ্ধ করা যদি গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তাঁহারা সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচারের অনুমতি দিতেন না। আমরাও উহার প্রচারে ব্রতী হইতাম না। আমরা স্বাধীন-ভাবে স্বমত প্রকাশ করিয়া সোমপ্রকাশের কার্য্য সম্পাদন করিব, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর স্বয়ং স্বমুখে এই অনুমতি দিয়াছেন। আমরা আবেদন পত্রেও তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

গবর্ণমেণ্ট যে অনুমতিপত্র দিয়াছেন তাহাতে বিশেষ করিয়া উহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু যদি কোন বিপরীত নিয়ম বা সরত থাকিত, ঐ অনুমতি পত্রে বিশেষ করিয়া তাহা উল্লিখিত হইত, তাহার কি সন্দেহ আছে?

তৃতীয়, এরূপ কতকগুলি লোক আছেন, যার তার কথায় ও যে সে কথায় তাঁহারা বিশ্বাস করেন। অপরের নিন্দাও তাঁহাদের বড় মিষ্ট লাগে। সোমপ্রকাশদ্বেষিরা গ্লানিকর একটী অলীক জনরব তুলিয়া দিলেন, তাঁহারা সেই কথায় প্রত্যয় করিয়া সর্ব্বত্র গল্প করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহাদের নিজের কোন অর্থলাভ নাই। অপরের নিন্দা প্রচার করিয়া তাঁহাদের মনের যে কিছু তৃপ্তি লাভ হয় এই মাত্র।

চতুর্থ, সোমপ্রকাশের পুনর্ব্বার জন্মলাভে কতকগুলি লোকের স্বার্থহানি হইয়াছে। স্বার্থ বড় আপদ। স্বার্থ হানির সম্ভাবনা হইলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। বুদ্ধি স্থির থাকে না। দিগ্বিদিক-জ্ঞান-শূন্য হইতে হয়। স্বার্থ-নাশ-শঙ্কিত ব্যক্তিরা না করিতে পারে এমন কাজই নাই। তাঁহারা কেবল উল্লিখিত কৌতুককর গল্পের সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, আরো কত সোমপ্রকাশের গ্লানিকর প্রমোদময় কল্পনা করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন, সোমপ্রকাশের লেখা ভাল নয়, সম্পাদক বাঙ্গালা লিখিতে জানেন না, তবে যে সোমপ্রকাশ বিক্রীত হয়, সে কেবল সম্পাদকের খাতিরে। তাঁহাদের মনে মনে অভিমান এই, তাঁহারা সোমপ্রকাশের লেখা অপেক্ষা ভাল লিখিতে পারেন, কেবল খাতির নাই বলিয়া তাঁহাদের প্রণীত পত্র সর্ব্বত্র সমাদরে গৃহীত হয় না! কেমন পাঠকগণ! এটী কি কৌতুকের কথা নয়? সোমপ্রকাশে বিশুদ্ধ রীতির অনুগত বাঙ্গালা ভাষা লিখিত হয়, আমরা এ গর্ব্ব করি না। কিন্তু আপনাদিগকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের এমন বিপরীত সংস্কার কেন? সোমপ্রকাশের প্রতি এরূপ অনুচিত পক্ষপাত হইবার কারণ কি? এ প্রকার অসঙ্গত খাতির বা কি কারণে করিয়া থাকেন? পাঠকগণ! অনুগ্রহ করিয়া আপনারাই এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিবেন। সোমপ্রকাশের পুনর্জীবন সম্বন্ধে যে সমস্ত কৌতুককর গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে, সে গুলির উল্লেখ করিয়া আপনাদিগকে সেই মধুর আস্বাদনের অংশী না করা উচিত হয় না, এই বিবেচনা করিয়াই আমরা এ স্থলে সেগুলির উল্লেখ করিলাম। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ ব্যর্থ গেল বলিয়া আপনারা কুপিত না হন, এক্ষণে এই প্রার্থনা।

উপসংহারে আমরা দুঃখিত চিত্তে অর্থিভাবে সর্ব্ব-সাধারণ-রূপ উচ্চতম আদালতের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছি, সোমপ্রকাশের পুনর্জ্জন্ম-লাভরূপ নাটক পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। বাবু দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষের আবেদন প্রথম অঙ্ক। দ্বিতীয় অঙ্ক বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের রেজলিউসন। তৃতীয়, মহামতি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ। চতুর্থ, আমাদের আবেদনপত্র। পঞ্চম, গবর্ণমেণ্টের অনুমতিপত্র। যাঁহারা ঈর্ষ্যা, অসূয়া, মৎসর বা অন্য কারণে অন্ধ হইয়া নাটকের আর কোন অঙ্ক দেখিতে পাইলেন না, প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিত্যাগ করিয়া কেবল চতুর্থ অঙ্কটী দেখিলেন এবং যে ভাবে ও যে কারণে ঐ অঙ্কটী ঐরূপে অবতারিত হইয়াছে, তাহা বুঝিলেন না, প্রত্যুত বিপরীত ভাব ঘটাইলেন, তাঁহাদের কি দণ্ড হওয়া উচিত? আমরা যে প্রমাণ প্রয়োগ করিলাম, তাহাতে যদি আপনারা নিঃসন্দেহ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে হয় প্রতিবাদিগণের মস্তকের বামভাগের কেশ মুণ্ডন করিবার, না হয়, গোঁপের দক্ষিণভাগ কামাইয়া দিবার আজ্ঞা দিন। অন্য প্রকার শারীর দণ্ড আমাদের বড় অরুচি। এই নিমিত্ত আমরা সে প্রার্থনা করিলাম না।

## নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের সঙ্কট।

পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, দেবগণ যে যে সময়ে অসুর-কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়াছেন, সেই সেই সময়ে তাঁহারা কোন প্রধান দেব বা দেবীর শরণাগত হইয়া সেই সেই অত্যাচার হইতে মুক্তির ও সুখলাভের আশা করিয়াছেন। বেণ রাজা যখন প্রজা পীড়ন করেন, তখন সেই সকল প্রজা পৃথুরাজা হইতে আপনাদিগের সৌভাগ্যলাভের আশা করিয়াছিল। প্রজারা যখন দুর্ভিক্ষ পীড়িত হয়, তখন দেবরাজ হইতে সুবৃষ্টি হইয়া সেই দুর্ভিক্ষ দুঃখের অবসান হইবে তাহারা এই আশা করে। আমরা সেইরূপ দেখিতেছি, অত্যাচার-পীড়িত জাতি ও ব্যক্তিরা নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের অধিনায়ক গ্লাডষ্টোন সাহেব হইতে আপনাদিগের দুঃখ-নিশা অবসানের আশা করিতেছে। গ্রীশদেশীয়েরা তারযোগে গ্লাডষ্টোন সাহেবের নিকটে এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন "গ্লাডষ্টোন সাহেব মিড্‌লোথিয়ানে যে জয় লাভ করিয়াছেন, সেই প্রমোদকর সমাচার অদ্য প্রাতঃকালে আমাদের নিকটে উপনীত হইল। ইহাতে এথেন্সের সমুদায় লোক আনন্দিত হইয়াছে। প্রভুশক্তি যে লিবরলদলের হস্তগত হইয়াছে, ইহাতে প্রজারা ও সমাচার পত্র সম্পাদকেরা সকলেই তুল্যরূপে আনন্দিত হইয়াছে এবং এই মনে করিতেছে, তাহাদের মনো-

রথ একণে পরিপূর্ণ হইবে।" মণ্টিনিগ্রো হইতে তারযোগে এই সমাচার আসিয়াছে যে, "গ্লাডষ্টোন সাহেব যে স্বাধীনতার পক্ষপাতী, মণ্টিনিগ্রোবাসীরা ইহা কখন ভুলিবে না। কখন নয়, কখন নয় কখন নয়।" সরভিয়ার লোকেরাও লিবরলদলের মন্ত্রিত্ব লাভে অভিনন্দন করিয়াছে। গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন বলিয়া বঙ্গীয় যুবকেরাও উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন। সে দিন তাঁহাদের আনন্দের প্রমাণ স্বরূপ ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়ন সংবাদপত্র লোহিত রেখা দ্বারা অঙ্কিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল।

আমরা ত দেখিতেছি, নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের বিশেষতঃ গ্লাডষ্টোন সাহেবের বড় সঙ্কট উপস্থিত। অনেকগুলি তাঁহার পরীক্ষার স্থল উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে সর্ব্বত্র কৃতকার্য্য হইবেন এটী বড় সংশয়স্থল। আমরা কাবুলে তাঁহার পরীক্ষা অধিকতর কঠিন দেখিতেছি। "সাপে ছুঁচা ধরা" বলিয়া যে একটী প্রবাদ আছে, আমাদের গবর্ণমেণ্টের কাবুলে সেই ঘটনা ঘটিয়াছে। এখন যদি তাঁহারা কাবুল ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আইসেন, অন্ধ হইবেন। অপমান অপেক্ষা অন্ধতা প্রশংসনীয়। যদি কাবুল স্বহস্তে রাখেন, তাহাতে মৃত্যু। সেই মৃত্যু উভয় পক্ষে। কাবুলবাসীরা যেপ্রকার উদ্ধতপ্রকৃতি, তাহারা যে সহজে বশ্যতা স্বীকার করিবে, তাহার সম্ভাবনা অল্প। গবর্ণমেণ্ট যত দিন তাহাদিগকে স্ববশে আনিতে না পারিবেন, তত দিন উভয় পক্ষের যে কত লোক হতাহত হইবে, তাহার নির্ণয় নাই। তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করা সহজ নহে। কাবুল পর্ব্বতময় স্থান। জঙ্গলে পরিপূর্ণ। তাহারা নগর হইতে তাড়িত হইলে সেই জঙ্গলে গিয়া বাস করিবে। সময়ে সময়ে তথা হইতে দস্যুর মত বহির্গত হইয়া বৃটিশ সৈন্যগণের প্রাণ সংহার করিবে, আপনারাও হত হইবে। সমুদায় জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সুন্দর বনের ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহাদিগকে এককালে উন্মূলিত করা কি সহজ? যদি জঙ্গল পরিষ্কৃত না হয়, আমরা যে উপদ্রবের আশঙ্কা করিতেছি, তাহা দূরীকৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। নাগারা যে সামান্য শত্রু তাহারাও জঙ্গল ও পর্ব্বতবাসী বলিয়া এ পর্য্যন্ত পরাজিত ও বশীভূত হইল না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সভ্য গবর্ণমেণ্ট হইয়া সোদরসম মনুষ্যদিগকে বন্য জন্তুর ন্যায় চিরকাল তাড়াতাড়ি করিয়া বেড়ান এবং তাহাদিগকে উন্মূলিত করিবার চেষ্টা পান, এটীও বড় লজ্জার বিষয়। মানুষ যখন অসভ্য অবস্থায় থাকে, তখন প্রবল লোকেরা পশুপক্ষ্যাদির ন্যায় নিকৃষ্ট মনুষ্যদিগকে হত ও উন্মূলিত করিবার চেষ্টা পায়। সভ্যকালেও যদি সেই অসভ্যোচিত কার্য্যের অভিনয় হয়, তাহা হইলে সভ্যতায় ও অসভ্যতায় কি ইতর বিশেষ হইল। গ্লাডষ্টোন সাহেবের নিকটে আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই, প্রথমেই কাবুলের প্রতি তাঁহার দৃষ্টিপাত হউক। তিনি শীঘ্র কাবুল ঘটিত গোলযোগের মীমাংসা করুন। অকারণ প্রাণিহত্যা হইতেছে, সেই কারণে আমাদের হৃদয় ব্যথিত হইতেছে বলিয়াই যে আমরা গ্লাডষ্টোন সাহেবের নিকটে কাবুলের গোলযোগ নিষ্পত্তির সবিনয় প্রার্থনা করিতেছি এরূপ নহে, ঐ কাবুল আমাদের ধনস্থানে শনিস্বরূপ হইয়াছে। কাবুলে যত দিন গোলযোগ থাকিবে, তত দিন কাবুলবাসীদিগের ন্যায় আমরাও অসুখিত হইব। আমাদের সুবিবেচক রাজপুরুষেরা স্থির করিয়াছেন, আমরা যত দোষের দোষী, আমাদের নিমিত্তই কাবুল যুদ্ধ, অতএব যাবৎ যুদ্ধকাল, আমাদিগকে কাবুলের যুদ্ধ ব্যয় যোগাইতে হইবে।

কাবুলের গোলযোগের মীমাংসা করা যেমন কঠিন, গ্লাডষ্টোন সাহেবের মন্ত্রিত্ব লাভে বঙ্গীয় যুবকেরা যে আশান্বিত হইয়াছেন, সে আশা পূর্ণ করা তেমন কঠিন নহে। কঠিন নয় কেন, এ কারণ প্রদর্শন করিতে গেলে বঙ্গদেশীয়দিগের কি কি প্রার্থনীয় বিষয় অগ্রে সেগুলির বর্ণন করা আবশ্যক হয়। প্রথম প্রার্থনীয় এই, রাজপুরুষেরা অপক্ষপাতে সমুদয় কার্য্য করুন। অনেক বিষয়েই তাঁহাদিগের বিলক্ষণ পক্ষপাতিতা লক্ষিত হইয়া থাকে। রাজপদ-বিতরণবিষয়ে রাজপুরুষদিগের পক্ষপাত যেন উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। গ্লাডষ্টোন সাহেব বিনা পক্ষপাতে ইউরোপীয়দিগের সহিত সমভাবে এদেশীয়দিগকে উচ্চতর রাজপদে অভিষিক্ত করিতে কি সাহসী হইবেন না? দ্বিতীয় পক্ষপাত বিচার বিতরণ কালে। একে এই উনবিংশশতাব্দী, বৃটিশজাতির প্রায়, সপাদ শতাব্দী কাল ভারতে আধিপত্য লাভ হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আজিও রাজপুরুষেরা বিচার বিতরণ কালে ইউরোপীয়ের সহিত এদেশীয়ের সমদর্শিতা রক্ষা করিতে পারিলেন না। আমরা কলিকাতা ছোট আদালতকে ইহার উদাহরণ স্থানে গ্রহণ করিলাম। বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী ক্ষীরগ্রামে যুগাদ্যা নামে এক ঠাকুরাণী আছেন। প্রতিমা সম্বৎসর জলশায়িনী থাকেন। সম্বৎসরান্তে তাঁহার পূজা হয়। পূজার দিবস বর্দ্ধমানের মহারাজের প্রদত্ত পূজা অগ্রে না হইলে যেমন অন্যের পূজার অধিকার নাই, তেমনি কলিকাতা ছোট আদালতে অগ্রে ইউরোপীয়ের মকদ্দমা না হইলে এদেশীয়ের মকদ্দমায় অধিকার হয় না। তৃতীয় কর নির্দ্ধারণ বিষয়ে পক্ষপাত। যে সকল লোকে স্বচ্ছন্দে কর দান করিতে পারে, তাহাদের অর্থ-শরীরে অস্ত্রাঘাত করা হয় না। পক্ষান্তরে যাহারা অতি কষ্টে জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহাদিগের উপরে ছুরিকার তীক্ষ্ণতর আঘাত! বর্ত্তমান লাইসেন্স ট্যাক্সই ইহার প্রধান উদাহরণ স্থল। এদিকে দরিদ্রমারী লাইসেন্স ট্যাক্স করা হইল, ওদিকে কিন্তু মাঞ্চেষ্টারের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল এটী সামান্য পক্ষপাতের কার্য্য নয়। আইন বিধান বিষয়েও রাজপুরুষেরা অপক্ষপাতিতার সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পারেন না। মুদ্রা যন্ত্র সংক্রান্ত নব আইন সেই পক্ষপাত স্পষ্টাক্ষরে কহিয়া দিতেছে। ইংরাজী সংবাদ পত্রের যে কার্য্য, বাঙ্গালা সংবাদপত্রেরও সেই কার্য্য। ইংরাজী সমাচারপত্র হইতে যে ইষ্টানিষ্ট হয়, বাঙ্গালা সমাচার পত্র হইতেও তাহাই হইয়া থাকে। কিন্তু চমৎকার এই, ইংরাজী সমাচার পত্রকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল বাঙ্গালা সমাচার পত্রের শাসনার্থ আইন করা হইল।

এগুলি পুরাণ কথা বটে, কিন্তু নূতন করিয়া উল্লেখ করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। গ্লাডষ্টোনসাহেব লিবরল, তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত। সেই প্রশস্ত হৃদয়ে এই সকল সংকীর্ণভাব স্থান প্রাপ্ত না হয়, এই প্রার্থনা তাঁহাকে জানাইবার নিমিত্তই আমরা একে একে ঐ পুরাণ বিষয়গুলির উল্লেখ করিলাম। গ্লাডষ্টোন সাহেব যদি ঐ বীভৎস দোষগুলির সংশোধন করেন, তাহা হইলেই আমাদের যুবকগণের মনোরথ পূর্ণ হইবে। মনোরথ পূর্ণ হইলেই তাঁহারা গ্লাডষ্টোন সাহেবের অভিষেকে যে আশান্বিত হইয়াছেন, তাঁহারা তাহার গর্ব্ব করিয়া বেড়াইতে পারিবেন।

বঙ্গীয় যুবকগণের যে যে প্রার্থনীয় এক যুবক সেগুলি বিস্তারিত করিয়া লিখিয়াছেন, সে প্রস্তাবটীও এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

১ ম। মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত ৯ আইন। ইংরাজ জাতি স্বভাবতঃ স্বাধীনতাপ্রিয়। তাঁহাদের ইতিহাস অত্যাচারির হস্ত হইতে লুপ্তপ্রায় স্বাধীনতার উদ্ধার বৃত্তান্তে পরিপূরিত। সুতরাং তাঁহারা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-বিলোপকে অত্যাচার বলিয়া মনে করেন সন্দেহ নাই। যে দিন এই নীতিবিগর্হিত ইংরাজজাতির কলঙ্ক স্বরূপ এই জঘন্য ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে, সেই দিন অবধি উদার মতাবলম্বী দল ইহার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া মুক্তকণ্ঠে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত তাঁহাদের বক্তৃতা অরণ্যে রোদন-প্রায় হইয়াছিল। কারণ, বিকন্সফিলড্ দলে ভারী ছিলেন। তিনি তাঁহাদের চীৎ-

কাবে ভ্রুক্ষেপও করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা এখন পদস্থ। ঐ পক্ষপাত দূষিত আইনটী শীঘ্র বিলুপ্ত হয়, যুবকগণের এই সর্ব্বপ্রধান ও প্রথম প্রার্থনীয়।

২য় আফগান যুদ্ধ। স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরাজজাতি সাহসী বলিষ্ঠ তেজীয়ান সমরকুশল এক বৃহৎ জাতির স্বাধীনতা বিনা কারণে হরণ করেন, এটী অতি ঘোর কলঙ্কের কথা। এ কলঙ্কের শীঘ্র অপনয়ন করা উচিত। ইংরাজেরা অতি সত্বর আফগানস্থান পরিত্যাগ করিয়া আইসেন, অনেকে এই বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। উদার মতাবলম্বী দল বরাবর আফগান যুদ্ধের প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছেন। অতএব যুবকগণের বাসনা এই, নূতন গবর্ণর জেনেরল ভারতভূমিতে পদার্পণ করিয়াই যেন লিপেল গ্রিফিন ও জেনরল রসকে তারযোগে এই কথা বলিয়া পাঠান যে তোমরা সংবাদ পাইবামাত্র সসৈন্যে খাইবার পার হইয়া আসিবে। আফগানেরা যাহাকে ইচ্ছা রাজা করুক, সে বিষয়ে আমাদের কোন কথা কহিবার প্রয়োজন নাই।

৩য়। দুর্ভিক্ষের দোহাই দিয়া লাইসেন্স টাক্স প্রভৃতি যে সমস্ত অত্যাচারকর কর করা হইয়াছে, যাহাতে প্রজার বাণিজ্য বন্ধ হইতেছে, ব্যবসায় ক্ষতি হইতেছে,লোকে করদায় হইতে অব্যাহতি পাইবার আশয়ে মিথ্যা কথা কহিতে শিখিতেছে সেই জঘন্য কর অবিলুপ্ত রাখিয়া ব্রিটিশ জাতির কলঙ্ক অক্ষালিত রাখা কি লিবারল দলের মন্ত্রিত্বকালে শোভা পায়? যে দিন রিপন সাহেব আসিয়া প্রথম মন্ত্রিসভায় অধিষ্ঠিত হইবেন, সেই দিনেই তিনি দেখিতে পাইবেন যে শুদ্ধ ৩০ লক্ষ টাকার জন্য গবর্ণমেণ্ট সাধারণ প্রজার বিরাগভাজন হইতেছেন, এবং উল্লিখিত দোষগুলি ঘটতেছে। অতএব তিনি অবিলম্বে এই আজ্ঞা দিবেন যে ঐ কর এককালে উঠিয়া যায়। যদি লর্ড লিটন নিতান্ত অর্থকৃচ্ছ্রের সময়ে ২৫ লক্ষ টাকার তুলার মাসুল ত্যাগ করিতে পারিলেন, তবে রিপন সাহেব সচ্ছল অবস্থায় আর ৩০ লক্ষ ত্যাগ করিতে না পারিবেন কেন?

৪র্থ সিবিল সর্ব্বিস। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিসম্প্রদায় পরীক্ষার্থির বয়স কমাইয়া দিয়া অনুদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন। একণে উদারমতাবলম্বী দল পরীক্ষার বয়স বাড়াইয়া যাহাতে দেশীয় যুবকেরা বিলাতে গিয়া পরীক্ষা দিয়া আসিতে পারে, তাহার উপায়বিধান করুন এবং আপনাদের অনুপম ঔদার্য্যের পরিচয় দিন।

৫ম। আফগান যুদ্ধের ব্যয়। রুশিয়ায় ও ইংলণ্ডে দ্বন্দ্ব। বিকন্সফিল্ড ও আলেকজাণ্ডরে কলহ, তাহাতে দরিদ্র ভারত মারা যায় কেন? বিশেষতঃ ভারত নিরপরাধ। ভারতের প্রজারা যুদ্ধ বাঁধায় নাই। বিকন্সফিল্ডই যত অনর্থের মূল। হয় তিনি নিজে কাবুল যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করুন, নতুবা যাঁহারা তাঁহার উপরে রাজ্যভার দিয়া এই অনর্থ ঘটাইয়াছেন, তাঁহারা ব্যয়ভার বহন করুন।

৬ষ্ঠ। গ্লাডষ্টোন ধর্ম্মালয়ের প্রতি পক্ষপাতী নন। তিনি একণে প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষের ধর্ম্মালয়গুলি উঠাইয়া দিন। তাহাতে প্রায় ১৫। ১৬ লক্ষ টাকা লাভ হইবে। ঐ টাকা শিক্ষাবিভাগের সাহায্যার্থ প্রদত্ত হউক এবং ঐ টাকার মধ্য হইতে এক লক্ষ টাকা বিলাতগামী শিক্ষার্থিদিগের পাথেয় ব্যয়ার্থ নিয়োজিত হউক।

৭ম। তুলার মাসুল। ভারতের অসচ্ছল অবস্থায় মাঞ্চেষ্টরের অনুরোধে যে তুলার মাসুল পরিত্যাগ করা হইয়াছে, সে কাজটী অন্যায়। অন্যায়ের বিদ্বেষী ন্যায়পরায়ণ উদারমতাবলম্বী দল যদি এই অন্যায় কার্য্যটীকে জীবিত থাকিতে দেন, তাহা হইলে সেটী তাঁহাদের কলঙ্কস্তম্ভস্বরূপ হইবে। অতএব এ ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

যুবকগণের এ প্রার্থনীয়গুলি অসঙ্গত নয়। আমরাও সেই সেই প্রার্থনায় পরাঙ্মুখ নহি। কিন্তু উদারমতাবলম্বী দল স্ব ইচ্ছায় উল্লিখিত প্রার্থনীয়গুলির কতদূর পরিপূরণ করিবেন, কতদূর পরিপূরণে সমর্থ ও কৃতকার্য্য হইবেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা বড় কঠিন, কিন্তু এ কথা বলা কঠিন নয় যে, পৃথিবীতে যত সম্প্রদায়ের যত রাজনীতিজ্ঞ আছেন, তাহার মধ্যে উদার মতাবলম্বী নীতিজ্ঞেরাই সর্ব্বাপেক্ষা ধার্ম্মিক। যদি কাহারও বাক্যে দৃঢ়তর আস্থা করা যায়, সে ইংলণ্ডের উদারমতাবলম্বী দলের। যদি কেহ দেশের বিশেষ উপকার করিয়া থাকেন, সে ইংলণ্ডের উদারমতাবলম্বী দল। রাজনীতিজ্ঞেরা সচরাচর মনে করেন, স্বকার্য্য সিদ্ধি করিবার নিমিত্ত অন্যের সর্ব্বনাশ করা দূষণাবহ নহে। যদি কোন সম্প্রদায় এই জঘন্য কুসংস্কারের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, সে ইংলণ্ডের উদারমতাবলম্বী দল। যদি কাহার উপরে ভারতের আশা ভরসা থাকে, সে ইংলণ্ডের উদারমতাবলম্বী দলের উপরে। কিন্তু যুবকগণ উদারমতাবলম্বী দল হইতে যেপ্রকার শুভ-লাভের আশা করিতেছেন, আমরা সে প্রকার করিতে পারিতেছি না। সত্য বটে, তাঁহারা বরাবর কন্সরবেটিব দলের কার্য্যের ও বাক্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং প্রতিবাদের সময়ে অনেক শক্ত কথাও বলিয়াছেন কিন্তু কখন এ কথা স্পষ্টাক্ষরে বলেন নাই যে আমরা পদস্থ হইয়া পূর্ব্বমন্ত্রিসম্প্রদায়কৃত কার্য্য রহিত বা তাহার পরিবর্ত্ত করিব। বরং হার্টিংটন সাহেব অস্‌ওয়াল্ড টুইইল নামক স্থানে তাঁহার প্রতিযোগী এক্রয়ড সাহেবের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, স্বাধীন বাণিজ্যের নিয়ম অনুসারে তুলজাতবস্ত্রের সকল মাশুলই উঠিয়া যাওয়া উচিত। তবে উহা সময়সাপেক্ষ। গ্লাডষ্টোন সাহেবও বলিয়াছেন, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার উপর আমরা হস্তক্ষেপ করিব না। যদি এরূপ হইল, উদারমতাবলম্বী দলের মন্ত্রিত্ব-লাভে উন্মত্তপ্রায় যুবকগণের মনোরথ পূর্ণ হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। তবে এক আশা এই, যাঁহারা নূতন মন্ত্রিসভার সভাপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয় উদার, উদারতম কার্য্যের অনুষ্ঠানেই তাঁহারা অভ্যস্ত। তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন না। আর যদি অবসর পান, তাহা হইলে ভারতবর্ষের হিত চেষ্টাও করিতে পারেন। কিন্তু অবসর পাইবেন কি? তাঁহাদের ঘরের কাজ অনেক। বিশেষ উদার দলের গৃহবিচ্ছেদেরও বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। গোসেনও লো প্রভৃতি কয়েকজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির গ্লাডষ্টোনের সঙ্গে অনেক বিষয়ে মতভেদ আছে। তাহার উপর, হোমরুলর বলিয়া কতকগুলি লোক আছেন। কার্য্যও অনেক আছে। হয় ত এমনও হইতে পারে যে প্রথমেই নির্ব্বাচন প্রণালীর পুনঃ সংস্কার লইয়া তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইবে। ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মালয় ঘটিত গোলযোগ ঘটিবারও অসম্ভাবনা নয়। যদি ইহার অন্যতর কোন ঘটনা হয়, কার্য্যের এত বাহুল্য হইয়া উঠিবে যে হার্টিংটন সাহেব পর্য্যন্তও ভারতবর্ষের কার্য্য সম্যকরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিবেন না। ভারতের সমস্ত কার্য্যই আমাদিগের নূতন গবর্ণর জেনরলের হস্তে ন্যস্ত হইবে। তিনি কি করিতেছেন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের তাহার তত্ত্ব লইবারও অবসর হইবে না। এরূপ অবস্থায় যুবকগণের আনন্দোন্মাদ হয় ত কেবল উন্মাদেই পর্য্যবসিত হইবে।

---

## বেহারে উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে নাগরী অক্ষর।

উভয়ের মধ্যস্থলে পতিত হইলে যে কি দারুণ দুর্দ্দশা ও দুঃসহ যন্ত্রণা হয়, যিনি কখন পরস্পর আঘাতোন্মুখ উভয় নৌকার মধ্যস্থলে পড়িয়াছেন, তিনি জানিতে পারিয়াছেন। মধ্যম পুত্রের, মধ্যম শ্রেণীর লোকের, মধ্যম শ্রেণীর ধনবান, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোকের তাহা অবিদিত নাই। বেহারবাসীরা বাঙ্গালা দেশ ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের মধ্য-

স্থলে পড়িয়া যার পর নাই বিপন্ন হইয়াছে। তাহাদের কোন বিষয়েই উন্নতি নাই। না আছে তাহাদের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় বলবীর্য্য, না আছে বঙ্গদেশীয় বুদ্ধিচাতুর্য্য, না আছে সাংসারিক সুখ। অনেকে অতি কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আলঙ্কারিকেরা "গৌর্ব্বাহীকঃ" বলিয়া যে লক্ষণার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারা সেই উদাহরণস্থল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের সদয়হৃদয় মাননীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাহাদের দুঃখে কাতর হইয়া তাহাদের কল্যাণবিধানের চেষ্টা পাইতেছেন। নীলকরের হউক, আর জমীদারের হউক, তাহাদের উপরে যে সকল অত্যাচার ছিল, তিনি ক্রমে তাহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া আনিয়াছেন। তাহারা উর্দ্দূ ও হিন্দি উভয়ের মধ্যস্থলে পড়িয়া যে অত্যাচার ও কষ্ট ভোগ করিতেছিল, সম্প্রতি তাহারও সংহারার্থ তিনি অসি উত্তোলন করিয়াছেন।

রাজা যা কিছু করেন সে প্রজার মঙ্গলের জন্য। তিনি আইনই করুন, বিচারই করুন, হিসাবই করুন, আর কোন প্রতিজ্ঞাই করুন, তাঁহার উদ্দেশ্য যে, প্রজাগণ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারে। অতএব রাজভাষা প্রজাগণের সুখবোধ্য হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিদেশীয়দিগের অধিকার স্থলে প্রায়ই ইহার বিপরীত ঘটনা ঘটিয়া থাকে। রাজা নিজ ভাষায় রাজকার্য্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করেন, প্রজারা তাঁহার ভাষা শিখিয়া লয়, অথবা প্রজাকে বুঝাইবার জন্য দ্বিভাষার প্রয়োজন হয়। বিচারালয় সমূহে বিচারপতি ও কার্য্যার্থির এইরূপ ভাষাভেদ-নিবন্ধন সময়ে সময়ে অনেক অসুবিধা ঘটে, হাস্যরসেরও অভিনয় হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে এক্ষণে সমস্ত কার্য্যই বাঙ্গালাভাষায় সম্পন্ন হয়, কেবল বিচারপতিরা ইংরাজীতে আপন মতামত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্টের কার্য্য ইংরাজী ভাষায় সম্পাদিত হয়, তাহা সাধারণের গোচর করিবার জন্য অনুবাদক নিযোজিত আছেন; কিন্তু বেহার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অবস্থা আমাদের অপেক্ষা শোচনীয়।

বঙ্গদেশে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় রাজকার্য্য সম্পাদিত হয়, কিন্তু বেহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইংরাজী উর্দ্দূ ও হিন্দি এই তিনের অধিকার। উর্দ্দূ ও হিন্দিতে বিষম দ্বন্দ্ব। উর্দ্দূ লক্ষ্ণৌ দিল্লী প্রভৃতি কতিপয় মুসলমানপ্রধান নগরীতে প্রচলিত। ঐ ঐ স্থানের সকল লোকই যে উর্দ্দূ বুঝিতে পারেন, এরূপ নহে। দেশের অধিকাংশ লোকে উহা বুঝিতে পারে না। বেহারে ও পশ্চিমের অধিক স্কুলে প্রতি শ্রেণীতে উর্দ্দূ ও হিন্দী দুটী ভাষারই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। যতদিন এই শোচনীয় অবস্থা দূরীভূত না হইতেছে, ততদিন পশ্চিমের মঙ্গল নাই। সেখানে কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে গেলে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হয়। উর্দ্দূতে লিখিলে কতকগুলি লোক গ্রাহক হয়, আর হিন্দিতে লিখিলে অপর কতকগুলি গ্রাহক হইয়া থাকে। সমস্ত লোককে শিক্ষা দেওয়া যায়, এরূপ পুস্তক সেখানে লিখিবার যো নাই। রাজা শিবপ্রসাদ ঐ গোলযোগ মিটাইবার জন্য উর্দ্দূ ও হিন্দীর মাঝামাঝি এক ভাষা প্রস্তুত করিতে গিয়াছিলেন। তিনি যে পুস্তক ছাপাইতেন, তাহা নাগরী ও উর্দ্দূ দুই প্রকার অক্ষরেই মুদ্রাঙ্কিত করিতেন, অথচ ভাষা একই থাকিত। তাঁহার উদ্যম এক প্রকার ব্যর্থ হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এক দেশে এক স্থানে এইরূপ ভাষা-বৈষম্য তদ্দেশবাসীদিগের উন্নতির প্রতিবন্ধক সন্দেহ নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সাহেবেরা উর্দ্দূর পক্ষপাতী। তদ্দেশীয়দিগের পক্ষে যেমন ইংরাজী উর্দ্দূও তেমনি বিদেশীয় ভাষা। ইংরাজীতে প্রকাণ্ড সাহিত্য আছে, উর্দ্দূতে তাহা নাই, হইতেও পারে না। কারণ, উহা জাতীয় ভাষা নহে। দুই চারি জন রাজা ঐ ভাষায় কাজ কর্ম্ম করিতেন বলিয়াই উহার এত আদর। উর্দ্দূ যে রাজকার্য্যে ব্যবহৃত হয়, কতিপয় ইংরাজের ভ্রমই তাহার কারণ। প্রথম প্রথম তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, সমস্ত ভরতবর্ষের লোকেই উর্দ্দূ বুঝিয়া থাকে। উহা এক প্রকার ভারতের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হইবে। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সময় অবধি উর্দ্দূ বাঙ্গালাদেশে হইতে অপসৃত হইয়াছে। আমাদের সুযোগ্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সার আশলি ইডেন সাহেব সম্প্রতি রেজোলিউসন করিয়াছেন যে, বেহারে উর্দ্দূর পরিবর্ত্তে নাগরী অক্ষর ব্যবহৃত হইবে। যেমন বিদেশীয় বৃক্ষকে অনেক ব্যয় করিয়া অনেক যত্নে জীবিত রাখিতে হয় অথচ তাহাতে কোন উপকার হয় না, উর্দ্দূও ঠিক সেইরূপ। এক্ষণে যদি উর্দ্দূ অক্ষর উঠিয়া যায় ক্রমে উর্দ্দূ ভাষাও বিলুপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। উর্দ্দূ রহিত হইয়া তথায় হিন্দী প্রচলিত হইলে বাঙ্গালা দেশে যেমন বর্দ্ধনশীল সাহিত্যের সূত্রপাত হইতেছে, বেহারেও তেমনি হইবে। ঐ রেজোলিউসন দ্বারা লেঃ গবর্ণর মুসলমান পীড়িত বেহারবাসীদিগের মহোপকার সাধন করিলেন। তাহারা যে একটী জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহার সূত্রপাত হইল। তাহাদের যে একটী স্বতন্ত্র ভাষা ও স্বতন্ত্র সাহিত্য শাস্ত্র হইবে তাহার উপক্রম হইল। ভারতবর্ষে বেহারীদিগের ন্যায় গৌরব কাহার? ঐ বেহারে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোককে এক ধর্ম্মসূত্রে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐ বেহারবাসীদিগের মাগধী ও পালী নামে ভাষা এক সময়ে সংস্কৃতের লোপে উদ্যত হইয়াছিল। ঐ মাগধী এক দিন মূল ভাষা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

"সা মাগধী মূল ভাষা নরেয় আদি কপ্পিতা।"

এই মহাবাক্য যে ভাষার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছে, ঐ ভাষা আজিও সিংহল ও ব্রহ্মদেশে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ মাগধী ও পালী ভাষার লিখিত পুস্তক অনুবাদ করিয়া চীনের সাহিত্য শাস্ত্রের উন্নতি হইয়াছিল। যাহাদের ভাষা এইরূপ এবং বুদ্ধদেব যেখানে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বেহারীরা কি না যাবনিক ভাষা বন্ধনে দৃঢ়তর বদ্ধ! বঙ্গদেশের আদালতে সাক্ষ্য দিতে গেলে একজন দ্বিভাষীর সাহায্য লাভ হইলেই পর্য্যাপ্ত হয়। কিন্তু বেহারে দুইজন দ্বিভাষী না হইলে চলে না। উহাদিগের জাতীয়তার পুনঃ স্থাপন করিয়া সর আশলি ইডেন শুদ্ধ বেহারীদিগের কেন সমস্ত ভারতবর্ষের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। যে মিথিলা পণ্ডিত মণ্ডলীর জন্ম ভূমি, যেখানে প্রধান প্রধান সংস্কৃত গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আমাদের গৌরবের এক মাত্র স্থান নবদ্বীপ যে মিথিলা হইতে জীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই মিথিলার ভাষা ইতর লোকের ভাষা বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে, ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয়! বিশেষতঃ যে ভাষায় বিদ্যাপতি কবিতাবলী লিখিয়া ভক্তিরসে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে উন্মত্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার মত ললিত সুন্দর সুশ্রাব্য ভাষার দুরবস্থা দেখিয়া আমরা নিতান্ত কাতর ছিলাম। ইডেন সাহেব আমাদের সে দুঃখ দূর করিলেন। এখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শাসন কর্ত্তারা যদি ইডেন সাহেব প্রদর্শিত পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে ভারতের একটী মহোপকার সাধিত হইবে।

---

## লবণের ব্যবসায়।

এদেশে একটী চির প্রবাদ আছে "যার নুণ খাই তার গুণ গাই।" লবণের এমনি মহিমা যার নুণ খেতে হয়, তাহার বর্ণনীয় গুণ না থাকিলেও তাহার আরোপিত গুণেরও বর্ণন করিতে হয়। আমরা সেই প্রবাদ বাক্যের বশীভূত হইয়া আজ "লবণের ব্যবসায়" এই শীর্ষক প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। পাঠকগণ! আপনারা দূর দেশে আছেন। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপনাদিগকে লবণ খাওয়াইব, আর আপনারা উহার গুণে বশীভূত হইয়া সোমপ্রকাশের যে গুণ নাই, তাহা চক্ষে দেখিবেন এবং তাহার

বর্ণনে প্রবৃত্ত হইবেন, সে সম্ভাবনা নাই। এই কারণেই আজ আমরা লবণ সংক্রান্ত বৃত্তান্ত কর্ণপ্রণালীর দ্বারা আপনাদিগের উদরস্থ করিয়া দিতেছি। অভিপ্রায় এই আপনারা সোমপ্রকাশকে ভুলিতে পারিবেন না, ইহার দোষকীর্ত্তনে উৎসুক হইবেন না, এবং ইহার যে গুণ নাই, তাহারও গানে উন্মুখ হইবেন।

১২৮৫ সালে ৭৮ লক্ষ মণ লবণ কলিকতায় আসিয়াছে। ইহার মধ্যে ৭২ লক্ষ মণ ইংলণ্ড হইতে ও ছয় লক্ষ মণ ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান হইতে আনীত হইয়াছে। চব্বিশ পরগনায় যে লবণের গোলা আছে, তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৭৫০ মণ লবণ প্রস্তুত হইয়াছে। বিদেশ হইতে যে সমস্ত লবণ আসিয়া থাকে, তাহার অধিকাংশ লিবরপুল, আরব, মিসর ও ইটালি হইতে আনীত হয়। ফ্রান্স হইতে কিছু কিছু লবণ আসিত, এবার তাহার আমদানী বন্ধ হইয়াছে। ফ্রান্সের লোকে যদি ইংলণ্ড হইতে লবণ লয়, তাহা হইলে তাহাদের মণ করা আট আনার বেশী ব্যয় হয় না। কিন্তু তাহারা ইংলণ্ডের লবণ লয় না। তাহারা নিজের দেশে লবণ প্রস্তুত করে এবং তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডীয় লবণের আমদানী বন্ধ করিবার জন্য লবণের উপরে অত্যধিক শুল্ক নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যদিও ফ্রান্সের লবণের মূল্য অধিক, তথাপি যাহারা লবণ বিদেশে বিক্রয় করিয়া আসিতে পারে, ফ্রান্সের গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে পারিতোষিক দেন বলিয়া অনেকে লবণ আমাদের দেশে লইয়া আইসে। এবার কিছু আসে নাই কেন, বুঝা যায় না। বোধ হয় তাহাদের চক্ষু ফুটিয়াছে। পূর্ব্বে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও পঞ্জাবে যত লবণ খরচ হইত, সমুদায় কলিকাতা হইতে যাইত; কিন্তু এক্ষণে সম্বর হ্রদ ও পঞ্জাবস্থ লবণময় পর্ব্বত মালায় এত অল্প মূল্যে এত অধিক লবণ পাওয়া গিয়াছে যে ২৭০০০ মণ লবণ পঞ্জাব হইতে বেহার পর্য্যন্ত আসিয়া পঁহুছিয়াছে। লিবরপুলের লবণের আমদানী ক্রমে কম হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা যে বৎসরের কথা বলিতেছি, সে বৎসরও কলিকাতা হইতে লবণ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গিয়াছিল; কিন্তু বোধ হয় শীঘ্র কলিকাতা হইতে রপ্তানী বন্ধ হইবে। লিবরপুল লবণের মূল্যও কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে শতকরা ৪০ টাকা ছিল, এখন শতকরা প্রায় ৮০ টাকা হইয়াছে। পঞ্জাবের লবণের দর যদি ইহার অপেক্ষা অল্প হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশেও ঐ লবণ ব্যবহৃত হইবে। লবণে মণকরা এখন ২৸৵ মাশুল লওয়া হয়। লবণের দামও মণ করা প্রায় ৵৶। সুতরাং মাসুল ও খরচায় লবণের মূল্য ৩৷৵ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার উপরে ব্যবসাদারদিগের লাভ আছে। সুতরাং লবণ অধিক কিনিতে গেলে ৪ টাকা পড়ে ও অল্প কিনিতে গেলে প্রায় ৪। টাকা পড়িয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট যেমন কিছু মাসুল ত্যাগ করিয়াছেন, তেমনি লিবরপুলের ব্যবসাদারেরা মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। অতএব প্রজার কিছু বিশেষ লাভ হয় নাই।

যে ৭৮ লক্ষ মণ লবণ কলিকাতায় আইসে, তাহার প্রায় ৪৯ লক্ষ মণ বাঙ্গালায় খরচ হয়, ২৯ লক্ষ মণ বেহারে, অর্দ্ধ লক্ষ মণ ছোটনাগপুরে, ৩ লক্ষ মণ আসামে, চারি লক্ষ মণ উত্তর পশ্চিমে, ৩ হাজার মণ নেপালে যায়, অবশিষ্ট কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ব্যয়িত হয়। ছোটনাগপুরে, গঞ্জাম ও সম্বলপুর হইতে লবণের আমদানী হয়। এই জন্য কলিকাতা হইতে অল্প লবণ রপ্তানী হইলেও উল্লিখিত স্থান সকলের বিশেষ ক্ষতি হয় না। বাঙ্গালার লোক গড়ে সাড়ে পাঁচ সের, বেহারের লোক সাড়ে চারি সের লবণ খরচ করে। আসামে প্রতি ব্যক্তিতে প্রায় তিন সেরই পড়ে। আসামে এত কম লবণে কিরূপে চলে? আমরা শুনিয়াছি সেখানকার লোকে অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে পারে না। এই জন্য কলার বাসনা পুড়াইয়া এক প্রকার অতি জঘন্য অস্বাস্থ্যকর লবণ প্রস্তুত করিয়া তাহাই ব্যবহার করে। এ কথা সত্য হইলে আসামে লবণের শুল্ক কমাইয়া দেওয়া গবর্ণমেণ্টের উচিত।

৭৮ লক্ষ মণ লবণের মধ্যে ৫ লক্ষ মণ কলিকাতায় থাকে, অবশিষ্টের মধ্যে ২১ লক্ষ মণ পূর্ব্ব ভারত রেলওয়ে, ৫ লক্ষ মণ পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে, লক্ষমণ ষ্টীমার দ্বারা ৩৫ লক্ষ মণ নৌকায়, প্রায় লক্ষ মণ গোরুর গাড়ি ও মোট প্রভৃতিতে চতুর্দ্দিকে নীত হয়। রেলওয়েতে লবণের ভাড়া অতি অল্প, নৌকার ভাড়াও অধিক নয়। কারণ, যে সকল নৌকা বোঝাই হইয়া আইসে, তাহাই ফিরিয়া যাইবার সময়ে লবণ লইয়া যায়। সুতরাং অতি অল্প ভাড়াতেই নাবিকেরা সন্তুষ্ট হয়। এইরূপে কেবল সিরাজগঞ্জ হইতে প্রতি বৎসর ৫ লক্ষ মণ চারি দিকে যায়।

কলিকাতা ভিন্ন বাঙ্গালার মধ্যে চট্টগ্রামের বন্দরে ইংলণ্ড হইতে প্রায় দুই লক্ষ মণ লবণ আমদানী হয়। এই দুই লক্ষের মধ্যে ২৪ হাজার মণ নারায়ণগঞ্জে ও ৪০ হাজার মণ ঢাকায় পাঠান হয়, অবশিষ্ট নিজ চট্টগ্রামে খরচ হইয়া থাকে।

---

## সাঁওতাল পরগণা ও লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের রেজলিউসন।

৫ ই বুধবারের কলিকাতা গেজেটে বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের একটী রেজলিউসন প্রকাশিত হইয়াছে। দেখা গেল সাঁওতাল পরগণার অন্তঃপাতী দামন কোহ নামক স্থানে রাজস্বের বন্দোবস্তের বিষয় উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ১৮৬৪ অব্দে একবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, আবার ১৮৭৯ অব্দে হয়। রাজস্বের বৃদ্ধি হইয়াছে, দেশে ৩৩ টী বাজার বসিয়াছে, কোনরূপ হাঙ্গাম হয় নাই। উক্ত স্থানে পাহাড়ী ও সাঁওতাল নামক দুই জাতি বাস করে। পাহাড়ীরা পাহাড়ের ভিতর অবস্থান করে। উহারা সংখ্যায় অতি অল্প। সাঁওতালদিগের পাহাড়ের নীচে বাস। তাহারা সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত অধিক। রেজলিউসনে দেখা গেল, বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীরা যাহাতে দামনকোহের মধ্যে কোনরূপে স্থান না পায়, তাহার জন্য অত্যন্ত কঠোর নিয়ম করা হইয়াছে। এমন কি গ্রাম্য লোকের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত যে, বিদেশীয়দিগকে গ্রামে বাস করিতে ও বাজার হইতে কোন দ্রব্য কিনিতে দিবে না। দামনকোহে রেলওয়ে কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ বাসা না পাইলে অসুবিধা হইবে বলিয়া রেলওয়ে কোম্পানি ঐ বন্দোবস্তের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাহাতে উত্তর দিয়াছেন, যে, রেলওয়ে কর্ম্মচারিরা বাজারে গিয়া থাকিবে, যদি বাজারে থাকিতে না পারে, সেখানকার আফিসরের নিকট আবেদন করিলে তিনি যে স্থান দেখাইয়া দিবেন, সেই স্থানে গিয়া বাস করিবে। এত কড়াকড়ি কেন? কড়াকড়ি করিবার তিনটী কারণ অনুমিত হইতেছে। প্রথম, সাঁওতালেরা অতি সরল, নির্ব্বোধ, লেখাপড়া জানে না, চতুরতা শিখে নাই। বাঙ্গালীরা চতুর। যাহারা বিদেশে বাস করে, তাহাদিগের অধিকাংশের চরিত্র ভাল নহে। হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে যাহারা ধূর্ত্ত, তাহারাই ব্যবসায়কার্য্যে নিযুক্ত হয়। সেই ব্যবসায়ীরা, নির্ব্বোধ সাঁওতালদিগের নিকটে অনায়াসে অধিক লাভ করিতে পারিবে বলিয়া সাঁওতাল পরগণায় বাণিজ্য করিতে যায় এবং সরল সাঁওতালদিগকে ঠকাইয়া তাহাদের অর্থ হরণ করিয়া আত্মোদরপূরণ করিয়া থাকে। সাঁওতালদিগকে কেহ প্রতারণা প্রবঞ্চনা না করে, এইটী গবর্ণমেণ্টের মুখ্য উদ্দেশ্য। গবর্ণমেণ্টের এ সদয় আশয় প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট পিতৃস্থানীয়, প্রজারা সন্তান, সাঁওতালেরা সরলতায় বালক তুল্য। পিতা যেমন সর্ব্বপ্রযত্নে শিশু সন্তানের রক্ষা করেন, গবর্ণমেণ্টেরও সেইরূপ শিশু সম সাঁওতালদিগকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এ অংশে গবর্ণমেণ্টের নীতির প্রশংসা না করিয়া বিরত হওয়া যায় না।

দ্বিতীয়, সাঁওতালেরা অক্ষরজ্ঞ বলিয়া নিজ চরিত্রের দৃঢ়তা ও উৎকর্ষ রক্ষণে তাদৃশ পটু

নয়। তাহার উপরে বিদেশীয় অসৎ লোকের সংসর্গ হইলে সেই চরিত্র অধিকতর দূষিত হইবার সম্ভাবনা।

তৃতীয়, নানা সাহেব ও কুমারসিং প্রভৃতির ন্যায় যে সমস্ত দুষ্ট ও দুরভিসন্ধি ব্যক্তির গবর্ণমেন্টের উপর বিদ্বেষ আছে তাহারা বৈরসাধনার্থ অনায়াসে সরলপ্রকৃতি সাঁওতালদিগকে বিদ্রোহকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে।

আমরা উল্লিখিত রেজলিউসন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে নীতির অনুবাদ করিলাম, তাহা এক অংশে অপ্রশংসনীয় হইতেছে না বটে কিন্তু অপর অংশে অনুমোদনীয় নয়। দামনকোহ নামক স্থানে বিদেশীয়দিগের প্রবেশ-পথ রুদ্ধ হওয়াতে সাঁওতালদিগের যেমন ইষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে, তেমনি একটী মারাত্মক অনিষ্টেরও সম্ভাবনা। বিদেশীয়ের সহিত সংসর্গ না হইলে, তাহাদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতির পরিজ্ঞান না থাকিলে, তাহাদের হৃদয়ের উন্নত ভাব ও অভিপ্রায়াদি জানিতে না পারিলে, স্বদেশের উন্নতি হয় না। স্বদেশীয়দিগের বুদ্ধির উন্মেষ চতুর গতি ও মার্জ্জনাদি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বলিতে কি, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের উল্লিখিত ব্যবস্থাটী আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণের কলির প্রথমে সমুদ্রযাত্রাদি-স্বীকারাদি-নিষেধ-তুল্য হইয়াছে। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয়েরা অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া দেশদেশান্তরে ও দ্বীপদ্বীপান্তরে যদি যায়, ইহাদের ধর্ম্মসংস্কারের বিপর্য্যয় ঘটিবে, ধর্ম্মের দৃঢ় বন্ধন শ্লথ হইয়া যাইবে, লোকের মনে ধর্ম্মের মহিমা ও ধর্ম্মের প্রতি আস্থা জাগরুক থাকিবে না, ক্রমে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহারা এ বিবেচনা করেন নাই যে, সমুদ্র যাত্রা প্রতিষেধ করাতে ভারত বাসীদিগের উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। বিদেশীয়ের সহিত সংসর্গ না হইলে কি বহুদর্শন হয়? বহুদর্শন ব্যতিরেকে কি বুদ্ধিবৃত্তি উন্নত হয়? অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া দেশ দেশান্তরে গমনাগমন না করিলে কি সাহস উৎসাহ ও অধ্যবসায়াদি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ও বদ্ধমূল হয়? ভারতবাসীরা দীর্ঘকাল অলস অকর্ম্মণ্য নিরুৎসাহ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া জড় পদার্থের ন্যায় যে কালক্ষেপ করিয়াছেন এবং পশুজাতির ন্যায় কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া দিনপাত করিয়াছেন, উল্লিখিত মারাত্মক প্রতিষেধ কি তাহার কারণ নয়?

---

## যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ২৮এ এপ্রেল। গত ২৫এ এপ্রেল সেখাবাদে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ওয়ার্দ্দক, ওমীরখেল সাফি ও লগারিরা একত্র হইয়া সেনাপতি রস সাহেবকে আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু পরাস্ত হইয়া প্রস্থান করিয়াছে। এই যুদ্ধে উহাদের ১২ শত লোক হত হইয়াছে। সৈদাবাদের নিকটস্থ কিলুদর্ক নামক স্থানে নিক্র, ওয়ার্দ্দক, লগার ও ময়দান হইতে লোক সকল আসিয়া একত্র হয়। রবিবারে ইংরাজ সৈন্যের সহিত উহাদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ফলাফল অদ্যি ও জানা যায় নাই। ঐ দিবস কর্ণাল জেনকিন্স গোলাম হায়দার ও হাসেনখাঁকে চারাশিব নামক স্থানে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

হাসেনখাঁর তিন শত লোক কালাঙ্গাদুর্গে অবস্থিতি করিতেছে।

মীরবোঁচা অতি অল্প সৈন্য লইয়া কোহিস্থানে রহিয়াছেন। সা সঙ্গের নিকটে শক্ররা ইংরাজদিগের একজন পত্র বাহককে গুলি করিয়াছে।

আব্দুলগফুর বিদ্রোহের উদ্দীপনা করিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য সেনাপতি গফ ২৯ এ লক্কার নামক স্থানে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছেন। মোল্লারা তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করে নাই। তিনি দুর্গ লুণ্ঠন ও তাহা ধ্বংস করিয়াছেন এবং আব্দুল গফুরের পুস্তকালয়ে যত বহুমূল্য পুস্তক ছিল তাহা লইয়া আসিয়াছেন।

কাবুল ২রা মে। গ্রিফিন সাহেব কোহিস্থানের ভার, সর্দার ইব্রাহিম খাঁ বাহাদুরও ওয়াজির জাদা আফজুল খাঁর হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন।

অদ্য জেনেরল রসের সৈন্যগণ গোলাম হায়দরের কেল্লা হইতে সেরপুরে বড় বড় কামানশ্রেণী আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে।

অনেকের মনে হইয়াছিল যে ওয়ালি মহম্মদ দেশের লোককে বিদ্রোহী করিবার জন্য ফিরিতেছেন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি তাহা করেন নাই। বরং যে সকল লোক দরবাণী আক্রমণের চক্রান্তে ছিল তিনি তাহাদিগের অনেককে বন্দী করিয়াছেন ও তাহাদিগের গ্রামের কিয়দংশ ধ্বংস করিয়াছেন।

খেলাতি গিলজাইয়ে কতকগুলি লোক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিয়াছে।

কাবুল ৩ রা মে। লগার হইতে সংবাদ আসিয়াছে সৈন্যগণ নির্ব্বিঘ্নে আমীর কেল্লায় উপস্থিত হইয়াছে। কামান গুলিও টাঙ্গি-ওয়ার্দ্দাকের মধ্য দিয়া গিয়াছে। লগারবাসীরা ইংরাজ সৈন্যগণের খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতি আবশ্যক দ্রব্য সকল দিতেছে।

কাবুলের নদীটী ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। উহার মধ্যস্থলে যে সেতুটী ছিল তাঁহার কিয়দংশ ভাসিয়া গিয়াছে।

বাদ্দিকার নামক স্থানে শক্ররা ইংরাজদিগের কতকগুলি দ্রব্য সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়াছিল। কাপ্তেন কুইন এই সংবাদ শ্রবণে দশজন সৈন্য সমভিব্যাহারে গিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য সমূহের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। এবং দস্যুদিগের ৫০ জনকে ধৃত করিয়া আনিয়াছেন।

দিন দিন কাবুলে গ্রীষ্ম বাড়িতেছে।

কাবুল ৫ই মে। জেনেরল ষ্টুয়ার্ট সর্দ্দার আলম খাঁকে গজনী শাসনের ভার দিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিদ্রোহীদিগের হস্তে নিহত হইয়াছেন।

দস্যুরা ময়দান গমনের পথ রুদ্ধ করিয়াছে।

আসামতুল্লা পিউজানের নিকটস্থ গ্রাম সমূহের লোকদিগকে বিদ্রোহী করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু তিনি আজিও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইংরাজেরা কাবুল হইতে আব্দুল রহমানের নিকট কিঙ্গন নামক স্থানে দূত প্রেরণ করিয়াছেন। আব্দুল রহমান যদি কাবুলে যাইতে সম্মত হন তাহা হইলে দূত তাঁহার গমনার্থ ব্যয় ও তদ্ভিন্ন বিস্তর টাকা দিবেন।

ইংরাজকৃত প্রস্তাবের উত্তরে আব্দুল রহমান কি বলেন, সেই অপেক্ষায় মীর বোঁচা চুপ করিয়া আছেন।

কাবুল ৭ই মে। তুর্কিস্থানে আপাততঃ কোন গোলযোগ নাই। জনরব এই যে আব্দুল রহমানের বদাকসানস্থ সৈন্যগণ বেতন না পাইয়া বিদ্রোহী হইয়াছে। ধর্ম্মঘট করিবার জন্য কোহিস্থানীরা বেবাকুচকারে আর একত্র হইতেছে না। যাহারা একত্র হইয়াছিল তাহারা ও পরস্পরে পৃথক হইয়াছে। সরওয়ার খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা পরোয়ানে প্রত্যাগত হইয়াছে। জেনেরল সৈয়দ খাঁ ইস্তালিফে আছেন। মীর বোঁচা ইংরাজদিগের প্রেরিত দূতের সঙ্গে তুর্কিস্থানে আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

গিলজাইয়েরা ইংরাজদিগের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে। উহারা রাস্তাদি ভাঙ্গিয়া দিবার ভয় দেখাইতেছে। ভবিষ্যতে ইংরাজদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইবে তাহার কোন সংবাদ না পাওয়াতে গিলজাইদিগের তেজিনস্থ সভা ভঙ্গ হইয়াছে।

আসামতুল্লা ও বাইরম খাঁ হিসারকে থাকিয়া ইংরাজদিগের অনিষ্ট চিন্তা করিতেছেন।

তাহের খাঁ গজনীতে জেনারল ষ্টুয়ার্টের নিকটে রহিয়াছেন।

মুসাজান রবিবারে গজনীতে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

---

# বিবিধ সংবাদ।

মানুষ বিজ্ঞানবলে যে সমস্ত অদ্ভুত কাণ্ড করিতেছে ইহা যদি স্থায়ী হয়, আর মানুষের এই সভ্যতার অধঃপাত হইয়া, যদি সে পুনরায় অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন হয়, এই সভ্য কালের মনুষ্য কৃত ঐ অদ্ভুত কাণ্ড গুলিকে সে দেব কাণ্ড বলিয়া মনে করিবে সন্দেহ নাই। নিম্ন লিখিত সংবাদটী পাঠ করিলেই পাঠক আমাদিগের বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন। রুশিয়ায় ভল্গা নামে একটী বৃহৎ নদী আছে। উহার উপরে একটী সেতু করা হইতেছে। যেস্থানে সেতু নির্ম্মিত হইতেছে সেখানকার পরিসর চারি মাইল। এত বড় সেতু আর কোথাও নাই। ইহার নির্ম্মাণ ব্যয় ন্যূনাধিক ১২ লক্ষ টাকা অনুমিত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম লর্ড লিটন সিমলায় অতি মনোদুঃখে কালযাপন করিতেছেন। তাঁহার মনে এই প্রকার সংস্কার জন্মিয়াছে যে, কেহ তাঁহাকে ভাল বাসে না। এই নিমিত্ত তিনি লোক জনের সহিত বড় দেখা সাক্ষাৎও করেন না। যদি সত্য হয়, এটী বাস্তবিক দুঃখের সংবাদ সন্দেহ নাই।

আমেরিকায় প্রায় ৬০ হাজার বর্গমাইল প্রশস্ত একটী কয়লার খনি আছে। উহা আপালাচিয়ান খনি নামে প্রসিদ্ধ।

একখানি সংবাদ পত্রে দেখা গেল, ইংলণ্ডেশ্বরীর ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ডিসরেলি সাহেবের আকার দেখিলে বোধ হয় তিনি বড় চিন্তাশীল। জগতের অনিষ্ট চেষ্টাই কি এই চিন্তার ফল হইল?

বোধ হয় আমাদিগের পাঠকগণের অনেকেই ষ্ট্রাসবর্গের প্রসিদ্ধ ঘড়ির কথা শুনিয়াছেন। আমেরিকাবাসী ফিলিপ মীর নামে এক ব্যক্তি ঐরূপ একটী বৃহৎ ঘড়ি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঘড়িটী উচ্চ ১৮ ফুট, প্রশস্ত প্রায় ৮ ফুট। ইহার নির্ম্মাণার্থ ৩০ হাজার ডলার ব্যয় হইয়াছে। এবং দশ বৎসর কাল লাগিয়াছে। উহার শীর্ষ স্থানে কলম্বসের পিত্তল নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি আছে। ঐ ঘড়ির চারি পার্শ্বে ক্ষোদিত গহ্বরে বালক যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ ও এক মৃত ব্যক্তির অস্থিময় মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শিশু অতি ক্ষীণস্বরে কোয়াটার, যুবা অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও স্পষ্টস্বরে অর্দ্ধ ঘণ্টা, প্রৌঢ় পূর্ণস্বরে তিন কোয়াটার এবং বৃদ্ধ ক্ষীণতর স্বরে চারি কোয়াটার বাজায়। অবশেষে মৃতের মূর্ত্তি সম্পূর্ণ স্বরে ঘণ্টা বাজাইয়া দেয়। ঘণ্টা বাজান শেষ হইলে পর মধুর বাদ্যোদ্যম হইতে থাকে। ঘড়ির একটী দ্বারে এক কৃত্রিম ভৃত্য দাঁড়াইয়া আছে। সে সেই দ্বার রক্ষা করিতেছে। আমেরিকার কনগ্রেস সভার সভাপতিগণের মূর্ত্তি ঐ দ্বার দিয়া বহির্গত হয়। ওয়াসিংটনের মূর্ত্তি এক চন্দ্রাতপের নিচে উপবিষ্ট আছে। ২৭ টী নক্ষত্র দ্বারা ঐ চন্দ্রাতপ সুশোভিত হইয়াছে। উক্ত সভার সভাপতিগণের মূর্ত্তিগুলি ওয়াসিংটনের মূর্ত্তির নিকটে আসিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হয় এবং তাঁহাকে নমস্কার করে। ওয়াসিংটনের মূর্ত্তি উত্থিত হইয়া একখানি পত্র হস্তে স্বাধীনতার ঘোষণা করিতে থাকে, তাহার পর আর একটী কৃত্রিম ভৃত্য আর এক দ্বার খুলিয়া দেয়। সভাপতিগণের মূর্ত্তি গুলি সেই দ্বার দিয়া ঘড়ির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। অধিকতর আশ্চর্য্য এই, ঘড়িতে দুটী কাঁটা আছে, তাহার একটী, পৃথিবী কোন ঋতুতে সূর্য্যাভিমুখে কি ভাবে অবস্থিতি করে এবং গ্রহগণ কোন সময়ে কত দূরে থাকিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে তাহা, দেখাইয়া দেয়। আর একটী কাঁটায় নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন, সেন্টপিটার্স বর্গ, সান ফ্রান্সিস্কো প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে কোন সময়ে কয় ঘণ্টা বাজে তাহা দেখাইয়া দেয়।

পূর্ণিয়ার জমীদার বাবু মহেশলাল ও নথ চাঁদলাল ৫০০০০ টাকা ব্যয় করিয়া সৌরা নদীর উপরে একটী সেতু করিয়াছেন। তজ্জন্য লেপ্টনান্ট গবর্ণর তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

সিরাজগঞ্জের অন্তঃপাতী কয়ম্যালিকার লোকেরা জমীদারের সহিত খাজনা আদায়ের গোলযোগ করাতে, গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, শান্তি রক্ষার্থ তথায় একবৎসরের নিমিত্ত, ৮ জন কনষ্টেবল ও একজন হেড কনষ্টেবল থাকিবে। ইহাতে ৯৮৬ টাকা ব্যয় হইবে। গ্রামবাসিদিগকে ঐ ব্যয় দিতে হইবে। এপ্রকার দণ্ড না হইলে দুষ্ট প্রজাদের শাসন হয় না।

লণ্ডন জর্ণাল সম্পাদক বলেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব এবার এক ক্ষণে পার্লামেণ্টের কর্ত্তা হইয়াছেন। তিনি আর দুই বৎসর কাজ করিয়া, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন। এবং আপনার পদ লর্ড গ্রানভিলকে দিয়া যাইবেন। এটী কাহার ভ্রম, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। জর্ণাল সম্পাদকের না গ্লাডষ্টোনের?

বিশ হাজার চীন সৈন্য আমুর পার হইয়া গিয়াছে। উহাদিগের আর ৪০ হাজার সৈন্য ক্যাসগার ও কুলদজা সীমাস্থ রুশের অধিকৃত প্রদেশ আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। রুশকে যে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে দিতেছে না। অতি লোভে বুদ্ধি ভ্রান্তি নষ্ট হয়।

[illegible] সাহেব জার্ম্মিতে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন একজন ভারতবর্ষীয়কে পার্লামেণ্টের সভ্য করিতে হইবে এবং তজ্জন্য যে ব্যয় হইবে তাহার সাহায্যার্থ তিনি ৫০০ টাকা দিবেন। সেদিন গ্লাডষ্টোন সাহেবও ইহার পোষকতা করিয়া ডিপ্টফোর্ডের সভ্য নির্ব্বাচকদিগকে বলিয়াছেন লালমোহন বাবু স্বদেশের সুখ দুঃখের কথা জানাইবার জন্য ভারতের প্রতিনিধি হইয়া এখানে আসিয়াছেন, আর প্রকৃত পক্ষে ভারতের সহিত ইংলণ্ডের যেরূপ সম্পর্ক তাহাতে, তাঁহার আগমনও অবিধেয় হয় নাই। ইয়র্কসায়রের অধিবাসীগণের নিকটে তিনি লালমোহন বাবুর পরিচয় দিয়া বলেন যে তিনি একজন সুবক্তা বুদ্ধিমান ও চতুর লোক। উদার মতাবলম্বী দলের কার্য্য-সম্পাদকদিগের এরূপ এক জন সুদক্ষ বাঙ্গালীকে পার্লামেণ্টের সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা উচিত। আর উদারমতাবলম্বী দলের বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই একজন হিন্দুকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিলে অনেকের সুখের হইবে সন্দেহ নাই। লালমোহন বাবুকে সভ্য করার বিষয়ে অনেক বড় ইংরাজের মত আছে, বিলাতের কোন কোন সংবাদপত্র সম্পাদকও ইহার অনুমোদন করিতেছেন। কিন্তু আমাদিগের এদেশীয় সহযোগীদিগের মধ্যে কেহ কেহ এ কথায় ঠাট্টা করিয়া থাকেন। এক লালমোহন বাবুর পার্লামেণ্ট সভার সভ্য পদলাভ প্রস্তাব লইয়া আমরা অনেকের হৃদয়ের পরিচয় পাইলাম। যাঁহারা তাঁহার সপক্ষ তাঁহাদের এক হৃদয়; আর যাঁহারা তাঁহার বিপক্ষ তাঁহাদের এক হৃদয়। লালমোহন বাবু সভ্য হইলে ইংরাজ জাতীর যে কি গৌরবের ও উন্নত ভাবের কাজ হয়, সংকীর্ণ হৃদয় বিপক্ষেরা সেটী বুঝিতে পারেন না।

ভারতবর্ষীয় ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে এচিসন সাহেব এক জন সুদক্ষ ও প্রতিভাশালী লোক। তিনি ব্রিটিশ ব্রহ্মের প্রধান কমিশনর। প্রান্তবর্ত্তী রাজ্য সমূহের বৃত্তান্ত তাঁহার নখদর্পণের ন্যায়। নূতন গবর্ণর জেনরলকে ব্রহ্মদেশের বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য তাঁহাকে শীঘ্র ব্রহ্মদেশ হইতে আসিতে বলা হইয়াছে। এ পরামর্শের উদ্দেশ্য কি? ডিসরেলি সাহেব পৃথিবী মধ্যে হুলস্থূল বাঁধাইয়া বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। লিবারলদলের ও উহার অপেক্ষা অধিক হুলস্থূল বাঁধাইয়া তাঁহাকে পরাভব করিবার ইচ্ছা নয়?

ইংলণ্ডের মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তনে রুশেরা বড় খুসী হইয়াছে। তত্রত্য সংবাদপত্র সম্পাদকেরা বলেন, এই পরিবর্ত্তনে ইউরোপে শান্তি স্থাপিত হইল। কথা বড় মিথ্যা নহে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরল [illegible] রিপন

১৪ ই মে বিলাত পরিত্যাগ করিবেন। ১ লা জুন বোম্বাইয়ে উপনীত হইবেন। তথা হইতে আসিয়া সিমলা শৈলে লার্ড লিটনের নিকট হইতে কাজ কর্ম্ম বুঝিয়া লইবেন। তৎপরে কলিকাতায় আসিবেন। শুনা যাইতেছে লার্ড লিটনের সহিত ইহার কৃত বন্ধুতা আছে।

অধ্যাপক বীল সাহেব বলিয়াছেন, "বিনয় বীতকাম" গ্রন্থে বুদ্ধদেবের শিক্ষা প্রণালীর যেরূপ উল্লেখ আছে, বিলাতের কালেজ প্রভৃতিতে সেই শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা উচিত। কেবল বুদ্ধদেবের নীতি শিক্ষা প্রণালী কেন ভারতবর্ষীয় আর্য্য গ্রন্থকারেরাও যেপ্রকার মহার্ঘ নীতির উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহার এক একটী বোধ হয় আজিও ইংরাজী মরাল ফিলসফি গ্রন্থে প্রবেশ করে নাই।

বারানসীর ষ্টার পত্রে বেরিলির কমিশনর হ্যারিংটন সাহেবের নামে গ্লানিকর পত্র প্রকাশ হওয়াতে কমিশনর যে অভিযোগ করিয়াছিলেন গত বারে আমরা তাহা পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। এক্ষণে আমরা তাহার ফলের কথা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম। বিচারে পত্রপ্রকাশকের ২৫০ টাকা অর্থদণ্ড ও পত্রপ্রেরকের ৬ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। এটী সংবাদদাতা ও পত্রপ্রেরকদিগের একটী বিলক্ষণ শিক্ষাবস্থল হইল। আমরা দেখিতে পাই অনেক সংবাদদাতা ও পত্র-প্রেরক, যে কোন একটা শুনা কথা লিখিয়া বসেন, শেষে প্রমাণ হয় না, আপনারাও মজেন, সম্পাদককেও মজান। যে বিষয় তাঁহারা প্রমাণ করিতে না পারিবেন সে সংবাদ লেখা অতি অকর্ত্তব্য। সত্য সংবাদ হইলেও যদি প্রমাণ না হয় তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া উঠে। বিপক্ষ কুকর্ম্ম করিয়াও শেষে জয়গর্ব্বিত হন। অতএব তাঁহাদিগের বিশেষ সাবধান হইয়া লেখনী ধারণ করা কর্ত্তব্য।

কালীঘাটের অনতিদূরবর্ত্তী সাহাপুরের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের আজিও কিনারা হয় নাই। আসামীদিগের অধিকাংশই ধৃত হইয়াছে বটে, কিন্ত এ পর্য্যন্ত তাহারা নিজ নিজ মুখে কোন স্পষ্ট কথা বলে নাই। প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা এ পর্য্যন্ত যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে প্রকৃত ঘটনার অনেক রহস্য উদ্ভেদ হইয়া পড়িয়াছে। সে দিবস আলীপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব এ বিষয়ের তদন্ত করিবার জন্য মূল ঘটনাস্থলে গিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ হইলে আরও নূতন নূতন রহস্য জানা যাইবে। যদি চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জন সাধারণের মত ঠিক হয়, তাহা হইলে ধৃত আসামীরা যে এ অভিনয়ের প্রধান নায়ক তাহার আর সন্দেহ থাকে না। আমরা ভরসা করি স্থানীয় পুলিস এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিবেন। দুষ্টের দমন অথচ শিষ্ট ব্যক্তিগণের উপর কোন অত্যাচার না হয় ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়।

দক্ষিণ উপনগরীয় মিউনিসিপলিটীর যত্নে যেমন কালীঘাট পর্য্যন্ত গ্যাসের আলো হইয়াছে, তেমনি জলের কল হয় এই আমাদের ইচ্ছা। কালীঘাট প্রভৃতি স্থানে ভাল পানীয় জলের পুষ্করিণী একটীও নাই, কেবল এক গঙ্গা ভরসা। তাহাও এই নিদারুণ গ্রীষ্মের প্রারম্ভে এমনি লোণা হইয়া উঠে যে, নিতান্ত প্রাণের দায় ভিন্ন তাহা কোন মতে পান করা যায় না। এরূপ অবস্থায় পানীয় জলের কল হওয়া একান্ত আবশ্যক।

মূর্খ লোকে যে বলে, "আদালতের ডিক্রী কলার পাত, ছুট করিলে দশ হাত তফাৎ" বাস্তবিক এ কথাটী নিতান্ত অপ্রমাণ্য নহে। সে দিবস কার্য্য বিশেষে কালীঘাটে গিয়া দেখিলাম, এক ব্যক্তি তাহার আদালত-সিদ্ধ ন্যায্য প্রাপ্য পালা দখল পাইবার জন্য আদালতের নাজির পেয়াদা সঙ্গে বিষয়-স্থলে উপস্থিত হইয়াও স্থান পাইতেছে না, ও দিকে আর এক ব্যক্তি অনায়াসে তাহার প্রস্তুত অন্নে বল পূর্ব্বক ভোগ সরাইতেছে। এ এক রূপ মন্দ নয়।

বোম্বাইয়ের জগন্নাথ শঙ্কর শেঠ সংস্কৃত শিক্ষার্থীগণের উৎসাহ দানার্থ কতকগুলি বৃত্তি স্থাপনাভিপ্রায়ে ২০০০০ টাকা দিয়াছিলেন। এবং আরও কিছু দিবেন বলিয়াছিলেন। এই ঘটনার কিছু পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে ঐ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার হস্তগত হয়। মৃত জগন্নাথের পত্নী ইহার আনুপূর্ব্বিক জানিতেন। এবং স্বামীর অঙ্গীকৃত টাকা দিবার কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া তালুক বিক্রয় করিয়া টাকা দিবার অভিপ্রায়ে সেনেটকে জানান। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম সভা তাহাতে সম্মত হন নাই। তাঁহারা তাহাদিগের প্রাপ্য টাকার দাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছেনএবং ঐ বিশ হাজার টাকার সুদে বার্ষিক বৃত্তি স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহা হউক স্ত্রীলোকটীর সদাশয়তা ও মহাশয়তার নিমিত্ত তাঁহাকে সেনেট সভার বিশেষরূপে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত ছিল।

জেনেরল পোষ্ট আফিসে মণিঅর্ডার আফিসের কার্য্য উঠিয়া যাওয়াতে গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ লাভ হইয়াছে। ষ্টেটস্‌মানের সম্পাদক এই কথা শুনিয়া সংবাদপত্রের মাসুল কমাইয়া দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। রাজকোষে অর্থের অনটন হওয়াতেই গবর্ণমেণ্ট তখন উক্ত কার্য্যের অনুমোদন করিতে পারেন নাই। এক্ষণে ত ডাকবিভাগের অবস্থা ভাল এখন কেন না করেন? এ অনুরোধে কেবল সংবাদপত্র পাঠক ও সংবাদপত্র প্রচারকের লাভ নয় গবর্ণমেণ্টেরও ইহাতে বিলক্ষণ লাভ আছে। সংবাদপত্র যতই অল্প মূল্য হইবে ততই গ্রাহক বৃদ্ধি হইবে। ততই গবর্ণমেণ্টের লাভ।

যদুনাথ মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি কুষ্টিয়ায় কর্ম্ম করিতেন। কোন কারণে তথায় তিনি কর্ম্মচ্যুত হইয়া কলিকাতা বেঙ্গল সেক্রেটরিয়েটে কর্ম্মপ্রার্থী হন এবং হেড আসিষ্টাণ্ট বাবু ব্রজনাথ সেনের নিকটে আসিয়া একখানি জাল সুপারিস চিঠি দিয়া বলেন, কুষ্টিয়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। কিন্তু ব্রজনাথ বাবু লিখিত পত্রখানির রচনা দেখিয়া এই জালের কথা তাঁহাকে বলেন। যুবক সে কথা অস্বীকার করাতে তিনি তাঁহাকে পুলিসের হস্তে অর্পন করেন। গত মঙ্গলবার হাইকোর্টের বিচারে তাঁহার প্রতি চারি মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। যাহা হউক যদু বাবু চাকরী করিলেন ভাল? অথবা যদু বাবুর দোষ নাই, যেপ্রকার দিন কাল পড়িয়াছে তাহাতে চাকরী জুঠা ভার, অন্য দিকে যাইবার সকলের সুবিধা ও ক্ষমতা নাই, চাকরী না হইলেও চলে না সুতরাংই দিবা দুই প্রহরের সময়ে সিঁধকাঠি হাতে করিয়া বাহির হইতে হয়।

লার্ড নর্থব্রুকের স্মরণার্থ ঢাকায় নর্থব্রুক হল নামে যে একটী প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে, ঐ বিভাগের কমিশনর ২৪ এ মে উহার প্রতিষ্ঠা করিবেন। লার্ড নর্থব্রুক অনেক বিষয়ে ভারতবাসিদিগের স্মরণীয়।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট অনুমান করিয়াছেন, কলিকাতাও তাহার নিকটে ১৯৬২৭২৪ মণ চাউল মজুত আছে। উহার মধ্য হইতে ৯ লক্ষ মণ বিদেশে পাঠান যাইতে পারে।

৩ রা মে বেহারের ২৩৫০ সিন্দুক অহিফেন ৩২৯১২৭৫ টাকায় এবং বারাণসীর ২৩৫০ সিন্দুক ৩১১৫৭২ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে।

ষ্ট্রেচি সাহেব আমাদের দেশীয় সিবিলিয়ান। তাঁহার দলাদলির মধ্যে প্রবেশ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তিনি ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিসম্প্রদায়ের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি লর্ড লিটনের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। তাঁহারই উৎসাহে লর্ড লিটন কাবুল যুদ্ধে কোমর বাঁধিয়াছিলেন। লার্ড লিটন বলিলেন টাকার অনটন, ষ্ট্রাচি সাহেব বলিলেন ভারতে অনেক টাকা উদ্বৃত্ত আছে। কাবুল যুদ্ধের ব্যয় ভার ইংলণ্ড না ভারতবর্ষ কে বহন করিবে? ষ্ট্রাচি সাহেব মুখর হইয়া বলিলেন ভারতবর্ষের রাজকোষে অগাধ অর্থ

আছে। অতএব ভারতবর্ষেরই সেই ভার বহন করা কর্ত্তব্য। তাহার দুই দিনপরেই আবার বলিলেন, দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে একটীও টাকা নাই। এবারও পার্লিয়ামেণ্ট সভা ভঙ্গ হয় হয় এমন সময়ে (নিয়মিত সময়ের ৫ সপ্তাহ পূর্ব্বে) বজেট বাহির করিলেন। বজেটে দেখান হইল যে, কাবুল যুদ্ধের সমস্ত ব্যয় দিয়াও ৪০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। লিটন সাহেব মহাখুসি হইলেন, তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব করিলেন ষ্ট্রাচি সাহেব যেপ্রকার কার্য্য-দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন, পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে ৫০০০০ টাকা এক কালীন দান করা হইবে। কিন্তু যেমন লিবরাল দল পদস্থ হইলেন অমনি দেখা গেল যে, ভারতবর্ষীয় রাজকোষের সঞ্চিত টাকাগুলির পাখা হইয়া উড়িয়া গিয়াছে। তাঁহাকে যে ৫০০০০ টাকা দিবার প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল, তাহাও আর দিবার সঙ্গতি নাই। আবার সম্প্রতি তার যোগে সংবাদ আসিয়াছে যে, আয় ব্যয় বৃত্তান্ত প্রদর্শিত হয় তাহাতে কাবুল যুদ্ধ সম্বন্ধে ৩ কোটী টাকা ভুল হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে ঋণ না করিলে আর চলে না। যাহা হউক মহাবীর ষ্ট্রাচি সাহেবের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইলাম, আর দুঃখ করিলেই বা কি হইবে। স্বকর্ম্ম ফল ভাব কুমার।

বিজ্ঞান বৃদ্ধ হইবে না। অলফাইড অফ লাইম, বেড়াইট্য ও খড়ি প্রভৃতি কতক গুলি এরূপ গুণ সম্পন্ন পদার্থ আছে যে, তাহারা দিবসে সূর্য্যের আলোক আকর্ষণ করিয়া রাত্রিতে উহা উদ্গীরণ করিয়া থাকে। এই গুণ অবলম্বন করিয়া ঐ সব পদার্থের দ্বারা এরূপ রঙ্গ প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহা গৃহের দেয়ালে লেপন করিয়া দিলে সেই ভিত্তি পতিত আলোক রাশিকে বন্দীকৃত করিয়া রাখে। নিশাগমে ঐ আলোক বিক্ষিপ্ত হইয়া গৃহকে আলোকময় করে। এ আলোর অগ্নির ন্যায় দাহিকা শক্তি নাই। এই নিমিত্ত জাহাজের বয়াব বিলেপিত হইতেছে ও বাষ্পপূর্ণ খনির গাত্রের লণ্ঠনে ঐপদার্থ লিপ্ত হইয়া আলোকের কার্য্য সম্পাদন করে।

ফরাসিরা ক্ষুদ্র পশমের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। ১৮৫১ অব্দে তথায় সূত্র পাকাইবার জন্য ৮৫০০০০ কল ছিল। এক্ষণে উহা বৃদ্ধি হইয়া ৩২৭০০০০ হইয়াছে। পশম ও পশমি দ্রব্য বিক্রয়ে উহারা বিস্তর টাকা পাইয়া থাকে। উহারা ৩২২০০০০ টাকা মূল্যের সূত্র ও ৪৬৪২০০০০০ টাকা মূল্যের পশমি কাপড় ৩০৯০০০০০ টাকা মূল্যের পরিষ্কৃত পশম ও ৩৬৭০০০০০ টাকা মূল্যের অপরিষ্কৃত পশম বিক্রয় করিয়াছে।

নিউইয়র্ক হইতে সায়ান্টিফিক আমেরিকান নামে এক খানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। উহার গ্রাহক সংখ্যা ৫০ হাজার।



## আচার্য্যের উপদেশ।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাঙ্গালা বক্তৃতাগুলি মুদ্রিত হইতেছে। প্রতিখণ্ডের মূল্য ।০ আনা। কলিকাতা ৬ নং কালেজ স্কোয়ার শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্রের নিকট ৵১০ আনা ডাকমাশুল সহ ৸০ আনা করিয়া মূল্য পাঠাইবে তিন তিন খণ্ড একত্র যাইবে।

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩০ এ এপ্রেল। গত কল্য পার্লিয়েমেণ্টের অধিবেশন হইয়াছিল। উহার বর্ত্তমান সভ্যগণ বলিয়াছেন, ব্রাণ্ড সাহেব বক্তা মনোনীত হইবেন।

লর্ড কার্লিংফোর্ড কনষ্টাণ্টিনোপলের দৌত্যকার্য্য গ্রহণে অসম্মত হইয়াছেন।

সর জে, হার্শেল সলিসিটার জেনেরল ও এচ. সি, বেনারম্যান সংগ্রামকার্য্যের ফাইনানসিয়াল সেক্রেটারি হইলেন।

জর্ম্মণি ও অষ্ট্রীয়ার সম্রাট রুশ সম্রাটের জন্ম তিথি উপলক্ষে সেনাপতিদিগকে রুশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে বোধ হয় পরস্পরের মধ্যে বন্ধুতা দৃঢ়তর হইবে।

লণ্ডন ১লা মে। আরল কাউপার আয়র্লণ্ডের লর্ড লেপ্টেনণ্ট ও লর্ড ও হেগান লর্ড চ্যান্সেলর এবং অসবোর্ণ মরগান এডভোকেট জেনেরলের জজ হইলেন।

লণ্ডন ৩ রা মে। মার্কুইস রিপন ১৪ই মে ভারতবর্ষে আগমনার্থ যাত্রা করিবেন।

রৌপ্যের উপর শুল্ক উঠাইয়া দিবার জন্য একটী সভা করিবার চেষ্টা করা হইবে।

অদ্য গ্লাডষ্টোন সাহেব লীড্‌সে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন, এবার ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবে বোধ হয় ৪। ৫ কোটী টাকা কম পড়িবে।

লণ্ডন ৫ ই মে। ডেলিনিউস বলেন, সর ফ্রেডরিক হেনিসের পদ, সার গার্ণেট উলসলিরই পাইবার সম্ভাবনা।

ভারতের আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব দর্শনে ষ্টাণ্ডার্ড পত্রের সম্পাদক পার্লামেণ্টকে রাজস্ব-সচীব ষ্ট্রাচি সাহেবকে ভারতবর্ষের কার্য্য হইতে অপসৃত করিবার অনুরোধ করিয়াছেন।

ডেলিটেলিগ্রাফ বলেন, গর্ড ন পাশা নূতন গবর্ণর জেনেরলের প্রাইবেট সেক্রেটারি হইলেন।

লণ্ডন ৬ ই মে। গোসেন সাহেব কনষ্টাণ্টিনোপলের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

টাইম্‌স বলেন, আফগান যুদ্ধের যে ব্যয়ের ফর্দ্দ দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৩ কোটী টাকা ভুল বাহির হইয়াছে।

লণ্ডন ৭ ই মে। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট একখানি সরকিউলার প্রচার করিয়াছেন, ইউরোপের বড় বড় রাজগণ যাহাতে একত্র হইয়া বার্লিনের সন্ধি পত্রের অবশিষ্ট সর্ত্তগুলি সম্পন্ন করিয়া দেন, এই পত্র সেই অভিপ্রায়েই প্রচারিত হইয়াছে।

বিস্তর অনুসন্ধানেও আটলাণ্টা নামক জাহাজের কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই।

জেনেরল রবের্ট্‌স ২৫ এ এপ্রেল টাইফিসে পোঁছিয়াছেন।

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

### রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

২১ এ এপ্রেল। রাজসাহীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বলু এচ ডি অলি, কিন সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত মুঙ্গেরে থাকিবেন।

মুঙ্গেরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর দি, দেমুয়ল রাজসাহীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

২৬ এ এপ্রেল। মেদনীপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার কুমার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ কিছুদিনের জন্য কাঁথির ভার প্রাপ্ত হইলেন।

সারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শাস্ত্রপ্রসাদ ও তত্রত্য সবডেপুটী কালেক্টার মুন্সি মৈউদ্দিন আহম্মদ দারভাঙ্গার অন্তর্গত ভাতোয়ারায় কার্য্য করিবার নিমিত্ত আপাততঃ রেবিনিউ বোর্ডের অধীনে রহিলেন।

২৮ এ এপ্রেল ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নগেন্দ্রনাথ সরকার বি, এ, মানভূমের সদর ষ্টেষণে রহিলেন।

২৯ এ এপ্রেল। ষ্টাম্প ষ্টেষণরির সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট জে বি রবার্ট সাহেব ৩ মাস বিদায় গ্রহণ করিলেন।

৩০ এ এপ্রেল। পণ্ডিত শ্যামনারায়ণ চম্পারণের অন্তর্গত বেতীয়ার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

১লা মে। ঢাকার সবডেপুটী কালেক্টার বাবু কৈলাসচন্দ্র পাল ময়মনসিংহে বদলী হইলেন।

৪ঠা মে। ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসাক ত্রিপুরার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বদলী হইলেন।

৩০এ এপ্রেল। লোহারডগার মুন্সেফ মৌলবী গজ্ঞফর আলী হাজারিবাগের অন্তর্গত কুরুকদিয়ায় বদলী হইলেন।

কুরুকদিয়ায় মুন্সেফ বাবু রামদয়াল ঘোষ লোহারডগায় বদলী হইলেন ও কর সংক্রান্ত মোকদ্দমা করিবার জন্য ডেপুটী কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১লা মে। পিরোজপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ বাখরগঞ্জে বদলী হইলেন। ইহাঁকে প্রায়ই বরিশালে থাকিতে হইবে।

ডায়মণ্ডহারবরের মুন্সেফ বাবু শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় ২৪ পরগণায় নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু ইহাঁকে প্রায়ই ডায়মণ্ডহারবরে থাকিতে হইবে।

নওয়াখালীর অন্তর্গত লক্ষ্মীপুরের মুন্সেফ মৌলবী আহম্মদউল্লা শ্রীহট্টের অন্তর্গত মনলয় বাজারে বদলী হইলেন।

বাবু বিমলাচরণ মজুমদার বি, এল নওয়াখালীর মুন্সেফ হইলেন। কিন্তু প্রায়ই ইহাঁকে লক্ষ্মীপুরে থাকিতে হইবে।

মানভূমের অন্তর্গত বড়বাজারের মুন্সেফ বাবু কৃষ্ণধন চৌধুরী ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন অনুসারী ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ইনি ৫০ টাকা পর্য্যন্তের কর সংক্রান্ত মোকদ্দমা করিতে পারিবেন।

৩ রা মে। ২৪ পরগণার অন্তর্গত সাতক্ষীরার মুন্সেফ বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র রঙ্গপুরের সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

---

## সংবাদদাতার পত্র।

### পিরপৈণ্তী।

আমরা অতীব আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এখানকার পূর্ব্বতন সুযোগ্য ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়র বাবু রামরতন মজুমদার ও অন্যান্য কতিপয় সুশিক্ষিত ব্যক্তি গত ৩০ এ এপ্রেল শুক্রবার হইতে "The Kali yog" নামক বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, ইতিবৃত্ত, রাজনীতি, শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবসায় পূর্ণ একখানি সাপ্তাহিক ইংরাজী সংবাদ পত্র (রয়াল ২ পেজীর ২ ফর্ম্মার আকারে) প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৬ টাকা। ইহা প্রতি শুক্রবার এখানকার "আলবর্ট" প্রেস হইতে মুদ্রিত হইবে। এবারে ইহাতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের উৎপত্তি, স্থিতিকাল, এবং দশ অবতারের বিষয় হিন্দু পঞ্জিকা মতে, অথচ বিজ্ঞানের সহিত ঐক্য করিয়া অতি সুন্দর রূপে লিখিত হইয়াছে। যেমন সত্যযুগের স্থিতিকাল ১৭,২৮,০০০ ত্রেতার ১২,৯৬,০০০ দ্বাপরের ৮,৬৪,০০০ এবং কলির ৪,৩২,০০০ বৎসর (তন্মধ্যে কলি ৪২৮১ বৎসর হইয়াছে) এই চারিযুগে ৪৩,২০,০০০ বৎসরে এক মহাযুগ হয়। পৃথিবী ২৮ মহাযুগে ধ্বংস হইবে। এই রূপ ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর; এবং ১৪ মন্বন্তরে বা ১৪ × ৭১ + ৪৩,২০,০০০ = ৪,২৯,৪১,৮০,০০০ বৎসরে সৃষ্টিকর্ত্তার এক দিবস হয়, অর্থাৎ এত সৌর বৎসরে ব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবীর কক্ষোপরি পরিভ্রমণের ন্যায় একবার আপনা আপনি আবর্ত্তন করিয়া থাকে। পাঠক! এই উদাহরণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আর্য্যপণ্ডিতগণ জ্যোতিষতত্ত্বে কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন; আর ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তুলনায় পৃথিবী একটী বিন্দু রূপে পরিণত হইয়া পড়ে কি না বাহা হউক রামরতন বাবু এক জন হিন্দু। তিনি যদি ক্রমশঃ এইরূপে হিন্দুদিগের সমুদয় কার্য্যকে, ঊনবিংশ শতাব্দীর যুক্তির সহিত ঐক্য করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহই আমাদের মহোপকার সাধন করা হয়। আমরা ঈশ্বর সমীপে কায়মনোবাক্যে এই পত্রিকার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতেছি।

আজ কাল এখানকার অধিবাসীগণের স্বাস্থ্য মন্দ নহে। শস্য এ বৎসর উত্তম জন্মিয়াছে। ১০২ সিকার ওজনে ভাল চাউল ৩ টাকা, মধ্যম ২৷৷০ টাকা; তিসি ২।৵০৷০; উৎকৃষ্ট বুটী গম ২৷৷০ টাকা, মধ্যম জামালি বা গজর গম ২।০৷০; বুট ২।৵০৵৹; এবং রেড়ী ৩৷০ দরে প্রতি মণ বিক্রীত হইতেছে। নীলের আবাদ মন্দ নহে। গত ২৩ এ ২৪ এ বৈশাখে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে।

গত ১১ই মার্চ্চ এখানকার ট্রেজরী হইতে ৩০০০ টাকা অপহৃত হইয়াছে। যে ব্যক্তি সেই অপহারকের সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে মাননীয় কমিশনর সাহেব তাঁহাকে ৫০০ শত টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন, এই রূপ ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। কালেক্টরী হইতে চুরি, বড় সর্ব্বনাশের কথা। যে কোন উপায়েই হউক, গবর্ণমেণ্টের এ চোর ধরা নিতান্ত আবশ্যক।

যখন এদেশবাসীগণ সবল, সুস্থ শরীর ও দীর্ঘজীবি ছিলেন, তখন মহাত্মা মনু, তাঁহাদিগের জন্য ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত সংসারাশ্রমের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজ কাল এদেশবাসীগণ নানা কারণে যত দুর্ব্বল অল্পায়ু ও কৌপীনধারি হইতেছেন, ততই তাঁহাদের সংসারে বিশেষরূপ ঘনিষ্টতা জন্মিতেছে। ততই তাঁহাদের নিকট মহাত্মা মনুর, সে সুনিয়ম তামাদি হইয়া পড়িতেছে!! দুঃখের কথা কহিব কি, কাহাল গ্রামের একজন বাঙ্গালা ব্রাহ্মণ সংপ্রতি স্ত্রী হীন হওয়ায়, আবার এই মাসে বিবাহ করিবেন, দিন স্থির করিয়াছেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম প্রায়াধিক ষষ্ঠী বৎসর! আবার ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার পৌত্র, দৌহিত্র ও পুত্র কন্যার ১৫টী সন্তান জীবিত। পাঠক! ইহার বিবাহের উদ্দেশ কি, কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন কি?

---

### সোমড়া।

কিয়দ্দিবস হইল,আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সভ্য শ্রীযুক্ত দীননাথ অধ্যেতা মহাশয় এখানে আগমন করিয়াছেন। গত ১৬ই চৈত্র সুখড়িয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ মুস্তোফী মহাশয়ের বাটীতে তদীয় পুত্র বাবু ক্ষেত্রনাথ মুস্তোফী মহাশয়ের যত্নে একটী সভা হইয়াছিল। আর্য্যজাতির ধর্ম্ম ও বিদ্যা বিষয়ে অধ্যেতা মহাশয় প্রায় দুই ঘণ্টা কাল একটী সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তৎপরে আর্য্যসঙ্গীত হইয়াছিল। সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয়ের

সম্পাদক বাবু সতীপ্রসাদ সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধ্যেতা মহাশয় জন্মান্ধ; কিন্তু তাঁহার বক্তৃতাশক্তি, সংগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি বিশেষ প্রশংসনীয়।

পুহুই নামক গ্রামে এক ব্যক্তি তালগাছে পাতা কাটিতে উঠিয়া দুর্বুদ্ধি বশতঃ গাছের উপর হইতে বৃক্ষান্তরে যাইবার চেষ্টা করাতে পড়িয়া গিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

ডাক বিভাগের আজ কাল অত্যন্ত কার্য্যবিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে। চিঠি, সংবাদপত্র অতি বিলম্বে পৌঁছিতেছে। সম্প্রতি মুঙ্গের হইতে একখানি চিঠি সাত দিনে, কলিকাতা হইতে ৩।৪ খানি সংবাদ পত্র তিন দিনে ও আন্দুলের (হাবড়ার অন্তর্গত) চিঠি সকল চারি দিনে পাওয়া গিয়াছে। কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিক্ষেপ আবশ্যক।

মধ্যে বিসূচিকা রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। আজ কাল একটু কম বোধ হইতেছে।

ঝড় ও বৃষ্টি সর্ব্বদাই হইতেছে। প্রায় প্রতি সপ্তাহে এক এক পসলা সুন্দর বৃষ্টি হইতেছে। কৃষকেরা কৃষি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এবার এখানে আম্র সামান্য জন্মিয়াছে।

১৪ ই বৈশাখ এখানে শিলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

### থামারগাছি।

রোডসেস কমিটী হইতে আমাদিগের গ্রাম্য রাস্তা সংস্করণের জন্য অনেক দিন পরে এক শত টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। টাকা আনিবার জন্য আমরা দুই তিন দিবস হুগলি গমন করিয়াছিলাম, রোডসেস কর্তৃপক্ষের তাচ্ছিল্যে আমরা প্রত্যাগমন করিয়াছি। ভাইস চেয়ারম্যান বাবুকে সানুনয় অনুরোধ এই, তিনি যেন লোককে বারম্বার আক্তি কালি করিয়া কষ্ট না দেন।

দাদপুর গ্রামে সদ্গোপ জাতীয় দুই ব্যক্তি ক্ষিপ্ত শৃগালের দংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

বার্ত্তাবহ বিভাগের কর্তৃপক্ষ আমাদিগের ডাকঘর হইতে বাণেশ্বরপুর রুকুনপুর ও হাতিকান্দা প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রাম খারিজ করিয়া বলাগড়ের ডাকঘরভুক্ত করাতে তত্রত্য গ্রামবাসীদিগের কষ্টের এক শেষ হইয়াছে। আমাদিগের ডাকঘর হইতে ঐ সকল গ্রাম দুই মাইলের মধ্যে, কিন্তু বলাগড় হইতে উহা পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী। কর্তৃপক্ষ কি বিবেচনায় এরূপ বন্দোবস্ত করিলেন বুঝিতে পারি না। হুগলির ইনেস্পেক্টীং পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়কে অনুরোধ এই, তিনি ঐ কয়খানি গ্রাম পূর্ব্ব এলাকাভুক্ত করিয়া তাহাদিগের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হউন।

### রাণীগঞ্জ।

আজি কয়েক দিন মধ্যে মধ্যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইতেছে। তবে এই ঝটিকার প্রবলতা বহু ক্ষণ ব্যাপক হয় না। আবার মধ্যে মধ্যে বিন্দু বিন্দু বারি বর্ষণ হওয়াতে সময়ের ভাব বিলক্ষণ শীতল হইয়া পড়িয়াছে। কোথায় এ সময়ে নৈদাঘ উত্তাপে লোকে গলদ্ঘর্ম্ম-কলেবর হইয়া ত্রাহি ত্রাহি করিবে, না শীত কালের শীত আসিয়া উপস্থিত। সময়ের আকস্মিক এরূপ পরিবর্ত্তনে নানা পীড়া দেখা দিয়াছে। কতিপয় দিবস মধ্যে আমরা অনেক গুলি লোককে জ্বরে অভিভূত হইতে দেখিলাম।

শুনিলাম উকড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সহিত সম্পাদক মহাশয়ের বিলক্ষণ বিবাদ চলিতেছে। শীঘ্র এ বিবাদের মীমাংসা হইয়া না গেলে স্কুলটীর স্থায়িত্ব-বিষয়ে আমাদিগকে সন্দিহান হইতে হইবে। এটী উচ্চ শ্রেণীর স্কুল, এখানে প্রবেশিকা পরীক্ষার বিষয়াদি অধ্যাপনা হইয়া থাকে। উকড়া সিহাড়সোলের অতি সন্নিহিত। সিহাড়সোলে যখন এবম্প্রকার স্কুলের কার্য্য চলিতেছে, তখন উকড়া স্কুলের তাদৃশ প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। আবার উকড়ার অন্য পার্শ্বে মানকরে একটী উচ্চশ্রেণীর স্কুল সংস্থাপিত হইতে চলিল। ভাল জিজ্ঞাসা করি, এত নিকটে নিকটে স্কুল স্থাপনের আবশ্যকতা কি? ইহাতে কোনটীরই সম্যক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। সাহায্য মঞ্জুর করিবার সময়ে এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া কর্তৃপক্ষ কার্য্য করিলে আমাদিগকে আর লেখনী ধারণ করিতে হয় না। এস্থলে বলা আবশ্যক, সিহাড়সোলের স্কুলটী অত্রত্য মহারাণী দ্বারা পরিপালিত হইয়া থাকে। বালক দের বেতনের হার অতি সামান্য, ৷৷৹ বার আনা ও ৷৵ আনা মাত্র। এতৎ ব্যতীত দরিদ্র বালকগণের রাজসরকার হইতে আহার পাইবার ব্যবস্থা আছে।

সিহাড়সোলের সন্নিহিত আমড়া পোতায় একটী পুলিস আউট পোষ্ট সংস্থাপিত হইয়াছে। সেখানে দুইজন মাত্র কনষ্টেবল থাকে। এটী যেরূপ ভয়ঙ্কর স্থান, এখানে এইরূপ পুলিস থাকাতে এ অঞ্চল এক প্রকার আশঙ্কাশূন্য হইয়াছে কিন্তু শুনিলাম কনষ্টেবলদের থাকিবার কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয় নাই, তথায় তাহারা বৃক্ষতলে আহার ও শয়ন করিয়া থাকে, এরূপে জীবন ধারণ বহুকষ্টকর। পুলিস কর্তৃপক্ষ কি তাহাদের থাকি বার কোনরূপ উপায় করিয়া দিবেন?

সংবাদপত্রে দেখিলাম রাণীগঞ্জের কোন কয়লার খনি (ধসকে) ভূতলে পতিত হওয়াতে অনেকগুলি লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছে। আমরা এখানে বাস করিয়া থাকি, বিশেষ অনুসন্ধান লইয়া জানিলাম, এখানে এরূপ কোন কার্য্য সংঘটিত হয় নাই। ভাল জিজ্ঞাসা করি, এরূপ সংবাদ প্রকাশ করিলে সংবাদপত্র কি দরের জিনিস হয় না?

এখানকার সন্নিহিত কোন স্থানে ১২৫ ফিট ভূগর্ভে একটী ব্যবহৃত শিল ও নোড়া পাওয়া গিয়াছে। ঐ শিল নোড়া সিহাড়সোল রাজবাটীতে প্রদর্শন জন্য আনীত হইয়াছে। এই শিল ও নোড়া কত দিনের ব্যবহারের জিনিস তাহার মীমাংসা করা দুঃসাধ্য। কিন্তু দেখিয়া বোধ হয় যেন ঐ শিল ও নোড়া সেদিন মাত্র ব্যবহার করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

## প্রেরিত পত্র।

### বাওয়ালী।

কলিকাতার প্রায় ৯ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে বাওয়ালী নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। বাওয়ালী কতকগুলি সুপ্রসিদ্ধ অগাধ ঐশ্বর্য্যশালী জমীদার দিগের বাসস্থান বলিয়া খ্যাত। বলিতে কি কলিকাতার দক্ষিণে এরূপ ধনী জমিদার আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার চতুষ্পার্শ্বে আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম আছে ও অনেকগুলি ভদ্রলোকের বসতি ও আছে। বিশেষতঃ উক্ত জমীদার মহাশয়দিগের জমীদারী কার্য্যোপলক্ষে অনেকগুলি ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বিদেশী এখানে প্রায় সর্ব্বদা থাকেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত এখানে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত একটী মধ্যম শ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয়, একটী পোষ্টআফিস, একটী দাতব্য চিকিৎসালয়, "বাওয়ালী দেশ হিতৈষিণী" নামক একটী সভা প্রভৃতি জমীদার বাবুদিগের অনেকগুলি সদনুষ্ঠান আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় একটীর অভাবে এস্থানটী অরণ্যবৎ হইয়া আছে। সেই অভাবটী অদ্যাপি যে এখানে কেন না পূর্ণ হইতেছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। যে যে কারণে এ অভাব দূরীভূত হয় তাহার একটীরও অসদ্ভাব এখানে নাই। আমরা অনেক দিন পর্য্যন্ত উক্ত অভাব মোচন কারী কর্তৃপক্ষদিগের মুখাপেক্ষা করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু কেমন আমাদিগের দুরদৃষ্ট, যে মহাত্মারা ভুলিয়াও একবার এ হতভাগ্যদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন না। বাওয়ালী ও ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র ও জঘন্য পল্লীতে তাঁহাদিগের কীর্ত্তি দেখিয়া আর আমরা চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

অভাব একটী রাস্তা। রাস্তা একেবারেই নাই বলিলে হয় ত আশ্চর্য্য হইবেন। [illegible] জিজ্ঞাসা করিবেন তবে অত্রস্থ অধিবাসীরা অন্য স্থানে কি উপায় অবল-

এনে গমনাগমন করিয়া থাকেন। এরূপ প্রশ্নে আমাদিগের উত্তর এই যে, যদি ফাল্গুন মাস হইতে জ্যেষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত গোরুর গাড়ির লিক অর্থাৎ চাকর চিহ্ন ও আষাঢ় মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ডোঙ্গার অথবা সাল্‌তির আশ্রয় সুসভ্য ও প্রজাবৎসল ইংরাজদিগের রাজত্বে প্রজাদিগের যাতায়াতের সহজ ও সুপথ বলিয়া গণ্য হয় তাহা, হইলে, অত্রত্য লোকদিগের রাস্তার আদৌ অভাব নাই। বাস্তবিক আজ কাল যেখানে সেখানে রাস্তার যেরূপ উন্নতি হইতেছে তাহাতে, যদি রোডসেস কমিটীর কর্তৃপক্ষীয়েরা একবার, এখানকার রাস্তার অবস্থা অবলোকন করেন, তাহা হইলেও আমাদিগের অদৃষ্টকে শত শত ধন্যবাদ দি। এস্থলে আমরা দুইটী রাস্তার কথাউল্লেখ না করিয়া বিরত থাকিতে পারিলাম না।

১ম। খদিরপুর হইতে আরম্ভ হইয়া বেহালা ও রাজার হাটের ভিতর দিয়া ডায়মণ্ড হারবর পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে বেহালার অন্যূন ১ ক্রোশ দক্ষিণে জায়গীর ঘাট নামক স্থান হইতে ঐ রাস্তার একটী শাখা বহির্গত হইয়া দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বাকরা হাটের ভিতর দিয়া বরাবর রায়পুর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এই রাস্তাটী মৃত্তিকা নির্ম্মিত। আবার বাকরা হইতে এই রাস্তাটীর আর একটী শাখা বহির্গত হইয়া বাওয়ালি পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এই শাখা প্রশাখা রাস্তা দুটীর অবস্থা যদি রোডসেস কমিটীর কর্তৃপক্ষীয়েরা স্বচক্ষে একবার দেখেন তাহা হইলে উপরে যে আমরা গোরুর গাড়ির লিক ও ডোঙ্গা অত্রত্য লোকদিগের যাতায়াতের সহজ ও সুপথ বলিয়া আসিয়াছি তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে। বর্ষাকালের ত কোন কথাই নাই, অন্যান্য কালে ও এই রাস্তার পথিকের দুর্গতির কথা শুনুন। প্রায় প্রতি বৎসর এই রাস্তায় নূতন মাটি দেওয়া হয়। ঐ নূতন মাটির উপর দিয়া সর্ব্বদা গোরুর গাড়ির যাতায়াতে ১ ফুট হইতে ২ ফুট পর্য্যন্ত ৪।৫ টী খাদ বরাবর হইয়া যায়। ঘোঁড়ার গাড়ির কথা দূরে থাকুক ইহাতে পথিকের গমনাগমনের যে কতদূর কষ্ট হয় তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। বিশেষতঃ যদ্যপি কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি হয় অথবা শুক্লপক্ষে সুধাকর দৈব প্রতিবন্ধক বশত সুধা বিতরণে বিরত হন, আর যদি কোন পথিক এই রাস্তায় আসিয়া পড়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে সেই রাত্রি সেই রাস্তায় অতিবাহিত করিতে হইবে, ইহাতে তাঁহার অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক।

২য়। খিদিরপুর হইতে আরম্ভ হইয়া বজবজের ভিতর দিয়া আছিপুর পর্য্যন্ত যে রাস্তাটী গিয়াছে বহুকাল পূর্ব্বে বজবজ হইতে বাওয়ালী পর্য্যন্ত বোধ হয় ঐ রাস্তাটী মৃত্তিকানির্ম্মিত শাখা রাস্তা ছিল। এক্ষণে নাই বলিলেও হয়, তথাপি স্থানে স্থানে যে কিছু কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদ্বারা বোধ হয় ইহা পূর্ব্বে একটী রাস্তা ছিল, নয় একটী প্রশস্ত বাঁধ ছিল। এই রাস্তার বিষয় আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই; কিন্তু এইটী অত্রত্য লোকদিগের যাতায়াতের সহজ পথ, এবং অল্প অর্থ ব্যয় করিলে এ রাস্তাটীর উদ্ধার হইতে পারে।

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যাহা যাহা থাকিলে রোডসেস কমিটির কর্তৃপক্ষীয়েরা রাস্তা প্রস্তত করিয়া দেন তাহার একটীরও অসদ্ভাব এখানে নাই। রাস্তা না হইবার প্রধান কারণ অর্থ, সেই অর্থের ও অপ্রতুল এখানে নাই। অত্রস্থ জমীদার মোহদয়গণ বৎসর বৎসর প্রায় ১২। ১৩ হাজার টাকা রোডসেস দিয়া থাকেন। আমরা জানি ও কমিটীর কর্তৃপক্ষেরা বলিয়া থাকেন যে যে স্থান হইতে রোডসেস আদায় হয় সেই টাকায় সেই স্থানের প্রজাদিগের গমনাগমনের সুবিধার জন্য রাস্তা প্রভৃতি প্রস্তত হয়, এবং অতিরিক্ত হইলে স্থানান্তরে ব্যয়িত হয়। আমরা কয়েক বৎসর যাবৎ তাহার ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। কেন যে রোডসেস কমিটির কর্তৃপক্ষেরা আমাদিগের প্রতি বাম, বলিতে পারি না। পক্ষান্তরে তাঁহারা যদি স্থানীয় সাহায্যের সাপেক্ষ হন, তাহা হইলেও জমীদার মহোদয়গণ সাহায্য দানে কুণ্ঠিত নহেন। এরূপ অবস্থায়ও যদি এখানে রাস্তা না হয়, তাহা হইলে আর আমাদিগের আশা নাই।

আমাদিগের এত প্রার্থনায়, এত ক্রন্দনে যদি রোডসেস কমিটীর কর্তৃপক্ষ মহোদয়গণ দয়াৰ্দ্ৰ চিত্ত হইয়া আমাদিগের প্রতি সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে আমাদিগের প্রার্থনা এই যে হয়, যেন তাঁহারা জায়গীর ঘাট হইতে বাওয়ালি পর্য্যন্ত এই ৬ ক্রোশ রাস্তাটী পাকা করিয়া দেন, নয় বজ বজ হইতে বাওয়ালী পর্য্যন্ত আপাতত একটী মৃত্তিকা নির্ম্মিত রাস্তা প্রস্তত করিয়া, পরে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেইটীকে পাকা করিয়া দেন। শেষোক্তটী আপাততঃ মৃত্তিকা নির্ম্মিত হইলেও আমরা বিশেষ উপকৃত হই ও ইহাতে আমাদিগের জমীদার মহোদয়গণ স্থানীয় সাহায্য করিতে প্রস্তত আছেন। এ রাস্তাটীর দৈর্ঘ্য আড়াই ক্রোশের অধিক হইবে না। এ রাস্তাটী হইলে আর একটী সুবিধা এই যে কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে অতি অল্প অর্থ ব্যয় করিয়া অবলীলাক্রমে বাওয়ালীতে আসা যায়। কলিকাতা খিদিরপুর প্রভৃতি স্থান হইতে ৵৹ হইতে ১৷৹। ১৷৹ পর্য্যন্ত দিয়া নৌকা কিম্বা ভাউলিয়া দ্বারা বজ বজ আসিয়া উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তাহার পর এই আড়াই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসিতে তত বেশী কষ্ট বোধ হয় না। এ ভিন্ন সময়ে সময়ে ঘোঁড়ার গাড়ি প্রভৃতি অন্যান্য যান অবলম্বন করিয়াও অতি অল্প ব্যয়ে এখানে যাতায়াত করা যায়।

উপসংহার কালে প্রার্থনা এই যে বাঙ্গালা কাগজের অনুবাদক মহোদয় এই বিষয়টী অনুবাদ করিয়া রোডসেস কমিটীর কর্তৃপক্ষগণের গোচর করেন।

বাওয়ালী
২২ বৈশাখ
১২৮৭ সাল
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

## মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধী—বর্দ্ধমান | ১৹ |
| শ্রীযুক্ত রায় রমণীমোহন রায়চৌধুরী বাহাদুর—তুষভাণ্ডার | ১৹ |
| শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়—মালদহ | ১৹ |
| " " মধুসূদন তালুকদার—নওয়াখালী | ১৹ |
| " " ছবিলালসরকার—রাজমহল | ১৹ |
| " " কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডাক্তার—গোবরডাঙ্গা | ৭ |
| " " পরেশনাথ আচার্য্য—কলিকাতা | ৫।৹ |
| " " কুঞ্জলাল বন্দোপাধ্যায় জজ—ভবানীপুর | ৫।৷৹ |
| " " গোবিন্দ প্রসাদ ঘোষ—দিনাজপুর | ১৹ |
| " " দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়—মেহরপুর | ৭ |
| " " অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কলিকাতা | ৭ |

রক্তঃ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ৸৵ প্যাকিং ৵০।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
শ্রীপ্যারিলাল স্বর্ণকারের বাটী।
কলিকাতা সিমুলিয়া।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া।

---

## নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয়-সর্ব্বপ্রকার আমাশয়,আম-রক্ত, গ্রহণী, সুতিকাগ্রহণী এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারনকে এই তালিকাপত্র বিনা মূল্যে বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ।১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—১ টাকা, ডাকমাসুল ।৵০।

## চন্দনাসব।

সকল প্রকার মেহরোগের মহৌষধ।

এই সুবিখ্যাত ঔষধ নিয়মপূর্ব্বক তিন দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ এবং তৎসংক্রান্ত প্রস্রাব কালীন জ্বালা বা ধাতু নির্গমন হইলেও তিন দিবস মধ্যে রোগের বিশেষ শান্তি হইবে। এ ভিন্ন ইহা দ্বারা শ্বেতপ্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র আশু শান্তি হয়। ১ শিশির মূল্য ২, টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাসুল ।৵০ আনা।

## সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ... .. ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ...... ।৵ আনা।

## কুমারি আরক।

ইহা দ্বারা সকল প্রকার অম্লশূল, পক্কাশয় শূল বুক জ্বালা, অম্লোদগার অজীর্ণ, ক্ষুধা মান্দ্য, উদরাধ্মান, আহারান্তে অম্ল বমন, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়, এবং এতৎ সংক্রান্ত উদরাময়াদি বর্ত্তমান থাকিলে তাহাও বিনষ্ট হইয়া শরীরের পুষ্টি বৃদ্ধি হয়।

এক শিশির মূল্য ১৸৵ প্যাকিং ৵০

## মাতঙ্গি তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার সন্ধিবাত, চৌরঙ্গিবাত, কোন সন্ধি বা অঙ্গের স্পর্শ শক্তি হীন, অসান পক্ষাঘাত এবং সন্ধি স্থানের স্ফীততা, সূচিবিদ্ধ বা অন্য কোনরূপ যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, হস্ত পদাদির খেচুনি, আক্ষেপ ধনুস্তম্ভ প্রভৃতি রোগ সকলের বিশেষ শান্তি হইয়া থাকে এবং উক্ত যন্ত্রা হেতু নিদ্রা বিহিন হইলে যন্ত্রণা সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া সুনিদ্রা উপস্থিত হয়।

৵০ পোয়া শিশির মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৵০

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ত্রৈলোক্যনাথ বসু, " " "
" " অমৃতকৃষ্ণ বসু, " " "
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী
" " কিশোরিমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ মতে ঔষধালয়।
১৪ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া।

---

## যজুর্ব্বেদ সংহিতা (সম্পূর্ণ)

ভাষ্য ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ—৩০,
বাঙ্গালা মাত্রের মূল্য—১০

## এবং—সামবেদ সংহিতা।

ভাষ্য ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ প্রতি মাসে ১০ ক্রমা নিয়মে অনূ্যন বর্ষত্রয়ে সমাপ্ত হইবে। দ্বাদশ সংখ্যার অগ্রিম মূল্য ৬ এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য ।।০ মাত্র। আর ১০০ গ্রাহক সংগৃহীত হইলেই কার্য্যারম্ভ হইবে।

প্রকাশক—শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা। কলিকাতা।

---

## ষ্টিকনিডাইন।

আত্যান্তিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের জন্য ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্মরণশক্তির হ্রাস, পুরুষত্বহীনতা, স্ত্রীরোগ, অজির্ণতা, পুরাতন পীড়া, প্লীহা ও যকৃতের পীড়া, হিষ্টিরিয়া ইত্যাদিতে ইহাই একমাত্র ঔষধ। মূল্য ফিঃ বোতল ৬ প্যাকিং ।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

দাদের ঔষধ।

যে কোন প্রকার দাদ হউক না কেন, ইহা ব্যবহারে ৩ দিনে নিশ্চয় আরাম হইবে। মূল্য ১ প্যাকিং ।০।

ডবলিউ রুড়র এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিব নারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

---

## শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান দেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

## কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে কেশ হীনতা (টাক) ও অকাল পকতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশি মূল্য ১ ডাকমাশুল ।।৵০

## সুর সুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক ও রোগ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২, ডাকমাশুল ।।০

## নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় জ্বর অরুচি, প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তি হানীন প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১।।০ ডাকমাশুল ।।৵০

উপরোক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্ন স্বক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

## সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৩৭ নং চিৎপুর রোড
গরাণহাটা
কলিকাতা।

এই যন্ত্রালয়ে স্কুল ব্যবহার্য্য ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক সকল উচিত মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। মুদ্রাঙ্কন কার্য্যও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। রচয়িতার আদেশানুযায়ী প্রুফ দেখা এবং রচনার সংশোধন কার্য্য সকলও উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়।

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল
ম্যানেজার।

---

দ্বিতীয় ভাগ কল্পদ্রুমের সপ্তম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৷০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। সপ্তম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
৩। এক অপূর্ব্ব নগরী।
৪। উপন্যাস।
৫। শকুন্তলা ও কালিদাস।
৬। মনুসংহিতা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট কর্ম্মায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরীপাড়ায় কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

---

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশ নব কলেবর ধারণ করিয়া নূতন স্থানে ও নূতন যন্ত্রে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সোমপ্রকাশ কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি সোমবার প্রকাশিত হইবে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত ১০ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সহ ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্যের নিয়ম নাই। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশ গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন।

---

## বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

## প্রকৃতি।

বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা।
(আকার ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ।)

ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। মফস্বলে ডাক মাসুল লাগিবে না। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য না পাইলে বিদেশে পত্রিকা পাঠান যাইবে না।

এই পত্রিকার সাহায্যে শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী সি, আই, মহোদয়া দুই শত টাকা দান করিয়াছেন।

প্রকৃতি কার্য্যালয়
৪৮ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর।

---

কোন ব্যক্তি প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয়ের নাম করিয়া ধনী মহাত্মাদিগের নিকট অর্থ এবং গ্রন্থকার মহাশয়গণের নিকট হইতে আবশ্যক পুস্তক সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন এবং কতিপয় মহাত্মার নিকট হইতে অর্থ ও পুস্তক সংগ্রহও করিয়াছেন, সম্প্রতি এই ঘটনা প্রকাশ হইয়াছে। কত দিন হইতে এরূপ হইতেছে এবং কত গুলি ব্যক্তি ইহার মধ্যে আছেন, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। এজন্য সকলকে বিনীতভাবে জানাইতেছি যে নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যতীত এই পুস্তকালয়ের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিবার অপর কাহারও অধিকার বা ক্ষমতা নাই। যাঁহারা করেন কিম্বা করিবেন তাঁহারা প্রবঞ্চক। ইংরাজীতে সোমড়া পবলিক লাইব্রেরীর নাম মুদ্রিত কাগজ ও চিঠি ও পুস্তকালয়ের নামাঙ্কিত মোহর এবং আমার স্বাক্ষর ভিন্ন কেহ যেন অর্থ কিম্বা পুস্তকাদি দান না করেন। বড় দুঃখের বিষয়, এইরূপ ধর্ম্মজ্ঞানহীন প্রবঞ্চকদিগের জন্য অনেকে সাধু ইচ্ছায় বিরত হয়েন, এবং অনেক দেশহিতকর সাধুকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। ইতি। ২৪ এ বৈশাখ ১২৮৭।

শ্রীসতীপ্রসাদ সেন
সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয়ের স্থাপয়িতা ও সম্পাদক।

---

## ভাগবত তত্ত্বকৌমুদী।

এই খানি সকলের সুখপাঠ্য সরল সাধু ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের গদ্য অনুবাদ, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য সংস্কৃত মূল ও স্বামিকৃত টীকাও দেওয়া হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ২৷৷০ টাকা। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবে। অগ্রিম মূল্য না দিলে পুস্তক পাঠান যায় না।

শ্রীঈশান চন্দ্র বসু
বৃন্দাবন বসাকের লেন ১০ নং কল্পদ্রুম যন্ত্র
কলিকাতা মৃজাপুর

---

মৎ প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

## ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫৷৷০ টাকা ডাক মাশুল ।০

## আর্য্য গৃহ চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সর্দ্দিগরমি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

## আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।
১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির সচিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ।০

## আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

---

---

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কতক্রম বাসে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং মুক্তারাম বাবুর গলির সেন করক্রম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। " ৫ ম সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম ষাণ্মাষিক ৫॥০ টাকা।

১২৮৭ সাল ৫ ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮০ ১৭ ই মে।

মফস্বলে ডাক মাসুল সহ ১০, ষাণ্মাষিক ৫॥৵, অসমর্থ পক্ষে বার্ষিক ৭ টাকা।

## সোমপ্রকাশ।

### ৫ ই জ্যৈষ্ঠ-সোমবার।

নববিভাকর বদ্ধপরিকর হইয়া পুনর্ব্বার শর শরাসন হস্তে সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার অষ্টে পৃষ্ঠে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সতরটী তূণীর নিবদ্ধ, দুই হাতেও দুটী তূণীর ঝুলিতেছে। তূণগুলি শরে পরিপূর্ণ, কিন্তু শরের তীক্ষ্ণতা নাই। ছেঁদো কথা আর অধিকক্ষণ না বলিয়া স্পষ্ট কথা বলা ভাল। পাঠকগণ! এক সোমপ্রকাশের কথা লইয়া ২৯ এ বৈশাখের নববিভাকরের সতর কলম পরিপূরিত হইয়াছে। সতর কলম পড়িতে আমাদের এত সময় ও ধৈর্য্য হইল না, কিন্তু আমরা বলপূর্ব্বক ধৈর্য্যকে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করিয়া যত দূর পড়িলাম, তাহাতে বোধ হইল, উহার মধ্যে সতর পংক্তিও উত্তর দান যোগ্য নাই। আমরা যে সময়ে এ প্রস্তাবটী লিখিতে আরম্ভ করি, তৎকালে ধারাবাহিক কামানের শব্দের ন্যায় আমাদিগের মস্তকের উপরে যে নির্জ্জল মেঘ গর্জ্জন হইতেছিল, তাহার সহিত ঐ সতর কলম লেখার উপমা দিলে অসঙ্গত হয় না। অথবা যে অজাযুদ্ধ, ঋষিশ্রাদ্ধ, প্রাভাতিক মেঘাডম্বর, ও দম্পতীকলহ প্রসিদ্ধ উপমান আছে, তাহার সহিতও উপমা দেওয়া চলিতে পারে। একটী নূতন উপমান সংগ্রহ করিয়া দিলেও দেওয়া যায়। সে উপমান—বাঙ্গালিদিগের যুদ্ধ। যে যুদ্ধ প্রায়ই বাক্যে পরিণত হয়। তবে নববিভাকর একটী উত্তর-দান-যোগ্য কথা লিখিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে গ্রাহকের ফর্দ্দ দিয়াছিলাম এই মাত্র। আমরা ফর্দ্দ দিয়াছিলাম, তিনি যে এ কথা লিখিয়াছেন, আমাদের খাতার পাখা হইয়া তাঁহার বাসস্থানে উড়িয়া গিয়া বসিয়াছিল, এ কথা যে তিনি লিখেন নাই, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়! যাহা হউক, লেখাটুকু সংক্ষিপ্ত বটে; কিন্তু পাঠক কি মনে করিতেছেন, ইহা হইতে অসংক্ষিপ্ত বিশাল কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস উঠিতেছে? অথবা অকৃতজ্ঞতার স্রোত বহিতেছে? আমরা যে গ্রাহকগণের নামের ফর্দ্দ দিয়াছি, নববিভাকর তাহা উপকার বলিয়া স্বীকার করেন না! তাহা না করুন, তাহাতে তাঁহার তেজস্বিতার মান রক্ষা হউক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। তিনি যে কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ নন, তাহার এই কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাকে ১৫০০ টাকা দেনা বহন করিতে হইয়াছে কিন্তু ১০০০ টাকা মাত্র পাওনা পাইয়াছেন। এস্থলে এই দেনা পাওনার টাকার পরিমাণ ও সংখ্যা নির্ণয়ের প্রয়োজন হইতেছে না। দেনা পাওনা যতই হউক, পাওনা আদায় করিতে ও দেনা পরিশোধ করিতে পারুন আর না পারুন, তাহাও দেখিবার প্রয়োজন হইতেছে না। বিভাকর সম্পাদক দেনা পাওনার ভার লইয়া একখানি স্বতন্ত্র কাগজ বাহির করিবেন, এই স্বীকার করাতেই আমরা গ্রাহকগণের নামের ফর্দ্দ দিয়াছিলাম। এরূপ স্থলে যে সচরাচর দেনা পাওনার ভার বহনের ব্যবস্থা হয়, তাহা বিষয়ী লোক মাত্রেই সহজে বুঝিতে পারেন। এস্থলে আমরা বিভাকর সম্পাদককে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তিনি নিঃস্বার্থ ও স্বপক্ষপাতশূন্য হইয়া সরলভাবে বলুন দেখি, এপ্রকার দেনা পাওনার ভার লইয়াও কে এত গ্রাহক পায়? আমরা স্বতন্ত্র অর্থ না লইয়া কেবল গ্রাহকগণের দেনা পাওনার ভার দিয়া গ্রাহকের ফর্দ্দ দিয়াছি-এই কথা শুনিয়া কয়েক জন সমাচারপত্র ব্যবসায়ী ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। নববিভাকর যে একখানি স্বতন্ত্র পত্র রূপে উদিত হইয়াছে, তৎসম্পাদক স্বয়ংই ২৯ এ বৈশাখের নববিভাকরে এক দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়া তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

নববিভাকর সম্পাদক আর এক বড় মিষ্ট কথা লিখিয়াছেন, আমরা গ্রাহকগণের নিকট হইতে ১৫০০ টাকা অগ্রিম লইয়া হজম করিয়া ফেলিয়াছিলাম, তিনি ( বিভাকর সম্পাদক ) অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে সেই ঋণ-দায় হইতে মুক্ত করিয়াছেন! সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের রীতি। এ অংশে বিভাকর সম্পাদকের কিছু নূতন বলা হয় নাই। তবে হজম করিবার কথা যে বলিয়াছেন, এটী সকলের পক্ষে না হউক, আমাদের পক্ষে নূতন বটে। কিন্তু তিনি নিশ্চয় জানিবেন, আমাদের উদর অস্থিগিল পক্ষীর উদরের ন্যায় নয়। ইহাতে যে সে দ্রব্য হজম হয় না। গরুড়ের উদরে যেমন ভুক্ত ব্রাহ্মণ জীর্ণ হয় নাই, আমাদের উদরেও তেমনি পরের দ্রব্য জীর্ণ হয় না। নববিভাকর সম্পাদক স্বতন্ত্র সংবাদপত্র প্রচারনার্থী হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে যদি সোমপ্রকাশের দেনা পাওনার ভার গ্রহণ না করিতেন, আমরা বস্তুক্রয় দিয়া গ্রাহকগণের ঋণ পরিশোধ করিতাম। আমরা কাহার নিকটে ঋণী থাকিতাম না। ভুক্ত ব্রাহ্মণ গরুড়ের গলদেশে যেমন জ্বালা উৎপাদন করে, ঋণ তেমনি আমাদের হৃদয়ে জ্বালা উৎপাদন করিয়া থাকে। ঋণ যে কেমন পাপ ইহার পরিশোধ করা যে কেমন আবশ্যক, তাহা বোধ হয় সকলে জানেন না।

নববিভাকর সম্পাদক আর একটী বড় কৌতুকাবহ যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, গ্রাহকগণ সোমপ্রকাশ সম্পাদকের ঘটী বাটী নন যে তিনি দিলেন আর লইলেন। ইহার আবার দেওয়া লওয়া কি? এটী বড় যথার্থ কথা! নববি-

ভাকর সম্পাদক ঐশ্বর্য্যবান্ লোক, তিনি গ্রাহকগণকে সম্পত্তি জ্ঞান করিতে না পারেন, কিন্তু আমাদের সে জ্ঞান নাই, তাহার বিচারেরও এখানে প্রয়োজন হইতেছে না। গ্রাহকগণ আমাদের সম্পত্তি নন, আমরা নববিভাকর সম্পাদকের সহিত একমত হইয়া যেন একথা স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমরা যে তাঁহার প্রার্থনা ও অনুরোধক্রমে গ্রাহকগণের নামের ফর্দ্দ তাঁহাকে দিয়াছি, সে বিষয় অস্বীকার করিতে সম্মত নহি। ফর্দ্দ না পাইলে কি বিভাকর সম্পাদক এই অল্প দিনের মধ্যে এত গ্রাহক সংগ্রহে সমর্থ হইতেন? তিনি যে লিখিয়াছেন, এটী ঘর কন্নার কথা নয়, তদুত্তরে আমরা বলি, গ্রাহকগণই যখন সংবাদপত্রের জীবন এবং সেই গ্রাহকগণ প্রকাশ্য লোক, তখন গ্রাহকগণের কথা সে ঘরকন্নার কথা নয়, প্রকাশ্য কথা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কোন যুক্তি দ্বারাই তাহার খণ্ডন হইবার সম্ভাবনা নয়। যাহা হউক স্পষ্ট কথা এই বিভাকর সম্পাদক যদি এ কথা বলিতেন নববিভাকর সোমপ্রকাশের পরিবর্ত্তে হইতেছে, তাহা হইলে আমরা গ্রাহকের নাম দিতাম না। আর আমরা সোমপ্রকাশ প্রচার করিতে পারিব না, যদি এ অঙ্গীকার করিতাম, তাহা হইলেও আমরা উহার পুনঃপ্রচারে প্রবৃত্ত হইতাম না।

এখানে আর একটী কৌতুকের কথা পাঠকগণের গোচর করিতে হইল। বিভাকর সম্পাদক সসজ্জ হইয়া সোমপ্রকাশের সহিত সংগ্রামে সম্মুখীন হইয়াছেন সত্য কিন্তু তিনি যে স্থান আশ্রয় করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাহা তাঁহার পক্ষে অনুকূল নয়। সেটী বড় পিচ্ছিল। পাছে পড়িয়া যান এই ভয়ে সোমপ্রকাশের বিদ্বেষী কয়েক জন সম্পাদকের মতরূপ ঠেকো অষ্টে পৃষ্ঠ দিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু বুঝিতে পারেন নাই, প্রবল বাত্যার যদি ধাক্কা লাগে, ঠেকো দেওয়া বৃহৎ আটচালার ন্যায় নিঃসংশয় সশব্দে ভূতলশায়ী হইবেন! ফলতঃ বিভাকর অপর সম্পাদকদিগের মত উদ্ধৃত করিলেই যে তাঁহার স্বপক্ষ রক্ষা হইল, তিনি ভ্রমেও যেন মনে একথার স্থান না দেন। হৃদয়বান ব্যক্তিরা ঐ উদ্ধৃত মতগুলি দেখিয়া সহাস্যবদনে বলিবেন, আমরা ভাবিয়াছিলাম কেবল এক মাত্র নববিভাকর, তাহা নয়, আরও অনেক নববিভাকর আছেন!

উপসংহারে নববিভাকর সম্পাদককে কিছু উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। তিনি কেন সোমপ্রকাশের বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন। সোমপ্রকাশের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া তাঁহার স্বার্থসিদ্ধি বা ইষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। বিদ্বেষ চীনদেশীয় রমণীগণের চরণাবরণ উপানৎযুগলের ন্যায় নববিভাকর কলেবরের সূক্ষ্মতা সম্পাদন করিবে, সন্দেহ নাই। " বলং বলং বাহুবলং " বিভাকর সম্পাদক বাহুবল আশ্রয় করুন। উজ্জ্বল ও ওজস্বিনী ভাষায় উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিতে আরম্ভ করুন। এখন আমরা দেখিতেছি বঙ্গদেশ বিদ্যানুরাগী ও গুণের উৎসাহদাতা হইয়াছেন। বিভাকর সম্পাদক উৎকৃষ্ট প্রস্তাবরূপ পর্য্যাপ্ত ভোজ্য দ্রব্য সম্মুখে উপস্থিত করিয়া যদি পাঠকগণের জ্ঞানক্ষুধার তৃপ্তি সাধন করিতে পারেন, বিভাকরের উন্নতি প্রাবৃটকালীন বন্যার ন্যায় দুর্ব্বার হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। কাপুরুষেরাই অন্যের মস্তক চাপিয়া রাখিয়া আপনার মস্তক উচ্চ করিয়া তুলিবার চেষ্টা পায়। সৎ পথে থাকিয়া নিজ বাহুবল প্রকাশ করিয়া আত্মোন্নতি সাধন চেষ্টাই প্রশংসনীয়। মহাপুরুষেরা সেই চেষ্টাই করিয়া থাকেন। নববিভাকর উন্নত হইয়া যদি দীর্ঘজীবী হন, তাহা সহচর সংবাদপত্রের শ্রীবৃদ্ধির ন্যায় সোমপ্রকাশের অধিকতর আনন্দের কারণ হইবে। বিভাকরের উদয় দেখিয়া সোমপ্রকাশ ত কাতর নয়, কিন্তু সোমপ্রকাশের উদয় দেখিয়া বিভাকর কাতর হইতেছেন কেন?

---

## কাবুল যুদ্ধের ব্যয় ও গ্লাডষ্টোন সাহেবের নিকট একটী প্রার্থনা।

রত্নাবলীর ঐন্দ্রজালিক পিচ্ছিকা ঘুরাইয়া এবং নানাপ্রকার নৃত্য করিয়া বৎস রাজাকে কহিয়াছিল, মহারাজ! আপনি যদি হরি-হর-ব্রহ্মাদি দেবগণ দেখিতে চান, দেখাইতে পারি। তাহার পর রাজা আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইয়া নিজ মহিষীকে কহিলেন। ঐ দেখ

" এষ ব্রহ্মা সরোজে রজনিকরকলাশেখরঃ শঙ্করোয়ং। দোর্ভির্দৈত্যান্তকোহসৌ সধনুরসিগদাচক্রচিহ্নৈশ্চতুর্ভিঃ। এষোহপ্যৈরাবতস্থস্ত্রিদশপতিরমী দেবি দেবাস্তথান্যে। নৃত্যন্তি ব্যোম্নি চৈতাশ্চলচরণরণন্নূপুরাদিব্যনার্য্যঃ॥ "

দেবি! দেখ ঐ গগনতলে পদ্মাসনে আসীন ব্রাহ্মা। ঐ দেখ রজনীকর কলা-শোভিত শঙ্কর। ঐ দেখুন খড়্গচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ। ঐ দেখ ঐরাবতারূঢ় দেবরাজ। আরো দেখ অন্য দেবগণ। ঐ দেখ অপ্সরোগণ নৃত্য করিতেছেন। তাঁহাদের চরণের নূপুরধ্বনি হইতেছে।

ইংলণ্ডেশ্বরীর ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ডিসরেলি সাহেব কাবুল-যুদ্ধ-ঘটনার কারণ, আমীর সিয়ার আলীর ব্যবহার, ভারতের সীমানির্ণয়, ভারতের স্কন্ধে কাবুল যুদ্ধের ব্যয়ভার নিক্ষেপের যুক্তি, ভারতবর্ষের অর্থাগমের দ্বার-বহুলতা ও অর্থের সচ্ছলতা প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার প্রদর্শন করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। যাঁহারা ইন্দ্রজালের স্বরূপ কি তাহা জানেন না, তাহার তত্ত্ব বুঝেন না, তাঁহারা ঐ ঐন্দ্রজালিক কাণ্ডকে প্রকৃত ঘটনা বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। সাধারণ্যে ইংলণ্ডের লোকেরা ও পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্যগণ ভারতের প্রকৃত অবস্থা অবগত নহেন। সুতরাং ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ তাঁহাদিগকে যাহা বুঝাইয়াছেন, তাঁহারা তাহাই বুঝিয়াছেন।

পাঠক এস্থলে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে ইংরাজ জাতি এমন বুদ্ধিমান্ ও সকল বিষয়ের অনুসন্ধানকারী, তাঁহারা প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন না কেন? নৈয়ায়িকেরা বলেন, আলোক-সংযোগে পদার্থ দর্শন হয়। সেই পদার্থ যদি অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, প্রত্যক্ষ হইবার সম্ভাবনা কি? ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ডিসরেলি সাহেব এমনি গূঢ় ভ্রান্তিতম বিস্তার করিয়াছিলেন, কেবল দ্রষ্টব্য পদার্থ নয়, ইংলণ্ডের লোক ও পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্যগণের যে মানস-চক্ষু পদার্থ দর্শন করিবে, তাহাও ঐ গাঢ় অন্ধকার দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছিল। বিষয় গ্রহণে চিত্তের স্বাধীনতা না থাকিলে বিষয় যথাযথরূপে গৃহীত হয় না। ডিসরেলি সাহেবের উপর বিশ্বাস তাঁহাদিগের সেই স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা বিপথগামী হইয়া ভ্রান্ত পথের পথিক হইয়াছিলেন। সাঙ্খ্যদর্শনকার বলেন।

" অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানে। "

ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু যাহারা ভ্রান্ত, তাহারা চক্ষুর গোলকাদিকে ইন্দ্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকে।

ভ্রান্তির পরবশ হইয়াই ইংলণ্ডের লোকেরা মনে করিয়াছিলেন, সত্যই বুঝি ডিসরেলি সাহেব ভারতবর্ষের আয়াম বৃদ্ধি করিয়া বৈজ্ঞানিক সীমা নির্ণয় করিতেছেন! সত্যই বুঝি রুষিয়া আক্রমণে উদ্যত হইয়াছেন! সত্যই বুঝি ভারতের সীমা বৈজ্ঞানিকরূপে নির্দ্ধারিত হইলে রুষিয়ার ভারত প্রবেশ নিরুদ্ধ হইবে! সত্যই বুঝি আমীর রুষিয়ার চক্রে পড়িয়া ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছেন! সত্যই বুঝি ভারতের রক্ষার জন্য কাবুল আক্রমণ করা হইয়াছে! সত্যই বুঝি ভারতের সচ্ছল অবস্থা!

এখন গ্লাডষ্টোন সাহেবের অধিকার উপস্থিত। এখন সত্যরূপ সূর্য্যের উদয়। এখন আর প্রকৃত বৃত্তান্ত ভ্রান্তিজালে আচ্ছন্ন থাকিবার সম্ভাবনা নয়। ডিসরেলি সাহেব ও গ্লাডষ্টোন সাহেব উভয়ের স্বভা-

রূপ সৌসাদৃশ্য নাই। উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ডিসরেলি সাহেবের মনকে সমুদ্রগর্ভের ন্যায় নিয়ত আলোড়িত করিতেছে। কার্য্য দেখিয়া লোকের মন অনুমান করা যদি সঙ্গত হয়, তাঁহার মনের ভাব যে প্রকার অনুমিত হইতেছে, তাহাতে বোধ তাঁহার যদি অলৌকিক ক্ষমতা থাকিত, তিনি প্রকৃতি বিপ্লব ঘটাইতেন সন্দেহ নাই। তিনি বিশ্রবার পুত্র রাবণের ন্যায় দশমুণ্ড ও বিংশতি হস্ত করিয়া কৈলাস পর্ব্বত উৎপাটন করিতেন, সমুদ্র উৎখাত করিতেন, ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডে নিয়া এবং ইংলণ্ডকে ভারতে আনিয়া ফেলিতেন! তাঁহার যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা যেরূপ প্রবল, প্রাকৃতিক বিপ্লব ঘটাইতে পারিলে সেই আকাঙ্ক্ষা যথার্থতঃ চরিতার্থ হইত। তিনি ইহুদি—বংশজাত আসিয়া খণ্ডের লোক। তিনি যে সমস্ত কাণ্ড করিলেন, বোধ হয় তাঁহার মনে মনে ছিল তাহা হইতে আসিয়া খণ্ডের মুখ উজ্জ্বল হইল।

গ্লাডষ্টোন সাহেবের স্বভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নাই, আমরা এ কথা বলি না। কিন্তু তাঁহার সেই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ডিসরেলি সাহেবের আকাঙ্ক্ষার ন্যায় দুরাকাঙ্ক্ষা নহে। তাঁহার সেই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ন্যায়পরতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি মানব—হিতৈষী। তাঁহার হৃদয় উদার। পরদ্রোহচিন্তা ও সঙ্কীর্ণভাব তাঁহাতে স্থান প্রাপ্ত হয় না। গ্লাডষ্টোন সাহেব এই প্রকার গুণান্বিত ও মহোদার-হৃদয় বলিয়া তাঁহার নিকটে আমরা এই প্রশ্ন করিতেছি, কাবুল যুদ্ধের ব্যয় কাহার দেওয়া কর্ত্তব্য? তিনি স্থির ও ধীরচিত্তে বিনা পক্ষপাতে এই প্রশ্নটীর একবার বিবেচনা করুন। এ প্রস্তাব মধ্যে কাবুল সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের প্রসঙ্গ করিবার ইচ্ছা নাই। কাবুল সংক্রান্ত ব্যয় বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই, ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ ভারতকে কাবুলের যুদ্ধ-ব্যয়ের যে দায়ী করিয়াছেন, এটী নিতান্ত অসঙ্গত [illegible]। ভারত যে কাবুল যুদ্ধ-ব্যয়ের দায়ী হইবে তাহার কারণ কি? যদি বলেন রুশিয়ার আক্রমণ-শঙ্কাই সেই কারণ, এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য [illegible] এই কাল্পনিক শঙ্কা যদি বাস্তবিকই হয়, তাহা [illegible] ভারতকে কাবুল-যুদ্ধ ব্যয়ের দায়ী করা [illegible] হয় না। রুশিয়েরা যদি বাস্তবিক ভারত [illegible] আক্রমণ করে, তাহাতে ক্ষতি ও অপমান কার? [illegible] ও অপমান কি ইংলণ্ডের নয়? ভারত [illegible] করিতে না পারিলে ইংলণ্ড অবমানিত হন, [illegible] হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের আত্ম-মান-রক্ষার্থ [illegible] কি উচিত নয়? ভারতের নিজের মানই বা কি [illegible] বা কি? ভারতের হস্তে ও পদে [illegible] কড়া পড়িয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ [illegible] সম্পত্তি? ভারত হস্তান্তরগত হইলে কাহার ক্ষতি হইবে? এ ক্ষতি কি ইংলণ্ডের নয়? সম্পত্তির রক্ষার্থ যদি কিছু ব্যয় করিতে হয়, সম্পত্তি স্বামীর কি সে ব্যয় করা উচিত নয়? যদি কোন জমীদারের জমিদারীর অন্তর্গত কোন তালুক অন্যে কাড়িয়া লয়, জমিদার কি সে তালুক রক্ষার ব্যয় নিজে করিবেন না? তবে তিনি বড় প্রজার নিকটে সাহায্য চাহিতে পারেন। সেই সাহায্য দানও প্রজার সৌজন্যের উপর নির্ভর করে। অতএব ভারত-রক্ষার্থ কাবুল যুদ্ধের ব্যয়ভার ইংলণ্ডেরই বহন করা উচিত। ইংলণ্ড ভারতের নিকটে সাহায্য চাহিতে পারেন এই মাত্র। কাবুল যুদ্ধ-ব্যয়ের সাহায্য দান করা ইংলণ্ডের উচিত এই বলিয়া ফসেট সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন সেটীও ঠিক হয় নাই। ইংলণ্ড কাবুল যুদ্ধের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করুন এবং ভারত সাহায্য দান করুন, ফসেট সাহেবের এই প্রকার সুসঙ্গত প্রস্তাব করাই উচিত ছিল। এ ব্যয়ের অবধিও নাই। প্রথমে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল, এক্ষণে শুনিতেছি দশ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ইহাই যে অন্ত্য সীমা হইবে, কে বলিতে পারে? কাবুলীরা এখনও যুদ্ধে বিরত হয় নাই। ওদিকে আবদুল রহমান গৃধ্রের ন্যায় কাবুলের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। আরও যে কত ব্যয় হইবে, তাহার সীমা কি? এই দুর্ব্বহ ব্যয়ভার ভারতের মস্তকে যদি নিক্ষিপ্ত হয়, ভারত পিষ্টক-পিণ্ড হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

---

## বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও তৎপাঠে লোকের ইচ্ছা।

"শনৈঃ কন্থাঃ শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনঃ।"

ক্রমিক-উন্নতি-জ্ঞাপক এই যে একটী প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য আছে, বাঙ্গালা সংবাদপত্রের উন্নতি তাহার একটী প্রধান দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছে। বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত বর্ণন এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। সেই ইতিবৃত্ত বর্ণনে রেভরেণ্ড জে লং সাহেবের অধিকার। পরাধিকার হরণ করিয়া পাপগ্রস্ত হওয়া আমাদের কোষ্ঠীতে লেখে নাই। সাহিত্য-গগনভাগে যে বিপ্লব ঘটিয়াছে, সংক্ষেপতঃ তাহারই উল্লেখ করা এপ্রস্তাবের উদ্দেশ্য। ফলতঃ বঙ্গভাষা এক্ষণে যে অবস্থা-সম্পন্ন হইয়াছে, তাহারই বর্ণন করা আমাদের অভিপ্রেত। সোমপ্রকাশের উদয়ের পূর্ব্বে আমরা জ্ঞানান্বেষণ, সমাচারদর্পণ, বঙ্গদূত, প্রভাকর, ভাস্কর, সমাচার চন্দ্রিকা, রসরাজ, সুধাকর, পূর্ণচন্দ্রোদয়, এই কয়েকখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র দর্শন করিয়াছিলাম। আর যদি দুই একখানি থাকে, তাহা আমাদের স্মরণ হইতেছে না। সোমপ্রকাশের জন্মের পর হিতিবৃত্ত গগনমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডলীর ন্যায় অসংখ্য বাঙ্গালা সংবাদপত্র সাহিত্য-গগনভাগে শোভা পাইতেছে। এখনও অদৃষ্টপূর্ব্ব দুই একখানি নূতন উদিত হইতেছে। এগুলি সমুদায়ই ক্রমে গ্রাহকগণের উৎসাহ-দান-রূপ বারি দ্বারা সিক্ত হইয়া পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতেছে। সকলগুলির সমানরূপ উন্নতি না থাকুক, সকলগুলিই যে গ্রাহকগণের সাহায্য-দান-দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এতদ্বারা নির্বিবাদরূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে বঙ্গভাষার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার যে প্রকার দুর্দ্দশা ছিল, এখন সেরূপ নাই। পূর্ব্বে যাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতেন, রস ভাব, গুণ, রীতি, অলঙ্কারাদি দ্বারা ভাষাকে সুশোভিত করা দূরে থাকুক, উজ্জ্বল ও ওজস্বিনী রচনা দূরে থাকুক, তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে মনোভিপ্রায়ই প্রকাশ করিতে পারিতেন না, সুতরাং পাঠকগণ তুষ্টিত না। পুষ্পে মধু না থাকিলে মধুকর কি সেখানে গিয়া থাকে? এখন সকল সংবাদপত্রেই যখন মধুলোভী মধুকর জুটিতেছে, তখন স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, বাঙ্গালা সংবাদপত্রগুলি এখন রসহীন নয়। এখন উহা মধু [illegible] করিয়া তুলে বলিয়া উহার দৈনন্দিন উন্নতি লাভ হইতেছে। পূর্ব্বে পাঠকদিগের যে প্রকার বিকৃত রুচি ছিল, এখন তাহার বহুল পরিবর্ত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে ব্যক্তিবিশেষের গ্লানি লইয়াই প্রায় সম্পাদকেরা ও পাঠকেরা আমোদ করিতেন। এখন তাহার বেশ পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন সকলে রাজনীতি বিষয়ে মনোনিবেশ [illegible]। পাঠক এরূপ মনে করিবেন না যে পূর্ব্বে যে নিন্দকর্ম্মা বেহাল্লিকর্ম্মা, চুগলিকর্ম্মা ও পরদারকর্ম্মা সাহিত্য-সংসারে জন্মিয়াছিলেন, এখন আর তাঁহারা নাই। এখনও সম্পাদকগণের তাঁহাদের অনেকের উদয় [illegible] [illegible]। [illegible] করিবার [illegible] [illegible] অনেকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। [illegible] উপস্থিত হইলে তাঁহারা চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। পরের গ্লানি করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের জিহ্বাবর্ত্তী শিরাগুলিকে যেন বিষ নিক্ষেপ দ্বারা উন্মাদিত করিয়া তুলে! ঐ মহামতিদিগের প্রাদুর্ভাব না থাকিলে বাঙ্গালা ভাষা অধিকতর উন্নত হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই। ঐ মহাত্মাদিগের আরো একটী বিরুদ্ধ ইচ্ছা ও চেষ্টা দেখিতে পাই, তাঁহারা প্রত্যেকে মনে করেন, এক একটী নূতন ভাষার সৃষ্টি করিয়া [illegible] নিরিক্ষ [illegible] করিবেন। এই

প্রসঙ্গে আমরা একটী প্রস্তাব করিতেছি, প্রত্যেকে এক একটী ভাষার সৃষ্টি করিবার চেষ্টা না করিয়া সকলে মিলিয়া একটী ভাষাকেই পরিপুষ্ট বর্দ্ধিত মার্জ্জিত ও অলঙ্কৃত করিয়া তুলুন। তাহা না করিলে বাঙ্গালা ভাষার সম্যক উন্নতি লাভ দুর্ঘট।

---

## মফস্বলের ইউরোপীয় অপরাধী।

ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী বিরাটরূপ ধারণ করিয়া সহস্র চরণে বিচরণ, সহস্র নয়নে দর্শন ও সহস্র করে কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। পাপ কার্য্য ও দুষ্ক্রিয়ার আর নিষ্কৃতি নাই। যেখানে দিবাকরের প্রবেশ করিতে না পারে, সেই অন্ধতম গিরিগুহায়ও আর আত্মগোপন করিয়া দুষ্কার্য্য আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছে না। পীড়ন দস্যুতস্করতা ও হত্যাদি দুষ্কার্য্যসকল ক্রমে কূর্ম্মের ন্যায় অঙ্গনিগূহন করিতেছে। তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পূর্ব্ববৎ বল, বিস্তার ও দ্রাঘিমা নাই। শিরাসকল সঙ্কুচিত হইয়া শুষ্ক প্রায় হইয়া আসিয়াছে। শাসন-প্রণালী-সম্বন্ধে নগর ও পল্লীগ্রাম উভয়েরই প্রায় তুল্য অবস্থা। মফস্বলে ধনবান্ বলবান্ জমিদারদিগের যে এক অত্যাচার ছিল, ব্রিটিশ শাসন-প্রণালীর মহিমা তাহাকে হস্তপদ বদ্ধ করিয়া জগন্নাথক্ষেত্রের একাদশীর ন্যায় তস্করার করিয়া তুলিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট মফস্বলবাসী দুষ্ট জমিদার ও দুষ্ট প্রজাগণের দণ্ডবিধানার্থ যে এক অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে অত্যাচারকে দেশ পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম আশ্রয় করিতে হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সে উপায় গুরুতর অর্থদণ্ড। বাবু জানকীনাথ রায়ের ২০ হাজার টাকা দণ্ড হইয়াছিল। আমরা শুনিলাম সম্প্রতি এক মফস্বলবাসী জমিদারের এক মকদ্দমায় ১০ হাজার টাকার জামিন লওয়া হইয়াছে। যদি তিনি দোষী হন, তাঁহার যে গুরুতর অর্থদণ্ড হইবে স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে। মফস্বলবাসী প্রজারা দুষ্টতা করিলে তাহাদের দমনার্থ ও গ্রামের শান্তি রক্ষার্থ সেখানে কনষ্টেবল রাখিয়া দেওয়া হয়। গ্রামবাসীদিগকে সেই শান্তিরক্ষক কনষ্টেবলদিগের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। পাঠক! ইহাতে এমন মনে করিবেন না যে মফস্বল ধর্ম্মক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে, পুলিষ পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং পুলিষ অবসথগুলি যুধিষ্ঠিরসম ধার্ম্মিক লোকে পরিপূরিত হইয়াছে। মফস্বলে একটীও অন্যায় হয় না তাহা নয়, একটীও অত্যাচার হয় না, তাহা নয়, পুলিষ কর্ম্মচারীরা পূর্ব্বস্বভাবের পরিচয় দেন না তাহাও নয়। আমরা মধ্যে মধ্যে দুই একটী বীভৎস ঘটনা শুনিতে পাই। পুলিষ কর্ম্মচারীরাও সময়ে সময়ে অদ্ভুত রচনাশক্তির পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ্যে বলিতে গেলে নরকে ও স্বর্গে যত অন্তর মফস্বলের পূর্ব্ব অবস্থায় ও মফস্বলবাসী পুলিষের এক্ষণকার অবস্থায় তত অন্তর হইয়াছে। বলিতে কি এক্ষণে রামরাজ্য উপস্থিত, এ কথা বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু মফস্বলবাসী ইউরোপীয় অপরাধীর বিষয়ে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মফস্বলবাসী ইউরোপীয় অপরাধীর প্রায়ই দণ্ড হয় না। যদি দুই এক ব্যক্তির কদাচিৎ দণ্ড হয়, সে সামান্য মাত্র। তাহাদের অপরাধানুরূপ দণ্ড বিধানে গবর্ণমেণ্টের যত্ন নাই, আমরা এ কথা বলি না। গবর্ণমেণ্টের চক্ষে নীল লোহিত শ্বেত পীত সকলই সমান। আইনেরও অপরাধ নাই, আইনও শুক্ল কৃষ্ণ ভেদে দণ্ডভেদ করিতে বলে না। তবে এরূপ বৈষম্য ঘটনা হয় কেন? এই বৈষম্য ঘটনার কয়েকটী কারণ ঘটিয়াছে। আমরা হত্যাকেই উদাহরণস্থলে গ্রহণ করিলাম। এদেশের যে সকল লোক ইউরোপীয়ের নিত্য সেবাকার্য্যে নিযোজিত হয়, তাহারা হীনকুলজাত। ইতর লোকেরা প্রায়ই নির্ব্বুদ্ধি হয়, নির্ব্বুদ্ধি লোকেরা কার্য্যে অলস, কার্য্য সম্পাদনে অপটু ও অদক্ষ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ইউরোপীয়েরা স্বভাবতঃ কার্য্যদক্ষ, ক্ষিপ্রকারী ও কার্য্যসাধনে তৎপর। তাহারা শীঘ্র কাজ চায়, এদেশীয় অলস ভৃত্যেরা তাহাদের মনোমত শীঘ্র কার্য্যসম্পাদন করিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং ইউরোপীয়ের ক্রোধ ন্যায়সীমা-বন্ধন-চ্ছেদ করিয়া উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তখন সে মদমত্তের ন্যায় জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে, তাহার হিতাহিত বিবেচনা থাকে না, সে অন্ধপ্রায় হইয়া নিজ ক্রোধপাত্রকে দারুণ প্রহার আরম্ভ করে। যে পর্য্যন্ত ক্রোধবেগের শান্তি না হয়, তাবৎ বিরত হয় না। এদেশীয়ের প্রাণ, পুঁটীমাছের প্রাণ, ইউরোপীয়ের বজ্রসম মুষ্টি ও পদপ্রহার কত ক্ষণ সহ্য করিতে পারে। এদেশীয়েরা নানাকারণে এমনি সাহসহীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, যে প্রহারকালে ইউরোপীয়ের প্রতি যোগী হইয়া তাহার প্রহারে সাহসী ও শক্ত হয় না। সুতরাং প্রহৃত ব্যক্তি দীর্ঘকাল প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। যাহারা স্ববলে বৈরসাধনে সমর্থ না হয়, তাহারা রাজার আশ্রয় গ্রহণ করে, এটী যেন বিধিকৃত নিয়ম। এই নিমিত্ত নীতিশাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন "দুর্ব্বলস্য বলং রাজা।" হত ব্যক্তির আত্মীয় অন্তরঙ্গেরা শোকার্ত্ত হইয়া আদালতের আশ্রয় লয়। কিন্তু প্রায়ই তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধি হয় না। তাহার কারণ এই, অধিকাংশ ঘটনাস্থলে সাক্ষী থাকে না। যে দুই একজন স্বচক্ষে সেই ঘটনা দর্শন করে, তাহারা সেই হত্যাকারী ইউরোপীয়ের অর্থভুক্ ভৃত্য, সহজেই তাহাদের মুখ বদ্ধ হইয়া যায়। স্বদেশীয় ও স্বজাতীয়ের প্রতি অত্যাচার হইলে ইহার প্রতিকার হওয়া উচিত, আমি যাহা চক্ষে দেখিয়াছি, তাহা আদালতে অবিকল বলিব, এ প্রকার ইচ্ছা ও স্বদেশীয়ের ও স্বজাতীয়ের প্রতি অনুরাগ এদেশে বিলুপ্ত হইয়াছে। যদি কাহার সে ইচ্ছা ও সে অনুরাগ অবিলুপ্ত থাকে, আর সে সাহস করিয়া সাক্ষ্য দিতে যায়, আর একটী গুলি পাক উপস্থিত হয়। সাধারণ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, এদেশীয় ইতর লোকের কালের ও স্থানের দূরতা বোধ নাই। উকিল ও কৌন্সলিরা এটী বিলক্ষণ জানেন। তাঁহারা ডিসরেলী সাহেবের ভারতের বৈজ্ঞানিক সীমানির্ণয়ের ন্যায় ঐ বিষয়ের নির্ণয়ার্থ পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রকৃত ঘটনাদর্শী ও প্রকৃত-ঘটনা-বাদী সাক্ষীরও বাক্যের পূর্ব্বাপর বিরোধ ঘটিয়া উঠে। যদি এমন কোন বিচারপতির নিকটে উক্ত প্রকার মকদ্দমার বিচার উপস্থিত থাকে যে, তাঁহার হৃদয় স্বজাতীয়ের প্রতি পক্ষপাতে অন্ধ, তিনি ঐ সাক্ষিবাক্যের পূর্ব্বাপর বিরোধরূপ দিব্য পথ পান, অতএব তিনি স্বচ্ছন্দে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া দেন। আর যদি অপক্ষপাতী বিচারপতির নিকট মকদ্দমা উপস্থিত হয়, তিনি যদি ধর্ম্মাধিকরণের মানরক্ষার্থ অপরাধীর কিছু দণ্ড করেন, উপর আদালতে তাহা স্থায়ী হয় না। নিম্ন আদালতের বিচারপতি ঘটনা স্থানে গিয়া তদন্ত করেন, ঘটনার অনুসন্ধান লন, তাহাতে তাঁহার যে সংস্কার জন্মে, আপীল আদালতের সে সংস্কার থাকে না; আপীল আদালত দূর হইতে দর্শন করেন, সাক্ষিবাক্যের অনৈক্য দেখিলেই ঘটনাটীকে অলীক বলিয়া বোধ করেন, সুতরাং তিনি মকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দেন। দূর হইতে দর্শন করিলে যে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানা যায় না, উপস্থিত কাবুল যুদ্ধই তাহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। উহার ভিতরের গূঢ় বৃত্তান্ত যে কি ইংলণ্ডের লোকেরাও তাহা জানেন না, আমরাও জানিতে পারি নাই। একখানি সম্বাদপত্র লিখিয়াছেন, কাবুলে ষাটি হাজার ব্রিটিশ সৈন্য গিয়াছে, আরও সৈন্যের প্রয়োজন। এদিকে শুনিতে পাই, কাবুলের প্রধান প্রধান স্থানগুলি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে। দূর হইতে দেখিলে প্রকৃত ঘটনা যে জানিতে পারা যায় না এটী সিদ্ধ কথা। আমরা দূর হইতে যদি একটী স্বভাবতঃ বক্র পদার্থ দর্শন করি, তাহাকে সমান বলিয়া বোধ

হয় এবং অর্দ্ধবিচ্ছিন্ন পদার্থ দূরবর্ত্তী ব্যক্তির দৃষ্টিতে অবিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। অতএব দূরবর্ত্তী আপীল আদালতের প্রকৃত ঘটনাকে যে অলীক বলিয়া বোধ হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

সম্প্রতি হাইকোর্টে যে একটী মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, তাহাই আমাদের এ প্রস্তাবের অবতারণার কারণ। দ্বারভাঙ্গার মাজিষ্ট্রেট ডাউএল সাহেব ঐ মকদ্দমার বিচার করেন। বাদী ভারতেশ্বরী, প্রতিবাদী এ, সি, ব্রিচিণ্ডেন। মাজিষ্ট্রেট প্রতিবাদীর ছয় সপ্তাহের কারাবাসের আদেশ করিয়াছিলেন, হাইকোর্টের বিচারে তিনি মুক্তি লাভ করিয়াছেন। ব্রিচিণ্ডেন দোষী কি নির্দ্দোষ, তাহার মীমাংসা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। আদালত সে মীমাংসা করিয়াছেন। মফস্বলে যে ঘটনা হয়, এই প্রসঙ্গে আমরা তাহার স্বরূপ বর্ণন করিলাম এই মাত্র।

এস্থানে আমাদের বক্তব্য এই, ইউরোপীয়েরা প্রবল, এদেশীয়েরা দুর্ব্বল, উভয়ের সমকক্ষতা নাই। সুতরাং উভয়ের বিরোধ স্থলে ন্যায় বিচার হইবার সম্ভাবনা অল্প। ন্যায় বিচার না হইলেও অধিকরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিফল। গবর্ণমেণ্টেরও কলঙ্ক। প্রবলের হস্তে যদি দুর্ব্বলেরা নিহত হয়, গবর্ণমেণ্ট যদি তাহার নিবারণ করিতে না পারেন, তাঁহাকে ঘোর পাপী হইতে হইবে। ঈশ্বর মনুষ্যকে মনুষ্যবধের অধিকার দেন নাই। রাজা পৃথিবীতে সেই ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তিনি প্রতিনিধি হইয়া যে কারণে হউক যদি সেই ঈশ্বরের অনভিপ্রেত মনুষ্য বধ নিবারণ করিতে না পারেন, সমুদায় পাপই তাঁহার স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হইবে। অতএব আমরা এই প্রস্তাব করিতেছি, এইরূপ একটী আইন করা ও তাহা কার্য্যে পরিণত করা কর্ত্তব্য যে, যে কোন ইউরোপীয় হউক, যে কোন কারণ উপস্থিত হউক, কোন ইউরোপীয় এ দেশীয়ের গায়ে হাত তুলিতে পারিবে না। যে কোন ইউরোপীয় এই আইন লঙ্ঘন করিবে, গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় জমিদারদিগের ন্যায় অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহার ৫।১০।১৫।২০।২৫ প্রভৃতি হাজার টাকা দণ্ড করিবেন। যদি কোন এদেশীয় ইউরোপীয়ের নিকটে অপরাধ করে, ইউরোপীয় অপরাধকারির নামে যোগ্য আদালতে রীতিমত অভিযোগ করিবে। আদালত প্রমাণ প্রয়োগ লইয়া তাহার দণ্ড করিবেন। ইউরোপীয় যদি স্বয়ং স্বহস্তে রাজশক্তি গ্রহণ করিয়া অপরাধির দণ্ড করে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট থাকিয়া ফল কি? ব্যবস্থাপদ্ধতিরই বা প্রয়োজন কি? ফলতঃ এরূপ একটী উপায় না করিলে ইউরোপীয় হইতে এদেশীয়ের প্রাণ হত্যা নিবারণ হইবে না, গবর্ণমেণ্টও দোষ মুক্ত হইতে পারিবেন না। আমাদের সহযোগীরা কি এ প্রস্তাবের অনুমোদন করেন না? তাঁহারা কি এ বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতে উৎসুক নন? এপ্রকার একটী আইন হইলে কি দেশের উপকার নয়? পরিশেষে অনুবাদক মহোদয়ের নিকটে আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, তিনি যেন এই প্রস্তাবটী আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন অথবা এই একমাত্র প্রস্তাবের বিষয়ে নয়, সাধারণে তাঁহার নিকট আমাদের অনুরোধ এই, তিনি যখন সোমপ্রকাশের যে প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের গোচর করা আবশ্যক বোধ করিবেন, তাহার যেন আদ্যোপান্ত অনুবাদ করেন।

---

## রুশ ও চীন।

বোধ হয় আমাদের পাঠকগণের অনেকের মধ্য আসিয়াস্থ কাসগরের অধিপতি য়াকুব বেগের নাম অবিদিত নাই। তিনি একজন সামান্য লোকের সন্তান। নিজ উৎসাহ অধ্যবসায় ও সাহসাদিগুণে উন্নত হইয়া উঠেন। তাঁহার বাল্যাবস্থায় চীন সাম্রাজ্যের পশ্চিম ভাগে মুসলমানেরা বিদ্রোহী হইয়া চীন সম্রাটের প্রতিনিধিগণকে দূরীকৃত করিয়া দেয় এবং ঐ অঞ্চলে অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত করে। য়াকুব বর্দ্ধমান হইয়া আপনার উন্নতিদ্বার উন্মুক্ত করেন এবং ক্রমে কাসগরের অধিনায়ক হইয়া উঠেন। তাঁহার যাবৎ জীবন কাল সুনিয়মে কাসগর শাসিত হইয়াছিল। কিন্তু কুলজা নামক স্থানের বিশৃঙ্খলা কোন ক্রমে নিবারিত হয় নাই। রুশিয়েরা ঐ স্থান অধিকার করিয়া লয়। তখন চীন ও রুশিয়ায় মিত্রতা ছিল। চীনেরা আপত্তি করিল। রুশিয়া বলিলেন, তোমরা যখন ইহার শাসনে সমর্থ হইবে, তখন আমরা কুলজা তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিব। য়াকুব বেগের মৃত্যুর পর চীনেরা কাসগার অধিকার করিয়া রুশিয়াকে কুলজা ছাড়িয়া দিতে বলে। রুশ গবর্ণমেণ্ট তাহার এই উত্তর দেন, আমাদের যে খরচ হইয়াছে, তাহা তোমাদিগকে দিতে হইবে, আর তোমাদের দেশে গোলযোগ ঘটিয়া আমাদের তুর্কিস্থানে কোন উপদ্রব না ঘটে, এজন্য তোমাদিগকে পর্ব্বতের পথগুলি আমাদিগকে দিতে হইবে। তত্রত্য চীনের কর্ম্মাধ্যক্ষ চংহৌ রুশ গবর্ণমেণ্টের কৃত প্রস্তাবে সম্মত হন। লিবেদিয়া নামক স্থানে সন্ধি হয়। কর্ম্মাধ্যক্ষ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু তিনি পিকিনে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পর চীন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। তাহার পর সংবাদ আসিল যে, চীন গবর্ণমেণ্ট রুশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে পার্ব্বত্য পথগুলি ফিরিয়া চাহিয়াছেন। কিছু দিন পরে, এ সংবাদও আসিল যে চীন সৈন্য আমুর নদী পার হইয়াছে এবং এ জনরবও উঠিল যে রুশিয়েরা বলিতেছে, ইংলণ্ড চীনদিগকে রুশিয়ার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণার্থ উত্তেজিত করিতেছে। পরে প্রমাণ হইল, কতকগুলি মজুর আমুর নদী পার হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহারা চীনের সৈন্য নহে। রুশ গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা হইল, কুলজা নামক স্থানের ইতিবৃত্ত বিশেষরূপে অবগত হইয়া বিনা বিবাদে উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসা করেন। অধ্যাপক মার্টিনের উপরে কুলজার ইতিবৃত্ত জানিবার ভার সমর্পিত হইল। তিনি যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, কুলজা চীনের রাজ্যভুক্ত। চীনদিগকে উহা ফিরিয়া দেওয়া উচিত। রুশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি পূরণ প্রার্থনা অসঙ্গত নয়। ক্ষতি পূরণের যেরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে, যদি উভয় গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করেন, তাহার পরিবর্ত্তনও করিতে পারেন। তুর্কিস্থানের শান্তিরক্ষার জন্য পর্ব্বতের পথ অধিকার করিয়া রাখা রুশ গবর্ণমেণ্টের অন্যায়। চীনেরা যখন কাসগর অধিকার করিতে শক্ত হইয়াছে, তখন তাহারা কুলজাতে যে শান্তিরক্ষা করিতে পারিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মার্টিনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর চীন গবর্ণমেণ্টের দূত ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য সেণ্টপিটর্সবর্গে গমন করিয়াছেন।

মার্টিন সাহেব রিপোর্ট মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, ইংলণ্ড চীনদিগকে রুশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে যুদ্ধার্থ উৎসাহিত করিতেছেন, এ কথা অমূলক। ইহা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। ইংলণ্ডের লোকেরা রুশদিগের যতই বিপক্ষ হউন তাঁহারা কখন আসিয়ার একজন রাজার সঙ্গে যোগ করিয়া ইউরোপীয় রাজার সঙ্কল্প করিবেন না। কারণ, আসিয়ার কোন শক্তি প্রবল হইলে রুশিয়ারও যেমন ক্ষতি, ইংলণ্ডেরও তেমনি ক্ষতি। যুধিষ্ঠির ভীমকে বলিয়াছিলেন, ভাই! যখন কৌরবের সঙ্গে যুদ্ধ, তখন আমরা পাঁচ ভাই। আর যখন অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ, তখন আমরা ১০৫ ভাই। ইউরোপ ও আসিয়ার ঐরূপ কৌরব-পাণ্ডব সম্পর্ক।

পাঠক! এ স্থলে গ্লাডষ্টোনের অধিষ্ঠিত ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ও আলেগজাণ্ডরের অধিষ্ঠিত রুশ গবর্ণমেণ্টে কত অন্তর, একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। আলেগজাণ্ডর শুনিলেন, ইংলণ্ড চীনদিগকে রুশের বিপক্ষে অভ্যুত্থিত করিতেছেন। তিনি তাহার তত্ত্ব-নির্ণয়ার্থ তথায় একজন বিজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তিকে

পাঠাইলেন, তাহার তত্ত্ব নিরূপিত হইল। তাঁহার মনে যে সংশয়রূপ কুজ্ঝটিকার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তৎক্ষণ প্রাভাতিক নির্ম্মল বায়ু প্রাদুর্ভূত হইয়া তাহা দূরীভূত করিয়া দিল। পক্ষান্তরে, ডিস্রেলির অধিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট যখন শুনিলেন, রুশ গবর্ণমেণ্ট কাবুলের আমীর সিয়ার আলিকে ইংলণ্ডের বিপক্ষে প্রোৎসাহিত করিতেছেন, তখন তিনি তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিলেন না, ঐ কিম্বদন্তীকে সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন এবং সহস্র ধারাবাহী এমনি এক ঘোর শোণিতময় অনর্থ প্রস্রবণ উৎখাত করিয়া বসিলেন যে, আজও তাহার মুখ বন্ধ হইল না। কতদিনে যে বন্ধ হইবে, তাহার নিশ্চয় নাই। কত দিন যে ঐ লোহিতময় প্রস্রবণ রুধিরধারা উদ্গীরণ করিয়া দেশ প্লাবিত করিবে, তাহা বলা যায় না।

---

## তুর্কি ও মাণ্টিনিগ্রো।

যেমন সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বেই অন্ধকার স্বাধিকার পরিত্যাগ করিয়া দূরে প্রস্থান করে, সেইরূপ উদারমতাবলম্বিদলের রাজ্যাধিরোহণের পূর্ব্বেই পৃথিবীর অনেক স্থান হইতে অত্যাচার পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তুর্কি ও মণ্টিনিগ্রো এই দুই দেশের রাজ্য সীমা লইয়া যে বিবাদ চলিতেছিল, তাহার মীমাংসা হইবার উপক্রম হইয়াছে। যত দিন রুশবিদ্বেষী ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ ইংলণ্ডের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, ততদিন তুর্কি চতুর শৃগালের ন্যায় দুই সিংহের বিবাদ বাঁধাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা পাইতেছিল। যখন ইংলণ্ড রাজ্য-সংস্কারের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন, তখন তুর্কি রুশিয়ার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িত, আবার যখন রুশিয়া তুর্কির অধীন রাজ্য সমূহের প্রার্থে মুখব্যাদান করিত, তুর্কি অমনি ইংলণ্ডের নিকট রাজ্যসংস্কার প্রতিজ্ঞা করিয়া ইংলণ্ডের সাহায্য লাভে যত্নবান হইত। গত এপ্রেল মাসে যখন উদারমতাবলম্বিদলের প্রতি ইংলণ্ডবাসিদিগের পক্ষপাতিতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল, তখন তুর্কি ভাবিল ইংলণ্ডের প্রভুশক্তি লিবারালদলের হস্তগামিনী হয়, আর অধিক বিলম্ব নাই। লিবারালদল রুশের বিপক্ষ নন, বিশেষতঃ তাঁহারা উন্নতির পক্ষপাতী। এ সময়ে যদি আমরা রাজ্যের সংস্কার না করি, আমরা লিবারালদলের অনুগ্রহ ভাজন হইতে পারিব না, তাহা হইলেই আমাদিগকে পৃথিবীর মানচিত্রের অবয়ব হইতে অন্তর্হিত হইতে হইবে। এই ভাবিয়া তুর্কির মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল, উহারা তখন মাণ্টিনিগ্রোর সহিত রাজ্যসীমা সংক্রান্ত বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে উৎসুক হইল। যে সময়ে বার্লিনে কন্‌গ্রেস সভা হয়, সেই অবধি যাহাতে এই বিবাদের মীমাংসা হয়, এই ইউরোপীয় রাজগণ তুর্কিকে সেই অনুরোধ করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু তুর্কি একটা না একটা ছল করিয়া তাঁহাদের অনুরোধ পরিহার করিয়াছে। এখন আর সেই অনুরোধ পরিহারের পথ নাই। কনষ্টাণ্টিনোপলস্থ ইটালীয় দূত কাউণ্ট কর্টি এ বিষয়ে তুর্কির বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ১২ ই এপ্রেল রাত্রিতে এই মীমাংসা হইয়াছে যে, প্লাবা ও গুসিঞ্জি তুর্কি পাইবেন এবং কুকিক্রাজ্জা মণ্টিনিগ্রো পাইবেন। স্কুটারি হ্রদ ও আড্রিয় সমুদ্রের মধ্যগত সমস্ত প্রদেশই প্রায় মণ্টিনিগ্রোর হস্তগত হইবে। তুর্কি দশ দিনের মধ্যে ঐ সমস্ত প্রদেশ ছাড়িয়া দিবেন। ইউরোপীয় রাজগণ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেই ইহার নিষ্পত্তি হইবে।

চারি শত বৎসর ক্রমাগত বিবাদ বিসম্বাদের পর মণ্টিনিগ্রো স্বাধীনতা লাভ করিল। এই কারণেই মণ্টিনিগ্রোবাসিরা গ্লাডষ্টোন সাহেবের মন্ত্রিত্ব লাভে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মণ্টিনিগ্রো পূর্ব্বে রোমীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। ঐ সাম্রাজ্যের দুর্দ্দিন উপস্থিত হইলে মণ্টিনিগ্রো সারভিয়ার সহিত মিলিত হয়। সারভিয়া যখন স্বাধীন হইত, মণ্টিনিগ্রোও স্বাধীন হইত। সারভিয়া যখন অধীনতা স্বীকার করিত, মণ্টিনিগ্রোও তাহার অনুগমন করিত। যে সময়ে ভুবনবিজয়ী দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত দ্বিতীয় মহম্মদ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ প্রাচ্য রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া একে একে সমস্ত প্রদেশ গ্রাস করিতে থাকে, সে সময়ে কেবল কৃষ্ণ পর্ব্বত মধ্যবর্ত্তী কতিপয় মণ্টিনিগ্রোই তাঁহাদের জয়প্রবাহের গতি রোধ করে। তখন একজন বিশপ মণ্টিনিগ্রোর অধিপতি ছিলেন। তাহার পর বহুবার মণ্টিনিগ্রোর রাজ্যতন্ত্রপ্রণালী পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিন্তু সমরকুশল স্বাধীনতাপ্রিয় সাহসী পার্ব্বত্যগণ কখন মুসলমানদিগের বশ্যতা স্বীকার করে নাই। তুরস্কের সুলতান অনেকবার অগণ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করিয়াছেন এবং শোণিত স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেশের উর্ব্বরতা বর্দ্ধন করিয়াছেন কিন্তু নিজ রাজধানীতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন যে মণ্টিনিগ্রোবাসিরা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গবর্ণরকে দূরীকৃত করিয়া আবার স্বাধীন হইয়াছে। শেষে সুলতান বিরক্ত হইয়া মণ্টিনিগ্রোর সীমায় কতকগুলি গোঁড়া মুসলমানকে বাস করাইলেন। মণ্টিনিগ্রোর সহিত ইহাদের অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এই ভাবে প্রায় দুই শতাব্দী চলিয়া আসিয়াছে। প্রবল পরাক্রান্ত বিনিসের সাধারণতন্ত্র মণ্টিনিগ্রোর একমাত্র সহায় ছিল। কালক্রমে তাহারাও কালকবলে পতিত হইল কিন্তু মণ্টিনিগ্রো অচলের ন্যায় দীপ্যমান হইতেছে। এইরূপে চারি শতাব্দীকাল অতীত হইয়াছে, এক্ষণে উহাদের আশা পূর্ণ হইল। ইউরোপীয় রাজগণের অনুগ্রহে এক্ষণে মণ্টিনিগ্রো একটী স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইল। উহাদের সাহস ধন্য। জগদীশ্বর কখন গুণের পুরস্কার দানে বিমুখ হন না।

---

## ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভা।

বাটীর কর্ত্তা স্বেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হইলে পরিবারের যেমন কষ্ট হয়, দেশের গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছাচারী হইলে প্রজার তেমনি যার পর নাই কষ্ট হইয়া থাকে। সামাজিক বন্ধন লোক-লজ্জা ও লোকের অবজ্ঞা প্রভৃতি বাটীর কর্ত্তার স্বেচ্ছাচারিতা নিরোধের কয়েকটী যেমন স্বভাবসিদ্ধ উপায় আছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারিতা নিরোধের তেমন কোন স্বাভাবিক উপায় নাই। প্রজার প্রতি দয়া ও মায়া সকল শাসনকর্ত্তার থাকে না। সকল শাসনকর্ত্তা সমাচারপত্রের বাধায় ভ্রূক্ষেপ করেন না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারিতার হস্ত রোধ করিতে পারেন, ইংলণ্ডে এরূপ একদল কর্ত্তা আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা দূরে থাকেন এবং ভারতের প্রকৃত কথা ও প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদের হস্তে সর্ব্বকর শক্তি থাকিলেও তাঁহারা অধিকাংশ সময়ে সেই শক্তিশূন্য হইয়া পড়েন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারিতার নিরোধ করিতে পারেন, ভারতবর্ষ মধ্যে এমন একটী শক্তিসম্পন্ন উপায় না থাকিলে ভারতের মঙ্গল নাই। আমরা ইণ্ডিয়ান-আসোসিয়েসন সভাকে সেই শক্তিসম্পন্ন উপায় মনে করিতেছি। এই সভার সভ্যগণ যদি দেশের সমস্ত লোকের সাহায্য পান, আমরা যে আশা করিতেছি, তাহা পূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন ও ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন এই দুটী সভা এক্ষণে ভারতে আমাদের আশাস্থল হইয়াছেন। প্রথমোক্ত সভার জমীদারের সভা বলিয়া কিছু অপ্রতিষ্ঠা আছে, সুতরাং তাঁহার বল যেন কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া আছে। কিন্তু ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভার সে অপ্রতিষ্ঠা নাই। অতএব ইনি সম্পূর্ণ বলশালী হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ সভার সভ্যগণের এখন নূতন উৎসাহ ও নূতন অনুরাগ। এ সভা এখন দ্বিগুণিত উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে শক্ত হইবেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার কর্ত্তব্য, এই সভার সহিত মিলিত হউন এবং এই সভাটীই যাহাতে ভারতে ইংলণ্ডের

পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অনুরূপ সভারূপে প্রতিষ্ঠিত হন, সেই চেষ্টা করুন। এই সভা যথোচিত শক্তি-সম্পন্ন হইলে যে, ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারিতা নিরুদ্ধ হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। যে প্রসঙ্গে অদ্য আমরা এই সকল কথা কহিলাম তাহা এই:—

গত ১৩ ই মে বৃহস্পতিবার ইণ্ডিয়ান আন্দোলন সভার সভাগণ টাউনহলে এক সভা করেন। সভাস্থলে বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল। সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে, ১৮৭৭ অব্দে ইংলণ্ডেশ্বরীর ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ অবধি ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের উপর যত প্রকার অত্যাচারকর কর-ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং এই কয়েক বৎসরে যে যে অন্যায় আচরণ করা হইয়াছে, তৎসমুদয়ের প্রতিবাদ করিয়া, তাহা হইতে মুক্তি লাভের জন্য পার্লিয়ামেণ্টে আবেদন করা হইবে। যে কয়েকটী বিধি, প্রজার ক্লেশকর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন, অস্ত্রবিষয়ক বিধান, বিদেশীয় বস্ত্রের শুল্ক ত্যাগ ও লাইসেন্স কর গ্রহণ ব্যবস্থা প্রধান। আর যে সকল কার্য্য দ্বারা প্রজাগণের পীড়ন হইয়াছে, তাহার মধ্যে কাবুল যুদ্ধ, কাবুল যুদ্ধের ব্যয় ভারতের স্কন্ধে নিক্ষেপ, সিবিল সর্ব্বিসের বয়োহ্রাস প্রধান।

আমরা উক্ত সভার এই মহোদার চেষ্টার সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছি। উচিত সময়েই ইহার অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। এখন লিবারালদলের মন্ত্রিত্ব। অত্যাচারের উন্মূলন করাই তাঁহাদের প্রধান সংকল্পিত বিষয়। সভার নিকটে আমাদের একটী বিশেষ বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। লালমোহন বাবুর ন্যায় উপযুক্ত আরো দুই তিন জন লোককে নিযুক্ত করুন। তাঁহারা ইংলণ্ডে গিয়া ঐ সকল বিষয়ের আন্দোলন করুন এবং ভারতে ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টের অনুরূপ একটী সভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করুন। ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোক অত্যাচার ভাল বাসেন না। ঐ সকল কথা শুনিলে তাঁহাদের হৃদয় অবশ্য আর্দ্র হইবে। তাহা হইলে তাঁহাদের হৃদয় আপনা হইতেই ক্রমে উক্ত সভার প্রতিনিধিগণের প্রার্থনা পরিপূরণে উৎসুক হইবে সন্দেহ নাই।

## বহরমপুর কলেজ।

সর আশলি ইডেন সাহেব আর একটী কার্য্য দ্বারা বঙ্গদেশীয় কৃতবিদ্যগণের ধন্যবাদের পাত্র হইলেন। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ক্রফট সাহেব বহরমপুর কলেজটীর গলদেশে আঘাত করিবার জন্য খড়্গ উত্তোলন করিয়াছিলেন। ইডেন সাহেব সে খড়্গ কাড়িয়া লইয়াছেন। তিনি বহরমপুরে এক জন ইউরোপীয় প্রিন্সিপাল পাঠাইবেন সংকল্প করিয়াছেন কাম্বেল সাহেব বহরমপুর হইতে বি, এ, ক্লাস উঠাইয়া গিয়াছেন। তথায় এখন এল, এ, পর্য্যন্ত পড়া হয়। বি, এ, ক্লাস উঠিয়া যাওয়াতেই ত কালেজটী নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে, ক্রফট সাহেবের মরার উপরে খাঁড়ার ঘা কেন? বহরমপুর কালেজের জন্মাবধি প্রায় আমরা গোল-যোগ শুনিতেছি। বোধ হয়, উহার প্রতিষ্ঠাকালে অস্থির উদ্ধার করা হয় নাই, বহরমপুরবাসিরা দৈবজ্ঞ ডাকিয়া একবার অস্থির উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়া দেখুন না, যদি কালেজটী স্থিরপদ হয়। আমরা পরিহাস করি আর যা করি, বড় দুঃখের বিষয়. মুরশিদাবাদ একটী প্রসিদ্ধ স্থান। বহরমপুর জেলায় প্রায় ১৩ লক্ষ লোকের বাস। এরূপ স্থলে একটী কলেজ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কথায় বলে, "দুধের সাধ ঘোলে মিটে না।" কেবল এল, এ, ক্লাস খোলা থাকিলেই কালেজের সাধ মিটিবে না। পূর্ব্বের মত বি, এ, ক্লাস খুলিয়া কালেজটিকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিয়া তোলা হউক। যদি বলেন ছাত্র জুটে না, এই নিমিত্ত কালেজ ক্লাস ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাহার কারণ কি? আমাদের মনে হইতেছে, বন্দোবস্তের দোষই তাহার কারণ। ভাল বন্দোবস্ত হইলে অবশ্যই ছাত্র জুটিবে।

পূর্ব্বে উত্তর বাঙ্গালা হইতে যে সকল ছাত্র বহরমপুরে আসিত, তাহারা এক্ষণে রাজসাহীতে যায় সত্য, কিন্তু বীরভূম, বাঁকুড়া, মুরসিদাবাদ, নবদ্বীপ মেহেরপুর মহকুমার উত্তর অঞ্চল এবং জঙ্গল মহালের যাবতীয় ছাত্র বহরমপুরে যায়। বহরমপুর কালেজের দীনাবস্থা দেখিয়া অনেকে কলিকাতায় আসিতেছে কিন্তু বহরমপুরে যদি ভাল পড়াশুনা হয়, উহাদের কেহই আর কলিকাতায় আসিবে না। বরং এরূপ সম্ভাবনা করা যায় যে, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানের ছাত্রগণও বহরমপুরে উপস্থিত হইবে। যতগুলি কলেজ আছে তন্মধ্যে কৃষ্ণনগর কলেজ একটী প্রধান বলিয়া গণ্য। কিন্তু কৃষ্ণনগর কলেজের প্রায় সমস্ত ছাত্রই নবদ্বীপ জেলার লোক। যশোহরের ঝিনাদহ, মাগুরা ও নিজ যশোহরের ছাত্রও অনেক আছে। কৃষ্ণনগর কলেজ শুদ্ধ দেড়টী জেলা লইয়া চলিতেছে। অতএব পাঁচ সাতটী জেলার ছাত্র লইয়া যে বহরমপুর কলেজ কেন চলিবে না, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। বহরমপুরের দেশ-হিতৈষী উদারচেতা মুক্তহস্ত জমীদার ও মহাজনগণ সর রিচার্ড টেম্পলের সময় অবধি বি, এ, ক্লাস খুলিবার চেষ্টায় আছেন। শুনিয়াছি তাঁহারা একবার ৪০০০০ টাকা দিয়াছিলেন। সর রিচার্ড সে টাকা লইয়া প্রাকটিকাল আর্ট স্কুল খুলিয়া যান। তাহার পর আর সেই স্কুলের নামও শুনিতে পাওয়া যায় না। বহরমপুরের জমীদারেরাও বহরমপুর কালেজের প্রতি ক্রফট সাহেবের দয়া দেখিয়া আর বি, এ, ক্লাস খুলিবার প্রস্তাব করিতে সাহসী হন নাই। এল, এ, ক্লাসই থাকে না, তাঁহারা কিরূপেই বা বি, এ, ক্লাস খুলিবার চেষ্টায় সাহস বাঁধিবেন? তাঁহাদের এই এক সুযোগ উপস্থিত। এইবার যাহাতে কলেজটী ভাল হয়, তাঁহারা সেই চেষ্টায় থাকুন। আমাদের নূতন গবর্ণর জেনরলের এদেশীয়দিগের বিদ্যা শিক্ষা দান বিষয়ে অনুদার ভাব নয়। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ১৮৫৪ অব্দের সর চারলস উডের প্রবর্ত্তিত উদার শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিবেন। সর আশলি ইডেন সহায় আছেন। এ সুযোগ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়।

এই প্রসঙ্গে আমাদের আর একটী কথা বলিবার প্রয়োজন হইল। বহরমপুর কালেজে যদি একজন ইউরোপীয় অধ্যক্ষ নিয়োজিত হন, বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারির কি গতি হইবে? তাঁহার পূর্ব্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাকে যদি পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের একটী উপায় করিয়া দেওয়া আবশ্যক হইবে। তিনি যেপ্রকার যোগ্য লোক, তাঁহাকে ভূদেব বাবুর ন্যায় একটী স্বতন্ত্র বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর করিয়া দিলেই সকল সামঞ্জস্য হইবে।

---

## রাজস্বমন্ত্রী ষ্ট্রাচি সাহেবের

### বড় বিপদ।

কাবুল যুদ্ধের ব্যয় লইয়া মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। রাজস্বমন্ত্রী ষ্ট্রাচি সাহেবকে লইয়া টানাটানি আরম্ভ হইয়াছে। ১৩ এ ফেব্রুয়ারি অব্দের বায়ের যে আনুমানিক হিসাব প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে কাবুল যুদ্ধের ব্যয় সর্ব্বশুদ্ধ নয় কোটী টাকা ধার্য্য হয়। এই নয় কোটীর মধ্যে তিন কোটী পঞ্চাশ লক্ষ যুদ্ধে ব্যয়িত হইবে, এই প্রকার অনুমান করা হয়। অবশিষ্ট পাঁচ কোটী পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ের তালিকা এই:—

| | |
|---|---|
| ১৮৭৮-৭৯ অব্দে | ৬০ লক্ষ। |
| ১৮৭৯-৮০ অব্দে | ২ কোটী ৯৫ লক্ষ। |
| ১৮৮০-৮১ অব্দে | ২ কোটী ৯৫ লক্ষ। |

সর্ব্বশুদ্ধ সাড়ে পাঁচ কোটী টাকায় কাবুল যুদ্ধের শেষ হইবে শুনিয়া অনেকেই বিস্ময়াবিত

হইলেন। যাঁহারা হিসাব প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রশংসাবাদে গগনতল পরিপূরিত হইল। সকলে (অন্যে যত করুক না করুক তাঁহাদের পক্ষ লোকে) ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রি-সম্প্রদায়ের মনে আত্মশ্লাঘার উদয় হইল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, দেখ এত বড় একটা কাবুল যুদ্ধ-সত্ত্বেও আমরা ভারতকে দেউলিয়ার অবস্থা হইতে এমনি সচ্ছল করিয়াছি যে, ১৮৮০-৮১ অব্দে সমস্ত ব্যয় বাদে ৪০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে অনুমান করা হইয়াছে, আরও বা কত বেশী হয় বলা যায় না। লর্ড লিটন গবর্ণমেণ্টের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন এবং অরল উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ষ্ট্রাচি সাহেবের ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দিবার হুকুম হইয়া গেল। নীল ও গালার মাসুল ত্যাগ করিয়া প্রায় ৫। ৭ লক্ষ টাকা ক্ষতি স্বীকার করা হইল।

২৫ এ ফেব্রুয়ারি হিসাব প্রস্তুত হয়। কিন্তু তিন সপ্তাহের মধ্যেই অর্থাৎ ১৫ ই মার্চ্চের মধ্যে প্রকাশ হইল যে, প্রত্যহ রাজকোষ হইতে বিস্তর টাকা কাবুলে যাইতেছে। তিন সপ্তাহ না যাইতেই অনুমানে হেত্বাভাস দোষ স্পর্শিল। গবর্ণর জেনরল ও ষ্ট্রাচি সাহেব তখন সাহস পূর্ব্বক সকল কথা বিলাতে লিখিয়া পাঠাইতে পারিলেন না। বোধ হয়, ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য নির্ব্বাচনের সঙ্গে ইহার কোন প্রকার গূঢ় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তখনও সভ্য নির্ব্বাচন শেষ হইয়া যায় নাই। যাহা হউক, পরে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। অনুসন্ধানে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইল যে, যদিও সৈন্য বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ যত্ন ও অনুধাবন করিয়া হিসাব প্রস্তুত করিয়াছেন, তথাপি এখন যখন এত অধিক ব্যয় হইতেছে, তখন অবশ্যই তাঁহাদের অনুমানে কোথায়ও গুরুতর দোষ ঘটিয়াছে। শেষে স্থির হইল, হিসাবে ভুল হইয়াছে। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনরল 'আমাদের ভুল হয়েছে' বলিয়া ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন এবং এই কথা বলিলেন, অনুমানাধিক প্রায় ৪ কোটী টাকা অধিক ব্যয় হইবে।

এই ৪ কোটী টাকাই যে কাবুল যুদ্ধ-ব্যয়ের শেষ সীমা হইবে, এ কথা কে স্থির করিয়া বলিতে পারেন? সাধারণের বিশ্বাস এই যে রাজকোষ হইতে প্রতি মাসে এক কোটী করিয়া টাকা কাবুলে যাইতেছে। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে ৪ কোটী টাকা ব্যয়ে যুদ্ধ শেষ হওয়া দূরে থাকুক, বার কোটী টাকা লাগিলেও লাগিতে পারে।

যাহা হউক, বড় দুঃখের বিষয়, ষ্ট্রাচি সাহেবকে লইয়া ছেঁড়াছিঁড়ি আরম্ভ হইয়াছে। কেহ কহিতেছেন, তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করা হউক, কেহ কহিতেছেন, যাঁহাদের হস্তে আমাদের সমস্ত ভার অর্পিত ছিল, তাঁহারা বিশ্বাসের অযোগ্য, নিজ কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদনে অক্ষম, তাঁহাদের মত লোকের হস্তে বড় বড় কার্য্যের ভার দেওয়াতে কেবল অধীনস্থ লোকদিগের সর্ব্বনাশ করা হয় এই মাত্র। যদি কেহ মিথ্যা জল্পনার কল্পনা করিয়া লোকের ক্ষতি করে, সর্ব্বদেশের দণ্ডবিধিতেই তাহার গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। আর যাঁহারা ভারতের কর্ত্তা, তাঁহারা যে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে নানাপ্রকার মিথ্যা রটাইয়া ইংলণ্ডের লোককে মোহজালে আচ্ছন্ন করিয়া, ভারতবাসিদিগের মহৎ ক্ষতি করিয়াছেন এবং নিতান্ত অর্থ-কৃচ্ছ্রের সময়েও অন্যায় যুদ্ধ উপস্থিত করিয়া দরিদ্র ভারতকে ১০। ১২ কোটী টাকার দায়ী করিয়াছেন, তাঁহাদের কিরূপ দণ্ড হওয়া উচিত? ইংলণ্ড যদি রোম রাজ্য হইত, যদি রোমের ন্যায় প্রদেশস্থ দুরন্ত কর্ম্মচারিদিগের বিচারের জন্য ইংলণ্ডে কোন বিচারালয় থাকিত, তাহা হইলে লর্ড লিটনের বা ষ্ট্রাচি সাহেবের হয় ত সর্ব্বস্ব দণ্ড হইত। সাদার্ণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে যে নাটের অভিনয় হইয়াছিল, হয় ত পুনরায় তাহার অভিনয় হইত, ইত্যাদি।

ষ্ট্রাচি সাহেবকে লইয়া কাঁটা বনে যে প্রকার হেঁচড়ান হইতেছে, তাহা দেখিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। তিনি যে মিথ্যা হিসাব দিয়া সকলকে ঠকাইয়াছেন, ভ্রমেও কখন আমাদের এরূপ মনে হয় না। ভারতের রাজস্ব চিরকালই গোলোকধাঁধা হইয়া আছে। যিনি রাজস্বমন্ত্রী হন, তিনিই ঘুরিয়া বেড়ান, কেহই অন্ত পান না। প্রতারণাকারিতা এক পদার্থ, আর ভ্রমান্ধতা অন্য পদার্থ। ষ্ট্রাচি সাহেব স্বয়ং ভ্রমান্ধ হইয়া অন্যকে ভ্রমে পাতিত করিয়াছেন। অতএব তাঁহার অপরাধ অমার্জ্জনীয় নয়। তাঁহার যদি প্রবঞ্চনা করিবার অভিপ্রায় থাকিত, তিনি কখন ভ্রম হইয়াছে বলিয়া জগতে নিজ দোষ খ্যাপন করিতেন না। ভারতের রাজস্ব যে প্রকার অন্ধতমসাচ্ছন্ন, তিনি যদি মৌনী হইয়া থাকিতেন, তাঁহার ভ্রম সহসা প্রকাশ হইত না। রাজস্ব যে প্রকার বিষয়, তাহাতে ভ্রমপ্রমাদ ঘটা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। বিশেষতঃ অনুমানের উপরেই অধিকাংশের নির্ভর। প্রায়ই অনুমানের অধিক আয় ব্যয় হইয়া থাকে। যুদ্ধের ব্যয় স্থির করিয়া বলিতে পারেন, বোধ হয়, জগতে এরূপ লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই। আনুমানিক আয় ব্যয়ের যে স্থিরতা নাই, নিম্নলিখিত কয়টী বিষয় দ্বারা তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে।

গত বৎসর অহিফেনে প্রায় দেড় কোটী টাকা অনুমানাধিক লাভ হইয়াছিল। এ বৎসরও দেড় কোটি টাকা অধিক লাভ হইবে অনুমান করা হইয়াছে, কিন্তু মালবের অহিফেন ব্যবসায় মন্দ হওয়াতে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। পরেও এইরূপ ক্ষতি হইবে অনুমান হইতেছে। গবর্ণর জেনরল বলেন, যুদ্ধের ব্যয়াধিক্য, অহিফেন ও লবণের ক্ষতি অভাবনীয় ঘটনা। এ কথা অযথার্থ নয়। এ স্থলে আমাদের বক্তব্য এই, রাজস্ব বিষয়ে এপ্রকার আলগা ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়। যাহাতে পাকা বন্দোবস্ত হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। ফসেট সাহেবের চেষ্টা দেখিয়া কালে যে পাকা বন্দোবস্ত হইবে, সে আশাও জন্মিতেছে।

পাঠকগণ! শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন, ভারতবন্ধু ফসেট সাহেব এবার মন্ত্রিসভার অন্যতম সভ্য হইয়াছেন। তিনি পবিত্র লোকহিতৈষিতাবলে এই উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা ভারতীয় বিষয়সকলের রীতিমত অনুসন্ধান করেন, তাঁহার এই চেষ্টা। কাবুলযুদ্ধ ব্যয়ভারের কিয়দংশ ইংলণ্ড বহন করেন, তাঁহার এই ইচ্ছা। আর ব্যয় বৃত্তান্তে প্রায় ৪। ৫ কোটি টাকার ভুল হইয়াছে শুনিয়া, তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যাঁহাদের দোষে এইরূপ হইয়াছে তাঁহাদিগকে এ বিষয়ের দায়ী হইতে হইবে। ভারতবর্ষীয় রাজস্বের অবস্থা যে অত্যন্ত মন্দ, তদ্বিষয়ে তাঁহার দৃঢ়তর সংস্কার আছে। লিবারালদল যখন পদস্থ ছিলেন, তখনও এই রাজস্ব লইয়া যে মহাহুলস্থূল হয়, ফসেট সাহেবই তাহার কর্ত্তা। ভারতবর্ষীয় রাজস্ব বিষয়ে তাঁহার যেরূপ অভিজ্ঞতা, এরূপ অভিজ্ঞতা অতি অল্প লোকেরই আছে। ভারতের রাজস্বের অনুসন্ধানার্থ এক কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে। সর রিচার্ড টেম্পল এই কমিটীর অন্যতম সভ্য হইয়াছেন। কমিটীর সভ্যগণ অল্পদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।

# বিবিধ সংবাদ।

ফিরোজপুরে এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াগিয়াছে। ম্যাক্ কার্থে ও জনষ্টন নামক অর্ডনান্স বিভাগের দুই জন কর্ম্মচারির পরস্পর বিলক্ষণ হৃদ্যতা ছিল। বুধবার জনষ্টন কোন কার্য্য উপলক্ষে ম্যাক্ কার্থের বাটীতে গিয়াছিলেন। কার্য্য শেষ হইলে জনষ্টন বসিয়া আছে, এমন সময়ে, ম্যাক্ কার্থে তরবারি লইয়া তাহাকে আক্রমণ করে ও বিলক্ষণ আঘাত করে। সেখানে একটী বন্দুক ছিল, জনষ্টন আত্মরক্ষার্থ ম্যাক্ কার্থকে গুলি করে। গুলি খাইয়া সে যেমন পড়িয়া গেল অমনি জনষ্টন পলায়ন করে।

আক্রমণকারী বলিয়া বিচারে তাহার ৫ বৎসর কারাবাস দণ্ড হইয়াছে। ইউরোপীয়ে ইউরোপীয়ে হইয়াছে বলিয়া এইরূপ দণ্ড হইল, ইউরোপীয়ে ও এদেশীয়ে হইলে এ প্রকার দণ্ডবিধান হইত কি না সন্দেহ স্থল।

গবর্ণমেণ্ট সকলের দণ্ড করিয়া বেড়ান। এবার গবর্ণমেণ্টকে দণ্ড দিতে হইয়াছে। ডবলু বুল সাহেব ইটের সনন্দ লইয়াছিলেন। তাহা ভঙ্গ করাতে গবর্ণমেণ্টকে ২০ হাজার টাকা দণ্ড দিতে হইয়াছে।

সংবাদ পত্রে দেখা গেল লেডি লিটন লর্ড লিটনের সহিত আপাততঃ ইংলণ্ডে যাইতেছেন না। শীতের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত শিমলায় থাকিবেন। গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবই কি ইহার কারণ?

এডিনবর্গে গ্লাডষ্টোন সাহেবের সম্মানার্থ একটী চিহ্ন স্থাপিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এরূপ চিহ্ন স্থাপনে কেবল যে গুণির উৎসাহ দান করা হয় তাহা নয়, যাঁহারা গ্লাডষ্টোন সাহেবের সদৃশ ব্যক্তিদিগের সম্মাননা চিহ্ন স্থাপন করেন, তাহাদিগেরও গুণজ্ঞতার পরিচয় হয়।

১৮৭৯।৮০ অব্দে ভারতে ২০৫০৩৯২৯ টাকার স্বর্ণের আমদানী ও ২৯৯৮৮৯৩ টাকার স্বর্ণের রপ্তানি এবং ৯৮০৪৫০১৯ টাকার রৌপ্যের আমদানী ও ১৭৩২২৫৮৬ টাকা মূল্যের রৌপ্যের রপ্তানি হইয়াছে।

ফেব্রুয়ারির প্রথম ভাগে ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। তথায় নিউওয়েষ্ট মিনষ্টর নামে এক নগর আছে। উহা ফ্রেজর নদীর তীরে অবস্থিত। উক্ত নগরের কিয়দ্দূরে ফ্রেজর নদীর পরিসর প্রায় অর্দ্ধ মাইল। উহার এক তীর দশ ফুট উচ্চ ও অপর তীর ১০০ ফুট উচ্চ। হঠাৎ এক দিন উচ্চ তীরটী অনেক দূর লইয়া ভাঙ্গিয়া নদীর মধ্যে পড়িল। নদীর পরিসর প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া গেল। পতনোন্মুখতীরাহতবারিরাশি ১০ ফুট উচ্চ তীর ভূমি অতিক্রম করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত জল প্লাবিত করিয়া ফেলিল। ইহাতে অনেক অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে। বঙ্গদেশেও ফ্রেজর নদীর সমনামে সহোদরা আছেন। তিনিও সময়ে সময়ে বসত বাটী ও বাগান সমেত ২। ৩ ক্রোশ পর্য্যন্ত উদর সাৎ করেন।

শুনা গেল মহারাজ সিন্ধিয়া আমেরিকা হইতে ১২০ মণ রৌপ্য আনাইয়াছেন। এত রূপা কেন? আমরা রাস্তায় সন্দেশ বিছাইয়া রাস্তা চালিবার কথা শুনিয়াছিলাম, তেমনি কি রূপা রাস্তায় বিছাইয়া দেওয়া হইবে?

গত নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে আফগান যুদ্ধে দ্রব্যাদি এক স্থান হইতে আর এক স্থানে লইয়া যাইতে ও আবশ্যক সামগ্রী ক্রয় করিতে গবর্ণমেণ্টের ১০০০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। শুদ্ধ জিনিষ নাড়াচাড়া ও খরিদ বিক্রীতে মাসিক এই, পাঠক যুদ্ধ ব্যয়টী ইহাতে অনুমান করিয়া লইবেন।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছেন তথায় শীঘ্রই একটী ভয়ানক ঝড় হইবে। পুলিষ কমিশনর সামুদ্রবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণকে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে বলিয়াছেন। অধিক গর্জ্জন হইলে বর্ষণ হয় না। জ্যোতির্ব্বিদেরা যখন যখন ঝড়ের কথা কহিয়াছেন, তখনই পবনদেব মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছেন। পবনদেব বর্গীদের ন্যায় অতর্কিত ভাবে আসিয়া অসন্নদ্ধ ব্যক্তিদিগকে আক্রমণ করেন।

১৮৭৮ অব্দে কলিকাতা ছোট আদালতে ৬৬-০০০ মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু ১৮৭৯ অব্দে ৭১১৯৯ টী মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। ১৮৭৮ সালের মোকদ্দমার সংখ্যার অপেক্ষা ৭৯ সালে ১১২৯ মোকদ্দমা অধিক হইয়াছে। বিবাদি টাকার সংখ্যা ৭৮ সালে ১৮১৯৬১৪ ছিল ৭৯ সালে ১৮৭২৫৬৬ হয়। জজ প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণের বেতন দিয়া গবর্ণমেণ্ট কেবল এক কলিকাতা ছোট আদালত হইতে ৭৯ সালে ৭৩৬১৯টাকা লাভ পাইয়াছেন। মকদ্দমার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া দেশের মঙ্গলের নয়।

মেদিনীপুর ও কোলার মধ্যস্থানে ডাক মারা গিয়াছে। দস্যুরা ৯ টী পুলিন্দা লইয়া গিয়াছে। ঐ রূপ দার্জ্জিলিং লাইনেও ডাক মারা গিয়াছে। এখনও তাহার কোন অনুসন্ধান হয় নাই।

ইণ্ডিয়ান হেরাল্ড বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন যে পণ্ডিত হরনারায় কাশ্মীর উচ্চ বিচারপতির কার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নিউইয়র্কের অন্তর্গত কোপেক নামক স্থান হইতে একটী প্রকাণ্ডকায় শূকর ইউরোপের ব্রডওয়ে নামক বাজারে আনীত হয়। উহার দৈর্ঘ্য ৯ ফুট, প্রস্থ ৭ ফুট। ওজন ১৭ মণ ১৫ সের।

সেরপুর বারিকের অবরোধ শেষ হইতে না হইতেই রবর্টস সাহেব মীরবোচার দুর্গ ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র নষ্ট করিবার জন্য লোক পাঠান। যুদ্ধের সময়ে দুর্গ নষ্ট করা দূষিত নহে, কিন্তু দ্রাক্ষাক্ষেত্র নষ্ট করা অত্যন্ত অন্যায়। কারণ উহাতে মীরবোচার নহে সমস্ত আফগানিস্থানের প্রায় দুই লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে।

আমরা শুনিলাম মৌনগরের নিকটে একজন বেদিয়ার এই স্বপ্নাদেশ হইয়াছে যে মাটীর ভিতর এক মনীতে বিস্তর টাকা আছে। বেদিয়া সিন্ধিয়ার অনুমতি লইয়া সেই স্থান খনন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বহু সংখ্যক লোক দেখিতে আসিতেছে দর্শকগণের মধ্যে আমরা মহারাজ হোলকার এবং সং হেনরি ডেলির নাম শুনিতে পাই।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেঞ্জামিন পিয়ারস বলেন যে ডাক্তার গুল্ড দক্ষিণ আমেরিকায় যে ধূমকেতু দেখিয়াছেন সে ১৮৪৩ অব্দের ধূমকেতুর পুনরাবৃত্তি মাত্র। ঐ ধূমকেতু খ্রীষ্টের জন্মের ১৩৭০ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম দৃষ্ট হয়। তাহার পর খৃঃ পূঃ ৩৭০, ২৫২,১৮৩ এবং খ্রীঃ অঃ৩৩৬, ৫২২, ৫৩৩, ৫৮২, ৭০৮, ৯২৯, ৮৮২, ১০৭৭, ১১০৬, ১২০৮, ১৩১৩, ১৩২৬, ১৩৮২, ১৪০২, ১৪১৪, ১৪৯২, ১৫১১, ১৫২৮, ১৬৬৮, ১৬৮৯, ১৭০২, ১৮৪৩, এবং ১৮৮০ সালে উহাকে দেখা গিয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদেরা স্থির করিয়াছেন যে উহা সাত বৎসর অন্তর ফিরিয়া আইসে।

গত ১২ই ফেব্রুয়ারি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ গিল সাহেব দক্ষিণ আফ্রিকায় কেপে একটী বৃহৎ ধূমকেতু দেখিয়াছিলেন।

প্রায় দুই বৎসর হইল শ্যামে কয়েকটী নীলকান্ত মণির খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশবাসীরা সংবাদ পত্রে এই সংবাদ প্রকাশ করাতে ঐ বহুমূল্য দ্রব্যের লোভে তথায় এত লোক গিয়াছিল যে বেই জনতায় বিস্তর লোকের মৃত্যু হইয়াছে। কেহ কেহ রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসিয়াছে, কেহ কেহ বিস্তর মণি লইয়া আসিয়াছে। কলিকাতায় উহার এক খানি পাথরের দাম ৩০০০০ টাকা হইয়াছে। এক খানি ওজনে ৩৭০ ক্যারাট।

মনে উৎসাহ ও আনন্দের উদয় হইলে বিনা ঔষধে কঠিন পীড়াও শান্তি হয়। পাঠক তাহার প্রমাণ দেখুন। সম্প্রতি নিউইয়র্কে একটী বিবি এরূপ পীড়িত হন যে ডাক্তারে জবাব দিয়া যান। বাটীর সকলে তাঁহার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। পীড়িত বিবির এক শৈশবসহচরী এই সংবাদে তাহাকে দেখিতে আইসে, এবং নিকটে বসিয়া একে একে সেই বাল্যকালের ক্রীড়ার কথা উল্লেখ করিয়া কাঁদিতে থাকে। পীড়িত বিবির মনেও শৈশবকালের কথা স্মরণ হওয়াতে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয় এবং ক্রমে চক্ষুরুন্মীলন করেন। দুই এক দিনের মধ্যে তিনি আপনা হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত সমুদ্রের দিয়া বৈদ্যুতিক তার আছে। অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেণ্ট আর এক প্রস্থ তার বসাইবার জন্য ইষ্টর্ণ এক ষ্টেনশন টেলিগ্রাফ কোম্পানির সহিত ৩২,২০,৪০০ টাকা দিবেন স্থির করেন। মীমাংসা হয় যে অষ্ট মাসের মধ্যে তার বসান শেষ হইয়া যাইবে। অধিকাংশ তার প্রস্তুত হইয়াছে, এমন সময়ে ইংলণ্ডের হঠাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা পর্য্যন্ত তার বসাইবার নিতান্ত প্রয়োজন হয়। পূর্ব্বোক্ত কোম্পানি অষ্ট্রেলিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া সমস্ত তার ইংলণ্ডকে দেন, অথচ প্রস্তাবিত সময়ের পর এক মাস মধ্যেই অষ্ট্রেলিয়ার কার্য্যও শেষ করিয়া দেন। অষ্ট্রেলিয়া তাঁহাদের যে দুই মাস অধিক সময় দিয়াছিলেন তাহার সমুদয় লাগে নাই। ইংরাজের অধ্যবসায় ও কর্ম্মক্ষমতা ধন্য! ১০ মাসের মধ্যে ইংলণ্ডের ৬৮৩৮ মাইল ও অষ্ট্রেলিয়ার ২৫৬২ মাইল তার প্রস্তুত ও সমুদ্র গর্ভে নিহিত হইল।

মিউনিকের এক ব্যক্তি কিরূপে লোকের ঠকাইতে পারেন। তিনি অন্য কোন উপায়ে কিছু উপার্জ্জন করিতে না পারিয়া বনমানুষের বেশ ধারণ করিলেন। তাঁহার পুত্র একটী বাড়ি ভাড়া করিয়া সাধারণ্যে এই বলিয়া বিজ্ঞাপন দিলেন বনমানুষের উত্তম বেহালা বাজাইতেছে। অনেকে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এই ঘটনা দর্শনার্থ টিকিট ক্রয় করিতে লাগিলেন। এই উপায়ে সাহেবের এক সপ্তাহে যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন হইল। একদা এক ব্যক্তি বনমানুষের বেহালা বাদন শুনিয়া অবশেষে তাহার সহিত কৌতুক করিবার জন্য তাহার গাত্রস্থ একটী লোম ধরিয়া সজোরে টানাতে কৌতুক মুক্ত হওয়াতে সাহেবের জুয়াচুরি ধরা পড়িয়াছে। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র।

আমরা দুঃখ সহকারে প্রকাশ করিতেছি বিদুষী রমাবাইয়ের ভ্রাতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রী গত ২৭এ বৈশাখ শনিবারে ঢাকা নগরীতে জ্বর রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

ট্রাম্প ষ্টেবরির সুপরিণ্ট রবার্ট সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে।

গবর্ণর জেনেরল স্থির করিয়াছেন হাঁসপাতালের সহকারী দিগকে মাসে দশ টাকা বাঁটা দিবেন।

৬ই মে গবর্ণমেণ্ট ট্রেজারিতে ৫৭৮৩৮২৫ টাকা সঞ্চিত ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা এ সপ্তাহে ২ লক্ষ টাকা কম পড়িতেছে।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে:—

১। কল্পনা কুসুম। ২ ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা অভিধান। ৩ লুক্রেশিয়া। ৪ ম্যাটসিনির জীবন বৃত্ত। ৫ বিধবা বিবাহ নিষেধক। ৬ সভ্যতা সোপান। ৭ আর্য্য চরিত। ৮ উষা হরণ, গীতি নাট্য। ৯ ব্যাকরণ মঞ্জুরী। ১০ সাগর প্রকাশ। ১১। Child's Arithmetic. ১২। শিশুপাল বধ। ১৩ অভাগা বিলাপ কাব্য। ১৪ সরল অভিধান।

---

## যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ৮ই মে। জেনেরল রবার্টের সৈন্যগণ চারাসিব নামক স্থানে আপাততঃ শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে।

লাঘমানের দস্যুরা রাত্রিতে জেলালাবাদ হইতে কমিসরিয়েটের পশু গুলি লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। মহম্মদ আহম্মদ কুশির দক্ষিণ পশ্চিম কারগুয়ার নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি কোরাণ লইয়া লোকদিগকে এই ধর্ম্ম যুদ্ধে যোগ দানার্থ আহ্বান করিতেছেন।

জেনেরল রবার্টের সৈন্যগণ ময়দান নামক স্থানে যাইতেছে।

আবদুল রহমানের নিকট যিনি দৌত্যকার্য্যে গিয়াছেন তিনি নির্বিঘ্নে হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়াছেন। কিন্তু আবদুল রহমান যে কোথায়, তাহার কিছুই স্থির হয় নাই।

বদমাস্ক হইতে সর্দ্দার আলম খাঁ লিখিয়াছেন, সুলতান, হাসেন খাঁ ও গোলাম হায়দার নির্বিঘ্নে গজনীতে অবস্থিতি করিতেছেন।

আলম খাঁ জর্ম্মতের লোকদিগকে মহম্মদ জানের কথা শুনিতে নিবারণ করিয়াছেন।

জেলালাবাদ ৮ ই মে। অতি অল্পদিন হইল জেনেরল আরবুথনট ও মেজর কুক ৬ জন ঘোসেড়া সমভিব্যাহারে, যখন জগদলক হইতে যাইতে ছিলেন সেই সময়ে একদল চোর তাঁহাদিগের পশ্চাৎগমন করিয়া বন্দুক ছুড়িয় ছিল। মেজার কুক উহাদিগের একজনকে গুলি করে। ও ৩ জনকে ধৃত করিয়া মিলেটরি কমিশনরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। বিচারে তাহাদিগের মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। ৬ ই বসাবাদের নিকটস্থ রাস্তায় এ কদল দস্যু কয়েকজন গোরুরগাড়ির গাড়োয়ানকে আক্রমণ করিয়া একজনকে হত ও দুই জনকে আহত করিয়া তাহাদিগের দ্রব্য সামগ্রী ও গরু লইয়া গিয়াছে।

কাবুল ৯ ই মে। লাঘমানেরা কমিশরিয়েটের পশু লইয়া ডারাণ্টা কোর্ডের পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছে। কর্ণাল জনন ৪ শত পদাতি ও কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ঐ সকল পশুর উদ্ধারার্থ যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই ; কেবল তাহাদিগের দুই জনকে মাত্র বধ করিয়াছেন।

কান্দাহার হইতে সংবাদ আসিয়াছে কর্ণাল টানার অত্যাচারী ও অপহারক মালেকদিগের শাসনার্থ ১৫০ শত সৈন্য লইয়া খেলাতি গিলজই হইতে কাজিবাদে গমন করিয়াছেন। তিনি উহাদিগের গ্রাম অধিকার করিয়া অপহৃত দ্রব্যের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। কর্ণাল টানার যখন খেলাতিগিলজাইয়ে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন সেই সময়ে শত্রুপক্ষীয় ৩০০ লোক একত্র হইয়া তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করে। অবশেষে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের একজন আহত ও শত্রুপক্ষের ১৪ জন ও ৮ জন বন্দীকৃত হইয়াছে।

মহম্মদ জান কোরাণ লইয়া ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিতেছেন। লগার উপত্যকার একদিক সর ফেড্রিক রবার্ট ও অন্যদিক জেনারল হজ রক্ষা করিতেছেন।

জেনেরল রবার্ট সৈন্য সামন্ত লইয়া অদ্য সাফুদসঙ্গ ও জাহিদাবাদ যাত্রা করিয়াছেন। সেনাপতি ষ্টুয়ার্ট গত কল্য চারাসিব পরিদর্শন করিয়াছেন।

১০ ই মে। তাজিনের মালেকদিগের সভা ভঙ্গ হইয়াছে। আশামুদ্দিন মাঙ্গুল্লা খাঁর নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াছেন আমীর মালিকদিগকে যেরূপ সাহায্য করিতেন, ইংরাজেরা তাহাদিগকে সেইরূপ সাহায্য দান করেন না বলিয়াই উহারা এত উৎপাত করিতেছে। তাহারা কাবুলে যাইতে ইচ্ছা করে না। যদি প্রস্তাবিত বিষয়ে ইংরাজেরা সম্মত হন তাহা হইলে আর কোন উপদ্রব ঘটিবে না। নচেৎ যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে। তাহারা তাহাদিগের পরিবার বর্গকে পাহাড়ে রাখিয়া আসিয়াছে এবং দ্রব্য সামগ্রী ও হিসারক উপত্যকা হইতে লইয়া গিয়াছে। টুটু, গণ্ডামক ও উজিরের খোজানি মালেকেরা আশামতুল্লা খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। কিন্তু কি অভিপ্রায়ে তাহা জানা যায় নাই।

জনরব ঘোবন্তার লোকেরা বিদ্রোহী হইয়াছে।

জেলালাবাদ হইতে সংবাদ আসিয়াছে ৩ রা রাত্রিতে শত্রুরা সুরখাব সেতুর নিকটস্থ এক স্থান হইতে ১৫০ হাত টেলিগ্রামের তার কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। মহম্মদ জান উজিরী, জডরান ও জর্ম্মত জাতীয় ৩০০০ লোককে যুদ্ধার্থ একত্র করিয়াছেন। ইহারা জর্ম্মাতস্থ নিক্রাম কেল্লায় একত্র হইয়াছে। সৈয়দ খাঁ মিজ্জাই, সুলতান মহম্মদ সোমজাই ও মহম্মদ খাঁ আসুমজাই ইহাদিগের দলপতি।

কাবুল ১৩ ই মে। আর্গন্ধা দুর্গ হইতে শত্রুরা এক ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। অনেক অনুসন্ধানেও এতদিন তাহার উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি এ ব্যক্তি সুযোগ ক্রমে কারাগৃহ হইতে কাবুলে পলাইয়া আসিয়াছে।

বাদকসানের যে সকল সৈন্য আবদুল রহমানের বিদ্রোহী হইয়াছিল তিনি তাহাদিগকে দমন করিয়াছেন। মীর বেবা জান এই গোলযোগের মূলীভূত বলিয়া তাহাকে কারাবদ্ধ করিয়া তৎপদে ওমর খাঁকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

আবদুল্লা খাঁ ঠোকো কুন্দজী নামক স্থানের সৈন্যগণের সৈন্যাপত্য করিতেছিলেন। আবদুল রহমান তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে সর্দ্দার উপাধি দিয়া মেজারি সরিফে ইসক খাঁর সাহায্যার্থ পাঠাইয়াছেন। ইসক খাঁ সর্দ্দার সরওয়ার খাঁর হত্যাকারীদিগকে শাসনার্থ মেজারি সরিফে রহিয়াছেন।

গত রাত্রিতে শত্রুরা সি বেবা ও জগদলকের মধ্যস্থ টেলিগ্রামের তার কাটিয়া লইয়া গিয়াছে।

---

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৭ই মে। ফসেট সাহেব হ্যাকনির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ভারতের রাজস্ব বিষয়ক প্রস্তাবের উত্থাপনা করিয়া বলিয়াছেন, রাজস্ব সচীব সার জন ষ্ট্রাচির প্রদত্ত আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবে ভুল বাহির হইয়াছে। এ ভুল পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিয়াছিলেন। যাহা হউক এক্ষণে হিসাবের আগা গোড়া ভাল করিয়া দেখা হইবে। তাঁহারা বিশিষ্ট কারণ দেখাইতে না পারিলে তাহাদিগকে নিশ্চয় দায়ী হইতে হইবে। আফগান যুদ্ধের ব্যয়ের কিয়দংশ ইংলণ্ডকেও বহন করিতে হইবে।

লণ্ডন ৮ই মে। মার্কুইস রিপন ভারত সভার প্রেরিত প্রতিনিধির শিক্ষা সংক্রন্ত প্রশ্নোত্তর গত কল্য ডাউনিংষ্ট্রীটে বলিয়াছেন তিনি কোর্ট অব ডাইরেক্টারের লিখিত ১৮৫৪ অব্দের পত্র অনুসারে শিক্ষা বিষয়ের ব্যবস্থা করিবেন।

বাণিজ্যসংক্রান্ত সভার সভাগণ বলিয়াছেন গত মাসে দ্রব্যের রপ্তানি ও আমদানি ভাল গিয়াছে। ক্রমেই বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

কর্ণাল কমিরেয়ফ্‌কে যে ব্যক্তি হত্যা করিয়াছিল তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে।

কনসরবেটীব দলের একজন সার ভারনন হার্টকোর্ট সভ্য পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার পরিবর্ত্তে অদ্য অক্সফোর্ডে সভ্য নির্ব্বাচন হইতেছে।

লণ্ডন ৯ মে। কর্ণাল গর্ডন, মার্কুইস রিপনের প্রাইবেট সেক্রেটরি, লর্ড উইলিয়ম ব্রেসফোর্ড এবং লেপ্টেনাণ্ট মিউর ও ব্রেট এডিকং। কাপ্তেন হুট ও ফিৎজউইলিয়ম অতিরিক্ত এডিকং। মেজর হোয়াইট মিলেটরি সেক্রেটরি হইলেন।

১০ ই মে। নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের সকল সভ্যই অবিসম্বাদিতরূপে স্ব স্ব কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ফসেট সাহেব বজেটের ভুল উপলক্ষে পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছিলেন ষ্টানহোপ সাহেব তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। ফসেট নিজ ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন।

লণ্ডন ১১ ই মে। ষ্টাণ্ডার্ড বলেন ভারতবর্ষের রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থার পরিদর্শনার্থ ইংলণ্ড হইতে কতকগুলি লোক প্রেরিত হইবে। ইহাদিগের একটী সভা হইবে। এই সভার নাম কমিটী "অব এনকোয়ারি।" সাররিচার্ড টেম্পল ইহার একজন সভ্য হইয়াছেন।

লণ্ডন ১২ ই মে। বর্লিনের সন্ধিপত্রের সর্ত্ত অনুসারে মণ্টিনিগ্রো গ্রীক ও অষ্ট্রেলিয়ানদিগের সম্বন্ধে যে কার্য্য আজিও বাকী আছে তাহার একটী মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট পত্র-

ধারা ইউরোপের বড় বড় রাজগণকে জানাইয়াছেন।

লণ্ডন ১৩ ই মে। আলবানিয়েরা বিদ্রোহী হইয়া আপনাদিগের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে। স্কুটেরি নামক স্থানে নূতন সৈন্য প্রেরিত হইতেছে। মন্টিনিগ্রোর সৈন্যগণ সীমা প্রদেশে একত্র হইতেছে।

কমন্স হাউসের সিলেক্ট কমিটী কহিয়াছেন, ব্রাডল সাহেব যে নিজে রাজভক্ত, তাহা তিনি দিব্য করিয়া বলিতে পারেন। বেঙ্গল ষ্টাফ কোরের কাপ্তেন রিচার্ড করি রিজওয়ে ভিক্টোরিয়া ক্রস উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

লণ্ডন ১৪ ই মে। লর্ড রিপন লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বোডেন্সার্ট, ডার্ব্বির হইয়া সভ্যপদপ্রার্থী হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

প্রিন্স লিওপোল্ড কানাডায় যাত্রা করিয়াছেন।

ডেলিনিউস একটী প্রস্তাবে লিখিয়াছেন, যাহাতে বিদ্রোহীদিগের দমন করা যায়, ফরষ্টার সাহেব আয়র্লণ্ডে পুনরায় সেই উপায় অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

বকবর্ণে ২৫ হাজার তাঁতি কার্য্য বন্ধ করিয়াছে। তাহারা শত করা ৫ টাকার হিসাবে মজুরি বৃদ্ধি করিবার কথা বলিতেছে।

---

## প্রেরিত পত্রের সার সংগ্রহ।

বাবু অমূল্যচরণ বসু লিখিয়াছেন, গত ২৮ এ রবিবার বেলা প্রায় ৮॥ ঘটিকার সময় রাণাঘাটের বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী মহাশয়ের পূজার বাটীর চাঁদনীতে রাণাঘাট করদাতৃসভা নামে একটী সভা করিবার অভিপ্রায়ে অন্যূন দুই শত ভদ্রলোক সমবেত হইয়া একটী সভা করিয়াছিলেন। মিউনিসিপাল কমিশনরগণের ভ্রমে যেখানে দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান না হইবে অথবা কমিশনরগণের কোন বিষয়ে কোন অন্যায় অনুষ্ঠান হইবে তাহার প্রতিবাদ করা ও কমিশনরগণকে তাহার অপকারিতা বুঝাইয়া দেওয়া এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন ষ্টেষণ চণ্ডীতলার অনতিদূরবর্ত্তী শ্রীখণ্ড, নৈচী, মণিরামপুর ও রমানাথপুরে ওলাউঠার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ঐ গ্রাম গুলিতে কৃষকদিগের বাস। ইতিপূর্ব্বে ম্যালেরিয়া জ্বরে তত্রত্য অধিবাসিগণ জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল। এক্ষণে তাহারা ঐ পীড়াক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। নিত্য নিত্য বিস্তর লোক কাল কবলে পতিত হইতেছে। গ্রামের দুরবস্থা ও অধিবাসীদিগের অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস ও অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভোজনাদি নিবন্ধনই এই মৃত্যু ঘটিতেছে। যাহা হউক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কমিশনের এই অনিষ্ট দূরীকরণে বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

কেওড়ামাল পরগণা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট মেদনীপুর জেলার খাস মহাল জরিপ করিয়া টাকা প্রতি ৫৵০। ৬৶০ নিরিখ বৃদ্ধি করাতে কোন প্রজা তাহা দিতে সম্মত হয় নাই। সম্প্রতি কাঁথির বন্দোবস্ত সংক্রান্ত ডেপুটী কালেক্টার মহাশয় ঐ সকল খাস মহলের প্রতি প্রজাকে বর্ত্তমান বর্দ্ধিত জমীর জমাবন্দী সহ এক একখানি নোটীশ দিয়াছেন। এই প্রকার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নোটীশ দেওয়াতে প্রতি প্রজাকেই কালেক্টারের নিকট, কাহাকে বা রেবিনিউ বোর্ডে, কাহাকে বা কমিশনরের নিকট কাহাকেও বা দেওয়ানি আদালতে নালিস করিতে হওয়ায় তাহাদিগের বিস্তর শারীর ক্লেশ ও অর্থ ক্ষতি হইতেছে। তিনি আরও শ্রুত হইয়াছেন বর্ত্তমান বন্দোবস্তের খাজনা আদায়ের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ স্থানীয় জমীদারকে যে নোটীশ দেন, তাহাতে জমীদার অস্বীকার করায় ঐ সকল খাস মহালের ভূমির রাজস্ব গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং আদায় করিবেন এই রূপ বাসনায় প্রকাশ্য স্থানে ঢেঁড়রা দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট খাস মহলের প্রজাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন, ইহাই পত্র প্রেরকের প্রার্থনা।

যশোহরের সংবাদদাতা "বঙ্গদেশে আবগারির একাধিপত্য ও গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, চতুর্দ্দিকে মদের ভাঁটী হওয়াতেই অধিকাংশ লোক মাতাল হইয়া অকর্ম্মণ্য হইতেছে এবং অপরিমিত সুরাপান নিবন্ধন অনেকের অকালে মৃত্যু হইয়া দেশের মহৎ অনিষ্ট হইতেছে। অতএব গবর্ণমেণ্ট যাহাতে আবগারী উঠাইয়া দিয়া অন্য প্রকার করস্থাপন করিয়া সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া লন, সংবাদ দাতার তাহাই ইচ্ছা। তাঁহার বিনীত অনুরোধ এই, অন্য অন্য সম্পাদক তাঁহাদিগের পত্রে এইবিষয়ের আন্দোলন করেন।

রাহুতা হইতে বাবু রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নায়েব শ্যামনগরনিবাসী বাবু নটবর ঘোষ অনেকের বিষনয়নে পতিত হইয়াছেন। ইনি বিষয় কর্ম্মে একজন যোগ্য লোক। ইহাঁর বিরুদ্ধে মহারাজের নিকটে অনেকে অনেক সময়ে অভিযোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি যেন তাহাতে আদৌ বিশ্বাস না করেন। স্বর্গীয় মহাত্মা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্যামনগরে দেবালয় অতিথিশালা, সংস্কৃত বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। ইহাঁর যত্নে দেবসেবা, বিদ্যাদান অন্নদান প্রভৃতি উত্তম চলিতেছে। কিন্তু চিকিৎসালয়টীর অবস্থা ভাল নহে।

অনুগত শ্রী লিখিয়াছেন:—বগুড়ার ব্যবসায়িগণ লাইসেন্স ট্যাক্সে প্রপীড়িত হইয়া বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন। তত্রত্য ভূতপূর্ব্ব কালেক্টার যেখানে ১২০০ টাকা ট্যাক্স ধার্য্য করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালেক্টার সেই খানে ৬০ হাজার টাকা কর ধার্য্য করাতেই সর্ব্বসাধারণ প্রজাগণের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর, যাহাদিগের কর গ্রহণ করিতেন না, বর্ত্তমান কালেক্টর তাহাদিগেরও কর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কোথায় ১২ হাজার কোথায় ৬০ হাজার! বড় অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে।

বারাণসী হইতে পণ্ডিত জয়রাম বেদান্তবাগীশ লিখিয়াছেন, তথায় একটী হরিসভা হইয়াছে। ইতি মধ্যে ইহার দুইটী অধিবেশনও হইয়াছিল। সভার অধিবেশন-দিবসদ্বয়ে বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল এবং তত্রত্য অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ইহাতে মনোহর বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন। তত্রত্য ধনিগণ এই সভার কার্য্যে যোগ না দিলে ইহার স্থায়িত্বের সম্ভাবনা অল্প।

---

## সংবাদদাতার পত্র।

### যশোহর।

ষ্টেষণ মণিরামপুরের অন্তঃপাতী আমাদিগের আবাস ভূমি চাকলা গ্রাম হইতে কেদাপাড়া পর্য্যন্ত একটী কেরিজ্ঞ রাস্তা না থাকায় পথিক সম্প্রদায়ের যাতায়াতের অত্যন্ত কষ্ট হইয়া থাকে। বর্ষাকালে যশোহরে যাইতে হইলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত। ঐ সময়ে ডাকের পত্রাদি বিলি এবং নৌকাযোগে গমন ও এত্তাহার প্রভৃতি জারি হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। গত বর্ষাকালের বন্যায় ১॥ দেড় ক্রোশ ব্যবধান ঝাঁপা পোষ্টাফিস হইতে ৫। ৬ দিন অন্তর আমরা ডাকের চিঠি ও সংবাদপত্রাদি পাইয়াছিলাম। চাকলা হইতে নোয়ালি, সোঁড়া, ভরতপুর, ঝাঁপা, মল্লিকপুর, হরিহর নগর দিয়া কেদাপাড়ার তালসারি পর্য্যন্ত একটী বিস্তৃত রাজপথ প্রস্তুত হইলে অনায়াসে ২৫। ৩০ খানি গ্রামের অধিবাসিবর্গের গমনাগমনের কষ্ট নিবারণ হইতে পারে।

এক্ষণে যশোহরের দয়াশীল মাজিষ্ট্রেট রডাক সাহেব মহোদয় সমীপে আমাদিগের বিনীত প্রার্থনা এই, প্রাগুক্ত রাস্তাটী প্রস্তুত করাইবার

সাহায্য মঞ্জুর করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ করুন।

বিগত ২৩ এ বৈশাখ মঙ্গলবারে এ বিভাগের প্রায় সর্ব্বত্রই বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন হইতে এ দিকে প্রায় প্রতিদিন বরুণদেব বারি বর্ষণ করিতেছেন। ঐ বৃষ্টিতে ষ্টেষণ মনিরামপুরের অন্তঃপাতী চুঁটে কামালপুর, গোপালপুর, মনোহরপুর, বাজিতপুর, শ্যামনগর, কোণাকোলা, হাড়খালি, বিল্লকোণা, দুর্বাডাঙ্গা, কোনাপাড়া, ক্ষেদাপাড়া, কদম্বাড়িয়া হরিহরনগর, মুক্তারপুর, ডুমুরখালি, দোলখালা, মল্লিকপুর, দে ঢেড়ে, রাজগঞ্জ, মামাবাগপুর, ঝাঁপা, মসীম নগর, খেজুরা, কাঁটালতলা, সোঁড়া, ভরতপুর, নেহালি, গোবিন্দপুর, চাকলা প্রভৃতি গ্রামের কৃষকেরা ভূমি চাস করিয়া ধান্য বপন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যশোহরের আর কোন স্থানে বোধ হয় ধান্য বুনিতে বাকি নাই। অধিকাংশ স্থানে ধান্যের চারা বাহির হইয়াছে। গত রবিবারেও এদিকে অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছে।

যশোহরের অন্তঃপাতী হড় হড়ে (হরিহর) নদের জল স্থানে স্থানে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

যশোহরের অন্তঃপাতী ফকির হাটের শাখা পোষ্ট আফিসের ভূতপূর্ব্ব পোষ্টমাষ্টার পূর্ণচন্দ্র দাস গুপ্ত ইতিপূর্ব্বে দুইখানি রেজেষ্টরি পত্র মধ্যস্থিত ২৫৫ টাকা আত্মসাৎ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। সম্প্রতি সে ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে। শুনা গেল বিচারে তাহার ২ বৎসর কারাবাস ও ২০০ দুইশত টাকা অর্থ দণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

ঝিনাদহের বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ের বার্ষিক অনটন নিবারণার্থ বিগত ২২ এ বৈশাখ সোমবার তথায় একটী সভা হইয়াছিল। উক্ত সবডিবিজনের কয়েক জন কৃতবিদ্য পরহিতৈষী ন্যায়পরায়ণ মহোদয় ব্যক্তি উদ্যোগী হইয়া এলাকাধীন প্রায় সকল স্থানের সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোকদিগকে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই, আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ সকলে উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া সভ্য মহোদয়দিগের মানরক্ষা এবং বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ের উন্নতির চেষ্টা করিলেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় কর্তৃপক্ষের কটাক্ষ পাতে যশোহরের মডেল স্কুলটী উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ইংরাজি স্কুলের ছাত্র সংখ্যা হ্রাস হওয়াই কি বঙ্গবিদ্যালয়ের অপরাধ?

আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে বিবস আউট পোষ্ট কোটচাঁদপুরের অন্তর্গত সলেমানপুর গ্রামে চোরে ধনিবর জে, এস ম্যাকলিয়ড সাহেবের মৃত মেমের কবর বা সমাধি খনন করিয়াছিল। কোট চাঁদপুরে একটী বিখ্যাত গুলির আড্ডা আছে। ঐ আড্ডার লোকের দ্বারা এই মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হওয়ারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। জনশ্রুতি মৃত মেমের করাঁতে একটী স্বর্ণনির্ম্মিত ক্রুশ এবং হস্তের অঙ্গুলিতে ৭।৮ শত টাকা মূল্যের একটী হীরকাঙ্গুরীয় দেওয়া হইয়াছিল। চোরেরা স্ক্রু দিয়া বন্ধ করা কাঁটালের বাক্স ভাঙ্গিয়া ইপ্সিত অর্থ লইতে পারে নাই। উক্ত গ্রামে আরও একটী সিদ চুরি এবং বাজারে অনেক দোকানদারের সরিষা চুরি গিয়াছে। ঐ সময়ে কোট চাঁদপুরে ঝিনাদহের পুলিষ ইনস্পেক্টর ও সব ইনস্পেক্টর উপস্থিত থাকিতেও ঐ সমস্ত চুরি যাওয়ায় তত্রত্য অধিবাসীরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছে।

---

## হুগলী।

১ লা জ্যৈষ্ঠ।

গ্রীষ্মাতিশয্য নিবন্ধন প্রাতঃকালে কাছারি হওয়াতে আমরা তাহার প্রতিবাদ করিয়া "সোমপ্রকাশে" লিখিয়াছিলাম। সংপ্রতি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, আমাদিগের সেই লেখা দেখিয়া বেঙ্গল সেক্রেটরী সাহেব বর্দ্ধমান বিভাগের কমিসনর সাহেবকে ইহার সত্যতা জানিবার জন্য যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে উল্লেখ করেন "সোমপ্রকাশের হুগলিস্থ সংবাদদাতা হুগলির ফৌজদারী কালেক্টরী প্রভৃতি আদালত গুলি প্রাতঃকালে হওয়াতে সর্ব্ব সাধারণ উকীল মোক্তার ও অর্থী প্রত্যর্থীগণের বিলক্ষণ অসুবিধা হইতেছে বলিয়া লিখিয়াছেন।" যাহাতে প্রাতঃকালে কাছারি না হইয়া বেলা ১০ টা হইতে ৫টা অবধি হয়, তাহার নিমিত্ত স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরকে সেই পত্রের মর্ম্ম অবগত করাইবাতে মাজিষ্ট্রেট বীমস্ সাহেব মহোদয় আবার ১০ টা হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত কাছারি করিতেছেন।

আমাদিগের কৃতবিদ্য যুবকেরা দেশের অলঙ্কার স্বরূপ, অজ্ঞ লোকেরা তাঁহাদিগকে আদর্শ জ্ঞান করিয়া থাকেন, এমত অবস্থায় তাঁহারা নিজেই যদি ক্রোধাদি রিপুর অধীন হইয়া অন্যায় কাজ করিয়া বসেন, তাহা হইলে নিতান্ত দুঃখের হয়। আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, মেডিকেল কালেজের ছাত্র গরিফানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় হুগলি-রেলওয়ে ষ্টেষণের বুকিং ক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি রায় চৌধুরী মহাশয়ের সহিত টিকিট লওয়া উপলক্ষে বিবাদ করিয়া মারিপিট করাতে হুগলির জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কর্ণিশ সাহেব বাহাদুর উপেন্দ্র বাবুর ১০ টাকা অর্থ দণ্ড করিয়াছেন। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে এই সামান্য মোকদ্দমায় উপেন্দ্র বাবুর পাঁচ ছয় শত টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আমরা জানি নীলমণি বাবু নিতান্ত অমায়িক ও শান্ত প্রকৃতির লোক। তিনি হুগলির ষ্টেষণে প্রায় ৪১৫ বৎসর আছেন। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে আমরা তাঁহাকে কোন আরোহির সহিত কুব্যবহার করিতে দেখি নাই।

আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি এখানকার একটী সম্ভ্রান্ত বংশীয় কুলনারী রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে ছাদ হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। শুনা গেল ঐ স্ত্রীলোকটী ৩। ৪ মাসের সসত্বা ছিলেন।

সংপ্রতি হুগলির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও রোড সেস কমিটীর ভাইসচেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাধব রায় মহোদয় আমাদিগের মোগুলাই গ্রামের রাস্তা গুলির সংস্কারার্থ রোডসেস্ ফণ্ড হইতে এক শত টাকা দিয়াছেন। কিন্তু ঐ প্রদত্ত টাকা "সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্য স্বরূপ" হইয়াছে। আমরা ভরসা করি শ্যামাধব বাবু আগামী বৎসরের বজেটের সময় আর কিছু টাকা দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

---

## চন্দননগর।

বসন্ত ও ওলাউঠায় এখান জনশূন্য করিতেছে। তবে আহ্লাদের বিষয়, যে মধ্যে বৃষ্টি হওয়ায় ক্রমে পীড়ার হ্রাস হইতেছে।

আমাদের নবাগত বড় সাহেব "সেফ দে সের ডিস" বাস্তবিক প্রজাহিতৈষী। তিনি প্রায় প্রত্যহই এখানকার ধনী প্রজাবর্গের বাটীতে গিয়া, কিসে এস্থানের উন্নতি হইবে, তাহার পরামর্শ করিতেছেন যদ্যপি ঈশ্বরেচ্ছায় এখানকার জল বায়ু তাঁহার সহ্য হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের উন্নতি হইবে।

বাঙ্গালী টোলায় রাত্রিকালে আলো দেওয়া হইতেছে। বর্ত্তমান শ্রী অব্দে সর্ব্ব সমেত ৩৫ টী নূতন আলো দেওয়া হইবে। ইহার জন্য প্রজাকে ট্যাক্স দিতে হইবে না। এস্থানের প্রত্যেককে বার্ষিক আট আনা টাক্স দিতে হয়। এই ।০ আট আনা ভিন্ন গবর্ণমেন্ট আর কোন বিষয়ে কর গ্রহণ করেন না। চন্দননগর-গবর্ণমেন্ট যেরূপে প্রজা পালন করিতেছেন, তাহাতে বাস্তবিক ফরাস জাতিকে প্রজাপালন বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আমাদের পাড়ার জন কয়েক যুবকের যত্নে একটী নাট্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এবিষয়ে নন্দলাল বাবুর যত্ন দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইহা স্থায়ী হইবে।

তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়, কিন্তু যদ্যপি তিনি ইহার সঙ্গে একটী রিডিংরুম করিতে পারেন, তাহা হইলে অনেক অভাব মোচন হয়।

---

জামালপুর।

একটী ব্রাহ্মণ জামালপুরের অডিট আফিসে কেরাণিগিরি কর্ম্ম করিত। উহার চরিত্র সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা অনেক কথা শুনিয়াছিলাম। সম্প্রতি ঐ ব্যক্তি একদিন রাত্রি অনুমান একটার সময়ে এক ফিরিঙ্গীর বাড়িতে প্রবেশ করিয়া তাহার মেমের সহিত বারাণ্ডায় বসিয়া গল্প করিতেছিল। হঠাৎ সাহেবের নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ায় দেখে মেম নিকটে নাই। অনুসন্ধানার্থ বাহির হইবা মাত্র মেম ও ঐ যুবাকে একত্র বসিয়া গল্প করিতে দেখিয়া সাহেব যুবার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বিলক্ষণ প্রহার করেন এবং অনধিকার প্রবেশের দাবিতে পুলিসে চালান দেন। মুঙ্গেরের মাজিষ্ট্রেটের নিকট ইহার বিচার হয়। বিশিষ্ট প্রমাণ না হওয়াতেই মোকদ্দমাটী ডিস্ মিস হইয়াছে। ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টিয়ানেরা যদি জাত্যন্তর বলিয়া হিন্দু সমাজে স্থান না পায় তবে এই লম্পট যুবক ও আমাদের মতে হিন্দু সমাজে স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে।

একটী রেলওয়ে বাবু ট্রেণ হইতে নামিয়া যাত্রীরা যে কটক দিয়া বাহিরে যায় সেখান দিয়া না যাইয়া প্লাটফরমের মধ্য দিয়া কর্ম্ম স্থানে যাইতে ছিলেন। পুলিসের জনেক কনষ্টেবল যাইতে নিষেধ করিলে কহেন, আমার নিকট ছাড় পত্র (পাশ) আছে, অতএব যে সে স্থান দিয়া যাইতে পারি। কনষ্টেবল সে কথা না শুনিয়া বল পূর্ব্বক তাঁহার হস্ত ধরিতে উদ্যত হইলে ও তিনি যাইতে নিরস্ত হয়েন নাই। কনষ্টেবল এই অপমানে তাঁহার উপর মার পিটের একটী মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়া, মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করে। কিন্তু রীতি মত প্রমাণ দিতে না পারায় মোকদ্দামাটী ডিস্ মিস্ হইয়াছে।

মুঙ্গেরের একটী বাবু জামালপুরের অডিট আফিসে কর্ম্ম করেন। বাসায় কিছু কাজ আনিয়া দেখেন, গৃহে কালী নাই। তাঁহার এক বন্ধু মুঙ্গের ষ্টেষণে কর্ম্ম করেন, তাঁহার নিকট ভৃত্য দ্বারায় কিছু কালী চাহিয়া পাঠান। ভৃত্য একটী ভাঙ্গা বোতলে করিয়া কালী লইয়া প্লাট ফরমে আসিবা মাত্র রেলওয়ে পুলিসের এক ব্যক্তি তাহাকে চোর বলিয়া গ্রেপ্তার করে ও হাজতে দেয়। যে বাবু কালী দিয়াছিলেন তিনি এই সমাচারে ভৃত্যের উদ্ধার করিতে যাইলে কহে, "তুমি আমাদের সহিত ভাল ব্যবহার না করাতেই এরূপ কাজ করিয়াছি, এক্ষণে যদ্যপি দুই শত টাকা আনিয়া দিতে পার তাহা হইলে ছাড়িতে পারি, নচেৎ কিছুতেই ছাড়িব না" এই বলিয়া, সমস্ত রাত্রি তাহাকে হাজতে রাখে। তৎপরদিন ছাড়িয়া দিয়া, ফৌজদারিতে তাহার নামে নালিশ করিয়াছিল। মুঙ্গেরের সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট ভৃত্যটীকে খালাস দিয়া উল্টিয়া ঐ পুলিশ কনষ্টেবলের মেয়াদ দিয়াছেন। উত্তম বিচার হইয়াছে, এইরূপ দুই চারিটী হইলে পুলিসের অত্যাচার অনেক কমিতে পারে।

গত সপ্তাহে একশত মণ আন্দাজ একখানি চাউলের নৌকা যখন মুঙ্গেরের ঘাটে লাগে হঠাৎ তামাক খাইবার আগুণ উড়িয়া গিয়া ছোই ধরিয়া যায়। মাঝিরা বুদ্ধি পূর্ব্বক নৌকা খানি জলমগ্ন করায় চাউল ও নৌকার কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই।

এখানে আজ কাল ব্রাহ্মণে ও মদ বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছে। অথবা তাহাতেই বা দোষ কি? বোতল বোতল সুরা উদরস্থ করিয়া যখন ব্রহ্মণ্যদেব ব্রাহ্মণের পবিত্র দেহে স্থির থাকিতে পারেন তখন সুরা স্পর্শে তাঁহার অকলঙ্কিত শরীর কলঙ্কিত করিতে কে সাহসী হইবে?

সম্প্রতি এতদঞ্চলে এমন পূর্ব্ব বাতাস বহিতেছে যে, গৃহের বাহির হওয়া দুঃসাধ্য। ঈশ্বরেচ্ছায় বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি না হইলে ধূলার জ্বালায় রাস্তা চলা ভার হইত। এই বাতাসে আম্রের অনেক ক্ষতি করিয়াছে। আত্র পয়সায় দুইসের আড়াইসের বিক্রয় হইতেছে।

অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবৎসর এখানে বিসূচিকা ও বসন্ত রোগের ভয় কম। যদিও দুই একটী বালকের জ্বর বিকার হইতেছে কিন্তু মারাত্মক নহে।

---

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধরণ বিভাগ।

১৮৮০।

৩ রা মে। মুঙ্গেরের অন্তর্গত জামুয়ের ২ য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী ইমদাদ আলী কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় ২ য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং মুঙ্গেরের অন্তর্গত বেগুসরায়ে রহিলেন।

মৌলবী গোলাম এলাহি পূর্ণিয়ার ২ য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

৪ ঠা মে। বাকরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দীননাথ আড্ডি ঐ জেলার ভূমী সংগ্রহার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২ য় শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলু, সি, টেলার সাহেব প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

১০ ই মে। চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালিশঙ্কর সেন ১৮৬৮ অব্দের ৭ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পুরীর অন্তর্গত খুরদার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু জগমোহন রায় ১৮৬৮ অব্দের ৭ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১১ ই মে। শ্রীযুক্ত, এস, এন বন্দ্যোপাধ্যায় দিনাজপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৩ রা মে। বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য বেগুসরায়ের ২ য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

---



---

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কলিকাতার বরাহনগর উপনগর নিবাসী মৃত বংশীধর দত্ত (যিনি জাতীতে হিন্দু) ঐ বরাহনগরস্থ শ্রীমতি প্রসন্নময়ী দাসীর নামে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উইল করিয়া গিয়াছিলেন এবং উক্ত প্রসন্নময়ী দাসী কলিকাতা হাইকোর্ট হইতে সেই উই-

...প্রোবেট লইয়াছেন। একণে ঐ প্রসন্নময়ী দাসীই উক্ত সম্পত্তি সমূহের একমাত্র কর্ত্রী। উইল-কর্ত্তার সম্পত্তির উপর যদি কাহার কিছু দাবি দাওয়া থাকে তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কর্ত্রী অর্থাৎ Executrix কে ত্বরায় জানাইতে হইবে। যদি কেহ মৃত ব্যক্তির নিকটে ঋণী থাকেন তবে তাঁহারা সত্বর স্ব স্ব ঋণ পরিশোধ করুন।

স্বর এণ্ড স্বর

শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসীর এটর্ণি।

---

## বৈষ্ণব ! বৈষ্ণব ! বৈষ্ণব !

বৈষ্ণবাচার দর্পণ ; বৈষ্ণব সর্ব্বস্ব, নামক পুস্তক গুরুপ্রণালী, সিদ্ধপ্রণালী, অষ্টকালী লীলা, প্রত্যহ রাত্রি দিবের যে যে দণ্ডে যে যে লীলা, সর্ব্বাঙ্গ ... প্রার্থনা, ... ও নবদ্বীপ ধামের ও ব্রজ ধামের তত্ত্বধান, মধুর রসের বর্ণনা কোন্ বনে কোন্ লীলা তাহার বিবরণ; কোন্ ভক্তের কি স্বরূপ, কোথায় কার বাস ইত্যাদি।

বৈষ্ণবদিগের অত্যাবশ্যক বিষয়ের বিবরণ প্রমাণ শ্লোকসহ পয়ার প্রভৃতি ছন্দে বঙ্গভাষায় পদ্যে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র বিদ্যারত্ন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত, পঞ্চম বিভব পর্য্যন্ত ১ ম খণ্ড (৩৭২) পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা। ডাক মাশুল ৶০ আনা। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি ও শ্রীবাসাদির এবং শ্রীদেবকী নন্দনের ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের ও ... সখী মঞ্জরীর ধ্যান অর্চনা প্রভৃতি উপাসনা ... সমুদয় বিবরণ এবং বৈষ্ণবদিগের আচার ... নিত্যকৃত্য ও অপরাধ ও অপমোচন প্রভৃতি ... বিবরণ আছে। ইহার পর দ্বিতীয় খণ্ডও প্রকাশিত হইতেছে। তাহার মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা, ডাক মাশুল ৶০ আনা। দুই খণ্ডের অগ্রিম মূল্য দিয়া গ্রাহকদিগের মাশুল সমেত ৫ চারি টাকা মাত্র।

শ্রীশশিভূষণ অধিকারী।

২৭ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট

বালাখানা। কলিকাতা

---

## যজুর্ব্বেদ সংহিতা (সম্পূর্ণ)

ভাষ্য ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ—৩০,

বাঙ্গালা মাত্রের মূল্য—১০

## ... —সামবেদ সংহিতা।

ভাষ্য ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ প্রতি মাসে ১০ ... নি... অল্প দিবসের মধ্যে সমাপ্ত হইবে। দ্বাদশ সংখ্যার অগ্রিম মূল্য ৬ এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য ।।০ মাত্র। আর ১০০ গ্রাহক সংগৃহীত হইলেই কার্য্যারম্ভ হইবে।

প্রকাশক—শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা। কলিকাতা।

---

## অব্যর্থ বেদনানিবারক।

এই ঔষধ লেপনে দেহের যে স্থানে যে কোন প্রকার বেদনা হউক না কেন, বুকে ব্যথা, পিঠে ঘাড়ে, কোমরে, হাতে, পায়ে, প্রভৃতিতে ব্যথা, যে কোন প্রকার ও যত দিনের বাত হউক না কেন, পক্ষাঘাত, গ্রীবাসংকোচন, শূল ব্যথা, ফোলা, সর্দ্দির ব্যথা, কাশীর ব্যথা, শিরঃপীড়া, কাণে ব্যথা ইত্যাদিতে এই ঔষধ মহোপকারী। সহস্রাধিক প্রশংসাপত্র দেখান যাইতে পারে। মূল্য ছোট বোতল ২ ও বড় ৪, প্যাকিং ।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

ডবলিউ কড়র এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিবনারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

---

## শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান দেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত আয়ুর্ব্বেদোক্ত

ঔষধালয়।

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা,

কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

### কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে কেশ হীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১, ডাকমাশুল ।।৶০

### স্মর সুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক ও যোগ দেকা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২, ডাকমাশুল ।।০

### নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় জ্বর অরুচি, প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তী হানীন প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১।০ ডাকমাশুল ।।৶০

উপরোক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

---

## মালিকাপুর বসু পুষ্করিণী।

১৮৭৭ সালের ১০ আইনের ৩০ ধারার বিধান-মতে মালিকাপুর, বৈকুণ্ঠপুর, চান্দড়ীপোতা হরিনাভি, রাজপুর, নিশ্চিন্তপুর, জগন্নাথপুর, উখলা, তেঘরি, খুড়িগাছি ও সোনাপুর গ্রাম হায়ের লোক সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, যে জেলা ২৪ পরগণার প্রথম সুবরডিনেট জজ আদালতে বাদী রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এবং রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতিবাদী মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, পঞ্চানন রায় চৌধুরী ক্ষেত্রনাথ রায় চৌধুরী, নবীনচাঁদ ঘোষ, দীননাথ ভট্টাচার্য্য এবং রাজকুমার বসুর বিরুদ্ধে গত ৩০ এ এপ্রেল তারিখে সাধারণের হিতার্থে ১৫০০ টাকার দাবিতে বসু পুষ্করিণী নামক পুষ্করিণী দখল জন্য নালিস উপস্থিত করিয়াছে। ঐ পুষ্করিণী মালিকাপুর গ্রামে স্থিত এবং পুষ্করিণীটীর পরিমাণ কমবেশী ৪১৶০ বিঘা জমী হইবে। ঐ মোকদ্দমার বিচার্য্যের জন্য আগামী ৫ ই জুলাই দিন অবধারিত হইয়াছে। ১৮৮০। ৬ ই মে।

Bhubun Chundra Mookerjee

প্রথম সবজজ।

জেলা ২৪ পং

---

## বিদ্যুল্লতা।

একখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কলিকাতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৯৭ নং কলেজ স্কোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৮০ আনা মাত্র।

---

## বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

কল্পদ্রুম যন্ত্র বৃন্দাপুর কলিকাতা } শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

## সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৩৭ নং চিৎপুর রোড

গরাণহাটা

কলিকাতা।

এই যন্ত্রালয়ে স্কুল ব্যবহার্য্য ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক সকল উচিত মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। মুদ্রাঙ্কন কার্য্যও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। রচয়িতার আদেশানুযায়ী প্রুফ দেখা এবং রচনার সংশোধন কার্য্য সকলও উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়।

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল

ম্যানেজার।

---

দ্বিতীয় ভাগ কল্পদ্রুমের সপ্তম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। সপ্তম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
৩। এক অপূর্ব্ব নগরী।
৪। উপন্যাস।
৫। শকুন্তলা ও কালিদাস।
৬। মনুসংহিতা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি কম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরীপাড়ায় কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ

কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

---

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশ নব কলেবর ধারণ করিয়া নূতন স্থানে ও নূতন যন্ত্রে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সোমপ্রকাশ কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি সোমবার প্রকাশিত হইবে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত ১০ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সহ ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্যের নিয়ম নাই। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশ গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন।

---

## বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

## প্রকৃতি।

বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা।

(আকার ডিমাই ৭২ পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ।)

ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। মফস্বলে ডাক মাসুল লাগিবে না। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য না পাইলে বিদেশে পত্রিকা পাঠান যাইবে না।

এই পত্রিকার সাহায্যে শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী সি, আই, মহোদয়া দুই শত টাকা দান করিয়াছেন।

প্রকৃতি কার্য্যালয়

১৮ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর।

---

কোন ব্যক্তি প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয়ের নাম করিয়া ধনী মহাত্মাদিগের নিকট অর্থ এবং গ্রন্থকার মহাশয়গণের নিকট হইতে আবশ্যক পুস্তক সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন এবং কতিপয় মহাত্মার নিকট হইতে অর্থ ও পুস্তক সংগ্রহও করিয়াছেন, সম্প্রতি এই ঘটনা প্রকাশ হইয়াছে। কত দিন হইতে এরূপ হইতেছে এবং কত গুলি ব্যক্তি ইহার মধ্যে আছেন, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। এজন্য সকলকে বিনীতভাবে জানাইতেছি যে নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যতীত এই পুস্তকালয়ের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিবার অপর কাহারও অধিকার বা ক্ষমতা নাই। যাঁহারা করেন কিম্বা করিবেন তাঁহারা প্রবঞ্চক। ইংরাজীতে সোমড়া পবলিক লাইব্রেরীর নাম মুদ্রিত কাগজ ও চিঠি ও পুস্তকালয়ের নামাঙ্কিত মোহর এবং আমার স্বাক্ষর ভিন্ন কেহ যেন অর্থ কিম্বা পুস্তকাদি দান না করেন। বড় দুঃখের বিষয়, এইরূপ ধর্ম্মজ্ঞানহীন প্রবঞ্চকদিগের জন্য অনেকে সাধু ইচ্ছায় বিরত হয়েন, এবং অনেক দেশহিতকর সাধুকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। ইতি। ২৩ এ বৈশাখ ১২৮৭।

শ্রীসতীপ্রসাদ সেন

সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয়ের স্থাপয়িতা ও সম্পাদক।

---

## ভাগবত তত্ত্বকৌমুদী।

এই খানি সকলের সুখপাঠ্য সরল সাধু ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] অনুবাদ, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদের সারল্য দেখাইবার জন্য সংস্কৃত মূল ও [illegible] টীকাও দেওয়া হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ২।০ টাকা। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবে। অগ্রিম মূল্য না দিলে পুস্তক পাঠান যায় না।

শ্রী[illegible] চন্দ্র [illegible]

[illegible] লেন ১০ নং [illegible] বহু

কলিকাতা মৃজাপুর

---

মৎ প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

## ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৪।০ টাকা ডাক মাশুল ।০

## আর্য্য গৃহ চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সর্পিগরল, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১।০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

## আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির সচিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ।০

## আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

## ...কানন্দ

**...নভাবে পরিপূর্ণ**

উচ্চ অঙ্গের রাজনীতি, সমাজনীতি, সুনীতি এবং দুর্নীতির সমালোচন। সাহিত্যের স্বর্গরাজ্য গদ্য পদ্যের আদ্যশ্রাদ্ধ। গ্রাহক হইলেই ছবি।

মাসে দুইবার দেখা।

নির্ব্বোধের নাম বোকা॥

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৫ পাঁচ টাকা মাত্র; ডাকমাশুল লাগে না। নিতে হয় ত, দেরি নয়। কলিকাতার এজেন্ট—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মেডিকেল লাইব্রেরি ৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

৪১ রসারোড় } শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
ভবানীপুর } কার্য্যাধ্যক্ষ।

## কল্পলতা।

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। "স্বর্ণলতা" লেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১।৵ আনা।

সপ্তম খণ্ড হইতে সম্পাদকের "স্বর্ণলতা লেখক" "হরিষে বিষাদ" নামে একটী উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে এই পত্রিকা বিদেশে প্রেরিত হয় না।

৪১ রসারোড } শ্রীভুবনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
ভবানীপুর } কার্য্যাধ্যক্ষ।

## ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, গৃহচিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা পুস্তকসহ ঔষধের বাক্স, শিশি, কর্ক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রী হয়।

### ঔষধের মূল্য

| | ১ ড্রাম | ২ ড্রাম | | বাক্স। |
|---|---|---|---|---|
| মাদা টিং | ॥৵০ | ৷৵০ | ওলাউঠা বাক্স | ২॥০ ৪॥০ |
| ক্ষুদ্র বটী | ৵০ | ৷৵০ | সাধাঃ চিকিঃ | ৮৲ ১২৲ |
| ডাইলিউসন | ।০ | ৵০ | জ্বররোগের | ৫৲ ১০৲ |

## বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

| | | | |
|---|---|---|---|
| চিকিৎসা বিজ্ঞান | ৫৲ | চিকিৎসা সূত্র | ॥৵০ |
| ওলাউঠা চিকিৎসা | ।০ | ওলাউঠা চিকিৎসা হিন্দি | ।৵ |
| স্ত্রী চিকিৎসা | ১৲ | প্রমেহ, শুক্রক্ষরণ | ।৵ |
| ঔষধগুণ সংগ্রহ | ১।০ | হাম ও বসন্ত চিকিৎসা | ১০ |
| অস্ত্র চিকিৎসা | ॥০ | হোমিওপ্যাথিক কি ? | ৵০ |

ভারতচিকিৎসক, বার্ষিক মূল্য ১।৵ ডাক মাশুল।৵০।

## হোমিওপ্যাথি প্রকাশক যন্ত্র।

আমাদিগের ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল দাখিলা, রসিদ, লেবল প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরীতে অতি সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত।

## শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

**১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।**

**বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।**

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতি ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে" স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

| | | |
|---|---|---|
| ১ কৌটা বটিকার মূল্য | ... ... | ২ টাকা। |
| ঘৃত ৵০ পোয়া | ... ... ... | ৩ টাকা। |
| তৈল ।০ পোয়া | ... ... ... | ৪ টাকা। |

## জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ু দূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

| | | |
|---|---|---|
| এক শিশির মূল্য | ... ... | ১॥০ টাকা। |
| প্যাকিং ও ডাকমাশুল | ... | ৵০ আনা। |

## শিবাঘৃত।

(নপুংসক শৃগাল ক্বাথে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ু রোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

## রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির স্বল্প বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ তৈলে শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

| | | |
|---|---|---|
| এক পোয়ার মূল্য | ... ... | ৪ টাকা। |
| প্যাকিং ডাকমাশুল | ... ... | ৵০ আনা |

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃদ্ধওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।" ৬ ষ্ঠ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা। ১২৮৭ সাল ১২ ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮০ ২৪ এ মে। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৹, অসমর্থ পক্ষে বার্ষিক ৭ টাকা।

## সোমপ্রকাশ।

১২ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

### প্রহারনিষেধক আইনের আবশ্যকতা।

মফস্বলে ইউরোপীয়ের দারুণ প্রহারে সচরাচর এতদ্দেশীয়ের মৃত্যু হয়। ইহার নিবারণার্থ এইরূপ একটী আইন করা আবশ্যক যে কোন ইউরোপীয় এতদ্দেশীয়ের গায়ে হাত তুলিতে পারিবে না। যদি কোন ইউরোপীয় এ আইনের উল্লঙ্ঘন করে, অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহার গুরুতর অর্থদণ্ড করা হইবে। পাঠকগণের বিলক্ষণ স্মরণ আছে, আমরা গত বারে এই প্রস্তাব করিয়াছিলাম। পরে শুনিলাম আহম্মদাবাদের এক মুসলমান পদাঘাতে এক হিন্দু স্ত্রীলোকের প্রাণ সংহার করিয়াছে। অতএব আমরা এই প্রস্তাব দ্বারা আমাদের কৃত সেই অতীত প্রস্তাবের সংশোধন বাসনা করিয়াছি। কেবল ইউরোপীয়ের প্রহার-নিষেধ-বিষয়ক আইন হইলে চলিতেছে না। সাধারণ্যে প্রহারনিষেধক একটী আইন হওয়া উচিত।

কেহ কাহাকে প্রহার করিলে আদালতে অভিযোগ করিয়া তাহার দণ্ডবিধান করা যায় এইরূপ আইন আছে। কিন্তু প্রাণবধের নিবারণ বিষয়ে সে আইনটী পর্য্যাপ্ত হইতেছে না। কেহ প্রহার করিল, গাত্রে বেদনা হইল, অথবা শরীরের কোন স্থানে ক্ষত হইয়া রুধিরধারা নির্গত হইল, তুমি আদালতে অভিযোগ করিলে, বিচারপতি অপরাধীর দণ্ড করিলেন, তাহাতে তোমার গাত্রের বেদনার লাঘব হইল না এবং শরীরে যে ক্ষত হইয়াছিল, তাহাও বিশুষ্ক হইল না। ক্ষতের প্রতিকারার্থ ডাক্তারের আশ্রয় লইতে হইল, ব্যয় করিয়া ঔষধ সেবন করিতে হইল। আদালতে অভিযোগ করিয়া সে অংশে তুমি কোন ফল পাইলে না। তবে অপরাধীর দণ্ড হওয়াতে তোমার এই এক লাভ হইল, ক্রোধে ও অপমানে তোমার শিরায় শিরায় যে বিষের জ্বালা ধরিয়াছিল, শরীরচারী শোণিতস্রোত উৎপ্লুত বিপ্লুত হইতেছিল, মুখ চোখ ও নাসিকা হইতে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল, ব্রহ্মতল বিদীর্ণ হইয়া যে অগ্নিশিখা বাহির হইতেছিল, হস্ত পদ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অশ্বত্থপত্রের ন্যায় যে মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতেছিল, ললাটফলকে স্বেদবিন্দু মুক্তামালার ন্যায় যে বিরাজিত হইতেছিল; অপরাধীর দণ্ড হওয়াতে তাহার শান্তি হইল এবং বর্ষাকালীন পদ্মার আবর্ত্তের ন্যায় তোমার মনোমধ্যে যে মহান আবর্ত্ত হইতেছিল, তাহার নিবৃত্তি হইল এই মাত্র।

যে স্থলে অন্যকৃত প্রহারে শরীর অভগ্ন ও অবিনষ্ট থাকে, সেইখানকার এই ব্যবস্থা, কিন্তু যেখানে প্রহার প্রভাবে শরীরস্থ পঞ্চ ভূত পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, সেখানে বিচারালয়ের দণ্ড ব্যবস্থায় কোন প্রকার লাভেরই সম্ভাবনা নাই। সেই সেই হত্যাস্থলের দণ্ড ব্যবস্থার নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র আইন করা নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে।

এক জন নিদারুণ প্রহার করিয়া ইচ্ছামত আর এক জনের প্রাণহরণ করে; এ বড় ভয়ঙ্কর কথা। মানুষ যে ইচ্ছামত আর একজনের প্রাণ সংহার করিবে, ঈশ্বর কি মানুষকে সে ক্ষমতা দিয়াছেন? না, দেন নাই। তিনি যদি মানুষকে সে ক্ষমতা দিতেন, তিনি নিজ হস্তে সে ক্ষমতা রাখিতেন না। যিনি যত বড় উচ্চপদারূঢ় হউন; যিনি যত বড় দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী হউন; যিনি যত বড় বুদ্ধিমান হউন; যিনি যত বড় ঐশ্বর্য্যশালী হউন, অন্তে সকলেরই এক গতি। দরিদ্র ও দুঃখীরা যে রীতিতে জন্মগ্রহণ করে; যে রীতিতে তাহাদের যৌবন লাভ হয়; যে রীতিতে তাহাদের প্রৌঢ় দশা ও বৃদ্ধদশা উপস্থিত হয়; পরিশেষে তাহাদের যে রীতিতে মৃত্যুমুখ দর্শন হয়; উচ্চ পদারূঢ় ও ঐশ্বর্য্যবান ব্যক্তিরও জন্ম অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাকৃতিক বিধানের সেই রীতি। যে জুগুপ্সিত পদার্থে দরিদ্রের জন্ম, ঐশ্বর্য্যবানেরও সেই পদার্থে জন্ম হয়। মৃত্যুকালে দরিদ্রের যেমন হিমাঙ্গ নাড়ীক্ষয় দৃষ্টি ও বাক্যরোধ, চৈতন্য নাশ হয়, ঐশ্বর্য্যবানেরও অবিকল সেইগুলি হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান ও ধনবান বলিয়া কেহ ব্যাধি পাওয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না। ঈশ্বর যখন যাবতীয় মনুষ্যেরই জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যুর একবিধ নিয়ম করিয়াছেন। কেবল মনুষ্যের কেন, পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গাদি সাধারণের একবিধ প্রণালী সংস্থাপন করিয়াছেন, তখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, প্রমাণও হইতেছে, ঈশ্বর মনুষ্য সংহারের ক্ষমতা আর কাহারও হস্তে ন্যস্ত করেন নাই।

পাঠক এ স্থলে এই আপত্তি করিতে পারেন, যদি ঈশ্বর মানুষকে মনুষ্যবধ করিবার ক্ষমতা না দিতেন, তাহা হইলে রাজারা যুদ্ধস্থলে অসংখ্য মনুষ্য হত্যা করিতেন না এবং এরূপ প্রাণসংহার, প্রাণবধদণ্ডেরও বিধি করিতেন না। তাহার উত্তর এই, সেটী নির্বুদ্ধি গর্ব্বিত রাজগণের ঈশ্বরাধিকার হরণ ও অত্যাচারের ফল। ঈশ্বর মানুষকে ন্যায়ান্যায় বিবেক শক্তি দিয়াছেন, স্বপরদ্রব্য-বিভাগ-জ্ঞানও প্রদান করিয়াছেন। মানুষ যদি প্রণয়ে ও সৌহার্দ্দে নিজ নিজ অধিকার রক্ষা করে, পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ হয় না, যুদ্ধঘটনা হয় না, মনুষ্যহত্যাও হয় না।

কিন্তু যাঁহারা কেমন দুরাগ্রহ [illegible] রাকাঙ্ক্ষার পরবশ হইয়া [illegible] স্বার্থপর [illegible] কূট বুদ্ধির আশ্রয়, কেমন অকৃতজ্ঞ [illegible] অধিকার হরণ করিয়া বসে। ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কৃতঘ্নতার পরিচয় দেয় এবং তাঁহার অনভিপ্রেত কর্ম্ম করিয়া মহাপাপভাগী হয়! সহজে বৌদ্ধাত্রে কার্য্য করিয়া তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করিতে পারে না। তাহারেই জগতে মনুষ্যহন্তা বিচরণ করিতেছে।

রাজারা জগতে যে মনুষ্যবধ দণ্ড প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহাদের ঈশ্বরাধিকার-হারিতার পরিচয় হইতেছে। তাহাতে তাঁহাদের অক্ষমতা ও নবোদ্ভাবনশক্তি-বিধুরতা ও নির্ব্বুদ্ধিতারও পরিচয় হইতেছে। একজন এক জনের প্রাণবধ করিল, রাজা সেই প্রাণবধকারীর প্রাণবধ করিলেন। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে প্রাণবধ অংশে অপরাধী প্রাণবধকারী প্রজা ও তাহার দণ্ডকারী রাজা উভয়ের তুল্যতা হইল। ঈশ্বরের নিকটে উভয়েই মহাপরাধী হইলেন, উভয়েই তুল্য পাপী হইলেন। আমরা যে রাজগণের নির্ব্বুদ্ধিতার কথা কহিতেছিলাম, তাহার কারণ এই। তাঁহারা মনে করেন, মনুষ্যহন্তার প্রাণবধ দণ্ড করিলে জগতে মনুষ্যবধ নিবারিত হইবে। ইনি-হাদের সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র মনুষ্যবধ দণ্ড প্রচলিত দেখা যাইতেছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন দেশে মনুষ্যবধ নিবারিত হইয়াছে? মনুষ্যহন্তার দণ্ডবিধানের কি অন্য উপায় নাই? বধদণ্ডে যে ফল, অন্য উপায় অবলম্বনেও সেই ফল। অন্য উপায় অবলম্বন করিলে বরং অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে। নির্ব্বাসনদণ্ড যদি বধদণ্ডের প্রতিনিধি হয় অনেক অকৃষ্ট পতিত অনাবাদ স্থানের উদ্ধার হইতে পারে। বধদণ্ড যে কেমন বীভৎস, যাঁহারা স্বচক্ষে ঐ দণ্ড দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন। রাজগণের বধদণ্ডবিষয়ক ভ্রম আজও ব্যপোহিত হয় নাই, এই নিমিত্ত আজও বধদণ্ড প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। যখন ঐ ভ্রান্তি নিরাকৃত হইবে, তখন রাজগণ স্ব ইচ্ছায় বধদণ্ড পরিত্যাগ করিবেন। আমরা ইহার একটী প্রমাণ দিতেছি। পূর্ব্বে এই বধদণ্ডের বহুল প্রকারভেদ ছিল। কাহাকে হেঁটে কাঁটা ও উপরে মাটি দিয়া ভূগর্ভে নিহিত করা হইত; কাহাকে কুকুর দিয়া খাওয়ান হইত; কাহাকে করাত দিয়া বিদারণ করা হইত; কাহাকে শূলে দেওয়া হইত। আদালতের আশ্রয় লইয়া আর্য্য চারুদত্তের প্রাণবধোদ্যত মৃচ্ছকটিকের রাষ্ট্রীয় শ্যালক শকারের দোষ প্রমাণ হইলে শর্ব্বিলক ক্রুদ্ধ হইয়া কহিয়াছিলেন,

আকৃষ্য হ্য বধ্যেনং শ্বভিঃ সংখাদ্যতামযং।
শূলে বা তিষ্ঠতামেষ পাট্যতাং ক্রকচেন বা।

ইহাকে বন্ধন করিয়া টানিতে থাকুক, অথবা কুকুর দিয়া খাওয়ান হউক, কিম্বা শূলে দেওয়া হউক, অথবা করাত দিয়া বিদারণ করা হউক।

এই সকল দণ্ড এক্ষণে বীভৎস ও জুগুপ্সিত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। আবার এমন দিনও আসিবে, যখন মানুষের প্রাণবধ দণ্ড এইরূপ জুগুপ্সিত বলিয়া বোধ হইবে। তখন উহা পরিত্যক্ত হইবে সন্দেহ নাই। তখন আমাদের দয়ালু আর্য্য ঋষিগণের পবিত্র মুখ হইতে “মা হিংস্যাঃ সর্ব্বাভূতানি” এই যে মহোদার বাক্য নির্গত হইয়াছে, রাজগণ তাহার অনুসরণ করিবে। ফলতঃ যেসমস্ত দয়ালু সৎপুরুষ ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহারা দৃঢ়তররূপে জীবহিংসার পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

অতএব আমরা প্রবল ব্যক্তির নিদারুণ প্রহারে দুর্ব্বল ব্যক্তির প্রাণহত্যা নিবারণের উপায় স্বরূপ যে আইন করিবার প্রস্তাব করিলাম আমাদের সভ্যতম গবর্ণমেণ্ট তাহাতে উপেক্ষা করিবেন, আমাদের এমন বোধ হয় না। তাঁহারা ঐ বিষয়ে মনোনিবেশ করেন এবং আমাদের বাঞ্ছানুরূপ একটী আইন করিয়া ঐ বীভৎস কাণ্ডের নিবারণে যত্নবান্ হন, এই আমাদের শেষ প্রার্থনা।

---

## যদি গবর্ণর জেনরল রাখা হয় ইংলণ্ড হইতে পাঠান উচিত নয়।

সর আরস্কিন পেরি আফগান যুদ্ধ-সম্বন্ধে যে একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহাতে যদি বিশ্বাস করা যায় বিশ্বাস না করিবার কোন পথ দেখা যায় না, তিনি প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়া স্ববাক্য সমসমর্থন করিয়াছেন) তাহা হইলে লর্ড লিটনকে আফগান যুদ্ধের সর্ব্বময়কর্ত্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে হয়। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, এক জন নাট্য রচনা করেন, অন্য জন তাহার অভিনয় করিয়া থাকেন। কিন্তু আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে লার্ড লিটন নাট্যরচয়িতা ও অভিনেতা উভয় ধর্ম্মই গ্রহণ করিয়াছেন। ভাবে বুঝা যায়, প্রস্তাব লেখক পেরি সাহেবের এই কথা বলা অভিপ্রেত, আফগান-যুদ্ধ-সম্বন্ধে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের কোন দোষ নাই। যত দোষ লার্ড লিটনের। কারণ, তিনি সীমাবৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়া তাহাতে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের মত করিয়া লইয়াছিলেন। মিলেটরি সেক্রেটরি কর্ণেল কলি সাহেব আবার লার্ড লিটনের মত করেন।

পেরি সাহেব একজনকে দোষমুক্ত ও অপরকে দোষী করুন, আর অন্যেই সে চেষ্টা পাউন, কিন্তু আমাদের মতে সকলেই সমান দোষী। সত্য বটে লার্ড লিটন প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু লার্ড সালিসবরি বা ডিসরেলি যদি ঐ প্রস্তাবে অনুমোদন না করিতেন, প্রস্তাবটী কখনই কার্য্যে পরিণত হইত না। লার্ড লিটন মোহমন্ত্রবলে কি তাঁহাদিগকে মোহিত করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া লইলেন? তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না? যদি বুঝিতে না পারিয়া থাকেন; তাহা হইলে এই দুই প্রকার অনুমান করিতে হয়। হয়, তাঁহারা ভারতবর্ষের কার্য্য কিছুই দেখেন না, গবর্ণর জেনেরলের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করেন, তিনি যা করেন, তাই হয়, নতুবা তাঁহারা মৃণ্ময়মূর্ত্তি, উপরিস্থ পদে কেবল সাক্ষীগোপাল স্বরূপ আছেন। তাঁহারা এমন গুরুতর বিষয়ে কিরূপে অনায়াসে অনুমোদন করিলেন? তাঁহারা ইহার অনিষ্টকারিতার বিষয় একবারও চিন্তা করিলেন না? সীমা বাড়াইতে হইলে অস্লম উপত্যকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইবে। পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী যাবতীয় পার্ব্বত্য পথ অধিকার ব্যতিরেকে সে অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। পার্ব্বত্য পথ অধিকার করিতে গেলেই কাবুলের সহিত যুদ্ধ বাঁধিবার সম্ভাবনা। ঘটনাতে তাহাই ঘটিয়াছে। যাহাঁদের উপরে সকল বিষয়ের ভার, তাঁহারা যদি উচ্চস্থানে থাকিয়া এ সকল অনিষ্ট দেখিতে না পান, তাহা হইলে তাঁহাদিগের উচ্চ স্থানে আরোহণ করিবার ফল কি? বিশেষতঃ সীমাবৃদ্ধি প্রস্তাব নূতন প্রস্তাব নয়। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল ঐ প্রস্তাব হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব গবর্ণর জেনরলেরা ঐ সকল অনিষ্ট দেখিয়াই ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। অতএব যাহাঁরা বলেন, লার্ড লিটনই কাবুল যুদ্ধ বাঁধাইবার গুরুমহাশয়, তাঁহারা ভ্রান্ত। আমাদের সংস্কার এই, ইংলণ্ডে কাবুল যুদ্ধের পঞ্জর প্রস্তুত হইয়াছিল, দোমেটেও হইয়াছিল, লার্ড লিটন কেবল রঙ্গ দিয়াছেন।

গবর্ণর জেনেরল যত অনর্থের মূল, ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষের স্বতন্ত্র হইয়া কার্য্য-করিবার ক্ষমতা নাই, তাঁহারা গবর্ণর জেনেরলের মতেই চলেন, যদি এই সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে গবর্ণর জেনেরলের নিয়োগ বিষয়ে একটী বিশেষ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা এদেশীয়ের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী নন, তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল করা কর্ত্তব্য নয়। এদেশের প্রতি স্নেহ ও মমতাবান্ লোকের অন্বেষণ করিতে হইলে ইংলণ্ড হইতে গবর্ণর জেনেরল পাঠান উচিত হয় না। ভারতে ইংরেজ আধিপত্য আরম্ভ অবধি এপর্য্যন্ত ইংলণ্ড হইতে যত গবর্ণর জেনরল আসিয়াছেন, তাঁহাদের

অধিকাংশই ভারতের প্রতি দয়া মায়া-শূন্য হইয়া কাজ করিয়াছেন। লর্ড লিটন ঐ দলের প্রধান। ইঁনি ভারতের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন, সকল বিষয়েই ভারতের সহিত ইহাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্মিয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের ও দুঃখের বিষয় এই, ইহাঁ হইতে ভারতের একটীও হিত কার্য্য হয় নাই। লার্ড ডেলহাউসি যে এত দুরন্ত ছিলেন, তথাপি তিনি প্রকারান্তরে ভারতের হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। ভারতের রেলওয়ে তাঁহার কীর্ত্তি। এই সকল কারণে আমরা এই প্রস্তাব করিতেছি, যাহাঁরা ভারতে থাকিয়া দীর্ঘকাল রাজকার্য্য করিয়া রাজকার্য্যে সুশিক্ষিত ও এদেশীয়দের হিতব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তিকেই ভারতের গবর্ণর জেনরল করা কর্ত্তব্য। আমরা সকল বিষয়েই ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন রাজকর্ম্মচারীদিগের পূর্ব্বশিক্ষার ও অভিজ্ঞতালাভের বিধি দেখিতে পাইতেছি। যিনি সিবিল সর্ব্বেণ্ট পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এদেশে আইসেন, তাঁহাকে প্রথমে মাজিষ্ট্রেটের সহকারী হইয়া কার্য্য করিতে হয়। তাহার পর ক্রমে তিনি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চ ও উচ্চতর পদ লাভ করেন। অন্য অন্য বিষয়েরও এইরূপ ব্যবস্থা। কেবল গবর্ণর জেনরল নিয়োগের বিষয়ে এ বিধি নাই। এ বিধি নাই বলিয়াই আমরা অল্প গবর্ণর জেনরলকে ভারতহিতৈষী ও ভারতের প্রতি দয়াবান দেখিতে পাই। যদি এরূপ নিয়ম হয়, ভারতের যেসমস্ত রাজকর্ম্মচারী নিজ গুণে ও ভারতের প্রতি দয়াগুণে বিখ্যাত হইবেন এবং ক্রমে কমিশনর ও লেপ্টনণ্ট গবর্ণর প্রভৃতি উচ্চ পদ লাভ করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাছিয়া গবর্ণর জেনরল করা হইবে।

আমরা যে অনিষ্ট নিবারণের বাঞ্ছায় গবর্ণর জেনরল নিয়োগের উল্লিখিত প্রস্তাব করিলাম, ভারতে গবর্ণর জেনরল পদ রহিত করিলেও সে মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে। এখন আর আমরা ভারতের গবর্ণর জেনরল পদের উপযোগিতা আবশ্যকতা ও সার্থকতা দেখিতে পাই না। এখন যদি সকল প্রেসিডেন্সিতে এক একজন উপযুক্ত গবর্ণর প্রতিষ্ঠিত হন, তাহা হইলে কার্য্য চলিতে পারে। তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এককালে ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে স্ব বক্তব্য বিষয় সকল লিখিয়া পাঠাইবেন। ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে আদেশাদি দিবেন। গবর্ণর জেনরল পদ উঠিয়া গেলে অনেকগুলি উপকার লাভেরও সম্ভাবনা আছে। প্রথমতঃ অনেকগুলি টাকা বাঁচিয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ কার্য্য লাঘব হইবে। তৃতীয়তঃ লার্ড ডেলহাউসি ও লার্ড লিটন প্রভৃতির ন্যায় দুরাকাঙ্ক্ষা-পরবশ গবর্ণর জেনরল হইতে ভারতের যে মহা অনিষ্ট ও ইংরাজ জাতির যে কলঙ্ক হইল, তাহা আর হইবে না। লার্ড ডেলহাউসি অন্যায় বলপ্রয়োগপূর্ব্বক ঝান্সী বেরার প্রভৃতি এদেশীয় রাজার রাজ্য যে ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কি ইংরাজ জাতির কলঙ্ক হয় নাই? লার্ড লিটন কাবুলে অন্যায় যুদ্ধ উপস্থিত করিয়া একটী স্বাধীন দেশ উৎসন্ন করিলেন এবং অন্যায়রূপে ভারতকে যে ঋণদায়ের দায়ী করিলেন, এটী কি ইংরাজ জাতির কলঙ্কের বিষয় নয়?

ভারত যাহাঁদের চন্দ্র সূর্য্য বুধ বৃহস্পতি শুক্রাদি গ্রহের ন্যায় দূরবর্ত্তী, ভারতের সহিত অন্যাবচ্ছিন্নে যাহাঁদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, তাদৃশ সমসুখদুঃখতাহীন ব্যক্তিদিগকে ভারতের গবর্ণর জেনরল করিলে যে কি মহাদোষ হয়, তাহা অনেকেরই কার্য্য দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। যাহাঁরা তাদৃশ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের কাজ ভাল হয় না, তাদৃশ ব্যক্তিরও এদেশে আসা ভাল হয় না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কেবল যে ভারতের প্রতি নিঃস্নেহ ও নির্ম্মম, তাহা নয়। তাঁহারা রাজনীতি বিষয়েও নিষ্ণাত নন। রাজনীতি যে প্রকার দুরূহ বিষয়, দীর্ঘকাল আলোচনা না করিলে ইহাতে ব্যুৎপত্তি হয় না। রাজনীতিতে ব্যুৎপন্ন না হইয়া গবর্ণর জেনরলী করা নাপিত-পুত্রের ক্ষৌরকার্য্য শিক্ষার ন্যায় হইয়া উঠে। ইংলণ্ডে গবর্ণর জেনরল নিযুক্ত করিয়া পাঠাইবার আর একটী প্রধান দোষ এই, অনেকে দুরাকাঙ্ক্ষা শিরোদেশে বহন করিয়া আইসেন। উপস্থিত হইয়া তাহা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই চেষ্টায় অনেকে ধনে প্রাণে ও স্বাধীনতায় বঞ্চিত হয়। ভেকেরা প্রস্তরনিক্ষেপকারী বালকদিগকে যেমন বলিয়াছিল "তোমাদের ক্রীড়া আমাদের মৃত্যু" অনেককে সেই বাক্যের পুনরুক্তি করিতে হয়।

---

## নীলকরের অত্যাচার।

আমাদের যশোহরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, পুনরায় নীলকরের অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে, নীলকরেরা বলপূর্ব্বক প্রজার ক্ষেত্রে নীল বপন করিতেছে।

অত্যাচারের মূল উৎপাটিত হয় নাই। অতএব পুনরায় অত্যাচার সংবাদ শ্রবণ আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কতক গুলি জঙ্গলা গাছ আছে এক কালে তাহার মূল উৎপাটন না করিয়া যদি তাহার মস্তক ছেদন করা হয়, সে গাছ পুনরায় দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। তাহার শাখা প্রশাখা বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে। নীল ঘটিত অত্যাচারের মূল দুটী। এক প্রজার ক্ষেত্রে নীল বপন, দ্বিতীয় প্রজাকে নীলের দাদন দেওয়া। এ দুটীর অন্যথাচরণ হয় নাই। মধ্যে কেবল অত্যাচার-বৃক্ষের মধ্যস্থানে আঘাত করিয়া তাহার ছেদন করা হইয়াছিল। পুনরায় কালসহকারে সেই অত্যাচার-বৃক্ষ শাখা পল্লবাদি বিশিষ্ট হইয়া বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। নীলকরেরা প্রজার ধান্যাদি ক্ষেত্রে নীল বপন করিতে পারিবে না এবং প্রজাকে কোন রূপে দাদন গছাইতে পারিবে না, যাবৎ এ প্রকার স্পষ্ট আইন না হইবে, তাবৎ এ অত্যাচারের সম্পূর্ণরূপে নিবারণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

যিনি নীল অত্যাচারের প্রধান শত্রু, তিনি বঙ্গদেশের শীর্ষ স্থানে বিরাজমান। অতি দূরতর প্রদেশ হইতেও তিনি দৃশ্যমান হইতেছেন। তাদৃশ ব্যক্তির অধিকারে নীলকরেরা কিরূপে পুনরায় অত্যাচার করিতে সাহসী হইল এ বিষয়ে আমাদের বড় সংশয় জন্মিতেছে। ইহার অভ্যন্তরে কোন গূঢ় কাণ্ড থাকিতে পারে। অথবা সংশয় কি? স্বার্থ মানুষের হৃদয়কে মলিন করিয়া তুলে। নীলকরদিগের ত হৃদয়ের মলিনতা-কারক নীল সম্পর্ক আছে, যাহাদের সে সম্পর্ক নাই, অর্থ তাহাদের শুক্ল হৃদয়কেও নীলরঞ্জিত করিয়া তুলে। যাহা হউক, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা আমরা বলিলাম। পত্র প্রেরকের নিকটেও আমাদের কিছু বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। তিনি "নীলকরের অত্যাচার" এই শীর্ষক দিয়া পত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু এ শীর্ষক না দিয়া যদি "দেশীয় লোকের প্রতি দেশীয় লোকের অত্যাচার" এই শীর্ষক দিয়া পত্র লিখিতেন, তাহা অধিকতর সঙ্গত হইত। আমরাও, পত্রপ্রেরক ঠিক কথা লিখিয়াছেন বলিয়া অধিকতর আনন্দিত হইতাম। নীলকরেরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রজার প্রতি অত্যাচার করে না, নীলকরের নিয়োজিত দেশীয় কর্ম্মচারীরা ও লাঠীয়াল প্রভৃতি প্রজার প্রতি অত্যাচার করে? নীলকর ত একক, দেশীয় লোকেরা যদি তাহার সাহায্য না করে, নীলকর কি অত্যাচার করিব মনে করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে? নীলকর কি স্বহস্তে প্রজাকে প্রহার করে? দাদন দিবার নিমিত্ত নীলকর কি প্রজার বাটীতে ডাকিতে যায়? নীলকর কি স্বয়ং লাঙ্গল ঘাড়ে করিয়া প্রজার জমি চষিতে যায়? নীল

কর কি স্বয়ং দুর্ব্বল প্রজার বাটী লুণ্ঠন করিতে যায় ? দেশীয় লোকেরাই নীলকরের সহায় হইয়া এই সকল অন্যায় ও নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়া থাকে। যাহাদের এদেশে জন্ম, যাহাদের জন্মাবধি এদেশীয়ের সহিত সহবাস, যাহাদের এদেশীয়ের সহিত একবিধ ব্যবহার ও একবিধ ধর্ম্ম, তাহারাই যদি সামান্য অর্থের দাস হইয়া দয়া মায়া পরিত্যাগ করিয়া সোদরসম স্বদেশীয়ের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিতে পারিল, বিদেশীয় বিজাতীয় বিধর্ম্মী নীলকরেরা যে অত্যাচার করিবে, তাহা কি অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় ? নীলকরের স্বার্থের মহান্ অনুরোধ আছে। নীলকরের ভাল বাড়ী ভাল গাড়ী ও ভাল খানা চাই, তদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে নাচ গান প্রভৃতি নানা প্রকার বাবুগিরী চাই। এক নীল হইতে সে সমুদয়ের ব্যয় সংগ্রহ করিতে হইবে। সুতরাং তাহার অধিক লাভ চাই। প্রজার স্বচ্ছন্দ খুঁজিতে গেলে সে অংশলাভ তুচ্ছ হয়। প্রজা বাঁচিল বা মরিল, তাহা দেখা চলে না। কাজে কাজেই অন্ধ ও বধিরপ্রায় হইয়া কাজ করিতে হয়। যাহারা অন্ধ ও বধির হইয়া কাজ করে, তাহাদের হইতে ন্যায়সীমা রক্ষা হয় না, ন্যায়সীমা অতিক্রম করিয়া অধিক লাভ করিবার চেষ্টা পাইতে গেলে অত্যাচার আপনা হইতে হইয়া আইসে। নীলকরের বাটীর সম্মুখে যে মনোহর উদ্যান বিনির্ম্মিত হয়, তাহাতে যে নানাজাতীয় বৃক্ষ বিরোপিত হয়, তাহাতে এক একটু প্রজার শোণিত না দিলে তাহার বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

---

## প্রতিনিধি-শাসনপ্রণালী।

গত বুধবারের পূর্ব্ব বুধবার টাউনহলে ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভার সভ্যগণ একটী সভা করিয়াছিলেন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা বিষয়ে যে ক্ষমতা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, প্রস্তাবিত সভায় তিনি বিশেষরূপে তাহার পরিচয় দিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। সভার প্রধান প্রস্তাবিত বিষয় এই, কন্সরবেটীব দলের অধিকার কালে ভারতে যে সমস্ত অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহার প্রতীকার প্রার্থনায় পার্লামেণ্ট সভায় আবেদন করা। দ্বিতীয়, প্রতিনিধি-শাসন প্রণালীর প্রার্থনা করা। আমরা হিন্দুপেট্রিয়টের অতিরিক্ত পত্রে দেখিলাম ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভাও অনিষ্টপ্রতিকার প্রার্থনায় পার্লামেণ্ট-সভায় আবেদন করিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং দেশের সকল লোককে এ বিষয়ে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমরা উক্ত সভাদ্বয়ের এ প্রশংসনীয় চেষ্টা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বটে, কিন্তু আমরা যে প্রস্তাবে প্রবৃত্ত হইতেছি, যদি উক্ত সভাদ্বয় ও দেশের লোকেরা তৎসাধনবিষয়ে যত্নবান হন, আমরা অধিকতর সন্তোষ লাভ করিব, দেশেরও সমধিক কল্যাণ সাধিত হইবে। ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভা অনিষ্ট প্রতিকারপ্রার্থনা ও প্রতিনিধি-শাসনপ্রণালী প্রার্থনা যুগপৎ এই উভয় প্রার্থনা করিতেছেন। এরূপ প্রার্থনা না করিয়া সকলে মিলিয়া ভারতে কেবল একমাত্র প্রতিনিধি-শাসনপ্রণালী-প্রতিষ্ঠা প্রার্থনা করুন এবং তাহার হেতুবাদস্থলে কন্সরবেটীব দলের মন্ত্রিত্বকালে ভারতে যে সকল অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা প্রদর্শন করুন। ভারতে প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইলে উল্লিখিত যাবতীয় অনিষ্টের প্রতিকার সহজে হইয়া আসিবে। এই একমাত্র প্রার্থনা না করিয়া নানাবিধ প্রার্থনা করিলে এই হইবে, নূতন মন্ত্রিগণ কতক কতক প্রার্থনা পূরণ করিয়া আবেদনকারিদিগের মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা পাইবেন। কতক মনোরথ পূর্ণ হইলে আবেদনকারিদিগকে কাজে কাজেই নিরস্ত হইতে হইবে, তখন আর তাঁহারা অধিক জিদ করিতে পারিবেন না। লজ্জা হইবে। এরূপ মনে হইবে, উপকারীকে বারম্বার বিরক্ত করা কর্ত্তব্য নয়।

বোধ কর, এক ব্যক্তির সান্নিপাতিক বিকার হইয়াছে, নানা উপসর্গ উপস্থিত। দারুণ পিপাসায় বক্ষস্থল ফাটিয়া যাইতেছে, ওষ্ঠ তালু শুষ্ক, রসনা নীরস, তন্দ্রায় নয়নদ্বয় নিমীলিত, হস্তপদে জ্বালা, আন্তরিক দারুণ যন্ত্রণায় রোগী ছটফট করিতেছে। শয্যাতলে বিলুণ্ঠন করিতেছে। মুহুর্মুহুঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছে। এক একবার শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিতেছে। এক একবার উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা পাইতেছে। এরূপ স্থলে চিকিৎসক আসিয়া যদি তৃষ্ণাশান্তি, বা দাহনিবৃত্তির কোন ঔষধ দেন বা কোন মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করেন, সে চিকিৎসাপ্রণালী যেরূপ, উক্ত সভাদ্বয়ের অনিষ্ট প্রতিকার প্রার্থনা সেইরূপ হইয়াছে। চিকিৎসক যদি প্রকৃত সান্নিপাতিক রোগের চিকিৎসা না করিয়া কেবল উপসর্গ নিবারণের চেষ্টা করেন, তাহাতে তাঁহার কৃতার্থতা লাভ হয় না। সুচিকিৎসক বলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠালাভও হয় না। একটী উপসর্গের নিবারণ হইল, আর একটী উপসর্গ আর এক দিক দিয়া ফুটিয়া উঠিল। ভারতেরও ঐরূপ প্রকৃত রোগ প্রতিনিধি শাসনপ্রণালীর অভাব। যত দিন সে রোগের শান্তি করা না হইবে, তত দিন উপসর্গবৎ অনিষ্ট প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া সম্পূর্ণরূপে কৃতার্থতালাভের সম্ভাবনা নাই। একের মন্ত্রিত্ব কালে একটী অনিষ্টের প্রতিকার হইল, অপরের মন্ত্রিত্বকালে হয় ত আর এক প্রকার গুরুতর অনিষ্ট দর্শন দিল। কিন্তু প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে সর্ব্বপ্রকার আশঙ্কিত অনিষ্টের মূলে কুঠারাঘাত হইবার সম্ভাবনা। প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ ইষ্টলাভের যে সম্ভাবনা নাই, আমরা কয়েকটী উদাহরণ দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছি। ভারতের রাজস্ব একটী প্রধান অন্ধকার পূর্ণ বিষয়। এটী কখন যে কি আকার ধারণ করে, বাহিরের লোকের তাহা বুঝা দূরে থাকুক, যাঁহারা ঐ কাজে আছেন, তাঁহারাও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। বহুবার ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহার প্রতিকারের কোন উপায় হইল না। মধ্যে মধ্যে অনুসন্ধানার্থ এক একটী কমিটী বসে বটে কিন্তু সেই সেই কমিটীর উপবেশন ও আড়ম্বরমাত্র সার, কাজে কিছু হয় না। প্রতিনিধি শাসনপ্রণালীরূপ ঔষধ প্রয়োগ ব্যতিরেকে, এ রোগের কি শান্তির সম্ভাবনা আছে ? আমাদিগের প্রস্তাবিত শাসনপ্রণালী হইলে তন্ন তন্ন করিয়া রাজস্ব বিষয়ের অনুসন্ধান হইবে। যে যে স্থানে দোষ আছে, তাহার সংশোধন হইবে। একটী বিশুদ্ধ ও পরিপুষ্ট রাজস্বপ্রণালী সংস্থাপিত হইবে। এখনকার মত তখন আর হাঁচো করিয়া বেড়াইতে হইবে না। এখন সমুদয়ই গোলযোগে পূর্ণ ও অন্ধতমসে আচ্ছন্ন। এখন দুই এক লক্ষ টাকা কেহ নিজ ব্যয়ে বিনিয়োজিত করিলে অপরে জানিতে পারে না। কেহ দুই এক লক্ষ টাকা নিজ ঘর হইতে আনিয়া সাধারণ ধনাগারে ঢালিয়া দিলেও অপরে জানিতে পারে না। রাজস্বের এটী বড় শোচনীয় অবস্থা। প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী হইলে এ অবস্থা সংশোধিত হইবে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়, সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার্থীর বয়স কম করিয়া দেওয়াতে এদেশীয়েরা সিবিল সর্ব্বাণ্ট হইতে পারিতেছে না বলিয়া তোমরা চীৎকার আরম্ভ করিলে, বিড়ম্বনাময় দেশীয় সিবিল সর্ব্বিসের সৃষ্টি করিয়া তোমাদের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল ! কিন্তু প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী হইলে, এ প্রকার বিড়ম্বনাময় কপট নাটকের অবতারণা হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

তৃতীয়, অস্ত্রবিষয়ক ও মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন করিয়া পক্ষপাতিতার একশেষ করা হইল। তোমরা গোলযোগ করিলে, কেহই তোমাদিগের কথায় কর্ণপাত বা উত্তর দান করিল না। তোমরা বর্ষাকালের ভেকের ন্যায় আপনারাই চীৎকার করিলে আপনারাই আবার নীরব হইলে। প্রতিনিধি শাসন প্রণালী হইলে কি এরূপ অন্যায় ও অবিচার হইবার কথা ? তখন আপনাদিগের অধিকারের কথাই বল,

আর কোন নূতন স্বত্বের কথাই বল, সকলই শোভা পাইবে। তখন, আর অরণ্যে রোদন হইবে না। তখন আর তোমাদের প্রার্থনাবাক্য কাপুরুষের কটূক্তিপূর্ণ বহ্বাস্ফোট তুল্য বিফল হইবে না।

উপসংহারে আমরা পুনরায় অনুরোধ করিতেছি উক্ত সভাদ্বয় মিলিত হউন, দেশের সকল লোককে সঙ্গে করিয়া লউন, কোমর বাঁধুন, লিবারল পার্লামেণ্ট সভার নিকটে কেবল ঐ এক বিষয়ের প্রার্থনা করুন, অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন। লিবারল দল উন্নতিপ্রিয়, লিবারল শব্দের অর্থ উদার। ঐ দল উন্নতিবিষয়ক প্রস্তাবের অনুমোদন ও আপনাদিগের ঔদার্য্যের পরিচয় দান করিয়া স্বনামের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। যাঁহারা সুজন ও উন্নতিপ্রিয়, তাঁহারা উন্নতিবিষয়ক প্রস্তাব শুনিয়া দীর্ঘকাল মুখমুদ্রণ করিয়া থাকিতে পারেন না। অধ্যবসায় প্রায় বিফল হয় না। আবেদনকারীরা অধ্যবসায়বান্‌ হইয়া যদি সংকল্পিত বিষয় সাধনের দৃঢ়তর চেষ্টা পান, অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন।

---

## কাবুল পরিত্যাগের উদ্যোগ।

কনসরবেটীব দলের লীলাখেলা ইংলণ্ডে ত শেষ হইয়াছে, তাঁহারা মন্ত্রিত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। কাবুল যে তাঁহাদের একটী প্রধান লীলাখেলার স্থান হইয়াছিল, এখানকার লীলাখেলাও বোধ হয় শেষ হইয়া আসিল। বর্ত্তমান ষ্টেট সেক্রেটারি লড হার্টিংটন বক্তৃতাকালে প্রসঙ্গসঙ্গতিক্রমে কহিয়াছিলেন, কাবুল পরিত্যাগের সুযোগ উপস্থিত হইলে লিবারল দল কাবুলের যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবেন। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে, ইংরাজেরা কাবুলে ইংরাজ সৈন্যগণের নিবাস ও রক্ষার্থ যে সমস্ত দুর্গ ও গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা ভগ্ন করিতে কত ব্যয় হইবে, তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ইঞ্জিনিয়রদিগের উপরে আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং রাস্তা আর প্রস্তুত করা না হয়, এই আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট অনুমান হইতেছে, কাবুলযুদ্ধ ও কাবুল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসা নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের অভিমত। তাঁহারা যে অবিলম্বে কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিবেন বোধ হয় ইহাই তাহার উপক্রম।

আমরা অনেকের অনেক প্রকার লীলাখেলা দেখিয়াছি ও দেখিতেছি। কিন্তু কনসরবেটীব মন্ত্রিদলের লীলাখেলার ন্যায় এমন অদ্ভুত নিষ্প্রয়োজন নিষ্ফল অনিষ্টকর লীলাখেলা কখন দেখি নাই। আর যে দেখিব সে সম্ভাবনাও নাই। কৃষ্ণ পূতনা বধ করিলেন, কালীয় দমন করিলেন, গিরি গোবর্দ্ধন তুলিয়া ধরিলেন, সে সকলের এক একটী মহান উদ্দেশ্য ছিল। জগতের উপকারই সেই উদ্দেশ্য। খ্রীষ্ট অনেক লীলাখেলা করিয়াছেন। শয়তানে তাঁহাকে পর্ব্বতে লইয়া গেল। তিনি স্পর্শ করিয়া কুষ্ঠ প্রভৃতি মহাব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে মুক্ত করিলেন। এক একখানি রুটী ও এক একটী মৎস্য দ্বারা বহুসংখ্য লোককে আহার করাইলেন। তিনি এই প্রকার অনেক লীলাখেলা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহা হইতে জগতের ভূরি উপকার হইয়াছে। সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে জগৎ উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াছে। কিন্তু ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণের কাবুলের লীলাখেলায় আমরা এ প্রকার কোন উপকার দেখিতে পাই না, কেবল অনিষ্ট। অসংখ্য লোকের প্রাণনাশ ধননাশ ও মাননাশ হইল। আমাদের কাবুলের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। যদি কিছু সম্পর্ক থাকে, সে কেবল কাবুলের মেওয়া, আঙ্গুর, বাদাম, পেস্তা, ও কিসমিসের সঙ্গে সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরাও কাবুলের সঙ্গে সঙ্গে ঘোর বিপদাপন্ন হইলাম। দুই একটী লোকের খেয়াল চরিতার্থ করা ভিন্ন ত আর আমরা কাবুল যুদ্ধের কোন ফল দেখিতে পাইতেছি না। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ এই ভৌতিক কাণ্ড উপস্থিত করিয়া কি আপনাদিগের ক্ষমতা দেখাইলেন? "আমরা না মনে করি তাই করিতে পারি" জগৎকে কি এই প্রভুশক্তি প্রদর্শন করিয়া মোহিত করিলেন? কাবুলে যে কাজ হইয়া গেল, বাতুলেও এমন কাজ করে না। না আছে যুদ্ধের প্রয়োজন, না আছে যুদ্ধের প্রতিপাদ্য, না আছে সামঞ্জস্য সম্বন্ধ।

এ সম্বন্ধে আমাদের দুটী বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। কাবুলকে কি অবস্থায় রাখিয়া আসা হইবে? যদি কাবুলরক্ষার সুব্যবস্থা না করিয়া আসা হয়, সেটী ভদ্রতার একান্ত বিরুদ্ধ কার্য্য হইবে। কাবুলের যে প্রকার দুর্দ্দশা ঘটান হইয়াছে, এখন তাহাদের যে প্রকার অশরণ অবস্থা ঘটিয়া উঠিয়াছে, এখন যদি তাহাদিগকে অমনি ছাড়িয়া আসা হয়, তাহারা এখন যে বিপদসাগরে পতিত হইয়া আছে, তাহার অপেক্ষা শতগুণ অধিকতর বিপদে পড়িবে। তাহারা সিংহ, ব্যাঘ্র ও শৃগাল কুক্কুরাদির ন্যায় পরস্পরকে পরস্পর দংশন করিবে এবং পরস্পরকে পরস্পর ক্ষত বিক্ষত করিবে এবং দুর্ব্বলেরা অনাথ ও অসহায় হইয়া বিপদ্যমান হইবে। উদারাশয় লিবারল দল কি ইহা দেখিতে পারিবেন? এ কথা ভাবিলেও যে শরীর রোমাঞ্চিত ও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। লিবারল দল কাবুল ছাড়িয়া আসিবেন, যদি এই সংকল্প করিয়া থাকেন, সেটী তাঁহাদের নামের অপলাপ হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কাবুলীদিগের রক্ষার সদুপায় করিয়া আপনাদের নামের অনুরূপ কার্য্য করিয়া আসা উচিত।

দ্বিতীয়, কাবুলের সিংহাসনে কাহাকে অধিরোহিত করা হইবে? পূর্ব্ব আমীরের পরিবারস্থ দুই ব্যক্তিকে আমরা সিংহাসনযোগ্য দেখিতেছি। এক, ভূতপূর্ব্ব আমীর সিয়র আলীর পুত্র ইয়াকুব খাঁ; দ্বিতীয়, আবদল রহমান। হতভাগ্য ইয়াকুবের অদৃষ্টে চিরকালই বন্দীদশাতেই গেল। কাবুলবাসীরা যদি তাঁহার প্রতি অনুরক্ত থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকেই পদস্থ করা উচিত। যদি বল, তিনি ইংরাজের সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই, তাঁহার সে দোষ ধর্ত্তব্য নয়। যদি কাবুলের সমুদয় বিষয়েরই পরিবর্ত্ত হইল, যদি কাবুল যুদ্ধটী যদি বিড়ম্বনাময় হইল, যদি যুদ্ধের প্রয়োজন ও প্রতিপাদ্য অকিঞ্চিৎকর হইল, হতভাগ্য ইয়াকুবের অপরাধটী কি কেবল কিঞ্চিৎকর বলিয়া পরিগণিত হইবে? তাহা হইলে ত লিবারল দলের লিবারলত্ব থাকে না। যথার্থ উত্তরাধিকারিকে বঞ্চিত করা কি ঔদার্য্যের কার্য্য? ইনি রাজ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী, ইনি ইংরাজের সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই বলিয়া ইহাঁকে বঞ্চিত করিলে অন্যায় কাজ হইবে।

কান্দাহার প্রভৃতি যে যে প্রদেশগুলি কাবুল হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, তাহাদের কি গতি হইবে? আমাদের বিবেচনায় এগুলি কাবুলের সহিত সংযোজিত করিয়া কাবুল পূর্ব্বে যেমন ছিল, তেমনি একটী অখণ্ড রাজ্য করিয়া দেওয়া উচিত।

---

## বিলাতী কাপড়।

১২৮৫ সালে বিলাত হইতে ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ সতর কোটী টাকার বস্ত্র আনীত হয়। ইহার মধ্যে আট কোটী আটত্রিশ লক্ষ টাকার কাপড় কলিকাতায় আইসে। ভারতবর্ষের অন্যান্য বন্দর হইতেও জাহাজে কলিকাতায় প্রায় চারি লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকার কাপড় আসিয়াছিল।

কলিকাতা হইতে প্রায় তের কোটী তেষট্টি লক্ষ টাকা মূল্যের কাপড় বাঙ্গালা দেশ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে নীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বাঙ্গালায় চারি কোটী, বেহারে তিন কোটী চৌষট্টি লক্ষ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দুই কোটী বিরনব্বই লক্ষ, পঞ্জাবে এক কোটী ছেষট্টি লক্ষ, আসামে তিরাশি লক্ষ, রাজপুতানায় চৌদ্দ লক্ষ, মধ্য ভারতবর্ষে সাত লক্ষ, ছোটনাগপুরে তের লক্ষ, বোম্বাইয়ে তিন লক্ষ, এবং চট্টগ্রাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি ভারত-

বদীয় বন্দর সমূহে প্রায় ষাট লক্ষ টাকার কাপড় নীত হইয়াছে।

এস্থলে পাঠকগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কলিকাতায় বস্ত্র প্রস্তুত হয় না। যে কাপড় বিলাত হইতে কলিকাতায় আসিয়াছে, তাহাই আবার কলিকাতা হইতে স্থানান্তরে নীত হইয়াছে। আসিবার সময়ে আট কোটী বিয়াল্লিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের কাপড় আসিল, কিন্তু যাইবার সময়ে তের কোটী তেষট্টি লক্ষ টাকা মূল্যের কাপড় গেল। এই বাড়তী পাঁচ কোটী একুশ লক্ষ টাকা মূল্যের কিরূপে সংঘটন হইল? তাহার উত্তর এই যে, কলিকাতায় যে মূল্যে বস্ত্রাদি আনীত হয়, কলিকাতার বাহিরে যাইবার সময়ে তাহার মূল্য বণিকদিগের লাভ ও মাশুল প্রভৃতিতে শতকরা প্রায় পঁচিশ টাকা বৃদ্ধি হয়। সুতরাং কলিকাতায় আট কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্র আমদানী হইলে কলিকাতা হইতে বাহিরে যাইবার সময়ে তাহার মূল্য দশ কোটী বাহান্ন লক্ষ টাকা হইয়া উঠে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বাউড়িয়ার কাপড়ের কলে প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকার কাপড় প্রস্তুত হয়। উপরে যে লেখা হইয়াছে এদেশের নানা বন্দর হইতে কলিকাতায় ৪ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকার কাপড় আইসে, তদ্ভিন্ন বোম্বাই হইতেও প্রায় একত্রিশ লক্ষ টাকার কাপড় আসিয়াছিল। ১২৮৩। ৮৪ সালে ইংলণ্ডে বস্ত্রের ব্যবসায় অত্যন্ত মন্দ হয়। এই জন্য ঐ দুই বৎসরে প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রায় দুই কোটী টাকার কাপড় আসিয়া কলিকাতার গুদাম পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ১২৮৫ সালে তাহার অধিকাংশ বিক্রীত হইয়াছে।

১২৮৫ সালের গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে দৃষ্ট হইল, যে সকল জেলার লোক পূর্ব্ব ভারত রেলওয়ের যোগে কলিকাতা হইতে বস্ত্র প্রাপ্ত হয়, তাহারা সম্বৎসরে প্রত্যেকে ১।০ মূল্যের কাপড় ক্রয় করে। পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের যোগে যাহারা বস্ত্র পায়, তাহাদের প্রত্যেকের ১।৵২ মূল্য লাগে। কিন্তু বেহারবাসিরা প্রত্যেকে বৎসরে প্রায় এক টাকা বার আনার কাপড় ক্রয় করে। উহারা অপেক্ষাকৃত শীতপ্রধান দেশে বাস করে বলিয়া বোধ হয় উহাদিগকে অধিক পরিমাণে বস্ত্র ক্রয় করিতে হয়।

এস্থলে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, একজন লোকের সম্বৎসরে অন্ততঃ চারিখানি ধুতি, একখানি চাদর এবং দুই তিন খানি গামছা ভিন্ন চলে না, এ সমুদয়ে অন্যূন আড়াই টাকা লাগে। কিন্তু বিলাত হইতে আমরা প্রত্যেকে গড়ে পাঁচ সিকার অধিক কাপড় পাই না। অবশিষ্ট কাপড় কোথা হইতে আইসে? ইহাতে এই অনুমান হয়, এদেশে অন্ততঃ আর দশ কোটী টাকার কাপড় সংগ্রহ হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে দেশীয় বস্ত্র ব্যবসায়ের কোন প্রসঙ্গই প্রায় থাকে না। প্রতি হাটে প্রতি সপ্তাহে দুইবার করিয়া যে কত টাকার কাপড় বিক্রয় হয়, তাহার একটী রেজেষ্টরী থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সে রেজেষ্টারি নিয়ম না করিলে, আমরা বস্ত্রের জন্য কেবল মাঞ্চেষ্টরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকি বলিয়া সাধারণ্যে যে একটী ভ্রম আছে, তাহা দূরীভূত হইবে না এবং দেশীয় বস্ত্র ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন কল্পেও লোকের দৃষ্টি পড়িবে না। আমাদের সংস্কার এই, ভারতবর্ষের নানা স্থানে আজিও অনেক পরিমাণে বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমরা ঢাকা, শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের সূক্ষ্মবস্ত্রব্যবসায়ীদিগের কথা বলিতেছি না। অদ্যাপি কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান ভিন্ন অনেক স্থানে তন্তুবায়দিগের ব্যবসায় চলিতেছে। অযোধ্যার একজন কমিশনর লিখিয়াছেন যে উক্ত প্রদেশের পূর্ব্ব অংশে সহস্র সহস্র তাঁত চলিতেছে। আমাদিগের দেশীয় দরিদ্র তাঁতিরা যে অগাধ ধনশালী মাঞ্চেষ্টর বণিকদিগের সহিত যুঝিয়া উঠিতেছে, ইহা তাহাদিগের অল্প গৌরবের বিষয় নহে। আমাদিগের দেশীয় ধনবানেরা যদি এই সময়ে উহাদিগের সহায়তায় প্রবৃত্ত হন, অথবা উহাদিগের সহিত মিলিয়া বিস্তারিতরূপে কার্য্য চালাইতে থাকেন, তাহা হইলে ভারতের একটী উন্নতি দ্বার বিবৃত হয় সন্দেহ নাই।

১২৮৬ সালে ভারতবর্ষ হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ১১১৫০০০০০ টাকার তুলা বিদেশে নীত হইয়াছে এবং ১৬৭১০০০০০ টাকার কাপড় বিদেশ হইতে আনীত হইয়াছে। তুলা ও কাপড় উভয়ের ওজন এবং মূল্য ধরিলে যত তুলা গিয়াছে, তত কাপড় আইসে নাই। আমরা যদি নিজে নিজ দেশে এই বস্ত্রের ব্যবসায় চালাই, এই তুলার কাপড় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত অধ্যবসায়বান্ হই, দরিদ্র তাঁতিদিগের বস্ত্রবয়ন শিক্ষার্থ বড় বড় কারখানা খুলি, রীতিমত শ্রমবিভাগ ব্যবস্থাকরি, সুপ্রণালীতে তাহার পরিদর্শনকার্য্য সম্পন্ন করি; তাহা হইলে কেবল হাতে তাঁত বুনিয়া আমরা ম্যাঞ্চেষ্টরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া জয় লাভ করিতে পারি বোধ হয়। আর যদি আমরা কল আনাইয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিতে শিখি এবং যদি স্বদেশোৎপন্ন সমস্ত তুলার কাপড় প্রস্তুত করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোকের বস্ত্র সংস্থান করিয়া দিতে পারি। বিশেষতঃ মাঞ্চেষ্টর একণে আমাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। তত্রত্য বণিকগণ কাপড়ে এত পাট মিশাইতেছে যে, যে দরে আমরা কাপড় কিনিয়া থাকি, উহার রীতিমত মূল্য তাহার অর্দ্ধেক হওয়াও উচিত হয় না। মাঞ্চেষ্টরের বণিকগণ দেখিতেছেন, আমরা অনন্যগতি। তাঁহাদের ভিন্ন আমাদের গতি নাই। আমরা হস্ত-পদ-হীন অসার অপদার্থের ন্যায় তাঁহাদের উপরে নির্ভর করিয়া আছি। সুতরাং তাঁহাদের স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে। তাঁহারা যা মনে করিতেছেন, তাই করিতেছেন। তাঁহারা যদি কেবল পাট মিশাইয়া ক্ষান্ত থাকেন, তাহা হইলে ত তাঁহারা বাপের ঠাকুর। কবে খড় ও কেশে মিশান, বলা যায় না। ক্ষমতাহীন কাপুরুষকে সকলেই চাপিয়া ধরে। পাট মিশান রোগটী কেবল মাঞ্চেষ্টরের নয়, শুনিতেছি বোম্বাইয়েরও নাকি ভেজাল দেওয়া রোগ ধরিয়াছে। আমাদের দেশীয় বস্ত্রে একটুও ভেজাল নাই, অথচ উহার মূল্য কলজাত বস্ত্রের মূল্যের অপেক্ষা চারি আনার অধিক নহে। আমরা কৃতবিদ্য উৎসাহশীল, উদ্যমশীল যুবকগণকে দেশীয় বস্ত্র ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিতেছি। যদি তাঁহারা স্বীয় অধ্যবসায় বলে এদেশে প্রচুর পরিমাণে অকৃত্রিম বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দেশীয় বস্ত্রের মূল্য আর কিছু কমাইতে পারেন, তাহা হইলে, মানুষের বুদ্ধি ত আছে, পাট মিশ্রিত কাপড় কেহ কিনিতে যাইবে কেন?

আমরা সময়ে সময়ে এই বাতুলপ্রায় প্রস্তাব শুনিতে পাই, যুবকেরা উপহাসকর প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন, তাঁহারা মাঞ্চেষ্টরের বস্ত্র আর পরিধান করিবেন না। এরূপ অলীক দেশহিতৈষিতায় দেশের অপকার ভিন্ন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাঁহারা যদি যথার্থ দেশের হিতসাধন ব্রতে ব্রতী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে মাঞ্চেষ্টরের দোষসকল লোকের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিউন এবং নিজে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে যাহাতে দেশীয় বস্ত্র অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করুন।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, আমরা বাউড়িয়া কলে প্রায় বিশ লক্ষ টাকার বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। কিন্তু আমাদের অনুরোধ এই, তাঁহারা যেন মাঞ্চেষ্টর ও বোম্বাইর পথাবলম্বী হইয়া পাট মিশাতে আরম্ভ না করেন। তাহা না করিলে কেবল যে তাঁহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তি ও সেই সঙ্গে লাভ হইবে এরূপ নয়, তাঁহাদের দ্বারা পৃথিবীর একটী মহৎ উপকার সাধিত হইবে। দশ জন প্রতারকের মধ্যে যদি দুই জন সাধু থাকে, তাহা হইলেও ভরসা করা যায়, যে

কালে প্রতারকদিগেরও চরিত্র সংশোধিত হইয়া আসিবে।

---

## মিউনিসিপালিটী।

১৮৭৬ অব্দে যে মিউনিসিপাল আইনটী করা হয়, তাহার তুল্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আইন ভারতবর্ষীয় কোন ব্যবস্থাপক সভা হইতে কখন হইয়াছে কি না সন্দেহস্থল। মিল প্রভৃতি গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ স্থানীয় শাসন সম্বন্ধে যে সকল উন্নত নীতির আবিষ্ক্রিয়া করিয়া গিয়াছেন, উহাতে সে সমস্তই সন্নিবেশিত আছে। মিল বলেন, স্থানীয় শাসন কার্য্য নির্ব্বাহার্থে যে সকল ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হন, তাঁহারা প্রায়ই গ্রামবাসী লোক। তাঁহাদের স্থানীয় কার্য্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকিলেও উচ্চতর রাজনীতি বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। অতএব তাঁহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি শিক্ষিত কর্ম্মচারিকে স্থানীয় শাসন সভায় স্থান দেওয়া আবশ্যক। আমাদিগের মিউনিসিপাল আইনেও রাজ-কর্ম্মচারিদিগের মধ্য হইতে এক চতুর্থাংশ সভ্য মনোনীত করিবার বিধি আছে। মিলের মতে স্থানীয় সভায় নির্ব্বাচন প্রণালী প্রচলিত করা আবশ্যক। মিউনিসিপাল আইনেও বিধি আছে, যদি কোন মিউনিসিপালিটী লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকটে আবেদন করেন, তাঁহারা নির্ব্বাচন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। ঐ আইনে এ বিধিও আছে, কমিশনরেরা স্বাধীন ভাবে স্ব স্ব মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেন এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকটে পত্র লিখিতে পারিবেন। আইনে বিধি আছে স্থানীয় করে যে কিছু লাভ হয়, মিউনিসিপালিটীই তাহার এক মাত্র অধিকারী। এই জন্যই আমরা বলিতেছিলাম যে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আইন অতি অল্প আছে।

কিন্তু একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই, মফস্বলের অধিকাংশ মিউনিসিপালিটীর অবস্থা অতি শোচনীয়। গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য সম্পাদন করা হইবে বলিয়া প্রতিবৎসর রাশি রাশি টাকা কররূপে লোকের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হয়, কিন্তু টাকা কোথায় যায়, তাহার কিছুই ঠিকানা হয় না। অনেক স্থলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংস্থান নাই, রাস্তা ঘাটও তদ্রূপ, লাভের মধ্যে এই যে মিউনিসিপালিটী হইবার পূর্ব্বে পথে ধূলা কম ছিল, এখন অধিক হইয়াছে। পূর্ব্বে রাস্তা নিম্ন ছিল, নিম্ন দিক দিয়া জল চলিয়া যাইত, এখন রাস্তা উচ্চ হইয়া জলের পথগুলি বন্ধ হইয়াছে। তন্নিবন্ধন অনেক স্থান অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। লোকে মনে করেন, আইন ভাল হইলেই সব ভাল হয়। কিন্তু আমাদের মিউনিসিপাল আইন ভাল হইয়াও মিউনিসিপালিটীর অবস্থা ভাল হয় না কেন?

প্রধান কারণ এই যে ম্যাজিষ্ট্রেট সভাপতি এবং আইন অনুসারে তিনি কমিশনরদের অমতে কার্য্য করিতে পারেন। শুভ উদ্দেশে এ নিয়ম করা হইয়াছে সন্দেহ নাই। কারণ, অনেক সময়ে অনভিজ্ঞ কমিশনরদের অমতে কার্য্য করা আবশ্যক হইয়া উঠে। যেখানে পাঁচ জনের হাতে কাজ, সেই খানেই সভাপতিকে এই প্রকার ক্ষমতা দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার সাক্ষী গবর্ণর জেনেরলের মন্ত্রিসভা। কিন্তু অনেক স্থলে এই শুভ বিধি অশুভ ফলোৎপাদক হয়। ম্যাজিষ্ট্রেটেরা সচরাচর স্বহস্তে অধিক ক্ষমতা রাখিতে ভাল বাসেন। তাঁহারা অধিকাংশ সময়ে কমিশনরদের অমতে কার্য্য করিয়া থাকেন; প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত না থাকিলে সভা হয় না। আমাদের মতে এ নিয়ম রহিত করিয়া স্থানীয় কোন কার্য্যদক্ষ উপযুক্ত সভ্যকে সভাপতির আসন দেওয়া উচিত এবং কতকগুলি করিয়া মিউনিসিপালিটীর কার্য্য প্রণালী পরিদর্শনার্থ এক একজন ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। ম্যাজিষ্ট্রেট নিকটে না থাকিলে সভ্যগণ অনেক সময়ে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারেন।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীতেও গবর্ণমেণ্ট নিয়োজিত সভাপতির সহিত সভ্যদিগের বিবাদে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া থাকে। যখন কলিকাতাতেই এরূপ কাণ্ড হয়, তখন মফস্বলে যে কিরূপ হয়, তাহা অনুমান করিয়া লওয়া কঠিন হইতেছে না। যে কিছু টাকা আদায় হয়, তাহার অর্দ্ধেক, তিন পঞ্চমাংশ বা দুই তৃতীয়াংশ পর্য্যন্তও বিভাগস্থ কমিশনর সাহেব পুলিষের উদরে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের ভয়ে সভ্যেরা প্রতিবাদ করিতে পারেন না, করিলে কেহ শুনে না। লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকটে আবেদন করিলেও কিছু হয় না। গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যকর কার্য্যের অনুষ্ঠান রহিত করিয়া পুলিষে যে এত টাকা কেন দেওয়া হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এ কাযটী কি অন্যায় নয়? যখন মিউনিসিপালিটী ছিল না, তখন ত গ্রামবাসিদিগের দত্ত অর্থে পুলিষ প্রতিপালিত হইত। সে টাকা এখন কোথায় গেল? দেশের শান্তি রক্ষা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। গবর্ণমেণ্ট তাহার জন্য নানা প্রকার কর লইতেছেন। স্থানীয় সভ্যেরা না হয় গবর্ণমেণ্টের কিছু আনুকূল্য করুন, তাঁহারা পুলিষের সমস্ত ব্যয় ভার কেন বহন করিবেন, তাহার যুক্তি বুঝিতে পারা কঠিন। আর যদিই তাঁহাদিগকে ব্যয়ভার বহন করিতে হয়, স্থানীয় পুলিষের অধ্যক্ষতা ভারও তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। বিভাগস্থ কমিশনরের হস্তে কেন? ব্রিটিশ প্রতাপে এক্ষণে চৌর্য্যাদির উৎপাত অল্প হইয়াছে। যথা সময়ে ইউরোপে রাজার ক্ষমতা সঙ্কুচিত হইয়াছিল, তিনি দেশ শাসন করিয়া উঠিতে পারিতেন না। চর্দ্দুত্ত লর্ডেরা গ্রামবাসিদিগের উপর অত্যাচার করিত। এই কারণে গ্রাম রক্ষার ভার গ্রামবাসিদিগের হস্তেই অর্পিত হয়। তাহাতে রক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। এখন সুরক্ষিত দস্যুভয়-বিরহিত শান্তিপ্রদ বঙ্গদেশে সেই রক্ষাকার্য্য গ্রামবাসিদিগের দ্বারা সম্পাদিত না হইবে কেন?

আইনে যে সকল স্থানীয় আয়ের উপরে মিউনিসিপালিটির ক্ষমতা ও অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে পার ঘাটের টাকা, খোঁয়াড়ের টাকা, গাড়ি রেজিষ্টরীর টাকা ও টোল গেটের টাকা প্রধান। কিন্তু খোঁয়াড়ের টাকা প্রায় কোন মিউনিসিপালিটী পান না। শুনিয়াছি উহা নাকি ইম্পিরিয়াল ফণ্ডে জমা হয়। যদি ইম্পিরিয়াল ফণ্ডেই জমা হইল তবে মিউনিসিপালিটীকে এ টাকার অধিকারী করিবার অর্থ কি? পার ঘাটের টাকাও অনেক স্থানে গবর্ণমেণ্টের কর বলিয়া গৃহীত হয়। আবার অনেক স্থানে এক পারে প্রবল ও অপর পারে দুর্ব্বল মিউনিসিপালিটী থাকিলে প্রবলই সমস্ত গ্রাস করিয়া ফেলেন কিন্তু পার ঘাটের রাস্তা যে এক মাইল পর্য্যন্ত বাঁধাইয়া দিবার কথা আছে, তাহা বাঁধাইয়া দেন না। যেখানে একটু বাণিজ্য আছে গরুর গাড়ীর রেজিষ্টরী হইতেছে সেইখানেই কিছু লাভ হয়, অন্যত্র কিছুই হয় না। অনেক স্থলে মিউনিসিপালিটী গরুর গাড়ীর রেজিষ্টরী করেন না। টোলগেটের বিষয়ে নিয়ম এই যে, মিউনিসিপালিটীর সীমার দুই এক মাইলের মধ্যে টোলগেট হইলে উহার উপস্বত্ব মিউনিসিপালিটী পাইবেন। কেবল যে রাস্তার জন্য টোলগেট হয়, মিউনিসিপালিটীকে সেই রাস্তাটীর সংস্কার করিতে হইবে। কিন্তু আমরা অনেক স্থানে দেখিতেছি যে এরূপ টোলগেট আজিও রোডসেস সভার হাতে রহিয়াছে, মিউনিসিপালিটীকে দেওয়া হয় নাই। সুতরাং যে সকল স্থানীয় কর মিউনিসিপালিটীর হস্তগত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ দ্বারা মিউনিসিপালিটীর প্রকৃত প্রস্তাবে আনুকূল্য হইতেছে না, ইহাও মিউনিসিপালিটী সমূহের অনুন্নতির অন্যতম কারণ।

উপযুক্ত কমিশনরের অভাব অনুন্নতির আর একটী কারণ। জেলার সদর ষ্টেষণে উকীল ডাক্তার

ও শিক্ষকদিগের মধ্যে ইংরাজী বিদ্যায় পারদর্শী স্বদেশানুরাগী অধ্যবসায়বান্ ও উদ্যমশীল লোক পাওয়া যায় এবং স্থানীয় মাজিষ্ট্রেটেরাও মিউনিসিপালিটীর উন্নতি বিষয়ে যত্নবান হন। তথায় দুই চারিটী ভাল ভাল রাস্তা প্রস্তুত হয় ও অন্ততঃ ইংরাজ-পল্লীর শোভা সম্বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু সদর ষ্টেষণ ভিন্ন অনাত্র কমিশনর হইবার যোগ্য লোক মিলিয়া উঠে না। প্রাচীন অঙ্গের জমীদার অথবা তালুকদারেরা স্ব স্ব অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য অনেক সময়ে স্থানীয় সভায় এমনি দলাদলি বাঁধাইয়া তুলেন, যে তাহাতে সমস্ত কার্য্যেরই ক্ষতি হইয়া যায়। গ্রামের মধ্যে যদি দুই চারি জন সাধু লোক থাকেন, তাঁহারা দলাদলির মধ্যে প্রবেশ করিতে চান না। কার্য্য নির্ব্বাহার্থে আইনে কতকগুলি সভ্যের উপস্থিতির আবশ্যকতা নির্দ্ধারণ করিয়াছে, অনেক স্থানে বিভাগস্থ মাজিষ্ট্রেট সেই সভ্যগুলিকে সর্ব্বদা যাহাতে পাওয়া যায়, তাহার উপায় করিয়া তাহাদিগের দ্বারাই সকল কার্য্য সমাধা করিয়া লন। অন্য অন্য সভ্যেরা প্রায় আসেন না। অনেকেই মিউনিসিপালিটীর সভ্য হইতে চান না। এরূপ কেন হয়? পূর্ব্বে যখন রোমে সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, তখন প্রদেশস্থ প্রায় সমস্ত নগরীতেই স্বদেশহিতৈষিতা বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। রোম সাম্রাজ্যের প্রথম শতাব্দীতে প্রায় প্রত্যেক নগরেই স্থানীয় শাসনকর্ত্তারা মন্দির, সভাগৃহ, নাট্যশালাপ্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদিগের দেশহিতৈষিতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষেও সেই সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এখানে সেরূপ স্বদেশহিতৈষিতা দেখা যায় না কেন? রোমে যাহারা স্থানীয় সভায় দক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারিতেন, তাঁহাদিগকে রোমকদিগের ভোগ্য সমস্ত স্বত্ব প্রদান করা হইত, সময়ে সময়ে তাহাদিগকে সেনেট সভার সভ্যপদে নিযুক্ত করা হইত, তাহাদিগের উপরে প্রধান রাজকর্ম্মেরও ভার দেওয়া হইত, কিন্তু আমাদিগের মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের এরূপ কি আশা ও প্রলোভন আছে যে, তাঁহারা নিজ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও দেশের কার্য্য করিবেন? তাহাদিগের দুই দিকেই তিরস্কার ও গালি লাভ হয়। যদি তাঁহারা ট্যাক্স বৃদ্ধি করেন, প্রজারা পুণ্যাখ্যানের জপ করিয়া তাঁহাদের চৌদ্দপুরুষের উদ্ধার করে। অন্যদিকে টাকা বৃদ্ধি না করিলে বিভাগীয় মাজিষ্ট্রেট ও কমিশনরের কোপে পড়িতে হয়। মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের "ইদমধিকং" হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় ঘরের খাইয়া কে বনের মহিষ তাড়াইতে যাইবে? আমাদের মতে রোমক গবর্ণমেণ্টের ন্যায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেরও উৎসাহদানের কোন উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

# বিবিধ সংবাদ।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম গত ১৫ ই বৈশাখ চট্টগ্রামে রাউজান থানার অন্তর্গত নওয়াপাড়া পুস্তকালয়ে সোমপ্রকাশের পুনর্জ্জন্ম উপলক্ষে একটী সভা হইয়াছিল। এই সভায় বিস্তর লোকের সমাগম হয়। শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাকৃপা সেন গত ১২৮৫ সালের সোমপ্রকাশ হইতে দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। "সোমপ্রকাশের দ্বারা দেশের কি উপকার হইয়াছে" এই বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতাও করা হইয়াছিল।

শকট নির্ম্মাণকারী ষ্টুয়ার্ট কোম্পানি এদেশীয় লোকদ্বারা যেপ্রকার শকট নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে শিল্প নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছেন, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইহাঁরা ঝিন্দের রাণীর জন্য এক খানি রৌপ্য-মণ্ডিত শকট প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে এত শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় ছিল যে তাহা দেখিয়া অনেকেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি আবার নেপালের সেনাপতির নিমিত্ত এক খানি গাড়িতে এরূপ শিল্পকার্য্য করিয়াছেন যে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এদেশীয় লোকেরা সুশিক্ষিত ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইলে সকল বিষয়েই পরমোৎকর্ষলাভ করিতে পারে।

প্রজার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট নানা প্রকার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রোগের উৎপত্তি। এক দেশের রোগ যাহাতে অন্য দেশে না যায় গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক। এই অনিষ্টবারিতা নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট বন্দরে বন্দরে এক এক জন ভাল ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। আগত ও প্রতিগত জাহাজের যাত্রিদিগকে পরীক্ষা করাই ইহাঁদিগের কাজ। জাহাজ যাইবার সময়ে ও আসিবার সময়ে ডাক্তার তথায় গিয়া যাত্রিদিগকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। যদি ঐরূপ পীড়াক্রান্ত কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পান তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি সে জাহাজের স্থানান্তরে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাকে উত্তমরূপে ধৌত করাইয়া ছাড়িয়া দেন এবং পীড়িত ব্যক্তির উপযুক্ত চিকিৎসা করেন। পীড়িত ব্যক্তি আরোগ্য হইলে তবে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গত ১৮৭৯ সালে আগত ৫০৯ ও প্রতিগত ৪০৬ খানি জাহাজের ঐ পরীক্ষা হয়। এত চেষ্টায় ও গত বর্ষে সিংহলের বিরি বিরি রোগ এদেশে প্রবেশ করিয়াছিল।

ডেভেন পোর্টের ডকইয়ার্ডে একটী নূতন যন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে ধূমপূর্ণ জলন্ত গৃহে ১৫ মিনিট অবস্থিতি করা যাইতে পারে। নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে ও কোন কষ্ট হয় না।

গুজরাটে এক জাতীয় হিন্দু আছে। উহাদিগের বার বৎসর অন্তর বিবাহের দিন পড়ে। বার বৎসরের মধ্যে আর কাহারো বিবাহ হয় না। বার বৎসর পরে কোন নির্দ্দিষ্ট মাসে প্রায় পুত্র কন্যার বিবাহ হইতে বাকি থাকে না। অতি অল্প দিন হইল উহাদিগের সেই বিবাহের সময় গিয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে দেশের আর কোন বালক বালিকার বিবাহ হইতে বাকী নাই। অনেকে পাছে আবার তাহার পুত্র কন্যার ১২ বৎসরের মধ্যে বিবাহ না হয় এই ভয়ে সদ্য প্রসূত সন্তানের ও বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছে। সামাজিক প্রথার ও মহিমা অনন্ত।

বিগত ৩১ শে মার্চ্চ যে বৎসরের শেষ হইয়া গেল তাহাতে আমাদের দেশ হইতে ১৬২॥ লক্ষ টাকার কাফি, ১১১৫ লক্ষ টাকার তুলা, ৮৩৪ লক্ষ টাকার চাউল, ১১৫ লক্ষ টাকার গম, ৪ কোটী টাকার পাট, ৬০ লক্ষ টাকার তৈল, ৪ কোটী টাকার তৈলোৎপাদক শস্য, ৩১ লক্ষ টাকার রেশম, ১১ লক্ষ টাকার তামাক বিদেশে নীত হইয়াছে। আমাদের দেশে প্রায় ২৭৮॥ লক্ষ টাকার সূতা, ১৬৭১ লক্ষ টাকার কাপড়, ৬৮ লক্ষ টাকার রেশম, ৩১ লক্ষ টাকার কাগজ, ১০৭ লক্ষ টাকার চিনি, ২১ লক্ষ টাকার চা, ৬॥ লক্ষ টাকার তামাক ও চুরট, ৮৩ লক্ষ টাকার পশম ও পশমের কাপড় আনীত হইয়াছে।

গত ১৮৭৭ অব্দে কলিকাতা ১৩৩ নং অপর চিৎপুর রোডে একটী আয়ুর্ব্বেদবিধিবিহিত ঔষধালয় হইয়াছে। স্থাপয়িতা আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার্থী বালকদিগেকে শিক্ষা দিয়া থাকেন এবং প্রতিদিবস প্রাতঃকালে সমাগত পীড়িত দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে বিনা মূল্যে অকৃত্রিম ঔষধ ও বিতরণ করেন। আমরা ইহাঁদের প্রেরিত দুই একটী ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তাহা উৎকৃষ্ট।

মেল্‌টন নামক স্থানে অতি কৌতুককর একটী ঘটনা হইয়া গিয়াছে। তথায় একজন এইরূপ বাজি রাখিয়াছিল যে সে ঘোড়ায় চড়িয়া উপরের বৈটকখানায় উঠিবে ও তথা হইতে নামিয়া আসিবে। যাইবার সময়ে ঘোড়া বেশ গেল কিন্তু অমন সুখের বৈটকখানা ছাড়িয়া সে আসিবে কেন, কোন মতেই সে ঘোড়াকে ঘর হইতে বাহির করা গেল না। ২। ৩ দিন পরে ঘরের এক পার্শ্বের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিয়া কল আনিয়া ঘোড়াকে নামান হইল। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ২০০০ টাকা ব্যয় পড়িল।

মৃত রাজকৃষ্ণ হালদারের উপপত্নীর পুত্রেরা পিতার বিষয় সম্বন্ধে আপনাদের স্বত্ব স্থাপনের জন্য

হাইকোর্টে নালিশ করে। জজ সাহেব এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন বাদীরা যে রাজকৃষ্ণের পুত্র তাহা বিশেষরূপে প্রমাণ হয় নাই। বিচারপতিদিগকে অনেক সময়ে অনেক প্রকার বিপদে পড়িতে হয়।

ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান রাজ কর্ম্মচারিদিগের বেতনের তালিকা—

| | পাউণ্ড |
|---|---|
| গ্লাডষ্টোন, প্রধানমন্ত্রী | ৫০০০ |
| লর্ড সেলবোরন, লর্ড চ্যানসেলার | ১০০০০ |
| আরল স্পেন সার, সভাপতি | ২০০০ |
| ডিউক আর্গাইল, প্রিবিসিল | ২০০০ |
| সার ভরনিষ্ট হারকোর্ট হোম সেক্রেটরি | ৫০০০ |
| আরল গ্রেনভিল, বিদেশীয় সেক্রেটরি | ৫০০০ |
| আরল কিম্বারলি, উপনিবেশের সেক্রেটরি | ৫০০০ |
| চাইল্ডারস, সংগ্রামকার্য্যের সেক্রেটরি | ৫০০০ |
| মারকুইস হাটিংটন ভারতবর্ষের সেক্রেটরি | ৫০০০ |
| লর্ড নর্থব্রুক, নৌবিভাগের সেক্রেটারি | ৪৫০০ |
| ফরষ্টর আয়রলণ্ডের সেক্রেটরি | ৪৫২৫ |
| ফসেট, পোষ্টমাষ্টার জেনারল | ২৫০০ |
| চাম্বারলেন, বাণিজ্যবিভাগ | ২০০০ |
| ব্রাইট, ল্যাঙ্কাষ্টরের চ্যানসেলার | ২০০০ |
| ডড্সন, স্থানীয় বোর্ডের কর্ত্তা | ২০০০ |
| সলেক্বিয়ার, নৌবিভাগের সেক্রেটরি | ২০০০ |
| ডবলু বি এডাম, কার্য্যবিভাগে | ২০০০ |
| মণ্ডেলা, শিক্ষাবিভাগে | ২০০০ |
| গ্রান্টডফ ঔপনিবেশিক অণ্ডর সেক্রেটরি | ১৫০০ |
| মারকুইস ল্যান্সডৌন, ভারতের অণ্ডর সেক্রেটরি | ১৫০০ |
| আরল মোরলি, যুদ্ধ বিভাগের অণ্ডর সেক্রেটরি | ১৫০০ |
| সার চার্লস ডিলকি বিদেশীয় অণ্ডর সেক্রেটারি | ১৫০০ |
| ক্যাম্বল ব্যানরম্যান রাজস্ব অণ্ডর সেক্রেটরি | ১৫০০ |

বিলাতে সর্ব্বোচ্চ বেতন ১০০০০ পাউণ্ড বা লক্ষ টাকা। তাহাও একজনের, দুজনের নয়, গ্লাডষ্টোন যে বেতন পান আমাদের দেশের হাইকোর্টের পিউনি জজেরাও সেই বেতন পান। কমিসনরেরা অণ্ডর সেক্রেটরিদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক বেতন পাইয়া থাকেন।

ট্রুক নামক স্থানে রিচার্ডসন ব্রাদার কোম্পানি এক প্রকার রেল গাড়িতে করিয়া তিন মাইল দূরস্থিত একটী অরণ্য হইতে কাষ্ঠ আনয়ন করিয়া থাকেন। রেলওয়েতে লোহার পরিবর্ত্তে কাষ্ঠের রেল ব্যবহৃত হয়।

ফ্রান্সে একটী নূতন রকমের মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। ১৮৬৯ অব্দে প্যালেরমোর অবিদূরে আলফ্রেড গিলবার্ট ও জিব্রিল ক্যারন নামক দুই যুবক যুবতীতে প্রণয় সঞ্চার হয় কিন্তু যুবতীর পিতার সহিত যুবকের রাজনৈতিক মতের মিল না হওয়ায় সে বিবাহে অসম্মত হয়। যুবক ও যুবতী গোপনে পলায়ন করে কিন্তু সপ্তাহ মধ্যে যুবতীর পিতা তাহাকে ধৃত করে এবং গিলবার্টের সঙ্গে বিবাহ দিব অঙ্গীকার করিয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া আসে কিন্তু বিবাহ না দিয়া অন্য পাত্র অন্বেষণ করিতে থাকে। যুবক যুবতী আবার পলায়ন করিয়া পেসিপিক নামক স্থানে উপস্থিত হয়। তথায় দুইজনেই আত্ম হত্যা করিব স্থির করে। তদনুসারে গিলবার্ট ক্যারনকে গুলি করিয়া আপনাকেও গুলি করে। কিন্তু কেহই মরে নাই। দুই জনেই দুই মাস হাঁসপাতালে থাকিয়া আরোগ্য লাভ করে। আরোগ্য লাভের পর প্রণয়িনীকে গুলি করার অপরাধে গিলবার্টকে হাজতে রাখা হয়। গিলবার্ট হাজতে আছে এমন সময়ে জর্ম্মণেরা পারিস অবরোধ করে। পারিসের কর্ত্তৃপক্ষ গিলবার্টকে খালাস দিয়া তাহাকে সৈনিককার্য্যে নিযুক্ত করেন। সে অনেক বার যুদ্ধকার্য্যে প্রশংসা লাভ করে। জর্ম্মণদিগের সঙ্গে সন্ধি হইয়া গেলে গিলবার্টকে পূর্ব্ব অপরাধে আবার জেলে দেওয়া হয়। আবার কমিউনদিগের বিদ্রোহ সময়ে বিদ্রোহীরা হাজত ঘর ভাঙ্গিয়া গিলবার্টকে স্বদলে লয়। বিদ্রোহ শান্তি হইলে গিলবার্ট বিদ্রোহিদিগের সহিত নির্ব্বাসিত হয়। বিদ্রোহিদিগের অপরাধ মার্জ্জনা হইলে, গিলবার্ট আবার পারিসে আইসে এবং হত্যা করার অপরাধী বলিয়া পুলিসের হস্তে সমর্পিত হয়। এ দিকে এই সকল ঘটনা ঘটিতেছে ওদিকে তাহার প্রণয়িনী ক্যারন একজন সম্ভ্রান্ত বণিককে বিবাহ করে, তাহার অনেক গুলি সন্তান সন্ততি হইয়াছে। কিন্তু চমৎকার এই গিলবার্ট আজও হত্যা করিবার চেষ্টার অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইল না।

বোম্বাই হইতে সমাচার আসিয়াছে যে মানিকজী পেটিটের তুলার কলে আগুন লাগিয়া প্রায় তিন লক্ষ টাকার মাল নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সংবাদ পত্রে দেখা গেল যে এবার বেথুন স্কুলে টাকা ছিল না বলিয়া যৎসামান্য পুস্তকাদি পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছে।

কমিশরিয়েটের অনেক গুলি দ্রব্য চুরি যাওয়াতে লেপ্টেনাণ্ট সেভিনোয়াক্স তাহার তদারক করিবার জন্য সীমা প্রদেশে গিয়াছিলেন। ৫ জন গোমাস্তা ও ৩ জন দেশীয় কর্ম্মচারী দ্বারা এই অন্যায় কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে এই রূপ প্রমাণ হওয়াতে তাঁহারা দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছেন।

অধ্যাপক টিণ্ডেল অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়াছেন, বক্তৃতার বিষয় আলোক ও বর্ণ। পূর্ব্বে লোকের সংস্কার ছিল যে হরিদ্রা ও নীলে মিশ্রিত হইয়া সবুজ রঙ্গ হয় কিন্তু এক্ষণে সেটী ভুল বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। উক্ত বর্ণ দ্বয়ের মিলনে সাদা রঙ হয়। প্রতিপক্ষ বর্ণ বিষয়ে যে মত ছিল টিণ্ডেল সাহেব তাহারও খণ্ডন করিয়াছেন, তিনি বলেন সাদার প্রতিপক্ষ কাল, নীলের প্রতিপক্ষ কমলা লেবুর রঙ এবং লালের প্রতিপক্ষ সবুজ।

বারাণসীর কতকগুলি পণ্ডিত একত্র হইয়া সংস্কৃত ভাষায় এক খানি সংবাদপত্র প্রচার করিবার কল্পনা করিয়াছেন। শুনা গেল তাঁহারা ইংলণ্ডীয় সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সাহায্য পাইবার জন্য অধ্যাপক মোক্ষমূলর সাহেবকে ধরিয়াছেন। পত্রখানি সপ্তাহে দুইবার প্রকাশ হইবে।

শ্যামে গৃহদাহ হইলে প্রজার বড় বিপদ। রাজা তন্ন তন্ন করিয়া অগ্নিদাতার অনুসন্ধান করিয়া তাহার নিম্নলিখিতরূপ দণ্ড বিধান করেন। যদি কোন শূন্য গৃহে কাহারও অনবধনতা নিবন্ধন অগ্নি লাগে কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে ১০ দিন কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। যদি কোন গৃহস্থের অনবধানতায় তাহার নিজ গৃহে অগ্নি লাগে তবে তাহাকে ২০ দিন কারারুদ্ধ থাকিতে হয়। কিন্তু যদি ঐ অগ্নি হইতে অন্যের গৃহদাহ অথবা কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাহার ৮০ দিন কারাবাস, এইরূপে দেশের লোকের যে পরিমানে ক্ষতি হইবে সেই পরিমানে কারাবাস দিনের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু যদি কোন রাজবাটী অথবা নগরের প্রধান ধর্ম্মালয় ভস্ম হয় তাহা হইলে অগ্নিদাতার দশ বৎসর কারাবাস হয়। অনবধানতার ত গেল এই, যদি কেহ ক্রোধ পরবশ হইয়া অথবা নিজ গৃহে অগ্নি দিয়া অন্যকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তাহার দ্রব্য সামগ্রী লয় কিম্বা সেই অভিপ্রায়ে আগুন দেয়, এরূপ প্রমাণ হয় তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষ তাহার মস্তকচ্ছেদ করিয়া থাকেন।

বিলাতের কনসরবেটীব দলের সভ্যগণ বলিতেছেন, লিবারল দল হইতে রাজকার্য্য কখনই সুচারু রূপে সম্পন্ন হইবে না। কষ্টে স্ষ্টে এবৎসর যদি তাঁহার কার্য্য করিতে পারেন কিন্তু আগামী বর্ষে আর তাহা পারিবেন না। তাঁহাদিগের সংস্কার লিবারল দল বর্ত্তমান বর্ষের জন্যই রাজা, আগামী বর্ষে আবার তাঁহারাই ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

গবর্ণমেণ্ট ডুমজুড়ে একটী সবরেজিষ্টার আফিস করেন, এই প্রার্থনা করিয়া ঐ স্থানের কতকগুলি লোকে স্বাক্ষর করিয়া আমাদিগের নিকটে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা ঐ পত্র মধ্যে এ প্রার্থনাও করিয়াছেন, হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেব

একটু কৃপাদৃষ্টি করিলে তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে। ক্যাম্বেল সাহেব সর্ব্বত্র রেজিষ্টারি আফিস হইবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। যদি গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি না হয়, ডুমছুড়ে রেজিষ্টারি আফিস হইবার কোন বাধা দেখা যাইতেছে না। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এ বিষয়ে অমনযোগী হইবারও কোন কারণ দেখা যাইতেছে না।

প্রেশ কমিশনর বকলণ্ড সাহেব ষ্ট্যাম্প ষ্টেষনরির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন। শুনা যাইতেছে তাঁহার পদে আর এখন লোক নিযুক্ত করা হইবে না। ক্রমে পদটী উঠাইয়া দেওয়া হইবে। ঐ সঙ্গে সঙ্গে প্রেস আইনটাকে একবারে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিলেই ভাল হইত।

গত ২৯ এ এপ্রেল আম্বিলিয়া নামক জাহাজ কালাপানিতে জলমগ্ন হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে ১৯ শত টন চা ঐ সঙ্গে নষ্ট হইয়াছে।

ষ্টুটার সাহেব কলিকাতা চিৎপুরে আবার ট্রামওয়ে খুলিতেছেন।

কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীর ইয়াকুব খাঁ মরির কারাগার হইতে পলায়নের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। শুনা গেল সর্দ্দার মহম্মদ শরিফ খাঁ ইঁহার দলে ছিলেন। এবং তাঁহারই উদ্যোগে এত দূর হইয়াছিল।

পেশোয়ারে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে।

টাইমস বলেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কাশ্মিরের মহারাজার বিরুদ্ধে বিলাতে পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের সংস্কার মহারাজ শাসন কার্য্যে পটু নহেন। কেহ বলেন তিনি গোপনে রুশের সহিত কি মন্ত্রণা করিতেছিলেন। গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিয়া তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া এই সকল কার্য্য করিয়াছেন। লক্ষণ ভাল নয়।

রাজস্ব সচীব ষ্ট্রাচি সাহেব আগামী ৩ রা জুন বিলাত যাত্রা করিবেন। এটী কি শেষ যাত্রা?

কলিকাতার শ্রট্কা সাহেব আম্রের পাতা হইতে এক প্রকার হরিদ্রা রঙ বাহির করিয়াছেন। ইহাতে বেশ কাপড় ছোবান যাইবে।

বিলাতি চিঠির রেজিষ্টারি ফি কমিয়া যাওয়াতে ভারতীয় রেজিষ্টারি চিঠির ফি কমাইয়া দুই আনা করিবার প্রস্তাব হয়। কর্তৃপক্ষ বলিয়াছেন আপাততঃ আন্দোলিত প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করা যাইতে পারে না। ভবিষ্যতে যাহাতে কমিয়া যায় তাহার জন্য চেষ্টা করা যাইবে।

বিলাতে এই রূপ জনরব উঠিয়াছে ইণ্ডিয়া হাউসের ভারতবর্ষ সংক্রান্ত পুরাতন কাগজপত্র পুড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। কাগজ পত্র গুলি কাবুল সংক্রান্ত ত নয়?

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বাবু প্রমদারচণ সেন ও বাবু উপেন্দ্রলাল দে এ বৎসর গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মেডিকাল কালেজের বাবু বসন্তকুমার বসু ও সেণ্টজেভিয়ার্স কালেজের সওয়ার সাহেব ইংরাজী ৮০ সালের পরীক্ষার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

একজন অন্ধ ভিক্ষুক একটী ছোট কুকুর ও একটী বাঁশি লইয়া কয়েক বৎসর অবধি সইণ্ট ডি, সেণ্ট, পেরিস নামক স্থানে ভিক্ষার্থ যাতায়াত করিত। ভিক্ষুক এক স্থানে বসিলে কুকুর বাঁশিটী মুখে করিয়া থাকিত এবং দয়ালু পথিকগণ ঐ বাঁশির মধ্যে কিছু কিছু দিয়া যাইত। এইরূপে কিছু দিন গেলে বৃদ্ধ ভিক্ষুকের পীড়া হইল। তখন তাহার সেই কুকুরটী বাঁশি মুখে করিয়া প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইত। পথিকেরা ভিক্ষুককে অনুপস্থিত দেখিয়া তাহার পীড়া হইয়াছে মনে করিয়া ঐ কুকুরের বাঁশিতে পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু কিছু বেশী দিত। অতঃপর ভিক্ষুকের মৃত্যু হইলে কুকুরটীও অদৃশ্য হইল। তখন সকলেই তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, ক্রমে দেখা গেল কুকুরটী তাহার প্রভুর বাটীর পোতার নীচের একটী কুঠারিতে মরিয়া রহিয়াছে এবং সে যেখানে শুইয়াছিল তাহার নীচে অর্লিয়ান রেলওয়ের লিখিত একখানি ২০০০০ ফ্রাঙ্কের খত পাওয়া গিয়াছে। রেলওয়ে কোম্পানি এই টাকা তাহার নিকট হইতে ঋণ করিয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্ট আফ্গান যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৩১৩ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণার্থী হইয়াছেন। এই টাকা পূর্ত্তকার্য্যের নাম করিয়া লওয়া হইবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, রাজসাহীর প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী বাবু রাম মহিম দে তত্রত্য কালেজে আইন শিক্ষা দিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী খুলিবার অভিপ্রায়ে শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরের হস্তে ২০০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ দিয়াছেন।

আলিপুরে যে ভয়ানক হত্যার বিচার হইতেছিল বোধ হয় তাহার নিষ্পত্তি আলিপুরে হইল না। পেজ সাহেব ১১ টা হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত জুরিদের চার্জ্জ দিলেন। জুরিরা প্রথম একমত হন নাই। তাহার পর সকলে এক মতে অপরাধী ত্রয়কে দোষী বলিয়া আপনাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। অপরাধীদিগের পক্ষে কৌন্সিল বলেন জজের যখন অভিপ্রায় উহারা মুক্তি পায়, তখন জুরিদের সঙ্গে তাহার অনৈক্য হওয়া প্রযুক্ত মোকদ্দমা হাইকোর্টে পাঠান উচিত। গবর্ণমেণ্টের উকীল বলেন যে অবিলম্বে উহাদের দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেকক্ষণ বিবেচনার পর জজ বলিলেন যে, আমি অদ্য দণ্ডাজ্ঞা দিব না; সে ভার হাইকোর্টের উপর নিহিত হইবে। কারণ বাদীর পক্ষ সাক্ষী গ্রহণের পর জুরিদিগের অগ্রণী বলিয়াছিলেন যে এ বিচারে আমাদের একমত হওয়া কঠিন।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গার্টন কলেজে একটী স্ত্রীলোক গণিত শাস্ত্রের ট্রাইপস্ পরীক্ষায় সপ্তম হইয়াছেন। যদি তাহার উপাধি পাইবার আইন থাকিত তবে তিনি রাঙ্গলার হইতেন অর্থাৎ বাবু আনন্দমোহন বসু যে উপাধি পাইয়াছেন সেই উপাধি পাইতেন। নিউহাম হলের আর দুইটী ছাত্রীও উত্তম পাশ হইয়াছেন। একজন ইতিহাসে প্রথম হইয়াছেন আর একজন নীতিশাস্ত্রে চতুর্থ হইয়াছেন।

লর্ড রিপন ভারতবর্ষে আসিয়া মরির পর্ব্বতে অবস্থিতি করিবেন।

ইউনাইটেড ষ্টেট নিবাসী প্রোফেসর রিচেল অন্তরীক্ষগামী একপ্রকার যন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। তিনি ইহা দ্বারা উত্তর কেন্দ্র গমন করিবেন স্থির করিয়াছেন। ইহার আকৃতি জাহাজের ন্যায় প্রতিকূল বায়ুতে ইহা ঘণ্টায় ৫ ক্রোশ যাইয়া থাকে।

বন্দীকৃত আমীর ইয়াকুব খাঁর পরিবারগণ শীঘ্রই মরিতে তাঁহার নিকটে আসিবে।

এক ব্যক্তি মনের দুঃখে ও নানাপ্রকার কু চিন্তায় মলিন ও শুষ্ক মুখে বার্লিংটনের এক ডাক্তারখানায় উপস্থিত হয় এবং চিকিৎসককে তাহার এই পীড়া শান্তির ঔষধ দিতে বলে, ডাক্তার তাঁহার এই কথায় একটী শিশিতে কিছু কুইনাইন, ইপসম সল্ট ওয়ার উড, রুবার্ব ও কাষ্টর অইল একত্র করিয়া সেবন করিতে দেন। সে ব্যক্তি ইহা সেবন করিলে তাহার মুখ এরূপ বিকৃত হইয়া যায় যে ৬ মাস সে কেবল মুখের অসুখ লইয়াই বিব্রত হয়, সুতরাং আর অন্য কোন চিন্তাই তাহার মনে স্থান পায় নাই।

ভারতেশ্বরী লর্ড বিকন্সফিল্ডের পদত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহার যেরূপ মান বর্দ্ধন করিয়াছেন এরূপ সম্মান প্রায় কখন কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। অন্য সময়ে প্রধান মন্ত্রিকে ডাকাইবার প্রয়োজন হইলে তিনি লোক দ্বারা খবর দিয়া ডাকাইয়া আনিতেন। কিন্তু তাঁহার পদত্যাগের পূর্ব্বে লিওপোল্ডকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়াছিলেন।

ভ্রমসংশোধন।

হুগলীর সংবাদদাতার পত্রের এক স্থলে লেখা ছিল এখানকার কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয় কুলনারী ছাদের উপর হইতে ঘুমের ঘোরে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। এখানকার পরিবর্ত্তে ইলছোবা মোণ্ডলাই পড়িতে হইবে।

---

## যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ১৫ ই মে। জেলেলাবাদ ও দরুণ্টরের মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহের লোকের উপর দস্যু হস্ত হইতে ইংরাজদিগের পশু রক্ষার ভার ছিল, কিন্তু তাহারা সে বিষয়ে উপেক্ষা করাতে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের ৪০০০ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন।

কাবুল ১৬ ই মে। সেনাপতি রবার্টের সৈন্যগণ লগার উপত্যকায় অবস্থিতি করিতেছে। উহারা আহম্মদ কাই দুর্গ ধ্বংস করিয়াছে বটে কিন্তু পাদসা খাঁকে ধরিতে পারে নাই।

লটাবণ্ড নামক স্থানে একটী ডাকের ঘোড়া চুরি গিয়াছে।

কাবুলের সর্দ্দারগণ গিলজাই ও কোহিস্থানীদিগের সহিত কুমন্ত্রণা করিতেছেন। শুনা যাইতেছে শীঘ্রই ইহাদিগকে দমন করা হইবে।

কাবুল ১৭ ই মে। তুরস্কের দুইজন লোক কাবুলে আসিয়াছে। রুশেরা উহাদিগকে বন্দীকৃত করিয়াছিল। সুযোগ পাইয়া উহারা তথা হইতে পলাইয়া আসিয়াছে।

হিরাট হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আয়ুব খাঁর সৈন্যগণ তাঁহার অবাধ্য হইয়া প্রজাগণের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছে। রাজ্যে ঘোরতর অরাজক কাণ্ড উপস্থিত।

মোল্লা কাহাল ও মোল্লা ফকির জেলালাবাদের দক্ষিণ চিপ্রিয়ার নামক স্থানের লোকদিগকে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে প্রোৎসাহিত করিয়াছে। উহারা কোন ক্রমেই ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টকে খাজনা দিতে চাহিতেছে না। এজন্য তাহারা প্রাণ পণ করিয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছে।

সেনাপতি রবার্ট পাদসা খাঁর সরখালস্থ দুর্গ ধ্বংস করিয়াছেন, পাদসা খাঁ পর্ব্বতে পলায়ন করিয়াছে। তত্রত্য লোকের বিশ্বাস, আবদুল রহমান কাবুলের আমীর হইবেন।

কাবুল ১৮ ই মে। আহম্মদ-খেল দিগের সহিত [illegible]কি নামক স্থানে ইংরাজ সৈন্যদিগের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে ১৯ নম্বর বেঙ্গল ল্যান্সার ও ২ নম্বর [illegible] ক্যাভালরি দলের ১০০ শত লোক হতাহত হইয়াছে ও ৮০টী ঘোড়া মারা গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন [illegible] লোক সামান্যরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

কাবুল ২০ এ মে। গত কল্য মোল্লা কালীল [illegible] নাফিকে যুদ্ধার্থ একত্র করিয়া জেলেলাবাদের নিকটস্থ বিসদ নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরাজ সেনাগণ যুদ্ধার্থ নদী পার হইলে উহাদিগের কতকগুলি লোক পলায়ন করে, অবশিষ্ট লোক গুলি সাহস সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিল। শেষে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। এই যুদ্ধে উহাদিগের ৭০ জন হত ও ইংরাজদিগের ১০ জন মাত্র আহত হইয়াছে। মোল্লা কালীল প্রস্থান করিয়াছে।

পেসবোলাক নামক স্থান হইতে যাত্রা করিয়া ইংরাজ সৈন্য চারি সহস্র শত্রুর সম্মুখীন হইয়া পড়ে। ব্রিগেডিয়ার গিব একেবারে তাহাদের অক্রমণ করেন। অনেকক্ষণ তুমুল যুদ্ধের পর উহারা, তিন চারি মাইল হটিয়া পড়ে। এই ৪০০০ এর মধ্যে অধিকাংশই শিনওয়ারি ও কুগিয়ানি। উহাদের প্রায় ১০০ জন হত হইয়াছে। ইংরাজদিগের সর্ব্বশুদ্ধ তিন জন হত ও [illegible] আহত হইয়াছিল। কাবুলে বারুদ খানায় আগুন লাগিয়া ২০টী বাটী একেবারে উড়িয়া গিয়াছে।

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৫ ই মে। দক্ষিণ কেণ্ডসিংটনের চিত্রশালার ভারতবর্ষ সংক্রান্ত যে বিভাগ আছে, রাজ্ঞী গত কল্য তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট আয়র্লণ্ডে কোন প্রকার-বল প্রয়োজ্য উপায়ের অবলম্বনে অভিলাষী নহেন।

লণ্ডন ১৭ ই মে। সুলতান বার্লিনের সন্ধিপত্র অনুসারে কাজ করাতে আলবানিয়া ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের লোকেরা বিদ্রোহী হইয়াছে। ইউরোপের রাজগণ এই কথা বলেন যে, সুলতানের উচিত সেই সেই স্থানে সৈন্য প্রেরণ করেন।

প্রিন্স অর্লফ রুশের দৌত্যকার্য্য গ্রহণার্থ সেণ্টপিটর্স বর্গ হইতে পারিসে গিয়াছেন।

এই প্রকার ঘোষণা করা হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট আয়র্লণ্ডের দুর্ভিক্ষঘটিত প্রস্তাব পার্লামেণ্টের বর্ত্তমান সেসনে উপস্থিত করিবেন।

সুলতান কর্ণেল কমের্ডফের হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড রহিত করিবার জন্য রুশ সম্রাটকে লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ ই মে। গোশেন সাহেব গত কল্য কনষ্টাণ্টিনোপল যাত্রা করিয়াছেন।

পার্নেল সাহেব হোমরুলের দলের কর্ত্তৃত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সুলতানকে বলা হইয়াছে যে তিনি নিজ রাজ্যে ইউরোপীয় শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন।

মণ্টিনিগ্রোর গোলযোগ সম্বন্ধে ইউরোপীয় রাজাদিগের দূতগণ একত্র হইয়া সুলতানকে পত্র লিখিয়াছেন। তাহার প্রত্যুত্তরে তিনি তাহার অনুসন্ধানার্থ এক কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৯ এ মে। গত কল্য উইগ টাউন জিলার যে সভ্য নির্ব্বাচন হয় তাহাতে ম্যাকলরন স্কটলণ্ডের লর্ড এডভোকেটের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কনসরবেটীব দলের লোক।

ন্যাটারবুল হিউজিসান সাহেব পিয়ার হওয়াতে সাণ্টউইচের প্রতিনিধি সভ্য পদ খালি হয়। সেই পদে অধিকাংশের মতে কনসরবেটীব দলের [illegible] মনোনীত হইয়াছেন।

আলেকজাণ্ড্রিয়া ২০ এ মে। আরল রিপন অদ্য প্রত্যূষে এই স্থানে উপনীত হইয়াছেন। এবং বিশেষ ট্রেণে সুয়েজ যোজক অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

বাকরগঞ্জে মন্ত্রঘোটে তাঁতিরা সেই পূর্ব্ব নিয়মেই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

গত কল্য কনসরবেটীব দল একটী সভা করিয়াছিলেন। তাহাতে লর্ড বিকন্সফিল্ড বলিয়াছেন তিনি ঐ দলের অধিনায়কতা পরিত্যাগ করিবেন না। লিবারল দলের জয় ও টোরিদলের যে পরাজয় হইয়াছে তিনি লোকের পরিবর্ত্তন স্পৃহাকেই তাহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি স্বদলের লোকদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন, তাঁহারা রীতিমত দলবদ্ধ থাকেন এবং যাহাতে স্বদলের সম্মান রক্ষা হয় এরূপে বিপক্ষকে বাধা দেন।

লণ্ডন ২০ এ মে। অদ্য পালিয়ামেণ্টের অধিবেশন হইল লর্ড চানসেলার রাণীর বক্তৃতা পাঠ করিয়াছেন। মহারাণী বলেন যে বিদেশীয় রাজগণের সহিত আমার সদ্ভাব আছে। ভরসা করি যে অন্যান্য রাজগণের সহযোগে শীঘ্র বর্লিন সন্ধি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব। তুর্কির রাজ্য প্রণালীর সংস্কার হইবারও তুর্কির অধীনস্থ রাজ্য সমূহের স্থায়ী বন্দোবস্ত হইবারও সম্ভাবনা আছে। তুর্কির সহিত উপরিউক্ত বিষয় গুলের নিষ্পত্তি হইলেই পূর্ব্ব অঞ্চলে আর কোন গোলযোগ [illegible] থাকিবে [illegible] সুদক্ষ গোশেন সাহেবকে তুর্কিতে [illegible] দূত স্বরূপ প্রেরণ করা হইয়াছে।

আফগানিস্থানে আমাদের সেনারা বিলক্ষণ সাহস ও দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টও অনবরত শ্রম করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এখন ও অভিলষিত বন্দোবস্ত হইবার কোন সুবিধা হয় নাই। আফগানিস্থানে শান্তি স্থাপন এবং তত্রত্য অধিবাসীগণের স্বাধীনতা বজায় জন্য সম্পূর্ণ যত্ন করিতে কোন রূপ ত্রুটি হইবে না।

যাহাতে আমাদের সহিত আফগানদিগের সৌহার্দ্দ থাকে তাহারও যত্ন করা যাইবে।

ভারতবর্ষীয় রাজস্বের অবস্থা বড় মন্দ। উহার অবস্থা সম্যক পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। পার্লিয়ামেণ্ট যাহাতে রাজস্ব বিষয়ে তথ্য অবগত হইতে পারেন তদ্বিষয়ে কোন ত্রুটি করা যাইবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকার রাজ্য সমবায় সংস্থাপন ও ট্রান্সভালে আমাদিগের প্রাধান্য রক্ষার বিশেষ যত্ন করা যাইবে।

এতদ্ভিন্ন মহারাণী ইংলণ্ডে অনেকগুলি হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানের কথা বলিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটী এই যে, যদি কারখানায় কর্ম্মকরদিগের কোন দুর্ঘটনা ঘটে তবে তাহার জন্য কারখানার অধিকারী দায়ী হইবেন

গ্লাডষ্টোনসাহেব বলেন যে তুর্কির সম্বন্ধে এই যে তুর্কির সাম্রাজ্য রক্ষা ইংলণ্ডের প্রয়োজন। তুর্কির এই সংস্কার দূর করিবার জন্য গোশেন সাহেবকে তথায় পাঠান হইয়াছে। গ্রীস ও মণ্টিনিগ্রোর সহিত তুর্কির বিবাদ যাহাতে সত্বর নিষ্পত্তি হয় তাহার জন্য গোশেনকে বিশেষ চেষ্টা করিতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

## সংবাদদাতার পত্র।

কোন্নগর।

গবর্ণমেণ্টের এইরূপ নিয়ম [illegible] রাত্রি ৯ টার পর মদ্যগারির দোকান সকল বন্ধ হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই নিয়ম সর্ব্ব সময়ে সর্ব্বস্থানে প্রতিপালিত হয় না। ইতিমধ্যে আমরা রাত্রি ১০ টার পর কোন্নগরের দেশীয় মদের দোকানের নিকট দিয়া আসিতেছিলাম। দেখিলাম, তখন পর্য্যন্ত দোকানে আলো জ্বলিতেছে এবং কতকগুলি লোক

বাহিরে গোলমাল করিতেছে। কিঞ্চিৎ পরে এক ব্যক্তি এক বোতল মদ লইয়া দোকান হইতে বহির্গত হইল। ইহারা কি সাহসে এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, বুঝিয়া উঠা ভার। ভরসা করি; শ্রীরামপুরের জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট এই দোকানখানির উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন।

এখানে অতিশয় চোরের ভয় হইয়াছে। গত পূর্ব্ব সপ্তাহে বিহারী দাস নামক জনৈক ব্যক্তির গৃহে সিঁদ হইয়াছিল। অনূন ৩০ টাকার দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে। গত সপ্তাহে চোরেরা শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে রাত্রে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা জাগিয়া উঠাতে বিফল প্রযত্ন হইয়া গিয়াছে। অনেকের এইরূপ অনুমান, যে খুষড়ার পুরাতন কয়দ বন্দ হওয়াতে এই সকল ঘটনা ঘটিতেছে। যাহা হউক ভরসা করি, স্থানীয় পুলিস ইহার নিমিত্ত যথোচিত উপায় করিবেন।

বরাহনগর, পানিহাটী, বারাকপুর ও খড়দা প্রভৃতি স্থানের গঙ্গায় অতিশয় হাঙ্গরের ভয় হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত গ্রামগুলির কয়েক ব্যক্তিকে দংশন করিয়াছিল। কয়েক ব্যক্তি শমন সদনে নীত হইয়াছে, অবশিষ্ট ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এক্ষণে গঙ্গাতীরবাসী লোকদিগের নিকট অনুরোধ এই, তাঁহারা যেন জলে নামিয়া না স্নান করেন।

---

পাঁচথুপী।

জেলা মুরশিদাবাদের অন্তঃপাতী সবডিবিজন কান্দির সন্নিকটবর্ত্তী জেমোর রাজধানীতে একটী চুরী হইয়াছে। চোরেরা অনুমান ২২০০ টাকা ও গহনাদি লইয়া গিয়াছে। নলহাটী ষ্টেষণের নিকটে, তিন জন ধৃত হইয়া আসিয়াছে। শুনিলাম ইহারা পশ্চিম দেশীয় লোক। তাহারা কহে আমরা চুরী করি নাই, আমাদিগকে নিরর্থক ধরিয়া আনিয়াছেন। ইহাদের সঙ্গে আরও চোর আছে, তাহাদের সন্ধান হইতেছে। ইহাদের নিকট কতক মাল পাওয়া গিয়াছে। ইহারা এক্ষণে হাজতে আছে।

মধ্যে মধ্যে এখানে বৃষ্টি হইতেছে। ইহাতে কৃষি কার্য্য উত্তম চলিতেছে। ধান্য বপন আরম্ভ হইয়াছে, নীলের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। আব ক'র ফসল উত্তম।

এখানে পাঁচ আইন জারি হইয়াছে। এ আবার কি? সকলে ইহাতে মিউনিসিপাল ট্যাক্সের আশঙ্কা করিতেছে।

---

শান্তিপুর।

"গোসাই, তাঁতি, পচাভুর, তিন লয়ে শান্তিপুর" আমরা এই চির-প্রচলিত প্রবাদ-বাক্যের সার্থকতা পদে পদে প্রত্যক্ষ করিতেছি। শান্তিপুর আমাদের জন্মভূমি, এ জন্য ইহার হিতের কামনায় আমরা সর্ব্বদা লালায়িত ও ব্যাকুলিত হইয়া থাকি, কিন্তু শান্তিপুরের স্বামিহীনতা নিবন্ধন আমরা প্রায় অধিকাংশ বিষয়েই অকৃতকার্য্য হই, এই মাতৃভূমি শান্তিপুরের জন্য আমরা অরাতিচক্রে পড়িয়া রাজদ্বারে পদে পদে বিপদের পদে দলিত হইতেছি, তন্নিবন্ধন আমাদের বিপুল অর্থ অনর্থক ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে ব্যয়িত হইতেছে, তথাপি সাধারণের সহানুভূতিলাভ সুদূরপরাহত। পূর্ব্বে যখন এই শ্রীপাট শান্তিপুরের স্বামী ছিলেন, তখন সাধারণের হিত কামনায় কাহাকে কখন অযথা বিপদের পদে নিপীড়িত হইতে হয় নাই। ঐ সময়ে পরকীয়া প্রেম পিপাসু প্রমত্ত বারবেশ্যা মতিবাবুর কঠোর শাসনকুশের দারুণ আঘাতে দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আজ্ কাল সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই, সুতরাং দুরাচার ব্যক্তির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে ঐ সকল ষণ্ড ভণ্ড দুরাচারদিগের সাময়িক সুশাসনের সদুপায় নাই। কারণ, গত ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দের ৯ আইন ও ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের কয়েকটী ধারা সামাজিক শাসনের প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে!! সুতরাং আজ কাল মুড়ি মিছরির সমান দর না হইবে কেন? পূর্ব্বে যখন সামাজিক শাসন সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল, তখন ব্যভিচার দোষের ঈদৃশ বিসদৃশ প্রাদুর্ভাব ছিল না। দুরাচার ব্যক্তি মাত্রেই সামাজিক শাসনাধীন ছিল। এক্ষণে সামাজিক শাসন নাই, সুতরাং ব্যভিচারস্রোতঃ চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত! শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরী আমাদের সাময়িক হিত কামনায় তাঁহার প্রেরিত প্রতিনিধি দ্বারা নিত্য যতই নূতন নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিয়া প্রচলিত করিতেছেন, ততই নিত্য নূতন নূতন অপরাধের আবিষ্ক্রিয়া হইতেছে। মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের রাজত্বকালে আমাদের অন্তঃকরণে যে সকল আশা ভরসা সঞ্চারিত হইয়াছিল, আমাদের ভাগ্যদোষে ভারতেশ্বরীর শাসনকালে সে সমস্ত নিশীর স্বপন ও দরিদ্রের মানস-রাজ্যের ন্যায় নিষ্ফল হইয়াছে! বলা বাহুল্য যে, লর্ড বিকন্সফিল্ডের গবর্ণমেণ্ট আমাদের দুঃখ ভিন্ন কোন বিষয়ে সুখ হয় নাই।

শান্তিপুরের লোকেরা আমোদ প্রিয়, এজন্য এখানে বার মাসে তের পার্ব্বণ হইয়া থাকে। বারয়ারী পূজা, তের দোল ও চৌদ্দ দোলের ভার সরিতে না সরিতেই সে দিন কয়েক পল্লীতে চন্দন যাত্রা হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে প্রায় কয়েক স্থানেই বিলক্ষণ সমারোহ ও নর নারী সমাগম হইয়াছিল। চন্দন যাত্রার প্রতি বৎসর যে সকল সঙ গঠিত হইয়া থাকে, এবার তদপেক্ষা কিছু অধিক হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন রং মহলে কয়েক দিন বিলক্ষণ সঙের গল্প চলিয়াছিল! বস্তুতঃ এবার প্রায় সমস্ত সঙই দেখিতে সুশ্রী ও সুসজ্জিত হইয়াছিল। এই সকল মৃণ্ময় সঙ দেখিয়া যদি আমাদের জীবন্ত সঙের কিছু চৈতন্য হইত, তাহা হইলে সমস্ত ব্যয় আমাদের সার্থক জ্ঞান হইত। জীবন্ত সঙ মাত্রেই বিবেকবিরহিত, সুতরাং কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের সম্ভাবনা অত্যল্প।

শান্তিপুর মিউনিসিপল ইংলিস স্কুলের বহুকাল সংকল্পিত একটী বাটীর জন্য আমাদের ভাইসচেয়ারম্যান একটী সভা করেন। ঐ সময়ে নগরস্থ সমস্ত ভদ্র লোককে রীতিমত নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, কতকগুলি মনোনীত ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া ৺মতি বাবুর নির্ম্মিত অসম্পূর্ণ গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সভা করা হইয়াছিল। ঐ সভার সভাপতি পদে রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট অধিরোহণ করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট একটী ইংরাজী বক্তৃতা করেন। মিউনিসিপল স্কুলের প্রধান পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী ও একটী বাঙ্গালা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। স্কুল গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী চাঁদা সংগ্রহ করা এই সভার উদ্দেশ্য। যে সভায় ফলার নাই, টাকা দিতে হয়, সেই সভায় সচরাচর যেরূপ লোক সমাগম হইয়া থাকে, প্রস্তাবিত সভায় তদনুরূপই হইয়াছিল। এতন্নিবন্ধন সভার আশানুরূপ উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হয় নাই। ফলতঃ মিউনিসিপল স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণার্থ কৃতবিদ্য সম্প্রদায় যত অর্থের আনুকূল্য করিবেন, তাহা ভবিষ্যতী দেবীই জানেন, বলা বাহুল্য যে, মিউনিসিপলিটীর মাথা নাই ও উহা সাধারণের বিবেচনায় বেওয়ারিস মাল?

শান্তিপুর নিবাসী ৺ভীম ঘোষের পুত্র শ্রীহরিচরণ ঘোষ নর্দারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্টে রিসিভিং ক্লার্কের কর্ম্ম করিত। ঐ ব্যক্তি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ফেরৎ। নর্দারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের কর্ম্মচারী হইয়া কিছু দিন কর্ম্ম করিতে করিতে মধ্যে সৈয়দপুর ষ্টেষণ হইতে অনুমান দুইশত টাকা তহবীল তছরুপাৎ করিয়া পলায়ন পরায়ণ হয়। ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেং ডি, এস, ডুরি হরিচরণের নামে দিনাজপুরে ওয়ারেণ্ট জারি করেন। হরি শ্রীহরি স্মরিয়া ওয়ারেণ্টের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছে।

রাণাঘাটের মুন্সেফ ইতিপূর্ব্বে ১৫ দিন রাণাঘাটে ও ১৫ দিন চুয়াডাঙ্গায় কাছারী করিতেন, এতন্নিবন্ধন অর্থী ও প্রত্যর্থী সমুদায় লোকের কষ্ট হইত বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাণাঘাটে পূর্ব্বের ন্যায় কাছারি করিবার আদেশ করিয়াছেন।

রাজপুরের ন্যায় শান্তিপুরেও মদের ভাঁটী হইয়াছে সত্য, কিন্তু মদের মূল্য পূর্ব্ববৎ। মধ্যে গাজিমিয়ার বিবাহোপলক্ষে নিকারী ও মুনেড়ের মদের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা স্থানীয় মামাদের ফাঁকি দিয়া কাল্না হইতে টাকায় পাঁচ বোতল মদ ক্রয় করিয়া খাইয়াছে। এ জন্য মামাদের মর্ম্মান্তিক দুঃখ ও গাত্রের জ্বালা হইয়াছে, কিন্তু সস্তা ছাড়িয়া কে এক টাকা দিয়া তাহাদের এক বোতল মদ ক্রয় করিবে? শুনিতেছি যে, স্থানীয় রাজকর্ম্মচারিগণ কাল্না হইতে মদ ক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু মাতালেরা তাহাদের কথায় কতদূর কর্ণপাত করিবে, তাহা বলা যায় না।

---

## মূল্য প্রাপ্তি।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত মহারাজ কুচবিহার—আলিপুর | ১০ |
| শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ মৈত্র—নবাবগঞ্জ | ৭ |
| „ কমলাপতি সিদ্ধান্তরত্ন—দেবগ্রাম | ৭ |
| „ „ কালীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী—ময়মনসিংহ | ১০ |
| „ „ মাখনলাল ঘোষ—পটোলডাঙ্গা | ৫ |
| „ „ কুঞ্জবেহারী দেব—পার্কষ্ট্রীট কলিকাতা | ৫ |
| চাঁদপুর স্কুল ষ্টুডেণ্ট—চাঁদপুর | ৫ |
| „ „ নরসিংহ দত্ত—বড়বাজার | ১০ |
| „ „ ভগবানচন্দ্র ঘোষ—মাদারীপুর | ৭ |
| „ „ ভগবানচন্দ্র ভৌমিক—ফরিদপুর | ৭ |
| „ „ শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—আসাম | ১০ |
| „ „ রাখালদাস হালদার—রাঁচি | ১০ |
| „ „ চণ্ডীচরণ দে—ছাপরা | ৫ |
| „ „ চিন্তামণি ভাদুড়ি—বাজিতপুর | ৭ |
| „ „ রায় রাধাগোবিন্দ রায় বাহাদুর দিনাজপুর | ১০ |
| „ „ সূর্য্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় দিনাজপুর | ৭ |
| „ „ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ—কলিকাতা | ১০ |
| „ „ গোলোকচন্দ্র সেন—সাকরাইল | ১০ |
| „ „ প্রিয়নাথ বসু—সিমলা পাহাড় | ১০ |
| „ „ রাজচন্দ্র দত্ত—ত্রিপুরা | ১০ |
| „ „ হেমন্তকুমার ঘোষ—যশোহর | ৮ |

---

# গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

### রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

৬ ই মে। বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত কিছু দিনের জন্য মালদহের ২ য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

ডবলু, এচ, টমসন সাহেব ভাগলপুর সদর ষ্টেষণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

৭ ই মে। পূর্ণিয়ার অন্তর্গত আরারিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু উমাচরণ বসু ভাগলপুরের অন্তর্গত বাঁকায় বদলী হইলেন।

পূর্ণিয়ার অন্তর্গত কৃষ্ণগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গোঁসাই দাস দত্ত আরারিয়ার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

আরারিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী বজলল করিম সদর ষ্টেষণে রহিলেন।

বাঁকার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অবিনাশ চরণ মল্লিক যশোহরের অন্তর্গত বাগিরহাটে বদলী হইলেন।

১০ ই মে। বাবু আশুতোষ সরকার গয়া সদর ষ্টেষণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

হাবড়ার সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু দীননাথ দে মেদনীপুরের অন্তর্গত কাঁথিতে এবং কাঁথির সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু শশিভূষণ সেন হাবড়ায় বদলী হইলেন।

১৪ ই মে। রঙ্গপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, ই, টাসি ভূমী সংগ্রহার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এফ, ই, পর্জ্জিটার; জে, জি রিচি; পি, পিটারসন সাহেব ২ য় হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত ২ য় শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

### বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১২ ই মে। পিঙনার মুন্সেফ বাবু নীলমনি নাগ ময়মনসিংহে বদলী হইলেন, কিন্তু ইহাঁকে আটীয়ায় কাজ করিতে হইবে।

১৪ ই মে। বাবু চন্দ্রনাথ ঘোষ দিনাজপুরের মুন্সেফ হইলেন, কিন্তু ইহাঁকে পত্নীতলায়ও কাজ করিতে হইবে।

১৫ ই মে। পাটুয়াখালীর ২ য় মুন্সেফ বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ (ইনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।) ত্রিহুতের অন্তর্গত হাজিপুরে বদলী হইবেন।

১৮ ই মে। বাবু গৌরচরণ রায় পূর্ণিয়ার মুন্সেফ হইলেন। ইহাঁকে দমদার কাজও করিতে হইবে।

### শিক্ষা সংক্রান্ত।

১৭ ই মে। রাজসাহী কালেজের অধ্যক্ষ এফ, টি, ডাউডিং বি, এ, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ফাইন বিভাগে নিযুক্ত হইলেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক এস, ব্রবসন সাহেব ঢাকা কালেজের অধ্যাপক হইলেন।

ঢাকা কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডবলু, বি, লিভংষ্টোন বহরমপুর কলেজের প্রতিনিধি অধ্যক্ষ হইলেন।

---



এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, কলিকাতার বরাহনগর উপনগরনিবাসী মৃত বংশীধর দত্ত (যিনি জাতিতে হিন্দু) ঐ বরাহনগরের শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসীর নামে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উইল করিয়া গিয়াছিলেন এবং উক্ত প্রসন্নময়ী দাসী কলিকাতা হাইকোর্ট হইতে সেই উই-

...কের প্রোবেট লইয়াছেন। একণে ঐ প্রসন্নময়ী দাসীই উক্ত সম্পত্তি সমূহের একমাত্র কর্ত্রী। উইল-কর্ত্তার সম্পত্তির উপর যদি কাহার কিছু দাবি দাওয়া থাকে তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কর্ত্রী অর্থাৎ Executrix কে ত্বরায় জানাইতে হইবে। যদি কেহ মৃত ব্যক্তির নিকটে ঋণী থাকেন তবে তাঁহারা সত্বর স্ব স্ব ঋণ পরিশোধ করুন।

ধর এণ্ড ধর

শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসীর প্রক্টর।

---

## বৈষ্ণব ! বৈষ্ণব ! বৈষ্ণব !

"বৈষ্ণবাচার দর্পণ: বৈষ্ণব সর্ব্বস্ব" নামক পুস্তক গুরুপ্রণালী, সিদ্ধপ্রণালী, অষ্টকালীন লীলা, প্রত্যহ ষাট দণ্ডের যে যে দণ্ডে যে যে লীলা, সঙ্কল্পে সেবা প্রার্থনা, গোলোক ও নবদ্বীপ ধামের ও ব্রজ ধামের তত্ত্বধ্যান, সমুদয় বনের বর্ণনা কোন্ বনে কোন্ লীলা তাহার বিবরণ; কোন্ ভক্তের কি স্বরূপ, কোথায় কার বাস ইত্যাদি।

বৈষ্ণবদিগের অত্যন্ত আবশ্যক বিষয়ের বিবরণ প্রমাণ শ্লোকসহ পয়ার প্রভৃতি ছন্দে বঙ্গভাষায় পদ্যে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র বিদ্যারত্ন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত, পঞ্চম বিভব পর্য্যন্ত ১ ম খণ্ড (৩১২) পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা। ডাক মাশুল ৵০ আনা। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি ও শ্রীবাসাদির এবং শ্রীরেবতী বলদেব ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের ও তদ্রুপ সখা সখীর তত্ত্বধ্যান অর্চ্চনা প্রভৃতি উপাসনা কাণ্ডের সমুদয় বিবরণ এবং বৈষ্ণবদিগের আচার কাণ্ডের নিত্যকৃত্য ও অপরাধ ও তন্মোচন প্রভৃতি সমুদয় বিবরণ আছে। ইহার ষষ্ঠ বিভব দ্বিতীয় খণ্ডেও প্রকাশিত হইতেছে। তাহার মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা, ডাক মাশুল ৵০ আনা। দুই খণ্ডের অগ্রিম মূল্য দিয়া গ্রাহকদিগের মাশুল সমেত ৪ চারি টাকা মাত্র।

শ্রীশশিভূষণ অধিকারী।

৫৭ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট

বালাখানা। কলিকাতা।

---

## যজুর্ব্বেদ সংহিতা (সম্পূর্ণ)

ভাষ্য ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ—৩০

বাঙ্গালা মাত্রের মূল্য—১০

এবং—সামবেদ সংহিতা।

ভাষ্য ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ প্রতি মাসে ১০ ফরমা নিয়মে অনূন বর্ষত্রয়ে সমাপ্ত হইবে। দ্বাদশ সংখ্যার অগ্রিম মূল্য ৫ এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য ৷৷০ মাত্র। আর ১০০ গ্রাহক সংগৃহীত হইলেই কার্য্যারম্ভ হইবে।

প্রকাশক—শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা। কলিকাতা।

---

## ষ্টিকনিডাইন।

আত্যন্তিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের জন্য ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্মরণশক্তির হ্রাস, পুরুষত্বহীনতা, স্ত্রীরোগ, অজির্ণতা, পুরাতন পীড়া, প্লীহা ও যকৃতের পীড়া, হিষ্টিরিয়া ইত্যাদিতে ইহাই একমাত্র ঔষধ। মূল্য ফিঃ বোতল ৪, প্যাকিং ।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

দাদের ঔষধ।

যে কোন প্রকার দাদ হউক না কেন, ইহা দ্বারা ৩ দিনে নিশ্চয় আরাম হইবে মূল্য ১ প্যাকিং ।০।

ডবলিউ কহুব এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিবনারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

---

শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

## শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

### কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে কেশ হীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১ ডাকমাশুল ৷৷৵০

### সুর সুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক ও রোগ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২ ডাকমাশুল ৷৷০

### নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় ও অরুচি প্রভৃতি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তি হানীন প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷৷০ ডাকমাশুল ৷৷৵০

উপরোক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

---

## বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কলিকাতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৯১ নং কলেজ স্কোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৮০ আনা মাত্র।

---

## বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

কল্পদ্রুম যন্ত্র মুজাপুর কলিকাতা } শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

---

## সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৩৭ নং চিৎপুর রোড

গরাণহাটা

কলিকাতা।

এই যন্ত্রালয়ে স্কুল ব্যবহার্য্য ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক সকল উচিত মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। মুদ্রাঙ্কন কার্য্যও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। রচয়িতার আদেশানুযায়ী প্রুফ দেখা এবং রচনার সংশোধন কার্য্য সকলও উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়।

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল

ম্যানেজার

---

দ্বিতীয় ভাগ কল্পদ্রুমের অষ্টম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৫ টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৷০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া

থাকে। অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।

২। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

৩। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।

৪। উপন্যাস।

৫। ফুল তোমার জন্য ফুটে না।

৬। মনুসংহিতা।

৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বুদ্ধু ওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

---

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশ নব কলেবর ধারণ করিয়া নূতন স্থানে ও নূতন যন্ত্রে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সোমপ্রকাশ কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বুদ্ধু ওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি সোমবার প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত ১০৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সহ ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্যের নিয়ম নাই। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশ গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বার্ষি সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন।

---

## বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

## প্রকৃতি।

বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা।

( আকার ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ। )

ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। মফস্বলে ডাক মাসুল লাগিবে না। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য না পাইলে বিদেশে পত্রিকা পাঠান যাইবে না।

এই পত্রিকার সাহায্যে শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী সি, আই, মহোদয়া দুই শত টাকা দান করিয়াছেন।

প্রকৃতি কার্য্যালয়
৪৮ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর।

---

## সোমড়া পুস্তকালয়।

কোন ব্যক্তি প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয়ের নাম করিয়া ধনী মহাত্মাদিগের নিকট অর্থ এবং গ্রন্থকার মহাশয়গণের নিকট হইতে আবশ্যক পুস্তক সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন এবং কতিপয় মহাত্মার নিকট হইতে অর্থ ও পুস্তক সংগ্রহও করিয়াছেন, সম্প্রতি এই ঘটনা প্রকাশ হইয়াছে। কত দিন হইতে এরূপ হইতেছে এবং কত গুলি ব্যক্তি ইহার মধ্যে আছেন, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। এজন্য সকলকে বিনীতভাবে জানাইতেছি যে নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যতীত এই পুস্তকালয়ের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিবার অপর কাহারও অধিকার বা ক্ষমতা নাই। যাঁহারা করেন কিম্বা করিবেন তাঁহারা প্রবঞ্চক। ইংরাজীতে সোমড়া পবলিক লাইব্রেরীর নাম মুদ্রিত কাগজ ও চিঠি ও পুস্তকালয়ের নামাঙ্কিত মোহর এবং আমার স্বাক্ষর ভিন্ন কেহ যেন অর্থ কিম্বা পুস্তকাদি দান না করেন। বড় দুঃখের বিষয়, এইরূপ ধর্ম্মজ্ঞানহীন প্রবঞ্চকদিগের জন্য অনেকে সাধু ইচ্ছায় বিরত হয়েন, এবং অনেক দেশহিতকর সাধুকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। ইতি। ২৪ এ বৈশাখ ১২৮৭।

শ্রীসতীপ্রসাদ সেন
সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয়ের স্থাপয়িতা ও সম্পাদক।

---

## ভাগবত তত্ত্বকৌমুদী।

এই খানি সকলের সুখপাঠ্য সরল সাধু ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের গদ্য অনুবাদ, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য সংস্কৃত মূল ও স্বামিকৃত টীকাও দেওয়া হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ২৸০ টাকা। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইব। অগ্রিম মূল্য না দিলে পুস্তক পাঠান যায় না।

শ্রীঈশান চন্দ্র বসু
বুদ্ধুওস্তাগরের লেন ১০ নং কল্পদ্রুম যন্ত্র
কলিকাতা মৃজাপুর

---

মৎ প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

## ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫৷৷০ টাকা ডাক মাশুল ।০

## আর্য্য গৃহ চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সর্দ্দিগরমি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১।০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

## আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির সচিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ।০

## আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

---

## পঞ্চানন্দ

## রসভাবে পরিপূর্ণ

উচ্চ অঙ্গের রাজনীতি, সমাজনীতি, সুনীতি এবং দুর্নীতির সমালোচন। সাহিত্যের স্বর্গলাভ গদ্য পদ্যের আদ্যশ্রাদ্ধ। গ্রাহক হইলেই ছবি।

মাসে দুইবার দেখা।

নির্ব্বোধের নাম বোকা॥

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র; ডাকমাসুল লাগে না। নিতে হয় ত, দেরি নয়। কলিকাতার এজেন্ট—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মেডিকেল লাইব্রেরি ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

৪৪ রসারোড ভবানীপুর } শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কার্য্যাধ্যক্ষ।

---

## কল্পলতা।

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। "স্বর্ণলতা" লেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ১৵ আনা।

সপ্তম খণ্ড হইতে সম্পাদকের "স্বর্ণলতা লেখক" "হরিষে বিষাদ" নামে একটী উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে এই পত্রিকা বিদেশে প্রেরিত হয় না।

৪৪ রসারোড ভবানীপুর } শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কার্য্যাধ্যক্ষ।

---

## ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, গৃহচিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা পুস্তকসহ ঔষধের বাক্স, শিশি, কর্ক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রী হয়। সচিত্র মূল্য নিরূপণ পত্র ও পোষ্ট কার্ড বিজ্ঞাপনী বিনা মূল্যে বিতরিত।

### ঔষধের মূল্য

১ ড্রাম ২ ড্রাম বাক্স।

মাদার টিং ।৵০ ।৵০ ওলাউঠা বাক্স ২॥০ ৩৷০

ক্ষুদ্র বটী ।৵০ ।৵০ গৃহ চিকিৎসা ৬৲ ১২৲

ডাইলিউসন ।০ ।৵০ জ্বররোগের ৫৲ ১৭৲

### বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ৬৲ চিকিৎসা সার ৸৵০

ওলাউঠা চিকিৎসা ।০ ওলাউঠা চিকিৎসা হিন্দি ।৵

স্ত্রী চিকিৎসা ১৲ প্রমেহ, শুক্রক্ষরণ ।৵

ঔষধগুণ সংগ্রহ ১৷০ হাম ও বসন্ত চিকিৎসা ৵০

অস্ত্র চিকিৎসা ।০ হোমিওপ্যাথিক কি? ৵০

ভারতচিকিৎসক, বার্ষিক মূল্য ১৷০ ডাক মাশুল ৵০।

---

### দত্ত-প্রেস।

আমাদিগের ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল হাবিলা, রসিদ, লেবেল প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষর সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে।

প্রেস, কেস, অক্ষর প্রভৃতিও এখানে বিক্রয় হইয়া থাকে।

### নিউ লাইব্রেরি।

এখানে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সকল প্রকারের পাঠ্য পুস্তক, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণাদি, উপন্যাসের পুস্তক ও নভেল ইত্যাদি বিক্রয় হয়। অধিক টাকার পুস্তকে কমিশন দেওয়া যায়।

### বিনা মূল্যে বিতরণ।

### সংস্কৃত মূল ও শ্রীমদ্ভাগবৎ।

১ ম ও ২য় স্কন্ধ ৩২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

ডাক মাশুল ।০ আনা মাত্র।

ঐ বঙ্গানুবাদ।

দশম একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ ১১ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

ডাক মাশুল ২৷০ টাকা মাত্র।

হরিবংশ মূল হইতে অনুবাদিত। ইহা দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। প্রথমতঃ ১ টাকা পাঠাইলে ক্রমে সমস্ত পাইবেন।

৩৯ নং গরাণহাটা শ্রীশ্রীনাথ দাসের নিকটে এবং ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট জেনারেল লাইব্রেরীতে শরচ্চন্দ্র দত্তের নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত।

---

### শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

### ১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

### বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থে নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতি ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে" স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ২ টাকা।

ঘৃত ৵০ পোয়া ... ... ... ৩ টাকা।

তৈল ।০ পোয়া ... ... ... ৪ টাকা।

### জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ু দূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ... ১৷০ টাকা।

প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৵০ আনা।

### শিবামৃত।

(নপুংসক শৃগাল ক্বাথে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ু রোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

### রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির অঙ্গ বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ তৈল শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ... ... ৪ টাকা।

প্যাকিং ডাকমাশুল ... ... ৸০ আনা

---

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারও নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতা মুজাপুর দপ্তরিপাড়া কর্ম্মক্ষেত্র যন্ত্রে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

☞ এই পত্র কলিকাতা মুজাপুর ১০ নং বুদ্ধওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। “ প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং ”। ৭ ম সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ দশ টাকা। ১২৮৭ সাল ১৯ এ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮০ ৩১ এ মে। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে বার্ষিক ৭ টাকা


## সোমপ্রকাশ।

১৯ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

### প্রজারা চীৎকার করে কেন ?

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ও ইণ্ডিয়ান আসোসিএসন সভা ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার নিকটে যে আবেদন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তন্নিবন্ধন আমাদের মনে একটী প্রশ্নের উদয় হইয়াছে, আমরা দেখিতে পাইতেছি, প্রজারা গবর্ণমেণ্টের নিকটে সর্ব্বদা ক্রোদন করে, আত্মদুঃখ নিবেদন করে, এবং উচ্চ স্বরে তাহার প্রতীকার বাসনা করে। এ প্রকার চীৎকার করা কি প্রজার স্বভাব? না, চীৎকারের কোন কারণ আছে? আমাদের গবর্ণমেণ্ট যে প্রকার উচ্চ, সকল কার্য্যে তাঁহাদের সে উচ্চতা, সমদর্শিতা ও মহানুভাবতার পরিচয় হয় না। এই নিমিত্তই প্রজারা অসন্তুষ্ট হয় ও চীৎকার করে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন জাতির, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিপতি। ইহাঁরা রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে সকল জাতি সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের সহিত সমান ব্যবহার করেন না। তাহাই প্রজাসাধারণের অসন্তোষের ও চীৎকারের কারণ হয়। পিতা যদি সকল পুত্রের ভরণ পোষণ ও বিলাসিতার পর্য্যাপ্ত বিপুল অর্থ দান করেন, পুত্রদিগের যদি কোন বিষয়ে কষ্ট না থাকে, তথাপি পিতার যদি কোন পুত্রের প্রতি অধিক কোন পুত্রের প্রতি অল্প স্নেহ দৃষ্ট হয়, পুত্রেরা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসী প্রজাগণের পিতার অপেক্ষাও অধিক ইষ্টসাধন করিতেছেন। যাহাতে ইহারা সুখ স্বচ্ছন্দে থাকে ও সবিশেষ উন্নতি লাভ করে, তাঁহারা তাহার নানা উপায় করিয়া দিতেছেন, কোন বিষয়ে উদাসীন নহেন, তথাপি প্রজারা যে চীৎকার করে, গবর্ণমেণ্টের বিসদৃশ ব্যবহার ভিন্ন তাহার অন্য কারণ নাই।

এই বিসদৃশ ব্যবহারের ফল, রোমে বিলক্ষণ প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। রোমে যে সময়ে উন্নতির প্রাদুর্ভাব, সে সময়ে তথায় দুটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদয় হয়। এক সম্প্রদায় রাজ্যের প্রধান কার্য্যগুলি আপনাদের হস্তগত করিয়া রাখে। অপর সম্প্রদায় তাহা পাইবার জন্য ঘোরতর গোলযোগ আরম্ভ করে। তন্নিবন্ধন রোম প্রায় ক্ষণকাল সুস্থির থাকিত না। পরস্পরে এমনি শত্রুতা জন্মিয়াছিল, যে প্রথম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সাধু সদাশয় লোকেরা যদি অপর সম্প্রদায়ের মঙ্গল কামনা করিত, তাহারাও প্রথম সম্প্রদায়ের নিকটে ধিক্কৃত ও তিরস্কৃত হইত। যে বিষয় সকলেরই সমান ভোগ্য ও সমান বাঞ্ছনীয়, তাহাতে ইতর বিশেষ করিলেই মহান্ অনর্থ ঘটিয়া উঠে। অমুক সম্প্রদায়ের এটী স্বত্ব ও অধিকারভূত এ কথা বলিয়া যে এক সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ, ও অপর সম্প্রদায়ের নিগ্রহ করা হয়, সেটী রাজোচিত কাজ নয়। অধিকার ও স্বত্ব ঔপাধিক ও কাল্পনিক মাত্র। রাজকার্য্য সম্বন্ধে উহা অকিঞ্চিৎকর। তবে যে রাজার সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি পক্ষপাত করিবার ইচ্ছা হয়, উহা তাঁহার কার্য্যযুক্তির একটী ছল হয় এই মাত্র। বাস্তবিক রাজকার্য্য সম্বন্ধে কাহারই কোন স্বাভাবিক স্বত্ব বা অধিকার নাই।

রাজা যদি গুণানুসারিণী রাজপদ লাভের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে প্রজার অসন্তোষ থাকে না। অসন্তুষ্ট হইয়া চীৎকার করিবারও কারণ থাকে না। বর্ণ, জাতি, সম্প্রদায় ভেদ না করিয়া যদি উদার ভাবে এই নিয়ম করা হয়; যিনি যে পদের যোগ্য হইবেন, যিনি যে কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদন করিতে পারিবেন, তাঁহাকে সেই পদ দেওয়া হইবে, তাহা হইলে আর গবর্ণমেণ্টকে প্রজার চীৎকার শুনিতে হয় না। যদি এরূপ ঘটনা হয়, দুই তিন সম্প্রদায়ের দুই তিন জন তুল্যরূপ যোগ্য লোক পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের দুই তিন ব্যক্তিকে দুই তিনটী তুল্য পদ প্রদান করিয়া সকলের সম্মান রক্ষা করা ও সন্তোষ সাধন করা কর্ত্তব্য।

যে সমদর্শী ও উদারতর ব্যবহার দ্বারা প্রজাকে অনুরক্ত করা যায়, রঘু রাজা নিজ কার্য্য দ্বারা তাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

অহমেব মতো মহীপতেরিতি সর্ব্বঃ প্রকৃতিষ্বচিন্তয়ৎ।
উদধেরিব নিম্নগাশতেষ্বভবন্নাস্য বিমাননা ক্বচিৎ।

প্রজারা সকলেই এইরূপ চিন্তা করিত আমিই রাজার প্রিয়। সমুদ্রের যেমন শত শত নদীর প্রতি ভিন্ন ভাব হয় না, সকলকে সে সমভাবে গ্রহণ করে; তেমনি অজ রাজার কোন প্রজার প্রতি ভিন্ন ভাব ছিল না।

ভিন্ন ভাবই যত অনর্থের মূল। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় প্রজাগণকে যে ভিন্ন ভাবে দর্শন করেন, উহাই প্রজাগণের অসন্তোষের ও চীৎকারের কারণ। আমাদের রাজপুরুষেরা যদি সকল বিষয়ে সমদর্শী ব্যবহার করিয়া গুণানুসারিণী রাজপদদানব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় কোন গোলযোগ থাকে না।

---

### একটী কমিশন নিয়োগ প্রার্থনা।

নৃপ এই একটী রাজপর্য্যায়বাচক শব্দ আছে।

তাহার অর্থ মনুষ্যের পালনকর্ত্তা। পা ধাতুতে রক্ষা বুঝায়। বহিঃশত্রু (ভিন্ন দেশীয় রাজার) আক্রমণ এবং অন্তঃশত্রু দস্যু তস্কর অত্যাচারী হঠকারী দুরাত্মাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিলেই সেই রক্ষাকার্য্য সম্পূর্ণ ও সাঙ্গ হয় না। অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে প্রজাকে রক্ষা করা রাজার একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এটী যে রাজার একটী প্রধান কর্ত্তব্য, আমাদের গবর্ণমেণ্ট নিজ কার্য্য দ্বারা অনেক বার তাহা স্বীকার করিয়াছেন। দেশমধ্যে দুর্ভিক্ষ হইল, গবর্ণমেণ্ট প্রজার রক্ষার্থ ব্যগ্র হইলেন। দুরন্ত দুর্ভিক্ষের করাল কবল হইতে প্রজা রক্ষার যতগুলি উপায় আছে, গবর্ণমেণ্ট একৈকক্রমে সে সমুদায়ের অবলম্বন করিলেন। সাংক্রামিক জ্বর দেশব্যাপী হইল, মহাকাল বিশাল বদন ব্যাদান করিয়া প্রজাবিমর্দ্দ আরম্ভ করিল, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের রক্ষার্থ ব্যস্ত হইলেন; পীড়ার নিদান নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেন; কমিশন বসিল; স্থানে স্থানে ঔষধ ও চিকিৎসক পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

এই সকল কার্য্য দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, আমাদের গবর্ণমেণ্ট স্বসুখনিরত উদাসীন রাজপুরুষ দ্বারা পরিপূরিত নয়। রাজপুরুষেরা অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাদিগকে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। আমাদের গবর্ণমেণ্ট কমিশন নিয়োগে অভ্যস্ত। যখন কোন একটী জটিল বিষয় উপস্থিত হয় কিম্বা যখন গবর্ণমেণ্ট একটী সঙ্কট উপস্থিত দেখেন, তখন কমিশন নিয়োগ করিয়া তাহার তত্ত্ব নির্ণয় ও গূঢ় কারণের নিষ্কাশন ও প্রতিবিধানের উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকেন। রাজস্ব দুর্ভিক্ষ ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বহু বিষয়েই তাঁহাদের কমিশন নিয়োগব্রত পরীক্ষিত হইয়াছে। সেই নিমিত্ত আজ আমরা এক বিষয়ে একটী নূতন কমিশন নিয়োগ প্রার্থনা করিতেছি। বিষয়টী এই, এদেশীয়দিগের নিত্য বহুল পরিমাণে সুরাপান। এদেশীয়েরা যে যে বস্তু নিত্য আহার করে, তাহা বোধ হয় আমাদের রাজপুরুষগণের অনেকের অবিদিত নয়। ইহারা উদ্ভিজ্জজীবী। মাংসের সহিত ইহাদের প্রায় দেখা সাক্ষাৎ হয় না। ইহাদিগের গবাদির মাংস ভক্ষণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ, ছাগমাংসই কেবল অনুমত, তাহাও নিত্য বিহিত নয়। পর্ব্বাদি কালে দেবতাকে দান করিয়া ভক্ষণ করিতে হয়। সেই দেবোচ্ছিষ্ট ছাগ মাংসও সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। অনেককে পথিমধ্যে ছাগকে চরিতে দেখিয়া মানসিক মাংস ভোজনের সুখ ও তৃপ্তি লাভ করিতে হয়। এখন আমাদের প্রার্থনা এই, গবর্ণমেণ্ট কমিশনরূপে অন্ততঃ দুই তিন জন প্রধান ও প্রসিদ্ধ ডাক্তার নিয়োগ করিয়া নির্ণয় করুন, নিত্য সুরাপানে উদ্ভিজ্জজীবীর অনিষ্ট হয় কি না? যদি অনিষ্ট হয়, সে কি প্রকার? আমাদের শুনা আছে সুরায় মাংসকে জীর্ণ করে। যাঁহাদের অন্য কোন জীবের মাংস ভক্ষণ করিবার রীতি আছে, সুরা তাহাদের সেই ভুক্ত মাংসকে জীর্ণ করিয়া শরীরের মাংসকে অক্ষত ও অব্যাহত রাখে, কিন্তু যাহাদের অন্য জীবের মাংস ভক্ষণ করা অভ্যাস নাই, যাহারা কেবল শাক সবুজী দ্বারা উদর পূরণ করে; সুরা তাহাদের শরীরস্থ মাংস মজ্জা অস্থি জীর্ণ করে কি না? আমরা এদেশীয় সুরাপায়ীদিগকে সচরাচর যে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত দেখিতে পাই, সুরার সহিত সেই মৃত্যুর কার্য্যকারণ ভাব সম্বন্ধ আছে কি না? কমিশন নিয়োগ দ্বারা এই গুলির অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। সুরা যদি এদেশীয়দিগের শরীর নাশের, ধাতু ক্ষয়ের, দুশ্চিকিৎস্য রোগ প্রাদুর্ভাবের ও অকাল মৃত্যুর কারণ হয়; আয় বৃদ্ধির উদ্দেশে গবর্ণমেণ্টের সেই সুরার বহুল প্রচার চেষ্টা উচিত কি না? আমরা যে আজ এ বিষয়ে এত কথা কহিলাম, তাহার কারণ এই, আমাদের একজন পত্রপ্রেরক ভারতসভার নিকটে প্রার্থনা করিয়া যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহাই এ বিষয়ের উদ্বোধক হইয়াছে। সে পত্রখানি নিম্নে প্রচারিত হইল।

## ভারত সভার নিকট আমাদিগের একটী প্রার্থনা।

অর্থের কি মোহিনী শক্তি! ইহার বলে দুষ্কর্ম্ম সুকর্ম্ম বলিয়া এবং দুর্জ্জন সাধু বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। যে বঙ্গবাসিগণ গৃহের বাহিরে এক পদ ক্ষেপণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন তাঁহারাও এখন অর্থের নিমিত্ত অনায়াসে দূর দেশে ব্যাঘ্রের মুখেও জীবন বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছেন।

আমাদিগের রাজপুরুষগণের এই অসাধারণ গুণসম্পন্ন-অর্থের প্রয়োজন হওয়াতে, তাঁহারা অস্মদ্দেশে এমন একটী মারাত্মক উপায় বাহির করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা আমরা দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছি। আমরা ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইতে বসিয়াছি। তাঁহারা এক বার সন্তান তুল্য প্রজার ভাবী ইষ্টানিষ্টের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেন না; তাঁহারা একবারে আমাদের শমন-ভবন-গমনোদ্যত জীর্ণ দেহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেও বিস্মৃত হইয়া গেলেন। গবর্ণমেণ্ট আবগারির স্বাধীনতা প্রদান করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যে সে এখন লাইসেন্স নিলেই স্বাধীনভাবে ভাঁটী করিয়া মদ্যাদি বিক্রয় করিতে পারিতেছে। ভারতের প্রত্যেক বর্দ্ধিষ্ণু পল্লীতেই এখন ৩। ৪টী করিয়া মদের ভাঁটী। মদ এখন ৪। ৫ আনায় বোতল!! যে যত পারিতেছে মনের সুখে তত পান করিয়া, শীঘ্র শীঘ্র যমালয়ে যাইয়া শমন রাজের প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। যে রূপ রাজার গতিক দেখা যাইতেছে, তাহাতে শমনরাজকে নিশ্চয়ই অতিশীঘ্র হয় পোল ট্যাক্স, না হয়, আর একটী উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে হইবে।

আমরা রহস্য করিতেছি না, দারুণ ব্যথিত হইয়া এ সকল সত্য কথা বলিতেছি। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের হস্তে একমাত্র আবগারী বিভাগ থাকাতে মদ্যাদির মূল্য অধিক ছিল; কাজে কাজেই দরিদ্র ভারতের দরিদ্র প্রজাগণ ইচ্ছামত মাদকাদি সেবন করিতে পাইত না। কিন্তু এখন স্বাধীন হওয়াতে মদ্য পানের আর সে দুঃখের দিন নাই; সুদিন উপস্থিত হইয়াছে। যে, দুরন্ত রৌদ্রে মস্তকের ঘর্ম্ম পদতলে নিক্ষেপ করিয়া মজুরি দ্বারা প্রত্যহ ৵০ আনাও উপার্জ্জন করিয়া থাকে; সে ব্যক্তিও তাহার শ্রমের অর্দ্ধাংশ সুরার পাদপদ্মে অর্পণ করিতেছে। এমন অবস্থায় তাহার অনাথ পরিবারবর্গের অনশনব্রতাবলম্বন ভিন্ন অন্য উপায় কি আছে? যদি বুঝিতে পারিতাম, অতিরিক্ত মদ্যপানে শরীরের কোন না কোন উপকার হইতেছে তাহা হইলেও না হয় আত্মপ্রিয় ব্যক্তিগণ আপন আপন পরিবারবর্গকে বঞ্চিত করিয়া আপনারা সুখী হইত; তাহা ক্ষোভের বিষয় হইত না, কিন্তু মদ্যে "ইতো নষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ" ইহকাল পরকাল দুইই নষ্ট হইয়া থাকে। রাস্তায় বহির্গত হইলেই চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ বা সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া দিগম্বর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; কেহ বা মৃতবৎ অচেতন হইয়া নর্দ্দামায় পড়িয়া, বিকটাকার বদন বিস্তার করিয়া রহিয়াছে; মুখের ভিতর দলে দলে মাছি ভন্ ভন্ করিয়া প্রবিষ্ট হইতেছে, অন্য কেহ বা অশ্লীল ভাষায় গান করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে; কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; সময়ে সময়ে শৃগাল বানরের সহিতও অসঙ্কুচিত চিত্তে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে।

এই ত গেল প্রথম অবস্থা। দ্বিতীয়তঃ আমরা শীতপ্রধান দেশবাসী মাংসভোজী জাতি নহি, যে মাংসের বলে মদ্যাদি জীর্ণ করিয়া ফেলিব। আমরা উষ্ণদেশবাসী শাকান্নভোজী নিরীহ-স্বভাব-সম্পন্ন দরিদ্র বাঙ্গালী। আমাদের জঠরানলে সুরা কিরূপে জীর্ণ হইবে? এক দিন না হয় দুই দিন জীর্ণ হইল, কিন্তু চিরদিন কখন জীর্ণ হইতে পারে না। ক্রমে এক

দিকে বলকারী সারবান্ দ্রব্যে শরীর পুষ্টির অভাবে, অন্যদিকে সুরার তীক্ষ্ণতায় শরীর দিন দিন দুর্ব্বল হয়, স্বরায় যকৃৎ প্লীহাদি দুরন্ত ব্যাধিতে দেহ-মন্দির পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং অকালে আমাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করে। বৎসর বৎসর কত হতভাগ্য যে, পিতা মাতা প্রভৃতি পরিজনবর্গকে অনন্ত দুঃখসাগরে ভাসাইয়া অকালে জীবলীলা শেষ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এত দেখিয়া শুনিয়াও অবশিষ্ট মদ্যপায়িগণের চৈতন্য হইতেছে না; বরং তাঁহারা দিন দিন অধিকতর অচৈতন্য হইয়া পড়িতেছেন। বোধ হয় স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমি ব্যাঘ্রাদি হিংস্র-জন্তু-পূর্ণ সুন্দর বনে পরিণত না হইলে আর আমাদের চৈতন্যোদয় হইবে না। তৃতীয় কথা এই, সুরার সহিত বারবিলাসিনীগণের যে কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা সকলেই প্রায় বিশেষরূপ অবগত আছেন। যেখানে মদের ভাঁটী, সেই খানেই বারবনিতাগণ সানন্দে নরাধমগণের পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিতেছে। অবোধ মনুষ্যগণ মন্ত্রবাদ্যৌষধ-চতুর ব্যক্তিগণের বাদ্যধ্বনির ন্যায় তাঁহাদের আপাত-মনোহর বাণী স্বরে মোহিত হইয়া সর্পের ন্যায় আত্মবিস্মৃত হইয়া সমাজবিরুদ্ধ কত নিন্দনীয় কার্য্য করিতেছে, কিছুতেই কুণ্ঠিত নহে। ভারতে হত্যা-অপরাধে আজিও যে সকল লোক প্রাণদণ্ড-রূপ কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে, সে কেবল ইহাদেরই কৃপায়। ইহাদের গুণের অন্ত নাই! মদ্যের প্রাদুর্ভাব অল্প না হইলে ইহাদের অত্যাচারেরও হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই।

সুরা হইতে আরও অনেক অনিষ্ট সংঘটন হইতেছে। দয়ালু গবর্ণমেণ্ট প্রচুর অর্থের লোভে এ সকলের প্রতি এক বারও দৃক্‌পাত করিলেন না! মহামান্য সর জর্জ্জ ক্যাম্বেল যাহাতে সাঁওতাল পরগণা হইতে সুরাপান উঠিয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিয়া অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন; কিন্তু এখন সেই সাঁওতালদিগের কি শোচনীয় অবস্থা! সে দিন এক জন উচ্চপদস্থ সুশিক্ষিত ইংরাজ ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়া পথিপার্শ্বে ইহাদের অবস্থা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এ দুশ্চিকিৎস্য রোগের ঔষধ কি? গবর্ণমেণ্ট যখন অদ্যাপিও এ বিষয়ে মনোযোগী হইলেন না, তখন আমরা আর কাহার নিকটে তজ্জন্য ক্রন্দন করিব? আমাদের দেশের যে অবস্থা, তাহাতে যে কেহ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ইহার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিবেন, সে আশাও অল্প। আমরা দিন দিন করভারে প্রপীড়িত হইয়া পড়িতেছি এবং কর ভার সহ্য করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইতেছি, তথাপি গবর্ণমেণ্টকে জানাইতেছি, সুরালভ্য অর্থ না হয় অন্য কোন উপায়ে উপার্জ্জন করুন অথবা আর কোন নূতন করের সৃষ্টির কি আবশ্যকতা আছে? রাজস্বমন্ত্রী ষ্ট্রাচি সাহেব ত অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়াছেন।

আমাদের আর অন্য উপায় নাই। কেবল ভারতের প্রতিনিধি ভারত-বন্ধু ভারত সভাই আমাদের সম্পূর্ণ আশার স্থল। আমরা সানুনয় অনুরোধ করিতেছি, এক বার এই জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করুন। মুদ্রাযন্ত্র ও অস্ত্র-সংক্রান্ত আইনাদির বিরুদ্ধে যখন পার্লিয়ামেণ্টে আবেদন করিবেন, তখন এটী যেন বিস্মৃত না হন। ইহা সভার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

---

## সাপুরের হত্যা কাণ্ড ও তাহার মকদ্দমা।

আমরা গত সপ্তাহে বিবিধ সংবাদ মধ্যে এই মকদ্দমার উল্লেখ মাত্র করিয়াছিলাম। এটী একটী বৃহৎ মকদ্দমা। আলিপুরের সেসন আদালতে ১৯ দিন ধরিয়া ইহার বিচার হয়। এত দীর্ঘকাল ধরিয়া খুনী মকদ্দমার বিচার হইতে কখন দেখা যায় নাই। জুরীদের মতে আসামীরা দোষী হইয়াছে। কিন্তু জুরীর মতের সহিত জজ সাহেবের মতের ঐক্য হয় নাই। তিনি ঐ মকদ্দমা হাইকোর্টে পাঠাইয়া দিতেছেন।

সাপুর বেহালার নিকটবর্ত্তী। এ মকদ্দমার আসামী তিন জন। প্রথম, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয়, বৈকুণ্ঠনাথ মিত্র। তৃতীয়, গোপাল দাস। জুরির সহিত জজ সাহেবের বাক্যের অনৈক্য হইবার কারণ এই, সাক্ষিবাক্যে তাঁহার বিশ্বাস হয় নাই। এই অবিশ্বাস হওয়াতেই জুররেরা প্রথমে যে একবাক্য হন নাই, এটী তিনি স্বমত পোষক অনুকূল তর্ক মনে করিতেছেন। আবার একটী ঘটনা হইয়াছিল, সেটীও জজ সাহেব আপনার মতের অনুকূল মনে করিতেছেন। ঘটনাটী এই, বিচার শেষ হয় হয় এমন সময়ে মাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেণ্টের উকীলকে এই ভাবে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, জুররদিগের মধ্যে যিনি প্রধান, দ্বিতীয় আসামী বৈকুণ্ঠনাথ মিত্রের সহিত তাঁহার সম্পর্ক আছে। বৈকুণ্ঠের ভ্রাতা প্রধান জুররের পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, তিনি বৈকুণ্ঠকে চিনেন না এবং তাঁহার পৌত্রী নাই, তবে তিনি শুনিয়াছেন, অতি দূর সম্বন্ধ আছে। তাহাতে মনের ভাবের ব্যত্যয় হইবার সম্ভাবনা নয়। গবর্ণমেণ্ট উকীলও বলিলেন, তিনি অতি সচ্চরিত্র লোক, তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্ত হইবার কথা নয়। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এপ্রকার একটী অসম্পূর্ণ সংবাদ অন্তিম ক্ষণে দেওয়া যে অন্যায় কার্য্য হইয়াছে, উভয় পক্ষের উকীলেই সে কথা বলিয়াছেন। স্বয়ং জজ সাহেবও তন্নিমিত্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

এ প্রকার গুরুতর মকদ্দমার বিষয়ে জজ সাহেবের সহিত জুরীর মতের ঐক্য না হওয়া বড় সঙ্কটের কথা। আসামীরা যদি বাস্তবিক দোষী হয়, আর যদি তাহারা মুক্তি লাভ করে, তাহা হইলে কেবল যে দুরাত্মাদিগের প্রশ্রয়বৃদ্ধি হইয়া নূতন নূতন হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হইবে এরূপ নয়, ঐ বন্দীকৃত দুরাত্মারা এই মকদ্দমা সম্বন্ধে যাহাদের উপর জাতক্রোধ হইয়াছে, তাহাদের তিষ্ঠান ভার হইয়া উঠিবে। উহারা যে কেমন ভয়ঙ্কর লোক, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। ঐ মকদ্দমার কি ফল হয় দেখিবার নিমিত্ত আদালতে এত লোকের সমাগম হইয়াছিল যে, “ন স্থানং তিলধারণে” এই প্রবাদ বাক্যটী সফল হইয়া উঠিয়াছিল। উপস্থিত ব্যক্তিরা যখন শুনিল, জজ সাহেব আসামীদিগকে ছাড়িয়া দিবেন অভিপ্রায় করিয়াছেন, তখন সকলে যার পর নাই হতাশ ও বিরক্ত হইল। তাহার পর যখন তাহারা শুনিল, জুরীরা আসামীদিগকে দোষী করিয়াছেন, তখন তাহাদের হরিধ্বনিতে গৃহের ছাদ যেন ফাটিয়া গেল। আসামীরা বাস্তবিক দোষী না হইলে লোকের মনে এরূপ ভাব হওয়া সম্ভাবিত নয়। তাহারা যে কেমন ভয়ঙ্কর লোক, এতদ্দ্বারা তাহাও সপ্রমাণ হইতেছে।

দ্বিতীয় কথা এই, আসামীরা যদি বাস্তবিক দোষী না হয়, আর তাহাদের দণ্ড হয়, তাহার পর অন্যায় আর নাই। অন্যায়ের নিবারণার্থই বহুদর্শী বিজ্ঞ নীতিজ্ঞেরা করিয়াছেন, বরং দোষী ব্যক্তি মুক্ত হউক কিন্তু নির্দ্দোষের যেন দণ্ড না হয়।

হত্যাকারীরা যে প্রকার নিষ্ঠুর কাণ্ড করিয়াছে, তদ্বৃত্তান্ত শুনিলে অতি পাষাণহৃদয় ব্যক্তিরও হৃদয়ে শোকের উদয় হয়। হত ব্যক্তি একটী স্ত্রীলোক। তাহার বাটীর পার্শ্বে একটী পুষ্করিণী আছে। সেই পুষ্করিণীর অপর প্রান্তে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক থাকে। সে একদিন ঐ স্ত্রীলোকটীকে বলিল, আমি বাজারে যাইতেছি, যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ তুমি এক একবার আমার বাটীতে প্রবেশ করিয়া ঘর খানি দেখিও। চোরে যেন সর্ব্বনাশ করিয়া লইয়া না যায়। স্ত্রীলোকটী দেখিব বলিয়া অঙ্গীকার করিল। বেলা ৯।১০ টার সময়ে স্ত্রীলোকটী পুষ্করিণীতে কাপড় কাচিতে গিয়াছে, বৃদ্ধার বাটীর মধ্যে

শব্দ হইতেছে শুনিতে পাইল। মনে করিল বাটীর মধ্যে লোক প্রবেশ করিয়াছে। সে ঘাটে কাপড় রাখিয়া দেখিতে গেল। হত্যাকারী দুরাত্মারাই ঐ বাটীর মধ্যে শব্দ করিতেছিল। স্ত্রীলোকটী যেমন গিয়া উঠানে দাঁড়াইয়াছে, অমনি দুরাত্মারা তাহাকে ধরিয়া দিল এবং তাহার মুখে কাপড় বাঁধিয়া তাহার চীৎকার করিবার পথ বন্ধ করিয়া দিল। স্ত্রীলোকটীর উপরে দুরাত্মাদিগের যে কি মর্ম্মান্তিক ক্রোধ ছিল, তাহা প্রকাশ পায় নাই; কিন্তু দুরাত্মারা যেরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ড করিয়াছে, বোধ হয় এরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ড মানুষ মানুষের উপর করে না। এ কাণ্ড রাক্ষসকাণ্ড, বা পৈশাচ কাণ্ড। শুনিলাম মাথার এক দিকে প্রেক পুতিয়া দেয়, আর এক দিক দিয়া বাহির হইয়া যায়। স্তনে স্তনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। স্ত্রীলোকটীর গর্ভ ছিল, তাহা নিপাতিত করে। হা! কি নিদারুণ কাণ্ড! আবার মানুষের কিছুই অসাধ্য নাই। মনুষ্য দ্বিপদ বটে কিন্তু অনেক মানুষের হৃদয়ে পশুধর্ম্ম জাগরিত হইয়া আছে। তাহার উপর ক্রোধ ও বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা থাকিলে উহা মানুষকে পশুর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট করিয়া তুলে। এখন আবার মদ ও তাড়ি উহার প্রধান সহকারী হইয়াছে। অতএব দুরাত্মারা যে ঐ শোচনীয় নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাতে আমরা তত বিস্মিত নহি। আমাদের অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ভারতেশ্বরীর প্রবল প্রতাপপূর্ণ অধিকার মধ্যে আজও এ প্রকার নিষ্ঠুর কাণ্ড হইয়া থাকে। যেখানে রাজা আছেন, অথচ তাঁহার প্রতাপ নাই; যেখানে পুলিস আছে, অথচ তাহার ক্ষমতা নাই; যেখানে ধর্ম্মাধিকরণ আছে, অথচ তাহাতে পদার্থ নাই; এ সকল ঘটনা সেই সেই স্থানের ঘটনা। যেখানে প্রতাপাগ্নি তীব্রবেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া দিবাকরের উজ্জ্বল জ্যোতিকে মলিন করিয়া তুলিয়াছে, সেখানকার এ ঘটনা নয়। এই শোচনীয় হত্যা ব্যাপারটী যখন আমাদের শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইল, তখন আমাদের মনে এই তর্কের উদয় হইতে লাগিল, আমরা দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপান্বিত মহারাজ চক্রবর্ত্তী ইংরাজজাতির অধিকারে বাস করিতেছি? না, বিলাসপর নিষ্প্রতাপ যবন রাজ্যে বাস করিতেছি?

উল্লিখিত হত্যাকাণ্ড, তৎসংক্রান্ত মকদ্দমার বিচার ও জুররদিগের সহিত জজ সাহেবের মতভেদ হইয়া হাইকোর্টের বিচারার্থ মকদ্দমা প্রেরণ এই গুলি দেখিয়া আমাদের মনে মীমাংসাযোগ্য কয়েকটী গুরুতর প্রশ্নের উদয় হইতেছে। প্রথম, আমরা প্রতাপশালী রাজার রাজ্যে বাস করিতেছি বটে কিন্তু আমাদের তুল্য শোচনীয় অরক্ষণীয় অবস্থা শৃগাল কুক্কুরেরও নয়। শৃগাল কুক্কুরের খর নখর ও তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাগ্র আছে, যদি নির্জ্জন স্থানে একটী কুক্কুরকে আর একটী কুক্কুর আক্রমণ করে, সে দুর্ব্বল হইলেও নখরাদি প্রহার করিয়া আক্রমণকারির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। কিন্তু আমাদের আত্মরক্ষার কোন পথই নাই। বোধ কর, আমরা ইংরাজ রাজ্যে বাস করিতেছি, এই গর্ব্বে স্ফীত হইয়া রাত্রিকালে নির্জ্জন মাঠ দিয়া যাইতেছি, অথবা নির্জ্জন গৃহে শয়ন করিয়া আছি, আমাদের বিপক্ষ আসিয়া অনায়াসে আমাদের প্রাণবধ করিতে পারে। আমাদের আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই। অস্ত্র ব্যবহার দূরে থাকুক, আমরা একটী বাঁশের লাঠিও হাতে বা কাছে রাখি না। আমরা ইংরাজ রাজার প্রজা, মনে মনে এই গর্ব্ব এক সহায় আছে। কিন্তু সেই গর্ব্ব আসন্নকালে রক্ষা করিতে পারে না। এক যে আর্ত্তনাদ সহায় আছে, দুরাত্মারা হঠাৎ মুখ বন্ধ করিয়া দিলে সে সহায়বলও থাকে না। হায়! সাপুরের হত স্ত্রীলোকটী চীৎকার করিয়া সেই দুর্ব্বিষহ দারুণ যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিতেও পারিল না! সে যত ছটফট করিয়াছে, ততই সে মনে মনে মাতা পিতা আত্মীয় অন্তরঙ্গ ঈশ্বর ও রাজাকে কত ডাকিয়াছে; কিন্তু কেহই দুরাত্মাদিগের হস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না! ইহার তুল্য শোচনীয় অশরণ অবস্থা কি আছে? নির্জ্জন হত্যার যে সুবিচার হইবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। সেখানে কেহ সাক্ষী থাকে না। সাক্ষী থাকিলে হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা কি? কিন্তু যে হত্যা করে, গ্রামীণ লোকের তাহা অবিদিত থাকে না। মকদ্দমার জোগাড় করিবার নিমিত্ত কৃত্রিম সাক্ষী প্রস্তুত করা হয়। তাঁহাদের বাক্যে প্রায়ই অনৈক্য দোষ ঘটিয়া উঠে। সুতরাং মকদ্দমা অগ্রাহ্য হইয়া যায়। দ্বিতীয়, জুররদিগের সহিত জজের মতের অনৈক্য হইলে যদি তাঁহাদিগের বাক্য অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে জুরীর প্রথা রাখিয়া ফল কি? তৃতীয়, আমাদের এই অশরণ শোচনীয় অবস্থাগুলির সংশোধনের উপায় কি? চতুর্থ, এরূপ মতভেদ স্থলে প্রাণবধ দণ্ড করা কোন ক্রমেই বিধেয় হয় না। নির্ব্বাসন দণ্ডই এস্থলের উপযুক্ত।

---

## রাজনীতিজ্ঞদিগের সরল পথে চলিলে কি চলে না?

যাঁহারা নীতিশাস্ত্রের বৃহত্তর আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন, রাজনীতিপথ অতি বক্র, জটিল ও কুটিল, সহজে এ পথে ভ্রমণ করা যায় না। আমাদের প্রশ্ন এই, এ পথটী স্বভাবতঃ বক্র অথবা বক্র লোকে এই পথের নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতেই ইহা বক্র ও দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। সরলভাবে যদি রাজনীতির স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায়, এ পথ স্বভাবতঃ বক্র নয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রাজনীতিজ্ঞদিগের যে সরল পথে চলিলে চলে না তাহাও নয়। যাঁহাদিগের উপরে রাজ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিবেচনার ভার ও সন্ধিবিগ্রহাদির ভার সমর্পিত হয়, ভ্রান্তি, শঙ্কা ও সঙ্কীর্ণতাদি দোষে তাঁহাদের বুদ্ধি, প্রায় সরলপথগামী হয় না। সুতরাং তাঁহারা যে পথের সৃষ্টি করেন, তাহা বক্র হইয়া উঠে। কোন স্থানে সরল ব্যবহারে অনিষ্ট নাই, কোন স্থানে বা আত্মগোপন করা আবশ্যক হয়, অনেক রাজনীতিজ্ঞ এটী বুঝিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারা সকল স্থানেই অসরল-ব্যবহারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। নীতিশাস্ত্রে আছে "গূহেৎ কূর্ম্মইবাঙ্গানি" রাজা কূর্ম্মের ন্যায় অঙ্গ গোপন করিবেন; এ রূপ আচরণের স্থলবিশেষ আছে। রাজা যে, সকল বিষয়েই আত্মগোপন করিবেন, তৎপ্রতিপাদন এ বচনের উদ্দেশ্য নয়। বিপক্ষ জিগীষু রাজা যখন রাজ্যের আক্রমণার্থী হয়, তখন সেই আক্রমণীয় রাজার মন্ত্রাদি গোপনের উপদেশার্থ ঐ বচনের সৃষ্টি করা হইয়াছে। আক্রমণার্থী বিপক্ষ রাজা যদি আক্রমণীয়ের সকল পরামর্শ জানিতে পারে; যদি কোষ-দণ্ডজ তেজ, অর্থাৎ সৈন্যবল ও অর্থবল পরিজ্ঞানে সমর্থ হয়; তাহা হইলে আক্রমণার্থী আক্রমণীয়ের সৈন্যাদির পরাভবে সমর্থ এরূপ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অনায়াসে আক্রমণীয়ের পরাভবে শক্ত হয়। সৈন্যসংখ্যা যত অপ্রকাশ থাকে ততই ভাল। বিপক্ষ রাজা আক্রমণীয়ের সৈন্যাদির পরিমাণ না জানিতে পারিলে সে আক্রমণে শঙ্কিত হয়। সেটী মঙ্গলের কারণ সন্দেহ নাই। এই শুভ উদ্দেশ্যেই ভগবান মনু লিখিয়াছেন,

> গিরিপৃষ্ঠং সমারুহ্য প্রাসাদং বা রহোগতঃ।
> অরণ্যে নিঃশলাকে বা মন্ত্রয়েত্তাবভাবিতো ॥—

নির্জ্জন গিরিপৃষ্ঠে বা প্রাসাদে আরোহণ করিয়া অথবা নির্জ্জন অরণ্যে গমন করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের মন্ত্রণা করিবে।

"ষট্‌কর্ণোভিদ্যতে মন্ত্রঃ" ছয় কাণ হইলে মন্ত্র ভঙ্গ হইয়া যায়। ইত্যাদি মহার্থ যে সমস্ত উপদেশ বাক্য আছে, সেগুলি ঐ মন্ত্রগোপনেরই উপদেশক কিন্তু অসরল ব্যবহারের উপদেশক নয়। বোধ কর একজন শত্রুর সহিত সন্ধি হইল; সন্ধিপত্রে কয়েকটী গ্রাম বা কতগুলি অর্থের আদান প্রদানের কয়েকটী নিয়ম করা হইল; নিয়মকর্ত্তারা অসরল

ব্যবহার ও চতুরতা করিয়া সন্ধিনিয়ম ভঙ্গ করিবেন, এবং আপনাদের অসাধুতা মিথ্যাবাদিতা ও কাপুরুষতার পরিচয় দিবেন, এ নিমিত্ত "গৃহেৎ কূর্ম্ম ইবাঙ্গানি" ইত্যাদি বাক্যের সৃষ্টি করা হয় নাই। প্রজার সহিত কার্য্যকালে রাজার অসরল ব্যবহারের কথা ত নাই। কোন নীতিগ্রন্থকার সে উপদেশ দিয়া নিজ গ্রন্থকে দূষিত করেন নাই।

ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব ও নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের ব্যবহারকার্য্যই আজ আমাদের এই প্রস্তাবের অবতারণার কারণ হইয়াছে। নূতন মন্ত্রি-সম্প্রদায় যেরূপে কার্য্য করিবেন, তাহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা ইউরোপীয় সমাচার পাঠে জানিতে পারিলাম ভারতবর্ষীয় ষ্টেট-সেক্রেটরী প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন, ভারতবর্ষের নূতন গবর্ণর জেনরল মারকুইস রিপন সাহেব ভারতবর্ষের মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন ও লাইসেন্স টাক্স বিষয়ে বিবেচনা করিয়া ইংলণ্ডে রিপোর্ট করিবেন। আফগান-যুদ্ধের বিষয়ে বলা হইয়াছে, আফগানজাতীয় একজন ক্ষমতাবান রাজা পাইলেই তাঁহাকে কাবুলের সিংহাসন প্রদান করিয়া ইংরাজেরা তথা হইতে চলিয়া আসিবেন। আফগান যুদ্ধের প্রকৃত ব্যয় সাত কোটী টাকা, তদ্ভিন্ন সীমা রেলওয়ে ব্যয় আছে। তুরস্কের সুলতানকে গ্রীস মণ্টিনিগ্রো ও আর্ম্মেনিয়ার গোলযোগ শান্তি করিতে বলা হইয়াছে। তিনি যদি কথা না শুনেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া জুলাই মাসে বার্লিনে ইউরোপীয় রাজগণের এক সভা হইবে।

নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় সরলভাবে এই বিষয়গুলির উল্লেখ করিয়া নিজ সরল কার্য্য প্রণালীর যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের গৌরব না অগৌরব? তাহাতে তাঁহাদিগের প্রতি প্রজার অনুরাগ বৃদ্ধি হইবে না বিরাগ জন্মিবে? তাহাতে তাঁহাদের কার্য্যের সমধিক কৃতার্থতা লাভ হইবে, অথবা তাঁহারা অকৃতকার্য্য হইবেন?

সরলতার একটী মহোদার অদ্ভুত গুণ আছে। এই গুণের প্রভাবে তাঁহারা সকলের প্রশংসাভাজন হইয়া অনায়াসে অতি দুঃসাধ্য কার্য্যেরও সাধন করিয়া তুলিতে পারিবেন। যদি বা কোন কারণে কোন কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে না পারেন, তথাপি তাঁহারা কাহারও বিরাগভাজন হইবেন না।

পক্ষান্তরে, ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ কোন কার্য্যেই সরল ব্যবহার করেন নাই। এই নিমিত্ত ইউরোপ আসিয়া ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশেই মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কেবল যে জীবহত্যা অর্থনাশ মাননাশ প্রভৃতি শোচনীয় কাণ্ডের ঘটনা হইয়াছে তাহা নয়, গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বজনীন বিরাগ জন্মিয়াছে। বোধ হয় ডিসরেলীর মন্ত্রিত্বের ন্যায় কাহারও মন্ত্রিত্বকালে সাধারণে এ প্রকার বিজাতীয় বিরাগের প্রাদুর্ভাব হয় নাই। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণের অসরল ভাবই রুশ তুরস্ক যুদ্ধের কারণ! মন্ত্রিগণ এমনি বক্র আচরণ করিয়াছিলেন, যে তুরস্কেরা বুঝিয়াছিল, ইংলণ্ড তাহাদিগকে আসন্নকালে পরিত্যাগ করিবেন না। সেই আনুমানিক সাহায্য বল দর্পিত হইয়াই উহারা সংগ্রামানল প্রজ্বলিত করিল। নূতন মন্ত্রিগণের ন্যায় ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ যদি স্পষ্টাক্ষরে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন, তাহা হইলে তুরস্কের সুলতান বার্লিনের সভায় নত হইয়া পড়িতেন সন্দেহ নাই।

এ দিকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরল ইংলণ্ডেশ্বরীর ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ কালে ভারতে যে মহা সভা করেন, তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়া কাবুলের আমীর সিয়ার আলী আগমন করেন নাই। সেই অপমানে ও সেই কোপে লর্ড লিটন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমীরকে উৎসন্ন দিবেন। সীমার আরাম বৃদ্ধি তাঁহার ছল হইল। পাঠক দেখুন ভারতবর্ষের পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের কেমন অসরল ভাব! এই অসরল ভাব নিবন্ধন তাঁহারা যার পর নাই প্রজার বিরাগভাজন হইয়াছেন।

১৮৭৮ অব্দের ৯ আইনটীও ভারতবর্ষের পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের অসরলতার ফল। দেশীয় সংবাদপত্রে তাঁহাদিগকে অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল। সেই কোপে নানাপ্রকার দোষের অনুসন্ধান করিয়া এক আইন করিয়া বসিলেন, এবং দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লোপে প্রবৃত্ত হইলেন।

পক্ষান্তরে নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের সরলতাময়ী কার্য্যপ্রণালীতে যে উপাদেয় ফল লাভের সম্ভাবনা আছে, তাহার একটী উদাহরণ দিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় তুরস্কের সুলতানকে স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন যদি তিনি গ্রীস মণ্টিনিগ্রো ও আরমেনিয়ার গোলযোগের নিষ্পত্তি না করেন, এবং স্বরাজ্যের অন্তর্গত অত্যাচারের নিবারণ করিয়া সুশৃঙ্খলা সম্পাদন না করেন, তাঁহার রাজ্য থাকিবে না। এই স্পষ্ট সরল বাক্যে যে কত কাজ হইবে বোধ হয় পাঠক তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। এখন তাঁহাকে প্রাণপণে রাজ্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

---

## ১০· বঙ্গদেশের তণ্ডুল বিনিয়োগ।

বঙ্গদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। ইহাতে বাণিজ্য বা শিল্প অধিক নাই। সুতরাং অধিকাংশ লোকেই কৃষিকর্ম্ম দ্বারা দিনপাত করে। বঙ্গদেশে প্রায় ৬৬০ লক্ষ লোকের বাস। ইহার মধ্যে প্রায় ৬ কোটি লোক তণ্ডুলভোজী। বঙ্গদেশ এই সমুদয় অধিবাসীর তণ্ডুল সংস্থান করিয়া দিয়া প্রতি বৎসর কোটি কোটি মণ তণ্ডুল বিদেশে প্রেরণ করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় তণ্ডুল ব্যবসায়ের উপরে লোকের বিশেষ দৃষ্টি থাকা নিতান্ত আবশ্যক। বিশেষতঃ বৎসর বৎসর তণ্ডুলের মূল্যের এরূপ ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে যে অনেকেই তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন না।

উপরে উক্ত হইয়াছে যে বঙ্গদেশে প্রায় ৬ কোটী তণ্ডুলভোজী লোক আছেন। ইহাঁদের মধ্যে ৫ কোটী কৃষিজীবী বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অবশিষ্ট এক কোটী লোক শিল্প বাণিজ্য ও রাজকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। ইহারা স্বয়ং তণ্ডুল উৎপাদন করেন না, কৃষকদিগের উৎপাদিত তণ্ডুল ভক্ষণ করেন। একজন বাঙ্গালীর বৎসরে গড়ে ছয় মণের অধিক তণ্ডুল লাগে না। গবর্ণমেণ্ট রিপোর্ট পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, ৬ কোটি তণ্ডুলভোজীর জন্য ৩০ কোটী মণ তণ্ডুলের প্রয়োজন হয়। আমরা বহুসংখ্যক কৃষক ও মজুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে মাসে আধমণ তণ্ডুল হইলে এক জনের চলে। এ হিসাবে এক এক ব্যক্তির প্রতি গড়ে ৬ মণ তণ্ডুলের প্রয়োজন হয়। অতএব ছয় কোটি লোকে ৩৬ কোটি মণ তণ্ডুল লাগে। ইহার উপরে তণ্ডুলের অপচয়, গোমেষাদির আহার, সঞ্চয় ও অন্যান্য কারণ আছে। তাহাতেও প্রায় ৬ কোটি মণ আবশ্যক হয়। বঙ্গদেশ হইতে প্রায় কোটি মণ চাউল প্রতি বৎসর বিদেশে নীত হইয়া থাকে। সর্ব্বশুদ্ধ ৪৩। ৪৪ কোটি মণ চাউল বঙ্গদেশে উৎপন্ন হয়।

কোন দ্রব্যের মূল্য কত, অনুমান করিতে হইলে সে দ্রব্য কত উৎপন্ন হয় ধরিলে ঠিক হয় না। তাহার মধ্যে কত দ্রব্য বিক্রয়ার্থ বাজারে আনীত হয়, তাহা জানা আবশ্যক। আমাদের দেশে যতই উৎপন্ন হউক, কৃষকেরা সম্বৎসরের জন্য নিজ নিজ ব্যয়ের উপযোগী যে ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহাতে ধান্যের মূল্যের ইতরবিশেষ হয় না। তাহার কারণ এই, যে ধান্য বাজারে কখন আসে না। সুতরাং ধান্যের মূল্য নির্ণয়ের সহিত ৫ কোটি লোকের ব্যয়োপযোগী ৩০ কোটি মণের কোন সম্বন্ধ নাই। কৃষকেরা আপন ব্যয়োপযোগী ধান্য রাখিয়া অবশিষ্ট মহাজনকে দেয়। মহাজন আবার তাহার কিয়দংশ নিজ ব্যয়ার্থ রাখে, কিয়দংশ অধিক লাভে বিক্রয় করিব ভাবিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট নিকটবর্ত্তী বাজারে পাঠাইয়া দেয়। এরূপ তণ্ডুল বিক্রয়ের বাজার প্রতি জেলায় ২৫। ৩০ টী

করিয়া আছে। সে সমুদয় স্থান হইতে প্রধান প্রধান নগরে তণ্ডুল প্রেরিত হইয়া থাকে। এইরূপে নানা হস্তে ফিরিয়া ১ কোটি মণ বিদেশে রপ্তানী হয়।

যখন কোন বিপদ আপদ বা গোলযোগ না ঘটে, তখনই এক কোটি মণ চাউল বিদেশে রপ্তানী হয় ও নিয়মিত মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভিক্ষাদি আপদ কালের এ নিয়ম নয়। এক বৎসর শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত হইলেই দুর্ভিক্ষ হয় না। দুই তিন বৎসর উপর্য্যুপরি শস্যের ব্যাঘাত হইলে তবে দুর্ভিক্ষ হয়। কিন্তু প্রথম বৎসর কেবল একটু কষ্ট হয় এইমাত্র। প্রথম বৎসর যে কিছু ধান্য উৎপন্ন হয় তাহাতে, এবং পূর্ব্ব বৎসরের যাহা সঞ্চিত থাকে, তাহাতে কৃষকদের একরূপ চলিয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি, প্রথম বৎসরে কৃষকেরা খাদ্য দ্রব্যের নিমিত্ত তত কাতর হয় না। তাহারা খাজনার টাকার সংস্থানার্থ মজুরের কার্য্য করে। ঐ সময়ে যদি তাহাদের খাজনা লওয়া বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের বিশেষ উপকার দর্শে। কিন্তু যদি পর পর দুই বৎসর অনাবৃষ্টি হয়, তাহা হইলেই তাহাদিগের উদরান্নের যার পর নাই কষ্ট উপস্থিত হয়, এমন কি অনশনেও প্রাণত্যাগ করে। এখন সভ্যতা প্রভাবে বাণিজ্য বিস্তার হইয়াছে, যাহারা তণ্ডুল কিনিয়া খায়, তাহাদের বড় কষ্ট হয় না। বিদেশের তণ্ডুলে অনায়াসে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। ১১৭৬ সালের দুর্ভিক্ষে যে লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহাতে কৃষক ও শ্রমজীবী উভয়ের প্রায় তৃতীয়াংশ লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। অনাবৃষ্টিনিবন্ধন দুই বৎসর কিছু জন্মে নাই, বাণিজ্য ও ছিল না। তাহার উপর আবার খাজনা বন্ধ করা হয় নাই। তাহাতেই ঐ ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হয়। ১১৭৬ সালের পর এক শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালায় উপর্য্যুপরি দুই বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টি হয় নাই। শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত তণ্ডুল ব্যবসায়ের একটী প্রধান বিঘ্ন। এতদ্ভিন্ন আর একটী বিঘ্ন আছে, যদি বিদেশে কোথায়ও তণ্ডুলের অধিকতর প্রয়োজন হয়, তাহা হইলেও ব্যবসায়ের বিষম বিঘ্ন ঘটে। গত বৎসর যে সময়ে কমিশরিয়েটে অনেক তণ্ডুল ও গোধূম ক্রীত হয়, তৎকালে উক্ত শস্যদ্বয়ের মূল্য পশ্চিমাঞ্চলে মণকরা একেবারে ১ টাকা চড়িয়া যায়। মান্দ্রাজ [illegible] দুর্ভিক্ষের সময়ে হঠাৎ তণ্ডুলের অত্যন্ত প্রয়োজন [illegible] দিনকত কাল কলিকাতায় তণ্ডুলের [illegible] বহুল পড়িয়া গিয়াছিল।

ফলতঃ বিদেশে [illegible] হঠাৎ প্রয়োজন হইলেই কলিকাতার বাজারের [illegible] সর্ব্বাগ্রে নিঃশেষ হইয়া যায়। তখন [illegible] মূল্য হইয়া উঠে। যে কয়েকটী প্রধান বাজার হইতে এখানে তণ্ডুল আমদানী হয় ২।৫ দিন মধ্যে সেখানেও টান পড়ে, ক্রমে মহাজনেরা অধিক লাভের আশায় যে স্থানে (গুদামে) চাউল বদ্ধ করিয়া রাখে, তথায়ও আঘাত লাগে। মহাজনদিগের সঞ্চিত শস্য যত শেষ হইতে থাকে, তত চাউলের মূল্য অধিক পরিমাণে বাড়িয়া উঠে। মহাজনদিগের শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবার চেষ্টায় চাউল কিনিবার সময়ও চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইবার প্রধান সময়।

কলিকাতায় গত ৭ বৎসরে যত চাউল আমদানী হইয়াছে তাহার তালিকা এই:—

| | | মণ |
|---|---|---|
| ১২৮০ সাল | | ৭৪০০০০০ |
| ১২৮১ সাল | ( বিহার দুর্ভিক্ষ ) | ৪০০০০০০ |
| ১২৮২ সাল | | ৫৮০০০০০ |
| ১২৮৩ সাল | ( মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ ) | ১৯৪০০০০০ |
| ১২৮৪ সাল | ( মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ ) | ২২১০০০০০ |
| ১২৮৫ সাল | | ১০৫০০০০০ |

উপরি উক্ত তালিকা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে মান্দ্রাজে ৮৩ ও ৮৪ সালে যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে বাঙ্গালার মহাজনদিগের সঞ্চিত সমস্ত তণ্ডুল ব্যয় হইয়া যায়। উক্ত দুই বৎসরে প্রায় ২॥ কোটী মণ চাউল মান্দ্রাজে নীত হইয়াছিল। এই দুই বৎসর কলিকাতায় ২০২ ও ২৫২ লক্ষ মণ চাউল আইসে কিন্তু ৮১ ও ৮৪ অপেক্ষা ৮৫ সালে চাউলের মূল্য অধিক হয়। আমদানী ও রপ্তানি উভয়ের তুলনা করিলে দেখা যাইবে কলিকাতায় ৮৩ সালে ৮ লক্ষ মণ ও ৮৪ সালে ৩০ লক্ষ মণ চাউল মজুত থাকে। এই অল্প তণ্ডুলে এত বড় বৃহৎ নগরের ব্যয় সংকুলান যে অতীব কঠিন হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমিত হইতেছে।

৮৫ সালে মহাজনেরা গুদাম ভরিয়া রাখিয়া অল্প মাত্রায় তণ্ডুল বাজারে প্রেরণ করিয়াছিল। ৮৬ সালে আবার চাউলের মূল্য অনেক কমিয়া যায়।

আমাদের দেশের অনেক লোকের ভ্রম আছে যে, বিদেশে তণ্ডুল যায় বলিয়া আমাদিগকে অধিক মূল্যে তণ্ডুল ক্রয় করিতে হয় কিন্তু সেটী ভ্রমাত্মক সংস্কার। তাঁহারা মনে করেন, প্রতি বৎসর ১ কোটী মণ চাউল বিদেশে যায়, উহা বিদেশে না গেলে তণ্ডুল কতই অল্প মূল্য হইত, কিন্তু তাঁহারা বুঝেন না যে বিদেশে না গেলে কেহ ঐ অতিরিক্ত তণ্ডুল উৎপাদনের চেষ্টা করিত না, শস্যেরও মূল্য বৃদ্ধি হইত না। শস্যের মূল্য বৃদ্ধি না হইলে উহার উৎপাদনে যত্ন জন্মে না, বিশেষতঃ তণ্ডুল বিদেশে প্রেরণ করিবার সময় মূল্য তত বৃদ্ধি হয় না, তাহার এক বৎসর পরে বৃদ্ধি হয়। অপর, মূল্য বৃদ্ধি হইলে ৫ কোটী লোকের কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই যে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি ১ কোটী লোকের। এই এক কোটী লোক অন্য অন্য কার্য্য করে, কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হয় না। যাহারা কৃষিকার্য্যে লিপ্ত, তাহারা সংখ্যায় ৫ কোটী হইবে। ফলতঃ সচরাচর যে শস্য বিদেশে প্রেরিত হয়, তন্নিবন্ধন অসন্তুষ্ট হইবার কোন কারণ নাই। বরং তাহা সন্তোষের কারণ, তাহাতে দেশের উন্নতি হয়।

১২৮৫ সালে ১৪৭ লক্ষ মণ তণ্ডুল কলিকাতায় আনীত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে নৌকায় ৯৮লক্ষ মণ, গরুর গাড়ী ও মোটে ১০ লক্ষ, রেলে ৩৭ লক্ষ ও জাহাজে দুই লক্ষ মণ। বর্ম্মা ও উড়িষ্যা হইতে যে চাউল আইসে, তাহা জাহাজেই আসিয়াছিল। রেলে চাউল আমদানী অতি অল্প হয়। যদি রেলের ভাড়া কমিয়া যায়, তাহা হইলে উহাতে অধিক পরিমাণে চাউলের আমদানী হইতে পারে।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ব্যতিরেকে সিংহল ও দক্ষিণ আফ্রিকায় অনেক চাউল রপ্তানি হয়। ইংলণ্ডে প্রায় সাত লক্ষ মণ তণ্ডুল প্রতিবৎসর কলিকাতা হইতে নীত হইয়া থাকে। বিদেশীয় বাণিজ্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। ৮৬ সালে ৭০ লক্ষ ৮৫ সালে ৭৫ লক্ষ এবং ৮৫ সালে ৭৮ লক্ষ মণ রপ্তানি হইয়াছে।

---

## সৈন্যবিভাগ।

আজ কাল ভারতবর্ষের সৈন্যবিভাগে কিঞ্চিদধিক বিশ কোটী টাকা ব্যয় হইতেছে। ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবন্ধু ফসেট সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের রাজস্ব আদায় ব্যয় বাদে ৩৮ কোটী টাকা। ইহার মধ্যে ১৭ কোটী টাকা সৈন্য বিভাগে ব্যয়িত হয়। ফলতঃ সেনাবিভাগ সমস্ত রাজস্বের শতকরা ৪৫ টাকা গ্রাস করিয়া ফেলে, তাহাতে দেশের বাস্তবিক কোন উন্নতি হয় না। ২২ কোটী টাকা ভূমির কর হইতে সংগৃহীত হয়, তাহার মধ্য হইতে এক্ষণে ২০ কোটী অর্থাৎ প্রায় সমস্ত টাকাই গোরা ও সিপাহীদিগের উদরমধ্যগত হইতেছে। একজন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, ভারতবর্ষে প্রতি সৈন্যে যত খরচ পড়ে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তাহার অর্দ্ধেকও পড়ে না। সৈনিক বিভাগের এই অসঙ্গত ব্যয় ভারতবর্ষীয় রাজস্বের চিরস্থায়ী অসচ্ছল অবস্থার প্রধান কারণ। এই ব্যয়াধিক্য দেশীয়দিগের প্রতি এক প্রকার অত্যাচার, এটী ইংরাজজাতির কলঙ্ক। আমরা যে এ কথা কহিলাম, তাহার কারণ এই, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিবেশী রাজগণের সহিত সদ্ব্যবহার নাই, প্রজাগণকেও বিশ্বাস

করেন না, তাহাতেই তাঁহাদের এত সৈন্য রাখিবার ও তাহার অসঙ্গত ব্যয় করিবার প্রয়োজন হয়। প্রতিবেশী রাজগণের প্রতি অসদ্ব্যবহার খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী সভ্য জাতির কি কলঙ্কের কারণ নয়? ভারত কি এই ব্যয়ভারগ্রস্ত হইয়া বিপন্ন হইতেছে না? রাজ্য বৃদ্ধির লোভ পরিত্যাগ করিয়া ও মিত্র রাজগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া সৈনিক বিভাগের অসঙ্গত ব্যয় সংক্ষেপ করা কি কর্ত্তব্য নহে? সে দিবস ভারতসভা ভারতবর্ষের মনোবিষয়িণী দুঃখমালার উল্লেখ করিয়া পার্লিয়ামেণ্টে যে আবেদন করিলেন, তাহাতে সৈন্য বিভাগের ব্যয়াধিক্য প্রধানরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত ছিল। বিশ কোটি টাকা ব্যয়, তাহার প্রতিদানে কিছুই নয়!!!

গত বৎসর যখন মহা ধুমধামে এতৎ সম্বন্ধে কমিশন বসে, তখন আমাদের মনে কতই আশার সঞ্চার হইয়াছিল। যখন দেখিলাম দেশ বিদেশ হইতে অগাধ অর্থ ব্যয় করিয়া কার্য্যদক্ষ রাজপুরুষদিগকে শিমলায় লইয়া যাওয়া হইতেছে, তখন ভাবিলাম বুঝি এই বার এ দুঃখের অবসান হইবে। কিন্তু সে আশা ফলবতী হইল না। নবেম্বর মাসে কমিশন রিপোর্ট দিলেন। রিপোর্টের মহাপ্রশংসা হইয়া গেল। লর্ড লিটন মহাসন্তুষ্ট; ষ্ট্রাচি সাহেব আনন্দে বিহ্বল। আমরাও দেখাদেখি সন্তুষ্ট হইলাম। শুনিলাম, দেড় কোটী টাকা ব্যয় লাঘব হইবে। কিন্তু তাহা কই হইল? যেমন গোলযোগ তেমনিই রহিল, কেবল কমিশনের অতিরিক্ত ব্যয় ভারতবাসীর স্কন্ধে চাপিল এই মাত্র। রিপোর্ট ছাপা হইল না। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিসম্প্রদায়ের সমুদয় কার্য্যই অনুদার; তাঁহারা গোপনে কার্য্য করিতে ভাল বাসিতেন, আলো তাঁহাদের চক্ষের বিষ ছিল। যদি গোপন করাই অভিপ্রেত ছিল, তবে কমিশন নিযুক্ত করা হইল কেন? মহাসমারোহে কমিশন অধিবেশনের করিয়া রিপোর্ট প্রকাশ না করাতে লোকের মনে নানাপ্রকার কুতর্কের উদয় হইতেছে। কেহ বলিতেছে যে রিপোর্টের মতে কার্য্য করিতে গবর্ণমেণ্টের সাহস হয় না। কেহ বলিতেছে যে রিপোর্টকারেরা কিছুই করেন নাই, ডিউক কেম্ব্রিজ কি বলিবেন, এই ভয়েই তাঁহারা অস্থির হইয়াছিলেন।

সেদিন আমাদের একজন সুযোগ্য সহযোগীর পত্রে আর্ম্মি-কমিশনের রিপোর্টের উপর সৈন্যাধ্যক্ষ সর ফ্রেড্রিক হেন্সের মন্তব্য মুদ্রিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া বিশেষ কিছু জানা গেল না, কেবল এই মাত্র জানা গেল, প্রধান সেনাপতির সমস্ত ক্ষমতা রহিত করিয়া তাঁহাকে কেবল ইন্সপেক্টর করা হইয়াছে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনরল সৈন্যের প্রকৃত কর্ত্তা হইয়াছেন। বোধ হয় এই কারণে কাবুল যুদ্ধে সৈন্যাধ্যক্ষের নামও নাই। শুনিয়াছি যুদ্ধটী নাকি সৈন্যাধ্যক্ষের অনুমোদিতও নহে। সর ফ্রেডরিক হেন্স আর্ম্মি কমিশনকৃত সৈন্য সংস্কারের উপযোগিতা বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দিহান।

ভারতবর্ষীয় সৈন্যবিভাগে আর একটী মহৎ দোষ ঘটিয়াছে। এদেশীয় যুদ্ধ-কুশল রাজগণ বা সদ্বংশজাত ব্যক্তিগণ উহাতে স্থান পান না। যখন প্রথম দেশীয় সৈন্যের সৃষ্টি হয়, তখন এক এক রেজিমেণ্টে ৪। ৫ জন মাত্র ইংরাজ থাকিত। অবশিষ্ট সমস্ত আফিসর এদেশ হইতে গৃহীত হইত। দেশীয় লোকেরা বিলক্ষণ দক্ষতাসহকারে যুদ্ধ করিত। ডিউক ওয়েলিংটনও তাহাদের সাহস ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিয়াছিলেন। ক্লাইব, লরেন্স, কুট, লেক, কর্ণওয়ালিশ প্রভৃতি বীরগণ অধিকাংশ দেশীয় সৈন্য লইয়াই ভারত সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছেন। অনেক সময়ে ইংরাজ সৈন্য বিদ্রোহী হইয়াছে। কিন্তু দেশীয় সৈন্যের অচলা রাজ ভক্তিতে সে বিপদের উদ্ধার হইয়াছে। আরকটে দেশীয় সৈন্যেরা ফেন খাইয়া আপনাদের সমস্ত অন্ন ক্লাইব ও তাঁহার গোরাদিগকে দিয়াছিল। এত অনুরাগের ফল এই যে এখন শান্তির সময়ে ক্রমে দেশীয় আফিসর গিয়া সব ইউরোপীয় আফিসর হইল। দেশীয় আফিসর থাকিলে এই এক মহৎ উপকার হয়, সৈন্য ও সেনাপতিগণের পরস্পর সমসুখদুঃখতা ও সৌহার্দ্দ থাকে, যুদ্ধ কালে তাহাতে অধিক কাজ হয়।

দেশীয় সেনাপতি রহিত হইয়া ভূরি পরিমাণে ইউরোপীয় সেনাপতি হওয়াতেই সৈন্যবিভাগের ব্যয় অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছে। এটীও দেশীয় সেনাপতি রহিত করিবার প্রধান অনিষ্ট ফল। লর্ড করণওয়ালিশ একবার এক উদ্যমে এদেশের সমস্ত লোককে রাজকীয় কর্ম্ম হইতে অপসৃত করিয়া ইংরাজদিগের দ্বারা দেশ শাসন করিবেন সংকল্প করিয়াছিলেন। তখন রাজ্যের অন্যান্য বিভাগেও ঠিক এইরূপ ব্যয়াধিক্য হইয়াছিল। শেষে উদারহৃদয় সর উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সময় হইতে আবার দেশীয়দিগের উচ্চ কর্ম্মে নিয়োগ আরম্ভ হইয়াছে। এদেশীয়েরা রাজকীয় যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। উত্তর পশ্চিমে বাঙ্গালী বিচারপতিদিগের বিচার কার্য্যের অত্যন্ত প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। সৈন্যবিভাগেও যদি এইরূপ কোন উপায় অবলম্বিত হয়, ইষ্ট ফল লাভের সম্ভাবনা আছে।

---

## মনুষ্য লইয়া ক্রীড়া।

ইউরোপীয়েরা অতি প্রাচীন কাল অবধি আশ্চর্য্য-বস্তু-দর্শনপ্রিয়। সেকসপিয়র বলেন, যদি কেহ একটা মরা আমেরিকানকে লণ্ডনে লইয়া যাইতে পারে, তাহার অদৃষ্ট ফলিয়া যায়। একজন বিখ্যাত চিত্রকর আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, আমি উৎকৃষ্ট চিত্র প্রদর্শন করিয়াও উদরান্ন সংস্থান করিতে পারি না, কিন্তু টমথম্ নামে একজন বামন প্রত্যহ সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেছে। আমেরিকা প্রভৃতি প্রদেশ হইতে নূতন জাতীয় মানুষ লইয়া আসিয়া প্রদর্শন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা ইংলণ্ডের রীতি আছে। প্রাচীন রোমে প্রত্যন্ত প্রদেশ হইতে লোক ধরিয়া আনিয়া রঙ্গভূমিতে ছাড়িয়া দেওয়া হইত, অবশেষে তাহারা হস্তী, ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি ভীষণ হিংস্র জন্তুর সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত ও ভক্ষিত হইত। ক্রমে সভ্যতা বৃদ্ধি সহকারে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ক্রীড়া সকল তিরোহিত হইয়াছে। কুক্কুটক্রীড়া ও ষণ্ডক্রীড়া ইউরোপে নিষ্ঠুর কার্য্য বলিয়া রহিত হইতেছে। কিন্তু এই সভ্যতার সময়ে উইলিয়ম নামক এক ব্যক্তি স্বদেশে প্রদর্শন করিয়া অর্থলোভের জন্য পাঁচ জন জুলু ধরিয়া লণ্ডনে আনিয়াছেন। ২৮ এ এপ্রেল জুলুরা তাহাদের বাসার্থ নির্দ্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগ করিয়া রাস্তায় উপস্থিত হয় ও মহা গণ্ডগোল বাঁধায়, অনেক সাধ্যসাধনার পর তাহারা প্রত্যাবৃত্ত হয়। আবার সে স্থান হইতে পলায়ন করে এবং চতুর্দ্দিগস্থ লোকদিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হয়। একজন হস্তস্থিত ছুরিকা আস্ফালন করে, আর সকলে যষ্টি আস্ফালন করিতে থাকে। পুলিসের লোকে তাহাদিগকে ধরিয়া আদালতে উপস্থিত করে। সেখানে দ্বিভাষী কেহ ছিল না বলিয়া জুলুদিগকে কারাগারে বদ্ধ করা হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে উইলিয়ম আসিয়া তাহাদিগকে লইয়া যায়। তাহারাও বিনা আপত্তিতে উইলিয়মের পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়। দুই তিন ঘণ্টার পর আবার শুনা গেল, যে তাহাদের বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী পথসমূহ লোকারণ্য হইয়াছে। জুলুরা উন্মত্তবৎ আচরণ করিতেছে। একজন আপন গলায় ছুরি দিবার উদ্যোগ করিতেছে ও কেহ তাহাদিগকে থামাইতে পারিতেছে না। পুলিসে আসিয়া তাহারা বলে, আমাদের ভয় হইতেছে যে আমাদের যে সরতে লইয়া আসিয়াছে, ইহারা তদনুযায়ী টাকা দিবে না। টাকার বিষয়ে জজ তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিলে তাহারা বলে যে আমরা অতবার নাচিতে পারিব না। উইলিয়ম এজাহার দেয়, যে অদ্য প্রাতঃকালে তাহাদের মজুরী দেওয়া

হইয়াছে, কিন্তু তাহারা ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে আর নাচিতে চাহিতেছে না। এই উনবিংশ শতাব্দীতে ভলুকের ন্যায় মনুষ্য নাচাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করা হয়, গবর্ণমেণ্ট ইহার নিবারণ করেন না, এটী বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। এ বিসংবাদী কি গবর্ণমেণ্টের গোচর হয় নাই? উচ্চতর সভ্যতা-সম্পন্ন রাজপুরুষদিগের এ কার্য্যটীকে কি কেমন কেমন বলিয়া বোধ হয় না?

# বিবিধ সংবাদ।

আমরা ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের ট্রাবলীর পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়ের নিকট নিম্নের সংবাদটী অবগত হইলাম। কিছু দিন গত হইল শান্তিপুরনিবাসী এক গুরু ঠাকুর, তাঁহার গোয়ালন্দনিবাসী কোন ব্রাহ্মণ শিষ্যের বাটীতে মন্ত্র দিতে যাইয়া শিষ্যের একটী বয়স্থা অবিবাহিতা কন্যাকে নানা প্রলোভনে ভুলাইয়া বাহির করিয়া আনেন। কন্যাটী একে বয়স্থা তাহাতে রূপলাবণ্যসম্পন্না ও অবিবাহিতা; হিতৈষী গুরু শিষ্যের এই কন্যাদায়-ভার-দর্শনে নিতান্ত দয়া পরবশ হইয়াই বোধ হয় এই গুরুতর কার্য্যে হস্ত ক্ষেপ ও পৃষ্ঠবিস্তার করিয়াছিলেন। না হইবে কেন? "পরোপকারায় সতাং হি জীবনম্" কিন্তু হতভাগা অকৃতজ্ঞ শিষ্য সাধু গুরুর এই পরোপকারিতা বুঝিতে পারিল না। সে এই সংবাদ পাইবামাত্র গুরুর অন্বেষণে চারি দিকে চর পাঠাইল, এবং নিজে গোয়ালন্দের রেলওয়ে ষ্টীমারে যাইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু ধর্ম্মের কেমনই যে কল, উহা বিনা বাতাসে আপনিই নড়িয়া উঠে। শিষ্য গুরুর অন্বেষণে ষ্টীমারে যাইবার পূর্ব্বেই সুযোগ্য ষ্টীমার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়ের কার্য্যকৌশলে রসিক গুরু মাল সহিত ধরা পড়িয়াছিলেন। পরে যখন শিষ্য যাইয়া সে স্থানে উপনীত হইলেন, তখন সকল রহস্য ভেদ হইয়া পড়িল। এ দিকে তিনিও কন্যাটীকে লইয়া বাটী প্রস্থান করিলেন, ওদিকে ষ্টীমারের যাত্রিগণ পাদ্য মুষ্ট্যাদি দ্বারা গুরুর ষোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

আজ কাল লোকের আফিম খাইয়া মরা একটা সংক্রামিক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এটা আবার কিছু বেশী। কথায় কথায় ছুতায় নতায় ইহারা যেন গৃহস্থদিগকে জব্দ করিবার জন্যই তেলমাখা আফিমের ঢেলা হাতে লইয়া হাঁ করিয়া বসিয়া আছে। অভাগীদের এ জ্ঞান নাই যে "আত্মহত্যা মহাপাপ।" আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, গত সপ্তাহে কালীঘাটে একটী স্ত্রীলোক আফিম খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। শুনিলাম উহার স্বামীই না কি উহার ঐ আকস্মিক মৃত্যুর প্রধান কারণ। অর্থাৎ তাহার স্বামী রাত দিন মদ ও ইয়ার লইয়া বেশ্যার বাটীতে থাকিত, তাহাকে বিশেষ জ্বালা যন্ত্রণা দিত, বাটীতে আসিত না। এই সব কারণে মনের দুঃখেই সে আত্মঘাতিনী হইয়াছে। অধিক দুঃখের বিষয় এই যে ঐ স্ত্রীলোকটী ৯ মাস গর্ভবতী ছিল। আফিম খেয়ে মরা বা মরিবার জন্য আফিম খাওয়া কালীঘাটে এই শুধু নূতন নয়। সে দিন বারুইপুর মহকুমার অন্তঃপাতী ধোবাগাছি গ্রামেও ঐরূপ একটী শোচনীয় ঘটনা হইয়াছে। এক ব্রাহ্মণতনয় ধারে শুঁড়ির দোকানে মদ খাইত। টাকা দেয় নাই। শুঁড়ি বিস্তর তিরস্কার করে। সেই ক্ষোভে প্রাণত্যাগ করিবে স্থির করিয়া ঐ দিবস দুই বোতল মদ খাইয়া আইসে। তাহার উপরে এক ভরি আফিম খায়। সেই আফিম খাওয়াই শেষে আফিম খাওয়া হইল। যমরাজ আজ কাল অনেকগুলি দ্বার খুলিয়াছেন।

বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের আর একটী নূতন আয়দ্বার শীঘ্রই খোলা হইবে। ইতিপূর্ব্বে ডাক্তারখানায় ডাক্তারগণ যে সব মাদকদ্রব্য ঔষধার্থ ব্যবহার করিতেন, এখন হইতে সেই সব মাদকদ্রব্য বিনা লাইসেন্সে আর রাখিতে পারিবেন না, তাহারই যোগাড় হইতেছে এবং এ সম্বন্ধে কোথায় কত ডিস্পেন্সরী আছে, তাহার তালিকা গ্রহণ করা হইতেছে। সম্প্রতি ভবানীপুর কালীঘাট প্রভৃতি দক্ষিণ উপনগরীয় সমস্ত ডাক্তারখানার তালিকা গ্রহণ করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকটে আর একটী নিবেদন করিয়া রাখি, যাহাতে ভবিষ্যতে বিষাক্ত আফিম খাইয়া আর না লোকে মরিতে পায়, ইহার একটা কোন ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

গত ১০ ই জ্যৈষ্ঠের সোমপ্রকাশে মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে যে প্রস্তাবটী লিখিত হয়, তাহা পাঠ করিয়া আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা শান্তিপুরের মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কৌতুককর সংবাদটী লিখিয়াছেন।

"বহু কাল অতীত হইল, শান্তিপুরের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের যত্নে ও ৺ মতি বাবুর সহায়তায় এখানে মিউনিসিপালিটী সংস্থাপিত হয়। ঐ সময়ে শান্তিপুরের সমুদয় প্রজা করভারপীড়িত হইয়া জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে গমন করে। এরূপ জনশ্রুতি যে, কৃষ্ণনগরে ঐরূপ আকস্মিক প্রজা-সমাগম-নিবন্ধন সমুদায় আহার্য্য দ্রব্যাদি অগ্নিমূল্য হইয়া উঠে। এমন কি, পয়সায় একখানি কদলীপত্র বিক্রীত হইয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ সমস্ত প্রজার আগমন বৃত্তান্তের কারণ ৺ মতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, তদুত্তরে তিনি সাহেবকে বুঝাইয়া দেন যে শান্তিপুরে মিউনিসিপালিটি সংস্থাপিত হইয়াছে, এ জন্য প্রজারা হৃষ্টচিত্তে হুজুরকে অভিবাদন করিতে আসিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব মতি বাবুর মুখে ঐ কথা শুনিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের নির্দ্ধারিত "গৃহ কর" প্রচলিত করিয়া দিলেন। ঐ সময়ে সমাগত প্রজারা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলে মতি বাবু সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন যে "হুজুর শান্তিপুরে "গৃহ-কর" বিধিবদ্ধ করাতে প্রজারা আনন্দিত হইয়া "হরি বোল" দিতেছে। সাহেব বলিলেন, সাট্টি! টঠাষ্ট্

পলাণ্ডুর উপরে আমাদের দেশের লোক বড় বিরক্ত। মনু বলেন অজ্ঞানবশতঃ পলাণ্ডু খাইলে সাত দিন উপবাস করিয়া সান্তপন ব্রত আচরণ করিতে হয়। জ্ঞাতসারে যে পলাণ্ডু ভক্ষণ করে, সে পতিত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। কিন্তু আমেরিকার একজন পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে পলাণ্ডুর মত সুন্দর ঔষধ অতি বিরল। উহাতে গলনলী ও সর্দ্দি রোগের বিশেষ উপকার করে। সময়ে সময়ে উহাতে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। পলাণ্ডু ভক্ষণ করিলে "তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা" সরদি রোগ নষ্ট হয়। উহাতে পাকক্রিয়ার বিশেষ উপকার হয়।

গটা পার্চ্চায় আবৃত টেলিগ্রামের তার জলের ভিতর বহুকাল থাকে। ১৮৫১ সালে পাতিত তার উত্তোলন করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহার গটা পার্চা আজিও ঠিক নূতন আছে। স্থলস্থ টেলিগ্রাফের তারের এরূপ কোন আবরণ আবিষ্কৃত হইলে বজ্রাঘাতের ভয় থাকে না।

১২৮৭ সালে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে ১৬৯০০০০০ পাউণ্ড পাঠাইতে হইবে। এক্সচেঞ্জ গোলযোগ হইবার পূর্ব্বে ১৬৯০০০০০০ টাকা পাঠাইলেই হইত কিন্তু এক্ষণে ২০৩১০০০০০ না পাঠাইলে চলিতেছে না। এই ঘটনায় ভারতবর্ষের প্রায় ৩ কোটী ৪১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা লোকসান হইবে। ইংলণ্ডে দেনা করিয়া ইংলণ্ডের ব্যয় নির্ব্বাহের যে প্রস্তাব শুনিয়াছিলাম তাহার কি হইল?

বক্সর ও এলাহাবাদের মধ্যে পূর্ব্ব ভারত রেলওয়ের যত সেতু আছে, তৎসমুদয় বিস্তৃত করা স্থির হইয়া গিয়াছে। এই দুই স্থানের মধ্যে দুই পংক্তি রেল পাতা হইবে।

এক জন ফরাসী পণ্ডিচারি হইতে এক প্রকার অদ্ভুত কুক্কুট আনাইয়াছেন। ইহার চারি খানি পা

দুইটী লেজ, এবং আকার বৃহৎ। এই কুক্কুট একটী ঘরে রাখিলে পাখার দ্বারা এ রূপ বাতাস করিতে থাকে যে অতি গ্রীষ্মের সময়ে ও প্রবল বাতাস উঠে, এবং গৃহস্থ লোকের শরীর এককালে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। ফরাসী এই কক্কুটের সাহায্যে বেশ পয়সা উপার্জ্জন করিতেছেন। বড় লোকের বৈঠক খানায় এই কক্কুট লইয়া গিয়া টানা পাখার কাজ করাইতেছেন।

বোম্বে গারডিয়ান বলেন, যে যদি সারজন ষ্ট্রাচির রাজস্ব সম্বন্ধীয় আয় ব্যয় হিসাবে এতই ভুল বাহির হইল, আর যদি ইংরাজদিগের মধ্যে সুদক্ষ রাজস্ব মন্ত্রিই নাই, তবে কেন কোন দেশীয় রাজার দাওয়ানের দ্বারা রাজস্ব কার্য্য সম্পন্ন করা না হয়? মন্দ পরামর্শ নহে। মুসলমানেরা চিলকাল হিন্দু দাওয়ান রাখিত, ইংরাজেরা তাহা উঠাইয়া দিয়া গোলে পড়িয়াছেন। এখনও যদি তাঁহারা ঠেকিয়া শিখেন তথাপি মঙ্গল।

নবাবিষ্কৃত স্বর্ণ রৌপ্যাদির আকর সমূহের উপর গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব সংস্থাপনের জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সেক্রেটরি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের নিকট সারকিউলার বাহির করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই:—

১। যেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে সে ভূমিতে আকর আবিষ্কৃত হইলে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কোন স্বত্ব নাই। যদি কোন স্থানে প্রজার আকর অধিকার করিবার রীতি থাকে অথবা এ বিষয়ে কোন আদালতের নজীর থাকে তাহা হইলে তথাকার আকর প্রজার হইবে।

২। আর সর্ব্বত্র আকরের উপর গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

৩। যদি কোন লোক অস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমি উপভোগ করে আর সেই ভূমিস্থ আকরের উপর তাহার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে পারে, তাহা হইলে নূতন বন্দোবস্তের সময়ে আকর সমেত ধরিয়া তাহার নিকট অধিক রাজস্ব আদায় করা যাইতে পারিবে।

৪। সর চার্লস উড সাহেবের পত্র অনুসারী যাহাদের সঙ্গে পতিত জমীর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে তাহাদের জমীতে আকর আবিষ্কৃত হইলে তাহা ঐ জমীর স্বত্বাধিকারিরই হইবে।

৫। যাহারা শুদ্ধ চাস করিবার জন্য ভূমি লয় তাহাদের ভূমিতে আকর বহির্গত হইলে সে আকর গবর্ণমেণ্টের হইবে।

ওয়ারসর এক ব্যক্তি ১১৮ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে তাঁহার বংশাবলীর ২৬৫ জন গিয়াছিল।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম দেশীয় উকিলদিগের উপর মনিয়র উইলিয়মের বড় ঘৃণা জন্মিয়াছে। তিনি এক খানি পত্রে লিখিয়াছেন দেশীয় উকিলেরা স্বার্থ সিদ্ধির অভিপ্রায়ে নায়কে বিকৃত করিয়া তুলিতেছেন। ইত্যাদি।

প্রভাকরের সম্পাদক বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত অনেক দিন অবধি পীড়া ভোগ করিতেছিলেন। সম্প্রতি আমরা তাঁহার মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি।

মান্দ্রাজের প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট স্কার্লিব সাহেবের আদালতে একজন দেশীয় লোক চটিজুতা পায় দিয়া বেড়াইতেছিলেন বলিয়া তিনি তাহার দুই টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

ডাক্তার হটর নামে একজন জর্ম্মন পণ্ডিত রক্ত চলাচল প্রত্যক্ষ করিবার এক আশ্চর্য্য উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। একটী কাষ্ঠের ফ্রেমে রোগীর মস্তক রক্ষা করিতে হয় ঐ ফ্রেমে একটী প্রদীপ ও একটী অনুবীক্ষণ রাখিবার উপায় আছে। মস্তক রক্ষার পর রোগীর অধর অনুবীক্ষণের তলায় দিয়া আঁটিয়া দিতে হয়। দিবার সময় যেন অধরের ভিতর ভাগ উপর দিকে থাকে। তাহার পর অতি উজ্জল আলোক তাহার উপর পাতিত করিতে হয়। পরে কৌশলক্রমে দেখিতে পারিলেই কৈশিকাপথে রক্তস্রোত কিরূপে বহিতেছে তাহা স্পষ্ট লক্ষিত হয়। দেখিতে পাওয়া যায় লাল রক্ত বিন্দুর সহিত শ্বেত বিন্দু সকল যাইতেছে কিন্তু শ্বেত বিন্দু গুলি বস্তুতঃ বর্ণহীন। ডাক্তার হটর বলেন তিনি রক্ত চলাচলের সময় পর্য্যালোচনা করিয়া অনেক সময়ে অনেক চিকিৎসায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

আমেরিকায় কেনাস ষ্টেটের হচসন নগরে এক কূপ মধ্যে এক প্রকার পদ চতুষ্টয় বিশিষ্ট আশ্চর্য্য মৎস্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার গলায় একপ্রকার ঝালরের মত পদার্থ আছে। মৎস্যের দৈর্ঘ্য তিন ইঞ্চি। অশ্বত্থ গাছের ঝুরির মত উহার শরীর হইতে ঝুরি বাহির হয়।

অনেক সময়ে অনেক জাহাজ এরূপ বিপদাপন্ন হইয়া জলমগ্ন হয় যে তাহার এক প্রাণীও রক্ষা পায় না। সুতরাং মজ্জন স্থানের নির্ণয় হয় না এবং জাহাজেরও কিছু অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য জাহাজে বার্ত্তাবহ কপোত রাখিবার সংকল্প করা হইয়াছে। জাহাজ বিপদাপন্ন হইলে এই শিক্ষিত কপোত তাহার উদ্ধারার্থ অন্য জাহাজে গিয়া খবর দিতে পারিবে। যদি নিকটে কোন জাহাজ না পায় পরে মজ্জন স্থানেরও নির্ণয় করিয়া দিবে। পারিসের অবরোধ কালে যখন তারে খবর প্রভৃতি দেওয়া এক কালে বন্ধ হইয়া যায় সেই সময়ে এই কপোত প্রায় দুই শত মাইল দূর হইতে সংবাদ আদান প্রদান করিয়াছে।

১লা জুন লর্ড লিটন লর্ড রিপনকে মহা সমারোহে ভোজ দিবেন। বাটীর সমস্ত প্রধান প্রধান লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। ঐ দিন লর্ড রিপন কার্য্য ভার গ্রহণ করিবেন। কার্য্য ভার গ্রহণের পর লর্ড রিপন লর্ড লিটনকে বিদায় কালীন ভোজ দিবেন।

কাছাড়ে পারাপারের একখানি নৌকা ডুবিয়া যাওয়াতে দুই জন পুলিসের ও এক জন এসিষ্টাণ্ট জলমগ্ন হইয়াছেন।

কলিকাতায় পাখা টানা কলের নূতন সৃষ্টি হইয়াছে। এই কলের দম ১৬ ঘণ্টা।

আমেরিকার অন্তর্গত নিউইয়র্কের এক খানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত পত্র বলেন যে ভরতা সহরের ১১ লক্ষ লোক গোবীজে টীকা লয়। ইহার মধ্যে ১৪ জন মাত্র বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। গোবীজে টীকা গ্রহণ করিয়া যখন এত উপকার তখন সকল লোকের এই টীকা লওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত রাজকুমার তর্করত্ন প্রণীত কৃষ্ণদাসচরিত নামে একখানি খণ্ডকাব্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহাতে অনরেবল কৃষ্ণদাস পালের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। সংস্কৃত কবিতা ও তাহার বাঙ্গলা অর্থ উভয়ই আছে। আমরা রাজকুমার তর্করত্নের সংস্কৃত কবিতা রচনার ক্ষমতা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। কবিতাগুলি সুমধুর হইয়াছে।

ব্রাডল সাহেব নাস্তিক। তিনি ঈশ্বর বা ধর্ম্ম কিছুই মানেন না। কিন্তু তাঁহার অধ্যবসায় ও কার্য্যদক্ষতা অসীম। ইংলণ্ডে গ্লাডষ্টোনের নীচেই বোধ হয় ব্রাডলরদল সর্ব্বাপেক্ষা পরিপুষ্ট। তিনি এবার পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য হইয়াছেন। কিন্তু সভ্য হইলে শপথ করিতে হয়। শপথ করা ব্রাডলের মতে অন্যায়। তিনি শপথ করিতে স্বীকার করেন নাই। তাঁহার বিষয়ে কি করা উচিত, স্থির করিবার নিমিত্ত মহাসভায় একটী সিলেক্ট কমিটী হইবে। মহাসভা নাস্তিকেরও এক্ষণে শক্তি বৃদ্ধি করিতে চলিলেন।

দক্ষিণ মালাবারের অন্তর্গত এক পল্লী নিবাসী এক স্ত্রীলোক একজন পুরুষের সহিত তাড়ি খাইতে খাইতে বিবাদ করে। গ্রামের লোকে মধ্যস্থ হইয়া তাহাদিগের বিবাদের মীমাংসা করিয়া দেয়। কিন্তু পরস্পরে পরস্পরকে জব্দ করিবে এই প্রতিজ্ঞা করে। অনন্তর রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে স্ত্রীলোকটী জলন্ত অঙ্গার লইয়া বিপক্ষের গৃহ জ্বালাইয়া দেয়। ইহাতে সে ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিতে ৫ জন পুড়িয়া মরিয়াছে। সেসন জজ হত্যাকারিণীর ফাঁসির হুকুম

গিয়াছেন। এ ত মেয়ে নয়! সেকালের শুম্ভনিশুম্ভ-সংহারিণী চণ্ডী!

পঞ্জাবে ধনাগারের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে ১২৫ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। এ টাকা কিসে ব্যয় হইয়াছে, তাহার কিছু নিদর্শনও পাওয়া যাইতেছে না।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টেণ্ট সেক্রেটরি বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্র ৩ মাস বিদায় গ্রহণ করাতে বাবু হেমচন্দ্র কর তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সৈয়দ মহম্মদ জিবরেল, কুষ্টিয়ার ছোট আদালতের জজের পুত্র সৈয়দ আবদুল রব, জলপাইগুড়ির জমীদার মৌলবী তাহেরুদ্দিন আইন শিক্ষার্থ ও মৌলবী তামিজুদ্দিন চিকিৎসা শিক্ষার্থ বিলাতে গমন করিয়াছেন। গত ১০ বৎসরে ৩৩ জন মুসলমানের অধ্যয়নার্থে বিলাতে গমন করা হইল।

রামরতন নামে এক ব্যক্তির এক খানি অতি সামান্য মুদির দোকান ছিল। কুক সাহেব তাহার ২০ টাকা লাইসেন্স ট্যাক্স ধার্য্য করেন। পঞ্চায়তেরা ইহার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তিনি তাহা শুনেন না। সাধারণের নিকট হইতে যে সময়ে ট্যাক্স আদায় করা হয়, সেই সময়ে তাহার নিকটেও ঐ ট্যাক্স আদায়ের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সে তাহা দিতে না পারাতে তাহার ২০ টাকা দণ্ড করা হয়। পেয়াদার মেহার প্রভৃতিতে রামরতনের ৪০ টাকার অধিক দেনা হয়। কালেক্টর এই টাকা আদায়ের জন্য তাহার দোকান ক্রোক দিয়া এক খানি ভাঙ্গা থালা ও একটী ঘটী পাইয়াছিলেন। বিক্রয়ে উহার মূল্য পনর আনা মাত্র হইয়াছে। রামরতন এক্ষণে ট্যাক্সের দেনায় দোকান ছাড়িয়া ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। আমাদের নূতন গবর্ণর জেনেরল যখন লাইসেন্স ট্যাক্সের উপযোগিতার রিপোর্ট করিবেন, তখন যেন রিপোর্টের এক কোনে এ বিবরণটী টুকিয়া দেন।

সার জর্জ কেম্বেল সাহেব বোধ হয় রাজস্ব সচিব হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিলাতের আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২১ এ এপ্রেল হইতে বারে উপস্থিত হইতেছেন। আবদুল ফজল মহম্মদ, আবদুল রহমন কলিকাতা। প্যারিলাল রায় বরিশাল, আবদুল হোসেন খাঁ পাটনা। আবদুল হালিম মুর্জাপুর। মহম্মদ হোসেন হাকিম বোম্বাই।

গত এপ্রেল মাসে কলিকাতার উপনগরীসমূহে সর্ব্ব শুদ্ধ ৭৭০ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

এক জন বিবি মান্দ্রাজের স্কুল ইন্সপেক্টর হইয়াছেন।

এইরূপ জনরব উঠিয়াছে পশ্চিমাঞ্চলের লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার জর্জ কুপার শীঘ্রই পদত্যাগ করিয়া বিলাত গমন করিবেন। তাঁহার পদ এ, সি, লায়েলকে দেওয়া হইবে। যাঁহাদের গায়ে গন্ধ আছে, তাঁহারাই এই বেলা সরিয়া পড়ুন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার ধরেন্দ্রকৃষ্ণ কাঁথিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

নিম্ন লিখিত নূতন গ্রন্থ ও পত্রিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। শ্রীবিহারিলাল ঘোষ জি, এম্, সি, বি কর্ত্তৃক সংকলিত বঙ্গীয় গার্হস্থ্য চিকিৎসা। শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত ও প্রকাশিত মেলা। হরকুমার শর্ম্মা প্রণীত পর্য্যটক। পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত সঙ্গীতহার। ত্রিপুরা বার্ত্তাবহ নামক বাঙ্গালা সাপ্তাহিকপত্র। কলিযুগ নামক ইংরাজী সাপ্তাহিকপত্র।

## যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ২০ এ মে। একজন মুস্তফি ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করাতে ধৃত হইয়াছে।

কাবুল ২১ এ মে। দৈবাৎ বারুদে আগুন লাগিয়া কয়েকখানি দোকান পুড়িয়া গিয়াছে।

কাবুল ২২ এ মে। ২০ এ মে মার্গারিট যুদ্ধার্থ যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিপক্ষ সিনওয়ারিদিগের কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া প্রত্যাগত হন। ২১ এ সংবাদ আসিয়াছে তাহারা আর যুদ্ধ করিবে না।

রাজস্ব সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জন্য জেলালাবাদ হইতে যাঁহাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল শত্রুরা তাঁহাকে হত্যা করাতে ইঞ্জিনিয়রেরা কোদির ২ টী ও সের সাহেবের কতকগুলি অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন।

মোল্লা খালিল জেলালাবাদের উত্তর পূর্ব্ব সবাই কান্দ নামক স্থানে যুদ্ধার্থ বিস্তর লোক সংগ্রহ করিয়াছে। ইংরাজ সৈন্যগণ বেসদের উত্তর দিয়া গিয়া নিজমুদ্দিন ও আব্দুল্লা খাঁর খোকিস্ত দুর্গ ধ্বংস করিয়াছে।

মোগল খাঁ গোজের যে দুর্গটী অধিকার করিয়াছিলেন ইংরাজগণ তাহার উপর গোলাবর্ষণ করেন। মোগল খাঁ দুর্গ পরিত্যাগ করিয়াছে। গোলাবর্ষণ কালে দুই জন লোক হত হইয়াছে।

উজিরিয়া চুম্বিতে দস্যুবৃত্তি করিয়া দণ্ড-মুক্ত হওয়াতে নির্ভীক হইয়াছে। উহারা আবার একত্র হইয়া মান্দোরী ও পুলবাসীদিগকে নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন করাতে সৈন্য তথায় গমন করিয়াছে।

সংবাদ আসিয়াছে খাইবারের লোকেরা যুদ্ধার্থ উৎসাহিত হইয়াছে। আবদুল রহমানের শিরোনামাঙ্কিত মুদ্রা কোহিদামানে চলিতেছে।

মুস্তফিকে দেশান্তর করাতে স্থানীয় সর্দ্দারেরা বড় খুসী হইয়াছে। মুস্তফি প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন, এই জন্য তাঁহাকে সকলেই ভয় করিত। সর্দ্দারেরা বলেন তিনি ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে ও স্বজাতীয়ের বিপক্ষে ষড় যন্ত্র করিতেন।

আবদুল গফুর কারওয়ারে গমন করিয়াছে।

কান্দাহার ২৬ এ মে। কাবুলের সহিত হিরাটের সৈন্যগণের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে।

পোবা নামক এক জাতীয় লোক ইতিপূর্ব্বে ফিসিনের পথে দস্যুবৃত্তি করিতেছিল সম্প্রতি উহারা ইংরাজ রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

কাবুল ২৭ এ মে। আবদুল রহমান কোহিস্থানের লোকদিগের নিকট হইতে লক্ষ টাকা কর গ্রহণ করিয়াছেন।

একদল ঘাসিয়াড়া লুন্দিকোটোলের বহুদূরে ঘাস কাটিতে গিয়াছিল। এক দল দস্যু তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া দুই জনকে হত ও ৪ জনকে আহত করিয়া ঘোড়া লইয়া গিয়াছে।

শুনাগেল ইংরাজ দূত একটী প্রকাশ্য দরবারে আবদুল রহমানকে একখানি পত্র দিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল কাবুলের আমীরত্ব তাঁহাকে দেওয়াই গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত। কিন্তু তিনি এই দান গ্রহণ সম্বন্ধে তত্রত্য প্রধান ব্যক্তিদিগের মত গ্রহণাভিপ্রায়ে পত্রের কিছুই প্রত্যুত্তর দেন নাই। তিনি সহসা কোন বিষয়ের কিছু মীমাংসা করিতে ইচ্ছুক নহেন।

মহম্মদজান মুসাজানের স্বার্থ রক্ষার্থ গজনীবাসীদিগকে উত্তেজিত করিতেছেন। কতকগুলি লোক এই জন্য যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে সজ্জিত হইয়াছে।

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২১ এ মে। ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি বলিয়াছেন মারকুইস রিপন সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ও লাইসেন্স ট্যাক্সঘটিত আইন উঠাইয়া দেওয়ার বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিবেন। হোম গবর্ণমেণ্ট তাঁহার এই বিষয় সংক্রান্ত রিপোর্টের অপেক্ষায় রহিলেন।

লণ্ডন ২২ এ মে। ষ্টেট সেক্রেটারি বলিয়াছেন আফগান যুদ্ধে ৭ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। সীমা প্রদেশে রেলওয়ে করিতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা স্বতন্ত্র।

মার্কুইস রিপনকে শীঘ্র শীঘ্র আফগান যুদ্ধ শেষ করিতে বলা হইয়াছে।

একজন ভাল শাসনকর্ত্তা পাইলেই, ইংরাজ সৈন্যগণ তাঁহার উপর শাসন ভার সমর্পণ করিয়া কাবুল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবে।

ভারতবর্ষের আয়ব্যয়সংক্রান্ত হিসাবে ৩৫০০০০০০ টাকা ভুল বাহির হইয়াছে।

উপনিবেশের অণ্ডর সেক্রেটারি বলিয়াছেন, সার বার্টল ফ্রিয়ার দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ উপনিবেশের গবর্ণর ও প্রধান কমিশনর রহিলেন।

লণ্ডন ২৩ এ মে। রাজগণ শীঘ্রই সুলতানকে গ্রীস ও মণ্টিনিগ্রোর সীমা সংক্রান্ত এবং আর্ম্মেণিয়া ঘটিত গোলযোগের মীমাংসা করিবার জন্য পত্র লিখিবেন। অন্যথা তাঁহারা তাঁহাকে বাদ দিয়া জুলাই মাসে বার্লিনে একটী অতিরিক্ত সভা করিবেন।

লণ্ডন ২৪ এ মে। পার্ণেল সাহেব শীঘ্রই কমন্স হাউসে আয়র্লণ্ডের হোমরুল সংক্রান্ত বিষয়ের প্রসঙ্গ করিবেন।

লর্ড লিটন ও তাঁহার পরিবারবর্গকে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার জন্য হিমালয় নামক জাহাজ বোম্বাইয়ে আসিতে বলা হইয়াছে।

অদ্য সন্ধ্যাকালে লর্ড হার্টিংটন কমন্স হাউসে বলিয়াছেন গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা শীঘ্র কাবুল পরিত্যাগ করা হয়, কিন্তু সৈনাদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ঋতুর উপযোগিতা বুঝিয়া তাহা করা কর্ত্তব্য। পরিত্যাগ করিবার সময় অনুগত দেশীয়দিগের রক্ষার বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে। কাবুলের পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগ ছাড়িয়া আসা যত সহজ, কান্দাহার পরিত্যাগ করিয়া আসা তত সহজ নহে। কান্দাহারের সহিত যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহাতে তথায় অধিক দিন সৈন্যরক্ষা করা প্রয়োজন।

লণ্ডন ২৫ এ মে। ভারতবর্ষের অণ্ডর সেক্রেটারি বলিয়াছেন যে ভারতে কারাগার ব্যবস্থা প্রণালীর কিছু পরিবর্ত্ত করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি বলিয়াছেন ভারতবর্ষের শাসনের উৎকর্ষ সাধনার্থ ১৮৫৮ সালে যে ব্যবস্থা বিধি বদ্ধ হয়, তাহার কার্য্য প্রণালী পরিদর্শনার্থ একটী সভা নিয়োগের জন্য মহাসভার পুনরধিবেশনের প্রস্তাব করিবেন।

ডার্ব্বির প্রতিনিধি সভ্য স্লিমসন সাহেব কর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে সার ডবলু হারকোর্ট তৎপদে নির্ব্বাচিত হইলেন।

সার গার্ণেট উলসলি কেপ হইতে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৫ এ মে। সর গারনেট উলসলি ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি সেখানে এক মাস থাকিবেন। ইহার মধ্যে যদি কাবুল যুদ্ধ শেষ হইয়া যায় উত্তম, নচেৎ তিনি উক্ত যুদ্ধে সেনাধ্যক্ষ হইবেন।

সর বার্টল ফ্রিয়ার শীঘ্রই ইংলণ্ডে পুনরাহূত হইবেন। এক জন র‍্যাডিকালের প্রবর্ত্তনার গ্লাডষ্টোন উঁহাকে পদচ্যুত করিতেছেন।

লর্ড রিপন বোম্বে হইতে পর্ব্বত-যাত্রাকালে এলাহাবাদে অবস্থিতি করিবেন না। তিনি এক দিন কানপুরে থাকিবেন।

রোম ২৬ এ মে। গারিবল্ডির এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে ইটালীর লোকদিগকে উৎসন্ন দিতেছেন বলিয়া তিনি তত্রত্য রাজবংশের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৬ এ মে। অষ্ট্রীয়া আলবানিয়ার সংগৃহীত নূতন সৈন্যগণের গতি রোধার্থ স্কুটেরি অবরোধ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

জেনারল স্কবেলফ চিকিশ্লারে পৌঁছিয়াছেন, তিনি সৈন্য সামন্ত লইয়া যুদ্ধার্থ মধ্য আসিয়ায় যাইতেছেন।

---

## সংবাদদাতার পত্র।

### ব্রহ্মদেশ।

১২৮৭ সাল ২৬ এ বৈশাখ।

ব্রহ্মদেশে এক্ষণে গ্রীষ্মের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অদ্যাপি বিন্দু মাত্র বৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া দুই একজন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এদেশের লোকের মনে বিশ্বাস আছে ওলাউঠা রোগ উপসর্গ মাত্র বাস্তবিক সয়তান আসিয়া লোকের মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে। কোন সুযোগে উহাকে দেশ ছাড়াইতে পারিলে মনুষ্যের প্রাণ রক্ষা হয়। তাহারা সেই সয়তানকে তাড়াইবার যে উপায় অবলম্বন করে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। গ্রামের মধ্য স্থানে একটী চৌরাস্তার উপর একখানি সুদীর্ঘ কাষ্ঠাসন স্থাপিত করিয়া তাহার উপর সুদৃশ্য ও মূল্যবান একখানি আসন পাতিয়া দেয় এবং তাহার নিকটে পুঙ্গি (মঠধারি) দিগের উপবেশনোপযোগী স্থান হয়। ঐ আসনের সম্মুখে কতকগুলি আম্র শাখা সহকারে ঘট স্থাপন ও কতকগুলি নৈবেদ্য রাখিয়া গ্রামস্থ আবাল বৃদ্ধ কুলবধূ সমেত গৃহস্থ সকল তথায় সমবেত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া জানু পাতিয়া বসে। তৎপরে দুইজন পুঙ্গি তাল পত্রের পুঁথি হস্তে করিয়া পূর্ব্বোক্ত আসনে উপবেশন পূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে একজন পাঠক ও অপর ব্যক্তি ধারকের কার্য্য করে। এইরূপে পাঠ সমাধান হইলে সকলে প্রণাম করিয়া নিজ নিজ ঘট গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া ঘট স্থিত শান্তি বারি সকলের গাত্রে এবং গৃহের সর্ব্বস্থানে সিঞ্চন করিয়া অবশিষ্টাংশ পান করে এবং আম্রশাখা গৃহের চালে রাখিয়া দেয়। পরে গোধূলি লগ্নে প্রত্যেক ঘরে বন্দুকের শব্দ হয় এবং কাসর ঘণ্টা প্রভৃতি যাহার যে কিছু থাকে তাহা লইয়া বাজাইতে থাকে এবং তাহাদের কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ যষ্টির দ্বারা আঘাত করিয়া এরূপ একটী মহৎ কোলাহল উপস্থিত করে, বোধ হয় যেন প্রলয় উপস্থিত। এইরূপ সমস্ত কার্য্য নিয়মিত রূপে ও নিয়মিত সময়ে ক্রমান্বয়ে তিন দিবস সম্পন্ন করে।

---

### জামালপুর।

ইতিপূর্ব্বে লোকমটিভ অফিসের কর্ম্মচারী বাবু সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসাতে চুরি হয়। চোরেরা তাঁহার একটী হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স অত্যন্ত ভারি বোধে অর্থপূর্ণ ভাবিয়া অপহরণ করে। সম্প্রতি জামালপুরের সন্নিকটস্থ সদিয়া সরাই নামক স্থানের এক ব্যক্তির উপর পুলিসের অতিরেক চুরির সন্দেহ হওয়াতে থানা তল্লাস করিতে করিতে ঐ ঔষধের শিশিসকল বাহির হইয়াছে। লোকটী সঙ্কটাপন্ন, উকীল মোক্তার দিয়াছিল। কিন্তু নিজের কথার খেলাপে চুরি প্রমাণ হওয়াতে দুই মাস মেয়াদ হইয়া গিয়াছে।

এখানে ৩। ৪ টী মৌও মদের ভাঁটী আছে। বাবুরা মৌও মধু পানে বিহ্বল হইয়া কত রঙ্গই দেখাইতেছেন। সম্প্রতি দুইটী মাতাল বাবু উক্ত সুধাপানে ঢল ঢল হইয়া বেশ্যালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক বেশ্যাকে এমন প্রহার করেন যে পুলিসে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছিল। উভয়েরই ২০ কুড়ি টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে এক জন ট্রাফিকে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার মধ্যে মধ্যে বেশ্যা অঙ্গে হাত তোলাটা ভালরূপ অভ্যাস ছিল এবং অনেকবার ঐ অপরাধে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন। এ জন্য ২০ টাকা অর্থ দণ্ড হইলেও, ভবিষ্যতে পাছে আবার ওরূপ কার্য্য করেন ভাবিয়া ৫০ টাকার জামিন দিয়া তবে আপাততঃ নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। বাবুটীর এই অপরাধে কর্ম্মটী চুও গিয়াছে। টাকার মুখ দেখলে বাবুদের আর জ্ঞান থাকে না, একটু বদ মরা ভাল।

ইতিপূর্ব্বে যে ফিরিঙ্গির উল্লেখ করি, উহার নাম স্মিথ। অনধিকার প্রবেশের নালীর মকদ্দমাটী ডিস্মিস হইলে সাহেব মনের দুঃখে মেম সাহেব ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতে থাকেন এবং ডাইভোর্স করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু ব্যভিচার দোষের চাক্ষুষ প্রমাণ ভিন্ন ডাইভোর্স হইবার নিয়ম নাই বলিয়া আপততঃ তাঁহাকে নিরস্ত হইয়া পুনরায় গোপনে গোপনে অনুসন্ধান লইতে হয়। সম্প্রতি আর একটি বাঙ্গালী যুবা রাত্রি আন্দাজ ১০।১১ টার সময়ে ঐ মেমের নিকট যাইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন, এমন সময়ে স্মিথ ক্ষতিপন্ন

কনষ্টেবল ও ২। ৪ জন ভদ্র লোক ও ভৃত্য সমভি-ব্যাহারে আসিয়া উহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। যেম কহিতেছেন "বাবু আমার নিকট শ্বেত ইঁন্দুর কিনিতে আসিয়াছিল!" আপাততঃ সাহেব ঐ ব্যক্তির নামে দুইটী চার্জ আনিয়াছেন, একটী অন-ধিকার প্রবেশ, অপরটী ব্যভিচার দোষ। গত বুধ-বার দিবস জামালপুর ষ্টেষণে মুঙ্গেরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচার আরম্ভ হয়। বিচারে হাকিমের মনে সন্দেহ হওয়াতে আপাততঃ মকদ্দমা স্থগিত রাখিয়া ৫০০ টাকার জামিন লইয়া আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যদি ঘটনাটী সত্য হয় বড় দুঃখের বিষয়। সম্প্রতি আবার ফিরিঙ্গির কর্ম্ম টুকুও গিয়াছে! আহা! ব্যাচারা ধনে প্রাণে মারা গেল, কপাল যখন ফাটে এইরূপই হয়!!

জামালপুর ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা এক্ষণে যার পর নাই শোচনীয়। তাঁহার দশায় আজ কাল "শেয়াল কুকুর কাঁদিতেছে" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সভ্য-গণ সজন সাধন ছাড়িয়া সম্প্রতি বিজন সাধন ধরিয়া-ছেন!! সমাজে বাতি পড়ে না, অথবা শিবরাত্রির শলিতার মত দুই একজন সভ্য টিম টিম্ করিয়া জ্বলেন মাত্র। সভ্যদের কথা দূরে থাক্, শুভযোগে শুভক্ষণে শুভ বিবাহের পর হইতে বলিলেই হয়, ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বা বর্ত্তমান সহযোগী সম্পাদক দ্বয়ের এক জনেরও টিকি দেখা যায় না। সমাজ সম্পাদক অথচ সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক নাই, এ বড় মন্দ রহস্য নহে। কেশব বাবু সুখে থাকুন!! তাঁহার ধন পুত্রে লক্ষীলাভ হোক!!!

---

হুগলী।

আমাদিগের এখানকার অন্যতম ডেপুটী মাজি-ষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ বিশ্বাস মহাশয় যশো-হরে বদলী হইতে চলিলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি তাঁহার পরিবর্ত্তে এখানে কি আর এক জন হাকিম আসিবেন?

আমরা এ সপ্তাহেও আর একটী সসত্ত্বা স্ত্রীলো-কের অপমৃত্যুর সংবাদ দিতেছি। সে দিন এই জেলার অধীন পাণ্ডুয়া থানার অন্তঃপাতী গোলাগড়ি নিবাসী মাধুচন্দ্র নামক এক জন অর্দ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি স্বজাতীয় বিন্দু নামে একটী রমণীকে কোদালি দ্বারা বারম্বার আঘাত করিয়া তাহাকে মৃত্যু মুখে পাতিত করিয়াছে। হুগলীর সিবিল সার্জ্জন শব-ব্যবচ্ছেদ-কালে ঐ মৃতার গর্ভে একটী ৩। ৪ মাসের পুত্র সন্তান দর্শন করিয়াছিলেন। আমাদিগের মাননীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাধব রায় মহোদয় আসামীকে ঐ হত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে মাধু উত্তর করিল, আমি উহাকে (বিন্দুকে) না মারিলে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হয়। আমার সাধনা হয় না। আর বিন্দু অগ্রে না মরিলে আমিই বা কিসে নিপাত্ত হই?" যাহা হউক এক্ষণে আসামীকে সেসনে সোপর্দ্দ করা হইয়াছে। এই এক নূতন রকমের পাগল।

গত ১১ ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার হুগলীর ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাতে ৮ টা অবধি ১০ টা এবং অপরাহ্নে ৫ টা অবধি ৭ টা পর্য্যন্ত ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। এই উৎসবের দিনে অনেকগুলি দরিদ্র ব্যক্তিকে ভালরূপে আহার করান হইয়াছিল। অপ-রাহ্নে আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য আমাদিগের পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহোদয় "ঈশ্বর তত্ত্ব" বিষয়ক একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়া দর্শকগণকে নিস্তব্ধ ও আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় যে কয়েকটী সঙ্গীত হইয়াছিল তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই মোহিত হইয়াছিলেন। এই উৎসবে স্থানীয় অনেকগুলি ভদ্রলোক ও দুই একটী হাকিম যোগ দিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর মহোদয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু সোমেন্দ্র-নাথ ঠাকুর ও তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু দীপেন্দ্র-নাথ ঠাকুর এখানে শুভাগমন করিয়া ব্রাহ্মগণের বিলক্ষণ উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। হুগলীর ব্রাহ্ম সমাজটী অত্রত্য জজ আদালতের হেড ক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু গোকুলকৃষ্ণ সিংহ মহোদয়ের অজস্র পরিশ্রমের অব্যর্থ ফল ও কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ।

আমরা নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করি তেছি, এখানকার কয়েকজন ভদ্র লোকের উদ্যোগে হুগলীতে একটী "রিডিং রুব" খোলা হইয়াছে।

---

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদে-শানুসারী নিয়োগ।

### রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

### ১৮৮০।

১৭ ই মে। কটকের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার আর, এচ, পসি কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে ও চম্পারণের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের জি, এম করি ২য় শ্রেণীতে উন্নীত হই-লেন।

মুঙ্গেরের অন্তর্গত বেগুসরাইয়ের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, কেনিডি সাহেব ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

১৮ ই মে। রাজসাহীর ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজ এলেন সাহেব ১ ম শ্রেণীতে ও বাখরগঞ্জের প্রতি-নিধি ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজ ক্যাম্বল সাহেব ২য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

১ম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে-ক্টার ভিসি সাহেব বাখরগঞ্জের মাজিষ্ট্রেট ও কালে-ক্টার হইলেন, ২য় শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ, এ, ওয়েস বীরভূমের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

গয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ আরেঙ্গাবাদের ভার প্রাপ্ত হই-লেন

গয়ার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু আশুতোষ সরকার দ্বারভাঙ্গায় বদলী হইলেন।

১৯ এ মে। ষ্টাম্প ষ্টেষণরির সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সি, ই, বক্‌লণ্ড সাহেব কিছু দিনের জন্য হাবড়ার মাজি-ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

১ম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে-ক্টার এফ, ডবলু ব্যাডকক আপাততঃ মেদিনীপুরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পদে অন্য লোক নিযুক্ত হইলে তিনি হাবড়ায় আসিবেন।

২৫ এ মে। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগের সেক্রেটারি এচ, জে রেনল্ড রেবিনিউ বোর্ডের এক জন প্রতিনিধি মেম্বর হও-য়াতে ম্যাকেনজি সাহেব আপাততঃ তৎপদে নিযুক্ত হইলেন।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার মেকলে সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ফিনানসিয়াল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারি হইলেন।

বালেশ্বরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বিডন সাহেব ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

পাটনার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার কুক সাহেব বালেশ্বরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

### বিচার সংক্রান্ত।

১৮ ই মে গয়ার অন্তর্গত আরেঙ্গাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ ২য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২৫ এ মে। হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরের মুন্সেফ বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (ইনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন) মেদিনীপুরের মুন্সেফ হইলেন।

মেদিনীপুরের প্রথম সদর মুন্সেফ বাবু দেবেন্দ্র-নাথ সোম কটকে বদলী হইলেন কিন্তু ইহাকে প্রায় পুরীতে থাকিতে হইবে।

## মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এই সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রদান করিয়াছেন।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাস—কুচবিহার | ৭ |
| " " লালরঞ্জি মুল্লিক—ডায়মণ্ডহারবর | ৪ |
| " " অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়—এলাহাবাদ | ৭ |
| " " রামকৃষ্ণ ও ব্রজনাথ দাস—মালদহ | ৭ |
| " " মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়—গঙ্গাটীকুরি | ৭ |
| " " চন্দ্রশেখর সেন গুপ্ত—কলিকাতা | ৫ |
| " " দুর্গাচরণ লাহা—কলিকাতা | ১০ |
| " " শ্রীনিবাস দাস অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট দিল্লী | ১০ |
| " " যদুনাথ রায়—মেদিনীপুর | ৭ |
| জোড়াসাঁকো লাইব্রেরী—কলিকাতা | ৩ |

# বিজ্ঞাপন।

### শীঘ্র ! নির্ভয় !! নিশ্চয় !!!

### বি, এন, দাসের গনোরিয়া মিক্‌শ্চর।

ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন, পুরাতন মেহ শ্বেত-প্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। মূল্য ২ টাকা।

৪৫ নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা এবং ১১ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি বহুবাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দের নিকট পাওয়া যায়।

---

### নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা, ডাকমাশুল ॥৴০।

### চন্দনাসব।

সকল প্রকার মেহরোগের মহৌষধ।

এই সুবিখ্যাত ঔষধ নিয়মপূর্ব্বক তিন দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ এবং তৎসংক্রান্ত প্রস্রাব কালীন জ্বালা বা ধাতু নির্গমন হইলেও তিন দিবস মধ্যে রোগের বিশেষ শান্তি হইবে। এ ভিন্ন ইহা দ্বারা শ্বেত প্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র আশু শান্তি হয়। ১ শিশির মূল্য ২, টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ॥৴০ আনা।

### সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়া মূল্য ... ... ... ৪ টাকা।

প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ॥৵ আনা।

### মাতঙ্গি তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার সন্ধিবাত, গৌরন্ধিবাত, কোন সন্ধি বা অঙ্গের স্পর্শ হীন, অসাড় পক্ষাঘাত এবং সন্ধি স্থানের স্ফীততা, সূচিবিদ্ধ বা অন্য কোনরূপ যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, হস্ত পদাদির খেঁচুনি, আক্ষেপ ধনুষ্টঙ্ক প্রভৃতি রোগ সকলের বিশেষ শান্তি হইয়া থাকে এবং উক্ত যন্ত্রণা হেতু নিদ্রা বিহিন হইলে যন্ত্রণা সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া সুনিদ্রা উপস্থিত হয়।

৵০ পোয়া শিশির মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৵০

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী
" " কিশোরিমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ মতে ঔষধালয়।
১৪০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া।

---

### আচার্য্যের উপদেশ।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাঙ্গালা বক্তৃতাগুলি মুদ্রিত হইতেছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। কলিকাতা ৬ নং কালেজ স্কোয়ার শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্রের নিকট ১০ আনা ডাক মাশুল সহ ৸০ আনা করিয়া মূল্য পাঠাইলে তিন তিন খণ্ড একত্র যাইবে।

—•—

### যোগসিদ্ধরস।

এই সুসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহরোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাবকালীন জ্বালা, সপূয় ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, খড়ি জলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। ইহা আমরা বহুতর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। এ ভিন্ন দুর্গম শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর লুপ্তরজঃ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

### মালতি কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয়। পরিণামে অকালে পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। চক্ষু জ্যোতি বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরে শোণিত উত্তপ্ত হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃত প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান ও সমূহ বায়ু বিকার নষ্ট করে। এজন্য উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু শূলমবায়ু বুদ্ধিভ্রংশ, মৃগী, চিত্তচাঞ্চল্য, মন হু হু করা, ভুল বকা, হঠাৎ চিৎকার, হাস্য, ক্রন্দন খেঁচুনি এবং হস্তাপদাদির জ্বালা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহার মনোহর সৌরভে গৃহ আমোদিত হয়। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৵০।

### শক্তিরস।

এই কল্যাণকর ঔষধ শ্বাসপ্রশ্বাসীয় যন্ত্রে ক্রিয়াবান হইয়া, সর্ব্ব প্রকার সর্দ্দি, উৎকাসি, ঘুংড়ি, কাস, শ্বাসকাশ, রক্তোৎকাস, বক্ষঃ বেদনা, পার্শ্বশূল, জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ সংযুক্ত অতি উৎকট অবস্থাপন্ন হইলেও রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। এবং কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল ঔষধ সেবনে ক্ষয়কাস এবং যক্ষ্মাকাস ও বিনষ্ট হয়। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

### কামোদ্দীপক রসায়ন।

অতিশয় মানসিক চিন্তা, পীড়ান্তে, বহু দিবসের মেহ পীড়া, অতিশয় ইন্দ্রিয় পরবশতা, অপরিমিত শুক্র ক্ষয়, স্নায়ু বিকার বা উহার নিস্তেজতা কারণ বশতঃ সর্ব্বদা যে ধাতু তরল, অধিক স্বপ্নদোষ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, শিথিল ইন্দ্রিয়, পুরুষত্বের হানি বা ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, তৎসমুদয় এই রসায়ন সেবনে আরোগ্য হয় এবং শরীরের বল বীর্য্যাদি সংশোধিত হয় এবং সমধিক রতি শক্তি বৃদ্ধি করে। ১০ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ৬ প্যাকিং ৵০।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
শ্রীপ্যারিলাল স্বর্ণকারের বাটী।
কলিকাতা সিমুলিয়া।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া

## সঙ্কট তৈল।

অৰ্দ্ধ ড্রাম শিশি ১ টাকা প্যাকিং ৵ আনা। কাণের ঘা, পূয, কটকট, বেদনা, সন সন, ভোঁ ভোঁ, বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

## মঞ্জন।

প্রতি কৌটা।৴ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, মেড়ে ফুলা, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীবিহারিলাল বৰ্ম্মণঃ
৩৬ নং চোরবাগান
ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কলিকাতার বরাহনগর উপনগরনিবাসী মৃত বংশীধর দত্ত (যিনি জাতিতে হিন্দু) ঐ বরাহনগরস্থ শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসীর নামে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উইল করিয়া গিয়াছিলেন এবং উক্ত প্রসন্নময়ী দাসী কলিকাতা হাইকোর্ট হইতে সেই উইলের প্রোবেট লইয়াছেন। একণে ঐ প্রসন্নময়ী দাসীই উক্ত সম্পত্তি সমূহের একমাত্র কর্ত্রী। উইলকর্ত্তার সম্পত্তির উপর যদি কাহার কিছু দাবি দাওয়া থাকে তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কর্ত্রী অর্থাৎ Executrix কে জানাইতে হইবে। যদি কেহ মৃত ব্যক্তির নিকটে ঋণী থাকেন তবে তাঁহারা সত্বর স্ব স্ব ঋণ পরিশোধ করুন।

ধর এণ্ড ধর
শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসীর প্রক্টর।

---

## বৈষ্ণব! বৈষ্ণব! বৈষ্ণব!

"বৈষ্ণবাচার দর্পণ; বৈষ্ণব সর্ব্বস্ব, নামক পুস্তক গুরুপ্রণালী, সিদ্ধপ্রণালী, অষ্টকালী লীলা, প্রত্যহ ষাটদণ্ডের যে যে দণ্ডে যে যে লীলা, সর্ব্বাঙ্গ সেবা প্রার্থনা, গণোদ্দেশ ও নবদ্বীপ ধামের ও ব্রজ ধামের তত্ত্বধ্যান, সমুদয় বনের বর্ণনা কোন্ বনে কোন্ লীলা তাহার বিবরণ; কোন্ ভক্তের কি স্বরূপ, কোথায় কার বাস ইত্যাদি।

বৈষ্ণবদিগের অত্যন্ত আবশ্যক বিষয়ের বিবরণ প্রমাণ শ্লোকসহ পয়ার প্রভৃতি ছন্দে বঙ্গভাষায় পদ্যে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র বিদ্যারত্ন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত, পঞ্চম বিভব পর্য্যন্ত ১ ম খণ্ড (৩৭২) পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা। ডাক মাশুল ৵০ আনা। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি ও শ্রীবাসাদির এবং শ্রীরেবতী বলদেব ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের ও তত্তৎ সখা সখীর তত্ত্বধ্যান অর্চ্চনা প্রভৃতি উপাসনা কাণ্ডের সমুদয় বিবরণ এবং বৈষ্ণবদিগের আচার কাণ্ডের নিত্যকৃত্য ও অপরাধ ও তন্মোচন প্রভৃতি সমুদয় বিবরণ আছে। উহার ষষ্ঠ বিভব দ্বিতীয় খণ্ডেও প্রকাশিত হইতেছে। তাহার মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা, ডাক মাশুল ৵০ আনা। দুই খণ্ডের অগ্রিম মূল্য দিয়া গ্রাহকদিগের মাশুল সমেত ৪ চারি টাকা মাত্র।

শ্রীশশিভূষণ অধিকারী।
৫৭ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট
বালাখানা। কলিকাতা

---

## যজুর্ব্বেদ সংহিতা (সম্পূর্ণ)

ভাষ্য ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ—৩৲
বাঙ্গালা মাত্রের মূল্য—১৲

## এবং—সামবেদ সংহিতা।

ভাষ্য ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ প্রতি মাসে ১০ ফরমা নিয়মে অন্যূন বর্ষত্রয়ে সমাপ্ত হইবে। দ্বাদশ সংখ্যার অগ্রিম মূল্য ৬৲ এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য ।॥০ মাত্র। আর ১০০ গ্রাহক সংগৃহীত হইলেই কার্য্যারম্ভ হইবে।

প্রকাশক—শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা। কলিকাতা।

---

## অব্যর্থ বেদনানিবারক।

এই ঔষধ লেপনে দেহের যে স্থানে যে কোন প্রকার বেদনা হউক না কেন, বুকে ব্যথা, পিঠে বাতে, কোমরে, হাতে, পায়ে, গ্রন্থিতে ব্যথা, যে কোন প্রকার ও যত দিনের বাত হউক না কেন, পক্ষাঘাত, গ্রন্থীসংকোচন, শূল ব্যথা, ফোলা, শর্দ্দির ব্যথা, কাণের ব্যথা, শিরঃপীড়া, কাণে ব্যথা ইত্যাদিতে এই ঔষধ মহোপকারী। সহস্রাধিক প্রশংসাপত্র দেখান যাইতে পারে। মূল্য ছোট বোতল ২ ও বড় ৪, প্যাকিং।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

ডবলিউ কুণ্ডুর এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিব নারায়ন দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

---

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বৰ্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

## শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং কনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

## কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে কেশ হীনতা (টাক) ও অকালপক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভান্বিত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ॥৵০

## স্মর সুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক ও রোগ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২৲ ডাকমাশুল ।০

## নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তি হানীন প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১।০ ডাকমাশুল ॥৵০

উপরোক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের ঔষধ নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

---

## বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কলিকাতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৯৭ নং কলেজ স্কোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৸০ আনা মাত্র।

---

## সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৩৭ নং চিৎপুর রোড
গরাণহাটা।
কলিকাতা।

এই যন্ত্রালয়ে স্কুল ব্যবহার্য্য ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক সকল উচিত মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। মুদ্রাঙ্কন কার্য্যও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় রচয়িতার আদেশানুযায়ী প্রুফ দেখা এবং রচনা সংশোধন কার্য্য সকলও উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়।

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল
ম্যানেজার

দ্বিতীয় ভাগ কল্পদ্রুমের অষ্টম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৷৹ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
৩। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৪। উপন্যাস।
৫। ফুল তোমার জন্য ফুটে না।
৬। মনুসংহিতা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মুজাপুর ১০ নং বৃন্দু ওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

দ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

## নিরুদ্দেশ।

শান্তিপুর নিবাসী আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র ঘোষ প্রায় তিন চারি বৎসর হইল নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, বয়স প্রায় ৩০ বৎসর হইবে, শ্যামবর্ণ, দেখিতে লম্বা, ইনি প্রথমে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের বগুলা ষ্টেশনে সব ওভারসিয়রের কর্ম্ম করিতেন, পরে তথা হইতে কুষ্টিয়ার নিকট জগদি জংসন ষ্টেশনে কয়েক মাস অবস্থিতি করিয়া দিনাজপুর যান, দিনাজপুর হইতে কোথায় গিয়াছেন, আমি তাহার কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। অতএব যিনি তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া দিবেন আমি তাঁহাকে ২৫ টাকা পারিতোষিক দিব। আর যদি কোন মহাত্মা পারিতোষিক না লইয়া অনুসন্ধান করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিব। অনুসন্ধানের বিষয় মানাবর শ্রীযুত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়কে লিখিলে আমি শীঘ্র প্রাপ্ত হইব। ইতি

১৩ ই জ্যৈষ্ঠ। } শ্রীভগবতীচরণ ঘোষ।
১২৮৭ }

বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

## প্রকৃতি।

বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা।

(আকার ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ।)

ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। মফস্বলে ডাক মাসুল লাগিবে না। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য না পাইলে বিদেশে পত্রিকা পাঠান যাইবে না।

এই পত্রিকার সাহায্যে শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী সি আই, মহোদয়া দুই শত টাকা দান করিয়াছেন।

প্রকৃতি কার্য্যালয়
৪৮ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর।

## ভাগবত তত্ত্বকৌমুদী।

এই খানি সকলের সুখপাঠ্য সরল সাধু ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য অনুবাদ, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য সংস্কৃত মূল ও স্বামিকৃত টীকাও দেওয়া হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ২৸৹ টাকা। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবে। অগ্রিম মূল্য না দিলে পুস্তক পাঠান যায় না।

শ্রীঈশান চন্দ্র বসু
বৃন্দুওস্তাগরের লেন ১০ নং কল্পদ্রুম যন্ত্র
কলিকাতা মুজাপুর

মৎ প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

## ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫৷৷৹ টাকা ডাক মাশুল ।৹

## আর্য্য গৃহ চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সন্নিগরমি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷৹ টাকা ডাকমাশুল ৵৹

## আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির সচিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ।৹

## আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵৹
শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

## পঞ্চানন্দ

রসভারে পরিপূর্ণ

উচ্চ অঙ্গের রাজনীতি, সমাজনীতি, সুনীতি এবং দুর্নীতির সমালোচক। সাহিত্যের স্বর্গসাধ গদ্য পদ্যের আদ্যশ্রাদ্ধ। গ্রাহক হইলেই বুঝিবে।

মাসে দুইবার দেখা।

নির্ব্বোধের মান বোঝা।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৫ পাঁচ টাকা মাত্র; ডাকমাসুল লাগে না। নিতে হয় ত, দেরি নয়। কলিকাতার এজেন্ট—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মেডিকেল লাইব্রেরি ৪১ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

৪৪ রসারোড } শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
ভবানীপুর } কার্য্যাধ্যক্ষ।

## কল্পলতা।

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। "স্বর্ণলতা" লেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১।৵ আনা।

সপ্তম খণ্ড হইতে সম্পাদকের "স্বর্ণলতা লেখক" "হরিষে বিষাদ" নামে একটী উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে এই পত্রিকা বিদেশে প্রেরিত হয় না।

৭৩ রসারোড } শ্রীভুবনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
ভবানীপুর } কার্য্যাধ্যক্ষ।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানা প্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

কল্পদ্রুম যন্ত্র } শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
মুজাপুর কলিকাতা }

ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, গৃহচিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা পুস্তকসহ ঔষধের বাক্স, শিশি, কর্ক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রী হয়। সচিত্র মূল্য নিরূপণ পত্র ও পোষ্ট কার্ড বিজ্ঞাপনী বিনা মূল্যে বিতরিত।

ঔষধের মূল্য

| ১ ড্রাম | ২ ড্রাম | বাক্স। | |
|---|---|---|---|
| মাদা টিং ।৴০ | ।৵০ | ওলাউঠা বাক্স ২।০ | ৪।০ |
| ক্ষুদ্র বড়ী ।৴০ | ।৵০ | সাধাঃ চিকিঃ ৬ | ১২ |
| ডাইলিউসন ।০ | ।৴০ | অরবোগের ৫ | ১২ |

বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ৩ চিকিৎসা সূত্র ।৵০
ওলাউঠা চিকিৎসা ।০ ওলাউঠা চিকিৎসা হিন্দি ।৴
স্ত্রীচিকিৎসা ১ প্রমেহ, শুক্রক্ষরণ ।৴
ঔষধগুণ সংগ্রহ ২।০ হাম ও বসন্ত চিকিৎসা ৵০
অস্ত্র চিকিৎসা ।০ হোমিওপ্যাথিক কি ? ৵০
ভারতচিকিৎসক, বার্ষিক মূল্য ১।৴ ডাক মাশুল।৵০।

দত্ত-প্রেস।

আমাদিগের ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল দাখিলা, রসিদ, লেবল প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষর সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে।

প্রেস, কেস, অক্ষর প্রভৃতিও এখানে বিক্রয় হইয়া থাকে।

নিউ লাইব্রেরি।

এখানে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সকল প্রকারের পাঠ্য পুস্তক, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণাদি, ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক ও নভেল ইত্যাদি বিক্রয় হয়। অধিক টাকার পুস্তকে কমিশন দেওয়া যায়।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

সংস্কৃত মূল ও শ্রীমদ্ভাগবৎ।

১ ম ও ২য় স্কন্ধ ৩২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

ডাক মাশুল ।০ আনা মাত্র।

ঐ বাঙ্গালানুবাদ।

দশম একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ ১১ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

ডাক মাশুল ২।০ টাকা মাত্র।

হরিবংশ মূল হইতে অনুবাদিত। ইহা দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। প্রথমতঃ ১ টাকা পাঠাইলে ক্রমে সমস্ত পাইবেন।

৩৯ নং গরাণহাটা শ্রীশ্রীনাথ দাসের নিকটে এবং ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট জেনারেল লাইব্রেরীতে শরচ্চন্দ্র দত্তের নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত।

---

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিকের হীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতি ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া " প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে " স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ২ টাকা।
ঘৃত ৵০ পোয়া ... ... ... ৩ টাকা।
তৈল ।০ পোয়া ... ... ... ৪ টাকা।

জ্বরারি কষায়।

( পরীক্ষিত মহৌষধ। )

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ু দূষিত জ্বর, ( ম্যালেরিয়া ) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ... ১।০ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৵০ আনা।

শিরাঘৃত।

( নপুংসক শৃগাল কাথে প্রস্তুত )

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ু রোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ডাকমাশুল ... ... ৵০ আনা।

---

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারো নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

* যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পুক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

☞ এই পত্র কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃন্দাবন মল্লিকের লেন কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ৮ ম সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা। মাসিক ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল ২৬ এ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮০। ৭ ই জুন। | অগ্রিম [illegible] [illegible] টাকা।

## সোমপ্রকাশ।

২৬ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

### মারকুইস রিপন ও তাঁহার প্রজানুরাগ লাভের সহজ পথ।

আলঙ্কারিকেরা রঙ্গভূমিতে অভিনেয় নাটকের প্রথমতঃ চারি প্রকার নায়ক ভেদ (১) করিয়াছেন। আমরা সাহিত্যদর্পণে ধীরোদাত্ত ধীরোদ্ধত ধীরললিত ও ধীরপ্রশান্ত, এই চারি প্রকার নায়কের নাম লিখিত দেখিতে পাই। ধীরললিত নায়কের এই লক্ষণ করা হইয়াছে, ইনি মন্ত্রীর উপরে রাজকার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া সর্ব্বদা নৃত্য গীতাদি লইয়া কালহরণ করেন। আমরা ভারতের রাজনীতিরূপ রঙ্গক্ষেত্রে এই চারি প্রকার নায়কেরই অভিনয় দেখিলাম। বিশেষতঃ আজ কাল ধীরললিত নায়কেরই পুনঃ পুনঃ অভিনয় দর্শন করিতেছি।

রাজা দুষ্মন্তের শকুন্তলার প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হইলে পর তিনি এক দিবস স্বীয় নর্ম্মসচিব বিদূষকের নিকটে সেই গল্প করিলেন। বিদূষক হাসিতে হাসিতে কহিলেন, পিণ্ডীখর্জ্জুর ভক্ষণ করিয়া মুখ অতিশয় মিষ্ট হইলে যেমন তিন্তিড়ী ভোজনে প্রবৃত্তি হয়, তেমনি উত্তম স্ত্রী ভোগ করিয়া তোমার তপস্বিনীতে রুচি হইয়াছে। তেমনি আমরাও দেখিতে পাই, ইংলণ্ডে অতুল অসংখ্য ভোগ্য দ্রব্য ভোগ করিয়া যে সকল লার্ডের অরুচি জন্মে, তাঁহারা ভারতবর্ষের গবর্ণর- জেনরল পদ গ্রহণ করিয়া তিন্তিড়ীকল্প ভোগ্য ভোগ করিতে আইসেন। তাঁহারা ধীরললিত নায়কের ন্যায় যাবতীয় রাজকার্য্যের ভার মন্ত্রিগণের উপরে সমর্পণ পূর্ব্বক আপনারা রেলওয়ে ভ্রমণ, দরবার, শৈল ও মৃগয়া বিহার করিয়া নিশ্চিন্ত মনে আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করেন। কিন্তু আমাদের নূতন গবর্ণর জেনরল মারকুইস রিপনকে সে ধাতুর লোক বলিয়া বোধ হইতেছে না। ভারতবর্ষ যে ইহাঁর কেবল ক্রীড়াক্ষেত্র হইবে, এ প্রকার অনুমান হয় না। তিনি যে অমুক গবর্ণর জেনরলের ন্যায় কেবল নূতন দেশ দেখিতে অথবা নূতনবিধ মৃগব্য বধ করিতে আসিয়াছেন, এমন মনে হয় না। কার্য্য না দেখিলে লোকের পরিচয় পাওয়া যায় না। এখনও আমরা তাঁহার অনুষ্ঠিত কোন কার্য্য দর্শন করি নাই। কার্য্য না দেখিয়া কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা ন্যায়ানুগত হয় না। সে সিদ্ধান্তের সৎসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। সে সিদ্ধান্ত প্রায়ই পরিণামে অপসিদ্ধান্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। অতএব আমাদের নূতন গবর্ণর জেনরলের বিষয়ে আপাততঃ কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা উচিত হইতেছে না। আমরা যতদূর তাঁহার পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে ধার্ম্মিক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, ন্যায়নিষ্ঠা, দয়া, লোকহিতচিকীর্ষা প্রভৃতি গুণ ধার্ম্মিক ব্যক্তির সহজেই হইয়া থাকে। অতএব তাঁহা হইতে আমাদের শুভ লাভেরই সম্ভাবনা।

আমরা যখন তাঁহাকে ধার্ম্মিক বলিয়া জানিতে পারিতেছি, তখন যে, তিনি ধীরললিত নায়কের ন্যায় মন্ত্রিবর্গের আয়ত্ত না হইয়া স্বয়ং স্বকর্ত্তব্য সমুদয় কার্য্য স্বচক্ষে দর্শন করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতেছে না। স্বয়ং সমুদয় কার্য্য দর্শন করিলে যে, প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন, সে বিষয়েও সংশয় হইতেছে না। তাঁহার পক্ষে প্রজার অনুরাগভাজন হইবার সহজ পথও উন্মুক্ত হইতেছে। প্রজার একটী কল্যাণকর কার্য্য করিতে হইলে বিস্তর পরিশ্রম ও বিস্তর চিন্তা করিয়া মাথা ঘুরাইতে এবং স্বস্থে বিসর্জ্জন দিতে হয়, তবে একটী নূতন বিষয় উদ্ভাবিত হয়। আমরা নূতন গবর্ণর জেনরলের সে প্রকার কোন কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন দেখিতেছি না। পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট লাইসেন্স টাক্স প্রভৃতি প্রজার পীড়নকর যে যে গর্হিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, নূতন গবর্ণর জেনরল যদি সেই গুলি রহিত করিয়া দেন, তাহা হইলেই তিনি যার পর নাই প্রজার অনুরাগভাজন হইবেন সন্দেহ নাই।

আমরা রিপন সাহেবের প্রজার অনুরাগভাজন হইবার সহজ পথ দেখাইয়া দিলাম বটে, কিন্তু তিনি যে প্রকার ধার্ম্মিক ও পরহিতৈষী, তাহাতে তাঁহার ভারতে একটী অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। সুকীর্ত্তি ও দুষ্কীর্ত্তি দুই প্রকার আছে। যাঁহারা দুরাকাঙ্ক্ষার পরবশ, তাঁহারা দিগ-

(১) ধীরোদাত্তো ধীরোদ্ধতস্তথা ধীরললিতশ্চ। ধীরপ্রশান্ত ইত্যয়মুক্তঃ প্রথমং চতুর্ভেদঃ। স্পষ্টং অত্র ধীরোদাত্তঃ অবিকত্থনঃ ক্ষমাবানতিগম্ভীরো মহাসত্ত্বঃ। স্থেয়ান্নিগূঢ়মানো ধীরোদাত্তো দৃঢ়ব্রতঃ কথিতঃ। অবিকত্থনোঽনাত্মশ্লাঘাকরঃ মহাসত্ত্বো- হর্ষশোকাদ্যনভিভূতস্বভাবঃ নিগূঢ়মানো বিনয়চ্ছন্ন- গর্ব্বঃ দৃঢ়ব্রতোঽঙ্গীকৃতনির্ব্বাহকঃ। যথা—রাম যুধিষ্ঠিরাদিঃ। অথ ধীরোদ্ধতঃ—মায়াপরঃ প্রচণ্ডশ্চপ- লোঽহঙ্কারদর্পভূয়িষ্ঠঃ। আত্মশ্লাঘানিরতো ধীরৈর্ধীরোদ্ধতঃ কথিতঃ। যথা—ভীমসেনাদিঃ। অথ ধীরললিতঃ নিশ্চিন্তো মৃদুরনিশং কলাপরো ধীরললিতঃ স্যাৎ। কলা নৃত্যাদিকা। যথা—রত্নাবল্যাদৌ বৎসরাজাদিঃ। অথ ধীরপ্রশান্তঃ-সামান্যগুণৈর্ভূয়ান্ দ্বিজাতিকো ধীরপ্রশান্তঃ স্যাৎ। যথা—মালতীমাধবাদৌ মাধবাদিঃ।

বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ন্যায়বিগর্হিত পথে পদার্পণ করিয়া এক একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া যান, কিন্তু সেই কীর্ত্তিস্তম্ভ চির গালি ও ঘৃণাস্তম্ভ হইয়া থাকে। কিন্তু মারকুইস রিপন যে প্রকার লোক, তাঁহা হইতে সর্ব্বনিন্দানিদান দুষ্কীর্ত্তিস্তম্ভ-প্রতিষ্ঠা সম্ভাবিত নয়। যাহাতে ভারতবাসী ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই মঙ্গল হয়, এমন একটী কাজ করিয়া তাঁহার একটী সুকীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। আমরা ভারতে প্রতিনিধি-শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ করিয়াই আজ এ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি। তাঁহার যত্নে যদি ঐ শাসনপ্রণালীটী প্রতিষ্ঠিত হয়, ভারতবাসী ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই মঙ্গল হইবে। অনেক বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গোলযোগ বিশৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাচারিতা আছে। প্রতিনিধি-শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইলে সেগুলি নিঃসংশয় নিরুদ্ধ হইবে। যদি তিনি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহাকে অনেক বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। অনেকেই ভ্রূকুটী করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাকে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ন্যায়পথাবলম্বী হইয়া সাহস সহকারে কার্য্য করিতে হইবে। বঙ্গদেশীয় ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেব যখন নীলকরের অত্যাচার নিবারণ করেন, তখন অনেকেই অনেক প্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াছিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, কিছুতেই ভীত হন নাই। অকুতোভয়ে কর্ত্তব্য বোধে সেই কার্য্যটী করিয়াছিলেন বলিয়া উহা তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া আছে। যাঁহারা উন্নতহৃদয় মানবহিতৈষী তাঁহারা যে কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করেন, কোন কারণেই তাহা হইতে বিচলিত হন না। রোমে যখন অভিজাতদল ও প্রাকৃতদল উভয় দলে তুমুল বিরোধ হয়, তখন অভিজাতদলের দয়ালু মহামনা মহানুভব ব্যক্তিরা প্রাকৃত দলের হিতার্থ অনেক বিধি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উপরে কত আপদ বিপদ পড়িয়াছে, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই ভয়সঙ্কুচিত হন নাই। অধ্যবসায় সহকারে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। রিপন সাহেব যদি ঐরূপ অধ্যবসায় ও সাহস সহকারে আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়টী সুসম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন, তাঁহার কীর্ত্তি অনন্ত-কাল-স্থায়িনী হইবে।

মার্কুইস রিপন যে অতি ধার্ম্মিক লোক, নিম্ন লিখিত বিষয়টী দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। তাঁহার ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বে এক দিন (৬ই মে) মেয়র, আল ডরম্যান এবং রিপন কর্পোরেসনের কয়েক ব্যক্তি তাঁহার বাস স্থানে গিয়া তাঁহার ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল পদ লাভে আনন্দ প্রকাশ করিয়া অভিনন্দনপত্র দান করেন এবং দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, তিনি কয়েক বৎসরের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে চলিলেন। তিনি তদুত্তরে অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় যাঁহাদের সহিত ক্ষেপণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন স্থানে যাইতে হইতেছে, কিন্তু তিনি বান্ধবগণকে কৃতজ্ঞ-চিত্তে বরাবর স্মরণ করিবেন। তিনি বলিলেন তিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, সেটী অতি গুরুতর কাজ, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, এবং তিনি ইহাও বুঝিতে পারিয়াছেন, যে, তিনি ঐ কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন করিতে পারেন তাঁহার সে গুণ ও ক্ষমতা নাই। তবে সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের উপরেই তাঁহার নির্ভর। তাঁহারই কৃপাতে তিনি স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবেন, তাঁহার এই বিশ্বাস। এতদ্দ্বারা রিপন সাহেবের যে কেমন অসামান্য ঈশ্বরনিষ্ঠা বিনয় ও সৌজন্য প্রকাশ হইতেছে, তাহা পাঠক সহজে বুঝিতে পারিতেছেন। এ প্রকার সুজন ধার্ম্মিক লোক হইতে ভারতের যে অপূর্ব্ব শুভ লাভ হইবে, সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ আশা জন্মিয়াছে। তবে বলা যায় না, ভারতের কেমন অদৃষ্ট দোষ ও জলবায়ুর দোষ ঘটিয়াছে, যাঁহারা সুমতি ও উন্নত মন লইয়া এখানে আগমন করেন, তাঁহাদেরও মতিবিপর্য্যয় ও মনের সঙ্কীর্ণতা দোষ ঘটিয়া যায়। লর্ড লিটন প্রথমে যখন ভারতে পদার্পণ করেন, তখন তিনি এক লার্ড লিটন ছিলেন, কিছু দিন পরেই আর এক লার্ড লিটন হইয়া গেলেন। যে লার্ড লিটন ফুলরের মকদ্দমায় ন্যায়পথাবলম্বী অপক্ষপাতী মত প্রকাশ করেন, মুদ্রাযন্ত্রসংক্রান্ত ৯ আইন ও লাইসেন্স টাক্স সম্বন্ধে পক্ষপাতী মত প্রদান কালে তিনি কি সেই লার্ড লিটন ছিলেন? মারকুইস রিপনেরও ঐরূপ সংসর্গদোষে মতিবিপর্য্যয় না ঘটে এবং তিনি শোচনীয় ভাবে স্বকার্য্যের অভিনয় না করেন, এই আমাদের বাসনা ও প্রার্থনা।

---

## রম্পার বিদ্রোহ।

লাইসেন্স টাক্সের ফল।

আমাদের নূতন গবর্ণর জেনরলের উপরে ভারতবর্ষের লাইসেন্স ট্যাক্সের ইষ্টানিষ্টকারিতার বিষয়ে রিপোর্ট করিবার ভার সমর্পিত হইয়াছে। তাঁহাকে অধিক অন্বেষণ ক্লেশ পাইতে হইবে না। বোম্বায়ে এই লাইসেন্স ঘটিত যে গোলযোগ হয়; অনেকের যে অকারণ কারাবাস ও অসংখ্য অর্থ ব্যয় হইয়া যায়; সেই সেই বৃত্তান্ত ও রম্পার বিদ্রোহ বৃত্তান্ত রিপোর্টমধ্যে সন্নিবেশিত করিলেই যথেষ্ট হইবে। লাইসেন্স ট্যাক্স একে পক্ষপাতদূষিত, দরিদ্র পীড়নার্থ ইহা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে যে সকল লোকের উপর লাইসেন্স ট্যাক্স কার্য্যে পরিণত করিবার ভার, তাঁহারা উক্ত সকল বিষয়ের আইন কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে কার্য্যকর্ত্তার ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ও সদ্বিবেচনা আবশ্যক হয়। কার্য্যকর্ত্তারা অল্পবয়স্কতা ও অপরিণামদর্শিতা-নিবন্ধন কার্য্যকালে ঐ সকল গুণের পরিচয় দিতে পারেন না, তাহাতেই অধিকতর অনর্থ ঘটিয়া উঠে। আমরা অদ্য স্ববাক্য সমর্থনার্থ রম্পার বিদ্রোহ বৃত্তান্ত উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিলাম।

মান্দ্রাজে রম্পানামক স্থানে প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া বিদ্রোহ চলিয়াছে। যখন নূতন লাইসেন্স ট্যাক্স স্থাপিত হয় ও প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ভার প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের উপরে অর্পিত হয়, তখন মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট রম্পার অধিবাসিদিগের উপরে ট্যাক্স নির্দ্ধারণ করেন। রম্পার অধিবাসিদিগের প্রধান সম্পত্তি তালবৃক্ষ, গবর্ণমেণ্ট প্রতিবৃক্ষে এক একটা কর নির্দ্ধারিত করেন। রম্পার লোক অতি সরল, তাহারা কুটিলতা জানে না। তাহারা উহাতে অতিশয় বিরক্ত হয়। তাহাদের দেশীয় রাজাও এই সুযোগে আপনার আয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বসেন। তিনিও প্রতিবৃক্ষে স্বতন্ত্র কর নির্দ্ধারণ করিলেন। রম্পার লোক চটিয়া গোলযোগ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে অনেক স্থানের অসৎ লোক আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইল। রম্পা অতি দুর্গম স্থান। সেখানকার জল বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। ইংরাজেরা প্রথমে তথায় পুলিসের লোক প্রেরণ করিলেন। তাহারা পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে তাহার পর রীতিমত সৈন্য প্রেরণ করা হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পরে (গত বৎসরে) শুনা গেল, ব্রিটিশ সিংহের প্রতাপে বিদ্রোহশান্তি ও তত্রত্য রাজার দ্বীপান্তরবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। কিন্তু আবার এখন শুনিতেছি, রম্পায় সৈন্য প্রেরণের উদ্যোগ হইতেছে।

ভারতবর্ষে এমন জঙ্গলা জাতি নাই, যাহার সহিত ইংরাজদিগকে বিবাদ করিতে না হইয়াছে। অনুসন্ধান করিলে অনেক স্থানেই সিবিলিয়ানদিগের কঠোর ব্যবহার একমাত্র কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। জঙ্গলাজাতি অতি সহজেই ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করে; কিন্তু ২০।২৫ বৎসর বশ্যতা স্বীকারের পর তাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পুনরায় বিরুদ্ধ আচরণ করে কেন? জঙ্গলাজাতি শাসন

করিবার প্রণালী যে ইংরাজেরা জানেন না তাহা বলিবার যো নাই। অনেক ডেপুটী কমিশনর জঙ্গলাদিগের সহিত এরূপ মিলিয়া যান, যে তাহারা তাঁহাকে দেবতুল্য মনে করে। কিন্তু নূতন লোকের হাতে পড়িলেই উহারা গোলযোগ বাধাইয়া তুলে। যদি জঙ্গলাদিগের সহিত গোল যোগ বাঁধিবার সময়েই ইংরাজেরা উহাদিগের অসন্তোষের কারণ নির্ণয়ার্থ বিশেষ প্রয়াস পান ও কারণ নির্ণীত হইলে উহাদের ক্লেশ দূর করিবার চেষ্টা করেন, নিঃশব্দে বড় বড় বিদ্রোহ কলিকাতাতেই শুষ্ক হইয়া যায়। কিন্তু কার্য্যে প্রায় তাহা ঘটিয়া উঠে না। ইংরাজেরা বলপূর্ব্বক কার্য্য সম্পাদন করিবার চেষ্টা করেন। জঙ্গলাই হউক আর ভদ্রই হউক, সকল জাতিরই মনে মনে বড় বলিয়া আত্মাভিমান আছে। সেই অভিমানে আঘাত লাগে। সুতরাং—

"মন্দোপি নাম ন মহানবগৃহ্য সাধ্যঃ"

যাহার মনে মহৎ বলিয়া অভিমান আছে, সে নীচজাতীয় হইলেও তাহাকে বলপূর্ব্বক স্ববশে আনয়ন করা যায় না। শান্তভাবে তাহাকে স্বচ্ছন্দে স্ববশে আনা যায়।

এই বাক্যের অভিনয় ঘটিয়া উঠে। উচ্ছৃঙ্খল হস্তির বশীকরণ প্রসঙ্গে অর্থান্তরন্যাসরূপে কবিতার ঐ চরণটী লিখিত হইয়াছে।

রম্পার লোকেরা এক তালগাছের দুই বার কর দিতে সম্মত হয় নাই, ইংরাজেরা অনায়াসে তাহাদিগকে বুঝাইয়া থামাইতে পারিতেন। তাঁহারা তাহা করিলেন না। তাঁহারা বল প্রয়োগের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। দুই বৎসর ক্রমাগত কষ্ট, অর্থ ক্ষতি ও মনুষ্য বধ হইতে লাগিল। বাস্তবিক, ইংরাজদিগের সহিত জঙ্গলা জাতির যুদ্ধ হয় দেখিলে আমাদের বোধ হয়, ইংরাজের উদারতা বড় কম। ফলতঃ, রম্পাবাসীদিগের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ, এটী বড় বিড়ম্বনার বিষয়। তাহাদের কি কোন অংশে ইংরাজের সহিত সমকক্ষতা আছে? সামান্য লোকের সহিত প্রতিযোগিতা বড় লোকের বড় লজ্জার বিষয়।

---

## চটের ব্যবসায়।

বঙ্গদেশীয়দিগের অনুদ্যমশীলতার প্রমাণ।

বঙ্গদেশীয়েরা যে কেমন অনুদ্যমশীল, তাঁহারা যে আয় বৃদ্ধির কেমন প্রশস্ত দ্বার উন্মুক্ত করিবার সুযোগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই প্রস্তাবটী পাঠ করিলেই পাঠকের তাহা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। স্কটলণ্ডের অন্তর্গত ডণ্ডি নামক স্থানে ১২। ১৪ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাণ্ড চটের ব্যবসায় ছিল। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে তথায় পাট আমদানী হইত। সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কল ছিল। তথায় ঐ সকল পাটে গুণ (গোণী) ও থলিয়া প্রস্তুত হইয়া দেশবিদেশে নীত হইত। তৎকালে ইংলণ্ডের যত গুণ ও থলিয়ার প্রয়োজন হইত, ডণ্ডি তৎসমুদয়ের সরবরাহ করিয়াও অনেক লক্ষ টাকার দ্রব্য উপনিবেশে ও ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশে প্রেরণ করিত। কিন্তু এক্ষণে ডণ্ডির সে ভাব নাই। এখন ডণ্ডিতে ইংলণ্ডের প্রয়োজনানুরূপ থলিয়া ও গুণও প্রস্তুত হইতেছে না। ইংলণ্ডের লোকে বলে যে ডণ্ডি এক্ষণে হুগলী নদীর উভয় তীরে স্থাপিত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই, এখন গঙ্গার উভয় তীরে এত চট প্রস্তুত হইতেছে, যে ডণ্ডির প্রাদুর্ভাব কমিয়া গিয়াছে। ডণ্ডির বণিকগণ ঈর্ষ্যাকষায়িত লোচনে হুগলী নদীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। এমন কি ডণ্ডির অনেক বণিক গঙ্গার উভয় তীরে কল নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গালা দেশ যখন চটের ব্যবসায়ে স্কটলণ্ডকেও পরাভূত করিতেছে, তখন এ ব্যবসায়ের অবস্থা বর্ণন বঙ্গীয় পাঠকগণের একান্ত প্রীতিকর হইবে সন্দেহ নাই।

১২৮৫ সালে কেবল এক বঙ্গদেশ হইতে এক কোটী তিন লক্ষমণ পাট কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে। চাউলের ব্যবসায়ে নৌকায় আমদানী যেমন অধিক হয়, পাটের ব্যবসায়েও ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে। উক্ত এক কোটি তিন লক্ষের মধ্যে আটাত্তর লক্ষমণ নৌকায় ও একত্রিশ লক্ষ মাত্র রেলওয়েতে আসিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনা করিলে রেলওয়ের আমদানীতে নয় লক্ষ মণ কম ও নৌকার আমদানীতে এগার লক্ষমণ বেশী হইয়াছে। চাউল ও পাটের আমদানী ও রপ্তানী দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, নৌকাযোগে দ্রব্যসামগ্রী কলিকাতায় আনিতে রেল অপেক্ষা অনেক কম খরচ এবং অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু বিলাতী কাপড় ও লবণের আমদানী ও রপ্তানী দেখিলে বোধ হইবে কলিকাতা হইতে মফস্বলে রপ্তানী করিতে হইলে রেল দ্বারা করিলেই অধিক সুবিধা হয়। আসিবার সময় এক টানায় ভাঁটিয়া নৌকা অল্প কালে ও সহজে আইসে, যাইবার সময় উজান ঠেলিয়া যাইতে অনেক সময় লাগে ও বড় কষ্ট হয়। দিনাজপুর, রাজসাহী, রঙ্গপুর, পাবনা, ঢাকা, পূর্ণিয়া সংক্ষেপতঃ সমস্ত উত্তর বাঙ্গালায় এবং দক্ষিণ বঙ্গের মধ্যে ২৪ পরগণায় প্রচুর পরিমাণে পাটের চাস হইয়া থাকে, পশ্চিম বাঙ্গালায় বড় অধিক পাট জন্মে না। পূর্ব্ব ভারত রেলওয়ে দিয়া অতি অল্প পাটই কলিকাতায় আনীত হইয়া থাকে।

পাঠকবর্গ মনে করিতে পারেন, যে বাঙ্গালায় যেখানে যত পাট জন্মে, সে সমুদয়ই কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী কলসমূহে আনীত হয়। বাস্তবিক তাহা নহে। আজিও দিনাজপুর, পূর্ণিয়া, জলপাই গুড়ি, ত্রিপুরা—এমন কি হুগলী এবং চব্বিশ পরগণায়ও চট বোনা বন্ধ হয় নাই। মফস্বলের কলে যত থলিয়া হয়, তাহার প্রায় দশগুণ অধিক এখনও হাতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। উত্তরোত্তর হাতে বোনা থলিয়া উৎকৃষ্টতর হইতেছে।

এতদ্ভিন্ন সিরাজগঞ্জে পাটের কল আছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে কলিকাতায় এক শত তিন লক্ষ মণ পাট আনীত হয়। পোর্ট কমিশনরের রিপোর্টে দেখা গেল, ৭৮ লক্ষ মণ পাট কলিকাতা হইতে বিদেশে নীত হইয়াছে। এই ৭৮ লক্ষ মণের অধিকাংশই ইউরোপ ও আমেরিকায় নীত হইয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য বন্দরে ৭২ হাজার মণ মাত্র গিয়াছে। আমদানী হইতে যদি রপ্তানী বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে প্রায় পঁচিশ লক্ষ মণ পাট কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে ব্যয়িত হইয়াছে। কটন সাহেব অনুমান করিয়াছেন, কলের প্রত্যেক তাঁতে ৫১০ মণ পাট প্রতি বৎসর লাগে। কলে ৪২৭৮ খানি তাঁত চলিতেছে। সুতরাং কল সমূহেই কিঞ্চিদধিক ২১ লক্ষ মণ প্রয়োজন হয়। পাট কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে অত্যন্ত অপরিষ্কৃত থাকে। কলিকাতায় আসিয়া পরিষ্কৃত হয়। তাহাতেও পাটের ওজন অনেক কমিয়া যায়।

১৮৭৫। ৭৬ খ্রীঃ অব্দে চটের ব্যবসায় মন্দ হয়। অর্থাৎ গঙ্গার উভয় তীরে ও ডণ্ডি প্রভৃতি যে সকল স্থানে পাটের কল ছিল, তথায় এত অধিক পরিমাণে থলিয়া ও গুণ প্রস্তুত হয় যে পৃথিবীর এক প্রান্তে মেলবোর্ণ নামক নগরেও তিন বৎসরের ব্যবহারোপযোগী থলিয়া ও গুণ মজুত থাকে। ঐ দুই বৎসর চটের ব্যবসায়ের বিষম সঙ্কট উপস্থিত হয়। বাস্তবিক ঐ দুই বৎসরেই পাটের কাজে কোন দেশের ক্ষমতা কত, তাহা প্রকাশ পায়। দুই বৎসর পরে দেখা গেল যে বঙ্গ দেশেরই জয় হইল ও স্কটলণ্ডের পরাজয় হইল। ইহার কারণ এই বাঙ্গালায় পাট উৎপন্ন হয়, বাঙ্গালার শ্রমজীবিদিগের বেতন অল্প, সুতরাং বাঙ্গালায় যত অল্প ব্যয়ে গুণ ও চট প্রস্তুত হইতে পারে, স্কটলণ্ডে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নয়। পূর্ব্বোক্ত বৎসরদ্বয় ব্যাপী ব্যবসায়সংঘর্ষের পর আবার বঙ্গীয় চট ব্যবসায় ক্রমশঃ পুনরুজ্জীবিত হইতেছে

তদনুসারে পাটের মূল্যও বৃদ্ধি হইতেছে। নিম্নলিখিত তালিকায় তাহা স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে।

| সাল | রপ্তানী মণ | মূল্য |
|---|---|---|
| ১২৮২ | ৭০ লক্ষ | ২৮০ লক্ষ |
| ১২৮৩ | ৬২ লক্ষ | ২৬৬ লক্ষ |
| ১২৮৪ | ৭৩ লক্ষ | ৩৫০ লক্ষ |
| ১২৮৫ | ৭৮ লক্ষ | ৩৬৩ লক্ষ |

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, প্রায় ২৩ লক্ষ মণ পাট কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের কলে ব্যয়িত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কিঞ্চিদধিক ছয় লক্ষ মণের গুণ ও কিঞ্চিন্যূন সতর লক্ষ মণের থলিয়া প্রস্তুত হয়। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে আঠারটী চটের কল আছে। প্রত্যেক কলে ন্যূনাধিক লক্ষ মণ পাট ব্যয় হয়। কলের অধ্যক্ষেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, এক মণ পাটে ৩৫ টী করিয়া থলিয়া প্রস্তুত হইতে পারে। সুতরাং মণ করা ৩৫ টী থলিয়া ধরিয়া কিঞ্চিন্যূন সতর লক্ষ মণ পাটে ৫৮৬ লক্ষ থলিয়া প্রস্তুত হয়। এতদ্ভিন্ন প্রায় ২৬৩ লক্ষ থলিয়া উত্তর বাঙ্গালা ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনীত হইয়াছে। যত থলিয়া আইসে, তাহার অধিকাংশই নৌকায় আসিয়া থাকে। জাহাজে তের লক্ষ মাত্র আসিয়াছে। এই তের লক্ষেরও অধিকাংশ ভারতবর্ষীয় বন্দর সমূহ হইতে আনীত হইয়াছে। ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য দেশ হইতে চারি লক্ষ মাত্র আসিয়াছে। ব্রিটিশ দ্বীপ হইতে এক খানিও থলিয়া আনীত হয় নাই। ব্রিটেনে পাটের ব্যবসায় যেরূপ চলিতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে উক্ত দেশে নিজ ব্যয়োপযোগী থলিয়া প্রস্তুত হয় এই মাত্র।

কলিকাতায় যে সকল থলিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, ও কলিকাতায় যে সকল থলিয়ার আমদানী হইয়াছে তাহার গণনা করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ৮৪৯ লক্ষ থলিয়া হয়। ইহার মধ্য হইতে ৮২৯ লক্ষ থলিয়া বিদেশে গিয়াছে। তাহার মধ্যে ৬৩৭ লক্ষ থলিয়া জাহাজে রপ্তানী হইয়াছে। ইংলণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ ৭১ লক্ষ মাত্র গিয়াছে।

আমদানী ও রপ্তানীর তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে, ২০ লক্ষ মাত্র থলিয়া কলিকাতায় থাকে। আপাততঃ বোধ হয়, ইহাতে কলিকাতার ব্যয়নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভাবিত নয়। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর পাটের ব্যবসায় মন্দ হওয়াতে অনেক মাল মজুত ছিল। এবার তাহা হইতেই চলিয়া গিয়াছে।

গোণী বা চট দুই প্রকার হয়। এক, কলজাত; দ্বিতীয়, হস্তনির্ম্মিত। কলজাতের পরিমাণ ৮০ গজ ও হস্তনির্ম্মিতের পরিমাণ ২২ গজ। হস্তনির্ম্মিত চট হুগলী ও চব্বিশপরগণায় নির্ম্মিত হয়। ১২৮৫ সালে সর্ব্বশুদ্ধ ১১ লক্ষ গজ হস্তনির্ম্মিত চটের মধ্যে ৫৭ হাজার গজ বিদেশে ও অবশিষ্ট বিক্ষ কলিকাতায় ব্যয় হইয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে কলে কিঞ্চিদধিক ছয় লক্ষ মণ পাটের চট প্রস্তুত হয়। মণ করা ৮০ গজ চট ধরিলে ৫৩৯ লক্ষ গজ চট কলে প্রস্তুত হইয়াছে বলিতে হইবে। ইহার মধ্যে ১৮ লক্ষ গজ ইংলণ্ডে, ২৭ লক্ষ গজ অন্য দেশে, ৩১ লক্ষ গজ ভারতবর্ষীয় বন্দর সমূহে, এবং ৪৫৩ লক্ষ গজ রেল ও নৌকা-যোগে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছে। কলিকাতার ব্যয়ার্থ প্রায় দশ লক্ষ গজ মজুত আছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে চট গিয়াছে, তাহা কলিকাতা হইয়া যায় নাই, ইছাপুর গৌরীপুর খড়দা প্রভৃতি স্থান হইতে একেবারে চালান হইয়াছে।

চটের ব্যবসায়-সংঘর্ষে বঙ্গদেশ স্কটলণ্ডকে পরাজয় করিয়াছে সত্য; কিন্তু তাহাতে বঙ্গবাসীর কি লাভ হইয়াছে? বাঙ্গালীরা ঐ ব্যবসায়ের লাভের কত অংশ পাইতেছেন? প্রণিধানপূর্ব্বক যদি বিবেচনা করিয়া দেখা যায় দৃষ্ট হইবে, লাভ অতি অল্পই হইয়াছে। বঙ্গীয় কৃষকেরা পাটের চাষ করিয়া লাভবান হইয়াছে সত্য, এবং কতকগুলি বঙ্গীয় শ্রমজীবী কলে কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে সত্য, কিন্তু উক্ত শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা পূর্ব্বকার শিল্পজীবীদিগের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অল্প। কলের সমস্ত টাকাই ইংরাজের, উহাতে বাঙ্গালী অংশী অতি অল্পই আছেন। সুতরাং লাভের অংশ সমুদয়ই ইংরাজের, বাঙ্গালীর কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালীরা যে থলিয়া ও চটের কার্য্যে আর অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে, তাহার যো নাই। আর অধিক কল চলিলে ব্যবসায় মন্দ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। হস্তে প্রস্তুত করিয়া গুণের কারবার করিলেও কলের সহিত বুঝিয়া উঠা যাইবে না। এখনও যে হস্তে চট প্রস্তুত হইতেছে, তাহার কারণ এই, উহা শ্রমজীবীরা বিশ্রামের সময় প্রস্তুত করে; কৃষিকর্ম্ম শেষ হইলে যে কয়েক মাস ঘরে বসিয়া থাকিতে হয়, সেই সময়ে উহারা চট বুনিয়া থাকে। অতি অল্প লাভেই তাহারা সন্তুষ্ট হয়। সুতরাং তাহাদের ব্যবসায় বোধ হয় কোন কালেই মারা যাইবে না।

উপরে যে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল, তাহা দেখিয়া পাঠকের কি স্পষ্ট বোধ হইতেছে না, যদি বাঙ্গালী ধনিগণ অধিক পরিমাণে চটের কলে অর্থ ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা পরিণামে বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারিতেন? কারণ, বাঙ্গালায় অনেক সুবিধা আছে। যেখানে পাট জন্মে, সেই খানেই কল, পৃথিবীর আর কুত্রাপি এমন সুবিধা নাই। এই সুবিধা থাকাতেই বাঙ্গালায় পাটের কলের এত সমৃদ্ধি ও উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এক অনুদ্যম ও অদুঃসাহসীলতা ধনী বাঙ্গালিদিগের একটী প্রধান আয়দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এখন তাঁহারা ইংরাজদিগের প্রতিষ্ঠিত কলের অংশ ভূরি পরিমাণে ক্রয় করুন, তাহা হইলেও পরিণামে কথঞ্চিৎ লাভবান হইতে পারিবেন।

## রুশিয়ার নিহিলিষ্ট দল।

পররাজ্য গ্রহণ করা ও পররাজ্যের প্রজাগণের শান্তিসুখ ভঙ্গ করা যে মহাপাপ, পূর্ব্বকার রাজগণের এ সংস্কার ছিল না। তাঁহারা জিগীষাবৃত্তিকে প্রশংসনীয় জ্ঞান করিতেন। আত্মসুখার্থ বা আপনার দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত পরের অনিষ্ট করা যে অনুচিত, এটী সভ্যতমকালের সংস্কার। অসভ্য অথবা অর্দ্ধসভ্য অবস্থায় এ সংস্কার নয়। ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতি এক কালে সভ্যতার উচ্চতর সোপানে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তাঁহারা পরদ্রোহ ও পরহিংসা হইতে নিবৃত্ত হইবার ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জিগীষু রাজায় পরদ্রোহ নিবৃত্তির উপদেশ দানে সমর্থ হন নাই। তাহার এই কারণ বোধ হয়, আর্য্যজাতীয় রাজগণ স্বেচ্ছাচারী ও প্রবল ছিলেন। শাস্ত্রকারদিগকে তাঁহাদের চিত্তের আরাধনা করিয়া চলিতে হইত। এই নিমিত্ত মহাকবি কালিদাসও "যশসে বিজিগীষূণাং" ইত্যাদি রূপে রঘুবংশীয়দিগের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত নীতিশাস্ত্রকারেরা জিগীষুর পশ্চাৎ ও পুরোবর্ত্তী সপক্ষ ও বিপক্ষ রাজগণকে লইয়া দ্বাদশ রাজমণ্ডল গণনা করিয়াছেন। এই উচ্চতর সভ্যতার কালে জিগীষাবৃত্তির আর উত্তেজনা নাই ও সেরূপ প্রশংসাও নাই। এখনকার সভ্যতম রাজগণ উহাতে ঘৃণা প্রদর্শন করেন। এখনকার মধ্যে অর্দ্ধসভ্য বলিয়া রুশিয়রাজকেই আমরা জিগীষু দেখিতে পাই। তাঁহার জিগীষানিবন্ধন জগতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। ইংরাজদিগকে যে সময়ে সময়ে আমরা জিগীষাবৃত্তির পরবশ দেখিতে পাই, সেটী জাতীয় দুরাকাঙ্ক্ষার ফল নয়, ব্যক্তিবিশেষের দুরাকাঙ্ক্ষার ফল। অতএব উহা দীর্ঘকাল জগতের অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হয় না। ইংরাজদিগের জাতিসাধারণ্যে পরদ্রোহে অপ্রবৃত্তি আছে। রুশিয়রাজ দুরাকাঙ্ক্ষার পরবশ ও জিগীষু হইয়া যেমন জগতের অশান্তির কারণ হইয়াছেন, তেমনি ভগবান্ তাঁহার রাজ্য মধ্যে তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষার বিস্তৃত বিষম অশান্তির কারণ ঘটাইয়া দিয়াছেন। রুশিয় রাজ্য মধ্যে নিহিলিষ্ট

নামে একটী ভয়ঙ্কর দল হইয়াছে, তাহারা কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক কোন প্রকার বন্ধন ভাল বাসে না। রাজশক্তির উচ্ছেদসাধন তাহাদের প্রধান সংকল্পিত বিষয়। রুশিয়রাজ তাহাদের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার আর এখন বাহিরে দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবসর অল্প। নিহিলিষ্ট দলের যে কারণে ও যেরূপে উৎপত্তি হইয়াছে, অতঃপর তাহা বর্ণিত হইতেছে।

১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে সেণ্টপিটার্সবর্গে ও মস্কৌয়ে ছাত্রসভা স্থাপিত হয়। পরস্পর আলোচনায় জ্ঞানের উন্নতি সাধনই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। সভায় যে কিছু আয় হইত, তাহা পুস্তক ক্রয়ে ও দরিদ্র ছাত্রবর্গের পাঠব্যয়ে বিনিযোজিত হইত। ইহার কিছু দিন পরেই রুশিয়া ও অন্যান্য স্থানে নানাবিধ বৈপ্লবিক মতের আলোচনা হইতে আরম্ভ হয়। বৈপ্লবিক নূতন মত এই, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বৈষম্যভাবে পূর্ণ, এ প্রকার বৈষম্য না থাকিয়া সমাজস্থ জনগণের সকল বিষয়ে সাম্য সংস্থাপন হওয়া উচিত। এই মতে উক্ত ছাত্রসভার মন বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। কি উপায়ে দরিদ্রদিগের দুঃখবিমোচন হয়, ছাত্রগণ সেই সেই বিষয়ের বাদানুবাদ আরম্ভ করে। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে বৈপ্লবিক মতের প্রতিপোষক বহুতর গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রচার হইতে আরম্ভ হয়। সভার আয় আর পূর্ব্বের ন্যায় দাতব্য কার্য্যে ও জ্ঞানোন্নতি সাধন বিষয়ে ব্যয়িত না হইয়া বৈপ্লবিক মতের যাহাতে বহুল প্রচার হয়, তদ্দ্বারা তাহারই চেষ্টা আরম্ভ হইল। কোন কোন সভা প্রকাশ্য ভাবে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ আরম্ভ করিল। ১৮৭৪ অব্দে রুশিয়ায় অসংখ্য গুপ্তসভা স্থাপিত হইল। এই সমুদয় সভার পরস্পর বিলক্ষণ যোগ ছিল। উক্ত অব্দে এক মকদ্দমার বিচারে প্রকাশ পায় যে ছাত্রগণ কৃষকের বেশ ধরিয়া কৃষকদিগের সহিত মিলিতেছে ও তাহাদিগকে বৈপ্লবিকমতে দীক্ষিত করিতেছে এবং অনেক উচ্চবংশীয় যুবক কৃষকদিগের গৃহে দিনপাত করিতেছে, তাহাতে কিছু মাত্র কষ্ট বোধ করিতেছে না। অনেক শিক্ষিত স্ত্রীলোকও অবাধে বৈপ্লবিক মত প্রচারের জন্য নানা কষ্ট স্বীকার করিতেছে। ছাত্রসভার আয় লইয়া বৈপ্লবিক মতে কৃষকদিগকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা হইতেছে। অনেক স্থলে অনেক যুবক পাদুকা নির্ম্মাণ ও সূত্রধরের কার্য্য শিক্ষা করিতেছে। চর্ম্মকার ও সূত্রধরের দলে বৈপ্লবিক মত প্রচার করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে যখন জর্ম্মণির সঙ্গে রুশিয়ার যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হয়, তখন উহারা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু যুদ্ধ না হওয়াতে উহাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। উহারা আপন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কোন দুষ্কার্য্যেই পরাঙ্মুখ হয় না। সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকদিগকে লুণ্ঠন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে উহাদের সঙ্কোচ নাই। জেল ভাঙ্গিয়া কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিয়া স্বীয় দলের পুষ্টি সাধন উহাদের চক্ষে দোষাবহ নহে। উহাদের কৌশলেই রুশ তুরস্ক যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যে কোনরূপে হউক, বর্ত্তমান রুশিয়রাজের রাজশক্তি লোপ করাই উহাদের প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য। তুরস্ক যুদ্ধ শেষ হইলে রুশিয়ার যে শোচনীয় অবস্থা হয়, এই নিহিলিষ্ট দল তাহারও মূল। উহারা যে কত হত্যা করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। সচ্চরিত্র সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক উহাদের চক্ষুঃশূল। উহারা রাজার বক্ষস্থলেও ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। গত বৎসর রুশিয়রাজ এমনি ভীত হইয়াছিলেন যে স্থানান্তরে যাইতে হইলে সশস্ত্র লোক সঙ্গে লইতেন। রেলওয়ে দ্বারা কোথায়ও যাইতে হইলে প্রতি ষ্টেষণে সৈনাদল তাঁহার রক্ষার্থ উপস্থিত থাকিত। এক্ষণে রুশিয়ায় নিহিলিষ্ট বিদ্রোহোদ্যম নিহিলিষ্ট রক্তেই ক্ষালিত হইয়াছে। রুশিয়ায় এক্ষণে শান্তি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু সেদিন নিশিকান্ত বাবুর পত্র পাঠে বোধ হইল যে উহারা আজিও পুনরুত্থানের চেষ্টায় আছে। নিহিলিষ্টেরা যদিও প্রথম উদ্যমে কিছু করিতে পারে নাই কিন্তু তাহাতে তাহারা হতাশ হয় নাই। তাহাদের গুপ্ত সভা সকল আজিও সমান তেজে চলিতেছে, স্লাভনিকজাতির স্বাধীনতা দান স্বেচ্ছাচারী শাসন-প্রণালীর ধ্বংস ও নূতন উপায়ে মনুষ্য সমাজ সংগঠন উহাদের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজে এখন যে জন্মহেতুক ব্যক্তিগত বৈষম্য হয়, ইহা উহারা সহ্য করিতে পারে না। উহাদের মত এই যে মনুষ্য মাত্রেই সমান স্বত্বাধিকারী।

জগদীশ্বর যখন সকল মানুষকে সমান করেন নাই, তখন সকলে যে সমান স্বত্বভোগী হইবে, ইহা সম্ভাবিত নয়। অতএব স্পষ্ট বোধ হইতেছে, নিহিলিষ্টদিগের চেষ্টা প্রকৃতির একান্ত বিরুদ্ধ। তাহারা যে এ দুশ্চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইবে, ভ্রমেও আমাদের এমন মনে হয় না। তবে আমাদের বোধ হয়, রুশিয়রাজের দুরাকাঙ্ক্ষার দণ্ড বিধানার্থই ঐ দলের আবির্ভাব হইয়াছে।

---

## রেজিষ্টরি চিঠির মাসুল কম না হয় কেন ?

আমাদিগকে এক্ষণে পত্র রেজিষ্টরি করিতে হইলে চারি আনা মাসুল দিতে হয়। পৃথিবীর আর কোন দেশে এত অধিক মাসুল দিয়া পত্র রেজেষ্টরি করিতে হয় না। ইউরোপের লোকে এক খানি রেজিষ্টরি পত্রের চারি আনা মাসুল দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যায়। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে রেজিষ্টরি চিঠির মাসুল চারি পেন্স অর্থাৎ এগার পয়সা ছিল। বোধ হয় ইংলণ্ডের চারি পেন্স দেখিয়া আমাদেরও চারি আনা মাসুল নিৰ্দ্ধারণ করা হয়। কিন্তু অধুনা ইংলণ্ডে রেজিষ্টরির মাসুল কমাইয়া দুই পেন্স করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে তদনুসারে উহা দুই আনায় পরিণত হয় না কেন ? পোষ্টমাষ্টার জেনারল বলেন, মাসুলের হার কমাইলে ডাকবিভাগের আয় কমিয়া যাইবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান অর্থকৃচ্ছ্রের সময় এরূপ মাসুল কমান কোন প্রকারেই যুক্তিসিদ্ধ হয় না।

আমরা জিজ্ঞাসা করি যে আয় ন্যূন হইবার আশঙ্কা কেন ? ডাকবিভাগে প্রায়ই দেখা যায় মাসুল কমাইলেই কাজ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, যদিও প্রথম প্রথম দুএক লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়, কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই সে ক্ষতি পূরণ হইয়া আয় প্রায় দুই তিন গুণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রেজেষ্টরীর মাসুল কমাইলে যদিও এবৎসর কিছু ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু আগামী বর্ষে নিশ্চয় তাহা হইতে লাভ হইবে। এবৎসরও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা অল্প। রেজেষ্টরী হইতে ডাকবিভাগের কিঞ্চিদধিক সাত লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়। মাসুল কমাইলে স্থূল দৃষ্টিতে সাড়ে তিনলক্ষ টাকা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইংলণ্ডে মাসুলের হার কমাইয়া দেওয়াতে শতকরা ৬৬ খানা চিঠি অধিক রেজেষ্টরি হইতেছে; অর্থাৎ পূর্ব্বে যেখানে একশত হইত এখন সেখানে একশত ছয়ষট্টিখান পত্র রেজিষ্টরি হইতেছে। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে মাসুলের হার কমিলে আমাদের দেশে রেজিষ্টরি পত্রের সংখ্যা উহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। ডাকবিভাগের নিয়ম আছে, অর্থ সম্বলিত পত্র রেজেষ্টরী না করিলে দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হয়। এই নিয়মের অস্তিত্বই সপ্রমাণ করিতেছে যে অনেক লোক মাসুলের হার অধিক দেখিয়া দণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও প্রতারণা করিবার চেষ্টা করে। মাসুলের হার যদি কম হয়, তাহা হইলে প্রতারণা করিবার কোন কারণ থাকিবে না। অনেক লোক রেজেষ্টরী মাসুল বাঁচাইবার জন্য স্থানান্তরে অর্থ প্রেরণার্থ নানাবিধ উপায় অবলম্বন করে। মাসুল কমিলে তাহাদের অনেকেই ডাকযোগে অর্থাদি প্রেরণ আরম্ভ করিবে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বোধ

হয় যে মাসুল কমিলে ডাকবিভাগের ক্ষতি না হইয়া লাভ হইবারই সম্ভাবনা, ক্ষতি হইলেও যদি ইংলণ্ডের পরিমাণে শতকরা ছবট্টি খানা পত্র অধিক রেজেষ্টরী হয়, তাহা হইলেও সাড়ে তিন লক্ষের এক তৃতীয়াংশ মাত্র ক্ষতি হইবে অর্থাৎ এক লক্ষ সাড়ে ষোল হাজার টাকা ক্ষতি হইবে। কিন্তু মনিঅর্ডরের কার্য্য ডাকবিভাগের হস্তে সমর্পিত হওয়াতে ডাকবিভাগের আয়ের অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। অন্য বৎসর মনিঅর্ডরে গবর্ণমেণ্টের ষাটি হাজার টাকা আদায় হইত, এবৎসর প্রথম তিন মাসেই ষাটি হাজার টাকা আদায় হইয়াছে। যদি এই হারে মনিঅর্ডরের কার্য্য চলে, তাহা হইলে এবৎসর ডাকবিভাগের এক লক্ষ আশী হাজার টাকা অতিরিক্ত আয় হইবার সম্ভাবনা আছে। এই অতিরিক্ত আয় দেখিয়া ও ভবিষ্যতে আয়াধিক্যের নিশ্চয় সম্ভাবনা সত্ত্বেও কেন যে পোষ্টমাষ্টার জেনারল এক লক্ষ সাড়ে ষোল হাজার টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে অসম্মত হইতেছেন বলিতে পারি না। রেজেষ্টরির মাসুল কমান যে নিতান্ত আবশ্যক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজি হউক, কালি হউক ভারতবর্ষীয় ডাকবিভাগকে অন্যান্য ডাকবিভাগের অবলম্বিত পথে চলিতে হইবে। তবে কেন মিথ্যা লোকের ক্ষতি করা ও লোককে প্রতারণা শিখিতে উৎসাহ দেওয়া হয়? এবং ভারতবর্ষীয় ডাকবিভাগ অন্য বিভাগের ন্যায় উন্নতিপথে বিচরণ করিতে সম্মত নহে, এ কলঙ্ক কেন গ্রহণ করা হয়?

---

## মারকুইস রিপনের নিকট যাকুব খাঁর পত্র।

কাবুলের মৃত আমীর সিয়ারআলী খাঁর পুত্র যাকুব খাঁ ভারতবর্ষের নূতন গবর্ণর জেনেরল মারকুইস রিপনের নিকটে যে এক খানি পত্র পাঠাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমাদের হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ, বিস্ময়, কৌতুক ও ঔৎসুক্য প্রভৃতি ভাবের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। ঔৎসুক্য আমাদের শোণিত-সঞ্চারবেগকে শিরায় শিরায় দ্বিগুণিত করিয়া তুলিল। হর্ষের কারণ এই যে, যাকুব খাঁ মনের ভাব গোপন না করিয়া সরল ভাবে কাবুলের ও আপনার অবস্থা ব্যক্ত করিয়াছেন এবং ভাবী অনিষ্টের যে আশঙ্কা আছে, তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। বিস্ময় এই, বিদেশীয় ইতিহাস-লেখকেরা শত-সহস্র-পত্র পূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থ লিখিয়া কাবুলের যে অবস্থার বর্ণন করিতে ও কাবুলবাসীদিগের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ না হন, ইয়াকুব খাঁ এক খানি সংক্ষিপ্ত পত্র দ্বারা সেই ভাব ও সেই অবস্থা পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। কৌতুক এই, তিনি ভারতেশ্বরীর নূতন মন্ত্রি সম্প্রদায়ের ও ভারতের নূতন গবর্ণর জেনরলের মনের ভাব ও উদার ভাব বুঝিতে পারিয়াই যথোচিত সময়ে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার যে মনোরথ পূর্ণ হইবে, সে বিষয়ে আমাদের মনে অণুমাত্র দ্বৈধ জন্মিতেছে না। গবর্ণর জেনেরল ঐ পত্র খানি পাঠ করিয়া কি উপায় অবলম্বন করেন এবং কিরূপই বা আচরণ করেন, ইহা জানিবার ইচ্ছাই আমাদিগের ঔৎসুক্যের কারণ হইয়াছে। সে পত্র খানি এই:—

লর্ড মহোদয়! কাবুলের নির্ব্বাসিত আমীর সুবিচারলাভের আশয়ে আপনার মুখাপেক্ষা করিয়া আছে। রুশসম্রাট আফগানিস্থানের রাজসিংহাসন অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে আপনার অনুগত লোককে প্রেরণ করিয়াছেন। আর, আপনারা কাবুলের যথার্থ রাজাকে পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করিয়া সেই প্রবঞ্চকের সহিত সন্ধি বন্ধন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আপনারা কি এই জন্য আমার পিতার বিপক্ষ হইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন? আপনারা কি আফগান স্থানের দরবারে রুশরাজের আধিপত্য স্থাপনের জন্য কোটী কোটী টাকা ব্যয় ও লক্ষ লক্ষ প্রাণীর প্রাণ সংহার করিয়াছেন? আপনারা কি মনে করেন যে রুশিয়ার আশ্রিত ও অনুগত লোক বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া নিজ আশ্রয়দাতাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের অনুগত হইবে? আপনারা কি মনে করেন যে, সে আপনার ইষ্ট সিদ্ধির জন্য স্বদেশের অনিষ্টকারী ঘৃণিত ব্যক্তিদিগের সহিত সন্ধি করিয়া প্রজাপুঞ্জের প্রীতিভাজন হইবে? আমি বলিতেছি এরূপ হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। ঢাকা হইতে গজনী পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা শিশু সন্তানদিগকে, আক্রমণকারী ঘৃণিত বৈদেশিকেরা হত হইবে, এই আশ্বাস দিয়া ঘুম পাড়াইয়া থাকে। আপনাদিগকে আফগানেরা কত ঘৃণা করে, তাহা কি আপনারা জানেন? আপনারা কি মনে করেন, একজন সাক্ষী গোপাল খাড়া করিয়া সাধারণের মত ফিরাইতে পারিবেন? আফগান সাম্রাজ্য যে কি উপাদানে নির্ম্মিত, আপনারা তাহার কিছুই জানেন না।

আফগান স্থান একটী রাজ্যসমষ্টি। উহাতে অনেক সরদার ও অনেক শ্রেণীর লোক আছে। রাজ বংশের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ ও যোগ্য হয়, উহারা তাহারই বশ্যতা স্বীকার করে। যখন রাজ-বংশে কোন উপযুক্ত লোক না থাকে, তখন তাহারা অন্য যোগ্য লোককে আধিপত্য প্রদান করে। ভবিষ্যতে যিনি আমীর হইবেন, তিনি যে রুশিয়ার অর্থবলে অথবা ইংলণ্ডের কামানের বলে আপনাকে প্রজাবর্গের মতনিরপেক্ষ যথেচ্ছাচারী করিয়া তুলিবেন, ইহা প্রজারা কখনই সহ্য করিতে পারিবে না। আপনারা যদি মনে করিয়া থাকেন যে, আবদুল রহমান গণ্ডামাক সন্ধির নিয়ম পালন করিতে সমর্থ বা উৎসুক হইবেন, সেটী আপনাদের ভ্রম। আপনারা যদি এরূপ মনে করিয়া থাকেন, আফগানদিগের চিরন্তন প্রথা ও ধর্ম্ম বিরোধিনী ও স্বাধীনতা-লোপ-কারিণী রাজনীতি বল পূর্ব্বক প্রচলিত করিবেন, সেটী ও আপনাদিগের ভ্রম। যদি আপনারা এইরূপ বুঝিয়া থাকেন যে, উত্তরাধিকার-স্বত্ব-শূন্য ভুজবল-বিহীন কোন ব্যক্তিকে আফগানেরা আপনাদের আজ্ঞাতেই রাজা করিবে, তাহাও আপনাদিগের ভ্রম। তাহারা যদি ঐরূপ কোন ব্যক্তিকে রাজা করিতে সম্মত হয়, তবে নিশ্চয় জানিবেন কোনরূপে আপনাদের সৈন্যগণকে কাবুল হইতে বিদায় করিয়া দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। নিম্নলিখিত তিনটী ঘটনার যে আশঙ্কা আমার হৃদয়ে উপস্থিত হইতেছে, আমার মনে হইতেছে তাহার অন্যতর একটী নিশ্চয় ঘটিয়া উঠিবে। প্রথম, বোধ হয় আমার পিতৃব্যপুত্র আপনাদের সন্ধিপ্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন ও যাহাতে আমাকে প্রজাবর্গের বিরাগভাজন করিয়া আপনাকে উঁহাদের অনুরাগভাজন করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিবেন। না হয়, তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিবার জন্যই আপনাদের সঙ্গে সন্ধি করিবেন; অথবা এরূপও হইতে পারে যে তিনি আপনাদের সহিত সৌহার্দ্দ করিবার নিমিত্তই অকপট ভাবে সন্ধি করিবেন। যদি তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন তাহা হইলে আপনারা তাঁহাকে তাঁহার আশ্রয় দাতার হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইয়া আপনাদিগের অনুগত করিবার যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার প্রকৃত পুরস্কার হইবে। আর যদি তিনি আপনাদের সঙ্গে অকপট ভাবে সন্ধি বন্ধন করেন তাহা হইলে স্বদেশীয় লোকের নিকটে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন এবং যে মুহূর্ত্তে আপনাদের সৈন্য চলিয়া আসিবে, সেই মুহূর্ত্তেই প্রজারা বিদ্রোহী হইবে। তখন তিনি জানিতে পারিবেন (অতীত ইতিহাসে যাহার শত শত উদাহরণ আছে) যে প্রাচীন রোমে যেরূপ ছিল কাবুলেও সেইরূপ ঘটনা হইবে। ক্যাপিটল হইতে এক পা সরিলেই টারপিয়ান শৈল দেখিতে হইবে।

অতএব মহোদয়! আপনারা এই ঘোরতর অবি-

মৃষ্যকারিতা করিবার পূর্ব্বে এক বার স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন। কারণ, হঠাৎ অবিবেচনার কার্য্য করিয়া ফেলিলে তাহার আর সংশোধন হইবে না, যদি কোন জাতি দীর্ঘকাল সৎপথ ত্যাগ করিয়া অসৎপথে ভ্রমণ করে, তাহার পুনরায় সৎপথে আসা দুষ্কর হইয়া উঠে। আপনারা আমার প্রতি অবিচার করিয়াছেন বলিয়া আমি যে আর আপনাদের সাহায্যার্থী হইব না, সে শঙ্কা নাই। আপনারা আমার পিতামহের প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি ইংলণ্ডের সহিত মৈত্রী-বন্ধনে বিমুখ হন নাই। আপনারা বিলক্ষণ অবগত আছেন আমি এমন কোন কুকার্য্য করি নাই যে, আমাকে তন্নিমিত্ত জবাবদিহি করিতে হয়। বোধ হয় আপনারা ভূয়োদর্শনবলে জানিতে পারিয়াছেন যে, কাবুলের শাসনকর্ত্তার নিকটে অসম্ভাব্য বিষয়ের প্রার্থনা করা অন্যায়। আপনাদিগের সৈন্যগণ আমার রাজ্য মধ্যে বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিয়াছে। যত দিন তাহারা ফিরিয়া না আসিতেছে, তত দিন আফগানস্থান মধ্যে শান্তি বিরাজিত হওয়া সম্ভাবিত নহে। অতএব আপনারা আমাকে মুক্ত করিয়া দিয়া আপনাদের সৈন্য ফিরাইয়া আনুন তাহার পর ঈশ্বরের মনে যাহা আছে তাহাই হইবে।"

ইংলণ্ডেশ্বরীর নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে যেমন তাঁহাদের মহত্ত্ব প্রকাশ হইয়াছে, তেমনি কাবুলের যাহাতে ভাল হয়, কোন প্রকার গোলযোগ না থাকে, তাহার উপায় করিয়া দিয়া যদি আসিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের অধিকতর মহত্ত্ব প্রকাশ হইবে। যাকুব খাঁ নিজ পত্র মধ্যে কাবুলবাসীদিগের মনের ভাব অকপটভাবে বর্ণন করিয়াছেন। যে সে ব্যক্তিকে কাবুলের সিংহাসনারূঢ় করিয়া দিলে কাবুলীরা সুস্থির থাকিবে না। কাবুলীরা যে রাজবংশের যোগ্য যথার্থ উত্তরাধিকারির প্রতি অনুরক্ত, যাকুবের পত্রে তাহা স্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে। যাকুব সেই যথার্থ যোগ্য উত্তরাধিকারী। তাঁহাকে সিংহাসন প্রদান করিলে সকলেই সন্তুষ্ট হইবে, কাবুল মধ্যে কোন গোলযোগ থাকিবে না। অতএব তাঁহাকে আমীর করা না হয় কেন? তাঁহার অপরাধ কি? যদি তিনি বাস্তবিক কোন অপরাধ করিয়া থাকেন, আর তাহার প্রমাণ থাকে, গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রচার করিয়া দিয়া তাঁহাকে নিরস্ত ও সর্ব্বসাধারণকে সন্তুষ্ট করুন। পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট অকারণ কাবুল-যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া যেমন অযশোভাজন হইয়াছেন, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট তেমনি যেন এক জন নিরপরাধ প্রকৃত রাজ্যাধিকারীকে রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত করিয়া সাধারণের নিকটে নিন্দিত তিরস্কৃত ও ধিক্কৃত না হন। মারকুইস রিপনকে অতি সতর্ক হইয়া বিনা পক্ষপাতে উদারভাবে কাজ করিতে হইবে। ভারতবর্ষের গ্রাম ও নগরগুলি যেমন ম্যালেরিয়াবাষ্পে দূষিত হইয়া আছে, ভারতের রাজনীতিও তেমনি কতকগুলি সঙ্কীর্ণহৃদয় ব্যক্তির দোষে কুযুক্তিরূপ ম্যালেরিয়াবাষ্পে দূষিত হইয়া রহিয়াছে, মারকুইস রিপন যেন সেই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত না হন। সেই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইয়া তিনি যদি যাবৎ স্বাধিকার কাল অসুস্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে একটীও ভাল কাজ করিতে পারিবেন না। তাঁহাকে লার্ড লিটনের ন্যায় কেবল নিন্দা ক্রয় করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিতে হইবে।

ইংরাজেরা আবদুল রহমানের প্রতি পক্ষপাতী হইয়াছেন। তাঁহার নিকটে দূতও পাঠাইয়াছেন। কিন্তু যাকুব খাঁ তাঁহার বিষয়ে যে যে কথা কহিয়াছেন, তাহাতে আমাদের সংশয় হইতেছে না। আমাদের বেশ বোধ হইতেছে, তিনি স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া অযথাযথ বর্ণন করেন নাই। তিনি স্বরূপাখ্যানই করিয়াছেন। এখন যদি আমাদের গবর্ণর জেনরল পরিষ্কৃত চক্ষে সেই স্বরূপ দর্শন করেন, তাহা হইলেই সকল দিকে মঙ্গল হয়।

# বিবিধ সংবাদ।

আমাদের একজন গ্রাহক দুঃখিত হইয়া লিখিয়াছেন। মেদিনীপুরের ১ ম শ্রেণীর ডেঃ মাজিষ্টেট্ শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী গত সোমবারে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

গত বৎসর কাবুলের রেসিডেন্সি রক্ষার্থ যে সকল সৈন্যের মৃত্যু হয়, তাহাদের নিরাশ্রয় পরিবারবর্গের ভরণ পোষণার্থ বরদার মহারাজ ও মহারাণী ১০০০০ এবং হোলকার ৫০০০ টাকা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে দিয়াছেন।

২ রা জুন গঙ্গাসাগর সঙ্গমে ঝড় হইয়া গিয়াছে।

শ্যামের রাজা ইউরোপে ভ্রমণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। প্রাচীন সভাসদগণের অমত হইলেও মহারাজ নিজ যাত্রার উদ্যোগ করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সিঙ্গাপুরে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি প্রথম বায়েনা যাইবেন; তথা হইতে প্রেগ, বর্লিন, হেগ হইয়া লণ্ডনে পৌঁছিবেন। তথা হইতে আমেরিকায় গিয়া পনর দিন থাকিবেন। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অনেক দিন স্কটলণ্ডে ভ্রমণ করিবেন। ওয়েবরলি নবেল পড়িয়া স্কটলণ্ডের উপর মহারাজের কিছু অধিক ভক্তি হইয়াছে। স্কটলণ্ড হইতে পারিস, লিসবন, মাড্রিড, নেপল্স ও রোম দর্শন করিয়া তিনি স্বদেশে আসিবেন।

সিমলায় একটী রোমান কাথলিক গির্জ্জা ছিল, সেখানে কেহ কখন যাইত না। কেহ তাহার সন্ধান লইত না। সম্প্রতি সেখানে এত লোকের গতিবিধি হইতেছে, যে পাদরি বেচারা চারিদিক হইতে চেয়ার চাহিয়াও কুলাইতে পারিতেছেন না। এখনও লর্ড রিপন সাহেব আসিয়া পৌঁছেন নাই।

গত বৎসর টেলিগ্রাফ বিভাগে ব্যয় বাদে ৬ লক্ষ আট হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। এই বৎসরে ৩৭৯ মাইল রাস্তা নূতন খোলা হইয়াছে ও ১৭৮৩ মাইল তার বসান হইয়াছে। এবৎসর আফগান যুদ্ধ হেতুক গবর্ণমেণ্টের সংবাদই অধিক হইয়াছে। অন্য লোকের সংবাদ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অনেক অল্প।

আগ্রায় এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। আগ্রার দুর্গে যে সকল কামান প্রোথিত আছে, তাহাতে কোন রূপ পরীক্ষা করিবার জন্য ডেট্রা দেওয়া হয়, যে যেন কেহ দুর্গের নিকট না আসে, লোকে ডেটরার ঘোষণা ও দুর্গ সমীপে গমন নিষেধ শুনিয়া মনে করিল যে মহারাণীর জন্মতিথি উপলক্ষে তোপে আগ্রা নগর উড়াইয়া দেওয়া হইবে। সকলেই ভীত হইল। এক জন সম্ভ্রান্ত মহাজন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া একজন সাহেবের বাটীতে গিয়া জিজ্ঞাসা করে, সত্যই নগর উড়াইয়া দেওয়া হইবে কি না? সাহেব অনেক বুঝাইলেন, তথাপি তাহার ভয় সম্পূর্ণ দূর হইল না। সে বলিল যদি উড়াইতে হয় ছাউনির দিক উড়াইলে অধিক ক্ষতি হইবে না। কিন্তু যদি জনপূর্ণ নগরীর পথে গোলাবর্ষণ করা হয় বড়ই ক্ষতি হইবে ইত্যাদি। কাবুলযুদ্ধ প্রভৃতির দরুণ ক্রমে এইরূপ চমৎকার সংস্কার দাড়াইয়াছে যে, ইংরাজেরা সব করিতে পারেন। বিনা কারণে আগ্রা সহরটা উড়াইয়া দেওয়া হইবে। ইহাতেও অবিশ্বাস হয় নাই।

ফসেট সাহেবের পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশোপলক্ষে বোম্বাইবাসীরা চাঁদা করিয়া তাঁহাকে টাকা দিয়াছিলেন। শুনা গেল, তিনি তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন, আপনারা নিশ্চয় জানিবেন আমি ভারতের মঙ্গলার্থ কখন এক মুহূর্ত্তও আলস্য বা ঔদাস্য করিব না।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ গত রবিবার প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি সুশাসক ও সুশিক্ষিত ছিলেন।

আমাদের এক জন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "জেলা দিনাজপুর থানা রাণীসঙ্কলের অধীন টেমকাভিটা নামক গ্রামে বর্ত্তমান মাসের ১৬ই তারিখে এক তন্তুবায়ের স্ত্রী তিনটী পুত্র সন্তান প্রসব করে। প্রথম পুত্রটী রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় ও দ্বিতীয় পুত্রটী বেলা সাতটার সময় ও তৃতীয় পুত্রটী বেলা দশটার সময় ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে পুত্রতিনটী দুই দিবস থাকিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। প্রসূতি এখনও জীবিত আছে।

আজ কাল এতদ্দেশে চোরের বড় উপদ্রব হইয়াছে। রাত্রিতে সকলে সশঙ্কিত।"

রুড়কীতে যে ওয়ার্কশপ আছে। তাহাতে কোন কার্য্যই হয় না। উহাতে যে উৎপন্ন হয়, তাহাতে উহার বর্ত্তমান খরচ উঠা দূরে থাকুক, উহার নির্ম্মাণে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহার সুদও উঠে না। গবর্ণমেণ্টেরও উহার উপর বড় আস্থা নাই। মথুরা ও হটরাস রেলওয়ের রোলিংষ্টক উক্ত ওয়ার্কশপে প্রস্তুত হয়। কিন্তু সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট আর একটী রেলওয়ের রোলিংষ্টকের জন্য অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড কোম্পানিকে বলিয়াছেন। যদি ওয়ার্কসপ হইতে কোন কার্য্য হয় না, তবে রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়া ওয়ার্কসপ করাই বা কেন হইল আর ওরূপ অকর্ম্মণ্য দ্রব্য রক্ষাই বা কেন করা হয়?

কেহ কেহ বলেন যে হোমরুলরদিগের নেতা পারনেল সাহেব তিন স্থান হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হওয়ায় তাঁহাকে দুইস্থানের প্রতিনিধিত্ব ত্যাগ করিতে হইয়াছে। তাহারই অন্যতম স্থানের সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার জন্য আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বলকারক লালমোহন ঘোষকে অনেকে বলিতেছেন। তাঁহার পারলিয়ামেণ্টের মেম্বর হইবার বেশ সম্ভাবনা আছে।

বোম্বে কৌন্সিলের ভূতপূর্ব্ব মেম্বর আলেকজাণ্ডর বজর্স বলেন যে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র স্বাধীন মিউনিসিপাল গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করা হউক। তাহা হইলে দেশীয়গণ স্বাধীন ভাবে আত্মশাসন করিতে সমর্থ হইবে। আমরাও স্বাধীন মিউনিসিপালিটী চাই। ম্যাজিষ্ট্রেট-শাসিত নামমাত্র মিউনিসিপালিটীতে কোন লাভই নাই।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বলেন যে মূর্খ কবিরাজদিগের হস্ত হইতে বঙ্গীয় গ্রামবাসীদিগকে পরিত্রাণ করিবার প্রধান উপায় মেডিকেলস্কুল। উহাতে যত অধিক ছাত্র হয় ও যত উৎকৃষ্ট শিক্ষা হয়, ততই মঙ্গল।

ঢাকার মেডিকেলস্কুলে ১৬০টীর অধিক ছাত্র লওয়া হইবে না।

পাটনা মেডিকেলস্কুল উঠাইয়া দিবার যে প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা নামঞ্জুর হইয়াছে।

কলিকাতার চেম্বর অব কমর্সের যাণ্মাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে প্রকাশ পায় যে গবর্ণমেণ্ট সমস্ত বাণিজ্য মাস্থল ত্যাগ করিয়া যাবতীয় আমদানী ও রপ্তানীর উপর গড়ে মণ করা একটাকা মাস্থল লইবেন প্রস্তাব করিয়াছিলেন। উক্ত টাকা হইতে বাণিজ্য রেজিষ্টরির ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যত কিছু উৎপন্ন হইবে তাহা রাজস্বমধ্যে পরিগণিত হইবে। চেম্বর এ প্রস্তাবের দৃঢ়তর প্রতিবাদ করিয়াছেন। চেম্বর বলেন যে যদি সমস্ত আমদানি ও রপ্তানির উপর শতকরা একটাকা কর নির্দ্ধারণ করিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে পরিণামে অর্থকৃচ্ছ উপস্থিত হইলে কোন অব্যবস্থিতবুদ্ধি রাজস্বমন্ত্রী অনায়াসে এক কথায় উহা দ্বিগুণ করিয়া তুলিতে পারিবেন। আর বর্ত্তমান মাস্থল গ্রহণ প্রণালী অপেক্ষা উক্ত প্রণালী অধিকতর বিরক্তিকর হইবে। গবর্ণমেণ্ট এরূপ প্রস্তাব যে কেন করিলেন বুঝিতে পারিতেছি না।

সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক ডাক্তার ক্রিমান্ সম্প্রতি রাজনৈতিক প্রশ্নোত্তর নামক পুস্তক লিখিয়া তাহাতে স্বাধীনজাত লোকের তিনটী অকাট্য স্বত্ব আছে স্থির করিয়াছেন। শরীরের স্বাধীনতা বক্তৃতার স্বাধীনতা ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা।

জনরব এই যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সভার অন্যতর সভ্য সর জারস্কিন পেরি সাহেব আগামী জুলাই মাসে পদত্যাগ করিবেন।

জোড়াসাঁকো পুলিসের ইনস্পেক্টর অন্যায় বলপ্রয়োগ করিয়া ভদ্রবংশজাত একটী অন্তঃপুরবাসিনীকে ধৃত করিয়া আনেন। ডেপুটী কমিশনর এ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিতেছেন।

জর্ম্মনিতে এক প্রকার নূতন কাচ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা লোহার ন্যায় শক্ত। তত্রত্য রেলওয়ে কোম্পানি এই কাচে রেল প্রস্তুত করিতেছেন। ইহার উপর দিয়া গাড়ি অক্লেশে যাইতে পারিবে। বিলাতের ট্রামওয়ে কোম্পানিও ঐরূপ এক প্রকার কাচের রেল প্রস্তুত করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে জর্ম্মণিতে আর এক প্রকার এরূপ শক্ত কাচের আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে যে তাহার গ্লাস কিছুতেই ভাঙ্গে না।

আগামী অক্টোবর মাসে লেডি রিপন তাঁহার পুত্র সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে আগমন করিবেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল নহে বলিয়াই তিনি লর্ড রিপনের সঙ্গে আসিতে পারেন নাই।

ভাগলপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার সহকারী সম্পাদক বাবু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ভাগলপুরে আর্য্যধর্ম্ম সম্বন্ধে দুটী বক্তৃতা করিয়াছেন। একটী হিন্দিভাষায়; আর একটী বাঙ্গালা ভাষায়। বক্তৃতা দুটী অতিশয় হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ইচ্ছা এই, স্থানে স্থানে সংস্কৃত বিদ্যালয় ও আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আর্য্যধর্ম্মপ্রচারক নিযুক্ত হন। তদর্থ অর্থ সংগ্রহে তিনি যত্নবান্ আছেন। আমরা শুনিয়াছি শ্রীকৃষ্ণ বাবু অতি উদারচরিত্র ধার্ম্মিক লোক। আর্য্যধর্ম্মের উন্নতি-সাধন-বিষয়ে তাঁহার আন্তরিক যত্ন আছে। তিনি নিস্পৃহ হইয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার আচার ব্যবহারও অতি পবিত্র। হিন্দিভাষাতে বক্তৃতা করিবার তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। তিনি যদি যথোচিত সাহায্য প্রাপ্ত হন, তাঁহা হইতে আর্য্যধর্ম্মের উন্নতি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

আমরা এ সপ্তাহে ভারতদর্পণ নামে এক পয়সা মূল্যের একখানি নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইলাম। ইহাতে যে প্রস্তাবগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহার মূল্য এক পয়সার মত নয়, তাহার মূল্য অধিক। লেখকেরা নূতন নূতন সংবাদ সংগ্রহ ও তাহার প্রচার বিষয়ে যেন কৃপণতা না করেন। পত্রখানি পটোলডাঙ্গা ৪৬ নং পটুয়াটোলা লেনে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

বরদার রাজার প্রধান মন্ত্রী দাদাভাই নাউরোজী একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন "আমি যে রাজ্য-শাসন ভার গ্রহণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই তাহার কারণ এই, যে রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ার সর্ব্বদা আমার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেন এবং আমার বিরুদ্ধ আচরণ করিতেন।" তিনি পূর্ব্বে এই মর্ম্মে এক আবেদন করিয়া পার্লিয়ামেণ্টে পাঠাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করেন কিন্তু লর্ড সালিসবরি উহা পার্লিয়ামেণ্টে পাঠাইতে অস্বীকার করেন। এক্ষণে দাদাভাই উহা পত্রাকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

অমৃতবাজার বলেন, যে সব আসলি ইডেন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ও অনরেবল কৃষ্ণদাস পালকে বলিতেছেন, যে আপনারা লর্ড লিটনের অভিনন্দন প্রদান করিতে চেষ্টা করুন। এ কথায় আমাদের বিশ্বাস হইতেছে না। এরূপ অভিনন্দনের কোন মাহাত্ম্য নাই। যে অভিনন্দন প্রজারা ইচ্ছাপূর্ব্বক না দেয় সে অভিনন্দন অভিনন্দনই নহে।

এত দিনের পরে দুর্ভিক্ষ কমিসনরদিগের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক দিন ধরিয়া মেম্বরদিগের ঐকমত্য হয় নাই। পরে কোন রূপে মতভেদ

নিবারিত হইয়াছে। কিন্তু বোধ হয় আর্ম্মি কমিসনের রিপোর্টের মত এ রিপোর্টও অপ্রকাশিত থাকিবে। ষ্টেটসমান বলেন যে মিলিটরি আফিসে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সব ফ্রেডিরিক হেন্সের মন্তব্য পত্র কিরূপে ষ্টেটসমান কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইল, তাহার তদন্ত হইতেছে। এক জন কেরাণীর প্রতি সন্দেহ করিয়া তাহার কর্ম্ম স্থগিত করা হইয়াছে। তাহার এই মাত্র অপরাধ যে সে এক দিন পরিহাস করিয়া বলিয়াছিল যদি আমায় কেহ ২০০ টাকা পুরস্কার দেয়, তাহা হইলে আমি আপন স্কন্ধে দোষ ভার লইয়া আণ্ডামানে যাইতে প্রস্তুত আছি।

সর হেনারি ডালির রিপোর্টে দেখা গেল যে তাঁহার দশবর্ষব্যাপী শাসন সময়ে তিনি মধ্য-ভারত-এজেন্সির বিস্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। হোলকার সিন্ধিয়া ও ভূপালকে অনেক টাকা ধার দেওয়াইয়া রেলওয়ে নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। সম্প্রতি প্রতি নগরে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। উচ্চবংশীয়দিগের শিক্ষার জন্য ইন্দোরে রাজকুমার কলেজ স্থাপন করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহের প্রজাবর্গের সাংসারিক ও মানসিক অনেক উন্নতি হইয়াছে।

আমাদের কোন ভ্রমণকারী পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন "ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের বন্যান ষ্টেষণের কর্ম্মচারী মহাশয়দিগের অনবধানতায় ট্রেণের আরোহীদের বড় কষ্ট হইতেছে। ষ্টেষণে গাড়ি আসিলে পিপাসিত পথিকেরা মধ্যাহ্নে উচ্চৈঃস্বরে জল প্রার্থনা করেন; কিন্তু জল দেওয়া হয় না। অথচ জল দিবার জন্য দুই জন ভৃত্য রীতিমত নিয়োজিত আছে।" এ বিষয়ের বিশেষ তদন্ত হওয়া আবশ্যক।

কলিকাতা ৬৯ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটস্থ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সমাজ" সার্দ্ধ ছয় বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছে। ত্রিপুরার স্বাধীন মহারাজ সম্প্রতি এই সভার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি করা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। শুনা গেল, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ইহাতে মাসিক সাহায্য প্রদান করিবেন। এরূপ একটী সভার অভাব ছিল, ভরসা করি এই সভাটী সেই অভাবটী মোচন করিবেন।

আমরা নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, জর্ম্মনির অন্তঃপাতী ব্রন্সউইক নগরের প্রাচ্যতত্ত্ববিদদিগের প্রসিদ্ধ সমাজ রায়না গ্রামের বাবু রাজেন্দ্রনাথ দত্তের প্রণীত পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কয়েকখানি বাঙ্গালা ও ইংরাজী গ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়া উক্ত বাবুকে একটী উৎকৃষ্ট রৌপ্য পদক প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহাকে ঐ সমাজের ২ য় শ্রেণীর ফেলো নিযুক্ত করিয়াছেন। কলিকাতাস্থ জর্ম্মণ দূতের নিকট ঐ পদক পৌঁছিয়াছে।

গ্লাডষ্টোন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড রেক্টর ছিলেন। তিনি পদত্যাগ করিলে তত্রত্য লোকে ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান কবি আলফ্রেড টেনিসনকে ঐ পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি পদ গ্রহণে অসম্মত হইয়াছেন। তিনি বলেন, যদি দুই দল একত্র হইয়া কেবল সাহিত্য সমাজের প্রাধান্য স্থাপন জন্য আমার নির্ব্বাচন করেন, তবে আমি পদ গ্রহণ করিব, নচেৎ আমি যে শুদ্ধ এক দল কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইব, আর এক দল আর এক জনকে নির্ব্বাচিত করিবে আমি সেরূপ নির্ব্বাচিত হইতে চাহি না। বিশ্ববিদ্যালয়েও দুই দল!

আফগান যুদ্ধের ন্যায় রম্পার যুদ্ধেরও নাকি হিসাবে ভুল হইয়াছে।

রম্পার আর কোন নূতন সংবাদ নাই, কেবল জামনডোরা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল সে ধরা পড়িয়াছে। তাহাকে ধরিয়া দিতে পারিলে গবর্ণমেণ্ট ৫০০ টাকা পুরস্কার দিবেন স্বীকার করিয়াছিলেন। পুলিষের অধিকাংশ লোক জ্বরে পীড়িত হইয়াছে। সৈন্যগণও জ্বরাক্রান্ত হইতেছে। মান্দ্রাজ হইতে বহুসংখ্যক ডাক্তার আনাইবার কথা হইতেছে।

কল্য বোম্বাই হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে গর্ডন পাশা গবর্ণর জেনরলের প্রাইবেট সেক্রেটরির পদত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যে কেন পদত্যাগ করিলেন, কেহ জানিতে পারে নাই। এ বিষয়ে তিনি যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন মার্কুইস রিপন তাঁহার সহিত অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহার পদত্যাগের বিষয়ে মারকুইসের কোন দোষ নাই, সমস্ত দোষই তাঁহার নিজের। তাঁহার এই পদ স্বীকারই ভ্রমের কার্য্য হইয়াছিল। তিনি এক্ষণে সে ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন সেই ভ্রম সংশোধনার্থ পদত্যাগ করিলেন। অনেকে মনে করিতে পারেন যে লর্ড রিপন কাথলিক ও গর্ডন পাশা অত্যন্ত উন্নত প্রোটেষ্টাণ্ট, এই জন্য হয় ত দুই জনের মতৈক্য হয় নাই। কিন্তু গর্ডন সেই আশঙ্কিত সংস্কার দূর করিবার জন্য নিজ পত্রে লিখিয়াছেন যে লর্ড রিপন ঈশ্বরনিষ্ঠ লোক, তাঁহার অধিকার কালে ভারতবর্ষের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইবে না। গর্ডন পাশা একজন সুদক্ষ সদাশয় লোক। তিনি এদেশে থাকিলে এদেশীয় সাহেবদিগের অনেক উন্নতি হইত। তাঁহার পদত্যাগে ভারতবর্ষীয় প্রজা মাত্রেই দুঃখিত হইবেন।

সিডনির ব্যাপ্টিষ্ট নামে এক ব্যক্তি সর্প দংশনের এক নূতন ঔষধ বাহির করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ার মিউজিয়মে ইহার পরীক্ষা করা হইয়াছে। দুটী কুক্কুরকে সর্প দ্বারা দংশন করাইয়া ঐ নূতন আবিষ্কৃত ঔষধ খাওয়াইয়া ও ক্ষত স্থানে মালিস করিয়া দেওয়াতে উহারা আরোগ্য হইয়াছে।

গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষোত্তীর্ণ বাবু প্রমথনাথ বসু ইতিপূর্ব্বে বিলাতের ভূতত্ত্ববিদ সভার এক জন সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি উক্ত শাস্ত্রে বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া ভারতীয় জিয়লজিকাল সরবের একজন শিক্ষক হইয়াছেন।

আমরা ঢাকার প্রসিদ্ধ জমীদার নবাব আবদুল গণির গৃহ বিচ্ছেদের কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। ইঁহাদিগের ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ হইয়া ফৌজদারীতে মকদ্দমা চলিতেছে। যাহা হউক, ইহা মঙ্গল চিহ্ন নহে। বড় বড় ঘর এইরূপেই প্রায় উৎসন্ন যাইয়া থাকে।

গত বুধবার হইতে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে অনবরত বৃষ্টি হইতেছে।

ভারতেশ্বরী ১১ ই মে তাঁহার বকিংহামস্থ প্রাসাদে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোককে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই সঙ্গে বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের কন্যা ভবেন্দ্রবালা ও সত্যেন্দ্রবালা ঠাকুরও আমন্ত্রিত হন। তাঁহারা ভারতেশ্বরীর অনুজ্ঞাক্রমে আমাদিগের দেশী পোষাকে এই প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এদেশীয় স্ত্রীলোকের প্রকাশ্য সভায় আমন্ত্রণ ও তাহার রক্ষার্থে যাওয়া জ্ঞানেন্দ্র বাবুর কন্যাদ্বয় এই প্রথম পত্তন করিলেন।

শুনা যাইতেছে আবদুর রহমান বিস্তর রৌপ্য আনাইয়া মাজার নামক স্থানে নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রস্তুত করিতেছেন। আফগান স্থানের লোকে কি ইঁহাকে রাজা করিয়াছে?

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। তথাকার ছাত্রেরা অধ্যাপকের গৃহ দ্বারে স্ক্রু আঁটিয়া তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই অপরাধে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ১০ জন ছাত্রকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। অক্সফোর্ড কলেজের ছাত্রদিগের বয়স অধিক। তাহারা অল্প প্রবীন. এক একদিন উত্তম আহারাদির পর যখন আমোদ চড়িয়া যায় তখন তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। তথাপি বোধ হয় শাস্তি কিছু গুরুতর হইয়াছে। ইহাদের সঙ্গে তুলনা করিলে আমাদের কালেজের ছাত্রেরা ত সোণার চাঁদ।

## কোম্পানির কাগজের দর।

| | | | মূল্য টাকা। |
|---|---|---|---|
| ৪ টাকা সুদের | | | ৯৪। |
| ৪॥ " | ১৮৭৭ | (১৮৮৫) | ৯৯—৯৯। |
| ৪। " | ১৮৭১ | (১৮৮১) | ৯৭—৯৮। |
| ৫। " | ১৮৭৮—৭৯ | (১৮৯৩) | ১০১॥—১০১৸ |
| ৫। " | ১৮৭৯ | (১৮৯৩) | |
| ৫ " | ১৮৬৫ | (১৮৮২) | ১০১ |

## যুদ্ধ সংবাদ।

হিরাট হইতে সংবাদ আসিয়াছে হিরাটী ও কাবুলী সৈন্যে বিবাদ হওয়াতে আয়ুব খাঁ বড় সঙ্কটে পড়িয়াছেন। তিনি কান্দাহারে যুদ্ধ যাত্রা করিবার জন্য সৈন্যগণকে আদেশ দিয়াছেন। কন্দাহার আক্রমণ করিয়া উহা স্ববশে আনয়ন করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। সহরের বাহিরে গোলযোগ করা তাঁহার অভিপ্রেত।

বারাকি নামক স্থান হইতে সংবাদ আসিয়াছে আল্টিমোর ও চাইরাক পথে দস্যুরা একত্র দলবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। উহারা প্রতিদিন আলো জ্বালিবা পাহাড়ের উপর পাহারা দিতেছে।

লগার উপত্যকার দক্ষিণ গ্রামবাসিগণ আজি কয়েক দিন ইংরাজ সৈন্যগণের গতিরোধ চেষ্টা পাইতেছে। উহারা আপন আপন পরিবারবর্গকে পর্ব্বতের নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসিয়াছে।

গত ২৩এ মে আল্টিমোরে যে সকল জর্ম্মতি একত্র হইয়াছিল মহম্মদ জান তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সেনাপতি হিল সাহেবের সৈন্যগণ এই জন্যই ২৫ এ তথায় না গিয়া জব্বর কোল্লায় অবস্থিতি করে, শুনা যাইতেছে তিনি আরও কিছু দিন তথায় অবস্থিতি করিবেন। তাঁহারই উপরে লগার উপত্যকার দক্ষিণ পল্লী-সমূহের রাজস্ব আদায়ের ভার সমর্পিত হইয়াছে। কিন্তু আবদুল গফুর ও মহম্মদ হোসেন তত্রত্য অধিবাসী দিগকে ইংরাজ কর্ম্মচারীর হস্তে রাজস্ব দিতে নিবারণ করিতেছেন। তিনি এই কথা বলিতেছেন নূতন আমীর নির্ব্বাচন করা হইতেছে, ইংরাজকে এখন রাজস্ব দিলে পুনরায় নূতন আমীরকে রাজস্ব দিতে হইবে। পোলিটীকাল আফিসর মেজর হিউএন স্মিথ সাহেব তাহাদিগের এই অমূলক সংস্কার দূরীকারণার্থ বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন।

বাঙ্গালার ১৯ নং অশ্বারোহী দলের ৪ জন সৈন্য দলভ্রষ্ট হইয়া শত্রু হস্তে নিহত হইয়াছে।

লগারে ভয়ানক গ্রীষ্ম হইয়াছে।

পাদশ খাঁ জানগান সা নামক এক স্থানের অতি নিকটে একটা দুরারোহ পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

২২ এ মে। অন্যূন ২০০০ টুরি সৈন্য তাহাদিগের সেনাপতির আদেশক্রমে মহম্মদ আজীমের দুর্গ হইতে ৬ মাইল দূরে কুরম নদী পার হইয়া মক্বীলদিগের সহিত বিবাদ করে এবং দর্গাই নামক স্থানের নিকটস্থ ৫ টী গ্রাম জালাইয়া দেয়। ক্রমে উভয় পক্ষে একটী যুদ্ধ বাঁধে। টুরিরা তাহাতে জয় লাভ করিয়াছে। এই যুদ্ধে বিপক্ষ দলের ৫ জন ও স্বদলের ৫ জন হত হইয়াছে।

কাবুল ৩০এ মে। গোলাম হায়দার প্রভৃতি কয়েকজন লোক একত্র হইয়া জর্ম্মত ও খরওয়ারবাসীদিগকে ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে।

মোল্লা খলিল কামা নামক স্থানের লোকদিগের প্রতি অত্যাচার করাতে আবার তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছে।

কান্দাহার ৩ রা জুন। ওয়ালিসের আলী খাঁ গত কল্য সন্ধ্যাকালে গিরীক নামক স্থানে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছেন। আয়ুবের সৈন্যগণ কান্দাহারে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে। রাজ্যে ঘোরতর অরাজক কাণ্ড বিদ্যমান।

লগার উপত্যকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, বারাকি রোগানের চতুর্দ্দিকে যে সকল লগারি আছে, তাহারা সকলেই যুদ্ধার্থ উত্তেজিত হইয়াছে। অলটিমোর কোটালে যাহারা একত্র হইয়াছে, জেনরল গোলাম হায়দার তাহাদিগের সঙ্গে যোগ দান করিয়াছেন। মহম্মদ জান এই সংবাদ অবগত হইয়াছেন। তিনি ওয়ার্দ্দিকে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন এবং তত্রত্য লোকদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়া তুলিবার চেষ্টায় রহিয়াছেন। বোধ হয়, শীঘ্রই তিনি গোলাম হায়দারের সহিত মিলিত হইবেন।

## ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ সংবাদ।

ব্রহ্মদেশের রাজা থিবা ও রাজপরিবারের সকলকেই হত্যা করিয়াছিলেন, কেবল ইয়ঙওক নামে একজন রাজকুমার জীবিত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি বিদ্রোহ বাঁধাইয়াছেন। অনেক লোক তাঁহার পক্ষ হইয়াছে। রাজার সহিত ইঁহার এক্ষণে যুদ্ধ হইতেছে।

রেঙ্গুণে ১ লা জুন। য়্যানকিনটাউন নামক বাষ্পীয় পোত মান্দালাই হইতে থায়াটমো নামক স্থানে পৌছিয়াছে। বিদ্রোহ সংবাদে মান্দালাইয়ের লোকে ভীত হইয়াছে। বিদ্রোহীর সংখ্যা আপাততঃ ৬০০। দূতগণ বৃহস্পতিবার থায়াটমো হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

রেঙ্গুণ ২ রা জুন। তারে সংবাদ আসিয়াছে, তত্রত্য সীমাপ্রদেশ রক্ষার্থ ইংরাজ সৈন্যগণকে সীমাপ্রদেশে যাইতে বলা হইয়াছে। এবং ইহাও বলা হইয়াছে অস্ত্র ধারণ করিয়া যে কোন ব্যক্তি ইংরাজ রাজ্যমধ্যে আসিবে, তাহাকে যেন গ্রেপ্তার করা হয়। জনরব এই যে মেনেলায়ে একটী বিদ্রোহ ঘটিয়াছে।

২ রা জুন বৈকালে থিবাওর সৈন্যের সহিত বিদ্রোহী রাজকুমারের সৈন্যদিগের একটী যুদ্ধ হয়। থিবাওর সৈন্যগণ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে। বিদ্রোহীরা উহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিয়া এক জনকে ধৃত করিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদ করিয়াছে।

রেঙ্গুণ ৩ রা জুন। রাজার সৈন্যগণ বিদ্রোহীদিগের অধিকৃত স্থান অধিকার করিতে গিয়াছিল কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছে। উহারা আক্রমণকারীদিগের দলপতি ও আর ৩ জনকে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছিল। দলপতির মস্তকচ্ছেদ করিয়া অপর ৩ জনকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। মিড্ডের শাসনকর্ত্তা বিশ্বাসঘাতকতা করাতে ম্যান্দালাইয়ে প্রেরিত হইয়াছেন। রাজার ৪০০ সৈন্য বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণার্থ যাইতেছে। কিন্তু ইহাদিগের কোন ভাল অস্ত্র শস্ত্র নাই। বিদ্রোহীরা এক্ষণে দুরাক্রম্য স্থানে অবস্থান করিতেছে। উহাদিগের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

রেঙ্গুণ ৪ ঠা জুন। বিদ্রোহীরা ইংরাজরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। পুলিষ তাহাদিগকে ধরিবার চেষ্টায় আছেন। ইয়ঙওক কতকগুলি সহচর সমভিব্যাহারে পলায়ন করিয়াছেন।

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৯ এ মে। বিদেশীয় কার্য্যের ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড গ্রানভিল ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপনের সম্বন্ধে গত রাত্রিতে লর্ডদিগের হাউসে বলিয়াছেন যে তাঁহার প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বিদিগের বিরুদ্ধে কোন কাজ করা সম্ভাবিত নয়।

গ্রীকদিগের সীমাসংক্রান্ত গোলযোগের মীমাংসা করিবার জন্য রাজগণ ১৫ ই জুন বার্লিনে একটী সভা করিবেন।

গোসেন সাহেব কনষ্টাণ্টিনোপলে উপনীত হইয়াছেন।

তুর্কি ও ইউরোপের পূর্ব্বাঞ্চল সম্বন্ধে কি করা উচিত, এই বিষয়ের বিবেচনার্থ ইংলণ্ড ও ইটালী একমত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৩১ এ মে। টাইম্‌স পত্রের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, তাঁহার সহিত কতকগুলি ইংরাজানুগত সর্দ্দারের দেখা হইয়াছিল, তাঁহারা তাঁহাকে বলিয়াছেন আবদুল রহমান ইংরাজকৃত নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ কাবুলে আসিবেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যদি তিনি না আইসেন, তাহা হইলে এই উপলক্ষে কাবুলরাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হউক অথবা কোন উত্তরাধিকারীকে আমীর করিয়া তাঁহার রক্ষার্থ ব্রিটিশ সৈন্য স্থাপন করা হউক অথবা আমীর নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পরেই ব্রিটিশ সৈন্য কাবুল পরিত্যাগ করিয়া যাউক।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৩০ এ মে। জেনরল স্কবালফ হাতি নামক স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

কনষ্টান্টিনোপল ৩০ এ মে। কনষ্টন্টিনোপল-বাসী মুসলমান ও ওলিমেরা ইউরোপীয় রাজগণের প্রার্থনার প্রতিবাদ করিবার জন্য সুলতানকে পরামর্শ দিতেছে।

লণ্ডন ৩১ এ মে। অদ্য সন্ধ্যাকালে বিদেশীয় কার্য্যের অণ্ডার সেক্রেটারি কমন্সহাউসে বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট পারস্যের সহিত হিরাট সম্বন্ধে কোন পত্রাদি লিখিতে চাহেন না। কিন্তু হিরাট শাসনের সুব্যবস্থা করিতে ইচ্ছুক আছেন।

বার্লিন ৩১ এ মে। জর্ম্মাণ নৌসেনার সাহায্যার্থ হংকঙে রণতরি পাঠাইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৩১ এ মে। আডমিরাল লিওাকফ চীন সমুদ্রস্থ রুশ রণতরির সৈন্যাপত্য গ্রহণ করিলেন।

লণ্ডন ২ রা জুন। প্রধান মন্ত্রী গত রাত্রিতে কমন্সহাউসে সাইপ্রসের সহিত তাঁহাদিগের সম্বন্ধ বিষয়ক প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন যে ঐ দ্বীপ শাসন সম্বন্ধে তুরস্কের সহিত যে সন্ধিপত্র হয়, তাহা আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। তিনি বলেন, সাইপ্রসের শাসন ভার ঔপনিবেশিক কার্য্যালয়ে সমর্পিত হওয়াতে দ্বীপবাসীদিগের বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে।

পারস্যগবর্ণমেণ্ট টেকি তুর্কোমানদিগের গোলযোগে হাত দিতে চান নাই। কিন্তু মার্ববাসীরা যদি অধীনতা স্বীকার করে, তাহা হইলে পারস্যরাজ গ্রাহ্য করিবেন।

লণ্ডন ২ রা জুন। আফগান যুদ্ধের অনুমিত ব্যয় অপেক্ষা অধিক খরচ হওয়াতে যে সকল কাগজ পত্র দেওয়া হয় তাহা কমন্স হাউসে উপস্থিত করা হইয়াছে। গবর্ণর জেনরল ১৩ই মার্চ্চ ব্যয়বাহুল্য সম্ভাবনা করিয়া তারে সংবাদ প্রেরণ করেন। ২২ এ এপ্রেল ষ্টেট সেক্রেটারি একখানি পত্র পাঠান, তাহাতে লেখা ছিল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া ষ্টানহোপ সাহেব পার্লামেণ্টে হিসাব দেখাইয়াছেন। তাহাতে আরো লেখা ছিল আয় ব্যয়ের ন্যূনাধিক্য হইলে গবর্ণমেণ্টের হস্তে রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার যে ক্ষমতা আছে তাহা রহিত করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। ঐ সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ চাওয়া হইয়াছে। ৪ ঠা মে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ষ্টেট সেক্রেটারিকে এই বলিয়া পত্র লিখেন যে কাবুল যুদ্ধের অনুমিত ব্যয় অপেক্ষা এ বৎসর চারি কোটী টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে।

কনষ্টান্টিনোপল ২ রা জুন। লেয়ার্ড সাহেব ইংলণ্ডে যাইতেছেন।

মণ্টিনিগ্রো আলবানিয়দিগকে আক্রমণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে। আলবানিয়দিগের খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২ রা জুন। মিধাত রেশিদ্‌ পাশা পদত্যাগের আবেদন করিয়াছেন। সুলতান আজিও তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।

পারিস ২ রা জুন। কাউণ্ট রচফোর্ট দ্বন্দ্বযুদ্ধে গুরুতর আহত হইয়াছেন।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ৩০ এ জুন। রুশের রাজ্ঞী অদ্য প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৩ রা জুন। গোসেন সাহেব অদ্য ইংলণ্ডের প্রদত্ত কাগজ পত্র প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন সুলতান রাজ্য শাসন সংক্রান্ত বিষয়ের সংশোধন করিয়া আপনার সাধারণ প্রজাগণকে তাহাতে সর্ব্বপ্রকারে সুখী করিতে পারেন সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

---

## সংবাদদাতার পত্র।

### জামালপুর।

২ জুন ১৮৮০।

সে দিন অত্রত্য হরিসভামণ্ডপে আর্য্যধর্ম্মের উন্নতি সম্বন্ধে এক ব্রাহ্মণ একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার মধ্যে তিনি যে যে মত ও ভাব প্রকাশ করিয়া আর্য্যধর্ম্মের মহত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তাদৃশ প্রশংসনীয় না হইলেও তাঁহার সদুৎসাহের জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই। কেন না আজ কাল ধর্ম্মের বাজার যেরূপ উদাস হইয়া উঠিয়াছে, ইহার উৎকর্ষ সাধন মানসে যিনি যে পথ অবলম্বন করুন, তাহা আশানুরূপ ফলপ্রদ না হইলেও পরিণামে কিছু না কিছু উপকার হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা লইয়া যিনি যেখানে বক্তৃতা করেন, তাঁহাকে সুন্দর হৃদয়ানন্দকর সুকোমল ভাবলতিকা ছাড়িয়া শুষ্ক কর্কশ মতমল লইয়া আন্দোলন করিতে দেখা যায়। এতদ্দ্বারা না শ্রোতৃবর্গ বিশেষ উপকারলাভ করেন, না বক্তা অভীপ্সিত আনন্দভাজন হন। উক্ত বক্তা নানা বৃথা যুক্তি প্রয়োগ করিয়া "ব্রহ্ম" "পরব্রহ্ম" "ঈশ্বর" "পরমেশ্বর" প্রভৃতির মধ্যে বৈষম্য ও পার্থক্য বুঝাইবার জন্য যেরূপ যত্ন ও প্রয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন, যদি শ্রোতৃবর্গের বর্ত্তমান সামাজিক, মানসিক, ও আধ্যাত্মিক অভাব দূরীকরণার্থ বিশেষ কোন অনুসন্ধান ও ঔষধ ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে সদুপদেশ দিতেন, তাহা হইলে সকলেই উপকৃত হইত। যথা তথা বৈদান্তিক "ঘটাকাশ" "মঠাকাশ" আর শুনা যায় না। উহাদ্বারা সাধকের উপকার কি? বর্ত্তমান সময় না বুঝিয়া দেশ ও শ্রোতৃগণের অবস্থা বিষয়ে সম্যক্ অনভিজ্ঞ থাকিয়া শাস্ত্রীয় কতকগুলা শ্লোক পড়িয়া বক্তৃতা করার কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বক্তৃতাবসানে বক্তা বড় হাসাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে আর্য্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব গরুর মধ্যে দেখিতে হইবে। "গরুই ধর্ম্ম"। কেন না গরু হইতে দুগ্ধ লাভ করা যায়, গরু হইতে দুগ্ধ দোহন করিয়া শিশু-সন্তানের প্রাণ বাঁচে বলিয়া যদি গরু ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উষ্ট্রের দুগ্ধে মনুষ্য পুষ্টি লাভ করে, তবে উষ্ট্র কেন ধর্ম্ম হউক না। এ সব অভিনব ধর্ম্মব্যাখ্যান চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিজের চতুষ্পাঠী ভিন্ন যেন অন্যত্র না করেন। ছাগল ধর্ম্ম, মহিষ ধর্ম্ম, গরু ধর্ম্ম, গাধা ধর্ম্ম, কেন না তাহাদের দুগ্ধে ছেলে মানুষ হয়। এ অদ্ভুত ধর্ম্ম প্রচার ও ধর্ম্মবিচার আর কখন শুনি নাই। মনের ধর্ম্মে, তর্কের ধর্ম্মে, মতের ধর্ম্মে, আর কিছু হয় না। ভাবের উচ্ছ্বাস চাই, ভাবের ধর্ম্ম চাই, ভাবের শাসন চাই ও ভাবের কার্য্য চাই। বৃথা "কর্ম্ম" "কর্ম্ম" করিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে? খোলা ডোঙ্গা কাটা ভিন্ন আতপ তণ্ডুল ভিজান ভিন্ন কি কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে আর কিছু সার নাই? মনুপ্রোক্ত ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয় প্রভৃতি দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ কি কর্ম্মসাধ্য নয়? ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সত্য কথা অভ্যাস, ইত্যাদি কি "কর্ম্মকাণ্ড" নয়? কেবল ছাগল ভেড়া কাটাই "কর্ম্ম" হইল? জ্ঞানছাড়া কর্ম্ম হইতে পারে না। যাহা কর্ত্তব্য তাহা অগ্রে জানা চাই, নতুবা তাহাতে প্রবৃত্তি ধাবিত হয় না। ভয়ে ভয়ে ধর্ম্ম কর্ম্ম কোন কার্য্যকর নহে। জ্ঞানহীন কর্ম্মের আদরেই এত বিড়ম্বনা বাঁধিয়াছে। কখন কি ছিল সে কথায় প্রয়োজন কি? এখন বিদ্যালয় ও পাঠশালার পাঠ্যের বিষয় আলোচনা কর. সেকেলে বুড় বুড়ীর গল্পে আর ছেলেদের মন ভেজে না। ইহা এক প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তনের পূর্ব্ব লক্ষণ কে না স্বীকার করিবে? এই পরিবর্ত্তনকালে সতর্ক হইতে পারিলেই আর্য্যসমাজ, প্রিয় হিন্দু-সমাজ অচিরকাল মধ্যেই উন্নত হইতে পারিবে সন্দেহ নাই।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির লাইন প্রভৃতি ১লা জানুয়ারি হইতে ক্রয় করা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু কোন প্রকার ভাল পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায় না। যা ছিল তাই রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় আমাদের মত মহাজনদের পথ অবলম্বন করিতেছেন। পূর্ব্বে যিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অক্ষত রাখিয়া যদি কেবল লাভের অংশ লইবার জন্য অংশীদারদিগকে বঞ্চিত করিয়া এই প্রকাণ্ড রেলওয়ে কোম্পানির অধিকার ক্রয় করিয়া থাকেন, তাহা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে রাজোচিত কার্য্য হয় নাই। যে সব উপকার পূর্ব্বে রেলওয়ে কোম্পানিদ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই, প্রজারা প্রজাবৎ-

সক গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে তাহার প্রত্যাশা করিয়া থাকে। শুনিতে পাই ব্যয় সংক্ষেপ করিবার উপায় হইতেছে। এইবার ছারপোকার দল যাং না। কেরাণীর দল আর ছারপোকার দল দুই সমান। ছারপোকা মারিলে যেমন বীরত্ব নাই বরং হস্ত দুর্গন্ধ হয়, তেমনি কেরাণীমহলে তাড়াতুড়ি দিলে কিছুই হয় না। ব্যয় সংক্ষেপ করিতে হইলে কার্য্য-বাহুল্য যদি কিছু থাকে, তাহা অগ্রে কমাইয়া সেই সব বিভাগ একেবারে উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, তবে ব্যয় সংক্ষেপ বোঝা যাইবে, নতুবা এ আফিসে ও আফিসে দুই চারি জন অভাগা কেরাণী ছাড়াইয়া কিছু উপকার দর্শিবে না।

তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কমাইবার বন্দোবস্ত চলিতেছে। ইহা যত শীঘ্র প্রবর্ত্তিত হয়, ততই মঙ্গল। এত ভয়ের প্রয়োজন কি? দিবেন দুই মাসের জন্য কমাইয়া দেখা হউক, যদি ক্ষতি হয় আবার যেমন তেমনি করিবার ভাবনা কি? যদি আউদ রোহিলখণ্ড রেলওয়ে কোম্পানি তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কমাইয়া লাভবান্ হইয়া থাকেন, তবে রেলওয়ে কোম্পানির রাজা ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, ইহা মনে করাও ভ্রমের বিষয়। এক পোষ্টেল বিভাগকে দৃষ্টান্ত স্থলে গ্রহণ করা হউক। সংবাদপত্রের মাসুল কমাইয়া কি গবর্ণমেণ্ট লাভবান্ হন নাই? এক পয়সার পোষ্টকার্ড করিয়া কি গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ লাভবান্ হইতেছেন না? তেমনি চিঠি রেজিষ্ট্রেসন ফী কমাইবার যে কথা হইতেছে তাহা দ্বারাও গবর্ণমেণ্ট আশাতীত লাভবান্ হইবেন না কে বলিতে পারে? তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া যত স্বল্প হইবে, আরোহীর সংখ্যা তত অধিক হইবে, কোম্পানির লাভ তত অধিক কেন না হইবে? এ দেশের ছোট লোকেরা দুই এক পয়সার মরে বাঁচে। তাহারা যদি এক টাকার স্থানে ৮০ আনায় যাইতে পারে, তাহা হইলে দেখিবেন, তখন ঠেলিয়া দলে দলে লোক ট্রেণে চড়িবে। আমাদের বোধ হয় তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কমাইলে এ দেশে দুই খানা ট্রেনে লোক সমাবেশ হইবে না। এত লেখালেখি ও আঁটাআঁটি না করিয়া দিদেন পরীক্ষার জন্য দুই মাসের জন্য ভাড়া কমান হউক।

মুঙ্গের ছোট আদালতে সপ্তাহে দুই দিবস মকদ্দমা হয়, সেই দুই দিন ভাগলপুর হইতে হাকিম আসিয়া থাকেন, কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে অন্য দিন যদি কোন দেনদার কর্ম্ম স্থান পরিত্যাগ করিয়া পালাইবার উপক্রম করে, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার কোন উপায় নাই। আদালত খোলা থাকিলেও বন্ধ! এতদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্ট অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন ও বাদীরাও বিলক্ষণ গোলযোগে পড়িতেছেন। নালিশ অধিক না হইলেই গবর্ণমেণ্টের ষ্টাম্প বিক্রয় কম হইল, ও অন্যান্য আয় হইল না, এ অসুবিধা দূরীকরণার্থ ছোট আদালতের প্রধান কেরাণীর উপর "সমন" জারি করিবার আজ্ঞা পূর্ব্বের ন্যায় বাহাল করিলে ভাল হয়। এ নিয়ম অনেক মফস্বল আদালতে আছে, মুঙ্গের ডিষ্ট্রীক্টে যে কেন ইহা প্রচলিত নাই বুঝিতে পারি না।

---

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

### রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮ ই মে। হুগলী ও জাহানাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু হরকালী মুখোপাধ্যায় বালেশ্বরে বদলী হইলেন বলিয়া ১৯ এ তারিখের কলিকাতা গেজেটে যে আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল তাহা রহিত হইয়াছে। ইনি বীরভূম সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

হুগলীর প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কেদারনাথ বিশ্বাস বালেশ্বরে বদলী হইলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ব্রজমোহন রায়ের হুগলী ও জাহানাবাদে যে নিয়োগাদেশ হইয়াছিল তাহাও রহিত হইল।

২২ এ মে। জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী আবদুর ওহাব দিনাজপুরে বদলী হইলেন ইনি তত্রত্য সদর ষ্টেষণেই থাকিবেন।

২৪ এ মে। শ্রীরামপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি ওয়েন বীরভূম সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

বাকরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু সূর্য্যকুমার সেন (ইনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন) হুগলীতে বদলী হইলেন এবং জাহানাবাদের কার্য্য ভার গ্রহণ করিলেন।

বর্দ্ধমানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গোপালচন্দ্র সেন কিছু দিনের জন্য হাবড়ার অন্তর্গত মহিষরাথার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

২৫ এ মে। হুগলীর বিশেষ ডেপুটী কালেক্টার বাবু রাধাবিনোদ বিষয়ী ভূমী সংগ্রহার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২৬ এ মে। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী দলিলুদ্দীন আহম্মদ কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগণায় কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। ইনি বাবু হেমচন্দ্র করের অনুপস্থিতিকালে রেজিষ্ট্রেসন বিভাগের ২য় ইনস্পেক্টরের কার্য্য করিবেন।

২৯ এ মে। সবডেপুটী কালেক্টার বাবু রঘুনাথ সাহি পাটনার অন্তর্গত ভাতওয়ারার বিশেষ ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

১লা জুন। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, এস, ম্যাগ্‌রথ পাটনায় রহিলেন।

পাটনার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কেদারনাথ ঘোষের প্রতি যে বিদায় আজ্ঞা হইয়াছিল তাহা রহিত হইয়াছে।

২১ এ মে। ত্রিহুতের ২য় সুবর্ডিনেট জজ মৌলবী মহম্মদ নুরুল হোসেন (ইনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন) পাটনার ২য় সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

ত্রিহুতের প্রতিনিধি ২য় সুবর্ডিনেট জজ বাবু কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

পাটনার প্রতিনিধি ২য় মুন্সেফ বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গপুরে বদলী হইলেন। কিন্তু ইঁহাকে প্রায়ই নেলপামারিতে থাকিয়া কাজ করিতে হইবে।

২৬এ মে। মৌলবী দলিলুদ্দিন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ইনি ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচারেরও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১ম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

ময়মনসিংহের সবডেপুটী কালেক্টার বাবু কৈলাসচন্দ্র পাল যশোহরের অন্তর্গত ঝনাদহের বাবু নগেন্দ্রনাথ মিত্র ঐ জেলার অন্তর্গত খুলনার প্রতিনিধি সবডেপুটী কালেক্টার বাবু অক্ষয়কুমার চৌধুরী ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় ২৪ পরগণার মুন্সেফ হইলেন কিন্তু ইঁহাকে প্রায়ই ডায়মণ্ডহারবরে কাজ করিতে হইবে।

---

## মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ দত্ত—কলিকাতা ২
" " কার্ত্তিকচন্দ্র মণ্ডল—চাইপাট
" " মহিমাচন্দ্র জোয়ারদার—বৃন্দাবন ১
" " গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী—শিবগঞ্জ
" " প্যারিমোহন চাকি—ময়মনসিংহ
" " কেদারনাথচন্দ্র—শ্রীবাটী ৩॥
" " কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায়—সিউড়ি
" " আশুতোষ পাল—হুগলী ব্রাঞ্চস্কুল
" " নালিয়া মুহরি—দিবরুগড় আসাম ৫॥
শ্রীযুক্ত যশোহর পবলিক লাইব্রেরির সম্পাদক

# বিজ্ঞাপন।

## নিরুদ্দেশ।

শান্তিপুর নিবাসী আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র ঘোষ প্রায় তিন চারি বৎসর হইল নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, বয়স প্রায় ৩০ বৎসর হইবে, শ্যামবর্ণ, দেখিতে লম্বা, ইনি প্রথমে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের বগুলা ষ্টেষণে সব ওভারসিয়রের কর্ম্ম করিতেন, পরে তথা হইতে কুষ্টিয়ার নিকট জগদি জংসন ষ্টেষণে কয়েক মাস অবস্থিতি করিয়া দিনাজপুর যান, দিনাজপুর হইতে কোথায় গিয়াছেন, আমি তাহার কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। অতএব যিনি তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া দিবেন আমি তাঁহাকে ২৫ টাকা পারিতোষিক দিব। আর যদি কোন মহাত্মা পারিতোষিক না লইয়া অনুসন্ধান করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিব। অনুসন্ধানের বিষয় মান্যবর শ্রীযুত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়কে লিখিলে আমি শীঘ্র প্রাপ্ত হইব। ইতি

১৪ ই জ্যৈষ্ঠ। ১২৮৭ } শ্রীভগবতীচরণ ঘোষ।

## উপহার।

সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান,
সাধু-রহস্য ও সমালোচন-পূর্ণ
মাসিক পত্রিকা।

এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকাখানি বর্ত্তমান জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩।৵০। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া মূল্যসহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
সভাবাজার কলিকাতা।

বি, এন, দাসের গনোরিয়া মিকশ্চার।

শীঘ্র ! নির্ভয় !! নিশ্চয় !!!

## বি, এন, দাসের গনোরিয়া মিক্‌শ্চর।

ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন, পুরাতন মেহ শ্বেতপ্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। মূল্য ২ টাকা।

শক্তিসঞ্চারক আরক মূল্য ১।০ টাকা।

ইহা দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, এবং শরীরে বলাধান হইয়া দেহ পুষ্ট ও কান্তিবিশিষ্ট করিয়া থাকে।

৪৫ নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা এবং ১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি বহুবাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দের নিকট পাওয়া যায়।

## নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা, ডাকমাশুল ৷৵০।

## চন্দনাসব।

সকল প্রকার মেহরোগের মহৌষধ।

এই সুবিখ্যাত ঔষধ নিয়মপূর্ব্বক তিন দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ এবং তৎসংক্রান্ত প্রস্রাব কালীন জ্বালা বা ধাতু নির্গমন হইলেও তিন দিবস মধ্যে রোগের বিশেষ শান্তি হইবে। এ ভিন্ন ইহা দ্বারা শ্বেত প্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র আশু শান্তি হয়। ১ শিশির মূল্য ২, টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৷৵০ আনা।

## সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জারায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়া মূল্য … … … ৪ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল … ৷৵ আনা।

## মাতঙ্গি তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার সন্ধিবাত, চৌরন্ধিবাত, কোন সন্ধি বা অঙ্গের স্পর্শ হীন, অসাড় পক্ষাঘাত এবং সন্ধি স্থানের স্ফীততা, সূচিবিদ্ধ বা অন্য কোনরূপ যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, হস্ত পদাদির খেচুনি, আক্ষেপ ধনুস্তম্ভ প্রভৃতি রোগ সকলের বিশেষ শান্তি হইয়া থাকে এবং উক্ত যন্ত্রণা হেতু নিদ্রা বিহিন হইলে যন্ত্রণা সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া সুনিদ্রা উপস্থিত হয়।

৵০ পোয়া শিশির মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৵০

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এ
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " "
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী
" " কিশোরিমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ মতে ঔষধালয়।
১৩০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া।

## যোগনিদ্ধরস।

এই সুসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহরোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাবকালীন জ্বালা, সপূয় ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, খড়ি জলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। ইহা আমরা বহুতর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। এ ভিন্ন দুর্গন্ধ শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর লুপ্তরজঃ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

## মালতি কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। চক্ষু জ্যোতি বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরে শোণিত উত্তপ্ত হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃত প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান ও সমূহ বায়ু বিকার নষ্ট করে। এজন্য উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু গুল্মবায়ু বুদ্ধিভ্রংশ, মৃগী, চিত্তচাঞ্চল্য, মন হু হু করা, ভুল বকা, হঠাৎ চিৎকার, হাস্য, ক্রন্দন খেঁচুনি এবং হস্তপদাদির জ্বালা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহার মনোহর সৌরভে গৃহ আমোদিত হয়। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৵০।

## শক্তিরস।

এই কল্যাণকর ঔষধ শ্বাসপ্রশ্বাসীয় যন্ত্রে ক্রিয়াবান হইয়া, সর্ব্ব প্রকার সর্দ্দি, উৎকাসি, ঘুংড়ি, কাস, শ্বাসকাশ, রক্তোৎকাস, বক্ষঃ বেদনা, পার্শ্বশূল, জ্বর

...তি উপসর্গ সংযুক্ত অতি উৎকট অবস্থাপন্ন ...ও রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। এবং কিঞ্চিৎ ...কাল ঔষধ সেবনে ক্ষয়কাস এবং যক্ষ্মাকাস ...বিনষ্ট হয়। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

## কামোদ্দীপক রসায়ন।

অতিশয় মানসিক চিন্তা, পীড়াক্রে বহু দিব...ব মেহ পীড়া, অতিশয় ইন্দ্রিয় পরবশতা, ...রিমিত শুক্র ক্ষয়, স্নায়ু বিকার বা উহার নিস্তে...জঃ কারণ বশতঃ সর্ব্বদা যে ধাতু তরল, অধিক ...দোষ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, শিথিল ইন্দ্রিয়, পুরুষত্বের ...নি বা ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, তৎ সমুদয় এই রসায়ন সেবনে আরোগ্য হয় এবং শরীরের বল বীর্য্যাদি সংশোধিত হয় এবং সমধিক রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। ১০ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ৩, প্যাকিং ৵০।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
শ্রীপ্যারিলাল স্বর্ণকারের বাটী।
কলিকাতা সিমুলিয়া।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া।

---

## সঙ্কট তৈল।

অর্দ্ধ ড্রাম শিশি ১ টাকা প্যাকিং ৵ আনা। কর্ণের ঘা, পুঁয, কটকট, বেদনা, সন সন, ভোঁ ভোঁ, বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

## মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ।০ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, মাড়ি ফুলা, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীবিহারিলাল বস্থ
৩৪ নং চোরবাগান
ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

---

## বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

কল্পদ্রুম যন্ত্র } শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
...পুর কলিকাতা }

---

## আচার্য্যের উপদেশ।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাঙ্গালা বক্তৃতাগুলি মুদ্রিত হইতেছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। কলিকাতা ৬ নং কালেজ স্কোয়ার শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্রের নিকট ১০ আনা ডাক মাশুল সহ ৸০ আনা করিয়া মূল্য পাঠাইলে তিন তিন খণ্ড একত্র যাইবে।

---

## বৈষ্ণব! বৈষ্ণব! বৈষ্ণব!

"বৈষ্ণবাচার দর্পণ; বৈষ্ণব সর্ব্বস্ব, নামক পুস্তক গুরুপ্রণালী, সিদ্ধপ্রণালী, অষ্টকালী লীলা, প্রত্যহ ষাট দণ্ডের যে যে দণ্ডে যে যে লীলা, সর্ব্বাঙ্গ সেবা প্রার্থনা, গণোদ্দেশ ও নবদ্বীপ ধামের ও ব্রজ ধামের তত্ত্বধ্যান, সমুদয় বনের বর্ণনা কোন্ বনে কোন্ লীলা তাহার বিবরণ; কোন্ ভক্তের কি স্বরূপ, কোথায় কার বাস ইত্যাদি।

বৈষ্ণবদিগের অত্যন্ত আবশ্যক বিষয়ের বিবরণ প্রমাণ শ্লোকসহ পয়ার প্রভৃতি ছন্দে বঙ্গভাষায় পদ্যে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র বিদ্যারত্ন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত, পঞ্চম বিভব পর্য্যন্ত ১ ম খণ্ড (৩৭২) পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা। ডাক মাশুল ৵০ আনা। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি ও শ্রীবাসাদির এবং শ্রীরেবতী বলদেব ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের ও তত্তৎ সখা সখীর তত্ত্বধ্যান অর্চ্চনা প্রভৃতি উপাসনা কাণ্ডের সমুদয় বিবরণ এবং বৈষ্ণবদিগের আচার কাণ্ডের নিত্যকৃত্য ও অপরাধ ও তন্মোচন প্রভৃতি সমুদয় বিবরণ আছে। উহার ষষ্ঠ বিভব দ্বিতীয় খণ্ডেও প্রকাশিত হইতেছে। তাহার মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা, ডাক মাশুল ৵০ আনা। দুই খণ্ডের অগ্রিম মূল্য দিয়া গ্রাহকদিগের মাশুল সমেত ৪ চারি টাকা মাত্র।

শ্রীশশিভূষণ অধিকারী।
৫৭ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট
বালাখানা। কলিকাতা

---

## যজুর্ব্বেদ সংহিতা (সম্পূর্ণ)

ভাষ্য ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ—৩৲
বাঙ্গালা মাত্রের মূল্য—১০

## এবং—সামবেদ সংহিতা।

ভাষ্য ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ প্রতি মাসে ১০ ফরমা নিয়মে অন্যূন বর্ষত্রয়ে সমাপ্ত হইবে। দ্বাদশ সংখ্যার অগ্রিম মূল্য ৫৲ এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য ।।০ মাত্র। আর ২০০ গ্রাহক সংগৃহীত হইলেই কার্য্যারম্ভ হইবে।

প্রকাশক—শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা। কলিকাতা।

## ষ্ট্রিকনিডাইন।

আত্যন্তিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের জন্য ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্মরণশক্তির হ্রাস, পুরুষত্বহীনতা, স্ত্রীরোগ, অজীর্ণতা, পুরাতন পীড়া, প্লীহা ও যকৃতের পীড়া, হিষ্টিরিয়া ইত্যাদিতে ইহাই একমাত্র ঔষধ। মূল্য ফিঃ বোতল ৩৲, প্যাকিং ।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

দাদের ঔষধ।

যে কোন প্রকার দাদ হউক না কেন, ইহা দ্বারা ৩ দিনে নিশ্চয় আরাম হইবে মূল্য ১৲ প্যাকিং ।০।

ডবলিউ কুড়র এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিবনারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

---

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

## শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

## কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে কেশ হীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।।৵০

## সুর সুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক ও রোগ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২৲ ডাকমাশুল ।।০

## নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় জ্বর অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১।।৲ ডাকমাশুল ।।৵০

উপরোক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা আনাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

দ্বিতীয় ভাগ কল্পদ্রুমের অষ্টম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক, দ্বৈমাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৵ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
৩। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৪। উপন্যাস।
৫। ফুল তোমার জন্য ফুটে না।
৬। মনুসংহিতা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফর্ম্মায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃন্দু ওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

দ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

---

## বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কলিকাতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৯৭ নং কলেজ স্কোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাসুল সহ ৸০ আনা মাত্র।

---

## সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৩৭ নং চিৎপুর রোড—গরাণহাটা—কলিকাতা।

সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ রাজশ্রীসৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিউজিক্‌ডাক্তর মহাশয় তাঁহার কৃত সঙ্গীত শিক্ষা করিবার বিশুদ্ধ পুস্তকগুলি বিক্রয়ের কারণ এই পুস্তকালয়ের উপর ভারার্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত ও অন্যান্য ইংরাজি বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত পুস্তক সকল এই কার্য্যালয়েই উচিত মূল্যে পাইবেন।

| | মূল্য | ডাক মাশুল |
|---|---|---|
| যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা | ৩।০ | ।০ |
| সঙ্গীতসার | ৪।০ | ।০ |
| কণ্ঠকৌমুদি | ২।০ | ।০ |

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল
ম্যানেজার।

---

## বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

## প্রকৃতি।

বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা।
(আকার ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ।)

ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। মফস্বলে ডাক মাসুল লাগিবে না। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য না পাইলে বিদেশে পত্রিকা পাঠান যাইবে না।

এই পত্রিকার সাহায্যে শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী সি আই, মহোদয়া দুই শত টাকা দান করিয়াছেন।

প্রকৃতি কার্য্যালয়
৪৮ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর।

---

## ভাগবত তত্ত্বকৌমুদী।

এই খানি সকলের সুখপাঠ্য সরল সাধু ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য অনুবাদ, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য সংস্কৃত মূল ও স্বামিকৃত টীকাও দেওয়া হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ২৸০ টাকা। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইব। অগ্রিম মূল্য না দিলে পুস্তক পাঠান যায় না।

শ্রীঈশান চন্দ্র বসু

বৃন্দুওস্তাগরের লেন ১০ নং কল্পদ্রুম যন্ত্র
কলিকাতা মৃজাপুর

---

মৎ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

## ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫৷৷০ টাকা ডাক মাশুল ।০

## আর্য্য গৃহ চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সর্দ্দিগরমি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

## আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির সচিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।০

## আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদের পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ

---

## পঞ্চানন্দ

## রসভাবে পরিপূর্ণ

উচ্চ অঙ্গের রাজনীতি, সমাজনীতি, সুনীতি এবং দুর্নীতির সমালোচন। সাহিত্যের স্বর্গলাভ গদ্য পদ্যের আদ্যশ্রাদ্ধ। গ্রাহক হইলেই ছবি।

মাসে দুইবার দেখা।

নির্ব্বোধের নাম বোকা॥

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৫ পাঁচ টাকা মাত্র; ডাকমাসুল লাগে না। নিতে হয় ত, দেরি নয়। কলিকাতার এজেণ্ট—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মেডিকেল লাইব্রেরি ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

৪৪ রসারোড ভবানীপুর } শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কার্য্যাধ্যক্ষ।

---

## কল্পলতা।

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। "স্বর্ণলতা" লেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ১৵ আনা।

সপ্তম খণ্ড হইতে সম্পাদকের "স্বর্ণলতা লেখক" "হরিষে বিষাদ" নামে একটী উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে এই পত্রিকা বিদেশে প্রেরিত হয় না।

৪৪ রসারোড ভবানীপুর } শ্রীভুধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কার্য্যাধ্যক্ষ।

---

# সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

☞ এই পত্র কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃন্দাবনওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ৯ ম সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৭ সাল ১ লা আষাঢ়। ইং ১৮৮০। ১৪ ই জুন।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে
মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

## সোমপ্রকাশ।

১ লা আষাঢ় সোমবার।

### মারকুইস রিপন সম্বন্ধে একটী ভবিষ্যৎ বাণী।

গর্ডন পাশা আমাদের নূতন গবর্ণর জেনেরলের প্রাইবেট সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। তিনি ইহার-মধ্যেই পদত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মারকুইস রিপনের ঈশ্বরনিষ্ঠতার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, এবং মারকুইস স্বয়ংও মেয়রপ্রভৃতির অভিনন্দনে যে প্রকার নিজ ঈশ্বরনিষ্ঠতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তিনি ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরলীপদে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে বা অধিক দিন তৎপদে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিবেন না। আমরা অগ্রেই ভবিষ্যৎবাণী করিয়া রাখিতেছি, তাঁহাকে পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই পদত্যাগ করিতে হইবে। তিনি অযোগ্য অলস অকর্ম্মণ্য ও স্বেচ্ছাচারী বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে অসময়ে পদ হইতে অপসারিত করিবেন আমরা এ কথা কহিতেছি না, তাঁহার ঈশ্বরনিষ্ঠতাই পদত্যাগের কারণ হইবে। ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তির ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অত্যন্ত প্রবল। ভারতবর্ষের রাজনীতি যে প্রকার নানা দোষে পূর্ণ ও বিকল হইয়া আছে, অনেক সময়ে কার্য্যকালে তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার সহিত ঐ রাজনীতির বিরোধ ঘটিয়া উঠিবে। এক এক সময়ে তাঁহার কার্য্যাকার্য্য-বিবেক আঘাত প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং সে অবস্থায় তাঁহার সদৃশ ধার্ম্মিক লোকের কার্য্যানুষ্ঠান দুরূহ হইবে সন্দেহ নাই। তাদৃশ স্থলে তিনি যদি কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ন্যায়পথাবলম্বী হইয়া কার্য্য করেন, অনেকে [illegible] শত্রু হইবে। কর্ত্তব্যপথে অনুচিত বাধা পাইলেই কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির মনে অতিশয় বিরক্তি জন্মে। তিনি যদি তৎকালে অকুতোভয়ে সমুদয় বাধা অতিক্রম করিয়া ন্যায়পথে চলিয়া কার্য্য করিতে পারেন, কোন কথাই থাকিবে না, কিন্তু তিনি তাহা করিতে পারিবেন, এমন বোধ হইতেছে না। সুতরাং তাঁহার পদ ত্যাগ শ্রেয় বলিয়া বোধ হইবে সন্দেহ নাই।

যদি বল, যাঁহারা ইংলণ্ডে একণে কর্ত্তা হইয়াছেন, তাঁহাদের আশয় অতি উদার। অনেক কার্য্যেও তাঁহাদের সেই ঔদার্য্য প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহারা অন্যায় ও অত্যাচারের একান্ত বিদ্বেষী। তাঁহারা সম্প্রতি গোশেন সাহেবকে এই আদেশ দিয়া তুরস্করাজের নিকটে পাঠাইয়াছেন যে, তুরস্করাজ্য-মধ্যে যে সমস্ত অন্যায় ও অত্যাচারের কার্য্য আছে, তিনি যেন তাহার সংশোধন করেন। যদি তাহার সংশোধন না করেন, তাঁহার অনিষ্ট ঘটিবে, এ ভয়-প্রদর্শনও করা হইয়াছে। যে কর্ত্তৃপক্ষের অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণ বিষয়ে এ রূপ যত্ন, তাঁহারা ভারতবর্ষে মারকুইস রিপনকে ন্যায্যপথে বিচরণ করিতে উৎসাহ দিবেন সন্দেহ নাই। যদি তাঁহারা উৎসাহ দেন, তাহা হইলে মারকুইস রিপনের ভারতবর্ষের কার্য্যে ধর্ম্মনিষ্ঠা ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা কি? যদি ঐ সকলের বাধা না জন্মে, তবে তাঁহার পদত্যাগেরই বা সম্ভাবনা কি?

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষের অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতি বিদ্বেষ আছে সত্য; মারকুইস রিপনও সে বিদ্বেষশূন্য নহেন; কিন্তু কার্য্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সহিত অন্য দেশের অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। তুরস্ক রাজের অধিকারমধ্যে অধিকসংখ্য খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী লোকের বাস। তথায় সাধারণ্যে অত্যাচার-নিবারণের আদেশ দেওয়া হইল, সেই আদেশ অনুসারে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা প্রধানরূপে অত্যাচার বিমুক্ত হইবে; সেই সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানেরাও অত্যাচারমুক্ত হইবে। সেখানে যেমন সহজে কার্য্য সম্পাদিত হইল। ভারতে সেরূপ সহজে কার্য্য সম্পাদনের সম্ভাবনা নয়। এখানে নানা জাতি, নানা শ্রেণী ও নানা সম্প্রদায়ের লোকের বাস: সুতরাং নানা প্রকার স্বার্থ সম্বন্ধ আছে। একের স্বার্থ রক্ষা করিতে গেলে অপরের স্বার্থে আঘাত লাগে। এখানকার সকল বিষয় সূক্ষ্ম ও প্রকৃতরূপে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ ও এখানকার গবর্ণর জেনেরলেরাও জানিতে পারেন না। অপরের মুখে শুনিয়া তাঁহাদিগকে কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদিগকে শুনান, তাঁহারা পক্ষপাতহীন হইয়া শুনাইতে পারেন না। সুতরাং কার্য্য অপক্ষপাতে সম্পন্ন হয় না।

তাহার একটী প্রমাণ এই, বর্ত্তমান মন্ত্রি-সম্প্রদায় স্পষ্টাক্ষরে আদেশ দিয়া তুরস্কে যেমন লোক পাঠাইলেন, ভারতবর্ষে সেরূপ করিতে পারিলেন না। আমরা লাইসান্স ট্যাক্স ও মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত নয় আইনকেই উদাহরণ স্থানে গ্রহণ করিতেছি। উক্ত আইন দুটী পক্ষপাত দোষে যে একান্ত দূষিত, তাহা সহজ জ্ঞানে সকলেই বুঝিতে পারেন। তাহা রহিত করা যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহাও সকলে সহজ জ্ঞানে বুঝিতে পারেন। তথাপি ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা একবারে উঠাইয়া দিতে পারিলেন না! নূতন গবর্ণর জেনেরলকে তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করিতে বলা হইয়াছে।

রাজনীতি স্বভাবতঃ দূষিত নয়। শাস্ত্রকারেরা

রাজাকে ধর্ম্মের প্রতিনিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি যেখানে বসিয়া রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করেন, তাহাকে ধর্ম্মাধিকরণ কহিয়া থাকে। রাজনীতি তাঁহার কার্য্য নিয়ামক উপায় মাত্র। উহা যে অধর্ম্ম-দোষে দূষিত হইবে, ইহা কোন ক্রমে সম্ভাবিত নহে। কিন্তু সেই ধর্ম্মময় রাজনীতিকে কতকগুলি লোকে এমনি দূষিত করিয়া তুলিয়াছেন যে, রাজনীতিশব্দটী জুয়াচুরির অপর পর্য্যায়-বাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এখন মারকুইস রিপনের সম্মুখে দুটী পথ উপস্থিত হইতেছে। এক, সরলতাময় রাজনীতির অনুমোদিত পথ, দ্বিতীয় আজ কাল বক্র লোকে রাজনীতিকে যে বক্র করিয়া তুলিয়াছে, সেই বক্র পথ। মারকুইস রিপন যদি অবিচলিত-চিত্তে সরল কর্ত্তব্য পথে চলিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার পদত্যাগের প্রয়োজন হইবে না। আর যদি তাঁহার অগত্যা বাধ্য হইয়া বক্র পথে চলা আবশ্যক হয়, তাহা হইলেই তাঁহার কার্য্যাকার্য্যবিবেক তাঁহার তৎপথে চলিবার প্রতিবন্ধকতা করিবে, সুতরাং তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। লার্ড নর্থব্রুক এই বিপাকে পড়িয়া পদত্যাগ করিয়াছিলেন। আর যদি তিনি পদত্যাগ না করেন, এবং স্বমত-বিরুদ্ধ পথেও ভ্রমণ করিতে না পারেন, মান্দ্রাজের গবর্ণর ডিউক বকিম্হামের মত সঙ্কটে পড়িবেন। তিনি কার্য্যজ্ঞ ও কার্য্যদক্ষ হইয়াও অকর্ম্মণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

অতএব মারকুইস রিপনের কর্ত্তব্য, তিনি যখন গবর্ণর জেনেরল পদ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি ন্যায়পথে চলিয়া স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করুন। এদিক ওদিক চাহিবার প্রয়োজন নাই। যার তার কথা শুনিবারও প্রয়োজন করে না। কোনটী ন্যায্য ও কোনটী অন্যায্য, তাহা ধর্ম্মানুগত সহজ বুদ্ধি সহজেই বলিয়া দিবে। এক্ষণকার বক্র রাজনীতি যেন কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে বক্রপথে লইয়া না যায়। ন্যায্য কাজ করিলে বর্ত্তমান মন্ত্রি-সম্প্রদায় তাহার বিরুদ্ধ মত করিবেন এরূপ বোধ হয় না। ন্যায্য কার্য্যেই তাঁহাদের অনুমোদন, ন্যায্য কার্য্যে তাঁহাদের উৎসাহ। তবে যদি তাঁহারা বিরুদ্ধ মত করেন, তাহা হইলে ঈশ্বরনিষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণ মারকুইসের ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরল পদত্যাগ অবধারিত।

---

## নূতন মন্ত্রি-সম্প্রদায় কাবুল সম্বন্ধে বুঝি একটী ভ্রমের কার্য্য করেন।

পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট আবদুল রহমনকে কাবুলের আমীর করিবেন, এই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই লক্ষ্য করিয়া তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণও করিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি নূতন মন্ত্রি-সম্প্রদায়ও সেই পথের পথিক হইতেছেন। পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের প্রদর্শিত পথে চলা ভ্রমের কার্য্য সন্দেহ নাই। সে পথে চলিতে গেলেই নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া উঠিবে। আবদুল রহমন বহুকাল হইল কাবুল পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘকাল তিনি বিদেশে বাস করিতেছেন। তাঁহার উপরে কাবুলিদিগের যে স্নেহ মায়া ও মমতাদি ছিল, তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহারও কাবুলের প্রতি আন্তরিক স্নেহ মমতাদি থাকিবার সম্ভাবনা নয়। তিনি দীর্ঘকাল রুশিয়ার অর্থে প্রতিপালিত হইয়াছেন। অতএব তিনি যে সে উপকার শীঘ্র বিস্মৃত হইবেন, তাহারও সম্ভাবনা অল্প। এ রূপ অবস্থায় আবদুল রহমনকে কাবুলের আমীর করিলে না হবে কাবুলবাসীদিগের উপকার, না হবে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপকার। বরং অপকার হইবারই সমধিক সম্ভাবনা। এই নিমিত্তই আমরা উপরে আশঙ্কা করিয়াছি, নূতন মন্ত্রি-সম্প্রদায় বুঝি একটী ভ্রমের কার্য্য করেন। ফলতঃ আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আবদুল রহমনকে কাবুলের সিংহাসন প্রদান করিলেই সেই ভ্রমের কার্য্য ঘটিয়া উঠিবে।

হিন্দু জাতির অশৌচান্ত হইলে যেমন কেশ শ্মশ্রু মৃণ্ময় পাকস্থলী প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ করা, স্নান করিয়া শুদ্ধ হওয়া এবং গোময় লেপন করিয়া পাকস্থানাদি পরিষ্কৃত করা হয়, তেমনি নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়কে পুরাতন-মন্ত্রি-সম্প্রদায়কৃত সমুদায় বিবর পরিত্যাগ করিয়া শুচি হইতে হইবে এবং হিন্দুরা যেমন অশৌচান্তে নূতন পাকস্থলী প্রভৃতি করিয়া পাকাদি নির্ব্বাহ করেন, তেমনি নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়কে নূতন রাজনীতি অবলম্বন করিয়া নূতন রীতিতে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। পুরাণ পথে চলিলেই অনিষ্ট ঘটিবে সন্দেহ নাই। অতএব আমরা বলি ইংলণ্ডেশ্বরীর নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় ও ভারতবর্ষের নূতন গবর্ণর জেনেরল আপনাদের কাবুলস্থ প্রধান কর্ম্মচারীকে এই কথা লিখিয়া পাঠাইয়া দিউন, তিনি তথায় একটী দরবার করুন। দরবারস্থলে সরদারদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করুন। তাঁহারা যাঁহাকে মনোনীত করিবেন, তিনিই আমীর হইবেন। যদি এইরূপে আমীর স্থির করা হয়, তাহা হইলে কাবুলে গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প হইবে। এইরূপে যিনি আমীর হইবেন, কাবুলবাসী সর্দ্দার ও ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট উভয়েরেই সহিত তাঁহার দৃঢ়তর আনুগত্য জন্মিবে। উভয়েই তাঁহাকে রাজা করিলেন বলিয়া তাঁহার মন অবশ্যই কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র থাকিবে।

এস্থলে একটী বিষয়ের বিশেষ করিয়া প্রসঙ্গ করা আবশ্যক হইতেছে। আমরা কতকগুলি লোকের মত দেখিতেছি, তাঁহারা বলেন, কাবুল যেমন অবস্থায় আছে, তাহাকে সেই অবস্থায় ছাড়িয়া আসা হউক। কাবুলীরা যাহাকে ইচ্ছা রাজা করুক, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। এটী বড় মারাত্মক পরামর্শ। কাবুলের যে প্রকার দুর্দ্দশা করা হইয়াছে, এখন যদি ঐ অবস্থায় তাহাকে ছাড়িয়া আসা হয়, তাহা হইলে নিতান্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য করা হইবে। এখন কর্ত্তব্য এই, সর্ব্বসম্মতিক্রমে এক জন যোগ্য লোককে কাবুলের আমীর করা হউক, এবং তথায় যাবৎ শান্তি স্থাপিত না হইবে, তাবৎ তাহার প্রয়োজনানুরূপ সাহায্য দান করা হউক। তাহার পর তাঁহার উপরে সম্পূর্ণ ভার দিয়া আমাদের গবর্ণমেণ্টের নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত। আহ্লাদের বিষয় এই, যিনি যে পরামর্শ দিন, আমাদের নূতন ষ্টেটসেক্রেটারি অশরণ অবস্থায় কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই। তিনি যে দয়ালু উন্নতমনা দলস্থ, তাঁহার উল্লিখিত নিষ্ঠুর মত হওয়া সম্ভাবিত নয়।

এ স্থলে আর একটী কথা এই, আমাদের গবর্ণমেণ্ট যদি কোন যোগ্য লোককে কাবুলের সিংহাসন প্রদান করিয়া তাঁহাকে স্বাধীনতা দেওয়া সঙ্গত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে হিরাট ও কান্দাহার প্রভৃতি প্রদেশগুলির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হইবে? যদি ঐ প্রদেশগুলি কাবুল হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তাহা হইলে কাবুল শাখা-প্রশাখাহীন একটী স্থাণুর সদৃশ হইয়া উঠিবে। তাদৃশ কাবুল-রাজ্য বিড়ম্বনার স্থল হইবে সন্দেহ নাই। যদি কাবুলকে একটী স্বতন্ত্র রাজ্য করিয়া উহাকে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়, তাহা হইলে উহা পূর্ব্বে যেরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসম্পন্ন ছিল, সেইরূপ করাই কর্ত্তব্য। আমরা এ সপ্তাহের ইউরোপীয় সমাচার পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম; ষ্টেট সেক্রেটারি কান্দাহারে স্বতন্ত্র রাজানিয়োগের অভিপ্রায় করিয়াছেন। যদি সে ব্যবস্থা করা হয়, একান্ত ভ্রমের কার্য্য হইবে সন্দেহ নাই। এ ব্যবস্থায় কাবুলের আমীরের সহিত কান্দাহারের আমীরের সর্ব্বদা বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে। তাহাতে কাবুলী কান্দাহারী ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইহাঁদের কেহই সুখী হইবেন না।

হিরাট কাবুল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পারস্যরাজকে দেওয়া হইবে, কখন কখন এ প্রস্তাবও করা হয়। এ প্রস্তাব নিতান্ত নীতিবিরুদ্ধ। পারস্যরাজ হিরাটে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইলে তাঁহার সহিত কাবুলের আমীরের সর্ব্বদা বিরোধ ঘটিয়া উঠিবে। তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আর একটী

কাল বাড়িবে। তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে মধ্যবর্ত্তী হইয়া উভয়ের বিরোধের মীমাংসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অপর, পারস্যরাজের হীরাটে প্রবেশপথ যদি পরিষ্কৃত হয়, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রুশিয়ার যে শঙ্কা করেন, সেই শঙ্কার সময়ে ফলোপধারিনী হইবার পথও পরিষ্কৃত হইয়া উঠিবে।

---

## ভারতবাসীদিগের কষ্টের কারণ।

কিছু দিন হইল ইংলণ্ড, ফ্রান্স ভারতবর্ষ প্রভৃতি কয়েকটী দেশের লোক প্রধানতঃ কিরূপে জীবিকা উপার্জ্জন করে, তাহার একটী তালিকা বাহির হইয়াছিল। তাহাতে দেখা গিয়াছিল যে, ভারতবর্ষের শতকরা অন্যূন ৬২ জন লোক কৃষিকার্য্যে রত। ফ্রান্সে শতকরা ৫২ জন। ইংলণ্ডে শতকরা ১০ জনের অধিক নহে। এই অঙ্কগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইংলণ্ড পৃথিবীর মধ্যে কেন যে সকল দেশের অপেক্ষা ধনী, তাহা বুঝিতে বাকী থাকে না। দেহ রাজনীতিশাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ সত্যের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, যে দেশের অধিকাংশ লোক কৃষি কার্য্যের দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে, সে দেশকে দরিদ্রতার ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। আমাদিগের দেশের চিরপ্রচলিত একটী বাক্যের সহিত এই মতের সৌসাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। সে বাক্যটী এইঃ—

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি.
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।"

এখন প্রশ্ন এই, ভারতবর্ষের শত করা ৬২ জন লোক কৃষিকার্য্যে রত, অবশিষ্ট ৩৮ জন কি উপায়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে? যাহারা দৈনিক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে কিম্বা যাহারা রাজ-সেবা দ্বারা সংসার পালন করিয়া থাকে কিম্বা পৌরোহিত্য চিকিৎসা প্রভৃতি স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক দিনপাত করে, উক্ত ৩৮ জনের মধ্য হইতে এই সকলকে বাদ দিলে অবশিষ্ট অতি অল্পসংখ্যক লোককেই অর্থাগমের দ্বারস্বরূপ বাণিজ্য কার্য্যে নিযুক্ত দেখা যায়।

এটী নিশ্চিত কথা, যত দিন ভারতবর্ষবাসীদিগের বাণিজ্যকার্য্যে প্রবৃত্তি না জন্মিতেছে, ততদিন প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমান দরিদ্রতা হইতে উদ্ধার হইবার আশা দেখা যায় না। এস্থলে একটী ভাবিবার বিষয় আছে, ভারতবর্ষ বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির অনুকূল কি না? এই প্রশ্নের মীমাংসাতে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিপক্ষে যতগুলি পদার্থের প্রয়োজন, সে সমুদায় অল্প ব্যয়ে ও অল্প আয়াসে এ দেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমতঃ যে সকল পণ্য দ্রব্য মনুষ্যের দৈনিক ব্যবহারের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা অধিকাংশই প্রচুর পরিমাণে এদেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ সেই সকল পণ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে যে শ্রমজীবী লোকের প্রয়োজন, তাহাও অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে ভারতবর্ষে মিলে। তৃতীয়তঃ, যে সকল বাজারে সেই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়, সে সকল বাজারও এই দেশে অধিক। তবে ভারতবর্ষের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় না কেন? বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে এইগুলি হইলেই সব হইল না। বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির অনুকূল আর ২টী প্রধান কারণ আছে। প্রথম, বাণিজ্যের বিনিয়োগোপযোগী অর্থ। দ্বিতীয়, লোকের বাণিজ্যপ্রবৃত্তি। ভারতবর্ষে বাণিজ্যবিনিয়োগোপযোগী অর্থের যে অপ্রতুল আছে, তাহা সকলেই জানেন, তবে এটী সত্য, যে কিছু অর্থ আছে, বুদ্ধিপূর্ব্বক বিনিয়োগ করিতে পারিলে তদ্দ্বারা যথেষ্ট অর্থাগম হইতে পারিত, কিন্তু লোকের দূরদৃষ্টি ও বাণিজ্যপ্রবৃত্তির অভাবে তাহার যথাযথ বিনিয়োগ হইতেছে না। অবশেষে আমাদিগকে এই প্রশ্নে আসিয়া উপনীত হইতে হইতেছে যে লোকের সে প্রবৃত্তি জন্মিতেছে না কেন? যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, বাণিজ্যের দ্বারা বিলক্ষণ অর্থাগম হয়, তখন লোকের মন এ পথে ধাবিত না হইবার কারণ কি?

যে কারণে আমরা এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি, তাহা এইঃ—

কিছু দিন হইল বিলাতের ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনসভার সভ্যগণ একটী বিষয়ের আলোচনার্থ সভা করেন। বিষয়টী এইঃ—ভারতবর্ষীয় শিক্ষিত ব্যক্তিরা কোন প্রকার স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া রাজকীয় পদের প্রত্যাশী হয় কেন? উক্ত সভাতে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত হজসন প্রাট সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া অনেকগুলি সার কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলেন, দেশের সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিদিগের বাণিজ্য প্রবৃত্তি না থাকাতে যে কেবল অর্থাগম হইতে পারিতেছে না তাহা নহে, আর একটী মহৎ কল্যাণ সংসাধিত হইতে পারিতেছে না। যদি দেশমধ্যে রাজপুরুষ ও রাজকর্ম্মচারিগণ ব্যতীত এক শ্রেণীর শিক্ষিত স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত বণিক, ব্যবসায়ী ও শিল্পী থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে সকল কার্য্যের পরামর্শ দান ও স্থল বিশেষে তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন করিতে পারিতেন। তাঁহাদের দ্বারা দেশের সুশাসন ও সুনীতির পক্ষে বিশেষ সাহায্য হইত। এইরূপ নানা যুক্তি দেখাইয়া তিনি অবশেষে এই পরামর্শ দিয়াছেন যে বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে যে কেবল রাজকার্য্যনির্ব্বাহোপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা না করিয়া তৎসঙ্গে বাণিজ্যোপযোগী শিল্প ও যন্ত্রচালনাদি বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত। তিনি আরো বলিয়াছেন যে সকল যুবক ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে গমন করে, তাহাদিগের ঐ সকল বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা করিয়া দেওয়া উচিত।

এ সকল কথা শুনিতে ভাল এবং ভারতবর্ষের পক্ষে প্রার্থনীয়ও বটে, কিন্তু বাণিজ্যের আশানুরূপ উন্নতির পথে একটী সুমহৎ প্রতিবন্ধক দেখা যাইতেছে। বহির্ব্বাণিজ্যের উন্নতি ব্যতীত কেবল মাত্র অন্তর্ব্বাণিজ্যের উন্নতি দ্বারা ধনাগমের বিশেষ আশা দেখা যায় না। কিন্তু বহির্ব্বাণিজ্যের উন্নতি করিতে গেলেই অপরাপর প্রবল ব্যক্তি ও ধনবান জাতি সকলের সহিত প্রতিবন্দ্বিতা আসিয়া পড়ে। ইংলণ্ডের ন্যায় বাণিজ্যবিষয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ দেশের সহিত ভারতবর্ষের ন্যায় নির্দ্ধন ও দুর্ব্বল দেশের সমকক্ষতা শোভা পায় না। আমরা কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বাজারে বাহির করিতে না করিতে ইংলণ্ডীয় বণিকেরা ঠিক সেই দ্রব্য উৎকৃষ্টতর ও অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্য করিয়া আনিয়া উপস্থিত করিবেন। এস্থলে অনেকে হয় ত বলিবেন যে ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্যকে বিকশিত হইবার অবসর দিবার নিমিত্ত অন্ততঃ কিয়ৎকাল বিদেশ হইতে আনীত পদার্থের উপর করস্থাপন করিয়া দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্য সকলকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের অনেক বিজ্ঞ রাজপুরুষের মত ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী। নূতন কর স্থাপন করা দূরে থাকুক, রাজস্বের অভাব পূরণার্থ যে কিছু কর ছিল, তাহাও তুলিয়া দিবার জন্য ব্যগ্র। এরূপ অবস্থাতে অচিরকালের মধ্যে ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা দেখা যায় না।

উক্ত সভা আরও একটী প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা এই—ভারতবর্ষীয় যুবকেরা কায়িক শ্রমের কার্য্যে অগ্রসর হয় না কেন? আমাদের দেশে দৈহিক শ্রম চিরকাল নীচ শ্রেণীর লোকের ভাগ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং অনেকের এরূপ ধারণা যে উদরের অন্নের জন্য যদি দৈহিক কোন প্রকার শ্রম করিতে হয়, তাহাতে জাতীয় গৌরব ও বংশমর্য্যাদার হ্রাস হইয়া থাকে। এই সংস্কার বলবৎ থাকাতে লোকে অনাহারের ক্লেশকেও শ্লাঘ্য জ্ঞান করে, তথাপি শ্রমসাধ্য কার্য্যে রত হইতে পারে না। মহা অনর্থের মূলস্বরূপ এই ভ্রান্ত সংস্কারটী যত দিন না লোকের মন হইতে অন্ত

হিত হইতেছে, ততদিন দেশের দুর্গতি দূর হইবার আশা নাই। কুসংস্কারের কি অপার মহিমা! নীচ ভিক্ষাবৃত্তিও লোকের অবলম্বন হয়, তথাপি স্বাধীন থাকিয়া নিজের পরিশ্রমে নিজের উদরের অন্ন উপার্জন করিবার প্রবৃত্তি জন্মে না। ন্যাসনাল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভা যেমন এইগুলির আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এইরূপ অপরাপর স্থানেও এই সকল প্রশ্নের আন্দোলন হওয়া উচিত। তাহা হইলে আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা প্রাচীন কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্ব লাভের নূতন পথ সকল আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

## আইনের দোষ।

কত আইনের যে কত প্রকার দোষ আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কার্য্যকালে সেই গুলি লক্ষিত হইয়া থাকে। ভূমির স্বত্ব-সংক্রান্ত আইনের দোষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নারাত্মক। কোন প্রজা বার বৎসর যদি কোন শালী জমী উপভোগ করে, তাহার তাহাতে দখলী-স্বত্ব হয়, কিন্তু শত বৎসর ভোগ করিলেও ভদ্রাসনে তাহার দখলী-স্বত্ব হয় না। জমীদার অনায়াসে তাহাকে ভদ্রাসন হইতে তাড়াইয়া দিতে পারেন। এ আইন সকলে জানেন না। কিন্তু এ দেশের সাধারণ সংস্কার এই, ভদ্রাসন করিতে হইলে পাকা বন্দোবস্ত না হইলে কেহ করেন না। আমরা একবার শুনিয়াছিলাম, শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ জমীদার বাবু মতিলাল রায় তত্রত্য তদানীন্তন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সা সাহেবের বাঙ্গালা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। সা সাহেব শান্তিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইলে প্রথমে মতি বাবুর সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ জন্মে। তিনি মতি বাবুর নিকট হইতে কিছু ভূমি লইয়া তাহার উপরে বাঙ্গালা নির্ম্মাণ করিলেন। কিন্তু ভূমির পাট্টা লইলেন না। কিছু দিন পরে মতি বাবুর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হইল। মতি বাবু নালিশ করিয়া সা সাহেবের জোত উচ্ছেদ করিয়া দিলেন এবং সা সাহেবের নির্ম্মিত বাঙ্গালা কাড়িয়া লইলেন।

সম্প্রতি হাইকোর্টে এক মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এই স্থির হইয়াছে যে, জমীদার কোন প্রজার নামে জোত বরখাস্তের নালিশ করিয়া প্রজার জোত উচ্ছেদ করিতে পারিবেন। উচ্ছেদ করিয়া লইবার সময়ে জমীতে যে ফসল থাকিবে, তাহা জমীদারের হইবে। প্রজাকে তাহার মূল্য দিতে হইবে না। এটা অতি নিষ্ঠুর বিধান সন্দেহ নাই। প্রজা শস্য উৎপাদন করিল, সে তাহা পাইল না। এ আইনের সত্বর পরিবর্ত্তন করা একান্ত আবশ্যক। প্রজাপালক দয়ালু গবর্ণমেণ্টের প্রজা সংহারক হওয়া উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্তের যে প্রস্তাব আছে তাহা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। পাকা বন্দোবস্ত ব্যতিরেকে প্রজারও মঙ্গল নয়, ভূমিরও উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

প্রজার যদি ভূমিতে চিরস্থায়ী স্বত্ব থাকে, তাহা হইলে তাহারা তাহাতে সোণা ফলাইতে পারে। সুইজরলণ্ডের পাহাড়ের উপরে, বেলজিয়মের ডাউন নামক বালুকা প্রান্তরে, সুইডেন ও নরওয়ের কঠিন মৃত্তিকাতে প্রজারা প্রাণপণে খাটিয়া নানা প্রকার শস্য উৎপাদন করিতেছে। অমন উষর ভূমিতেও যে, সোণা ফলিতেছে তাহার কারণ আর কিছুই নয় সেখানে জমীর উপর প্রজার সম্পূর্ণ স্বত্ব। প্রজারা জমীর যে কিছু উন্নতিসাধন করে, তাহার ফলভোগ তাহারা নিজে করে, কেহ তাহার হস্তা হইতে পারে না। মিল বলেন "স্বত্ব" এই শব্দটীতে কিছু ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার আছে। যেখানে প্রজার জমীতে স্বত্ব, সেইখানেই প্রজারা সুখী, সেখানকার ক্ষেত্র-সকল শস্য সম্পত্তিতে পূর্ণ হইয়া যেন হাস্য করিতে থাকে। যেখানে স্থায়ী স্বত্ব আছে, সেখানে শিশু সন্তানের প্রতি মাতার যেরূপ বাৎসল্যভাব, জমীর প্রতি কৃষক পরিবারের সেই রূপ ভাব। বঙ্গদেশে ঠিকা প্রজার যেরূপ দুর্দ্দশা, অন্য কোন স্থানে সেরূপ নাই। অলষ্টর নামক প্রদেশে জমীদারের জমীর উপর সম্পূর্ণ স্বত্ব ছিল, প্রজা ইচ্ছা করিলে আপন জোত অন্যকে বিক্রয় করিতে পারিত, তাহাতে প্রজা আপনার অধিকারকালে জমীর যে কিছু উন্নতি করিত, জমা ছাড়িবার সময় তাহার ক্ষতি-পূরণ-স্বরূপ কিছু টাকা পাইত। সুতরাং জমীর উন্নতিসাধনে তাহার একটু আগ্রহ জন্মিত। সে জানিত জমীর উন্নতি সাধন করিলে উন্নতির ফল আমি ভোগ করিতে পারি আর নাই পারি আমার পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে না। আয়ারলণ্ডে যে আইন সম্প্রতি প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে জোত বরখাস্ত করিতে হইলে জমীদারকে প্রজার ক্ষতিপূরণ করিতে হয়। প্রজা এমন কোন সরত লিখিয়া দিতে পারে না, যে ক্ষতি পূরণে আমার কোন দাওয়া নাই। এরূপ লিখিয়া দিলে তাহা অগ্রাহ্য হইয়া যায়। ইংলণ্ডেও প্রজার জোত উচ্ছেদ করিতে হইলে ক্ষতি পূরণ একান্ত আবশ্যক হয়, পাট্টা করিবার সময়ে বিশেষ সরত থাকিলে ক্ষতিপূরণ না করিলেও চলে। গ্লাডষ্টোন সাহেব ইংলণ্ডে আয়ারলণ্ডের মত নিয়ম প্রচার করিবার চেষ্টায় আছেন। ফলতঃ সর্ব্বত্র ঠিকা প্রজারও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আছে। কেবল বাঙ্গালায় সে ব্যবস্থা নাই। এবার হাইকোর্টের বিচারে "ব্যবস্থা যে নাই" একথা দৃঢ়রূপে স্থিরীকৃত হইল। অতএব আমাদিগের বক্তব্য এই, যে পর্য্যন্ত স্থায়ী বন্দোবস্তের কোন সুব্যবস্থা না হইতেছে, তাবৎ প্রজার ক্ষতিপূরণের একটী ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

## পাণ্ডুয়ার মন্দির।

পাণ্ডুয়ার হজরসার (দেবতা বিশেষের) মন্দির মুসলমানদিগের একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ। হজরসার নিজ পাণ্ডুয়ার এবং অন্যান্য স্থানে আয় বিশিষ্ট সম্পত্তি আছে। এতদ্ব্যতীত প্রতি বৎসর চৈত্র ও পৌষ মাসে যে দুটী বারান বা মেলা হয়, তদ্দ্বারাও বিলক্ষণ আয় হইয়া থাকে। সম্প্রতি এই মন্দিরটীর স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে লোকের প্রাণের আশঙ্কা আছে। হুগলির ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট হাইম সাহেব পাণ্ডুয়ার মন্দিরের সংস্কারজন্য হজরসার সেবায়েত চৌধুরিয়ার মোল্লাদিগকে আদেশ করাতে তাঁহারা আদেশ অমান্য করেন। সেই অপরাধে অপরাধী হওয়াতে হুগলীর সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় মোল্লাদিগের দুই শত টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি, ইহাতেও হজরসার সেবায়েত উক্ত চৌধুরিয়ার মোল্লাদিগের চৈতন্য হইল না। যখন দেখা যাইতেছে, হজরসার বেশ দশ টাকা আয় আছে, তখন উক্ত চৌধুরিয়ার মোল্লাগণ মন্দিরের সংস্কারের জন্য এত কার্পণ্য প্রদর্শন কেন করেন? সম্প্রতি জনশ্রুতি এই যে, হুগলির মাজিষ্ট্রেট সাহেব নাকি জেলার ইঞ্জিনিয়র সাহেবকে উক্ত মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপযুক্ত কি না পরীক্ষার্থ পাণ্ডুয়ায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইঞ্জিনিয়র সাহেব মন্দির দর্শন করিয়া পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, মন্দিরটীর সম্পূর্ণ রূপ সংস্কার হইলে এখনও বহুকাল স্থায়ী হইয়া মন্দির হইতে (মন্দিরের উপরিভাগে উঠিতে হইলে আরোহিগণকে এক একটী করিয়া পয়সা দিতে হয়) বিলক্ষণ আয় হইতে পারে। আমরা হজরসার সেবায়েত উক্ত চৌধুরিয়ার মোল্লাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা হজরসার মন্দির বাইশ দ্বারী ভজনালয় প্রভৃতির সংস্কার জন্য যত্নবান হন না কেন? হজরসার অভাব কি? হজরসার সেবা প্রভৃতি যে যে বন্দোবস্ত আছে, উক্ত মোল্লাগণ কি এক্ষণে সেই সেই বিষয়ে টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন? দেবোত্তর ও পীরোত্তর সম্পত্তির কেহ কি মা বাপ নাই? আমাদিগের পিতৃস্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে কবে একটী স্বতন্ত্র আইন করিবেন? আমরা ভরসা করি আমাদিগের মাননীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সার এসলি ইডেন মহোদয় পাণ্ডুয়ার হজরসার সেবায়েত চৌধুরিয়ার

মোল্লাগণকে, হজরসার মন্দিরের ও বাইশ দ্বারী নামক ভজনালয়ের সংস্কার জন্য আদেশ করিয়া যশোভাগী হউন। এই সুবিখ্যাত মন্দিরটী একবার পড়িয়া গেলে এরূপ মন্দির আর হইবে না। বঙ্গদেশে প্রাচীনকালের যে সকল অদ্ভুত পদার্থ আছে, পাণ্ডুয়ার মন্দির তাঁহার মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। বহুদূর হইতে দর্শকগণ ইহার চূড়া দেখিতে পান। মন্দিরটীর সংস্কার হইলে বহুকাল স্থায়ী হইয়া দর্শকদিগের নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। গবর্ণমেণ্ট অনেক স্থলে নিজব্যয়ে ভারতের যখন অনেক কীর্ত্তির সংস্কার করিয়াছেন, তখন তাঁহারা একটু মনোযোগী হইয়া হজরসার আয় হইতে এই অদ্ভুত মন্দিরটীর যে সংস্কার করাইবেন, ইহাতে বৈচিত্র্য কি? ইডেন মহোদয় এ সম্বন্ধে বিশেষ তদন্ত করেন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

---

## প্রজার ঋণ দায় ও অহিফেনের দাদন।

বেহারের অধিকাংশ প্রজা ঋণভারে একান্ত আক্রান্ত। উহারা যে, সম্পূর্ণরূপে ঋণদায় হইতে কখন মুক্ত হইবে, সে আশাও করা যায় না। অধিকাংশ স্থলেই একবার একটু শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত হইলেই প্রজাদিগের নিতান্ত কষ্ট উপস্থিত হয়। উহারা কেবল ঋণ করিয়া সে কষ্ট হইতে উদ্ধার পায়। অনেকস্থলে দেখা যায়, জমীদারেরা প্রজার নিকটে খাজনা আদায় করিতে যান না। উঁহারা মহাজনের নিকট সমস্ত দাখিলা দিয়া তাহারই নিকট হইতে কিস্তীমত টাকা আদায় করিয়া লয়েন। পরে মহাজনেরা সেই সেই প্রজার নিকট হইতে সুদশুদ্ধটাকা আদায় করে। অথবা অন্য প্রকারে হয় খাটিয়া না হয় ধান্য দিয়া প্রজারা মহাজনের টাকা আদায় দেয়। এইরূপ ঋণভারহেতু প্রজারা নীলের দাদন লইত এবং নীলকরের অসহ্য অত্যাচার সহ্য করিত। সম্প্রতিও বেহারে ঠিক এই হেতুতে প্রজারা অহিফেনের দাদন লয়। বেহার এজেন্সিতে অহিফেনের চাসে অতি অল্প লাভ। প্রতি বিঘায় গত বৎসর ৩ সের ১৫৷৷ সাড়ে-পনর ছটাক আফিঙ উৎপন্ন হয়। আফিঙের গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট মূল্য সের করা সাড়ে চারিটাকা মাত্র। সুতরাং বিঘা প্রতি উর্দ্ধ পরিমাণে ১৮ টাকা মাত্র অহিফেন উৎপন্ন হয়, কিন্তু অহিফেনের জমীর প্রতি-বিঘায় আট টাকা খাজনা এবং অহিফেন প্রস্তুত করিতেও তিন চারি টাকা ব্যয় হয়, সুতরাং বিঘা-প্রতি প্রজার বড় অধিক হয় ত ছয় টাকা লাভ থাকে। পক্ষান্তরে প্রজারা অন্য যে কোন চাসই করুক না কেন তাহাদের ছয় টাকার অনেক অধিক লাভ হইয়া থাকে। তথাপি বেহারের কৃষকেরা মধুগন্ধাকৃষ্ট ভ্রমরবৎ অহিফেনের চাসেই অধিক রত হয়। প্রজারা যাহাতে অহিফেনের দাদন লয় জমীদারেরাও তাহার চেষ্টা করেন। কারণ, তাহা হইলে নগদ খাজনা অতি সহজে আদায় হইয়া আইসে। এক্ষণে প্রজারা অহিফেনের দাদনের টাকাও পরিশোধ করিতে পারিতেছে না। ১৮৭৮ খ্রী অব্দের প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা আজও প্রজার কাছে পড়িয়া আছে। ১৮৭৯ খ্রী অব্দেও প্রায় লক্ষটাকা আদায় হয় নাই। কয়েক বৎসর গবর্ণমেণ্ট বেহারে আফিঙ্গের কারবার বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু প্রজাদের যাহার কিছুমাত্র সঙ্গতি আছে তাহারা অহিফেনের চাসে রত হইতে চাহে না। সুতরাং তাঁহাদের সে চেষ্টা বড় সফল হইতেছে না। তথাপি এবৎসর পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিক অহিফেন উৎপন্ন হইয়াছে। ১৮৭৮ অব্দে ৫৪০০০ বাক্স এই অহিফেন জন্মে নাই এবৎসর ৬০০০০ বাক্স জন্মিয়াছে।

বারাণসী অঞ্চলে অহিফেনের চাসে বেহার অপেক্ষা অধিক লাভ হইয়া থাকে। তথায় ভূমির উর্ব্বরতা গুণেই হউক, আর কৃষিকার্য্য প্রণালীর উৎকর্ষেই হউক, প্রজারা বেহারের প্রজা অপেক্ষা সাত টাকা অধিক লাভ পায়। তথায় ও জমীর বিঘা করা খাজনা আট টাকা। তথাকারও বিঘাকরা প্রজার খরচ ৩ও টাকা। কিন্তু তথায় উৎপন্ন অনেক অধিক হয়। প্রতি বিঘায় ৫ সের ।৶১০ সাড়ে সাত ছটাক অহিফেন জন্মে। দর সেই সাড়ে চারি টাকা, সুতরাং বারাণসীতে বেহার অপেক্ষা প্রায় দেড় সের অধিক অহিফেন উৎপন্ন হয় ও প্রায় সাত টাকা অধিক লাভ হয়। তথায় প্রজারা বিঘাকরা তের টাকা লাভ পায়। তের টাকাও যে বড় অধিক লাভ তাহা নহে। কিন্তু টাকা অগ্রিম পাওয়া যায় বলিয়া প্রজারা দুই এক টাকা লাভ অনায়াসে ছাড়িয়া দেয়। বারাণসীতে এত প্রজা আফিঙের দাদন লইতে চায় যে সময়ে সময়ে তাহাদিগকে থামাইয়া রাখা ভার হয়।

বারাণসীতে আফিঙের চাসে তের টাকা লাভ হয়। সুতরাং বারাণসীর কৃষকেরা দাদন লইতে উৎসুক হইতে পারে কিন্তু বেহারের প্রজারা শুদ্ধ ঋণ দায়ে বৎসরে ছয় টাকা মাত্র লাভের জন্য দাদন লয়। প্রজারা ঋণদায় হইতে কবে উদ্ধার হইবে। প্রজাদের প্রতি যাহাতে কোন অত্যাচার না হয়, তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট যথাবিধি চেষ্টা করিতেছেন। প্রজাদের উপকারার্থ গবর্ণমেণ্টের এত দূর চেষ্টা যে গবর্ণমেণ্ট মহাজনের ক্ষতি করিয়াও ঋণের সুদ কমাইতেছেন, ঋণের দায়ে উহাদের অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল যাহাতে বিক্রীত না হয়, তাহার নিয়ম বিধি বদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু প্রজার ঋণ কমে না কেন, ঋণের জন্য মারপিট বহুকাল উঠিয়া গিয়াছে। প্রজার প্রতি যাহাতে দুর্দ্দান্ত জমীদার বা মহাজন প্রভুত্ব করিতে না পারে, তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ সততই সতর্ক ও সাবধান আছেন। তথাপি উহাদের দারিদ্র্য দূর হয় না কেন? উহার মুখ্য কারণ এই, যে প্রজারা অধিকাংশই স্বকীয় ভূমিতে স্বত্বশূন্য, সুতরাং জমীতে উহারা খাটিতে চায় না। জমীর উন্নতি করিতে চায় না। যে জমী সামান্য অপরাধে জমীদার কাড়িয়া লইতে পারেন সে জমীতে প্রজা খাটিয়া কি করিবে? প্রজারা যে পরিশ্রম করে, তাহাতে খাজনা ও উদরান্নের সংস্থান হয় এইরূপ মাত্র উৎপন্ন হইতে পারে। মধ্যে যদি একবার শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত হয়, সেই যে ধার করিতে আরম্ভ করে, আর সে ধার শোধ যায় না। প্রজারা নিত্য সংসারিক ব্যয় ভিন্ন কোন আগন্তুক ব্যয় করিতে হইলেই ধার করে। বিনা ঋণে বিবাহ করিতে পারে, এমন প্রজা অতি বিরল। সুতরাং সংসারের প্রবেশ দ্বার হইতেই উহারা ঋণে জড়িত হইয়া পড়ে। প্রজাগণকে যদি উত্তম শিক্ষা দেওয়া হয় ও যদি প্রজার জমীতে স্থায়ী স্বত্ব দেওয়া হয়, তবেই উহাদের ঋণ পরিশোধের সুবিধা হইবে। তবেই উঁহাদের সংসারিক উন্নতি হইবে। প্রজারা যাহাতে পরিমিত ব্যয়ী হিসাবী হয় তাহাতে তাহারা আপনার স্বত্ব বুঝিতে পারে, এরূপ শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ইংলণ্ডের দুঃখী লোক শুদ্ধ সুশিক্ষার বলে উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। ইউরোপের অন্য দেশেও সাধারণ শিক্ষায় অনেক উপকার হইয়াছে। ফ্রান্সের প্রজা যেমন শিক্ষিত তেমনি তাহাদের অবস্থাও উন্নত। সুতরাং ভাল শিক্ষা হইলে আমাদের প্রজারও উন্নত হইবার সম্ভাবনা।

---

## সাক্ষিগণের দুর্দ্দশা।

একজন পত্রপ্রেরক নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী লিখিয়া আমাদের নিকটে পাঠাইয়াছেন:

"কোন বিষয়ের পর্য্যালোচনায় সূক্ষ্ম মীমাংসা হয়। বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে রীতি প্রচলিত ছিল, এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অনুশীলনে প্রত্যেক বিষয়েরই উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। এই সাধারণ সূত্রে কেবল কয়েকটী বিষয় মিলিতেছে না। সাক্ষিগণের দুঃখ বিমোচন, তন্মধ্যে প্রধান। সাক্ষিকে? সাক্ষ্য দেয় যে, প্রত্যক্ষ যাহা দেখিবে তাহার পরিচয় প্রদানই সাক্ষ্য। সত্য বিষয়, সত্য ঘটনা সত্য কর্ম্মাদি বর্ণন করিয়া বিচার

পতিকে সহায়তা করা সাক্ষিদিগের বিশেষ কার্য্য। দুর্দ্দান্ত পামরগণকে যথোচিত প্রতিফল দেওয়া ও নিরীহ দোষহীন ব্যক্তিকে বিপদ হইতে উন্মুক্ত করা প্রভৃতি দুরূহ কার্য্য সাক্ষীর উপরে নির্ভর করে। তবে তাঁহারা আপনাদিগকে এত অধিক অপমানিত জ্ঞান করেন কেন? তাঁহাদের এত দুরবস্থা কেন? এ যুক্তিতে তাঁহারা সম্যক মান ভাজন। তাঁহাদের অপমানজনিত আক্ষেপোক্তি শ্রবণে কোন হৃদয় বানের অন্তঃকরণে না ক্ষোভের সঞ্চার হয়? সেই সংকীর্ণ স্থানে এক পায়ে দণ্ডায়মান থাকা তাহার উপর আবার উকীল বাবুদের ছল ও উপহাস পূর্ণ জেরা। আবার সামান্য পেয়াদার হস্তে নাস্ত হওয়া। গোদের উপর বিষফোড়া!! এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও এইরূপ অসহনীয় অশুভপ্রদ অবিচার! যে ইংরাজ জাতির রাজ্য শাসন প্রণালী দর্শনে অন্যান্য জাতিরা অধোমুখে অনুকরণ করিতে প্রস্তুত, সেই ব্রিটিশ অধিকারে এতাদৃক নিন্দনীয় নীতির রেখা কেন পরিদৃষ্ট হইতেছে?

সত্য বটে, ভারতের গৌরব বৃক্ষ অনেক দিন বিশুষ্ক প্রায় হইয়াছে। যদি ও ভারত এককালে কতকগুলি রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু ভারত এখনও এমন অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই, যে বিশেষ শুশ্রূষায় জীবন পান না। সমবেত উদ্যোগ, সমবেত যত্নে ইহার উদ্ধারের উপায় অতি সহজেই সম্পাদিত হইতে পারে। অথবা কি এরূপ নরক যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার-লাভ পাইব না? অবশ্যই পাইতে পারি। ইহার একমাত্র উপায় সকলে মিলিয়া সদ যুক্তি উদ্ভাবন করা। কিন্তু যাঁহারা কৃতবিদ্য, ক্ষমতা শালী তাঁহাদের উপেক্ষাতেই এ কার্য্য এ পর্য্যন্ত সম্পন্ন হয় নাই। তাঁহারা এবিপদে, এ নরকে প্রায়ই পতিত হন না। চিরসুখী, দুঃখীর কষ্ট অনুভব করিতে পারগ নন। তাঁহারা তাঁহাদের দরিদ্র ভারত ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত কাতর নহেন। তাঁহারা মনে করিলে ইহা অতি অল্লায়াসেই সাধিত হইতে পারে। এক পক্ষে তাঁহাদের ক্ষণকালের জন্য যত্ন অপর পক্ষে, সহস্রাধিক ভদ্র মণ্ডলের মান রক্ষা।

অবশ্য স্বীকার্য্য যে প্রবঞ্চক দোষী ব্যক্তিরাই অনর্থের মূল, কিন্তু দুষ্টের সহিত যে শিষ্টের প্রাণ যায়, অথচ এরূপ অসৎ সঙ্গী সহজে পরিত্যাজ্য নহে। ইহাদের এ পৃথিবী হইতে লোকান্তর প্রেরণ ত আমাদের দ্বারা হইবার নহে। সত্য বটে,—

"যথা শ্রুতং যথা দৃষ্টং সর্ব্ব মেবাঞ্জসা বদেৎ।
সত্যন পূয়তে সাক্ষী ধর্ম্মঃ সত্যেন রক্ষ্যতে।

ইত্যাদি মহাবাক্য অনেকে অবহেলন করেন বলিয়া সাধু ব্যক্তিদিগের প্রতিও অবিশ্বাস জন্মে।"

ইত্যাদি।

পত্রপ্রেরক যে আক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা অযথার্থ নহে। ইহার অনেকগুলি কারণ ঘটিয়াছে। প্রথম, গবর্ণমেণ্ট বা আদালত সাক্ষিগণের প্রতি সসম্ভ্রম ব্যবহারের কোন নিয়ম করেন নাই। তাঁহাদের বসিবার স্থান নাই। তাঁহাদের প্রতি সকলেরই উপেক্ষা। আদালতের পেয়াদারাও তিরস্কারে পরাঙ্মুখ হয় না। তাঁহাদের অবস্থা দেখিলে বোধ হয়, তাঁহারা যেন যত চোর দায়ে ধরা পড়িয়াছেন। এই নিমিত্ত ভদ্রলোকে প্রায় সাক্ষ্যদিতে যায় না। যত মিথ্যাবাদী অভদ্র ও ছোট লোকে সাক্ষ্য দিতে যায়। উকীলদিগেরও তাহাদের প্রতি সসম্ভ্রম ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হয় না। তাঁহারা নানাপ্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেন। ফলতঃ গবর্ণমেণ্ট যাবৎ সাক্ষিদিগের প্রতি সসম্মান ব্যবহারের কোন নিয়ম না করিবেন তাবৎ ভদ্রলোকে আদালতে ইচ্ছা পূর্ব্বক যাইবেন না। ভদ্রলোককে আদালতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে ১৯ আইন করা হইয়াছে, তাহা বিফল হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের ঐবিষয়ে মনোযোগ করিয়া একটী সুব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ভদ্র লোকে যে আদালতে যান না, তাহার আর একটী বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে। এক দিনে প্রায় কার্য্য শেষ হয় না। অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয়। ইহারও একটী সদুপায় করা কর্ত্তব্য। সাক্ষিগণ মকদ্দমার জীবন, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেই জীবনেরই যখন এই নিকৃষ্ট দশা, তখন মকদ্দমার যে উৎকৃষ্ট দশা হইবে, তাহার সম্ভাবনা কি? অনেক সময়ে যে আমরা অবিচারের কথা শুনিতে পাই সাক্ষির দুর্দ্দশাই তাহার প্রধান কারণ। ঐ দুর্দ্দশা দেখিলে ভদ্রলোকে আদালত মুখো হইতে চান না। গবর্ণমেণ্ট কি ইহার কোন উপায় করিবেন না?

# বিবিধ সংবাদ।

শান্তিপুরের বাবু শ্যামাচরণ সান্ন্যালের প্রতি রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় যে অসদ্ব্যবহার করেন, তৎঘটিত যে মকদ্দমা উপস্থিত হয়, সম্প্রতি হাইকোর্টে তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে। জজ টটেনহাম ও ম্যাক্লন সাহেবের নিকটে বিচার হইয়াছিল। উভয় জজই ঐকমত্যে ডেপুটী বাবুর কার্য্যের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, এবিষয়ের বিবেচনার্থ লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকটে লেখা হইবে। আমরা চন্দ্রশেখর বাবুর অমঙ্গল দেখিতেছি, তাঁহার এই প্রথম অপরাধ নয়। তিনি আর একবার আর-এক বিষয়ে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের ন্যায়পরতা যেরূপ প্রবল। তাহাতে তাঁহার অব্যাহতি লাভ হইবে এমন বোধ হয় না। যাহা হউক আমাদিগের ইচ্ছা নিতান্ত গুরুতর দণ্ড না হয়। একবার তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত, যদি ভবিষ্যতে সাবধান হইতে পারেন। আমরা একটী বিষয়ে বড়ই দুঃখিত ও বিরক্ত হইলাম। চন্দ্রশেখর বাবু সাহস সহকারে সরল ভাবে সত্য কথা কহিতে পারেন নাই। আমাদিগের শিক্ষিত দলে কয়েকজন কাপুরুষ প্রবেশ করিয়া কেবল বিদ্যাশিক্ষার নয় দেশের ও যারপর নাই অগৌরব করিতেছেন। মিথ্যা কথা যেন তাঁহাদিগের রসনাগ্রনর্ত্তকী হইয়া আছে। সামান্য স্বার্থের নিমিত্তও তাহারা অক্ষোভে মিথ্যা কথা কয়। এনিমিত্ত এদেশীয় সমাজের ঘোর নিন্দা হইতেছে। আমাদের সমাজস্থ ভদ্রলোকদিগের কর্ত্তব্য তাঁহারা ঐ সকল মিথ্যাবাদী কাপুরুষকে বাছিয়া সমাজ হইতে খারিজ করিয়া গঙ্গা পার করিয়া দেন। এই সকল লোকের দোষের নিমিত্তই আমাদের সমাজে এই প্রবাদ বাক্য প্রচলিত হইয়াছে "দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোহাল ভাল।" ঐ সকল মিথ্যাবাদী কাপুরুষকে সমাজ হইতে খারিজ করিলে আমাদিগের সমাজের দলপুষ্টি যদি কিছু কমিয়া যায়, তাহা ও আমাদিগের অভীষ্ট।

আমরা গতবারে য়াকুব খাঁর লিখিত পত্র বলিয়া যে পত্রখানি প্রকাশ করিয়াছিলাম, আমাদিগের এক জন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন সে খানি বাস্তবিক য়াকুব খাঁর লিখিত নয়। এই পত্র খানি বাস্তবিকই হউক, আর কল্পিতই হউক, তাহার নির্ণয় করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। ঐ পত্রে কাবুলেরও য়াকুব খাঁর অবস্থা সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়াই আমরা সে খানি অবিকল প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমাদের নূতন গবর্ণর জেনেরল কাবুলের বিষয়ে ও য়াকুব খাঁর বিষয়ে সুবিচার করেন ইহাই আমাদিগের একান্ত অভিপ্রেত। ঐ পত্রের প্রসঙ্গে আমরা সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া কাবুলের ও ইয়াকুব খাঁর বিষয়ে সুবিচার প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমাদের নূতন গবর্ণর জেনেরল কি সে সুবিচার করিবেন না?

শুনা যাইতেছে মুস্তফি হাবিবুল্লাকেও হতভাগ্য ইয়াকুবের ন্যায় কারাগারে রাখা হইবে। রাউল পিণ্ডীতে ইঁহার বাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নাভার রাজা এক্ষণে সিমলায় আছেন। তাঁহার শরীর নিতান্ত অসুস্থ। এজন্য তিনি দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে চান। পাতিয়ালার মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দত্তকপুত্র হইবেন স্থিরীকৃত হইয়াছে।

কলিকাতায় এক প্রকার নূতন রোগের আবির্ভাব হইয়াছে। কয়েকটী স্ত্রীলোক এই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন ইহা সংক্রামক। কেহ কেহ বলেন এ পীড়ার নাম কোরিয়া। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তির হস্ত এরূপ কাঁপিতে থাকে যে সে আর কোন কাজ করিতে পারে না। সৌভাগ্যের বিষয় কোন যন্ত্রণা নাই।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম সিন্ধিয়ার মহারাজা বিলাত হইতে কাগজের কল আনিতেছেন।

লর্ড রিপন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হওয়াতে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা বড়ই চটিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাকে নানা প্রকার তামাসা করিতেছেন।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সুরাটের সেসন জজ করিয়াছেন। শুনা গেল তত্রত্য আসিষ্টাণ্ট জজ হামিক সাহেব এই সংবাদ শুনিয়াই প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালীর অধীনে কাজ করিবেন না। জনরব, কোন ইংরাজই আর তাঁহার নীচে থাকিয়া কাজ করিবেন না এই রূপ প্রতিজ্ঞা করাতে কর্ত্তৃপক্ষ ঐ সকল পদে দেশীয় লোক নিযুক্ত করিবেন।

লিবরপুল পুলিষ জেমস্ কারল নামক এক জন লোককে ধৃত করিয়াছে। তাহার অপরাধ এই যে সে মেকি টাকা প্রস্তুত করিত। সে খালি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি নির্জ্জনে মেকি টাকা নির্ম্মাণ করিত ও তাহার স্ত্রী সেই টাকা অতি সাবধানে একটী একটী করিয়া ছোট ছোট ছেলের হাত দিয়া চালাইয়া দিত।

টাইমস্ অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা বলেন, যে সৈন্যবিভাগের একাউণ্টাণ্ট জেনারল মেজর নিউমার্ক সাহেব গত বৎসর ইংলণ্ডে লিখিয়াছেন, যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধীয় ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব অনেক কমাইয়া ফেলিয়াছিলেন। বোম্বে গেজেটের সিমলাস্থ সংবাদদাতা বলিয়াছেন যে মেজর নিউ মার্ক এরূপ কোন পত্র ইংলণ্ডে লিখেন নাই।

আমাদের দেশীয় ইতর লোকের মধ্যে সময়ে সময়ে এক এক হুজুক উঠে। তাহাতে সময়ে সময়ে লোকের বড় ভয়ও হয়। লাহোর সিমলা প্রভৃতি স্থানে সময়ে সময়ে এই এক হুজুক উঠে এক জন কালপোষাকপরা সাহেব মানুষ ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহার মস্তক হইতে তৈল বাহির করিয়া লয়। লাহোরে এইরূপ হুজুক সম্প্রতি উটিয়াছে। তথাকার চাকরেরা কেহই বাহির হইতে চায় না।

ভূমধ্যস্থ সাগরে এক প্রকার অতি সুন্দর জীব দৃষ্ট হয়। উহার বর্ণ অতি বিচিত্র, দেখিতে রেসমের ফিতের মত। উহা দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট ও প্রস্থে দুই ইঞ্চি মাত্র। উহার মুখ শরীরের ঠিক মধ্যস্থলে। উহার গায়ে হাত দিলেই উহা শরীর গুটাইয়া ফেলে। উহার ক্ষুধা অত্যন্ত অধিক। উহার গতি অতি বিচিত্র, ইংরাজিতে উহাকে ভিনসের গার্ডল বলে। এই জীবের পূর্ণাবয়ব প্রায় দৃষ্ট হয় না। কারণ উহার সুদীর্ঘ দেহ হইতে এক আধ ফুট কাটিয়া ফেলিলে উহার কোন ক্ষতি হয় না।

কলিকাতায় পাখাটানা কল হইয়াছে জানিয়া ইতিপূর্ব্বে আমরা যে সংবাদ দিই, তৎপাঠে আমাদিগের পাঠকের মধ্যে অনেকেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু আমরা উহা পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই এবং উহার মূল্যও অবগত নহি। এই পাখা যাঁহাদিগের আবশ্যক হইবে কলিকাতা ইসপ্লানেডরো ই, জে, টমসন কোম্পানীর আপিসে পত্র লিখিলে বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।

এ সপ্তাহে আমরা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি যথা--

১। বাউল শ্রীফকিরচাঁদ বাবাজী প্রণীত বঙ্গীয়-সমালোচক কাব্য। ২। ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যবর্ত্তী ও গ্রন্থ এবং ব্রাহ্মগণের কর্ত্তব্য। ৩। বাবু দুর্গাচরণ রায় প্রণীত পাশকরাছেলে। ৪। বাবু রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত হিরণ্ময়ী উপন্যাস। ৫। ম খণ্ড ১ম সংখ্যা বান্ধব ও জ্যৈষ্ঠমাসের প্রকৃতি।

আগ্রার শুকলসিংহ নামে বারাণসীর এক জন পুলিষইনস্পেক্টার গত ১৮৭৮ অব্দের ১৫ ই ডিসেম্বর খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। বৎসরেক পরে তাঁহার আবার হিন্দু হইতে ইচ্ছা যায়। তিনি বারাণসীর পণ্ডিতদিগের নিকটে ব্যবস্থা লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। পণ্ডিত কালিদাসনামে এক ব্যক্তি বারাণসীর পণ্ডিতদিগের মতে মত দিয়া শুকল মহাশয়কে জাতিতে লইয়াছেন। শুনা গেল এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে ৮০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। জাতি কি সত্য সত্যই বাক্সের ভিতর?

১৯ এ ডিসেম্বর সানসালবেডর নামক স্থানে এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস ইলোপাঙ্গো নামক হ্রদের নিকটে ঘোরতর ভূমিকম্প হয় ও ভূগর্ভ হইতে ভয়ানক মেঘ গর্জ্জন ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। নিকটস্থ সমস্ত অধিবাসীগণ শঙ্কিত হইয়া গৃহ ত্যাগ করতঃ পলায়ন করে। এক রাত্রে প্রায় ১৫০ বার কম্প হয়। এইরূপ ১৫ দিন যায় তাহার পর ৩১ এ তারিখে একটী কামান ধ্বনির তীক্ষ্ণ আস্ফোটন শব্দ শ্রুতিগোচর হয় ও তিন বার ভীষণ কম্প উপস্থিত হয়। সে কম্পে সমস্ত দেশ পর্য্যন্ত কাঁপিতে থাকে। হ্রদের নিকটে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভয়ানক জলের বেগে সমস্ত বৃক্ষাদি উৎপাটিত হইয়া হ্রদে পড়িতে লাগিল। হ্রদ কিন্তু ক্রমেই শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল। অনেক দূর শুষ্ক হইয়া গেলে পর দেখা গেল মোচাগ্র আকারে কয়েকটী পর্ব্বত শৃঙ্গ উঠিতেছে। পর্ব্বত শৃঙ্গগুলি ক্রমশই বর্দ্ধিত কলেবর হইতেছে। মধ্যস্থিত পর্ব্বত-শৃঙ্গটীর মস্তক হইতে অতি দুর্গন্ধি গন্ধকময় এক প্রকার পদার্থ নির্গত হইতেছে। হ্রদের জল প্রায় পূর্ব্ব ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভারতীয় প্রেস কমিশনরের সহিত আমাদিগের গবর্ণর জেনেরল মার্কুইস রিপনের একদা বিলাতে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। উভয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হয়। শেষে রিপন সাহেব বলিয়াছেন "আমি বর্ত্তমান নিয়মের কিছুই পরিবর্ত্ত করিব না। অথচ প্রজাদিগের মন রক্ষা করিব।" বড় শক্ত কথা।

এচ, বার্ণেস আবার প্রেসকমিশনর হইলেন। এই যে ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম ঐ পদে আর আপাততঃ লোক নিযুক্ত করা হইবে না। ক্রমে প্রেস কমিসনরের পদটী উঠিয়া যাইবে। কৈ তাহার কি হইল! পাপ কি ক্ষয় হয় না।

আমরা ইতিপূর্ব্বে গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র বাবু প্রমথনাথ বসুর ভারতীয় প্রাণীতত্ত্ব সভার নিয়োগ সংবাদ দিয়াছিলাম। অধুনা আমরা সাতিশয় আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে তিনি ইংলণ্ড হইতে আসিবার জন্য ৫০ পাউণ্ড পথখরচ পাইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম শিবপুর [illegible] কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ বাবু যদুনাথ ঘোষ গত সোমবার মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। যদু বাবু যেরূপ উপযুক্ত লোক ছিলেন তাহাতে প্রায় সকলেই তাঁহার এই মৃত্যু সংবাদে যে ব্যথিত হইবেন তাহার আর সন্দেহ নাই।

একজন ফরাসি পণ্ডিত সূর্য্যের কিরণে ধাতু গলাইবার চেষ্টা পাইতেছেন। তিনি তাঁহার অভিষ্ট বিষয় সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে একখানি বৃহৎ দর্পণের দ্বারা সূর্য্যের রশ্মি ধরিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে বিলাতের এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সূর্য্যকিরণে পাকসাচ করিবার পথ দেখিতেছিলেন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই উহার সুবিধা হইতে পারে। শীতপ্রধান স্থানে সুবিধা হয় না বলিয়াই বোধ হয় সাহেব উক্ত চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন।

বিলাতের ম্যাঞ্চেষ্টার নগরবাসী কয়েকজন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন লৌহ দ্রব্যে গঁদ মাখাইয়া রাখিলে মরিচা ধরিতে পারে না। তাঁহারা ইহার পরীক্ষাও করিতেছেন।

পোষ্ট আফিসের কেরাণীরা এত দিন যে গ্রেড পাইতেছিলেন, শুনা যাইতেছে, গবর্ণমেণ্ট তাহা উঠাইয়া দিতেছেন।

রেবারেণ্ড পিটার্স নামে একজন মেথডিষ্ট খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক বাঙ্গালোরের রাস্তায় বক্তৃতা করিতেন। কান্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে এরূপ করিতে নিবারণ করেন, প্রচারক তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া পুনরায় প্রচার করাতে মাজিষ্ট্রেট তাঁহার ১ শত টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন, টাকা দিতে না পারিলে ৭ দিন কারাবাস করিতে হইবে।

শিমলা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন কাসোরাটী নামে এক ইটালীয় যুবক হত্যাপরাধে আড়াই বৎসর কারারুদ্ধ হয়। অল্প দিন হইল তাহার মাতা তাহার মুক্তি প্রার্থনা করিয়া লেডি লিটনের নিকট করুণা সূচক একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করে। কর্ত্তৃপক্ষেরা ইহা পাঠ করিয়া ও বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহাকে এই সরতে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন যে সে আর তাহার জীবনে ভারতভূমে আসিতে পারিবে না।

গত ৩১ এ মে শিমলায় একটী সভা হইয়াছিল। রেবারেণ্ড ফের্ডাইস সাহেব আসাম সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইনি স্বয়ং আসাম ভ্রমণ করিয়া আসামীদিগের আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ই বিশিষ্ট রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া এই বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন আসামবাসী মজুরেরা অত্যন্ত অলস। তথায় যে পরিমাণে শ্রমোপযোগী কার্য্য আছে সে পরিমাণ কার্য্যপটু লোক নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি তথায় ১০০০০০ লোক প্রেরণ করেন তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে তাহাদিগের জীবিকানির্ব্বাহ হইতে পারে, দেশের ও উন্নতি হয় এবং অলস লোকের সংখ্যা কমিয়া যায়। আসামের অধিকাংশ লোকই চা ক্ষেত্রে কাজ করে। তাহারা দীর্ঘকালের নিমিত্ত নিযুক্ত হয়। অহিফেন সেবনে তাহারা এমনি অলস হইয়া পড়ে যে প্রায় বার মাসই এক প্রকার বসিয়া কাটায়। জমীর অতিরিক্ত উর্ব্বরশক্তি ও ইহাদিগের আলস্যের অন্যতম কারণ। উপসংহারে বক্তা গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই প্রার্থনা করিয়াছেন আসামে জমীর উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা হউক তাহা হইলে ভারতের রাজস্বের ও যেমন বৃদ্ধি হইবে তেমনি দেশেরও ভূরি পরিমাণে মঙ্গল সাধিত হইবে। বন বিভাগের ইনস্পেক্টার জেনেরল ব্রাণ্ডিজ সাহেব ও এই প্রস্তাবে ঐকামত্য প্রকাশ করিয়াছেন।

২৬ এ মে জয়পুরের অন্তর্গত ক্ষীরা নামক স্থানে ভয়ানক অগ্নি লাগিয়াছিল। গ্রামটী এককালে ভস্ম হইয়া গিয়াছে। ৪ জন লোক পুড়িয়া মরিয়াছে এবং অনেকগুলি লোক দগ্ধ হইয়াছে। উদয়পুরের অন্তর্গত পেরিনা নামক স্থানে ও অগ্নি লাগিয়াছে। ৩ শত মেষ দগ্ধ হইয়াছে ও বিস্তর টাকা মূল্যের দ্রব্য সামগ্রী নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

জষ্টিস ক্যাম্বনের পদত্যাগ প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে। আপাততঃ ফিলড় সাহেব তৎপদে নিযুক্ত হইলেন।

মালব দেশ হইতে মান্দ্রাজে যে অহিফেন আসিয়াছে গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতি সিন্দুকের উপর ৭০০ টাকা মাসুল ধরিয়াছেন।

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল মার্কুইস রিপন গত ৮ ই জুন মঙ্গলবারে শিমলা শৈলে উপনীত হইয়াছেন।

রুশেরা কতকগুলি তীর্থযাত্রীকে বোখারা ও তুর্কিস্থানের সর্দ্দারদিগের পত্র বাহক ও কোকন্দের বিদ্রোহ মনে করিয়া সমরখন্দে ধরিয়া রাখিয়াছে। কয়েকজন পলাইয়া কাবুলে আসিয়াছে। উহারা বলিতেছে চীনের সহিত রুশের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। রুশের সৈন্য পরাস্ত হইয়া কুলজা সীমা হইতে হঠিয়া গিয়াছে। চীনেরা তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ স্বাধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছে।

দেশের লোকের অনেকেই সময়ে সময়ে চীৎকার করেন গবর্ণমেণ্ট ও মধ্যে মধ্যে দুই একবার প্রস্তাবও করিয়া থাকেন কিন্তু এপর্য্যন্ত মঠের তত্ত্বাবধান ও মঠের নির্দ্দিষ্ট ধন সদ্ব্যয়ে বিনিয়োগ করিবার উৎকর্ষ সাধন হইল না। আমরা শুনিলাম বারসতের উত্তর আমডাঙ্গায় করুণাময়ী ঠাকুরাণীর বার্ষিক ৪ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি আছে। কৃষ্ণনগরের রাজা ও পাটদহের জমীদার দুর্গাপ্রসাদ রায় ও তারাপ্রসাদ রায় ঠাকুরাণীকে ঐ সম্পত্তি দান করেন। মহান্তদিগের মধ্যে এক এক জন প্রধান হইয়া উহার তত্ত্বাবধান ও ব্যয় করিয়া থাকেন। জাহানাবাদের এক ব্রাহ্মণ মহান্তের শিষ্য হইয়া ঐ মঠের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৭০ বৎসর হইবে। মাসাধিককাল অতীত হইল কতকগুলি লোকে গবর্ণমেণ্টে এই দরখাস্ত করে যে ঐ ব্যক্তি খুনে ও ঐ ব্যক্তি উহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়া আসিয়া মহান্তের শিষ্য হয়। প্রায় ৩০।৪০ বৎসর হইল এই ঘটনা হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট ঐ আবেদন অনুসারে বারাসতের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের উপরে উহার তদন্তের ভার দেন। ডেপুটী বাবু তাঁহাকে সমন দিয়া আপনার কাছারিতে আনিয়া পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে তিনি বলেন, আমাদিগের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলিতে নাই। কিন্তু ডেপুটী বাবু তাহাতে ক্ষান্ত না হওয়াতে মঠের অধ্যক্ষ বলেন আমি অদ্য বিবেচনা করি কল্য বলিব, ঐ কথা বলিয়া সে দিন চলিয়া গেলেন। রাত্রিতে গলায় দড়ি দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ঐ ব্যক্তির অসদ্ব্যবহারই তাঁহার এই মৃত্যু ঘটনার কারণ হয়। সে অতিথিদিগের প্রতি ভাল ব্যবহার করিত। দেবদত্ত অনেক অর্থ অসৎকার্য্যে ব্যয় করিত তাহাতে লোকে বিরক্ত হইয়া তাঁহার নামে দরখাস্ত করিয়াছিল।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ময়মনসিংহের কতিপয় উদ্যোগীব্যক্তি একত্র হইয়া প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের উদ্ধার মানসে সপ্তাহে সপ্তাহে ধর্ম্ম গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিবেন। ইহাঁরা প্রথমে বিষ্ণুপুরাণ প্রচার আরম্ভ করিবেন এবং ৯ মাসে উহা শেষ করিয়া ক্রমে অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রই প্রচার করিবেন।

আজি কালি কলের চিনি হইতে যে মিছরি হইতেছে তাহা অনেকে ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন। এই জন্য অনেকে দেশী মিছরি বলিয়া অনেককে কৃত্রিম মিছরি বিক্রয় করিয়া থাকে। এই সকল অনিষ্ট দর্শনে বৈদ্যবাটীর শ্রীরামচরণ নাগ দেশী অকৃত্রিম মিছরি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। বাস্তবিক কলের চিনি হইতে যে মিছরি প্রস্তুত হয় তাহা ব্যবহারে আমাদিগের ধর্ম্ম হানি হইয়া থাকে।

গবর্ণমেণ্ট মিউজিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জোড়াসাঁকোস্থ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ মাসিক ২৫ টাকা দান করিবেন।

১৮৮০ সালের ২৯ এ মে যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে হইতে গবর্ণমেণ্টের ৭০৮৯২৫।০ আয় হইয়াছে।

কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষ বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃত এক খানি অভিধান ইতিপূর্ব্বে আমাদিগের হস্তগত হয়। আমরা উহা পাঠ করিয়া দেখিলাম, সাধারণত অভিধান খানি মন্দ হয় নাই। মূল্য ২৷০ টাকা।

গত ১৮ ই জ্যৈষ্ঠ রাণাঘাট করদাতৃগণের সভায় ২ য় অধিবেশন হইয়াছিল। সভ্যগণ কেবল মিউনিসিপাল কমিশনরগণের ভ্রমনিবন্ধন অনিষ্টের প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত নহেন। ইহাঁরা সাধারণ দেশ হিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। সভ্যগণের এ উদ্যম যে প্রশংসনীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

গত ২২ এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার কলিকাতা জেনরল পোষ্ট আপিসে প্রেসিডেন্সি পোষ্ট মাষ্টার জর্জ্জ সাহেবের সহিত বিউক সাহেবের ঘোরতর মারামারি হইয়া গিয়াছে। শুনা গেল জর্জ্জ সাহেবেই কিছু বেশী মার খাইয়াছেন।

কুমারী বেক উইক নামক ১৯ বৎসর বয়স্কা একটী বিবি বিলাতের একটী নদীতে একাদিক্রমে ৩০ ঘণ্টা সাঁতার দিয়াছিলেন।

গত ৩১ এ মে বৈকালে খিদিরপুরের নিকটস্থ নবীনপুরের দৌলত সেখ নামক এক ব্যক্তি আবদুল করিম নামক আর এক ব্যক্তিকে উলুবেড়িয়া হইতে চার্টস ক্রয় করিয়া কলিকাতায় বিক্রয় করিলে বেশ লাভ হইবে এইরূপ লোভ দেখায় করিম লোভের বশবর্ত্তী হইয়া দৌলতকে সঙ্গে লইয়া যায়। তাহার সঙ্গে ৮০টী টাকা ছিল। পথিমধ্যে দৌলতের পরিচিত আর ৩ জন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। বজবজের রাস্তায় সকলেই একত্রে তাড়ি খায় ও রাত্রি ১১ টার সময়ে দৌলত ও তাহার ৩ জন পরিচিত ব্যক্তি একত্র হইয়া, আবদুল করিমকে বান্ধিয়া গড়ের মাঠে লইয়া গিয়া তাহার শ্বাসনালীর প্রায় ছয় ইঞ্চি কাটিয়া ফেলে এবং তাহার নিকট হইতে টাকা কড়ি লইয়া প্রস্থান করে। পর দিন প্রাতে তত্রত্য পাটের কলের লোকে তাহাকে অদ্য জীবিত দেখিয়া আলিপুরের থানায় সংবাদ দেয় তত্রত্য পুলিষ সব ইন্সপেক্টার বাবু গিরিশচন্দ্র দেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া করিমকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করিয়া এই ঘটনার অনুসন্ধান করিতে থাকেন। দৌলত ধৃত হইয়া হাজতে আছে, বাকী ৩ জন এখনও ধৃত হয় নাই। গিরিশ বাবু ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিতেছেন। ভরসা করি তিনি নিজ অনুসন্ধিৎসাগুণে অপর আসামী ৩ জনকে ধৃত করিয়া সুখী করিবেন।

আলিপুরের অধীন নন্দীগ্রামের কতিপয় জালুক একত্র হইয়া নিমাইচরণ মোণ্ডল নামক মহিষাদল অঞ্চলের জনৈক মহাজনের নৌকায় ডাকাইতি করিয়াছিল। আলিপুরের সুযোগ্য সব ইন্সপেক্টারের যত্নে ৮ জন অপরাধী ধৃত হয়। বিচারে ৭ জন দায়রায় সোপর্দ্দ ও এক জন মুক্ত হইয়াছে।

## যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ৩ রা জুন। আবদুল রহমান ইংরাজ প্রেরিত দূত সর্দ্দার ইব্রাহিম খাঁর ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সুহৃদ ভাবে পত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে আমীর করিবার প্রস্তাব করিয়া যে যে পত্র লেখা হইয়াছিল তাহার কোন স্পষ্ট উত্তর দেন নাই। শুনা যায় দূতের সহচরগণকে বন্দি দশায় থাকিতে হইয়াছিল। রহমান তাহাদিগকে একত্র থাকিয়া কোন বিষয়ে কোন প্রকার মন্ত্রণা করিতেও দেন নাই। তাঁহার নিকটে এক জন রুশিয়া এজেন্ট রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন তিনি আবদুল রহমান ভবিষ্যতে কি করিবেন তদ্বিষয় সম্বন্ধে সন্ধি পত্রের মধ্যে একটী লিপি পড়ি করিয়া লইবার জন্য রুশিয়া হইতে কাবুলে আসিয়াছেন।

গজনীস্থ সৈন্যগণের ব্যয়ার্থ শুক্রবার ৩ লক্ষ টাকা প্রেরিত হইয়াছে।

৪ ঠা জুন। বুধবার দস্যুরা জেলালাবাদ শিবিরের নিকটস্থ বাজার আক্রমণ করিয়া ৩ জন দোকানদারকে হত ও ১০ জনকে আহত করিয়াছে। সৈন্যগণ গত কল্য নির্ব্বিঘ্নে কামাই নদী পার হইয়া গিয়াছে। মোল্লা ফকির রদিকট নামক স্থানে ধর্ম্ম যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছে। লগর হইতে সংবাদ আসিয়াছে কোটালের লোক আমিও খরওয়ার নামক স্থানে একত্র হইতেছে।

শুনা যাইতেছে সাকুখেল ও আলিসারখেল সিকওয়ারি নামক জাতির সর্দ্দারেরা মাসিক ১৬০০ বেতনে পারেন ডাকা ও পেসবোলাকের মধ্যস্থ পথ রক্ষা করিবে।

আয়ুব খাঁ হিরাটে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন শুনিয়া কান্দাহারবাসিরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছে। দেশের সকল লোকই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, তাঁহা হইতে রাজ্যের যদি কিছু ক্ষতি হয়, তাহা হইলে তাহা অত্যন্ত কষ্টকর হইবে।

কাবুল ৩ রা জুন। গত কল্য মহম্মদ জানের আত্মপক্ষীয় একজন লোক তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা করে। তাহার উদ্যম বিফল হইয়াছে। অপরাধীর নাসাচ্ছেদ দণ্ড হইয়াছে।

তসকুরগান হইতে দিজন চারিকার হইয়া এক জন লোক আসিয়াছে। সে বলে তুর্কি স্থানের সৈন্যেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে। উজবেক ও কাবুল রেজিমেন্টে বিবাদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। এক রেজিমেণ্ট বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করিয়াছিল সে রেজিমেণ্টকে দূর করিয়া মাজারি সরিফ হইতে আর এক রেজিমেণ্ট আনা হইয়াছে। সৈন্যেরা এত উৎপাত করিতেছে যে অনেক ভদ্র পরিবার তসকুরগান ত্যাগ করিয়া যাইতেছে।

আবদুল রহমন বলপূর্ব্বক এক লক্ষ টাকা ঋণ লইয়াছেন। আবার সেইরূপ ঋণ লইবার চেষ্টায় আছেন। টাঁকশাল খোলা হইয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের অনেক সৈনিক কর্ম্মচারী হত হইয়াছে। কর্ণেল জাবার বিদ্রোহ উত্তেজনা করণ অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাকে বিস্তর যন্ত্রণা দেওয়া হইয়াছিল। মাজারি সরিফ কিছু কালের জন্য আফগানি স্থানের রাজধানী বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

সোমবার জেনারাল চারলস গফের সৈন্য পুঘমাণের দিকে যে শিবির আছে তথায় যাত্রা করিবে। ইঞ্জিনিয়ার ফিলড পার্কের তিন চতুর্থাংশ একেবারে ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবে।

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৫ ই জুন। সৈন্যদিগের অল্পকাল কর্ম্ম করিবার যে নিয়ম আছে, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্য জেনেরল সর জেমস আয়রের যে কমিটী আছে তাহার সভ্যেরা বলিয়াছেন উহাদিগের কর্ম্মকাল ৯ বৎসর করা কর্ত্তব্য।

১৫ ই জুন বার্লিনে যে সভা হইবে সেই সভায় বর্লিনস্থ ইংরাজ দূত লর্ড ওডো রসেল ও জেনেরল সর জন লিনটরণ ইংরাজদিগের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত থাকিবেন।

মণ্টিনিগ্রোর সহিত আলবানিয়দিগের যে বিবাদ হয় ইংলণ্ড মধ্যস্থ হইয়া তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন ইহা স্থির হইয়া গিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট ওহিফেনের মাসুল তুলিয়া দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু ষ্টেট সেক্রেটারি গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে বলিয়াছেন রাজস্বের অবস্থা ভাল নহে বলিয়াই তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইল না।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি কমন্স হাউসে বলিয়াছেন, আফগানস্থান সম্বন্ধে লর্ড রিপনের যেরূপ অভিপ্রায় সাধারণ্যে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত নহে। তিনি বলেন গবর্ণমেণ্টের দুটী অভিসন্ধি আছে। প্রথম শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ না করা। দ্বিতীয় একটী পাকা বন্দোবস্ত করিয়া আগামী বসন্তকালে সৈন্য ফিরাইয়া আনা। কান্দাহারকে কাবুল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহাতে স্বাধীন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টেরও একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু এরূপ কোন বন্দোবস্ত করিতে হইবে যাহাতে ব্রিটিশ সৈন্যের কান্দাহারে অবস্থান প্রয়োজন না হয়। গবর্ণমেণ্ট বলেন গণ্ডামক সন্ধি দ্বারা সীমা দৃঢ় হয় নাই। লর্ড রিপন সীমা প্রদেশ অধিকৃত রাখা ও না রাখার বিষয়ে যাহা ভাল বুঝিবেন তিনি সেইরূপই করিবেন, গণ্ডামকেরসন্ধি পত্র বাতিল হইয়াছে।

সৈন্য ও নৌ-সৈন্যগণ কোন অপরাধ করিলে তাহাদিগকে বেত মারা হইয়া থাকে। আডমিরাল্টির সেক্রেটারি বলিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট আগামী বৎসর হইতে ঐ নিয়ম তুলিয়া দিবেন।

চীনেরা কুলজার অধিকাংশই অধিকার করিয়াছে।

বিলাতের বাণিজ্য সভা বলেন বাণিজ্যের বিঘ-

ক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। গত বৎসরের যে মাসে যে প্রকার আমদানী ও রপ্তানি হইয়াছিল এ বৎসর যে মাসে তদপেক্ষা ২৭৮১১৫০০ টাকা অধিক মূল্যের দ্রব্য আমদানী ও ৭৫০০০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে।

লণ্ডন ৯ ই জুন। সার বার্টল ফ্রিয়ার দক্ষিণ আফ্রিকার হাইকমিশনরের যে বেতন পাইতেছিলেন তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

গারফিল্ড ওহি ও সাধারণতন্ত্র সভার সভাপতি ও আর্থর সহকারী সভাপতি হইলেন।

লণ্ডন ১০ ই জুন। ভিয়েনাস্থ দূতগণের অন্যতম অনরেবল হেনরী প্রিমরোপ মার্কুইস রিপনের প্রাইবেট সেক্রেটারি হইলেন।

সার রিচার্ড টেম্পল অক্সফোর্ড হইতে ডাক্তার অব সিবিল ল উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উপনিবেশিক ষ্টেট সেক্রেটারি নেটালের গবর্ণর সার জর্জ কলিকে বলিয়াছেন ইংরাজদিগের সীমা বাড়াইবার আর আবশ্যক নাই। কারণ তাহা হইলে এই উপলক্ষে তত্রত্য অধিবাসীদিগের সহিত উপনিবেশবাসীদিগের বিবাদ পাকিয়া উঠিবে। গবর্ণর যাহাতে সীমাস্থস্বাধীন জাতির কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করেন তিনি তাহার ও পরামর্শ দিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১১ ই জুন। কাদেরপাশা মন্ত্রি সভার সভাপতি হইয়াছেন। অবিদ্দিনপাশা উজির উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইনি বিদেশীয় কার্য্যের মন্ত্রিত্বভার গ্রহণ করিলেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১০ ই জুন—যে সকল আলবানিয়েরা মণ্টিনিগ্রোদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, তাহারা অস্ত্র ত্যাগ করিতেছে।

লণ্ডন ১১ ই জুন—গত রাত্রে গ্লাডষ্টোন সাহেব ইংলণ্ডের আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় বর্ণনাপত্র কমন্স হাউসে উপস্থিত করিয়াছেন এবং টাক্স বৃদ্ধি ও টাক্স পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রি সভার প্রদত্ত আয় ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে আর এক খানি নূতন হিসাব যোগ করিতে হইয়াছে। সুতরাং তাহাতে যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবার কথা ছিল তাহা আর হইবে না। যদিও কিছু উদ্বৃত্ত হয় তবে সে উদ্বৃত্ত টাকা হইতে ভারতবর্ষীয় আয় ব্যয়ের গোল যোগ মিটাইতে হইবে। তিনি বিদেশাগত মদ্যের উপর যে টাক্স ছিল, তাহা কমাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। যব হইতে প্রস্তুত সরাবের উপর যে আবকারি কর ছিল, তাহা উঠাইয়া বিয়ার নামক মদ্যের উপর টাক্স বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি ছয় মাসের জন্য যে হারে ইনকম টাক্স দেওয়া হইতেছে তাহার উপর প্রতি পাউণ্ড এক পেনি বাড়াইতে বলিয়াছেন এবং মদ্য প্রস্তুত করিতে হইলে যে লাইসেন্স লইতে হইত তাহার নূতন বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি হিসাব করিয়া বলেন যে এরূপ করিলে ৩৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে।

---

## সংবাদদাতার পত্র।

### ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হইবার আমাদের অধিকার আছে কি না।

ঈশ্বরের সহিত আমাদের আত্মার সম্মিলন, তাঁহার সহিত আমাদের আত্মার যোগ-সাধন ব্যতিরেকে আমাদের জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। যে শুভক্ষণে সেই অধ্যাত্ম-যোগ সাধন হইবে, সেই সময়েই আমাদের জন্ম ও জীবন সার্থক হইবে। ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই সেই যোগ-সাধনের এক মাত্র উপায়। যাঁহারা অন্যকে প্রীত করিতে অথবা অন্যের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে তত ইচ্ছুক নহেন, নিজের স্বার্থ, নিজের সুখান্বেষণ করাকেই যাঁহারা পুরুষার্থ জ্ঞান করেন, তাঁহাদের প্রবোধের জন্য এখানে আমরা তাঁহাদিগকে এ কথাও জানাইতেছি যে, যিনি আপনার শরীর মন ও আত্মা ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, যিনি তাঁহার কার্য্যেই নিজ জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহার নিজের কোন স্বার্থ সিদ্ধিরই ব্যাঘাত হয় না এবং অধ্যাত্ম যোগ-সম্ভূত যে ব্রহ্মানন্দ, তাহার আস্বাদ তিনি যদি এক বার প্রাপ্ত হন তবে তাহার তুলনায় তিনি আর বিষয়-সুখকে সুখ বলিয়াই গণ্য করেন না। যিনিই বিষয় সুখ এবং ব্রহ্মানন্দ, উপভোগ করিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, বিষয়-সুখ অপেক্ষা ব্রহ্মানন্দ শত সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। অতএব যাঁহারা ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বর সেবা করেন, তাঁহাদের ত কোন কথাই নাই, যাঁহারা নিজ-স্বার্থ ও নিজ সুখের জন্য ব্যতিব্যস্ত, তাঁহাদেরও ঈশ্বরোপাসনা অর্থাৎ তাঁহাকে প্রীত ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কতকগুলি লোক এমন আছেন যাঁহারা ঈশ্বরোপাসন করা দূরে থাকুক, তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন! তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিলে তাঁহারা যত আহ্লাদিত ও সুখী হন, পৌত্তলিক অথবা একেশ্বরবাদী বলিলে তাঁহারা তাহার সহস্রগুণে বিরক্ত ও অসুখী হইয়া থাকেন!! তাঁহাদের কতকটা এইরূপ অন্ধ বিশ্বাস যে, ঈশ্বরে অবিশ্বাস প্রদর্শন করিতে পারিলেই লোকে তাঁহাদিগকে মিল সদৃশ লোক, অন্ততঃ তাঁহার প্রধান শিষ্য বলিয়া গণ্য করিবে! যাহা হউক ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিবার অধিকার মনুষ্যের আছে কি না অদ্য আমরা এক বার অতি সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিয়া দেখিব।

বিশ্বাস মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ-ধর্ম্ম। কোন কিছুতে বিশ্বাস না করিয়া মানুষ থাকিতে পারে না। বিশ্বাসের ভূমি অথবা বিষয়—সত্য। যাহারা সংশয়বাদী, সকল বিষয়েই সংশয় করা যাঁহাদের অভ্যাস, তাঁহারাও তাঁহাদের সেই সংশয়াত্মক মতকে সত্য বোধেই তাহাতে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। অতএব সত্য যে আছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, অস্বীকার করিবার কোন উপায়ও নাই। সত্য কি? না, যাহা সাধারণ হইতেও সাধারণ, তাহা হইতেও সাধারণ—একান্ত সর্ব্বসাধারণ, তাহাই সত্য। সত্যের সহিত কোন সম্পর্ক নাই এমন কোন বস্তুই নাই, কোন বস্তু হইতেই পারে না। আমরা ইতস্ততঃ যে সকল সত্য দেখিতে পাই, তাহাদের যিনি মূল, তিনিই মূল সত্য; তাঁহারই আবির্ভাবে অন্যান্য বস্তু সত্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এই মূল সত্যে সন্দেহ করিলে আমাদের বিশ্বাস করিবার আর কিছুই থাকে না; কারণ যে ব্যক্তি বলে যে "মূল-সত্য নাই" মূল সত্য যদি সত্য সত্যই না থাকেন, তবে তাহার সেই যে কথা তাহা কিসের গুণে সত্য হইবে? সকল সত্যের আশ্রয় স্বরূপ যদি মূল সত্য না থাকিতেন তবে এই দৃশ্যমান সত্য সকল কাহার গুণে সত্য হইত? মূল সত্য আশ্রয়-স্বরূপ বিদ্যমান আছেন বলিয়াই না অন্যান্য বস্তু সকল সত্যপদবাচ্য হইয়াছে? স্বীকার করিতে হইবে, এই যে মূল সত্য, ইহা আজ আছেন, কাল ছিলেন না এমন নহে, পরন্তু ইহা চিরকালই আছেন। কারণ, মূল সত্য যদি কোন এক সময়ে না থাকিতেন, তবে পরক্ষণে তিনি কোথা হইতে আসিলেন? শূন্য, অভাব, অসত্য হইতে কখনও কি সত্য নির্গত হইবার সম্ভাবনা আছে? অতএব মূল সত্য যিনি, তিনি চিরকালই আছেন, এবং তিনিই আমাদের আরাধ্য ও উপাস্য দেবতা।

এই যে সত্য স্বরূপ ঈশ্বর, ইঁহার কিছুরই অভাব নাই, পরন্তু অভাবেরই অভাব আছে—ইনি পূর্ণ। যদি বল তাঁহার পূর্ণতা আমরা কি প্রকারে অবগত হই? তাহার উত্তর এই যে, আমরা যদি একবার অভিমান শূন্য হইয়া আমাদের আপনাদের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখি, তাহা হইলে আমরা আপনারা যে কত ক্ষুদ্র অপূর্ণ অনায়াসেই বুঝিতে পারি, কেন না ঈশ্বরের পূর্ণতার ভাব আদর্শরূপে আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছে বলিয়াই তাহার তুলনায় আমরা আপনাদিগকে অতি অকিঞ্চন বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করি। যখন আমাদের আত্মা

বিকৃত হইয়া যায়, যখন আমরা ধনমদে বা জ্ঞানমদে মত্ত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা আপনাকেই বড় দেখি—এই ধরাকে শরা জ্ঞান করি, তখনকার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যখন আমরা প্রকৃতিস্থ থাকি, যখন আমরা আমাদের স্বরূপ ও প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হই, তখন আমরা আমাদের আত্মার অভ্যন্তরস্থ সেই পূর্ণতার ভাবের সমক্ষে হেঁট মস্তক না হইয়া, সম্পূর্ণরূপে তাঁহার প্রতি নির্ভর না করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারি না। এক দিকে এই পূর্ণতার ভাবকে, অপরদিকে আমাদের নির্ভরের ভাবকে আমরা আপনারা ভাবিয়া চিন্তিয়া আমাদের মনের মধ্যে আনয়ন করি নাই, পরন্তু ঐ দুইটী ভাব স্বতঃসিদ্ধরূপেই আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, বাল্যকাল হইতে শিক্ষার প্রভাবেই আমরা ঈশ্বরের ভাব, পূর্ণতার ভাব শিক্ষা করিয়া থাকি, উহা যে আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে স্বতই বিরাজ করিতেছে এমন নহে। কিন্তু যাহা আমরা নিজে উপার্জ্জন করি, ইচ্ছা করিলে নিজে তাহা ত্যাগও করিতে পারি; পূর্ণতার ভাব অথবা নির্ভরের ভাব আমরা চেষ্টা করিয়া ত্যাগ করিতে পারি না—এক জন ঘোর নাস্তিক যখন সমুদ্র পতিত হইয়া হাবু ডুবু খায়, যখন তাহার সমস্ত দর্প চূর্ণ হইয়া যায়, তখন সেও "পিতা! রক্ষা কর" বলিয়া রোদন করিতে থাকে। অতএব পূর্ণতার ভাব আমাদের চেষ্টায় নয়, পরন্তু তাহা আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে স্বতইস্থিতি করিতেছে। এই পূর্ণভাব যাঁহার, তিনিই ঈশ্বর, তিনি চিরকালই আছেন এবং চিরকালই থাকিবেন, সুতরাং তাঁহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিবার আমাদের অধিকার নাই।

ঈশ্বরের প্রতি আমাদের যে বিশ্বাস তাহা স্বাভাবিক; দর্শনশাস্ত্র পাঠ বা গুরূপদেশ লাভ করিয়া তাহা উপার্জ্জন করিতে হয় না। তাহাকেই সহজজ্ঞানমূলক আত্ম প্রত্যয় কহে। যে জ্ঞান বিনাপ্রকরণে আমাদের আত্মাতে আপনাআপনি আবির্ভূত হয়, তাহাকেই সহজজ্ঞান বলে। সহজ-শব্দের অর্থ সঙ্গে সঙ্গে জাত, আমাদের আত্মার সঙ্গে সঙ্গে যে জ্ঞান আবির্ভূত হয়, তাহাকেই সহজ জ্ঞান বলে এবং সেই সহজ জ্ঞানমূলক যে প্রত্যয়, যাহা কোন প্রকরণ পরতন্ত্র নহে, যাহা আপনাআপনিই আমাদের আত্মাতে আবির্ভূত হয়, তাহাকেই আত্ম-প্রত্যয় বলে। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের এই যে স্বাভাবিক বিশ্বাস; এই যে আত্ম প্রত্যয়, ইহা তোমার আছে আমার নাই এমন নহে, ইহা সভ্য অসভ্য, পণ্ডিত মূর্খ, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক সকল লোকেরই আছে। যদি বল, এ বিশ্বাস যদি স্বাভাবিক হইল, তবে কোন কোন ব্যক্তিকে নাস্তিক হইতে দেখা যায় কেন? ইহার উত্তরে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, সহস্রের মধ্যে দুই এক জন অন্ধ বা বধির হয় বলিয়া তুমি কি বলিবে যে, মনুষ্যের চক্ষু কর্ণ লাভ করা স্বাভাবিক বিধান নহে? বিশেষতঃ চক্ষু কর্ণ লাভ করিয়াও তুমি যদি তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেল, তুমি যদি বাহাদুরি দেখাইবার জন্য সাধ করিয়া অন্ধ ও বধির হও তবে সে দোষ কাহার? ব্যক্তি বিশেষ নাস্তিক হয় বলিয়া—সাধ করিয়া নাস্তিক হয় বলিয়া, ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের যে বিশ্বাস, তাহাকে অস্বাভাবিক বলা যাইতে পারে না, সুতরাং তাহা ত্যাগ করিবার আমাদের অধিকার নাই।

হৃৎতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদিগের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, মনুষ্যের "তত্ত্বজ্ঞান" ও "পুপূজিষা" নামক দুইটী মনোবৃত্তি আছে; একটীর কাজ ঈশ্বর তত্ত্বলাভ করা, আর একটীর কায ঈশ্বরে আত্মা মন সমর্পণ করা—তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত করা। আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্যের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে এবং অনুচিকীর্ষা উপচিকীর্ষা প্রভৃতি যত গুলি মনোবৃত্তি আছে, তাহাদের প্রত্যেকের সার্থকতার কারণ তদনুরূপ বিষয় সকলও আমাদের চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করিতেছে। আমাদের এমন একটীও ইন্দ্রিয় বা বৃত্তি নাই, যাহার চরিতার্থ হইবার কোন বিষয়ও নাই। যদি এরূপ হইল তবে আমাদের যখন তত্ত্বজ্ঞান ও পুপূজিষা বৃত্তিদ্বয় আছে, তখন তাহাদের সার্থকতার কারণ অবশ্যই পূর্ণ ঈশ্বর আছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল দেশের সকল মনুষ্যই ঈশ্বর-তত্ত্বানুসন্ধানে ও তাঁহার পূজাতে নিযুক্ত রহিয়াছেন। আমাদের উক্ত দুইটী বৃত্তির অস্তিত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। যখন তাহারা আছে তখন তাহাদের বিষয় ঈশ্বরও অবশ্য আছেন; সুতরাং তাঁহাকে অবিশ্বাস করিবার আমাদিগের অধিকার নাই।

ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস যে স্বাভাবিক, সুতরাং তাঁহাকে অবিশ্বাস করিবার আমাদের যে কোন অধিকার নাই, তাহা অতি সংক্ষেপে দুই একটী বিষয়ের উল্লেখ দ্বারা এক প্রকার প্রদর্শিত হইল। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়! একজনের অর্থাপহরণে অপরের অধিকার নাই বলিয়া তস্করেরা কি দস্যুবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে? ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিবার মনুষ্যের অধিকার নাই বলিয়া সকল মনুষ্যই যে তাঁহাকে বিশ্বাস করেন এমন নহে, মধ্যে মধ্যে দুই এক জনকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা তাঁহার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা এরূপ করেন, তাঁহাদের এক মহৎ দোষ বা ভ্রম এই, তাঁহারা সকল বিষয়েই যুক্তির প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহারা নিজে বুদ্ধি খাটাইয়া যে বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারেন তাঁহারা তাহাতেই বিশ্বাস করেন, আর যাহার মীমাংসা করিতে পারেন না তাহাতে বিশ্বাসও করেন না। সত্য নির্ণয়ার্থে যুক্তির প্রয়োজন করে না, আমরা এমন অসার কথা বলি না, প্রত্যুত মনুষ্য বিশেষও বুদ্ধিজীবী হইয়াছে বলিয়াই অন্যান্য জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে তাহা আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি। কিন্তু তাহা বলিয়া কেবল মাত্র যুক্তিই আমাদের সর্ব্বস্ব নহে; সত্য নির্ণয়ার্থে বুদ্ধির যেমন বুদ্ধিভূমি অর্থাৎ দাঁড়াইবার স্থান প্রয়োজন আত্ম-প্রত্যয়েরও তেমনই প্রয়োজন। কেবল আত্ম প্রত্যয়ের প্রতি নির্ভর করিলে যেমন ভ্রম হইবার সম্ভাবনা, সেইরূপ কেবল মাত্র বুদ্ধির প্রতি নির্ভর করিলেও আমাদের ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। আমাদের বুদ্ধিও চাই, আত্ম প্রত্যয়ও চাই। তর্কের সময় দেখা যায় যে এ প্রত্যয়ের প্রমাণ কি, আবার সে প্রমাণের প্রমাণ কি এইরূপ করিয়া চলিয়া গেলে শেষে আমাদিগকে এমন কতকগুলি প্রত্যয়ে গিয়া উত্তীর্ণ হইতে হয়, যাহার কোন প্রমাণ নাই অথচ আমরা তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না। "ক্ষেত্রতত্ত্ব বিদ্যার একতত্ত্ব এই যে, সরল রেখার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু বিস্তৃতি নাই এবং বিন্দুর স্থিতি আছে কিন্তু অবয়ব নাই। এ তত্ত্ব বুদ্ধির অতীত অথচ আমরা সরল রেখারও বিন্দুর অস্তিত্বে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। জ্যামিতি বিদ্যার এক তত্ত্ব এই যে, এমন দুই রেখা আছে যাহা বর্দ্ধিত করিলে পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইবে অথচ তাহাদের সংস্পর্শ হইবে না। এ তত্ত্বটী বোধগম্য নয়, অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। বীজগণিতে অনন্তরাশি সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত সকল বুদ্ধির অগম্য, তথাপি যে সকল সিদ্ধান্তে আমরা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না।" (ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা) যদি এরূপ হইল, তবে ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের স্বাভাবিক জ্ঞান ও তাঁহার প্রতি স্বাভাবিক বিশ্বাস সত্ত্বেও তাঁহার সকল তত্ত্ব আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিতে পারি না বলিয়া তাঁহাকে অবিশ্বাস করা আমাদের কি উচিত? তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস দ্বারা আমাদের যেমন মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা, অবিশ্বাস দ্বারা কখনই তেমন মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তাঁহাকে অবিশ্বাস করিয়া নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করা কেন? আমি যেরূপ বুদ্ধিমান, ঠিক সেইরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুদ্ধির দৌড় আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইতে পারি, কিন্তু আমা

অপেক্ষা যিনি অধিক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান, তাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিমাণ করা আমার সাধ্যাতীত। আমরা অপূর্ণ জীব, ঈশ্বর জ্ঞানে, শক্তিতে এবং অন্যান্য সকলভাবে পূর্ণ। পূর্ণস্বরূপ ঈশ্বরের সকল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অপূর্ণ মনুষ্যের সাধ্যাতীত। নাস্তিক মহাশয়েরা এই সরল সত্যটী স্মরণ রাখিয়া নিজের দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরের প্রতি তাঁহাদের শরীর মন আত্মা সমর্পণ করেন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীভগবতীচরণ দে

## মুঙ্গের।

এখানে অল্প অল্প বৃষ্টি হওয়ায় গ্রীষ্ম পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু কম বোধ হইতেছে।

ইতিপূর্ব্বে স্মিথ নামক ফিরিঙ্গীর গৃহে যে যুবা ধৃত হয়েন তিনি আমাদের মুঙ্গেরের সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেটের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় সেসনে অর্পিত হইয়াছেন। আগামী ১৪ই জুন বিচারের দিন। যুবার এই অপরাধে কর্ম্ম গিয়াছে। শুনা যাইতেছে স্মিথকে কিছু টাকা দিয়া রফা করিবার চেষ্টা করা হইতেছে, স্মিথও ইহাতে এক প্রকার সম্মত হইয়াছে। রফা হয় আমাদের একান্ত ইচ্ছা, কারণ না বুঝে ভদ্র সন্তান একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্তও এক প্রকার হইয়াছে।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে ডাক্তার ডবলু ক্লার্ক এম, ডি, মহোদয় অসুস্থ হওয়াতে বিদায় লইয়া বিলাত যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে সুয়েজ খোজকে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইনি রেলওয়ে কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম করিয়া প্রাচীন হয়েন, ইহাঁর মৃত্যুতে অনেকে দুঃখিত হইয়াছেন।

দুই চারিটী উৎসাহী ব্রাহ্মের যত্নে জামালপুর ব্রাহ্মসমাজে আজ কাল রবিবার বৈকালে সংকীর্ত্তন হইতেছে। লোক জমাইবার এ মন্দ উপায় নহে। ভরসা করি আমাদের মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ এই উপায় অবলম্বন করিবেন।

ভিক্টোরিয়ার "ভারতেশ্বরী" উপাধি উপলক্ষে গত বৎসর রেলওয়ে ভলন্টিয়ার দলের যে প্যারেড হয় সম্প্রতি তাহার পারিতোষিক ১৫৫।৫০ টাকা ৫৯ জনকে বিতরণ করা হইয়াছে।

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

### রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৫ই মে। বর্দ্ধমানের সহকারী সবডেপুটী কালেক্টার বাবু কমল নারায়ণ চক্রবর্ত্তী হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরে বদলী হইলেন।

৩১ এ মে। জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মলার সাহেব রাজসাহীতে বদলী হইলেন। ইনি নাটোরে কাজ করিবেন।

৩ রা জুন। বাখরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু আনন্দচন্দ্র সেন ১৮৬৮ অব্দের ৭ আইন ও ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পূর্ণিয়ার অন্তর্গত কৃষ্ণগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এচ, রাটে (ইনি আপাততঃ বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন,) হাজারিবাগে বদলী হইলেন। কিন্তু প্যাচম্বায় কাজ করিবেন।

কৃষ্ণগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গোঁসাইদাস দত্ত আরারিয়ার ও পূর্ণিয়ার অন্তর্গত আরারিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী বাজলল করিম ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন বলিয়া ৭ ই তারিখের কলিকাতা গেজেটে যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত হইয়াছে।

মজঃফরপুরের অন্তর্গত সীতামারির সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ম্যারিয়ট সাহেব ২ য় হুকুম না আসা পর্য্যন্ত ২ য় শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

## মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু—বহুবাজার | ১০ |
| " " নন্দলাল মল্লিক—যোড়াসাঁকো | ১০ |
| ভারতবর্ষীয় সভা—রাণিমুদির গলী | ১০ |
| " " ভবতারণ নন্দী—মেছুয়াবাজার | ১০ |
| " " মকুন্দলাল বর্ম্মণ—বহরমপুর | ১০ |
| " " কেদারনাথ দত্ত—কলিকাতা | ১০ |
| " " জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী কলিকাতা | ১০ |
| " " অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়—চাঁদভাগ | ৭ |
| " " কেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার—শ্রীরামপুর | ৭ |
| " " আনন্দমোহন গোস্বামী—শিবালয় | ৭ |
| মহেশচন্দ্র পণ্ডিত—বাটুল গ্রাম | ৭ |
| ময়না লাইব্রেরি—ময়না | ৭ |
| " " রাখালদাস মণ্ডল—মনসাই | ৭ |
| " শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য—কলিকাতা | ৫।০ |
| " " তারিণীগোপাল পালিত—কলিকাতা | ৫।০ |
| শ্রীযুক্ত কুমার চৌধুরী রামকুমার কর মহাপাত্র মোহনপুর | ৫। |

# বিজ্ঞাপন।

শ্রীদেবনারায়ণ বসু ডিক্রীদার
শ্রীউপেন্দ্রলাল দত্তদিগের দেনদার

দাবি মায় খরচা ৫১৫ টাকা।

মোকাম বারুইপুরের সব রেজিষ্টারের এলাকাভুক্ত মেদনমল্ল পরগণার তরফ ডিহিমেদনমল্ল ২৬৬ নং তালুক ও ৩০৩ নং মৌজে লোকনাথপুর ১০৯৩। ১০৯৩। ১ যাহা একণে ১৫৬৪ নং হইয়াছে। ঐ সকল তালুকের অন্তর্গত ঠিকা ও লাখেরাজ দরবস্ত হকুকের দরপত্তনী স্বত্ব ।/৬।— আনা দেনদার দিগের ঐ দরপত্তনী তালুক ১৮৮০ সালের ৫ ই জুলাই তারিখে বারুইপুরের মুনসেফি আদালতে নীলাম হইবেক।

## কুষ্ঠ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ইহা সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার কুষ্ঠরোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বহু পরীক্ষার দ্বারা তাহা উপলব্ধি হওয়ায় অত্রস্থ অনেকগুলি ভদ্র লোকের অনুরোধে সাধারণের উপকারার্থে সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপন মুদ্রাঙ্কণ করিতে বাধ্য হইলাম। মূল্য প্রতি বোতল ২, টাকা।

এই ঔষধ ৪১ দিন সেবনীয়। ঔষধের মূল্যার নিয়মাবলি প্রেরণ করা যাইবে।

সাঁকারী গ্রাম
খাজিরগড় পোঃ আফিষ } শ্রীযাদবচন্দ্র মজুমদার।
জেলা বর্দ্ধমান।

## উৎকৃষ্ট গীত।

মৎপ্রণীত সঙ্গীত সদ্ভাব সন্দীপনীর ১ ম খণ্ড প্রচার হইয়াছে। মূল্য ডাকমাশুল সমেত ।১০ আনা। দুই পয়সার ডাক টিকিটে মূল্য ৪০১ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট মৃজাপুর কলিকাতা বেনরজী প্রেসে বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইব।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

## ঔষধ।

### SIGHT PRESERVER.

১। দৃষ্টি রক্ষক নামক সর্ব্ব প্রকার চক্ষু রোগের এক মাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডাক মাশুলাদি ৵০।

২। প্রমেহ রোগ নূতন বা পুরাতন যে প্রকার হউক না কেন, জ্বালা যন্ত্রণা মূত্রাধিক্য পুযস্রাব প্রভৃতি উপসর্গ নিবারিত হইয়া নিশ্চয়ই নিঃশেষে

আরোগ্য হয়। মূল্য ৪ টাকা ডাক মাশুলাদি ১ এক টাকা মাত্র।

**PROPHYLACTIC FOR HYDROPHOBIA.**

৩। ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুর প্রভৃতিতে মনুষ্যকে দংশন করিলে সেই দংশন জনিত বিষ নিবারক মহৌষধ, রোগী ক্ষিপ্ত হইলে এমন কি জল কিম্বা আলো দেখিয়া ভীত হইলেও (হাইড্রফোবিয়া কিম্বা ফটোফোবিয়া) ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। দংশনের পর যে কোন সময়ে ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিলে পরিণামে কোন ভয় থাকে না, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১০ দশ টাকা ডাকমাশুল ১।০।

৪। সর্ব্ব প্রকার ক্ষত রোগের মহৌষধ, ইহা দ্বারা পুরাতন গলিত, পারদ এবং উপদংশ জনিত সর্ব্ব প্রকার ক্ষত আরোগ্য হয়; বিশেষতঃ অল্প মাত্রায় মালিশ করিলে সর্ব্ব প্রকার চর্ম্ম রোগ নাশ হইয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা মাশুল ৵০।

আনুপূর্ব্বিক অবস্থা লিখিলে সর্ব্ব প্রকার রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা পাইতে পারিবেন।

আবশ্যক হইলে কলিকাতা, সিমলা ৫৭ নং বলরাম দের ষ্ট্রীটে শ্রীহরিমোহন সেন গুপ্তের নামে মূল্যাদি সহ পত্র লিখিবেন।

---

## নূতন পুস্তক। নূতন পুস্তক!! নূতন পুস্তক!!!

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত "হিরণ্ময়ী উপন্যাস ১ম খণ্ড" ১।০; "অবসর সরোজিনী" ২য় খণ্ড ১।০ এবং "লৌহকারাগার নাটক" ৵০ আনা। কলিকাতা আলবার্ট প্রেস ও অন্যান্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

---

যিনি এক দিবসে হৃদয় দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া ছই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায়, কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

---

## সর্ব্বশাস্ত্র সংগ্রহ।

আমরা পুরাণ এবং অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ক্রমে ক্রমে অনুবাদিত করিয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিব। মাসিক পত্রিকা যে এক মাসের খণ্ড অপর মাসে প্রচারিত হইয়া পাঠকগণকে উত্যক্ত করে সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা এই গুরুতর সাপ্তাহিক দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।

প্রথম কাণ্ডে বিষ্ণুপুরাণ প্রচার করিতে আরম্ভ করা যাইবে। প্রতি সপ্তাহে পুস্তকাকারে আটপেজি ৩ ফর্ম্মা করিয়া সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সংস্কৃত মূল, টীকা, ও বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ থাকিবে। আমরা ৯ মাস মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ সমাপ্ত করিয়া অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র আরম্ভ করিতে পারিব এরূপ ভরসা করি। গ্রাহক সংখ্যা আটশত পূর্ণ হইলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবে।

### মূল্যের নিয়ম।

বার্ষিক মূল্য ২॥০ ডাকমাসুল ১।০

গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য প্রথম অর্দ্ধ মূল্য ২৲ এবং ছয়মাস পরে অবশিষ্ট ২৲ লওয়া যাইবে।

একত্রে চারিজনে একযোড়কে লইলে ১৬ টাকা স্থলে ১১॥০ টাকাতে পাইবেন।

ভারতমিহির প্রেস ময়মনসিংহ। শ্রীকালীনারায়ণ সান্যাল। ভারতমিহির ও ভারতমিহির যন্ত্রের অধ্যক্ষ।

---

## উপহার।

সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাধু-রহস্য ও সমালোচন-পূর্ণ মাসিক পত্রিকা।

এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকাখানি বর্ত্তমান জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩।৵০। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া মূল্যসহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
সভাবাজার কলিকাতা।

---

## শীঘ্র! নির্ভয়!! নিশ্চয়!!!

**বি, এন, দাসের গনোরিয়া মিকশ্চর**

ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন, পুরাতন মেহ শ্বেতপ্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। মূল্য ২ টাকা।

৪৫ নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা।

### শক্তিসঞ্চারক আরক মূল্য ১॥০ টাকা।

ইহা দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, এবং শরীরে বলাধান হইয়া দেহ পুষ্ট ও কান্তিবিশিষ্ট করিয়া থাকে।

১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি বহুবাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দের নিকট পাওয়া যায়।

---

## নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতায় সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ⁄০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—৩৲ টাকা, ডাকমাশুল ।৵০

### চন্দনাসব।

সকল প্রকার মেহরোগের মহৌষধ।

এই সুবিখ্যাত ঔষধ নিয়মপূর্ব্বক তিন দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ এবং তৎসংক্রান্ত প্রস্রাব কালীন জ্বালা বা ধাতু নির্গমন হইলেও তিন দিবস মধ্যে রোগের বিশেষ শান্তি হইবে। এ ভিন্ন ইহা দ্বারা শ্বেত প্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র আশু শান্তি হয়। ১ শিশির মূল্য ২৲ টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাসুল ॥৵০ আনা।

### সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ... ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ॥৵০ আনা।

### মাতঙ্গি তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার সন্ধিবাত, চৌরঙ্গিবাত, কোন সন্ধি বা অঙ্গের স্পর্শ হীন, অথবা পক্ষাঘাত এবং সন্ধি স্থানের স্ফীততা, হৃৎপিণ্ড বা অন্য কোনরূপ যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, হস্ত পদাদির খেচুনি, আক্ষেপ বহুস্থৈর প্রভৃতি রোগ সকলের বিশেষ শান্তি হইয়া থাকে এবং উক্ত যন্ত্রণা হেতু নিদ্রা বিহীন হইলে যন্ত্রণা সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া সুনিদ্রা উপস্থিত হয়।

৵০ পোয়া শিশির মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৵০

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী।

" " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার
ইহাঁরা প্রশংসা পত্র দিয়াছেন।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ
মতে ঔষধালয়।
১৪০ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া।

## যোগসিদ্ধরস।

এই সুসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহ-রোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাব-কালীন জ্বালা, সপূয় ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, খড়ি জলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। ইহা আমরা বহুতর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। এ ভিন্ন দুর্গম শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর লুপ্তরজঃ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৶০।

## মালতি কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল পক্বতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। চক্ষু জ্যোতি বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরে শোণিত উত্তপ্ত হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃত প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান ও সমূহ বায়ু বিকার নষ্ট করে। এজন্য উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু, শূলমবায়ু, বুদ্ধিভ্রংশ, মৃগী, চিত্তচাঞ্চল্য, মন হু হু করা, ভুল বকা, হঠাৎ চিৎকার, হাস্য, ক্রন্দন খেঁচুনি এবং হস্তাপদাদির জ্বালা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহার মনোহর সৌরভে গৃহ আমো-দিত হয়। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৶০।

## শক্তিরস।

এই কল্যাণকর ঔষধ শ্বাসপ্রশ্বাসীয় যন্ত্রে ক্রিয়া-বান হইয়া, সর্ব্ব প্রকার সর্দ্দি, উৎকাসি, সুংড়ি, কাস, শ্বাসকাস, রক্তোৎকাস, বক্ষঃ বেদনা, পার্শ্বশূল, জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ সংযুক্ত অতি উৎকট অবস্থাপন্ন হইলেও রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। এবং কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল ঔষধ সেবনে ক্ষয়কাস এবং যক্ষাকাস ও বিনষ্ট হয়। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৶০।

## কামোদ্দীপক রসায়ন।

অতিশয় মানসিক চিন্তা, পীড়াক্রমে বহু দিব-সের মেহ পীড়া, অতিশয় ইন্দ্রিয় পরবশতা, অপরিমিত শুক্র ক্ষয়, স্নায়ু বিকার বা উহার নিস্তেজস্কতা কারণ বশতঃ সর্ব্বদা যে ধাতু তরল, অধিক স্বপ্নদোষ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, শিথিল ইন্দ্রিয়, পুরুষত্বের হানি বা ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, তৎ-সমুদয় এই রসায়ন সেবনে আরোগ্য হয় এবং শরীরের বল বীর্য্যাদি সংশোধিত হয় এবং সমধিক রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। ১০ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ৩ প্যাকিং ৶০।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
শ্রীপ্যারিলাল স্বর্ণকারের বাটী।
কলিকাতা সিমুলিয়া।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া

## সঙ্কট তৈল।

অর্দ্ধ ড্রাম শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৶ আনা। কর্ণের ঘা, পূয, কটকট, বেদনা, সন সন, ভোঁ ভোঁ, বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

## মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ।০ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, মেড়ে ফুলা, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীবিহারিলাল বর্ম্মণঃ
৩৪ নং চোরবাগান
ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

কল্পদ্রুম যন্ত্র মৃজাপুর কলিকাতা } শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

## আচার্য্যের উপদেশ।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাঙ্গালা বক্তৃতাগুলি মুদ্রিত হইতেছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। কলিকাতা ৬ নং কালেজ স্কোয়ার শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্রের নিকট ৷১০ আনা ডাক মাশুল সহ ৸০ আনা করিয়া মূল্য পাঠাইলে তিন তিন খণ্ড একত্র যাইবে।

## অব্যর্থ বেদনানিবারক।

এই ঔষধ লেপনে দেহের যে স্থানে যে কোন প্রকার বেদনা হউক না কেন, বুকে ব্যথা, পিঠে ঘাড়ে, কোমরে, হাতে, পায়ে, গ্রন্থিতে ব্যথা, যে কোন প্রকার ও যত দিনের বাত হউক না কেন পক্ষাঘাত, গ্রন্থীসংকোচন, শূল ব্যথা, ফোলা, মচ্কা ব্যথা, কাণীর ব্যথা, শিরঃপীড়া, কাণে ব্যথা ইত্যা-দিতে এই ঔষধ মহোপকারী। সহস্রাধিক প্রশংসা-পত্র দেখান যাইতে পারে। মূল্য ছোট বোতল ২ ও বড় ৪, প্যাকিং ।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

ডবলিউ রুড়র এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিব-নারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি
বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

## শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

## কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে কেশ হীনতা (টাক) ও অকাল পক্বতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১, ডাকমাশুল ।৶০

## সুর সুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক ও রোগ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২, ডাকমাশুল ৷০

## নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় জ্বর অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷০ ডাকমাশুল ৷৶০

উপরোক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

দ্বিতীয় ভাগ কল্পদ্রুমের অষ্টম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬৲ টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৹ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
৩। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৪। উপন্যাস।
৫। ফুল তোমার জন্য ফুটে না।
৬। মনুসংহিতা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃন্দু ওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

---

## বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কলিকাতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৯৭ নং কলেজ স্কোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাসুল সহ ৸৹ আনা মাত্র।

---

## সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৩৭ নং চিৎপুর রোড—গরাণহাটা—কলিকাতা।

সঙ্গীত বিদ্যা বিশারদ রাজশ্রীসৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিউজিক ডাক্তর মহাশয় তাঁহার কৃত সঙ্গীত শিক্ষা করিবার বিশুদ্ধ পুস্তকগুলি বিক্রয়ের কারণ এই পুস্তকালয়ের উপর ভারার্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত ও অন্যান্য ইংরাজি বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত পুস্তক সকল এই কার্য্যালয়েই উচিত মূল্যে পাইবেন।

| | মূল্য | ডাক মাশুল |
|---|---|---|
| যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা | ৩৷৹ | ৷৹ |
| সঙ্গীতসার | ৪৷৹ | ৷৹ |
| কণ্ঠকৌমুদী | ২৷৹ | ৷৹ |

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল
ম্যানেজার।

---

## বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

## প্রকৃতি।

বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা।
(আকার ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ।)

ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। মফস্বলে ডাক মাসুল লাগিবে না। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য না পাইলে বিদেশে পত্রিকা পাঠান যাইবে না।

এই পত্রিকার সাহায্যে শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী সি আই, মহোদয়া দুই শত টাকা দান করিয়াছেন।

প্রকৃতি কার্য্যালয়
৪৮ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর।

---

## ভাগবত তত্ত্বকৌমুদী।

এই খানি সকলের সুখপাঠ্য সরল সাধু ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য অনুবাদ, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য সংস্কৃত মূল ও স্বামিকৃত টীকাও দেওয়া হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ২৸৹ টাকা। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইব। অগ্রিম মূল্য না দিলে পুস্তক পাঠান যায় না।

শ্রীঈশান চন্দ্র বসু
বৃন্দুওস্তাগরের লেন ১০ নং কল্পদ্রুম যন্ত্র
কলিকাতা মৃজাপুর

---

মৎ প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৭ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

## ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫৷৷৹ টাকা ডাক মাশুল ৷৹

## আর্য্য গৃহ চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সর্দ্দিগরমি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷৹ টাকা ডাকমাশুল ৵৹

## আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।
১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির সচিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ৷৹

## আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵৹

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

---

## পঞ্চানন্দ

### রসভাবে পরিপূর্ণ

উচ্চ অঙ্গের রাজনীতি, সমাজনীতি, সুনীতি এবং দুর্নীতির সমালোচন। সাহিত্যের স্বর্গলাভ গদ্য পদ্যের আদ্যশ্রাদ্ধ। গ্রাহক হইলেই ছবি।

মাসে দুইবার দেখা।
নির্ব্বোধের নাম বোকা॥

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র; ডাকমাসুল লাগে না। নিতে হয় ত, দেরি নয়। কলিকাতার এজেণ্ট—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মেডিকেল লাইব্রেরি ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

৪৪ রসারোড ভবানীপুর } শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কার্য্যাধ্যক্ষ।

---

## কল্পলতা।

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। "স্বর্ণলতা" লেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ১৷৶ আনা।

সপ্তম খণ্ড হইতে সম্পাদকের "স্বর্ণলতা লেখক" "হরিষে বিষাদ" নামে একটী উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে এই পত্রিকা বিদেশে প্রেরিত হয় না।

৪৪ রসারোড ভবানীপুর } শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কার্য্যাধ্যক্ষ।

## ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, গৃহচিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা পুস্তকসহ ঔষধের বাক্স, শিশি, কর্ক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রী হয়। সচিত্র মূল্য নিরূপণ পত্র ও পোষ্ট কার্ড বিজ্ঞাপনী বিনা মূল্যে বিতরিত।

### ঔষধের মূল্য

| | ১ ড্রাম | ২ ড্রাম | বাক্স। | | |
|---|---|---|---|---|---|
| মাদা টিং | ৷৵০ | [illegible] | ওলাউঠা বাক্স | ২৷০ | ৩৷০ |
| ক্ষুদ্র বড়ী | ।৵০ | ৷৵০ | সাধাঃ চিকিঃ | ৮৲ | ১২৲ |
| ডাইলিউসন | ।০ | ।৵০ | জ্বররোগের | ৫৲ | ১০৲ |

### বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

| | | | |
|---|---|---|---|
| চিকিৎসা বিজ্ঞান | ৫৲ | চিকিৎসা সূত্র | ৷৵০ |
| ওলাউঠা চিকিৎসা | ।০ | ওলাউঠা চিকিৎসা হিন্দি | ।৵ |
| স্ত্রী চিকিৎসা | ১৲ | প্রমেহ, শুক্রক্ষরণ | ।৵ |
| ঔষধগুণ সংগ্রহ | ১।০ | হাম ও বসন্ত চিকিৎসা | ৵১০ |
| অস্ত্র চিকিৎসা | ।০ | হোমিওপ্যাথিক কি ? | ৵০ |

ভারতচিকিৎসক, বার্ষিক মূল্য ১৷৵ ডাক মাশুল ।৵০।

### দত্ত-প্রেস।

আমাদিগের ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল দাখিলা, রসিদ, লেবল প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষরে সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে।

প্রেস, কেস, অক্ষর প্রভৃতিও এখানে বিক্রয় হইয়া থাকে।

### নিউ লাইব্রেরি।

এখানে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সকল প্রকারের পাঠ্য পুস্তক, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণাদি, ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক ও নভেল ইত্যাদি বিক্রয় হয়। অধিক টাকার পুস্তকে কমিশন দেওয়া যায়।

### বিনা মূল্যে বিতরণ।

### সংস্কৃত মূল ও শ্রীমদ্ভাগবৎ।

১ ম ও ২য় স্কন্ধ ৩২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

ডাক মাশুল ।০ আনা মাত্র।

ঐ বাঙ্গালানুবাদ।

দশম একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ ১১ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

ডাক মাশুল ২৷০ টাকা মাত্র।

হরিবংশ মূল হইতে অনুবাদিত। ইহা দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। প্রথমতঃ ১ টাকা পাঠাইলে ক্রমে সমস্ত পাইবেন।

৩৯ নং গরাণহাটা শ্রীশ্রীনাথ দাসের নিকটে এবং ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট জেনারেল লাইব্রেরীতে শরচ্চন্দ্র দত্তের নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত।

---

## শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের

## আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

### বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি এই, ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিকের হীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতি ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া " প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে " স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ২ টাকা।
ঘৃত ৵০ পোয়া ... ... ... ৩ টাকা।
তৈল ।০ পোয়া ... ... ... ৪ টাকা।

### জ্বরারি কষায়।

( পরীক্ষিত মহৌষধ। )

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ু দূষিত জ্বর, ( ম্যালেরিয়া ) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ... ১৷০ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাসুল ... ৵০ আনা।

### শিবাঘৃত।

( নপুংসক শৃগাল কাথে প্রস্তুত ).

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ুরোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

### রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ুরোগ, মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ডাকমাসুল ... ... ৵০ আনা।

---

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

☞ এই পত্র কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃন্দাবন ওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " । ১০ ম সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৭ সাল ৮ ই আষাঢ়। ইং ১৮৮০। ২১ এ জুন।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।




## সোমপ্রকাশ।

৮ ই আষাঢ় সোমবার।

---

### ১৮৫৪ অব্দের শিক্ষা সংক্রান্ত পত্র ও ইণ্ডিয়ান মিরার।

নদী, নদ, হ্রদ, সাগর প্রভৃতির স্রোতের গমনাগমনের কাল ও দিক নির্দ্দিষ্ট আছে. যে সকল নদী ও নদ পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার স্রোত নিয়তকাল সাগরাভিমুখে যাইতেছে। বর্ষাকালে নদীর শরীর পুষ্ট হয়, স্রোতও প্রবল হয়, কিন্তু সেই সমুদ্রাভিমুখেই যায়, বিশেষের মধ্যে এই হয়, স্রোতের গতি কেবল দ্রুততর হইয়া থাকে। সমুদ্রের স্রোতেরও নিয়মিত দিক ও নিয়মিত পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু রাজনীতি-স্রোতের গতি নিরূপিত নাই। কখন্ কোন্ দিকে বহিয়া যায়, তাহার নির্ণয় করা ভার। আমরা দেখিতেছি, গত কয় বৎসরের মধ্যে শিক্ষাসংক্রান্ত নীতির কত প্রকার পরিবর্ত্ত হইয়া গেল। লার্ড মেয়োর অধিকার কালে উচ্চ শিক্ষার প্রাণ কণ্ঠগতপ্রায় হইয়াছিল। লার্ড নর্থব্রুক ও লার্ড লিটনেরও উচ্চ শিক্ষার প্রতি তাদৃশ অনুকূল দৃষ্টি ছিল না। সম্প্রতি মারকুইস রিপন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল হইয়াছেন, শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিরও পরিবর্ত্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি বক্তৃতাকালে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, সর চার্লস উড (লার্ড হেলিফক্স) ভারতবর্ষের যে শিক্ষা সংক্রান্ত নীতির উদ্ভাবন করেন, মারকুইস রিপন [illegible] কার্য্য করিবেন। সর চার্লস উডের প্রণীত শিক্ষা সংক্রান্ত পত্রের উদ্দেশ্য এই, গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং শিক্ষা দানের ভার গ্রহণ করিবেন না। সাহায্য দান দ্বারা এদেশীয় লোকের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। এদেশীয় লোকেরাই স্বয়ং স্ব স্ব সন্তানগণের শিক্ষাকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবেন, যদি আবশ্যক হয় গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দান করিবেন এই মাত্র। কিন্তু যে পর্য্যন্ত এদেশীয়েরা স্বাধীন ভাবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সমর্থ না হইবেন, তাবৎ গবর্ণমেণ্ট হস্তসঙ্কোচ করিবেন না।

ইণ্ডিয়ান মিরার মারকুইস রিপনের নিকটে এই প্রস্তাব করিয়াছেন, কলিকাতায় উক্ত শিক্ষাসংক্রান্ত পত্রের মর্ম্মানুসারে কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় ধনী ব্যক্তিদিগের উপরে স্ব স্ব সন্তানগণের শিক্ষাদান কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া অপসৃত হউন। এদেশীয়দিগের উপরে শিক্ষাকার্য্যের ভার অর্পণ করিলে যে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, তাহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তাবকর্ত্তা মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন বিদ্যালয়কে উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান মিরারের এ প্রস্তাবটী ঠিক হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে না। এদেশীয়দিগের স্বাধীন ভাবে স্ব স্ব সন্তানগণের শিক্ষাকার্য্যের ভার গ্রহণ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মিরর সম্পাদক যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেটী সৎসিদ্ধান্ত নয়। তিনি যে যোগ্য সময় উপস্থিত হইয়াছে মনে করিতেছেন, বাস্তবিক সে সময় উপস্থিত হয় নাই। লেখাপড়া শিক্ষা-বিষয়ে এদেশীয়দিগের অপেক্ষাকৃত অনুরাগ জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু যে অনুরাগের বলে ইউরোপীয় সমাজ শিক্ষাকার্য্যে দানবিষয়ে মুক্তহস্ত, এদেশীয়েরা আজও সে অনুরাগ[illegible] নাই। লামার্টিনিয়র প্রভৃতির ন্যায় [illegible]

এপর্য্যন্ত শিক্ষাসম্বন্ধে সর্ব্বস্ব দান করিয়া অসামান্য বদান্যতার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন? যাঁহার অতুল সম্পদ আছে, সন্তান নাই, তিনি ভাবিয়া আকুল হন, কিরূপে সেই বিপুল বিভবের বিনিয়োগ করিবেন। যে পর্য্যন্ত না একটী দত্তক গৃহীত হয়, তাবৎ তাঁহার চিত্ত সুস্থির হয় না। যদি উপকারিতার ইতর বিশেষ ধরিয়া পুণ্যের ইতর বিশেষ হওয়া ন্যায়ানুগত হয়, তাহা হইলে যে কার্য্যে অধিক উপকার, সেই কার্য্যই যে অধিকতর পুণ্যের কার্য্য সন্দেহ নাই। পোষ্য পুত্রকে সর্ব্বস্ব দান না করিয়া যদি দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকের অজ্ঞান বিমোচনার্থ সর্ব্বস্ব দান করা যায়, তাহাতে যে অগণ্য পুণ্য সঞ্চয় হয়, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু সেই পুণ্যের উদ্দেশ্যে কয় জন লোক স্বদেশের শিক্ষাকার্য্যে সর্ব্বস্ব দান করিয়া থাকেন? কয় জন লোক শিক্ষাকার্য্যে অকাতরে ব্যয় করিতে পারেন? ইউরোপীয় সমাজের ও এদেশীয় সমাজের গঠন ভিন্ন প্রকার। এখানকার সমাজের পুণ্য অর্জ্জন রীতিও ভিন্ন প্রকার। এখানকার লোকে শিক্ষা কার্য্যে সর্ব্বস্ব দান করা অপেক্ষা দত্তক গ্রহণ করিয়া তাহাকে সর্ব্বস্বদান করাই প্রার্থনীয় জ্ঞান করিয়া থাকেন।

এদেশের সংস্কার এই, দত্তক গ্রহণ করিলে বংশের নাম থাকে এবং পিতৃলোক পিণ্ডলাভ করিয়া প্রীত হন। এখনকার দিনে এটী নিতান্ত ভ্রান্তিময় সংস্কার। ঔরস পুত্র হইতেই বংশের নাম থাকে না, দত্তক হইতে নাম থাকিবে, তাহার সম্ভাবনা কি? কয় ব্যক্তি আপনার সপ্তম পুরুষের নাম বলিতে পারেন? প্রতিবেশবাসিরাই বা কয় ব্যক্তির কয় পুরুষের নাম জানেন? পিণ্ড-দান-সম্বন্ধে বক্তব্য এই, অধিকাংশ দত্তক যে প্রকার সৎপাত্র হইয়া থাকেন, তাহাতে পিতৃলোক তাঁহাদের হস্তের পিণ্ড ভক্ষণার্থ পেট বান্ধিয়া বসিয়া থাকেন না। অধিকাংশ দত্তক ধনস্বামির দত্ত অর্থ মদ্য বারাঙ্গনাদি সেবনরূপ ব্যসনকার্য্যে প্রায় পর্য্যবসিত করিয়া থাকেন। অর্থের তাদৃশ অসৎ বিনিয়োগের অপেক্ষা স্বদেশের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলনার্থ সর্ব্বস্ব দান করা কি শ্রেয়ঃকর নয়? দেশের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এ সকল বুঝিতে পারেন না, এরূপ নয়। তাঁহারা এ সকল বুঝিয়াও যখন শিক্ষাকার্য্যে অকাতরে ব্যয় করিতে সাহসী হন না, তখন মিরারের প্রস্তাবিত বিষয় সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা কি? ফলতঃ যাবৎ এদেশীয় সমাজের শিক্ষা কার্য্যে দান বিষয়ে মুক্তহস্ততা না জন্মিবে, তাবৎ ইণ্ডিয়ান মিরারের প্রস্তাবিত বিষয় কার্য্যে পরিণত হওয়া উচিত নয়। কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টের যে বিদ্যালয় আছে, তৎসদৃশ বিদ্যালয়ের বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন, আজও এদেশীয়দিগের সে অবস্থা হয় নাই। ইণ্ডিয়ান মিরার মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসন বিদ্যালয়ের যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, সেটী দুর্ব্বল ও বিরল দৃষ্টান্ত। উক্ত বিদ্যালয়ে দর্শন-বিজ্ঞানাদি শিক্ষার উপযোগী উপায় সমাবেশের কি সম্ভাবনা আছে? আমরা বিরল দৃষ্টান্ত বলিলাম, তাহার কারণ এই, উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের সদৃশ কার্য্যদক্ষ অধ্যবসায়সম্পন্ন কার্য্যব্যবস্থাজ্ঞ বুদ্ধিমান যোগ্য লোক কলিকাতায় কয় জন আছেন?

গবর্ণমেণ্ট যদি এখন নিজ কলিকাতার কালেজটী উঠাইয়া দেন, বঙ্গদেশের যে ক্ষতি হইবে, সে ক্ষতি পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। মিরার সম্পাদক স্বয়ংই লিখিয়াছেন, অন্য অন্য কালেজ গবর্ণমেণ্ট কালেজের প্রতিযোগিতায় সমর্থ হয় না। ইউরোপীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত কালেজই যখন প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইল না, তখন এদেশীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত কালেজ যে গবর্ণমেণ্ট-কালেজের বিলোপ-জন্য ক্ষতির পূরণে সমর্থ হইবে, ইহা কি সম্ভাবিত? উপরে যেরূপ প্রতিপন্ন করা হইল, তাহাতে ইণ্ডিয়ান মিরারের কৃত প্রস্তাব কেবল যে অসাময়িক হইয়াছে এমন নয়, এই প্রস্তাবের অনুরূপ কার্য্য হইলে বঙ্গদেশের মহা অনিষ্ট ঘটিবে সন্দেহ নাই।

---

## আইনের দোষ।

### খোদহাকিমী।

যেমন নানা রোগ আসিয়া যক্ষ্মা রোগ গ্রস্ত ব্যক্তির শরীর আশ্রয় করে, সেইরূপ নানা দোষ ভারতবর্ষের আইন আশ্রয় করিয়া আছে। আমরা গত বারে একটী দোষের উল্লেখ করিয়াছিলাম। যেখানে মৌরাসী মকররী প্রভৃতি পাকা বন্দোবস্ত নাই, সেখানে কোন ব্যক্তি যদি অবাধে খালি জমি বার বৎসর ভোগ করে, তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব জন্মে; কিন্তু ভদ্রাসন শত বৎসর ভোগ করিলেও তাহাতে তাহার দখলী স্বত্ব হয় না। এটী আইনের একটী মহৎ ত্রুটি। এটী যেমন অনিষ্টকারক, আইনের অস্পষ্টতা দোষও তেমনি মহৎ অনিষ্টকারক। ঐ অস্পষ্টতা-দোষ নিবন্ধন সময়ে সময়ে বিষম অবিচার ঘটিয়া থাকে। সম্প্রতি সোণাপুর থানার অন্তঃপাতী চাঙ্গড়িপোতা গ্রামের এক মকদ্দমায় আইনের এই অস্পষ্টতা দোষে অতিশয় অবিচার ঘটিয়াছে। ঐ গ্রামের কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির উদ্বাস্তুর উপর দিয়া বাটী জলের নির্গমনের বহুকালের একটী জলপথ আছে। চক্রবর্ত্তীরা কয়েক বৎসর হইল, ঐ পয়ঃপ্রণালিটী পাকা করিয়া বাঁধিয়া দেয়। বর্ত্তমান সনের ২১ ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার উক্ত গ্রামের শম্ভুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বলপূর্ব্বক ঐ পথ বন্ধ করিয়া দেন। তন্নিবন্ধন ১০ আইনের ৫৩২ ধারানুসারে আলিপুরের মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অভিযোগ হয়। ১০ ই জুন বৃহস্পতিবার মকদ্দমাটী অগ্রাহ্য হইয়াছে। বাবু রাখালদাস মুখোপাধ্যায়ের নিকটে মকদ্দমাটী সোপরদ্দ হইয়াছিল। তিনি বলেন, হাইকোর্ট মাজিষ্ট্রেটকে এ প্রকার জলপথের মকদ্দমা করিবার নিষেধ করিয়াছেন। তবে যদি মাজিষ্ট্রেট বিবেচনা করেন, মকদ্দমা লইতে পারেন।

এ স্থলে আইনের অস্পষ্টতা-নিবন্ধন একটী মহা অনিষ্ট ঘটিয়া গেল। হাইকোর্ট মাজিষ্ট্রেটকে যে জলপথের মকদ্দমা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য কি? জলপথের মকদ্দমা উপস্থিত হইলে প্রায়ই স্বত্বাস্বত্বের বিচার করা আবশ্যক হইয়া উঠে। স্বত্বাস্বত্বের বিচার দেওয়ানী আদালতের কার্য্য, মাজিষ্ট্রেটের তদ্বিষয়ে অধিকার নাই। অতএব হাইকোর্ট ফৌজদারী আদালতকে দেওয়ানী আদালতের কর্ত্তব্য কার্য্য যে স্বত্বাস্বত্বের বিচার, তাহার যে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা উত্তমই হইয়াছে। আইনের ভাবে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যেখানে স্বত্বাস্বত্বের বিচার নয়, সেখানে হাইকোর্টের নিষেধ নয়। এই কারণে হাইকোর্ট মাজিষ্ট্রেটের ইচ্ছাকৃত সংবিবেচনার উপরে নির্ভর করিয়াছেন। আমরা যে মকদ্দমার কথা কহিতেছি, তাহাতে স্বত্বাস্বত্বের কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত ছিল না। প্রতিবাদীরা স্বমুখেই স্বীকার করিয়াছেন, জলপথ আছে। তাহা যদি হইল, তাহা হইলে বাদিগণের জলপথে যে স্বত্ব আছে, সে বিষয়ে সংশয় থাকিতেছে না। যদি সংশয় না রহিল, তবে স্বত্বাস্বত্ব-বিচারের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা কি? যদি স্বত্বাস্বত্ব-বিচারের প্রসঙ্গ না রহিল, তবে মাজিষ্ট্রেট বিচার করিতে না পারিবেন কেন? প্রতিবাদীরা যে খোদহাকিমী করিয়া জলপথ বন্ধ করিলেন, মাজিষ্ট্রেট তাহা যদি খোলসা করিয়া না দেন, কে দিবে? মাজিষ্ট্রেট কি খোদহাকিমীর নিবারণকর্ত্তা নন? বোধ কর, একজন খোদহাকিমী করিয়া এক জনের বাটীর প্রবেশ পথ বন্ধ করিয়া দিল। সে ব্যক্তি কি বাটীর মধ্যে রুদ্ধ থাকিয়া প্রাণত্যাগ করিবে? মাজিষ্ট্রেট কি সে পথ খোলসা করিয়া দিবেন না? মাজিষ্ট্রেট পথের স্বত্বাস্বত্ব-বিচারে অধিকারী নন বটে, কিন্তু চিরকালের স্বত্বাস্পদীভূত পথ খোলসা করিয়া দিবার কি অধিকারী নন? [illegible] সাধারণো সংস্কার এই, কেহ কোন বিষয়ে বেদখল করিলে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে গেলে তিনি দখলকারির দখল বজায় করিয়া দেন। এই কারণ লোকে ছুটিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকটে যায়। অভিযোগ অবিশুদ্ধ

হইয়াছিল বলিয়া কি নালিশ অগ্রাহ্য হইয়াছে? জলপথ খোলাসা করিবার যখন প্রার্থনা ছিল, তখন অভিযোগ অবিশুদ্ধ হয় নাই। তবে আইনের ধারাগত বৈলক্ষণ্য ঘটিবার সম্ভাবনা। তাহাতে কিন্তু অভিযোগকারির মূল প্রার্থনীয় অনিষ্ট নিবারণের বাধা জন্মে না।

আর একটী কথা এই আইনে আছে মাজিষ্ট্রেট যদি বিবেচনা করেন, মকদ্দমা লইতে পারেন। আমরা যে জলপথের মকদ্দমার কথা কহিলাম, সেটী কি মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ বিবেচনার স্থল নয়? এক ব্যক্তির বাটীর চিরকালের জলপথ বদ্ধ হইয়া গেল। তাহার বাটীর জল নির্গমের অন্য পথ নাই, বাটীতে জল বসিতে লাগিল। একে ত আমাদের দেশ ম্যালেরিয়ার অনুগৃহীত, তাহাতে যে বাটীতে নিয়ত জল বসিতে লাগিল, সে বাটীর স্বাস্থ্য কতক্ষণ থাকিতে পারে? ম্যালেরিয়া মহোদয় অল্প দিনের মধ্যেই সপরিবারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। ঘটনাতেও তাহাই ঘটিয়াছে। বাদীর বাটীর অধিকাংশ লোক পীড়িত হইয়াছেন। বিশেষতঃ জল বসিয়া ঘর পড়িয়া যাইবার সমধিক সম্ভাবনা। এরূপ স্থল যদি মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ বিবেচনার স্থল না হইল, তবে কোন্ স্থল বিশেষ বিবেচনার স্থল হইবে?

আমরা বিচারপতিকে দূষিত করিতেছি না, আইনের অস্পষ্টতা নিবন্ধনই উল্লিখিত দোষ ঘটিয়াছে। কেহ তাঁহাকে এ সকল কথা বুঝাইয়া দেয় নাই। আইন যখন নীরব, তখন বুঝাইয়া দিলেও কাজ হইত কি না সংশয়স্থল। অতএব আমাদিগের বক্তব্য এই, আইন ব্যাখ্যাতাদিগের কর্ত্তব্য উক্ত আইনের উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া দিয়া দরিদ্রদিগের বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার পথ মুক্ত করিয়া দেন।

আইনের অস্পষ্টতানিবন্ধন যে কিরূপ অনিষ্ট ঘটে, আমরা তাহার একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। আর্য্যজাতীয় শাস্ত্রকারেরা পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্রের অভাবে মৃত ধনে পত্নীর অধিকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু পত্নী ধনাধিকারিণী হইয়া তাহার পর যদি ব্যভিচারিণী হয়, সে সেই ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে, স্পষ্টাক্ষরে এ কথার উল্লেখ করেন নাই। বিশেষ করিয়া এ কথার উল্লেখ করা আবশ্যক বোধও হয় নাই। পত্নীকে ধনাধিকারিণী হইয়া যেরূপে সেই ধনের রক্ষা, উপভোগ ও ব্যয়াদি করিতে হইবে, তাহার যে প্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝা যায়, পত্নী ধনাধিকারিণী হইয়া ব্যভিচারিণী হইলে সেই ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, স্পষ্ট নির্দ্দেশ না থাকাতে গে বৎসর হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পত্নী ধনাধিকারিণী হইয়া ব্যভিচারিণী হইলেও ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না। দেখ পাঠক! আইনের অস্পষ্টতা নিবন্ধন কেমন অনিষ্ট ঘটিয়াছে। শাস্ত্রকারেরা ধনাধিকারিণী পত্নীর স্বপতি ধনের উপভোগাদির যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা এই:—

স্ত্রীর স্বপতি ধনের উপভোগমাত্র ফল। স্ত্রীগণ পতিধনের কোনরূপ অপহার করিবে না। যে ব্যয়ে পূর্ব্ব ধনস্বামীর উপকার না হয়, তাদৃশ অপব্যয় অপহার শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া উপভোগ করিবে না। যাহাতে স্বশরীর ধারণ করিয়া জীবিত থাকিয়া ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করিয়া স্বামীর উপকার সাধন করিতে পারে, কেবল তদুচিত ব্যয়ই করিবে। অধিক ব্যয় বা অপব্যয় করিবে না। আর একস্থলে লিখিত হইয়াছে, পত্নী দুহিতরশ্চৈব ইত্যাদি বচন দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে যে সমস্ত পরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহারা পত্নীর অধিকার হইবার পূর্ব্বে যেমন ধন গ্রহণ করিত, জাতাধিকার পত্নীর অধিকারধ্বংস হইলেও তেমনি ভোগাবশিষ্ট ধন গ্রহণ করিবে। অধিকারধ্বংসের প্রতি যেমন মরণ কারণ, পাতিত্যও তেমনি কারণ। পুনঃ পুনঃ ব্যভিচারাধীন স্ত্রীলোকের পাতিত্য জন্মে (১)।

ইত্যাদি প্রমাণ-প্রয়োগ-সত্বেও হাইকোর্টের সর বার্ণেস পিককের সদৃশ মহামতি বিচারপতিরাও, ব্যভিচারিণী ধনাধিকার ভ্রষ্ট হইবে শাস্ত্রে একথা স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে, যখন ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তখন উক্ত বিচারপতি যে ভ্রমে পতিত হইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। জলপথ যেমন আবহমান প্রচলিত আছে, তেমনি থাকুক, প্রতিবাদীরা দেওয়ানী আদালতে যাউন, এই আজ্ঞা দিলেই কি উচিত কার্য্য হইত না? এই আজ্ঞা না দেওয়াতে খোদহাকিমীর কি অনুমোদন করা হয় নাই? এইরূপ যদি সকলেই খোদ হাকিমী করে, তাহা হইলে ত হাকিমেরা অধিকারচ্যুত হইলেন, তাঁহাদিগের ত অন্নমারা গেল।

খোদহাকিমীর অনুমোদন হউক আর না হউক বিচারপতির বিচারে ভ্রম হউক আর না হউক তাহার নির্ণয়ার্থ আমরা ব্যস্ত নহি। আমরা ব্যস্ত এই, তিনি ভ্রাতার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। ব্রাহ্মণেরা ধনেপ্রাণে মারা যাইবার উপক্রম হইয়াছে। বাটীর জল বাহির হইবার অন্য কোন পথ নাই। জল নির্গমের যে পথ ছিল, তাহা রুদ্ধ হইয়াছে, বাটীতে অনবরত জল বসিতেছে, ইহার মধ্যেই বাটীর অধিকাংশ লোকের পীড়া হইয়াছে। যদি এরূপ জল বসে, কেহ যে সুস্থ থাকিবে, এরূপ বোধ হয় না, বাটী পড়িয়া যাইবারও সম্ভাবনা। দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া জলপথ মুক্ত করা সহজ কথা নয়। দেওয়ানী আদালতের গদাইনস্করী চাল। অল্প দিনে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় না। দেওয়ানী আদালতের মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বনিষ্পত্তি হইবার সম্ভাবনা। মাজিষ্ট্রেট কি একবার এ বিষয়ের অনুসন্ধান লইবেন না? দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন রাজার পরম ধর্ম্ম। যে রাজা এই কর্ত্তব্যটী বুঝিতে পারেন, সেই রাজার রাজ্যেই আমাদের বাস। যে রাজা এই কর্ত্তব্য বুঝিতে না পারেন, তাঁহার রাজ্যে আমাদের বাস নহে। শিষ্ট ও দুর্ব্বল ব্রাহ্মণদিগের এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার কি কোন পথ হইবে না? ব্রাহ্মণেরা যে দুর্ব্বল, চিরকালের জলপথ বদ্ধ হওয়াতেই তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। "দুর্ব্বলস্য বলং রাজা" রাজাই দুর্ব্বলের বল। দুর্ব্বলের উপরে কোন প্রকার অত্যাচার না হয়, যে গবর্ণমেণ্টের এই নীতি, সেই গবর্ণমেণ্টের অবয়বভূত রাজপুরুষেরা কি দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার-সংবাদ শুনিয়া সুস্থির ও নীরব হইয়া থাকিবেন? মাজিষ্ট্রেট যদি এই সময়ে এক দিন হঠাৎ যাইয়া উপস্থিত হন, স্বচক্ষে ব্রাহ্মণদিগের দুর্দ্দশা দেখিতে পাইতে পারেন। মকদ্দমার কাগজ পত্র তলব করিয়া দেখাও কর্ত্তব্য। তিনি যদি উপেক্ষা করেন, কমিসনর উপেক্ষা করিবেন এরূপ বোধ হয় না। কমিসনর যদি উপেক্ষা করেন, আমাদের ন্যায়বান লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কোন ক্রমেই উপেক্ষা করিবেন না। তিনি বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানে আছেন, তিনি সকল বিষয়েরই দায়ী।

গত সপ্তাহে আমরা সাক্ষীর দুর্দ্দশা বলিয়া যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম, এই প্রসঙ্গে তৎসম্বন্ধে কিছু বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। আমরা যে জলপথ

---

(১) তথা দানধর্ম্মে। স্ত্রীণাং স্বপতিদায়স্তু উপভোগফলঃ স্মৃতঃ। নাপহারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ পতিদায়াৎ কথঞ্চন।

উপভোগোঽপি ন সূক্ষ্মবস্ত্রপরিধানাদিনা কিন্তু স্বশরীর ধারণেন পত্যুরুপকারকত্বাৎ দেহধারণোচিতোপভোগাভ্যনুজ্ঞানং এবঞ্চ ভর্ত্তুরৌর্দ্ধদেহিকক্রিয়াদ্যর্থং দানাদিকমপ্যনুমতং অতএব নাপহারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুরিত্যপহারবচনং অপহারশ্চ ধনস্বাম্যনুপযোগে ভবতি।

অতঃ পত্নী দুহিতরশ্চেত্যাদিনা যে পূর্ব্বপূর্ব্বস্যাভাবে পরভূতাধিকারিণোনির্দ্দিষ্টাস্তে যথা পত্ন্যধিকারপ্রাগভাবে গৃহীয়ুস্তথা জাতাধিকারায়াঃ পত্ন্যা অধিকারপ্রধ্বংসেঽপি ভোগাবশিষ্টং ধনং গৃহীয়ুঃ তদানীং দুহিত্রাদ্যধীনামেবানাপেক্ষ্য মৃতোপকারত্বাৎ মৃতোধনাধিকারঃ।

[illegible]পভোগমাত্রমেব বিবক্ষিতং। কিন্তু পতিতপ্রব্রজিতত্বা- [illegible]নাশহেতুতাসাম্যাৎ। দায়ভাগঃ।

বন্ধের কথা কহিলাম। উভুলক মারপীট হইয়াছিল। যিনি মারপীট মকদ্দমার বাদী হন, তাঁহার বয়ঃক্রম বাষাট্টি বৎসর। ২৭। ২৮ বৎসর বয়স্ক তাঁহার একটী পুত্র। তাঁহাকে মারিয়া ফেলিল, এই চীৎকার শুনিয়া তাঁহার রক্ষার্থ আসিয়াছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি তাঁহাদের সহকারী ছিলেন না। পুত্রটীও বলিষ্ঠ নন। পক্ষান্তরে ৭। ৮ জন ছিলেন। এরূপ স্থলে কাহার যে মার খাইবার সম্ভাবনা, পাঠক তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। সাক্ষি-বাক্যের দোষে এ মকদ্দমাটীও অগ্রাহ্য হইয়াছে। একজন সাক্ষী বলিলেন, আমি মারিতে দেখিয়াছি, কিন্তু কে মারিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। আর একজন বলিলেন আমি ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে দেখিয়াছি, কিন্তু কে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে, তাহা জানি না। এরূপ স্থলে বিচারপতি কাহার দণ্ড করিবেন? আমরা সাক্ষীদিগের গুণ বর্ণনার্থই শেষোক্ত বিষয়টীর প্রসঙ্গ করিলাম। এ প্রকার সাক্ষ্য দিতে যাওয়াই বা কেন? লোক হাঁসানই বা কেন? এটী আমাদের সমাজের শোচনীয় অবস্থা। কবে যে এ অবস্থার সংশোধন হইবে, তাহা বুঝিতে পারি না।

——:০:——

## সাপুরের হত্যার মকদ্দমা।

উক্ত মকদ্দমার আসামীরা হাইকোর্টের বিচারে মুক্তিলাভ করিয়াছে। আমরা বধদণ্ডের প্রতিবাদী। অতএব ধড়কড়ত্ত মনুষ্যের যে ফাঁসী হইল না, এটী আমাদের আনন্দের বিষয় হইয়াছে। দুষ্টের যে প্রশ্রয় পাইল, প্রকৃত হত্যাকারী যে নির্ণীত হইল না, তাহার যে দণ্ড হইল না, দণ্ডবিধানের উদ্দেশ্য যে বিফল হইল, রাজা তাহা বুঝিবেন। রাজা পাপ পুণ্যের দায়ী। জুরীর বিচারের যে দুর্দ্দশা ঘটিল, জুরীর বিচার যে বিড়ম্বনাময় হইল, তদ্বিষয়েও আমরা তত দুঃখিত নহি। স্ত্রীলোকটী যে গোপনে নিহত হইল, কেহ তাহা জানিতে পারিল না, কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না, হত্যাকারীরও অনুসন্ধান হইল না, অপরাধিরও দণ্ড বিধান হইল না, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী রাজার অধিকার মধ্যে এই যে অদ্ভুত কাণ্ড হইয়া গেল, তন্নিমিত্ত আমরা যে কাহাকে ধন্যবাদ দিব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না, ইহাই আমাদের অতিশয় দুঃখের বিষয়! যে কাণ্ড হইয়া গেল, তাহাতে যে আমরা প্রভূতশক্তিশালী রাজার অধিকারে বাস করি, তাহা বুঝায় না।

যা হবার হইয়া গেল, এখন পুনরায় এ কাণ্ডের অভিনয় না হয়, তাহার উপায় কি? আমরা ত তাহার কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না। আমরা দুষ্ট লোকের অনুগ্রহের ভরে বাস করিতেছি। তাহারা যখন মনে করে, তখনই আমাদের প্রাণ হরণ করিতে পারে। আমরা যে আত্মরক্ষা করিব, সে উপায়ে বঞ্চিত। ইউরোপে আত্মরক্ষার্থ প্রতিবাটীতেই অন্ততঃ দুই একটী পিস্তল আছে। আমাদের এখানে বাটীতে থাকা দূরে থাকুক, প্রতি গ্রামেও পিস্তলের সহিত দেখাসাক্ষাৎ নাই। আমরা পিস্তল চালনায় অভ্যস্ত নহি, যদি মনে করি যে কাল দিন পড়িয়াছে পিস্তল চালান না হয় অভ্যাস করি কিন্তু সাহস হয় না, গবর্ণমেণ্ট এখনি রাজদ্রোহী বলিয়া কারারুদ্ধ করিবেন। পুলিষ যে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, পুলিষের সে ক্ষমতা নাই। ইহা কেবল সাপুরের হত্যা কাণ্ডে নয়, অনেক কাণ্ডে উহা সপ্রমাণ হইয়াছে। তবে আমরা কি উপায় করি? আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেমন যম ও মানুষের অনুগ্রহ ছায়ায় বাস করিয়া গিয়াছেন, আমাদিগকেও কি সেইরূপ ব্রিটিশ-সিংহের ক্রোড়ে থাকিয়াও দীনভাবে কালক্ষেপ করিতে হইবে?

আমরা সাপুরের হত্যাকাণ্ডের সহোদর আর একটী যে হত্যাব্যাপারের সমাচার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাও এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"গত ৫ ই বৈশাখ রাত্রিতে আমার বাড়ী জেলা নদীয়ার অধীন কাশিয়াডাঙ্গা গ্রামে আমার ২৩ বৎসরবয়স্ক পঞ্চম কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অস্ত্রাঘাতে কে বধ করিয়া গ্রামের মধ্যে উমেশ মদকের খিড়কিতে বাঁশ ঝাড়ে ফেলিয়া দিয়াছে। সেই রাত্রে আমার তৃতীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাড়ী ছিল, রাত্রিতে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিল, কিন্তু সন্ধান পায় নাই। আকস্মিক যে বজ্রাঘাত হইবে, তাহাও তার মনে উদয় হয় নাই। পর দিন শব দেখিয়া হতবুদ্ধি। থানার হেড কনেষ্টবল আসিয়া কেবল লাস চালান ও বাদীর এজেহার লইয়াই ব্যস্ত ছিল, হত্যার কোন অনুসন্ধানই হইল না। তার পর প্রায় দেড় মাস হইল, ইন্সপেক্টর সব ইন্সপেক্টর ও কয়েকজন কনেষ্টবল গ্রামে আছেন এবং পুলিষ সাহেবও আসিয়াছিলেন। তাঁহারা মহরারদিগকে লইয়া অনুসন্ধান করিতেছেন, কিন্তু গ্রামের লোকের চক্রান্তে অদ্যাপি কিছু করিতে পারেন নাই। হরি কলুনী নামে এক বেওয়া এই ঘটনার সমস্ত বৃত্তান্ত জানিত। তাহাকে পুলিষ জিজ্ঞাসা করাতে সে সমস্ত বলিব বলিয়াছিল। কিন্তু হত্যাকারীরা ভয় প্রদর্শন করাতে সে গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের রাজ্যে এরূপ কাণ্ড অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। মহাশয়! আমরা ঈশ্বরকৃপায় ছয়টী ভ্রাতা দুইটী ভগিনী অক্ষত ছিলাম। পিতা মাতা পিতামহী বর্ত্তমান আছেন। মাতা পিতা পুত্রশোক বা আমরা ভ্রাতৃশোক কাহাকে বলে জানিতাম না। কেমনি একবারে বজ্রপাত হইয়াছে। সকলি আমাদের অদৃষ্টের ফল। মৃত ভ্রাতা প্রায় দেড় বৎসর অনেক প্রকার পীড়া ভোগ করিয়াছিলেন। নানাপ্রকার চিকিৎসা করাইয়া তাঁহাকে সুস্থকায় করিয়া এই মানুষ যমের হস্তে দিলাম। হায়! আমাদের মত হতভাগ্য জগতে কে আছে? মৃত ভ্রাতা সন্ধ্যার সময় মাতাকে বলিয়া গেল যে মা আমি অদ্য ভাত খাইব না, দুধ রাখ, আসিয়া খাইব, তাই আর আসিয়া দুধ খাইল না। মাতার শোক দেখিয়া বাড়ীতে তিষ্ঠিবার যো নাই।" ইত্যাদি।

শ্রীবনয়ারিলাল সিংহ।

আমরা ক্ষোভ করিয়া যা বলি, কিন্তু বড় বিপদ দেখিতেছি। হত্যার পূর্ব্বে রক্ষার উপায় নাই, হত্যার পরও যে হত্যাকারির দণ্ড হইয়া হত্যায় উদ্যত অপর ব্যক্তির ভয় জন্মিয়া হত্যা ব্যাপারের শান্তি হইবে, তাহারও সম্ভাবনা নয়। অতএব আপাততঃ অন্ততঃ অনুকরণোচ্ছের একটী মুষ্টিযোগ করা উচিত। আপাততঃ এই নিয়ম করা হউক, যে পুলিষের অধীনে হত্যা হইবে, তত্রত্য পুলিষ কর্ম্মচারিদিগকে অন্ততঃ তিন বৎসরের নিমিত্ত সেই গ্রাম রক্ষার ব্যয় ভার বহন করিতে হইবে। আমাদের সংস্কার এই, পুলিষ সবিশেষ সতর্ক থাকিলে হত্যা দস্যুতা প্রভৃতি শোচনীয় কাণ্ড ঘটিবার সম্ভাবনা নহে।

---

## ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটী নূতন আবদার!

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনাকাঙ্ক্ষিত আকস্মিক একটী আবদার উন্মুক্ত হইয়াছে। বোধ হয়, পাঠকগণের স্মরণ আছে, গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বে তিন কোটি ত্রের লক্ষ টাকা ঋণগ্রহণার্থী হইয়া একটী বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। কিন্তু এত লোক ঋণ দানার্থী হইয়াছেন ও এত টাকা ঋণ দানের প্রস্তাব করা হইয়াছে যে শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। লোকে ২৬২৯৪৯৭০০ টাকা ঋণ দিতে উদ্যত হইয়াছে। ঋণদানার্থ লোকের আগ্রহ এত যে শতকরা ৩৷৴ টাকা ধরাট (প্রিমিয়ম) দিয়াছে ও দিতে চাহিয়াছে। মানুষের যখন সকতা পড়ে, তখন এইরূপই হয়। এমন সময়ও দেখা গিয়াছে গবর্ণমেণ্ট ঋণের নিমিত্ত অতিশয় লালায়িত, যত টাকা ঋণগ্রহণার্থ বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন, তাহার সমুদয় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এখন এমনি পড়তা যে এক ঋণ প্রার্থনায় প্রায় দশ গুণ অধিক ঋণ দাতার নাম উপস্থিত! ... বিশ্বস্তর সহিত আমাদের উপরে লোকের

বিবাদের কর ? অথবা সাধু সদাশয় মারকুইস রিপণের রাজ্যাভিষেকের জন্য ? ধার্ম্মিক সাধু মহৎ লোকের জন্ম অথবা পদ লাভের কালে নানাপ্রকার শুভ চিহ্ন প্রকাশিত হইয়া থাকে। রামচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন নৈসর্গিক পদার্থসকলও নানা শুভ লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিল। ইহাতে এই একটী বিষয় জানা যাইতেছে, লোকের টাকার বড় সচ্ছল। বাঙ্গলা দেশে কতকগুলি অলস অকর্ম্মণ্য লোকে অনন্ত দুরবস্থাগ্রস্ত হউক আর শাক ভাত খাইয়া মরুক, পৃথিবীতে কিন্তু টাকা ধরে না।

আলাত পালাত কথা থাউক, আমরা যে নিমিত্ত এ প্রস্তাবটীর অবতারণা করিয়াছি, এক্ষণে তদ্বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। উল্লিখিত শতকরা ৩।৵৹ টাকা প্রিমিয়মে গবর্ণমেণ্টের ১০। ১১ লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছে। এ বড় মন্দ উপায় নয়! মাঝে মাঝে যদি দুই একবার এইরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, অনেকগুলি টাকা সংগ্রহ হইতে পারে, নূতন নূতন কর করিয়া প্রজাকে উত্তেজিত করার কারণও অনেক কমিয়া আইসে। আমরা এটী একটী নূতন আমদার দেখিতেছি। প্রজার নিকট হইতে নূতন কর-গ্রহণ-প্রণালীর উদ্ভাবন অপেক্ষা এটী বড় সহজ পথ! এ টাকা আদায় করিতে টাকা খরচ করিতে হয় না, কোন কষ্ট পাইতেও হয় না। লোকে ঘরের টাকা লইয়া গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে দিয়া যায়। ইহার তুল্য সুখের আয় কি আর আছে? প্রজার নিকটে নূতন কর লইতে গেলেই তাহারা বিরক্ত হয়, বকাবকি করিয়া টাকা আদায় করিতে হয় এবং আয়ের মধ্য হইতে আদায়ের খরচা টাকা বাদ দিতে হয়। এ আয়ে সে সকল উৎপাত নাই!

---

## পার্লিয়ামেণ্ট সভা ও নূতন সভ্যের শপথ করিবার রীতি।

নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় যে কেমন উদারাশয়, দুটী কার্য্যের দ্বারা তাহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রথম, রোমানকাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী মারকুইস রিপণকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল করা হইয়াছে। প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী গবর্ণমেণ্টের ও মন্ত্রিসম্প্রদায়ের এ কার্য্য নিতান্ত উদারতার কার্য্য সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়, নর্থাম্পটনের লোকেরা ব্রাডলা নামক এক ব্যক্তিকে আপনাদিগের প্রতিনিধি করিয়া পার্লিয়ামেণ্ট সভার [illegible] সভ্য পদে বিনিয়োজিত করিয়াছে। ব্রাডলা নাস্তিক। শপথ করিবার প্রস্তাবে তিনি [illegible] করিয়াছিলেন। এ বারের ইউরোপীয় [illegible] পার্লিয়ামেণ্ট সভা [illegible] করিতে হইবে

না, তিনি অঙ্গীকার করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে।

মন্ত্রিসম্প্রদায়ের মনে যদি কোন প্রকার কুসংস্কার থাকিত, তাঁহারা কখনই নাস্তিককে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় স্থান দান করিতেন না। "উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকং।" যাঁহাদের চরিত্র উদার হয়, পৃথিবীর যাবতীয় লোকেই তাঁহাদের আত্মীয়। গ্লাডষ্টোন সাহেবের অধিষ্ঠিত মন্ত্রিসম্প্রদায় উদারচরিত বলিয়া নাস্তিক ও কাপলিক ধর্ম্মাবলম্বী কেহই তাঁহাদের পর নয়। তাঁহারা প্রোটেষ্টাণ্ট, কাথলিক ও নাস্তিক সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতেছেন।

রাজনীতির পর্য্যালোচনা সম্বন্ধে নাস্তিকতা বিশেষ বাধা জন্মাইতে পারে না। ব্রাডলা যখন একটি প্রদেশবাসী বহুসংখ্যক লোকের মনোনীত হইয়াছেন, তখন তাঁহাতে পদার্থ আছে সন্দেহ নাই। তিনি যদি নিজ গুণে ও ক্ষমতায় নিয়োগকর্ত্তৃগণের উপকার সাধন করিতে পারেন, তাঁহার নাস্তিকতায় ক্ষতি হইতেছে না।

আমরা দেখিতেছি ব্রডলাকে সভ্য করাতে একটী মহান পরিবর্ত্ত ঘটিয়া উঠিতেছে। যিনি পার্লিয়ামেণ্ট সভার নূতন সভ্য হইবেন, তাঁহাকে শপথ করিতে হইবে, এই নিয়ম থাকাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, [illegible]কে পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য করা নিয়মকর্ত্তাদিগের অভিপ্রেত নয়। সে অভিপ্রেত হইলে তাঁহারা কখন শপথ করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত করিতেন না। আজ ব্রাডলা সেই নিয়মমূলে আঘাত করিলেন। অতএব এখন আর বিড়ম্বনাময় শপথ করিবার রীতি রাখা উচিত নয়। ঐ রীতিটী এককালে বিলুপ্ত করা কর্ত্তব্য। ঐ রীতি অবিলুপ্ত রাখিলে ইংরাজ জাতির একটী মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া উঠিবে। ইউরোপ খণ্ডে সম্প্রতি যে নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ঐ বিধি দ্বারা তাহাকে উত্তরোত্তর প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। ব্রডলা যে পথ প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে নাস্তিক সভ্যেরা অতঃপর শপথ বিষয়ে অসম্মতি প্রদর্শনে সঙ্কোচ করিবেন না। এখন যেমন নাস্তিক সভ্যেরা গুপ্তভাবে আছেন, তখন আর তাঁহারা সে ভাবে থাকিবেন না। লোকে পার্লিয়ামেণ্টের মধ্যে নাস্তিকসংখ্যা স্পষ্ট জানিতে পারিবে। পার্লিয়ামেণ্টসভায় অধিকসংখ্যক নাস্তিক প্রবেশ করিয়াছেন, সাধারণ্যে ইহা প্রচার হইলে পর ইংরাজ জাতির রুচি ক্রমেই বিকৃত হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। একটী প্রধান জাতির পক্ষে সে প্রকার রুচিবিকার মহা অনিষ্টের কারণ, সে বিষয়েও সংশয় নাই। তবে যদি শপথ করিবার রীতি না থাকে, তাহা হইলে সভ্যগণের মধ্যে কে নাস্তিক [illegible] নয়, তাহা জানিবার কারণ থাকিবে না। তাহা হইলে আমরা ইংরাজ জাতির রুচি বিকারের যে আশঙ্কা করিতেছি, সে আশঙ্কারও [illegible] থাকিবে না।

---

## মাঞ্চেষ্টরের প্রতারণা।

মাঞ্চেষ্টর কেবল কাপড়ের বাজার শস্তা করিতেছেন না, প্রতারণার বাজারও বিলক্ষণ শস্তা করিয়া তুলিতেছেন। ক্রমেই মাঞ্চেষ্টরের বণিকগণের জুয়াচুরী প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহারা বড় লোক, তাঁহারাই যখন জুয়াচুরী আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়িরা যে জুয়াচুরী শিক্ষা করিবে, সে বিষয়ে কি সংশয় আছে? প্রতারণা শিক্ষা ত ক্রমে দেশব্যাপিনী হইয়া উঠে দেখিতে পাই। যে ব্যবসায় করিতে যাইবে, সেই প্রতারণা করিবে, এ ত বড় আপদ! প্রতারণা ব্যতিরেকে কি ব্যবসায় চলে না? পূর্ব্বে আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ব্যবসাদারদের প্রতারণাকাণ্ড দেখিয়া আমরা বিস্ময়ান্বিত হইতাম, ভাবিতাম, ইহাদের ব্যবসায় কিরূপে চলে? কিন্তু মাঞ্চেষ্টর আমাদের সে বিস্ময় ঘুচাইয়া ও ভ্রম ভঞ্জন করিয়া দিলেন! আমরা যে কেন এ সকল কথা কহিতেছি, তাহা পাঠক শুনুন।

সিন্ধু পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়ের ট্রাফিক এজেণ্ট লিখিয়াছেন,—

"সম্প্রতি অমৃতসরের প্রধান প্রধান বণিকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। অমৃতসর বস্ত্র ব্যবসায়ের একটী প্রধান স্থান। এইখান হইতে পঞ্জাব ও কাবুল প্রভৃতি পার্শ্বস্থ দেশে বস্ত্র নীত হইয়া থাকে। এখানকার বণিকেরা আমায় বলিয়াছেন যে, প্রতিমাসেই বিলাতী বস্ত্রের ক্রেতা কমিয়া আসিতেছে। পঞ্জাবে ও সীমার অপর পার্শ্বস্থ প্রদেশে লোকে দেশীয় বস্ত্র অধিক মনোনীত করে। বণিকেরা বলিলেন, যদি বিলাতী কাপড়ের পাগড়ী ও কোমরবন্ধ থাকে, আর এক পসলা বৃষ্টি হইয়া যায়, তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গে মাড় লাগিয়া যায়।"

মাঞ্চেষ্টরের বস্ত্র সম্বন্ধে "কোন কড়াই কাণা" এ কথা বলিলে অধিক বলা হয় না। পাটের টানা ও সূতার পড়েন, তাহার উপর ভয়ানক মাড়! এই ত মাঞ্চেষ্টর-কাপড়ের উপকরণ, সুতরাং ঐ বস্ত্রের উপরে যে লোকের অশ্রদ্ধা জন্মিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? জিনিস যত মন্দ, মূল্য তত অল্প [illegible]। মাঞ্চেষ্টরের কাপড় এক্ষণে যে মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে, উহা যে উপাদানে নির্ম্মিত, তদপেক্ষা [illegible] অল্প মূল্য হওয়া উচিত। মূল্য অল্প [illegible] বলিয়া যে সামগ্রী মন্দ করা হয় ও প্রতারণার [illegible] করা হয়, এটী [illegible] বিশুদ্ধ [illegible]

নির্ম্মিত বস্ত্রে এ প্রকার গর্হিত আচরণ করা হয় না। যেখানে তাঁত চলিতেছে, সেইখানেই ব্যবসায় ভাল হইতেছে। তাঁতের কাপড়, কেবল ভুলাতেই হয়, তাহাতে অধিক মাড় নাই, পাটও নাই। অনেকে মাঞ্চেষ্টরের চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিবার জন্য এ কথা মাঞ্চেষ্টরের বণিক-সভায় তুলিয়াছিলেন; কিন্তু সভা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাতও করেন নাই। এখন এমনি কাণ্ড দাঁড়াইয়াছে, মাঞ্চেষ্টরে ভদ্র লোকে যে ভাল কাপড় করিয়া সৎপথে থাকিয়া ব্যবসায় চালাইবেন তাহারও যো নাই। এক জন অতিসচ্চরিত্র কারখানাওয়ালার চারি পাঁচ জন বড় বড় খদ্দের ছিল। এক দিন একজন আসিয়া বলিল, মহাশয় আমাকে কম মূল্যের কতকগুলি কাপড় প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন? এই কথা বলিয়া একটী নমুনা দেখাইল। নমুনা দেখিয়াই কারখানাওয়ালা বলিলেন, এ কাপড়ে ভাঁজাল দেওয়া হইয়াছে। অতএব এ প্রকার কাপড় আমরা প্রস্তুত করিতে পারিব না। করিলে আমাদের ব্যবসায়ের নিন্দা হইবে। তাহাতে খদ্দের উত্তর করিল, আমার এইরূপ বস্ত্রের নিতান্ত প্রয়োজন, আমি অর্ডর পাইয়াছি, ত্বরায় না পাঠাইলে চলিবে না। যদি আপনি আমাকে সকল প্রকার বস্ত্র না দিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার সঙ্গে কি প্রকারে আমার কারবার চলে? অতএব আপনি বেশ বিবেচনা করিয়া দেখুন। আপনি এক কাজ করিতে পারেন, মার্কা বদলাইয়া দিতে পারেন? তাহা হইলে কেহ টেরও পাইবে না। যদি না পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি আর আপনার সহিত কারবার করিতে পারিব না। কারখানাওয়ালা তাহাকে ছাড়িতে পারিল না, তাহাকে নূতন চিহ্ন দিয়া মন্দ কাপড় প্রস্তুত করিয়া দিতে হইল। সে মার্কার একটী অক্ষর বি, কারখানাওয়ালা বলিয়াছিলেন, যখনি ঐ বি মার্কা আমার চক্ষে পড়িত, তখনই আমার মন কেমন করিয়া উঠিত। আমার মনে হইত, বি ব্যাডের আদ্য অক্ষর।

স্বাধীন বাণিজ্য প্রভাবে মাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র ব্যবসায় সম্বন্ধে এক প্রকার এক চেটিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বণিকদিগের দোষে তাহাদের আর প্রভুত্ব থাকে না, দিন দিন লোকের চক্ষু উন্মীলিত হইতেছে। "অতি লোভে তাঁতি নষ্ট" এই যে একটী চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য আছে, মাঞ্চেষ্টরের তন্তুবায়সম্বন্ধে ক্রমে তাহা ফলোপধায়ী হইয়া উঠিতেছে। যাঁহারা সস্তা পান বলিয়া বিলাতী কাপড় কিনেন, তাঁহাদিগের দ্বিগুণ পড়িয়া যায়। কাপড় দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয় না। সুতরাং তাঁহাদের আবার নূতন কাপড় কিনিতে হয়। যখন পঞ্জাবী ও কাবুলীয় বিলাতী কাপড়ের দোষ বুঝিতে পারিয়াছেন এবং বুঝিতে পারিয়া বিলাতী বস্ত্র ক্রয় ত্যাগ করিতেছেন, তখন সুবুদ্ধি বাঙ্গালী যে কেন এখনও তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতেছেন না, আমরা তাহা বুঝিতেছি না।

এখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমাদের প্রশ্ন এই, তাঁহারা মাঞ্চেষ্টারের প্রতারণা নিবারণের কোন উপায় করিবেন কি না? এ নিমিত্ত একটী নূতন আইন করা উচিত। এদিকে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাশিক্ষার উপায় বিস্তার করিয়া লোককে সচ্চরিত্র করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, ওদিকে মাঞ্চেষ্টার প্রতারণার শিক্ষা দিতেছেন। প্রতারণা-শিক্ষাদান যদি নিবারিত না হয়, গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাদান-পদ্ধতি কি ফলোপধায়িনী হইবে?

# বিবিধ সংবাদ।

শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাকান্ত দত্ত কলিকাতাস্থ ছাত্র ও কর্ম্মচারিগণের বাসসৌকর্য্যার্থ হিন্দুনিবাস নামে এক আশ্রম খুলিয়াছেন। ঠিকানা ১৫ নং সিদ্ধেশ্বরচন্দ্রের লেন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। যিনি যেরূপ টাকা দিবেন, তদনুসারে তাঁহার আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইবে। মাসিক ২০। ১২। ১১ তিন প্রকার টাকা লইবার ব্যবস্থা আছে। যিনি মাসিক কুড়ি টাকা দিবেন, তিনি প্রত্যহ এক পোয়া মাংস পাইবেন।

বোম্বাইয়ের নূতন গবর্ণর দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাবর্গকে খাজনা হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। সার রিচার্ড টেম্পল যদি এরূপ করিতেন, অনেক কষ্ট নিবারণ হইত।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও নিরুক্ত বিদ্যা অধ্যাপনের জন্য একজন মাত্র অধ্যাপক ছিলেন। একণে সংস্কৃত অধ্যাপনার জন্য স্বতন্ত্র অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন। পারসী হিন্দুস্থানী ও তামিল অধ্যাপনার জন্যও তথায় ২০০ পাউণ্ড বেতনে এক একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন।

হাইকোর্ট আপীল ছাপাইবার খরচ কমাইয়া দিয়াছেন। প্রিবি কৌন্সিলে আপীলের প্রতি পত্র ছাপাইতে পূর্ব্বে ২ টাকা লাগিত এখন ১।০ পাঁচ সিকা লাগিবে। অর্থিপ্রত্যর্থিগণ এই নিয়মে বিশেষ উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

গবর্ণমেণ্ট সোণাপুর হইতে মগরা পর্য্যন্ত একটী রেল খুলিবার প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহার বিস্তার ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। সম্প্রতি উহা নগরাহাটি পর্য্যন্ত যাইয়াই স্থগিত থাকিল। পরিণামে ইহা ডায়মণ্ডহারবর পর্য্যন্ত যাইতে পারে। ইহার নাম সোণাপুর মগরা ষ্টেট রেলওয়ে হইবে।

সার জন ষ্ট্রাচি বর্ত্তমান পদ ত্যাগ করিবেন এবং হয় ত রাজকর্ম্ম হইতে অপসৃত হইবেন। এরূপ জনরব।

নিউজরসি নামক স্থানের এক গর্ত্তের মধ্যে এক প্রকাণ্ড সর্পের অস্থি পাওয়া গিয়াছে। অধ্যাপক লকউড অনুমান করিয়াছেন, উহার দৈর্ঘ্য ৬০ ফুট ছিল। অস্থির গায়ে যে দন্তের দাগ আছে তাহাতে বোধ হয় উহার মৃতদেহ মৎস্যগণ আহার করিয়াছিল। পূর্ব্বে আর একটী সর্পাস্থি দৃষ্ট হয়, তাহার দৈর্ঘ্য ৮০ ফুট।

চীনে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন হইতেছে। উসাঙ ও টেক দুর্গের সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে এবং নিউচোয়াঙে একটী নূতন দুর্গ নির্ম্মিত হইতেছে। উহার উদ্দেশ্য এই যে নদীমুখে শত্রুরা সহজে না উপস্থিত হইতে পারে। চীনেরা লিবেডিয়ায় সন্ধিপত্র মঞ্জুর না করায় যে গোলযোগ ঘটিয়াছে তাহা যে অল্পে অল্পে মিটিয়া যাইবে সে সম্ভাবনা নাই। চীনে একণে যাঁহারা পদস্থ, তাঁহারা বিদেশীয়দিগের উপর অত্যন্ত চটা। চঙহো রুশিয়ায় চীনের দূত ছিলেন। তিনি একণে কারাগারে আছেন, জনরব যে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে কিন্তু তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর ওমরাহ হইয়া থাকিতে হইবে। মেসনে নামক ইংরাজ চীনের অভ্যন্তরভাগে ভ্রমণ করিতে যাওয়ায় তত্রত্য অধিবাসিগণ তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছেন। চীনেরা যখনই বিদেশীয়দিগের সহিত কলহ করিয়াছেন, তখনই জব্দ হইয়াছেন, ইহাতেও তাঁহাদের চৈতন্য হইল না।

আমরা শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত ভাগবততত্ত্বকৌমুদীর ষষ্ঠ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ভাগবত যে প্রকার কঠিন গ্রন্থ, ঈশান বাবু সরল পদ্যে তাহার যেরূপ অনুবাদ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। তাঁহার প্রণীত পদ্যগুলি সরলতা অংশে কাশীদাসের সমান, কিন্তু তাঁহার পদ্যের বিশেষ গুণ এই যে তিনি মূল সংস্কৃত গ্রন্থের অনুগত হইয়া অনুবাদ করিতেছেন, পক্ষান্তরে, কাশীরাম কথকের মুখে শুনিয়া লিখিয়াছিলেন। ভাগবত আমাদের দেশের একটী অপূর্ব্ব পদার্থ। যাহাঁর সংস্কৃতে অধিকার নাই, অথচ ভাগবতখানি সম্পূর্ণরূপে জানিবার ইচ্ছা আছে, তিনি ভাগবততত্ত্বকৌমুদীর [illegible] গ্রহণ করুন। [illegible]

ভবকৌমুদী সমাপ্ত হয়, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই।

## যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ১২ ই জুন। গজনী হইতে সংবাদ আসিয়াছে তথায় বিস্তর লোক একত্র হইতেছে।

লাগারস্থ শিবিরে কতকগুলি দেশীয় লোক সামগ্রী লইয়া যাইতেছিল বৃহস্পতিবার শত্রুরা তাহাদিগকে সংহার করিয়া দ্রব্য সামগ্রী লইয়া গিয়াছে।

সি বেবা ও অগদলকের মধ্যস্থলে দস্যুরা একত্র হইয়া পঞ্চাশ হাজার টাকার স্বর্ণ অপহরণ করিয়া লইয়াগিয়াছে।

কাবুল ১৩ ই জুন। আবদুল রহমানের সহিত সন্ধি করিতে যত বিলম্ব হইতেছে ততই শত্রুগণ ভীষণ হইয়া উঠিতেছে। সাফিরা পঞ্চসের নদী পার হইয়া কোহিস্থানে গিয়াছে। উত্তর দেশবাসী গিলজাই জাতি কাবুল ও গজনীর মধ্য স্থানে একত্র হইতেছে। উহারা আবার যুদ্ধার্থ প্রোৎসাহিত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে আবদুল রহমানের আদেশক্রমেই এই সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে। শীঘ্রই যদি সন্ধি স্থাপন করা না হয়, তাহা হইলে সর্দ্দার নানাপ্রকার উপদ্রব করিবেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি তাহার উদ্যোগও করিতেছেন।

জেনেরল গফের অধীনস্থ সৈন্যগণ কল্য লগম্যান নামক স্থানে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছেন।

কাবুল ১৩ ই জুন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জেনারল চারলস গফের সৈন্যগণ লগমান যাইবে না উহারা সেরপুরের উত্তরবর্ত্তী সমতল ভূখণ্ডে থাকিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অপেক্ষা করিবে। বোধ হয় কোহিস্থানীদিগের অবাধ্যতাই এইরূপ করিবার হেতু।

মীর বাচা অনেক হত্যা করিতেছেন, তিনি কোজাঙ্গীর নামক দুর্গ আক্রমণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তাঁহার চারিজন কুটুম্বকে হত্যা করেন। ১৪ বৎসরের এক বালককে দারুণ আঘাত করা হইয়াছিল, পরদিন তাহার প্রাণ সংহার করা হইয়াছে। ইংরাজেরা শুনিয়া পাছে শাস্তি দেন এই ভয়ে মীর বাচা আপন পরিবার পার্ব্বতা দুর্গে প্রেরণ করিয়াছেন এবং ব্রিটিশ সৈন্য উপস্থিত হইতে হইতেই যাহাতে পলায়ন করিতে পারেন তাহার উদ্যোগ করিতেছেন।

আবদুল রহমন কি করিবেন এ বিষয়ে অনেক প্রকার জনরব উঠিতেছে কেহ বলিতেছে তিনি ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য সরদারদিগকে পত্র লিখিতেছেন। আসব খাঁর প্রত্যাগমনাবধি গজনি শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

জেনরল আরবথনটের সৈন্য জেলালাবাদে প্রত্যাগত হইয়াছে। উৎথেলদিগকে ইহারা বিলক্ষণ শাস্তি দিয়া আসিয়াছে।

কাবুল ১৬ ই জুন। গত কল্য আবদুল রহমানের নিকট এক দূত প্রেরিত হইয়াছে ও তাহার নিকট সন্ধিপত্রের সমস্ত শর্ত্ত পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া এক পত্র দেওয়া হইয়াছে। পত্রের মর্ম্ম এই যে সরদার যদি এই সকল সরতে আবদ্ধ হইতে চান ইংরাজ হস্তে আমীরত্ব লাভ করিতে পারিবেন নচেৎ তাঁহাকে স্বাধীনভাবে আমীর হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। সুতরাং ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধও করিতে হইবে।

চারিদিক হইতে যত সংবাদ আসিতেছে তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে সর্দ্দার ভয় দেখাইয়া ভাল সরতে সন্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি সর্দ্দারদিগকে পত্র লিখিতেছেন তাহার ভাব তোমরা সশস্ত্রে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাক যে পর্য্যন্ত আমার শিবির তোমাদের শিবির সমূহমধ্যে সন্নিবেশিত না হয় ততদিন কোন কাজ করিও না। ঈশ্বরের লোকদিগকে কষ্ট দিও না। আবার কতকগুলি দুর্দ্দান্ত সরদার তাহাকে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য যে সকল পত্র লিখিয়াছিল সে সকল পত্র জেনারল গফের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। আবদুল্লার যাহাই মনস্থ থাকুক কাবুলে আমাদের অনেক সৈন্য আছে। তিনি যতই কেন করুন না আমাদের কিছুই করিতে পারিবেন না।

আফজুল খাঁ নামক একজন দূতের নিকট হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে আবদুল রহমান খানাবাদ হইতে কাবুল যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে সহস্র পদাতি ও সহস্র অশ্বারোহী এবং ১২ টা পার্ব্বত্য কামান আছে।

এত অল্প সৈন্য লইয়া আসাতে বোধ হইতেছে যে তিনি সন্ধি প্রস্তাবে সম্মত আছেন। কারণ কথা ছিল যে সন্ধি করিতে হইলে অধিক সৈন্য লইয়া আসিবেন না।

গবর্ণমেণ্টের শেষ প্রস্তাব লইয়া যে দূত যাইতেছে সে ২০ এ সরদারের নিকট পৌঁছিবে। যদি তিনি সে প্রস্তাবে সম্মত না হন তাহা হইলে হয় আয়ুব খাঁকে আমীর করিতে হইবে, না হয় য়াকুব খাঁকে পুনরাহ্বান করিতে হইবে। ইতিমধ্যে সৈন্যগণ সুসজ্জিত হইতেছে। উত্তরস্থ জাতি সমূহের গোলযোগে কোন ভয় নাই।

---

## মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল ঘোষ—কলিকাতা | ৫৷৷০ |
| ” ” গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ | ৫৷৷০ |
| ” ” অক্ষয়কুমার সান্যাল—আগ্রা | ৭ |
| ” ” গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকিপুর | ৭ |
| ” ” মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় জলপাইগুড়ি | ১০ |
| ” ” নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী কলিকাতা | ৫৷৷০ |
| ” ” তারিণীচন্দ্র দত্ত ঐ | ৫৷৷০ |
| ” ” চণ্ডীচরণ মিত্র—ইন্দোর | ১০ |
| ” ” জন্মেজয় মল্লিক—মেদনীপুর | ৫ |
| ” ” মহেন্দ্রনাথ হালদার ঐ | ৭ |
| ” ” জানকীবল্লভ সেন—সাহিগঞ্জ | ১০ |
| শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ চৌধুরী জমিদার যশোহর | ১০ |
| ” ” জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য—রাজপুর | ৫৷৷ |
| ” ” শ্রীরাম পালিত—কলিকাতা | ৫৷৷ |
| ” দিন রায়—বীরভূম | ৫৷৷০ |

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১২ ই জুন। গত রাত্রিতে ষ্টেট সেক্রেটারি কমন্স হাউসে বলিয়াছেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে হঠাৎ কাবুল হইতে সৈন্য উঠাইয়া আনিবার পরামর্শ অথবা তাহার জন্য কোন দিনস্থির করিয়া দেওয়া হয় নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন রাজকার্য্য সম্বন্ধে এরূপ অসঙ্গত আদেশ দেওয়াই অসম্ভব।

বার্লিনের কনফরেন্স সভা গ্রীকদিগের সীমা সংক্রান্ত গোলযোগের মীমাংসা করিবার নিমিত্ত এক কমিশন প্রেরণ করিবেন।

এম, চ্যালিমেল ল্যাকর করাসীদিগের লণ্ডনস্থ দূত হইলেন।

কর্ণাল গর্ডন তাঁহার চীন দেশে গমনের যে কারণ প্রদর্শন করেন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের তাহা মনোনীত হয় নাই। তিনি চীন সৈন্যদিগের সৈন্যাপত্য গ্রহণে অভিলাষী নহেন। রুশের সহিত চীনের বিরোধের যে সূত্রপাত হইয়াছে তাহার শেষ করিয়া দেওয়াই তাঁহার চীন গমনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

লর্ড সভায় তর্ক বিতর্ক কালে লর্ড সালিসবরি বলিয়াছেন, গ্লাডষ্টোনের অষ্ট্রীয়া সংক্রান্ত পত্র খানিতে অতিরিক্ত শিষ্টাচার প্রকাশ হইয়াছে। লর্ড বিকন্সফিল্ড বলিয়াছেন, এই পত্র দ্বারা ইউরোপের শান্তির মহান অনিষ্ট ঘটিবে।

লণ্ডন ১৪ ই জুন। কতকগুলি করাসী রাজস্ববিদ একত্র হইয়া পারিসে টাকা কর্জ্জ করিতেছেন।

ইউরোপের রাজাদিগের দূতগণ একত্র হইয়া সুলতানকে মণ্টিনিগ্রোর গোলযোগ মীমাংসা করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন এবং অবিলম্বে আর্ম্মেনিয়া শাসন সংক্রান্ত নিয়মের সংশোধন করিতেও বলিয়াছেন।

লণ্ডন ১৫ ই জুন। গত রাত্রে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় ওডোনেল সাহেব নূতন করাসী দূতের পূর্ব্বতন চরিত্রের উপর কটাক্ষ করিয়া [illegible] করেন। গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রস্তাব করেন যে কেহ যেন তাঁহার কথা না শুনেন। অনেক বিবাদ বিসম্বাদের পর আপন প্রস্তাব উঠাইয়া লইলেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৫ ই জুন। তুর্কির সুলতান ইউরোপীয় রাজগণের দূতগণকে বলিয়াছেন যে বার্লিন কনফরেন্সে যে সকল বিষয়ের মীমাংসা হইবে, তুর্কি তদনুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য নহেন। কারণ, উক্ত কনফরেন্সে তুর্কিকে আহ্বান করা হয় নাই।

লণ্ডন ১৬ ই জুন। মেজর ই এস, বিবেরি কার্ণাক বোম্বাইয়ের মিলিটরি সেক্রেটারি হইয়াছেন।

বার্লিন ১৫ ই জুন। মধ্যস্থ রাজগণের প্রতিনিধিরা সকল বিষয়ে একমত হইবেন বোধ হইতেছে।

লণ্ডন ১৭ ই জুন। নাস্তিকাগ্রগণ্য ব্রাডলা সাহেব পার্লিয়ামেণ্ট প্রবেশকালে শপথ করিবেন কি না স্থির করিবার জন্য যে কমিটী হইয়াছিল, তাহাতে স্থির হইয়াছে, যে তিনি বিনা শপথে পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিতে পারেন কিন্তু তাঁহাকে কতকগুলি বিষয়ে অঙ্গীকার বদ্ধ হইতে হইবে।

গ্রীসের রাজা লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছেন, লণ্ডনের নাগরিকগণ যে স্বাধীনতা ভোগ করেন, তাঁহাকে সেই স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে গ্লাড্‌ষ্টোন সাহেব ও প্রিন্স অব ওয়েলস বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ১৬ ই জুন। প্রশান্ত মহাসমুদ্রে রুশীয় সৈন্য ও রণতরি প্রেরণের আজ্ঞা হইয়াছে।

বার্লিন ১৬ই জুন। বার্লিনে কনফরেন্স সভার অধিবেশন হইয়াছে। হোহেনলহির প্রিন্স সভাপতি হইয়াছেন। গোপনে কার্য্য হইবে।

লণ্ডন ১৮ ই জুন। আয়রলণ্ডের দুর্ভিক্ষ জনিত ক্লেশ নিবারণের জন্য যে আইন হইবার কথা আছে, তাহার পাণ্ডুলিপি দ্বিতীয় বার পঠিত হইয়াছে।

গত বৎসর কাবুলে যে হত্যাকাণ্ড হয়, তাহাতে রাজকর্ম্মচারী জেনকিন্সের মৃত্যু হয়। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ ১০০০ পাউণ্ড দিয়াছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১৭ ই জুন। টেকি টকোমানেরা কুচান আক্রমণ করিয়াছিল, উহারা পরাস্ত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

এথেন্স ১৭ ই জুন। গ্রীকেরা সীমা সংশোধনার্থ জেনিনা প্রেবিসা এবং থেসালির এক অংশ পাইবার জন্য তুর্কিকে পত্র লিখিয়াছে।

ইণ্ডিয়া আফিসের সাধারণ পূর্ত্ত কার্য্য বিভাগের সেক্রেটারি উইলিয়ম টমাস থরনটনের মৃত্যু হইয়াছে।

## সংবাদদাতার পত্র।

### জামালপুর।

পাটনা ও ভাগলপুর মহকুমার আদালত সমূহে নাগরী প্রচলিত হইবার আদেশ এত দিন পরে গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ১৪ ই মে সিবিল সারকুলার অর্ডর পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ১৮৭৫ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট সমস্ত প্রদেশীয় জজ ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীদিগকে জানান যে এতদ্দেশস্থ আদালত সকলে শীঘ্র নাগরী প্রচলিত হইবে। উক্ত কর্ম্মচারীদিগকে ঐ আজ্ঞা দ্বারা এক প্রকার প্রস্তুত থাকিতে ইঙ্গিত করা হয়। কিন্তু যাহাঁরা ঐ পূর্ব্ব আদেশমত নাগরী উত্তমরূপ শিক্ষা করেন নাই, এখন তাঁহাদিগকে ভুগিতে হইবে। উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে নাগরী চলিত হইলে এ দেশস্থ লোকের যে বিশেষ সুবিধা হইবে, এ কথা বলা বাহুল্য। মোগল রাজ্যের শেষ চিহ্নস্বরূপ পারসী ও উর্দ্দু যে আজও ইংরাজ বিচারালয়ে সম্মান পাইয়া আসিয়াছে, এই আশ্চর্য্য। এদেশের অধিকাংশ লোকই নাগরী জানে, এই পরিবর্ত্তনে বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষই যে আহ্লাদিত হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

২। এত দিন পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানী বেশ লাভবান হইতেছিলেন, এমন কি যাহাঁরা প্রবিডেণ্ট ফণ্ডে মাসে মাসে টাকা জমা দিতেছিলেন, তাঁহারা কোন কোন বৎসর শতকরা ৩০। ৪০ টাকা লাভ পাইয়াছেন। কিন্তু যেই আমাদের শনিগ্রস্ত গবর্ণমেণ্ট এই প্রকাণ্ড লাইনটী ক্রয় করিলেন, অমনি ষ্ট্রাচি গ্রহবৈগুণ্যে লাভ হ্রাস পাইতে আরম্ভ হইয়াছে। এবার প্রবিডেণ্ড ফণ্ডের অংশীদারেরা তাঁহাদের আমানত টাকার শতকরা কিছু কম ৬ টাকা সুদ পাইয়াছেন।

গত ২৯ এ মে যে সপ্তাহ শেষ হয়, সেই সপ্তাহের

| | |
|---|---|
| আয় ... ... | ৭০৮৯২৫।০ |
| ১৮৭৯ অব্দের ঐ মাসের ঐ সপ্তাহের আয় ... .. | ৮৯৩২১৫৸/০ |
| বর্ত্তমান বৎসরে ক্ষতি হইয়াছে | ১৮৪২৯০।/০ |
| পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময় আয় মাইল পিছু ছিল ... ... | ৫৯২৸/১০ |
| এই বৎসর ঐ সময় আয় মাইলপিছু ছিল | ৪৭০।/১০ |
| ক্ষতি মাইলপিছু হইতেছে | ১২২।৫ |
| গত বৎসরে জানুয়ারি মাস অবধি ৩১ এ মে পর্য্যন্ত আয় ছিল | ১৯৪০৫২৯১৸৶০ |
| বর্ত্তমান বৎসরে জানুয়ারি মাস অবধি ৩১ এ মে আয় হইয়াছে | ১৮১২৮২৯৫৸৶/১৫ |
| ক্ষতি এ বৎসর হইয়াছে | ১২৭৬৯৯৬৶/১০ |

এই ক্ষতি হইতেছে বলিয়া যদি তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কমান না হয়, তাহা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য হইবে, কেন না, প্রতি বৎসর বর্ষাগমে গঙ্গার বক্ষ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নৌকাযোগে এতদ্দেশীয় মহাজনেরা যে পরিমাণে মাল আমদানী রপ্তানী আরম্ভ করে, সেই পরিমাণে রেলওয়ে কোম্পানীকে ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। অন্যান্য বৎসর দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধ সংক্রান্ত নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রীর রপ্তানী নিবন্ধন অধিক আয় হইয়াছিল, তাই এই ক্ষতির দিকে দৃষ্টি পড়ে নাই। এদেশের মহাজনদের মনোগত ভাব এই যে তাঁহারা সহজে রেলওয়ে দিয়া মাল আমদানী ও রপ্তানী করিতে তত ইচ্ছুক নন। ধনী মহাজন মাত্রেরই কতকগুলি নৌকা আছে, সুবিধা পাইলেই তাঁহারা তদ্দ্বারা আমদানী রপ্তানী করিতে ছাড়েন না। এখন গঙ্গায় দিন দিন টান বৃদ্ধি হইতে লাগিল, পাখি বাদাম সমস্ত মহাজনী নৌকা নাচিতে নাচিতে যাইতেছে, দেখিলে মন আহ্লাদিত হয়। আজ কাল গেঞ্জেস নাবিগেশন কোম্পানি বিলক্ষণ লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই।

৩। এখানকার এত বড় পোষ্ট আফিসে ও মুঙ্গের কালেক্টরীতে অর্দ্ধ আনা ষ্টাম্প দেওয়া লেফাপা পাওয়া যায় না, তজ্জন্য অনেকের অনেক রকম অসুবিধা হইয়া থাকে। শুনিতে পাই গবর্ণমেণ্ট অর্দ্ধ আনার টিকিট বিক্রয় করিতে যত ইচ্ছুক, উক্ত এনবলপ বেচিতে তত ইচ্ছা করেন না। কিন্তু এতদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্ট ধনাগারে প্রচুর অর্থাগম হইতেছে। ইণ্ডিয়ান গেজেটে পোষ্টেল বিভাগ সংক্রান্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর সে দিন যে রেজোলিউশন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অবগত হওয়া যায়, যে ১৮৭২ অব্দে এই এনবলপ প্রথম প্রচলিত হয়, তৎপরে যে যে বৎসর উহা যত বিক্রী হইয়াছে ও উহা দ্বারা রাজকোষে যত টাকা আসিয়াছে, তাহার তালিকা পাঠকগণের বিদিতার্থ নিম্নে প্রকটিত করা গেল।

| অব্দ। | যত থাম বিক্রী হইয়াছে। | যত টাকা আয় হইয়াছে। |
|---|---|---|
| ১৮৭২-৭৩ | ৯৯৩৯১ | ৩১০৬ টাকা |
| ৭৩-৭৪ | ২৬১৩১৯৫ | ৮১৬৬২ " |
| ৭৪-৭৫ | ৫৮০৪১৪০ | ১৮১৩৮০ " |
| ৭৫-৭৬ | ১১০৪৬০৬৬ | ৩৪৫১৯০ " |
| ৭৬-৭৭ | ১৭৯১৫৬৫৩ | ৫৫৯৮৬৪ " |
| ৭৭-৭৮ | ২৫১৬৩২৫৭ | ৭৮৬৩৫২ " |
| ৭৮-৭৯ | ৩০৮৭২৩০০ | ৯৬৪৭৫৯ " |

চারি দিক হইতে ঐ টিকিট দেওয়া থামের অত্যন্ত প্রয়োজন হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট সন্দেহ করিয়াছেন যে পাছে এত অধিক থাম ডি, লা, রিউ কোম্পানি যোগাইতে না পারেন। এই কোম্পানি প্রতি বৎসর ৩৫৭১২০০০ থাম সরবরাহ করিবার ভার লইয়াছেন। অর্দ্ধ আনার টিকিট বিক্রয় করিলে গবর্ণমেণ্টের যে উক্ত আয় হইত না তাহা আমরা বলিতেছি না, কিন্তু তাহাতে প্রজাবর্গের তত সুবিধা হইত না, যত এতদ্দ্বারা হইয়াছে ও হইতেছে। এ জন্য যাহাতে এই সামান্য সুবিধা টুকু হইতে আমরা বঞ্চিত না হই, তৎপ্রতি পোষ্ট মাষ্টার জেনরল যেন কটাক্ষপাত করেন।

৪। গত ৯ ই জুন হরিসভা মণ্ডপে নবদ্বীপনিবাসী শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় "আর্য্যধর্ম্মের" উন্নতি করে একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তা বিলক্ষণ উদার ভাবে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া শ্রোতৃবর্গকে আনন্দিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি কি ব্রাহ্ম কি ব্রাহ্মণ কি হরিভক্ত কি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী সকলেরই প্রতি লক্ষ্য করিয়া উদারভাবে সদুপ

দেন দিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা মধ্যে সাম্প্রদায়িকতামূলক দোষ কোন ছিল না, এটী নিতান্ত প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট এত উদার বক্তৃতা প্রত্যাশা করা যায় না। হরিসভা উক্ত আর্য্য মহাশয়ের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন কি না বলিতে পারি না। কিন্তু হুগলি জেলার এ সভা তাঁহাদের বিলক্ষণ অর্থাভাব আছে। এটী যাহাতে দূর হয় তদুপায় শীঘ্র অবলম্বন করা উচিত। বিদ্যাপ্রচারক বা ধর্ম্মপ্রচারকদের সাহায্যার্থ প্রচুর না হউক আবশ্যকমত একটী ফণ্ড রাখা কর্ত্তব্য। নতুবা উপযুক্ত লোক এত দূরদেশে আসিবেন কেন? এবং যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের সম্মান কেবল বাক্যে নয় কিন্তু অর্থ দ্বারা না করিলে চলিবে না। আমরা কুড়ে ভট্টাচার্য্যদের সাহায্যের কথা বলি না, কিন্তু যাঁহা দ্বারা সভা উপকৃত হইবেন, তাঁহাদের উচিতমত সম্মান রক্ষা না করা বিধেয় নয়। এ বিষয়ে মুখ্য সভ্যদিগের দৃষ্টি রাখা বিধেয়। বিশেষতঃ উপাধিধারী ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা কোন সভা দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়া অর্থ দ্বারা শেষে পূজিত না হইলে আপনাদিগকে অপমানিত মনে করেন। এ জন্য তাঁহাদের বিদায়ের বন্দোবস্ত অগ্রে চাই।

---

ধাবারপাছি।

স্থলতপুর গ্রামে একজন কৈবর্ত্ত অপর একজন স্বজাতীয়ের সহিত ভূমির সীমা লইয়া বচসা করিয়া তাহাকে এক আঘাতে হত্যা করিয়াছে। হুগলির সেসন জজ সাহেবের বিচারে হত্যাকারীর চারি মাস কাল কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস ও চল্লিশ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে।

২। মুক্তারপুর গ্রামের একজন কুম্ভকারজাতীয় স্ত্রীলোক অকস্মাৎ জীবন পরিত্যাগ করে। ঐ স্ত্রীলোকটীর পুত্রের উপপত্নী গৃহে থাকিত। উপপত্নীর সহিত মাতার বচসা হওয়াতে সেই দুর্ব্বৃত্ত পুত্র মাতাকে অত্যন্ত প্রহার ও অপমান করে। মাতা সেই দুঃখে প্রাণ পরিত্যাগ করে। স্ত্রীলোকটীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে জানা গেল, যে সে অহিফেন সেবন দ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু হুগলীর সিবিল সার্জ্জন শব-চ্ছেদ করিয়া সে বিষয়ে সন্দিহান হন। অহিফেন দ্বারা যে মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহা নিশ্চয় করিতে না পারিয়া মৃত ব্যক্তির পাকস্থলী ও যকৃৎ কলিকাতায় পাঠাইয়াছেন। সেখানকার ডাক্তার মহোদয়দিগের অভিপ্রায় আমরা অদ্যাপি জানিতে পারি নাই। যে যাহা হউক, ঐ দুর্ব্বৃত্ত [illegible] মাতার মৃত্যুর [illegible] হইয়া যে [illegible] হইতে নিষ্কৃতি পাইল, ইহাই দুঃখের বিষয়!!!

৩। সিজা গ্রামের একজন কায়স্থজাতীয়া বিধবা ভ্রূণহত্যা করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। ঐ বিধবার মাতা ও ভ্রাতা আছে; তাহাদিগের এজাহারে প্রকাশ হয় যে একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকের সহিত তাহার আসক্তি ছিল। প্রতিমাসেই এইরূপ অসংখ্য ভ্রূণহত্যা হইয়া থাকে। জমিদার মহাশয়গণ ও তাঁহাদিগের কর্ম্মচারীরা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে এই ভয়ানক পাপস্রোত রুদ্ধ করিতে পারেন। হত বিধবার মাতা ঐ যুবকের নামে অভিযোগ করিয়াছে।

৪। সিজা গ্রামের হরিনাথ বণিক উপপত্নী লইয়া বাস করিত। ঐ উপপত্নীর মাতা ত্রিবেণীতে এক বৈদ্যের বাটীতে চাকরাণী ছিল। সেই স্ত্রীলোকটী নিজ প্রভুর অলঙ্কারাদি সমেত প্রায় আট শত টাকার সম্পত্তি চুরি করিয়া নিজ কন্যার উপপতিকে দান করে। মাল সহিত তাহারা ধৃত হইয়া বিচারার্থে হুগলীতে প্রেরিত হইয়াছে।

৫। রোডসেস ফণ্ড হইতে গ্রাম্য রাস্তা সংস্কারার্থে আমরা এক শত টাকা পাইয়াছি। সংস্কার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আমাদিগের গ্রাম হইতে হাসিমপুর পর্য্যন্ত একটী রাস্তার অভাব আছে। আমরা অনেক দিন অবধি কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইতেছি। এই রাস্তাটী হইলে প্রায় দশ বার খানি গ্রামের অধিবাসীদিগের উপকার হয়। বিশেষতঃ এ প্রদেশে সিজার হাট অতি প্রসিদ্ধ। অতি দূর হইতে এই স্থানে ক্রেতা বিক্রেতা আসিয়া থাকে। উত্তরের অধিকাংশ বিক্রেতা এই পথে আসিয়া থাকে। রাস্তা না থাকাতে বর্ষাকালে তাহাদিগকে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। আমরা শুনিয়াছি বলাগড় ইউনিয়ানের বিস্তর টাকা উদ্বৃত্ত আছে, সেই টাকা ও রোডসেস ফণ্ডের কিয়দংশ লইয়া এই রাস্তাটী প্রস্তুত হইলে প্রদেশবাসীর বিস্তর উপকার হয় এবং হুগলী হইতে বলাগড় পুলিষ ষ্টেষণে আসিবার পথ প্রায় দুই মাইল কমিয়া যায়।

৬। এক্ষণে আউশ ধান্য ও পাটের অবস্থা উত্তম। আকাশ কয়েক দিন অবধি ঘোর মেঘাচ্ছন্ন রহিয়াছে, বৃষ্টির নাম নাই। ভয়ানক গ্রীষ্ম। আম্র সাধারণ, কাঁঠাল যথেষ্ট।

---

পীরপৈঁতী ও ভাগলপুর।

৮ ই জ্যৈষ্ঠ—১২৮৭।

কিয়দ্দিবস অতীত হইল, মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার ব্রহ্মচারী সম্পাদক বাবু শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন ভাগলপুরে আসিয়া সনাতনধর্ম্ম ও সন্তানগণের প্রতি পিতা মাতার কর্ত্তব্য, এই দুইটী বিষয়ে হিন্দী ও বাঙ্গালাতে দুই দিবস বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমরা কার্য্যগতিকে যদিও তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে পাই নাই, তথাপি লোক পরম্পরায় অবগত হইলাম, বক্তৃতা অতি হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল। সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু বালকদিগের প্রতি পিতা মাতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু লিখিবার ইচ্ছা হইতেছে। আজ কাল যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক পিতা মাতাই কিরূপে তাঁহার সন্তানটী একবিংশতি বর্ষ বয়সে মাষ্টার অব আর্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বড় চাকরী করিতে পারেন, এই বিষয়ে এত মনোনিবেশ করিয়া থাকেন যে ভুলিয়াও ক্ষণকালের জন্য সন্তানেরা শরীরের প্রতি কঠিন পরিশ্রমের প্রতি, অথবা স্বভাব ও সদসৎ সঙ্গের প্রতি দৃক্‌পাত করিতে সময় পান না; এমত অবস্থায় তাঁহার সন্তান হয় কঠিন পরিশ্রমে অস্থিকঙ্কালময় হইয়া দুশ্চিকিৎস্য রোগে অকালে কালকবলে পতিত, না হয় অসৎ সঙ্গে পড়িয়া একটী জানোয়ার হইয়া সকল আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া থাকে। ফল কথা পিতা মাতার দোষেই অধিকাংশ বালক অধঃপাতে গিয়া থাকে। সমাজস্থ ব্যক্তিগণের বাল্যকাল অবধি বিশেষ সতর্কভাবে আপনার প্রিয় সন্তানগণের প্রতি যত্ন করা ও বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

মদের ভাঁটীতে বিলক্ষণ লাভ হইতেছে দেখিয়া সাঁওতাল পরগণাস্থ অনেক জেলার অনেক সুশিক্ষিত লম্বোদর বাঙ্গালীরাও স্বদেশের স্বজাতীয় ব্যক্তিগণের বিষণ্ণ মুখশ্রী প্রফুল্ল করিবার চেষ্টায় আগ্রহ সহকারে মদের ভাঁটী জমা লইতেছেন। এই বারেই আমাদের আশা ফলবতী হইল—ভারত হইতে সুরাপান উঠিয়া যাইবার সূত্রপাত হইল!! বলিতে দুঃখ হয়, পূর্ণিয়ায় তিন জন উচ্চ শ্রেণীর বি, এল, (যাঁহাদের মাসিক আনুমানিক আয় ৭০০। ৮০০ শত টাকার অধিক) পূর্ণিয়ায় ১৮ টী মদের ভাঁটী জমা লইয়াছেন। অনেক রত্ন উদ্ধার হইয়া যাইবে!

মধ্যে পশুদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে আমাদের কালেক্টর মহোদয়কে মনোযোগী হইতে দেখা গিয়াছিল। তিনি হুকুম দিয়াছিলেন, যে গাড়ীতে অতিরিক্ত বোঝাই থাকিবে তাহার অধিকারীকে দণ্ড দিতে হইবে। অনেকে দণ্ডিতও হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে আর তৎসম্বন্ধে কোন কথাই শুনিতে পাওয়া যায় না।

১০। ১২ দিবস হইল, ভাগলপুরে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পুলিষের দুই জন কনষ্টেবলের নামে একটী আশ্চর্য্য মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। [illegible]

দুই জন, রামু ধানুক নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ৪৫ টাকা কাড়িয়া লয়। রামু প্রথমতঃ পুলিষে তাহাদের নামে অভিযোগ উপস্থিত করে, কিন্তু তথায় আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত না হওয়াতে মাজিষ্ট্রেটের নিকট রীতিমত অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। ডিষ্ট্রীক্ট পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ইনস্পেক্টর মকবুল হোসেন সাক্ষী শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। বিচারে ডালিম রায় নামক কনষ্টেবলের কঠিন পরিশ্রমের সহিত ২ বৎসর কারাবাস হইয়া গিয়াছে। রামুর কাছে রামুগিরী করা বড় কঠিন।

গত ২৪ এ ২৫ এ তারিখে এতদঞ্চলে ভয়ানক জল ও মধ্যম রকমের ঝড় হইয়া গিয়াছে। ঝড়ে অন্য ক্ষতি যত করুক আর নাই করুক আমের সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে। আম উচ্চ আসনে বসিয়া লাল হইয়া যেই অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিল, অমনি হিংসক ঝড় তাহাদের অনেককে ভূতলশায়ী করিয়া দিয়াছে। এই জন্য আম বড় মহার্ঘ্য হইয়া পড়িয়াছে।

পীরপৈঁতীতে মদের ভাঁটী হওয়ায় দিবানিশি কলহ ও জুয়াখেলার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পুলিষ ইহা দেখিয়াও দেখিতে পান না। ভরসা করি যাহাতে জুয়াখেলা শীঘ্র উঠিয়া যায়, পুলিষ যেন তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, নতুবা অনেককে চোরের হস্তে আপন আপন বিষয় জলাঞ্জলি দিতে হইবে।

---

মুঙ্গের।

কনষ্টাণ্টিনোপল নিবাসী প্রোফেসর "জোন্স" সম্প্রতি এখানে আসিয়াছেন। ইহাঁর "সোয়ারিস মার্কিউস" নামক বাজী অতি চমৎকার। মুঙ্গের গবর্ণমেণ্ট স্কুলে এই ভোজ বাজীর অভিনয় হইয়াছিল। দুই টাকা, এক টাকা এবং আট আনা মূল্যের তিন শ্রেণীর টিকিট করা হয়। রঙ্গ স্থলে অনেকগুলি কৌতুক দেখান হইযাছিল। তন্মধ্যে একটী ঘড়ি উড়াইয়া দিয়া বোতল হইতে এক কবুতর বাহির করিয়া তাহার পায়ে ঐ ঘড়িটী ঝুলান হয় এবং মেজের উপর একখানি বাসন আপনা আপনি নাচে। এ দুটী বড় চমৎকার হইয়াছিল।

একজন সাহেব ট্রেণ হইতে নামিয়া ষ্টেষণের বাহিরে আসিয়া ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিতেছিলেন, এমন সময় এক দীর্ঘাকার মুসলমান ছুটিয়া আসিয়া পায়ের নাগরা জুতা খুলিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে আঘাত করিয়া নক্ষত্র বেগে একদিকে পলায়ন করে। সাহেব এই আকস্মিক ঘটনাতে যখন চারিদিকে সবিস্ময়ে চাহিতেছিলেন, সেই মুসলমান আবার ছুটিয়া আসিয়া "খোদা মারিয়াছে" "খোদা মারিয়াছে" বলিয়া, নিজ বক্ষে হস্ত দিয়া দেখায় এবং সাহেবের পদ ধরিয়া বারম্বার প্রণাম পূর্ব্বক পদধূলি লইয়া খাইতে খাইতে পলায়ন করে। লোকটা পাগল বোধ হইতেছে।

সম্প্রতি এখানে অত্যন্ত সর্পের উপদ্রব হইয়াছে। না হবে কেন ? বেহুলার বাসস্থান ভাগলপুরের সন্নিকট।

ইতিপূর্ব্বে তামাক খাওয়া লইয়া আসেন্সোলে বাঙ্গালীদিগের সহিত সাহেবদের যে একটী ছোট খাট যুদ্ধ হয়, তাহাতে সি, এলেনের ১০৫ এবং এস, কেলিটনের ৩৫ টাকা অর্থদণ্ড মনজর ও কোয়েরিস নামক দুইব্যক্তির দুই মাস করিয়া কারাদণ্ড ও ৩৫, টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছিল। শেষোক্ত দুই জন সম্প্রতি জামিন দিয়া খালাস হইয়া হাইকোর্টে আপীল করিয়াছে।

আমরা কার্য্যগতিকে জামালপুর লালবিহারিগুপ্ত-লেনের মধ্যে যাইয়া দেখিলাম, রাস্তার উভয় পার্শ্বের নরদামাগুলি পাকা করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে ঐ রাস্তাটীও পাকা করা হইয়াছিল। জামালপুরে যে কয়জন দেশীয় কমিসনার আছেন, তাঁহারা সকলেই অতি উপযুক্ত ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। অতএব ইহাঁদের দ্বারা দেশীয় পল্লী সকল যে সবিশেষ উন্নতি লাভ করিবে, তাহা বিচিত্র নহে। ইহাঁরা আর কিছুদিন স্বপদে থাকিলে জামালপুরের লোকের যে বিশেষ উপকার হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিন বৎসর অন্তর দেশীয় কমিসনার পরিবর্ত্তনের নিয়ম শুনিয়া ২। ৪ জন অল্প বেতনের কেরাণী বাবু আমিষ লোলুপ মার্জ্জারবৎ ঐ পদ লাভ লালসায় বিধিমত নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে ২।১ জন সহি সুপারিশ পত্রসংগ্রহ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতেও ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু সুখের বিষয় এই, কর্ত্তৃপক্ষ পাগলাগারদে না দিয়া অমনি অমনি ছাড়িয়া দিয়াছেন। একেই বলে "বামন হয়ে চাঁদে হাত।" এস্থলে আমাদের একটী শৈশবপঠিত মহাত্মা ঈসপ্ রচিত গল্প মনে পড়িল, একদা কোন ক্ষেত্র মধ্যে একটী বৃহদাকার হৃষ্ট পুষ্ট সবল বলদকে বিচরণ করিতে দেখিয়া এক নির্ব্বুদ্ধি ভেক অতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া নিজ কর্কশ কণ্ঠে কতই আস্ফালন করিতে লাগিল। পরিশেষে তাহার সন্তান সন্ততিকে ডাকিয়া বলদের প্রকাণ্ড দেহ লক্ষ্য করিতে কহিল এবং সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল যে, তোমরা দেখিবে আমি অচিরাৎ ঐ পশুর দ্বিগুণ দেহ পরিগ্রহ করিব। এইরূপে হতভাগ্য ভেক অবিশ্রান্ত মোটা হইবার ও ফুলিবার চেষ্টা করিতে করিতে অবশেষে চর্ম্ম ফাটিয়া মরিয়া গেল। আমাদের তাহাই আশঙ্কা হয়, যে এই সকল ক্ষুদ্রমনা বাবুদেরও শেষে ভেকের দশা না ঘটে।

আমাদের এক বন্ধু সর্পাঘাতের কিছু মন্ত্র তন্ত্র জানেন, বিপদের সময়ে লোকে তাঁহাকে ডাকিয়া থাকে। সম্প্রতি তিনি দূরতা নিবন্ধন এক স্থানে যাইতে অসমর্থ হইলে আমরা মনসা বৃক্ষের কিছু মূল তুলিয়া রক্ত চন্দনের সহিত ঘর্ষণ পূর্ব্বক ক্ষত স্থানে দিতে ও উত্তপ্ত তৈলের সহিত ১০ হইতে ২০ ফোটা মনসার আটা মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইতে বলিয়া দিই, রোগীটি উহাতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। মনসার আটা বৃশ্চিক দংশনেরও মহৌষধ। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে বৃশ্চিকে দংশন করিলে যদ্যপি ঐ আটা দষ্ট স্থানে দেওয়া যায়, অল্প সময়ের মধ্যেই উপকার দর্শিয়া থাকে।

জামালপুরের যুবা স্মিথ নামক ফিরিঙ্গিকে নগদ ৩০০ টাকা দিয়া রক্ষা করিয়া ফেলিয়াছে। টাকায় কি না হয় !

---

# প্রেরিত পত্র।

জ্যোতিকবিষয়ক।

কলিকাতা নগরীতে ১৮০২ শকাব্দে যে যে গ্রহ যে যে সময়ে উদয়াস্তবক্রসঞ্চারগত দৃশ্য হইবেন, আধুনিক গণিত সিদ্ধান্তমতে গণনা করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

২১ এ জ্যৈষ্ঠ বুধ বক্র হইবেন।

২২ এ ঐ শুক্র রোহিণী নক্ষত্রে গমন করিবেন।

২৩ এ ঐ বুধ মৃগশিরা ঐ

২৪ এ ঐ রবি ঐ ঐ

২৬ এ ঐ বুধ ঐ ঐ

২৯ এ ঐ বুধ আর্দ্রা ঐ

৩০ এ ঐ শুক্র পূর্ব্বাস্ত হইবেন

৫ ই আষাঢ় মঙ্গল অশ্লেষা নক্ষত্রে গমন

৬ ই ঐ বুধ পুনর্ব্বসু ঐ

৭ ই ঐ রবি আর্দ্রা ঐ

৭ ই ঐ শুক্র মৃগশিরা ঐ

৭ ই ঐ বুধ পূর্ব্বাস্ত হইবেন,

১১ ই ঐ ঐ কর্কট রাশিতে গমন,—

১৩ ই ঐ ঐ পুষ্যা নক্ষত্রে ঐ

২১ এ ঐ রবি পুনর্ব্বসু ঐ

২২ এ ঐ বুধ অশ্লেষা ঐ

২৪ এ ঐ শুক্র পুনর্ব্বসু ঐ

২৭ এ ঐ মঙ্গল মঘা ঐ

৩১ এ ঐ শুক্র বক্রপ্রবেশ করিবেন,—

৩১ এ ঐ রাহু মূলা নক্ষত্রে গমন,—

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

## গ্রস্তোদয় সর্ব্বগ্রস্ত চন্দ্র গ্রহণং।

৯ ই আষাঢ় মঙ্গলবার চন্দ্র গ্রহণ হইবে। দিবা পরাহ্ণ ৬ ঘণ্টা ৬ মিনিটে ঈশান কোণে স্পর্শ হইবে। রাত্রি ৭ ঘণ্টা ২২ মিনিটে নিমীলন হইবে। ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে পরমগ্রাস (অর্থাৎ গ্রহণ মধ্যকাল) হইবে। ৮ ঘণ্টা ৪ মিনিটে উন্মীলন ও ৯ ঘণ্টা ২০ মিনিটে পশ্চিমে মোক্ষ হইবে। স্থিতি ৩ ঘণ্টা ১৪ মিনিট। এই গ্রহণ কলিকাতানুসারে সাধিত হইল। দেশান্তরে ন্যূনাতিরিক্ত কালে স্পর্শ মোক্ষাদি হইবে। এই গ্রহণ আমেরিকাতে গ্রস্তাস্ত-রূপে স্পর্শমাত্র বোধ হইবে। আমেরিকার পশ্চিম প্রদেশাবধি ক্রমান্বয়ে পশ্চিম পশ্চিম প্রদেশে কাল ভেদে গ্রহণ দৃশ্য হইবে। আসিয়া খণ্ডে সম্পূর্ণ দৃশ্য হইবে। আফ্রিকাতেও ঐরূপ, বিলাত (লণ্ডন) নগরীতে দর্শন সন্দেহ। দিবা ভোজন নিষেধ। প্রমাণ গ্রস্তোদয়ে বিধোঃ পূর্ব্বং নাহর্ভোজনমাচরেৎ।

বিগত চৈত্রের শেষে রবি, শনি, বৃহস্পতি এক-ত্রিত হইয়াছিলেন, ঐরূপ শকাব্দা ১৮০৩ শকের ১ লা বৈশাখ একত্রিত হইবেন, অতএব এই দুই বৎসর পৃথিবীতে নানাপ্রকার অনিষ্ট ঘটনা হইবে। পৃথিবীর বিকার জন্মিবে। শস্য নাশের নিমিত্ত বৃষ্টি হইবে, কত জীবজন্তু অশ্ব হস্তী প্রভৃতির অকাল মৃত্যু হইবে, রাজগণের পরস্পর যুদ্ধে সৈন্য সমূহ হইতে রক্তনদী প্রবাহিত হইতে থাকিবে। কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদগণ নিশ্চয় করেন, যে আসিয়াখণ্ড জন-শূন্য হইবে, ইহা জ্যোতিষাদির সম্মত নহে, কিন্তু বর্ষা ও ঝটিকা দ্বারা রাষ্ট্রবিপ্লব দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা। প্রমাণ—রবিরবিসুতজীবে [illegible] চৈকরাশৌ ভবতি বিকৃতিপৃথ্বী শস্যনাশায় বৃষ্টিঃ। হয় হতগজনাশঃ শোণনদ্যঃ পৃথিব্যাং [illegible] ঘোরযুদ্ধং [illegible] ইতি সন ১২৮৮ সাল। ২১ জ্যৈষ্ঠ।

শ্রী[illegible]নারায়ণ জ্যোতির্ভূষণ
মেদিনীপুর।

---

[illegible]

[illegible]

[illegible] অন্তর্গত কালীগঞ্জ ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহের অবস্থা আপনার এবং পাঠকবর্গের বিদিতার্থ কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সোমপ্রকাশে স্থান দিয়া বাধিত করিবেন ইতি—

এই স্থান [illegible] তীরে অব-স্থিত। [illegible] নহে, সম্পূর্ণ [illegible]। ভূমি [illegible]

[illegible]হইয়া থাকে। ধান্য, পাট, গোধূম, সরিষা এগুলি এ স্থানের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ইহা ব্যতিরেকে চিনা, কাঁওন, তিল, তিসী ইক্ষুও (এদেশীয় ভাষায় কুশার) জন্মিয়া থাকে।

ইহা একটী মধ্য শ্রেণীর বাণিজ্য স্থান। এখানে কলিকাতাস্থ রিভারষ্টিম নাবিগেসন কোং ও আই জি এস এন্ কোম্পানীর ষ্টীমারঘাট অর্থাৎ ২ টী ষ্টেষণ আছে। কার্য্য উপলক্ষে কয়েক জন সাহেব এখানে আছেন। নানা স্থানের মহাজন লোক দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় জন্য সময়ে সময়ে এখানে আসিয়া থাকেন। এই স্থান স্বর্গীয় ৺ প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহোদয়ের জমিদারী। জমিদারী কাছারী অতিথিশালা স্কুল ও বাজারের মধ্যস্থলে ৺ গোপীনাথ ও ৺ জগন্নাথ-দেবের মন্দির আছে।

এদেশে ভদ্রলোকের বাস অতি অল্প, তবে চাকরী উপলক্ষে কতকগুলি ভদ্রলোক এখানে আসিয়াছেন। রাজবংশী ও মুসলমান জাতি প্রধান অধিবাসী। ইহাদের আচার ব্যবহার অতি জঘন্য। পুরুষদের প্রায় নেংটি পরা (অর্থাৎ কৌপীন পরিধান) পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র পরিবার বর্গের মধ্যে লজ্জা বোধ করে না। স্ত্রীলোকেরা বস্ত্র পরিধান করে, কিন্তু স্থানে স্থানে ইতর জাতির অধিকাংশই স্নান সময়ে নদীতীরে বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া উলঙ্গ হইয়া স্নানকার্য্য সমাধানান্তে পুনরায় বস্ত্র পরিধান করে। আত্মীয় ও পরিচিত ভিন্ন অপর লোক দেখিলে লজ্জিতা হয় না। স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই কাম ক্রোধ রিপু দ্বয় অতি প্রবল।

নানাপ্রকার ব্যবসায় ও চাষ দ্বারা চাষারা কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, কিন্তু অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া সঞ্চিত ধন কোন রকম বিরোধসূত্র পাইলেই মকদ্দমা ইত্যাদিতে অকাতরে ব্যয় করিয়া থাকে।

স্থানে স্থানে গোপ জাতির বসতি আছে। উহারা বিষ্ণু মন্ত্রে উপাসক, প্রকাশ করে যে আমরা নন্দ ঘোষ-বংশ-সম্ভূত, উহারা এক গৃহে একশত লোকেরও অধিক বাস করে। ঐ গৃহের মধ্যে ৫। ৬ হস্ত অন্তরে এক একটী বেড়া দিয়া অন্দর ও বহি-র্ব্বাটী উভয়ই করিয়া লয়। ঐ এক এক অংশ এক একটী গৃহস্থের। তন্মধ্যে পিতা মাতা পুত্র কন্যা স্ত্রী ও অভ্যাগত ব্যক্তি সহ বাস করে। উহাদের পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা অতিশয় পরিশ্রমী। কিন্তু [illegible] কদাচারী। অনেকেই আবার এরূপ কলহপ্রিয় যে, বিবাদ উপস্থিত হইলে তিন দিবস [illegible] কান্ত হয় না। প্রথম দিবস [illegible]

মধ্যে ধামা বা ঝুড়ী চাপা দিয়া রাখে। পর দিন অবসর ক্রমে উক্ত চাপা খুলিয়া কলহকে বাহির করিয়া পুনরায় কলহে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ সচরাচর ঘটিয়া থাকে। তিন দিবসে কলহের শেষ না হইলে সপ্তম দিবসে সমাপ্ত করে। কিন্তু গোয়ালাদের একটী মহৎ গুণ এই যে, অন্য লোকে স্বজাতীয় কাহার উপর উপদ্রব করিলে সকলে ঐকমত্যে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির উদ্ধার সাধন করে। তাহাতে অবহেলা করে না।

কিয়দ্দিবস অতীত হইল এখানে কোন ভদ্র-লোকের বাসায় এক ব্যক্তি আপন স্ত্রীসহ দাস দাসী নিযুক্ত হয়; কিছু দিন পরে উক্ত ভদ্রলোক দাসীকে নানাপ্রকার প্রলোভন বাক্যে বশীভূত করিয়া তাহাকে আপন স্বামী পরিত্যাগ করিতে কহেন এবং ভৃত্যকে পরিত্যাগ করেন। দাসীও প্রভুর বাক্যানুসারে স্বামী পরিত্যাগ করে, পরে ভৃত্য স্ত্রী পাইবার আশয়ে গাইবান্ধার মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের নিকট অভিযোগ করাতে দাসী স্বামীর নিকটে থাকিতে অস্বীকার করে এবং এই কথা বলে যে স্বামী তাহাকে নানাপ্রকার কষ্ট দেয়। এরূপ প্রমাণ দেওয়ায় মকদ্দমা ডিসমিস হইয়া যায়। পরে ঐ ভদ্রলোকের কোন আত্মীয় ব্যক্তি ভৃত্যকে পথিমধ্যে প্রহার করিয়া আদালতের বিচারে দণ্ড-নীয় হন। তথাপি তিনি নিজ সৌজন্য প্রকাশ করিয়া দাসীকে দাস হস্তে অর্পণ করেন নাই।

বশম্বদ—
শ্রী—

---

## লর্ড রাইপন।

(গবর্ণর জেনারল)

বহুদিন পরে আজ ভারত গগনে।
উদিল সুখের রবি বিমল কিরণে॥
বহুকাল ভারতেরে,
ছিল দুঃখ তম ঘেরে,
সে দুঃখ নাশিতে আজ সুখ দিবাকর।
লর্ড রাইপন বেশে উদিল সত্বর॥
নানা দুঃখ কষ্ট সয়ে,
ভারত কাতর হয়ে,
যাপিতেছে দুঃখ নিশি মলিন বদনে।
ভারতের দুঃখ কেহ হেরে না নয়নে॥
এফ এস রাইপন,
[illegible]
[illegible]
[illegible]

দুর্ভিক্ষে পীড়িত হয়ে কত নরগণ।
অকালে কালের ঘরে করিছে গমন॥
আবার অন্যায় করে,
প্রাণ জর্ জর করে,
লইতেছে ভারতের শোণিত শুষিয়া।
দুঃখের সমুদ্রে সবে রয়েছে ডুবিয়া॥
কাবুল সমর পুনঃ
বাহে লিটনের গুণ,
রহিল ভারত মাঝে উজ্জ্বল হইয়া,
কখন ভারতবাসী যাবে না ভুলিয়া॥
লিটন ভারতবর্ষে,
আসিয়া মনের হর্ষে,
চলিল বিমল কীর্ত্তি রাখিয়া ভারতে।
রহিবে এ কীর্ত্তি আঁকা প্রতি হৃদয়েতে॥

সকলে শুনিয়া তব শুভ আগমন।
আনন্দ সাগর নীরে হয়েছে মগন॥
সবে করিয়াছে আশ,
পূরাবে মনোভিলাষ,
ভারত বরষে তুমি পদার্পন করি।
লবে ভারতের সব শোক দুঃখ হরি॥
ভারত সন্তানগণ
চির শোকে নিমগন,
কখন সুখের মুখ দেখিতে না পেল।
চিরকাল তাহাদের দুঃখে দিন গেল॥
মহামান্য রাইপন,
করি কৃপা বিতরণ,
ভারতের দুঃখ নাশ করি প্রাণপণ।
যশের বিমল বিভা কর বিকিরণ॥

সুনিয়মে দেশ মাঝে শান্তিরে স্থাপিয়া।
সুপালনে পাল প্রজা হরষ হইয়া॥
ত্যজিয়া জনম ভূমি,
ভারতে এসেছে তুমি,
কত কষ্ট সহিতেছ যশের কারণ।
যশেতে মণ্ডিত হয়ে দেও নিকেতন॥
তোমার যশের বিভা,
কিবা নিশি কিবা দিবা,
উজ্জ্বল হইয়া থাক ভারত মাঝেতে।
গাউক তোমার গুণ সকলে সুখেতে॥
ভারত দুঃখেতে ভাসি,
কাঁদিতেছে দিবা নিশি,
সে দুঃখ অচিরে তুমি করিয়া মোচন।
অতুল যশের ভাগী হও "রাইপন"॥

শ্রীহেমচন্দ্র ঘটক
মালদহ।

# গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

উড়িষ্যার কমিশনর এ স্মিথ সাহেব তিন মাসের বিদায় গ্রহণ করাতে ভাগলপুরের প্রতিনিধি কমিসনর সি, টি, মেটকাফ সি, এস, আই, উড়িষ্যার কমিশনরের এবং কটকের করদ মহলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিবেন।

মুরশিদাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীনকৃষ্ণ সরকার এক মাসের বিদায় গ্রহণ করাতে মালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারিণীকুমার ঘোষ মুরশিদাবাদে বদলী হইলেন। তিনি ঐ জিলার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

নদীয়ার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত মালদহে বদলী হইলেন।

বাবু গোবিন্দপ্রসাদ শুকুল জলপাইগুড়িতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্র মেদিনীপুরে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

সবডেপুটী কালেক্টর মুন্সী নন্দজী ছোটনাগপুরে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ঐ জিলার লোহারডগায় থাকিবেন।

ছোটনাগপুরের সবডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ সোভান হাইদর চট্টগ্রামে বদলী হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত রাজমহলের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, এইচ, সুইনডেন চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে বদলী হইলেন। তিনি ঐ জিলার সভু বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলু রাটরে সাঁওতাল পরগণায় বদলী হইলেন।

গয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভুবনেশ্বর সিংহ দারভাঙ্গায় বদলী হইয়াছেন। তিনি ঐ জিলার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন। বাবু আশুতোষ সরকারের দারভাঙ্গায় যাইবার যে আদেশ হইয়াছিল, এতদ্দ্বারা তাহা রহিত হইল।

দারভাঙ্গার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এইচ, লী, ২৪ পরগণায় বদলী হইলেন। তিনি এ জিলায় সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

হাজারিবাগ জিলার অন্তর্গত গাচম্বার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর টি, এল, এল, মেক্‌ফিন দারভাঙ্গায় বদলী হইলেন। ঐ জিলার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

দারভাঙ্গার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুরে গমন করিলেন।

ইউলিক ককরণ পাবনা জেলার সদর ষ্টেষণে থাকিয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

প্রথম শ্রেণীর সবডেপুটী কালেক্টর বাবু শিবনন্দনলাল রায় বি, এ, পাটনা বিভাগে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিবেন।

মুরশিদাবাদের অন্তর্গত জঙ্গীপুরের সবডেপুটী কালেক্টর বাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ত্রিপুরা জেলায় ডেপুটী কালেক্টর ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিবেন।

বাবু অটলবিহারী মৈত্র বি এল দারভাঙ্গা জেলায় ডেপুটী কালেক্টর ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ষ্টিফন উলফং হসেন যে পর্য্যন্ত না অন্য হুকুম হয় চম্পারণ জিলায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

সাহাবাদের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ টি, ডি, বেটন সাহেব এইচ বেভিরিজ সাহেবের যাবৎ অনুপস্থিতি কাল রঙ্গপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩।৵০। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া মূল্যসহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
সভাবাজার কলিকাতা।

## নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহনী, সুতিকাগ্রহণী এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা, ডাকমাশুল ।৵০।

## নরাবিষ্কৃত মহৌষধ।

### চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহুআয়াস সাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

| | |
|---|---|
| এক শিশির মূল্য | ২ দুই টাকা |
| প্যাকিং | ৵০ দুই আনা |

## সুবাহু ঘৃত।

### সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং ... অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ... ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ।৵ আনা।

## মাতঙ্গি তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার সন্ধিবাত, চৌরঙ্গিবাত, কোন সন্ধি বা অঙ্গের স্পর্শ হীন, অসাড় পক্ষাঘাত এবং সন্ধি স্থানের স্ফীততা, সূচিবিদ্ধ বা অন্য কোনরূপ যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, হস্ত পদাদির খেঁচুনি, আক্ষেপ ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগ সকলের বিশেষ শান্তি হইয়া থাকে এবং উক্ত যন্ত্রণা হেতু নিদ্রা বিহীন হইলে যন্ত্রণা সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া সুনিদ্রা উপস্থিত হয়।

৵০ পোয়া শিশির মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৵০

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
" "উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী।
" " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার

ইহাঁরা প্রশংসা পত্র দিয়াছেন।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ মতে ঔষধালয়।
১৪০ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া।

## যোগসিদ্ধরস।

এই সুসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহরোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাবকালীন জ্বালা, সপূয় ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, খড়ি জলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। ইহা আমরা বহুতর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। এ ভিন্ন দুর্গন্ধ শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর লুপ্তরজঃ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

## মালতি কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ রক্তাভ কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। ... শিরঃপীড়া, ... প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। চক্ষু জ্যোতি বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরে শোণিত উত্তপ্ত হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান ও সমূহ বায়ু বিকার নষ্ট করে। এজন্য উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু, গুল্মবায়ু, বুদ্ধিভ্রংশ, মৃগী, চিত্তচাঞ্চল্য, মন হু হু করা, ভুল বকা, হঠাৎ চিৎকার, হাস্য, ক্রন্দন খেঁচুনি এবং হস্তপদাদির জ্বালা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহার মনোহর সৌরভে গৃহ আমোদিত হয়। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৵০।

## শক্তিরস।

এই কল্যাণকর ঔষধ শ্বাসপ্রশ্বাসীয় যন্ত্রে ক্রিয়াবান হইয়া, সর্ব্ব প্রকার সর্দ্দি, উৎকাসি, ঘুংড়ি, কাস, শ্বাসকাশ, রক্তোৎকাস, বক্ষঃ বেদনা, পার্শ্বশূল, জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ সংযুক্ত অতি উৎকট অবস্থাপন্ন হইলেও রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। এতদ্ভিন্ন কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল ঔষধ সেবনে ক্ষয়কাস এবং যক্ষ্মাকাস ও বিনষ্ট হয়। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

## কামোদ্দীপক রসায়ন।

অতিশয় মানসিক চিন্তা, পীড়াক্তে বহু দিবসের মেহ পীড়া, অতিশয় ইন্দ্রিয়-পরবশতা, অপরিমিত শুক্র ক্ষয়, স্নায়ু বিকার বা উহার নিস্তেজস্কতা সর্ব্বদা যে ধাতু তরল, অধিক স্বপ্নদোষ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, শিথিল ইন্দ্রিয়, পুরুষত্বের হানি বা ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, তৎসমুদয় এই রসায়ন সেবনে আরোগ্য হয় এবং শরীরের রক্ত বীর্য্যাদি সংশোধিত হয় এবং সমধিক রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। ১০ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ৩ প্যাকিং ৵০।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
শ্রীপ্যারিলাল স্বর্ণকারের বাটী।
কলিকাতা সিমুলিয়া।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া।

## সর্ষপ তৈল।

অর্দ্ধ ড্রাম শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৵ আনা। কর্ণের ঘা, পূঁজ, কটকট, বেদনা, ... ভোঁ ভোঁ, বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

## মলম।

প্রতি কৌটা ।৹ আনা। হস্তের রক্ত পড়া, পেটে জ্বালা, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীপ্যারিলাল স্বর্ণপ্রঃ
... নং ...
... বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

## ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, গৃহচিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা পুস্তকসহ ঔষধের বাক্স, শিশি, কর্ক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রী হয়। সচিত্র মূল্য-বিজ্ঞাপন পত্র ও পোষ্ট কার্ড বিজ্ঞাপনী বিনা মূল্যে বিতরিত হয়।

### ঔষধের মূল্য

| ১ ড্রাম | ২ ড্রাম | | বাক্স। |
|---|---|---|---|
| মাদার টিং | ।৶০ | ।।৶০ ওলাউঠা বাক্স | ২।০ ৪।০ |
| ক্ষুদ্র বড়ী | ।৵০ | ।।৵০ সাধারণ চিকিঃ | ৮৲ ১২৲ |
| ডাইলিউসন | ।০ | ।।৵০ অমরোগের | ৫৲ ১০৲ |

### বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ৫৲ চিকিৎসা সূত্র ।।৶০
ওলাউঠা চিকিৎসা ।০ ওলাউঠা চিকিৎসা হিন্দি ।৶
স্ত্রী-চিকিৎসা ১৲ প্রমেহ, শুক্রক্ষরণ ।৶
ঔষধগুণ সংগ্রহ ১।০ হাম ও বসন্ত চিকিৎসা ৵০
অস্ত্র চিকিৎসা ।।০ হোমিওপ্যাথিক কি? ৵০
ভারত চিকিৎসক, বার্ষিক মূল্য ১।৶ ডাক মাশুল ।৶০।

### দত্ত-প্রেস।

আমাদিগের ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল হাণ্ডবিল, রসিদ, লেবেল প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষরে সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে।

প্রেস, কেস, অক্ষর প্রভৃতিও এখানে বিক্রয় হইয়া থাকে।

### নিউ লাইব্রেরি।

এখানে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সকল প্রকারের পাঠ্য পুস্তক, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণাদি, ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক ও নভেল ইত্যাদি বিক্রয় হয়। অধিক টাকার পুস্তকে কমিশন দেওয়া যায়।

### বিনা মূল্যে বিতরণ।

সংস্কৃত মূল ও শ্রীমদ্ভাগবত।

১ম ও ২য় স্কন্ধ ৩২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

ডাক মাশুল ।০ আনা মাত্র।

ঐ বাঙ্গালানুবাদ।

দশম একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ ১১ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

ডাক মাশুল ২।০ টাকা মাত্র।

হরিবংশ মূল হইতে অনুবাদিত। ইহা দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। প্রথমতঃ ১ টাকা পাঠাইলে ক্রমে সমস্ত পাইবেন।

৩৯ নং গরাণহাটা শ্রীশ্রীনাথ দাসের নিকটে এবং ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট জেনারেল লাইব্রেরীতে শরচ্চন্দ্র দত্তের নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত।

---

## শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

### বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে" স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ২ টাকা।
ঘৃত ৵০ পোয়া ... ... ... ৩ টাকা।
তৈল ।০ পোয়া ... ... ... ৪ টাকা।

### জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ... ১।।০ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৵০ আনা।

### শিবামৃত।

(শৃগালক শৃগাল মাংসে প্রস্তুত)

ইহা দ্বারা অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ুরোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

### রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ, মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার ...মূল্য ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ডাকমাশুল ... ... ৷৵০ আনা।

---

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহাকে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

এই পত্র কলিকাতা মুজাপুর ১৮ নং ক্ষুদ্রওতা-[illegible] বহুবাজার [illegible] চক্রবর্ত্তীর দ্বারা এতি সোমপ্রকাশ [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ১১ শ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল ১৫ ই আষাঢ়। ইং ১৮৮০। ২৮ এ জুন। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।




## সোমপ্রকাশ।

১৫ ই আষাঢ় সোমবার।

### মারকুইস রিপনের অবলম্বনীয় পথ।

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলের পদে যেমন উচ্চ মান ও উচ্চ লাভ, তেমনি ইহাতে বিপদও অধিক। ইহার এক পার্শ্বে অহর্নিশ প্রবলজ্বাল অগ্নি জ্বলিতেছে, অপর পার্শ্বে অতলস্পর্শ তুষারময় হ্রদ যেন বদন ব্যাদান করিয়া আছে। যদি কিঞ্চিৎ ভ্রমপ্রমাদ ঘটে অথবা অনবধানতা হইয়া একটু পা পিছলিয়া যায়, হয় অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে, না হয় তুষারময় গভীর হ্রদে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। অতএব গভীর চিন্তা ও প্রগাঢ় বিবেচনা করিয়া ভারতবর্ষীয় নূতন গবর্ণর জেনরলের একটী কর্ত্তব্য পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য হয়। মারকুইস রিপন ভারতবর্ষের নূতন গবর্ণর জেনরল হইয়াছেন, এবং ভারতবর্ষে নূতন পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার এ সময়টী বিষম সঙ্কটের সময়। পুত্র পিতার পরিত্যক্ত অতুল ঐশ্বর্য্যের নূতন অধিকারী হইলে পর যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থলুব্ধ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকে তাহাকে বেষ্টন করিয়া বসে এবং নানাপ্রকার মন্ত্রণা দেয়, সেইরূপ আমাদের নূতন গবর্ণর জেনরল মারকুইস রিপনকে নানা শ্রেণীর মন্ত্রিগণ ঘেরিয়া বসিয়াছেন এবং নানাপ্রকার মন্ত্রণা দিতেছেন।

এ সময়ে তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তিনি সকলের বাক্য শ্রবণ করুন, সার গ্রহণ করুন, কে কি ভাবে কথা কহে তাহার পরীক্ষা করুন; কিন্তু কাহারও বাক্যে তাঁহার নীত বা চালিত হওয়া উচিত নয়। তিনি একটী কর্ত্তব্য পথ বাছিয়া লউন, এবং কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেই পথে চলিবেন এই স্থির করুন। তাহা হইলেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

অন্য অন্য নূতন গবর্ণর জেনরলের অপেক্ষা মারকুইস রিপনের পদ অধিকতর সঙ্কটাপন্ন। তিনি রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী। গবর্ণমেণ্ট প্রটেষ্টাণ্ট; কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীকে গবর্ণর জেনরল করাতে নানা জন নানা কথা কহিতেছে। অনেকে অনেক প্রকার প্রতিবাদ করিতেছে। তিনি যাহাদিগের শাসনকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছেন, তাহারাও একজাতীয় ও একধর্ম্মাবলম্বী নয়। এখানে নানা রঙ্গের লোক আছে। তাঁহার কি নিয়োগকর্ত্তৃপক্ষ কি নিয়োজ্যপক্ষ কোন পক্ষই সুশৃঙ্খল নহে। এই বিশৃঙ্খল উভয় পক্ষের সহিত তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইবে। অতএব তিনি এ অবস্থায় যদি একটী কর্ত্তব্যপথ স্থির করিয়া তদবলম্বন-পূর্ব্বক চলিতে না পারেন, কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। মস্তকের উপরে ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ বজ্রাঘাত, নীচে ভীষণ-আবর্ত্তপূর্ণ নর্ত্তনশীল সমুদ্রের জলকল্লোল, মধ্যস্থলে পোতারূঢ় ব্যক্তি, তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, মারকুইস রিপনের অবস্থার সহিত তাহার সাদৃশ্য দিলে অসঙ্গত হয় না। এ অবস্থায় তাঁহার এক চক্ষু উন্মীলিত আর এক চক্ষু নিমীলিত, এক হস্ত উৎক্ষিপ্ত, আর এক হস্ত নিক্ষিপ্ত; এক পদ অগ্রসর, আর এক পদ সঙ্কুচিত; এ ভাবে কার্য্য করিলে চলিবে না। সরল ভাবে সাহসিকরূপে এক ন্যায্য পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে।

আমাদের মনে বড় শঙ্কা হইতেছে, ভারতবর্ষের

দূষিত রাজনীতিবায়ু পাছে তাঁহার প্রকৃতিস্থ সুস্থ মনকে অপ্রকৃতিস্থ ও অসুস্থ করিয়া তুলে। তাঁহাকে সকল বিষয় স্বচক্ষে দর্শন ও স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া স্বয়ং কার্য্য করিতে হইবে। অন্যের উপর নির্ভর করিলেই প্রতারিত হইবেন।

আমরা আজ এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলাম, তাহার কয়টী বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ, মারকুইস রিপন কাবুল সম্বন্ধে একটী নির্দ্দিষ্ট যুক্তির আশ্রয় করিয়া কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের কাবুল পরিত্যাগ করা যখন স্থির হইয়াছে, তখন নিঃস্বার্থ হইয়া তৎপরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। তাহা করিলেই আমরা তাঁহার একটী ন্যায্য পথ অবলম্বন করিয়া চলিবার যে প্রস্তাব করিতেছি, সেই প্রস্তাবের অনুরূপ কার্য্য করা হইবে; তাহা হইলেই তাঁহার কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা হইবে। কিন্তু আমরা যে প্রকার সংবাদ পাইতেছি, তাহাতে বোধ হইতেছে, তিনি নিঃস্বার্থ হইয়া কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। তিনি আবদুল রহমানকে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়ানুরূপ অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়া কাবুলের সিংহাসন প্রদানের সংকল্প করিয়াছেন। আবদুল রহমন্ তাহাতে সম্মত হইতেছেন না। এটী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিড়ম্বনাময় অবস্থা। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি নিঃস্বার্থ হইয়া কার্য্য করিতেন, এ বিড়ম্বনার অবস্থা ঘটিত না। আবদুল রহমনও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে অসম্মত হইতেন না। তিনি অসম্মত হইলেও অন্য এক ব্যক্তিকে সরদারদিগের অভিমতিক্রমে রাজপদে নিযুক্ত করিয়া এতদিন কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিতে পারিতেন। স্বার্থসম্বন্ধ থাকাতেই সে অভিপ্রেত সিদ্ধ হইতেছে না। কান্দাহার একটী স্বতন্ত্র রাজ্য হইবে, কাবুলে একজন রেসিডেণ্ট থাকিবেন, এ প্রকার ব্যবস্থা করিতে গেলে ইংরাজদিগের বাস্তবিক কাবুল পরিত্যাগ করা হইতেছে না। যাঁহারা স্বাধীন প্রকৃতির লোক, তাঁহারা কোন প্রকার দীনতাসূচক অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়া দাসভাবে কাবুলের রাজা হইতে চাহিবেন না।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিঃস্বার্থ ও ন্যায়পথাবলম্বী হইয়া কার্য্য করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই আবদুল রহমনের খোসামোদ করিতে হইতেছে। প্রতিজ্ঞাত কাবুল পরিত্যাগ করাও ক্রমে কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে। এখনও মারকুইস রিপনের কর্ত্তব্য এই, তিনি অবিলম্বে কাবুলে একটী দরবার করিবার আজ্ঞা করুন। দরবারে সকল সর্দারদিগকে আহ্বান করিয়া কাহাকে কাবুলের আমীর করা উচিত এই কথা জিজ্ঞাসা করা হউক। যিনি সর্ব্ববাদি সম্মত হইবেন, তিনি কাবুলের আমীর হউন। সেই নূতন আমীর যে পর্য্যন্ত সিংহাসনে স্থির হইয়া বসিতে না পারিবেন এবং যে পর্য্যন্ত আভ্যন্তরীণ গোলযোগের শান্তি না হইবে, তাবৎ ব্রিটিশ সৈন্য তথায় থাকুক; গোলযোগের নিবৃত্তি হইলেই সৈন্য চলিয়া আসুক। এই পথে চলিলেই ন্যায়পথে চলা হইবে, তাহা হইলে সঙ্কটরূপ কণ্টক কার্য্যপথে উপস্থিত হইয়া কার্য্যের বাধা জন্মাইতে পারিবে না। কার্য্যকালে যদি রুশিয়ার শঙ্কা বা অন্য কোন প্রকার স্বার্থসিদ্ধির বাসনা মনোমধ্যে উদিত হয়, তাহা হইলে কাবুল সম্বন্ধে অবলম্বনীয় নীতির দোষ ঘটিয়া উঠিবে। তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সহজে ও সত্বরে সঙ্কটমুক্ত হইতে পারিবেন না। কাবুল ব্যাপার হইতে নির্লিপ্ত হইতে বহুকাল অতীত হইয়া যাইবে। রুশিয়ার এক অলীক আশঙ্কা যাবতীয় অনর্থের মূল হইয়াছে। রুশ যদি বাস্তবিক কাবুল দ্বারা আপনার কোন অসৎঅভিসন্ধি সাধন করিবার মানস করেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আবদুল রহমনকে হউক, আর অন্যকে হউক, দৃঢ় দুর্ভেদ্য সহস্র অঙ্গীকারবদ্ধ করিয়াও তাহার নিবারণ করিতে পারিবেন না। কাবুলীদিগকে বশ্যতা স্বীকার করান যেমন কঠিন, তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া তৎপ্রতিপালন করানও তেমনি কষ্টকর। দারুণ বন্যাবেগ যেমন বালুকাময় ভূমিকে সহজে ভগ্ন করিয়া ফেলে, কাবুলীরা তেমনি অনায়াসে বিশ্বাস ভগ্ন করে। যাহাদের প্রতিজ্ঞা ও বিশ্বাস ভঙ্গ করা সহজ কাজ, তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া রুশের উপভোগ হইতে রক্ষা করা কি সহজ?

মারকুইস রিপন যদি এ কথা বলেন, কাবুল সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ইংলণ্ডের মন্ত্রিগণই নির্দ্ধারণ করেন; সে বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বড় হাত নাই। তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় পুরাতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের ন্যায় দূষিত রাজনীতিরূপ নীহার জালে আচ্ছন্ন হইয়া প্রকৃতপথ দর্শনে অন্ধ নহেন। যদি কেহ ন্যায়পথ দেখাইয়া দেন, তাঁহারা তদ্দর্শনে কখনই পরাঙ্মুখ হইবেন না। আমরা জানি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অনেক সময়ে মন্ত্রিগণকে উৎপথে লইয়া যান।

নূতন গবর্ণর জেনরলের কর্ত্তব্য-পথ স্থির না হওয়াতে কেবল যে কাবুল সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটিতেছে তাহা নয়, অন্য অন্য বিষয় সকলও নির্ব্বাত জলদজালের ন্যায় স্থির হইয়া আছে। আমরা কোন বিষয়েই তাঁহার বাত-প্রেরিত বহ্নি ও গগনবিহারী গৃধ্রের ন্যায় চাঞ্চল্য দেখিতেছি না। আমরা উপরে কহিয়াছি, তিনি সঙ্কটময় পদে অধিরূঢ় হইয়াছেন। কিছু দিন স্থিরভাবে তাঁহার সকল বিষয় জানা শুনা কর্ত্তব্য। অতএব তাঁহার বর্ত্তমান স্থিরভাব নিন্দনীয় নয়। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র-সংক্রান্ত ৯ আইন ও লাইসেন্স টাক্স প্রভৃতি যেগুলির উন্মূলন নূতন মন্ত্রি সম্প্রদায়ের সংকল্পিত, তাহার বিষয়ে ঔদাসীন্য বা নিশ্চেষ্টতা শোভা পায় না।

এস্থলে আরও দুই একটী কথা বলিয়া মারকুইস রিপনকে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত হইতেছে। রাজনীতি স্বভাবতঃ অতি পবিত্র পদার্থ, কিন্তু ভারতবর্ষের কতকগুলি সাহসহীন সঙ্কীর্ণহৃদয় রাজনীতিজ্ঞ নামধারী কাপুরুষে সেই পবিত্র রাজনীতিকে অপবিত্র করিয়া তুলিয়াছেন। ঐসকল রাজনীতিজ্ঞের আত্মম্ভরিতাই প্রধান গুণ। অন্যায় করিয়া হউক, পক্ষপাত করিয়া হউক, আর স্তোভ বাক্যে হউক, এদেশীয়দিগকে দমনে রাখিয়া কার্য্য করা তাঁহারা শ্লাঘনীয় রাজনীতি মনে করেন। এদেশীয়দিগের সম্বন্ধে তাঁহারা যে যে কাজ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশেই প্রায় পক্ষপাতাদির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অন্য কথা কি, এদেশীয়দিগের বহুকালের দীর্ঘ চীৎকারের পর এদেশীয়দিগকে যে একটী উচ্চপদ দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতেও সরলতা নাই। এদেশের উচ্চপদে জেতৃজাতীয় বলিয়া ইংরাজের যেমন অধিকার, এদেশীয়েরও তেমনি জন্মাধীন অধিকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, সঙ্কীর্ণহৃদয় আত্মম্ভরি রাজনীতিজ্ঞেরা এ কথা স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। কেবল যে বাক্যে অস্বীকার করেন তা নয়, সেই অস্বীকারের অনুরূপ কার্য্যও করিয়া থাকেন। বড় পীড়াপীড়ির পর যদি দুই একটা কার্য্য তাঁহাদের দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টিমধ্য হইতে বিগলিত হয়, তাহাও পরিণামে বিড়ম্বনাময় হইয়া উঠে। সম্প্রতি এদেশীয়দিগের প্রবোধার্থ বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার শীলকে বাকুঁড়ার যে এডিসনাল জজ করা হইয়াছে, আমরা শুনিতেছি, সেটী নিতান্ত বিড়ম্বনাপূর্ণ হইয়াছে। সংক্ষেপে এই একটী কথা বলিলেই বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিবেন, ব্রজেন্দ্রবাবু জজের কর্ত্তব্য কার্য্যসকল স্বাধীনভাবে করিতে পান না।

উপসংহারে মারকুইস রিপনের নিকটে আমাদের সানুনয় অনুরোধ এই যে তিনি উপরি বর্ণিত রাজনীতিবৎ আভাসমান অপবিত্র রাজনীতির অনুসারে চলিয়া নিজ ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার বিরুদ্ধ আচরণের পরিচয় না দেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এখনও বলিতেছি যে রাজনীতি ন্যায়নিষ্ঠ নয়, সে রাজনীতি রাজনীতিই নয়। তিনি ন্যায়নিষ্ঠ উদার রাজনীতির অনুসারে চলিয়া সকল জাতি

সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করেন, এই আমাদের অভিলাষ।

---

## মানুষের অত্যাচার নিবারণের কি কোন উপায় নাই?

অন্যায় হইল ও অত্যাচার হইল বলিয়া আমরা মিছামিছি চীৎকার করিয়া থাকি। যে প্রকার কাণ্ড দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে অন্যায় ও অত্যাচারের কোন যুগে ও কোন কালে যে নিবারণ হইবে, তাহার সম্ভাবনা দেখিতে পাই না। অন্যায় ও অত্যাচার করিবার প্রবৃত্তি জীব জন্তুর স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ, আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, যার যেমন ক্ষমতা বলবীর্য্য ও পরাক্রম, সে তেমনি আপনার অপেক্ষা হীনবল ও হীনবীর্য্যের প্রতি অন্যায় ও অত্যাচার করিয়া থাকে। বিতস্তিপ্রমাণ মৎস্যের অঙ্গুলিপ্রমাণ মৎস্যের উপরে সম্পূর্ণ দৌরাত্ম্য। এমন কি সে ক্ষুদ্র মৎস্যের বংশ ধ্বংস করে, তাহার সেই চেষ্টা। ঐরূপ পশু পক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় জীবমাত্রেই স্বাপেক্ষ দুর্ব্বলজাতির উপরে যার পর নাই অত্যাচার করিয়া থাকে। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, এই অনিষ্ট চেষ্টা ও এই হিংসা জীবজন্তুর প্রকৃতিগত। মনুষ্য জাতিও এইরূপ স্বাপেক্ষ দুর্ব্বল মনুষ্যের উপরে অন্যায়াচরণে ও অত্যাচার বিধানে বিমুখ নয়।

জগদীশ্বর মানুষকে বুদ্ধিজীবী করিয়াছেন; কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান দিয়াছেন; আপনার বা পরের কিসে ইষ্ট ও কিসে অনিষ্ট, তাহা বুঝিবার ও বিবেচনা করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, মানুষ অহঙ্কারে এমনি মত্ত, স্বার্থপরতায় এমনি অন্ধ যে তাহার সৎ ও কর্ত্তব্য বিবেচনা থাকিয়াও নাই। আপনার সুখ সম্পাদনার্থ অপরের দ্রব্য গ্রহণ করা উচিত নয়, অপরে যে ক্ষেত্রখানি অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকার শস্য উৎপাদন করিয়া সপরিবারে জীবন ধারণ করিতেছে, আমি যদি সেখানি কাড়িয়া লই, সে সপরিবারে মারা যাইবে, স্বার্থান্ধ পুরুষের এ বিবেচনা থাকে না। এ বিবেচনা করিয়াও সে অপরের ভূমি হরণে বিরত হয় না। স্বার্থান্ধ ব্যক্তি কেবল পরস্ব গ্রহণ ও পরদার হরণ প্রভৃতি নীতি বিরুদ্ধ অনার্য্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ক্ষান্ত হয় না; ইতরজাতীয় জীব জন্তুর ন্যায় আপনার অপেক্ষা দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগেরও প্রাণ সংহারে পরাঙ্মুখ নহে।

এস্থলে ঈশ্বরের একটী কৌশলপূর্ণ অদ্ভুত কার্য্যের উল্লেখ করা আবশ্যক হইয়াছে। তিনি জীবজন্তুকে যেমন ভয়ঙ্কর জিঘাংসাবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তেমনি উহাদিগকে অদ্ভুত উৎপাদিকা শক্তিও দিয়াছেন। যেমন বৃক্ষাদির এক একটী ফলে বৃক্ষ জন্মিয়া লক্ষ লক্ষ বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তেমনি পশুপক্ষ্যাদিরও স্ত্রী পুরুষাদি দম্পতীর যোগে শত সহস্র স্ত্রীপুরুষ জন্মিয়া থাকে। মনুষ্য জাতিও সন্তানোৎপাদন বিষয়ে উষর নহে। উদ্ভিজ্জ অণ্ডজ স্বেদজ জরায়ুজ সমুদয় প্রাণী যেমন অদ্ভুত উর্ব্বর শক্তি সম্পন্ন, তেমনি ওদিকে ভয়ঙ্কর জিঘাংসাবৃত্তির অনুগৃহীত। যদি ঐ জিঘাংসাবৃত্তি না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে স্থানসমাবেশ হইত না। এক উদ্ভিজ্জে বা এক অণ্ডজে ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিত। পাঠক দেখ কি অদ্ভুত ব্যাপার। এদিকে বিচিত্র জিঘাংসাবৃত্তি, ওদিকে আশ্চর্য্য উৎপাদিকা শক্তি। ঈশ্বর উভয়ের সামঞ্জস্য করিয়া কেমন লীলা খেলা করিতেছেন। এখন পাঠক বুঝিতে পারিলেন, দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার প্রকৃতিসিদ্ধ। অতএব এ অত্যাচারের নিবারণ সম্ভাবিত নয়।

কিন্তু এস্থলে একটী কথা আছে। যাহাদের তর্কশক্তি নাই, ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, ইষ্টানিষ্ট চিন্তায় অধিকার নাই, যাহারা কেবল স্বাভাবিক বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা যে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করে, দুর্ব্বলকে পীড়ন করে ও দুর্ব্বলকে বিনাশ করে, তাহাতে বিস্ময় হয় না, দুঃখও হয় না। কিন্তু মানুষের হিতাহিত বিবেকশক্তি আছে, অপরকে পীড়ন করিলে যে কি কষ্ট ও অনিষ্ট হয়, মানুষ তাহা বুঝিতে পারে। এ সকল বুঝিয়াও যে মানুষ অত্যাচার করে, ইহাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। অতএই মানুষের অত্যাচার কি নিবারিত হইবে না? আমরা এই প্রশ্ন করিতেছিলাম।

মানুষের অত্যাচার নিবারণ করিবার ক্ষমতা কার? রাজার। কিন্তু আমরা দেখিয়া হতাশ হইতেছি, অত্যাচার নিবারণে যিনি অধিকারী, তিনিই অত্যাচারী। তিনিই নিজের ভোগার্থ, নিজের বিলাসার্থ, নিজের সৌখীনতা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত প্রজার উপরে সময়ে সময়ে যার পর নাই অত্যাচার করিয়া থাকেন। ব্যক্তিবিশেষ ব্যক্তিবিশেষের উপরে অত্যাচার করিলে রাজগোচর করিয়া কথঞ্চিৎ তাহার নিবারণ করা যায়, কিন্তু রাজা অত্যাচার করিলে কে তাহার নিবারণ করিবে? রাজার সৈন্য আছে, অস্ত্র শস্ত্র ও গোলাগুলি আছে, অর্থবল আছে, কেহ নিবারণ করিতে গেলে রাজা তাহার প্রতিকূলে ব্যবহার করিতে পারেন, তাহার প্রাণ সংহার করিতে পারেন, গোলাগুলি দ্বারা তাহার ঘর বাড়ী উড়াইয়া দিতে পারেন, তাহাকে দ্বীপান্তরবাসে পাঠাইতে পারেন। অতএব কাহার মাথার উপর মাথা যে রাজার অত্যাচার নিবারণে সাহসী হয়?

আমরা যে আজ এ বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি তাহার কারণ এই, সমাচারপত্র পাঠে জানিলাম রাউমিলিয়ার খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা তত্রত্য মুসলমানদিগের উপরে যার পর নাই অত্যাচার করিতেছে। রাউমিলিয়া তুরস্কের সুলতানের অধিকৃত রাজ্য। তথাকার মুসলমানেরা পূর্ব্বে তত্রত্য খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের দুর্দ্দশার একশেষ করিয়াছিল। স্ত্রী বালক বৃদ্ধ কাহারও উপরে অত্যাচার করিতে বিমুখ হয় নাই। অন্য কথা কি, কাহার স্ত্রী লইয়া স্বচ্ছন্দে ঘর করিবার যো ছিল না। এখন তথায় একজন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন। তিনি সুলতানের অধীনস্থ বটেন; কিন্তু তিনি পূর্ব্ববৈরনির্য্যাতন প্রবৃত্ত খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের অত্যাচার নিবারণ করিতেছেন না, অথবা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আমাদের শাস্ত্রকারেরা যথার্থ কথাই কহিয়াছেন "ন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণং" ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিলেই যে দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্য করিবার স্বভাব পরিবর্ত্ত হয়, তাহা হয় না। আমরা রাউমিলিয়ার অত্যাচার বৃত্তান্ত বর্ণন করিবার নিমিত্তই যে কেবল আজ এ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি, তাহাও নয়, আমাদের সম্মুখে পার্শ্বে ও ইতস্ততঃ সর্ব্বদাই অত্যাচার ঘটিতেছে। আমরা সর্ব্বদা তাহা স্বচক্ষে দেখিতেছি ও তাহার কথা শুনিতেছি। তবে আমাদের ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতাপে ও শাসন প্রভাবে রাউমিলিয়ার কাণ্ড এখানে অনুষ্ঠিত হইতেছে না বটে; কিন্তু যাঁহারা কিঞ্চিদ্ধনজনসম্পন্ন হইতেছেন, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে বিমুখ হইতেছেন না। সৌভাগ্য হইলে কোথায় প্রতিবেশীর হিতচেষ্টা করিবে, তা না করিয়া অত্যাচার! ইহার নিবারণের উপায় কি? মানুষ যদি অত্যাচার নিবৃত্ত না হয়, তবে মানুষে ও পশুতে ইতরবিশেষ কি? এক জন কবি কহিয়াছেন, মানুষে আর পশুতে আহার নিদ্রাদি বিষয়ে ইতরবিশেষ নাই, এক ধর্ম্মই কেবল মানুষের সহিত পশুর ইতরবিশেষ করিয়া দিতেছে। "ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষঃ" যে পশুর ন্যায় অত্যাচারী হইল, তাহার আর ধর্ম্ম কি? আভিধানিকেরা ধর্ম্মশব্দে কেবল ঈশ্বরনিষ্ঠার কথা বলেন নাই। অভিধানকার অমরসিংহ বলেন "ধর্ম্মাঃ পুণ্যযমন্যায়স্বভাবাচারবর্ত্মসু" ধর্ম্ম শব্দে ন্যায়নিষ্ঠা বুঝায়। যাহার ন্যায়নিষ্ঠা নাই সে ধার্ম্মিক নয়।

কি রাজা কি প্রজা কি রাজকর্ম্মচারী সকলেই

বিষয় বিশেষে অত্যাচারী। রাজার অত্যাচার নিবারণের যে সম্ভাবনা নাই, আমরা উপরে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু রাজা মনে করিলে রাজকর্ম্মচারী ও প্রজার অত্যাচার অনায়াসে নিবারণ করিতে পারেন। দুঃখের বিষয় এই, তাঁহার সে মনোযোগ নাই। যথাবিধি দণ্ড না হওয়াতেই অত্যাচার ভূতল পরিত্যাগ করিতেছে না। মনু রাজাকে রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিবার উপদেশ দিয়াছেন। কারণ, রাজকর্ম্মচারীদিগের অত্যাচারের অনেক সুবিধা হয়। রাজশক্তি তাঁহাদের হস্তগত থাকে। তাঁহারা অনায়াসে যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। অপরের সাধ্য নাই যে তাহার নিবারণে সমর্থ হন। রাজাই তাহার নিবারণ করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এক্ষণকার রাজারা সেই অত্যাচারকারী রাজকর্ম্মচারীর প্রশ্রয় বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

---

## বালক অপরাধীদিগের চরিত্র সংশোধনার্থ শিক্ষালয়।

গবর্ণমেণ্ট দয়াপরবশ হইয়া বালক অপরাধীদিগের চরিত্র শোধনার্থ আলিপুরে যে শিক্ষালয় করেন, সম্প্রতি তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। উহার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে পাঠকগণের গোচর করা যাইতেছে।

অপরাধ করিলে রাজা অপরাধীর দণ্ডবিধান করেন, এবং অপরাধের তারতম্য অনুসারে সেই দণ্ডের তারতম্য হয়, ইহা সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অপরাধীকে দণ্ড দিবার উদ্দেশ্য কি? সকলেই বলিবেন, অপরাধী যাহাতে আর সেরূপ অপরাধ না করে এবং তাহার দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া অন্যেও তাদৃশ গর্হিত আচরণে প্রবৃত্ত না হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ সকল দেশেরই প্রাচীন শাস্ত্রে অপরাধের গুরুতর দণ্ড নির্দ্দিষ্ট দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে এই প্রকার ব্যবহার ছিল, সে যে অঙ্গ দ্বারা অপরাধ করিত, তাহার সেই অঙ্গ এরূপে ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইত যে, সে যেন আর সেই অঙ্গ দ্বারা তেমন অপরাধ করিতে না পারে। হস্ত দ্বারা অপরাধ করিলে হস্তচ্ছেদন, পদ দ্বারা অপরাধ করিলে পদচ্ছেদন, নাসিকাচ্ছেদন ও কর্ণে তপ্তসীসক-পাতন প্রভৃতি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা সকল দেশেই শুনিতে পাওয়া যায়। ক্রমে সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গচ্ছেদ দণ্ড উঠিয়া গিয়াছে। এলিজাবেথের সময়ে ইংলণ্ডে অঙ্গচ্ছেদ দণ্ড উঠিয়া যায়। ক্রমে ইউরোপের সকল দেশেই অঙ্গচ্ছেদ দণ্ড উঠিয়া গিয়াছে। এখনও দণ্ড দিবার উদ্দেশ্য ঠিকই আছে। কিন্তু এখন আর কষ্ট দিয়া অঙ্গচ্ছেদ করিয়া তাহার অকার্য্য নিবারণ করিতে হয় না। এখন সেই পূর্ব্বকার রীতির বহুল পরিবর্ত্ত হইয়া অন্য প্রকার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন অপরাধীকে কারাগৃহে লইয়া গিয়া তাহাকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হয়। সে যত দিন কারাগারে বাস করে, তত দিন তাহাকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় যে তাহার দুষ্কর্ম্ম করিতে আর প্রবৃত্তি না থাকে। এখন দণ্ডবিধানের অর্থ চরিত্র সংশোধন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব এখন আর কারাগারের সে ভীষণ ভাব নাই। আমরা দশকুমারচরিত প্রভৃতি গ্রন্থে সেরূপ সঙ্কীর্ণ দূষিত বায়ুপূর্ণ অস্বাস্থ্যকর অন্ধকারময় কারাগৃহের উল্লেখ দেখিতে পাই, এখন আর সেরূপ কারাগৃহ নাই। এখন বন্দীদিগের স্বাস্থ্যের ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখিয়া কারাগৃহ নির্ম্মাণ করা হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে আর সে বাষ্টিল নাই। যেখানে এক মাস থাকিলে আলোক দেখিবামাত্র চক্ষু ঝলসিয়া যাইত। যেখানে এক ব্যক্তি এক বৎসর কাল মধ্যে একটী ইন্দুর ভিন্ন অন্য জীবজন্তুর সাক্ষাৎ পান নাই। বায়রন বর্ণিত সিলনের কারাগারের কথা আর শুনিতে পাওয়া যায় না। যে দিন বিখ্যাত লোকহিতৈষী জন হাউয়ার্ড কারাবাসীদিগের চরিত্র সংশোধনার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়া ইউরোপের সমস্ত কারাগার পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র কারাশাসন সম্বন্ধে সুনীতির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তদবধি অপরাধীদিগকে আর ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। কারাগার সম্বন্ধে পূর্ব্বে সংস্কার ছিল যাহারা অপরাধ করে, তাহারাই লোকদ্বেষী পামর, তাহাদের বিহিত শাস্তি আবশ্যক, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; অধিক অপরাধী উদরান্নের সংস্থান করিতে না পারিয়া কুকর্ম্ম করে। তাহারা কোন ব্যবসায়ের শিক্ষা পায় না, সুতরাং সুপথে থাকিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে না, কাজে কাজেই তাহাদিগকে অসৎ পথ অবলম্বন করিতে হয়। এই সকল লোককে যদি শিক্ষা দেওয়া হয়, যদি ইহাদিগকে পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা জন্মাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইহারা আর অপরাধ করে না। আমরা দেখিয়াছি অনেকে কারা হইতে আসিয়া যেন পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছে। তাহাদের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

আমরা এতক্ষণ অপরাধি-সাধারণে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম। কিন্তু বালক অপরাধিদিগের অবস্থা ও ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। তাহাদের বালস্বভাবসুলভ বুদ্ধিচাঞ্চল্যই প্রায় কারাবাসের কারণ হয়। তাহাদের প্রকৃত শিক্ষার সময়- ও তাহাদের ভবিষ্যতে প্রাণাচ্ছাদন লাভার্থ ব্যবসায় শিক্ষার সময় এবং ভবিষ্যতে সচ্চরিত্র হইবার জন্য বিদ্যা শিক্ষা করিবার সময় যদি কারাগৃহে বৃথা নষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাদের জীবন বিড়ম্বনাময় হইয়া উঠে। অতএব কারাগৃহে তাহাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলার্থ কোন প্রকার শিক্ষা পাওয়া উচিত। তাহারা তাহা যদি না পায়, তাহা হইলে কারাগার হইতে বহির্গত হইয়া আবার তাহাদের দুষ্কর্ম্ম করিবার ও আবার কারারুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই সমস্ত প্রণিধানপূর্ব্বক ভাবিয়া গবর্ণমেণ্ট ১৮৭৬ অব্দে বালক অপরাধিদিগের শিক্ষার্থ শিক্ষালয়স্বরূপ স্বতন্ত্র কারাগার স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৮৭৮ অব্দে তাহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সদর ও মফস্বল সকল স্থান হইতে বালক অপরাধিদিগকে আনিয়া তথায় তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। উক্ত শিক্ষালয়ের প্রথম সাম্বৎসরিক রিপোর্ট পাঠ করিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রতি সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৭৮ অব্দে ৩০ টী মাত্র ছাত্র লইয়া শিক্ষালয় খোলা হয়। ১৮৭৯ অব্দে সর্ব্বশুদ্ধ ৯৬ টী বালক হয়। এতদ্ভিন্ন আরও নয় জন বালক অপরাধী তথায় আনীত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের মধ্যে ছয় জনের স্বভাব এত মন্দ যে তথায় তাহাদের দৃষ্টান্তে অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া তাহাদিগকে জেলে পুনঃ প্রেরণ করা হইয়াছে। একজন পলায়ন করিয়াছে এবং একজন মরিয়া গিয়াছে আর একজনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করে, তাহাদিগকে রীতিমত পারিতোষিক দেওয়া হয়। পারিতোষিকের টাকার অর্দ্ধেক বালকদিগকে দেওয়া হয়। তাহারা সেই পয়সা লইয়া খেলানা ও মিষ্টান্ন ক্রয় করে, অপর অর্দ্ধ তাহাদের নামে সেবিং ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয়।

যেমন সদ্ব্যবহারের পারিতোষিক দেওয়া হয়, তেমনি অসদ্ব্যবহারের দণ্ডও করা হইয়া থাকে। সুখের বিষয় এই যে অপরাধগুলি প্রায়ই অতি সামান্য, বাল-স্বভাব-সুলভ অনবধানতাই তাহার কারণ। দণ্ডও সামান্যরূপ হয়। কখন মিষ্টান্ন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, কখন বা কিয়ৎ ক্ষণ এক ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখা হয়। বালকদিগের পড়িবার সময় তিন ঘণ্টা মাত্র। বালকদিগকে বিদ্বান করিবার জন্য তত যত্ন নাই। তাহারা পরিণামে যাহাতে নিজ পরিশ্রমে উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে, তদ্বিষয়ের বিশেষ চেষ্টা পাওয়া হয়। উহাদিগকে নানাপ্রকার শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। উক্ত শিক্ষাগৃহের যত সংস্কারকার্য্য প্রয়োজন হইয়াছিল, সে সমস্ত বালকেরা করিয়াছে। উহাদের পরিশ্রমে বাগানে এত দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে যে ঐ শিক্ষাগৃহের যত

ফল মূলের প্রয়োজন, তাহা সম্পন্ন হইয়া ১১৯ টাকা মূল্যের ফল বিক্রয় করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আফিস সমুদয়ের সমস্ত পুস্তক বাঁধান এই স্থান হইতেই হইয়া থাকে।

বালকদিগের স্বাস্থ্যের দিকে কর্তৃপক্ষের বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। অন্যান্য জেল অপেক্ষা এখানে আহারাদিতে অনেক অধিক খরচ হয়। উহাদিগকে স্বাস্থ্যকর আহার দেওয়া হইয়া থাকে। উহাদের চিকিৎসার উত্তম বন্দোবস্ত আছে।

---

## আবদুল রহমন ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট।

আবদুল রহমান ইংরাজের অধীনে রাজা হইবেন না, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে ছাড়িবেন না। এ বড় মন্দ কৌতুক নয়! এদেশে একটী প্রবাদ বাক্য আছে "হাতির পাও পিছলিয়া যায়।" আমাদের রাজা এমন বুদ্ধিমান্ চতুর ইংরাজ জাতিরও কাবুল সম্বন্ধে পা পিছলিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের ভ্রমনিবন্ধনই এই কৌতুককর শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। আমরা দেখিতেছি, সম্পদ সম্পদের ও বিপদ বিপদের ন্যায় একটী ভ্রমও অপর ভ্রমের অনুগামী হয়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কাবুলে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া যে ভ্রমে আক্রান্ত হইয়াছেন, এখনও তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিতেছেন না। অপর ভ্রম আসিয়া তাহার দলপুষ্টি করিতেছে। আর একটী প্রবাদ আছে "এক আঁচড়ে চিনা যায়।" এক কাবুল যুদ্ধে অনেক চিনা ও জানা গেল। ভারত-জয়দৃপ্ত ইংরাজেরা ভাবিয়াছিলেন, তাঁহারা যখন অনায়াসে ভারত জয় করিয়াছেন, তখন কাবুলও অনায়াসে জয় করিবেন। কিন্তু কার্য্যে দেখা যাইতেছে, কাবুল ভারত নয়, কাবুলীরা ভারতবাসী হিন্দু বা মুসলমান নয়। উহারা দুর্দ্ধর্ষ। কাবুলে যুদ্ধের প্রথম আরম্ভ অবধি এ পর্য্যন্ত যে যে ঘটনা ঘটিল, যদি তন্মনস্ক হইয়া সেগুলির চিন্তা করা যায়, বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ইংরাজেরা যে সময়ে কাবুলে প্রবেশ করেন, কাবুলিরা তখন প্রাণপণে বাধা দিলে ইংরাজদিগের কাবুলাধিকারমধ্যে সহজে প্রবেশ করা ভার হইত। তখন তাহারা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিল, কিন্তু এখন লোকে যত মনে করিতেছে, তাহারা উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, তত যেন তাহারা বর্ষাকালে সপক্ষ পিপীলিকার ন্যায় ও রক্তবীজ বংশের ন্যায় কোথা হইতে প্রাদুর্ভূত হইতেছে। [illegible] যে এখন যুদ্ধের অবসান বা [illegible] বুঝিয়া উঠা ভার হইয়াছে। অতি[illegible] ইংরাজেরা সুপিরিয়র নবদর্পণের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছেন, কাবুলের সহিত তাঁহাদের একবার সংসর্গও হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা কাবুলকে চিনিতে পারিলেন না! চিনিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহারা আবদুল রহমনকে লইয়া যে কাণ্ড করিতেছেন, তাহাতে এ দেশে যে এক প্রবাদ আছে, গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া, তাহাই অন্বর্থ করিয়া তুলা হইতেছে। যদি কোন বৃক্ষের মূল ছেদন করা যায়, তাহার পর তাহার উপরিভাগে যত কেন জলসেচন কর না, সে বৃক্ষ পুনরুজ্জীবিত হয় না। বৃক্ষের মূল পদ, তাহারই দ্বারা বৃক্ষ রস আকর্ষণ করে এবং রস আকর্ষণ করে বলিয়াই বৃক্ষকে পাদপ বলে। যদি সেই মূল হইতে বৃক্ষকে বিচ্ছিন্ন করা যায়, তাহা হইলে তাহার পাদপত্ব থাকে না, তাহার পর তাহাকে অগাধ জলে নিমজ্জিত করিয়া রাখিলেও কোন ফল দর্শে না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কাবুলের সম্বন্ধে ঠিক গোড়া কাটিয়া আগায় জল দিতেছেন। বেরুকজী বংশের মূল যে য়াকুবখাঁ, তাঁহারা বিনা অপরাধে বিনা কারণে বিনা বিচারে একজন সামান্য লোকের কথায় তাঁহার উচ্ছেদ করিয়াছেন। কাবুলের রাজবংশ বাতাভিহত মহাবৃক্ষের ন্যায় সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে, উহার শাখা প্রশাখা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখন ইংরাজেরা আগায় জল ঢালিতেছেন। তাঁহারা আবদুল রহমনকে তাঁহাদের অধীনস্থ আমীর করিবার অনুরোধ করিতেছেন। আবদুল রহমন চিরদিন রুশিয়ার আশ্রিত ও প্রতিপালিত। রুশিয়ার আশ্রয়ই তাঁহার সম্মান ও তাঁহার বল। তাঁহাকে রাজ্য গ্রহণার্থ অনুরোধ করা ইংরাজদিগের আর একটী মহাভ্রমের কার্য্য সন্দেহ নাই। ইংরাজেরা তাঁহাকে অনুরোধ করাতে তিনিও গোলে পড়িয়াছেন। তিনি কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। তিনি এই সঙ্কটে পড়িয়াছেন বলিয়াই তাঁহার কার্য্য অব্যবস্থিতচিত্তের ন্যায় পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। তিনি একদিকে সমস্ত সরদারকে সুসজ্জিত হইয়া থাকিতে বলিতেছেন, য়াকুব খাঁর পুত্র মুসাজানের একমাত্র মিত্র মহাবল পরাক্রান্ত মহম্মদ জানকে আত্মপক্ষে আনয়নার্থ বিশেষ যত্ন করিতেছেন এবং স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক সরদারকে সমবেত করিতেছেন; যুদ্ধার্থী হইলে যেরূপ উদ্যোগ করিতে হয়, তাহা করিতেছেন; অন্যদিকে গ্রিফিন সাহেবকে সাদর সম্ভাষণে পত্র লিখিতেছেন এবং অল্পমাত্র সমভিব্যাহারী লইয়া কাবুলে আসিবেন একথাও কহিতেছেন। [illegible] তাঁহার মনের ভাব এই, ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি হওয়া দুর্ঘট। যদি সন্ধি না হয়, আর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, বিমুখ হইবেন না। পাঠক! এস্থলে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে। আবদুল রহমনের কথায় কাবুলের সমস্ত লোক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্দ্বারা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইতেছে, কাবুলের এক প্রাণীও ইংরাজদিগের প্রতি প্রসন্ন নয়। যে কেহ ইংরাজের সহায়তা করিতেছে, সে মৌখিক মাত্র। ইংরাজ সৈন্য চলিয়া আসিবামাত্র তাহারা যম সদনে প্রেরিত হইতেছে। আবদুল রহমন যে কৌশলে ফিরুন, তাঁহার মনোরথ যদি পূর্ণ হয়, আর তিনি ইংরাজদিগের অনুগৃহীত আমীর হন, তাহা-হইলেই কি আফগান স্থানে শান্তি স্থাপিত হইবে? মুসাজানের অনেক সহায় আছে। বীরচূড়ামণি মহম্মদজান তাঁহার মঙ্গলার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। ইহারই মধ্যে মুস্কি আলাম বলিয়াছেন "আমরা শান্তি স্থাপনার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু মুসাজান আমীর ও আয়ুব খাঁ তাঁহার মন্ত্রী ও সহায় না হইলে শান্তি হওয়া সম্ভাবিত নয়।" এরূপ স্থলে আবদুল রহমন আমীর হইলেই শান্তি স্থাপিত হইল বলিয়া ইংরাজেরা কাবুল ত্যাগ করিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। তাহা হইলে আবদুল রহমান ও মুসাজানে বিলক্ষণ যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিবে। অতএব আমরা প্রস্তাবান্তরে যে কথা কহিয়াছি, তদনুরূপ কার্য্য করাই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। সাধারণের সম্মতি ক্রমে এক জন আমীর হইলে কোন দিকে কোন প্রকার গোলযোগ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ইংরাজদিগেরও মান রক্ষা হইবে। তাহার পর যদি গোলযোগ বাঁধে, অল্প আয়াসে তাহার শান্তি হইবার সম্ভাবনা।

---

## মিউনিসিপালিটি ও প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের যথেচ্ছাচারিতা।

যেমন হিমানীপ্রহত পদ্ম শুষ্ক হইয়া যায়, যেমন নিদারুণ-নিদাঘ তাপে তৃণ জ্বলিয়া যায়, তেমনি যেখানে প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের যথেচ্ছাচারিতা, সেইখানেই মিউনিসিপালিটি নিষ্প্রভ ও হীনতেজ হইয়া পড়ে। স্থানীয় স্বাধীনতা মিউনিসিপালিটির প্রাণ স্বরূপ, কিন্তু প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের যথেচ্ছাচারিতা সেই স্বাধীনতা লোপের কারণ হয়। দুটী পরস্পর বিরোধী পদার্থ কখন এক স্থানে থাকিতে পারে না। ইহার সাক্ষী ইতিহাস। ইতিহাসের যে পত্র উদ্ঘাটন কর, তাহাতেই দেখিতে পাইবে, যথেচ্ছা-

চার প্রবল হইলেই স্থানীয় স্বাধীনতার বিলোপ হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে যখন দ্বিতীয় চারল্‌স প্রবল হইয়া উঠেন, তখন নগরগুলির স্বাধীনতা হরণ তাঁহার প্রধান কার্য্য হয়। ফ্রান্সের ইতিহাস দেখ, তথায় প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের যতবার যথেচ্ছাচার প্রবল হইয়াছে, ততবার পারিস নগরীর অধ্যক্ষ দলের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইয়া প্রলয় কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। বোধ হয়, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স আমাদের বক্তব্য তত বিশদ করিয়া দিতে পারিতেছে না। আমাদিগকে এ বিষয়ে রোমীয় ইতিহাসের শরণাগত হইতে হইল। যখন আগষ্টস রোম সাম্রাজ্য সংস্থাপন করেন, তখন মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত প্রভাবে অসংখ্য নগরীর সৃষ্টি হয় এবং সর্ব্বত্র শান্তি ও স্বাধীনতা বিরাজ করিতে থাকে। তখন লোকে প্রদেশীয় নগরীর কার্য্যভার গ্রহণে উৎসুক হইত, এবং আপন আপন বাসনগরীর স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিত। কিন্তু ক্রমে সম্রাটদিগের যত যথেচ্ছাচার প্রবল হইতে লাগিল, ততই নগরগুলি শীর্ণকায় হইতে আরম্ভ করিল, যেখানে সিজার সেইখানেই কেবল সৌন্দর্য্য, অন্যত্র শ্রীহীনতা। ক্রমে রোম সাম্রাজ্য শাসন সৌকর্য্যার্থ নানাভাগে বিভক্ত হইল, যত সর্ব্বত্র অধিক ব্যয়ের প্রয়োজন হইতে লাগিল, ততই স্থানীয় স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়া গেল। সাম্রাজ্যের রাজস্বে স্থানীয় আয় গ্রাস করিয়া ফেলিল, সর্ব্বত্র অনুৎসাহ রাজত্ব করিতে লাগিল। ক্রমে মিউনিসিপালিটিগুলি নির্ব্বাণ দীপের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া উঠিল।

রোমে যে ব্যাপার সংঘটিত হইতে ৪। ৫ শত বৎসর লাগিয়াছিল, আমাদের দেশের নগরসমূহে সেই ঘটনা ৪ বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন হইয়া গেল। বৈদ্যুত সংবাদ ও লৌহবর্ত্মের বলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সকল কার্য্যই সত্বর সম্পাদিত হইতেছে। আমাদের মিউনিসিপাল নগরসমূহেরও উৎপত্তি স্থিতি লয়ও অতি অল্পকাল মধ্যে সম্পন্ন হইল। মফস্বলে মিউনিসিপালিটির ব্যবস্থা অতি অল্প দিন মাত্র হইয়াছে। ১৮৭৬ অব্দের আইনই এ বিষয়ের শেষও উৎকৃষ্ট আইন। কিন্তু ইহারই মধ্যে মিউনি-মিউনিসিপাটীগুলির ভাবী ধ্বংস চিহ্ন স্পষ্ট উপলক্ষিত হইতেছে। আমাদের দেশে ব্যবসায় বা শিল্পের বহুল প্রাদুর্ভাব নাই। এখানে কৃষিরই প্রাধান্য। কতকগুলি লোকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কৃষিজীবী, আর কতকগুলি লোক (জমীদার তালুকদার প্রভৃতি) পরম্পরা সম্বন্ধে কৃষি ফলভোগী। আর এক দল আছেন, তাঁহারা রাজকর্ম্মচারী। সুতরাং যে শিল্পজীবী ও ব্যবসায়জীবী লইয়া ইউরোপীয় মিউনিসিপাল নগরের বল, এখানে তাহার কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কৃষিজীবী দেশে নগরের সংখ্যা অল্প, গ্রামের সংখ্যাই অধিক হয়। গ্রামগুলির অবস্থাও মন্দ নয়। মনুর সময় অবধি এ পর্য্যন্ত গ্রামের যেমন সুব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, নগরের তেমন অবস্থা নহে। তবে রাজা যেখানে বাস করেন, তাহারই অবস্থা কেবল উৎকৃষ্ট হয়। এরূপ কৃষিপ্রধান দেশে নগর-ব্যবস্থা প্রচলিত করিতে গেলে অনেক দিন ধরিয়া তাহার সুনিয়ম রক্ষার প্রয়োজন হয়। রোম ও গ্রীসে যে সকল কারণে নগরের সৃষ্টি হইয়াছিল, সে সকল কারণ আমাদের দেশে বিদ্যমান নাই। সুতরাং লোকের নগরের প্রতি স্নেহ জন্মাইবার প্রয়োজন হইলে অনেক দিন ধরিয়া নাগরিক লোকের উপর নগরের সম্পূর্ণ ভার দেওয়া একান্ত আবশ্যক এবং মধ্যে মধ্যে সাহায্য দান ও পরিদর্শনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু মিউনিসিপাল আইন জারি হইতে না হইতেই গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপালিটীগুলিকে শোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে টাকার নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করিতেছেন। প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট আবার স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর উপস্বত্বের অংশ লাভ লালসায় ব্যগ্র ও অগ্রসর হইতেছেন। ডিষ্ট্রীক্ট কমিটীগুলিও প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতেছেন না। প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তারা মিউনিসিপালিটীর আয়দ্বার রুদ্ধ ও ব্যয়ের শত দ্বার উন্মুক্ত করিতেছেন। খোঁয়াড়ের টাকা মিউনিসিপালিটীর হস্ত হইতে লওয়া হইয়াছে। পারঘাটের টাকাও প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের উদরগত হইয়াছে। ডিস্পেন্সরিতে গবর্ণমেণ্ট যে সাহায্য দান করিতেছিলেন, তাহা ক্রমে ক্রমে বন্ধ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের বাড়ীগুলিতে যে মিউনিসিপাল আয় হইত, তাহা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে মিউনিসিপালিটীর টাকা জমা থাকে বলিয়া শতকরা এক টাকা করিয়া লইবার চেষ্টা হইতেছে। এতদ্ভিন্ন মিউনিসিপালিটীর আয়ের অংশগ্রাহী পুলিষ মহোদয় আছেন। রাঘব মৎস্যের ন্যায় পুলিষের উদর অতি প্রশস্ত, অল্পে স্বল্পে সে উদর পূর্ণ হয় না। মিউনিসিপাল আয়ের অর্দ্ধেক পুলিষের উদরসাৎ হইয়া থাকে। ইহাতে কি আর মিউনিসিপালিটীর শ্বাস থাকে? ক্রমে মিউনিসিপালিটীগুলি তন্নসার হইতেছে। মিউনিসিপালিটী এই সকল ব্যয় যোগাইবেন, না, নিজের স্বাস্থ্যের উপায় করিবেন? যে নিমিত্ত মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি, এই সকল কারণে অনেক স্থলেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না। স্বাস্থ্যের উপায়বিধান দূরে থাকুক, অনেক মিউনিসিপালিটীতে প্রকৃত প্রস্তাবে রাস্তাও নাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই, ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বাস্তবিক অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে মিউনিসিপাল স্বাধীনতায় ও আয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ বিধেয় হয় না।

# বিবিধ সংবাদ।

৬ ই আষাঢ় শনিবার বেলা তিনটার সময়ে বজ্রাহত হইয়া রাজপুরের একজন তিয়োর প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ঐ ব্যক্তি আড়াপাঁচ নামক স্থানে মাছ আনিতে গিয়াছিল। যেখানে বজ্রাঘাত হয়, সেখানে আর দুই জন মনুষ্য ও দুটী গরু বিদ্যুদগ্নির আভা লাগিয়া মূর্চ্ছিত হয়। শুনিতেছি গরু দুটী ও মানুষ দুটী বাঁচিবে।

রিবর্স টমসন ছুটি লওয়াতে ব্রহ্মদেশের প্রধান কমিশনর এচিসন সাহেব তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং বর্ণাড সাহেব ব্রহ্মদেশের প্রধান কমিশনর হইয়া যাইতেছেন।

কল্য ২৯ এ জুন লার্ড ও লেডি লিটন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবেন। প্রাতঃকালেই সিমলা হইতে যাত্রা করিবেন, ৩০ এ বেলা ৭ টার সময়ে তুণ্ডলায় উপনীত হইবেন। গোয়ালিয়র ভরতপুর ও অলওয়ারের মহারাজগণের তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা আছে। ২ রা জুলাই তিনি বোম্বাইতে পৌছিবেন। প্রতি ষ্টেষণেই তাঁহার প্রতি গবর্ণর জেনরলের সমুচিত সম্মাননা প্রদর্শন করা হইবে এবং তত্রত্য রাজকর্ম্মচারীরা উপস্থিত থাকিবেন। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, কলিকাতা মুসলমান সাহিত্য সভা অনধিকার চর্চ্চা করিয়াও এবং স্বজাতির ও স্বধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি সমদুঃখদুঃখতা পরিত্যাগ করিয়াও লার্ড লিটনকে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশে বিদ্রোহ ব্যাপারের এখনও শান্তি হয় নাই। এখনও হত্যাকাণ্ড চলিতেছে। বিদ্রোহীরা সীমার নিকটে একখানি ক্ষুদ্রগ্রাম দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের দমনার্থ অধিকসংখ্যক সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। সিলামোর গবর্ণর শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া মান্দালয়ে নীত হইয়াছেন। শীঘ্র তাঁহার বিচার হইবে।

কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতর বিচারপতি লুইস জ্যাক্সন সাহেব গত মঙ্গলবার কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি একজন বুদ্ধিমান বিচারপতি ছিলেন।

মাহেশের সুপ্রসিদ্ধ ৺ জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষে এবার ন্যূনাধিক তিন লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। রজনীর [illegible]

ষের এবং শ্রীরামপুরের পুলিষের বন্দোবস্তে কোনপ্রকার অত্যাচার হইতে পারে নাই।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, মদন দত্তের গলির ৫ নং বাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র দাসের পুত্র বিপিনচন্দ্র দাস অহিফেন সেবন করিয়া আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগ করাতে নবীন বাবু পুলিষে সংবাদ দেন। পুত্র পুলিষ কর্ত্তৃক হাসপাতালে নীত হইয়া এপর্য্যন্ত জীবিত আছে।

আসামে একটী চাবাগানে দুই জন কুলি মাটি পোড়া খাইয়া প্রাণধারণ করিতেছে। তাহারা কেন এরূপ করে, ইহার কারণ নির্ণীত হয় নাই। আমরা চাবাগানের কুলির যে দুর্দ্দশা শুনিতে পাই, তাহাতে তাহারা যে কত কষ্টেই দিনপাত করে বলিতে পারা যায় না।

আসামের কুলিচালানের রিপোর্ট পরিদর্শন কালে তথাকার চিফ কমিশনর বলিয়াছেন যে চাবাগানে যে সকল ডাক্তার আছেন, তাঁহাদের নিকট কোন খবরই পাওয়া যায় না। তাঁহারা নিদ্রা যান আর দরিদ্র কুলিগণ খাদ্যের অভাবে মাটি খাইয়া জীবনধারণ করে।

গত সপ্তাহে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। রাজসাহী ও কুচবিহারে ধান্য ও পাটের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। অন্য সকল অঞ্চলে শস্যের অবস্থা উত্তম।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম বলেন, মান্দ্রাজ মিউনিসিপালিটীর স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কর্ম্মচারী ডবলিউ ষ্টিফেনসন সাহেব গুইন্দুয়ারের রেসিডেণ্ট ডাক্তার নিউয়ার্ড সাহেবের নামে নালিশ করেন। নালিশের হেতু এই যে তিনি আপন ইচ্ছায় কুরম নদীর তীরে শবদাহ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। মান্দ্রাজের মাজিষ্ট্রেট তাঁহার একশত টাকা অর্থ দণ্ড করিয়াছেন।

বগুড়ার আসিষ্টাণ্ট জেলর একজন দাগী বদমাইসকে অল্প বেতনে চাকর রাখেন। সে পলাইয়া তাঁহার বাটীতে তাঁহার অগ্রজের নিকট যাইয়া প্রকাশ করে যে আপনার ভ্রাতা জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সহিত মারামারি করাতে তাঁহার ফাটক হইয়াছে। আপনাকে ৪০০ টাকা সহ তথায় লইয়া যাইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন। আপীল সত্বর দায়ের করিতে হইবে। দুষ্ট ভৃত্য রেলওয়ে যোগে কোন প্রকার শঠতা করিতে পারে নাই। শেষে বগুড়ার নিকটে আসিয়াই বেগ সহ টাকা নোট প্রভৃতি লইয়া পলায়। সম্প্রতি সে পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বিচারালয়ে অর্পিত হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে বাবু লালমোহন ঘোষ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছেন। আমাদের মতে তাঁহার ইংলণ্ডে থাকাই উচিত। এ দেশের একজন প্রতিনিধি স্থায়িরূপে ইংলণ্ডে থাকিলে অনেক সময়ে অনেক উপকারের সম্ভাবনা আছে।

লর্ড রিপন সিমলায় একটী রোমান কাথলিক গির্জ্জা নির্ম্মাণের জন্য ২০০০০ টাকা দিয়াছেন। রোমান কাথলিক গবর্ণর জেনরল নিয়োগের ত আশু এই একটা ফল দেখা গেল।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে গত শুক্রবার আমাদের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সার আশলি ইডেন সাহেব দারজিলিঙে ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাস্তায় কি একটা দেখিয়া ঘোড়া ভয় পাইয়া লাফাইয়া উঠে ও অত্যন্ত বেগে ছুটিয়া যায়। সেই সময়ে ইডেন সাহেব পড়িয়া যান। তাঁহার মুখে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে।

তহবিল তছরুপাতের অপরাধে রেঙ্গুনের কমিসরিএট সারজেণ্ট লাওলিকে সেসনে অর্পণ করা হইয়াছে। সারজেণ্ট ওয়েটমানকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কোহেন সাহেব বলেন, তিনি উহাঁকে দুই বৎসর ধরিয়া প্রতি মাসে ৩০ টাকা করিয়া দিয়াছেন, বিনা মূল্যে আহার সামগ্রী দিয়াছেন আর তাহার উপর মধ্যে মধ্যে ভেটও দিয়াছেন।

ডিষ্ট্রীক্ট চারিটেবল সোসাইটীর আয় অপেক্ষা ব্যয় অনেক অধিক হইয়াছে। তজ্জন্য উহার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। সোসাইটীর আয় গবর্ণমেণ্ট সাহায্য লইয়া ৬১০৭০ টাকা, দাতব্য ব্যয় ৭২২৩৬ টাকা।

শুনা যাইতেছে প্রতি বৎসর মান্দ্রাজের কর্ত্তৃপক্ষ উতকামণ্ডে যান বলিয়া যে ব্যয় হয়, তন্নিবারণার্থ মান্দ্রাজের লোকেরা পার্লিয়ামেণ্টে আবেদন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

সাজেহানপুর, বেরেলি, ইটা, আগ্রা, ইটোয়া, মৈনপুরী, ফরেকাবাদ, মথুরা, কাণপুর ফতেগড়. হামিরপুর, গোরক্ষপুর, বস্তি, ধালৌন প্রভৃতি স্থানে ১৮৭৮ সালে বীজ ও বলদ ক্রয় করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট জমীদার ও কৃষকদিগকে যে টাকা ধার দেন, তাহার রীতিমত শোধের জন্য যে সকল দলীল প্রস্তুত হয়, গবর্ণমেণ্ট সেই সকল দলীলের ষ্টাম্প মাশুল লইবেন না।

লণ্ডনের এনরিক নামক এক ব্যক্তির একজন ভৃত্য ভাড়ারঘর পরিষ্কার করিতে গিয়া দেখে, তথায় চুনের মধ্যে একটী স্ত্রীলোকের শব রহিয়াছে. স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ উলঙ্গ, তাহার মুখ ও অন্যান্য অনেক অবয়ব পচিয়া গিয়াছে। দেখিয়া বোধ হয় শব প্রায় তিন বৎসর ঐ ভাবে আছে। কেবল ভারতবর্ষে নয়, ইংলণ্ডেও এই প্রকার গুপ্ত হত্যা ব্যাপার।

পূর্ব্বে এক টেলিগ্রাম আসিয়াছিল যে ভারতবর্ষীয় রাজস্ব ও আয় ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষার জন্য এক কমিশন বসিবে। সর রিচার্ড টেম্পল তাহার অন্যতম সভ্য হইবেন। কিন্তু বোম্বে গেজেট বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন যে সর রিচার্ড নিজে সে কমিশনের কথা কিছুই জানেন না।

কয়েক দিবস হইল, রামপুরবোয়ালিয়ার ডাকঘরে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। প্রায় নয় শত টাকা অপহৃত হইয়াছে। পোষ্ট মাষ্টার তাঁহার প্রধান কেরাণীর নিকট আফিসের চাবি দিয়া যান। কেরাণী টাকাগুলি লোহার সিন্দুকে না রাখিয়া একটী কাঠের বাক্সের মধ্যে রাখেন। তথা হইতে সমস্ত টাকা চুরী গিয়াছে।

ত্রিবাঙ্কুরের মৃত মহারাজকে তাঁহার রাজ্যস্থ প্রজারা যে কত ভক্তি করিত, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার সাংঘাতিক পীড়া হইলে তাঁহার রাজ্যের খ্রীষ্টানগণও তাঁহার আরোগ্যার্থ প্রকাশ্যভাবে প্রার্থনা করিয়াছিল।

আমরা একখানি প্রেরিতপত্র পাঠে জানিতে পারিলাম, সালিখায় নীতিসংরক্ষিণী নামে একটী নূতন সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দুর্নীতির নিবারণ করিয়া সুনীতি সংস্থাপন করা সভার উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যটী মহৎ সন্দেহ নাই। যে প্রকার কাল দিন পড়িয়াছে যদি স্থানে স্থানে এই প্রকার সভা হয় এবং সভ্যেরা বাস্তবিক প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন, দেশের মঙ্গল হয় সন্দেহ নাই।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, রেওয়ার মহারাজের ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ চিকিৎসক বরদাপ্রসাদ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ সেন কলিকাতায় একটী আয়ুর্ব্বেদীয় পাঠশালা স্থাপন করিয়া বিনা বেতনে প্রায় ৩০ টী ছাত্রকে হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতেছেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সম্বন্ধে ইনি সম্প্রতি একখানি সুবৃহৎকার বাঙ্গালা গ্রন্থও লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শুনিলাম, কাশিমবাজারের শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া ইহার সাহায্যার্থ দুই শত টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাও হইয়াছে।

বালেশ্বরের একজন জমীদার লিখিয়াছেন, তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহার এক প্রজার একটী কলাগাছে ১৬ কান্দী কলা হইয়াছে। কান্দীগুলির বিস্তারিত বিবরণটী লিখিয়া পাঠাইলে ভাল হইত।

আমরা হাইকোর্টের বিচার দেখিয়া রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট চন্দ্রশেখর বাবুর বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। এক ব্যক্তি তাহার প্রতিবাদ করিয়া আমাদের নিকটে একখানি পত্র পাঠা-

ইয়াছেন। তিনি বলেন, চন্দ্র বাবুর কোন দোষ নাই। দোষ না থাকে, আমাদের এই ইচ্ছা। শিক্ষিত দিগের কোন দোষের কথা শুনিলে আমরা অতিশয় ব্যথিত হই। পত্রপ্রেরক যদি চন্দ্রশেখর বাবুর নির্দ্দোষতা প্রতিপাদন করিয়া আমাদের নিকটে কোন পত্র প্রেরণ করেন, আমরা আহ্লাদ সহকারে তাহা প্রচার করিব। পত্রে যেন পত্রপ্রেরকের প্রকৃত নাম ব্যক্ত থাকে। তিনি নাম অব্যক্ত রাখিয়া অথবা কল্পিত নাম প্রকাশ করিয়া কাপুরুষতার যেন পরিচয় না দেন।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ রামদুলাল সরকারের কোটি টাকার সম্পত্তি হইয়াছিল বলিয়া সাধারণের এই প্রকার সংস্কার জন্মিয়াছিল, এমন ধনী আর নাই, কিন্তু পাঠক! ইউরোপের নিম্নলিখিত চারি ব্যক্তির আয়ের কথা শুনুন, ওয়েষ্টমিনিষ্টরের ডিউকের বার্ষিক ৮০ লক্ষ টাকা আয়, সম্পত্তি কত টাকার, এখন পাঠক অনুমান করিয়া লউন। নেবাডার সেনেটর জোন্সের বার্ষিক আয় এক কোটি টাকা। রথ্‌স চাইলডের আয় দুই কোটী এবং জে ডবলিউ মাকের দুই কোটী পঁচাত্তর লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়।

লিবরালদল মন্ত্রী হইয়াছেন শুনিয়া আমাদের যুবকেরা আনন্দে উন্মত্ত প্রায় হইয়াছিলেন; ভাবিয়াছিলেন পৃথিবী স্বর্গ হইয়া উঠিল। এখনও যদি তাঁহাদের চৈতন্য না হইয়া থাকে, তবে শুনুন, ইংলণ্ডে আদিমনিবাসীদিগের রক্ষার্থ যে সভা আছে, তাহার সভ্যগণ লার্ড কিম্বরলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই কয়টী প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যে জুলুদিগের সহিত যে অন্যায় যুদ্ধ করা হইয়াছে, তাহার ক্ষতিপূরণ করা হয়, সেটিবাওকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং উত্তরকালে আদিম নিবাসীদিগের রক্ষার উপায় করা হয়। যে কারণে গবর্ণমেণ্ট প্রার্থনাকারিদিগের প্রার্থনা পরিপূরণে সমর্থ নন, লার্ড কিম্বরলে তাহা সভ্যগণকে বলিয়া দিলেন এবং এই কথা বলিলেন, গবর্ণমেণ্ট আদিম নিবাসিদিগের মঙ্গল চিন্তা করিবেন। ভারতের মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন ও লাইসেন্স টাক্স প্রভৃতিও ঐরূপ চিন্তাগর্ভে বিলীন হইয়া থাকিবে, তথা হইতে তাহাদের উদ্ধার হওয়া ভার। যুবকগণ এই নীতিটী শিখিয়া রাখুন "যৎ কৃতং তৎ কৃতমেব"। আর ইহাও শিখিয়া রাখুন, কল্পনায় একরূপ, কার্য্যে অন্যরূপ হয়।

চীনের সহিত জর্ম্মণির একটী নূতন সন্ধি বন্ধন হইয়াছে। পূর্ব্বতন সন্ধির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জর্ম্মণেরা সাঙ্ঘায়ে বান হাউস করিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

মহারাজ সিন্ধিয়ার একটী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে। তিনি পুত্রের কল্যাণার্থ পাঁচ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। এ বিষয়ে যে ব্যয় পড়িবে, তাহাতে তিনি যদি প্রজাগণের কোন স্থায়ী উপকারের কার্য্য করিতেন, তাঁহার পুত্র অধিকতর কল্যাণভাজন হইতেন। ব্রাহ্মণেরা পর দিন ভোজনের কথা ভুলিয়া যাইবেন। কিন্তু স্থায়ী উপকার করিলে অন্ততঃ দুই তিন পুরুষ মনে থাকিত।

এই প্রকার জনরব লার্ড লিটন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলি করিয়া কিছু সঞ্চয় করিয়া লইয়া যাইতে পারিলেন না। তাঁহার কিছুই অর্থ সঙ্গতি নাই।

কলের গাড়িতে ধাক্কা লাগিয়া সময়ে সময়ে গুরুতর অনিষ্ট হয়। সুইডেনের ডালষ্টরম নামে এক এক ব্যক্তি এই অনিষ্ট নিবারণের উদ্দেশে একপ্রকার তারের উদ্ভাবন করিয়াছেন। গাড়ি যখন চলিতে থাকিবে, ঐ তারযোগে সংবাদ আদান প্রদান চলিবে।

লণ্ডনের প্রসিদ্ধ টাইম্‌স পত্রের অধ্যক্ষেরা এই বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টায় আছেন, পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্যেরা যেমন বক্তৃতা করিবেন, টেলিফোঁ যন্ত্র যোগে কম্পোজিটরেরা টাইম্‌স আফিসে বসিয়া অমনি কম্পোজ করিতে থাকিবে।

ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল ঘোষের কৃত বঙ্গীয় গার্হস্থ্য চিকিৎসা গ্রন্থখানি গৃহস্থদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইয়াছে। ইহাতে ঔষধের যে প্রকার ব্যবস্থা পরিমাণ সহ লিখিত হইয়াছে, ডাক্তারের সাহায্য ব্যতিরেকেও গৃহস্থ তাহা দেখিয়া ঔষধ সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিতে পারেন। ইহার আর একটী বিশেষ গুণ এই, বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত পরীক্ষিত ঔষধেরও ব্যবস্থা ইহাতে লিখিত হইয়াছে। যে প্রকার সহজ ভাষায় ব্যবস্থাগুলি লিখিত হইয়াছে, যাঁহাদের সামান্য লেখা পড়া জ্ঞান আছে, তাঁহারাও বুঝিতে পারেন।

লীডসের মাজিষ্ট্রেটের নিকট জন হলষ্টম নামে একজন কুস্তিগিরের নামে নালিশ হয় যে সে ইলিজা ফেণ্টন নামক একজনকে কামানের গোলা মারিয়াছে। হলষ্টম লাটী খেলা, কামানের গোলা ধরা প্রভৃতি কার্য্য প্রদর্শন করিয়া বেড়ায়। এক দিবস সে এই বাজী রাখে যে, "যে কামানের গোলা ধরিতে পারিবে, তাহাকে ৫০ পাউণ্ড বক্‌সিস দিব।" তিন জন লোক ধরিবে বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদের মধ্যে একজন ইলিজা ফেণ্টন। কামান ঠিক বসান হইলে ফেণ্টন কামানের ছয় গজ অন্তরে দাঁড়াইল। কামান ছোড়া হইল। দুর্ভাগ্য ক্রমে কামানের গোলা ফেণ্টনের মাথায় লাগিল। ফেণ্টন ভূমি মারিয়া সরিয়া গেল। প্রথম বোধ হইয়াছিল যে তাহার বড় লাগে নাই তাহার পর দেখা গেল যে মাথার খুলি ফাটিয়া গিয়াছে। মকদ্দমায় প্রকাশ হইল যে হলষ্টম পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া কামানের গোলা ধরিতেছে কিন্তু কখন কোন দুর্ঘটনা হয় নাই।

লিপজিকের বক সাহেব বলিয়াছেন, যাহারা অত্যন্ত কাফি ও চা খায়, তাহাদের পাকস্থলীতে অসাময়িক দুর্ব্বলতা ও স্বভাবের বিকার উপস্থিত হয়।

২৪ এ জুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত বৃষ্টির ও শস্যের যে সংবাদ প্রচার হইয়াছে, তাহা এই:—

রাজপুতানা মধ্য ভারতবর্ষ ও বোম্বাইর উত্তরাংশ ভিন্ন ভারতবর্ষের আর সমুদায় স্থানেই বৃষ্টি হইয়াছে। পঞ্জাব, লাহোর, রাউলপিণ্ডি, জলন্দর ও অম্বালার প্রায় এক ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে। আলাহাবাদ, বারাণসী, বেরিলি ও মথুরিতে মধ্যম প্রকার বৃষ্টি হইয়াছে। মধ্য ভারতবর্ষের মধ্যে ইন্দোরে কিঞ্চিন্ন্যূন এক ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে। বেরারের সকল স্থানেই বৃষ্টি হইয়াছে।

চীনে ও রুশে ত বিলক্ষণ সংগ্রাম বাঁধিয়া গেল। আমরা মনে করিয়াছিলাম, অহিফেণ চীনদিগের উৎসাহ, অধ্যবসায় ও শ্রম-শক্তি ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহা করে নাই। সম্প্রতি যে একখানি পত্র প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে, তাহাদের শরীরস্থ পদার্থ সকল অহিফেণে এক কালে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। তাহারা নানাপ্রকার উদ্যোগ করিতেছে। ব্রহ্মরাজের নিকটও দূত প্রেরণ করিয়াছে। "স্বয় অসিদ্ধঃ পরান কথং সাধয়তি।" ব্রহ্মরাজ স্বয়ং অসিদ্ধ, তিনি পরকে কিরূপে সিদ্ধ করিবেন। তাঁহার রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহ বহ্নি জ্বলিতেছে।

কেবল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত ব্যয় দোষে দূষিত নন, বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টেরও তের লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় হইয়াছে। মিউনিসিপালিটী প্রভৃতি ট্রেজারিতে যে টাকা জমা রাখিবেন, তাঁহাদিগকে শতকরা এক টাকা কাটিয়া দিতে হইবে। এ ত মন্দ কৌতুক নয়। যাহারা টাকা জমা রাখে কোথায় তাহার সুদ পাইবে, তাহা না হইয়া তাহাদের ঠোকন দেওয়া? ইহাকেই কি বলে কাজির বিচার?

নাস্তিক ব্রাডলকে লইয়া ইংলণ্ডে তুমুল গোলযোগ বাঁধিল দেখিতেছি। কমন্স সভা তাঁহাকে সভ্যের আসনে বসিতে দেন নাই। তিনি কথা না শুনাতে তাঁহাকে রুদ্ধ করা হইয়াছে। ওদিকে সর হেনরি ডমণ্ড উল্‌ফ প্রভৃতি যে সকল সভ্য ব্রাডলার পার্লিয়ামেণ্ট সভায় সভ্য পদ গ্রহণের বাধা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রাণ সংহারের ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে।

# বিজ্ঞাপন।

## রাজমহলে মূল্যবান সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

মিস্থুয়ার্ট ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি ডিক্রিদার।

বং

মিশেশ ই, আর ম্যাসিক সাহেবা দেনাদার।

নীচের লিখিত জমীদারি, পত্তনি, ও জোত সম্পত্তির অবিভক্ত ॥৶০ আনা অংশে দেনাদারের যে স্বত্ব সম্পর্ক ও লভ্য আছে তাহা বৃহস্পতিবার সন ১৮৮০ সালের ৫ ই আগষ্ট তারিখে রাজমহলের আসিষ্টেণ্ট কমিশনর এবং সবরডিনেট জজ আদালতে বিক্রয় হইবে। মিস্থুয়ার্ট ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি যাঁহারা উক্ত সম্পত্তির অপর ।৶০ আনা অংশের স্বত্বাধিকার, এতদ্দ্বারায় জানাইতেছেন যে, যদি উপোক্ত আদালতের বিক্রয়ে উক্ত সম্পত্তির উপযুক্ত ও প্রচুর মূল্য হয় তাহা হইলে নিলাম ক্রেতা ঐ মূল্যোয় হারাহারে মূল্য প্রদানে অপর ।৶০ অংশ লইতে পারিবেন। মিস্থুয়ার্ট ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি উপরুক্ত সম্পত্তি বিক্রয় এবং হস্তান্তর করিতে প্রস্তুত আছেন।

এ বিক্রয়ে ধনাঢ্য মহাত্মাগণকে অহ্বান করা যাইতেছে।

| তালিকার নম্বর। | তৌজির নম্বর। | কালেক্টরির নাম। | মহলের নাম। | জমির পরিমাণ। | সদর জমা |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | জমীদার | | |
| ২৫ | ৫৪৪ | মালদহ | হরিশপুর বিসনপুর | ১৪৮৭/০ | ৩৩৮৸০ |
| ২৮ | ৪৯৮ | ঐ | দরি দিয়াড়া ঝাউবোনা | ৪২৪০/০ | ৬৬২৸/৯ |
| ২৯ | ১১৬ | নয়াদুমকা | ওয়াকেক নিমগাছী উধুয়া | ৩৩৩২/০ | ২৯৭৷৵৩ |
| ৩০ | ১২০ | ঐ | তরফ পলাষগাছী | ২১২৬০/০ } | ৮০৫৷৴২ |
| | ঐ | ঐ | তরফ সিরশী গোবিন্দপুর | ১২২৫/০ } | |
| ৩১ | ১২৮ | ঐ | মৌজে দাহুটোলা | ৪৮৯৪/০ | ৩২৭৷৷০ |
| ৩২ | ১৪২ | ঐ | তরফ লক্ষ্মীপুর | ৬৭৮/০ | ২২৷৶০ |
| ৩৩ | ১৪৩ | ঐ | তরফ লক্ষ্মীপুর | ৯৯০/০ | ২৮/০ |
| | | | পত্তনি | | |
| ৩৪ | ৪২ | পুরনিয়া | তরফ ধরমপুর মোদাফত | ২৩৬২/০ | অন্যান্য মহলের সামিলে থাকায় কর দিতে হয় না |
| ৩৮ | ১৬৪৪০২ | নয়াদুমকা | মৌজে শুকপাড়া ও আমানতধন্দবস্তী শুকপাড়া | ২৪৪০/০ | ৬৬২৸/৯ |
| ৩৯ | | ঐ | মৌজে পাতড়া ও জলকর পাতড়া এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাইগীর ও জোত | ৫৬৬১/০ | ১০০১ |

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিবরণ জানিবার প্রয়োজন হইলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

জি, এস, পাইক্রপ
রাজমহল।
৫ ই আগষ্ট। ১৮৮০ অব্দ।

---

## যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ১৭ ই জুন। ব্রিগেডিয়ার গফ, পগম্যান উপত্যকার অভিমুখে যাইতেছেন। ক্রমেই গ্রীষ্ম বৃদ্ধি হইতেছে।

কাবুল ১৮ ই জুন। সেনাপতি হীলের অধীনস্থ সৈন্যগণ কাবুলের দিকে যাইতেছে। এই স্থির করা হইয়াছে, যত সৈন্য পাওয়া যাইবে, সব কাবুলের দিকে পাঠান হইবে। সেনাপতি হীল কল্য বাহাবাদে যাইবেন। শেষে ইন্দ্রিকীতে সেনানিবেশ করিবেন। ঐ স্থানে থাকিলে টৈরাদের রাস্তা, লালান্দর রাস্তা ও কিলাকাজি রক্ষা করিতে পারিবেন। সেনাপতি চারলস গফ গত বাত্রিতে কিলা গোলাম হাইদরে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন। তথা হইতে পগম্যান উপত্যকাস্থ বেগঘাটের প্রায় ৪ মাইল পশ্চাৎ যাইবেন। এ প্রকার জনরব মোল্লা আবদুল গোফুর ও বাহাদুর খাঁর অধীনস্থ অধিকসংখ্যক সৈন্য গাউরেজে গিয়াছে। ঐ স্থান হইতে আক্রমণ করিবে, এই তাহাদের অভিপ্রায়। গজনীর গবর্ণর আলম খাঁকে ওয়ারডেকেরা বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। আবদুল রহমন দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছেন, তাহার নিশ্চিত সংবাদ আসিয়াছে।

চরেরা ১২ ই এই সংবাদ কাবুলে আনয়ন করে। যে সকল লোক ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা শিবিরের কয়েক মাইল দূরে একটী গ্রামে শস্য ও বারুদ প্রভৃতি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। ঐ সংবাদ পাইবার পর একদল সৈন্য তথায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাহারা এক শত মন শস্য এবং কতকগুলি বারুদ আনিয়াছে।

কাবুল ১৯ এ জুন। চারি দিক হইতে যে প্রকার সংবাদ আসিতেছে, তাহাতে বোধ হয় মধ্য আসিয়ায় মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। চীনেরা কুলজা ও কাসগার এই দুই স্থান হইতে উসবাক কল আক্রমণ করিয়াছে। উহারা লারনের দুর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছে এবং তথায় বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে। রুশিয়ার যত সৈন্য জমধন্দ সমরকন্দ ও তুর্কিস্থানে ছিল, তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেছে।

আবদুল রহমন যে রুশিয়দিগের যোগে অক্ষস পার হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু রুশেরা চীনের যুদ্ধ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়াতে আবদুল সেরপুরে আসিতে উদ্যত হইয়াছেন। সরদার আলম খাঁ গজনীতে উপস্থিত হইলে হাসান খাঁ ও মহম্মদ জান তাঁহাকে সমাদর করেন নাই। মহম্মদ জান মূসাজানকে আমীর করিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসুক ও উদ্যোগী। তিনি আফগানদিগকে

মুসাজানের স্বপক্ষে যুদ্ধার্থ উত্তেজিত করিতেছেন। মুস্তী আজাম গ্রিফিন সাহেবের নামে এক পত্র পাঠান, তাহাতে লেখা আছে যে আমি স্বদেশে শান্তি স্থাপনের জন্য বিশেষ সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু মুসাজান আমীর এবং ইয়াকুব খাঁ তাঁহার পৃষ্ঠপূরক না হইলে শান্তি স্থাপন সম্ভাবিত নয়।" ফিরিয়া আসিবার সময় আজাদখাঁ বর্দকে বন্দী হন, কিন্তু মহম্মদজান তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন। মহম্মদজান বলিতেছেন যে তিনি সত্বর ময়দানে উপস্থিত হইবেন। এই স্থান ও গজনীর মধ্য প্রদেশে প্রায় ৭০০০ আফগান একত্রিত হইয়াছে। ময়দানিরা এখনও শস্য সংগ্রহে ব্যস্ত আছে, সুতরাং এই নূতন উপদ্রব তাহারা সহ্য করিতে পারিতেছে না। মহম্মদজানের অভিপ্রায় এই যে, ময়দানে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি কোহিস্থানে প্রস্থান করিবেন। কিন্তু তাহা হইবার যো নাই। কারণ, গফ সাহেব মধ্যস্থলে আছেন।

কাবুল ২১ এ জুন। জেনরল হিলস্ লোগার পরিত্যাগ করিয়া আসিলে আলতিখুবের লোকেরা পর্বত হইতে নামিয়া ইংরাজদিগের পক্ষের দুইজন মল্লিককে হত্যা করে। ময়দানের দুইজন মল্লিকও ইংরাজদিগের প্রতি মিত্রতার প্রদর্শনের অপরাধে হত হইয়াছে। যদি হত্যাকারিদিগের দণ্ড দিবার কোন বিধান না করা হয়, তাহা হইলে মল্লিকেরা আর ইংরাজদিগের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে না।

জেলালাবাদ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে মাহ্মোজিরা ইংরাজদিগের অনেক সহায়তা করিতেছে। মোল্লা ফকির জেলালাবাদের গবর্ণরের ভ্রাতাকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল, উহারা তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

কাবুল ২৩ এ জুন। আরেরো খেল নামক প্রদেশের কতকগুলি ডাকাইত পথে উৎপাত করিতেছে। ডাকের সঙ্গে অনেক লোক পাঠাইতে হইতেছে। গত কল্য দুইজন ডাক বাহক বিলাতী ডাকের কিয়দংশ লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

জেনারল গফের সৈন্য জেহদামান নামক স্থানে যাইতেছে। তিনি এক্ষণে যেখানে আছেন, সেখানে রসদ পাওয়া ভার হইয়াছে।

পুগমান হইতে সংবাদ আসিয়াছে সেখানে যে বহু সংখ্যক লোক সমবেত হইয়াছিল, তাহারা আর সেখানে নাই।

২৪ এ জুন। মুস্কি আলাম, হাসান খাঁ, মহম্মদ জান এবং গজনীর অন্য অন্য অধিনায়কেরা কতকগুলি লোক লইয়া বারাকি রোগান নামক স্থানে উপনীত হইয়াছেন। তাহাদের উদ্দেশ্য, এই স্থানের মল্লিক গবর্ণমেণ্টের স্বপক্ষ বলিয়া তাহাকে হত্যা করিবে।

## ব্রহ্মদেশের যুদ্ধসংবাদ।

বিদ্রোহীরা ব্রহ্ম সীমাবর্ত্তী টাগোঙমোঃ নামক স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহারা সংখ্যায় ২০০ লোক মাত্র তাহাদের সঙ্গে ২০ টী বন্দুক আছে। রাজ পক্ষে ৫০ জন লোক উহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইয়াছে, রাজপক্ষের অনেকগুলি বন্দুক বিদ্রোহীদিগের হস্ত গত হইয়াছে।

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

দ্বারভাঙ্গার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রাধাশ্যাম সিংহ এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত চাঁদপুর ডিষ্ট্রিক্টের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ভুবনমোহন রাহা ঐ জেলার ব্রাহ্মণবেড়িয়া নামক ডিবিজনের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিপুরার সদর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রজনী কুমার দত্ত চাঁদপুর ডিবিজনের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বর্দ্ধমানের সেসন জজ সি, ডি, ফিল্ড সাহেবকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করা হইল। তিনি হোম রেবিনিউ ও এগ্রিকলচরাল বিভাগে কর্ম্ম করিবেন।

দ্বারভাঙ্গার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট কলেক্টর সি,এ, ভাউএল দুমাস ছাব্বিশ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

সাহাবাদের প্রতিনিধি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটীকালেক্টর এফ,এচ বারো সাহেব দ্বারভাঙ্গার মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

নাটোরের ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট মুলার সাহেব রঙ্গপুরের বাগডুর্গা বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বাগডুর্গা বিভাগের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট লিওন সাহেব রাজসাহীর অন্তর্গত নাটোর বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

নদীয়ার প্রতিনিধি জইণ্টমাজিষ্ট্রেট গর্ণ সাহেব রঙ্গপুরের মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর হইলেন। তথাকার মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর লিভেসে সাহেব ছুটী লইলেন।

গয়ার প্রতিনিধি জইণ্টমাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটীকলেক্টর হাণ্ডার্লি সাহেব মজঃফরপুরের মাজিষ্ট্রেট কলেক্টর হইলেন। তথাকার মাজিষ্ট্রেট কলেক্টর উরস্‌লে সাহেব ছুটী লইলেন।

গয়ার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট কক্‌স সাহেব চৌদ্দদিনের ছুটী পাইলেন।

গয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর মৌলবি আহমদ কিছুদিনের জন্য ঐ জেলার নোয়াদা বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি সবজজ বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র বাবু কেদারেশ্বর রায়ের অনুপস্থিতিতে যশোরের সব জজের কার্য্য করিবেন।

বাবু বিহারিলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দাসের অনুপস্থিতিতে ২৪ পরগণার প্রতিনিধি মুন্সেফ হইলেন। তাঁহাকে আলিপুরের কার্য্য করিতে হইবে।

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৯ এ জুন। সার উইলফ্রেডলসন প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে প্রতিবেশীরা ইচ্ছা করিলে মদের দোকান উঠাইয়া দিতে পারিবেন। সে প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের অনভিমত হইলেও মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে।

নে ইলিয়াস সাহেব আবার কারাগারে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি কারাগারের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিবেন এবং তথায় ইংরাজদিগের বালিকো[illegible] যাহাতে সুবিধা হয় তাহা করিবেন।

গত রাত্রিতে গ্লাডষ্টোন সাহেব পার্লিয়ামেণ্টে বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট পক্ষপাতশূন্য হইয়া গ্রিস ও তুর্কি সম্বন্ধে বার্লিন সন্ধি অনুসারে কার্য্য করিবেন। খ্রীষ্টান ও মুসলমানে কোন ভেদ করিবেন না।

পারিস ১৯ এ জুন—ডেপুটীদিগের চেম্বরে রাজ সংক্রান্ত গোলযোগ কারী বলিয়া যত অপরাধী বন্দী হইয়াছে, তাহাদের অপরাধ মার্জ্জনার জন্য যে প্রস্তাব হয়, তাহা মঞ্জুর হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২০ এ জুন। এক ব্যক্তি মকারসরিফকে হত্যা করিবার জন্য যে উদ্যোগ করিয়াছিল, তাহার উদ্যম বিফল হইয়াছে।

ডায়রবেকর নামক স্থানের দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজারা হ্যাঙ্গাম করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বার্লিন ২১ এ জুন। বার্লিনস্থিত তুরস্ক[illegible] বলিয়াছেন যে শান্তিরক্ষার জন্য তুরস্ক অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তুরস্ক এ বিষয়ে ফ্রান্সের কথা শুনিবেন না। কারণ, ফ্রান্স গ্রীকদিগের পক্ষপাতী হইয়া গ্রীক রাজ্যের সীমা সম্বন্ধে তুরস্কের নিকট অনেক অধিক দাবী করিতেছেন। গ্রীকেরা যুদ্ধ সজ্জা করিতেছে এবং সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে।

লণ্ডন ২২ এ জুন। প্রধান মন্ত্রী কমন্স হাউসে বলিয়াছেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের যে টাকা ধারেন, তাহার এ বৎসরের কিস্তি দিবার বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু সে বিবেচনা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় হিসাব না দেখিলে হইতে পারে না। কিন্তু মঞ্জুর করিতে হইলে নূতন আইন করা চাহি।

ষ্টেট সেক্রেটারি কমন্স হাউসে বলিয়াছেন আবদুল রহমন যে রুশীয় কর্ম্মচারীদিগের সমভিব্যাহারে কাবুলাভিমুখে আগমন করিতেছেন, একথা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

পারিস ২১ এ জুন। ডেপুটি চেম্বর সভায় গাম্বেটা সাহেব অপরাধ মার্জ্জনা ব্যবস্থার স্বপক্ষে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন।

বোম্বে ২৩ এ জুন। টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া লণ্ডন হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন যে কমন্স হাউসে অহিফেনের রাজস্ব উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব লইয়া বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। পিস সাহেব যাহাতে আফিঙ্গের ব্যবসায় ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে বলেন। সার জর্জ্জ কাম্বেল অহিফেনের ব্যবসায় যে মন্দ তাহা স্বীকার করিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলে অপরে ব্যবসায় আরম্ভ করিবেন। লর্ড হার্টিংটন যাহাতে ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিয়া যায় এমন কোন কাজে হাত দিতে সম্মত হইলেন না। ভারতবর্ষের ক্ষতি হউক, তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া শুদ্ধ ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া কোন কাজ করিতে যাহারা চায়, তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া তিনি বলেন আগে ভারতবর্ষীয় দরিদ্র প্রজাদিগকে কর ভার হইতে মুক্ত কর তাহার পর অন্য কথা।

ফসেট সাহেবও প্রধান মন্ত্রী ও হার্টিংটন সাহেবের মতে অনুমোদন করেন।

লণ্ডন ২৩ এ জুন। কমন্স হাউস দুই দিন তর্ক বিতর্কের পর ব্রাডলাকে সত্য প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করিবার প্রস্তাবে অসম্মত হন। ২৩০ জন মেম্বর স্বপক্ষ ও ২৭৫ জন বিপক্ষ ছিলেন। গ্লাডষ্টোন ও হার্টিংটন সত্যপ্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করিবার প্রস্তাবের স্বপক্ষ ছিলেন। বিপক্ষ দল বলিতেছেন, এবিষয়ে লিবারল দলের হারি হইয়াছে।

লণ্ডন ২৪ এ জুন। মিসরের ইংরাজ কণ্ট্রোলার এ বেলিন বারিং সাহেব সার জন ষ্ট্রাচির পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষের রাজস্বমন্ত্রী হইলেন। সার জন ষ্ট্রাচি পদত্যাগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৩০ এ জুন। অদ্য বৈকালে ব্রাডলা সাহেব পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত হইয়া আপন আসন গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কমন্স হাউসের বক্তা তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বলেন। তিনি তাঁহার কথা না শুনায় তাঁহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৩এ জুন। যত দিন না আলবানিয়ার গোলযোগ মিটিয়া যায়, তত দিন মণ্টিনিগ্রো ও আলবানিয়া সম্বন্ধে যে সন্ধিবন্ধন হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করা যাহাতে না হয় তুর্কি তাহার চেষ্টা করিতেছেন।

আলবানিয়ার কিয়দংশ লইয়া গ্রীসকে অর্পণ করিবার প্রস্তাবে আলবানিয়ার অধিবাসীরা সম্মত হয় নাই, বরং তাহারা ইহার বিরুদ্ধে আবেদন করিতেছে।

নিউইয়র্ক ২৪ এ জুন। প্রজাতন্ত্রসভা জেনরল হানকককে আপনাদের সভাপতি ও ইংলিশ নামক এক ব্যক্তিকে সহকারী সভাপতি মনোনীত করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৫ এ জুন। গত রাত্রিতে লার্ডদিগের সভায় মৃতের সমাধি সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য তৃতীয়বার পঠিত হইয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

কমন্স সভায় ষ্টাফোর্ড নর্থ কোটের প্রস্তাব ক্রমে ব্রাডলা মুক্ত হইয়াছেন।

আলবানিয়েরা ইংলণ্ডের মধ্যস্থতা স্বীকার করে নাই। তাহাদের রাজ্যের অংশ অপরকে দিবার যে কথা হইয়াছিল, তাহারা তাহা হইতে দিবে না। তদর্থ সজ্জিত হইতেছে।

---

## মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়া ও মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী—কাশিমবাজার ১০
শ্রীযুক্ত কুমার দেবীপ্রসাদ রায়—কলিকাতা ১০
সাঝিলাল শ্রীশ্রীরামনারায়ণ সিংহ দেও বাহাদুর কাশীপুর ১০
শ্রীযুক্ত জে, এ, মলেন সাহেব সিবিল সার্জ্জন চট্টগ্রাম ৫॥০
শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়—রতনপুর ১০
" " প্রতাপচন্দ্র রায় বড়ুয়া—গৌরীপুর ১০
" " শ্রীনাথ সেন—রাচি ৭
" " রামচন্দ্র মৌলিক—বারাণসী ৭
" " মহেন্দ্রনারায়ণ মল্লিক—পাতিলপাড়া ৭
" " উমাচরণ দাস—গয়া ৭॥০
" " আদিত্যপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা ৫
" " গিরিশচন্দ্র মজুমদার—বহুবাজার ৫॥০
" " শশিভূষণ শেঠ—বড়বাজার ৫॥০
" " বেচুলাল মিশ্র—বড়বাজার ৫॥০

---

# প্রেরিত পত্র।

## ঈশ্বর।

বিগত সপ্তাহের সোমপ্রকাশে "ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হইবার আমাদের অধিকার আছে কি না" শীর্ষক একটী অলৌকিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলাম। যদি ঈশ্বর থাকিতেন, এবং তাঁহাকে বিশ্বাস যদি স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে পত্র প্রেরকের এত কষ্ট করিয়া তাহা বুঝাইতে হইত না। তাঁহার প্রবন্ধ লেখার উদ্যম দর্শনেই বোধ হয় যে সংসারে কিয়ৎপরিমাণ লোকও ঈশ্বরের সত্বায় অবিশ্বাস করে। সুতরাং ঈশ্বরে বিশ্বাস স্বাভাবিক হইল না। কারণ, যাহা স্বাভাবিক, তাহা সকলের পক্ষেই সমান। সে যাহা হউক, আমরা কর্ত্তব্য বোধে ঐ অসার প্রবন্ধের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলাম।

বাস্তবিক ঈশ্বর অসিদ্ধ। প্রমাণ নাই বলিয়াই অসিদ্ধ। (প্রমাণাভবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ)। প্রমাণ তিন প্রকার; প্রত্যক্ষ অনুমান ও শাব্দ। প্রত্যক্ষের ত কথাই নাই। কোন বস্তুর সঙ্গে যদি অন্য বস্তুর নিত্য সম্বন্ধ থাকে, তবে একটী দেখিলে আর একটীকে অনুমান করা যায়। কিন্তু কোন বস্তুর সঙ্গে ঈশ্বরের কোন নিত্য সম্বন্ধ দেখা যায় নাই। অতএব অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি হয় না; "সম্বন্ধাভাবান্নানুমানং"।

কথাটা বোধ হয় পরিষ্কার হইল না। আর একটুকু বুঝাইয়া বলি। পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া তুমি সিদ্ধান্ত কর, যে তথায় অগ্নি আছে। কেন এ সিদ্ধান্ত কর? তুমি যেখানে যেখানে ধূম দেখিয়াছ, সেই খানে সেই খানে অগ্নি দেখিয়াছ বলিয়া। অর্থাৎ অগ্নির সহিত ধূমের নিত্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া, এই নিত্য সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিই অনুমানের একমাত্র কারণ। যেখানে এ সম্বন্ধ নাই, সেখানে পদার্থান্তরের অনুমিতি হইতে পারে না। এই জগতের কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ আছে, যে তাহা হইতে, ঈশ্বরানুমান করা যাইতে পারে? কিছুরই সঙ্গে নাই। তৃতীয় প্রমাণ শাব্দ। আপ্তবাক্য শব্দ। বেদই আপ্তোপদেশ। বেদে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই বরং বেদে ইহাই আছে, যে সৃষ্টি প্রকৃতিরই ক্রিয়া, ঈশ্বরকৃত নহে। বেদে যে স্থলে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে, তাহা হয় মুক্তাত্মার প্রশংসা নয় প্রামাণ্য দেবতার উপাসনা।

ঈশ্বর কাহাকে বল? যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা এবং পাপ পুণ্যের ফল বিধাতা। যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি মুক্ত না বদ্ধ? যদি মুক্ত হয়েন, তবে তাঁহার সৃজন-প্রবৃত্তি হইবে কেন? আর যিনি মুক্ত নহেন বদ্ধ, তাঁহার অনন্ত জ্ঞান ও শক্তি থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, ইহা অসম্ভব।

পাপ পুণ্যের দণ্ড বিধাতৃত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে যদি ঈশ্বর কর্ম্ম ফলের বিধাতা হয়েন, তবে তিনি অবশ্য কর্ম্মানুযায়ী ফলনিষ্পত্তি করিবেন। তিনি পুণ্যের শুভ ফল ও পাপের অশুভ ফল অবশ্য প্রদান করিবেন। যদি তিনি তাহা না করেন, তবে কি প্রকারে ফল বিধান করিতে পারেন? যদি অবিচার করিয়া ফল

বিধান না করেন, তবে আত্মোপকারের জন্য করাই সম্ভব। তাহা হইলে তিনি সামান্য লৌকিক লোকের ন্যায় আত্মোপকারী এবং সুখ দুঃখের অধীন। যদি তাহা না হইয়া কর্ম্মানুযায়ীই ফল নিষ্পত্তি করেন, তবে কেন কর্ম্মকেই ফলবিধাতা বল না? ফল নিষ্পত্তির জন্য আবার কর্ম্মের উপর ঈশ্বরানুমানের প্রয়োজন কি?

কেহ কেহ বলেন যেমন আকর্ষণশক্তি ও মনোবৃত্তি প্রভৃতি না দেখিয়াও লোকে তাহাতে বিশ্বাস করে, ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেইরূপ (কোন প্রমাণ না থাকিলেও) বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য।" আমরা আকর্ষণ শক্তি প্রভৃতির কার্য্য দেখিয়া তাহার অনুমান করি। আর মনোবৃত্তি (স্নেহ দয়া প্রভৃতি) অনুভব করি। নৈয়ায়িকেরা বলেন যেখানে নিত্য সম্বন্ধ দেখা গিয়াছে, সেখানেই অনুমান সম্ভবে; সুতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনরূপ অনুমান করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বর যদি অনুভবের বস্তু হইতেন, তাহা হইলে যেমন স্নেহ দয়া প্রভৃতি সকলেই একপ্রকার অনুভব করিয়া থাকে, তেমনি তাঁহাকেও একরূপ অনুভব করিত। কিন্তু ঈশ্বরকে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার বলে, সুতরাং ঈশ্বর অনুভবসিদ্ধও নহেন। বিশেষতঃ উঁহা অপ্রত্যক্ষ। অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্বে কোন প্রকারেই বিশ্বাস করা যায় না।

এস্থলে একটী কথা হইতে পারে যে, যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অপ্রকৃত হইল, তাহা হইলে এত লোকে উঁহাতে বিশ্বাস করে কেন? আমরা বলি কুসংস্কারাবিষ্ট মন যেমন জিগিষীষাপ্রণোদিত হইয়া জড়োপাসনা করে, সেইরূপ পূর্ব্বপুরুষসঞ্চিত প্রত্যয়ে ভর করিয়া অনেকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। আমাদিগের শারিরীক ও মানসিক বৃত্তির অধিকাংশ পিতৃ কিম্বা মাতৃপক্ষ হইতে উৎপন্ন হয়। এ কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হইবে না। অভিনব প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন, একজনের দোষ ও গুণ পুরুষানুক্রমে চালিত হইয়া তদ্বংশজাত অন্য ব্যক্তির ইন্দ্রিয় ও মনের বিকৃতি সম্পাদন করে। সুরাপায়ীর সন্তান সুরাপায়ী না হইয়াও সুরাসক্ত হয়। সেইরূপ ঈশ্বরবিষয়ক কল্পনা আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষার্জ্জিত বলিয়া আমরা সহজে উহা পরিত্যাগ করিতে পারি না।

ঈশ্বরে বিশ্বাস যে নিতান্ত ভ্রান্ত এবং অস্বাভাবিক, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হইল। পৌরাণিকেরা মনুষ্যকে কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে শওয়াইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ক বিচারের স্থল এ নহে। সুতরাং আমরা তদ্বিষয়ক বাক্য ব্যয়ে বিরত হইয়া এই স্থলেই প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম।

শ্রীরাজবিহারী পাল।

---

## নূতন ডাকঘরের প্রার্থনা।

মহাশয়! সাধারণের কষ্ট নিবারণ জন্য এতদঞ্চলে একটী পোষ্ট আফিস বিশেষ আবশ্যক। চতুর্দ্দিকে ৮। ৯ মাইলের মধ্যে কোথাও একটী ডাকঘর নাই। এ স্থান হইতে ১০ মাইল অন্তরে খাজুরীতে একটি ডাকঘর আছে। তথা হইতে ১ জন পিয়নের দ্বারা এখানকার ১০০ টী গ্রামে পত্রাদি বিলী হয়। এতদঞ্চল বর্ষাকালে যেরূপ ভয়ঙ্কর ও রাস্তাতে যে প্রকার কর্দ্দম হয় তাহাতে এক ব্যক্তি সমস্ত দিবসে হয় ত ৩। ৪ গ্রামে পত্র বিলী করিতে পারে কি না সন্দেহ। ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন, আমরা কেমন নিয়মিত সময়ে পত্রাদি প্রাপ্ত হই। কাহারও কোন আবশ্যক চিঠি পত্রাদি পাঠাইতে হইলে বা রেজেষ্টরী করিতে হইলে নগদ পয়সা খরচ করিয়া বাহক দ্বারা প্রেরণ করিতে হয়। স্থানে স্থানে এক একটী লেটারবক্স আছে বটে; কিন্তু তাহাতে কি বিশেষ উপকারের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? যে হেতু এই সকল স্থানের জন্য এক জন ডেলিপিয়নও নিযুক্ত নাই। পোষ্টাল বিভাগের কর্তৃপক্ষগণের নিকট একটী পোষ্ট আফিসের জন্য আবেদন করাতে তাঁহারা বলেন হলুদবাড়ীতে চিঠি পত্রাদির আমদানী রপ্তানী নাই এবং যখন খাজুরী পোষ্ট আফিসের আয় কম, তখন হলুদবাড়ীতে আয় অধিক হইবার কি সম্ভাবনা? তাঁহারা এই মহৎ ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া বুঝিতে পারেন না যে যখন এতদঞ্চল হইতে প্রয়োজন অনুসারে বাহক দ্বারা খাজুরী, কাঁথি ও হেঁড়িয়াতে সাধারণ ও রেজেষ্টরী পত্রাদি প্রেরিত হয়, তখন কি প্রকারে আয় স্থির করা যাইতে পারে? আমরা যতদূর জানি, তাহাতে দেখাইতে পারি যে কেবল হলুদবাড়ীস্থ লেটারবক্স হইতে মাসে গড়ে ৬০। ৭০ খান সাধারণ ও পাঁচ সাত খানা রেজেষ্টরি পত্র যায় এবং মাসে গড়ে প্রায় ৮০ খান পত্র আইসে।

এতদ্ভিন্ন এ স্থানে ডাকঘর হইলে চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত লোক এই স্থানেই রেজেষ্টরী প্রভৃতি করিতে আসিবে। আমরা কর্তৃপক্ষগণের নিকটে আবেদন করিয়া বিফলমনোরথ হওয়াতেই সংবাদপত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি, কর্তৃপক্ষ আমাদের অভাব ও কষ্ট মোচন করিতে ত্রুটি করিবেন না এবং আপনিও অনুগ্রহ করিয়া ভবদীয় পত্রিকা পার্শ্বে আবেদনখানিকে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি।

গাও তালচক
খাজুরী পোষ্ট
মেদনীপুর

ভবদীয় বশম্বদ
শ্রীউমাচরণ বাহিন্তি।

---

# বিজ্ঞাপন।

## নবাবিষ্কৃত মহৌষধ।

### চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহুব্যয়সাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত অর প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতায় সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

| | |
|---|---|
| এক শিশির মূল্য | ২ দুই টাকা |
| প্যাকিং | ৵০ দুই আনা |

### সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

| | |
|---|---|
| ১ পোয়ার মূল্য ... ... ... | ৪ টাকা। |
| প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... | ॥৵ আনা। |

### মাতঙ্গি তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার সন্ধিবাত, চৌরন্ধিবাত, কোন সন্ধি বা অঙ্গের স্পর্শ হীন, অসাড় পক্ষাঘাত এবং সন্ধি স্থানের শীতলতা, সূচিবিদ্ধ বা অন্য কোনরূপ যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, হস্ত পদাদির খেচুনি, আক্ষেপ ধনুষ্টঙ্ক প্রভৃতি রোগ সকলের বিশেষ শান্তি হইয়া থাকে এবং উক্ত যন্ত্রণা হেতু নিদ্রা বিহীন হইলে যন্ত্রণা সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া সুনিদ্রা উপস্থিত হয়।

৵০ পোয়া শিশির মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৵০

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্নী।
" " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার
ইঁহারা প্রশংসা পত্র দিয়াছেন।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ মতে ঔষধালয়।
১৪০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সমুলিয়া।

---

### যোগসিদ্ধরস।

এই সুসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহরোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাবকালীন জ্বালা, সপূয় ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, খড়ি জলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। ইহা আমরা বহুতর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। এ ভিন্ন দুর্গম শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর লুপ্তরজঃ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

### মালতী কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। চক্ষু জ্যোতি বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরে শোণিত উত্তপ্ত হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান ও সমূহ বায়ু বিকার নষ্ট করে। এজন্য উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু, শুল্‌নবায়ু, বুদ্ধিভ্রংশ, মৃগী, চিত্তচাঞ্চল্য, মন চুত করা, ভুল বকা, হঠাৎ চিৎকার, হাস্য, ক্রন্দন খেঁচুনি এবং হস্তপদাদির জ্বালা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহার মনোহর সৌরভে গৃহ আমোদিত হয়। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৵০।

### শক্তিরস।

এই কল্যাণকর ঔষধ শ্বাসপ্রশ্বাসীয় যন্ত্রে ক্রিয়াবান হইয়া, সর্ব্ব প্রকার সর্দ্দি, উৎকাশি, সুড়ি, কাস, শ্বাসকাশ, রক্তোৎকাস, বক্ষোবেদনা, পার্শ্বশূল, জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ সংযুক্ত অতি উৎকট অবস্থাপন্ন, হইলেও রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। এবং কিঞ্চিৎ ব্যাপককাল ঔষধ সেবনে ক্ষয়কাস এবং যক্ষ্মাকাস বিনষ্ট হয়। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

### কামোদ্দীপক রসায়ন।

অতিশয় মানসিক চিন্তা, পীড়ান্তে বহুদিবসের মেহ পীড়া, অতিশয় ইন্দ্রিয়পরবশতা, অপরিমিত শুক্র ক্ষয়, স্নায়ু বিকার বা উহার নিস্তেজস্কতা সর্ব্বদা যে ধাতু তরল, অধিক স্বপ্নদোষ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, শিথিল ইন্দ্রিয়, পুরুষত্বের হানি বা ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, তৎসমুদয় এই রসায়ন সেবনে আরোগ্য হয় এবং শরীরের বল বীর্য্যাদি সংশোধিত হয় এবং সবিশেষ রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। ১০ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ৩ প্যাকিং ৵০।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
শ্রীপ্যারিলাল স্বর্ণকারের বাটী।
কলিকাতা সিমুলিয়া।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া।

---

### সঙ্কট তৈল।

অর্দ্ধ ড্রাম শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা। কর্ণের ঘা, পূয়, কটকট, বেদনা, সন সন, ভোঁ ভোঁ, বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

### মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ।।০ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, মাড়ি ফুলা, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীবিহারিলাল বর্ম্মণঃ
৩৭ নং চোরবাগান
ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

---

### ষ্টিকনিডাইন।

আত্যন্তিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের জন্য ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্মরণশক্তির হ্রাস, পুরুষত্বহীনতা, স্ত্রীরোগ, অজীর্ণতা, পুরাতন পীড়া, প্লীহা ও যকৃতের পীড়া, হিষ্টিরিয়া ইত্যাদিতে ইহাই একমাত্র ঔষধ। মূল্য ফিঃ বোতল ৪, প্যাকিং ।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

### অম্ল শূল চূর্ণ।

অম্লপিত্ত ও শরীরে অম্লাধিক্যজনিত যে শূল ব্যথা হয়, তাহা এই ঔষধ সেবনে দুই দিনে নিশ্চয়ই আরাম হইবে। সহস্রাধিক রোগী ইহা সেবনে আরাম হইয়াছে, পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে। মূল্য প্রতি প্যাকেট ১। প্যাকিং ।০।

ডবলিউ ক্রুড় এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিবনারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

## শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৩৩ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ-ধাতু-ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

### কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকালপক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।৶০

### সুরসুন্দরীবটিকা।

ইহার সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক ও রোগ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২৲ ডাকমাশুল ।০

### নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকাজন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় ও অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১।০ ডাকমাশুল ।৶০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

---

### বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কলিকাতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটোলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৯৭ নং কলেজ স্কোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাসুল সহ ৸০ আনা মাত্র।

---

### সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৩১ নং চিৎপুর রোড—গরাণহাটা—কলিকাতা।

সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ রাজা শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিউজিক ডাক্তর মহাশয় তাঁহার কৃত সঙ্গীত শিক্ষা করিবার বিশুদ্ধ পুস্তকগুলি বিক্রয়ের কারণ এই পুস্তকালয়ের উপর ভারার্পণ করিয়াছেন; একণে গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত ও অন্যান্য ইংরাজি বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত পুস্তক সকল এই কার্য্যালয়েই উচিত মূল্যে পাইবেন।

| | মূল্য | ডাক মাশুল |
|---|---|---|
| যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা | ৩।০ | ।০ |
| সঙ্গীতসার | ৪।০ | ।৹ |
| কণ্ঠকৌমুদী | ২॥০ | ৶০ |

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল
ম্যানেজার।

---

### ভাগবত তত্ত্বকৌমুদী।

এই খানি সকলের সুখপাঠ্য সরল সাধু ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য অনুবাদ, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য সংস্কৃত মূল ও স্বামিকৃত টীকাও দেওয়া হইতেছে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৸০ টাকা। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবে। অগ্রিম মূল্য না দিলে পুস্তক পাঠান যায় না।

শ্রীঈশান চন্দ্র বসু
বৃন্দ ওস্তাগরের লেন ১০ নং কল্পদ্রুম যন্ত্র
কলিকাতা মৃজাপুর।

---

মৎ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৩৩ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

### ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৩॥০ টাকা ডাক মাশুল ।০

### আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সন্দিগ্ধবমি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১॥০ টাকা ডাকমাশুল ৶০

### আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির সচিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা ডাকমাশুল ।০

### আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োজনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৶০

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

---

### পঞ্চানন্দ

রসভাবে পরিপূর্ণ

উচ্চ অঙ্গের রাজনীতি, সমাজনীতি, সুনীতি এবং দুর্নীতির সমালোচনা। সাহিত্যের স্বর্গলাভ গদ্য পদ্যের আদ্যশ্রাদ্ধ। গ্রাহক হইলেই ছবি।

মাসে দুইবার দেখা।

নির্ব্বোধের নাম বোকা॥

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র; ডাকমাসুল লাগে না। নিতে হয় ত, দেরি নয়। কলিকাতার এজেন্ট—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মেডিকেল লাইব্রেরি ৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট:

৪৪ রসারোড় } শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী
ভবানীপুর } কার্য্যাধ্যক্ষ।

---

### ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

৫১ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, গৃহচিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত পুস্তকসহ ঔষধের বাক্স, শিশি, কর্ক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রী হয়। সচিত্র মূল্য নিরূপণ পত্র ও পোষ্ট কার্ড বিজ্ঞাপনী বিনা মূল্যে বিতরিত।

## ঔষধের মূল্য

| | ১ ড্রাম | ২ ড্রাম | | বাক্স। | |
|---|---|---|---|---|---|
| মাদার টিং | ॥৶০ | ॥৵০ | ওলাউঠা বাক্স | ২॥০ | ৪॥০ |
| ক্ষুদ্র বড়ী | ।৶০ | ॥৶০ | সাধাঃ চিকিঃ | ৮৲ | ১২৲ |
| ডাইলিউসন | ।০ | ।৶০ | জ্বররোগের | ৫৲ | ১০৲ |

## বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক্ পুস্তক।

| | | | |
|---|---|---|---|
| চিকিৎসা বিজ্ঞান | ৫৲ | চিকিৎসা সূত্র | ।৶০ |
| ওলাউঠা চিকিৎসা | ।০ | ওলাউঠা চিকিৎসা হিন্দি | ।৶ |
| স্ত্রী-চিকিৎসা | ১৲ | প্রমেহ, শুক্রক্ষরণ | ।৶ |
| ঔষধগুণ সংগ্রহ | ১।০ | হাম ও বসন্ত চিকিৎসা | ৷১০ |
| অশ্ব চিকিৎসা | ।০ | হোমিওপ্যাথিক কি? | ৶০ |

ভারতচিকিৎসক, বার্ষিক মূল্য ১॥৶ ডাক মাশুল।৶০।

## দত্ত-প্রেস।

আমাদিগের ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল দাখিলা, রসিদ, লেবেল প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষরে সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে।

প্রেস, কেস, অক্ষর প্রভৃতিও এখানে বিক্রয় হইয়া থাকে।

## নিউ লাইব্রেরি।

এখানে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সকল প্রকারের পাঠ্য পুস্তক, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণাদি, ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক ও নভেল ইত্যাদি বিক্রয় হয়। অধিক টাকার পুস্তকে কমিশন দেওয়া যায়।

## বিনা মূল্যে বিতরণ।

### সংস্কৃত মূল ও শ্রীমদ্ভাগবৎ।

১ম ও ২য় স্কন্ধ ১১০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

ডাক মাশুল ।০ আনা মাত্র।

ঐ বাঙ্গালানুবাদ।

দশম একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ ১১ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

ডাক মাশুল ২১০ টাকা মাত্র।

হরিবংশ মূল হইতে অনুবাদিত। ইহা দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। প্রথমতঃ ১ টাকা পাঠাইলে ক্রমে সমস্ত পাইবেন।

৩৯ নং গরাণহাটা শ্রীশ্রীনাথ দাসের নিকটে এবং ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট জেনারেল লাইব্রেরীতে শরচ্চন্দ্র দত্তের নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত।

---

## শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

২১ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

### বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিঘর্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে" স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

| | |
|---|---|
| ১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... | ২ টাকা। |
| ঘৃত ৵০ পোয়া ... ... ... | ৩ টাকা। |
| তৈল ।০ পোয়া ... ... ... | ৪ টাকা। |

### জ্বরারি কষায়।

( পরীক্ষিত মহৌষধ। )

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয়। এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

| | |
|---|---|
| এক শিশির মূল্য ... ... | ১।০ টাকা। |
| প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... | ৸০ আনা। |

### শিবাঘৃত।

( নপুংসক শৃগাল কাথে প্রস্তুত )

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ুরোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

### রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ, মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

| | |
|---|---|
| এক পোয়ার ...মূল্য ... | ৪ টাকা। |
| প্যাকিং ডাকমাশুল ... ... | ৸০ আনা। |

### শারিবা-আসব।

ইহা ব্যবহারে সকল প্রকার বাত, রক্ত দুষ্ট, পারাদোষ ( অর্থাৎ পারা যে কোন প্রকারে শরীরস্থ হইয়া যে সকল রোগোৎপন্ন করে ) বাতরক্ত নালিঘা শোথ, গাত্রকণ্ডু, শরীরের দুর্ব্বলতা, স্ফূর্ত্তিবিহীন, মস্তক ঘূর্ণন হস্তপদাদির জ্বালা, উপদংশ বা গরমির পীড়া জন্য গাত্রে যে সকল বিকৃতি চিহ্ন বা ক্ষত হয়, তৎসমুদায় ইহা দ্বারা বিনষ্ট হয় অর্থাৎ শরীরের দূষিত রক্ত সকলকে পরিষ্কার করিয়া এই সকল পীড়ার শীঘ্র উপশম করে, এতদ্ভিন্ন শরীর কৃশ এবং দুর্ব্বল হইলে ক্রমশঃ ইহা দ্বারা শরীর বলবান, রক্ত ও কান্তি বিশিষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৷৵ বার আনা।

---

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। এক নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

☞ এই পত্র কলিকাতা মুজাপুর ১০ নং বৃন্দাবন গুপ্তের লেন কমক্রম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ১২ শ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৭ সাল। ২২ এ আষাঢ়। ইং ১৮৮০। ৫ ই জুলাই। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।



---

## সোমপ্রকাশ।

২২ এ আষাঢ় সোমবার।

### গ্লাডেষ্টোন সাহেব কতদূর কৃতকার্য্য হন বলা যায় না।

এ দেশের লোকের চিরকালের এই সংস্কার ও ব্যব[illegible] আছে, কার্য্যের আরম্ভ কালে যদি কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয়, কার্য্যে সিদ্ধিলাভ দুর্ঘট হইয়া উঠে, তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়া লন। গ্রামান্তরে জনপদান্তরে বা দেশান্তরে যাত্রাকালে যদি মাথায় চৌকাটি লাগে, বা হোচট খাওয়া যায়, যে উদ্দেশ্যে যাওয়া হইতেছে, তাহা সিদ্ধ হইবে না; মনোমধ্যে এই প্রকার ভাবের উদয় হইয়া থাকে। এটী উপধর্ম্মজনিত কুসংস্কারের ফল হউক আর না হউক, প্রারম্ভ কালে বিঘ্ন ঘটিলে অধিকাংশ স্থলে ফলাংশে যে প্রায় বিপরীত ঘটনা ঘটিয়া থাকে, ভূয়োদর্শন দ্বারা ইহা এক প্রকার সপ্রমাণ হইয়াছে। উপধর্ম্মদ্বেষী মহামনা জুলিয়স সিজারেরও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি তাঁহার স্ত্রীর বাধা না শুনিয়া যেমন সেনেট সভায় গেলেন, অমনি নিহত হইলেন। গ্লাডেষ্টোন সাহেবের কার্য্যারম্ভ কালে কয়টী বিঘ্ন উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার কার্য্য সিদ্ধি-বিষয়ে আমাদিগের মন মহা সন্ধিহান হইয়াছে। তিনি ইতিমধ্যে কয়টী কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন; কিন্তু সকল গুলিতেই প্রায় অপ্রতিভ হইলেন। উহার মধ্যে ব্রাডলা-ঘটিত ব্যাপারটীই গুরুতর। গ্লাডেষ্টোন সাহেব যেমন উদার দলের অগ্রণী, ব্রাডলা সম্বন্ধে তাঁহার কার্য্যটী তদনুরূপ হইয়াছিল। তিনি নাস্তিক ব্রাডলার কমন্স সভার সভ্যপদ গ্রহণে অনুমোদন করিয়া নিজ উদারতার সুন্দর পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু সভার অধিকাংশ সভ্য বিপক্ষ হওয়াতে ব্রাডলা একেবারে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় প্রবেশাধিকার পাইলেন না, প্রত্যুত, অবরোধরূপ অবমাননাগ্রস্ত হইলেন।

আমরা গ্লাডেষ্টোন সাহেবের কৃতার্থতালাভের যে আশঙ্কা করিতেছি, তাহার আর একটী বিশেষ কারণ আছে। তিনি ঔদার্য্যবশতঃ এই বিবেচনা করেন, পার্লিয়ামেণ্টসভা রাজনীতি-পর্য্যালোচনা করিবার সভা। রাজনীতি পর্য্যালোচনা-বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর যেমন অধিকার আছে, নাস্তিকদিগেরও তেমনি অধিকার। নাস্তিকতানিবন্ধন রাজনীতি পর্য্যালোচনা-বিষয়ে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার যেমন এই উদার ভাব ও উদার-বিবেচনা, পার্লিয়ামেণ্ট সভার অধিকাংশ সভ্যের সে ভাব ও সে বিবেচনা নয়। তাঁহাদের হৃদয়ে শোচনীয় সঙ্কীর্ণতা নিয়ত বিরাজ করিতেছে। যখন অধিকাংশ সভ্যের মতে কার্য্য-নিষ্পত্তির নিয়ম, তখন মহোদার-হৃদয় গ্লাডেষ্টোন সাহেবের কৃতকার্য্য হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা দেখা যায় না। নাস্তিক ব্রাডলাকে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় সহসা প্রবেশ করিতে না দেওয়াতে কমন্স সভার সভ্যগণের অধিকাংশের মতের, হৃদয়গত ভাবের ও [illegible] পরিচয় পাওয়া গেল। ব্রাডলাকে সভায় স্থান দান করিলে নাস্তিকতার [illegible] বৃদ্ধি করা হয়, সভ্যগণ যে এই বিবেচনা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অসন্তুষ্ট নহি। ইংরাজজাতির সদৃশ মহাজাতি যে নাস্তিকতার প্রশ্রয় দেন, এটী অভীষ্ট নয়। সে অংশে তাঁহাদের কার্য্য প্রশংসনীয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। এ অংশে আমরা যেমন তাঁহাদের প্রশংসা করিলাম, অপর অংশে তেমনি জানিতে পারিলাম, তাঁহাদের হৃদয় আজও সঙ্কীর্ণভাব পরিহার করিয়া উৎক্রোশ পক্ষীর

ন্যায় উচ্চে উত্থিত হইতে শিক্ষা করে নাই। এখনও হংসকারণ্ডবাদির ন্যায় ভূতল-সংলগ্ন হইয়া উড্ডীন হইতেছে। সুতরাং ঈদৃশ অপ্রশস্ত হৃদয় ব্যক্তিদিগের হইতে পক্ষপাতাদি-দোষ-শূন্য ঔদার্য্য-গুণ-ভূষিত কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান সম্ভাবিত নহে।

লিবারল দল যখন মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হন, তৎকালে আমাদের দেশের যুবকগণ আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাদের মন কতই উল্লম্ফ প্রদান করিয়াছিল। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, পৃথিবী দ্বিতীয় স্বর্গ হইল। ভারতের সমস্ত আধিব্যাধি অন্তর্হিত হইল। দুঃসাধ্য-রোগমুক্ত ব্যক্তির ন্যায়, রাহুগ্রাস বিমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় ভারত নিরাপদ হইয়া উঠিল। কিন্তু আমরা তৎকালে তাঁহাদের সেই আনন্দে শীতল জল প্রক্ষেপ করিয়া তাঁহাদিগকে স্থিরভাব অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়াছিলাম। কেন যে সে পরামর্শ দিয়াছিলাম, যুবকেরা এখন তাহা ক্ষণকাল ভালরূপ চিন্তা করিয়া হৃদয়ঙ্গম করুন। পার্লিয়ামেণ্ট সভার অধিকাংশ সভ্যের মনই যে কেবল আজও সঙ্কীর্ণতা দোষে নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া আছে, তাহা নয়, ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকেরও হৃদয় গগনে আজও নির্ম্মল উদারভাব শারদ শশাঙ্কের ন্যায় শোভা পাইতেছে না। আমরা তাহার দুটী প্রমাণ দিতেছি। প্রথম, বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায় রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী লার্ড রিপনকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল পদে প্রতিষ্ঠিত করাতে অনেক প্রধান লোকে কমিটী করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টায়ও বিমুখ নহেন। কি আশ্চর্য্য! হৃদয়ের কি অপ্রাশস্ত্য! কি ক্ষুদ্রতা! কি কলুষ বিমৃশ্যকারিতা! রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী হইতে অনিষ্ট হইবে, আর প্রটেষ্টাণ্ট হইতে ইষ্ট হইবে, তাহার বিনিগমনা কি? আমাদের বিবেচনায় ঐ উভয় ধর্ম্মের মধ্যে প্রগাঢ় ধার্ম্মিকতা রোমান কাথলিক ধর্ম্মেই থাকিবার সমধিক সম্ভাবনা। যদি ভালরূপে মর্দ্দন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, বোধ হয় প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম হইতে নাস্তিকতা পথ নির্গত হয়। ধার্ম্মিক লোকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইলে যদি অধিকতর ইষ্টলাভের সম্ভাবনা থাকে, লার্ড রিপন হইতেই সে সম্ভাবনা আছে। কিন্তু হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ও হৃদয় সঙ্কীর্ণতার কেমন চমৎকার প্রভাব যে, সেই ধার্ম্মিকবর লার্ড রিপনকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা হইতেছে! দ্বিতীয়, ভারতে খ্রীষ্ট মিসনরিদিগের কার্য্য প্রণালী। তাঁহারা বিদ্যা বিতরণ করিয়া ভারতের বিস্তর উপকার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের অভিসন্ধি বিশুদ্ধ নয়। তাঁহারা ভারতবাসীদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার উদ্দেশেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যা বিতরণ করিয়া থাকেন। এই উদ্দেশ্য থাকাতে কেবল যে তাঁহাদের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতার পরিচয় হইতেছে এরূপ নয়, উদার বুদ্ধির বিদ্বিষ্ট ভদ্রতার বিরোধী কৌশল জালও প্রকাশ পাইতেছে। অভিসন্ধি করিয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহার মহত্ব থাকে না। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেন, প্রধান পুরুষার্থ যে মোক্ষ, নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে তাহার লাভ হয়। যে কর্ম্মে কামনা থাকে, সে কর্ম্ম মহত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায়। বৃক্ষ সেচন-ব্যাপারে ব্যাপৃত শকুন্তলার সখীগণ সহ কথোপকথন কালে বলা হইয়াছিল "অনভিসন্ধিগুরুও ধর্ম্মো ভবিষ্যতি।" যে বৃক্ষে আপাততঃ ফল ফুল হইতেছে না, তাহাতে জল সেচন করিলে অনভিসন্ধি কৃত গুরুতর ধর্ম্ম হইবে। অতএব খ্রীষ্ট মিশনারিরা যখন ফল কামনা করিয়া বিদ্যা দান করিতেছেন, তখন তাঁহাদের হৃদয় যে উদার নয়, তাহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে।

যে জাতির অধিকাংশ লোক এই প্রকার অনৌদার্য্য-দোষে দূষিত, তাঁহাদের হইতে ভারতীয় যুবকগণ কি আশানুরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা করেন? ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিসম্প্রদায় যে সমস্ত পক্ষপাতের কার্য্য ও পক্ষপাতাদি-দূষিত আইন করিয়াছেন, তাহার সম্যক উন্মূলন হইবে, তাঁহারা কি তাহার প্রত্যাশা করেন? নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় পদস্থ হইলে পর আমাদের দেশের যুবকগণের মনে যে উৎসাহ জন্মে, তাহার একটী বিশেষ কারণ আছে। যুবকগণ লিবরালদলকে দেবতা ভাবিয়া থাকেন। তাহাতেই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই, দেবতা হইতে যেমন মানুষের অহিতকর কার্য্য হয় না, তেমনি লিবরালদল হইতে অনিষ্টকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার সম্ভাবনা নয়। যুবকেরা এই ভ্রমে পড়িয়াই উন্মত্ত হইয়াছিলেন। লিবরালদলের মধ্যে কতকগুলি লোক দেব-সদৃশ-সদ্গুণ-সম্পন্ন আছেন, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। তাঁহারা ইংলণ্ডের গৌরব ও অলঙ্কার স্বরূপ। কিন্তু অধিকাংশের সে ভাব নয়। অধিকাংশের মতেই কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। অধিকাংশই যদি সঙ্কীর্ণ-ভাবাপন্ন হইলেন, তবে যুবকগণ এত আশা করেন কেন? ডিসরেলি সাহেব ইংলণ্ডের লোকের এই ভাব জানিতেন বলিয়াই ভারতে যথেচ্ছাচার করিয়াছিলেন। পার্লিয়ামেণ্ট সভার অধিকাংশ সভ্যের যদি উল্লিখিত সঙ্কীর্ণ ভাব না থাকিত, ডিসরেলি সাহেব অধিকৃত রাজ্য মধ্যে কখনই যথেচ্ছাচার করিতে সাহসী হইতেন না। অধিকাংশ সভ্যের হৃদয় সঙ্কীর্ণ বলিয়াই আমরা গ্লাডষ্টোন্ সাহেবের অকৃতার্থতা লাভের আশঙ্কা করিতেছি। ডিসরেলি সাহেব ইংলণ্ডের লোককে চিনেন বলিয়াই এই ভবিষ্য বাণী করিয়াছিলেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব কাজ করিয়া উঠিতে পারিবেন না। আমরা কার্য্যের যে প্রকার গতি দেখিতেছি, তাহাতে আমাদের মনে এই প্রকার সংস্কার জন্মিয়াছে, ডিসরেলি সাহেবের ভবিষ্য বাণী বুঝি কার্য্যে পরিণত হয়।

---

## ভারতের সহিত গোধূম ব্যবসায় সম্বন্ধে আমেরিকার প্রতিযোগিতা।

যব গোধূম শালি ভারতের সম্পত্তি। এই সম্পত্তি আছে বলিয়া এদেশের উন্নতি ও অবনতি সূর্য্য-চন্দ্রাদি গ্রহগণের ন্যায় এক প্রকার নিয়মবদ্ধ হইয়া আছে। অস্মার্য্যকাল অবধি ভারতসমাজ যে একভাবে চলিয়া আসিতেছে, এই সম্পত্তিই তাহার কারণ। বোধ হয় যেন বিধাতা ভারতের উন্নতি ও অবনতিকে যব-গোধূম শালি বৃক্ষের অনুগত করিয়া দিয়াছেন। কৃষকেরা যদি বিশিষ্ট পরিশ্রম করিয়া কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করে এবং ক্ষেত্রে সমুচিত সার দেয়, তাহা হইলে ঐ ঐ বৃক্ষের যে পরিমাণে অবয়বপুষ্টি ও দ্রাঘিমাদি বৃদ্ধি হয়, ভারতের উন্নতির সেই পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যাহারা আলস্য ত্যাগ করিয়া অধিক ভূমির কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন করে, তাহারা সৌভাগ্যশালী হয়। বণিক-ব্যবসায়িদিগের মত তাহাদের সঙ্গতি না হউক, কিন্তু সাংসারিক কোন বিষয়েই তাহাদের কষ্ট থাকে না। তাহাদের সে সম্পত্তি শীঘ্র নষ্ট হইবারও নয়। যাহারা সঞ্চয়ী হয়, রাষ্ট্রবিপ্লব বা অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দোষে তাহাদের বাস্তবিক কষ্ট উপস্থিত হয় না। আর একটী বিশেষ গুণ এই, যে যে ভূমিতে ঐ সকল শস্যসম্পত্তি উৎপন্ন হয়, সেগুলি ভারতের অক্ষয় ভাণ্ডার। দীর্ঘকালের সঞ্চিত মণি মুক্তা প্রবাল স্বর্ণ রৌপ্যাদি পূর্ণ অন্য অন্য ধনাগার বিপক্ষেরা নিমেষ মধ্যে লুণ্ঠন করিতে পারে; কিন্তু ঐ অক্ষয় ভাণ্ডারের লুণ্ঠনে কাহারই শক্তি নাই। রাষ্ট্র বিপ্লব বা অন্য কারণে তত্তৎ ক্ষেত্রজাত শস্য যদি এক বৎসর নষ্ট হয়, পর বৎসর প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মিয়া সে ক্ষতি পূরণ করিয়া দেয়। ভারত কতকাল দুষ্মন্ত-তনয় ভরতের নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে, গণনা করিয়া স্থির করা যায় না। এই দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতে কত রাজপরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভারতের মণি-মুক্তা-প্রবালাদি অনেকবিধ রত্ন গজনী ইংলণ্ড প্রভৃতি অনেক দেশে নীত হইয়াছে, কিন্তু ভারতের এক বিঘা ভূমি কখন কুত্রাপি নীত হয় নাই। ভবিষ্যতে কখন যে অন্যত্র নীত হইবে, তাহারও আশঙ্কা নাই। তবে দুটী আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। ইউরোপীয়দিগের বাণিজ্য প্রভাবে

ও অদূরদর্শী লোকদিগের নগদ টাকা সঞ্চয় করিবার লোভে শস্য সঞ্চয় করিবার প্রথাটা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। পূর্ব্বে গৃহস্থ মাত্রেই দুই তিন বৎসরের ব্যয়োপযোগী শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। যদি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কারণে কোন বৎসর শস্য না জন্মিত, সেই সঞ্চিত শস্যে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। এখন শস্য সঞ্চয় না থাকাতেই মহাবিপদ উপস্থিত হইয়াছে। এখন এক বৎসর শস্য না জন্মিলেই চক্ষু স্থির হইয়া যায়। পূর্ব্বে যাহাদের শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবার ক্ষমতা না থাকিত, তাহারাও সঞ্চিতশস্য ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইত। কিন্তু এখন সকলেরই প্রায় এক দশা। দ্বিতীয়, আমেরিকাদি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ঐ সকল শস্যোৎপাদনের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। প্রবল-প্রতিযোগিতা-প্রভাবে এদেশের তন্তুবায়দিগের যেমন অন্ন মারা গিয়াছে, তেমনি যদি কৃষিব্যবসায়ের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, ভারতের মহা অনিষ্ট ঘটিবে, এই শঙ্কায় আমরা আজ গোধূমব্যবসায়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি। এক্ষণে ইহার যে প্রকার অবস্থা ও ভবিষ্যতে ইহার যে অনিষ্টশঙ্কা আছে, ক্রমে তাহা লিখিত হইতেছে।

১২৮৫ সালে কলিকাতায় ২৬ লক্ষ মণ গোধূম আনীত ও ১২ লক্ষ মণ বিদেশে ও প্রায় দুই লক্ষ মণ ভারতবর্ষীয় বন্দর সমূহে নীত হয়। অবশিষ্ট ১২ লক্ষ মণের কিয়দংশে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের গোধূমভোজীদিগের ব্যয়নির্ব্বাহ হয় এবং কিয়দংশ মহাজনদিগের গুদামে মজুত থাকে। কলিকাতায় যে ২৬ লক্ষ মণ গোধূম আইসে, তাহার ১১ লক্ষ মণ উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যা হইতে এবং ৯ লক্ষ মণ বেহার হইতে আসিয়াছিল। বাঙ্গলাদেশে সর্ব্বশুদ্ধ চারি লক্ষ মণ মাত্র উৎপন্ন হয়। নিজ বাঙ্গালার মধ্যে নদীয়া জেলায় অধিক গোধূম উৎপন্ন হইয়া থাকে। তথা হইতে লক্ষাধিক মণ গোধূম কলিকাতায় আনীত হইয়াছিল। নদীয়ার অন্তর্গত কুষ্টিয়া আলমডাঙ্গা হালসা প্রভৃতি রেলওয়ে ষ্টেষণ ও নদীতীরবর্ত্তী বাণিজ্য স্থান সকল হইতেই কিছু কিছু গোধূম আগত হয়। গোধূম ব্যবসায়ে রেলওয়ের উপযোগিতাই অত্যন্ত অধিক। এক পূর্ব্ব ভারত রেলওয়ে যোগে ১৪ লক্ষ মণ ও নৌকায় ১১ লক্ষ মণ আসিয়াছে।

১২৮৫ সালের গোধূম ব্যবসায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অল্প হইয়াছে। ১২৮৪ সালে ৭১ লক্ষ মণ কলিকাতায় আনীত ও ৬১ লক্ষ মণ বিদেশে নীত হয়। ১২৮৩ সালে ৬৪ লক্ষ মণ আনীত ৫২ লক্ষ মণ নীত হইয়াছিল। ১২৮৫ সালে ঐ ব্যবসায় চারি ভাগের এক ভাগে আসিয়া দাঁড়ায়। একেবারে এত অল্প হইবার কারণ এই, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে যুদ্ধনিবন্ধন কৃষ্ণ সাগরের বন্দর হইতে গোধূম আমদানী রহিত হইয়াছিল এবং ১৮৭৭।৭৮ অব্দের বাণিজ্য বিপ্লব হেতু আমেরিকায় গোধূম বাণিজ্যের তাদৃশ উন্নতি ছিল না। এই জন্য ইউরোপে ভারতবর্ষীয় গোধূমের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। এই জন্যই এত গোধূম বিদেশে প্রেরিত হয়। ১২৮৩ সালের পূর্ব্বে প্রায়ই তিন লক্ষ চারি লক্ষ ছয় লক্ষ মণ রপ্তানী হইত। ১২৮৫ সালে উহা ১২ লক্ষ মণে দাঁড়াইয়াছিল।

আমরা ভারতের গোধূম ব্যবসায়ের যে ভাবী অনিষ্ট শঙ্কা করিতেছিলাম, তাহা এই—গোধূম ব্যবসায় সম্বন্ধে আমেরিকা ভারতের প্রতিযোগী। আমেরিকার উত্তর পশ্চিম অংশে ১৫০০০০০ একার অর্থাৎ প্রায় ৪৫০০০০০ বিঘা গোধূমোৎপাদনের উপযোগী উৎকৃষ্ট ভূমি আছে। কিন্তু আজও উহার এক চতুর্থাংশের আবাদ হয় নাই। যে পরিমাণে আবাদ হইতেছে, তাহাতেই ইংলণ্ডে গোধূমোৎপাদক কৃষকেরা হাহাকার করিতেছে। আমেরিকায় ১৩ সিলিঙে এক কোয়াটর গোধূম উৎপন্ন হয়। ইংলণ্ডে কিন্তু প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া ঐ এক কোয়াটর গোধূম ৫২ সিলিঙের এক পেনি কমে বিক্রয় হয় নাই। অতএব আমেরিকা হইতে যে মুহূর্ত্তে অধিক পরিমাণে গোধূম আসিতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই অবধি গোধূমের চাসে ইংলণ্ডের ক্ষতি ও ভারতবর্ষীয় গোধূম ইউরোপীয় বাণিজ্য স্থান হইতে দূরীভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইংলণ্ডের কৃষকেরা গোধূমের চাস ত্যাগ করিয়া ঐ চাসের টাকা অন্যান্য ব্যবসায়ে নিক্ষেপ করিতেছে। আমেরিকার প্রতিযোগিতায় যখন ইংলণ্ডের কৃষকেরাই গোধূমের কৃষিকার্য্য হইতে বিরত হইতেছে, তখন ভারতের কৃষকেরা যে অসমর্থ হইবে, সে বিষয়ে বড় সংশয় জন্মিতেছে না। আমেরিকার গোধূমোৎপাদনযোগ্য যাবতীয় ভূমিতে গোধূম উৎপন্ন হইলে মাঞ্চেষ্টরের বস্ত্রের ন্যায় ভারতবর্ষেও গোধূম সুলভমূল্য হইবে। তাহা হইলে ভারতের কৃষকেরা গোধূমের উৎপাদন বিষয়ে মন্দোৎসাহ ও শিথিলযত্ন হইবে সন্দেহ নাই। লাভ না দেখিলে কে কোথায় তাহার উৎপাদনে যত্ন করে? বিশেষতঃ এদেশীয় কৃষকদিগের স্বভাব এই, ইহারা যে বিষয়ে লাভ দেখে, তাহারই কৃষিকার্য্যার্থ ব্যগ্র। আমেরিকায় এখন যেরূপ লোকসংখ্যা অল্প, তাহাতে আমেরিকা অনেক শতাব্দী ধরিয়া গোধূম ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া রাখিতে পারিবে। আমেরিকার সহিত কেহই প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিবে না। যদিও আমেরিকায় লোকসংখ্যা বহুপুত্রোৎপাদন ও পরজনপ্রবাহন প্রভৃতি দ্বারা বিংশতি বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণিত হইবার সম্ভাবনা, তথাপি আমেরিকার গোধূম আমেরিকার লোকের ভোগ পর্য্যাপ্ত হইবার শত শত বৎসর বিলম্ব আছে। এই শত শত বৎসর আমেরিকাবাসিরা পৃথিবীর যাবতীয় স্থানকে স্বদেশোৎপন্ন গোধূম দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। আমেরিকার গোধূম কেবল সুলভমূল্য নয়, উহার পুষ্টিকারিতা গুণও বিলক্ষণ আছে। যদি মাঞ্চেষ্টর ও বরমিংহামের কাপড়ের মত আমেরিকাবাসিরা গোধূমে অপর দ্রব্য না মিশায়, সকল লোকেই যে ঐ গোধূম গ্রহণার্থ ব্যগ্র হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। অতএব ভারতের মূলধন বিনিয়োগোৎসুক ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য, ভারতবর্ষে যে বহু সহস্র বিঘা ভূমি অকৃষ্ট পতিত আছে, ভারতের কৃষকদিগকে উৎসাহ দান করিয়া সেই সেই ভূমিতে গোধূমের উৎপাদনার্থ বিনিয়োজিত করেন। তাহা হইলে আর আমেরিকা প্রতিযোগিতা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। ভারতের কৃষকেরা যদি ভারতের ভূমিতে বিশিষ্ট পরিশ্রম করিয়া গোধূম উৎপাদন করে, তাহা আমেরিকার গোধূম অপেক্ষা সুলভমূল্য হইবে সন্দেহ নাই। আমেরিকাবাসিদিগের গোধূমের কৃষিকার্য্য ভিন্ন বিদেশে প্রেরণাদির নানাপ্রকার ব্যয় আছে; ভারতজাত গোধূমের সে সকল ব্যয় নাই। অতএব ভারতীয়েরা অধ্যবসায়ী হইলে আমেরিকাবাসিরা যে পরাস্ত হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি? ভারতের অধ্যবসায়ের অভাবই মহা অভাব। ভারতবাসিদিগের যদি প্রকৃত অধ্যবসায় থাকিত, তাহা হইলে কি মাঞ্চেষ্টর ভারতের বস্ত্র ব্যবসায় কাড়িয়া লইতে পারেন? আমাদের দেশের লোকেরা অর্থের প্রকৃত বিনিয়োগ ব্যবস্থা জানেন না। এখানকার যাঁহারা কিঞ্চিৎ ধনী হইলেন, তাঁহারা প্রায় পরশ্রীকাতর হইয়া মকদ্দমা প্রভৃতি অসৎ কার্য্যে ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইতে বসিলেন। যাহাতে নিত্য অর্থাগম হইয়া আপনার ও সেই সঙ্গে স্বদেশের উন্নতি লাভের সম্ভাবনা আছে, এদেশীয়েরা তাদৃশ বিষয়ে অর্থবিনিয়োগে [illegible] ও উৎসাহী হন না।

এস্থলে আমাদের রাজপুরুষগণের নিকটেও কিছু বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। ইংলণ্ডের কৃষকেরা যদি গোধূমোৎপাদন চেষ্টা পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ইংলণ্ডের কিছু ক্ষতি হইবে। সেই ক্ষতির পূরণার্থ ইংরাজদিগকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা যদি ভারতের কৃষকদিগকে গোধূমের উৎপাদন বিষয়ে উৎসাহ দান করেন, কেবল যে ইংলণ্ডের ক্ষতি পূরণ হইবে, এরূপ নয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টেরও একটী আয়দ্বার

বিবৃত হইবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কৃষকদিগেরও কষ্টের অনেক অবসান হইবে। ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ও বেহারের কৃষকদিগের কষ্টের অবধি নাই। আমাদের রাজপুরুষেরা তাহা স্বচক্ষে না দেখিয়াছেন এমন নয়। অতএব তাহার শান্তির বিধিমত চেষ্টা পাওয়া একান্ত আবশ্যক। আমরা যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলাম, তদ্বিষয়ে রাজপুরুষেরা যদি উৎসাহ দান করেন, ঐ সকল কৃষকের কষ্টের অনেক লাঘব হইবে।

---

## সার জন ষ্ট্রাচির অধঃপতন।

সার জন ষ্ট্রাচি লার্ড লিটনের অধিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে যেরূপ পাইয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার যে সহসা এরূপ অধঃপাত হইবে, স্বপ্নেও কেহ এমন মনে করেন নাই। তিনি যখন ভারতবর্ষের রাজস্বমন্ত্রী হইয়াছেন, তখনই এমনি প্রতিপত্তি ও প্রভুত্ব লাভ করিয়াছেন যে অনেকের এরূপ ভ্রম জন্মিয়াছে, তিনিই ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা। বরং সূর্য্যের বরং চন্দ্রের বরং সমুদায় গ্রহের অধঃপাত সম্ভাবিত হয়; কিন্তু ষ্ট্রাচির মত মহিমান্বিত লোকের অধঃপাতের কোন ক্রমেই সম্ভাবনা করা যায় না। সেই ষ্ট্রাচি সাহেবের আজ অধঃপাত হইল, ইহার পর বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে? অথবা বিস্ময়ই বা কি? ইন্দ্র দেবরাজ; তাঁহার পরাক্রমের সীমা নাই; বিপুল-বিক্রমশালী পবনবরুণাদি দেবগণ তাঁহার আজ্ঞাবহ; তাঁহার হস্তে বজ্ররূপ মহাভীষণ অস্ত্র; নিজের সহস্র চক্ষু, কোন দিকে কিছু এড়াইতে পারে না। সময়ে সময়ে সেই ইন্দ্র পাতও হয়। সময়ে সময়ে অসহ্য তেজোময় ধূমকেতুরও পতন হইয়া থাকে। অতএব ষ্ট্রাচি সাহেব যে সুমেরু-শৃঙ্গ-সদৃশ অত্যুচ্চ পদ হইতে পতিত হইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তিনি সকলের চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কয়েক বৎসর রাজত্ব করিলেন। যাইবার সময়েও সকলের চক্ষে ধূলিমুষ্টি ক্ষেপ করিয়া অক্ষত শরীরে চলিয়া গেলেন!!

আমরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিব বা ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিব, কিম্বা ভারতের অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিব, অথবা ষ্ট্রাচি সাহেবকেই ধন্যবাদ দিব, কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। কেবল ষ্ট্রাচি সাহেব নন, লার্ড লিটন ও সার বার্টল ফ্রিয়ারও স্বচ্ছন্দে গঙ্গা পার হইয়া গেলেন, কুম্ভীর জুল জুল করিয়া চাহিয়া রহিল!

আমরা ক্ষোভ করিয়া যাহা বলি, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের কৃত ব্যবহার এ অবস্থা অতি শোচনীয়। এই শোচনীয় অবস্থা ঘটিবার প্রধান কারণ এই, একজন কর দেয়, অপরে তাহার ব্যয় করে, পরস্পরের কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ নাই। যিনি ব্যয় করেন, তাঁহার করদাতৃগণের সহিত কোন প্রকার সমসুখদুঃখতাও দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি নিঃসঙ্গ ও নির্ম্মম হইয়া স্বেচ্ছামত ব্যয় করিয়া থাকেন। ব্যয় অসঙ্গত হউক আর ব্যয়ের হিসাবে ভুল থাকুক, কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই। উপরে কোন কথা বলিবার লোক নাই, নীচেও বলিবার লোক নাই। তবে কেন তিনি সাবধান হইবেন? কেনই বা তিনি ভয়ে ভ্রূযুগ সঙ্কুচিত করিয়া চলিবেন?

এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনপ্রণালীর কয়েকটী পরিবর্ত্ত প্রসঙ্গ করা আবশ্যক হইতেছে। প্রথম, ব্যবস্থাপক সভা উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ষ্ট্রাচি সাহেব না প্রতিবৎসর আয় ব্যয় সংক্রান্ত বৃত্তান্ত উপস্থিত করিয়া ঐ ব্যবস্থাপক সভার অনুমোদিত করিয়া লইয়াছেন? যে ব্যবস্থাপক সভা রাজস্বমন্ত্রীর ভ্রমপ্রমাদ দেখিতে পান না ও হিসাবের ভুল ধরিতে পারেন না, মৃৎস্তম্ভতুল্য সে ব্যবস্থাপক সভা থাকিয়া ফল কি? কার্য্যদ্বারা স্পষ্ট বোধ হয়, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণেরও এদেশের প্রতি স্নেহ ও মমতা নাই। যাহাদের স্নেহ ও মমতা আছে, তাহাদের লইয়াই একটী সভার সংস্থান করা কর্ত্তব্য। যদি মনে করা হয়, সে সভা করিবার সময় এখনও হয় নাই, সেটী কুসংস্কারের বিজৃম্ভণমাত্র। যাঁহারা এদেশীয়দিগকে উন্নত দেখিতে ভাল বাসেন না, এটী তাঁহাদিগেরই কুযুক্তি। আমরা আর কত কাল তাঁহাদিগকে আমাদের উন্নতি পথের অন্তরায় দেখিব? আর কত কালই বা তাঁহাদের এই বিষময় দুঃসহ বাক্য শ্রবণ করিব? সকলের অন্ত আছে, এ কালের কি অন্ত নাই? আমরা ১৮৭১ অব্দের কথা কহিতেছি, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া কহিয়াছিলেন "এদেশে ইংলণ্ডের ন্যায় প্রত্যেক গণ্ডগ্রাম হইতে প্রতিনিধি আনয়ন করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই বটে, কিন্তু ব্যবস্থা প্রণয়নের নিমিত্ত প্রত্যেক জিলা হইতে এক এক জন উপযুক্ত লোক আনয়ন করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। গবর্ণর জেনরলের মন্ত্রি সভায় এক জন উপযুক্ত ও বুদ্ধিমান ভারতবর্ষীয়কে গ্রহণ করিলে সর রিচার্ড টেম্পল ও জন ষ্ট্রেচি সাহেবের ন্যায় লোকদিগের ভ্রম ও কুসংস্কারের অপনয়ন হইতে পারে।"

১০ বৎসর হইল, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া যে কথা কহিয়াছেন, আজও কি আবার আর এক জন আমাদিগের প্রবোধার্থ সেই কথার পুনরুক্তি করিবেন? তবে আর কবে কার্য্য আরম্ভ হইবে? কার্য্য আরম্ভ না করিলে এদেশীয়েরা প্রতিনিধি সভার যোগ্য কি না, কিরূপে তাহার পরীক্ষা হইবে? এদেশীয়দিগের যদি বিচারপতিপদে প্রবেশদ্বার আজও রুদ্ধ থাকিত, মহানুভব লার্ড বেণ্টিঙ্ক নিজ হৃদয়ের ঔদার্য্যগুণ-প্রণোদিত হইয়া যদি ভারতবর্ষের ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মঙ্গলার্থ ঐ পথ উন্মুক্ত করিয়া না দিতেন, বিচার-কার্য্য সম্বন্ধে এদিশীয়দিগের যোগ্যতার কি পরীক্ষা হইত? সময় হয় নাই, সময় হয় নাই বলিয়া রাজপুরুষেরা যত দিন ভারতে প্রতিনিধি-সভা সৃষ্টির দ্বার রুদ্ধ রাখিবেন, ততদিনই রুদ্ধ থাকিবে। যতদিন রাজপুরুষেরা হৃদয়ের সঙ্কীর্ণভাবের পরিহার করিয়া সাহস সহকারে কার্য্য আরম্ভ না করিবেন, ততদিন ফল দেখিতে পাইবেন না।

এস্থলে আর একটী বিষয়ের প্রসঙ্গ করাও একান্ত আবশ্যক হইতেছে। শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তের ন্যায় রাজপুরুষদিগের অবলম্বিত বর্ত্তমান রাজনীতির পরিবর্ত্তনও আবশ্যক। তাঁহারা ভারতীয় প্রজাগণের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করেন, তাহাতে তাঁহাদের দূরতর ভিন্ন ভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়। তাঁহাদের এ ভাব অনৈসর্গিক নয়। যেখানে বিজিতজেতৃত্ব-সম্বন্ধ, সেই খানেই এই ভাব। ইতিহাসের প্রতি পত্র ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। জেতৃগণ স্বভাবতঃ গর্ব্বিত হন এবং সেই গর্ব্ব প্রভাবে আপনাদিগকে উৎকৃষ্টজাতীয় ও বিজিতদিগকে নিকৃষ্ট জাতীয় জীব ভাবিয়া থাকেন। স্বভাবের গতি এই প্রকার। অসভ্যেরা সভ্য দেশ জয় করিয়াও এ অভিমানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে নাই। কিন্তু আমরা এক কথা বলি, আমাদের রাজপুরুষগণের কি এ ব্যবহার আর শোভা পায়? আজও যদি অসভ্য জেতৃগণের ন্যায় তাঁহাদের মনের ভাব অপ্রশস্ত থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা কি মহত্ব লাভ করিলেন? যাঁহাদের হৃদয় উদার-ভাবাপন্ন নয়, তাঁহারা মনে করেন, দেশ জয় করা তাঁহাদের স্বার্থের নিমিত্ত। বিজিত-দেশীয়েরা গোগবয়াদির ন্যায় তাঁহাদের মনোরথ সিদ্ধির উপকরণ মাত্র। বিজিতের সহিত অভিন্নভাবে মিলিত হইবার যে কি গুণ, কি সুখ, তাহাতে যে হৃদয়ের কি মহত্ব ভাবের পরিচয় হয়, অসভ্য বা অর্দ্ধ সভ্য জিগীষু রাজার তাহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই। আমাদের সুসভ্য রাজপুরুষেরা যে তাহা বুঝিয়াও বুঝেন না, ইহাই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। তাঁহারা যে আর কতকাল ইন্দ্রিয়গণকে নিমীলিত করিয়া রাখিবেন, দেখিয়াও দেখিবেন না, আমরা বুঝিতে পারি না।

এদেশে প্রতিনিধি সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে কেন

যে রাজপুরুষগণের অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব মহত্ব প্রকাশ হইবে, এরূপ নয়, ভারতের অবিদিত-পূর্ব্ব উন্নতি লাভ ও বিস্তর অর্থ অসঙ্গত ব্যয়রূপ রাহুগ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করিবে। এক্ষণকার রাজস্বমন্ত্রির ভ্রমপ্রমাদনিবন্ধন ভারত যে অতল ঋণসাগরের তলে নিমগ্ন হইয়া জীবন-লাভ-বিষয়ে হতাশ হইতেছে, তাহার আর সে বিপদও থাকিবে না। প্রতিনিধি সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্যবস্থাপক সভার আর প্রয়োজন হইবে না। গবর্ণর জেনরলের অধিষ্ঠিত মন্ত্রিসভাও কালের বিশাল গ্রাসে পতিত হইবে। এই দুটী কার্য্যে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের কত টাকা যে আত্মরক্ষণে সমর্থ হইবে, তাহা আমরা গণনা করিয়া বলিতে পারিলাম না; কারণ, অঙ্কশাস্ত্রে আমাদের তাদৃশ ব্যুৎপত্তি নাই। সে বিষয়ে বিধি আমাদের উপরে বড় বাম। তবে আমরা এই কথা বলিতে পারি, ঐ দুটী সভা উঠিয়া গেলে যে টাকা বাঁচিয়া যাইবে, সেই টাকাগুলি রাজপুরুষেরা ব্যয় না করিয়া যদি সঞ্চিত করিয়া রাখেন, বর্ত্তমান ধনাগারে তাহার সমাবেশ হইবে না।

এখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরল পদ ও তাঁহার মন্ত্রিসভা বিড়ম্বনাময়ও হইয়া উঠিয়াছে। তাহার জীবনে আর ফল নাই। ষ্টেট সেক্রেটারি এখন ইংলণ্ড হইতেই রাজ্য শাসন করিতেছেন। এখন কার গবর্ণর জেনরলদিগকে তাঁহার ধামাধরা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ সাক্ষিগোপাল রাখিয়া বিপুল অর্থরাশির শ্রাদ্ধ করিবার প্রয়োজনই বা কি? প্রতিনিধি সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে এ সমুদায় আপদেরই শান্তি হইবে। আমরা ইষ্টফলগুলি এক এক করিয়া পুনরায় গণনা করিয়া বলি, গবর্ণর জেনরলেরা বিড়ম্বনার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন, বিপুল অর্থরাশি অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবে, ইংলণ্ডের সঙ্কীর্ণ-হৃদয়তা-দুর্নাম দূর হইবে, ভারতের লোকেরাও উন্নতির অত্যুচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিবেন।

---

## মফস্বলে পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণের প্রস্তাব।

সাংক্রামিক জ্বরের নিদান কি, এই প্রশ্ন লইয়া বহুকাল বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। বহু মতভেদও হইয়া আসিতেছে। মৃত রাজা দিগম্বর মিত্রের এই মত যে, ভূমির অভ্যন্তরভাগ আর্দ্র হইলেই সাংক্রামিক জ্বর জন্মে। বহুকাল পূর্ব্বে তিনি যখন বহরমপুরে ছিলেন, তখন বহরমপুরের জলময় কয়েকটী স্থানে সাংক্রামিক জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া তাঁহার এই সংস্কার জন্মে, ক্রমে ভূয়োদর্শন সহকারে তাঁহার সেই সংস্কার বদ্ধমূল হয়। তিনি বলেন, বঙ্গদেশের অনেক স্থানে জলনির্গমের যে সকল স্বভাবনির্ম্মিত পথ ছিল, রেলওয়ে হওয়াতে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। তন্নিবন্ধন অনেক স্থানেরই ভূমির অভ্যন্তরভাগ জলার্দ্র হইয়া যায়, তন্মূলক সাংক্রামিক জ্বর প্রাদুর্ভূত হয়। এস্থলে অনেকে এ কথা বলিতে পারেন, রেলওয়ে হওয়াতেই জল নির্গমের পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, যদি এই সিদ্ধান্ত হয়, তবে রেলওয়েরই দুই পার্শ্বে জ্বরের প্রকোপ হইবে, অন্যত্র হয় কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই, প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, রেলওয়ে ঠিক দুই পার্শ্ব ভিন্ন অনেক দূর পর্য্যন্ত জলনির্গমের পথ বন্ধ করিয়া দেয়। মুখের দিকে বন্ধ হইলেই জল ক্রমে বহুদূর হইতে বদ্ধিতে আরম্ভ হয়। এইরূপে বাঙ্গালার যে যে অঞ্চলে রেল গিয়াছে, সে সেই অঞ্চল সাংক্রামিক জ্বর দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। এই ত গেল দিগম্বর মিত্রের মত।

বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব স্বাস্থ্যরক্ষক কোট্‌স সাহেব বলেন যে, ভূমির আভ্যন্তরীণ আর্দ্রতা সংক্রামিক জ্বরের কারণ নহে। তাঁহার মতে অপরিষ্কৃত ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থাই উল্লিখিত জ্বরের কারণ। বর্ষাকালে পাতা লতা পচে, বাঙ্গালীরা বাড়ীর পার্শ্বে আবর্জ্জনা ফেলে, তাহা পচে, পচিয়া তাহার মধ্যে এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম কীটাণু জন্মে, সেই কীটাণু খাদ্য পানীয় ও বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে। কোট্‌স সাহেবের মতে এই সকল আবর্জ্জনা দূরে নিক্ষেপ করাই জ্বর শান্তির উপায়। কোট্‌স সাহেবের নির্দ্দেশিত উপায়ই যে রাম-শরের ন্যায় জ্বরশান্তির অমোঘ উপায় আমরা তাহা বলিতে পারি না। এ অংশে বাঙ্গালা দেশের অবস্থা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, তাহার অপেক্ষা অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। পূর্ব্ব বাঙ্গালায়ও দেখা যায়, জলে গ্রাম ডুবিয়া গেলে লোকে উচ্চ মাচা বান্ধিয়া তাহার উপরে বাস করে। তাহাদের জ্বর হয় না। তাহাদের সেই মাচার নীচে যথেষ্ট পচা আবর্জ্জনা থাকে। যাহা হউক, আবর্জ্জনা জ্বরের প্রকৃত কারণ হউক আর না হউক, উহা যে জ্বরের অন্যতম কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব যাহাতে জল সহজে নির্গত হয় ও যাহাতে আবর্জ্জনা দূরে প্রক্ষিপ্ত হয় এই উভয়বিধ কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। আমাদের মতে সাংক্রামিক জ্বরের প্রাণসংহারার্থ বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংস্থান এবং বাসপ্রণালী ও খাদ্যসামগ্রীর উৎকর্ষ সাধনও আবশ্যক। কলিকাতার এ সকলের সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। সুতরাং কলিকাতা অপেক্ষা কৃত অনেক সুস্থ আছে। মফস্বলে তাহা নাই, সেখানে যত পীড়ার দৌরাত্ম্য। আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর মিউনিসিপালিটী ডিষ্ট্রীক্টকমিটী ও অন্যান্য স্থানীয় সভা সমূহকে জলনির্গমের উপায় করিবার অনুমতি করিয়া এক প্রতিজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ময়লা লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত অনেক স্থানে পূর্ব্ব হইতেই আছে। ব্যয়ভার স্থানীয় সভার উপরে দেওয়া হইয়াছে। ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার কার্য্যের পরিদর্শন করিবেন। যদি স্থানীয় আয়ে ব্যয় নির্ব্বাহ না হয়, গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলে গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়া সাহায্য দান করিবেন। যদি কোন স্থানে অত্যন্ত বহুব্যয়ের হইয়া উঠে, প্রাদেশীয় আয় হইতে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, ইহা অতি উত্তম হইয়াছে। স্থানীয় সভাগণ যদি প্রতিবৎসর কিছু কিছু করিয়া ব্যয় করেন, ক্রমে জলনির্গমের বিস্তর সুবিধা হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এ নিমিত্ত যেন স্বতন্ত্র মিউনিসিপাল কর নির্দ্ধারিত না হয়। স্বতন্ত্র কর নির্দ্ধারণ করিলে প্রজারা তাহা দিতে কোন ক্রমেই সম্মত হইবে না। তাহাদের অসম্মতিতে বলপূর্ব্বক কর আদায় করিলে তাহারা অত্যাচার মনে করিবে। যে আয় আছে, তাহা হইতেই ক্রমে ঐ কার্য্যটী করিতে হইবে। এ স্থলে এ কথা বলাও আমাদের কর্ত্তব্য, পয়ঃপ্রণালী করিতে হইবে বলিয়া মিউনিসিপাল কর্ত্তারা যেন উন্মত্ত হইয়া না উঠেন। যেখানে পয়ঃপ্রণালীতে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সেখানে যেন পয়ঃপ্রণালী না হয়।

উপসংহার কালে আমাদের আর একটী বক্তব্য এই যে যে সকল স্থানে রেলওয়ে হওয়াতে জল বন্ধ হইয়াছে, সেখানে রেলওয়ে কোম্পানির সাহায্য করা কর্ত্তব্য গবর্ণমেণ্ট যেন [illegible] যত্নবান হন।

## বিবিধসংবাদ

বারাসাতের অন্তঃপাতী [illegible] হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "আমাদের উপকারার্থে গবর্ণমেণ্ট হইতে মিউনিসিপাল, রোডসেস, পবলিক-ওয়ার্ক সেস আদি [illegible] অনুযায়ী কার্য্য চলিতেছে। কয়েক বৎসর হইতে এই বারাসাতের অধীন [illegible] গ্রামের [illegible] পবলিকওয়ার্ক সেস রূপে হইতে বৎসর বৎসর [illegible] গুলি টাকা আদায় হইতেছে, কিন্তু এ গ্রামে এমন কোন কার্য্যই দেখিতেছি না, যাহাতে গবর্ণমেণ্টের এক কপর্দ্দকও ব্যয় হইয়াছে। গ্রামের পথ ঘাটের

এমনি দুরবস্থা যে দেখিলে চক্ষে জল আইসে। মহাশয়! রাণাঘাট এ স্থানের দেড় ক্রোশ পূর্ব্ব, এখানকার লোকদিগকে প্রায়ই রাণাঘাটে যাইতে হয়, রাস্তা না থাকাতে পথিকদিগের ও ব্যবসায়ীদিগের বর্ষাকালে দুরবস্থার একশেষ হইয়া থাকে, আমরা আশা করি গবর্ণমেণ্ট মসুণ্ডা হইতে রাণাঘাট পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করিয়া আমাদের কষ্টের অবসান করুন এবং সাধারণের চির কৃতজ্ঞতা ভাজন হউন। রাণাঘাটের করদাতৃসভা যেমন লোকের চরিত্রদোষ ও পথ ঘাট প্রভৃতির শোধনে যত্নবান হইয়াছেন, যদি সেইরূপ রাণাঘাটে একটী সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করিতে যত্নবান হন, তাহা হইলে তাঁহারা যে এদেশের প্রকৃত উপকার করিতে বসিয়াছেন, তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি।

কলিকাতা আণ্টনিবাগান লেনটীর অনাথ বালকের ন্যায় বড় দুরবস্থা ঘটিয়াছে। অবস্থা দেখিলে তাহার মা বাপ আছে বলিয়া বোধ হয় না। পুষ্টিকর আহার বিরহে রাস্তাটী জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তির যেমন রগ বসিয়া যায়, চক্ষু কোটরান্তর্গত ও কপোল মুখমধ্যগত হয়, এবং গণ্ড উচ্চ হইয়া উঠে, রাস্তাটীর সেই ঘটনা ঘটিয়াছে। রূপকালঙ্কার প্রয়োগ থাকুক, স্পষ্ট করিয়া বলা ভাল। নর্দ্দমা সরকিউলার রোডের পার্শ্ববর্ত্তী এই গলিটীর তত্ত্বাবধারণ ভার যাঁহার উপরে আছে, তিনি একবার গিয়া স্বচক্ষে রাস্তাটীর শোচনীয় অবস্থা দর্শন করুন। উহার অস্থি পঞ্জর সার হইয়াছে। একটু বৃষ্টি হইলেই আর চলিবার যো থাকে না। কলিকাতার মধ্যবর্ত্তী রাস্তার আজও যে এরূপ দুরবস্থা আছে, আমরা তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

মা ক্লিনলেসন কোম্পানির হাউসে নিম্নলিখিত তিন প্রকার কল আনীত হইয়াছে। প্রথম, গাছ কাটিবার, দ্বিতীয় তিসী ঝাড়িবার, তৃতীয় চা শুকাইবার। গাছ কাটিবার কলে ১২ বারফুট পরিধির বড় বড় গাছ পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাটা যায়। কল প্রায় দুই শত ফুট অন্তরে থাকে। গাছের গোড়ায় করাত লাগাইয়া দেওয়া হয়। দুইশত ফুটের চতুর্দ্দিকে যত গাছ থাকে, এক স্থানে কল বসাইয়া সে সমুদায়ই কাটিয়া ফেলা যায়। যাঁহাদের বন পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন হয়, এ কলটী তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। তিসী ঝাড়িবার কল ছাদের নীচে থাকে। ছাদের উপরে কুলার মত পদার্থ থাকে। তাহার প্রথম ছিদ্রগুলি অতি সূক্ষ্ম। সেই ছিদ্র দিয়া তিসীর ধূলি ময়লা প্রভৃতি বাহির হইয়া পড়ে। তাহার পরে প্রশস্ত ছিদ্র দিয়া তিসী গুলি নীচে পড়িয়া যায়। পড়িবার পথে লোহার বা কাঠের হাঁড়ী বসান থাকে। সেই হাঁড়ীর গায়ে লাগিয়া চিক্কণ হইয়া আইসে। অগ্নির উত্তাপে চা শুকাইবার একটী কলও হইয়াছে। ঐ কোম্পানির নিকট পত্র লিখিলে ঐ সকল কলের বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারা যায়।

১৬ ই আষাঢ় মঙ্গলবার শেষ রাত্রিতে আমাদের এ অঞ্চলে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। আমরা নিদ্রিত ছিলাম, বোধ হইল কে যেন আমাদিগকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত সর্ব্বশরীর ধরিয়া নাড়া দিতেছে। নিদ্রাবেশ থাকাতে ভূমিকম্প কতক্ষণ ছিল স্থির করিতে পারি নাই।

আমাদের একজন গ্রাহক লিখিয়াছেন "অদ্য ৪। ৫ দিবস হইল, আমি একটী কুক্কুটী কিনিয়াছি। তাহার তিন খানা পা, এবং দুইটী গুহ্য দ্বার। মুরগীর দুই খানা পদ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। এই দুইখানি পদ দ্বারা হাটিয়া বেড়ায়। অপর একখানি পদ যেখানে মলদ্বার থাকে, সেই স্থান হই[illegible] হইয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াছে এবং [illegible] দুইটী মলদ্বার আছে। উহার বয়স প্রায় ৫ মাস হইল।"

৮ ই আষাঢ় সোমবার রেঙ্গুনে ব্রহ্মদেশীয় এক ব্যক্তি ও চীন দেশীয় তিন ব্যক্তিতে জুয়া খেলিতে আরম্ভ করে। খেলিতে খেলিতে ব্রহ্মদেশীয় তিন জন চীনকে খুন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। মাদক সেবন ও দ্যূতাদি ব্যসন হত্যালুণ্ঠনাদি নানারত্নের আকর।

অনেক দিন হইল, কলিকাতা ন[illegible] স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণীত ইংরাজী বাঙ্গলা অভিধান আমাদের হস্তগত হইয়াছে। গোপাল বাবু অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন, পুস্তকখানিও বালকদিগের উপযোগী ও উপকারী হইয়াছে। কেরি সাহেবের প্রণীত অভিধান আমাদের গ্রন্থকারের অবলম্বন। কিন্তু তিনি ৫০০০ অধিক শব্দ সমাবেশিত করিয়াছেন। তাঁহাকে কতকগুলি নূতন শব্দ সঙ্কলনের পরিশ্রমও স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু এ অংশে যে তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, আমাদের এমন বোধ হয় না। আমরা তাহার একটী প্রমাণ দিতেছি। তিনি "ওয়াটার প্রুফ" শব্দের "কঙ্কবারিপ্রবেশ" এই অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারিতেছি, এ শব্দটী সকলে উচ্চারণ করিতে পারিবে না। অতএব সাধারণে ইহার আদর করিবে না। সামান্যতঃ জলনিবারক বলিলে অনেক সহজ হইত। আর একটী কথা বলাও উচিত। কতকগুলি গাঢ় সংস্কৃতশব্দ অকারণ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা "আশেমড" শব্দের অর্থে লজ্জিত, ত্রপিত ও ব্রীড়িত তিনটী শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। তাহা না করিয়া কেবল লজ্জিত শব্দ দিলে গ্রন্থের অবয়ব অনেক কমিয়া আসিত।

সমাচারপত্রে প্রকাশ হইয়াছে, ইংলণ্ডেশ্বরী প্রতিদিন প্রাতঃকালে বেলা ৭ টার সময়ে শয্যা পরিত্যাগ করেন। তাঁহার কালবিভাগ করিয়া কার্য্য বিভাগ করা আছে। তাহাতেই তিনি অনেক কার্য্য করিতে পারেন। রাজ্যসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র স্বয়ং পাঠ না করিয়া স্বাক্ষর করেন না। ভাল কথাই, রাজার কর্ত্তব্য কাজ করা হয়। ভাল আমরা একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তিনি যাঁহাদের উপরে ভারতের কর্তৃত্ব ভার দিয়াছেন, তাঁহারা যে কি কাণ্ড করিতেছেন, তাহার কথা কি ঐ সকল কাগজপত্রে থাকে না?

আমরা হিন্দুপেট্রিয়ট পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইলাম, বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের যে প্রকার গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া আমরা শুনিয়াছিলাম, বাস্তবিক তাহা নয়, তাঁহার সামান্য আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি সুস্থ হইয়াছেন।

—০—

## যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ২৫ এ জুন। জেনরল হিলের সৈন্যগণ চারা সাইব হইতে লোগারে উপস্থিত হইয়াছে। কারণ, তথায় খাদ্য সামগ্রী অনায়াসে পাওয়া যায়। জেলালাবাদ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, যে মোল্লা ফকিরের অধীনস্থ সৈন্যগণ ছত্র ভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহাদের অনুসন্ধান করিবার জন্য যে সকল সৈন্য প্রেরিত হয়। তাহারা স্বস্থানে [illegible]ত্যাবৃত্ত হইয়াছে। লোগায় হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে যে মল্লিককে হত্যা করা হইয়াছে, সে ইংরাজদিগের বন্ধু নয়। জমী লইয়া তাহার সহিত বিবাদ ছিল বলিয়া মহম্মদ জানের একজন লোক তাহাকে গুলি মারিয়াছে। বর্দ্দকদিগের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি মহম্মদ জানের সহায়তা করিতে অস্বীকার করিয়াছিল, মহম্মদজান তাহাদিগের প্রত্যেকের ২০ টাকা করিয়া দণ্ড করিয়াছেন। টাঙ্গি মঘজান হইতে যে রসদ আসিতেছিল, পাতসা খাঁ তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

খাইবারস্থ সৈন্য সমূহের ব্যয় সংক্ষেপার্থ চেষ্টা হইতেছে।

আব্দুল রহমনের নিকট হইতে ৪। ৫ দিনের ম[illegible]র আসিবে এই অনুমান করা হইয়াছেন।

[illegible] ২৭ এ জুন। হক্কিমখাঁ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট[illegible]দেড় লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছে। শরৎকা[illegible]ল টাকা ত্রেজারিতে জমা দেওয়া হয়। তিনি পলায়ন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পলায়নের কোন কারণ নাই। তাঁহাকে কান্দাহারে যাইবার

সম্পূর্ণ অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। নগরের লোকে বলে যে হকিম, আবদুল রহমনের আগমনে বড় ভীত হইয়াছেন। জনরব এই যে আবদুল রহমনের সঙ্গে সন্ধি করিয়া কাবুলে যাহাতে শান্তি স্থাপিত না হয়, সেই চেষ্টায় হকিম গিলিজিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতেছেন।

ময়দানে তিন হাজার লোক একত্র হইয়াছে।

কাবুল ২৬ এ জুন। কোহিস্থানে আবদুল রহমানের আগমনার্থ সমস্ত উদ্যোগ করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার বন্ধুগণকে তিনি যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ হইয়াছে যে তিনি সম্প্রতি কোহিস্থানের দিকে আসিবেন না। তিনি মুস্কি আলমকে একটী সুন্দর অশ্ব উপহার দিয়াছেন এবং কোহিস্থানিদিগকে বলিয়াছেন যে কোহদমানে যে সকল ব্রিটিশ সৈন্য আছে তাহাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করা না হয়। মুসা জান টজিবর্দ্ধকে উপস্থিত হইয়াছেন। গজনীর লোক ময়দান ও লোগারে যায়, ইহা তত্রত্য অধিবাসীরা ভালবাসে না। এই জন্য অনেক বিবাদ হইতেছে। মহম্মদ জানের অধীনস্থ লোকেরা টজিবর্দ্ধক হইতে কাবুলি যাহারা শস্য লইয়া যাইতেছিল, তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছেন। কোটাল তকত নামক স্থানে সামান্য যুদ্ধে অনেকগুলি গাজির প্রাণ বিনাশ হইয়াছে।

হাকিম খাঁ তাহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় পূর্ব্বক আবদুল্লা খাঁর সঙ্গে বারাকজি নামক স্থানে পলায়ন করিয়াছেন। বোধ হয় তিনি দক্ষিণ দেশস্থ গিলিজিদিগের সহিত মিলিত হইতে যাইতেছেন।

কাবুল ২৮ এ জুন। আবদুল রহমন কাবুলের সরদার ও প্রজাবর্গের নিকটে এই ভাবে এক সারকুলর প্রেরণ করিয়াছেন যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তাঁহার পিতামহ শাসিত সমস্ত আফগানস্থানের আমীরত্ব প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। কান্দাহার ও কোরম তাঁহার রাজ্যভুক্ত থাকিবে। তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন এবং অতি শীঘ্র কোহিস্থানের অন্তর্গত কোরম নামক স্থানে উপস্থিত হইবেন। ইংরাজদিগের শেষ পত্রের উত্তর প্রদান কালেও তিনি এই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ইংরাজেরা তাঁহাকে সমস্ত আফগানস্থানের রাজত্ব দিতে সম্মত হইয়াছেন। কাবুল ও অন্যান্য স্থানের লোকেরও সংস্কার এই যে, তাঁহাকে সমস্ত আফগানস্থানের রাজত্ব দেওয়া হইবে।

তুর্কিস্থান হইতে কোহিস্থান হইয়া যে সকল হাজিরা কাবুলে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহারা বলে রুশিয়েরা চীনের নিকটে দুই বার পরাজিত হইয়াছে।

কান্দাহার ২৯ এ জুন। হিরাট হইতে যে বণিক দল আসিয়াছে, তাহারা বলে যে আয়ুবখাঁর সৈন্যের কিয়দংশ রোজাবাগে অবস্থিতি করিতেছে।

কাবুল ২৯ এ জুন। ফার্জা নামক স্থানে বহু সংখ্যক লোক একত্রিত হইয়াছে। অদ্য জেনরল নর্ম্মান জেনরল গফের শিবির হইতে ফার্জা নামক স্থানে যাত্রা করিয়াছেন। বাবাকচারের নিকট মীরবাচার ভ্রাতার অধীনে সহস্র কোহিস্থানির সহিত উঁহাদের যুদ্ধ হয়। কোহিস্থানিরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছে, কিন্তু দূর যাইলে পর একদল হিসারক রক্ষীসৈন্যদিগকে আক্রমন করে ইহাতে ছয় জন সিপাহীর মৃত্যু হইয়াছে। সেরপুরের নিকটবর্ত্তী দুর্গ সকলের দৃঢ় সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে।

কান্দাহার ৩০ এ জুন। জনরব যে আয়ুব খাঁ এগার রেজিমেণ্ট সৈন্য এবং ৩৬ টী কামান লইয়া হিরাট ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি সৈন্যদিগকে এই বলিয়া প্রোৎসাহিত করিতেছেন যে ইংরাজেরা কান্দাহারে অনেক কোটী টাকা খরচ করিয়াছে তাহাদিগকে কান্দাহার হইতে তাড়াইয়া দিতে পারিলে এই সমস্ত সম্পত্তি ও তাহাদিগের স্ত্রী সমূহ তোমাদিগের হস্তগত হইবে।

তুর্কিস্থানের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লুইনোব বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইতেছে।

জেনরল গফ সাহেব কিলামুরাদবেগ নামক স্থানের অভিমুখে যাইতেছেন। পৈনমৈলারকোতাল নামক স্থান দিয়া সেরপুরে যাইবার রাস্তা পরিস্কার থাকিবে।

## ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ সংবাদ।

রেঙ্গুন ২৭ এ জুন। নায়ঙওক যখন নদী পার হইতে ছিলেন, পুলিষে তাঁহাকে ধরিবার উপক্রম করে। নায়ঙওক হস্তিতে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন।

রেঙ্গুন গেজেটের থায়াটমোস্থ সংবাদ দাতা বলেন যে নায়ঙওকের সহিত শনিবার তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়া ছিল। রাজকুমার তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বলেন যে "আমার কৃতকার্য্য হইবার আশা আছে।" আর একটী গ্রাম দগ্ধ করা হইয়াছে। রাজকীয় সৈন্যের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বোধ হয় উহারা মান্দালায় হইতে পর্য্যন্ত আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।

রেঙ্গুন ২৮ এ জুন। নায়ঙওকের দ্বিতীয় বার চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তিনি এক্ষণে থায়াটমোতে বন্দীভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। রাজকীয় সৈন্যগণ রবিবারে বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছে। কোন পক্ষেই কোন প্রাণ হানি হয় নাই।

রেঙ্গুন ২৯ এ জুন। নায়ঙওক আট জন সঙ্গীর সহিত পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া রেঙ্গুনে আনীত হইতেছেন। সেখান হইতে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইবে।

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

চাটিগাঁএর সহকারী বন্দোবস্তকারী অফিসর এইচ, জে, এইচ, ফাদ্সন ২৫ শে জুলাই হইতে ছয়মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বাঢ়বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট কলেক্টর সি, এস বেলি সাহেবকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পন করা হইল। তিনি হোমডিপার্টমেণ্টে কর্ম্ম করিবেন।

বাবু শিবপ্রসন্ন সাহাকে মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁথি নামক স্থানে বদলী করা হইল।

সোনাপুর হইতে মগরা পর্য্যন্ত যে ষ্টেট রেলওয়ে হইবার কথা আছে তাহার জন্য ভূমি ক্রয়ার্থ ডবলিউ হেসাম সাহেব (জুনিয়র) কিছুদিনের জন্য ডেপুটী কলেক্টর নিযুক্ত হইলেন।

মেঃ হেসাম (জুনিয়র) পবলিকওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের রেলওয়ে ব্রাঞ্চের হস্তে সমর্পিত হইলেন।

পাবনার ডেপুটী কলেক্টর মৌলবী মহম্মদ আবদুল কাদের দুই মাস অধিক ছুটী পাইলেন।

ডাম্পিয়ার সাহেব এই মাসের ৯ ই ভারতবর্ষ ছাড়িয়াছেন বলিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন।

ঢাকা কলেজের অধ্যাপক এস, রবসন পাটনা কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন।

ডবলিউ, বি, লিবিড্ষ্টোন যেদিন হইতে বহরমপুর কলেজের প্রতিনিধি অধ্যক্ষ হইলেন। সেই দিন অবধি চতুর্থ শ্রেণীতে কার্য্য করিবেন।

শিক্ষাসংক্রান্ত বিভাগ।

জলপাইগুড়ির এসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন নবীনচন্দ্র ঘোষ তিনমাসের ছুটী পাইয়াছেন।

ভাগলপুরের সদরালা এবং ছোট আদালতের জজ বাবু বোলাচাঁদ একমাসের অধিক ছুটী পাইয়াছেন।

বীরভূমের প্রতিনিধি ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট সি ওয়ন সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণী মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

বাবু হরিনাথ রায় পূর্ণিয়াজেলার আরেরিয়া-নামক স্থানে মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়াছেন।

তত্রাকার মুন্সেফ মৌলবি লতাফৎহোসেন দুই মাসের ছুটী লইয়াছেন।

গয়ার অন্তঃগত আরাঙ্গাবাদের মুনসিফ বাবু গোলকচাঁদ একমাসের ছুটী পাইয়াছেন।

আলিপুরের প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দাস একমাসের ছুটী পাইয়াছেন।

## ইউরোপীয় সমাচার।

কায়রো ২৬ এ জুন। আবিসিনিয়ার সহিত মিশরের সন্ধি হইয়া গিয়াছে।

কনষ্টান্টিনোপল ২৬এ জুন। ইউরোপীয় রাজগণ জানিনা নামক স্থান গ্রীসকে প্রদান করিয়াছেন শুনিয়া তুরস্কের গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে ইউরোপীয় রাজগণের মধ্যস্থতা করিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু তাঁহারা রাজ্যসীমানির্দ্ধারণ করিবার কে? তুরস্কগবর্ণমেণ্ট আরও বলিয়াছেন যে আলবানিয়ানেরা শান্ত হইলে তুরস্ক বিদ্রোহীপ্রদেশ সকল অধিকার করিয়া লইবে এবং যুদ্ধার্থ মণ্টিনিগ্রোর যে ব্যয় হইয়াছে, তাহা প্রতিদান করিবে।

লণ্ডন ২৭ এ জুন। বুয়নএয়ারিসে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।

রবিবার কাজ কর্ম্ম বন্ধ রাখিবার প্রস্তাবে অনেকে সম্মত ছিলেন কিন্তু হোম ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারি তাহার বিরুদ্ধবাদী হইয়াছেন।

মৃত পত্নীর ভগিনীর সহিত বিবাহ হইবার আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

টিকবোরণ মকদ্দমার ভুল হইয়াছে বলিয়া যে লেখা বাহির হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, আপীল আদালত তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

বার্লিন ২৫ এ জুন। বার্লিনের সভা স্থির করিয়াছেন যে জানিনা মেট্জোক ও কাগারির কিয়দংশ গ্রীসের সীমাপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

লণ্ডন ২৮এ জুন। টাইমস প্রকাশ করিয়াছেন, যে গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব করিবেন যিনি পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য হইবেন, তিনি সত্য প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইলেই সভ্যের আসন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ২৭ এ জুন। আডমিরাল নামরফ্ প্রশান্ত মহাসাগরস্থ রুশিয় রণতরীর অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হইলেন।

জেনরল স্কবেলফের সৈন্যগণ যখন শত্রুর দেশ পরিদর্শন করিতেছিল, তুর্কি তুর্কোমানেরা তৎকালে তাহাদিগকে আক্রমণ করে। তাহার পর কি হইল জানা যায় নাই।

কনষ্টান্টিনোপল ২৭ এ জুন। বার্লিন কনফরেন্স সভা গ্রীক সীমায় যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তুর্কি সে বন্দোবস্তে সম্মত না হইয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছেন।

কনষ্টান্টিনোপল ২৮ এ জুন। অবরোধ হইলে যেরূপ হয় এপিরস ও থেসালি এই দুই স্থানের ঠিক সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

নিউইয়র্ক ২৮ এ জুন। ২৬এ বুয়ন এয়ারিস অবরোধ করা হইয়াছিল এবং নগরবাসীদিগকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নগর সমর্পণ করিতে বলা হইয়াছিল।

কনষ্টান্টিনোপল ২৮এ জুন। তুরস্কের পররাষ্ট্র বিভাগের প্রধান মন্ত্রী সুলতানকে এই উপদেশ দিয়াছেন যে আপনি কালিফ, আপনি ভারতবর্ষীয় ও তুর্কিস্থানীয় মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করুন, তাহা হইলে ইংলণ্ড ও রুশিয়া একটু নরম হইয়া আসিবে। শেক ইসলাম নামে কনষ্টান্টিনোপলের সংবাদপত্রও ঠিক এই মত উপদেশ দিতেছে।

কনষ্টান্টিনোপল ২৯ এ জুন। সিরিয়ার অন্তর্গত হৈকিতে খৃষ্টানে ও মুসলমানে বিলক্ষণ গোলযোগ বাঁধিয়া উঠিয়াছে। তিনটী কামান শুদ্ধ একখানি ইংলণ্ডীয় রণতরী সিরিয়ায় প্রেরিত হইয়াছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ২৭ এ জুন। চীনের সৈন্যেরা দুইবার রুশিয় সৈন্যদিগকে কাসগরের সীমায় পরাজিত করিয়াছে। চীনেরা কোকন্দের অন্তর্গত ওসা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ২৯ এ জুন। চীন সৈন্য কোকন্দের পূর্ব্বাংশ অধিকার করিয়াছে। অতঃপর নিহিলিষ্ট-দৌরাত্ম্য-কারীদিগকে দেওয়ানী আদালতে সমর্পণ করা হইবে।

নিউইয়র্ক ২৯ এ জুন। বুয়ন এয়ারিসে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে।

বার্লিন ২৯ এ জুন। বার্লিনের কনফরেন্স সভা গ্রীসের সীমা সম্বন্ধে যে পত্র প্রচার করিয়াছেন তদনুযায়ী কার্য্য করিবার নিমিত্ত তাঁহারা কৃতসংকল্প হইয়াছেন। পত্রের এক এক খানি নকল তুরস্ক ও গ্রীসে প্রেরিত হইয়াছে।

লণ্ডন ১ লা জুলাই। অদ্যকার টাইমস পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল যে সত্য প্রতিজ্ঞা করিলে সভ্যদিগকে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় উপবেশন করিতে দিবার বিষয়ে যে আইনের প্রস্তাব হইয়াছে, কন্সরবেটীব দলের তাহাতে সম্পূর্ণ মত আছে।

লণ্ডন ২ রা জুলাই। শপথ না করিয়া সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া পার্লিয়ামেণ্টসভার সভ্য হওয়া যাইতে পারিবে বলিয়া গ্লাডষ্টোন সাহেব যে প্রস্তাব করেন, গত রাত্রিতে কমন্স সভায় তাহা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। গ্লাডষ্টোন সাহেবের পক্ষে ৩০৩ জন এবং বিপক্ষে ২৪৯ জন ছিলেন।

ষ্টেট সেক্রেটারি বলিয়াছেন যে ব্রহ্মদেশীয় রাজার নিকটে যেরূপে পত্রাদি লেখা হইবে, তাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্থির করিতেছেন।

ক্লাকমাননের মেম্বর মে আদম সাহেব মান্দ্রাজের গবর্ণর হইলেন।

রুসিয়া চীনের নিকটে পরাজিত হইয়াছে এবং চীনেরা কোকন্দ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে সেণ্টপিটর্সবর্গের লোকে এ সংবাদ অস্বীকার করে।

নিউইয়র্ক ১ লা জুলাই। বুয়ন এয়ারিসের বিদ্রোহ থামিয়া গিয়াছে।

---

## সংবাদদাতার পত্র।

### জামালপুর।

মদের জ্বালায় আজ কাল সকলে যেমন জ্বালাতন হইয়াছেন, আমরাও তেমনি বিব্রত হইয়াছি। আমাদের প্রজাবৎসল খ্রীষ্টান গবর্ণমেণ্ট যে কেন এই পাপজনক আয়ের লোভে পতিত হইয়া দিন দিন নানা ব্যাধির বীজ রোপণ করিয়া প্রজাপুঞ্জের অশেষ অকল্যাণ আনয়ন করিতেছেন ও তন্নিবন্ধন লোকসমাজে নিন্দনীয় হইতেছেন, তাহা আমরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। প্রজার মঙ্গলের জন্য কি তাঁদের রাজ্যশাসন নয়? প্রজার হিতকামনা যে রাজার গৌণ ও প্রজাপীড়ন দ্বারা রাজস্ব আদায় যে রাজার মুখ্য উদ্দেশ্য, সে রাজ্যের কখন শুভ হয় না। ঈশ্বর স্বয়ং সে রাজ্যের প্রতিকূল ভাবে দণ্ডায়মান হন। নানাবিধ দুশ্চরিত্র-দমনের নানাবিধ নিয়ম প্রকটিত হইয়া নূতন "ক্রিমিনাল প্রশিডর কোড" ব্যবস্থাপিত হইল, কিন্তু যে মদ্যরূপ মহাশত্রু অধুনাতন দুশ্চরিত্রদিগের মহা উত্তেজক হইয়া সমাজে নানাপ্রকার পাপ ও বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিয়া বৃটিশরাজের অপযশ ঘোষণা করিতেছে, তাহার শাস্তি কোন দণ্ডবিধিতে আছে? আমাদের জামালপুরের চতুঃসীমা যদি জানিতে চান, তবে শুনুন। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ মদের নূতন ভাঁটি দ্বারা বেষ্টিত!! যেখানে একটী ভাঁটি থাকে, সেখান কার অধিবাসীরা ভয়ে ভীত হন, আমাদের চারিদিকেই মদের দোকান ও মদের ভাঁটি খোলা হইতেছে। আমরা ত এবার মারা যাই!! এই সব ভাঁটিতে লোকের অনুরাগ কত যদি অবগত হইতে চান, তাহা হইলে এক কথায় ওই বলিলেই যথেষ্ট হইবে

যেখানে যত কুম্ভকার আছে, অধিক অর্থ লোভে সকলেই প্রায় ভাঁটি ওয়ালাদের নিকট দাদন লইয়া তাহাদিগকে মদের ভাঁড় ইত্যাদি যোগাইতে এত ব্যস্ত যে গৃহস্থদের চালের খাপরা মিলা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। সামান্য খাপরা গুলা ২ বা ২॥০ টাকা হাজার মিলে না!! ধনী লোকেরাই যেন কোন উপায়ে তাহা সংগ্রহ করিলেন, দুঃখিদের উপায় কি? এদিকে মিউনিসিপাল আইনের তাড়ায় সহরে কেহ খড়ের ঘর রাখিতে পারে না, ওদিকে খাপরাও পায় না, মহা গোলযোগ উপস্থিত। এখন উপায় কি? মাদক দ্রব্য হইতে গবর্ণমেণ্টের আয় কম হয় না। ১৮৭৮—১৮৭৯ অব্দে এই পাপ হইতে রাজকোষে ৭০২৪০০০ টাকা আসিয়াছিল, তন্মধ্যে "ইম্পিরিয়েল" কোষে ৬৫০০০০০ গিয়াছে। অবশিষ্ট ৫২৪০০০ মাত্র বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট পাইয়াছেন!! প্রজার দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়া যদি বা বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট এত টাকা উপার্জ্জন করিলেন কিন্তু অধিকতর আক্ষেপের বিষয় এই যে তাহাও এ দেশের কোন শুভ কার্য্যে ব্যয় করিতে পারিলেন না। উল্লিখিত ৬৫০০০০ টাকা বোধ হয় আফগান যুদ্ধে আহুতি দেওয়া হইয়াছে! ১৮৭৯—১৮৮০ অব্দের আয় বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি পাইয়াছে! কেন না কেবল মাদক দ্রব্য হইতে ৭৩০০,০০০ টাকা আয় হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও গবর্ণমেণ্ট আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন; কারণ এ আয় আরো অধিক হইতে পারিত। আহার্য্য দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য মহার্ঘ্য ও দুর্ভিক্ষ মূল্যে জিনিস পত্র বিক্রয় হইলেও বাঙ্গালা মুলুকের প্রজারা ৭৩ লক্ষ টাকা অপব্যয় করিয়াছে। ইহাতেও গবর্ণমেণ্টের মন উঠে নাই, এটী অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়। না জানি এ বৎসর ধান্যের বাজার নরম থাকাতে কি হইবে!! গত ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত যে হিসাব হইয়াছে, তাহাতে বেঙ্গল গেজেটে ৬৪৬২০০০ টাকা লভ্য দেখান হইয়াছে!! ১৮৭৯ অব্দের ঐ মাসে ৬৪১৯০০০ টাকা মাত্র আয় হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রাণ লর্ড রিপন বাহাদুর একবার এ দিকে কটাক্ষপাত করুন। দেশ উৎসন্নপ্রায় হইতেছে। যাহাতে মদের ভাঁটির অকাতরে লাইসেন্স দেওয়া উঠিয়া যায়, তাহার আজ্ঞা দেওয়া হউক। এ নরকের কর তুলিয়া দিয়া যদি আর কোন ভাল কর দিতে হয়, আমরা রাজি আছি, কিন্তু মদের দৌরাত্ম্যে অসংখ্য লোকে নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। এদেশে মৌয়া মদের ভাঁটি হওয়াতে মদের বাজার খুব সুলভ হইয়াছে। শুনিতে পাই, চারি আনায় এক বোতল মদ পাওয়া যায়। দুগ্ধ অপেক্ষা শস্তা মদ, লোকে পান করিবে না কেন? হয় মদের উপর অধিক কর ধার্য্য হউক, কেন না তাহা হইলে যাদের টাকা আছে তারাই যেন লক্ষ্মীছাড়া হইবে, কিন্তু মুটে মজুর কারিকর মিস্ত্রি, যাদের উদরে অন্ন নাই, চালে খড় নাই, গাত্রে বস্ত্র নাই, তারা ত বাঁচিয়া যাইবে! ইহাদের সংখ্যাই অধিক, এই হতভাগাদের উপর কি দয়া করা ধর্ম্মানুমোদিত নয়? ইহা কি বৃটিশ রাজনীতি বহির্ভূত কার্য্য? কখনই না।

উপরে যেমন মদের ভয়ানক অত্যাচারের বিষয় বিবৃত হইল, অহিফেন সম্বন্ধে আর কি লিখিব, এই সুন্দর বেহার দেশ, যেখানকার প্রজারা দিন আনে দিন খায়, তারা যদি গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রলুব্ধ না হইয়া, নিজ নিজ খাদ্য সামগ্রীর চাষ করিতে পাইত, তাহা হইলে তাহাদের অশেষ কল্যাণ হইত এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে এ দেশেরও সাধারণ উন্নতি হইত সন্দেহ নাই। যদি বলেন তাহারা ত তাহাদের পারিশ্রমিক প্রচুর অর্থ পাইয়া তবে অহিফেনের চাষে প্রবৃত্ত হয়। এ কথা সত্য, কিন্তু তারা একবার উহার জন্য দাদন লইলে সহজে ছাড়িতে পারে না। এর মধ্যে অনেক কথা আছে, বিশেষ অনুসন্ধানের পর খুলে লিখিব, এই ব্যবসায়ে গবর্ণমেণ্ট নিজে লিপ্ত। মদের ব্যবসায় উপর কেবল রাজা কর লন মাত্র। কিন্তু এটি এদের অতি যত্নের ও আদরের কারবার। ১৮৮০—১৮৮১ অব্দের যে বজেট হইয়াছে, তাহাতে ৫৬৪০০ সিন্দুক অহিফেন বিক্রয় হইতে পারে এমন আশা করা হইয়াছে। প্রতি সিন্দুকের মূল্য ১০৫০ টাকা হইবে। তাহা হইলে ঐ বিষ বিক্রয় করিয়া, দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া, ভারতের কলঙ্ক বৃদ্ধি করিয়া, আমাদের খৃষ্টান গবর্ণমেণ্ট এই সনে ন্যূনাধিক ৫৯২২০০০০ টাকা সংগ্রহ করিবেন!! সৌভাগ্যের বিষয়, ইংলণ্ডে এ দুষ্কার্য্যের উপর উদারস্বভাব মহোদয় সভ্যদিগের দৃষ্টি পড়িয়াছে, এ ব্যবসা যাহাতে শীঘ্র উঠিয়া যায়, তজ্জন্য সেখানে এক সভা হইয়াছে। বর্ত্তমান পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অনেকে তাহাতে সভ্য আছেন। তাঁহাদের তাড়নায় সেদিন আমাদের ষ্টেটসেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন, উক্ত মহাসভায় বলিয়াছেন, যে আপাততঃ ভারতীয় রাজকোষের যেরূপ মন্দ অবস্থা, তাহাতে এখনই এত টাকা আয় গবর্ণমেণ্ট একেবারে ছাড়িতে পারেন না। ভাল, ভবিষ্যতে যে পারিবেন, তাহার আশা পাইলেও আমরা ঊর্দ্ধ হস্তে লিবরল গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব।

৩। গত কল্য এখানকার নওয়াগাঁয়ের বাঙ্গালীটোলার মধ্যে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। কোন ভদ্র লোকের একটী শিশু সন্তান অকস্মাৎ তাঁহার প্রাঙ্গণস্থ কূপ মধ্যে পড়িয়া যায়। সে সময় আফিসের বাবুরা বাহির হইয়া গিয়াছেন, বাটীর মধ্যে কেবল কুলবালারা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন। উক্ত সন্তানটীর জননী তৎক্ষণাৎ ঐ অঞ্চলের ধন ছেলেটীকে নিঃশব্দে জন্মের মত বিদায় লইতে দেখিয়া আর কিছু করিতে না পারিয়া আর কাহাকে ডাকিবার অবসর না লইয়া ছেলে যে তাঁর "প্রাণাধিক" তাহার নিদর্শন রাখিবার জন্য, ঐ সঙ্গে সঙ্গে কূপ মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন!! এই কূপটী কমবেশ ৩০ ফিট গভীর হইবে!! পড়িবার সময় কোথায় তিনি পড়িলেন, তাহা তিনি জানেন না। তিনি যেই ঐ ঊর্দ্ধ স্থান হইতে কূপ তলে পড়িলেন, অমনি কাঁদিতে কাঁদিতে হারান ধনকে কোলে জাপ্টে ধরিয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক তুলিয়া লইলেন, তথায় জল প্রায় কণ্ঠগত। সৌভাগ্যক্রমে এবার বর্ষা এদেশে এখনও তাদৃশ হয় নাই, তাহা হইলে গৃহস্থ যে কি বিপদে পড়িতেন তাহা কে বলিতে পারে? তদবস্থায় দাঁড়াইয়া ছেলে কোলে তিনি যে ঈশ্বরকে কত ধন্যবাদ দিয়াছেন, তাহা তাঁর কোমল হৃদয় ও সেই সর্ব্বদর্শী দয়াময় পিতাই জানেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই রমণীরত্নকে ধন্যবাদ দি। তিনি যেরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরা কাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাহা সচরাচর শুনা যায় না। তিনি যে শিশুর পতনের অব্যবহিত পরেই কূপ মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার পুরস্কার স্বরূপ ঈশ্বর স্বয়ং তাঁর বাঞ্ছিত ক্রোড়ে শিশু সন্তানকে তুলিয়া দিলেন। এ ঘটনাটী ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দয়ার ব্যাপার। মনে করুন, যদি ঐ পুত্রশোকাভিভূতা জননী উপর হইতে পড়িবার সময় জলনিমগ্ন সন্তানের ঘাড়ের উপর পড়িতেন, তাহা হইলে সে সুকুমার শিশু কি ঐ কূপমধ্যস্থ পঙ্কে প্রোথিত হইয়া প্রাণ হারাইত না? এতদূর হইতে একটী স্ত্রীলোক পড়িয়া গিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিছুই হারাইলেন না, ছেলেটী যেমন সুস্থ অবস্থায় ছিল, তেমনি কুড়াইয়া পাইলেন, তেমনি তিনি নিজেও সুস্থ অঙ্গে সকলকে বিস্ময়স্তব্ধ করিয়া অবিশ্বাসীর মনে ঈশ্বর বিশ্বাস উদ্দীপন করিয়া হাঁসিতে হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করিবার জন্য নিজেও ধন্যা হইলেন।

৪। গত ৮ ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে মুঙ্গেরের সংবাদদাতা একটী বিষম অন্যায় সমাচার দিয়া আমাদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে "তিন বৎসর অন্তর দেশীয় কমিশনর পরিবর্ত্তনের নিয়ম শুনিয়া ২। ৪ জন অল্প বেতনের কেরাণী বাবু আমিষলোলুপ মার্জ্জারবৎ ঐ পদ লাভলালসায় (এখানে) বিধিমত নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে ২। ১ জন

সহি সুপারিশ পত্র সংগ্রহ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতেও ক্রটি করেন নাই” ইত্যাদি। আমরা জানিতে চাই যে, সংবাদদাতা এ সমাচারটী কি স্বয়ং জানিয়া লিখিয়াছিলেন ? না লোক মুখে শুনিয়া অন্য কোন সংবাদ না পাইয়া বাঙ্গালীর গল্পপ্রিয়তার পরিচয় দিবার জন্য “ ঈশপ্স ফেবেল ” পড়িতে পড়িতে একটী অভিনব উপন্যাস নিজে রচনা করিয়া সোমপ্রকাশের এক স্তম্ভ এককালীন পূর্ণ করিয়া বসিলেন ? আমরা এ বিষয় বিশেষ তদন্ত করিয়া জানিলাম যে ঐরূপ কোন কেরাণী অদ্যাপি “ সহিসুপারিশ ” লইয়া ঐ দুর্লভ পদ লাভের লালসায় দণ্ডায়মান হন নাই। যদি তিনি আমাদের এ প্রতিবাদ অন্যায় সপ্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট আমরা প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিব, নতুবা তিনি সাধারণের নিকট মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়া অত্রস্থ বাঙ্গালী মণ্ডলীর অপমান ও অপযশ ঘোষণাপরাধে অপরাধী রহিলেন। সংবাদদাতাদের দোষেই সংবাদপত্র কলঙ্কিত হয়, এ জন্য তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত যে তাঁহাদের দ্বারা আর যেন দেশীয় সংবাদপত্র সমূহ বৃথা অভিযোগভাজন না হয়।

৫। ইতিমধ্যে যে যে দরে এখানকার ও মুঙ্গেরের বাজারে যে যে প্রধান শস্য বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রকটিত হইল।

| পাকিওজনে | টাকার | গম | ৷৷২ | সের |
|---|---|---|---|---|
| ঐ | ঐ | জব | ৸২ | ঐ |
| ঐ | ঐ | ভাল চাউল | ৷৪ | ঐ |
| ঐ | ঐ | মোটা চাউল | ৷৮ | ঐ |

এবার বোধ হয় ঈশ্বর বেহার দেশের প্রতি বিশেষ কৃপাবর্ষণ করিয়াছেন, অনেক বারের দুঃখ ও অনটনের পর এবার একটু সচ্ছলতা দেখা যাইতেছে। ইহারই মধ্যে এদেশীয় লোকদিগের প্রধান উপজীব্য ভুট্টা শস্য বপন হইয়া গিয়াছে। যদি ধান্যাদির মত এ শস্যের কোনরূপ নৈসর্গিক উৎপাত না হয়, তাহা হইলে এবার বেহারী প্রজাদিগের মৃত দেহে জীবন সঞ্চার হইবে। এখানকার দুঃখী লোকদের অবস্থা কি লিখিব “ দেহাদের ” ( পল্লীগ্রাম বিশেষ ) মধ্যে প্রবেশ করিলে হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হয়। ইহার উপর জমিদারী উৎপীড়ন আছে। এতদ্দেশের অধিকাংশ জমিদারই স্বয়ং কোদাল পাড়ে, ঘর মেরামত করে! কেহ কেহ গরুর গাড়ি পর্য্যন্ত চালায় !! ইহাতে এরা অপমান বোধ করে না, কিন্তু আবশ্যক হইলে এরাই ১০। ১৫ হাজার টাকা নগদ দিতে পারে। ইহাদের চালচলন অত্যন্ত মোটামোটী। খরচের মধ্যে বিবাহটী একটু জাঁকাল ধরণের হয়। সে জাঁকজমক, ঢক্কাবাদ্যেই অনেক সময় পর্য্যবসিত হয়। যদি কোন শস্যক্ষেত্রে যাওয়া যায়, তথায় হয় ত জমিদার ও প্রজা উভয়েই কাজ করিতেছে দেখা যায় ; কিন্তু কে প্রজা আর কে রাজা কিছুই বোঝা যায় না। আমরা একদিন একজন ভাল জমিদারকে কোদাল হাতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। আমাদের দেশের বাবু জমিদারের সঙ্গে তুলনা করিলে কত প্রভেদ হয়। তবে এরাও ক্রমশঃ বাবুদের সংসর্গ দোষে ও দুই একজন এঁদের মধ্যে মিউনিসিপাল কমিশনর হওয়াতে অথবা “ জুরী ” পদ পাওয়াতে জামা গায় দিতে শিখিয়াছেন। কেহ কেহ বাবুয়ানার আস্বাদন পাইয়া অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছেন। পল্লীগ্রামের বাঙ্গালী জমিদারদের নিকটে যাইতে ভয় হয়। কিন্তু ইহাদের কাছে বসিলে এরা আমাদিগকে ভয় করে !! আমাদের দেশীয় জমিদারদের বাহ্যচিহ্ন লাঠিসোঁটা ও মকদ্দমা, এদের প্রধান গৌরবের জিনিস, লাঙ্গল, বলদ ও কুঠি, অর্থাৎ শস্যাদি রাখিবার গোলা বিশেষ। আমাদের দেশে প্রজায় ও জমিদারে বড় সাক্ষাৎ হয় না, এদেশে প্রজায় ও জমিদারে বড় ছাড়াছাড়ি হয় না। অনেক বড় বড় বেহারী জমিদারকে গোপনে প্রজার সঙ্গে সমভাবে কথাবার্ত্তা করিতে দেখা যায়, কিন্তু এ সুখের ভাব বোধ হয় আর থাকে না। কেন না রেলওয়ের সংসর্গে লোক যত সভ্য হইয়া উঠিতেছে, এরাও ক্রমশঃ স্বর্গীয় সরলতা হারাইতেছে ! এদের কোন কোন ঘরে ইংরাজী পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বনেশে ইংরাজী মদ্য প্রবেশ করিয়াছে !! এদের অনেকের এরূপ সংস্কার দাঁড়াইয়াছে যে ইংরাজী বহি পড়িলেই চুরাট না খেলে ও মদ্য পান না করিলে সাজে না। অতএব যাহাতে এই ভ্রমজনক সংস্কার দূরীকৃত হয়, তদুপায় অবলম্বন করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। সে উপায়টী প্রকাশ্যরূপে মদ্যব্যবসার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা।

৬। ইতিপূর্ব্বে জামালপুর মিউনিসিপালিটীর বাঙ্গালী কমিশনর পরিবর্ত্তনের যে আদেশ আসিয়াছিল, তাহাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিলক্ষণ ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। কেন না এখানকার মিউনিসিপালিটী “ ষ্টেষণ কমিটীর ” অন্তর্গত। ইহা ১৮৫০ অব্দের ২৬ আইনের বিধানানুসারে সংগঠিত হয়। কিন্তু ১৮৭৬ সালে ৫ আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিন বৎসর অন্তর দেশীয় কমিশনর পরিবর্ত্তনের যে নিয়ম আছে, তাহা ষ্টেষণকমিটী মিউনিসিপালিটীতে খাটে না। এ সব মিউনিসিপালিটীতে উক্ত নূতন মিউনিসিপাল পাঁচ আইনের প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় খাটে এই মাত্র। এ জন্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার প্রেরিত হুকুম রহিত করিয়াছেন শুনিয়া আমরা কৃতজ্ঞ হইলাম।

# প্রেরিত পত্র

## কি জঘন্য রুচি !!

গত ৮ ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে বাবু ভগবতীচরণ দে “ ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিবার আমাদের কোন অধিকার আছে কি না ? শীর্ষক যে একটী সংপ্রস্তাব লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া ভাবিয়াছিলাম, বাঙ্গালার কেহই তাঁহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবেন না ; কিন্তু আমাদের সে ভাবনা বৃথা হইল। বাঙ্গালায় নাই নাই তথাপি আজিও অনেক রত্ন আছেন। তাঁহারা ভগবতী বাবুর অযৌক্তিক প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া কেন বিরত হইয়া থাকিবেন ? যাহাঁরা ভগবতী বাবুর এই প্রস্তাবটীকে অসার বলিয়া থাকেন, তন্মধ্যে রাজবিহারী বাবু একজন। রাজবিহারী বাবু তাঁহার প্রতিবাদের প্রারম্ভে বলিয়াছেন “ একটী অযৌক্তিক প্রস্তাব পাঠ করিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলাম ” এ মিথ্যা কথা নহে, সত্য কথাই বলিয়াছেন ! এ কথার মূল্য কোটী কোটী টাকা ! ঈশ্বরও কি আবার আছেন !! ( উঃ এ কথা শুনিলেও পাপ হয়। ) “ যদি ঈশ্বর থাকিতেন, এবং তাহাতে বিশ্বাস যদি স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে ভগবতী বাবুকে এত কষ্ট করিয়া ঈশ্বর আছেন বুঝাইতে হইত না।” আমরাও বলিতেছি, ঈশ্বর যদি থাকিতেন তবে রাজবিহারী বাবুর এই পত্রখানি লিখিবার পুর্ব্বে ঈশ্বর তাঁহাকে অবশ্য তাঁহার সত্তার পরিচয় দিতে পারিতেন ! কিন্তু তিনি কি আছেন !!!

তিনি আছেন কি না আছেন, এ কথাটী বুঝাইয়া দিতে আমরা আজ বিরত হইলাম, আজ আমরা কেবল তাঁহার বিদ্যার দৌড় ও সুরুচির পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হইব। তিনি বাহিরে অনুকরণকে নিন্দা করিয়া থাকেন, কিন্তু গোপনে এত অনুকরণ করিয়া থাকেন, যে তাহা বঙ্গদর্শনকারই বুঝিতে পারিবেন। বলিতে লজ্জা হয়, সাংখ্যদর্শনকারের আধুনিক বঙ্গবাসী প্রিয় শিষ্য রাজবিহারী বাবু, তাঁহার লিখিত “ ঈশ্বর ” শীর্ষক প্রস্তাবটী ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসের বঙ্গদর্শনের ‘ নিরীশ্বরতা ’ প্রস্তাবের ৯ পৃষ্ঠার ১ ম স্তম্ভের ১১ পংক্তি হইতে ১০ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ২৫ পংক্তি অবিকল নকল করিয়াছেন ; একটী কথাও পরিত্যাগ করেন নাই ! এরূপ গুপ্তভাবে পর পুস্তক হইতে অবিকল নকল জঘন্য প্রবৃত্তির পরিচায়ক, রাজবিহারী বাবু

কি ইহা বুঝিতে পারেন নাই? আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি, এরূপ করিয়া আর লোক হাঁসাইবার বা বাহাদুরী লইবার আবশ্যকতা নাই। পাঠক! আপনারা বঙ্গদর্শনের সেই পৃষ্ঠা পাঠ করিলে আমাদের কথার সত্যতা ও রাজবিহারী বাবুর বিদ্যার দৌড় দেখিতে পাইবেন। তিনি কষ্ট করিয়া কেন এতখানি নকল করিয়াছেন, দয়া করিয়া শুদ্ধ উপরে "প্রতিবাদ" ও নিম্নে স্বীয় নাম স্বাক্ষরিত করিয়া আমাদের উপর ভার দিলেই আমরা বঙ্গদর্শন পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতিবাদের মর্ম্ম বুঝিতে পারিতাম; অথবা সেই পাতখানি ছিঁড়িয়া সোমপ্রকাশে বসাইয়া দিলেই ভাল হইত! আমরাও আহ্লাদিত হইতাম, রাজ বাবুকেও অত কষ্ট স্বীকার করিতে হইত না!! উপসংহারে বক্তব্য, যাঁহার এরূপ প্রবৃত্তি তিনি কি বিদ্বান, না তাঁহাতে কিছু সার আছে?

শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়
ভাগলপুর।

---

## গবর্ণমেণ্টের নিকটে একটী প্রার্থনা।

### ত্রিপুরার অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যের অসুবিধা।

স্থানীয় আর্য্যবিভাকর ও ত্রিপুরা বার্ত্তাবহ পত্রিকাতে ত্রিপুরার খাল সম্বন্ধে অনেক আন্দোলন করা হইয়াছে। তবু এ বিষয়টী এরূপ প্রয়োজনীয় ও উপকারী যে, তাহার পুনঃ পুনঃ আন্দোলন না করিলে, কোন ফললাভের প্রত্যাশা করা যায় না। বিশেষতঃ ঐ পত্রিকাতে অনেক অসঙ্গত কথা বিবৃত হইয়াছে বলিয়া এবিষয়ে আমাদিগকে পুনরায় লেখনী চালন করিতে হইল এবং প্রধান পত্রিকাতে আন্দোলন করিলে গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিবেন, ইহাও অন্যতম উদ্দেশ্য।

কুমিল্লা হইতে এলীয়টগঞ্জ পর্য্যন্ত একটী খাল খনন করা যে নিতান্ত আবশ্যক, ইহা এখানে যিনিই মাজিষ্ট্রেট ও ইঞ্জিনিয়ার হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন এবং যাহাতে খালটি হয়, তাহার জন্য বিস্তর চেষ্টাও করিয়াছিলেন। খাল সম্বন্ধে দুইবার গবর্ণমেণ্টে আবেদন করা হয়। কিন্তু ত্রিপুরাবাসীদিগের কেমন দুর্ভাগ্য গবর্ণমেণ্ট উহা অনাবশ্যক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা বুঝিয়াছিলাম, এ সম্বন্ধে আর কেহই কোন আন্দোলন করিবেন না; কিন্তু দেখিয়া নিতান্ত সুখী হইলাম, আমাদের মাননীয় মাজিষ্ট্রেট ও ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বিস্তর পরিশ্রম করিয়া ভিন্ন ভিন্ন তিনটী নক্সা প্রস্তুত করিয়া পুনরায় গবর্ণমেণ্টে প্রার্থনা করিয়াছেন। আবেদন পত্রে খালের আবশ্যকতা স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। বণিকে কি ত্রিপুরা শুদ্ধ বাণিজ্যের অসুবিধা নিবন্ধন পূর্ব্ব বাঙ্গালার মধ্যে অধম হইয়া রহিয়াছে। কুমিল্লা হইতে এলীয়টগঞ্জ ২১ মাইল। কিন্তু জলপথে আসিতে হইলে ৪ দিবস লাগে। তাহাও নিতান্ত আয়াসসাধ্য। বর্ষাকালে আবার গোমতী নদীর স্রোত এমন প্রবল হয় যে, বড় বড় নৌকার স্রোত প্রতিকূলে আসিতে হইলে ৭।৮ দিবস অতিবাহিত হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত খাল খনন হইলে দেড় দিবসেই কুমিল্লায় আসা যাওয়া হইতে পারে। কুমিল্লার বহির্ব্বাণিজ্যের অভাবে কাপড়, কাগজ কলম প্রভৃতি এত মহার্ঘ্য যে, নিতান্ত না ঠেকিলে, লোকে জিনিসপত্রাদি খরিদ করিতে চাহে না। কার্ত্তিক হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত গোমতীর জল এত কমিয়া যায় যে, ৩০।৪০ মণী নৌকা পর্য্যন্ত চলিতে পারে না। এখানকার চাউল ও রাই উত্তম, উহার অনেক আমদানিও হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত সময়ে গোমতী শুষ্ক হইয়া যায় বলিয়া চাউল বিদেশে রপ্তানি হইতে পারে না। এবার আমরা দেখিয়াছি, বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে যে চাউল ২।০ তখন এখানে তদপেক্ষা উত্তম চাউল ১॥০ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। এখানে মূলীবাঁশ ও ভাল ভাল কাষ্ঠ বিস্তর পাওয়া যায়; শুদ্ধ ঐ অসুবিধা নিবন্ধন বিদেশে উহার রপ্তানী হয় না।

বর্ষাকালে কুমিল্লা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়। বৃষ্টির আধিক্য হেতু গোমতীর জল অত্যন্ত বাড়িয়া থাকে। ঐ সময়ে কুমিল্লাসহরবাসীদিগকে সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিতে হয়। কখন গোমতীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া সহর প্লাবিত হয়, তাহার নিশ্চয় নাই। সন ১২৮৪ সালে যখন গোমতীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, তখন এস্থানের শস্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছিল। লোকের কষ্টের অবধি ছিল না। বাড়ী ঘর জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল। তখন লোকের অবস্থা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইত। কত গরু ও ছাগল মরিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐ বৎসর এজন্য অনেক টাকাও ব্যয় হইয়াছিল। বৎসর বৎসর এজন্য অনেক টাকার শ্রাদ্ধ হয়। এই বর্ষাকালে সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায় "অমুক স্থানে বাঁধ ভাঙ্গিতেছে" "অমুক স্থানে জল ঢুকাইতেছে" ইত্যাদি। গোমতীর বাঁধের জন্য যে ব্যয় হয়, তাহা ত্রিপুরার মহারাজকে বহন করিতে হয়। সেই ব্যয় যদি গবর্ণমেণ্ট বহন করিতেন, তবে বোধ হয় এতদিনে খাল খনন হইয়া যাইত। ত্রিপুরার মহারাজ যেরূপ ঋণ জালে জড়িত হইয়াছেন, যদি বৎসর বৎসর এরূপ খরচ যোগাইতে হয়, তাহা হইলে মহারাজের ভয়ানক কষ্ট হইবে। তাহার উপর আবার উপস্থিত মকদ্দমা।

গোমতীর বক্রতা এরূপ ভয়ানক যে, এরূপ প্রবাদ আছে এক বাঁকে পাক করিতে আরম্ভ করিয়া অন্য বাঁক দিয়া নৌকা আনিতে আনিতে পাক কার্য্য সমাধা হইয়া যায়; অথচ ঠিক সেই স্থানেই নৌকা আসিয়া উপস্থিত হয়। যাঁহারা দুর্গোৎসবের সময় ১২ দিন মাত্র ছুটী পান, তাঁহাদের ভাগ্যে বড় বাড়ী যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। ৭।৮ দিন পথেই অতিবাহিত হয়। ৪।৫ দিবসের জন্য ১৫।২০ টাকা নৌকা ভাড়া দিয়া কেহই প্রায় বাড়ীতে যান না। কুমিল্লার জল বায়ু অতিশয় সুখপ্রদ ও স্বাস্থ্যকর। স্থানটীও দেখিতে সুন্দর চতুর্দ্দিগে পর্ব্বতে বেষ্টিত। যদি এই খালটী কাটান হয়, তবে আরো সুদৃশ্য হইবে। ঈশ্বর কি কুমিল্লাবাসিদের সহাস্য বদন দেখিবেন?

ভাবী খাল যে প্রণালীতে খনন করা হইবে, প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা যদি সুসম্পন্ন হয়, আমাদের প্রদর্শিত কোন অভাবই থাকিবে না। আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই, গবর্ণমেণ্ট উহা মঞ্জুর করিয়া ত্রিপুরাবাসিদের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিন। ভরসা করি, আমাদের এ রোদন অরণ্যে রোদন হইবে না। অবশেষে অনুবাদক মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা, তিনি এ বিষয়টী আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন।

ত্রিপুরা — বশম্বদ
শ্রীঃ—

---

## মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

| | | |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু | চুনিলাল ঘোষ—উলুবেড়িয়া | ৭ |
| " " | উমাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়—সাতক্ষীরা | ১০ |
| " " | নরেন্দ্রনারায়ণ দেব—কলিকাতা | ১০ |
| " " | প্যারীমোহন বড়ুয়া—কলিকাতা | ১০ |
| " " | বাণীকান্ত মজুমদার—ভবানীপুর | ১০ |
| " " | হরিমোহন রায়—কলিকাতা | ১০ |
| " " | প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহাজাদপুর | ১০ |
| " " | হরকুমার সরকার—করচমাড়িয়া | ১০ |
| " " | নারায়ণচন্দ্র সেন ঐ | ৭ |
| " " | মনোহর রায়—ব[illegible] | ১০ |
| " " | কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী—ত্রিপুরা | ৭ |
| " " | কৈলাসচন্দ্র রায়—দিনাজপুর | ৭ |
| " " | মহীচরণ ভট্টাচার্য্য—[illegible] | ৭ |
| " " | সারদাপ্রসাদ পাল—[illegible]পুর | ৭ |
| " " | ভুবনমোহন ঘোষ—সোনামগঞ্জ | ৭ |
| " " | কিশোরীমোহন চৌধুরী—মাদারিপুর | ৭ |
| " " | কৃষ্ণমোহন রায়—শ্রীহট্ট | ৭ |
| " " | উদয়নাথ মদক—যশোহর | ৭ |
| " " | রামচরণ ঘোষ—কলিকাতা | ৫॥০ |
| " " | কৃষ্ণকুমার সান্যাল—কলিকাতা | ৫ |
| | তিরোল হিতৈষিণী সভা—রাণীগঞ্জ | ৭ |

# বিজ্ঞাপন।

## নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্বল গ্রহণী সুতিকাগ্রহণী এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ।১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা।

### নবাবিষ্কৃত মহৌষধ।

### চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহুপ্রশংসিত মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

| | |
|---|---|
| এক শিশির মূল্য | ২ দুই টাকা |
| প্যাকিং | ৵০ দুই আনা |

### সুবাহু ঘৃত।

**সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।**

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূল নষ্ট হইয়া থাকে।

| | |
|---|---|
| ১ পোয়ার মূল্য ... ... ... | ৪ টাকা। |
| প্যাকিং ... | ৶ আনা। |

### রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্নে প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা ইন্দ্রিয়াদির শিথীলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃসতা, কালরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাণ বহুমুত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতি শক্তি বৃদ্ধি করে কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরিক্ষা করিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী।
" " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ মতে ঔষধালয়।
১৪০ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া

—•—

### বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সস্তা মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

---

দ্বিতীয়ভাগ কল্পদ্রুমের অষ্টম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৷০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
৩। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৪। উপন্যাস।
৫। ফুল তোমার জন্য ফুটে না।
৬। মনুসংহিতা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মায় আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃক্ক ওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

---

শীঘ্র ! নির্ভয় !! নিশ্চয় !!!

## বি, এন, দাসের গণোরিয়া মিকশ্চর

ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন, পুরাতন মেহ শ্বেতপ্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। এই ঔষধ দ্বারা বহুসংখ্যক লোক আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য মায় প্যাকিং বড় শিশি ৩৷৶, মধ্যম ২, ছোট ১৷০।

৪৫ নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা।

### শক্তিসঞ্চারক আরক মূল্য ১৷৷০ টাকা।

এই মহৌষধ দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং সকল প্রকার গ্লানি নষ্ট করে, বলাধান হইয়া দেহ পুষ্ট ও কান্তি বিশিষ্ট করে, এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম জন্য দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, বাত, পারা দোষ, শোষ, উপদংশ, (গরমী) এমন কি শ্বাস কাশ ইহাদেরও বিশেষ উপকারী মহৌষধ।

মহাশয় আমি বহু দিবস হইল ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণতা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে এক প্রকার কার্য্যে অক্ষম হইয়াছিলাম, নানাপ্রকার ঔষধ সেবন বিফল হওয়াতে আমার প্রিয় বন্ধু যোগেন্দ্র বাবুর নিকটে আপনার "শক্তি সঞ্চারকের" গুণ শুনিয়া এক শিশি সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্টি হইয়া বেশ বলবান ও কার্য্যদক্ষ হইয়াছি। মহাশয় আর দুই শিশি শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীবিপ্রদাস মণ্ডল
ময়মনসিংহ।

১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি বহুবাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দের নিকট পাওয়া যায়।

## কুষ্ঠরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বহু পরীক্ষার দ্বারা তাহা উপলব্ধি হওয়ায় অত্রস্থ অনেকগুলি ভদ্র লোকের অনুরোধে সাধারণের উপকারার্থে সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপন মুদ্রাঙ্কণ করিতে বাধ্য হইলাম। মূল্য প্রতি বোতল ২ দুই টাকা।/-

এই ঔষধ ৪১ দিন সেবনীয়। ঔষধের মূল্যের নিয়মাবলী প্রেরণ করা যাইবে।

সাঁকারি গ্রাম<br>সসঙ্গা পোষ্ট আফিস<br>জেলা বর্দ্ধমান } শ্রীযাদবচন্দ্র মজুমদার।

---

## ঔষধ।

### SIGHT PRESERVER.

১। দৃষ্টি রক্ষক নামক সর্ব্বপ্রকার চক্ষু রোগের এক মাত্র মহৌষধ। মূল্য ১, ডাক মাশুলাদি ।/০।

২। প্রমেহ রোগ নূতন পুরাতন যে প্রকারেরই হউক না কেন, জ্বালা যন্ত্রণা মূত্রাধিক্য পুয়স্রাব প্রভৃতি উপসর্গ নিবারিত হইয়া নিশ্চয়ই নিঃশেষে আরোগ্য হয়। মূল্য ৪ টাকা ডাক মাশুলাদি ১ এক টাকা মাত্র।

### PROPHYLACTIC FOR HYDROPHOBIA.

৩। ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুর প্রভৃতিতে মনুষ্যকে দংশন করিলে সেই দংশন জনিত বিষ নিবারক মহৌষধ, রোগী ক্ষিপ্ত হইলে এমন কি জল কিম্বা আলো দেখিয়া ভীত হইলেও (হাইড্রোফোবিয়া কিম্বা ফটোফোবিয়া) ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। দংশনের পর যে কোন সময়ে ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিলে পরিণামে কোন ভয় থাকে না, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১০ টাকা। ডাক মাশুল ১।।০।

৪। সর্ব্ব প্রকার ক্ষত রোগের মহৌষধ, ইহা দ্বারা পুরাতন গলিত, পারদ এবং উপদংশ জনিত সর্ব্ব প্রকার ক্ষত আরোগ্য হয়; বিশেষতঃ অল্প মাত্রায় মালিস করিলে সর্ব্ব প্রকার চর্ম্ম রোগ নাশ হইয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা মাশুল ৮০।

আনুপূর্ব্বিক অবস্থা লিখিলে সর্ব্ব প্রকার রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা পাইতে পারিবেন।

আবশ্যক হইলে কলিকাতা, সিমলা ৫৭ নং বলরাম দের ষ্ট্রীটে শ্রীহরিমোহন সেন গুপ্তের নামে মূল্যাদি সহ পত্র লিখিবেন।

---

যিনি এক দিবসে হৃদয় দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার<br>সাং শ্রীরামপুর।

---

## সর্ব্বশাস্ত্র সংগ্রহ।

আমরা পুরাণ এবং অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ক্রমে ক্রমে অনুবাদিত করিয়া প্রতিসপ্তাহে প্রকাশ করিব। মাসিক পত্রিকা যে এক মাসের খণ্ড অপর মাসে প্রচারিত হইয়া পাঠকগণকে উত্যক্ত করে সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা এই গুরুতর সাপ্তাহিক দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।

প্রথম কাণ্ডে বিষ্ণুপুরাণ প্রচার করিতে আরম্ভ করা যাইবে। প্রতি সপ্তাহে পুস্তকাকারে আটপেজি ৩ ফর্ম্মা করিয়া সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সংস্কৃত মূল, টীকা, ও বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ থাকিবে। আমরা ৯ মাস মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ সমাপ্ত করিয়া অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র আরম্ভ করিতে পারিব। এরূপ ভরসা করি। গ্রাহক সংখ্যা আটশত পূর্ণ হইলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবে।

### মূল্যের নিয়ম।

বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ ডাক মসূল ১৷৷০

গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য প্রথম অর্দ্ধ মূল্য ২ এবং ছয়মাস পরে অবশিষ্ট ২, লওয়া যাইবে।

একত্রে চারিজনে একমোড়কে লইলে ১৬ টাকা স্থলে ১১৷৷০ টাকাতে পাইবেন।

ভারতমিহির প্রেস<br>ময়মনসিংহ। } শ্রীকালীনারায়ণ সান্যাল।<br>ভারতমিহির ও ভারতমিহির যন্ত্রের অধ্যক্ষ।

---

## উপহার।

সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান,<br>সাধু-রহস্য ও সমালোচন-পূর্ণ<br>মাসিক পত্রিকা।

এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকাখানি বর্ত্তমান জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩।/০। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া মূল্যসহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।<br>২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।<br>শোভাবাজার কলিকাতা।

## যোগসিদ্ধরস।

এই সুসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহরোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাবকালীন জ্বালা, সপূয় ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, খড়ি জলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। ইহা আমরা বহুতর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। এ ভিন্ন দুর্গন্ধ শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর লুপ্তরজঃ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

## মালতী কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। চক্ষু জ্যোতি বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরে শোণিত উত্তপ্ত হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান ও সমূহ বায়ু বিকার নষ্ট করে। এজন্য উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু, শুলবায়ু, বুদ্ধিভ্রংশ, মৃগী, চিত্তচাঞ্চল্য, মন হু হু করা, ভুল বকা, হঠাৎ চিৎকার, হাস্য, ক্রন্দন খেঁচুনি এবং হস্তপদাদির জ্বালা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহার মনোহর সৌরভে গৃহ আমোদিত হয়। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৵০।

## শক্তিরস।

এই কল্যাণকর ঔষধ শ্বাসপ্রশ্বাসীয় যন্ত্রে ক্রিয়াবান হইয়া, সর্ব্ব প্রকার সর্দ্দি, উৎকাসি, সুড়্‌সুড়ি, কাস, শ্বাসকাশ, রক্তোৎকাস, বক্ষোবেদনা, পার্শ্বশূল, জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ সংযুক্ত অতি উৎকট অবস্থাপন্ন, হইলেও রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। এবং কিঞ্চিৎ ব্যাপককাল ঔষধ সেবনে ক্ষয়কাস এবং যক্ষ্মাকাস বিনষ্ট হয়। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

## কামোদ্দীপক রসায়ন।

অতিশয় মানসিক চিন্তা, পীড়ান্তে বহুদিবসের মেহ পীড়া, অতিশয় ইন্দ্রিয়-পরবশতা, অপরিমিত শুক্র ক্ষয়, স্নায়ু বিকার বা উহার নিস্তেজস্কতা সর্ব্বদা যে ধাতু তরল, অধিক স্বপ্নদোষ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, শিথিল ইন্দ্রিয়, পুরুষত্বের হানি

বা ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, তৎসমুদয় এই রসায়ন সেবনে আরোগ্য হয় এবং শরীরের বল বীর্য্যাদি সংশোধিত হয় এবং সমধিক রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। ১০ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ৩ প্যাকিং ৵০।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
শ্রীপ্যারিলাল স্বর্ণকারের বাটী।
কলিকাতা সিমুলিয়া।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া।

---

## সঙ্কট তৈল।

অর্দ্ধ ড্রাম শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা। কর্ণের ঘা, পুয, কটকট, বেদনা, সন সন, ভোঁ ভোঁ, বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

### মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ৷৷০ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, মোড়ে ফুলা, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীবিহারিলাল বর্ম্মণঃ
৩৪ নং চোরবাগান
ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

---

## মহৌষধ।

যাঁহারা শিরফুলা (orchitis) একশিরা (Hydrocele) ও কোরণ্ড (Scrotal tumour হইতে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা শীঘ্র আবেদন করুন। সহস্র রোগী এই ঔষধ লেপনে আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য ফিঃ বাটি ২, প্যাকিং ।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।—

আশ্চর্য্য ঔষধ!

মেহ, প্রমেহ, ধাতু সম্বন্ধীয় পীড়া, প্রদর, শ্বেত প্রদর ও সহস্র প্রকার স্ত্রীরোগের আশ্চর্য্য ঔষধ। সহস্র রোগী এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরাম হইয়াছে। মূল্য ফিঃ বোতল ছোট ২, বড় ৪,। প্যাকিং ।০। রোগে আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

ডবলিউ কুডর এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিবনারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

---

## বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কলিকাতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটোলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৯৭ নং কলেজ স্কোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাসুল সহ ৸০ আনা মাত্র।

---

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

## শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ-ধাতু-ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

### কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকালপকতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১, ডাকমাশুল ৷৷৵০

### সুরসুন্দরীবটিকা।

ইহার সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক ও যোগ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২, ডাকমাশুল ৷৷০

### নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকাজন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় জ্বর অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷৷০ ডাকমাশুল ৷৷৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

---

## সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৩৭ নং চিৎপুর রোড—গরাণহাটা—কলিকাতা।

সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ রাজশ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিউজিক ডাক্তর মহাশয় তাঁহার কৃত সঙ্গীত শিক্ষা করিবার বিশুদ্ধ পুস্তকগুলি বিক্রয়ের কারণ এই পুস্তকালয়ের উপর ভারার্পণ করিয়াছেন; একণে গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত ও অন্যান্য ইংরাজি বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত পুস্তক সকল এই কার্য্যালয়েই উচিত মূল্যে পাইবেন।

| | মূল্য | ডাক মাশুল |
|---|---|---|
| যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা | ৩৷৷০ | ।০ |
| সঙ্গীতসার | ৪।০ | ৷৷০ |
| কণ্ঠকৌমুদী | ২৷৷০ | ৷৷০ |

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল
ম্যানেজার।

---

## ভাগবত তত্ত্বকৌমুদী।

এই খানি সকলের সুখপাঠ্য সরল সাধু ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য অনুবাদ, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য সংস্কৃত মূল ও স্বামিকৃত টীকাও দেওয়া হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৸০ টাকা। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইব। অগ্রিম মূল্য না দিলে পুস্তক পাঠান যায় না।

শ্রীঈশান চন্দ্র বসু
বুড়ওস্তাগরের লেন ১০ নং কল্পদ্রুম যন্ত্র
কলিকাতা মৃজাপুর।

---

মৎ প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

### ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৪৷৷০ টাকা ডাক মাশুল ।০

### আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সর্দ্দিগরমি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

### আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির সচিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ।০

# বিজ্ঞাপন।

## রাজমহলে মুল্যবান সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

মিসুয়ার্শ ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি ডিক্রিদার।

বঃ

মিশেশ ই, আর ম্যাসিক সাহেবা দেনাদার।

নীচের লিখিত জমীদারি, পত্তনি, ও জোত সম্পত্তির অবিভক্ত ।৵০ আনা অংশে দেনাদারের যে স্বত্ব সম্পর্ক ও লভ্য আছে তাহা সন ১৮৮০ সালের ৫ ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার তারিখে রাজমহলের আসিষ্টাণ্ট কমিশনর এবং সবরডিনেট জজ আদালতে বিক্রয় হইবে। মিসুয়ার্শ ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি যাঁহারা উক্ত সম্পত্তির অপর ।৵০ আনা অংশের স্বত্বাধিকারী এতদ্দ্বারায় জানাইতেছেন যে, যদি উপরি উক্ত আদালতের বিক্রয়ে উক্ত সম্পত্তির উপযুক্ত ও প্রচুর মূল্য হয়, তাহা হইলে নিলাম ক্রেতা ঐ মূল্যের হারানুসারে মূল্য প্রদানে অপর ।৵০ আনা অংশ লইতে পারিবেন; মিসুয়ার্শ ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি উপরি উক্ত মতে সম্পত্তি বিক্রয় এবং হস্তান্তর করিতে প্রস্তুত আছেন।

এ বিক্রয়ে ধনাঢ্য মহাত্মাগণকে অহ্বান করা যাইতেছে।

| তালিকার নম্বর। | তৌজির নম্বর। | কালেক্টরির নাম। | মহলের নাম। | জমির পরিমাণ। | সদর জমা |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | জমীদারি | | |
| ২৫ | ৫৪৪ | মালদহ | হরিশপুর বিসনপুর | ১৪৮৭/০ | ৩৩৮৸০ |
| ২৮ | ৫৯৮ | ঐ | দরি দিয়াড়া ঝাউবোনা | ৪২৪০/০ | ৬৬২৸৵৯ |
| ২৯ | ১১৬ | নয়াছমকা | ওয়াকেক নিমগাছী উধুয়া | ৩৩৩২/০ | ২৯৭৷৵৩ |
| ৩০ | ১২০ | ঐ | তরফ পলাষগাছী | ২১২৬০/০ } | |
| | ঐ | ঐ | তরফ সিরশী গোবিন্দপুর | ১২২৫/০ } | ৮০৫।৶২ |
| ৩১ | ১২৮ | ঐ | মৌজে দাহটোলা | ৪৮৯৪/০ | ৩২৭৷০ |
| ৩২ | ১৪২ | ঐ | তরফ লক্ষীপুর | ৬৩৮/০ | ২২।৶০ |
| ৩৩ | ১৪৩ | ঐ | তরফ লক্ষীপুর | ৯৯১/০ | ২৮/০ |
| | | | পত্তনি | | |
| ৩৪ | ৪২ | পুরনিয়া | তরফ ধরমপুর মোদাফত | ২৫৬২/০ | অন্যান্য মহলের সামিলে থাকায় কর দিতে হয় না। |
| ৩৮ | ১৬৪৪০২ | নয়াছমকা | মৌজে শুকপাড়া ও আমানতবন্দবস্তী শুকপাড়া } | ২৪৪০/০ | ৬৬২৸৵৯ |
| ৩৯ | | ঐ | মৌজে পাতড়া ও জলকর পাতড়া এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাইগীর ও জোত } | ৫৬৬১/০ | ১০০১ |

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিবরণ জানিবার প্রয়োজন হইলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

জি, এস, শাইক্‌শ
রাজমহল।
৫ ই আগষ্ট। ১৮৮০ অব্দ।

---

### বৈষ্ণব! বৈষ্ণব! বৈষ্ণব!

"বৈষ্ণবাচার দর্পণ" সংক্রান্ত পত্র বা মনি অর্ডর প্রভৃতি কলিকাতা হাটখোলা বেণেটোলা ষ্ট্রীটের ৫৬ নম্বর বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের নামে পাঠাইলেই উক্ত পুস্তক শীঘ্র পাইবেন।

শ্রীশশিভূষণ অধিকারী
৫৭ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট বালাখানা।

---

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

☞ এই পত্র কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃন্দাবন ওস্তাগরের লেন কলদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ১৩ শ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ২৯ এ আষাঢ়। ইং ১৮৮০। ১২ ই জুলাই। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।




## সোমপ্রকাশ।

২৯ এ আষাঢ় সোমবার।

---

### যুদ্ধ কি সভ্যতার প্রধান অঙ্গ ?

শরীরের মধ্যে মস্তক যেমন প্রধান, যুদ্ধও তেমনি সভ্যতার প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। হস্ত কাটিয়া ফেল, পদচ্ছেদন কর, চক্ষুরুৎপাটন কর, নাসিকা বিলুপ্ত কর, শরীর ও শরীরীর বিয়োগ হইবে না। কিন্তু যে ক্ষণে মস্তক-চ্ছেদন করিবে, সেই ক্ষণেই আত্মার সহিত দেহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। আজ কাল সভ্যতার যে রীতি দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে অনায়াসে এ কথা বলিতে পারা যায়, সেইরূপ সভ্যতার দয়া, ধর্ম্ম ভদ্রতা প্রভৃতি অন্য অন্য অঙ্গ চ্ছেদন কর সভ্যতা স্বচ্ছন্দে জীবিত থাকিবে ; কিন্তু যে ক্ষণে যুদ্ধের সহিত উহার বিচ্ছেদ করিবে, সেই ক্ষণে সভ্যতার জীবন সংশয়ারূঢ় হইয়া উঠিবে। দৈনন্দিন ঘটনা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে, সভ্যতার যত বৃদ্ধি হইতেছে, সংগ্রাম ব্যাপারেরও তত শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিতেছে। বোধ হয়, যুদ্ধ সংযোগ না হইলে সভ্যতার প্রাণ যেন নাসাগ্রবর্ত্তী হয়।

সভ্যতা শব্দেরও এখন অর্থ-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। " লোকটী সভ্য " এ কথা বলিলে মনে হয় লোকটী বড় ভদ্র, সভার যোগ্য অর্থাৎ বিনীতবেশে সভায় প্রবেশ করিয়া নিজ বাক্‌পটুতা দ্বারা সভাস্থ সকলকে মোহিত করিতে পারেন ; দয়া ও ধর্ম্ম তাঁহার শরীরে যেন বিরাজ করিতেছে ; তিনি ন্যায় অন্যায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সমুদায় কার্য্য করিয়া থাকেন। দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার প্রদর্শনে অতিশয় ঘৃণা করেন ; দুর্ব্বলের দুঃখদর্শনে তিনি অতিশয় কাতর হন ; দুর্ব্বলকে অপার দুঃখ সাগর হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়। তিনি পরমোদারহৃদয় মহাপ্রজ্ঞ ব্যক্তির প্রণীত নিম্নলিখিত মহার্থ বাক্যের অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন।

দানং বিত্তাদৃতংবাচঃ কীর্ত্তিধর্ম্মৌ তথায়ুষঃ।
পরোপকরণং কায়াদসারাৎ সারমাহরেৎ ॥

অসার ধন হইতে সার দান, অসার বাক্য হইতে সার সত্য, অসার আয়ু হইতে সার যশ ও ধর্ম্ম, অসার শরীর হইতে সার পরোপকার আহরণ করিবে।

কিন্তু কার্য্যে সভ্য শব্দের সে অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। সভ্য শব্দ উচ্চারণ করিলে আমাদের মনে যে অর্থের প্রতীতি হয়, তাহাতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি সভ্যের অন্তরের শোভাই সমধিক উজ্জ্বল। কিন্তু আমরা যে সমস্ত সভ্যের কার্য্য দর্শন করি, তাহাদের বাহ্য শোভাই প্রবল দেখিতে পাই।

সভ্য বলিলে এই অর্থ বোধ হয়, লোকটী বেশ ফিট কাট ; চুল বাঁকান, টেরিকাটা, কাপড় চোপ-দস্ত, গায়ে ল্যাবেণ্ডার বা আতরের গন্ধ, হৃদয়ে স্বার্থপরতার একাধিপত্য, দয়া স্ত্রীপুত্রাদিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমনের অবসর পায় না, আপনার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় বিধানার্থই ব্যগ্র। সেই অনুরোধে যত দূর সম্ভব স্ত্রীপুত্রাদির সুখানুসন্ধানে উন্মুখ। অপরের সুখানুসন্ধানে সাধ্য পুরুষের ন্যায় প্রায় উদাসীন। পরোপকারে রুচিশূন্য, দুর্ব্বলের পীড়নে অতি অনুরক্ত, দুর্ব্বলের প্রতি সমসুখদুঃখতাবিহীন। দুর্ব্বলকে উৎসন্ন দিয়া নিজের গৌরব বর্দ্ধনে তৎপর।

আজ কাল ইউরোপীয় রাজগণের বহুল পরি-

মাধে শেষোক্ত সভ্যতারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা দুর্ব্বল, তাঁহাদের উপরেই তাঁহাদের পীড়ন। দুর্ব্বলদিগকে অধিকতর খর্ব্ব করিয়া নিজ মহিমা বৃদ্ধি করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পূর্ব্বে কোন ইউরোপীয় রাজা দুরাকাঙ্ক্ষা বা জিগীষাপরবশ হইয়া দুর্ব্বল রাজার উপরে উপদ্রব করিবার উপক্রম করিলে ইউরোপীয় অন্যান্য রাজগণ একবাক্য হইয়া দুর্ব্বলের পক্ষ অবলম্বন করিতেন। সুতরাং জিগীষু রাজা দুর্ব্বলের অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হইতেন না। এই মহোদার নীতি নিবন্ধন ক্রিমিয়ার যুদ্ধ প্রভৃতির অবতারণা হইয়াছিল। কিন্তু সভ্যতার যত শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ততই ঐ উদার নীতির মূল ছিন্ন হইতেছে। এখন সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। এখন প্রবল রাজগণ মিলিত হইয়া দুর্ব্বলেরই পীড়নে প্রবৃত্ত হইতেছেন। বাইবল বলেন, যীশু স্বর্গে আরোহণ করিয়া পৃথিবীতে পবিত্র আত্মা প্রেরণ করিয়াছেন; কিন্তু ইউরোপীয় রাজনীতিজ্ঞ রাজগণের এক্ষণকার ব্যবহার দর্শন করিলে বাইবলের এই বাক্যটী সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। বোধ হয়, যীশু পবিত্র আত্মা প্রেরণ কালে রাজনীতিজ্ঞদিগকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন অথবা রাজনীতিজ্ঞদিগকে বাদ দিয়াই পবিত্র আত্মা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রবল স্বার্থপরতা ও দুর্ব্বল-পীড়ন-কারিতা নিবন্ধন এক দিনও প্রায় যুদ্ধের বিরাম নাই। এই নিমিত্তই আমরা উপরে এই প্রশ্ন করিয়াছি, যুদ্ধই কি সভ্যতার অঙ্গ? তুরস্কের আজও রুশযুদ্ধ-জনিত ক্ষত শুষ্ক হয় নাই। আজও তাহার সমুদয় অঙ্গ বলসম্পন্ন হয় নাই, আজও তাহার কৃষি বাণিজ্যাদি স্ব স্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। ইহার মধ্যেই ইউরোপীয় রাজগণ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে হাত পা বাঁধিয়া মরসাগরে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহারা বার্লিনে সভা করিয়া তুরস্কের অমতে গ্রীশের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছেন। তাহাতে তুরস্কের কেবল অবমাননা নয়, তাঁহার রাজ্যেরও কতক অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্ষতি হইতেছে। নিতান্ত নির্জ্জীব ও নিস্তেজস্ক ব্যক্তিও এ অবস্থায় তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে না। আর তুরস্কের সুলতান রাজপদারূঢ়; তিনি যে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় সহিয়া থাকিবেন, উপেক্ষা করিবেন, ইহা সম্ভাবিত নয়। ইহার মধ্যেই তিনি স্পষ্টাক্ষরে আপনার অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যদি সহিয়া না থাকেন, ইউরোপে আর একটী যুদ্ধ বাঁধিতেছে।

ওদিকে চীনের সহিত রুশ যুদ্ধের সম্ভাবনা হইয়াছে। রুশেরা চীনদিগের উপরে যে, কি প্রকার অত্যাচার করিয়াছে, আর চীনেরা যে, কিরূপ কুপিত হইয়াছে আমরা একখানি পত্রের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিতেছি, তাহা পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। নিতান্ত অসহ্য অত্যাচার না হইলে আর তাদৃশ কোপপ্রসর সম্ভবে না। দারুণ-অহিফেন-সেবন চীনদিগকে নিদ্রিতপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহাদের উত্তেজনা উদ্দীপনা ও ক্রোধবেগ প্রভৃতি নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া আছে। তাঁহাদের অহিফেন সেবনের কথা শুনিলে তাঁহাদিগকে নির্জ্জীব পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। সেই নির্জ্জীবের যখন জীব সঞ্চার হইয়াছে এবং তাহারা তুষারাহত জীর্ণ সর্পের ন্যায় ফণা ধরিয়া উঠিয়াছে; তখন অত্যাচারটী সামান্য বলিয়া বোধ হইতেছে না।

চীনদেশে সম্রাট ও তাঁহার মহিষী উভয়েরই সমপ্রাধান্য। একজন চীন কর্ম্মচারী যে এক খানি আবেদন পত্রদ্বারা আপনার মনের ভাব তাঁহাদের গোচর করিয়াছেন, তাহা এই—

রুশীয়েরা যে প্রকার অসঙ্গত দাওয়া করিয়াছে তদ্দারা তাহাদিগের আত্যন্তিক লোভ ও ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইতেছে। চং হাউ তাহাতে সম্মতি দান করাতে তাহার যার পর নাই নির্ব্বুদ্ধিতা ও বাতুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু চীনের অধীশ্বরী ও অধীশ্বর এই অত্যাচারে অতিশয় কুপিত হইয়াছেন। দূত পরিবর্ত্ত করা হইয়াছে। তাঁহারা উপস্থিত বিষয়ের ন্যায়ানুগামিতা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া প্রধান মন্ত্রিসভার সভ্যগণকে আহ্বান করিয়াছেন। প্রধান বিচারপতিগণ, সম্রাট স্বয়ং, রাজকুমার, সংলিয়ামেনের মন্ত্রিগণ, এবং রাজ্যের নানা স্থানের শত শত কর্ম্মচারী—এক কথায় এই বলিলেই হয়, রাজ্যের সমুদয় প্রজা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এ কার্য্য হইতে দেওয়া উচিত নয়। সন্ধিকার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন সন্ধি ভঙ্গ করিলে বিষম গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। এই বিবেচনা করিয়া আবেদনকারী যদিও সন্ধির পরিবর্ত্তন বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছেন না, তথাপি তিনি নিজে এই বিবেচনা করেন যে, এ প্রকার আশঙ্কার কোন কারণ নাই। সন্ধি অবশ্যই পরিবর্ত্ত করিতে হইবে। তাহাতে ভবিষ্যতে যে দুর্ঘটনা ঘটে ঘটুক। যদি আমরা ঐ সন্ধির পরিবর্ত্ত না করি, তাহা হইলে আমরা একটী জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য হইব না।

আমি যে সন্ধির পরিবর্ত্ত করিবার কথা কহিতেছি, তাহার চারিটী বিশেষ কারণ আছে। প্রথম, অবশ্যকর্ত্তব্যতা; দ্বিতীয়, প্রবল মত; তৃতীয়, ন্যায়; চতুর্থ, কার্য্য সাধন প্রণালী।

অবশ্যকর্ত্তব্যতা কি? ন্যায়ে সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করিয়া সন্ধি বন্ধন করা হইয়াছিল, এবং আমাদিগের দূত তাহাতে সম্মতি দান করিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অসম্মতি প্রদর্শন করিয়াছেন। আমাদের দূত চংহাউয়ের ঐ কার্য্য দ্বারা চীন সাম্রাজ্যের অনিষ্ট সাধন ও শত্রুর আনন্দ বর্দ্ধন করা হইয়াছে। দূত নিজ ইচ্ছা অনুসারে গৃহে প্রত্যাগমন করাতে দেশের লোকেরা তাঁহার শিরশ্ছেদনের প্রার্থনা করে। তাহারা এই কথা বলে যে, তাহাকে দণ্ডবিধায়িনী সভার হস্তে সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। দূতদিগের দণ্ড দান করিবার যে আইন আছে তদনুসারে বিচার হইয়া তাহার দণ্ড হওয়া উচিত। এরূপ করিলে রুশিয়ার আর কোন কথা কহিবার পথ থাকিবে না। দূত জাতীয় আইন অনুসারে সম্রাটের আজ্ঞার অবাধ্যতা প্রদর্শন করিয়াছে। অতএব সম্রাট এরূপ কর্ম্মচারীকে যে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার অতিক্রম হইয়াছে। ইহা পদে পদে গবর্ণমেণ্ট প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। চং হাউয়ের অপরাধ এই যে, তিনি সম্রাটের উপদেশ ও অভিপ্রায় অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কাইন যে অপরাধে কারারুদ্ধ হন, চং হাউয়ের অপরাধ তাহার অনুরূপ। এ বিষয়ের শেষ মীমাংসা কিরূপ হওয়া উচিত তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। আমার মতে চং হাউয়ের প্রাণদণ্ড করা উচিত। আমি উপরে যে, অবশ্যকর্ত্তব্যতার কথা বলিলাম, ইহাই সেই অবশ্যকর্ত্তব্যতা।

প্রবল মত কি? রুশেরা আমাদের অসহায় অবোধ দূতকে অপমান করিয়াছে, এবং জোর করিয়া তাহাকে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লইয়াছে। রুশেরা যদি এক পেনি খরচ করে, তাহার শত শত পাউণ্ডের লাভ প্রত্যাশা করে এবং সেই শত পাউণ্ড লাভ প্রাপ্ত হইয়াও অসন্তুষ্ট হয়। রুশ অতি বৃহৎ সাম্রাজ্য, অতএব তাহার এইরূপ ব্যবহারে লজ্জিত হওয়া উচিত। সে অন্যায় করিয়া চীনকে উত্তেজিত করিয়াছে, কিন্তু পৃথিবীর সমুদয় রাজা আমাদের পক্ষ আছেন। পিকানে যে, রুশ কর্ম্মচারী আছেন, তিনি সন্ধি শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া রুশিয়ায় ফিরিয়া যাইবার ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু বিদেশে এরূপ আচরণের উদাহরণ নাই। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত কয়েওার সাহেব তার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী। তাঁহার স্ব ইচ্ছায় স্বদেশে ফিরিয়া যাওয়া কিরূপে সঙ্গত হয়? স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, তাঁহার এই ব্যবহারের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, কেবল ভয় প্রদর্শন করা। তিনি যাউন আর থাকুন তাঁর যেরূপ ইচ্ছা করুন, এ বিষয়ে তাঁহার মত জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই। রুশেরা অন্যায় করিয়াছে, এই কথা স্পষ্ট লিখিয়া দিয়া একটী রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়া দেওয়াই উত্তম কল্প। চীনের প্রজা ও কর্ম্মচারীরা কেন যে ঐ সন্ধিতে আপত্তি করেন, ঐ আজ্ঞাপত্রে বিশেষ করিয়া তাহার উল্লেখ থাকা উচিত। ঐ আজ্ঞাপত্র চীনের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দেওয়া হউক। রুশ ও চীন এ উভয়ের মধ্যে কে অন্যায় করিয়াছে, বিদেশীয় রাজগণ তাহার সিদ্ধান্ত করুন। আমরা রুশের সহিত কেমন ন্যায়ানুগত ব্যবহার করিয়াছিলাম, এবং আমরা রুশের যত প্রার্থনা পরিপূরণ করিয়াছি, ততই তাঁহাদের লোভ বাড়িয়াছে, এই কথাগুলি সমাচারপত্রে প্রচার করিয়া দেওয়া হউক, সীমাপ্রদেশবর্ত্তী প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে এই আজ্ঞা দেওয়া হউক, প্রজার যেরূপ ক্রোধ, তাঁহারা তদনুরূপ যুদ্ধের আয়োজন করুন। চীনেরা রুশের প্রার্থনা পরিপূরণ করিয়া শ্রান্ত হইয়াছে। অতএব প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, আর প্রার্থনা পরিপূরণ করিবে না। রুশিয়া যদিও বৃহৎ সাম্রাজ্য তথাপি তাহার সৈন্যগণ তুরস্কের যুদ্ধের পর অবধি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। রুশে আর মূলধন নাই। তাহার রাজনীতিজ্ঞগণের ঐক্য নাই, প্রজারা কুপিত হইয়াছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহারা শাসনকর্ত্তার প্রাণসংহারের চেষ্টা পাইতেছে। রুশরাজ যদি আমাদের বন্ধুতা অগ্রাহ্য করিয়া শত্রুবৎ আক্রমণ করেন, রুশের লোকেরা চীনের দূরতা বিবেচনা করিয়া ভগ্নোৎসাহ হইবে। তাহারা রাজ্য মধ্যে নিঃসংশয় বিদ্রোহ উপস্থিত করিবে। শেষে তাঁহাকে তদর্থ ব্যস্ত হইতে হইবে। অতএব তিনি কিরূপে অপর লোকের কার্য্য দর্শনে সমর্থ হইবেন? এই সকল বিষয় চীনের দূর ও সমীপক্রমে সকল স্থানে ঘোষণা করিয়া দেওয়াকে আমি প্রবল মত কহিতেছি।

ন্যায় কি ? আইলিঘটিত অনেক টাকা রুশকে দেওয়া হইয়াছে। উল্লিখিত সন্ধি অনুসারে চীন কেবল ছুটী শূন্যগর্ভ অক্ষর আই এবং লি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি তাহার পরিবর্ত্তে রুশকে সিনকিয়াতে প্রকৃত মূল্যের ২০ হাজার লি দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন আমাদের রাজ্যের অতি দূর সীমা প্রদেশে ভূমির কৃষিকার্য্য সম্পাদন ও নগর নির্ম্মাণার্থ যে সব সৈন্য রাখা হইয়াছে, তাহাদের বেতনাদিতে প্রতি বৎসর ৪০। ৫০ হাজার টীল (চীন দেশীয় মুদ্রা) ব্যয় করিতে হইতেছে। অতএব সিনকিয়াও অধিকার করা আর না করা তুল্য। আইলি পাইবার ইচ্ছায় সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবার দোষ সম্পূর্ণরূপে আমাদের। আইলির উদ্ধার চেষ্টার দোষও আমাদের, রুশেরাও এ দোষে দূষিত। আমাদের দূত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে বটে কিন্তু সম্রাট ইহাতে সম্মতি দান করেন নাই। অতএব এই সন্ধি সম্পাদিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। পুরাতন গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, সন্ধিবন্ধনকারী উভয় পক্ষ যাবৎ বলি উপহার না দিবে, তাবৎ সন্ধি সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না। উপস্থিত স্থলে সেই ঘটনা ঘটিয়াছে। অতএব রুশেরা কোন ন্যায় ও কোন তর্ক অনুসারে বিবেচনা করেন যে তাঁহাদের অনিষ্ট করা হইয়াছে। এই কারণে আইলির প্রতি আমাদের দাওয়া আমাদের পক্ষে ন্যায়ানুগামিতার বৃদ্ধি করিবে।

কার্য্যসাধনের প্রণালী কি ? রুশেরা যদি আমাদের উপরে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের সৈন্য প্রেরণ বন্ধ করুন। আর যদি তাঁহারা ন্যায়, যুক্তি, আইন ও আমাদের বন্ধুতা অগ্রাহ্য করেন, সিনকিয়াঙ, কিরিন্ এবং টিনসিন এই তিন দিকে যুদ্ধের আয়োজন করিতে হইবে। সোসঙ কাঙ টাঙের অনেকবার জয়ী সৈন্য ও বলবৎ সাংগ্রামিক উপকরণ হস্তগত আছে। কিদশন, লিওকন্টাঙ, সিলন এবং চাঙইওইন ইঁহারা উপযুক্ত ও দক্ষ সেনাপতি। তদ্ভিন্ন আমরা স্থির ভাবে রুশদিগের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে পারিব। পক্ষান্তরে, রুশেরা ক্লান্ত হইয়া নিশ্চয় পরাজিত হইবে। লামা ও জসাকদিগের সহিত মিলিত হইয়া আমরা এরূপ উপায় কল্পনা করিতে পারিব, যে, রুশদিগের স্বদেশে প্রতিগমনের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিব। তাহারা অশ্বে আরোহণ করিয়া বা কলের জাহাজে চড়িয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। ইত্যাদি।

---

## উপনগরের ও কলিকাতার পুলিষ রিপোর্ট।

সম্প্রতি কলিকাতা ও উপনগরের যে পুলিষ রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে তাহার এক খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। সেই রিপোর্টই আজ উপরি উক্ত প্রস্তাবের অবতারণার কারণ হইল। মিউনিসিপালিটীর আয়ের অধিকাংশ পুলিষের প্রশান্ত-সাগর-সদৃশ বিশাল উদরসাৎ হইয়া থাকে। সুতরাং যে উদ্দেশে মিউনিসিপালিটী স্থাপন, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিতেছে। মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত গ্রাম নগরাদির স্বাস্থ্য সম্পাদনের উপায় বিধানই মিউনিসিপালিটী স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য। পুলিষের প্রতিপালন উহার উদ্দেশ্য নয়। অকর্ম্মা পুলিষ কর্ম্মচারীরাই যদি মিউনিসিপালিটীর অধিকাংশ অর্থ গ্রাস করিয়া ফেলে, তাহা হইলে কিরূপে স্বাস্থ্য সম্পাদনের উপায় হইবে ? সকলই টাকার খেলা। টাকা না হইলে ভাল পুষ্করিণী হয় না, জল ভাল হয় না। মিউনিসিপালিটীর অধিকাংশ অর্থ পুলিষ গ্রাস করে বলিয়া অনেক গ্রামেই বিশুদ্ধ পানীয় জলের পুষ্করিণী নাই। পঙ্কিল জল পান করিয়া অনেক গ্রামই অসুস্থ হয়। অনেকে সাংক্রামিক জ্বরের অনেক প্রকার কারণের উদ্ভাবন করিতেছেন বটে কিন্তু অবিশুদ্ধ পানীয় জলপান সাংক্রামিক জ্বরের যে প্রধান কারণ সে বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই। এই কারণেই আমরা প্রস্তাব করিতেছি, পুলিষের ব্যয়ভার মিউনিসিপালিটীর স্কন্ধে নিক্ষেপ করা উচিত নয়। পুলিষের ব্যয় পূর্ব্বে যেমন গবর্ণমেণ্ট সাধারণ রাজস্ব হইতে দিতেন, তেমনি দিন। আমরা যে রিপোর্টের প্রসঙ্গে এ প্রস্তাব করিতেছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

১৮৭৯ অব্দের কলিকাতা ও উপনগর সমূহের পুলিষ কার্য্যের রিপোর্টে দৃষ্ট হয়, পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা কলিকাতায় অপরাধের সংখ্যা ৪৮৪৬ কম এবং উপনগর সমূহে ৬৭২ বেশী। ১৮৭৮ অব্দে রাস্তায় হঙ্গাম অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। এই জন্যই সে বৎসরের অপরাধ সংখ্যা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এত অধিক হইয়াছিল। এ বৎসরে সর্ব্ব প্রকার অপরাধের সংখ্যা হ্রাস হইলেও মিথ্যা মকদ্দমা অনেক অধিক হইয়াছে। ১৮৭৮ সালে কলিকাতায় ৭৪৬ টী মিথ্যা মকদ্দমা হয়। ১৮৭৯ সালে উহার সংখ্যা ৮৫৪ হইয়াছে। উপনগরে মিথ্যা মকদ্দমার সংখ্যা অনেক অল্প। কলিকাতায় মিথ্যা মকদ্দমা যাহাতে না হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা হওয়া উচিত। মিথ্যা মকদ্দমায় নিরপরাধী লোকদিগকে অকারণ অনেক কষ্ট দেওয়া হয়। অতএব যাহারা এরূপ মকদ্দমা উপস্থিত করে, তাহাদিগকে গুরুতর শাস্তি দেওয়া আবশ্যক। তবে এরূপও ঘটনা হয়, অনেকস্থলে অসৎ অভিপ্রায়ে মিথ্যা মকদ্দমা উপস্থিত করা হয় না। সেস্থলেও মিথ্যা মকদ্দমাকারির কিছু না কিছু দণ্ড হওয়া উচিত। গত বৎসর ৪৬ টী মকদ্দমায় আসামীর ক্ষতি পূরণ দেওয়া হইয়াছিল।

গত বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ১,১১,২৯৪ টাকার সম্পত্তি অপহৃত হয়, ইহার মধ্যে ৭১০৬১ টাকার সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। গতবৎসর অপহৃত সম্পত্তির এত অংশ পুনরুদ্ধার হয় নাই।

হাবড়া ষ্টেষণের মুটে ও গাড়ীওয়ালারা প্রতারণায় বিরত হয় নাই; কিন্তু সিয়ালদহ ও মাতলা ষ্টেষণের বাহকদিগের প্রতারণা প্রকাশ পায় নাই। হাবড়া ষ্টেষণের গোরুর গাড়ীতে রীতিমত চিহ্ন দেওয়া আরম্ভ হইলে এ উৎপাত কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এবার পুলিষে যত একটী নূতন উন্নতি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। পুলিষের যত মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশে আসামীর দণ্ড হইয়াছে। বোধ হয় বিশেষ প্রমাণ না পাইয়া পুলিষ আর লোককে অকারণ মকদ্দমার ক্লেশ দেন না।

অস্ত্রের আইন সম্বন্ধে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের সহিত পুলিষ কমিসনরের মতভেদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্টুয়ার্ট সাহেব বলেন, যাহাদের গৃহে অস্ত্র আছে, তাহাদিগকে অবশ্য লাইসেন্স লইতে লইবে, এইরূপ নিয়ম আছে, কিন্তু তাহাদিগকে লাইসেন্স লওয়াইবার বিষয়ে পুলিষের কোন ক্ষমতা নাই। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বলেন, এরূপ স্থলে পুলিষের নালিশ করিয়া খানা তল্লাসি করিবার ক্ষমতা আছে।

এ বৎসর কনষ্টেবলদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি বাঙ্গালি কনষ্টেবলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই। যাহারা ৭ টাকা মাহিয়ানা পাইত তাঁহাদিগকে ৮ টাকা দেওয়া হইতেছে, যাহারা ৮ টাকা পাইত, তাহাদিগকে ৯ টাকা দেওয়া হইতেছে, তথাপি ১১৪১ জনের মধ্যে ১১৫ মাত্র বাঙ্গালী কনষ্টেবল আছে। উপনগরেও ৬৩৬ জনের মধ্যে ১০০ জন মাত্র বাঙ্গালী কনষ্টেবল দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরপশ্চিম হইতে যখন বাঙ্গালী কেরাণীদিগকে দূরীকৃত করা হইতেছে, তখন বাঙ্গালা হইতে হিন্দুস্থানী কনষ্টেবলদিগকে বিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের বোধ হয় ১০ টাকা করিয়া বেতন দিলে এবং ভবিষ্যতে কোন উন্নতির আশা থাকিলে অনেক ভদ্র লোকের ছেলে একাজে প্রবেশ করিতে পারে। শুদ্ধ ৮। ৯। ১০ টাকায় চিরকাল কনষ্টেবলি করিতে কেহই অগ্রসর হইবে না। নাগরিক পুলিষের সমস্ত ব্যয় ৪২৯১৫৯ টাকা। ইহার মধ্যে মিউনিসিপালিটী ২৯৩৬৪৭ টাকা ও গবর্ণমেণ্ট ১৩৫৫১২ টাকা দিয়াছেন। উপনগর পুলিষে ১৫৮২১৭ টাকা মোট ব্যয়, ইহার ৮১২৯৭ গবর্ণমেণ্ট এবং ৭৬৯২০ মিউনিসিপালিটী দিয়াছেন। জল-পুলিষের ব্যয় ৩০১০৫ টাকা ইহার মধ্যে পোর্ট কমিসনর ২২৫৭৯ এবং গবর্ণমেণ্ট ৭৫২৬ টাকা দিয়াছেন। কিন্তু যত অর্থ দণ্ড হয়, তাহার সমুদায় গবর্ণমেণ্টে যায়।

অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা স্বকর্ত্তব্য কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা এক্ষণে অতি সামান্য সামান্য মকদ্দমা

করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদিগের উপরে উক্ত রূপের মকদ্দমা করিবার ভার দেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উন্নতি হয়; অনেক ব্যয় লাঘব হইবারও সম্ভাবনা হয়।

---

## ভারতবর্ষীয় রাজস্ব সম্বন্ধে ষ্ট্রাচি ও লেঙ সাহেবের প্রবন্ধ।

জুন মাসের নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরি নামক ইংলণ্ডীয় মাসিক পত্রিকায় ভারতবর্ষীয় আয় ব্যয় সম্বন্ধে দুটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটী ভারতবর্ষীয় ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব মন্ত্রী লেং সাহেবের ও অপরটী সার জন ষ্ট্রাচির ভ্রাতা রিচার্ড ষ্ট্রাচির লিখিত। দুই জনই ভারতবর্ষে বড় বড় কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। দুই জনই বিজ্ঞ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। কিন্তু দুই জনের লেখার প্রকৃতি দুই প্রকার। রিচার্ড ষ্ট্রাচি দেখিতেছেন, ভারতবর্ষে ধন ধান্য বৃদ্ধি ও বাণিজ্যের উৎকর্ষ হইতেছে এবং নানা দিক হইতে শত শত আয়দ্বার উদ্ঘাটিত হইতেছে। লেং সাহেব দেখিতেছেন, ভারতবর্ষের লোক ক্রমেই অতিশয় দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, আর ট্যাক্স বাড়ান চলে না। ভারতবর্ষের আয় আর বাড়িবার যো নাই; কিন্তু ব্যয় ক্রমেই আত্যন্তিক বাড়িয়া উঠিতেছে। ভারতের দেউলিয়া হইবার সম্ভাবনা। ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ করভারে পীড়িত হইয়া ইংরাজদিগের উদারতা ও উচ্চাশয়তার প্রতি বিলক্ষণ সন্দিহান হইতেছে, প্রজাগণের অসন্তোষ রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিবার প্রধান কারণ, ইত্যাদি।

দুই জনের লেখার প্রকৃতি যেমন দুই প্রকার, তেমনি উভয়ের লেখার উদ্দেশ্যও ভিন্ন। রিচার্ড ষ্ট্রাচি তাঁহার ভ্রাতার দোষ ক্ষালনার্থ লেখনী ধারণ করিয়াছেন, আর লেঙ সাহেব বলেন, ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য আফগান যুদ্ধের ব্যয় ভার স্বয়ং বহন করিয়া করভার পীড়িত ভারত সাম্রাজ্যের দুঃখী প্রজাদিগকে নিষ্কৃতি দেন। দুই জনেই এই প্রসঙ্গে আনুষঙ্গিক অনেক কথা লিখিয়াছেন। সার জন ষ্ট্রাচির দোষ ক্ষালন করা রিচার্ড ষ্ট্রাচির উদ্দেশ্য; কিন্তু সার জন ষ্ট্রাচিকে দোষী প্রমাণ করা লেঙ সাহেবের উদ্দেশ্য নহে। লেঙ সাহেব স্ব প্রবন্ধে স্বীয় উদারতা, সূক্ষ্মদর্শিতা লোকানুরাগিতা প্রভৃতি সদ্গুণের সম্যক পরিচয় দিয়াছেন। তিনি দুটী বিষয়ের বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১ম টী এই যে প্রয়োজন হইলে ইংলণ্ডকে ভারতবর্ষের সাহায্য করিতে হইবে। ২য় টী এই যে ভারতবর্ষে যত দূর কর করিবার করা হইয়াছে। উহার উপর আর বাড়ান যাইতে পারে না।

লেঙ সাহেবের স্বতঃসিদ্ধ-প্রমাণ-সম্ভূত এ দুটী বাক্যের উপর টীকা করা বিফল। ভারতবর্ষের যে প্রকার অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে, ইংলণ্ড যদি সাহায্য দান না করেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের জীবন রক্ষা হওয়া ভার। যখন কেবল ত্রিশ লক্ষ টাকার সংগ্রহের জন্য সমস্ত ভারতবর্ষে লাইসেন্স ট্যাক্সের ন্যায় অত্যাচারকর কর স্থাপন করিতে হইয়াছে, তখন ভারতের অবস্থা যে কেমন সচ্ছল, তাহা সহজেই সপ্রমাণ হইতেছে। আর কর-বৃদ্ধি করা যে সুবিধার নয়, তাহাও এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। সুতরাং ব্যয় সংক্ষেপ ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অর্থকৃচ্ছ্র নিবারণের অন্য কোন উপায় নাই। আফগান যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ-ব্যয়ের বহু দিন পূর্ব্ব অবধি ভারতবর্ষীয় ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতেছে। ক্রমাগত দেনাই বাড়িতেছে। লেঙ সাহেব দেখাইয়াছেন যে ১৮৭২ অব্দ অবধি ১৮৭৭ অব্দ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ ২৫ কোটী টাকা দেনা হইয়াছে। এই ২৫ কোটী টাকার মধ্যে বিশ কোটী টাকা যাহাতে ভবিষ্যতে আয় হইবার সম্ভাবনা আছে এমন পূর্ত্তকার্য্যে বিনিযোজিত হইয়াছে। এই বিশ কোটী টাকা বাদ দিলেও পাঁচ বৎসরে ৫ কোটী অর্থাৎ বৎসর বৎসর কোটী টাকা করিয়া অকুলান হয়। ভবিষ্যতে আয়ের সম্ভাবনা করিয়া পূর্ত্তকার্য্যে যে ব্যয় করা হইয়াছে, তাহাতে আয় নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইবারই সমধিক সম্ভাবনা। টাকার সুদ ও খরচ পোসানই ভার। সুতরাং ঐ বিশ কোটি টাকা ব্যবসায়ার্থ বিনিযোজিত মূলধন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অন্যান্য ব্যয় যেমন, উহাও তেমনি একটী ব্যয় মধ্যে পরিগণিত। যেমন সৈন্য-বিভাগে প্রতি বৎসর ২০ কোটী টাকা ব্যয় হয়, তাহা হইতে কিছু উৎপন্ন হয় না, ইহা হইতে সেইরূপ বাস্তবিক কোন আয় হয় না। ১৮৭৮ অব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে নূতন খালে কিঞ্চিদধিক ৯ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত উহাতে এক কপর্দ্দকও আয় হয় নাই। পক্ষান্তরে, খালের পর্য্যবেক্ষণাদির জন্য যে ব্যয় হয়, তদর্থ গবর্ণমেণ্টকে ৮৭০০০০ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ওদিকে দেখ এই দশ বৎসরে রেলওয়েতে কিঞ্চিদধিক ১৪ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে, কিন্তু উহাতে ৮৮০০০০ টাকা আয় হইয়াছে। সুতরাং দশ বৎসরে প্রায় ২৪ কোটী টাকা ব্যয় করিয়া বৎসরে ২১০০০০ টাকা মাত্র লাভ হইতেছে। মূল ধনের এই প্রকার বিনিয়োগে যদি এইরূপ লাভ হয়, তাহা হইলে অন্যান্য বণিকের সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়া ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেয়। আফগান যুদ্ধ-ব্যয়ের বিষয়ে লেঙ সাহেব বলেন, গবর্ণমেণ্ট নিজে ৪ কোটী টাকা অকুলান স্বীকার করেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রতিমাসে এ যুদ্ধে অন্ততঃ ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িতেছে; প্রায় ১৭।১৮ কোটী টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। তাহার উপর পূর্ত্তকার্য্যেও অন্ততঃ ৩ কোটী টাকা ব্যয় আছে। এ উভয় ব্যয়ের কোনটীই আয় হইতে উঠিবার সম্ভাবনা নয়। সুতরাং এ ব্যয়ের সংগ্রহার্থ হয় ইংলণ্ডকে সাহায্য করিতে হইবে, না হয় ঋণ করিতে হইবে। বাৎসরিক ৪০ কোটী টাকা যে গবর্ণমেণ্টের আয়, তাহাকে যদি প্রতিবৎসর ১০ কোটী টাকা ধার করিতে হয়, তাহা হইলে ত ভয়ানক ব্যাপার হইয়া উঠে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। অতএব ইংলণ্ডের সাহায্য দান দ্বারা এ গবর্ণমেণ্টের উদ্ধার করা কর্ত্তব্য। ইংলণ্ড সাহায্য দান করিলে যে উপকার হইবার সম্ভাবনা লেঙ সাহেব সে কথাও কহিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় প্রজামাত্রেই "গ্লাডষ্টোন, ফসেট ব্রাইট প্রভৃতি মহোদয়দিগের নাম জ্ঞাত আছে, ইঁহাদের প্রতি তাহাদের অসাধারণ ভক্তি। তাহারা যদি শুনে যে ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি ন্যায়ানুগত সুবিচার করিবার অভিপ্রায়ে ইঁহারা আফগান যুদ্ধের ব্যয় ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহা হইলে হর্ষে তাহাদিগের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে, তাহারা আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে। ষ্ট্রাচি ও লিটনের অত্যাচারময় শাসন স্মৃতি দুঃস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ক্রমশঃ অন্তর্ধান হইবে এবং বহুকালাবধি শাসনকর্ত্তৃগণের সুবিচারের প্রতি তাহাদের যে ভক্তি ছিল, ইংরাজের সাধুতায় তাহাদের যে বিশ্বাস ছিল, তাহা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিবে।"

তিনি আর এক স্থলে লিখিয়াছেনঃ—"আমি ভরসা করি গ্লাডষ্টোন, লর্ড হার্টিংটন এবং লর্ড রিপণ অকুণ্ঠিত চিত্তে উত্তমরূপে ভারতবর্ষীয় রাজকার্য্য সম্পন্ন করিবেন। যদি কিছু অন্যায় হইয়া গিয়া থাকে, তাহার প্রতীকারের সম্পূর্ণ চেষ্টা পাইবেন এবং ন্যায়ানুগত কার্য্য করিতে কিছুতেই শঙ্কিত হইবেন না। পূর্ব্বকৃত অবিমৃষ্যকারিতার দণ্ড স্বরূপ যাহা দিতে হয় দিয়া ভবিষ্যতের শাসন-পথ তাঁহাদের পরিষ্কার করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহাদের ভবিষ্যৎ রাজনীতি যেন শান্তি, পরিমিত ব্যয় ও সুবিচার" এই তিনটী ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়।"

এই পর্য্যন্ত আমরা লেঙ মহোদয়ের প্রবন্ধের সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের প্রতিপদ ও প্রতি অক্ষর ভূরি পরিমাণে তাঁহার

উদারতা ও উচ্চাশয়তার পরিচয় দিয়া দিতেছে। অতঃপর রিচার্ড ষ্ট্রেচির প্রবন্ধের বিষয় লইয়া কিঞ্চিৎ আন্দোলন করা কর্ত্তব্য। রিচার্ড ষ্ট্রেচি দেশের উপকারের উদ্দেশে লেখনী ধারণ করেন নাই। তাঁহার ভ্রাতাকে দোষ-মুক্ত করাই তাঁহার লেখনী ধারণের উদ্দেশ্য। তাঁহার সৌভ্রাত্র প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে ভ্রাতায় ভ্রাতায় যদি এমন ভাব থাকে, অনেক লাভ হয়।

রিচার্ড ষ্ট্রেচি বলেনঃ—"হিসাবে ভুল হইলে রাজস্বমন্ত্রী সে ভুল ধরিতে পারেন না। অন্যান্য বিভাগ হইতে যে হিসাব আইসে, রাজস্বমন্ত্রির সেই হিসাব পরীক্ষা করিয়া লওয়া সাধ্যায়ত্ত নয়। লইবার কোন উপায়ও নাই। বিশেষতঃ সৈনিক বিভাগের হিসাব যেমন আইসে, ঠিক সেই ভাবেই লইতে হয়। অতএব সৈনিক বিভাগের হিসাবে যে ভুল হইয়াছে, তাহার জন্য সার জন ষ্ট্রেচি দায়ী হইতে পারেন না। অপর ব্যয়ের যে অনুমান হইয়াছে, তাহা ৮০-৮১ অব্দের নহে। অতএব লেঙ প্রভৃতি মহোদয়েরা যে বলিয়াছেন নয় দশ মাসের হিসাব হাতে পাইয়া যে ব্যক্তি সম্বৎসরের আনুমানিক হিসাব প্রস্তুত করিতে না পারে, সে রাজস্বমন্ত্রির কার্য্যের সম্পূর্ণ অযোগ্য, তাহা একান্ত অসঙ্গত" ইত্যাদি।

রিচার্ড ষ্ট্রেচি সাহেব যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা তাহার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। হিসাবের ভুল ধরা ও হিসাব দুরস্ত করা কি রাজস্বমন্ত্রীর কাজ নয়? কাগজ পত্রে কেবল স্বাক্ষর করিয়া ও শৈলবিহারাদির আমোদ প্রমোদ করিয়া কালক্ষেপ করাই কি রাজস্বমন্ত্রীর প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম? শেষোক্ত গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্তই কি রাজস্বমন্ত্রিগণ ইংলণ্ড হইতে এই দূর দেশে আগমন করেন?

রিচার্ড ষ্ট্রেচি আর এক স্থলে লিখিয়াছেন "যদি আফগান যুদ্ধ না হইত, যদি স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা-বিনিময়ে ক্ষতি না হইত ও দুর্ভিক্ষ না হইত। তাহা হইলে লর্ড লিটনের সময়ে ২৩ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহা হয় নাই, কেবল হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহার জন্য লোকে প্রশংসা করে না। সেটী হয় লোকের দোষ, না হয় কর্ত্তার দুর্ভাগ্য।" ইত্যাদি।

এস্থলে লেখকের নিকটে আমাদের সবিনয় প্রশ্ন এই, ঐ সকল উপদ্রব ঘটে নাই, ভারতের এমন অনেক অধিকার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন শাসনকর্ত্তার শাসনকালে ২৩ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে? রিচার্ড ষ্ট্রেচি সাহেব কি অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিতে পারেন?

রিচার্ড ষ্ট্রেচির আর এক স্থানের লেখা এইঃ—

"এ বৎসর সর্ব্ব প্রথমে হিসাবে দৃষ্ট হইল, যে আয়কর পূর্ত্তকার্য্য হইতে লাভ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, খাল ও রেলওয়ে প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া সমস্ত পূর্ত্তকার্য্যের জন্য যত টাকা দেনা হইয়াছে, তাহার সুদ উঠিতেছে এবং তাহার উপরও কিছু কিছু লাভের অঙ্কে দাঁড়াইতেছে। যাঁহারা এ বিষয়ের যথার্থ বৃত্তান্ত অবগত আছেন, তাঁহারাই জানেন যে আয়কর পূর্ত্ত কার্য্য হইতে লাভ হয়।" এ অংশে লাভের কথা আমরা রিচার্ড ষ্ট্রেচি সাহেবের মুখে এই নূতন শুনিলাম। কোন্ প্রদেশে কত লাভ হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া সর্ব্ব সাধারণের চিত্ত হইতে সংশয় দূর করা রিচার্ড ষ্ট্রেচি সাহেবের উচিত ছিল।

রিচার্ড ষ্ট্রেচি সাহেব নিজ প্রবন্ধের উপসংহার ভাগে লিখিয়াছেনঃ—

"আমি আর একটী কথার উল্লেখ করিতেছি। লোকে বলে যে ভারতবর্ষের দৈন্যদশা উপস্থিত, ভারতবর্ষে করস্থাপন যতদূর হইতে পারে হইয়াছে, ভারতবর্ষ করসীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি যতদূর জানি ও যতদূর প্রমাণ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষের ধন ও সমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। করভারও অতিরিক্ত হয় নাই। কয়েক বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর সমস্ত প্রদেশেই বাণিজ্যের অবস্থা মন্দ হইয়াছিল, কিন্তু ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। ভারতবর্ষের দুটী প্রধান প্রদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ প্রকোপসত্বেও এরূপ বাণিজ্য বিস্তার সমৃদ্ধি লক্ষণ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? আমদানী ও রপ্তানীর ক্রমাগত বৃদ্ধি ভারতবর্ষের উৎপাদিকাশক্তি ও ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের ব্যয় শক্তি বৃদ্ধির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রেলওয়ের আয় তরতর করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। তাহাতে দেশের অন্তর্ব্বাণিজ্য যে বৃদ্ধি পাইতেছে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। অনেকে যে বলে লবণ শুল্ক অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, সে কাজের কথা নয়, বরং লবণশুল্কের সাম্য বিধান দ্বারা ১৩ কোটী লোকের লবণ শুল্ক কমান হইয়াছে। কেবল ৩।৫ কোটী লোক মাত্র পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লবণ শুল্ক দিতেছে। এ অংশে যে শুভ হইয়াছে, তাহার প্রমাণ এই যে লবণের ব্যয় শতকরা দশ মণ বৃদ্ধি হইয়াছে, অথচ যেখানে বৃদ্ধি হইয়াছে, সেখানে লবণের ব্যয় কমে নাই। যে যে উপায়ে রাজস্ব লাভ হয়, সে সমুদায় উপায়েরই ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি বিনা হ্রাস হইতেছে না। ইহাও উন্নতির আর এক প্রমাণ। এ দিকে আয়ের যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে, ওদিকে ব্যয়ের সে পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে না। তাহাতে স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে যে অতি সাবধান হইয়া ও অনেক হিসাব করিয়া রাজস্ব ব্যয় করা হইয়া থাকে।"

রিচার্ড ষ্ট্রেচি সাহেব ভারতের যে উন্নতির কথা কহিতেছেন, তাহা বড় অযথার্থ নয়, বাহিরে দেখিলে বেশ উন্নতি দেখায়। ভিতরে কোরা বাহিরে চুণকামকরা বাড়ী যেমন, ভারতের অবস্থা ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। সকলেরই আয় বৃদ্ধি হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই প্রায় চৌদ্দ আনা লোকের আয় রুকবাঁধা দড়ি হইয়া উঠিয়াছে। রিচার্ড ষ্ট্রেচি সাহেব ভারতের যে উন্নতি দেখান, তাহা দুঃসাধ্য-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মুখের চাকচক্য-স্বরূপ। বঙ্গদেশের কৃষক প্রভৃতির উন্নতির কথা যদি বলেন, সে উন্নতি বন্যার জলের ন্যায় ক্ষণস্থায়ি; যদি অন্যত্র দুর্ভিক্ষ হইয়া যদি ধান্যাদি শস্য বিষম মহার্ঘ্য হয়, তাহা হইলেই তাহাদের কিছু সংস্থান হয়। আবার ধান্য সুলভ হইল অথবা অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত জন্মিল, তাহাদের যে দুর্দ্দশা সেই দুর্দ্দশা ঘটিল। দুই চারি জনের ঘরে যদি অন্ন সংস্থান থাকে, তাহাতে দেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছে এ কথা বলা যায় না।

## বিহারবাসীদিগের দুর্দ্দশার কারণ।

ও ডনেল সাহেব "ভারতবর্ষের একটী প্রদেশের উৎসন্ন দশা" নাম দিয়া যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, তাহাই আজ আমাদের এ প্রস্তাবের অবলম্বন। উক্ত সাহেব অন্যতম সিবিল সর্বেণ্ট। তিনি অনেক দিন ঐ বিহার প্রদেশে রাজকর্ম্মচারীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; তাঁহার ঐ প্রদেশের বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার অধিক সম্ভাবনা। তিনি জমিদার ও ইউরোপীয় নীলকরদিগের অত্যাচারকে বিহারবাসীদিগের দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি ঐ অত্যাচার একমাত্র বা প্রধান কারণ নয়। উহার প্রধান কারণ বিহারবাসীদিগের স্বাভাবিক নিশ্চেষ্টতা। ভারতবর্ষের এক একটী প্রদেশের স্বভাবসিদ্ধ এক একটী মারাত্মক দোষ আছে। সেই সেই দোষ সেই সেই প্রদেশবাসীদিগের কেবল যে উন্নতির প্রতিরোধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা নয়, উহা নানাবিধ কষ্টের কারণ হইয়া আছে। সেই সেই দোষ জলবায়ু প্রভৃতি স্বাভাবিক পদার্থের অনুগত; সহজে তাহার সংস্কার বা পরিহার হইবার সম্ভাবনা নয়। যেমন বাঙ্গালীদিগের নির্ব্বীর্য্যতা ও ভীরুতা; উড়িয়াবাসীদিগের নির্ব্বুদ্ধিতা ও নির্ব্বীর্য্যতা; ঐ রূপ বিহারবাসীদিগের নিশ্চেষ্টতা।

বিহারবাসীদিগের নিশ্চেষ্টতাই যে, তাহাদের

দুর্দ্দশার প্রধান কারণ, তাহার প্রমাণ এই, বঙ্গদেশে যেমন জমিদারের সহিত ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, বিহারেও সেইরূপ বন্দোবস্ত। বঙ্গদেশে প্রজাদের উপরে জমিদারের যেরূপ আধিপত্য, বিহারেও সেইরূপ আধিপত্য। বঙ্গদেশে জমিদার ও নীলকরের যে প্রকার দৌরাত্ম্য ছিল, বিহারেও সেইরূপ আছে। তবে বঙ্গদেশের প্রজার সহিত বিহারীর প্রজার অবস্থাগত এত বৈলক্ষণ্য কেন? বঙ্গদেশীয় প্রজার বুদ্ধিমত্তা ও বিহারীয় প্রজার নির্ব্বুদ্ধিতা এই বৈলক্ষণ্যের কারণ। বুদ্ধি থাকিলেই মানুষ পরিশ্রমী হয়। বঙ্গদেশীয় প্রজারা বুদ্ধিপূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়া স্বীয় অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছে এবং তাহাদের উপরে যাহার যে অত্যাচার ছিল, তাহার সঙ্কোচ করিয়া আনিয়াছে। বিহারীয় প্রজারা তাহা করিতে পারে না কেন? তাহাদের বুদ্ধি নাই, সুতরাং তাহারা বিবেচনা করিয়া পরিশ্রম করিতে জানে না, অপরের প্রেরিত হইয়া হনুমন্ত খাটনী খাটে কিন্তু তাহাতে অবস্থার উন্নতি হয় না। উহাদের যদি বুদ্ধি থাকিত, তাহারা বঙ্গদেশীয় প্রজার মত অত্যাচারকারীর অত্যাচার নিবারণ করিয়া আপনাদিগের অবস্থার উৎকর্ষসাধন করিতে পারিত। ও-ডনেল সাহেব যে অনুমান করিতেছেন, জমিদার ও নীলকরের অত্যাচার নিবারণ হইলেই বিহারী প্রজাদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হইবে, কিন্তু আমাদের সে অনুমান হইতেছে না। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ অত্যাচার নিবারণের অনেক সদুপায় করিয়াছেন কিন্তু কৈ তাহাদের অবস্থার উন্নতির ত কোন সম্বাদ শুনিতে পাওয়া যায় না।

গবর্ণমেণ্ট যদি বিহারী প্রজাদিগের দুঃখে বাস্তবিক কাতর হইয়া থাকেন, তাঁহারা জমিদার ও নীলকরের অত্যাচার যেমন নিবারণ করিবেন, তেমনি সেই সঙ্গে সঙ্গে যে উপায়ে বিহারীদিগের বুদ্ধির প্রাখর্য্য সম্পাদিত হয়, তদবলম্বনে যত্নবান হউন। তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করুন, এবং তাহাদের বাসপ্রণালী ও আহার প্রণালীর পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিন। আমাদের পূজনীয় অন্যতম অধ্যাপক মহাশয় এই কথা বলিতেন, পশ্চিমদেশীয়েরা আটার মোটা রুটী খায়, এই নিমিত্ত তাহাদের বুদ্ধি অতি মোটা। পশ্চিমদেশীয়েরা স্থূলবুদ্ধি বলিয়া চির প্রসিদ্ধ, অতএব গবর্ণমেণ্ট যদি বিহারীদের হিতেচ্ছু হইয়া থাকেন, যাহাতে তাহাদের বুদ্ধির স্থৌল্য অপনীত হইয়া সূক্ষ্মতা সম্পাদিত হয়, তাহার উপায় করুন। ও-ডনেল সাহেব উপরি উল্লিখিত গ্রন্থে আপনার যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহার কিয়দংশের অনুবাদ করিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথাঃ—

১৮৭৪ অব্দের দুর্ভিক্ষের অভিনয়স্থল বিহারপ্রদেশ ইংরাজদিগের যেমন পরিচিত, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশ সেরূপ নয়। এটী নিশ্চয়ই চিত্ত আকর্ষণ করিবার যোগ্য প্রদেশ। এই একটী প্রদেশের অধিকারই কেবল সমৃদ্ধ রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ইহা পরিমাণে পর্ত্তুগাল অপেক্ষা বড়। হানোভার ও প্রুশিয়ায় যত লোকের বাস এখানেও তত লোকের বসতি। বিহার এই নাম দ্বারাই জানা যাইতেছে, বসন্ত যেন এখানে চির বিরাজ করিতেছে। ইহার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর ও মনোহর। ভারতবর্ষে গ্রীষ্ম অতিভয়ঙ্কর সময়, সে সময়েও এই বিহার প্রদেশে দিল্লীর ন্যায় প্রচণ্ড গ্রীষ্ম অথবা কলিকাতার ন্যায় দূষিত বাষ্পের প্রাদুর্ভাব হয় না। এখানকার ভূমীসকল অত্যন্ত উর্ব্বরা। বঙ্গদেশে যেমন একটী মাত্র ফসল জন্মে, বিহারে সেরূপ নহে। বঙ্গদেশে হৈমন্তিক ধান্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে না জন্মিলেই দুর্ভিক্ষ হয় কিন্তু বিহারে সেরূপ হয় না। বিহারে যদি হৈমন্তিক ধান্য না জন্মে, তথাপি উহার অধিবাসীদিগের বিশেষ কষ্ট হয় না। তাহারা শীত, বসন্ত ও শরদের যে যে ফসল অর্থাৎ ধান্য, গোধূম, যব, চীনা, কলাই প্রভৃতি সকল প্রকার শস্যের চাস করিয়া থাকে। কেবল পোস্ত ও ইক্ষু জন্মে না, তদ্ভিন্ন আর আর শস্য উত্তমরূপ জন্মিয়া থাকে। সুতরাং একবিধ শস্যের ক্ষতিতে দেশবাসীদিগের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা অতি অল্প।

আমি অনেকদিন ভারতবর্ষে কর্ম্মকাজ করিয়াছি। ১৮৭৪ রের মন্বন্তরের পর্য্যালোচনা করিতে গিয়াই আমি প্রথম বিহার চিনিলাম। আমি যত্ন পূর্ব্বক অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছি, শস্যের অনুৎপত্তি তক্রতা দুর্ভিক্ষের কারণ নয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে সচরাচর যেরূপ বৃষ্টি হয়, ১৮৭৩ অব্দের বৃষ্টি তাহার অপেক্ষা কিছু কম হইয়াছিল। বৃষ্টির এই অল্পতানিবন্ধন পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা উৎপন্ন দ্রব্যের কিছু হ্রাস হইয়াছিল। ঐ অব্দে ধান্যই কেবল ভাল হয় নাই; কিন্তু তাহাতে লোকের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, তাহার কারণ দরিদ্র বিহারীরা চাউলের অন্ন ভক্ষণ করে না, সুতরাং ধান্যের বিঘ্ন নিবন্ধন তাহাদিগের কোন কষ্ট হয় নাই। তাহাদিগের দুঃখের প্রকৃত কারণ কি তাহা আমি পরবৎসর জানিতে পারিয়াছিলাম। বাণিজ্য শস্য ও প্রজাদি সংখ্যা করিবার জন্য যে ডাইরেক্টার জেনেরল নিযুক্ত হন, আমি ১৮৭৫ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁহার একজন সহকারী হই, এবং আমার হস্তে বিহারের তিনটী বড় বড় প্রদেশ অর্থাৎ ভাগলপুর, মুঙ্গের ও পূর্ণিয়ার কার্য্যভার ন্যস্ত হয়। আমি ঐ কার্য্য কলিকাতায় শিমলায় অথবা এডিনবর্গে বসিয়া করি নাই। আমি যে প্রদেশে নিযুক্ত হই, সেই প্রদেশে বসিয়াই করিয়াছিলাম। আমি ঐ সকল বিষয়ে যে রিপোর্ট দি, তাহা ডাক্তার হণ্টরের কৃত বঙ্গদেশের ষ্টাটিষ্টিকাল একাউন্টের ১৪ ও ১৫ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ স্থানত্রয়ের পরিমাণ ১৩১৪৭ বর্গ মাইল এবং অধিবাসীর সংখ্যা ৫১৫৩৮৭৪। ১৮৭৬ অব্দের মধ্যকালে আমি এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বিহারের অন্তর্গত গয়া, চম্পারণ ও সারণ এই তিনটী বৃহৎ জেলার ভারপ্রাপ্ত হই। উহার যে অংশ ১৮৭৭ হইতে ৭৯ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার অধীন হয়, তাহার পরিমাণ ৬৫৮৪ বর্গ মাইল এবং অধিবাসীর সংখ্যা ৫ কোটী। বিহারের সহিত আমার যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয় তদনুসারে যদি আমি বলি, উহার বিশেষ বৃত্তান্ত আমি জানি তাহা হইলে সেটী অন্যায় হয় না। কারণ আমি তথায় অনেক দিন ম্যাজিষ্ট্রেটী করিয়াছিলাম।

বিহার এই শব্দটী উচ্চারণ করিলেই যেন মনে হয়, ভারতবর্ষের মধ্যে উহা একটী উর্ব্বর স্থান, কিন্তু সেখানে সর্ব্বদা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। তত্রত্য প্রজাগণ সকলদেশ অপেক্ষা স্বভাবতঃ বলবান ও সুস্থ; কিন্তু রাজ্যের মধ্যে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র ও অসুখী। এ প্রকার অসন্তোষজনক ক্লেশের তিনটী কারণ আছে। প্রথম, জমীদারেরা যতদূর পারেন, প্রজার নিকট হইতে শুষিয়া কর গ্রহণ করেন। তাঁহারা করসংগ্রহার্থ মধ্যবর্ত্তী লোকদিগকে অল্প অল্প ভূমির ইজারা দিয়া থাকেন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক একটী গ্রাম ও তাহার সংলগ্ন ভূমী মেয়াদী পাট্টার অন্তর্গত করিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয়, বিহারের মধ্যে প্রধানতম জমীদার দ্বারভাঙ্গা ও হাটোয়ার অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজের বিশাল সম্পত্তি রক্ষা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অব্যবস্থা। তৃতীয়, ইউরোপীয় নীলকর প্রভৃতির ইজারদারের উপর অত্যাচার ও নীল বুনিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে ইজারা হইতে বরখাস্ত করা এবং স্থানীয় উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীদিগের সেই অত্যাচারের সহায়তা করা। ইত্যাদি।

---

## দেশীয় হত্যাপরাধে ইউরোপীয়ের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা।

এটী আজ আমরা নূতন শুনিলাম। কখন এ দেশে এ ঘটনা হইয়াছে, আমাদের এমন স্মরণ হয় না। হাইকোর্টের বিচারপতি মুএল হোয়াইট সাহেব তাহা আমাদিগকে শুনাইলেন। তিনি বিজ্ঞ জাতীয়দিগের নিষ্কাতর পরিহার করিয়া জুরীদিগের অন্যায় অনুরোধ সাহস সহকারে অগ্রাহ্য করিয়া কৌন্সলির সহিত বিবাদ করিয়া একজন পুলিষ কনষ্টেবলের হত্যাপরাধে জর্জ্জ মেয়ারনস নামক এক জন গোরার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়া স্বকর্ত্তব্য যথাবিধি সম্পাদন করিয়াছেন। পাপিষ্ঠ ২৬ এ জুন রাত্রি দুই প্রহরের সময় পিও কোম্পানির গেটের গোড়ায় একজন দেশীয় কনষ্টেবলকে দেখিতে পায়, দেখিতে পাইয়া তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে। সে তাহা বুঝিতে পারে নাই। এই অপরাধে তাহাকে হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা এরূপ গুরুতর প্রহার করে যে সে তৎক্ষণাৎ মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যায়। তাহার পর সে উঠিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে; কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত ছুরী বাহির করিয়া তাহার গলায় বসাইয়া দেয়। তাহাতেই সে গরিবের প্রাণবিয়োগ হয়। হাইকোর্টের সেসন মকদ্দমায় জুরিরা সকলে মিলিয়া তাহাকে দোষী বলেন কিন্তু তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার জন্য জজ সাহেবের নিকট অনুরোধ করেন। দয়া প্রদর্শনের কারণ এই যে অপরাধীর চরিত্র পূর্ব্বাপর নির্দ্দোষ এবং এই হত্যাকাণ্ডে তাহার কোনরূপ দুরভিসন্ধি ছিল না, রাগের মাথায় এ কাজ করিয়া ফেলিয়াছে। কি আশ্চর্য্য হেতুবাদ!! একজন লোককে বিনাপরাধে শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় হত্যা করা হইল, তাহার পর কিনা রাগের মাথায় করিয়াছে বলিয়া তাহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতে অনুরোধ? এই কি দয়া প্রদর্শনের উপযুক্ত স্থল? রাগ কেন হইল? কনষ্টেবলের কোন্ কার্য্যে রাগ হইয়াছিল? প্রমাণে স্পষ্ট দৃষ্ট হইল যে কনষ্টেবল নিরপরাধ তথাপি রাগের মাথায় করিয়াছে বলিয়া একজন নির্দ্দয় নিষ্ঠুর দয়ালেশ বিবর্জ্জিত মহাপাপিষ্ঠের প্রতি দয়া প্রদর্শন

করিতে হইবে। এরূপ দয়ার জন্য যাঁহারা অনুরোধ করেন, তাঁহারাই না জানি কেমন প্রকৃতির লোক। যাঁহারা জুরির কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাঁহারা সম্ভ্রান্ত লোক সন্দেহ নাই। অনুচিত দয়া প্রদর্শনে যে কি অনিষ্ট হয়, তাঁহারা তদ্বোধে কি অন্ধ? উপস্থিত স্থলে জুরি এমনি অন্যায় অলৌকিক দয়া প্রদর্শনের অনুরোধ করিয়াছেন যে জজ সাহেব তাঁহাদের কথা গ্রাহ্য করিতে পারেন নাই এবং পরিষ্কার করিয়া সর্ব্বসমক্ষে বলিয়াছেন যে এরূপ অনুরোধের অর্থ তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তিনি অপরাধিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "জুরিস্থিত ভদ্র লোকেরা তোমাকে দোষী বলিয়াছেন, বলিয়াও তোমার পূর্ব্বতন সচ্চরিত্রতার অনুরোধে এবং উপস্থিত হত্যায় তোমার পূর্ব্বাপর কোন অভিসন্ধি ছিল না এই বলিয়া তোমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুরোধ গবর্ণমেণ্টে জানান হইবে, গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে যে অভিপ্রায় হয় করিবেন। কিন্তু আমার যে কার্য্যে ও আমার উপরে যে গুরুতর ভার বিন্যস্ত আছে, তাহাতে আমি তাঁহাদের অনুরোধ গবর্ণমেণ্টের গোচর করা ভিন্ন আর কিছু করিতে পারি না।"

এ সম্বন্ধে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে, গবর্ণমেণ্ট কিরূপ ব্যবস্থা করেন, এই প্রতীক্ষায় সেগুলি অদ্য ব্যক্ত করিলাম না। জুরি ক্ষমা প্রদর্শনের অনুরোধ না করিয়া যদি দুরাত্মার প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে তাহাকে চির কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবার অনুরোধ করিতেন, তাহা সঙ্গত হইত। দুরাত্মা জীবিত থাকিলে গবর্ণমেণ্ট তাহার দ্বারা অনেক কাজ করিয়া লইতে পারিবেন, মরিয়া গেলে ফুরাইয়া গেল।

# বিবিধ সংবাদ।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, বর্ত্তমান বর্ষের ৮ ই আষাঢ় সিউড়ির বাবু কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায় লোকান্তর গমন করিয়াছেন। ইনি গুণজ্ঞ ও গুণের পক্ষপাতী ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মে ইঁহার সবিশেষ আস্থা ছিল। ইনি সর্ব্বদা সদালাপ ও সৎক্রিয়া লইয়া থাকিতেন। ইনি কিছু দিন ২৪ পরগণার দ্বিতীয় সবরডিনেট জজ হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিন শত টাকা পেন্সন পাইতেন। তাঁহার মৃত্যুতে অনেক দীন দরিদ্র ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত একটী গ্রামে একটী স্ত্রীলোক বিশেষ প্রয়োজনানুরোধে সন্ধ্যার পর একটী কাঁটাল বাগানে গিয়াছিল। উদ্যানরক্ষক চোর ভাবিয়া সেই স্ত্রীলোককে তীর দ্বারা বিদ্ধ করে। এক্ষণে সেই স্ত্রীলোকটী মুমূর্ষু অবস্থায় রহিয়াছে। বিশেষ না জানিয়া শুনিয়া ইউরোপীয়দিগের যে গুলি করা রোগ আছে, সেটী ক্রমে সাংক্রামিক হইয়া উঠিতেছে।

লণ্ডনে একটী বৃহদাকার হোটেল নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার ভূমী ক্রয় করিতে ৯০ লক্ষ টাকা ও বাটী নির্ম্মাণ করিতে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

৩০ এ জুন বর্দ্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, বগুড়া, পাটনা, দারজিলিং, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ, নওয়াখালী, ঢাকা ও সাঁওতাল পরগনায় ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। পাবনা ও জলপাইগুড়িতে অপেক্ষাকৃত অধিক হয়।

জাপানের অন্তর্গত কুরমা পর্ব্বতে একটী রৌপ্যের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে ৮ পাউণ্ড মিশ্রিত ধাতুর মধ্য হইতে ২ পাউণ্ড খাঁটী রৌপ্য পাওয়া যাইতে পারে।

কলিকাতার স্থানে স্থানে অনেকগুলি কালী মন্দির আছে। সেই সেই স্থানে এক্ষণে যে সকল ছাগ বলি দিয়া সাধারণকে বিক্রয় করা হয়, তাহার মাংস অতি জঘন্য। ঐ সকল ছাগের অধিকাংশই শীর্ণ কঙ্কালশেষ জীর্ণ রুগ্ন। রোগগ্রস্ত জীবের মাংস ভক্ষণে শরীরে বল হওয়া দূরে থাকুক, পীড়া হইবারই অধিক সম্ভাবনা, দণ্ডবিধি আইনে স্পষ্ট বিধি আছে কেহ অখাদ্য দুর্গন্ধ, অথবা অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য বিক্রয় করিলে দণ্ডনীয় হইবে। আমরা অনুরোধ করি পুলিশের ডিপুটী কমিশনর শ্রীযুক্ত জে, লাম্বার্ট সাহেব এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। দুই এক জন দণ্ড পাইলেই সকলে সাবধান হইবে।

গবর্ণর জেনরল, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণ জাহাজে গমনাগমনকালে আহারাদির জন্য প্রথম সপ্তাহে প্রতি দিবস ৬৪ টাকা পরে ১৭ টাকা করিয়া পান। সৈন্যাধ্যক্ষগণ প্রথম সপ্তাহে প্রতিদিন ৪৫ টাকা ও পরে ১২ টাকা করিয়া পাইয়া থাকেন।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে ১৮৭৯ অব্দের মধ্যে ৭১১ টী দুর্ঘটনা ঘটে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে ৫২৪ টী ঘটনা ঘটিয়াছিল। অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে ১৯ টী, দক্ষিণ ভারতবর্ষে ১৯ টী, পঞ্জাবে ৩৭ টী, সিন্ধু ২৫ টী, রাজপুতানায় ২০ টী, ইষ্টারণ বেঙ্গলে ১৫ টী, সিন্ধু পঞ্জাব ও দিল্লীতে ৩২ টী, মান্দ্রাজে ১৩টী গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলারে ৩১, এবং রেঙ্গুণ ও ইরাবতী উপত্যকায় ২০ টী।

১৪ ই জুনের সোমপ্রকাশে প্রকাশিত "ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হইবার আমাদের অধিকার আছে কি না" এই বিষয় অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টীয় বান্ধব পত্র সম্পাদক "নাস্তিকতা" শীর্ষক দিয়া যে একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা তুষ্ট হইলাম। ঐ প্রস্তাবের শেষ অংশে লিখিত হইয়াছে:—

"একজন নাস্তিক কিরূপে আপনার নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিয়া ঈশ্বরবাদী হইয়া উঠিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

কির্কর নামক জ্যোতির্ব্বেত্তার একজন বন্ধু ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেন। এক দিন সেই বন্ধু তাঁহার বাটীতে আসিবেন শুনিয়া কির্কর তাঁহার ভ্রম বুঝাইয়া দিবার জন্য গগনমণ্ডলস্থ তারকাস্তবকের নিদর্শক একটী গোলক গৃহের এক কোণে রাখিয়া দিলেন। নাস্তিক গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই গোলকটী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ গোলকটী কাহার, কোথা হইতে আনা হইয়াছে?" কির্কর উত্তর করিলেন "এটী আমার নহে, এবং কেহ কখনও ইহা প্রস্তুতও করে নাই। অকস্মাৎ আপনা আপনি এখানে আসিয়াছে।" নাস্তিক বন্ধু উত্তর দিলেন "এ কথা নিতান্ত অসম্ভব, তুমি আমার সহিত কৌতুক করিতেছ।" কির্কর কহিলেন, "আমার এ কথা কৌতুক মনে করিও না, যাহা বলিতেছি, সত্য।" নাস্তিক কহিলেন, "তোমার এ কথা কখনই সত্য হইতে পারে না। তখন কির্কর তাঁহার নিজের কথা ধরিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন "এই ক্ষুদ্র গোলকটী আপনা আপনি হইয়াছে, এ কথা তুমি কোন মতেই বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু এটী গগনমণ্ডলস্থ যে তেজঃপুঞ্জ তারকাস্তবকের অকিঞ্চিৎকর আদর্শমাত্র, সেই তারকাস্তবক বিনা স্রষ্টার বিনা কৌশলে হঠাৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি ইহা বলিয়া বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া থাক, এ তোমার কোন দেশীয় যুক্তি?" নাস্তিক একেবারে অবাক হইলেন, কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। পরে যতই এই বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন, ততই নিজ মতের অযৌক্তিকতা বিশদরূপে বুঝিতে পারিলেন, শেষে মুক্তকণ্ঠে স্পষ্টই বলিলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা নিতান্ত অসঙ্গত ও যুক্তি বিরুদ্ধ।

"'আছেন ঈশ্বর' বলি ঘোষিছে আকাশ।
'সত্যই আছেন,' ধরা করিছে প্রকাশ।"

ইংলণ্ডে একটী গোরু ষোল সহস্র হাজার টাকায় বিক্রীত হয়। ইংলণ্ড যে কেমন ধনী ও ইংলণ্ডের দ্রব্য সামগ্রী যে কেমন উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, পাঠক এতদ্দ্বারা তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিলেন।

আমরা এ সপ্তাহে তত্ত্বকল্পতরু এবং মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী নামে একখানি মাসিক পত্রিকা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। তত্ত্বকল্পতরুতে তারারহস্য নামে তন্ত্র বাঙ্গালা অনুবাদ সহ প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মাসিক পত্রিকায় নানা বিষয় প্রকাশ হইতেছে।

অনেকে মনে করেন ভারতবর্ষে সামান্যরূপ শিক্ষার ব্যয় অল্প হয় এবং উচ্চ শিক্ষার ব্যয় অধিক হয়, অতএব উচ্চ শিক্ষা উঠাইয়া উহার সমস্ত টাকা সামান্য শিক্ষায় ব্যয় করা উচিত। যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহারা মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। উচ্চ শিক্ষার ব্যয় সামান্য শিক্ষার ব্যয়ের এক চতুর্থাংশ হইবে কি না সন্দেহ। ইংলণ্ডে সামান্য শিক্ষার জন্য সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৪ কোটী টাকা খরচ হয় আর ইংলণ্ডের লোক সংখ্যা ৩ কোটী দশ লক্ষ মাত্র। কিন্তু বাঙ্গালায় ৬ কোটী লোকের শিক্ষার জন্য ২৮১ হাজার মাত্র টাকা ব্যয় হয়। অর্থাৎ ইংলণ্ডে যেখানে ১৩৪০ টাকা ব্যয় হয় বাঙ্গালার সেই খানে একটী মাত্র টাকা ব্যয় পড়ে। ভারতবর্ষীয় শিক্ষার যাঁহারা উন্নতি প্রার্থী, তাঁহারা উচ্চ শিক্ষার কয়েকটী টাকার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া যাহাতে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে সামান্য শিক্ষা ব্যয়ের এরূপ অসামঞ্জস্য না থাকে তদ্বিষয়ে যত্নবান হউন।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউসের মান্দালাইস্থ সংবাদদাতা বলেন যে রাজা থিবো ও তাঁহার মন্ত্রিসম্প্রদায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর বড় চটিয়াছেন। তাঁহাদের বিরক্ত হইবার কারণ এই যে তাঁহারা মনে করেন যে ইংরাজেরা নায়ঙওকের কলিকাতা হইতে পলায়নের সহায়তা নাই করুন, তাঁহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক উহাকে কোন বাধা দেন নাই। কলিকাতায় ব্রহ্মরাজের চর আসিয়াছিল, তাহারা গিয়া বলিয়াছে যে রাজকুমারেরা বন্দীভাবে আছে। ইংরাজেরা যে রাজ-

কুমারদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেছেন, এ কথা বলিতে কাহারও সাহস হয় নাই। বাস্তবিকও এক-জন বলী রাজকুমার ইংরাজ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া গিয়া ইংরাজদিগের একজন মিত্র রাজের রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করে, ইংরাজেরা তাহার পলায়নের বিষয় কিছুই জানেন না, এ বড় অন্যায় কথা। যাহা হউক, নারগুণ্ডক ধরা পড়িয়াছেন, তাঁহাকে পুনরায় কলিকাতায় আনয়ন করা হইতেছে।

মীরাটের সব জজের নিকট এক কৌতুকের মকদ্দমা উঠিয়াছে। বাদী রবার্ট কেলি, মিটফোর্ট, প্রতিবাদী লর্ড উইলিয়ম বেরেসফোর্ড। মকদ্দমাটী এই যে প্রতি-বাদী সকলের সাক্ষাতে বাদীকে গালি দিয়া বলিয়াছেন, ঐ বেটা চীনের এক সভায় তাস খেলায় জুয়াচুরী করায় তাহারা উহাকে তাড়াইয়া দেয়। ও একজন প্রসিদ্ধ জুয়াচোর ও বদমা-য়েস। উহার জুয়াচুরীর বিষয়ে আমি যাহা বলিলাম তাহা আমি প্রমাণ করিয়া দিতে পারি। আর আমি ঐ বেটাকে লাথি মারিয়া দূর করিয়া দিব। আমি অম্বালায় ঐ বেটাকে জুয়াচোর বলিয়া গালি দিয়াছিলাম, বেটা কাঁদিতে লাগিল আর আমাকে বলিল "মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন" ও একটা সামান্য বগাড আর জুয়াচোর।" মকদ্দমার এখনও বিচার হয় নাই। সুতরাং এ বিষয়ে কোন মতামত ব্যক্ত করা উচিত নহে। কিন্তু আমরা একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভদ্র ইংরাজ মহলে যদি গালাগালি চলে, তবে আমা-দের ছোট লোকদের অপরাধ কি?

অমৃতসরে সলমন মেসুন নামে একজন লোক তাহার একটী কন্যাকে এক মিসনরি স্কুলে রাখে ও তাহার শিক্ষার সমস্ত ব্যয় দিতে সম্মত হয়। কিছু দিন পরে সলমন আপনার কন্যাটীকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য মিসনরি স্কুলের কর্তৃপক্ষকে জানায় কিন্তু তাহারা তাহাতে অসম্মত হওয়ায় সে অমৃত-সরে নালিশ করে। নালিশে তাহার জিত হয়। তাহার পর মিশনরিরা এই বলিয়া আপীল করেন যে কন্যার পিতা অত্যন্ত দরিদ্র। উহার হস্তে কন্যাটীকে সমর্পণ করা উচিত নয়। মকদ্দমা পুনর্ব্বিচারের জন্য অমৃতসরে প্রেরিত হয়। পুন-র্ব্বিচারে স্থির হইয়াছে যে কন্যা পিত্রালয়ে যাইতে পারিবে না। সে মোযাক নামক এক জন য়িহুদীর বাড়ীতে থাকিবে। ঐ য়িহুদী তাহার লেখাপড়ার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন এবং বিবাহ দিবেন। যদি না দেন তাহা হইলে ২০০ টাকা ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে। আমরা এ মকদ্দমার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পিতা দরিদ্র হইলে তাহার পুত্র কন্যা কাড়িয়া লইয়া যাহার তাহার হস্তে নিক্ষেপ করা আমরা ইংরাজ অধিকারে এই শুনিতে পাইলাম।

দারজিলিং নিউস লিখিয়াছেন যে একজন সাহেব তাঁহার ভৃত্যগণের হস্তে "প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ" হইয়াছেন। তিনি একজন বিষম লোক। তিনি ঐ দিন প্রাতঃকালে তাঁহার সহিসকে মারিয়া বৈকালে আবার খিদমদগারকে মারিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় সহিস খিদমদগার ও অন্যান্য চাকরে মিলিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ঔষধ দিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। আমরা যতদূর জানি পাহাড়ী চাকরেরা বড় দুষ্ট নয়। তাহারা মনিবকে খুসী করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করে ও অনেক অত্যাচার সহ্য করে। কিন্তু যখন তাহারাই এত চটিয়াছে, তখন যদি ইংরাজ চাকর হইত তাহা হইলে ত সাহেবের হাড় থাকিত না। সাহেব মহাশয়দিগের এ সকল বিষয়ে একটু বিবে-চনা করিয়া চলা একান্ত আবশ্যক।

হিন্দুপেট্রিয়টে একজন শিবপুর কলেজের কার্য্য প্রণালীর অতি কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে শিবপুর কলেজের অধ্যক্ষেরা হয় অত্যন্ত অযোগ্য না হয় তাঁহারা কলেজটী দ্বারা যাহাতে বাঙ্গালীদের কিছু উপকার না হয় তাহার সম্পাদনে দৃঢ়সঙ্কল্প। এখানে সাহেব ও ফিরিঙ্গির ছেলেদের বিশেষ সমাদর। তাহারা ভাল পাকা বাড়িতে থাকে। তাহাদের খাওয়া দাওয়ার বন্দো-বস্ত কর্তৃপক্ষের হাতে! তাহাদের জন্য কলিকাতা হইতে পাইপে জল যায়। মাষ্টারেরা তাহাদিগকেই যত্ন করিয়া পড়া বুঝাইয়া দেন। আর বাঙ্গা-লীরা খোড়ো চালায় থাকে। সেখানে সর্পের উপদ্রব আছে। তাহাদের আহারাদি ব্যবস্থা নিজে নিজেই করিতে হয়। তাহাদের সেইখানকার পুকুরের জল খাইতে হয়। কিছু জিজ্ঞাসা করিলেই মাষ্টারেরা ধমক দেন ইত্যাদি।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে দৃষ্ট হইবে নিম্নলিখিত ভারতবর্ষীয়েরা অন্যান্য দেশে অবস্থিতি করিতেছে।

| | |
|---|---|
| মরিসস | ১৪১৩০৯ |
| সিংহল | ১২৪৯৬২ |
| ব্রিটিশ গায়েনা | ৮৩,৭৮৬ |
| ত্রিনিদাদ | ২৫৮৫২ |
| জামেকা | ১৫,১৩৪ |
| নেটাল | ১২৬৬৮ |
| ষ্ট্রেটসসেটলমেণ্ট | ,৫০০০ |
| মোটবিনসোট | ১৫৫৭ |
| গ্রেনাডা | ২১০০ |
| সেণ্ট লুসিয়া | ১১৭৫ |
| নেবিস | ৩১০ |
| সেণ্টকিটস | ২০০ |
| ফিজি | ৪৮০ |
| রিইউনিয়ন (ফ্রেঞ্চ) | ৪৫০০০ |
| গোয়াডালোপ | ১৩৫৪৩ |
| মার্টিনিক | ১০০০০ |
| কেইন | ৪২৭২ |
| নব কালিডোনিয়া | ৬২০ |
| সুরিনম (ও লান্দাজ) | ৩২১৫ |
| সেণ্টক্রুথ (দিনেমার) | ৮৭ |
| | ৮৯০৩৭০ |

রিকে উপসাগরের সহিত ভূমধ্যস্থ সাগরের যোগ করিবার জন্য এক খাল কাটার যে প্রস্তাব হয়, জিপনে সাহেব তাহার রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। কেফৌ হইতে আরম্ভ করিয়া নায়বোন নগর পর্য্যন্ত খাল যাইবে। খাল কাটা হইলে বিস্কে হইতে ভূমধ্য সাগরে আসিতে ৫৪ ঘণ্টা লাগিবে, তাহা হইলে প্রায় চারি দিন লাভ হয়। খালের খরচ ২২ কোটী টাকা।

কলিকাতা টেলিগ্রাম আফিসের ক্যাসিয়ারের হিসাবে সন্দেহ হওয়াতে ডাইরেক্টার জেনরল তাঁহাকে সস্পেণ্ড করিয়াছিলেন, এক্ষণে দেখা হইয়াছে হিসাবে ৫০০ টাকা মিলিতেছে না।

যদিও এক্ষণে কাশ্মীরের দুর্ভিক্ষের প্রকোপের হ্রাস হইয়া আসিয়াছে, তথাপি মহারাজ দরিদ্রদিগের কষ্ট নিবারণার্থ শ্রীনগরে একটী বৃহৎ দরিদ্র নিবাস নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। নানাপ্রকার মজুরের কার্য্য চলিতেছে। মহারাজ এত করিয়াও প্রধান গবর্ণমেণ্টের প্রিয় হইতে পারিতেছেন না। কতক-গুলি ইউরোপীয় শত্রু তাঁহার উন্মূলন চেষ্টায় আছেন।

কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে ১৮৭৯ ও ৮০ অব্দের মধ্যে কলিকাতায় ১৬টী জয়েণ্টষ্টক কোম্পানি স্থাপিত হইবার রেজেষ্টারি হইয়াছে। ইহাদিগের মূল ধন ৪৬ লক্ষ টাকা। এই কোম্পানির মধ্যে ৮টী চায় ও দুইটী বেঙ্গল ব্যাঙ্ক এবং হিন্দু ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক নামে কোম্পানি খোলা হইয়াছে।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন সাহেব ২৪ এ জুলাই দারজিলিং হইতে সারানামক স্থানে যাত্রা করিবেন। তথা হইতে ভাগলপুর, মুঙ্গের দারভাঙ্গা, মজফরপুর প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া কলি-কাতায় প্রত্যাগমন করিবেন।

মস্কুরিতে এরূপ ভয়ানক বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে যে তাহাতে অনেক গৃহ ও প্রাচীর ভূমিসাৎ হইয়াছে।

# সোমপ্রকাশ।

## বিজ্ঞাপন।

### নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্বল গ্রহণী সূতিকাগ্রহণী এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতায় সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৶০ আনা।

### নবাবিষ্কৃত মহৌষধ
### চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহ্বায়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব সপূয ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহকাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতায় ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতায় সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

এক শিশির মূল্য ... ২ দুই টাকা
প্যাকিং ... ৵০ দুই আনা

### সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ... ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ... ৵ আনা।

### রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্নে প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাণ বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতি শক্তি বৃদ্ধি করে কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
" "উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্নী।
" " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ মতে ঔষধালয়।
১৪০ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া

---

দ্বিতীয়ভাগ কল্পদ্রুমের অষ্টম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩, টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে, অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
৩। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৪। উপন্যাস।
৫। ফুল তোমার জন্য ফুটে না।
৬। মনুসংহিতা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি কর্ম্মার আট কর্ম্মায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃন্দ ওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মনঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

---

শীঘ্র নির্ভয় নিশ্চয়!!!

### বি, এন, দাসের গণোরিয়া মিকশ্চর

ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন, পুরাতন মেহ শ্বেতপ্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। এই ঔষধ দ্বারা বহুসংখ্যক লোক আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য মায় প্যাকিং বড় শিশি ৩৷৷, মধ্যম ২, ছোট ১৷০।

৪৫ নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা।

### শক্তিসঞ্চারক আরক মূল্য ১৷৷০ টাকা।

এই মহৌষধ দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং সকল প্রকার গ্লানি নষ্ট করে, বলাধান হইয়া দেহ পুষ্ট ও কান্তি বিশিষ্ট করে, এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম জন্য দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা. বাত, পারা দোষ, শোথ, উপদংশ, (গেবমী) এমন কি শ্বাস কাশ ইহাদেরও বিশেষ উপকারী মহৌষধ।

মহাশয় আমি বহু দিবস হইতে ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণতা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে এক প্রকার কার্য্যে অক্ষম হইয়াছিলাম, নানাপ্রকার ঔষধ সেবন বিফল হওয়াতে আমার প্রিয় বন্ধু যোগেন্দ্র বাবুর নিকটে আপনার "শক্তি সঞ্চারকের" গুণ শুনিয়া এক শিশি সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্টি হইয়া বেশ বলবান ও কার্য্যদক্ষ হইয়াছি। মহাশয় আর দুই শিশি শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীবিপ্রদাস মণ্ডল
ময়মনসিংহ।

১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি বহুবাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দের নিকট পাওয়া যায়।

## উপহার।

সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান,
সাধু-রহস্য ও সমালোচন-পূর্ণ
মাসিক পত্রিকা।

এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকাখানি বর্ত্তমান জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩।৵০। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া মূল্যসহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
শোভাবাজার কলিকাতা।

## যোগসিদ্ধরস।

এই সুসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের একরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহরোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাবকালীন জ্বালা, সপূয় ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, খড়ি জলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। ইহা আমরা বহুতর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। এ ভিন্ন দুর্গম শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর নুপুরজঃ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

## মালতী কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। চক্ষু জ্যোতি বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরে শোণিত উত্তপ্ত হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান ও সমূহ বায়ু বিকার নষ্ট করে। এজন্য উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু, গুলমবায়ু, বুদ্ধিভ্রংশ, মৃগী, চিত্তচাঞ্চল্য, মন হু হু করা, ভুল বকা, হঠাৎ চিৎকার, হাস্য, ক্রন্দন পৈত্তিক এবং হস্তপদাদির জ্বালা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহার মনোহর সৌরভে গৃহ আমোদিত হয়। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৵০।

## শক্তিরস।

এই কল্যাণকর ঔষধ শ্বাসপ্রশ্বাসীয় যন্ত্রে ক্রিয়াবান হইয়া, সর্ব্ব প্রকার সর্দ্দি, উৎকাসি, ঘুংড়ি, কাশ, শ্বাসকাশ, রক্তোৎকাশ, বক্ষোবেদনা, পার্শ্বশূল, জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ সংযুক্ত অতি উৎকট অবস্থাপন্ন, হইলেও রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। এবং কিঞ্চিৎ ব্যাপককাল ঔষধ সেবনে ক্ষয়কাশ এবং যক্ষ্মাকাশ বিনষ্ট হয়। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

## কামোদ্দীপক রসায়ন।

অতিশয় মানসিক চিন্তা, পীড়াস্তে বহুদিবসের মেহ পীড়া, অতিশয় ইন্দ্রিয়-পরবশতা, অপরিমিত শুক্র ক্ষয়, স্নায়ু বিকার বা উহার নিস্তেজস্কতা সর্ব্বদা যে ধাতু তরল, অধিক স্বপ্নদোষ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, শিথিল ইন্দ্রিয়, পুরুষত্বের হানি বা ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, তৎসমুদয় এই রসায়ন সেবনে আরোগ্য হয় এবং শরীরের বল-বীর্য্যাদি সংশোধিত হয় এবং সমধিক রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। ১০ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ৩ প্যাকিং ৵০।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
শ্রীপ্যারিলাল স্বর্ণকারের বাটী।
কলিকাতা সিমুলিয়া।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া।

## মহৌষধ।

যাঁহারা শিরফুলা (orchitis) একশিরা (Hydrocele) ও কোরণ্ড (Scrotal tumour) হইতে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা শীঘ্র আবেদন করুন। সহস্র রোগী এই ঔষধ লেপনে আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য-ফিঃ বাটি ২, প্যাকিং ।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।—

আশ্চর্য্য ঔষধ!

মেহ, প্রমেহ, ধাতু সম্বন্ধীয় পীড়া, প্রদর, শ্বেত প্রদর ও সহস্র প্রকার স্ত্রীরোগের আশ্চর্য্য ঔষধ। সহস্র রোগী এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরাম হইয়াছে। মূল্য ফিঃ বোতল ছোট ২, বড় ৪, । প্যাকিং ।০। রোগ আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

ডবলিউ রুডর এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিবনারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

## বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কলিকাতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটোলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ২৭ নং কলেজ স্কোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাসুল সহ ৸০ আনা মাত্র।

## সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৩৭ নং চিৎপুর রোড—গরাণহাটা—কলিকাতা।

সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ রাজশ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিউজিক ডাক্তর মহাশয় তাঁহার কৃত সঙ্গীত শিক্ষা করিবার বিশুদ্ধ পুস্তকগুলি বিক্রয়ের কারণ এই পুস্তকালয়ের উপর ভারার্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত ও অন্যান্য ইংরাজি বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত পুস্তক সকল এই কার্য্যালয়েই উচিত মূল্যে পাইবেন।

| | মূল্য | ডাক মাশুল |
|---|---|---|
| যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা | ৩॥০ | ॥০ |
| সঙ্গীতসার | ৪।০ | ।০ |
| কণ্ঠকৌমুদী | ২॥০ | ॥০ |

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল
ম্যানেজার।

মৎ প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

## ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫॥০ টাকা ডাক মাশুল ।৵

## আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সর্দ্দিগরমি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১॥০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

## আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির সচিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ।০

## আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵৹
শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

---

## পঞ্চানন্দ।

### রসভাবে পরিপূর্ণ।

উচ্চ অঙ্গের রাজনীতি, সমাজনীতি, সুনীতি এবং দুর্নীতির সমালোচন। সাহিত্যের স্বর্গলাভ গদ্য পদ্যের আদ্যশ্রাদ্ধ। গ্রাহক হইলেই ছবি।

মাসে দুইবার দেখা।
নির্ব্বোধের নাম বোকা॥

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র; ডাকমাসুল লাগে না। নিতে হয় ত, দেরি নয়। কলিকাতার এজেন্ট—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মেডিকেল লাইব্রেরি ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

৪৪ রসারোড় ভবানীপুর } শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কার্য্যাধ্যক্ষ।

---

## ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, গৃহচিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা পুস্তকসহ ঔষধের বাক্স, শিশি, কর্ক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রী হয়। সচিত্র মূল্য নিরূপণ পত্র ও পোষ্ট কার্ড বিজ্ঞাপনী বিনা মূল্যে বিতরিত।

### ঔষধের মূল্য

| | ১ ড্রাম | ২ ড্রাম | বাক্স। | | |
|---|---|---|---|---|---|
| মাদা টিং | ॥৵৹ | ॥৵৹ | ওলাউঠা বাক্স | ২॥৹ | ৪॥৹ |
| ক্ষুদ্র বড়ী | ।৵৹ | ॥৵৹ | সাধাঃ চিকিঃ | ৮৲ | ১২৲ |
| ডাইলিউসন | ।৹ | ।৵৹ | জ্বররোগের | ৫৲ | ১০৲ |

### বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

| | | | |
|---|---|---|---|
| চিকিৎসা বিজ্ঞান | ৫৲ | চিকিৎসা সূত্র | ॥৵৹ |
| ওলাউঠা চিকিৎসা | ।৹ | ওলাউঠা চিকিৎসা হিন্দি | ।৵ |
| স্ত্রী চিকিৎসা | ১৲ | প্রমেহ, শুক্রক্ষরণ | ।৵ |
| ঔষধগুণ সংগ্রহ | ১।৹ | হাম ও বসন্ত চিকিৎসা | ৵৹ |
| অস্ত্র চিকিৎসা | ॥৹ | হোমিওপ্যাথিক কি? | ৵৹ |

ভারতচিকিৎসক, বার্ষিক মূল্য ১॥৵ ডাক মাশুল।৵৹।

## দত্ত-প্রেস।

আমাদিগের ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল দাখিলা, রসিদ, লেবল প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষরে সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে।

প্রেস, কেস, অক্ষর প্রভৃতিও এখানে বিক্রয় হইয়া থাকে।

## নিউ লাইব্রেরি।

এখানে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সকল প্রকারের পাঠ্য পুস্তক, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণাদি, ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক ও নভেল ইত্যাদি বিক্রয় হয়। অধিক টাকার পুস্তকে কমিশন দেওয়া যায়।

## বিনা মূল্যে বিতরণ।

মুল শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ দেবনাগর অক্ষরে ছাপা ডাকমাসুলাদি ব্যয়ের নিমিত্ত ।৵৹ আনা মাত্র নির্দ্ধারিত।

### ঐ বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ১০ শ ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে সম্পূর্ণ ডাকমাশুলাদি ব্যয় নিমিত্ত ২॥৹ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত।

## হরিবংশ।

মূল হইতে পদ্য অনুবাদ ১ম ২য় ৩য় খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে, ১০ খণ্ডে গ্রন্থ সমাপন হইতে পারিবেক। ডাকমাসুলাদি ব্যয় নিমিত্ত সর্ব্বসমেত ২॥৹ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত। গ্রাহকগণ আপাততঃ এক টাকা পাঠাইলে গ্রাহক শ্রেণিভুক্ত হইতে পারিবেন তাহাতেও অপারক হইলে ।৹ চারি আনা পাঠাইলে এক এক খণ্ড পাইতে পারিবেন।

প্রকাশক
শ্রীশ্রীনাথ দাস এবং কোং
৩৬ নং গরাণহাটা, অথবা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ও হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সরী।

---

## শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

### ১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

### বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীন বল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে" স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

| | |
|---|---|
| ১ কৌটা বটিকার মূল্য … … | ২ টাকা। |
| ঘৃত ৵৹ পোয়া … … … | ৩ টাকা। |
| তৈল ।৹ পোয়া … … … | ৪ টাকা। |

### জ্বরারি কষায়।

( পরীক্ষিত মহৌষধ। )

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, ( ম্যালেরিয়া ) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয়। এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

| | |
|---|---|
| এক শিশির মূল্য … … | ১॥৹ টাকা। |
| প্যাকিং ও ডাকমাসুল … | ৵৹ আনা। |

### শিবাঘৃত।

( নপুংসক শৃগাল কাথে প্রস্তুত )

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ু রোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

### রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ, মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

| | |
|---|---|
| এক পোয়ার … মূল্য … | ৪ টাকা। |
| প্যাকিং ডাকমাসুল … … | ৵৹ আনা। |

### শারিবা আসব।

ইহার ব্যবহারে সকল প্রকার বাত, রক্ত দোষ, পারাদোষ ( অর্থাৎ পারা যে কোন প্রকারে শরীরস্থ হইয়া যে সকল রোগ উৎপন্ন করে ) বাতরক্ত নালিয়া শোথ, গাত্রকণ্ডু, শরীরের দুর্ব্বলতা, স্ফূর্ত্তিবিহীনতা, মস্তক ঘূর্ণন হস্তপদাদির জ্বালা, উপদংশ বা গরমিব পীড়া জন্য গাত্রে যে সকল বিকৃতিচিহ্ন বা ক্ষত হয়, তৎসমুদায় ইহা দ্বারা বিনষ্ট হয় অর্থাৎ শরীরের দূষিত রক্ত সকলকে পরিষ্কার করিয়া এই সকল পীড়ার শীঘ্র উপশম করে, এতদ্ভিন্ন শরীর কৃশ এবং দুর্ব্বল হইলে ক্রমশঃ ইহা দ্বারা শরীর বলবান, স্থূলত্ব ও কান্তি বিশিষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ও ডাক মাসুল ৷৵ বার আনা।

# বিজ্ঞাপন।

## রাজমহলে মূল্যবান সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

মিসুর্যার্শ ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি ডিক্রিদার।

বঃ

মিশেশ ই, আর ম্যাসিক সাহেবা দেনাদার।

নীচের লিখিত জমীদারি, পত্তনি, ও জোত সম্পত্তির অবিভক্ত ॥৵০ আনা অংশে দেনাদারের যে স্বত্ব সম্পর্ক ও সত্তা আছে তাহা সন ১৮৮০ সালের ৫ ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার তারিখে রাজমহলের আসিষ্টাণ্ট কমিশনর এবং সবরডিনেট জজ আদালতে বিক্রয় হইবে। মিসুর্যার্শ ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি যাঁহারা উক্ত সম্পত্তির অপর ।৵০ আনা অংশের স্বত্বাধিকারী এতদ্দ্বারায় জানাইতেছেন যে, যদি উপরি উক্ত আদালতের বিক্রয়ে উক্ত সম্পত্তির উপযুক্ত ও প্রচুর মূল্য হয়, তাহা হইলে নিলাম ক্রেতা ঐ মূল্যের হারানুসারে মূল্য প্রদানে অপর ।৵০ আনা অংশ লইতে পারিবেন। মিসুর্যার্শ ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি উপরি উক্ত মতে সম্পত্তি বিক্রয় এবং হস্তান্তর করিতে প্রস্তুত আছেন।

এ বিক্রয়ে ধনাঢ্য মহাত্মাগণকে অহ্বান করা যাইতেছে।

| তালিকার নম্বর। | তৌজির নম্বর। | কালেক্টরির নাম। | মহলের নাম। | জমির পরিমাণ। | সদর জমা |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | জমীদারি | | |
| ২৫ | ৫৪৪ | মালদহ | হরিশপুর বিসনপুর | ১৪৮৭/০ | ৩৩৮৸০ |
| ২৮ | ৫৫৮ | ঐ | দরি দিয়াড়া ঝাউবোনা | ৪২৪০/০ | ৬৬২৸/৯ |
| ২৯ | ১১৬ | নয়াহুমকা | ওয়াকেক নিমগাছী উধুয়া | ৩৩৩২/০ | ২৯৭॥/৩ |
| ৩০ | ১২০ | ঐ | তরফ পলাষগাছী | ২১২৬০/০ | ৮০৫।৶২ |
| | ঐ | ঐ | তরফ সিরশী গোবিন্দপুর | ১২২৫/০ | |
| ৩১ | ১২৮ | ঐ | মৌজে নাহুটোলা | ৪৮৯৪/০ | ৩২৭॥০ |
| ৩২ | ১৪২ | ঐ | তরফ লক্ষ্মীপুর | ৬৩৮/০ | ২২।৶০ |
| ৩৩ | ১৪৩ | ঐ | তরফ লক্ষ্মীপুর | ৯৯১৶০ | ২৮/০ |
| | | | পত্তনি | | |
| ৩৪ | ৪২ | পুরনিয়া | তরফ ধরমপুর মোবাক্ত | ২৫৬২/০ | অন্যান্য মহলের সামিলে থাকায় কর দিতে হয় না |
| ৩৮ | ১৬৪৪০২ | নয়াদুমকা | মৌজে শুকপাড়া ও আনা নতবন্দবস্তী শুকপাড়া | ২৪৫০/০ | ৬৬২৸/৯ |
| ৩৯ | | ঐ | মৌজে পাতড়া ও জলকর পাতড়া এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাইগীর ও জোত | ৫৬৬১/০ | ১০০১ |

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিবরণ জানিবার প্রয়োজন হইলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

জি, এস, শাইক্‌শ

রাজমহল।

৫ ই আগষ্ট। ১৮৮০ অব্দ।

---

### সঙ্কট তৈল।

অর্দ্ধ ড্রাম শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা। কর্ণের ঘা, পূয়, কটকট, বেদনা, সন সন, ভোঁ ভোঁ, বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

### মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ॥০ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, মোড়ে ফুলা, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীবিহারিলাল বর্ম্মণঃ

৩৪ নং চোরবাগান

ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।

কলিকাতা।

---

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

### শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৫৬ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ-ধাতু-ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

### কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১, ডাকমাশুল ॥৵০

### স্বরসুন্দরীবটিকা।

ইহার সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক ও রোগ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২, ডাকমাশুল ॥০

### নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকাজন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় জ্বর অরুচি-প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১॥০ ডাকমাশুল ॥৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা আনাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

এই পত্র প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে কলিকাতা মৃজাপুর বুদ্ধওস্তাগরেরলেন ১০ নং বাটী কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

ঐ সকল প্রদেশে বর্ষা অল্প হয় বলিয়া শক্ত করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করে না। সুতরাং একটু অধিক বৃষ্টি হইলে ঘর পড়িয়া যায়।

যখন নূতন মণি অর্ডরের প্রথা প্রথম প্রচলিত হয়, তখন ইউরোপীয় ব্যবসাদারেরা উহার অত্যন্ত বিরুদ্ধবাদী হইয়াছিলেন। কিন্তু দেশীয় লোকে উহাতে বড়ই সুবিধা বোধ করিতেছে। পুরাতন প্রণালীতে যত মণি অর্ডর হইত, এখন তাহার সাড়ে চার গুণেরও অধিক হইতেছে। পূর্ব্বে সপ্তাহে অত্যন্ত অধিক হইলে ৮ লক্ষ টাকা আয় হইত, এক্ষণে ৪৫ লক্ষ টাকা হইতেছে। ইহার সুবিধা আমরা বিশেষ অনুভব করিতেছি; ডাকঘরের বন্দোবস্তেরও ভূরি প্রশংসা করিতে হয়।

কাপ্তেন হণ্ট নামক টংঘুস্থ একজন কমিসরিয়াট আফিসর ঘুস লইয়াছে বলিয়া বিচারার্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে সমর্পিত হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট ১০০০ টাকার জামিন লইয়া আসামীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

মহীশূররাজের মণি মাণিক্যাদি যাহা ছিল, তাহার এক তালিকা থাকে। এখন সে তালিকা পাওয়া যায় না। বড় ঘরের দ্রব্য সামগ্রী পাখা হইয়া প্রায় উড়িয়া যায়? মণি মুক্তা স্বর্ণ রৌপ্যাদিরও প্রায় শুকতি বাদ গিয়া থাকে।

শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে মুসলমানের কন্যা পুত্রের বিবাহে যে অনর্থক অনেক অর্থ ব্যয় হয়, তাহা রহিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। নাবদ আমীর হোসেন ইহার প্রধান উদ্যোগী। আমাদের দেশেও এইরূপ চেষ্টা মধ্যে মধ্যে হয় কিন্তু সে চেষ্টা তালপাতার আগুনের ন্যায় হুস করিয়া নিবিয়া যায়।

দিল্লী কলেজের পুনঃ স্থাপনের জন্য দিল্লীর অনেকগুলি ভদ্র লোক লর্ড রিপনের নিকট প্রতিনিধি পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। প্রতিনিধিগণের মধ্যে দিল্লী বাদশাহ বংশীয় মির্জা সলিমানসা সর্ব্বপ্রধান। তাঁহারা ইহারই মধ্যে প্রায় ৫০০০০ টাকা চাঁদার আশ্বাস পাইয়াছেন। যদি গবর্ণমেণ্ট কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসিক ১০০ টাকা দিতে সম্মত হন, তাহা হইলে তাঁহারা চাঁদা করিয়া দুই লক্ষ টাকা তুলিয়া দিতে পারেন।

সতীদাহ ভারতবর্ষ হইতে একেবারে উঠিয়া যায় নাই। মধ্য ভারতের মধ্যবর্ত্তী বামরা নামক স্থানে উক্ত বংশীয় এক রমণী পতিবিয়োগে অসহ্যবেদন মব বৈধব্য সহ্য করিতে না পারিয়া পতির চিতানলে আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হয় নাই। বামরার রাজা যে সকল লোকে সতী দাহের উদ্যোগী ছিল, তাহাদিগকে বিচারে দণ্ডিত করিয়াছেন কিন্তু সে অতি সামান্য অর্থ দণ্ড মাত্র। ছত্রিশ গড়ের কমিশনর সতী দাহকারীদিগের এরূপ সামান্য দণ্ড শুনিয়া সম্বলপুরের ডেপুটী কমিশনরের উপর ইহার অনুসন্ধানার্থ ভার দেন। অনুসন্ধানে রাজা বলেন আমি অপরাধিদিগকে অধিক দণ্ডের উপযুক্ত মনে করি নাই। কিন্তু ডেপুটী কমিশনর যদি অধিক পরিমাণে দণ্ড দেওয়া আবশ্যক মনে করেন। রাজা তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন। ডেপুটী কমিশনর বিচার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিসিদ্ধ মনে করেন নাই। কারণ, সার রিচার্ড টেম্পলের সময় অবধি রাজারা সামান্য জমীদার বলিয়া গণ্য না হইয়া রাজা বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। সুতরাং আপন অধিকার মধ্যে তাঁহারা স্বাধীন।

শঙ্কর পাণ্ডুরাঙ্গ পণ্ডিত বলেন, তিনি অথর্ব্ব বেদের টীকার অধিকাংশ পাইয়াছেন। অথর্ব্ববেদে মারণ উচ্চাটন বশীকরণ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রক্রিয়া আছে বলিয়া উহা সমাজের আদৃত নয়। অতএব উহার প্রাপ্তিতে সমাজের লাভ জ্ঞান হইবে বলিয়া বোধ হয় না। তবে অথর্ব্ব বেদের উদ্ধার হইলে ইতিহাসের পক্ষে উপকার আছে।

আমেরিকার ওয়াবাশ ইণ্ডিয়ানা নামক নগরের রাস্তায় রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলো দেওয়া হইতেছে।

আগামী বৎসর ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ এই তিন স্থানেই এক দিনে লোক সংখ্যা করা হইবে।

কলিকাতার মনোহর দাসের পুষ্করিণী হইতে একটী বৃহৎ কাতলা মৎস্য ধরা পড়িয়াছে। ইহা ওজনে ১১০ পাউণ্ড হইবে।

ফাইনান্সিয়াল ডিপার্টমেণ্টের সহকারী বাবু দীননাথ ঘোষ সহকারী একাউণ্টেণ্ট জেনরেলের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক কমিটী নিযুক্ত হইয়াছেন। কমিটী গবর্ণমেণ্টের বাড়ীগুলিকে যাহাতে স্থানীয় করভার হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন, তাহার উপায় অবলম্বন করিবেন।

শ্যাম দেশে আশ্চর্য্য রীতি প্রচলিত আছে। তথাকার রাজপরিবার ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক ভিন্ন আর সর্ব্বপ্রকার লোকের গায়ে ছাপ দেওয়া হইয়া থাকে। ছাপে সে লোক কাহার চাকর, তাহা পর্য্যন্ত লিখিত থাকে। যাহাদের গায়ে ছাপ দেওয়া হয়, তাহারা বিশেষ অনুমতি ব্যতীত রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না।

কাবুলে এক মহা ভয়ানক জুয়াচুরির কথা শুনা গেল। ১৫০ টাকা বেতনের একজন গমস্তা যুদ্ধ ঘটনার পর অবধি বাড়ীতে ৫ লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছে। সমস্ত টাকাই ট্রেজারির চালানে পাঠাইয়াছে। তাহাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে যে আমি দস্তুরি হইতে এত টাকা পাইয়াছি।

ষ্টেট সেক্রেটারি কমন্স হাউসে বলিয়াছেন যে গণ্ডামকের সন্ধি অনুসারে যে সকল স্থান বৈজ্ঞানিক সীমা বন্ধনের জন্য গৃহীত হইয়াছে, তাহা রাখা আর না রাখার বিবেচনার ভার লর্ড রিপনের উপর সমর্পিত হইয়াছে। রাজনীতি ও যুদ্ধনীতি সঙ্গত যাহা কিছু হয় তাহা তিনি করিবেন। গবর্ণর জেনরলদিগকে এরূপ কিছু কিছু স্বাধীনতা দিলেও তাঁহাদের বুদ্ধি খেলিতে পারে।

---

## যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ৩ রা জুলাই। সর্দ্দার আফজুল খাঁর বন্দী হইবার সংবাদ মিথ্যা বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। তিনি গত কল্য আবদুল রহমানের পত্র লইয়া এখানে আসিয়াছেন। পরওয়ানের সরওয়ার খাঁর কিনজান নামক স্থানে এক দল সৈন্য প্রেরণের কথা ছিল কিন্তু তাহারা অবধারিত সময়ে পৌঁছিতে পারে নাই। সিখালে হাজারা নামক এক দল সৈন্য দস্যুবৃত্তি করিবার জন্য ঐ সময়ে যাত্রা করিয়াছে। হিন্দুকুশে অত্যন্ত বরফ পড়িতেছে এবং শীতল বায়ু অতি প্রবল বেগে বহিতেছে। দস্যুরা সারাসওপাশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

বাদকসানে পনর শত জার্ম্মতি একত্র হইয়াছিল, কর্ণেল পালিসর ৫৫০ জন সৈন্য লইয়া উহাদিগকে পরাস্ত করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। এই আক্রমণে দুই শত শত্রু হত হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের ১১ নম্বর সৈন্যদলকে আফগানস্থানে যাইতে বলা হইয়াছে।

কাবুল ৫ ই জুলাই। বাদকসানের যুদ্ধে জয়লাভ হওয়াতে গবর্ণর জেনেরল সন্তুষ্ট হইয়া তারে তাঁহার আনন্দ সংবাদ পাঠাইয়াছেন। সেনাপতি হিল প্রভৃতি যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই যুদ্ধে বহু পরিশ্রম করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার এই আনন্দ বার্ত্তা জানাইবার জন্য জেনেরল ষ্টুয়ার্টকে বলিয়া দিয়াছেন। হাসেন খাঁ বিদ্রোহী হইয়া বাদকসানে এই যুদ্ধ ঘটাইয়াছিলেন। জর্ম্মত মল্লিক দিগের অনেকে এই যুদ্ধে হত হইয়াছে।

সর্দ্দার আবদুল্লা খাঁ। পাবসা খাঁর সহিত লগারে গিয়াছেন।

কাবুল হইতে যে সকল যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী হাসিম খাঁর নিকট প্রেরিত হইতেছিল তাহা বন্ধ করা হইয়াছে।

মহম্মদ জান তিন হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে লগারের অন্তর্গত কেল্লা আমীরে উপনীত হইয়াছেন। ইনি চার্ক নামক স্থানে যাইতেছেন, তথায় গজনীস্থ সৈন্য দলের অধ্যক্ষেরা অবস্থান করিতেছেন। ইঁহারা একত্র হইয়া যাকুবের স্বার্থ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। মুস্কি আলম আজিও লগারে রহিয়াছেন। হাসেন খাঁ লোকদিগকে উত্তেজিত করিয়া অধীনস্থ সৈন্যদল বৃদ্ধি করিবার জন্য মাসিক ৫ টাকা বেতন ও কিছু কিছু স্বর্ণ দিতেছেন।

আবদুল রহমানকে কাবুলে আসিতে এইবার শেষ বলা হইয়াছে। যদি তিনি ইহাতে অসম্মত হন, তবে এই অবধি সন্ধি ভঙ্গ হইবে। এই সঙ্গেই তাঁহার আমীরত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনাও ঘুচিয়া যাইবে। ইংরাজদূত আফজুল খাঁ খাঁবাদে তাঁহার শিবিরে রুদ্ধ ছিলেন বলিয়া সকল বিষয় বিশিষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি বলিয়াছেন তাঁহার হাজার তিন মাত্র সৈন্য আছে।

হাসিম খাঁ চিরাকি নামক স্থানে উত্তর গিলজাইদিগের সর্দ্দার ও ফাইজ মহম্মদের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

আশামতউল্লা খাঁ ময়দান হইতে চাক্‌রির অভিমুখে যাইতেছেন। পাদসা খাও তাঁহার সৈন্য সামন্ত লইয়া তথায় যাইতেছেন।

কাবুল ৭ ই জুলাই। জেনেরল পালিসর জার্ম্মতিদিগকে আক্রমণ করিলে পর তাহারা বাটী গমন করিয়াছে। হাসেন খা ইহাদিগের সেনাপতি বলিয়া কাহারই বোধ হইতেছে না। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইলে পর বিবাদের কারণ জানিবার নিমিত্ত সর্দ্দারেরা একটী সভা করিয়াছিলেন। পরাজয় নিবন্ধন মহম্মদ জান হাসেন খাঁকে দোষী করিয়াছেন। হাসিম খাঁ আবদুল রহমানের সহিত সন্ধি করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

গম ও ময়দা লগার হইতে কাবুলে আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। দুইশত লোক ভিন্ন সকলকেই যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী গুদামে ফেরত দিতে বলা হইয়াছে।

কাবুল ৮ জুলাই। কিলজান হইতে সংবাদ আসিয়াছে ৪ ঠা আবদুল রহমান ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন। আজি কালির মধ্যে তাঁহার চারিকারে পৌছিবার সম্ভাবনা আছে। এখান হইতে তাঁহার সরওয়ার খাঁর নিকট যাইবার সম্ভাবনা আছে।

কায়রোখেল গিলজাইয়েরা সি ববরোর লোকদিগকে বড়ই কষ্ট দিতেছে। উহারা গত কল্য সৈন্যদিগের ব্যবহারোপযোগী জল পাইবার উপায় বন্ধ করিয়া দেওয়াতে কতক গুলি সৈন্য গিয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া একজনকে বন্দী করিয়া আনিয়াছে।

জেনারল গফ বলেন কোহডামনে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

৫ ই জুলাই। কহিস্থানিরা অনুমান করে যে আবদুল রহমান বৃহস্পতিবার চারিকর পৌছিবেন। আমরা জানি তিনি লারিসাও পাসের অনতিদূরে লোদফ নামক স্থানে আসিয়াছেন। যাকুব খাঁর পক্ষীয় লোকে কি করিবে কিছু বুঝিয়া উঠা যাইতেছেনা। মুস্কি আলম লিখিতেছেন যে তিনি ময়দানস্থ লোকদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার চেষ্টায় আছেন। ওদিকে মহম্মদ জান হিল সাহেবের ছাউনির এক বেলার পথ অন্তরে আছেন। তাঁহার সহিত ২০০০ লোক আছে। লগারে হাসান খাঁর সঙ্গে আর একদল লোক আছে। গুলালাম বহুসংখ্যক জর্জ্জতির সঙ্গে আলটমোরে অবস্থান করিতেছেন। বোধ হয় যেন সকলেই জেনারলহিলের ছাউনি আক্রমণ করিতে উদ্যত কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সাত হাজার সেনা আছে, এই ভয়ে কেহ অগ্রসর হইতেছেন না।

হাসিম খাঁ ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি গ্রিফিন সাহেবকে এই চিঠি লিখিয়াছেন যে শীঘ্র আমি ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিব। কিন্তু অনেকে বলেন চিঠি খানি জাল।

বহুসংখ্যক গিলজাই হাসিমখাঁর সহিত মিলিত হইয়াছে। তিনি মুক্তহস্ত এই জন্য সকলেই তাঁহার নিকট যাইতেছে। তিনি একণে পাদসাখাঁর গ্রাম গুরকারে আছেন।

দুই দল গুর্খা চার্কির নিকটস্থ পর্ব্বতমালা অধিকার করিয়াছে।

যে সকল যুদ্ধোপকরণ সঞ্চিত আছে, তাহার কতক অংশ বুধবারে ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবে। জনরব এই যে হাসিম খাঁ চার্ক ত্যাগ করিয়াছেন।

কাবুল ৮ ই জুলাই। ৩ রা রাত্রে কাবুলে একটা হাঙ্গাম হইয়া অনেকগুলি লোক অত্যন্ত গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

ডাকাইতেরা কারাকার নিকটস্থ জিজাইলচি নামক ডাক লুঠ করিয়াছে ও টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া ফেলিয়াছে। একজন জিজাইলচি অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র স্থানান্তরিত হইয়াছে।

সন্দেহ হয়, যে সরদার ওয়ালি মহম্মদও হাসিম খাঁর মত পলায়নপর হইবেন। তিনি ইংরাজদিগের পক্ষ বলিয়া লেগারে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যে পলায়নের ইচ্ছা হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? ইংরাজ সৈন্যের প্রত্যাবর্ত্তনের সময় যত উপস্থিত হইবে, ততই তাঁহার পলায়ন বাসনা প্রবল হইয়া উঠিবে।

লোকের বিশ্বাস এই যে আবদুল রহমান আসিবেন বলিয়া অনেক খাদ্যাদি সংগ্রহ হইতেছে, এবং তিনিও অতি ত্বরায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইবেন।

কাবুল ৭ ই জুলাই। আস্তান্না হইতে আবদুল রহমান লিখিয়াছেন, তিনি কোহিস্থানের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

পাদসা খাঁ হাসিম খাকে সাহায্য করিবার যে প্রস্তাব করেন, হাসিম খাঁ তাহাতে সম্মত হন নাই; তাঁহার ভয় এই যে পাদসা খা তাঁহাকে ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করিবেন।

ময়দানে কয়েক সহস্র লোক জমা হইয়াছিল, সকল বিদ্রোহী একত্র হইয়াছিল, তাহারা আর্গান্দি দিয়া ইংরাজ সৈন্য আসিবে এই ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। পাছে ইংরাজেরা হঠাৎ আক্রমণ করে, এই ভয়ে তাহারা চারি দিকে কাঠের বেড়া দিয়া বাস করিয়াছিল।

---

## মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়—ভবানীপুর ১০
" " বিপিনবিহারি বক্সী—কোতোয়ালী ১০
" " রাজকুমার দাস—গাইবান্ধা ৩
" " শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়—নিশ্চিন্তপুর ৭
" " নিত্যানন্দ মণ্ডল—নবাবগঞ্জ ৫।৹
" " অভয়চরণ মৈত্র—কলিকাতা ৫।৹
" " মনোহর মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা ১০
" প্রাণনাথ পণ্ডিত—ভবানীপুর ১০
" " কেদারনাথ ঘোষ—হুগলী ২
" " বামাচরণ বন্দোপাধ্যায়—পাসন ৫।৹
" " দেবনারায়ন দত্ত—মদারহাট ৩
" " ক্ষেত্রমোহন রায়চৌধুরী—বারুইপুর ১০
" " কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য—হিরানপুর ৩
" " দিক্‌পতি চট্টোপাধ্যায় সাধুহাটি ১০
" " আদ্যনাথ ন্যায়ভূষণ—গৌরীপুর ৫
" " চন্দ্রকান্ত আচার্য্য—মহাদেবপুর ৭
" " চন্দ্রশেখর সেন গুপ্ত—ভবানীপুর ৫
" " অমূল্যচরণ চট্টোপাধ্যায়—মৌঃ বঙ্গসমাজ ৫।৹
মুর্শিদাবাদ পবলিক লাইব্রেরী—মুর্শিদাবাদ ৩
চন্দননগর লাইব্রেরী—চন্দননগর ৫।৹

---

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩ রা জুলাই। গত রাত্রে ব্রাড্‌লা সাহেব নর্দ্দাম্‌টনের মেম্বর বলিয়া পার্লিয়ামেন্ট সভায় উপবেশন করিয়াছেন।

লণ্ডন ৫ ঠা জুলাই। ব্রাডলার সত্যপ্রতিজ্ঞা কতদূর আইনসঙ্গত তাহা স্থির করিবার জন্য কুইন্স বেঞ্চ নামক প্রধানতম আদালতে তাঁহার নামে মকদ্দমা রুজু করা হইয়াছে।

লণ্ডন ৩ রা জুলাই। বিলাতের সংবাদপত্রে যে লিখিয়াছিল আবা... হব মান্দ্রাজের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা অস্বীকার করিয়াছেন।

জনরব যে তুরস্ককে ভয় প্রদর্শন করিবার জন্য ইংরাজ ও ফরাসীদিগের রণতরী মিলিত হইয়া তুরস্কের নিকট উপস্থিত হইবে স্থির হইয়াছে।

তুরস্ক সম্বন্ধীয় গোলযোগ মীমাংসা জন্য সমস্ত ইউরোপীয় রাজগণের যে কনফরেন্স সভা হইবার কথা আছে পলমল গেজেট তাহার অত্যন্ত বিরুদ্ধবাদী হইয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২ রা জুলাই। বার্লিনের কনফরেন্স সভা তুরস্কের বিষয়ে যে মীমাংসা করিয়াছেন, তুরস্ক তাহাতে কোন ক্রমেই সম্মত হন নাই। তুরস্ক সৈন্য চালনা করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

লণ্ডন ৫ ই জুলাই। ডেলিনিউস এই টেলিগ্রাম প্রকাশ করিয়াছেন যে তুরস্ক আলবানিয়দিগকে গ্রীসদিগের সহিত বিরোধ করিতে উত্তেজিত করিতেছে।

লণ্ডন ৬ ই জুলাই। ষ্টেট সেক্রেটারি গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে বলিয়াছেন ভারতীয় রাজস্বের অবস্থা ঘটিত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট দেখাইয়াছেন অনুমিত ব্যয় অপেক্ষা নয় কোটী টাকা অধিক খরচ হইয়াছে, এবং ১৮৮০ ও ৮১ সালে আয়ের অপেক্ষা তিন কোটী টাকা অধিক ব্যয় হইবে।

আয়র্লণ্ডীয় প্রজাদিগের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিবার জন্য কমন্স হাউসে মিনিষ্টিরিয়াল বিল নামে একখানি আইনের পাণ্ডুলেখ্য হইয়াছে।

জেনেরল ষ্কবেলফ খিজিলার্ভত নামক স্থান অধিকার করিবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৬ ই জুলাই। জেনরল কফমান কুলজা যাত্রা করিয়াছেন। চীনদিগের বিপক্ষে যে সকল রুশ সৈন্য যুদ্ধ করিবে, তিনি তাহার অধিনায়ক হইবেন।

জনরব এই যে চীনেরা বলপূর্ব্বক ছয় হাজার কাসগর নিবাসী লোককে পথের সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরে রুশীয়দিগের যে রণতরী আছে, তাহা বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৬ ই জুলাই। টৈম্বার শান্তি স্থাপন হওয়াতে সিরিয়ার উপকূলে যে যুদ্ধ জাহাজ গিয়াছিল, তাহা ফিরিয়া আসিয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই জুলাই। টাইমস্ পত্র আফগানিস্থানের কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ লিখিতেছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৭ ই জুলাই। ২৩ এ জুন স্কোবেলফ বামি নামক স্থানে পঁহুছিয়াছেন।

পারিস ৭ ই জুলাই। ডেপুটী চেম্বার সভাতে স্থির হইয়াছে যে ১৪ ই জুলাইয়ের মধ্যে এম গ্রিবি যাহাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, তাহাদিগকে পূর্ব্ব ব্যবহারের জন্য কোনরূপ শাস্তি পাইতে হইবে না। তাহারা অনায়াসে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবে।

বার্লিন ৭ ই জুলাই। সোণা ও রূপা দুই প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত করিবার জন্য যে প্রস্তাব হইয়াছিল, ফেডরাল কৌন্সিল তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

লণ্ডন ৮ ই জুলাই। ইউরোপের পূর্ব্বাঞ্চলের অবস্থা বড় ভাল নহে। গ্রীস ও তুর্কি উভয়েই সসজ্জ হইতেছে।

লণ্ডন ৯ ই জুলাই। গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে মন্ত্রিবর প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন কাশগারিয়ার যুদ্ধে রুশের পরাজয়ের যে জনরব উঠিয়াছে, তাহা অলীক। লণ্ডনস্থ রুশ দূত অথবা চীনের মন্ত্রী এ কথায় বিশ্বাস করেন না। তিনি আরও বলিয়াছেন রুশের সহিত চীনের যুদ্ধ বাঁধিলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রুশের প্রস্তাবানুরূপ নিজ স্বার্থ রক্ষার উপায় করিবেন।

আয়র্লণ্ডের প্রজারা খাজনা দিতে না পারায় তাহাদিগকে বাকী পড়া ভূমী হইতে বেদখল করাতে তাহাদিগের যে ক্ষতি হইয়াছিল গবর্ণমেণ্ট আইনের পাণ্ডুলেখ্য করিয়া তাহাদিগের সেই ক্ষতিপূরণের ভার প্রদেশীয় কোর্ট জজদিগের উপর দিয়াছেন। ভারতবর্ষের অণ্ডর সেক্রেটরির এ বিষয়ে মতভেদ হওয়াতে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

গত রাত্রিতে প্রধান মন্ত্রী কমন্স হাউসে প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন সুলতান বরাবর ইউরোপীয় রাজগণের কথায় সম্মাননা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন আজ তিনি তাঁহাদিগের কার্য্যের প্রতিবাদী হইবেন এমন বিবেচনা করাই অন্যায়।

ডেলিনিউস বলেন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট উপস্থিত সঙ্কটের একটী সুন্দর মীমাংসা করিবেন বলিয়া বোধ হইতেছে।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি বলিয়াছেন এই মাসের শেষে তিনি ভারতীয় আয় ব্যয়ের হিসাব দিবেন।

---

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন!

### বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

### রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

২৬ এ জুন। লোহারডগার অন্তর্গত পালামৌর ভার প্রাপ্ত সহকারী কমিশনর আর, এচ, রেলি ২ য় আজ্ঞা না হওয়া পর্য্যন্ত চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশের ডেপুটী কমিশনর হইলেন।

হাজারিবাগের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, ডি, গেল লোহারডগায় বদলী হইলেন কিন্তু তাঁহার হস্তে ঐ জেলার অন্তর্গত পালামৌরও ভার রহিল।

হুগলীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, বিমস সাহেব পেলো সাহেবের অনুপস্থিতিকালে ঢাকার কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

হুগলীর প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর কর্ণিশ সাহেব ২ য় আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

২৯ এ জুন। গয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ পোর্টর সাহেব ২২ এ জুন হইতে অনরেবল সি, ডি, ফিল্ড সাহেবের পরিবর্ত্তে কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইলেন। ফিল্ড সাহেব বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সভা হইতে কর্ম্ম পরিত্যাগের যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা গ্রাহ্য হইয়াছে।

১ লা জুলাই। নওয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু জগবন্ধু সেন ১৮৬৮ সালের (বি, সি) ৭ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

যশোহরের অন্তর্গত নড়াইলের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কেদারনাথ দত্ত চিত্রা নদীর উৎকর্ষ সাধনার্থ ভূমী সংগ্রহ করিবার জন্য ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৫ ই জুলাই। ১ লা জুলাই হইতে কাপ্তেন ডি, সি, হানিসে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সংগ্রাম বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

৬ ই জুলাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর মুন্সি হসমত হোসেন সারণের ও সৈয়দ ওয়ারিশ আলী গয়ার সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

২৫ এ জুন। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত জামতাড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর স্মিথ সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

দার্জ্জিলিঙের অন্তর্গত কুয়সঙ্গের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট এচ, র‍্যামজে বাকরগঞ্জের ব্রাউন সাহেব ও মৌলবী মহম্মদ হাকিম কর্ম্মত্যাগের প্রার্থনা করিয়া যে আবেদন করিয়াছিলেন, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহা গ্রাহ্য করিয়াছেন।

২৯ এ জুন। ভাগলপুরের ২ য় সুবর্ডিনেট জজ বাবু বোলকচাঁদ (ইনি এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন) কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

১ লা জুলাই। ময়মনসিংহের অন্তর্গত ইসরগঞ্জের মুন্সেফ বাবু দেবেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছোটনাগপুরে বদলী হইলেন কিন্তু প্রায়ই ইহাঁকে লোহারডগায় থাকিতে হইবে।

২ রা জুলাই। আরার সহকারী ইঞ্জিনিয়র টি, এম, এল টমসন ১৮৬৪ অব্দের (বি, সি) ৫ আইন এবং ১৮৭৬ অব্দের (বি, সি) ৩ আইন অনুসারে মোকদ্দমার বিচার করিবার জন্য ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু যোগেন্দ্রনাথ দেব এল, এল অন্য আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত মেদনীপুরে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন, কিন্তু প্রায়ই ইহাঁকে তমোলুকে থাকিতে হইবে।

৬ ই জুলাই। হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু কমলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

### শিক্ষা বিভাগ।

রঙ্গপুরের স্কুল সব ইনস্পেক্টর বাবু মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদায় গ্রহণ করাতে বাবু সর্ব্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় আপাততঃ তাঁহার কার্য্য করিবেন।

১ লা জুলাই। বাবু গঙ্গাচরণ নন্দী ত্রিপুরার স্কুল সমূহের সব ইনস্পেক্টর হইলেন এবং চাঁদপুরের স্কুল সবইনস্পেক্টরের অনুপস্থিতিকালে ঐ স্থানেরও কার্য্য করিবেন।

১ লা জুলাই। মুঙ্গের জেলা স্কুলের ২ য় শিক্ষক বাবু সুরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি যে এক মাস বিদায় আজ্ঞা হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

২ রা জুলাই। নদীয়া শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারী বাবু রতিকান্ত সাহা কিছুদিনের জন্য তত্রত্য স্কুল সমূহের সব ইনস্পেক্টরের কার্য্য করিবেন।

যশোহর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু তারিনীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এর প্রতি যে বিদায় আজ্ঞা হইয়াছিল তাহা রহিত করিয়া তাঁহাকে আপাততঃ কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ দেওয়া হইয়াছে।

---

## সংবাদদাতার পত্র।

### মুঙ্গের।

বহুদিন হইল, কানপুরের কোন গদির একজন কারপরদাজ মাল খরিদ করিতে যাইয়া একশত টাকার এক কেতা নোট হারাইয়া আইসে। সম্প্রতি ঐ নোট ধরা পড়িয়া লক্ষ্মীসরাইয়ের গদি হইতে বাহির হইয়াছে, প্রমাণ হওয়াতে পুলিস তদারকে যাইলে তাহারা কহে "জামালপুরের চুনী ময়রা এই নোট আমাদিগকে দিয়াছিল।" চুনী ময়রা কহে "আমি এক কেতা এক শত টাকার নোট দিয়াছি বটে কিন্তু আমার নিকট নম্বর না থাকাতে ঐ নোট কি না স্মরণ নাই। আমি যে নোটখানি দি তাহা বাবু লালবিহারী গুপ্ত আমাকে দিয়াছিলেন" লালবিহারী বাবু কহেন "আমি চুনিকে এক কেতা নোট দিয়াছি সত্য কিন্তু আমার নিকট নম্বরাদি না থাকাতে সে নোট ঐ নোট কি না বলিতে পারি না।" "আমার হাতে যখন যে নোট আইসে, আমি তাহা হয় রেলওয়ে ক্যাস আফিস অথবা আমার মুনীব শ্রীযুক্ত হার্লট সাহেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই।" হার্লট সাহেব কহেন "বাবু যখন তখন আবশ্যক হইলে আমার নিকট হইতে নোট লইয়া যান কিন্তু ঐ নোট দিয়াছি কি না স্মরণ নাই।" রেলওয়ে ক্যাস অফিসেও ঐ নোটের নম্বর পাওয়া যায় নাই। ফলতঃ কানপুরের মহাজন লালবিহারী বাবুর নামেই অভিযোগ করে। লালবিহারী বাবুকে এই মকদ্দমা উপলক্ষে মুঙ্গের ও ঘর করিতে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হয়। লালবিহারী বাবু সম্বন্ধে আমরা যতদূর জানি তিনি একজন সৎ ও ভদ্র প্রকৃতির লোক। অনর্থক তাঁহার শারীরিক ও মানসিক কষ্ট ভোগ করা দুঃখের বিষয়। যাহা হউক আমাদের মুঙ্গেরের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মকদ্দমাটী ডিস্‌মিস্‌ করিয়াছেন। যে দিন কাল পড়িয়াছে প্রত্যেকেরই দশ টাকা অবধি নোটের নম্বর রাখা কর্ত্তব্য, কোন্‌ সময়ে কোন্‌ বিপদ আসিয়া পড়ে কে বলিতে পারে!

বর্দ্ধমান জেলার এক ব্যক্তি শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এই কল্পিত নাম ধরিয়া রোডসেসের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সাজিয়া একজন চাপরাশী সঙ্গে করিয়া একটী নিশান ও এক গাছি শিকল হস্তে মুঙ্গেরের অধীন ফরকিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হয় এবং জমী মাপ করিতে করিতে যে সমস্ত বাড়ী ঘর সম্মুখে পায় পিন মারিয়া চিহ্ন করে। লোকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কহে আমি রোডসেসের ডেপুটী বাবু, আমার উপর গবর্ণমেণ্টের হুকুম হইয়াছে, এই স্থান দিয়া একটী নূতন রাস্তা হইবে। লোকে এই কথা সত্য বিবেচনা করিয়া নিজ নিজ বাড়ী ঘর রক্ষার জন্য শশিভূষণকে অনেক টাকা ঘুষ দেয়। মুঙ্গেরের পুলিষ এই সমাচার পাইয়া শশিভূষণকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে। প্রতিবাদী এক্ষণে হাজতে আছে আগামী ৯ জুলাই বিচারের দিন।

শুনা যাইল, জামালপুরে বরফ প্রস্তুত করিবার কলঘরে হঠাৎ কারবোনিক এসিড জ্বলিয়া উঠায় দুই জন কুলি আহত হইয়াছে। আপাততঃ রেলওয়ে হাসপাতালে তাহাদের চিকিৎসা হইতেছে বটে কিন্তু রক্ষা পাওয়া সুকঠিন।

আমরা ৮ ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে দেশীয় কমিশনর পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, আপনার জামালপুরের সংবাদদাতা তাহার প্রতিবাদ ছলে আমাদিগকে কৌশলে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন। এবং কে সহি সুপারিশ পত্র লইয়া কমিশনর হইবার জন্য প্রার্থী হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ চাহিয়াছেন। যে ব্যক্তি প্রার্থী হইয়াছিলেন, তিনি গোকুলে বাড়িতেছেন, যখন একবার তাঁহার নাম গোপন করিয়াছি, তখন প্রমাণ দিয়া সাধারণের নিকটে তাঁহাকে উপহাসাস্পদ করা উচিত নহে। তাঁহার যদি সত্য মিথ্যা জানিবার ইচ্ছা হয়, জামালপুরের অনেকের নিকট এবং দেশীয় কমিশনরগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন। তিনি যে কোথায় বিশেষ অনুসন্ধান করিলেন, তাহা বলিতে পারি না, আমাদের সংবাদ কাল্পনিক নহে কিন্তু তাঁহার অনুসন্ধান বোধ করি কাল্পনিক হইবে। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যে কেহ যায় নাই, তিনি ইহা কি প্রমাণে স্থির করিলেন? তিনিও বিশেষ প্রমাণ দ্বারা লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে না পারিলে আমরাও তাঁহাকে মিথ্যা লেখার দোষে দোষী করিতে পারি কি না? এবং একথা বলিতেও পারি কি না এইরূপ সংবাদদাতার দোষেই সমাচার পত্র কলঙ্কিত হয়?

এখানে বাবু যদুনাথ [illegible] বৃক্ষ বিশেষের শিকড় দ্বারা স্ত্রীলোকের বাধক বেদনা, রক্তস্রাব এবং পেটের বেদনা আরোগ্য করিতেছেন। ঔষধ সেবন করিতে হয় না। পৈতার সূতায় বাঁধিয়া কোমরে এ প্রকার ভাবে ধারণ করিতে হয় যে নাভিকুণ্ডের সহিত সংলগ্ন থাকে। একদিন ধারণেই উপকার হয়। ১০। ১৫ দিন পরে ঐ ঔষধ স্বর্ণ কিম্বা তাম্রের মাদুলিতে করিয়া কোমরে রাখিলে আর কখন পীড়ার আবির্ভাব হয় না। জামালপুর ও মুঙ্গেরের বিস্তর লোক ঐ ঔষধে আরোগ্য হইয়াছেন। কাহারো উক্ত ঔষধ প্রয়োজন হইলে জামালপুর লোকো একাউণ্টেণ্ট আফিসে যদু বাবুকে পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

---

### শান্তিপুর।

সম্প্রতি জেলা নদীয়ার স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর বাবু কান্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শান্তিপুরের প্রায় সমুদায় স্কুল, পাঠশালা ও নৈশ বিদ্যালয়াদি পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কান্তি বাবুর ব্যবহার প্রণালী বিনম্র ও কার্য্য কলাপাদি বিশুদ্ধ-ভাবাপন্ন দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই যার পর নাই পরিতুষ্ট ও পরিবাধিত হইয়াছেন। ইনি যে কয়েক দিন শান্তিপুরে ছিলেন, সে কয়েক দিন যথা রীতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদিত করিয়া শিক্ষক ও বিদ্যোৎসাহীর বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

শান্তিপুরের অন্তর্গত সূত্রাগড়ের ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয়টী দিন দিন উন্নত ভাবে পরিণত হইতেছে। এই বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সেক্রেটারি বাবু গোপীনাথ নন্দী উহার উন্নতি কামনায় নিজ তহবীল হইতে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। ইহাঁর সাহায্য না থাকিলে অতি অল্প দিনের মধ্যে উক্ত বিদ্যালয়ের কখন এরূপ উন্নতি লাভ হইত না। বলা বাহুল্য যে, ঐ বিদ্যাগারের প্রধান শিক্ষক প্রধান পণ্ডিত ও অন্যান্য শিক্ষক মহাশয়েরা সাধ্যানুসারে অধ্যাপনা কার্য্যে পরিশ্রম করিয়া থাকেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইহাঁদের পরিশ্রমানুরূপ বেতন লাভের সম্ভাবনা নাই।

এখানকার নবাগত পুলিষ সব-ইনস্পেক্টর বাবু মোহনলাল রায় যে কয়েক মাস কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রশংসা ভিন্ন অন্য দোষের কথা আমাদের কর্ণবিবরে প্রবেশ করে নাই। তবে তাঁহার আসিবার কিছু দিন পরে

এখানে কয়েকটী চুরি হয়, এ জন্য এখানকার কতকগুলি ভদ্রলোক ডিষ্ট্রীক্ট পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সমীপে দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা করেন যে, শান্তিপুরে আতাওল হকের মত ঝাঁজালো সব ইনস্পেক্টর না হইলে কোন ক্রমেই শান্তি-রক্ষা হইবে না। ডিষ্ট্রীক্ট পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ঐ দরখাস্তের লিখিত বিষয়ের সত্যাসত্য জানিবার জন্য একজন ইনস্পেক্টরকে সরেজমীনে পাঠাইয়া দেন, এবং শান্তপ্রকৃতি মোহনলালকে স্থানান্তরিত করিয়া তৎপদে বাবু উত্তমচন্দ্র বটককে নিয়োজিত করেন। বাবু উত্তমচন্দ্র সম্প্রতি শান্তিপুর পুলিষের কার্য্যভার পরিগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাঁর কার্য্য-প্রণালী কতদূর বিশুদ্ধভাবাপন্ন, তাহা ক্রমে জানা যাইবে। ফলতঃ উত্তম চন্দ্রের কার্য্য ও ব্যবহার প্রণালী উত্তম হয়, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

কয়েক মাস হইল, বাগ্‌মারীর জমীদার মহাশয়ের দীক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত মহারাজ পরাণচন্দ্র গোস্বামী মহোদয় শ্রীপাঠ শান্তিপুরে শুভাগমন করিয়াছেন, ইহাঁর আগমনে দীন দরিদ্র অন্ধ খঞ্জ ও বধির প্রভৃতি বিস্তর দুঃখী লোকের বিস্তর উপকার হইয়া থাকে, কারণ মহারাজ গোস্বামী দানে মুক্তহস্ত বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। ইনি শান্তিপুরে আসিয়া অবধি একাল পর্য্যন্ত বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও আত্মীয় কুটুম্ব প্রায় অনেকেই উক্ত মহারাজ গোস্বামীর নিকট অবস্থামুরূপ সাহায্য পাইয়াছেন।

—•—

### ভাগলপুর ও পীরপৈঁতী।

১। সম্প্রতি আমরা কয়েকজন বন্ধুতে "ভাগলপুর দেশহিতৈষিণী সভা" নামে একটী সভা স্থাপন করিয়াছি। গত দুই শনিবারে ইহার দুইটী অধিবেশন হইয়াছিল; দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রায় ২৫। ২৬ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। এক্ষণে সভ্যগণের যেরূপ উদ্যম অধ্যবসায় ও যত্ন দেখা যাইতেছে, ঈশ্বরেচ্ছায় যদি এ উদ্যম অধ্যবসায় কিছু কাল সমভাবে থাকে তবে নিশ্চয়ই অতি অল্পকাল মধ্যে ইহার সভ্যসংখ্যা বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত ও ইহা দ্বারা এখানকার অনেকের—অনেকের না হউক অন্ততঃ আমাদিগের অনেক উন্নতি সংসাধিত হইবে। এ সভার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, কিন্তু জানি না সে উদ্দেশ্য কি পরিমাণে সুসিদ্ধ হইবে। ইহাতে আপাততঃ রাজনীতি সম্বন্ধে কোনরূপ প্রকাশ্য আলোচনা হইবে না, কেবল সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। আমাদের সমাজে যে যে বিষয়ে যে যে অভাব আছে, সভা তাহারই আলোচনা করিয়া সেই সেই অভাব দূরীকরণে যত্নবান্ হইবেন। কিন্তু বলিতে কি আমাদের বর্ত্তমান সমাজ চিররোগী ব্যক্তির ন্যায় দুর্ব্বল, ইহার সর্ব্বাঙ্গই ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িয়াছে; ঔষধ দিবার অতি অল্প স্থানই আছে! বঙ্গবাসী কত বড় বড় সমাজ চিকিৎসকেরা এ পর্য্যন্ত কত স্থানে কত সভা সংস্থাপন করিয়া, অনন্ত বক্তৃতা-ঔষধ প্রদান করিয়াই যখন সমাজের অস্থি-গত দুই একটী ক্ষত আরাম করিয়া উঠিতে পারিলেন না তখন আমরা গোচিকিৎসক হইয়া বিনা ঔষধে যে হঠাৎ কোনরূপ উপশম করিতে পারিব, আমাদের এ ক্ষমতা না থাকিলেও আশা আছে। আমরা সেই আশা-বলে পরিচালিত ও উৎসাহিত হইয়াই আজ সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে এই সংবাদটী প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছি। সভা যদি স্থায়ী হয়, তবে ইহাতে কয়েকজন প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী সুশিক্ষিত ব্যক্তি যোগ দিবেন। এক্ষণে ঈশ্বর সমীপে কায়মনোবাক্যে ভাগলপুর দেশহিতৈষিণী সভার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি; ঈশ্বর করুন ইহার যেন অকালমৃত্যু না ঘটে।

এ স্থলে আরও একটী কথা বলিতে হইল, সভা দীর্ঘস্থায়ী হইলেই যে তাহাতে উন্নতি হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। এমন অনেক সভা আছে যাঁহারা নপুংসক; তাহাদের দ্বারা এ পর্য্যন্ত কোন ফলই উৎপাদিত হয় নাই, অধিবাসিগণের মধ্যে যে অনৈক্যতা সেই অনৈক্যতাই রহিয়াছে! বড় বড় লম্বা লম্বা বক্তৃতা করিলে বা সজোরে টেবিল চাপড়াইয়া ফাটাইয়া ফেলিলেই যদি উন্নতি হইত, তবে বঙ্গদেশ এতদিনে কবে আবার ভারতে পূর্ব্বগৌরব আনয়ন করিতে ও আমাদিগকে সুখী করিতে পারিত। অন্নের জন্য তাহা হইলে বোধ হয় আর আমাদিগকে দীনভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত না। বলা বাহুল্য বক্তৃতানুযায়ী কার্য্য না করিলে কোন ফলই দর্শে না। তাই বলি, বঙ্গবাসিগণ! যদি আবার পুনরুন্নতির মুখাবলোকন করিতে অভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে স্থানে স্থানে সভারূপ নাট্যালয় সংস্থাপন এবং যথার্থ উদ্যম অধ্যবসায়াদির সহিত তাহার কার্য্যক্ষেত্র—রঙ্গভূমিতে অবতরণ করুন। যবনিকান্তরালে দণ্ডায়মান থাকিয়া অরণ্যরোদনে কি ফলোদয় হইবে? এবার আর অধিক লিখিতে ইচ্ছা করি না, সময়ানুসারে এ সম্বন্ধে আরও কিছু লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

২। আমরা একটী সংবাদ দিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম, কিন্তু মুঙ্গেরের সংবাদদাতার পত্র পাঠ করিয়া আমাদের সে সংবাদটী স্মরণ হইয়াছে, কনষ্টাণ্টিনোপলবাসী প্রোফেসর জোন্স সাহেব এখানেও বাজী করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাতে প্রফেসরী ত কিছুই দেখি নাই! এখানকার গবর্ণমেণ্ট স্কুলে তাঁহার বাজী হইয়াছিল। এক টাকা, আট আনা ও চারি আনা এই তিন দরের তিন শ্রেণীর টিকিট হয়। শ্বেতদ্বীপবাসী অনেক দম্পতী এই ভোজবাজী দেখিতে আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আমাদের মাননীয় শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট, জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়েরাও উপস্থিত ছিলেন। সত্য কথা বলিতে হইলে প্রোফেসরের বাজীতে নূতনত্ব কিছুই ছিল না। আমাদের আত্মারাম সরকারের শিষ্যেরাও সেইরূপ করিয়া থাকে। তবে তাহারা দরিদ্র ভারতবাসী, তাহাদের উপকরণ দ্রব্য দরিদ্রজনোচিত, ইহাদের না হয় ধনশালী দেশবাসী সুসভ্য ব্যক্তিগণের দর্শনোপযোগী প্রভেদ এই মাত্র। বাজীর বিষয়ে তাঁহারা যে চমৎকারিত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহা 'কৌতুক তরঙ্গ' 'মনোহর দর্পণ' পাঠ করিলেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

এখানে আজ কাল সর্পের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি ভাগলপুরের পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী স্থানে কয়েকজন লোক সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বর্ষার যত বৃদ্ধি হইবে, সর্পের প্রাদুর্ভাবও তত অধিক হইবে।

৪। আজ কাল দেশী আম ২০০। ২৫০ শত ও তাল কলমের আম ২৪। ২৫টী করিয়া টাকায় বিক্রীত হইতেছে। চাউল দিন দিন সুলভ মূল্য হইতেছে।

৫। পীরপৈঁতীর মরগঙ্গায় ইহার মধ্যেই কুম্ভীর আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ বৎসর বিধাতা যে ইহাদের উদর বজেটে কত জীবজন্তুর আয় ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। আমাদের সাধ্য কি যে তাহা বলিতে পারিব। জিজ্ঞাসা করি, ভারতে কি এমন কোন অর্থব্যবহারজ্ঞ সুদক্ষ পণ্ডিতবর আছেন, যিনি আমাদের ষ্ট্রাচি সাহেবের ন্যায় তাহা ঠিক করিয়া বলিয়া দিতে পারেন?

# প্রেরিত পত্র।

## এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ব্যভিচারিণী হইবার কারণ কি।

"Of all earthy goods the best is a good wife
A bad one the bitterest curse of human life."
Spectator.

পৃথিবীতে কি জন্য জন্মগ্রহণ করা হইয়াছে মানব দেহধারী মাত্রেরই তাহা একবার চিন্তা করা কর্ত্তব্য। তাঁহার কতদূর পর্য্যন্ত শক্তি, কি কি অভাব

এবং তাহার সহিত কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। এইরূপ চিন্তা করিলে আত্মপথ প্রদর্শক হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিতে পারিবেন। মনুষ্য কেবল শয়ন, ভোজন ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য পৃথিবীতে আগমন করেন নাই। প্রথমতঃ তাঁহার স্বকীয় শারীরিক, মানসিক ও বৈষয়িক উন্নতি সাধন করা বিধেয়। তৎপরে আত্মীয় স্বজনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা উচিত। তৎপরে স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি অসৎ প্রবৃত্তি গুলি পরিত্যাগ করিয়া শক্ত্যনুসারে সমাজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা অতিশয় আবশ্যক। সমাজহিতৈষী মহাত্মাদিগের মনে ধর্ম্মনীতি প্রথমে প্রতিভাত হয়। মনুষ্য সমাজের নিকট কতদূর ঋণী, তাহা তাঁহারা বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। বস্তুতঃ ধর্ম্মনীতিই সমাজগ্রন্থির মূলসূত্র। যে সমাজে ধর্ম্ম বন্ধন নাই অথবা যাহার ধর্ম্ম-গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, সে সমাজের উন্নতির আশা নাই। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা সকল কার্য্যেই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই "পরোপকারায় সতাং হি জীবনং" শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। আবার মনোযোগ পূর্ব্বক আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পৃথিবীর ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল সূত্রগুলি প্রায় এক প্রকার। এরূপ অবিসম্বাদিতার কারণ এই, যে তাঁহারা শাস্ত্র প্রণয়নকালে কেবল সামাজিক মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধর্ম্মের মূল সংস্থাপন করিয়াছেন। ফলতঃ ধর্ম্মবন্ধনই সমাজবন্ধন। যে সমস্ত রীতি নীতি আদিমকাল অবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, সমাজের মঙ্গল কামনাই সে সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য। ধর্ম্মের সহিত গাঢ়তর সম্বন্ধ না থাকিলে যদি লোকে তত আদর ও বিশ্বাস না করে এই শঙ্কায় শাস্ত্রকারেরা ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশগুলি সমাজ বন্ধনের উপযোগী নিয়ম ভিন্ন আর কিছুই নয়।

যদি স্বার্থশূন্য হইয়া সামাজিক উন্নতি সাধন করাই প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইল, তবে কিরূপ কার্য্য দ্বারা সামাজের উন্নতি সাধন সম্ভাবনা আছে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। সমাজের দুর্নীতি নিবারণ করিয়া সুরীতি স্থাপন অর্থাৎ সমাজ সংস্কার করাকেই সমাজের উন্নতি সাধন করা বলে। যে কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সমাজ কুসংস্কার-দোষশূন্য হইয়া সুরীতি-পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহাই কর্ত্তব্য। এস্থলে বঙ্গ সমাজের সভ্যদিগের দোষে বঙ্গনারীদিগের রীতি নীতির যে ভাবান্তর উপস্থিত হয় তাহাই লক্ষ্য করিয়াই এই প্রবন্ধটি লিখিত হইল।

স্ত্রীলোকদিগের সরলতা সুশীলতা পরদুঃখকাতরতা সহৃদয়তা প্রভৃতি কয়েকটি গুণ লক্ষিত হয় কিন্তু পাতিব্রত্য গুণটি সকলের শীর্ষস্থানীয়। সতীত্বই স্ত্রীগণের প্রধান ধর্ম্ম। যাহার সতীত্ব নাই সে নারী শূকরী অপেক্ষা নিকৃষ্ট। সতীর অন্তর সর্ব্বদা মধুরতা পরিপূর্ণ। সতী স্ত্রীলোক সকলকেই স্নেহ পূর্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করেন। তিনি সংসারের লক্ষ্মী স্বরূপা। সর্ব্বদাই পরিবারের মঙ্গলের জন্য তৎপর ও গৃহ কর্ম্মে নিবিষ্ট থাকেন। সাধ্বী পতির সুখে সুখী পতির অসুখে অসুখী, পতি পীড়িত হইলে তিনিও পীড়িত হন। পতিব্রতা নারী কি যৌবনে কি বার্দ্ধক্যে সকল অবস্থাতেই ভর্ত্তা প্রভৃতির অনুমতি ব্যতীত স্বতন্ত্র ভাবে কোন কার্য্য করেন না। তৎপ্রতি স্বামী রুষ্ট হইলেও তিনি হৃষ্ট থাকিয়া স্বীয় দোষানুসন্ধানের চেষ্টা করেন। এবম্প্রকার কামিনী মনে করেন পতিই তাঁহার ঐহিক পারত্রিক উভয় বিধ সুখের কারণ। অতএব অনন্যচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা পতি সেবাতেই নিযুক্ত থাকেন। পতি অধর্ম্মচারী হইলে তাহার দোষ দূরীকরণ পূর্ব্বক সৎপথে আনয়ন করিতে যত্নবতী হন। স্বামীর অসৎ প্রবৃত্তি গুলি সানুনয় হিতোপদেশদ্বারা দূরাপসরণের চেষ্টা পাইয়া থাকেন। তিনি কোন সময়ে প্রাণেশ্বরকে ম্রিয়মাণ দেখিলে বিশেষ কারণানুসন্ধান পূর্ব্বক তাঁহার শোকাপনয়নের নিমিত্ত ব্যস্ত হন এবং যতক্ষণ পতির দুঃখাপনয়ন বা দুঃখের হ্রাস না হয় ততক্ষণ তাঁহার মন স্থির হয় না। পতিব্রতা রমণী কখন কাহাকেও মনঃপীড়া দেন না; কি ভৃত্য, কি বন্ধু-বান্ধব কি প্রতিবেশী তিনি কাহারই অপ্রিয় নহেন। তিনি কাহাকেও কখন অপ্রিয়বাক্য কহেন না। পূর্ব্বকালে অস্মদ্দেশে সতীগণ পতি বিদেশগত হইলে অতিশয় মলিন বেশ ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা গৃহমধ্যেই বাস করিতেন। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য বলেন-

"ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনং
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্তৃকা॥"

যাঁহার পতি প্রবাসে যান তিনি সখীগণ সঙ্গে ক্রীড়া, শরীরের মার্জ্জনাদি সংস্কার, উৎসব দর্শন হাস্য ও পরগৃহে গমন পরিত্যাগ করিবেন। যে পতিব্রতা রমণীগণের পতির প্রবাস গমনে এই প্রকার কষ্ট, পতির মৃত্যু হইলে তাঁহাদের যে কি দুঃসহ কষ্ট হয়, তাহা এতদ্দ্বারা সহজে অনুমান করা যাইতেছে। পতির মৃত্যু হইলে তাঁহারা ভাবিতেন তাঁহাদের সর্ব্বসুখের মূলোচ্ছেদ হইল, সুখ সূর্য্য অস্তমিত হইল, অতএব আর জীবন ধারণে প্রয়োজন কি? এই ভাবিয়া স্বামীর প্রজ্বলিত চিতার উপর অম্লান বদনে ও নির্ভয়চিত্তে পতির চরণধ্যান করিতে করিতে তৎপার্শ্বে শয়ন করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। আর যাহারা পতির অনুগমন করিতেন না তাঁহারা গাত্র হইতে অলঙ্কারাদি উন্মোচন করিতেন, একসন্ধ্যা হবিষ্যান্ন ভোজন এবং একাদশী ও ব্রতাদি কালে অনশনদ্বারা শরীর শোষণ করিয়া অতি কষ্টে কালযাপন করিতেন এবং সর্ব্বদাই হৃদয় মধ্যে পতির চরণধ্যান করিয়া পরিশেষে পরমাগতি লাভ করিতেন। যে ভারতের আচার ব্যবহার এক প্রকার উৎকৃষ্ট ছিল সেখানে স্ত্রীলোকের ব্যভিচারিণী হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু হায়! সেই ভারতভূমিতে এক্ষণে রমণীগণের আর সে রীতি নীতি নাই। অনেকে আবার বিপথগামিনী হইয়াছে। ঈদৃশ বিসদৃশ ঘটনা হইবার অনেক গুলি কারণ ঘটিয়াছে। রমণীগণের বিপথগামিনী হইবার যে গুলি প্রধান কারণ অদ্য তদুল্লেখে প্রবৃত্ত হইতেছি।

বাল্য বিবাহ যে অতিশয় দোষাবহ, তাহা বিজ্ঞ জনগণের অবিদিত নাই। আমাদের বঙ্গদেশে অতিশয় অল্প বয়সে এমন কি কন্যার একবৎসর বয়স হইতে না হইতেই বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হয়। অনেক পিতা মাতা পুত্রের ৭।৮ বৎসরের হইলেই বিবাহ দিয়া নববধূর মুখাবলোকনে সুখী হইবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁহারা কি অন্যায় কার্য্য করিতেছেন, তাহা একবারও চিন্তা করিয়া দেখেন না। বাল্য বিবাহ দ্বারা দম্পতীর কি শারীরিক কি মানসিক সকল প্রকার উন্নতির মূলে অস্ত্রাঘাত করা হয় এবং তাহাদের দারিদ্র্যেরও বীজ বপন করা হয়। অতি অল্প বয়সেই সন্তানাদি জন্মিতে আরম্ভ হয় সুতরাং অপক্ব বীর্য্য-জাত অপত্যগণ অতিশয় রুগ্ন ও দুর্ব্বল হয় এবং কিছুদিন লীলা খেলা করিয়া অকালে কালকবলে পতিত হয়। এ সকল বিষয়ের এস্থলে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। বাল্য বিবাহ দোষে স্ত্রীলোকের চরিত্রের কিরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হয় তাহাই এ স্থলের আলোচনার বিষয়। অনেক স্থলে হয়ত দম্পতী যৌবনে পদার্পণ করিয়া তাৎকালিক সুখ ভোগ করিবার পূর্ব্বেই পতি কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। অনাথিনী কামিনী কিয়দ্দিবস পতি শোকে অধীরা হইয়া কষ্টে কালযাপন করে। ক্রমে যতই শোকের হ্রাস হইতে থাকে, ততই ইন্দ্রিয়গণ উত্তেজিত হয়। যৌবন কাল সুলভ ইন্দ্রিয়বিকার অনিবার্য্য। শাস্ত্রে কথিত আছে "বলবান ইন্দ্রিয়গ্রামঃ"। সর্ব্বাপেক্ষা আবার কামরিপু অধিকতর প্রবল। কাহারও সাধ্য নাই উহার বেগ প্রতিরোধ করে। এমনকি মহাতেজস্বী জিতেন্দ্রিয় তপস্বিগণও সময়ে সময়ে মনোভবের নিকট পরাভূত হন। অবলা কামিনীগণের ত কোন কথাই

নাই। অতএব বৃদ্ধস্বামীকা রমণী স্ত্রীজন সুলভ লজ্জা ও সতীত্বে জলাঞ্জলি দিয়া অভিসারিকা বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বাল্যবিবাহ অপেক্ষা বৃদ্ধবিবাহ অধিকতর অমঙ্গলের কারণ। যাঁহারা সমাজ মধ্যে অপেক্ষাকৃত নির্ধন, তাঁহাদের বিবাহ হওয়া দুরূহ ব্যাপার। বিবাহ তাঁহাদের পক্ষে বহুব্যয়সাধ্য। সচ্চরিত্র ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিও নির্ধন হইলে কেহই তাঁহাকে কন্যা দান করিতে সম্মত হয় না। তবে যদি বহু দিবসের পর ৪০।৪৫ বৎসর বয়সে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কন্যার পিতাকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিতে পারেন, তাহা হইলে ৫।৭ বৎসর বয়স্কা অতি বালিকা কন্যার সহিত বিবাহ হয়। আবার দেখিতে পাওয়া যায় অনেক ধনশালী ব্যক্তি ৭০।৮০ বৎসরের বয়সে স্ত্রী বিয়োগ হইলে পুনর্ব্বার ১২।১৪ বৎসরের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এইরূপ পরিণয় যে নিতান্ত অবৈধ এবং ইহার পরিণাম যে অতিশয় বিষময় তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এরূপ বিবাহ স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই পক্ষে বিড়ম্বনা স্বরূপ। প্রথমোক্ত স্থলে স্বামী বৃদ্ধ হইলে স্ত্রীর যৌবনারম্ভ হয় এবং শেষোক্ত স্থলে ত কোন কথাই নাই। যদিও স্বামী কিছু দিন জীবিত থাকে, তথাপি দম্পতীর উভয়ের বিশুদ্ধ প্রণয় জন্মিবার সম্ভাবনা নয়। এইরূপ কিছুদিবস বৃথা যন্ত্রণার পর যুবতী বিধবা হয়। অবোধ বালা স্বামীর সহবাস সুখ কিরূপ, তাহা জানিল না, প্রণয় কি তাহা কিছুই বুঝিল না। পতি বিয়োগ হইলে এক দিকে বৈধব্যযন্ত্রণা আবার অন্য দিকে সমাজের কঠিন শাসনের অসহ্য যাতনা। এরূপ দারুণ ক্লেশের অবস্থায় পতিত হইয়া যুবতী কাহার শরণাপন্ন হইবে? কে তাহার ব্যথায় ব্যথিত হইবে? তাহার পক্ষে পিতা মাতা যেরূপ নির্দ্দয় সমাজও তদ্রূপ, সুতরাং নিরুপায় ভাবিয়া সমাজ শাসনের কঠিন শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভের উপায় অন্বেষণ করিতে থাকে এবং পরিশেষে হয় ত পিতৃ ভর্তৃ উভয় কুলে কলঙ্ক নিশান তুলিয়া দিয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে।

পূর্ব্বোক্ত দুটী কুপ্রথার ন্যায় বহু বিবাহও নানা প্রকার অমঙ্গলের আকর। ইহাও অনেক সময়ে রমণীগণের ব্যভিচারিণী হইবার কারণ হইয়া উঠে।

আমাদের দেশে পূর্ব্ব কালে যে অষ্ট প্রকার বিবাহ প্রণালী প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহা বরকন্যার পরস্পরের প্রণয়ানুসারে সম্পাদিত হইত। এবম্প্রকার বিবাহে আবদ্ধ হইয়া দম্পতী অনুরাগে কালযাপন করিতেন। কখনই তাঁহাদের প্রণয়ের বিচ্ছেদ হইত না। যদিও তাঁহাদের দেহ ভিন্ন কিন্তু আত্মার বোধ হয় কোন প্রভেদ থাকিত না। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের অন্তরে বাস করিতেন। দুই নদী আসিয়া একত্র মিলিত হইলে যেরূপ প্রভেদ করিতে পারা যায় না, তাঁহারাও তদ্রূপ মিলিত হইয়া একটীতে পরিণত হইতেন। এবম্প্রকার পরিণয়কেই পরিণয় এবং এইরূপ প্রণয়কেই প্রণয় শব্দে গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে যেরূপে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা অতিশয় জঘন্য। কারণ, তাহাতে নব দম্পতীর প্রকৃত প্রণয় হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। উভয় পক্ষের পিতা মাতার মতানুসারে ঘটককে মধ্যবর্ত্তী করিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ দম্পতীর পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হয় না। যে বিবাহের অন্তর্গর্ভে স্ত্রীপুরুষের চিরকালের সুখ দুঃখ নিহিত, তাহা এইরূপে সম্পাদিত হইলে কি রূপে তাঁহাদের ভালবাসা বা প্রণয় জন্মিতে পারে? পিতা মাতা যাঁহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মনে করেন, হয় ত সেই যুবক কন্যার চক্ষে অতিশয় কুৎসিত দৃষ্ট হয়। পাত্র দেখিতে সুন্দর হইলেই যে স্ত্রীর সহিত তাঁহার ভালবাসা জন্মিবে, তাহারও স্থিরতা নাই। ভালবাসা সৌন্দর্য্যে হয় না। আবার অনুরোধে কেহ কাহাকেও ভাল বাসিতে পারেন না। অথবা ভাল বাসে বলিয়া এক ব্যক্তি অন্যকে ভালবাসিতে পারে না। প্রণয় ভালবাসার সারাংশ। প্রণয় মিশ্রিত সুখের নিকট সমুদ্র গর্ভস্থ রত্ন রাজিও মূল্যবান বলিয়া বোধ হয় না। ইহা অতি পবিত্র পদার্থ। এক্ষণকার প্রচলিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ দম্পতীগণ এরূপ স্বর্গীয় প্রণয় সুখে বঞ্চিত হয়, অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় স্ত্রীপুরুষের কোন কালেই মনের মিল হয় না। এই বিবাহ দোষ অনেক স্থলে রমণীগণের ব্যভিচারিণী হইবার কারণ হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেনঃ—

ভর্তৃভ্রাতৃপিতৃজ্ঞাতিশ্বশ্রূশ্বশুরদেবরৈঃ।

বন্ধুভিশ্চ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যাভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ॥

স্বামিপ্রভৃতি বন্ধুগণকে শক্ত্যনুসারে অলঙ্কার, ও অশন বসনাদি দ্বারা স্ত্রীগণের সম্মাননা করিতে হইবে। তাঁহারা সম্মানিত হইলে ধর্ম্মার্থ কাম উত্তম রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আজ কাল এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, স্বামী স্ত্রীকে সম্মান করা দূরে থাকুক, বরং তাহার যথেষ্ট পীড়ন করে, তাহার সহিত সহবাস করিতে সম্মত হয় না, অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হয়। অনেকে আবার এরূপ মদিরাসক্ত, যে মদ্যপানে মত্ত হইয়া অধিকাংশ সময় বারাঙ্গনালয়ে পড়িয়া থাকে। তাহাদের পত্নীগণ যে কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে ও যত কষ্টে কালাতিপাত করে, তাহা স্মরণ করিলে অতিশয় পাষাণ হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হয়। কিন্তু উক্ত নররূপী পশুদিগের হৃদয় এত দূর কঠিন যে তাহাদের আন্তরিক ক্লেশ হয় না। তাহারা যখন সুরাপানে মত্ত হইয়া গৃহে আগমন করে, তখন তাহাদের স্ত্রীগণের এমনি আশঙ্কা হয় যে যমদূত আসিয়া উপস্থিত হইলেও তাহাদের তাদৃশ আশঙ্কা হয় না। হয় ত কোন সামান্য কারণে অথবা অকারণে প্রহার করিতেও সঙ্কুচিত হয় না। এরূপ স্থলে পত্নী যে ব্যভিচারিণী হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

শ্রীসারদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

---

## মূল্যবান সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

জেলা নদীয়ার সব ডিবিজন কুষ্টিয়া এবং জেলা যশোহর সব ডিবিজন ঝিনাইদহের এলাকাধীন বিখ্যাত সালঘর-মধুয়া নীল কন্সারনের নীচের লিখিত পত্তনি, দরপত্তনি তালুক ও জোত নীল কুঠি এবং নীল রেসম কার্য্যের দ্রব্যাদি অস্থাবর সম্পত্তির মালিক কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত মিসিয়ার্স হীল ম্যাকিনটস এণ্ড কোম্পানির ম্যানেজার নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারী বিক্রয় করিবেন। এ জন্য ধনাঢ্য মহোদয়গণকে আহ্বান করিতেছেন। আর এক্ষণে আসামের ষ্টীমার সকল গোয়ালন্দের পরিবর্ত্তে কুষ্টিয়া অবধি গমনাগমন করিবেক এ কারণ উপরি উক্ত জমিদারির মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি হইতে পারিবেক এবং উত্তম মুনফা করিবার এক্ষণে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

| মহালের নাম। | স্থিত জমা। | সদর জমা। |
|---|---|---|
| পত্তনি তালুক। | | |
| ডিহি জঙ্গলি চনিয়াপাড়া কবুরহাট পরগণে মহম্মদ সাহি। | ২৯৫২৪॥৶৭॥ | ২৫১৭৫৲৭ |
| তরফ রামচন্দ্রপুর, পরগণে ভড়কতে জঙ্গিপুর ... | ১০৭৪৩৷/৩৷ | ৮৪৪২৲১১ |
| মৌরাশি এবং খরিদা মৌরশি জোত ঐ তরফ রামচন্দ্রপুরের মধ্যে মৌরাশি জোত | ৩১১৫॥৴২দ | ২৩৭৮৲৫৴ |
| মজমপুরের খরিদা মৌরাশি জোত | ১৪৯০ | ৮২৪৶৯ |
| আকালপুর জঙ্গলি বেলনগর প্রান্তরপুর চাঁদপুর দিগর গ্রামে খরিদা মৌরাশি বহু খণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত দরপত্তনি, তালুক মৌজে মজমপুর রকম ৵ বার আনা। | ৬৭১/১১৷ | ১৩৯৮৵০ |

এই সদর জমা হইতে জমীদারগণের বরাতানুসারে তাহাদিগের জমিদারি পরগণে ভড়কতে জঙ্গিপুরের সদর খাজনা ৭২৯৯৶১১ টাকা জেলা নদীয়ার কালেক্টরিতে পত্তনিদার দিয়া থাকেন। তদ্‌বৃক্রী টাকা জমীদারগণ পাইয়া থাকেন।

নীলকুঠি ত্রিবেণী এবং নীল রেশম কার্য্যের দ্রব্যাদি।

এই সম্পত্তির বিশেষ বিবরণ অবগতার্থে নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট রাজমহল এবং কুষ্টিয়া কেনি বিলডিং ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

জি, এস, সাইক্‌স
ম্যানেজার সালঘর মধুয়া কন্সরণ।

---

যিনি এক দিবসে হৃদয় দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

---

## সর্ব্বশাস্ত্র সংগ্রহ।

আমরা পুরাণ এবং অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ক্রমে ক্রমে অনুবাদিত করিয়া প্রতিসপ্তাহে প্রকাশ করিব। মাসিক পত্রিকা যে এক মাসের খণ্ড অপর মাসে প্রচারিত হইয়া পাঠকগণকে উত্ত্যক্ত করে সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা এই গুরুতর সাপ্তাহিক দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।

প্রথম কাণ্ডে বিষ্ণুপুরাণ প্রচার করিতে আরম্ভ করা যাইবে। প্রতি সপ্তাহে পুস্তকাকারে আটপেজি ৩ ফর্ম্মা করিয়া সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সংস্কৃত মূল, টীকা ও বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ থাকিবে। আমরা ৯ মাস মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ সমাপ্ত করিয়া অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র আরম্ভ করিতে পারিব এরূপ ভরসা করি। গ্রাহক সংখ্যা আটশত পূর্ণ হইলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবে।

### মূল্যের নিয়ম।

বার্ষিক মূল্য ২॥০ ডাক মসুল ১॥০

গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য প্রথম অর্দ্ধ মূল্য ২ এবং ছয়মাস পরে অবশিষ্ট ২৲ লওয়া যাইবে।

একত্রে চারিজনে একযোড়কে লইলে ১৬ টাকা স্থলে ১১॥০ টাকাতে পাইবেন।

ভারতমিহির প্রেস ময়মনসিংহ। } শ্রীকালীনারায়ণ সান্যাল। ভারতমিহির ও ভারতমিহির যন্ত্রের অধ্যক্ষ।

---

### বৈষ্ণব! বৈষ্ণব! বৈষ্ণব!

"বৈষ্ণবাচার দর্পণ" সংক্রান্ত পত্র বা মণি অর্ডর প্রভৃতি কলিকাতা হাটখোলা বেণেটোলা ষ্ট্রীটের ৫৬ নম্বর বাটীতে শ্রীযুক্ত বা অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের নামে পাঠাইলেই উক্ত পুস্তক শীঘ্র পাইবেন।

শ্রীশশিভূষণ অধিকারী
৫৭ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট বালাখানা।

---

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

☞ এই পত্র কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃন্দাবন বসাকের লেন কমলক্রম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ১৪ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৭ সাল। ৫ ই শ্রাবণ। ইং ১৮৮০। ১৯ এ জুলাই। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।




## সোমপ্রকাশ।

৫ ই শ্রাবণ সোমবার।

### বর্ত্তমান প্রণালীতে ভারতের রাজস্বের [illegible] হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভারতবর্ষের রাজস্বের [illegible] [illegible] হয়। বর্ত্তমান প্রণালী [illegible] [illegible] সচ্ছল হইবে তাহারও সম্ভাবনা নাই। যথেচ্ছাচারিতাই ইহার এরূপ হইবার প্রধান কারণ। ভারতের কর্ত্তারাই কেবল স্বৈর ব্যবহার করেন না, ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষেরও এবিষয়ে বিলক্ষণ স্বেচ্ছাচারিতা আছে। ১৮৭১ অব্দে ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব মন্ত্রী লেঙসাহেব টাইম্‌স সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করাতেই ভারতবর্ষের আয়ব্যয়ের সমস্ত বিধান দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। ষ্টেটসেক্রেটারী বিস্তর টাকা ব্যয় করেন। ঐ বিষয়ে কেহই তাঁহার হস্তরোধ করিতে পারে না। অন্য অন্যদেশে এই প্রথা আছে, রাজস্বমন্ত্রী সমুদায় বিষয়ের বিবেচনা করিয়া আয় অনুসারে ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত করিয়া থাকেন, কিন্তু ভারতবর্ষে এরূপ হয় না। ষ্টেটসেক্রেটরী যে টাকা চান, তাহা দিতে হয়; তাহার অন্যথা হয় না। এ প্রকার নিয়ম পৃথিবীর আর কোনদেশে নাই"।

ষ্টেটসেক্রেটারীর এই যথেচ্ছাচারিতা-নিবন্ধন লেঙ সাহেব পদত্যাগ করেন। ডিসরেলী সাহেবের মন্ত্রিত্ব কালে রাজস্ব সম্বন্ধে যতদূর যথেচ্ছাচার হইবার হইয়াছে। সেই যথেচ্ছাচার হওয়াতেই সার জন ষ্ট্রেচি সাহেবের যার পর নাই অবমাননা হইল। রোগী ব্যক্তির যথেচ্ছাচারের ন্যায় রাজস্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছাচার মারাত্মক অনিষ্টের কারণ হয়। এই যথেচ্ছাচারিতা-হেতুক ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উথরিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তুরস্কের অদক্ষ অদূরদর্শী সুলতানের ন্যায় ক্রমেই ঋণগ্রস্ত হইতেছেন। একটী নিয়ম বন্ধন পূর্ব্বক আয় ব্যয়ের যদি ভালরূপ বন্দোবস্ত না হয়, গবর্ণমেণ্ট কি কখন এ ঋণদায় হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবেন? ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের রাজস্বশিরোমণি এই বিশৃঙ্খলা দেখিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই [illegible]। যথেচ্ছাচারপ্রিয় ডিসরেলীর [illegible] [illegible] কোন উচ্চ বাচ্য হয় নাই বটে, কিন্তু বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের সকলেই যার পর নাই অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। গত সপ্তাহের ইউরোপীয় সমাচার পাঠে জানিতে পারা গেল, বর্ত্তমান ষ্টেট সেক্রেটারী লার্ড হার্টিংটন স্পষ্টাক্ষরেই কহিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত আয়-ব্যয়-বৃত্তান্ত নিতান্ত অসম্পূর্ণ।

ভারতবর্ষের রাজস্বের এরূপ শোচনীয় অবস্থা থাকা কোন ক্রমেই উচিত নয়। ইহার প্রতিকার করা একান্ত আবশ্যক। দুঃসাধ্য রোগগ্রস্ত ব্যক্তির রোগের প্রতিকার না করিলে যেমন ক্রমে নানা জাতীয় রোগ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে, তাহার দেহমন্দির দিন দিন যেমন দুর্ব্বল ও অন্তঃসার শূন্য হইয়া পতনোন্মুখ হয়, তেমনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান শোচনীয় রাজস্বের অবস্থার প্রতিকার না করিলে নানাজাতীয় অনিষ্ট ঘটনা নিধন-দশা উপস্থিত করিয়া তুলিবে। রাজস্ব প্রভুশক্তির প্রধান অবলম্বন। সেই অবলম্বন যদি দুর্ব্বল হয়, অবলম্বনকারী কতকাল স্থিরপদ হইয়া থাকিতে পারে?

এ অবস্থার প্রতিকারের প্রকৃত উপায় কি? এক্ষণে তাহাই চিন্তনীয় হইতেছে। ফসেট সাহেব প্রভৃতির প্রযত্নে সময়ে সময়ে ভারতবর্ষের রাজস্ব বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ যে কমিটি নিয়োজিত হন, তাঁহাদের হইতে এপর্য্যন্ত বিশেষ উপকার হইতে দেখা গেল না। সেই কমিটিগুলি প্রাচীন গ্রীসের আক্রমণার্থী পারসীক সৈন্যের ন্যায় কেবল আড়ম্বরসার। তাদৃশ কমিটির অধিবেশনে কেবল কতকগুলি অর্থের শ্রাদ্ধ হয় এইমাত্র। রাজস্বের ঐ শোচনীয় অবস্থার প্রকৃতরূপে প্রতীকার করা যদি রাজপুরুষদিগের অভিপ্রেত হইয়া থাকে, [illegible] ভারতবর্ষের রাজস্ব দর্শনার্থ একটী [illegible] [illegible] করিবার ব্যবস্থা করুন। [illegible]

গুলি রাজপুরুষ ও রাজপুরুষেতর ইউরোপীয় আর কত কগুলি এদেশীয় উপযুক্ত লোক থাকিবেন। তাঁহারা সর্ব্বদা আয় ব্যয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিবেন এবং আয় ব্যয় স্থির করিয়া দিবেন। কেহ ঐ কমিটির মত ব্যতিরেকে স্বেচ্ছানুসারে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে পারিবেন না। এপ্রকার একটী স্থায়ী কমিটি না হইলে আমরা ভারতবর্ষের মঙ্গল দেখিতেছি না। আমরা সর জন ষ্ট্রাচির অধঃপতন প্রস্তাবে প্রতিনিধি-শাসন-প্রণালীর যে প্রসঙ্গ করিয়াছিলাম তাহাই ভারতবর্ষের রাজস্বের অবস্থা সংশোধনের মুখ্য উপায়। আর আমরা এক্ষণে স্থায়ী কমিটি নিয়োগের যে প্রস্তাব করিলাম, এটী গৌণ কল্প। যাবৎ মুখ্য কল্পের উপযোগী উপকরণ সংগৃহীত না হইতেছে, তাবৎ এই গৌণকল্প অবলম্বন করিয়া কার্য্য সাধন করা কর্ত্তব্য, কোন ক্রমেই উপেক্ষা করা উচিত নয়। উপেক্ষা নিবন্ধন অপব্যয়ের ক্রমিক বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৭৮ অব্দে পলমল গেজেট ভারতবর্ষের সৈন্য সংক্রান্ত অপব্যয়ের যে প্রতিবাদ করেন, এখন তাহার হ্রাস না বৃদ্ধি হইয়াছে? এতৎ সম্বন্ধে সোমপ্রকাশে তৎকালে যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা এই:—

এক্ষণে ভারতবর্ষে ৬২৫০০ জন ইংরাজ সৈন্য ও ১২৫০০০ সিপাহী অর্থাৎ মোট ১৮৭০০০ সৈন্য আছে। ইহাদের প্রতি প্রতি বৎসর ১২৮০০০০০০ টাকা ব্যয় হয়। প্রত্যেক সৈন্যের প্রতি বাৎসরিক ৮০০।৯০০ টাকা খরচ হয়!! এই সৈন্যের তিন ভাগের দুইভাগ সাত টাকা বেতনের সিপাহী!!! আঠার মাস ধরিয়া কাবুল যুদ্ধের সজ্জা হইতেছে, কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে, গবর্ণমেণ্ট ২০০০০।২৫০০০ হাজার সৈন্যও সমরক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে সক্ষম হন নাই। এই দুরন্ত শীতকাল, ইহাদের অধিকাংশের একখানি কম্বলও নাই! এই ব্যয় নিতান্ত অন্যায়, এ বিষয়ের সত্বর অনুসন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। সাতটাকা বেতনের সিপাহীর প্রতি প্রতিবৎসর ৮০০ টাকা খরচ পড়ে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। ভারতবর্ষের তিনগুণ অর্থাৎ ৫৬২৭৬৪ সৈন্য ইংলণ্ডে আছে। তাহারা সকলেই ইংরাজ; কিন্তু তাহাদের জন্য বাৎসরিক ১৫৫০৫০০০০ টাকা মাত্র ব্যয় হইয়া থাকে। ফরাসীদিগের বর্ত্তমান সৈন্য সংখ্যা ৯১৪০০০ ব্যয় ১৭০০০০০০০ টাকা, জর্ম্মণির সৈন্য সংখ্যা ১৩০০০০০, ব্যয় ১৮৫০০০০০০ টাকা। এক্ষণে চিন্তাশীল পাঠক অভিনিবিষ্টচিত্তে প্রত্যেকের সৈন্য সংখ্যা ও ব্যয়ের বিবরণী অনুধাবন করিয়া দেখুন, অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ১৮৭০০০ সৈন্যের প্রতি (তাহার অধিকাংশ ৭ টাকা বেতনের সিপাহী) ১৬,০০,০০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন; এবং জর্ম্মণি ১৩০০০০০ ইউরোপীয় সৈন্যের প্রতি কেবল ১৮৫০০০০০০ টাকা ব্যয় করেন।

ভারতের টাকা সস্তা সস্তাই জলের মত খরচ হয়। সকল বিভাগেই এইরূপ অপব্যয় হইয়া থাকে আমাদের এই বিশ্বাস। ভারতবর্ষের অধিকাংশ ইংরাজেরই ইংরাজজাতিসমুচিত নিজের স্বাধীনতা ও স্বপ্ন বিবেচনা নাই। তাঁহারা দেখিয়াও কিছু বলিতে সাহসী হন না। আমরা কেবল এক টৈমস্যার পত্রিকা সম্পাদককে স্বাধীনহৃদয় দেখিতে পাইতেছি। তিনি বলেন, এইরূপ প্রণালী কি চিরস্থায়ী হইতে পারে? ইহা চিরস্থায়ী হইবে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি এরূপ আশা করিতে পারেন? ইহা কি চিরস্থায়ী হওয়া উচিত? স্বার্থসাধনই এই সকলের মূল। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে আসিয়া এই স্বার্থসাধন প্রবৃত্তির দমন না হইয়া বরং বলবতী হইয়াছে। যদ্যপি ভারতের শাসনভার কোম্পানির হস্তে থাকিত, তাহা হইলে ১৮৭০০০ সৈন্যের জন্য ৮০০০০০০ বা ১০০০০০০০ কোটি টাকার অধিক ব্যয় হইত না, কিন্তু বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট ঐ স্থলে ১৬০০০০০০ কোটি টাকা করিয়াছেন। ইত্যাদি।

---

## বার্লিন কন্‌ফরেন্স সভা ও তুরস্ক।

সম্প্রতি ইউরোপীয় রাজাদিগের প্রতিনিধিগণ বার্লিনে যে কন্‌ফরেন্স সভা করেন, তাহার কার্য্য শেষ হইয়াছে। যে উদ্দেশ্যে এ সভা করা হয়, তাহা সুসিদ্ধ হইবে কি না তাহারই বিচার করা আমাদের অদ্যকার এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। ইউরোপীয় রাজগণ বলেন, তুরস্ক-রাজ্যের শাসন-প্রণালীর যে সমস্ত দোষ আছে, তুরস্কের সুলতানকে তাহার সংশোধনে প্রবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায়েই সভা করা হইয়াছিল। এ অভিপ্রায়টী প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় রাজার রাজ্যে আজও অত্যাচার থাকে, এবং ইউরোপীয় প্রজাগণকে সেই অত্যাচার সহ্য করিতে হয়, ইহা ইউরোপীয় রাজগণের একান্ত অসহ্য। তাঁহারা যদি তাহার উন্মূলন চেষ্টা করেন, কে না তাঁহাদের প্রশংসা করিবে, কিন্তু তাঁহারা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বিশুদ্ধ নহে। তাঁহাদের কার্য্যের ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ ঘটিবার পূর্ব্বে কনষ্টাণ্টিনোপলের কন্‌ফরেন্স সভায় যে ফল ফলিয়াছিল, এ কন্‌ফরেন্স সভায় সেইরূপ বা তদধিক মারাত্মক অনিষ্ট-ফল ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বকার কন্‌ফরেন্স সভা সুলতানকে বলিয়াছিলেন, বলগেরিয়া প্রভৃতি খৃষ্টান-প্রধান প্রদেশগুলির স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইবে। খ্রীষ্টান গবর্ণরেরা ইউরোপীয় রাজগণের মতানুবর্ত্তী হইয়া সেই সেই প্রদেশে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। তত্তৎ প্রদেশের প্রজাগণের ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা ও রাজনীতি সম্বন্ধে মুসলমানদিগের তুল্যতা হইবে। এইরূপে তুরস্ক রাজ্যের যে সংস্কার হইবে, তদনুরূপ কার্য্য হইতেছে কি না তাহার তত্ত্বাবধানার্থ ইউরোপীয় রাজগণের নিয়োজিত কমিসন থাকিবে।

কোন্ স্বাধীন রাজা এরূপ ঘৃণিত নিয়ম দ্বারা বদ্ধ হইয়া অপরের ভৃত্য ভাবে রাজ্য করিতে সম্মত হইতে পারেন? অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, খ্রীষ্টান-প্রধান প্রদেশগুলিতে তুরস্ক-রাজের [illegible] করিয়া সুলতানকে সার ও পদার্থ হীন করিয়া তুলিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই কারণে তুরস্ক-রাজ সদাসহ ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া সমর-সাগরে অবতীর্ণ হইবার প্রতিজ্ঞা করেন। সে বার তুরস্কের আয়ুর যোগ ছিল, তাই কথঞ্চিৎ রক্ষা হইয়াছিল। এবার বুঝি আসন্ন দশা উপস্থিত। এইবার বোধ হয় তুরস্ককে পৃথিবীর মানচিত্র হইতে অন্তর্হিত হইতে হইবে। এবারের কন্‌ফরেন্স সভাও তুরস্কের অবমাননা-জনক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এবার কনফরেন্স সভা গ্রীসের সহিত তুরস্কের সীমা বিভাগ করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন। তুরস্কের প্রতিনিধিকে কনফরেন্স সভায় আহ্বানও করা হয় নাই। যাহার কিছু মাত্র তেজ আছে, তিনি এপ্রকার তেজোবধ সহ্য করিতে পারেন না। ইউরোপীয় রাজগণ যদি নিতান্ত পীড়াপীড়ি করেন, তুরস্ককে বিপক্ষভাব অবলম্বন করিতে হইবে। পূর্ব্বে সুলতান কেবল এক রুশের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করিতে পারেন নাই, তিনি এখন সকলের সহিত বিরোধ করিয়া যে জয়ী হইবেন, তাহার সম্ভাবনা কি? তিনি যদি তাঁহাদের কৃত ব্যবস্থায় মৌখিক সম্মতি প্রদর্শন না করেন, তুরস্ক-রাজ্যের লোপ হইবার সমধিক সম্ভাবনা।

আমরা বড় আশ্চর্য্য দেখিতেছি, ইউরোপীয় রাজগণ এমন বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী হইয়াও অত্যাচার নিবারণের নামে অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছেন! পূর্ব্বকার কনফরেন্স সভার ফলভূত যে রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ ঘটনা হয়, আজও তাহার অনিষ্ট ফলের শান্তি হয় নাই। আজও অনেক গ্রাম ও নগরে মারীভয় ক্রিয়া করিতেছে। আরমেনিয়ার দুই তিন শত গ্রাম উৎসন্ন হইয়াছে। কয়েকটী গ্রামের লোকও পলাইয়া রুশিয়ায় গিয়া বাস করিয়াছে।

তুরস্ক রাজ্যে অনেক প্রকার অত্যাচার, অন্যায় কার্য্য ও বিশৃঙ্খলা আছে। সে গুলির সংশোধন করিয়া প্রজাগণের দুঃখ দূর করা ইউরোপীয় রাজগণের যদি বাস্তবিক অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তাঁহারা গ্রীসের সীমানির্দ্ধারক প্রস্তাব পরিত্যাগ করুন। তুরস্কের উপরেই সে ভার সমর্পিত হউক। তাঁহারা [illegible] অর্থ ও পরামর্শ দিয়া তুরস্কের অন্তর্গত দোষগুলির সংশোধনে যত্নবান হউন। অধিক যদি রাজগণ তুরস্কের সংস্কারোপযোগী অর্থ কর্জ্জ দেন, সুলতানের মঙ্গল অবস্থা হইলে অনায়াসে সে অর্থের প্রত্যুদ্ধার করিতে পারিবেন। সুলতান যদি তাঁহাদের নিয়মে [illegible] করিতে পারেন, [illegible] রহিবে। তখন তিনি স্ব ইচ্ছায় [illegible] হই-

বেন। ইউরোপীয় রাজগণ নিঃস্বার্থ প্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করেন না বলিয়া সকল সময়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। একটী উদাহরণ এই, ইংলণ্ডেশ্বরীর নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের একান্ত ইচ্ছা যত শীঘ্র পারেন কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিবেন, কিন্তু নিঃস্বার্থ হইয়া কার্য্য করিতে পারিতেছেন না বলিয়া সে অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হইতেছেন না। আবদুল রহমনকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। তাঁহারা যদি নিঃস্বার্থ হইয়া কেবল কাবুলের মঙ্গলোদ্দেশে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে এত দিনে অনায়াসে কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিতে পারিতেন। এখনও যদি তাঁহারা কাবুলের ভাবী আমীরকে অপনাদিগের উপদিষ্ট অঙ্গীকারে বদ্ধ করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কাবুলে একটী সভা করেন, এবং কাবুলবাসীদিগের অভিমত এক ব্যক্তিকে সিংহাসনে অধিরোহিত করেন, সকল আপদের শান্তি হয়, সকল গোলযোগের নিষ্পত্তি হইয়া যায়, তাঁহারাও স্বচ্ছন্দে কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিতে পারেন। ঐরূপ ইউরোপীয় রাজগণ যদি নিঃস্বার্থ ভাবে তুরস্ক সম্বন্ধে কার্য্য করেন, সহজে তাঁহাদের সকল মনোভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তুরস্কও রাহুগ্রাস-মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধকান্তি হইয়া উঠে।

## ব্যবহার্য্য দ্রব্যে নিকৃষ্ট দ্রব্য মিশ্রণ।

ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই খাদ্যদ্রব্যে অপকৃষ্ট দ্রব্য মিশ্রণ প্রথা ছিল। এই প্রথা রহিত করিবার জন্য সকল দেশেই এক্ষণে কঠোর নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। আমাদের দেশেও ব্যবহার্য্য দ্রব্যে অপকৃষ্ট দ্রব্য মিশ্রিত করা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে। অনেক স্থানে ময়রার দোকানের দ্রব্য ভক্ষণ করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুগ্ধে জল মিশান যেন প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া বোধ হয়। নির্জ্জল দুগ্ধ পাওয়া ভার। ঘৃতের সঙ্গে সময়ে সময়ে নানাবিধ অখাদ্য তৈল মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। কুইনাইন খাঁটি পাওয়া বড়ই দুষ্কর। অধিকাংশ ডিস্পেনসরির ঔষধ মন্দ দ্রব্য মিশ্রিত থাকে বলিয়া ফলোপধায়ক হয় না। ব্যবসাদারেরা খাদ্য দ্রব্যে মিশাল দেওয়া ধর্ম্ম ও ন্যায়-বিরুদ্ধ কার্য্য বিবেচনা করে না। স্থানে স্থানে এই কুপ্রথা এত প্রচুররূপ হইয়াছে যে, তাহার নিবারণের উপায় করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। খাদ্য দ্রব্য লইয়া মনুষ্যের জীবন। মনুষ্যজীবন রক্ষা ও মনুষ্য দেহ পুষ্টি খাদ্য দ্রব্যের দ্বারা সাধিত হয়। অতএব তাহাতে কৃত্রিমতা থাকিলে বড় অনিষ্ট হয়, এত আর কিছুতেই হয় না। খাদ্য দ্রব্যে কুৎসিত পদার্থ মিশ্রিত থাকিলে যত অনিষ্ট হয়, ঔষধে ওরূপ পদার্থ থাকিলে তাহার চতুর্গুণ অপকার হইয়া থাকে। ঔষধ বিষয়ে কৃত্রিমতা পল্লীগ্রামে অত্যন্ত অধিক। ইহার নিবারণ জন্য প্রজাবর্গের এবং গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগ থাকা আবশ্যক। সভ্যতা ও লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোক খাদ্যাদির জন্য অনেক পরিমাণে অন্যের এবং ব্যবসাদারের উপর নির্ভর করে। যদি ব্যবসাদারেরা তাহাদের উপর বিন্যস্ত বিশ্বাস ভঙ্গ করে, তাহাদের বিশ্বাস ঘাতকতার শাস্তি হওয়া উচিত হয়। তাহারা যদি আপনাদিগের গুরুতর কার্য্যভার আপনারা বুঝিতে না পারে, তাহাদিগকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবার উপায় করা কর্ত্তব্য।

ফ্রান্স দেশে এই কুপ্রথা সর্ব্বপ্রথমে অধিক প্রচলিত হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করেন। ইংলণ্ডেও মিশ্রণ কার্য্য নিবারণের অতি কঠিন আইন আছে। যে বিয়ারে কিছু মিশাইয়া দেয় তাহার ৫০০ টাকা জরিমানা হয় এবং যে দুগ্ধে জল মিশায় তাহার ১০০ টাকা দণ্ড হয়। ইংলণ্ডে যে কেবল আইন আছে তাহা নয়, অনেক সময়েই আইন মত দণ্ড হইয়া থাকে। তথাপি ইংলণ্ডে এখনও মিশাল দেওয়া বন্ধ হয় নাই। কিন্তু অনেক কমিয়া আসিয়াছে। আমেরিকায় এই অত্যাচার এখন অত্যন্ত অধিক। সেখানকার গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধানার্থ প্রধান প্রধান রসায়ন বিদ্যাবিৎগণকে নিযুক্ত করিতেছেন। তাঁহাদের পরীক্ষায় প্রকাশ হইয়াছে যে চা ও কাফিতে বড়ই মিশাল থাকে। আমাদের নিজ দেশে প্রাচীন কাল অবধি অধর্ম্ম হইবার বা জাতিপাত হইবার ভয়ে অনেকে খাদ্য দ্রব্যে অপকৃষ্ট দ্রব্য মিশাইত না। গোয়ালা যদি দুগ্ধ হইতে মাখম তুলিত বা দুগ্ধে জল দিত তাহা হইলে তাহার জাতি যাইত। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে সব ভয় অন্তর্হিত হইয়াছে। এক ব্যক্তি কলিকাতায় একজন গোয়ালাকে খাটি দুগ্ধের দাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে সে উত্তর দিল, চারিসের টাকায়। তাহার পর তুমি ৫ সের দিতে পার? আজ্ঞে পারি। ছয় সের? আজ্ঞে পারি, আট দশ বা বার সের? আজ্ঞে পারি, বিশ সের? আজ্ঞে তাও পারি। চল্লিশ সের? আজ্ঞে তাও পারি কিন্তু রঙ রাখিতে পারি না। গোয়ালার ও মেছুয়ার জুয়াচুরি দেশ বিখ্যাত। তাহাতে দেশের কত অনিষ্ট হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সরিষার তৈলে যে কত কি মিশ্রিত থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এখন এমনি দাঁড়াইয়াছে যে অকৃত্রিম সর্ষপ-তৈল নূতন পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। এরূপ অবস্থায় মিশাল দেওয়ার প্রথা যাহাতে এক কালে উন্মূলিত হয়, তাহার বিশিষ্ট চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় যত দূর হয়, তাহা তাঁহারা করুন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অপেক্ষা দেশের লোকের চেষ্টা অধিক ফলোপধায়িনী হইবার সম্ভাবনা। কয়েক বৎসর হইল ইংলণ্ডে চায় এত ছাইমাটী মিশান থাকিত যে সকলেই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে কতকগুলি লোকে স্থির করিল, আমরা ত নগদ পয়সা দিয়া রোজ রোজ চা কিনিয়া খাই। আমরা যদি সকলে মিলিয়া কয়েক বাক্স চা আনি এবং সেই চা প্রত্যহ পয়সা দিয়া রীতিমত ক্রয় করি, তাহা হইলে খুচরা যাহারা বিক্রয় করে, তাহারা আর আমাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না। এই স্থির করিয়া তাহারা চা বাক্স কিনিল। সম্বৎসর এইরূপ করিয়া তাহারা দেখিল যে তাহাদের শুদ্ধ অকৃত্রিম চা খাওয়া হইয়াছে এমন নহে, তাহাদিগের অনেক লাভও হইয়াছে। অভীপ্সিত সিদ্ধি-লাভ-প্রোৎসাহিত হইয়া তাহারা ঐ রূপে চিনি প্রভৃতি গৃহস্থের প্রয়োজনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যই কিনিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা প্রকাশ্য ব্যবসায় আরম্ভ করিল। ক্রমে তাহারাই রকডেল পাওনিয়ার নামে ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়া উঠিল। তাহারা ইংলণ্ডের যে বিশেষ উপকার করিয়াছে, তাহা মিল ফসেট প্রভৃতি প্রধান প্রধান চিন্তাশীলগণ স্বীকার করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের আইনের উপর আইনে যে উপকার হইবার সম্ভাবনা ছিল না, কতকগুলি সামান্য শ্রমজীবী লোকে অনায়াসে তাহা সুসম্পন্ন করিয়া তুলিল। আমাদের এ কথার উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে লোকে চেষ্টা করিলে অনায়াসে কুপ্রথা সকল রহিত করিতে পারেন।

## ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অহিফেন ব্যবসায়।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের চীন দেশে অতি বিস্তৃত অহিফেন ব্যবসায় আছে। এই ব্যবসায়ে প্রতি বৎসর প্রায় আট নয় কোটী টাকা লাভ হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দাদন দিয়া বিহার বারাণসী ও মালব এই তিন স্থানে অহিফেনের চাষ করান এবং সেই কৃষিজাত অহিফেন শত করা দুই শত টাকা লাভে বিক্রয় করেন। এক বাক্স অহিফেন প্রস্তুত করিয়া বাক্স বন্দী করিতে ৪১৭। ৪১৮ টাকা খরচ হয়। কিন্তু এক বাক্স অহিফেন ১২০০। ১৩০০ টাকায় বিক্রয় হয়।

ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের বহুসংখ্যক লোক এই অহিফেন ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে ক্রমাগত চীৎকার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বলেন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পৃথিবীর সভ্যতম দেশে সভ্যতম গবর্ণমেণ্ট মাদক দ্রব্যের ব্যবসায় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবেন, এ অতি কুৎসিত কথা। ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরল যদি আফিঙের বড় দোকানদার হইলেন, তবে তাঁহাতে ও রাধানাথ সাহে প্রভেদ কি? ছোট দোকানের সম্মুখে লেখা থাকে, "সরকারী হুকুম অনুসারে খুচরা বা খরচা মাদক বিক্রয়।" এ বড় দোকানের সম্মুখে লেখা "এক লক্ষ বাক্স আফিঙ পাইকেড়ি দরে বিক্রয় হয়।" বিশেষতঃ অহিফেনের মত বিষবৎ মাদক পদার্থ আর নাই। যে বিশ বৎসর বয়সে অহিফেন সেবন আরম্ভ করিবে, তাহার ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত জীবন ধারণ হওয়া সন্দেহস্থল। অহিফেনে দৃষ্টিশক্তি সঙ্কুচিত করে, স্মরণ শক্তিলোপ করে, বুদ্ধিবৃত্তি কলুষিত করে, শরীরের জীবনী শক্তি হ্রাস করে। এমন ভয়ানক বিষ পৃথিবীর একটী সভ্য গবর্ণমেণ্ট আর একটী অর্দ্ধ সভ্য কিন্তু বহুজনাকীর্ণ রাজ্যমধ্যে প্রেরণ করিয়া তাহাকে অন্তঃসারশূন্য কীটভুক্ত বৃক্ষবৎ করিয়া তুলিতেছেন। আপন প্রজাদিগকেও এই বিষ পানের উৎসাহ দিতেছেন। অতএব ধর্ম্মতঃ ন্যায়তঃ অর্থতঃ এই জঘন্য অশ্রদ্ধেয় ও হেয় ব্যবসায় অবশ্য পরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় দুই মাস গত হইল ইংলণ্ডস্থ অহিফেন ব্যবসায়-বিরোধিগণ পার্লিয়ামেণ্টে এই কথা লইয়া মহা আন্দোলন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আন্দোলনের কোন ফল হয় নাই, হইবারও সম্ভাবনা নাই।

আমরা যে বলিলাম তাঁহাদের আন্দোলনে কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহার কারণ এই যে আমাদিগের ষ্টেট সেক্রেটারী মারকুইস হার্টিংটন তাঁহাদিগের কথায় আস্থা প্রদর্শন করেন নাই। প্রত্যুত, তিনি বলিয়াছেন যে অহিফেন ব্যবসায় না থাকিলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া নিতান্ত কঠিন হইবে। যে আয়দ্বার হইতে প্রতি বৎসর আট নয় কোটী টাকা উৎপন্ন হয় সে দ্বার একেবারে রুদ্ধ করিলে ঐ টাকা কোথা হইতে আসিবে। ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ করভারে উৎপীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের কর সীমা অতিক্রম করিয়াছে। অতএব এ আট নয় কোটী টাকা কিরূপে সংগৃহীত হইবে? ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের এমন ক্ষমতা নাই যে, তাহারা এই টাকার সংস্থান করিয়া দিতে পারে। অতএব যদি ভারত সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে অহিফেন ব্যবসায় এক্ষণে কোন মতেই পরিত্যাগ করা উচিত নহে। লোকের পক্ষে ধর্ম্ম উপদেশ দেওয়া বড়ই সহজ ব্যাপার। কিন্তু কিসে কি হয় তাহা ধর্ম্মোপদেশকগণ বুঝিতে চান না। তাঁহারা চীনের লোক আফিং খাইয়া মারা যাইতেছে দেখিয়া বড়ই দুঃখিত ও শোকার্ত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অহিফেন ব্যবসায় তুলিয়া দিলেও চীনেরা অহিফেন খাইতে ছাড়িবে না। লাভের মধ্যে ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ করভারে পীড়িত হইয়া এক কালে মারা যাইবে। লর্ড হার্টিংটনের এইরূপ বাক্যে তাঁহার বিরোধীরা যে অত্যন্ত চটিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের উল্লেখ করা বাহুল্য।

পার্ব্বতীর তপস্যায় মহাদেব প্রসন্ন হইয়া যখন তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার যে ভাব হইয়াছিল, মহাকবি কালিদাস "ন যযৌ ন তস্থৌ" তিনি যাইতেও পারিলেন না, স্থির হইয়াও থাকিতে পারিলেন না। এই দুটী সংক্ষিপ্ত বাক্য দ্বারা সেই ভাব সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অহিফেন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিবার প্রস্তাবটীরও সেইরূপ "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থা। যদি ছাড়িয়া দেন ৮।৯ কোটী টাকার ক্ষতি, আর যদি রাখেন ধর্ম্মহানি, এ উভয় ক্ষতির তুলনা করিলে শেষোক্ত ক্ষতি গুরুতর। ধর্ম্মহানির পর মানুষের বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্টের হানি আর নাই। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায় অহিফেনের চাস বিষ বৃক্ষের চাস বলিলেই হয়। সেই বিষ খাওয়াইয়া লোকের প্রাণসংহার করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা নিতান্ত অবৈধ কার্য্য। ইহার একটী সুসঙ্গত দৃষ্টান্ত আছে। সেটী আপাততঃ শ্রুতিকটু, রূঢ় ও কর্কশ বলিয়া বোধ হইবে বটে কিন্তু তদ্দ্বারা ভাবটী সুন্দর রূপ ব্যক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। পূর্ব্বে ঠেঙ্গাড়ে দূরগামী পথিকদিগকে বিষ পান করাইয়া প্রাণসংহার করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিত। সে উপার্জ্জন যেরূপ, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অহিফেন বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করাও ঠিক সেইরূপ। ফলতঃ এ প্রস্তাবের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু বক্তব্য আছে। এ ব্যবসায়ের স্বপক্ষবাদীরা বলেনঃ—

"অহিফেন চাসে যে ভূমির প্রয়োজন হয়, তাহাতে যদি অন্য শস্য উৎপাদিত হইত, তাহা হইলে কি লোকের কষ্ট হইত? না দুর্ভিক্ষ ঘটিত? আমরা বলি পৃথিবীর সমস্ত ভূমিতেই কি কেবল ধান্য ও গোধূমের চাস হইবে? তাহা হইলে নীল রেশম পাট কাফি চা ইত্যাদির চাসে যে জমি লাগে, সে জমীও ত অপব্যয়ের মধ্যে গণ্য? অহিফেনের চাসে কত জমি লাগে? যে সকল অঞ্চলে অহিফেনের চাষ আছে, তথাকার ৪০০ বিঘার মধ্যে ১ বিঘা মাত্রে অহিফেন হয়, অবশিষ্ট ৩৯৯ বিঘায়ও যদি কৃষকের দুঃখ দূর না হয়, তবে ৪০০ বিঘায়ও তাহার দুঃখ দূর হইবে না। বিশেষতঃ অহিফেনের চাসে কৃষকের ক্ষতি নাই, বিহারের কৃষকের লাভ অল্প হয় বটে কিন্তু সে লাভের উপর তাহারা পোস্ত বীজ বিক্রয় করিয়াও কিছু পায় তাহারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যে বলপূর্ব্বক অহিফেনের দাদন দিয়া প্রজার সর্ব্বনাশ করেন, এটী একটী ভ্রমাত্মক সংস্কার।

আমাদের দ্বিতীয় কথা এই যে, চীনের লোককে আফিঙ খাওয়ান হইতেছে। কিন্তু চীনে কি সকল লোকই আফিঙ খায়? চীনের অধিবাসীর সংখ্যা ৪০ কোটী। এই ৪০ কোটী লোকই কি অহিফেন সেবনে নিরত? এ কথা কেহই বিশ্বাস করিবেন না। তবে তাঁহারা বলিবেন অধিকাংশই আফিঙ খোর। আমরা প্রমাণ করিয়া দিতেছি যে বিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র আফিঙ খায়, অবশিষ্ট লোক অহিফেন সেবনরূপ বিষ-দোষ-শূন্য। ভারতবর্ষ হইতে ১০০০০ বাক্স আফিঙ চীনে গিয়া থাকে। এক এক বাক্সে ২॥ মণ করিয়া আফিঙ থাকে। সুতরাং ১৫০০০০০ মণ আফিঙ চীনে প্রেরিত হয়। ১৫০০০০০ মণে ৪৮ কোটী ভরি আফিঙ হয়। কিন্তু যাহারা নেশা করিবার জন্য আফিঙ খায়, তাহাদের অন্ততঃ দুই ভরি আফিঙ মাসে প্রয়োজন হয়। সুতরাং ২৪ ভরি না হইলে একজন আফিঙ খোরের বৎসর চলে না। তাহা হইলে ৪৮ কোটী ভরি আফিঙে ২ কোটী আফিঙ খোরের চলিয়া যায়। কিন্তু ৪০ কোটী লোকের মধ্যে দুই তিন কোটী লোকে মাদক সেবন করে না। এমন দেশ কোথায় আছে? অমন সুসভ্য ইংলণ্ডেও বোধ হয় শতকরা ৪ জন লোক মদ খায়। ফলতঃ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট লোককে অহিফেন সেবনে বলপূর্ব্বক নিযুক্ত করিতেছেন, এটী ভ্রমাত্মক সংস্কার। তৃতীয় কথা এই যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আফিঙের এক চাটিয়া রাখিয়াছেন বলিয়াই আফিঙের দর এখনও অধিক আছে এবং তজ্জন্য অনেক লোক ইচ্ছা সত্ত্বেও আফিঙ খাইতে পারে না, অনেকে একটু আধটু খাইয়াই আশা নিবৃত্তি করে। যদি এই এক চাটিয়া উঠিয়া যায়, অহিফেনোৎপাদকদিগের পরস্পরের সংঘর্ষে উহার মূল্য কমিয়া যাইবে এবং অধিক উৎপন্নও হইবে, আরও অনেক লোক অহিফেন খাইতে আরম্ভ করিবে। মদের ভাটি স্থাপিত হওয়াতে যেমন দিন দিন মাতালের সংখ্যা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে, আফিঙের মূল্য কমিলেও ঠিক ঐরূপই হইয়া দাঁড়া

ইবে সুতরাং এক জনের হাতে এরূপ জঘন্য ব্যবসা-য়ের এক চাটিয়া থাকা অনেক ভাল। ৪ র্থ, সভ্য গবর্ণমেণ্ট যে আফিঙের দোকান খুলিয়া বসেন, এটী দেখিতে বড় মন্দ দেখায়, কিন্তু যদি সকল গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুকরণ করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। উহাতে লোককে মাদক সেবনে উৎসাহ দেওয়া হয় না। মাদক সেবনের জন্য পরম্পরা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অর্থদণ্ড করা হয়। আর ধার্ম্মিক শিষ্ট লোকদিগকে কর-ভারে উৎপীড়িত না করিয়া যাহারা দেশের কলঙ্ক স্বরূপ, তাহাদিগের অর্থ দণ্ড হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করা হয়।

এ পর্য্যন্ত আমরা যাহা কিছু বলিলাম, সমস্তই অহিফেনব্যবসায়-বিরোধীদিগের তর্ক খণ্ডনের উদ্দেশে। এক্ষণে আমাদের আর একটী বক্তব্য আছে, ষ্টেটসেক্রেটরী মারকুইস হার্টিংটন বলিয়াছেন, যদি কখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অর্থ সচ্ছল হয়, তখন ঐ ব্যবসায় তুলিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা যাইলেও যাইতে পারে। কিন্তু আমরা বলি-অহিফেন ব্যবসায় তুলিয়া দিব বলিয়া স্বীকার করা ষ্টেট সেক্রেটরির অনুচিত হইয়াছে। ব্যবসায় তুলিয়া দিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। যদি কখন মাদক-সেবন, নিবারিণী সভা এত প্রবল হয়, যে সর্ব্ব-দেশীয় সর্ব্ব প্রকার লোকে মাদক-সেবনে বিরত হয়, তখন যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ব্যবসায় চালান, তাহা হইলে পার্লিয়ামেণ্টে আইন করিয়া হউক যুদ্ধ করিয়া হউক অথবা যে কোন উপায়ে হউক ব্যবসায় রহিত করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অর্থের অত্যন্ত সচ্ছল হইলেও ছাড়িয়া দেওয়া কখন উচিত নহে। বরং ব্যবসায় আটিয়া বাঁধিবার বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, আমরা দেখিতেছি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অহিফেন ব্যবসায়ের অনেকে প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়াইতেছে। এক-চাটিয়া ব্যবসায়ে প্রতিযোগী হইলেই ব্যবসায়ের মর্য্যাদাহানি ও লাভহানি হয়। পারস্য হইতে বহু সহস্র মণ অহিফেন চীনে প্রেরিত হইতেছে। পারস্যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আফিঙের চাস একেবারে ছিল না। কিন্তু তাহারা চীনের ব্যবসায়ের সন্ধান পাইয়া এমনি শীঘ্র শীঘ্র ব্যবসায়ের উন্নতি করিতেছে যে অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহারা কোটী টাকার আফিঙ পাঠাইতে সমর্থ হইবে। বিশেষতঃ তাহাদের আফিঙ আমাদের আফিঙ অপেক্ষা সরস। চীনেরা বিলক্ষণ চতুর ও বুদ্ধিমান। তাহাদের দেশ হইতে ইংরাজদিগকে প্রতিবৎসর ৯ কোটী টাকা লইয়া যাইতে দেখিয়া তাহারাও স্বদেশে আফিঙের চাস আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের আফিঙ আমাদের আফিঙ অপেক্ষা নিকৃষ্ট; কিন্তু তাহা অনেক অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাহারাও অহিফেন ব্যবসায়ের বিষম প্রতিযোগী হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল প্রতিযোগীর সম্মুখে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উচিত যাহাতে অহিফেন উৎকৃষ্টতর হয়, তাহার উপায় করেন এবং উহা নীলামে বিক্রয় করেন। অহিফেন সুলভ করিয়া যে প্রতিযোগী-দিগকে নিরস্ত করিবেন, সে উপায় নাই। প্রতি-যোগীদিগের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইলে আপনা হইতেই অহিফেনের মূল্য কমিয়া আসিবে। অতএব এ অব-স্থায় অহিফেন যাহাতে উৎকৃষ্টতর হয়, তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কারণ, তাহা হইলে তুরস্ক প্রভৃতি স্থানে যে সকল উৎকৃষ্ট অহিফেন উৎপন্ন হইতেছে, ভারতবর্ষীয় অহিফেন তাহার প্রতিযোগি হইলে লাভ হইতে পারে। তাহা না করিয়া যদি ব্যবসায় ছাড়িয়া দিব বলিয়া এই সময় অবধি ব্যব-সায়ে শিথিল-যত্ন হন, তাহা হইলে বড় অমঙ্গল ঘটিবে; হয় ত এই ৮।৯ কোটী টাকা তুলিতে লবণ-কর দ্বিগুণ বাড়াইতে হইবে, না হয় ইনকম টাক্স করিতে হইবে।" ইত্যাদি

এরূপ স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বলিবার অনেক কথা আছে বটে, কিন্তু যদি প্রণিধান করিয়া দেখা যায়, সুসভ্য খ্রীষ্টান গবর্ণমেণ্টের এ-পাপকার্য্যে লিপ্ত হওয়া কোন ক্রমেই উচিত হয় না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি অহিফেন ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন, অহিফেন ব্যবসায়ের ও অহিফেনভুক্ ব্যক্তিদিগের অদৃষ্টে কি ঘটনা ঘটিবে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সে বিবেচনার প্রয়োজন কি? ধর্ম্মরক্ষা হইলেই হইল। তবে এক কথা এই যে, সহসা ৯ কোটী টাকার ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলে চলিবার উপায় কি। এ বিষয়েও আমাদের বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্টের যদি এ বিষয়ে দৃঢ় মন ও সংকল্প থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা ক্রমে অহিফেন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে পারিবেন। ঐ টাকা সংগ্রহের নানা প্রকার উপায়ও ঘটিয়া উঠিবে। তবে কেবল মন ও দৃঢ় সংকল্প চাই।

---

## ষ্ট্রাচি সাহেবের স্বপক্ষ সমর্থন।

কাবুল-যুদ্ধ সংক্রান্ত আয়-ব্যয়-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব-মন্ত্রী ষ্ট্রাচি সাহেবের যে ভ্রম হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া আত্মদোষ ক্ষালনার্থ যে একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তদ্বৃত্তান্ত পাঠকগণের গোচর করিবার নিমিত্ত আজ আমরা লেখনী গ্রহণ করিলাম। রাজস্ববিষয়ে এমন দক্ষ ষ্ট্রাচি সাহেবেরও যে ভ্রম হইল, এটী ক্ষোভ ও বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই, অথবা কাবুল সম্বন্ধে এটী বিস্ময়ের বিষয় নহে। কাবুল-যুদ্ধ-সংক্রান্ত আদ্যোপান্ত সমুদায় কাণ্ডই ভ্রমে পূর্ণ। এটী একটী ভ্রমময় বৃক্ষ। যে বৃক্ষের মূল ও স্কন্ধ যেরূপ হয়, তাহার শাখাকাণ্ডাদিও সেইরূপ হইয়া থাকে। বট বৃক্ষের শাখা প্রশাখাদি আম্রময়ী হয় না। আর্য্যেরা পিতা মাতাপ্রভৃতির শ্রাদ্ধকালে যে পুণ্যাখ্যান জপ করেন, তাহাতে আছে,—

"যুধিষ্ঠিরোধর্ম্মময়োমহাদ্রুমঃ
স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা।
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম ব্রাহ্মণাশ্চ।

যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় একটী বৃহৎ বৃক্ষ, অর্জ্জুন তাহার স্কন্ধ (গুঁড়ি) ভীম শাখা, নকুল ও সহদেব তাহার বিশাল পুষ্প ও ফল, কৃষ্ণ ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণগণ উহার মূল।

আবার বলা হইয়াছেঃ—

দুর্য্যোধনোমন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধঃকর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা।
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী॥

দুর্য্যোধন বিদ্বেষময় একটী বৃহৎ বৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি শাখা, দুঃশাসন বিশাল পুষ্পফল প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র মূল।

পাঠক দেখুন, রাজা যুধিষ্ঠির যেমন ধর্ম্মময় বৃক্ষ, তাহার স্কন্ধ ও শাখাদিও তেমনি ধর্ম্মময়। ভীম অর্জ্জুনাদি বিপুল বিক্রমশালী হইয়াও কেবল এক ধর্ম্মের অনুরোধে দুর্য্যোধনকৃত অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, দুর্য্যোধন যেমন অসৎ মন্যুময় বৃক্ষ, শকুনি প্রভৃতি অসতেরা তাহার তেমনি স্কন্ধ ও শাখা প্রভৃতির স্বরূপ।

ফলতঃ বৃক্ষ যেমন তাহার মূল ও শাখা প্রশাখাদি তেমনি হয়। কাবুল যুদ্ধটী ভ্রমময় বৃক্ষ। ইহার মূল ভ্রমময়, ইহার ব্যয়াদিরূপ শাখা প্রশাখাদি যে ভ্রমময় হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অত-এব ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজস্বমন্ত্রী সর জন ষ্ট্রাচির ভ্রম হইয়াছে বলিয়া আমরা তাঁহাকে দূষিতে পারি না। তাঁহার যে ভ্রম ঘটিয়াছে, তিনি বলেন বর্ত্তমান রাজস্ব-প্রণালীর দোষই তাহার কারণ। বর্ত্তমান রাজস্ব প্রণালী যে দূষিত, আমরা প্রস্তাবান্তরে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি। কিন্তু বাস্তবিক কথা বলিতে গেলে এই কথা বলিতে হয়, বর্ত্তমান রাজস্বপ্রণালী কাবুল-যুদ্ধের ব্যয় সংক্রান্ত ভ্রমের কারণ নয়। এ ভ্রমের কারণ স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের উপরে অতিবিশ্বাস আলস্য ঔদা-সীন্য ও উপেক্ষাই ইহার প্রকৃত কারণ। গবর্ণর জেনরল যুদ্ধ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। পাছে

অসভ্যজাতির নিকটে পরাভব হয়, পাছে বিশ্ববিজয়ী দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী ব্রিটিশ সিংহ অপদস্থ হইয়া বিশ্বজনীন অযশোভাজন হন, এই চিন্তায় তাহার হৃদয় সদা আকুল ছিল। জয়ের বন্দোবস্তেই তাঁহার অবসরকাল ক্ষেপ হইয়াছে, তিনি ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবকাশ পান নাই। তৎকালে তাঁহার মনে এরূপ ভাবের উদয় হওয়াও অসম্ভাবিত নয়, টাকা যত যায় যাউক, যে কোন উপায়ে হউক, জয়লক্ষ্মীকে হস্তগত করিতে পারিলে হয়। সঙ্কট ও সংশয়-স্থলে চিত্তের এরূপ ভাব হওয়া অনৈসর্গিক নহে। তাহার উপরে অতিবিশ্বাস। তিনি কর্ম্মচারিদিগকে যার পর নাই বিশ্বাস করিতেন। কখন তাঁহার মনে এমন সন্দেহ হয় নাই যে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে প্রতারণা করিবে বা স্বকর্ত্তব্য সাধনে ত্রুটি করিবে। তিনি ভাবিতেন কার্য্য যেরূপে হইবার বিশ্বস্তভাবে সেইরূপেই সম্পাদিত হইতেছে। তাঁহার ভিতরের খবর লইবার প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহার বুদ্ধির তত তীক্ষ্ণতা ও কার্য্য করিবার তত ক্ষমতা ছিল না। নূতন পদস্থ বিচারপতিগণের ন্যায় তাঁহাকে অধস্থ কর্ম্মচারিদিগের উপরেই নির্ভর করিতে হইত, সুতরাং তিনি অধস্থ কর্ম্মচারিদিগের দোষ দর্শনে ও তাহার সংশোধনে সমর্থ হইতেন না। দেশমধ্যে প্রবাদ এই, তিনি নিয়তকাল অধস্থ কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা চালিত হইতেন। এরূপ স্থলে যদি ভ্রমপ্রমাদ না ঘটিত, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয় হইত। ভ্রমপ্রমাদ ঘটাতে কিছু মাত্র বিস্ময় নাই। কর্ত্তা শক্ত হইলে কার্য্যপ্রণালীর দোষ বল আর কর্ম্মচারীর দোষ বল, সকল দোষ শুধরিয়া আইসে। গবর্ণর জেনরল যদি শক্ত হইতেন, তিনি যদি সময়ে সকল বিষয়ের সন্ধান রাখিতেন, কখন উল্লিখিত প্রকার শোচনীয় ভ্রম প্রমাদ ঘটিত না। সর জন ষ্ট্রাচি প্রভৃতিকে আজ এরূপ তিরস্কৃত হইতেও হইত না। আমাদের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেরই বিষয়কর্ম্ম আছে। তাঁহারা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দেখুন, তাঁহারা কর্ম্মচারিদিগের উপরে সম্পূর্ণ কার্য্যভার অর্পণ করিয়া যখন নিতান্ত নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তখনই তাঁহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অনুতাপ করিতে হইয়াছে কি না? কর্ত্তব্যকার্য্যে আন্তরিক যত্ন না থাকিলে কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন হয় না। বেতনভুক কর্ম্মচারিদিগের আন্তরিক যত্ন জন্মিবার অনেকগুলি প্রতিবন্ধক আছে।

এখন ত যে ভ্রমপ্রমাদ ঘটিবার তাহা ঘটিল, ভবিষ্যতে যে এরূপ ঘটিবে না, উপরের কর্ত্তারা তাহার কি ব্যবস্থা করিলেন? এক্ষণকার অলস অযোগ্য কর্ম্মচারিদিগের যদি কিছু দণ্ড হইত, ভবিষ্যতের কর্ম্মচারিরা কতক সাবধান হইতেন। সে দণ্ডের কোন ব্যবস্থা করা হইল না, ইহাঁরা স্বচ্ছন্দে গঙ্গা পার হইলেন, ইহার পরের কর্ম্মচারিরা যে স্বচ্ছন্দে গঙ্গা পার হইতে পারিবেন না, তাহার প্রতিবন্ধক কি? তাঁহারাও যে রাজস্ব-প্রণালীর স্কন্ধে সমুদায় দোষ নিক্ষেপ করিয়া শুদ্ধ হইবেন না, তাহার প্রমাণই বা কি? যাহা হউক, রাজস্বপ্রণালীই যত দোষের দোষী, আর কেহ দোষী নয়, যেখানকার এই প্রকার ব্যবস্থা, সেখানকার ব্যবস্থাপকদিগকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতে হয়। রাজস্বপ্রণালীর দোষের বা কিরূপে সংশোধন হইবে? আমরা প্রস্তাবান্তরে স্থায়ী কমিটী নিয়োগের যে প্রস্তাব করিয়াছি, তদ্ভিন্ন রাজস্ব-প্রণালীর দোষ সংশোধন হইবার সম্ভাবনা নাই। অন্য প্রকারে সংশোধন কর, তাহা ফলোপধায়ী হইবে না। সে উপায়ে কর্ম্মচারিদিগের উপরে নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু আমরা উপরেই কহিয়াছি, কর্ম্মচারিদিগের স্বকর্ত্তব্যে আন্তরিক যত্ন জন্মিবার অনেকগুলি প্রতিবন্ধক আছে। সর জন ষ্ট্রাচি স্বদোষ ক্ষালনার্থ যে যে কথা কহিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম ও অন্য অন্য বৃত্তান্ত আগামী বারে পাঠকগণের গোচর করিবার ইচ্ছা রহিল।

# বিবিধ সংবাদ।

ইংরাজেরা ভারতবাসিদিগের কি উপকার করিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে এডিনবর্গের ফিলসফিকাল ইনষ্টিটিউসন গৃহে যে একটী লেকচার দেওয়া হয়, তাহাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ষ্টাটিষ্টিকাল ডাইরেক্টর জেনেরল হণ্টর সাহেব বলেন, ইংলণ্ডে যত কুকর্ম্ম হয় বাঙ্গালা দেশে এক্ষণে তাহার তৃতীয়াংশ হইয়া থাকে। গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের যে পরিমাণ, ইংরাজদিগের অধিকৃত বঙ্গদেশের সেই পরিমাণ। গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডে যত লোক বাস করে, বঙ্গদেশেও তত লোকের বসতি। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রতি মিলিয়নে ৮৭০ ব্যক্তি প্রায় জেলে থাকে। পক্ষান্তরে বাঙ্গালা দেশে যেখানে পুলিষের ভালরূপ ব্যবস্থা আছে, সেখানে ৩০০ শতের অধিক লোক জেলে থাকে না। ইংলণ্ডে ও ওয়েল্‌সে প্রতিমিলিয়নে ৩৭০ জন স্ত্রীলোক জেলে থাকে। পক্ষান্তরে, বঙ্গদেশে প্রতি মিলিয়নে ২০ জনেরও কম স্ত্রীলোক জেলে বাস করিয়া থাকে। এটী ইংরাজের প্রতিষ্ঠিত বঙ্গদেশের পুলিষের সুশাসনের ফল বটে, কিন্তু ইংলণ্ডে ও বঙ্গদেশে দোষীর সংখ্যাগত ইতর বিশেষ হইবার বিশেষ কারণ আছে। বঙ্গদেশীয়দিগের দৌর্ব্বল্য ও স্ত্রীগণের পরাধীনতাই ঐ প্রকার বৈলক্ষণ্য ঘটিবার প্রকৃত ও প্রধান কারণ। বঙ্গদেশীয়দিগের গায়ে বল নাই সুতরাং তাহারা কুকর্ম্ম করিব মনে করিয়াও করিতে পারে না। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, যাহাদিগের গায়ে অপরিমিত বল আছে অথচ লেখাপড়া জানে না, তাহারাই প্রায় বদমাইস হয়। ইহাই যদি বঙ্গদেশের দোষীর সংখ্যার অল্পতার কারণ না হইবে, তবে আমরা ইংলণ্ডের দোষীর সংখ্যা অত অধিক দেখিতে পাই কেন? ইংলণ্ডের লোকদিগের শারীরিক বল বাঙ্গালিদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক। তাহারা নিত্য মদ্য মাংস খায় এবং অধিক উচ্ছৃঙ্খল। সেখানকার স্ত্রীলোকেরা স্বেচ্ছাচারিণী, ইচ্ছামত কুকর্ম্ম করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে বঙ্গদেশীয় রমণীগণ সমাজের পরাধীন, তাহারা স্বেচ্ছামত কাজ করিতে পায় না, সুতরাং তাহাদের কুকর্ম্মের ভাগ অল্প। নতুবা বঙ্গদেশের অপেক্ষা ইংলণ্ডের পুলিষের ব্যবস্থা নিকৃষ্ট আমাদের এমন মনে হয় না।

কয়েক মাস হইল ফিলাডেলফিয়ার একটী বালক এক প্রকার অদ্ভুত রোগে আক্রান্ত হয়। বালকটী যখন জন্মে, তাহার বর্ণ শুক্ল, চক্ষু কৃষ্ণ ও চুল রক্তবর্ণ হয়। জন্মের অব্যবহিত পরে বর্ণ ক্রমে কাল হইতে আরম্ভ হয়। শরীরের সন্ধিস্থানের বর্ণ অধিক কাল, এবং হাতের চেটোর রঙ অল্প কাল হয়। ক্রমে বালকটীর মূর্চ্ছা হইতে আরম্ভ হইল। ডাক্তার রেনলড চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। বালকটী এক্ষণে সুস্থ হইয়াছে, তাহার বর্ণও পূর্ব্ববৎ হইয়াছে।

৯ নম্বর দেশীয় পদাতি সৈন্য দলকে কোয়েটায় যাইতে বলা হইয়াছিল। কিন্তু বন্যায় পর্ব্বতের উপরিস্থ রেল উঠিয়া যাওয়াতে তাহারা যাইতে পারে নাই। জেলমেও ভয়ানক বন্যা হইয়াছিল, মিরাটে অধিক বৃষ্টিপাত হওয়াতে অনেক গৃহ পতিত হইয়াছে। এবার অনেক স্থান হইতে বন্যার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, এবং অনেক স্থানে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হওয়ায় অনেক গৃহাদিও পতিত হইয়াছে।

বিলাতের একটী বিবি তাঁহার দাসীর মস্তকচ্ছেদন করিয়া দেহটী একটী বাক্সের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই ঘটনা প্রকাশ হওয়াতে হত্যাকারিণীকে পাগল স্থির করা হইয়াছে।

ষ্টাণ্ডার্ড বলিয়াছেন, মান্দ্রাজের গবর্ণর ডিউক অব বকিংহাম শীঘ্রই পদত্যাগ করিবেন। তিনি বর্ত্তমান বর্ষের শেষে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড গমন করিবেন। ইতিমধ্যে ইউরোপীয় তারের সমাচারদাতারা তাঁহার পদে লোক নিযুক্ত

করিয়াছিলেন। এখানকার সমাচারপত্র সম্পাদকেরা লর্ড রিপনের শিমলাস্থ রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জায় ২০ হাজার টাকা দানের কথা প্রচার করিয়া তাঁহার অসামান্য বদান্যতা-গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন কিন্তু এখন শুনিতেছি ঐ উক্ত সংবাদই মিথ্যা।

গবর্ণর জেনেরলের সভার সভ্য সার আরস্কিন পেরী ও সার রবার্ট মণ্টগমরি শীঘ্রই পদত্যাগ করিবেন।

প্রেসিডেন্সি পোষ্ট মাষ্টার জর্জ্জ সাহেব শীঘ্রই পেন্সন লইয়া অবসর গ্রহণ করিবেন।

দার্জ্জিলিঙের তিস্তা নদীর উপর তারের দ্বারা ৭০ ফুট সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। নদীর রভস বেগে কাঠের সেতু বারম্বার ভঙ্গ হইয়া যাওয়াতেই এই নূতন প্রকারের সেতু প্রস্তুত করা হইল।

ঢাকা কালেজের প্রতিনিধি প্রিন্সিপাল পোপ সাহেব বাঙ্গালা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১০০০ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

হাবড়া হইতে যে মেল ট্রেণ রাত্রিতে ছাড়া হয় গবর্ণমেণ্ট তাহার পরিবর্ত্ত করিবেন। আগামী ১ লা আগষ্ট হইতে ঐ ট্রেণ এখন যে সময়ে ছাড়া হয় তাহা অপেক্ষা ১ ঘণ্টা পূর্ব্বে ছাড়া হইবে।

কাশ্মিরের মহারাজ শালের উপর হইতে শুল্ক তুলিয়া দিয়াছেন, আমাদিগের বোধ হইতেছে আগামী শীত ঋতুতে শালের আমদানী অত্যন্ত বৃদ্ধি হইবে। তাহা হইলে শাল এখনকার অপেক্ষা আরও অনেক সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইবে।

গত ২৩ এ জুন পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের শকট পরীক্ষক বোলডুইন সাহেব একজন মুটিয়াকে গুরুতর প্রহার করিয়া শেষে এরূপ জোরে তাহাকে পদাঘাত করিয়াছিলেন যে কিছুক্ষণ পরেই সেই যন্ত্রণায় তাহার প্রাণত্যাগ হয়। মুটীয়ার একজন আত্মীয় হাবড়ায় পুলিষে এই সংবাদ দেওয়াতে বোলডুইন ধৃত হয়। মাজিষ্ট্রেট বিচারে তাহাকে সেসন সোপর্দ্দ করিয়াছিলেন। এবারকার দায়রায় তাহার বিচার হইবে না, সেপ্টেম্বর মাসে যে দায়রা বসিবে সেই দায়রায় ইহার বিচার নিষ্পত্তি হইবে। শুনা গেল বোলডুইন এক্ষণে জামীনে খালাস পাইয়াছে। কোন্ আইন অনুসারে জামীন লইয়া ইহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল?

গত শনিবারের পূর্ব্ব শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় সভার সভ্যগণ একটী সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন বিজ্ঞান পরীক্ষায় যাঁহারা উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন তাঁহারা এক একটা নূতন উপাধি প্রাপ্ত হইবেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ঢাকার কমিশনর গত ৩ রা জুলাই একটী বৃহৎ দরবার করিয়া ময়মনসিংহের অন্যতর জমিদার রায় সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি দিয়াছেন। শুনা গেল এই উপলক্ষে ময়মনসিংহে তাঁহার একটী টাউনহল স্থাপন করিবার কথা ছিল, কিন্তু এক্ষণে তিনি তাহা না করিয়া ইংরাজ মহলে একটী বাগান করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন।

কনষ্টেবলকে হত্যা করাতে হাইকোর্টের বিচারে নেয়ারণ নামক যে নাবিকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে আগামী ২৩ এ জুলাই তাহার ফাঁসি হইবে।

গত বুধবার মরে নামক একজন নাবিক ছোরা হস্তে গার্ডেন রিচে কুক কোম্পানির সার প্রস্তুত করিবার আড্ডায় প্রবেশ করিয়া বড়ই দৌরাত্ম্য করিতে থাকে, দ্বারবানেরা তাহাকে নিষেধ করাতে সে কোন কথাই শুনে না। অবশেষে তত্রত্য অধ্যক্ষ বার সাহেব তাহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য দ্বারবানকে আদেশ করাতে দ্বারবান তাহাকে ধরিতে যায়, মরে ক্রোধান্ধ হইয়া তাহার কপোলে ছুরিকাঘাত করিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে তাহার গুরুতর আঘাত লাগে নাই। বিচারে মরের কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক সপ্তাহ কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

আসামের চীফ কমিশন কর্ণাল কিটিংয়ের ৫৭ বৎসর বয়ক্রম হওয়াতে তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন। বেলি সাহেব তাঁহার পদে স্থায়ী রূপে নিযুক্ত হইলেন।

মণিপুরের ভূমীকম্প প্রায় ৪৫ সেকেণ্ড ছিল। এই কম্পনে তত্রত্য লোক সমূহের মহৎ অনিষ্ট হইয়াছে। রাজবাটী ও তাহার তোরণ-দ্বারের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ৩ টী বড় মন্দির পতিত হইয়াছে। পুরাতন গৃহ আর নাই বলিলে হয়। দুটী ফোয়ারা হঠাৎ ফাটিয়া গিয়া অনবরত জল নির্গম হইতেছে।

গবর্ণর জেনেরল টীকা দেওয়ার আইন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সর্ব্বত্র, পঞ্জাব, অযোধ্যা, মধ্যপ্রদেশ, ব্রিটীশ ব্রহ্ম, আসাম, আজমীর ও কুর্গে প্রচলিত করিবার জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। ১০ ই জুলাইয়ের কলিকাতা গেজেটে এ আদেশ প্রচারিত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মাসিক ৫০০ টাকা পেন্সন দেওয়াইবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন।

হাজারিবাগের একটী পাতকুয়ার মধ্যে ৯ শত টিকিট দেওয়া ও ৬০ খানি বেয়ারিং চিঠি পাওয়া গিয়াছে। হরকরায় কিছু পারিশ্রমিক দেওয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

কাবুল নদীর সেতু নির্ম্মাণ করিতে গবর্ণমেণ্টের ২১১০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। কি কারণে কাবুল দরবারের অনুমান বিষয়ে ভ্রম জন্মিয়াছে, এক্ষণেও তাহা এক প্রকার বুঝা যাইতেছে।

বাখরগঞ্জের অন্তর্গত পীরোজপুরের কতকগুলি গ্রামের খাজনা আদায় সম্বন্ধে প্রজাদিগের সহিত জমীদারের প্রায় সর্ব্বদাই অত্যন্ত বিবাদ হইয়া থাকে। জমীদার সহজে প্রায় কোন জমিই দখল অথবা তাহার খাজনা আদায় করিতে পারেন না। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এই অত্যাচার নিবারণের জন্য তথায় এক পুলিষ নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এক বৎসর হইল পুলিষ তথায় কাজ করিতেছে, আজিও বিরোধের শান্তি না হওয়াতে উহাদিগকে আর এক বৎসর থাকিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। একজন হেড কনেষ্টেবল ও ১০ জন কনেষ্টেবল এক বৎসর শান্তিরক্ষার জন্য রহিল। ইহাদিগের বেতন গ্রামস্থ লোকদিগের নিকট হইতে লওয়া হইবে।

১ লা শ্রাবণ শ্রীযুক্ত বাবু গৌরমোহন নন্দী পোষ্টকার্ডে আমাদিগকে এক খানি পত্র লেখেন। যে পৃষ্ঠে শিরোনাম দেন তাহার এক কোণে জি, এম, এন, এই তিনটী অক্ষর লিখিয়া দিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত আমাদের ।১০ আট আনা দণ্ড লাগিল। এই জন্য আমরা সাধারণকে জানাইয়া দিতেছি, পৃষ্ঠে নাম ও ঠিকানা ছাড়া অতিরিক্ত একটী অক্ষরও কেহ না লিখেন। পোষ্টকার্ডের পৃষ্ঠে অতিরিক্ত কিছু লিখিবার নিষেধক বাক্যও লিখিত আছে।

এক ব্যক্তি আমাদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন জেলা পূর্ণিয়ার অধীন রূপাদহ, গঞ্জের পূর্ব্ব, মহানন্দা নদীর সংযোগে উক্ত গঞ্জের উত্তর দিকে ভাউনা নামক স্থানে গবর্ণমেণ্টকৃত যে একটী কাঠের পুল ছিল তাহা ভগ্ন হওয়াতে সাধারণের এবং গরু, ঘোড়া, গাড়ি প্রভৃতির যাতায়াতের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে। এমন কি রাত্রিযোগে পুলের উপর দিয়া মনুষ্যাদির গমনাগমনে জীবন সংশয় সম্ভাবনা।

এখন মজুরেরা আসামের চা-বাগিচায় তিন বৎসর কাল নিয়মে বদ্ধ হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। বেঙ্গল কৌন্সিল সভায় ১৮৭৩ অব্দের ৭ আইন নামে একটী আইন হয়। সম্প্রতি ঐ আইনের পরিবর্ত্ত করিয়া তিন বৎসর কাল নিয়মের পরিবর্ত্তে পাঁচ বৎসর নিয়ম করিবার প্রস্তাব চলিয়াছে। আমরা এ প্রস্তাবটীকে অতি অশুভকর মনে করিতেছি। চা-করদের কর্ম্মচারী কুলিদিগের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার শুনিতে পাওয়া যায়। সে গুলি যদি সত্য হয় তাহা হইলে তিন বৎসর কাল নিয়মই অন্যায়। তাহার পর পাঁচ বৎসর নিয়ম হইলে কুলিদের কষ্টের অধিকতর বৃদ্ধি হইবে। সেই

...বিদের কলিকাতা গেজেটে যে আজ্ঞা প্রকাশ হইয়াছিল তাহা রহিত করিয়া উাহার হস্তে পালামৌর ভার সমর্পিত হইল।

পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, সি, ষ্টিভেন্স ২ য় আজ্ঞা না হওয়া পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, সি, প্রাইস কিছুদিনের জন্য মেকলে সাহেবের পদে ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

বাখরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর গোমিস সাহেব দক্ষিণ সাহাবাজপুরের ভারপ্রাপ্ত হইলেন।

৮ ই জুলাই। পাটনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বেণীপ্রসাদ সিংহ বিহারে বদলী হইলেন।

৯ ই জুলাই। মুন্সি সহম্মদ গোঁসি কিছুদিনের জন্য দ্বারভাঙ্গার অন্তর্গত ভাতোয়ারায় ভূমীর বন্দোবস্ত-কার্য্য করিবার জন্য বিশেষ সবডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

১২ ই জুলাই। ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ব্রজমোহন রায় ১৮৭৬ অব্দের (বি, সি) ৭ আইনের ৮১ ধারা অনুসারে আপীল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৩ ই জুলাই। ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বগলাপ্রসন্ন মজুমদার ত্রিপুরার সৈয়দ বসারৎ আলী চৌধুরীর বিষয়ের ম্যানেজর হইলেন।

### বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৬ ই জুলাই। যশোর অন্তর্গত জাহানাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১২ ই জুলাই। কালনা ও কাটোয়ার আডিসনাল এবং বর্দ্ধমানের সদর মুন্সেফ বাবু রামগোপাল চাকী বর্দ্ধমানের সদর মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায়ই ইহাঁকে সদর ষ্টেষণে অবস্থান করিতে হইবে।

রাণীগঞ্জ, বুদ বুদ ও বর্দ্ধমান সদর ষ্টেষণের মুন্সেফ বাবু শ্যামচাঁদ ধর বর্দ্ধমানের মুন্সেফ হইলেন ইহাঁকে প্রায়ই কাটোয়ায় থাকিতে হইবে।

১৩ ই জুলাই। কটক ও কেন্দ্রাপাড়ার মুন্সেফ বাবু ত্রিগুণাপ্রসন্ন বসু কিছুদিনের জন্য পুরীতে বদলী হইলেন।

কসবার মুন্সেফ বাবু গৌরচরণ রায় ত্রিপুরায় বদলী হইলেন কিন্তু প্রায়ই ইহাঁকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় থাকিতে হইবে।

বাবু পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (২য় আজ্ঞা না হওয়া পর্য্যন্ত) পূর্ণিয়ার মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায়ই ইহাঁকে করবায় কার্য্য করিতে হইবে।

### শিক্ষাসংক্রান্ত বিভাগ।

৮ ই জুলাই। বাবু ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী এম, এ, শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য কিছুদিনের নিমিত্ত ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের বক্তার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

সংস্কৃত কালেজের স্কুল বিভাগের ২ য় শিক্ষক বাবু নীলকান্ত মজুমদার এম, এ, সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা করিবার জন্য কিছুদিনের নিমিত্ত ঢাকা কালেজের বক্তার পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

## সংবাদদাতার পত্র।

### শান্তিপুর।

গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি শান্তিপুরে স্বাধীন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের বিচারালয় (বেঞ্চ) মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহার বিচারকার্য্যে নয় জন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে ছয় জন প্রাচীন ও ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ, শেষোক্ত তিন জন কৃতবিদ্য। এই তিন জনের মধ্যে বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র রায় সভাপতি হইয়াছেন। অবশিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে বাবু হরিদাস রায়, জমিদারের পুত্র ও বাবু যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, এম, বি মহাশয় স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার। শেষোক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিবেন কি না সন্দেহ। কারণ ঐ কর্ম্ম অপেক্ষা তাঁহার হস্তে গুরুতর চিকিৎসা কার্য্যভার বিন্যস্ত রহিয়াছে। ফলতঃ যাদব বাবু অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটী কর্ম্মের উপযুক্ত পাত্র। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ সচরাচর মিউনিসিপল কর্ম্মচারীদিগের অভিপ্রায়ানুসারে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন, এজন্য প্রায়ই আশানুরূপ উপযুক্ত, ব্যক্তি জুটিয়া উঠে না।

মতিগঞ্জের স্ত্রীলোকের স্নানের-ঘাটের উপর যে পুলিস ফাঁড়িটী সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা লইয়া বিস্তর বাদানুবাদ ও লেখা লেখি হওয়াতে আপাততঃ ঐ ফাড়ি উঠিয়া পোষ্টআফিসের সম্মুখে সংস্থাপন হইবার উদ্যোগ হইতেছে, এতন্নিবন্ধন স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমানেরা একত্রিত হইয়া ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বিগত ৩ রা জুলাই মিউনিসিপালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান বাবুর হজুরে একখানি দরখাস্ত দিয়াছে। ভাইস চেয়ারম্যান ঐ দরখাস্তের লিখিত বিষয়ের মীমাংসার জন্য উহা চেয়ারম্যান বাবুর হজুরে পাঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, চেয়ারম্যান বাবুর ১৮ মাসে বৎসর, এজন্য উক্ত দরখাস্তের উপর অদ্যাপি কোন হুকুম দেওয়া হয় নাই। এদিকে মিউনিসিপাল ওভরসিয়র বাবু আদা জল খাইয়া প্রস্তাবিত ফাঁড়ির নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, তদ্দর্শনে দরখাস্তকারী হিন্দু মুসলমানেরা মনস্থ করিয়াছেন যে, তাঁহারা আর একখানি দরখাস্ত দ্বারা উক্ত কার্য্য আপাততঃ বন্ধ রাখিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিবেন। ঐ প্রার্থনা যদি অগ্রাহ্য হয় তবে অগত্যা তাঁহাদিগকে বঙ্গদেশের মাননীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের হজুরে আবেদন করিতে হইবে।

সম্প্রতি সূত্রাগড়ে একটী কূপ খনন করিতে করিতে একজন কুম্ভকার মৃত্তিকা প্রোথিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, এরূপ দুর্ঘটনা সূত্রাগড়ে প্রায়ই প্রতি বৎসর সংঘটিত হইয়া থাকে, অতএব এ বিষয়ে স্থানিয় পুলিষের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সোমপ্রকাশের শান্তিপুরের সংবাদ দাতার সহিত রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের যে মকদ্দমাটী বিগত ৭ ই মে, হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি লুইস জ্যাকসন ও টটেনহ্যাম সাহেব কর্ত্তৃক বিচারিত হয়, তাহাতে বঙ্গদেশের মহামান্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর যে আদেশ দিয়াছেন, তাহার সারাংশ সহৃদয় পাঠক মহাশয়দিগের গোচরার্থ নিম্নে দেওয়া গেল, প্রার্থনা করি উহা সোমপ্রকাশে অবিকৃত প্রকাশ করিবেন।

"It is clear to the Ltt. Governor that the Deputy magistrate has systematically abused his official position and brought great discredit upon the magistracy. He has forfeited has claims to confidence and the Ltt. Governor does not think that he would be too hardly dealt with if he were Removed from office. Having regard to his past character, the Ltt. Governor believes that the requirements of the case will be met by his reduction from the 4th to the 5th Grade of the Subordinate Executive service. He will also be transferred to the Subdivision of Pootiakhally in the District of Backurgunge."

এই আদেশের স্থূল তৎপর্য্য এই, রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৪ র্থ শ্রেণী হইতে ৫ ম শ্রেণীতে অবনীত করিয়া পটুয়াখালিতে বদলী করা হইল।

গত ২৯ এ আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে জর্জ্জ নিবেন্সের হত্যাপরাধ শীর্ষক যে প্রস্তাবটী লিখিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ অতীত হইল, সুপ্রিম কোর্টের বিচারে জন রড নামক একজন ইউরোপীয়ের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। জর্জ্জ নিবেন্সের যদি প্রকৃত প্রস্তাবে ফাঁসী হয়, তাহা হইলে ইংরাজের অধিকার অবধি একাল পর্য্যন্ত দেশীয় প্রজার হত্যাপরাধে দুই জন ইংরাজের ফাঁসী দেওয়া হইল মাত্র।

—o—

### বিহার—জামালপুর

১৩ ই জুলাই ১৮৮০।

অল্পবয়স্ক কয়েদীদিগের উন্নতি বিধানার্থ ১৮৭৬ সালের পাঁচ আইন অনুসারে কলিকাতায় যে "রিফরমেটরী স্কুল" সংস্থাপিত হইয়াছে, আপনি ও অন্যান্য সহযোগিগণ তাহার গত বাৎসরিক রিপোর্টের যে আলোচনা করিয়াছেন, তৎপাঠে বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে উক্ত প্রণালীতে যদি ঐ স্কুলটী কিছু কাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে পরলোকগতা মহামান্যা মিস মেরি কার্পেণ্টরের অনেক দিনের

# সোমপ্রকাশ।

## বিজ্ঞাপন।

### নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্ল গ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত-ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

### নবাবিষ্কৃত মহৌষধ
### চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহ্বায়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহকাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

এক শিশির মূল্য　　　২ দুই টাকা
প্যাকিং　　　৵০ দুই আনা

### সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ... ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ... ৵ আনা।

### রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্নপ্রসূত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতি শক্তি বৃদ্ধি করে কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু,　　এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র,　" " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে　　জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
শ্রীযুক্ত বাবু নিতাই চাঁদ গোস্বামী ভারতবর্ষীয় হরিসাধন সভার সম্পাদক।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্নী।
" " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিহিত ঔষধালয়।

১৪০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া কলিকাতা।

---

দ্বিতীয়ভাগ কল্পদ্রুমের নবম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩, টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। উপন্যাস।
৩। গোলাপ
৪। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
৫। মৃচ্ছকটিক।
৬। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৭। মনুসংহিতা।
৮। চন্দ্র।
৯। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি কম্পোজ আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বৃন্দ ওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

---

## বি, এন, দাসের গণোরিয়া মিকশ্চর

ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন, পুরাতন মেহ শ্বেতপ্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। এই ঔষধ দ্বারা বহুসংখ্যক লোক আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য মায় প্যাকিং বড় শিশি ২৷০, মধ্যম ২, ছোট ১।০।

৪৫ নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা।

শক্তিসঞ্চারক আরক মূল্য ১৷০ টাকা।

এই মহৌষধ দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং সকল প্রকার গ্লানি নষ্ট করে, বলাধান হইয়া দেহ পুষ্ট ও কান্তি বিশিষ্ট করে, এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম জন্য দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, বাত, পারা দোষ, শোথ, উপদংশ, (গরমী) এমন কি শ্বাস কাশ ইহাদেরও বিশেষ উপকারী মহৌষধ। ১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি বহুবাজার কলিকাতা। শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দেব নিকট পাওয়া যায়।

মহাশয়!

আমি বহু দিবস হইতে ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণতা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে এক প্রকার কার্য্যে অক্ষম হইয়া ছিলাম, নানাপ্রকার ঔষধ সেবন বিফল হওয়াতে আমার প্রিয় বন্ধু যোগেন্দ্র বাবুর নিকটে আপনার "শক্তি সঞ্চারকের" গুণ শুনিয়া এক শিশি সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্ট হইয়া বেশ বলবান ও কার্য্যক্ষম হইয়াছি। মহাশয় আর দুই শিশি শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীবিপ্রদাস মণ্ডল
ময়মনসিংহ।

## সর্ব্বশাস্ত্র সংগ্রহ।

আমরা পুরাণ এবং অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ক্রমে ক্রমে অনুবাদিত করিয়া প্রতিসপ্তাহে প্রকাশ করিব। মাসিক পত্রিকা যে এক মাসের খণ্ড অপর মাসে প্রচারিত হইয়া পাঠকগণকে উত্যক্ত করে সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা এই গুরুতর সাপ্তাহিক দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।

প্রথম কাণ্ডে বিষ্ণুপুরাণ প্রচার করিতে আরম্ভ করা যাইবে। প্রতি সপ্তাহে পুস্তকাকারে আটপেজি ৩ ফর্ম্মা করিয়া সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সংস্কৃত মূল, টীকা ও বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ থাকিবে। আমরা ৯ মাস মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ সমাপ্ত করিয়া অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র আরম্ভ করিতে পারিব এরূপ ভরসা করি। গ্রাহক সংখ্যা আটশত পূর্ণ হইলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবে।

### মূল্যের নিয়ম।

বার্ষিক মূল্য ২॥০ ডাক মাসুল ১॥০

গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য প্রথম অর্দ্ধ মূল্য ২ এবং ছয়মাস পরে অবশিষ্ট ২, লওয়া যাইবে।

একত্রে চারিজনে একমোড়কে লইলে ১৬ টাকা স্থলে ১১।০ টাকাতে পাইবেন।

ভারতমিহির প্রেস ময়মনসিংহ। } শ্রীকালীনারায়ণ সান্যাল। ভারতমিহির ও ভারতমিহির যন্ত্রের অধ্যক্ষ।

---

## যোগসিদ্ধরস।

এই সুসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহরোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাবকালীন জ্বালা, সপূয় ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, খড়িজলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। এ ভিন্ন দুর্দ্দম শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর, লুপ্তরজঃ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। সকল চিকিৎসা নিষ্ফল হইলেও ইহা কখনই নিষ্ফল হইবে না। যদি নিষ্ফল হয়, ঔষধের মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

## মালতী কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল-পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিররোগ বিনষ্ট হয়। চক্ষু জ্যোতিবৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরে শোণিত উত্তপ্ত হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান ও সমূহ বায়ু বিকার নষ্ট করে। এজন্য উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু, শুলমবায়ু, বুদ্ধিভ্রংশ, মৃগী, চিত্তচাঞ্চল্য, মন হু হু করা, ভুল বকা, হঠাৎ চিৎকার, হাস্য, ক্রন্দন খেঁচুনি এবং হস্তপদাদির জ্বালা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহার মনোহর সৌরভে মন পুলকিত হয়। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৵০।

## কামোদ্দীপক রসায়ন।

অতিশয় মানসিক চিন্তা, পীড়ান্তে বহুবিবসের মেহ পীড়া, অতিশয় ইন্দ্রিয়-পরবশতা, অপরিমিত শুক্র ক্ষয়, স্নায়ু বিকার বা উহার নিস্তেজস্কতাবশতঃ সর্ব্বদা যে ধাতু তরল, অধিক স্বপ্নদোষ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, শিথিল ইন্দ্রিয়, পুরুষত্বের হানি বা ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, তৎসমুদয় এই রসায়ন সেবনে আরোগ্য হয় এবং শরীরের বল বীর্য্যাদি সংবর্দ্ধিত হয় এবং সমধিক রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। ১৫ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ৩ প্যাকিং ৵০।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
শ্রীপ্যারিলাল স্বর্ণকারের বাটী।
কলিকাতা সিমুলিয়া।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া।

---

## ষ্টিকনিডাইন।

আত্যন্তিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের জন্য ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্মরণশক্তির হ্রাস, পুরুষত্বহীনতা, স্ত্রীরোগ, অজীর্ণতা, পুরাতন পীড়া, প্লীহা ও যকৃতের পীড়া, হিষ্টিরিয়া ইত্যাদিতে ইহাই একমাত্র ঔষধ। মূল্য ফিঃ বোতল ৪, প্যাকিং ।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

### অম্ল শূল চূর্ণ।

অম্লপিত্ত ও শরীরে অম্লাধিক্যজনিত যে শূল ব্যথা হয়, তাহা এই ঔষধ সেবনে দুই দিনে নিশ্চয়ই আরাম হইবে। সহস্রাধিক রোগী ইহা সেবনে আরাম হইয়াছে, পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে। মূল্য প্রতি প্যাকেট ১। প্যাকিং ।০।

ডবলিউ কডর এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিবনারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

ডবলিউ কডর এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিবনারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

---

## বিদ্যুল্লতা।

একখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কলিকাতা বহুবাজার যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটোলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৯৭ নং কলেজ স্কোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাসুল সহ ৸০ আনা মাত্র।

---

## সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৩৭ নং চিৎপুর রোড—গরাণহাটা—কলিকাতা।

সঙ্গীত বিদ্যা বিশারদ রাজশ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিউজিক ডাক্তর মহাশয় তাঁহার কৃত সঙ্গীত শিক্ষা করিবার বিশুদ্ধ পুস্তকগুলি বিক্রয়ের কারণ এই পুস্তকালয়ের উপর ভারার্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত ও অন্যান্য ইংরাজি বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত পুস্তক সকল এই কার্য্যালয়েই উচিত মূল্যে পাইবেন।

| | মূল্য | ডাক মাশুল |
|---|---|---|
| যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা | ৩॥০ | ।০ |
| সঙ্গীতসার | ৪।০ | ।০ |
| কণ্ঠকৌমুদী | ২॥০ | ।০ |

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল
ম্যানেজার।

---

মৎ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৮ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

### ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫৷৷০ টাকা, ডাক মাশুল ।০

### আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সর্দ্দিগরমি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

### আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদি চিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য ৫ টাকা ডাকমাশুল ।০

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵৹

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

---

খিদীরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ৩৬ নং দোতলা দোমহল পাকা বাটী ভাড়া বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত আছে, যাঁহার আবশ্যক হয় আমার নিকট তত্ত্ব করিলে বিশেষ অবগত হইবেন।

১০ ই জুলাই শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায়
১৮৮০ ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

---

ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, গৃহচিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা পুস্তকসহ ঔষধের বাক্স, শিশি, কর্ক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রী হয়। সচিত্র মূল্য নিরূপণ পত্র ও পোষ্ট কাড বিজ্ঞাপনী বিনা মূল্যে বিতরিত।

ঔষধের মূল্য

| | ১ ড্রাম | ২ ড্রাম | | বাক্স। |
|---|---|---|---|---|
| মাদা টিং | ॥৵৹ | ॥৵৹ | ওলাউঠা বাক্স | ২॥৹ ৪॥৹ |
| ক্ষুদ্র বড়ী | ।৵৹ | ॥৵৹ | সাধাঃ চিকিঃ | ৮৲ ১২৲ |
| ডাইলিউসন | ।৹ | ।৵৹ | জ্বররোগের | ৫৲ ১৬৲ |

বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ৬৲ চিকিৎসা সূত্র ॥৵৹
ওলাউঠা চিকিৎসা ।৹ ওলাউঠার চিকিৎসা হিন্দি ।৵
স্ত্রী চিকিৎসা ১৲ প্রমেহ, শুক্রক্ষরণ ।৵
ঔষধগুণ সংগ্রহ ১॥৹ হাম ও বসন্ত চিকিৎসা ৷২৹
অস্ত্র চিকিৎসা ॥৹ হোমিওপ্যাথিক কি? ৵৹
ভারতচিকিৎসক, বার্ষিক মূল্য ১॥৵ ডাক মাশুল ।৵৹।

যন্ত্র-প্রেস।

আমাদিগের মুদ্রাযন্ত্রালয়ে পুস্তক, পত্রিকা, বিল হাণ্ডিলা, রসিদ, ফৰ্ম্ম প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষরে সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে।

প্রেস, কেস, অক্ষর প্রভৃতিও এখানে বিক্রয় হইয়া থাকে।

নিউ লাইব্রেরি।

এখানে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সকল প্রকারের পাঠ্য পুস্তক, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণাদি, ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক ও নভেল ইত্যাদি বিক্রয় হয়। অধিক টাকার পুস্তকে কমিশন দেওয়া যায়।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

মূল শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ দেবনাগর অক্ষরে ছাপা ডাকমাসুলাদি ব্যয়ের নিমিত্ত ।৵৹ আনা মাত্র নির্দ্ধারিত।

ঐ বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ১০ শ ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে সম্পূর্ণ ডাকমাসুলাদি ব্যয় নিমিত্ত ২॥৹ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত।

হরিবংশ।

মূল হইতে পদ্য অনুবাদে ১ম ২ য় ৩ য় খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে, ১০ খণ্ডে গ্রন্থ সমাপন হইতে পারিবেক। ডাকমাসুলাদি ব্যয় নিমিত্ত সর্ব্বসমেত ২॥৹ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত। গ্রাহকগণ আপাততঃ এক টাকা পাঠাইলে গ্রাহক শ্রেণিভুক্ত হইতে পারিবেন তাহাতেও অপারক হইলে ।৹ চারি আনা পাঠাইলে এক এক খণ্ড পাইতে পারিবেন।

প্রকাশক

শ্রীশ্রীনাথ দাস এবং কোং

৩৬ নং গরাণহাটা, অথবা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ও হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সরী।

---

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীন বল, শুক্রের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ২ টাকা।
ঘৃত ৵৹ পোয়া ... ... ... ৩ টাকা।
তৈল ।৹ পোয়া ... ... ... ৪ টাকা।

জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয়। এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ... ১॥৹ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাসুল ... ৷৹ আনা।

শিবাঘৃত।

(নপুংসক শৃগাল কাথে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ু রোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ, মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার ... মূল্য ... ৩ টাকা।
প্যাকিং ডাকমাসুল ... ... ৷৹ আনা।

শারিবা আসব।

ইহার ব্যবহারে সকল প্রকার বাত, রক্ত দোষ, পারাদোষ (অর্থাৎ পারা যে কোন প্রকারে শরীরস্থ হইয়া যে সকল রোগ উৎপন্ন করে) নাতরক্ত নালি ঘা শোথ, গাত্রকণ্ডু, শরীরের দুর্ব্বলতা, স্ফূর্ত্তিবিহীনতা, মস্তক ঘূর্ণন হস্তপদাদির জ্বালা, উপদংশ বা গরমির পীড়া জন্য গাত্রে যে সকল বিকৃত চিহ্ন না কত হয়, তৎসমুদায় ইহা দ্বারা বিনষ্ট হয় অর্থাৎ শরীরের দূষিত রক্ত সকলকে পরিষ্কার করিয়া এই সকল পীড়ার শীঘ্র উপশম করে, এতদ্ভিন্ন শরীর কৃশ এবং দুর্ব্বল হইলে ক্রমশঃ ইহা দ্বারা শরীর বলিষ্ঠ, স্থূলতা ও কান্তি বিশিষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ও ডাক মাসুল ৷৹ বার আনা।

# বিজ্ঞাপন।

## রাজমহলে মূল্যবান সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

মিসুয়ার্শ ষ্টিল ম্যাকিন্টস এণ্ড কোম্পানি ডিক্রিদার।

বঃ

মিশেশ ই, আর ম্যাসিক সাহেবা দেনাদার।

নীচের লিখিত জমীদারি, পত্তনি, ও জোত সম্পত্তির অবিভক্ত ॥৵০ আনা অংশে দেনাদারের যে স্বত্ব সম্পর্ক ও লভ্য আছে তাহা সন ১৮৮০ সালের ৫ ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার তারিখে রাজমহলের আসিষ্টাণ্ট কমিশনর এবং সবরডিনেট জজ আদালতে বিক্রয় হইবে। মিসুয়ার্শ ষ্টিল ম্যাকিন্টস এণ্ড কোম্পানি যাঁহারা উক্ত সম্পত্তির অপর ।৵০ আনা অংশের স্বত্বাধিকারী এতদ্বারায় জানাইতেছেন যে, যদি উপরি উক্ত আদালতের বিক্রয়ে উক্ত সম্পত্তির উপযুক্ত ও প্রচুর মূল্য হয়, তাহা হইলে নিলাম ক্রেতা ঐ মূল্যের হারানুসারে মূল্য প্রদানে অপর ।৵০ আনা অংশ লইতে পারিবেন। মিসুয়ার্শ ষ্টিল ম্যাকিন্টস এণ্ড কোম্পানি উপরি উক্ত মতে সম্পত্তি বিক্রয় এবং হস্তান্তর করিতে প্রস্তুত আছেন।

এ বিক্রয়ে ধনাঢ্য মহাত্মাগণকে অহ্বান করা যাইতেছে।

| তালিকার নম্বর। | তৌজির নম্বর। | কালেক্টরির নাম। | মহলের নাম। | জমির পরিমাণ। | সদর জমা |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | জমীদারি | | |
| ২৫ | ৪৪৪ | মালদহ | হরিশপুর বিসনপুর | ১৪৮৭/০ | ৩৩৮৸০ |
| ২৮ | ৪৯৮ | ঐ | দরি দিয়াড়া ঝাউবনা | ৪২৪০/০ | ৬৬২৸/৯ |
| ২৯ | ১১৬ | নয়াদুমকা | ওয়াকেক নিমগাছী উধুয়া | ৩৩১২/০ | ২৯৭৷৶৩ |
| ৩০ | ১২০ | ঐ | তরফ পলাষগাছী | ২১২৬০/০ } | |
| | ঐ | ঐ | তরফ সিরশী গোবিন্দপুর | ১২২৫/০ } | ৮০৫৷৶২ |
| ৩১ | ১২৮ | ঐ | মৌজে দাহুটোলা | ৪৮৯৪/০ | ৩২৭॥০ |
| ৩২ | ১৪২ | ঐ | তরফ লক্ষ্মীপুর | ৬৩৮/০ | ২২৷৶০ |
| ৩৩ | ১৪৩ | ঐ | তরফ লক্ষ্মীপুর | ৯৯১/০ | ২৮/০ |
| | | | পত্তনি | | |
| ৩৪ | ৪২ | পুরনিয়া | তরফ ধরমপুর মোদাকত | ২৫৬২/০ | অন্যান্য মহলের সামিলে থাকার কর দিতে হয় না |
| ৩৮ | ১৬৪৪০২ | নয়াদুমকা | মৌজে শুকপাড়া ও আমানতবন্দবস্তী শুকপাড়া | ২৪৪০/০ | ৬৬২৸/৯ |
| ৩৯ | | ঐ | মৌজে পাতড়া ও জলকর পাতড়া এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাইগীর ও জোত | ৫৬৬১/০ | ১০০১ |

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিবরণ জানিবার প্রয়োজন হইলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে

জি, এস, সাইক্‌স
রাজমহল।
৫ ই আগষ্ট। ১৮৮০ অব্দ।

---

### সঙ্কট তৈল।

অর্দ্ধ ড্রাম শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা। কর্ণের ঘা, পূয, কটকট, বেদনা, সন সন, ভোঁ ভোঁ, বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

### মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ॥০ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, মেড়ে ফুলা, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীবিহারিলাল বর্ম্মণঃ
৩৪ নং চোরবাগান
ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

---

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

### শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ-ধাতু-ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

### কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা ( টাক ) ও অকালপকতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ॥৵০

### সুরসুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক ও রোগ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২৲ ডাকমাশুল ॥০

### নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সুতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় জ্বর অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১॥০ ডাকমাশুল ॥৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

আলি বোগানের নিকটে শত্রুরা তাহাদিগকে গুলি করিয়াছিল।

শুনা গেল আবদুর রহমান, মুস্কি আলম আবদুল গফুর ও আশামতুল্লা খাঁকে আপাততঃ ইংরাজদিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে নিবারণ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ইংরাজদিগের সহিত সন্ধির যে প্রস্তাব চলিয়াছে তাহার ফল যদি প্রীতিকর হয় ভালই, নতুবা ভবিষ্যতে আবার ঘোরতর শত্রুতাচরণ করা যাইবে।

বাদকসানের যুদ্ধে পারসা খাঁ আহত ও তাঁহার দুইটী পুত্র হত হইয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহা মিথ্যা।

ময়দান নামক স্থানে যে সকল লোক একত্র হইয়াছিল সম্প্রতি তাহাদিগের সহিত আরও অনেক নূতন লোক যোগ দান করিয়াছে। সেনাপতি ম্যাকফর্সন আর্গান্দ কোটালে আসিয়া পৌঁছিলে উহাদিগের কোহিস্থান হইতে যাওয়া বন্ধ হইবে। সেনাপতি চার্লস গফ সোফিয়ান নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। আবদুর রহমান এই সমবেত সৈন্যদিগকে যুদ্ধের আদেশ দিলে পাছে উহারা কোন বিপদ ঘটায় এই আশঙ্কা করিয়া উপরিউক্ত দুই জন ইংরাজ সেনাপতি ময়দানস্থ সমবেত ব্যক্তিগণকে দমন করিয়া রাখিবার চেষ্টা পাইতেছেন। ধারাকি য়োগানে যে সকল লোক ছিল তাহারা গৃহে গমন করিয়াছে। আশামতুল্লাখাঁ ও মহম্মদ জানের ভ্রাতা একত্র হইয়া মেরীফোয়াদ নামক স্থানে তিন হাজার লোক সংগ্রহ করিয়াছেন।

কাবুল ১৪ ই জুলাই। ময়দানে আজও বিস্তর লোক জমা হইতেছে। আশামতুল্লা খাঁ, গোলাম কাদের ও মহম্মদ আফজুল ইহাদিগের সৈন্যাপত্য গ্রহণ করিয়াছেন। তথায় যেসকল গাজি একত্র হইয়াছে তাহাদিগের অধিকাংশকেই আমীর সিয়ারআলী দুশ্চরিত্র-বোধে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। ঐ স্থানে যে সকল কোটাল আছে রাত্রি ও দিনে শত্রুরা তাহা অধিকার করিতেছে। উহাদিগের বোঁদদারেরা আরগন্ধ পর্য্যন্ত গস্ত করিতেছে। চর্দ্দের লোকেরা উহাদিগকে সাহায্যদান করিলে পাছে ইংরাজেরা তাহাদিগের ফসল কাটীয়া লয় এই আশঙ্কা করিয়া তাহারা উহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্যদানে সম্মত হয় নাই। আবদুল রহমানের কয়েকজন প্রতিনিধি পগমান, ময়দান ও চার্দ্দে আসিয়াছে।

মহম্মদ জান ইংরাজদিগকে লিখিয়াছেন এতদিন তিনি ইয়াকুবের পক্ষ হইতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে যদি তাঁহারা আবদুল রহমানকে রাজা করেন তাহা হইলে আর তিনি যুদ্ধ করিবেন না।

## ইউরোপীয় সমাচার।

বার্লিন ৯ ই জুলাই। চীনেরা রুশের চর পার্জ্জেবালস্কিকে ধৃত করিয়াছে এবং উহাদিগের একদল বণিকরাবণশ্রীর সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়াছে। জেনেরল স্কবেলফ ওরেণবর্গ হইতে ৫০০০ উষ্ট্র আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিয়াছেন।

পারিস ৯ ই জুলাই। গুপ্ত হত্যাকারী ও গৃহদাহকারী ব্যতিরিক্ত দোষীদিগকে ক্ষমা করিবার বিষয়ে যে আইন আছে তাহার সংশোধন-প্রস্তাবে ফরাসি সেনেট সভা সম্মতি দান করিয়াছেন।

লণ্ডন ১০ ই জুলাই। আয়র্লণ্ডবাসীদিগের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে যে বিল প্রস্তুত হইয়াছে গত রাত্রিতে কমন্স সভা তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এসম্বন্ধে সভ্যগণ অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন। হোমরুলের সভ্যগণ গবর্ণমেণ্টের কৃত সংশোধনে আপত্তি করিয়াছেন।

পারিস ১০ ই জুলাই। সেনেট সভা ক্ষমা-প্রদর্শন আইনের পাণ্ডুলেখ্যের যে সংশোধন করিয়াছেন ডেপুটী চেম্বার্স সভায় তাহা বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১০ ই জুলাই। হোসন হুসনি ওসমান পাশার পদে সংগ্রাম-কার্য্যের মন্ত্রী হইলেন।

লণ্ডন ১২ ই জুলাই। ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবে যে ভুল বাহির হইয়াছে তদ্বিষয় সম্বন্ধে আরও কতকগুলি চিঠি পত্র কমন্স হাউসে উপস্থিত করা হইয়াছে। রাজস্ব-মন্ত্রী সার জন ষ্ট্রাচি বলেন, সংগ্রামকার্য্য বিভাগের হিসাব রাখার দোষেই তিনি যুদ্ধের প্রকৃত ব্যয় জানিতে পারেন নাই, তাহাতেই ভুল হইয়াছে। ১ লা জুনে ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরলের প্রেরিত পত্র সম্বন্ধে তিনি বলেন হিসাব রাখিবার দোষে কিম্বা অধস্তন কর্ম্মচারিগণের ভুলে ঐরূপ হইয়াছে এ কথা বলায় দোষ ক্ষালন হইতে পারে না। ভবিষ্যতে এরূপ মারাত্মক ভুল না হয় সে বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের দৃঢ়তর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

আয় ব্যয়ের হিসাব ভুল সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ৪ ঠা মার্চ্চ যে পত্র লিখিয়াছিলেন ষ্টেট সেক্রেটারি তৎসম্বন্ধে এই কথা বলেন, হেতুবাদ সন্তোষজনক নহে।

পারিস ১২ ই জুলাই। এম হেন্‌রী রচফোর্ট ক্ষমা প্রদর্শনের ফলভোগী হইয়া অদ্য এখানে পৌঁছিয়াছেন। লোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছে।

ডেপুটী চেম্বার্স-সভায় এই প্রস্তাব হইয়াছে গ্রীক গবর্ণমেণ্টকে এই পরামর্শ দেওয়া হউক, ইউরোপীয় রাজগণ একমতাবলম্বী হইয়া সুলতানকে যে পত্র লিখিয়াছেন তিনি যে পর্য্যন্ত তাহার উত্তর দান না করেন সে পর্য্যন্ত সৈন্য উঠাইয়া আনা না হয়। গ্রীক গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধ সজ্জায় নিবৃত্ত হইবেন না।

লণ্ডন ১৪ জুলাই। বলণ্টিয়র দলের বিংশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ইংলণ্ডেশ্বরী আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৩ ই জুলাই। সুলতান কনভেন্সন নিয়ম কার্য্যে পরিণত করিবার প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন শুনিয়া আলবানিয়েরা ম্যাটানোসার বহির্ভাগ আক্রমণ করিয়া কতকগুলি লোককে হতাহত করিয়াছে।

চীনের মন্ত্রী লণ্ডন হইতে সেণ্টপিটার্স বর্গ যাত্রা করিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৩ ই জুলাই। তুরস্ক সৈন্যগণ আড্রিয়ানোপল, সালোনিকা, ভোলো প্রিভেসা ও থিসেলিতে জমা হইতেছে। ডার্ডেনেলিস ও গালিপলি রক্ষার জন্য ১৮০০০ নূতন সৈন্য আসিয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৪ ই জুলাই। সুলতান তাঁহার বিদেশীয় কর্ম্মচারীগণের নিকটে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছেন যে জানিনা, প্রিভিসা ও লারিসা পরিত্যাগ বিষয়ে সম্মতিপ্রদান করা যাইতে পারে না। কারণ তত্তৎস্থানবাসীরা তুরস্ক। যতদূর সম্ভব সুলতান ইউরোপীয় রাজগণের মতে মত দিতে সম্মত আছেন।

তুরস্কের রাজস্বের সুব্যবস্থা করিবার জন্য কয়েকজন জার্ম্মাণ কর্ম্মচারী নিয়োজিত হইয়াছে।

ইউরোপীয় রাজাদিগের সমবেত দূতগণ অদ্য সুলতানের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৫ ই জুলাই। অদ্য সন্ধ্যাকালে কমন্স হাউসে ভারতবর্ষীয় ষ্টেটসেক্রেটারি প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন আফগান যুদ্ধে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা অনুমানের অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন যে, ইংলণ্ডের উহার কতক ভার বহন করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করেন রাজস্বের অবস্থা অসন্তোষজনক নয়। যাহা হউক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যেপর্য্যন্ত না এবিষয়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন, সে পর্য্যন্ত কোন নিশ্চিত প্রস্তাব করিবেন না।

নিউপোর্টের নিকটে রসকা নামক স্থানে অন্য কয়লার খনি ফাটীয়া ১১১ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ১৬ ই জুলাই। ভারতবর্ষীয় ষ্টেটসেক্রেটারি গত রাত্রিতে কমন্স সভায় কহিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট এইরূপ মনে করেন সেপ্টেম্বর মাসে আফগানস্থানের সাংগ্রামিক ব্যাপারের শেষ করা হইবে।

গবর্ণমেণ্ট এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে ইণ্ডিয়ান কৌন্সিলের নক্সা করিবার কার্য্যের সংক্ষেপ করা হইবে।

আয়র্লণ্ডের প্রজাদিগের ক্ষতিপূরণার্থ আইনের পাণ্ডুলেখ্যের বিবেচনার্থ কমন্স সভায় হুইগ সভাগণের এক কমিটী হইয়াছিল। তাঁহারা ঐ আইনের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

নিউইয়র্ক ১৫ জুলাই। আমেরিকার মাসিক রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে ১০ টী তুলা-প্রধান প্রদেশে গড়ে শত করা ১০০ টাকা লাভ হইয়াছে।

——o——

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

৩০ এ জুন। গয়ার অন্তর্গত [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এক [illegible] করিয়াছেন) পাটনার অন্তর্গত [illegible] ভার প্রাপ্ত হইলেন।

২ ই জুলাই। মেদিনীপুরের প্রতিনিধি [illegible] ও [illegible] জন জে. হুইটেনের [illegible] প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

সারনের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর, এচ. এল. স্মাথিউ [illegible] বদলী হইলেন।

বৰ্দ্ধমানের অতিরিক্ত জজ ১৮৭১ সালের ১০ আইনের ২ [illegible] অনুসারে বাঁকুড়া ও বৰ্দ্ধমানে জজের কার্য্য করিতে পারিবেন।

৬ ই জুলাই। লোহারডগার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, এন বেকার পলামৌর ভার প্রাপ্ত হইলেন।

হাজারিবাগের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে. ডি. [illegible] লোহারডগায় বদলী হইলেন বলিয়া ২৬ এ

অত্যাচার সংবাদ সত্য না হইলেও পাঁচ বৎসর কাল নিয়ম করা কোন ক্রমেই উচিৎ হয় না। ৫ বৎসর কাল নিয়ম করিয়া কণ্ট্রাক্ট করা আর বন্ধন-রজ্জু দিয়া বন্ধন করিয়া কুলিদিগকে আসামে লইয়া যাওয়া প্রায় তুল্য কথা। কুলিরা স্ব ইচ্ছায় যাহাতে আসামের চা-বাগানে কাজ করিতে যায় তাহার উপায় করাই কর্ত্তব্য। কুলিদিগের স্বাধীনতা হরণ ও কণ্ট্রাক্ট বন্ধনে বদ্ধ করিয়া যখন লইয়া যাইতে হইতেছে, তখনই অনুমান হইতেছে, ভিতরে কিছু গোলযোগ আছে। ১৮৭৩ অব্দের আইনের পরিবর্ত্তের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব এই সময়ে তিন বৎসরের যে কাল নিয়ম আছে তাহাও রহিত করা কর্ত্তব্য। কুলিরা স্বাধীন থাকিয়া নিজ ইচ্ছায় চা-বাগিচায় গিয়া যাহাতে কাজ করে, যদি তাহার কোন উপায় থাকে, তদবলম্বন করাই উচিত। কুলিরা মানুষ গো বা উষ্ট্র নয়, যে, তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া কাজ করান বৈধ হইবে।

যুবতীদিগের পাঠের নিমিত্ত বিলাতে কিঙস কলেজ নামে একটী কলেজ খোলা হইয়াছে।

লর্ড সালিসবরি সাহেব আবার পীড়িত হইয়াছেন।

কিছু দিন হইল প্রিন্স অব ওয়েলস ল্যাণ্ডডনো নামক স্থান পরিদর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। তিনি যে গাড়িতে যাইতেছিলেন তাহার দ্বার কুলুপ দ্বারা বন্ধ ছিল। অভীপ্সিত স্থানে তিনি এই ভাবে নীত হইলে তত্রত্য কয়েকজন কর্ত্তৃপক্ষ বেশধারী লোক কাহাকেও গাড়ির দ্বার খুলিতে দেন না। রবিবারে সকল লোকই তাঁহাকে বাহির করিবার জন্য যখন ব্যগ্র হইয়া পীড়া পীড়ি করিতে লাগিল সেই সময়ে তিনি গাড়ির পশ্চাতের দ্বার দিয়া বাহিরে আসিলেন সকলেই তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দান করিল। এমন সময়ে হঠাৎ তিনটী হিন্দু যুবতী স্ত্রী সেই ভীড়ের মধ্য দিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং অতি বিনীতভাবে তাঁহার পায়ে ধরিয়া তিনটী পুষ্প-গুচ্ছ দান করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

হাইকোর্টের উকীল বাবু দুর্গামোহন দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু সত্যরঞ্জন দাস ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ভগবানচন্দ্র বসুর পুত্র বাবু জগদীশচন্দ্র বসু অধ্যয়নার্থ বিলাত যাইতেছেন।

জাহাজী খোরার অত্যাচার নিবারণার্থ কয়েকজন ইংরাজ-চৌকীদারের উপর খিদিরপুরে পাহারা দিবার হুকুম হইয়াছে।

দারজিলিঙে ভুটীয়াদিগের যে বোর্ডিং স্কুল আছে, শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর তাহাতে ৫০০ শত টাকা দিয়াছেন।

গ্লাডষ্টোন সাহেব বিলাতে মদের উপর ট্যাক্স ধরিয়াছেন। ব্রাস এণ্ড কোম্পানি নামে বিলাতের এক কোম্পানিকে বার্ষিক ৪০০০০০ টাকা লাইসেন্স দিতে হইবে।

রাহুতা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "আমাদের রাহুতা গ্রামে কয়েক দিন বিশেষ পরীক্ষার পর দেখা গেল যে সর্পাঘাত রোগীকে গোবক্ষুর পাতা হুঁকার জলে বাটিয়া মাখাইলে এবং মরীচের সঙ্গে উহার পাতা খাওয়াইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

ওলাউঠার প্রথমাবস্থায় রাংচিতের মূলের ছাল তিন রতি দশটী গোল মরীচের সঙ্গে বাটিয়া দুই তিন বার সেবন করাইলে যদি উদর মধ্যে জ্বালা বোধ হয় তবে প্রায় আর কোন আশঙ্কা থাকে না।"

স্থানীয় ফণ্ড পরিদর্শনার্থ বার্ষিক ৪০০০ টাকা বেতনে একজন ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করিবার জন্য একাউণ্টেণ্ট জেনেরল বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টে একখানি আবেদন করিয়াছেন। ইহাঁর বেতন রোডসেস ও মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে দেওয়া হইবে।

কলিকাতার ট্রামওয়ের জন্য ট্রামওয়ে কোম্পানি অষ্ট্রেলিয়া হইতে ২০০ শত ঘোড়া আনয়ন করিতেছেন।

১৮৭৯ সালে বঙ্গদেশের ১২৬৪ জন লোক ও ১২০৬৪ টী গোরু হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক হত হইয়াছে এবং ৯৫১৫ জন, সর্প দংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, ঐ সালে ২১১০২ টী বিষাক্ত সর্প বধ করা হইয়াছে এবং বিনাশকারীদিগের পুরস্কারে গবর্ণমেণ্টের ২৮৩৭০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

কাবুল নদীর উপর যে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার ব্যয় ২১১০০০ টাকা পড়িয়াছে। কি কারণে কাবুল যুদ্ধ-ব্যয়ের অনুমান বিষয়ে ভ্রম জন্মিয়াছে, এতদ্দ্বারা তাহা এক প্রকার বুঝা যাইতেছে।

বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা আত্মারাম পাণ্ডুরাঙের পুত্র লণ্ডনে চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শিতালাভ করিয়াছেন। এক্ষণে ইনি ছয় মাসের জন্য তথাকার কালেজ হাসপাতালে কার্য্য করিবেন।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। যথা—

১। কলিকাতা ম্যাগাজিন, এখানি মাসিকপত্র, ওয়েন আরাটুন ইহার সম্পাদক। ২। লুক্রেশিয়া (খণ্ড কাব্য) বাবু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। ৩। ডেক্সুস্থর ও ডাক্তার সাহেব এবং বর্ণ পরীক্ষা যশোহর নিবাসী বাবু নবকুমার নাথ প্রণীত। ৪। বনফুল (কাব্য) ৫। অপূর্ব্ব সঙ্গীত। ৬। কলিকাতা ইংরাজী ও বঙ্গবিদ্যালয়ের ৮ ম বর্ষের রিপোর্ট ৭। সঙ্গীতহার প্রথম ভাগ, বাবু পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ৮। বৈষ্ণবাচারদর্পণ শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যারত্ন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত। ৯। ভিক্টোরিয়া রাজস্থর শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ১০ মৃণালমালিনী বা সরলা কি প্রবলা (বিয়োগান্ত দৃশ্য কাব্য।)

## কোম্পানির কাগজের দর।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| শতকরা | ৪ | টাকা | সুদের কাগজ | | ৯৫৸৶০ |
| " | ৪॥০ | " | " | ১৮৭০ (১৮৮৫) | ১০১ হইতে ১০১॥ |
| " | ৪॥০ | " | " | ১৮৭১ (১৮৮১) | ৯৬॥০ |
| " | ৪॥০ | " | " | ১৮৭৮-৭৯ (১৮৯৩) } | ১০৪। হইতে |
| " | ৪॥০ | " | " | ১৮৭৯ (১৮৯৩) } | ১০৪।৶০ |
| " | ৪॥০ | " | " | ১৮৮০ (১৮৯৩) | ১০৫॥০ |
| " | ৫ | " | " | ১৮৬৭ (১৮৮২) | ১০১ |

## যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ৯ ই জুলাই। আবদুল রহমানের ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ আজিম চারিকারে উপনীত হইয়াছেন। কাজী সাহেব আবদুল রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কাবুল হইতে চারিকা যাত্রা করিয়াছেন।

কাবুলের চতুঃপার্শ্বে যে সকল দুর্গ প্রস্তুত করা হইয়াছিল, ইঞ্জিনিয়রদিগকে তাহা ভগ্ন করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

রাউলপিণ্ডি ১১ ই জুলাই। পেশোয়ারস্থ সংগ্রাম-কার্য্যের অধ্যক্ষগণ ৫০০ শত বিপক্ষ খাইবেরিকে আক্রমণের জন্য নসিরাস্থ সৈন্যগণকে আদেশ করিয়াছেন। রক্ষি-সৈন্যগণ সতর্ক হইয়াছে। অদ্য ১৭ টী কামান কাবুল হইতে এখানে আসিয়াছে।

সেনাপতি ম্যাকফারসনের অধীনস্থ সৈন্যগণ, মোল্লা গোফুরের কেল্লায় যাইতেছে। আবশ্যক হইলে পথ-প্রদর্শক সৈন্যদল তাঁহার সহিত যোগ দান করিবে। শত্রুপক্ষের যে সকল লোক ময়দান নামক স্থানে একত্র হইয়াছে, তাহাদিগকে দমনে রাখাই এই সৈন্যদলের প্রধান উদ্দেশ্য।

কাবুল ১১ ই জুলাই। নগরের বণিক-সম্প্রদায় তাঁহাদিগের প্রতিনিধিগণের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াছেন সর্দ্দার তাঁহাদিগের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতেছেন। কুষ্ণজ ও কিনজানের মধ্যস্থ পল্লী সমূহের লোক সকল তাঁহার অত্যাচার-ভয়ে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে।

কাবুল ১২ ই জুলাই। আবদুর রহমানের ১৪ ই পর্য্যন্ত চারিকারে পৌঁছিবার সম্ভাবনা আছে। তাঁহার সৈন্যগণ ৮ ই কিজাব হইতে কোহিস্থানে যাত্রা করিয়াছে। সন্ধি হইতে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া কোন আশঙ্কারই সম্ভাবনা নাই।

সেরপুরের চতুর্দ্দিকে যে সকল দুর্গ প্রস্তুত করা হইয়াছিল তাহার নীচে সুড়ঙ্গ করা হইতেছে। এইরূপ জনরব আগষ্ট মাসের মধ্যে ইংরাজেরা কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিবেন।

মোল্লা ফকির এক হাজার লোক লইয়া লালপুরার খাঁর ভৃত্যগণের সহিত হিসারকে ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছেন।

কাবুল ১২ ই জুলাই। কাবুলের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ-প্রতিনিধি আব্দুল রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য চারিকার পৌঁছিয়াছেন। নগরের প্রধান কাজীর নিকট পোলিটেকাল আফিসরের পত্র রহিয়াছে। আব্দুর রহমানের সহিত ইহাঁদিগের দেখা হইয়াছে।

মহম্মদ জান চেরাক নামক স্থানে যে সকল গিলজাইকে একত্র করিয়াছিলেন তাহারা ছোড়ভঙ্গ হইয়াছে।

সলিমানখেল ও আন্দারাজ জাতী তাহাদিগের পশুচরিবার স্থান লইয়া ইংরাজদিগের সহিত বিবাদ করিতেছিল, সম্প্রতি উহারা আপনাদিগের জাতির প্রধান একব্যক্তিকে ইংরাজ-শিবিরে প্রেরণ করিয়াছিল। তিনি স্বীকার করিয়াছেন তাহারা আর গাজি অথবা মহম্মদ জানের কোন কথায় থাকিবে না। ইংরাজগণ নগর হইতে চেয়ালিয়া পর্য্যন্ত ভূমীর কর প্রজাদিগের নিকট হইতে আদায় করিয়াছেন।

কাবুল ১৪ জুলাই। জেলেলাবাদ হইতে সংবাদ আসিয়াছে মোগলখাঁ তথায় একটী গোলযোগ উপস্থিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। ইংরাজদিগের কয়েকজন কর্ম্মচারী হুণ্ডী লইয়া আসিতেছিল,

অভিলাষ যে পূর্ণ হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। এই রিফরমেটরী স্কুল খোলা সম্বন্ধে তিনি যেরূপ যুক্তি সহকারে ইংলণ্ডে ও ইণ্ডিয়ায় ঘোরতর আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাহা আজও মনে হইলে সেই মহাত্মার প্রতি ভারতবাসিমাত্রেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না। কারাগার যে চরিত্রশোধক বিদ্যালয় স্বরূপ হওয়া উচিত ইহা ইনিই প্রাণপণে ঘোষণা করিয়া গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি উত্তেজিত করিয়াছিলেন। আমাদের বিবেচনায় বিহার প্রদেশে ঐরূপ একটী স্কুল সংস্থাপিত হইলে ভাল হয়। ইহাদ্বারা প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টের তাদৃশ উপকার না হইতে পারে কিন্তু পরিশেষে তাঁহারা ও সমগ্র মানব সমাজ যে বিশেষ লাভবান্ হইবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। গেজেট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ১৮৭৮ সালের ২০ এ ফেব্রুয়ারি বঙ্গদেশে ঐ স্কুল প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বৎসর প্রত্যেক ছাত্র-কয়েদীর প্রতি গবর্ণমেণ্টের ২৩৪।১০ টাকা খরচ পড়িয়াছে। কিন্তু তৎপর বৎসর ঐ ব্যয় ১৩৩/১০ মাত্র হইয়াছে। ক্রমশঃ যে আরো সুলভ হইবে তাহাও বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। কেন না তাবৎ খরচ বাদ ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য সামগ্রী যাহা ঐ সব ছাত্র-কয়েদীগণ নূতন শিক্ষাবলে প্রস্তুত করিতে পারিয়াছে, তৎসংক্রান্ত শিক্ষকের বেতনাদি ছাড়া, তাহা হইতে গবর্ণমেণ্টের ১৫৭৯-॥১৫ টাকা লাভ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সামান্য সামান্য ভাল ভাল কাজ যাহা ছোট ছোট ছেলেরা প্রস্তুত করিয়াছে। তাহার মূল্য ১৫৬॥০ হইবে। আপনি বলিতে পারেন বঙ্গদেশে যে রিফরমেটরী স্কুলটী খোলা হইয়াছে তাহাতে নানা স্থানের কারাগার হইতে অল্পবয়স্ক কয়েদীদিগকে আনাইয়া ভর্ত্তি করা হইতেছে ও যে জন্য বিহার দেশে স্বতন্ত্র কয়েদী-সংস্কারক স্কুল খুলা কর্ত্তব্য তাহা এক প্রকার উল্লিখিত স্কুল দ্বারা কেন না সংসাধিত হইবে? আমরা এ কথা বুঝি। পরন্তু এতদ্দেশে যদি ঐরূপ একটী স্বতন্ত্র স্কুল স্থাপিত হয় তদ্দ্বারা জেলখানার সমস্ত কয়েদীর যে এক প্রকার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা তাহা স্থানান্তরে হইলে হইবার সম্ভাবনা নাই। কয়েদীরা যদি স্বচক্ষে দেখে যে প্রজাবৎসল ন্যায়বান্ রাজা তাহাদের ভাবী হিতের জন্য তাহাদের মানসিক শারীরিক ও নৈতিক উন্নতি-বিধানার্থ রাজকোষ হইতে বহুল অর্থ ব্যয় করিয়া ঐ সব নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্কুল স্থাপন করিতেছেন, তাহা হইলে তাহাদের দুরন্ত মনোভাব অচিরাৎ কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হইবেই হইবে। তাহাদের মানসিক আসুরিক ভাব স্বর্গীয় দেব-ভাবে পরিণত না হইয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। হয় ভাগলপুর, মুঙ্গের কিম্বা পাটনা জেলখানায় আপাততঃ অন্তত একটী প্রাগুক্ত স্কুল সংস্থাপিত হউক। এই সব প্রধান প্রধান জেলখানায় নানাপ্রকার শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় সত্য, কিন্তু তাহা যে জানে তারই জন্য অপরের জন্য নয়। এবং তাহাও বিশেষরূপ শিক্ষকের অভাবে উন্নতিলাভ করিতে পারে না। মুঙ্গেরের জেলখানায় সতরঞ্চ, গালিচা প্রভৃতি যেরূপ নির্ম্মিত হয় যদি আগরা অথবা মজঃফরপুর প্রভৃতি স্থান হইতে ভাল ভাল শিক্ষক আনাইয়া ঐ বিদ্যার আরো উন্নতি-সাধন করা হয়, তাহা হইলে কেবল যে কয়েদীরা খালাস হইলে নিজের জীবিকার জন্য আর পাপাশ্রয় করে না এমত নহে, গবর্ণমেণ্টও বিশেষ লাভবান্ হইতে পারেন। এতদ্দ্বারা শিল্প বিদ্যারও উন্নতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। ঐ সব জেলখানায় তৈল প্রস্তুত, করা খোয়াভাঙ্গা, প্রভৃতি নিতান্ত ক্লেশকর কর্ম্মগুলি কয়েদীদের দ্বারা না করাইলে কি চলে না? মুঙ্গের জেলখানায় কয়েদীদের শারীরিক পরিশ্রমজনিত যে তৈল প্রস্তুত হয় তাহা বাজারের তৈল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট বটে কিন্তু মূল্যে তাদৃশ সুলভ না হওয়াতে গৃহস্থ লোক সাধারণতঃ তাহা প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিতে পারে না। যদি একটী ছোট এঞ্জিন বসাইয়া কয়েকটী বিলাতী ঘানি চালাইয়া ঐ সব দুর্দ্দমনীয় দুষ্ট কয়েদীর দ্বারা তৈলাদি প্রস্তুত করান হয়, তাহা হইলে সর্ষপতৈল, রেড়ির তৈল ও তিষি ইত্যাদির তৈল বিক্রয় করিয়া জেলখানার অনেক ব্যয় লাঘব হইতে পারে সন্দেহ নাই এবং গৃহস্থ মাত্রেই তাহা সুলভ মূল্যে ক্রয় করিতে পারে। উত্তম জিনিষ বাজারদরেও যদি ছাড়া হয় কে না তাহা ক্রয় করিবে? আমাদের এ প্রস্তাবটী যদি একবার কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখা হয় তাহা হইলে আশানুরূপ ফল-লাভে কখনই বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

২। পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ক্রমশঃ ক্ষতি হইতেছে তদ্ধেতু ও বায় সঙ্কোচ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছিলাম, এখনও তাহার কিছু উন্নতি দেখা যাইতেছে না। গঙ্গার বক্ষ দিন দিন বর্ষাগমে বিপুল বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে ও তৎসঙ্গে সঙ্গে নৌবাণিজ্যের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। মহাজনেরা রেলযোগে আর অধিক ব্যয়ে মাল আমদানী রপ্তানী করিতে তাদৃশ যত্নবান নহেন। এক মাসের মধ্যে কেবল মুঙ্গের হইতে ২২৬৮ মণ গম কলিকাতায় রপ্তানী হইয়াছে। ইহা অন্যান্য সময়ের তুলনায় যৎসামান্য বলিতে হইবে। বরং ভাগলপুর হইতে ইহা অপেক্ষা রেলযোগে অধিক গম গিয়াছে। কলিকাতা গেজেটে দেখা যায় তাহা ৭১৬৯ মণ হইবে। কিন্তু আজ কাল আরো কমিয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যে যে প্রধান সামগ্রী উল্লিখিত দুই বাণিজ্য-প্রধান স্থান মুঙ্গের ও ভাগলপুর হইতে রেলযোগে রপ্তানি হইয়াছে তাহার সংক্ষেপ তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

| স্থান। | ছোলা। | সর্ষপ। | তিসি। | চাউল। |
|---|---|---|---|---|
| মুঙ্গের | ৩১২২১ মণ | ১০৮৪৩ মন | ১১১৪ মণ | ৯ মণ। |
| ভাগলপুর | ৫১১ ঐ | ৩৬৭১ ঐ | ১৫১১৬ ঐ | ৩ মণ। |

গম ভাগলপুর হইতে মুঙ্গের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অধিক হইয়াছে বটে কিন্তু অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে তুলনায় শেষোক্ত স্থান অপেক্ষা মুঙ্গেরের মহাজনেরা ছোলা সর্ষপ অধিক রপ্তানী করিয়াছেন। বোধ হয় ভাগলপুর হইতে ঐ সময়ে নৌযোগে ঐ সব সামগ্রী আরো অধিক চালান গিয়া থাকিবে। কিন্তু চাউলের প্রতি দৃষ্টি করুন, উহা কখনই মহাজনী চালান নহে। চাউলের বাজার ঈশ্বরেচ্ছায় কি বাঙ্গালা, কি বিহার, সকল স্থানেই এক প্রকার সমভাব থাকায় রপ্তানির অধিক প্রয়োজন নাই। কলিকাতা অঞ্চল হইতে যে সব বাণিজ্যদ্রব্য এদেশে আমদানী হয়, তাহা প্রায় খাদ্যসামগ্রী নহে। গত মাসের কলিকাতা গেজেট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে তুলা লবণ ও পাটেরথলে অনেক আমদানী হইয়াছিল।

মুঙ্গেরে তুলজাত দ্রব্যাদি ২০০৭২০ টাকার লবণ ৮০৩৮ টাকার। পাটের থলে ৩১১২০ টাকার। ভাগলপুরে তুলজাত দ্রব্যাদির ২০৮৩৪০ টাকা লবণ ১৩১৮৫ টাকার। পাটের থলে ৩৪৩১৫ টাকার।

মুঙ্গের ও ভাগলপুরের মধ্যে কোন্ স্থান বাণিজ্য-প্রধান তাহা বিশেষরূপে বলা যায় না। প্রথমোক্ত স্থানে যে জিনিষের আমদানী রপ্তানী অধিক হয়, শেষোক্ত স্থানে তাহা হয় না। কিন্তু বিহার প্রদেশ মধ্যে মুঙ্গের ও ভাগলপুর উভয়ই বাণিজ্য-নিবন্ধন বহুকালাবধি প্রসিদ্ধ। এখানকার লোকেরা বিলাতি ধুতি ও থান অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। এ দেশের সধবা, বিধবা সচরাচর পাড়হীন থান পরিধান করে। এ জন্য ইহাদের মনে বঙ্গীয় কুলস্ত্রীদের ন্যায় কোন কুসংস্কার দেখা যায় না। আমাদের বাঙ্গালী কোন পতিপ্রাণাকে শাদা থান পরিতে দিলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। কিন্তু এই অল্প দূরদেশে ব্যবহারগত কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা যায়! ভাল সম্পাদক মহাশয়! আপনারা ত অনেক সংবাদ রাখেন, আমরা একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া যাইতেছিলাম। সে কথাটা এই, সে

দিন লর্ড লিটন, ষ্ট্রাচি সাহেবের পরামর্শে ভার তের রাশীকৃত টাকা ম্যাঞ্চেষ্টারের তন্তুবায়দিগের জন্য নাশ করিলেন, কিন্তু তৎকালীন ঐ ধূর্ত্ত বিলাতি বণিকগণ লর্ড ক্রানব্রুকের ভূতপূর্ব্ব ষ্টেট-সেক্রেটরির নিকট যে সজল-নেত্রে ভারতদুঃখে কাতর হইয়া বলিয়াছিলেন যে বিলাতি বস্ত্রের উপর ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টের অবৈধ করভার অপনীত হইলেই দুঃখী ভারত প্রজারা সুলভ মূল্যে তাঁহাদের প্রস্তুত বস্ত্রাদি পাইয়া বিশেষ উপকৃত হইবে। কৈ তাহার কি হইল? মোটা বিলাতি বস্ত্রের উপর কর উঠিয়া গেল, তবু তাহা সস্তা হয় না কেন? ম্যাঞ্চেষ্টারের তন্তুবায়গণের আশা-লতা ফলোন্মুখী হইল! ভারতীয় তন্তুবায়গণ অন্নহীন হইল! বোম্বাই প্রদেশের বস্ত্র প্রস্তুত করিবার কতিপয় কারখানা লুপ্তপ্রায় হইল! কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, বিলাতি থান ও বস্ত্রাদির পূর্ব্বে যে, দর ছিল তাহাই রহিয়া গেল, আপনারা এ সব প্রকাশ্য প্রবঞ্চনা দেখে শুনে নীরব হইয়াছেন কেন? এখন ইংলণ্ডে প্রধানতম উন্নত দল রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ধর্ম্মজীবন লর্ড রিপন বাহাদুর ভারত সিংহাসনে আরূঢ়, এই সময়ে এই অন্যায় শঠতার অভিযোগ করা উত্তম কল্প। হয় পূর্ব্বে বিলাতি বস্ত্রের উপর যেমন কর ছিল তাহা পুনঃ সংস্থাপিত হউক, আর না হয় বিলাতি বণিকেরা প্রতিজ্ঞাত স্বল্প মূল্যে বস্ত্র সরবরাহ করিতে আরম্ভ করুন। আমরা পাটের কাপড় চাহি না! সুতরাং বস্ত্র চাই!! বিলাতি তন্তুবায়গণ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়া যেরূপ প্রকাশ্যভাবে হিন্দুদিগের সঙ্গে তাঁহাদের প্রস্তুত পাটবিমিশ্রিত বস্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া প্রবঞ্চনা আরম্ভ করিয়াছেন, মনে করুন, যদি ভারতীয় তন্তুবায়গণ ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া ঢাকার মসলিন, কালিকটের কেলিকো, বোম্বাইয়ের চাদর,বারাণসীর শাটী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বিলাতে রপ্তানি করিত তাহা হইলে কি স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদ করিয়া দ্বিতীয় মেকলে উদয় হইয়া সমগ্র ভারতবাসীকে প্রবঞ্চক বলিয়া প্রকাশ্যরূপে গালিবর্ষণ করিতেন না? তাহা হইলে হয় ত নূতন আইন হইত ও এদেশীয় তন্তুবায়দিগের জন্মের মত নিজ নিজ ব্যবসায় জলাঞ্জলি দিতে হইত। কিন্তু হায়! কালের কি বিচিত্র গতি!! আমাদের মুখ থাকিলেও স্পষ্ট কথা বলিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিবার যো নাই। আমাদের দুঃখে কি আমাদের রাজপুরুষগণ দুঃখিত নন? আমরা যে যে বিষয়ের জন্য বিশেষ কষ্ট পাই তাহা তাঁহাদের অবশ্য দূর করা বিধেয়। কেন না আমরা তাঁহাদের [illegible] নির্ভীক প্রজা, আর তাঁহারা উন্নতমনা পৃথিবীর মধ্যে [illegible] মনস্বী ও তেজস্বী বীর রাজা।

৩। পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে লাইনের প্রধান প্রধান ষ্টেষণে শ্রমজীবীদিগকে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য এক একটী স্কুল স্থাপন করিবার সংকল্প হইতেছে। আমাদের লোকমটিব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এজন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। শ্রমজীবীদিগকে স্ব স্ব বেতনের হার অনুসারে পুস্তকাদির মূল্যস্বরূপ কিছু মাসিক ফী দিতে হইবে। ফলতঃ স্কুলগুলি রেলওয়ে কোম্পানির ব্যয়ে চলিবে।

৪। গত বৎসর রেলওয়ে বলণ্টিয়ারদিগের জন্য লর্ড লিটন যে একটী উৎকৃষ্ট রৌপ্য পিয়ালা পারিতোষিক দিয়াছিলেন, তাহা এখানকার কারখানার একজন সাহেব মাঃ ফিগুন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা ওজনে প্রায় ১২০ তোলা হইবে। মান্দ্রাজের কারিকরগণ ইহা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পিয়ালাটীর উপরে নানাবিধ দেব দেবীর মূর্ত্তি ক্ষোদিত হইয়াছে ও দেখিতে সুন্দর গঠন হইয়াছে। প্রায় ৪০০০ বলণ্টিয়র সৈন্য মধ্যে ফিগুনের নম্বর ৩০২৯ ছিল। ইহাকে ২০ বার মাত্র বন্দুক ছুড়িতে দেওয়া হয়। দশবার ১২০০ হস্ত পরিমিত দূর হইতে ও আর দশবার ১৬০০ হস্ত দূর হইতে টারগেটে গুলি মারিতে হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ইনি ৬৭ পয়েণ্ট পাইয়াছিলেন। উক্ত পিয়ালাটীর মূল্য প্রায় ৩০০ টাকা হইবে।

৫। এখানে একটী স্বতন্ত্র হরিসভা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের রেলওয়ে কারখানার বাঙ্গালী শ্রমজীবিগণই ইহার সংস্থাপক। এটী উৎসাহকর ও প্রশংসনীয় অনুষ্ঠান। যাহারা পূর্ব্বে সুরা ও বেশ্যাদি দ্বারা পরিবৃত হইয়া অতি কষ্টে কাল যাপন করিত, সেই সব দীনাত্মা দ্বারা এখানে একটী দ্বিতীয় হরিসভার কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে দেখিয়া যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। গত শনিবার ঐ সভায় আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন সুদীর্ঘ ও ভাব পূর্ণ একটী বক্তৃতা করিয়া সকলকে বিশেষ প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন। আমরাও সভাস্থলে উপস্থিত ছিলাম। শ্রোতৃগণের মধ্যে ৮। ১০ জন "বাবু" ভিন্ন প্রায় ১৫০ জন কারিকর মিস্ত্রি উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই নিবিষ্ট চিত্তে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল উপাসনা কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি শ্রবণ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। শীঘ্র এই সভার একটী স্বতন্ত্র গৃহ হইবার কথা হইতেছে। আপাততঃ এখানকার জনৈক মিস্ত্রি শ্রীমান তিনকড়ি দত্তের আবাসবাটীতে ঐ সভার সাপ্তাহিক ও দৈনিক ভাগবত ব্যাখ্যান ও পাঠাদি সম্পন্ন হইতেছে। আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ইহাদের আচার্য্য স্বরূপ কার্য্য চালাইতেছেন দেখিয়া তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। এ সম্বন্ধে আরো বক্তব্য পরে লিখিব।

৬। এই মাত্র ২৯ এ আষাঢ়ের সোমপ্রকাশ হস্তগত হইল। আপনার মুঙ্গেরের সংবাদদাতা ৮ ই আষাঢ়ের পত্রিকায় ২। ৪ জন অল্প বেতনে কেরাণী এখানকার মিউনিসিপাল কমিশনরের পদপ্রাপ্তির জন্য বিধিমত নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন ও ইহাদের মধ্যে ২। ১ জন সহি সুপারিশ-পত্র সংগ্রহ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতেও ক্রটি করেন নাই। ইত্যাদি অসত্য সংবাদ দেওয়াতে আমরা গত ২২ আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে যে প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম তিনি তাহার প্রত্যুত্তরে কোন প্রমাণ প্রদর্শন না করিয়া কেবল লিখিয়াছেন যে "যে ব্যক্তি প্রার্থী হইয়াছিলেন, তিনি গোকুলে বাড়িতেছেন!" (এখানে যে ব্যক্তি নয় যে সে ব্যক্তি হওয়া উচিত ছিল) তারা গোকুলেই বাড়ুক আর গাধা কুলেই বাড়ুক, আর তাঁর কল্পনা-কুলেই বাড়ুক, যতক্ষণ না তিনি কোন বিশেষ প্রমাণ দিতে পারিবেন, ততক্ষণ তাঁহাকে আমরা ছাড়িব না। তিনি পক্ষান্তরে জানিতে চাহিয়াছেন "আমরা কোথায় বিশেষ অনুসন্ধান করিলাম" উত্তর, এখানকার মিউসিনিপাল আফিসে, মিউনিসিপাল ওবারসিয়ারের নিকটে এবং মিউনিসিপাল আফিসের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায়ের নিকটে। এঁরা সকলেই উক্ত সংবাদকে মিথ্যা ও কল্পিত বলিয়াছেন। এমন কি অত্রত্য মিউনিসিপালিটীর ভাইস চেয়ারমান পর্য্যন্ত উহা পাঠ করিয়া লেখকের নাম ও কার্য্যস্থান জানিবার জন্য আমাদের কোন বন্ধুকে আদেশ করিয়াছিলেন। এখানে যে কল্পিত "কর্ত্তৃপক্ষের" সমক্ষে কল্পিত "আবেদনকারীরা দণ্ডায়মান হইতেও ক্রটি করেন নাই" লিখিয়া আপনার মুঙ্গেরের সংবাদদাতা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন, সেই প্রকৃত "কর্ত্তৃ-পক্ষ" তাঁহার স্বরূপ বাহির করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন কেন? ইহারও যদি প্রমাণ চাই, তাহা হইলে আগামী বারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। তিনি অবশ্য ভুলক্রমে কোন লোকের পরামর্শে উক্ত মিথ্যা সংবাদ দিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, তাহাই সমর্থন করিবার জন্য আরো মিথ্যা তরঙ্গ উত্থাপন করিবার প্রয়োজনাভাব। যদি আমাদের প্রতিবাদ মিথ্যা তিনি প্রমাণ করিতে পারেন বীরের ন্যায় অগ্রসর হউন, নতুবা কাপুরুষের ন্যায় নীরবে থাকিয়া এ বিষয় উড়াইয়া দিন।

## মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ দেব—শ্রীরামপুর | ৫ |
| " " গিরীন্দ্রনারায়ণ রায়—কাকিনীয়া | ৭॥০ |
| " " গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—চাঁপাতলা | ৭ |
| " " ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়—ঠনঠনিয়া | ৭ |
| " " অমূল্যচরণ বসু—রাণাঘাট | ৭ |
| " " মহেশচন্দ্র রায় চৌধুরী—রঙ্গপুর | ১০ |
| " " রামতারণ শিরোমণি—কান্দিকুল | ৭ |
| " " বিহারিলাল মিত্র—রাঁচি | ৭ |
| " " দ্বারকানাথ দত্ত—ভবানীপুর | ৫॥০ |
| " " গোষ্টবিহারি দাস—কলিকাতা | ৫॥০ |
| " " হৃদয়নাথ দাস—রেঙ্গুন | ৭ |
| " " কিশোরীনাথ চৌধুরী—কাশীমপুর | ৬ |
| " " মহেন্দ্রনাথ দে—আগুনলা | ৭॥০ |
| উত্তরপাড়া পবলিক লাইব্রেরি | ১০ |
| হাটখোলা চন্দ্র পদী | ৫॥ |
| খিদিরপুর সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয় | ৫॥০ |
| শ্রীযুক্ত কাজি মহম্মদ আকতার—কুসগ্রাম | ৭ |

# প্রেরিত পত্র।

## এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের দ্বিচারিণী হইবার কারণ কি ?

সতীত্বই ভারতের অমূল্য রত্ন। সতীত্বই ভারতীয় ললনাগণের ভূষণ স্বরূপ। হতভাগ্য ভারত, বহু দিন হইল আপনার পূর্ব্ব গৌরব সকল হারাইয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু আজিও সতীত্বরত্নে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন নাই। ভারতে এখনও বহুতর সতী সাবিত্রী আছেন। বর্ত্তমান সময়ে যিনি যথার্থ সমাজ-বন্ধু স্বদেশহিতৈষী এবং প্রণয়ী; প্রণয়ে যিনি আত্মবিসর্জ্জন দিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি যদি মনঃসংযোগ-পূর্ব্বক বর্ত্তমান ভারত তনয়াগণের জীবনবৃত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন, এখনও কত রমণী পাতিব্রত্যের প্রত্যক্ষ প্রতিমা-স্বরূপ সাবিত্রী দেবীর ন্যায় ঘোর-ঘনঘটা-সমাচ্ছন্ন নিশিতে নির্জ্জনে বিপদ-সঙ্কুল গৃহারণ্যে বসিয়া মৃত পতিগণের মূর্ত্তি হৃদয়ে উপাস্যদেবতার ন্যায় স্থাপিত করিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিবস অনাথিনী বেশে ক্ষেপণ করিতেছেন। অনেক সৎকুলচারিণী রমণী আবার দুর্ভিক্ষে অনাহারে রোগ শোক পরিতাপে অস্থিকঙ্কাল সার করিয়াও কাল নিশীথিনীতে আপনার শয়নকক্ষে বসিয়া চিরক্ষণ পতিকে, বা ভারতের ভাবী সুখোজ্জ্বলকারী সুরাপানে চৈতন্য-হীন বীর স্বামিকে ক্রোড়ে করিয়া মুহুর্মুহু তাহার প্রলাপ বাক্য শুনিয়া আনহারা হইয়া স্বামীর অজ্ঞাতসারে অশ্রুজলপাত দ্বারা নরাধম পতির বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছেন। বাস্তবিক ভারতবাসি! এটী মর্ম্মব্যথাপ্রদায়ক সংবাদ হইলেও ইহা কি আমাদের প্রকৃত গৌরবের বিষয় নহে? এই গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াই কি আমরা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিচয় দান করি না? কিন্তু দুঃখের বিষয় বলিব কি, এই গৌরব বুঝি আর আমাদের অধিক দিন থাকে না! যে দিন ভারত সন্তানগণ স্বাধীন ভাবে আপন আপন কার্য্য করিবার ক্ষমতা শূন্য হইয়াছেন, সেই দিন হইতে কালও আমাদের পক্ষে কাল স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছেন! সমাজে তৎপর দিন হইতেই প্রায় কতকগুলি কুপ্রথা প্রচলিত হইয়া আমাদের জাতীয় প্রাচীন গৌরব ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। জানি না পরিণামে ইহারা আরও বা কি করিয়া বসিবে?

আমরা যে এত কথা বলিলাম, গত ২৯ এ আসাঢ়ের সোমপ্রকাশের "এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের দ্বিচারিণী হইবার কারণ কি" শীর্ষক প্রস্তাবই তাহার মূল কারণ। এই প্রস্তাবে বাবু সারদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এ সম্বন্ধে যে কয়েকটী কারণোল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা যুগপৎ হর্ষিত ও বিষাদিত হইলাম। হর্ষের কারণ এই, বর্ত্তমান সমাজে অনেক রমণী যে কারণে দ্বিচারিণী হইতেছে, তাহা সমাজের অনেকে বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু বুঝিতে পারিয়াও যে তাঁহারা এই কুপ্রথা গুলির সংশোধনে আজিও যত্নবান হইতেছেন না অথবা হইয়াও সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতেছেন না, ইহাই আমাদের বিষাদের কারণ। বলা বাহুল্য এখন হইতে আর বৃথা সময়ক্ষেপ না করিয়া যাহাতে সমাজ হইতে এই সকল কুপ্রথা শীঘ্রই বিদূরিত হইয়া যায়, এ বিষয়ে যত্ন করা সকল ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। যাহা হউক. সারদা বাবু কেবল বাল্য বিবাহ ও অযোগ্য বিবাহ অশীতিপর বৃদ্ধের সহিত ৭।৮ বৎসর বয়স্ক বালিকার বিবাহকেই, অনেক রমণীর অভিসারিকাবৃত্তি অবলম্বন করিবার কারণ রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বহুবিবাহকে কারণ বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। তাই আজ আমরা বহুবিবাহ ও আর দুই একটী কুপ্রথা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

১ ম। কৌলীন্য মর্য্যাদা—বহুবিবাহ।

বল্লালসেন পণ্ডিতমণ্ডলীর উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য কৌলীন্য মর্য্যাদার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু কাল দোষে ভারতে তাহা বংশপরম্পরায় পরিণত হইয়া এখন অনেক রমণীর নিকট বিষমিশ্রিত শল্য স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার বলে এক দিকে অনেক গোমূর্খ, সুরাসক্ত ব্যভিচারী ব্যক্তি সমাজে মহা-কুলীন হইয়া বহুতর অবলার সংসার-সমুদ্রে ধ্রুব তারা হইয়া পড়িয়াছেন, তাহারাই অবলাগণের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা! অন্য দিকে আবার টাকার অভাবে অনেক সচ্চরিত্র সাধুশীল ব্যক্তি বিবাহাভাবে কৌমার ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক জীবনের তিন চতুর্থাংশ সময় স্ত্রী-সহবাস-সুখে বঞ্চিত হইতেছেন। আশা করিয়াছিলাম যতই দেশ জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া উঠিবে; লোকে যতই বহু পত্নীর মন রক্ষা করা একজনের পক্ষে বহু বিপদ ও অনিষ্টের মূল বলিয়া জানিতে পারিবে, ততই দেশ হইতে কাল-বহুবিবাহ উঠিয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের সে আশা বৃথা। এখনও অনেক স্থানে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। আমি দেখিয়াছি, বর্দ্ধমান জেলার ভাটাকুল গ্রামের এক ব্যক্তি ৩৮ টী বিবাহ করিয়াছেন। ইঁহার বয়স এখন আনুমানিক ৩৩।৩৪ বৎসর। ঐ জেলায় শ্রীধরপুরের একজনও না কি পঞ্চাধিক বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার এখনও বিবাহের ইচ্ছা আছে। এইরূপ অনেক স্থানে আজিও বিবাহ-ব্যবসায়ী ব্যক্তি অনেক আছেন। ভাদ্র মাসের ভরা নদীর ন্যায় যৌবন কালে রমণীর রূপ-নদী উচ্ছলিত হইয়া যতই তাহাতে ইন্দ্রিয় জোয়ার বহিতে থাকে, ততই তরণী দুলিতে থাকে, তখন একজন কাণ্ডারীর সাধ্য কি যে সেই দুর্দ্দম্য-জোয়ারে বহুতর স্বভাব-চঞ্চলা তরণীকে স্থির করিয়া রাখিতে পারে? কাজে কাজেই অনেক তরণী ধৈর্য্য নঙ্গর উৎপাটন করিয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যায়। যদি কোন দুশ্চরিত্র গোপনে তাহাকে ধরিতে পারে, তবেই রক্ষা! নতুবা সমাজের চক্ষে পড়িলে শত শত ভর্ৎসনায় শত শত ছিদ্র বিশিষ্ট হইয়া পড়ে। তখন তরুণী-তরণী অসহায়া হইয়া সংসারের আশা সুখে জলাঞ্জলি দিয়া চির দিনের জন্য অতল-জলে স্বেচ্ছাচার-দহে ডুবিয়া যায়। আর তাহার উদ্ধার হয় না।

২ য়। বংশজগণকে অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রায়ই অবিবাহিত থাকিতে হয় বলিয়া তাহারা অনেকে দুর্দ্দম্য কাম রিপুর প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ না হইয়া বারবনিতাগমনে প্রবৃত্ত হয়। অধিক গ্রাহক যেখানে, সেখানেই গ্রহণীয় বস্তুর আমদানি হইতে থাকে। এইরূপে অনেক ব্যবসায়ী স্ত্রীলোক অনেক কুলবালাকে কৌশলে কুলের বাহির করিয়া তাহার পবিত্র বংশে কলঙ্ক নিশান তুলিয়া দিয়া থাকে।

আর একটী কথা। পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলই বলুন আর যাহাই বলুন। যাহাতে মত্ত হইয়া অনেকে গৃহ প্রান্তে বারবিলাসিনীগণকে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। ইহার ফল এই হইতেছে, সরলা অশিক্ষিতা বিপথগমনাকাঙ্ক্ষী লঘুহৃদয়া কুলকামিনীগণ দিবানিশি গৃহান্তর হইতে তাহাদের হাব ভাব অঙ্গবিন্যাস স্বেচ্ছাচারিতা দেখিতে দেখিতে [illegible] পরে

চির পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিণীর ন্যায় পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া একবার স্বাধীনভাবে উড়িতে চেষ্টা করে। কিম্বা সুরাপানাসক্ত যথেচ্ছবিহারি ষট্পদস্বরূপ পতিগণের ন্যায় তাহারাও যথেচ্ছাচারিণী ভ্রমরী হইয়া সকল পুষ্পের মধু সংগ্রহে চেষ্টা করে!! সে পাপপথে যে কি সুখ, পাগল হওয়ায় যে সুখ নাই, তখন তাহারা যৌবন মদে বুঝিতে পারে না, কিন্তু যখন রূপনদীতে ভাঁটা পড়িতে থাকে, পাগল হইয়া কিছু সুখ নাই যখন বুঝিতে পারে, এবং পতির তুল্য ধন নাই সতীত্বের তুল্য রত্ন নাই, যখন তাহার এই বোধ হয়, তখন সে দিবানিশি অনুতাপানলে ভস্মীভূতা হইতে থাকে, আবার মৃণ্ময়ী উপন্যাসের লুৎফউন্নিসার ন্যায় স্বামি-গৃহে আসিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তখন তাহার সে চেষ্টা বৃথা হইয়া পড়ে। হতভাগিনী একুল ওকুল দুকুল হারাইয়া দিবানিশি কাঁদিতে থাকে। তাই বলি ভারতবাসী! যদি পূর্ব্ব গৌরব চিরবজায় রাখা আমাদের কর্ত্তব্য হয়, তবে সকলে মিলিয়া এখন হইতে তাহার প্রতিকার চেষ্টা করুন।

শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়—ভাগলপুর।

## তত্ত্বনির্ণয়।

আজকাল আমাদের যুবকদিগের অনেকেই বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া "জ্ঞানীর" নাম ক্রয় করিবার উদ্দেশে ঈশ্বর ও ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিতে, নাস্তিক বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিতে, এমন কি যথেচ্ছাচারের পক্ষ সমর্থন করিতেও কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হন না। (*) মতের স্বাধীনতা থাকা অবশ্য প্রার্থনীয় কিন্তু তাহার অপব্যবহার কখনই প্রার্থনীয় নহে। আমাদের যুবকেরা সেই অপব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা যাঁহার কৃপায় বা ইচ্ছায় মানুষ হইয়াছেন, জ্ঞান বুদ্ধি স্বাধীনতা পাইয়াছেন, শরীর সম্বন্ধে বল, আর জ্ঞান সম্বন্ধে বল, তাঁহারা যাঁহার কৃপায় এত বড় হইয়াছেন, এক্ষণে কি না তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারা তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকারে প্রস্তুত নহেন! যে মতের স্বাধীনতার এরূপ পরিণাম! সে মতের স্বাধীনতার যত শীঘ্র বিলোপ হয় ততই মঙ্গলের বিষয়। দুঃখের কথা বলিব কি, আমাদের যুবকদিগের মধ্যে যিনি যত নাস্তিকতা প্রদর্শন করিতে পারেন, তিনি আপনাকে ততই ধন্য জ্ঞান করিয়া থাকেন! তিনি ততই মনে করেন যে, তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী লোক এ জগতে আর কেহ নাই। কি ভ্রমান্ধতা! সময়ে সময়ে দুই এক জন জ্ঞানী নাস্তিক দর্শন দেন বলিয়া আমাদের যুবকেরা এরূপ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন যে, যে যত মূর্খ ও নির্ব্বোধ, সে তত ধর্ম্মানুরক্ত ও ঈশ্বরভক্ত! সুতরাং তাঁহারা কি প্রকারে সজ্ঞানে মূর্খ ও নির্ব্বোধ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন? অপরে কেহ তাঁহাদিগকে জ্ঞানী বলুন বা না বলুন, তাঁহারা আপনারা আপনাদিগকে জ্ঞানী বোধে স্ফীত হইবার উদ্দেশে প্রকৃত জ্ঞানী নাস্তিকদিগের কএকটী বুলী মুখস্থ করেন এবং তাহাদিগকে সহায় করিয়া নিজ প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইলেও আপনাদিগকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন! কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এই ভূমণ্ডলে নাস্তিক পণ্ডিতদিগের অপেক্ষা কত শত শত মহামহোপাধ্যায় আস্তিক পণ্ডিত সকল ইতস্ততঃ অবস্থান করিতেছেন, অথচ তাঁহাদিগের প্রতি কিছুতেই আমাদের যুবকদিগের দৃষ্টি নিপতিত হয় না, তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথের অবলম্বনে কিছুতেই যুবকদিগের প্রবৃত্তি হয় না। প্রবৃত্তি না হইবার কারণও অতি বিশদ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই সেই সঙ্গে ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, পাপপুণ্য প্রভৃতি আরও কতকগুলি বিষয় স্বীকার করিতে হয় এবং তদনুসারে কার্য্য করিতেও হয়। কখনও বা নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া অপরের স্বার্থসাধন করিতে হয়, কখনও বা নিজের অনিষ্ট ও ক্ষতি করিয়াও নিজ সুখে জলাঞ্জলি দিয়াও অপরের মঙ্গল সাধন ও সুখ বর্দ্ধন করিতে হয়, কিন্তু আমাদের যুবকদিগের দ্বারা কখনই এরূপ অনুষ্ঠান হইতে পারে না। কারণ, আপনা লইয়াই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব, আপনার স্বার্থ সাধনই তাঁহাদের মতে তাঁহাদের জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য। সুতরাং এরূপ স্থলে ঈশ্বর, ধর্ম্ম, পাপ পুণ্য প্রভৃতি না থাকাই তাঁহাদের পক্ষে সুবিধাজনক। সুবিধাজনক বলিয়াই তাঁহারা আপনাদিগকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন এবং আস্তিক পণ্ডিতদিগের অবলম্বিত পথ অপেক্ষা নাস্তিক পণ্ডিতদিগের অবলম্বিত পথই তাঁহাদের বিবেচনায় অতি প্রশস্ত বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। দুঃখের কথা কি বলিব, এই সকল যুবকের অনুকরণ করিয়া অনুকরণের অনুকরণ করিয়া আমাদের অবলারাও ঈশ্বরের প্রতি হত-শ্রদ্ধ হইয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের সংখ্যা অধিক নহে বটে কিন্তু অধিক হইতে কতক্ষণ? অধিক হইলেই সর্ব্বনাশ! নিশ্চয়ই তাহা হইলে আমাদের সমাজ রসাতলে যাইবে। কারণ, সমাজ মধ্যে কোন গুণ বা দোষ পুরুষদিগের দ্বারা ব্যাপ্ত হইতে যত সময় লাগে, ইহা নিশ্চয় যে অবলাদিগের দ্বারা সেই গুণ বা দোষ ব্যাপ্ত হইতে তাহার শতাংশের একাংশ সময়ও লাগে না, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের অনুচিত আচার ব্যবহার সমাজ মধ্যে যত সহজে বদ্ধমূল হয়, পুরুষদিগের অনুচিত আচার ব্যবহার কখনই তত সহজে বদ্ধ

* কিছু দিন হইল আমরা "ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হইবার আমাদের অধিকার আছে কি না" এই শীর্ষক একখানি পত্র সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহার প্রতিবাদচ্ছলে শ্রীযুক্ত বাবু রাজবিহারি দাস অসঙ্কুচিত চিত্তে আপনাকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিয়া এবং বঙ্গদর্শন হইতে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া অথচ তাহা নিজের কথা বলিয়া ১৫ ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এই রাজবিহারী বাবুর সহিত আমাদিগের বোধ হয় একবার নববিভাকরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন আমরা ইহাঁকে "পৌত্তলিক" বলিয়া অনুমান করাতে ইহাঁর ক্ষোভের পরিসীমা ছিল না, তজ্জন্য ইনি আমাদিগের প্রতি যথেষ্ট গালি বর্ষণ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে ইহাঁর সেই ক্ষোভ দূর করিবার জন্য ইনি নিজেই নিজের পরিচয় দিয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা দেখিলাম, আপনাকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দেওয়া তাঁহার যত উদ্দেশ্য, আমাদের পত্রের প্রতিবাদ করা তত উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং পত্রের প্রত্যুত্তর দেওয়া আমরা তত আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি না। আমরা লিখিয়াছি এক, তিনি লিখিয়াছেন আর এক। মনে কর আমরা যেন জিজ্ঞাসা করিয়াছি অগ্নির কোন্ শক্তির দ্বারা কাষ্ঠখণ্ড দগ্ধ হইয়া থাকে? তিনি ইহার কোন উত্তর না দিয়া আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বল দেখি জল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি কেন নির্ব্বাণ হইয়া যায়? আমাদের পত্রের এই তাঁহার উত্তর প্রদান ও এই তাঁহার প্রতিবাদ করা। এরূপ প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিতে গেলে বিবাদ বাড়িয়া যাইবে, অথচ কোন বিষয়েরই কোন মীমাংসা হইবে না। বিশেষতঃ ঈশ্বর আছেন কি না, ইহা জানিবার উদ্দেশ্যে যাঁহার বিচার করা নহে, পরন্তু ঈশ্বর নাই বলিয়া জয়ডঙ্কা বাজানই যাঁহার বিচারের প্রধান উদ্দেশ্য, তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে আমরা ইচ্ছুক নহি, কারণ তাঁহার ন্যায় লোকেরা কথায় কথায় ঈশ্বরের অবমাননা করিয়া থাকেন, সুতরাং তাহা আমাদের পক্ষে যার পর নাই কষ্টকর হইয়া উঠে। পিতা মাতার প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করিলে যখন তাহা অসহ্য হইয়া উঠে, তখন যিনি পিতার পিতা মাতার মাতা, তাঁহার অবমাননা কিপ্রকারে সহ্য হইতে পারে? তবে এখানে একথা বলাও আবশ্যক যে, যদি কেহ অহঙ্কার ও অভিমান ত্যাগ করিয়া বিনম্রভাবে ঈশ্বরজিজ্ঞাসু হইয়া বিচার প্রণালীর নিয়ম অতিক্রম না করিয়া আমাদের সহিত বিচার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমরা যথাসাধ্য তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু ইহাও এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, আমরা বুদ্ধিসর্ব্বস্ব অবিশ্বাসীদিগের অনধিকারচর্চ্চাসম্ভূত ২।৪ টী প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম নহি, কখনও যে সক্ষম হইব এমন বোধও হয় না। কিন্তু সে সকল প্রশ্নের মীমাংসার উপরে ঈশ্বর ও ধর্ম্মবিশ্বাস নির্ভর করে না. ধর্ম্ম রাজ্যও তাহার উপরে স্থাপিত নহে। সেই সকল প্রশ্নের মধ্যে একটী প্রশ্ন এই, ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করিয়াছেন? আমি একটী ক্ষুদ্র লোক, আমি কেন এই কাজটী করিলাম, ইহা বলিবার যখন কাহারও সাধ্য নাই, তখন সেই মহান ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা আমরা কি প্রকারে বলিব? "ভারতীর" 'তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক" প্রস্তাব লেখক বলেন জীবাত্মার মঙ্গলের জন্যই ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু এ উত্তর ঠিক নহে। ঈশ্বর জীবাত্মারই বা সৃষ্টি করিলেন কেন—একথার উত্তর কি? যাহা হউক, উত্তর না দিয়া এ বিষয়ে মৌনাবলম্বন করাই আপাততঃ শ্রেয়স্কর।

হয় না। সুতরাং আমাদের সমাজে নাস্তিক স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক হইলে অচিরেই যে সমাজস্থ সমস্ত লোকেরই ঈশ্বরে বিশ্বাস শিথিল হইয়া উঠিবে, এবং সেই সঙ্গে যথেচ্ছাচারিতা প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হইয়া সমাজ যে মৃত্যু-মুখে অগ্রসর হইবে, তাহা এক প্রকার নিশ্চিত। কিন্তু যাঁহার ইচ্ছায় এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে, উৎপত্তি হইয়া যাঁহার ইচ্ছায় তাহা স্থিতি করিতেছে, তিনি যে আমাদের সমাজের ওরূপ বিপত্তি ঘটিতে দিবেন, আমরা কখনই এমন বিশ্বাস করিতে পারি না, তাঁহার ইচ্ছায় সময়ে নিশ্চয়ই সে বিপত্তির প্রতিবিধান হইবে। তাহা যদিও সত্য, তথাপি আমাদের নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা উচিত নহে। সে বিপত্তির প্রতিবিধানে আমরা আপনারা অগ্রসর হইব ইহাও ঈশ্বরের একটি ইচ্ছা, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, আমাদের মধ্যে কেহই এপর্য্যন্ত সে বিপত্তির প্রতিবিধানের কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই, বোধ হয় তদ্বিষয়ে চিন্তা পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই। যাহা হউক আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ গরলগাছা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি তাহার প্রতিবিধানের একটি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম। সম্প্রতি তিনি "তত্ত্বনির্ণয়" নামক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থ খানি অতি সরল ভাষায় এবং ধাত্রী শিক্ষার ন্যায় কথোপকথন ছলে লিখিত হইয়াছে। আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে নাস্তিকতা হইতে রক্ষা করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, গ্রন্থখানি দ্বারা তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। অধিকন্তু আমরা এ কথাও বলিতে চাহি যে, ইহা দ্বারা অনেক পুরুষেরও বহু উপকার হইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা মিল, স্পেন্সার, কোম্‌ত প্রভৃতির গ্রন্থাবলী ও সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্র পাঠ করেন নাই অথচ ঈশ্বর, জীবাত্মা, পরমাণু, সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে নানা প্রকার সন্দেহ করিয়া থাকেন, তাঁহারা পুরুষই হউন আর স্ত্রীই হউন, এই গ্রন্থ দ্বারা তাঁহাদের যে সমূহ সন্দেহ দূর হইবে ও যথেষ্ট উপকার হইবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। গ্রন্থ খানির মধ্যে ১ পরমাণু ও জীব প্রকরণ, ২ জীবোদ্ভিদ পরিবর্ত্তন প্রকরণ, ৩ আদিম অবস্থা প্রকরণ, ৪ আত্মা ও মস্তিষ্ক প্রকরণ, ৫ আত্মার অমরত্ব প্রকরণ, ৬ স্বাধীনতা প্রকরণ, ৭ শারীরাদি যন্ত্র প্রকরণ, ৮ বস্তু ও স্বভাব প্রকরণ, ৯ জীবের সহিত [illegible] স্বামী সম্বন্ধ প্রকরণ, ১০ [illegible] প্রকরণ, ১১ ভক্তির প্রকরণ, ১২ স্রষ্টা ও [illegible] প্রকরণ, ১৩ [illegible] প্রকরণ, এই কয়টি [illegible] বিষয়ের অবতারণা করিয়া তাহাদের যথোচিত বিচার ও মীমাংসা করা হইয়াছে। একাধারে এতগুলি গুরুতর বিষয়ের আলোচনার আমরা বাঙ্গালা ভাষায় আর দ্বিতীয় গ্রন্থ দেখি নাই; সুতরাং এরূপ প্রকৃতির গ্রন্থকে বাঙ্গালা ভাষার প্রথম গ্রন্থ বলিতে হইবে। গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিতে গ্রন্থকর্ত্তাকে যথেষ্ট পরিশ্রম ও চিন্তা করিতে হইয়াছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে অনেক জ্ঞানী, অনেক পণ্ডিত, অনেক কৃতবিদ্য আছেন, কিন্তু নাটক ও উপন্যাস লিখিতেই সকলে ব্যস্ত, যে হেতু তাহাতে তত চিন্তা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন করে না, তত্ত্বনির্ণয়ের ন্যায় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিতে কেহই অগ্রসর নহেন। এখানে যদি আমরা শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নামোল্লেখ না করি, তবে আমরা মহাপাপগ্রস্ত হইব। তিনি আবহমান দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা এবং আমাদের তরলমতি যুবকদিগকে নাস্তিকতা হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন—মিল, কোম্‌ত, স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের মতসকল খণ্ডন করিবার চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেছেন না। যাহা হউক উল্লিখিত তত্ত্বনির্ণয় খানি কেবল যে আমাদের অন্তঃপুরবাসীদিগের পাঠ্যপুস্তক হয় এমন নহে কিন্তু তাহা আমাদের বাঙ্গালা উচ্চ শ্রেণীর বালকদিগের পাঠ্য পুস্তক মধ্যে পরিগণিত হয় ইহাও আমাদের একান্ত ইচ্ছা। গ্রন্থখানির মধ্যে প্রচলিত কোন ধর্ম্মের নাম গন্ধ নাই, কোন ধর্ম্মের সপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা নাই সুতরাং ইহা বিদ্যালয়ে প্রচলিত করিতে কর্ত্তৃপক্ষদিগের কোন আপত্তিই হইতে পারে না, পক্ষান্তরে আজ কাল যেরূপ কাল পড়িয়াছে, ধর্ম্মের প্রতি আস্থা ক্রমশঃ যেরূপ কমিয়া আসিতেছে, তাহাতে ইহা দ্বারা বালকদিগের সমূহ উপকারের সম্ভাবনা। ইহার টাইটেল পেজে "প্রথম ভাগ" লিখিত হইয়াছে। অতএব ইহার দ্বিতীয় ভাগও প্রকাশিত হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে। আমরা দীন বাবুকে ইহার দ্বিতীয় ভাগ এবং অন্যান্য কৃতবিদ্যদিগকে উপন্যাসাদি ত্যাগ করিয়া এই প্রকার প্রকৃতির গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিয়া অদ্য লেখনীকে বিশ্রাম দিলাম।

মযুনীয়া
৭ ই জানুয়ারী ১৮৮০ } শ্রীভগবতীচরণ দে।

---

প্রতিবাদ।

১৫ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে ঈশ্বর সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনের মত গ্রহণ করিয়া আমি যে প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছিলাম বাবু বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়ের তাহা নিতান্ত মর্ম্মান্তিক হওয়ায় তিনি প্রকৃত উত্তর দানে অশক্ত হইয়া অন্যরূপে আমার নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার নিন্দা শিক্ষিত রুচি-বিগর্হিত, সুতরাং প্রতিবাদ অনাবশ্যক মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু বঙ্গদেশে এক শ্রেণীর পাঠক আছেন, তাঁহারা প্রতিবাদ না করিলেই পরাজয় হইল মনে করেন। বাস্তবিক আমি যে কথাগুলি লিখিয়াছিলাম, সেগুলি সাংখ্যদর্শনের মত। বঙ্গদর্শনকারেরও নিজস্ব নহে, তিনি উহার ভাষানুবাদ করিয়াছেন মাত্র। ঐ মত যে সাংখ্যদর্শনের আবালবৃদ্ধ যিনিই সাংখ্যদর্শন পাঠ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন বলিয়া স্বতন্ত্র ভাবে তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। আমি বিদ্যার দৌড় দেখাইতে অথবা (বিহারী বাবুর মত) বাহাদুরী লইতে প্রবন্ধ লিখি নাই। ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতিবাদ আবশ্যক বিবেচনায়, কতকগুলি কার্য্যকারী যুক্তি পাঠকের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছিলাম। সেগুলি আমারই হউক, বা যাহারই হউক, নিরীশ্বরবাদিগণেরই মত বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। ক্ষমতা থাকে, কেহ প্রবলতর যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাহার খণ্ডন করুন। অনর্থক বাগাড়ম্বরে কি হইবে? বঙ্গদর্শন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকলের দেখিবার সুবিধা না হইতে পারে, এমত অবস্থায় এই মত উহা হইতে যথাযথ উদ্ধৃত করা কোন রূপেই অযুক্তিসঙ্গত হয় নাই, সকলের বোধগম্য হইবে না বলিয়া মূল উদ্ধৃত হয় নাই। ফলতঃ প্রতিবাদে বিহারী বাবুর অসারগ্রাহিতা ও বাবদুকতারই সম্যক পরিচয় হইয়াছে। ঈদৃশ পাণ্ডিত্যাভিমানিগণ (!) কিছু দিনের জন্য অধ্যয়ন কি বিষয় চিন্তায় নিবিষ্ট রহিলেই বঙ্গদেশের মঙ্গল হয়। ইত্যাদি।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীব্রজবিহারী দাস।

---

## মূল্যবান সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

জেলা নদীয়ার সব ডিবিজন কুষ্টিয়া এবং জেলা যশোহর সব ডিবিজন ঝিনাইদহের এলাকাধীন বিখ্যাত সালঘর মধুয়া নীল কন্সারণের নীচে লিখিত পত্তনি, দরপত্তনি তালুক ও জোত নীল কুঠি এবং নীল রেশম কার্য্যের দ্রব্যাদি অস্থাবর সম্পত্তির মালিক কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত মিসিয়ার্স হীল ম্যাকিনটস এণ্ড কোম্পানির ম্যানেজার নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারী বিক্রয় করিবেন। এ জন্য ধনাঢ্য মহোদয়গণকে আহ্বান করিতেছেন। আর এক্ষণে আসাদের ষ্টীমার সকল গোয়ালন্দের পরিবর্ত্তে কুষ্টিয়া অবধি গমনাগমন করিবেক এ কারণ উপরি উক্ত জমিদারির মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি হইতে পারিবেক এবং উত্তম মুনফা করিবার এক্ষণে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

| মহালের নাম। | স্থিত জমা। | সদর জমা। |
|---|---|---|
| পত্তনি তালুক। | | |
| ডিহি জঙ্গলি চনিয়াপাড়া কয়রহাট পরগণে মহম্মদ সাহি। | ২৯৫২৪৷৶৭৷ | ২৫১৭৫৲৭ |
| তরফ রামচন্দ্রপুর, পরগণে ভড়কতে জঙ্গিপুর ··· | ১০৭৪৩৷/১৷ | ৮৪৪২৲১১ |
| মৌরাশি এবং খরিদা মৌরশি জোত ঐ তরফ রামচন্দ্রপুরের মধ্যে মৌরাশি জোত | ৩১১৫৷৶২৮ | ২৩৭৮৲৭৮ |
| মজমপুরের খরিদা মৌরাশি জোত | ১৪৯০ | ৮২৪৷৶৯ |
| আকালপুর জঙ্গলি বেলনগর প্রাতঃপুর চাঁদপুর দিগর গ্রামে খরিদা মৌরাশি বহু খণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত দরপত্তনি তালুক মৌজে মজমপুর রকম ৵ বার আনা। | ৬৭১/১১৷ | ১৩৯৮৷৶০ |

এই সদর জমা হইতে জমীদারগণের বরাতানুসারে তাহাদিগের জমিদারি পরগণে ভড়কতে জঙ্গিপুরের সদর খাজনা ১২৯৯৶১১ টাকা জেলা নদীয়ার কালেক্টরিতে পত্তনিদার দিয়া থাকেন। অবশিষ্ট টাকা জমীদারগণ পাইয়া থাকেন।

নীলকুঠি ত্রিবেণী এবং নীল রেশম কার্য্যের দ্রব্যাদি।

এই সম্পত্তির বিশেষ বিবরণ অবগতার্থে নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট রাজমহল এবং কুষ্টিয়া কেনি বিলডিং ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

জি, এস, সাইক্স
ম্যানেজার সালঘর মধুয়া কন্সরণ।

---

### ঔষধ।

**SIGHT PRESERVER.**

১। দৃষ্টি রক্ষক নামক সর্ব্বপ্রকার চক্ষু রোগের এক মাত্র মহৌষধ। মূল্য ১, ডাক মাশুলাদি ৶০।

২। প্রমেহ রোগ নূতন পুরাতন যে প্রকারেরই হউক না কেন, জ্বালা যন্ত্রণা মূত্রাধিক্য পূয়স্রাব প্রভৃতি উপসর্গ নিবারিত হইয়া নিশ্চয়ই নিঃশেষে আরোগ্য হয়। মূল্য ৪ টাকা ডাক মাশুলাদি ১ এক টাকা মাত্র।

**PROPHYLACTIC FOR HYDROPHOBIA.**

৩। ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুর প্রভৃতিতে মনুষ্যকে দংশন করিলে সেই দংশন জনিত বিষ নিবারক মহৌষধ, রোগী ক্ষিপ্ত হইলে এমন কি জল কিম্বা আলো দেখিয়া ভীত হইলেও (হাইড্রোফোবিয়া কিম্বা ফটোফোবিয়া) ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। দংশনের পর যে কোন সময়ে ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিলে পরিণামে কোন ভয় থাকে না, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১০ টাকা। ডাক মাশুল ১৷৷০।

৪। সর্ব্ব প্রকার ক্ষত রোগের মহৌষধ, ইহা দ্বারা পুরাতন গলিত, পারদ এবং উপদংশ জনিত সর্ব্ব প্রকার ক্ষত আরোগ্য হয়; বিশেষতঃ অল্প মাত্রায় মালিস করিলে সর্ব্ব প্রকার চর্ম্ম রোগ নাশ হইয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা মাশুল ৷৶০।

আনুপূর্ব্বিক অবস্থা লিখিলে সর্ব্ব প্রকার রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা পাইতে পারিবেন।

আবশ্যক হইলে কলিকাতা, সিমলা ৫৭ নং কলুটোলা হেদ ষ্ট্রীটে শ্রীহরিমোহন সেন গুপ্তের নামে মূল্যাদি সহ পত্র লিখিবেন।

---

যিনি এক দিবসেশ্বরের দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্টেজ পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

---

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন; তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

এই পত্র কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বুদ্ধওস্তাগরের লেন কমলালয় যন্ত্রে শ্রীহরমোহন চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ১৫ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ১২ ই শ্রাবণ। ইং ১৮৮০। ২৬ এ জুলাই। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।



## সোমপ্রকাশ।

### ১২ ই শ্রাবণ সোমবার।

### কাল্পনিক দরিদ্রতা।

পশু পক্ষী [illegible] পতঙ্গাদি যাবতীয় জীব জন্তুরই প্রায় কাল্পনিক ভাব আছে। ব্যাঘ্র যখন বন্য পশুর শীকারে প্রবৃত্ত হয়, তাহার পূর্ব্বে সে নিস্তব্ধভাব অবলম্বন করে, [illegible] পশু বা মনুষ্য তাহার আগমন বৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারে না। অনেকেই বিড়ালের পক্ষি-শীকার দেখিয়াছেন। পক্ষী প্রাঙ্গণে চরিতেছে, বিড়াল এমনি ভাবে তাহার আক্রমণার্থ উদ্যুক্ত হইয়া আছে যে, পক্ষী কিছুই জানিতে পারিতেছে না। রামচন্দ্র বকের মৃদু মন্দ পদক্ষেপ দর্শনে মোহিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিয়াছিলেনঃ—

শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিপেৎ পাদৌ প্রাণিনাং বধশঙ্কয়া।
পশ্য লক্ষ্মণ পম্পায়াং বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ॥

দেখ লক্ষ্মণ বক অতিশয় ধার্ম্মিক, বেগে পদক্ষেপ করিলে পাছে প্রাণিবধ হয়, এই শঙ্কায় দেখ বক পম্পা নদীতে কেমন ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করিতেছে।

মাকড়সা জাল পাতিয়া এমনি স্থিরভাবে তাহার এক পার্শ্বে বসিয়া থাকে যে, মক্ষিকা কিছুই বুঝিতে পারে না; যেমন সে জালে বদ্ধ হয়, অমনি মাকড়সা দ্রুতপদে গিয়া তাহার গ্রাসে প্রবৃত্ত হয়।

পশুপক্ষ্যাদির এই কাল্পনিক ভাব একমুখ, কিন্তু মানুষের কাল্পনিক ভাব শত-সহস্র মুখ। ইহারা সকলেই কাল্পনিক ভাব অবলম্বন করিয়া স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া থাকে। স্বার্থ-সাধনই ইহাদিগের এই কাল্পনিক ভাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইয়া থাকি, অধিকাংশ বঙ্গবাসীর যে একটা কাল্পনিক দরিদ্র ভাব আছে, তাহা হইতে তাঁহাদের স্বার্থ নাশ হইতেছে, সর্ব্বনাশ হইতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পুত্র-কন্যাদির বিদ্যা-শিক্ষাদান সময়েই সেই কাল্পনিক দরিদ্রতার সমধিক শোভা হয়। তখন তাঁহারা আপনাদিগকে নিতান্ত দরিদ্র মনে করিয়া ছেলে মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতে পারেন না। এই বিষয়ে ব্যয় করিতেই তাঁহাদের যত কষ্ট। এ বিষয়ে ব্যয় করিতে হইলে যেন প্রাণান্ত হইল এমনি মনে হয়। তাঁহাদের বক্ষ স্থলে হাঁটু দিয়া জিহ্বা টানিয়া বাহির কর, তাঁহারা তাহা বরং সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু পুত্র-কন্যাদির বিদ্যাশিক্ষার্থ এক পয়সা ব্যয় সহ্য করিতে পারেন না। সেই সময়ে তাঁহারা যত দরিদ্র হন। " নান্নং ন বস্ত্রং ন চ বারিপাত্রং " এই প্রকার শোচনীয় দরিদ্রতার ভাণ করিয়া থাকেন। এদিকে কিন্তু স্ত্রী কন্যাদির অলঙ্কার নির্ম্মাণের বাধ ও বিরাম হয় না। অনেকের গৃহে সুরার সদাব্রত চলিয়া থাকে। অনেকে নৃত্য গীতাদির ব্যয়েও কাতর হন না। কিন্তু বিদ্যা শিক্ষার ব্যয় দান কালে যতই কাতরতা।

বনগ্রাম মহকুমার অন্তঃপাতী ধর্ম্মপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, নিজ ধর্ম্মপুর ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ১০। ১৫ খানি গ্রামে বিদ্যালয় চিকিৎসালয় প্রভৃতি সাধারণের হিতকর কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান নাই। তত্রত্য গ্রামবাসিরা এমনি নিঃস্ব যে তাহারা নিজ ব্যয়ে এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারেন না ইত্যাদি।

পত্রপ্রেরক নিঃস্বতার দোহাই দিয়া গ্রামবাসীদিগকে অব্যাহতি দিলেন। কিন্তু পাঠক একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, এক কাল্পনিক দরিদ্রতা হইতে বঙ্গদেশের কেমন স্বার্থহানি ও ঘোরতর অনিষ্ট ঘটনা হইতেছে। দেখ ১০। ১৫ খানি গ্রাম কেমন মূর্খতারূপ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। এটী কেবল কাল্পনিক দরিদ্রতার ফল। আমরা স্বচক্ষে উক্ত ধর্ম্মপুর প্রভৃতি গ্রামের অবস্থা দর্শন করি নাই, কিন্তু আমরা নিজ গ্রাম ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির অবস্থাকে হেতু করিয়া অনুমান করিয়া বলিতে পারি, ধর্ম্মপুর প্রভৃতি গ্রামে মাসে ১৷৷০। ২ টাকা ব্যয় দিয়া নিজ নিজ পুত্রগণকে পড়াইতে পারেন না, এরূপ গৃহস্থ অল্প আছেন। তাঁহারা যদি ঐরূপ মাসিক বেতনের হার নির্দ্ধারণ করিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, এবং গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থী হন, তাঁহারা অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে

পারেন। কিন্তু এক কাল্পনিক দরিদ্রতা মাথা খাইয়া দিয়াছে। আমরা বঙ্গবাসীদিগের এই দরিদ্রতাকে যে কাল্পনিক বলিলাম, পাঠক কি তাহার প্রমাণ চান? বঙ্গবাসীরা বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ক ব্যয়েই কেবল অপারগ হন, তদ্ভিন্ন আর কোন্ ব্যয়ে অপারগ হইয়া থাকেন? ১২৭৪ অব্দে যে মন্বন্তর হয়, তখন পাঁচ ছয় টাকা চাউলের মণ হইয়াছিল, কিন্তু তখন কোন্ বঙ্গবাসী উপবাসী ছিলেন? কে না সে ব্যয় যোগাইয়াছিলেন? যে যে স্থানে মিউনিসিপালিটি আছে, সেখানকার লোকেরা কি মিউনিসিপাল কর দেন না? তবে বঙ্গবাসীদিগের একটী বিশেষ গুণ এই, তাঁহারা সহজে দেন না, পেয়াদায় দেওয়াইলে দেন। বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় স্ব ইচ্ছায় দিতে হয় বলিয়া তাঁহারা দিতে পারেন না। সেই সময়ে তাঁহারা এমনি দরিদ্র হইয়া পড়েন যে, তাঁহাদের উত্থানশক্তি থাকে না।

অতিশয় দুঃখের বিষয় এই, এক কাল্পনিক দরিদ্রতার বশীভূত হইয়া বঙ্গবাসীরা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, বঙ্গদেশের কি অনিষ্ট ঘটিতেছে। সন্তানে লেখা পড়া না শিখিলে কেবল যে তাহাদেরই অনিষ্ট হয় এমন নয়, পিতা মাতাও চির অসুখিত হইয়া থাকেন। দেশও মূর্খ হইয়া দরিদ্র হইয়া পড়ে। ইউরোপ ও আমেরিকার লোকেরা কেবল এই বিদ্যাবলে এতদূর উন্নত হইয়া উঠিয়াছেন। অতএব স্ব স্ব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নতি দর্শনের যদি ইচ্ছা থাকে, বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে কৃপণতা বা দরিদ্রতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নয়। এক সন্ধ্যা আহার করিয়াও যদি সন্তানকে লেখা পড়া শিখাইতে হয় তাহাও করা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মপুরের পত্রপ্রেরকের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই, কেবল গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী না হইয়া গ্রামবাসী সকলে একত্র হইয়া একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করুন। সকলে কষ্ট স্বীকার করিয়াও তাহার যথাসাধ্য সাহায্য করুন। গবর্ণমেণ্ট প্রার্থিত হইলে সাহায্য দানে বিমুখ হইবেন না। এইরূপে কার্য্য করিলে যে উপাদেয় ফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে, ইহার পর গ্রামবাসীরা তাহা জানিতে পারিবেন। স্বয়ং চেষ্টা না করিয়া গবর্ণমেণ্টের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে কেবল যে কাপুরুষতা প্রকাশ হয় এমন নয়, অভীষ্ট সিদ্ধিরও ব্যাঘাত ঘটে।

---

## গ্লাডষ্টোন সাহেব হইতে ভারতবর্ষের কতদূর মঙ্গল হইবার আশা আছে?

খণ্ড-প্রলয়-তুল্য ঘোরতর ঝড় বৃষ্টির পর গগনতল পরিষ্কৃত হইলে দিক প্রসন্ন হইলে মৃদুমন্দ সমীরণ বহিতে থাকিলে অন্তঃকরণ আনন্দে প্রফুল্ল হয় এবং শরীরের স্ফূর্ত্তি হয়। এটী স্বভাবের গতি। কি কারণে যে সেরূপ ঘটনা হইল, তৎকালে সে চিন্তা থাকে না। মন্দ মলয়-মারুত-সঞ্চারে স্বাস্থ্যের পক্ষে কোন উপকার আছে কি না তাহারও পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক হয় না। স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকার দর্শিবে ইহাই মনে হইয়া থাকে। তবে এই এক আনন্দের কারণ হয়, প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়া প্রাণনাশের যে এক আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার নিবৃত্তি হইল। প্রলয়কাল-সদৃশ ডিস্‌রেলি সাহেবের মন্ত্রিত্ব কাল অতীত হইয়া গ্লাডষ্টোন সাহেবের মন্ত্রিত্ব হওয়াতে সেইরূপ আমাদের হৃদয়ে আনন্দের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু গ্লাডষ্টোন সাহেবের অধিকার কাল অনন্ত কল্যাণের প্রসূতি হইবে বলিয়া আমাদের অন্তঃকরণ যুবকগণের তরল মনের ন্যায় আনন্দবেগে উচ্ছলিত হয় নাই। আমরা তাঁহার অধিকারে ভারতবর্ষের কল্যাণের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা করি নাই। তবে যুবকগণ যে আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, তদনুসারে একবার গণনা করিয়া দেখা উচিত, গ্লাডষ্টোন সাহেব হইতে ভারতবর্ষের কতদূর কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা আছে? সূর্য্যের পর চন্দ্র, চন্দ্রের পর সূর্য্য যেমন পৃথিবীকে আলোক দান করিতেছেন, ডিসরেলি ও গ্লাডষ্টোন সাহেবও তেমনি বহুকাল ধরিয়া ইংলণ্ডকে আলোক দান করিতেছেন। ডিসরেলি সাহেবের মন্ত্রিত্ব কালে ভারতবর্ষ যে যে উপকারভোগী হইয়াছেন, একৈকক্রমে তাহার আর গণনার প্রয়োজন হইতেছে না। প্রস্তরফলকের ন্যায় বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে উহা ক্ষোদিত হইয়া আছে। অতঃপর গ্লাডষ্টোন সাহেবের কৃত উপকারাবলি কণ্ঠমালার ন্যায় ভারতের হৃদয়কে যে কিরূপ শোভিত করিবে, তাহার গণনা করিবার পূর্ব্বে গ্লাডষ্টোন সাহেবের স্বভাব চরিত্র গুণ ও ক্ষমতার বিষয় একবার বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক হইতেছে।

গ্লাডষ্টোন সাহেব ইংলণ্ডের ও মহাসভার অলঙ্কার স্বরূপ সন্দেহ নাই। রাজস্ব বিষয়ে তাঁহার অসামান্য দক্ষতা আছে। এ সম্বন্ধে ইউরোপের মধ্যে না হউন, ইংলণ্ডের তিনি অদ্বিতীয় লোক। বক্তৃতাশক্তি প্রভৃতি আরও কয়েকটী মহৎ গুণ আছে। অপর দলের অপেক্ষা তাঁহার চিত্তের বিলক্ষণ ঔদার্য্যও আছে। কিন্তু যে মহেচ্ছতা, প্রশস্তচিত্ততা, স্থিরপ্রতিজ্ঞতা ও গম্ভীরপ্রকৃতিতা নিবন্ধন পিট্ পামরষ্টন ও ষ্টানলী প্রভৃতি বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনি সে সকল গুণের নিমিত্ত তাদৃশ খ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই। বিষয় বিশেষে তাঁহার পরম প্রাবীণ্য প্রদর্শন-সামর্থ্য আছে বটে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীণ দক্ষতা নাই। তিনি কোপন স্বভাব। তিনি নিজ মতকে অখণ্ডনীয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। তিনি নিজ দলের অগ্রণী বটেন, কিন্তু ডিসরেলি সাহেবের দলস্থেরা যেমন ডিসরেলি সাহেবের আজ্ঞানুবর্ত্তী, তাঁহার দলস্থেরা তাঁহার সেরূপ আজ্ঞানুবর্ত্তী নন। তাঁহার দলস্থেরা তাঁহাকে যে আন্তরিক ভাল বাসেন, এরূপ বোধ হয় না। তাঁহার মৌখিক ঔদার্য্য যেরূপ, কার্য্যগত ঔদার্য্য সেরূপ নয়। তিনি মানবহিতৈষী বলিয়া আত্মপরিচয় দেন বটে, কিন্তু মানবগণের শুক্ল কৃষ্ণ বর্ণ ভেদে ও ধর্ম্মভেদে তাঁহার মতভেদ হইয়া থাকে। তাঁহার সংস্কার এই, যাহাদিগের গায়ের চর্ম্ম শুক্ল নয়, তজ্জাতীয় লোকেরা নিকৃষ্ট। এই সংস্কার থাকাতেই তিনি আমেরিকার দক্ষিণাংশের ক্রীতদাস ব্যবসায়ের সপক্ষতা করিতে বিমুখ হন নাই। ভারতবর্ষ বিধর্ম্মি-সংকুল বলিয়া তাহার প্রতি তাঁহার তাদৃশ স্নেহ দৃষ্টি নাই। তিনি পূর্ব্বে কখন ভারতবর্ষের কোন উপকার করেন নাই। বরং অনিষ্ট করিয়াছেন। তিনিই প্রথমে এ দেশের রাজস্ব লইয়া ইংলণ্ডের নিজের কার্য্যে ব্যয় করিবার পথ প্রদর্শন করেন। তাঁহার পরামর্শানুসারে লর্ড পামরষ্টন চীনের যুদ্ধের ব্যয় ও পারস্যের দূতের ব্যয় প্রভৃতি ভারতের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনিই ভারতবর্ষের নামে ইংলণ্ডস্থিত কয়েক সহস্র সৈন্যের বেতনগ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রতি উদার ব্যবহার করা, এবং ভারতবর্ষের শাসন কার্য্যের বিষয়ে প্রশস্ত নেত্রে দৃষ্টিপাত করা তাঁহার অভ্যস্ত নয়। তিনি রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী লর্ড রিপনকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল করিয়া যে প্রকার ঔদার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, খ্রীষ্টেতর ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি তাঁহার তাদৃশ উদার ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। তুরস্কই তাহার প্রমাণ স্থল। তুরস্কের মুসলমানেরা তত্রত্য খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি যে অত্যাচার করে, তাহা লইয়া তিনি হুলস্থূল করিয়া তুলিলেন। কিন্তু তত্রত্য খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা মুসলমানদিগের উপরে যে অত্যাচার করে, সে বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টিপাত নাই। রুশরাজ অত্যাচারনিবারণের নাম করিয়া যে অত্যাচার করিলেন, সে বিষয়ে তাঁহার উচ্চ বাচ্য নাই। তুরস্কের লোপ হইলে বোধ হয় তিনি কাতর হন না। গ্রীসের সীমানির্ণয় প্রস্তাব তুলিয়া তিনি তাহার সূত্রপাতও করিয়াছেন। কাবুলের সীমানির্ণয় প্রস্তাব লইয়া যে প্রলয়কাণ্ড হইল, তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিলাম। আমাদের হৃদয়ে তুরস্কের সম্বন্ধে যে উল্লিখিত প্রকার সংস্কার জন্মিয়ে, তাহা বিচিত্র নহে। যাহা

# সোমপ্রকাশের অতিরিক্ত পত্র।

১২ ই শ্রাবণ সোমবার।

## বিজ্ঞাপন।

### নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্ল গ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

### নবাবিষ্কৃত মহৌষধ
### চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহ্বায়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহকাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা
প্যাকিং ৵০ দুই আনা

### সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ... ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ... ৵ আনা।

### রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্নপ্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতি শক্তি বৃদ্ধি করে কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
শ্রীযুক্ত বাবু নিতাই চাঁদ গোস্বামী ভারতবর্ষীয় হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্নী।
" " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত ঔষধালয়।

১১০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া কলিকাতা।

---

দ্বিতীয়ভাগ কল্পদ্রুমের নবম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩, টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৷০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। উপন্যাস।
৩। গোলাপ
৪। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
৫। মৃচ্ছকটিক।
৬। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৭। মনুসংহিতা।
৮। চন্দ্র।
৯। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মুজাপুর ১০ নং বৃন্দ ওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

শীঘ্র নিশ্চয় নিরাময়।

## বি, এন, দাসের গণোরিয়া মিকশ্চর

ইহা দ্বারা নূতন, পুরাতন সর্ব্বপ্রকার মেহ শ্বেত-প্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। এই ঔষধ দ্বারা বহুসংখ্যক লোক আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য মায় প্যাকিং বড় শিশি ৩৸, মধ্যম ২, ছোট ১।০।

৩৪ নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা।

## শক্তিসঞ্চারক আরক মূল্য ১।০ টাকা।

এই মহৌষধ দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং সকল প্রকার গ্লানি নষ্ট করে, বলাধান হইয়া দেহ পুষ্ট ও কান্তি বিশিষ্ট করে, এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম জন্য দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, বাত, পারা দোষ, শোথ, উপদংশ, (গরমী) এমন কি শ্বাস কাশ ইহাদেরও বিশেষ উপকারী মহৌষধ। ১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি বহুবাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দের নিকট পাওয়া যায়।

মহাশয়!

আমি বহু দিবস হইল ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণতা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে এক প্রকার কার্য্যে অক্ষম হইয়া ছিলাম, নানাপ্রকার ঔষধ সেবন বিফল হওয়াতে আমার প্রিয় বন্ধু যোগেন্দ্র বাবুর নিকটে আপনার "শক্তি সঞ্চারকের" গুণ শুনিয়া এক শিশি সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্ট হইয়া বেশ বলবান ও কার্য্যক্ষম হইয়াছি। মহাশয় আর দুই শিশি শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীবিপ্রদাস মণ্ডল
ময়মনসিংহ।

---

## সর্ব্বশাস্ত্র সংগ্রহ।

আমরা পুরাণ এবং অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ক্রমে ক্রমে অনুবাদিত করিয়া প্রতিসপ্তাহে প্রকাশ করিব। যে মাসিক পত্রিকা এক মাসের খণ্ড অপর মাসে প্রচারিত হইয়া পাঠকগণকে উত্যক্ত করে সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা এই গুরুতর সাপ্তাহিক দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।

প্রথম কাণ্ডে বিষ্ণুপুরাণ প্রচার করিতে আরম্ভ করা যাইবে। প্রতি সপ্তাহে পুস্তকাকারে আটপেজি ৩ ফর্ম্মা করিয়া সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সংস্কৃত মূল, টীকা ও বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ থাকিবে। আমরা ৯ মাস মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ সমাপ্ত করিয়া অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র আরম্ভ করিতে পারিব এরূপ ভরসা করি। গ্রাহক সংখ্যা আটশত পূর্ণ হইলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবে।

### মূল্যের নিয়ম।

বার্ষিক মূল্য ২।০ ডাক মাশুল ১।০

গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য প্রথম অর্দ্ধ মূল্য ২ এবং ছয়মাস পরে অবশিষ্ট ২, লওয়া যাইবে।

একত্রে চারিজনে একযোড়কে লইলে ১৬ টাকা স্থলে ১১।৹ টাকাতে পাইবেন।

ভারতমিহির প্রেস ময়মনসিংহ। } শ্রীকালীনারায়ণ সান্যাল। ভারতমিহির ও ভারতমিহির যন্ত্রের অধ্যক্ষ।

---

## যোগসিদ্ধি রস।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহরোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাবকালীন জ্বালা, সপূয় ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, খড়ি জলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। এ ভিন্ন দুর্দ্দম শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর, লুপ্তরজঃ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। সকল চিকিৎসা নিষ্ফল হইলেও ইহা কখনই নিষ্ফল হইবে না। যদি নিষ্ফল হয়, ঔষধের মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৶০।

## মালতী কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল-পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। চক্ষুর জ্যোতিবৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরে শোণিত উত্তপ্ত হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান ও সমূহ বায়ু বিকার নষ্ট করে। এজন্য উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু, শূলমবায়ু, বুদ্ধিভ্রংশ, মৃগী, চিত্তচাঞ্চল্য, মন হু হু করা, ভুল বকা, হঠাৎ চীৎকার, হাস্য, ক্রন্দন খেঁচুনি এবং হস্তপদাদির জ্বালা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহার মনোহর সৌরভে মন পুলকিত হয়। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৶০।

## কামোদ্দীপক রসায়ন।

অতিশয় মানসিক চিন্তা, পীড়ান্তে বহুদিবসের মেহ পীড়া, আর ইন্দ্রিয়-পরবশতা, অপরিমিত শুক্রক্ষয়, বায়ু বিকার বা উহার নিস্তেজস্ভাবশতঃ সর্ব্বদা যে ধাতু তরল, অধিক স্বপ্নদোষ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, শিথিল ইন্দ্রিয়, পুরুষত্বের হানি বা ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, তৎসমুদয় এই রসায়ন সেবনে আরোগ্য হয় এবং শরীরের বল বীর্য্যাদি সংসাধিত হয় এবং সমধিক রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। ১৫ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ৩, প্যাকিং ৶০।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
শ্রীপ্যারীলাল স্বর্ণকারের বাটী।
কলিকাতা সিমুলিয়া।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া।

---

মৎ প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৭ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

## বৈদ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তরে লিখিত আছে।

মূল্য ৫।০ টাকা, ডাক মাশুল ।০

## আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সর্দ্দিগর্ম্মি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের প্রধান প্রধান উপায় ভারতবর্ষের স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১।০ টাকা ডাকমাশুল ৶০

## আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির

হউক, যাঁহার চরিত্র এইরূপ, তাঁহা হইতে ভারতবর্ষের যে কল্যাণ হইবে, আমাদের মনে হয় না।

গ্লাডষ্টোন সাহেবের যে প্রকার ক্ষমতা আছে এবং তিনি যে প্রকার উচ্চ পদস্থ, তিনি যদি সরল ও উদারভাবে ভারতবর্ষের কল্যাণ সাধন করিবেন, এমন মনে করেন, অনায়াসে করিতে পারেন। ভারতের কল্যাণ-সাধনের অনেক পথ আছে। উদারচরিত ব্যক্তিদিগের ঔদার্য্য, দয়ালু ব্যক্তিদিগের দয়া, ক্ষমতাবান ব্যক্তিদিগের ক্ষমতা-পরিচালনের উপযুক্ত স্থান ভারতের তুল্য আর নাই। আমাদের গবর্ণমেণ্ট উদারাশয় সত্য; কিন্তু আমরা অনেক কার্য্যে বঞ্চিত হইয়া আছি। সপাদ শতবৎসর অতীত হইতে চলিল, ভারতে ব্রিটিশ অধিকার হইয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত আমাদিগকে রাজনীতি-সম্বন্ধে ইউরোপীয়ের সহিত তুল্যরূপে দর্শন করিলেন না। এ পর্য্যন্ত এদেশীয় উপযুক্ত লোকদিগকে জেলার জজ বা মাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করিলেন না। বহুকাল অবধি এই বিষয় লইয়া আন্দোলন হইতেছে। ১২৭৪ অব্দে লণ্ডনস্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন সভা তদানীন্তন ষ্টেট সেক্রেটারি সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোটের নিকটে এই আবেদন করিয়াছিলেন যে, এক্ষণে সিবিল সর্ব্বিসের পরীক্ষার যে প্রকার নিয়ম করা হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষীয়দিগকে প্রকারান্তরে সিবিল সর্ব্বিসে বঞ্চিত করা হইতেছে। অতএব যাহাতে লণ্ডনের ন্যায় কলিকাতা বোম্বাই ও মান্দ্রাজে সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহার একটী উপায় করা কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডে পরীক্ষার যে প্রশ্ন হইবে, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের পরীক্ষারও সেই প্রশ্ন হইবে। সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট এ বিষয়ের আবশ্যকতা স্বীকার করেন এবং মহামতি ফসেট সাহেবও মহাসভায় এ বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

১৮৬৭ অব্দে তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল সর জন লরেন্স এতদ্দেশীয়দিগকে শাসনকার্য্যে উচ্চতর পদ দিবার প্রস্তাব করিয়া ইংলণ্ডে লিখিয়া পাঠান। সর জন লরেন্স প্রস্তাব মধ্যে কহিয়াছিলেন, স্বাধীনবৃত্তি ইউরোপীয়দিগের সহিত কার্য্য করা ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে সহজ নহে। অতএব যে সকল স্থানে ইউরোপীয় অধিবাসী বা ভ্রমণকারীর সংখ্যা অধিক, সেখানে যেন এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারী না থাকেন। এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারীদিগকে নিয়মান্তর্গত প্রদেশে নিয়োজিত না করিয়া নিয়মবহির্ভূত প্রদেশে নিযুক্ত করাই কর্ত্তব্য। তদানীন্তন ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরি সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোর্ট সার জন লরেন্সের এই প্রস্তাবে সন্তোষ ও অসন্তোষ উভয় প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি বলেন "এই প্রস্তাবটী দ্বারা উন্নতির সোপান সঙ্ঘটন করা হইতেছে বটে কিন্তু আমার মতে কেবল নিয়মবহির্ভূত প্রদেশে ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চপদ প্রদানের নিয়ম করিলেই পর্য্যাপ্ত হইতেছে না, নিয়মান্তর্গত প্রদেশেও এতদনুসারে কাজ করিবার অনেক পথ আছে। আইনে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যাঁহারা প্রতিযোগিতার পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারাই শাসন সম্বন্ধে গুরুতর কার্য্যের ভার পাইবেন। কিন্তু এই নিয়মের অনুরূপ কার্য্য হইতেছে না। সিবিলিয়ানদিগের প্রাপ্য পদের তুল্য কতকগুলি অচিহ্নিত পদ আছে। তাহাতে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা ভারতবর্ষীয়দিগের স্বত্ব অধিকতর। তবে এ পর্য্যন্ত শেষোক্ত পদগুলি কেবল ইউরোপীয়দিগকেই দেওয়া হইতেছে কেন? ইউরোপীয়েরা যতই উপযুক্ত হউন না কেন, ঐ পদগুলিতে ভারতবর্ষীয়দিগের ন্যায় তাঁহাদিগের যে স্বাভাবিক স্বত্ব নাই, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ইউরোপীয়েরা কোন ক্রমেই দেশবাসীদিগকে সেই স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না। এক্ষণে যে সকল ইউরোপীয় এই সকল অচিহ্নিত উচ্চতর পদে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে যে পদচ্যুত করা হইবে না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সচ্চরিত্র ভারতবর্ষীয়েরা যে ভবিষ্যতে এই সকল পদ পাইবেন না, আমি তাহার কোন যুক্তিসিদ্ধ কারণ দেখিতে পাইতেছি না। অতএব আমার বাঞ্ছা এই, আপনি নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের ন্যায় নিয়মান্তর্গত প্রদেশেও ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চতর পদ প্রদান করেন।"

সর জন লরেন্স এদেশীয়দিগকে নিয়মবহির্ভূত প্রদেশে উচ্চ পদ দিবার যে প্রস্তাব করেন, তদ্বিষয়ে সর আরস্কিন পেরি কহিয়াছিলেন "আমি দেখিতেছি এটী প্রশস্ত দৃষ্টির কার্য্য হয় নাই। নিয়মবহির্ভূত প্রদেশসমূহ অতি দুরবস্থিত, তথায় অন্য অন্য দেশ অপেক্ষা সভ্যতা অতি অল্প এবং অন্যান্য স্থানের ন্যায় তথায় সাধারণের মত আদৃত হয় না। যদি কোন ভারতবর্ষীয় এমন স্থানে উত্তমরূপে কাজ করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন, তাহা হইলে তিনি যে অন্ততঃ নিজ প্রেসিডেন্সিতে উচ্চপদ পাইবার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।"

সর বার্টল ফ্রিয়ার সর আরস্কিন পেরির বাক্যের অনুমোদন করিয়া কহিয়াছিলেন "যাহাদিগের হস্তে নিয়োগের ভার আছে, তাঁহারা যদি যথার্থ ভদ্রতা ও আগ্রহসহকারে ভারতবর্ষীয়দিগকে উন্নত করিবার চেষ্টা পান, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয়দিগের উন্নতি হইতে পারে। বর্ত্তমান আইনে তাহার সবিশেষ প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না।"

এতদ্দেশীয়দিগের উচ্চপদ-দান-বিষয়ে এইরূপ মৌখিক ঔদার্য্য দীর্ঘকাল প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে। গ্লাডষ্টোন সাহেব কার্য্য দ্বারা কি এই প্রদর্শিত ঔদার্য্যের অকপটতার পরিচয় দিবেন? আমাদের ত এরূপ বোধ হয় না। মধ্যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিনা পরীক্ষায় ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার শীলকে বর্দ্ধমানের আডিসনাল জজের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা সবৃত্তপ্রায় প্রতিপালন করা হইয়াছে। শুনিতে পাই, কার্য্যে তাঁহাকে স্বাধীনতা প্রদান করা হয় নাই।

আমরা উদাহরণ স্বরূপ এই একটী বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। এইরূপ ভারতবাসীর প্রার্থনীয় প্রাপ্য স্বত্বাস্পদ বহু বিষয়ে পান নাই বলিয়া ক্ষোভ আছে। আমাদের যুবকগণ কি মনে করেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব ভারতবাসীর সেই সেই ক্ষোভের শান্তি করিবেন? আমাদের ত মনে সে আশার উদয় হয় না। এই নিমিত্তই আমরা এই প্রস্তাবের শিরোভাগে প্রশ্ন করিয়াছি, গ্লাডষ্টোন সাহেব হইতে ভারতের কতদূর কল্যাণ হইবার আশা আছে?

## সর জন ষ্ট্রাচির স্বপক্ষ সমর্থন।

গত সপ্তাহের সোমপ্রকাশে এ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব লিখিত হয়, তাহার উপসংহারে আমরা কহিয়াছিলাম, সর জন ষ্ট্রাচি আত্মদোষ ক্ষালনার্থ যে যে বাক্যের উপন্যাস করিয়াছেন, আমরা তাহা পাঠকগণের গোচর করিব। অদ্য আমরা সেই প্রতিজ্ঞা পরিপূরণে প্রবৃত্ত হইলাম। ষ্ট্রাচি সাহেবের লিখিত প্রবন্ধের অন্তর্গত যাবতীয় বাক্যের অবিকল অনুবাদ করিয়া দিলে সোমপ্রকাশের অধিকাংশ স্থান গ্রস্ত হইয়া উঠিবে। ইহাতেই আমরা ক্ষান্ত হইয়া সমস্ত বাক্যের উল্লেখে নিরস্ত হইয়া যে গুলি সবিশেষ আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল, তাহারই মূল তাৎপর্য্য কেবল আমরা এস্থলে বিন্যস্ত করিলাম।

ষ্ট্রাচি সাহেবই সর্ব্বাগ্রে কেন এ সম্বন্ধে মিনিট (প্রবন্ধ) লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন? তিনি তাহার এই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইংলণ্ডেশ্বরীর গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক আনুমানিক আয় ব্যয়ের বিশুদ্ধতা-বিষয়ে দায়ী করেন, সেই ভার স্পষ্টতঃ রাজস্ব বিভাগের উপরে পতিত হয়। ষ্ট্রাচি সাহেব সেই বিভাগের ভার প্রাপ্ত প্রধান কর্ম্মচারী। এই নিমিত্তই তাঁহাকে মিনিট লিখিতে হইতেছে।

আমরা ষ্ট্রাচি সাহেবের সরলভাব দেখিয়া সবিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। তিনি সরল ভাবে সমুদায় ঘটনাগুলির অবিকল বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আত্মশুক্তির অভিপ্রায়ে কোনপ্রকার চাতুরী অবলম্বন

করেন নাই। আমরা গত সপ্তাহে উপরিস্থ কর্তাদিগের অধস্তন কর্ম্মচারিদিগের উপরে অত্যধিক বিশ্বাসকে কাবুল যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যয় গণনায় ভ্রমপ্রমাদ ঘটিবার অন্যতর কারণ বলিয়া যে নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, ষ্ট্রাচি সাহেব প্রকারান্তরে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন "কাবুল যুদ্ধের ব্যয়ানুমান সম্বন্ধে যে ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়াছে, আমার সহযোগী সর এডউইন জনসন নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভদ্রতা ক্রমে আপনাকে তাহার দায়ী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আমার মাননীয় সহযোগী সাংগ্রামিক বিভাগের প্রধান। সাংগ্রামিক বিভাগ যুদ্ধসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ের তালিকা রাজস্ববিভাগকে দিবার দায়ী। সর এডউইন জনসন যেরূপ ব্যয়ানুমান করিয়াছেন, আমি নিজে করিলে তাহার অধিক করিতে পারিতাম না। তিনি যে স্থান হইতে ব্যয়ের সংবাদ পাইয়াছেন, তিনি ও আমরা সকলেই তাহাকে বিশ্বাসের সম্পূর্ণ যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলাম। যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যে একটী প্রণালী বিরচিত হয়, এবং যে প্রণালীকে উপযুক্ত লোকে দৃঢ়ীভূত করিয়াছিলেন, বহু বৎসর ধরিয়া সেই প্রণালী অনুসারে কার্য্য হয়; তাহার অসম্পূর্ণতা বিষয়ে কাহারও কখন সন্দেহ হয় নাই। বরাবর এই প্রকার বিশ্বাস ছিল, সাংগ্রামিক ব্যয়ের যখন যাহা জানিবার আবশ্যকতা হয়, ঐ প্রণালী অনুসারে গবর্ণমেণ্ট তাহা জানিতে পারেন। কিন্তু এখন আমরা দেখিতেছি, এ বিশ্বাসটী ভ্রমাত্মক। আমরা যে কার্য্যপ্রণালীর উপরে বিশ্বাস করিয়াছিলাম, তাহা আমাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের যে সকল বৃত্তান্ত জানা একান্ত আবশ্যক, তাহা জানিতে পারেন নাই। সার এডউইন জনসন ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যে হিসাব দেওয়া হয়, তাহা ঠিক বটে কিন্তু তদ্দ্বারা যুদ্ধের প্রকৃত ব্যয় জানিতে পারা যায় নাই।"

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আলস্য উপেক্ষা ও অতি বিশ্বাস-দোষে কাবুল-যুদ্ধের ব্যয়ানুমান সম্বন্ধে যে ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়াছে, তাহার অপর প্রমাণ এই, সর জন ষ্ট্রাচি বলেন "আমি স্বীকার করি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব প্রথানুসারে কেবল হিসাবের উপরে নির্ভর না করিয়া যদি যুদ্ধের চলিত ব্যয়ের অনুসন্ধান রাখিতেন, তাহা হইলে যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, বহুল পরিমাণে তাহা এড়াইতে পারিতেন।" এইটীই প্রধান কথা, গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি থাকিলে কখনই ভ্রমপ্রমাদ ঘটিত না। কার্য্যপ্রণালীর প্রতি দোষারোপ করা বৃথা। কার্য্যপ্রণালীর জীবন নাই, উচ্ছ্বাস নাই, কোপ নাই, শরীর নাই, কোপ প্রভাবে তাহার স্বেদ জন্মিবার, কম্প হইবার, মুখ নাসিকা স্ফীত হইবার সম্ভাবনা নাই, বাক্‌শক্তিও নাই। সুতরাং সে প্রতিবাদ করিয়া বলিতে পারে না যে আমার দোষ নাই, গবর্ণমেণ্টের দোষেই যত অনর্থ ঘটিয়াছে। কার্য্যপ্রণালী মূক বলিয়া গবর্ণমেণ্ট বাবদূক হইয়া আপনার যত দোষ তাহার স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়াছেন।

হিসাবের কার্য্যে লোক অল্প, কিন্তু কার্য্য অতি বিশাল ও জটিল, সামলিয়া উঠিতে পারা যায় না, এই নিমিত্ত ভ্রম-প্রমাদ ঘটিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এ কথা বলিতে পারেন না। হিসাবের কার্য্যে বহু বেতনভুক বহু লোক নিযোজিত আছে, তাহারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিতেছে। তাহাদিগের জঠরানলে সাধারণ ধনাগারের বহু অর্থও আহুতি হইতেছে, সে অংশেও ত্রুটি নাই। অতএব গবর্ণমেণ্ট সে ত্রুটির উপরে স্বদোষ নিক্ষেপ করিয়া শুদ্ধ হইতে পারেন না। যেরূপে হিসাবের কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে, ষ্ট্রাচি সাহেব স্বয়ংই তাহা কহিয়াছেন। ভারতবর্ষে সরকারী হিসাব রাখিবার সাংগ্রামিক, পূর্ত্ত ও দেওয়ানী তিনটী বিভাগ আছে। সাংগ্রামিক ও পূর্ত্তবিভাগ দেওয়ানি বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কণ্ট্রোলর জেনরলের আফিসে পরিণামে তাহাদের হিসাব যায় বটে কিন্তু তাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কণ্টোরল জেনরলের অধীন নয়। যে বিভাগে সাংগ্রামিক ব্যয়ের হিসাব হয়, এবং যে বিভাগে পূর্ত্তকার্য্যের হিসাব হয়, ঐ দুটী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন। এইরূপে স্বতন্ত্র বিভাগের স্বতন্ত্র হিসাব রাখিবার ব্যবস্থা আছে, এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী নিয়োজিত আছেন; পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল বিষয়ের সদা অনুসন্ধান হইতেছে, ইহাতেও যে ভ্রমপ্রমাদ ঘটে, ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়। আলস্য উপেক্ষা ও অতিবিশ্বাসকে যদি ইহার কারণ বলিয়া আমরা গণনা না করি, এ বিস্ময়কর ব্যাপারের সমাধান হওয়া নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালীর দোষের মধ্যে মধ্যে সংশোধনও হইয়া থাকে। ১৮৬৪ অব্দে ফষ্টর ও উইফন নামে দুই ব্যক্তি বিশেষ কমিশনররূপে ইংলণ্ড হইতে নিযোজিত হইয়া আসিয়া চলিত হিসাব-কার্য্যপ্রণালীর দোষ সংশোধন করিয়া যান। তাহার পরেও এই ভয়কর ভ্রমপ্রমাদ! অতএব স্পষ্ট বোধ হইতেছে, বর্ত্তমান হিসাব-কার্য্যপ্রণালী যতই সংশোধিত হউক, ইহার বিশেষ পরিবর্ত্ত ব্যতিরেকে ভ্রমপ্রমাদ ঘটনার শান্তি হইবার সম্ভাবনা নয়। আমরা গত বারে হিসাব দর্শনার্থ ভারতবর্ষে একটী স্থায়ী কমিটী নিয়োগের যে প্রস্তাব করিয়াছি, যাবৎ সেই কমিটী নিযোজিত না হইতেছে, তাবৎ ভারতের আয় ব্যয়ের সুশৃঙ্খলা ও সুবিধা হইবার সম্ভাবনা নয়।

---

## গো-বসন্ত-বীজে টীকা দিবার আইন।

অনরেবল সায়দ অহম্মদের প্রযত্নে গো-বসন্ত-বীজে টীকা দিবার একটী আইন হইতেছে। গো-বসন্ত বীজে যে টীকা দেওয়া হয়, তাহাতে প্রায় অনিষ্ট ঘটে না, অধিক বসন্ত বা সাংঘাতিক জ্বর হয় না। এই নিমিত্ত আমরা ইহার অতিশয় পক্ষপাতী হইয়াছিলাম। অধিক কি, আমাদের পুত্রকন্যাদিকেও এই টীকা দিয়াছিলাম। প্রতিবেশীরাও আমাদের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া এই টীকা দিয়াছেন। কিন্তু যাহাদের এই টীকা হইয়াছে, তাহাদের কতকগুলিকে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া এই টীকার উপযোগিতা ও উপকারিতার বিষয়ে আমাদের বিষম সংশয় জন্মিয়াছে। সম্প্রতি আবার মনোমধ্যে এই তর্কের উদয় হইয়াছে, টীকার যদি মনুষ্য শরীরে বসন্ত নিবারণের ক্ষমতা থাকে, গো-বসন্তবীজের টীকার সে ক্ষমতা আছে কি না? গো ও মনুষ্য উভয়ের প্রকৃতি ভিন্ন। যে যে পদার্থ দ্বারা উভয়ের শরীর সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারও ঐক্য নাই। যদি কোন অংশে একতা না রহিল, একের বসন্তবীজে ভিন্নপ্রকৃতিক অপরের শরীরে যে উপকার দর্শিবে, ইহা সম্ভাবিত নহে। আমরা যে তর্ক করিতেছি, উহা যদি সারবৎ হয়, গোবসন্তবীজ যদি মনুষ্য শরীরে ফলোপধায়ী না হয়, তাহা হইলে গোমসূর্য্যাধানের আইন করা বিফল হইতেছে। কেবল বিফল নয়, ধর্ম্মতঃ ন্যায়তঃ ও যুক্তিতঃ বিরুদ্ধ হইতেছে। যে বিষয়ের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান না থাকে, তাহার আইন করা সঙ্গত হয় না। সংশয়স্থলে আইন করিতে গেলে বিপরীত ফল ফলিবারই সম্ভাবনা। প্রবল ঝড়ের সময়ে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিবে অথবা মুক্ত করিয়া রাখিবে, এরূপ আইন করা কি সঙ্গত হয়? ঘরের, ঝড়ের ও লোকের অবস্থা বিশেষে কখন গৃহের দ্বার মুক্ত করিয়া কখন বা রুদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক হয়। এরূপ ঘটনা বিরল নয় যে অনেকে গৃহমধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিয়া গৃহ চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। অতএব ঝড়ের সময়ের ব্যবহারবিধায়ক কোন আইন করা যেমন অন্যায়, সংশয়াত্মক গোবসন্ত বীজে টীকা দিবার আইন করাও তেমনি অন্যায় সন্দেহ নাই।

এ বিষয়টী যে সংশয়াত্মক, তাহা আমাদের নূতন গবর্ণর জেনেরল লর্ড রীপনের বাক্য দ্বারাও বিলক্ষণ

সপ্রমাণ হইতেছে। তিনি বলেন "এ প্রকার বিষয়ের ব্যবস্থাপন কার্য্যে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে অতি সাবধান হইয়া চলা একান্ত বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘকাল হইল, ইংলণ্ডে গোবসন্তবীজে টীকা দিবার আইন হইয়াছে। কিন্তু সেখানেও অনেকে ইহার বিপক্ষ হইতেছেন। সময়ে-সময়ে এরূপ ঘটনা হয় যে, সম্ভ্রান্ত লোকেরাও এ আইন অনুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হন না। তিনি (লর্ড রীপন) একটী উদাহরণ জানেন। রীপন ক্যাথিড্রলের এক ব্যক্তি নিজ সন্তানগণের গোবসন্তবীজে টীকা দিতে চান না। তন্নিবন্ধন সময়ে সময়ে তাঁহার দণ্ড হইয়াছে। তিনি নিয়মিত রূপে দণ্ডের টাকা দিয়াছেন, তথাপি তিনি উক্ত আইন অনুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হন নাই। তিনি এই কারণ প্রদর্শন করেন, ঐ টীকা দিয়া তাঁহার একটী সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে।"

আমাদের ত ধ্রুবজ্ঞান হইতেছে, মনুষ্য-বসন্তবীজে মনুষ্যের টীকা দেওয়াই কর্ত্তব্য। যদি বল মনুষ্য-বসন্তবীজে টীকা দিলে সেই টীকা দিবার সময়েই অনেকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। আমরা তদুত্তরে বলি, মনুষ্য বসন্তবীজের টীকার সে মৃত্যুর কারণতা নাই, টীকা দিবার কার্য্য-প্রণালীর দোষেই সেই সেই দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। যাহারা টীকা দেয়, তাহাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে বিদ্যা নাই। কিসে কি হইবে, তাহারা তাহা বুঝে না, ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করিয়াও কার্য্য করে না। তাহাদের সংস্কার এই, টীকা দিয়া যে কোনরূপে হউক, কতকগুলি বসন্ত উৎপাদন করা আবশ্যক। এই নিমিত্ত তাহারা যাহাকে টীকা দেয়, যাহাতে তাহার জ্বর জন্মিয়া বসন্ত জন্মে, সেই ব্যবস্থা দেয়। যে পর্য্যন্ত জ্বর না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে যার পর নাই শৈত্য ক্রিয়া করায়। তাহাকে প্রতিদিন দুই তিন বার করিয়া স্নান করিতে ও শীতল সামগ্রী ভক্ষণ করিতে বলে। এই প্রকার শৈত্য ক্রিয়া করিলে ধাতুবিশেষে ঘোরতর জ্বর উপস্থিত হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে বসন্তও সর্ব্বাঙ্গব্যাপী হইয়া উঠে; ক্রমেই সন্নিপাতিক বিকার উপস্থিত হয়। একে সন্নিপাতিক-বিকার-সম্ভূত দাহ পিপাসা তন্দ্রা প্রলাপাদি উপসর্গ, তাহার উপর সেই সর্ব্বাঙ্গব্যাপিনী বসন্তাবলীর দারুণ যন্ত্রণা। দুর্ব্বল রোগী কতক্ষণ সহ্য করিতে পারে? সুতরাং তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়।

পাঠক এখন বুঝিতে পারিলেন, মনুষ্য-বসন্তবীজে টীকা দিবার দোষে মৃত্যু হয় না, টীকা দিবার কার্য্য প্রণালীর দোষেই মৃত্যু হইয়া থাকে।

এক্ষণে আইনকর্ত্তা ব্যবস্থাপকদিগের নিকটে আমাদের প্রার্থনা এই, তাঁহারা মনুষ্য-বসন্তবীজে টীকা দিবার কার্য্য প্রণালীর দোষ সংশোধন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন। যদি ইহার অনিষ্টের অংশ নিবারিত হয়, ইষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। এই টীকাই মনুষ্য শরীরের উপযোগী বলিয়া আমাদিগের বিবেচনা হইতেছে। অতএব বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রদর্শিত পরীক্ষা প্রণালীতে ইহার পরীক্ষা না করিয়া টীকা দিবার বিষয়ে কোন প্রকার আইন করা উচিত হয় না।

---

জমীদার ও প্রজার খাজনা আদায় সম্বন্ধে যে গোলযোগ বহুকাল অবধি চলিয়া আসিতেছে; যাহার মীমাংসার নিমিত্ত বহু দিন অবধি আমাদিগের শাসন কর্ত্তারা চেষ্টা পাইতেছেন; আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন সাহেব যাহার মীমাংসার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন; যাহার কর্ত্তব্য বিবেচনার্থ কয়েক ব্যক্তি নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাহার যে রিপোর্ট করিয়াছেন, তাহা সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার বিষয় বিস্তারিতরূপে পাঠকগণের গোচর করিবার ইচ্ছা রহিল। ঐ রিপোর্টের একটী সার কথা এই, কমিশন প্রজাদিগের দখলিস্বত্ব অন্য অন্য স্বত্বের ন্যায় উত্তরাধিকারগম্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। সোমপ্রকাশ দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রজার যে একটী স্থায়ী স্বত্ব স্থাপনের চেষ্টা পাইয়া আসিতেছে, বোধ হয়, এত দিনের পর তাহা কিয়দংশে পূর্ণ হইল।

---

নেরক্স নামে যে জাহাজি গোরা পাহারাওলার প্রাণ সংহার করে, তাহার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। এ সংবাদটী পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় অসুখিত হইলাম। হাইকোর্টের বিচারপতি হোয়াইট সাহেব অপরাধির প্রাণ দণ্ডের অনুমতি করিয়া ঐ বিষয়ে মত গ্রহণার্থ গবর্ণমেণ্টে লিখিয়া পাঠান। তাহাতে আমরা ভাবিয়াছিলাম, গবর্ণমেণ্ট অপরাধির যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিয়া ন্যায় বিচারের মর্য্যাদা ও জুরিদিগের মান রক্ষা করিবেন এবং জুগুপ্সিত মনুষ্য হত্যা ব্যাপার হইতে বিচারপদ্ধতিকে মুক্ত করিয়া যশস্বী হইবেন। সভ্য গবর্ণমেণ্টের রাজত্বে প্রাণদণ্ড আর ভাল দেখায় না। যাবৎ সর্ব্ববাদিসম্মত আইন হইয়া প্রাণবধ দণ্ড রহিত না হইতেছে, তাবৎ এই প্রকার সুযোগে হত্যাপরাধিকে প্রাণ দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিয়া সহৃদয়তা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছি এখনও কহিতেছি, অর্দ্ধ নেরক্স যাবজ্জীবিত কাল যদি কারারুদ্ধ হইয়া থাকিত, গবর্ণমেণ্ট তাহা হইতে অনেক উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। সে মরিয়া গেল, সব ফুরাইয়া গেল।

এবার ইউরোপীয় সমাচার পাঠ করিয়া জানিতে পারা গেল, এ দেশের যে সকল ব্যক্তি লণ্ডনে আছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটনের নিকটে ভারতবর্ষের অস্ত্র ও মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন রহিত করিবার এবং এদেশীয়দিগের সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশপথ সুগম করিয়া দিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ষ্টেট সেক্রেটারি তদুত্তরে আবেদনকারীদিগকে ব্যস্ত হইতে বারণ করিয়াছেন। এটী যে উত্তম উপদেশ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। "সহসা করিতে কর্ম্ম ধর্ম্ম শাস্ত্রে মানা।" "সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াং।" "সহসা কোন কার্য্য করিবে না।" "সবুরে মেওয়া ফলে" এটীও একটী প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে। তবে আমাদের বড় একটী সংশয় হইতেছে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রার্থনা করিয়া বরাবর সবুরে যে মেওয়া ফলিয়া আসিয়াছে, এ সবুরেও বা সেই মেওয়া ফলিয়া উঠে। আমাদিগের যুবকগণ আজিও ব্রিটিশ রাজনীতি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, এটী বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

# বিবিধ সংবাদ।

এক ব্যক্তি আমাদের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন "অনেকেই অবগত আছেন, পুণ্যশীলা রাণী রাসমণির দুহিতা শ্রীমতী জগদম্বা দাসী বারাকপুরে একটী ঘাট ও কতকগুলি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ঐ ধামে প্রতি দিন দুই প্রহর ও সন্ধ্যার পর বহুসংখ্যক লোককে সুচারুরূপে আহার করান হয়। গ্রাম হইতে ঐ ঘাটে যাইবার নিমিত্ত কয়েকটী রাস্তার মধ্যে একটী কাঁচা আছে। এই রাস্তাটী মৃত মহাত্মা মধুসূদন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীর উত্তর দিয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে গিয়াছে। ঐ রাস্তাটী মিউনিসিপালিটীর অধীন। বারাকপুরের মাজিষ্ট্রেট হপকিন্সন মহোদয় ঐ রাস্তাটী পাকা করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু মিউনিসিপালিটীতে প্রয়োজনমত অর্থ না থাকাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তজ্জন্য ভক্তিপূর্ণ সুমধুর বাক্যে লোক হিতৈষিণী রমণীকুলাগ্রগণ্যা শ্রীশ্রীমতী জগদম্বার নিকট ঐ বিষয়ের নিমিত্ত এক পত্র পাঠান। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, তিনি ১০০০ হাজার টাকা দিবেন স্বীকার করিয়াছেন।"

২২ এ মার্চ্চ রাত্রিতে সিসিলির অন্তঃপাতী কাটানিয়ায় কয়েক ঘণ্টা কাল ধাতু মিশ্রিত বৃষ্টি হইয়াছিল। উহার মধ্যে নানা আকারের লোহের অংশ দৃষ্ট হয়। উহা চুম্বক প্রস্তর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিল।

কাপ্তেন এ এইচ মার্কহাম বলেন, পেক্স

অন্তঃপাতি পায়টা হইতে ইকোয়েডার উপকূলবর্ত্তী মান্টা নামক স্থানে যখন জাহাজ লইয়া যান, সেই সময়ে একটী ধূমকেতু দর্শন করিয়াছিলেন। ঐ ধূমকেতুটী ৭ ই ফেব্রুয়ারি রাত্রি ৮ টার সময় প্রথম দৃষ্ট হয়। উপর্য্যুপরি তিন দিন দেখা গিয়াছিল।

অধ্যাপক টাইস পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে সকল প্রবল ঝড়ে গৃহাদি ভগ্ন হইয়া যায়, তাহার সঙ্গে বৈদ্যুতিক অংশ থাকে। মিশোরির অন্তঃপাতী মার্সফিল্ডে যে ভয়ানক ঝড় হয়, তাহাতে তিনি দেখিয়াছেন, যে সকল ঘরের ছাদ তক্তায় মোড়া খোলা বা টাইলের দ্বারা প্রস্তুত করা, তাহার কোন অনিষ্ট হয় নাই। কিন্তু যে সকল গৃহের ছাদ টীন বা ধাতু দ্রব্যে নির্ম্মিত, তাহা ভগ্ন হইয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যেখানে ঝড় আরম্ভ হয়, তাহার এক মাইল দূরে একটী জাঁতা-কল ছিল, তাহার লোহার ধোঁয়া ঘরা ভগ্ন হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু জাঁতার সামান্য মাত্র অনিষ্ট হইয়াছিল। বৃক্ষে ও গুল্মে ইহার সবিশেষ পরীক্ষা হয়। গাছের যে দিকে ঝড় লাগে, সেই দিকের ছালই কেবল খুলিয়া যায় নাই, গাছের চতুর্দ্দিকের ছাল খুলিয়া পড়ে। অধ্যাপক টাইস যে কথা বলেন, তাহা সত্য বলিয়া আমাদের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। ১২৪৪ সালে কলিকাতার বেলেঘাটা হইতে একটী ঝড় উঠিয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণ দিয়া যায়। ঐ ঝড়টী ছয় ক্রোশের অধিক পথ যায় নাই, এক পোয়ার অধিক প্রশস্ত নয়। এই স্থান ব্যাপিয়া যে ঝড় হয়, তাহাতে বিস্তর ঘর বাড়ী বৃহৎ বৃহৎ পুরাতন গাছ পড়িয়া যায়। বিস্তর লোকেও মারা পড়ে। ঝড় থামিয়া গেলে পর আমরা দেখিলাম গাছের পাতা ও ঘাস যেন ঝলসিয়া গিয়াছে। তাহা দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইল, ঝড়ের সঙ্গে বৈদ্যুতিক পদার্থ ছিল।

নলিনী নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনীর তিন সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। নলিনী অন্য অন্য গুণে শোভিত না হইলেও ইহাতে একটী অতি উচ্চ ও প্রশংসনীয় পত্রিকার অনুরূপ প্রবন্ধ সকল লিখিত হইতেছে। মুখবন্ধের গীতিটী আমাদের অতি সুন্দর বোধ হইয়েছে। বিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রবন্ধটী আমাদের অভিমত নয়। নলিনীর সম্পাদক একজন উন্নতমনা কৃতবিদ্য ব্যক্তি। ইনি সাহিত্য সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। নলিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি হউক, আমাদের এই ইচ্ছা ও প্রর্থনা।

আমরা অবগত হইলাম, ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্ত্তী গ্রামসকল জলে প্লাবিত হইয়াছে। উড়িস্যা ও পুরী হইতেও জলপ্লাবনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, রায় কানাইলাল দেব বাহাদুর গ্রেট ব্রিটনের রাসায়নিক সোসাইটির এক জন সভ্য হইয়াছেন।

১৩ ই জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহে বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থার বিষয় অবগত হওয়া গেল। বর্দ্ধমান, পাটনা, ঢাকা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, ও অযোধ্যায় বৃষ্টি আবশ্যক মত হয় নাই। পেসোয়ারে ও ডেরাস্মাইল খাঁতে বৃষ্টি অতিশয় আবশ্যক হইয়াছে। মধ্য ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে বৃষ্টির প্রয়োজন আছে। ব্রহ্মদেশে বন্যা হওয়াতে রবি শস্যের বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে।

বোরদোঁ, লাফিট প্রভৃতি যে সকল স্থানে দ্রাক্ষালতার চাস আছে, অতি শীত-প্রযুক্ত এ বৎসর ঐসকল স্থানে ভাল আঙ্গুর জন্মে নাই। পোর্ত্তুগালেও উহার ক্ষতি হইয়াছে। কেবল স্পেনে ইহার চাসের সমধিক উন্নতির সংবাদ পাওয়া যায়।

বেঙ্গল আফিসের বাবু চুনিলাল গুপ্ত মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি বেঙ্গল সেক্রেটারি আফিসের মধ্যে একজন কার্য্যদক্ষ ও উপযুক্ত লোক ছিলেন। ইহাঁর মৃত্যুতে অনেকেই দুঃখিত হইয়াছেন।

গ্লাসগোর দুই ধূর্ত্ত জহরতবিক্রেতা স্ফটিককে উত্তম জহরত বলিয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিত। এক্ষণে তাহারা ধরা পড়িয়াছে।

বর্ষাকালে সর্পের যে প্রকার উপদ্রব হয়, পল্লীগ্রামের লোকেরা তাহা বিলক্ষণ জানেন। সম্প্রতি বরাকপুরে এক দিনে ১৬ টী কেউটে সাপ ধৃত হইয়াছে।

গত সোমবার একজন ধীবর দক্ষিণ ব্যারাকপুরে একটী হাঙ্গর ধরিয়াছে। তথাকার মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ৫ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

লর্ড লরেন্সের স্মরণ চিহ্ন স্থাপনার্থ বিজনৌরে যে সভা হয়, তাহাতে প্রথম দিনেই ৯০০ টাকা উঠিয়াছে, আরও অনেক টাকা উঠিবার সম্ভাবনা আছে। সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ঐ টাকায় ইংলণ্ডগামী ভারতবর্ষীয়দিগের সুবিধার্থ ছাত্রবৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

দারজিলিঙ্গ নিউস বলেন, ভূটানের সহিত তিব্বতের বহুকালাবধি যে বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল, তাহা শীঘ্র মিটিয়া যাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। ভূটানে দুইজন রাজা আছেন, দেবরাজ ও ধর্ম্মরাজ। কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া লোকে দেবরাজ মনোনীত করে। গত বৎসর যিনি দেবরাজ মনোনীত হইয়াছিলেন, তিনি কয়েক মাস রোগ ভোগ করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত হন নাই। বোধ হয় তিব্বতের সহিত সন্ধিবন্ধন চেষ্টাই এই বিলম্বের হেতু।

মান্দ্রাজে দুই একটী মিউনিসিপালিটীর এক প্রকার নূতন খরচ উপস্থিত হইয়াছে। কাঞ্চীর মিউনিসিপালিটী বানর ধরিবার জন্য ব্যাধ নিযুক্ত করিতেছেন। তাঁহাদের এলাকায় এত বানর আছে যে উহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিতে না পারিলে তত্রত্য গৃহস্থগণের ভদ্রস্থতা নাই। শ্রীরঙ্গমের ভাইসচেয়ারম্যান বলিয়াছেন, তাঁহার অধিকারমধ্যে বানর ধারণ-নিপুণব্যাধ পাওয়া যায়। তাঁহাকে বোধ হয় পূর্ব্বেই ঐরূপ লোক নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। শ্রীরঙ্গমের ব্যাধের সহিত কাঞ্চীর স্থানীয় সভা বন্দোবস্ত করিতে উৎসুক হইয়াছেন। প্রস্তাবকারকেরা বানর থাকাতে অপকারই দেখিতেছেন, কিন্তু উপকার আছে কি না তাহারও যেন একবার অনুসন্ধান করেন। তাহার পর যেন বানরবধের ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের বাটীতে কতকগুলি বিড়াল ছিল। তাহারা মাছ কাড়িয়া খায় বলিয়া বালকেরা বিরক্ত হইয়া সেগুলিকে বিদায় করিয়াছে। কিন্তু এখন ইন্দুরের এমনি উপদ্রব হইয়াছে যে তিষ্ঠান ভার।

শিমলায় গবর্ণর জেনরলের ব্যবস্থাপকসভায় কেরোসিন্ তৈল ব্যবসায়ের নিয়মাবলি ব্যবস্থাপিত হইবে। কেরোসিন তৈল তিন প্রকার আছে। এক প্রকার ১০৩ ডিগ্রী তাপে জলিয়া উঠে, ২ য় প্রকার ১০৩ হইতে ৮৩ ডিগ্রীর তাপে জলে। ৩ য় প্রকার ৪৩ ডিগ্রীরও অল্প তাপে প্রজ্বলিত হয়। তৃতীয় শ্রেণীর কেরোসিন ব্যবসায় অতি ভয়ানক। উহা অতি অল্পে জলিয়া উঠে। অতএব উহার ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য বিশেষ রূপ কঠোর নিয়মাবলী প্রচার আবশ্যক। অতি অল্প দিন হইল, জাহাজ হইতে কয়েক বাক্স তৈল লইয়া এক জন মুটে গুদামে যাইতেছিল। পথিমধ্যে তৈল জলিয়া ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হয়। তৈল পরীক্ষার জন্যও নূতন বৈজ্ঞানিক রীতি প্রচলিত করা আবশ্যক। যে রীতি আছে, উহাতে সময়ে সময়ে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর তৈল ব্যবসায়ে বড় বিপদ নাই। অতএব উহার ক্রয় বিক্রয়ে কোন রূপ ব্যাঘাত জন্মিলে লোকের অকারণ অনেক ক্ষতি হইবে।

পাওনিয়ার এতকাল যাকুব খাঁর ভয়ানক বিরোধী ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন তিনি বলিতেছেন যে সকল পত্র দ্বারা যাকুব খাঁ কাবুল হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত আছেন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হয়, সে সমস্ত জাল। যাকুব জেলালাবাদের গবর্ণরকে হত্যা-কাণ্ডের পর

২য় আহ্লাদ সূচক পত্র লিখেন, তাহা তাঁহার লেখাই নহে। কান্দাহারের যে পত্র দ্বারা যাকুবের বিশ্বাসঘাতকতা সপ্রমাণ করা হয়, সে কাবুল হইতে লিখিত হয় নাই। যে পত্র মেজর সেণ্ট জনের পাঠার্থ সেরার আলি লিখিয়াছিল। সেরারআলি যাকুবের পরম শত্রু। তাহার পূর্ব্বাপর কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা হইবার অভিলাষ ছিল। তাহাকেই একণে কান্দাহারে ওয়ালি নিযুক্ত করা হইয়াছে। যদি যথার্থই সে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে প্রতারণা করিয়া থাকে, তাহাকে তাহার সমুচিত দণ্ড দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

রম্পায় আজও বিদ্রোহ চলিতেছে। বর্ষা উপস্থিত হওয়াতে অধিকাংশ বিদ্রোহী কৃষিকর্ম্মে মনোনিবেশ করিতেছে। উহাদিগের অধিনায়ক শামন ডোরার অত্যন্ত ভয় হইয়াছে। তাঁহার অনুচরবর্গ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। বিদ্রোহীরা একজন ইনস্পেক্টর ও ছয় জন কনষ্টেবলকে বধ করিয়া জয়পুরের দিকে ধাবমান হয়। ইহার পূর্ব্বেই জয়পুরের রাজাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অতএব নদী পার হইবার সময়ে অনেক বিদ্রোহী আহত ও বন্দীভূক্ত হইয়াছে। রাজমহেন্দ্রীর পুলিষ ষ্টেষণ গুলিতে অনেক লোক রাখা হইতেছে ও সে গুলির দৃঢ়তর সংস্কার আরম্ভ হইতেছে।

সমাচার পত্রে দেখা গেল বর্জ্জিয়ার জেনেরল ডি রগলস একটী বৃষ্টি হইবার কলের স্বত্বের রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন। যখন যেখানে ইচ্ছা ঐ কলে বৃষ্টি করিতে পারা যাইবে। ভারতবর্ষে ঐরূপ কলের বড় দরকার। এই প্রকার কল যদি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুলভ হয়, তাহা হইলে দেবরাজ ও যমরাজ উভয়েই অন্ধ হইয়া যান। যমরাজ দুর্ভিক্ষ মুখ ব্যাদান করিয়া ঘন ঘন উড়িষ্যার ও মান্দ্রাজের লোকদিগকে গ্রাস করিতে পারিবেন না।

রথ টানা বন্ধ হয় আমাদিগের রাজপুরুষদিগের এই ইচ্ছা, কিন্তু এবার শিমলায় গবর্ণর জেনেরলের চক্ষের উপরে বাঙ্গালীরা রথ টানিয়াছেন।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, এবার জগন্নাথক্ষেত্রে রাজকর্ম্মচারীদিগের দোষে রথের দিনে রথ টানার বড় গোলযোগ হইয়াছে। জগন্নাথক্ষেত্রের এই একটী রীতি আছে যদি রথের দিনে গোয়াচিড়ি মন্দির পর্য্যন্ত রথ টানা না হয়, ১২ বৎসর পর্য্যন্ত রথ যাত্রা বন্ধ থাকিবে, এবং জগন্নাথ প্রভৃতির মূর্ত্তি রথেই থাকিবে, মহাপ্রসাদ হইবে না। এ ত বড় ভয়ঙ্কর দেখিতে পাই।

টাইমস্ বলেন, লণ্ডনে একণে দুইজন অতি দীর্ঘাকার পুরুষ আছেন। এক জনের নাম চাং দ্বিতীয়ের নাম ব্রুষ্টাড। প্রথমোক্ত ব্যক্তি চীনদেশীয়, এ ব্যক্তি ৮ ফিট দীর্ঘ। শেষোক্ত ব্যক্তি নরওএর লোক, সাতফুট [illegible] দীর্ঘ। কিন্তু চাং ওজনে ৪॥২ চারি মণ বাইশ সের আর ব্রুষ্টাড চারিমণ ছত্রিশ সের।

## যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ১৭ ই জুলাই। চারিকার হইতে যে সকল লোক কাবুলে আসিতেছে, তাহারা বলিতেছে, আবদুল রহমান ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। তিনি তিন চারি দিন চারিকারে অবস্থিতি করিয়া কাবুলে আসিবেন।

মুসাজান মহম্মদ আকতুল খাঁর খারমারস্থ কেল্লায় রহিয়াছেন। তিনি টাকার জন্য বিব্রত হইয়া তাঁহার মাতার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। হাসিম খাঁ আবদুল্লা তাঁহার সাহায্যার্থ আসিতেছেন।

হিন্দুবাবসায়িগণ কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছে।

গত রাত্রিতে সেবেবা নামক স্থানে হাজার মণ ঘাস পুড়িয়া গিয়াছে।

জেলেলাবাদ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে আলম খাঁ ঘোসতায় গিয়াছেন।

কাবুল ১৮ই জুলাই। শুক্রবাররাত্রে জেনারল ম্যাকফারসনের তাঁবু দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। ৪০। ৫০টী গোলা তাবু মধ্যে আসিয়া পড়ে কিন্তু ইহাতে কাহার প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই। তাহার পর দিবস প্রাতে তাঁবু হইতে অনেক দূরে ১৫টী গোলা ও বারুদের বাক্স একটী পাহাড়ের উপর কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছে।

ইস্তালিফের নিকট জেনরলগফের তাবু হইতে এই সংবাদ আসিয়াছে বোবা আটখিল দস্যুগণ গ্রামবাসিদিগকে নিরাপদে রক্ষা করিতেছে বটে কিন্তু যাহারা ইংরাজদিগকে সাহায্য করিতেছে, তাহাদিগের উপর উপদ্রব করিতেছে। দস্যুগণ ৫০। ৬০ জন দলবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ সৈন্য রক্ষা করিতেছে।

জেনরল রবর্ট একণে জেনরলগফের তাবুতে আছেন। আবদুল রহমানের নিকট হইতে বন্ধুভাবের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

কাবুল ১৯ এ জুলাই। আলটিমোরে যে জনতা হয়, তাহা একণে ভঙ্গ হইয়াছে। পাতসা খাঁ এবং বায়রাম খাঁ অদ্যাপি বিবাদে নিযুক্ত আছেন।

সর্দ্দার সাহামরদন কতকগুলি আন্দারি ও কতকগুলি মালিকে ১০০ সৈন্য লইয়া ময়দানে আবদুল রহমানের সহিত মিলিত হয়। মিলকিনি আলম ও আসমতউল্লা খাঁ ময়দানে অবস্থিতি করিতেছেন।

কাবুলে ও লগারে ময়দান হইতে এই সংবাদ আসিয়াছে আবদুল রহমান ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

কারোয়ারে কিল্লা আফজুল খাঁ ও মুসাজানের সহিত হোসেন আবদুল খাঁর সাক্ষাৎ হইয়াছে।

কাবুল ১৯ এ জুলাই। আবদুল রহমন আফগানিস্থানস্থ যে সকল সর্দ্দারগণকে আহ্বান করিয়াছেন তাঁহাদিগের অপেক্ষায় টুটওয়ারানামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। সুতরাং তিনি দুই চারি দিনের মধ্যে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। তিনি বিলম্বের কারণ উল্লেখ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে তিনি ইংরাজদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন এবং সর্দ্দারগণের সহিত সাক্ষাৎ হইবার অব্যবহিত পরে তিনি ইংরাজ রাজপ্রতিনিধির নিকট উপস্থিত হইবেন। কাবুল হইতে তাঁহার নিকট যে দূত গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি অত্যন্ত সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। বোধ হয় ১৫। ১৬ দিনের মধ্যেই তিনি দক্ষিণাভিমুখে আগমন করিয়া ইংরাজদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কাবুলের একটা যা হয় বন্দোবস্ত করিবেন।

দক্ষিণস্থ জাতি সমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান আন্দারীরা এবং গিলজাই তারাকীদিগের অধিকাংশই আবদুল রহমনের পক্ষ।

হাজারক লদনংনের আস্মত উল্লা খাঁ বলিয়াছেন, ইংরাজেরা যাঁহাকে আমির বলিয়া স্বীকার করিবেন, তিনি তাঁহারই বশীভূত হইবেন। তেজিনের মহম্মদ খাঁ আবদুল রহমনকে প্রত্যানয়ন করিবার জন্য চারিকারে যাত্রা করিয়াছেন। পাতসা খাঁ ও ফায়জ মহম্মদ খাঁ আবদুল রহমানের বিরোধী হইয়াছেন। মায়জুল্লা খাঁর তাঁহার সহিত যোগ দিবার সম্ভাবনা অধিক। গিলজাইদিগের প্রায় অর্দ্ধেক লোক তাঁহার পক্ষে আছে এবং তিনি যদি সদ্ব্যবহার করেন, তাহা হইলে অপর অর্দ্ধেকও তাঁহার দলে আসিবার সম্ভাবনা। কোহিস্থান ও কোদামানের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ লোক তাঁহাকে অপনাদিগের এক মাত্র নেতা মনে করে।

মির বাবা মিরসায়েদ খাঁ ইস্তালীফ চারিকরে যাইতে সাহস করেন না। কারণ, তাহা হইলে তাঁহারা সরকারের যে টাকা ভাঙ্গিয়াছেন, তাহা ফিরাইয়া দিতে হইবে। বর্দ্দকের লোক আবদুল রহমানের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন নহে। মুস্কি আলম ও মহম্মদ জান যে পক্ষ অবলম্বন করিবে, উহারাও বোধ হয় সেই পক্ষই হইবে। মুস্কী আলম লিখিয়াছেন যে আমি ইংরাজপ্রতিষ্ঠিত আমীরকে আমীর বলিয়া স্বীকার করিব। সেয়ার আমীর বংশীয় সর্দ্দার খায়েলরা এবং আজম খাঁ ও আবদুল খাঁর অনুচরবর্গ স্বভাবতই আবদুল রহমনের বিপক্ষ, অন্যান্য সর্দ্দার খায়েলরা তাঁহার তত বিরোধী নহে। ওয়ালী মহম্মদ ও হাসিম খাঁ ইব্রাহিম খাঁ, করিম খাঁ প্রভৃতি যে সকল লোকের টাকা আছে, তাঁহারা তাঁহার প্রতি বড়ই বিরক্ত। আবদুল রহমনের ভবিষ্যৎ উন্নতি বা অবনতি তাঁহার স্বীয় কার্য্য কলাপের উপরেই নির্ভর করিতেছে। তিনি যদি সকলের সহিত সদ্ভাবে করিয়া চলেন, তাহা হইলে সহস্র বিরোধী হইলেও আত্মস্বত্ব রক্ষা করিতে পারিবেন। আর যদি টাকার অনটনে তিনি প্রজাবর্গকে উৎপীড়িত করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অধিকারকাল সংক্ষিপ্ত ও বিপদসঙ্কুল হইবে। তিনি যদি বণিকগণের সহিত অসদ্ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাঁহার উন্নতির প্রশস্ত পথে কণ্টক পড়িবে।

ইংরাজেরা প্রচুর পরিমাণে উপহার দিয়া যদি তাঁহার অর্থকৃচ্ছ্র দূর করেন, বোধ হয় তিনি তুর্কিস্থানে যেরূপ প্রজাপীড়ন করিয়াছিলেন, কাবুলে তাহা করিবেন না। তাঁহার লোকেরা ইংরাজদিগের সহিত একত্র হইয়া রসদ ক্রয় করিতেছে।

কাবুল ২০ এ জুলাই। পঞ্চাশ জন কায়রো খায়েল দস্যু গত কল্য সৈবারার নিকট রসদ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে। আবদুল রহমন ইংরাজদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমিরত্ব লাভের জন্য

ব্যগ্র হইয়াছেন। কিন্তু আমির হইতে হইলে শুদ্ধ ইংরাজদিগের সহিত সদ্ভাব থাকিলে চলিবে না, তাঁহার নিজের দল পুষ্টিও আবশ্যক। তিনি শীঘ্রই ইস্তালিফে উপস্থিত হইয়া সার ডোনাল্ড ষ্টুয়াটের সহিত কথা বার্ত্তা ধার্য্য করিবেন।

সেয়ার আলীর যে সকল সৈন্য বিদ্রোহী হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ৪৬ জনকে গ্রামবাসিগণ কবর দিয়াছে। ১৮ ই যে টেলিগ্রাফ আসিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে কান্দাহারের নিকট শান্তি বিরাজ করিতেছে। আয়ুব খাঁর অশ্বারোহিগণ গিরিক পরিদর্শন করিতেছে। তাঁহার সৈন্য বোধ হয় কুড়িমাইল অন্তরে আছে।

বোম্বাই ২২ এ জুলাই। টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া লণ্ডন হইতে তারযোগে সংবাদ পাইয়াছেন যে আবদুল রহমন ইংরাজদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন এবং অবিলম্বে অমীর পদে অভিষিক্ত হইবেন।

কাবুল ২০ এ জুলাই। কয়েক দিবস গত হইল মহম্মদ জান এবং ময়দানে সমবেত সর্দারগণ ইংরাজদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়া ইংরাজদিগের রাজনৈতিক কর্ম্মচারীর নিকট দূত পাঠান। ইংরাজেরা তাহাদিগকে আবদুল রহমানের নিকট যাইতে বলেন। উহারা চারিকর যাত্রা করিয়াছেন। যখন মহম্মদ জান আবদুল রহমনের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টায় আছেন, তখন বোধ হয় শীঘ্রই কাবুলে শান্তি স্থাপিত হইবে।

আবদুল রহমনই কাবুলের আমীর হইলেন।

---

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

#### রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

২১ এ জুলাই। আইন সংক্রান্ত ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও রিমেম্ব্রান্সার জি, সি কিলবি সাহেব তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

যশোর জেলার বাগেরহাটের সব ডেপুটি কালেক্টর বাবু প্রাণকৃষ্ণ দাস অল্প দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর সবডেপুটী হইলেন বাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় যত দিন সরকারী কার্য্যোপলক্ষে অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন তাঁহার উক্ত কর্ম্ম থাকিবে।

বাবু প্রাণকৃষ্ণ দাসের পরিবর্ত্তে বাবু অবিনাশচন্দ্র সান্ন্যাল কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর সবডেপুটী হইলেন, তাঁহাকে মুরশিদাবাদের অন্তর্গত জঙ্গিপুরে কর্ম্ম করিতে হইবে।

জি, সি কিলবি সাহেব যত দিন অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন ব্যারিষ্টার টি এ পিয়ার্সন তাহার কর্ম্ম করিবেন।

হুগলীর সবডেপুটী জি, সি, লয়ড় সাহেব দুই মাসের ছুটী লইলেন।

দ্বারভাঙ্গা ডিষ্ট্রিক্টের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর টি এল এল জেকিন্স অল্প দিনের জন্য ঐ ডিষ্ট্রিক্টের মধুবনী ডিবিজনের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

পাটনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ, এইচ, এলফিনষ্টোন সাহেব দ্বারভাঙ্গায় বদলি হইলেন।

বাঁকুড়ার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রামচরণ বসু নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাটের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বরিশালের অন্তর্গত পাটোয়াখালি ডিবিজনের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

মুরশিদাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু নবীনকৃষ্ণ সরকার নদীয়া জেলায় বদলী হইলেন।

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু অধরলাল সেন যশোর জেলায় বদলী হইলেন।

বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় (যাহার এখনও ছুটী আছে) বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

মালদার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর পোর্চ্চ সাহেব, যে দিন অবধি সি, এফ উয়সলি সাহেব ছুটী লইয়া কর্ম্মে অনুপস্থিত হইবেন, সেই দিন অবধি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

পাবনার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলিউ এম গ্রে সাহেব ৬ ই তারিখ হইতে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

ফরিদপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট জে ই, বি, ব্রেডি সাহেব অন্য আজ্ঞা হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

সাহাবাদের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট পি, নোলান সাহেব কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

বাবু সত্যতারণ মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর সবডেপুটী হইলেন, তাঁহাকে হাজারিবাগে কর্ম্ম করিতে হইবে।

পূর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে এ হপকিনস দুই মাসের ছুটী প্রাপ্ত হইলেন।

পূর্ণিয়ার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে গ্রাট সাহেব কিছু দিনের জন্য উক্ত জেলার মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

#### জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটীকালেক্টর।

| | |
|---|---|
| এ, ই, ষ্টেলি সাহেব, | জুলাই মাসের ১ লা হইতে, |
| এফ, আর, এস, কেলিয়ার, | জুলাই মাসের ২ রা হইতে, |
| এচ, ফেরের, | জুলাই মাসের ২ রা হইতে, |
| জে ডি পাএল, | জুলাই মাসের ১০ ই হইতে, |
| জে কেনেডি, | জুলাই মাসের ১১ ই হইতে, |

প্রথম শ্রেণীতে কার্য্য করিবেন।

#### আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর

| | |
|---|---|
| ডি বি আলেন, | ১ লা জুলাই হইতে, |
| এচ পি পাটারসন, | ২ রা জুলাই হইতে, |
| সি আর মারিয়াট, | ২ রা জুলাই হইতে, |
| সি. জে, এস ফলডার, | ১০ ই জুলাই হইতে, |
| এফ এ স্লাক, | ১১ ই জুলাই হইতে, |

দ্বিতীয় শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিবেন।

সবডেপুটী কালেক্টর বাবু গঙ্গা নারায়ণ রায় কৃষ্ণ নগরে বদলী হইলেন।

মহিষরাথার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু তারিণীচরণ মিত্র এক সপ্তাহের ছুটি পাইলেন।

মুরশিদাবাদের আসিষ্টাণ্ট পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ই লেন্ট জর্জ কে সাহেব ২৪ পরগণায় বদলী হইলেন।

এল সেণ্ট জন বজ্রিক মুরশিদাবাদের আসিষ্টাণ্ট পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন।

কৃষ্ণনগর কলেজের প্রধান শিক্ষক বাবু বীরেশ্বর মিত্র এম, এ তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

---

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৭ ই জুলাই। আয়রলণ্ডের প্রজাদিগের ক্ষতিপূরণার্থ যে আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে, মন্ত্রিগণ তাহার যে পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন, কমন্স হাউস তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। যে পরিবর্ত্তন এই যে প্রজাকে জমী হইতে উঠাইয়া দিতে হইলেই জমীদারকে সে প্রজার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। জমীদার যদি প্রজার ক্ষতিপূরণের সরত্তে বাধ্য হইতে না চান, তাহা হইলেও তাহাকে ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। তবে যদি তিনি ক্ষতিপূরণের জন্য কোন উপায় করিয়া দিতে পারেন, তাঁহাকে আর ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে না।

প্রিন্স ইম্পিরিয়ালের স্মরণার্থ ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আবিতে প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করার বিরুদ্ধে ব্রিগ সাহেব যে প্রস্তাব করেন, কমন্স হাউস তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। গ্লাডষ্টোন সাহেব এ প্রস্তাবের অনুমোদন করেন নাই।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৬ ই জুলাই। আলবানীয় ও মণ্টিনিগ্রীয়দিগের যুদ্ধ চলিতেছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১৬ ই জুলাই। জেনরল স্কবেলফ রিপোর্ট দিয়াছেন যে বামীর ওদিকে টেকি তুর্কোমানদিগের সহিত যে সামান্য যুদ্ধ হয়, তাহাতে তুর্কোমানেরা কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া পলায়নপর হইয়াছে।

এথেন্স ১৭ ই জুলাই। গ্রীক গবর্ণমেণ্ট সমবেত রাজগণের পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছেন, রাজগণকৃত সীমা নির্দ্ধারণে তাঁহারা সম্মত আছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৭ ই জুলাই। কয়েকজন জর্ম্মাণ তুরস্কের উচ্চ পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

কায়রো ১৭ ই জুলাই। মিসর ও আবিসিনিয়া উভয়ে সন্ধি হইয়া গিয়াছে বলিয়া যে জনরব উঠে তাহা মিসর গবর্ণমেণ্ট অস্বীকার করেন।

লণ্ডন ১৯ এ জুলাই। চেষ্টরের মেম্বর ডডসন সাহেব তাঁহার মেম্বরী হইতে দূরীকৃত হইয়াছেন। কারণ, তাঁহার কর্ম্মচারীরা অনেক অন্যায় কার্য্য করিয়াছিল।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৮ ই [illegible] ডার্ডেনেলিসে বহুসংখ্যক তুরস্ক সৈন্য প্রেরিত হইতেছে।

হোবার্ট পাশা গ্রীকদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইয়াছেন।

হঙ্‌কঙ্‌ ১৯ এ জুলাই। ১৮ ই ম্যানিলায় ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া অনেক ক্ষতি করিয়াছে।

রুশিয়া ও চীনে যে যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা বোধ হয় বন্ধ হইল। ষ্ট্যাণ্ডার্ড বলেন, যে চীন সমুদ্রে ইংলণ্ডের যে রণতরী আছে, তাহা বৃদ্ধি করিবার আদেশ হইয়াছে।

লণ্ডন ২১ এ জুলাই। লর্ডস হাউসে পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারি বলিয়াছেন যে সকল জর্ম্মাণ তুরস্কে উচ্চ পদ পাইতেছে, জর্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের উৎসাহ দিতেছেন না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে

জর্ম্মাণি সমবেত রাজপ্রতিনিধিগণের সহিত একত্র হইয়া সকল কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

আয়ারলণ্ডীয় ক্ষতি পূরণ ব্যবস্থা কমন্স হাউসে তৃতীয়বার পঠিত ও বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

বিয়েনা ২০ এ জুলাই। অষ্ট্রীয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের তুরস্কস্থ দূতকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে তাঁহারা বার্লিন কনফরেন্স সভার মতানুযায়ী সকল কার্য্য করিবেন। তুর্কি মণ্টিনিগ্রোর সম্বন্ধে যে মত করিয়াছেন, তদনুসারে সমস্ত কার্য্য হওয়া চাহি। উক্ত গবর্ণমেণ্ট উভয় পক্ষেই যাহাতে বার্লিন সন্ধিপত্রানুযায়ী কার্য্য করেন, তদ্বিষয়ে দূতকে নির্ব্বন্ধ সহকারে চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ জুলাই। দক্ষিণ আফ্রিকার বাসুডোসদিগকে নিরস্ত্র করিবার যে উদ্যম হয়, অনেক স্থানের লোকে তাহাতে বাধা দিতেছে। তাহারা যে শুদ্ধ অস্ত্র ত্যাগ করিতে অসম্মত এরূপ নহে তাহারা অস্ত্রত্যাগী রাজভক্ত বাসুডোসদিগকে আক্রমণ করিতেছে। ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরিত হইতেছে।

ডেলি টেলিগ্রাফ এক টেলিগ্রাফ প্রকাশ করিয়াছেন যে গ্রীকেরা সৈন্য চালনার আজ্ঞা প্রচার করিয়াছে এবং গ্রীস সৈন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার জন্য ফ্রান্স হইতে এক মিলিটরি কমিশন যাইতেছে।

লণ্ডন ২২ এ জুলাই। বাসুটোলাণ্ড নামক স্থানে ইংরাজদিগের যে রেসিডেন্সি আছে, এই মাসের ১৯ এ পর্য্যন্ত তাহা আক্রান্ত হয় নাই।

ভারতবর্ষের যে সমস্ত ব্যক্তি লণ্ডনে আছেন, অদ্য তাঁহারা ভারতবর্ষের দেশীয় সংবাদপত্র ও অস্ত্রবিষয়ক আইন পরিবর্ত্ত করিবার এবং ভারতবর্ষীয়দিগকে সিবিল সর্ব্বিসে প্রবিষ্ট করিবার প্রস্তাব করিয়া ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরি লর্ড হারটিংটনের নিকটে আবেদন করিয়াছিলেন। লর্ড হার্টিংটন তদুত্তরে ঐ আবেদনের অধিকাংশে নিজ সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলেন, পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট যেসকল আইন করিয়া গিয়াছেন, তিনি তাহার সহসা পরিবর্ত্তনে সমর্থ হইতে পারেন না। উক্ত আইনের কার্য্য কিরূপ হইতেছে অগ্রে যত্নপূর্ব্বক দেখা কর্ত্তব্য। তাহার পর যদি আবশ্যক বোধ হয়, রহিত করা হইবে। লর্ড হারটিংটন একথাও কহিয়াছেন লর্ড রিপন বলেন ভারতবর্ষীয় দেশীয়-ভাষা সংক্রান্ত আইনটী সত্বর রহিত করা না হয়। তবে অস্ত্রবিষয়ক আইন এবং ভারতবর্ষীয়দিগের সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ বিষয়ের তিনি বিবেচনা করিবেন।

লণ্ডন ২৩ এ জুলাই। ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি গত রাত্রিতে প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন, ইংলণ্ড আফগান যুদ্ধ ব্যয়ের কতদূর ভারবহন করিবেন, তিনি সোমবারে সে কথা ব্যক্ত করিবেন।

জর্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট এই কথা কহিয়াছেন জেনরল মরিস গ্লাক কনষ্টাণ্টিনোপলে যে পত্র পাঠাইয়াছেন, রাজনীতির সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই।

## সংবাদদাতার পত্র।

### হুগলী।

আমাদিগের এ প্রদেশে ভালরূপ বৃষ্টি না হওয়াতে ধান্য রোপণের অসুবিধা হইয়াছে। এখনও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বারি বর্ষণ হইলেও রোপণ কার্য্যের সুবিধা হইতে পারে। আশানুরূপ বর্ষণ না হওয়াতে শ্রমোপজীবী কৃষকগণ চিন্তিত হইয়া ভবিষ্যতের আশঙ্কা করিতেছে।

ইতিপূর্ব্বে গোলাগড় নিবাসী যে পাগলটা একটা সসত্ত্বা রমণীকে কোদালি দ্বারা হত্যা করিয়াছিল, অদ্যকার দায়রায় তাহার বিচার আরম্ভ হইয়াছে। মকদ্দামার ফল পরে প্রকাশ করিব। আসামী নিম্ন আদালতে জবাব দেয়, উহাকে (ঐ স্ত্রীলোকটীকে) না মারিলে আমার ধর্ম্ম সাধন হয় না। এবং আমিই বা নিপাত হই কি সে। এক্ষণে জজ সাহেবের নিকট কহিয়াছে, আমি ছাগলভ্রমে মরিয়াছিলাম।

সম্প্রতি বীরভূমের গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ ঘোষ মহাশয় হুগলীর কলেজের পঞ্চম শিক্ষক হইয়া আসিয়াছেন। কেদার বাবু নিতান্ত অমায়িক ও শান্তপ্রকৃতি লোক। গণিত বিদ্যায় ও ইংরাজী সাহিত্য শাস্ত্রে ইহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে।

৮ নং ডাউন মেল ট্রেণে পাণ্ডুয়া ষ্টেষণে বরাবর তৃতীয় ও মধ্য শ্রেণীর আরোহিগণকে টিকিট দেওয়া হইত। সম্প্রতি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ঐ ট্রেণে কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহিগণকে টিকিট দিবার বন্দোবস্ত করাতে নিজ পাণ্ডুয়া ও তাহার নিকটবর্ত্তী ইলছোবা মোণ্ডলাই, দাসপুর, সরাই, রুক্মিণী, জামগ্রাম প্রভৃতি চল্লিশ পঞ্চাশ খানি গ্রাম নিবাসী ব্যক্তিগণের পাণ্ডুয়ার ষ্টেষণ হইতে হুগলী, শ্রীরামপুর, হাবড়া ও কলিকাতা যাইবার অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছে। শুদ্ধ ইহাই নহে এতদ্দ্বারা রেলওয়ে কোম্পানীর আয়ও বিলক্ষণ কমিয়া যাইতেছে। ঐ ট্রেণ খানি প্রত্যহ পাণ্ডুয়ায় থামান হয় অথচ তৃতীয় ও মধ্য শ্রেণীর আরোহিগণকে টিকিট দেওয়া হয় না ইহার কারণ কি? হিসাব করিয়া দেখিলে রেলওয়ে কোম্পানীর তৃতীয় ও মধ্য শ্রেণীর আরোহিগণের নিকট হইতে অধিক আয় হয়। আমরা প্রায় প্রতিদিন পাণ্ডুয়া হইতে হুগলীতে বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে গমনাগমন করিয়া থাকি। আমরা জানি কোন কোন দিন ঐ ৮ নং ডাউন মেল ট্রেণে আদৌ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহী হয় না। কেবল তৃতীয় ও মধ্য শ্রেণীর আরোহী হইয়া থাকে। পূর্ব্বের মত গাড়ী সেই দশ মিনিট থামান হইবে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর দুই একজন পাসেঞ্জার যদি থাকে তবে লওয়া হইবে নতুবা গাড়ী অমনি অমনি চলিয়া যাইবে অথচ বহুসংখ্যক তৃতীয় ও মধ্য শ্রেণীর আরোহিগণকে লওয়া হইবে না। রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষের এই নূতন নিয়ম করার তাৎপর্য্য কি? এতদ্দ্বারা প্রতিদিন অতি কম ২০ টাকার হিসাবে ঐ কোম্পানির প্রতি মাসে ছয় শত টাকা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। রেলওয়ে কোম্পানি ব্যবসায়ী দোকানদার, যাহাতে লাভ হয়, সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এক জন সুবর্ণ বণিক এক খান মোহর বিক্রয় করিয়া ।০ আনা লাভ করাতে লাভবান হয় না। বিশ সহস্র মোহর অর্দ্ধ পয়সার হিসাবে লাভ করিয়া লাভবান হয়। আমরা ভরসা করি রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বসাধারণের অসুবিধাকর নিয়মটী রহিত করিয়া পূর্ব্বের মত নিয়ম করিয়া আপনারাও লাভবান হউন।

### মুঙ্গের।

এ বৎসর মুঙ্গের ও জামালপুরে সর্পের প্রাদুর্ভাব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বেশী বোধ হইতেছে। জামালপুরে একটা বাসা হইতে সাত গণ্ডা ডিম্ব ও পোনেরোটা বাচ্চা সাপ বাহির হইয়াছে, ধাড়িটাকে অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই বোধ হয় সে পলায়ন করিয়াছে। ইতি পূর্ব্বেও ঐ স্থানের অপর একটী বাসা হইতে ঐ প্রকার সর্প ডিম্ব ও ১৩ টা সাপ বাহির হইয়াছিল। সম্প্রতি মুঙ্গেরে একটা গর্ভস্থ বালক ও তাহার পিতা এবং মাতার এক সঙ্গে এক রাত্রে সর্পাঘাত হইয়াছে। উহারা স্ত্রী পুরুষে মধ্যে দুইটী ছোট ছোট সন্তান রাখিয়া শয়ন করিয়াছিল। নিদ্রিত অবস্থায় প্রথমে স্ত্রীটির পরে পুরুষটীর সর্পাঘাত হয়। পুরুষটী প্রথমে "কি কামড়াইল" বলিলে স্ত্রীটিও কহে "আমাকে কিসে কামড়াইয়াছে" পরে অল্পক্ষণ কথোপকথনের পর উভয়েই মানবলীলা সম্বরণ করে। ছোট ছোট পুত্র দুইটীকে অসহায় অবস্থায় চিরদুঃখে নিপাতিত করিবার অভিপ্রায়েই হউক বা জলপিণ্ডের স্থল রক্ষার জন্যই হউক শমন আর গ্রহণ করেন নাই। হাসপাতালে পরীক্ষার সময় স্ত্রীলোকটীর পেট চিরিয়া মৃত ছেলে বাহির করা হইয়াছিল।

এখানে এক ব্যক্তি মাতাল হইয়া অন্য মাতালকে এমন প্রহার করিয়াছে যে হাঁসপাতালে লইয়া গিয়া চিকিৎসা করা হইতেছে জীবন রক্ষা হয় কি না সন্দেহ। মদ হইতে আমাদের গবর্ণমেণ্টের অনেক প্রকার আয় হয়। যথা প্রথমতঃ লাইসেন্স দ্বিতীয়তঃ পথে মাতলামী করিলে জরিমানা তৃতীয়তঃ আদালতে মকদ্দমা উঠিলে খরচা ইত্যাদি। কিন্তু সুসভ্য ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের এ কুলাভ পরিত্যাগ করিয়া মাদক দ্রব্য সেবন পদ্ধতি এক কালে রহিত করাই কর্ত্তব্য। যখন এক জন আফিংখোর চীন গবর্ণমেণ্টও প্রজার হিত কামনা বুঝিয়া মাদক দ্রব্য সেবনে চীনেরা অকর্ম্মণ্য হইতেছে জানিয়া ভারতবর্ষ হইতে যাহাতে আফিং আমদানী না হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা পাইতেছে এবং এবিষয় লইয়া যথেষ্ট আন্দোলন ও চলিতেছে তখন আমাদের সভ্যতম গবর্ণমেণ্টের আর উপেক্ষা করা ভাল দেখায় না।

ইতিপূর্ব্বে জামালপুর হইতে মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও বাবু তিনকড়ী দত্ত মহাশয় দ্বয় প্রায় ৫০ জন সংগীত-সুনিপুণ লোক সমভিব্যাহারে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমে মুঙ্গের আর্য্য সভায় উপস্থিত হয়েন এবং অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। উক্ত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ নায়ক ইতিপূর্ব্বে মাদক দ্রব্য পানাদি ও ব্যভিচারাসক্ত ছিল কিন্তু কৈলাস বাবু ও তিনকড়ি বাবুর যত্নে অনেকেই বিশুদ্ধচরিত্র হইতেছে এবং ধর্ম্মচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিতেছে। সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্ম্মভাবোদ্দীপন করিতে পারিলে ব্যভিচারাদি এবং অমিতব্যয়িতা দূর হইবে এবং তাহারা সুখে পরিবারাদি পালন করিয়া জীবনের অন্যান্য কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিবে। জামালপুরের শ্রমজীবিগণের এরূপ সাধু সংস্কার জন্য উক্ত বাবুদ্বয় আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

একটী সামান্য বিষয় লইয়া বার বার তর্ক বিতর্ক করিলে ক্রমে সেটী পরিণামে বিরস হইয়া পড়ে। দেশীয় কমিশনার নিয়োগ সম্বন্ধে আপনার জামালপুরস্থ সংবাদদাতার প্রতিবাদ ক্রমে ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কাল্পনিক বা অসারগর্ভ তিরস্কার বাক্য সত্যকে অসত্য করিতে পারে না। তিনি আমার সংবাদকে মিথ্যা প্রতিপাদন করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বালক্রীড়া মাত্র। তিনি আমার উপদেশ মত দেশীয় কমিশনারগণের নিকট বা প্রকৃত কর্ত্তৃপক্ষীয়ের সমীপে তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া মিউনিসিপাল আফিসের ক্লার্ক বা ওভারসিয়ারকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? তাঁহারা অফিসের কতকগুলি নিয়মিত কার্য্য ভিন্ন ঈদৃশ ব্যাপারের সংবাদ কোথা হইতে দিবেন! কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের দৈনন্দিন তাবদ্ব্যাপারই কি অফিসেই সম্পাদিত হইয়া থাকে? আমরা এখনও বলিতেছি তিনি যদি নিতান্তই নিজ কৌতূহল নিবারণ করিতে চান্‌ তবে আরও একটু উচ্চ স্থানে অন্বেষণ করুন, অবশ্যই সত্যের সঙ্কেত দেখিতে পাইবেন। পদপ্রার্থীর নাম প্রকাশ করি নাই ও করিব না। তিনি বলেন "এখানে যে যে ব্যক্তি হওয়া উচিত ছিল" তাহা আমরা কি রূপে লিখিব, আমরা এক ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের বৃত্তান্ত জানি না, যদি আপনার জামালপুরের সংবাদ দাতার ন্যায় বাকসর্ব্বস্ব হইয়া প্রতিবাদ করিতাম তাহা হইলে তাহা অসম্ভব ছিল না। আমরা ভাবিয়াছিলাম যে এই সামান্য বিষয় লইয়া আর বৃথা আন্দোলন করিব না কিন্তু তাঁহার অযথা-প্রলাপের চিকিৎসার্থ লিখিলাম মাত্র। বারান্তরে আর লিখিতে চাহি না। আমরা ভাইসচেয়ারম্যান মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে তিনি মুঙ্গেরের সংবাদদাতার পরিচয় বা ঠিকানা জানিবার জন্য কাহারও নিকট অনুসন্ধান করেন নাই ও তাঁহার করিবার প্রয়োজন ও নাই। বোধ করি জামালপুরস্থ সংবাদদাতা এই সমাচারটী তাঁহার অন্যান্য অনুসন্ধানের ন্যায় কোন সামান্য অবিশ্বাস্য সূত্রে শুনিয়া থাকিবেন। অথবা যদিও কাহাকে কখন বর্ত্তালাপ ছলে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, তাহাও গূঢ় রহস্য-ভেদ কর্ত্তার পরিচয়ে কৌতূহল নিবারণার্থ মাত্র, বিরুদ্ধ ভাবে নহে।

---

## শান্তিপুর।

এ বৎসর শ্রীপাঠ শান্তিপুরে রথযাত্রা পার্ব্বণটী নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। বড় গোস্বামীপাড়ার প্রাচীন রথখানি আশানুরূপ চলে নাই, কিন্তু হাটখোলা গোস্বামীদিগের বড় রথখানি সোজা ও উল্টা রথের দিন প্রত্যাশানুরূপ চলিয়াছিল। মাহেশের রথের ন্যায় প্রস্তাবিত রথ দুইখানি যেমন বড়, তেমনি অবস্থানুরূপ সমারোহের সহিত প্রতিবৎসর উহার টান হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রথগুলির স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। বড় গোস্বামীদিগের রথখানি অত্যন্ত পুরাতন, এতন্নিবন্ধন সোজা ও উল্টারথের দিন উহা টানিতে কাহারও সাহস হয় নাই। কিন্তু রথতলায় যাত্রী ও দর্শকের সংখ্যা পূর্ব্বানুরূপ হইয়াছিল। হাটখোলা গোস্বামীদিগের রথখানি সুচারুরূপে চলিয়াছিল, এজন্য রথের সম্মুখে লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠে এবং দোকানদারেরা রথো খাদ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিয়াছে। স্থানীয় পুলিষ বিশেষ সতর্কতার সহিত রথের দুইদিন শান্তিরক্ষা করাতে দাঙ্গা, চুরি অথবা অন্য কোন উপদ্রব সংঘটিত হয় নাই। রথের ২।৩ দিন পূর্ব্বে ঘুড়ি উড়াইতে ছাদের উপর হইতে একটী বালক নীচে পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় সাংঘাতিকরূপে আহত হয় নাই। রথের পরদিন আর একটী বালক গাছের উপর ঘুড়ি ধরিতে উঠিয়া পড়িয়া যায়। তন্নিবন্ধন তাহার বামহস্তের হাড় ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে ডাক্তার বিপিনবিহারী মৈত্রেয় তাহা কাটিয়া দিয়াছেন ও প্রতিদিন বিনাবেতনে উহার নিয়মিত চিকিৎসা করিতেছেন। এরূপ জনশ্রুতি যে, উক্ত বালকটী দিন দিন আরোগ্যলাভ করিতেছে। ডাক্তর বিপিনবিহারী অস্ত্রবিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী।

৫ ই শ্রাবণ সোমবার হইতে এখানে স্বাধীন বিচারালয়ের বিচারকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ঐ দিবস বাবু মহেশচন্দ্র রায়, পণ্ডিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্য, ও বাবু মধুসূদন প্রামাণিক বিচারকার্য্যে ব্রতী হন। স্বাধীন বিচারালয়ে কিরূপ প্রণালীতে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহা দেখিবার জন্য আমরা স্বয়ং কাছারীতে গমন করিয়াছিলাম কিন্তু বিচারপ্রণালী দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। ঐ দিবস যে মকদ্দমাটী প্রথম বিচারিত হয়, তাহা যদিও যৎসামান্য, কিন্তু অপরাধী স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়াও অব্যাহতি পাইয়াছে। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট মহাশয়েরা প্রথমতঃ তাঁহাকে অপরাধী স্থির করিয়া দণ্ডদানে সমুদ্যত হইয়াছিলেন, এমন সময় অন্যতম অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট তথায় উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব করিলেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি মকদ্দমার অবস্থা ও আইন অনুসারে কখনই দণ্ডনীয় হইতে পারে না। ঐ ধোঁকায় পড়িয়া সরলচিত্ত প্রস্তাবিত হাকিমেরা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, সুতরাং আসামী বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পাইল। অনন্তর স্বদেশহিতচিকীর্ষু কোন ভদ্র লোক সত্য বিচারের অনুরোধে দণ্ডবিধি আইনের ৩৫২ ধারাটী তন্ন তন্ন করিয়া বিচারপতিদিগকে বুঝাইয়া দিলে তাঁহারা স্বীকার করিলেন যে, তাঁহাদের কৃত বিচারটী অবিচার হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের ছানীবিচার করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া অগত্যা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিলেন না। বাদী ঐ বিচারের প্রতিকূলে আপীল করিবার জন্য রীতিমত রায়ের জাবেদা নকল প্রার্থনা করিয়াছে। ফলতঃ অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট্‌ বাবুরা যে প্রণালীতে বিচারকার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অবিশুদ্ধ ও অসম্পূর্ণ। অতএব তাঁহাদের উচিত যে, ফৌজদারী কার্য্যবিধি দণ্ডবিধি ও সাক্ষীর আইনখানি রীতিমত পাঠ করিয়া বিচারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, এবং বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অথবা ইংরাজীভাষায় মকদ্দমার অবস্থা ও রায়াদি লিখেন, নতুবা তাঁহাদের কৃত বিচারের প্রতিকূলে যথাস্থানে আপীল হইলে বিদ্যাব্রাহ্মণ্য বাহির হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি কুঠিরপাড়ায় বারইয়ারীপূজার ভারি ধুমধাম পড়িয়াছে। পণ্ডিত কালিদাস বিদ্যাবাগীশ বিনা গর্কে পূজার দিন ধার্য্য করেন, এতন্নিবন্ধন প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের পূজায় নৃত্যগীতের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমদিনের পূজায় কতদূর গড়ায় তাহা দেখিয়া পরে লিখিয়া পাঠাইব। এস্থলে বলা বাহুল্য যে, প্রস্তাবিত বারইয়ারী পূজা উপলক্ষে তাঁতীমহলে বলের সহিত চাঁদার টাকা আদায় করা হইয়াছে। কারণ, শ্রীপাঠ শান্তিপুরে ঐরূপ প্রণালী অবলম্বন না করিলে চাঁদা আদায় হয় না। ফলতঃ বারইয়ারীপূজায় ও নৃত্যগীতে স্থানীয় লোকের যেরূপ অচলা ভক্তি, দেশহিতকর কোন বিষয়ে ঐরূপ ভক্তির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইলে সবিশেষ উপকার দর্শে কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে ওসকল বিষয়ে কাহারও অকৃত্রিম ভক্তি নাই।

পোষ্ট আফিসে মণিঅর্ডর প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে লোকের বিলক্ষণ উপকার দর্শিয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টেরও উহাতে বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জ্জন হইতেছে। বর্ত্তমান জুলাইমাসে সব পোষ্ট আফিস শান্তিপুরে অনুমান পাঁচ হাজার টাকার মণিঅর্ডর আসিয়াছে। অবশিষ্ট কয়েকদিনে আরও অনেক টাকার মণিঅর্ডর আসিবার সম্ভাবনা। মণিঅর্ডর প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে সব পোষ্টমাষ্টার বাবুকে দিবানিশি পরিশ্রম করিতে হইতেছে, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহার পরিশ্রমানুরূপ বেতন হয় নাই। ইহাঁর সহকারী একজন ক্লার্ক মাসিক দশটাকা ও ইনি মাসিক ত্রিশ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় সব পোষ্ট মাষ্টরবাবু মাসিক চল্লিশ ও ক্লার্ক বাবু মাসিক কুড়ি টাকা বেতন পাইলে সমুচিত বিচার হয়।

## মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রঘুনাথ দাস মহাপাত্র—সুজাগঞ্জ ১০
" " যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা ৫৷
" " গৌরমোহন নন্দী—চাইবাসা ৭
" " ব্রজনাথ রায়—জব্বলপুর ৫৷
" " ব্রজলাল মিত্র—দিনাজপুর ৭
" " চন্দ্রশেখর সান্যাল—বহরমপুর ৭
" " বেঙ্গল সেক্রেটারি—কলিকাতা ১০
" " মথুরানাথ নাথ—কলিকাতা ৫॥
" " হরিহর ঘোষাল—বিলবাজার ৭
" " ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়—পূর্ণিয়া ৫
" " বিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—দারজিলিং ৭
" " ব্রজেন্দ্রনাথ রায়—জোড়াসাঁকো ৫॥
হরিরপুর—রিডিংক্লব ৫॥

---

### পত্র প্রেরকের প্রতি।

সঙ্কেতের বর্ত্তমান অবস্থা সংক্রান্ত পত্রে কিছু নূতন কথা নাই।

রেলওয়ে সংক্রান্ত পত্র প্রেরক নিজ পত্রে মূল বক্তব্য লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। পত্রখানি আবেদনের রীতিক্রমে বিনীত ভাবে লিখিত হয় নাই।

সংস্কৃতোপাধি পরীক্ষা সংক্রান্ত পত্রখানি অতি দীর্ঘ বলিয়া যে কেবল পরিত্যক্ত হইল এরূপ নয় পত্রপ্রেরকের ছন্দোবন্ধে বুদ্ধি নাই, তাহাতেই তাঁহার বিষম ভ্রম হইয়াছে। অন্যান্য [illegible] অনুবর্ত্তে [illegible] স্বীকার করিয়াছেন।

# প্রেরিত পত্র।

মহাশয়! ২৯ এ আষাঢ়ের সোমপ্রকাশের সংবাদ স্তম্ভে "খ্রীষ্টিয় বান্ধব" পত্র হইতে 'নাস্তিকতা' শীর্ষক প্রস্তাবের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আপনি তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। ফলতঃ ঐ পত্রোল্লিখিত যুক্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তারকাস্তবকের স্রষ্টা স্থির করিতে যাইয়া যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ঈশ্বরের স্রষ্টা (১) কে? যদি এ কথার কোন সদুত্তর না পাওয়া যায়, তবে জগতের অনাদিত্ব স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ। নাস্তিকদিগের অবমাননা করণোদ্দেশ্যে খ্রীষ্টিয় বান্ধব সম্পাদক যে গল্পের অবতারণা করিয়াছেন, নাস্তিকেরা ইচ্ছা করিলে তাহা হইতে অধিকতর সুকৌশলপূর্ণ মনোহর গল্প রচনা করিয়া তাহাতে ধর্ম্মাত্মগণের বিড়ম্বনা করিতে পারেন। মনুষ্যের হস্তে পতিত হইয়া সিংহচিত্রও বিকৃত হইয়াছিল। এ কথা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ইত্যলং।

একান্ত বশংবদ
শ্রীরাজবিহারী দাস।

---

## কালীঘাট হিতসাধিনী সভা।

কিছুদিন গত হইল, এই সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সামাজিক কুরীতি নীতি সংশোধন, সনাতন আর্য্যধর্ম্মের আলোচন, ৺ কালীমায়ের বাটীসম্বন্ধীয় অত্যাচারাদি-নিবারণ এবং অন্যান্য সদনুষ্ঠান করাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। বিগত বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে সভা একটী অতীব প্রীতিপ্রদ কার্য্য করিয়াছেন। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, অনেকে—

গোলাপ জলে, ফুলেল তেলে
তেলা মাথা করেন তেলা!
হলে রুক্ষ মাথা, কেন্ না কথা
চোখ বুজে রন তামাম বেলা!

কিন্তু সুখের বিষয়, হিতসাধিনী এই এক চক্ষু মন্ত্রে দীক্ষিত নন। ঐ দিনে সার্দ্ধ পঞ্চশতাধিক দীন দরিদ্র অনাথগণ সভার প্রযত্নে পরিতোষপূর্ব্বক আহারাদি পাইয়াছিল। এই অনাথ ভোজনের প্রবর্ত্তয়িত্রী অত্রত্য শিবভক্তিপ্রদায়িনী সভাকে এস্থলে অবশ্য অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। হিতসাধিনী নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগত অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয় গণেরই যথোচিত এবং যথাসাধ্য মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। বর্ষদ্বয় হইল, এই সভার জন্ম হইয়াছে, কিন্তু এই স্বল্পকাল মধ্যে সভা অনেকগুলি হিতকর কার্য্য করিয়াছেন। সভার প্রযত্নে কালীবাটীর অত্যাচার বহুল পরিমাণে কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কমিলে কি হইবে!

যেথানে—
এক কাজের হাজার কাজী,
সেথানে—কেউ কারু নয় কথায় রাজি!

এই জন্যই অত্যাচার গুলি কমিয়াও কমিতেছে না। সুকুমারমতি বালক বালিকাগণের শিক্ষার সুবিধার জন্য সভার প্রযত্নে একটী মধ্য শ্রেণী ইংরেজী বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। শিশুগণ এস্থানে স্বল্পব্যয়ে সুন্দররূপ ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতেছে। এতদ্ব্যতীত একটী রীতিমত সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপনের জন্য সভা স্বতঃ পরতঃ চেষ্টিত আছেন, কিন্তু অর্থাভাবে সেটী সম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে না। ভরসা করি, দেশহিতৈষী মহাত্মারা স্বীয় স্বীয় ঔদার্য্য গুণে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য দ্বারা এই শুভ কার্য্যের বিশেষ আনুকূল্য করিবেন। ইতি।

শ্রীপঃ—

---

## গ্রন্থকার ও পত্রিকা সম্পাদক।

গ্রন্থকার ও পত্রিকা সম্পাদক কিরূপ প্রকৃতির ব্যক্তি, তাঁহাদের কার্য্য কি; তাঁহাদের প্রতি কিরূপ আচরণ করা উচিত।

সংসারের প্রকৃতি, মনুষ্য স্বভাব এবং পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হয়, যে গ্রন্থকার ও সম্পাদকগণই সমাজের নায়ক, সর্ব্ব উন্নতির মূল। তাঁহাদেরই অসাধারণ বুদ্ধি ও পরিশ্রমে সমুদয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, মানব সমাজ বর্ত্তমান সভ্য মার্জ্জিত ও উন্নত অবস্থায় উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছে। আদিম অবস্থায়, সংসার অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং মনুষ্য অন্ধভাবাপন্ন ছিল। তখন বিদ্যালোক অতি ক্ষীণ এবং সর্ব্ব বিষয়ক জ্ঞান ও ভাব স্থূল, অগভীর ও অপ্রশস্ত ছিল। তখন লোকের মন অতি নীচ এবং শাসন প্রণালী নিকৃষ্ট ছিল। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে স্বাভাবিক অনুরাগ বিশিষ্ট বিশেষ মনুষ্য সৃষ্ট হইতেছেন। প্রথম হইতেই এক এক বিষয়ে বিশেষ অনুরক্ত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া, ক্রমশ সূক্ষ্ম বিশদ ও উজ্জ্বলরূপে তাহা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারাই গ্রন্থকার এবং তাঁহাদেরই অসামান্য গুণে ও যত্নে, মনুষ্য পুরাতন, অন্ধ, অসভ্য অবস্থা হইতে বর্ত্তমান সভ্য ও সজ্ঞান অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে। শিক্ষিত কৃতবিদ্য মাত্রেই তাহাদের জীবন ও কার্য্য অবগত আছেন এবং এক এক বিষয়ে কত সময় ও পরিশ্রম অর্পিত হইয়াছে, ভাবিয়া চমৎকৃত হয়েন। আর্য্য ঋষি এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পরম্পরা ক্রমে, ধর্ম্মচিন্তা ও পদার্থ তত্ত্বে সমগ্র জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। সকল দেশেই এইরূপ লোক নিযুক্ত আছেন এবং জগতের অভ্যন্তর ও মনুষ্যের অন্তঃকরণ হইতে, নানা রত্ন আবিষ্কার ও সংগ্রহ করিয়া সমাজের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি এবং ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল ও মনুষ্যের বুদ্ধি শক্তি প্রকাশ করিতেছেন। এক মাত্র সমাজের উন্নতি ও জগতের শান্তির নিমিত্ত তাঁহারা দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছেন এবং দিন দিন নূতন সত্য ও মূল তত্ত্ব প্রকাশ করতঃ মনোবিজ্ঞান, শারীর বিদ্যা, পদার্থ তত্ত্ব, শিল্পবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, প্রাণিবিদ্যা, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি রাজনীতি, এবং সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস, গণিত, জ্যোতিষ, চিত্র, সঙ্গীত, প্রভৃতি শাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতেছেন। তাঁহাদের প্রশান্ত নিঃস্বার্থ ভাব, উদার বিনম্র প্রকৃতি, বিশুদ্ধ দয়ালু চিত্ত, সবল সাধু আচরণ, অসীম মানসিক শক্তি এবং অসামান্য ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় চিন্তা করিলে হৃদয় শীতল এবং যুগপৎ আনন্দ, বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতা রসে প্লাবিত হয়। তাঁহারাই যথার্থ যশ ও প্রশংসার পাত্র; দেশের গৌরব ও উপকার-কারণ তাঁহাদিগকে অসংখ্য ধন্য ও সাধুবাদ।

যথার্থ গ্রন্থকার উল্লিখিত বিষয় সকলের কোন একটী লইয়া সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকেন, তৎসম্বন্ধে সূক্ষ্ম ও গভীর রূপে চতুর্দ্দিক বিবেচনা করেন এবং সময়ের গতি ও সাধারণের অবস্থানুসারে নূতন সংযোগ ও পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রন্থের আকারে তাহা জনসমাজে প্রচার করেন। ইহাই তাঁহাদের কার্য্য এবং এক মাত্র ব্রত। এ নিমিত্ত তাঁহারা আন্তরিক অনুরাগ, অনুভব করেন এবং যতদূর সাধ্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

প্রথমতঃ তাঁহারা ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে যে

---

(১) খ্রীষ্টিয় বান্ধব পত্র যে উপায় অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর সত্তা সপ্রমাণ করিয়াছেন, বোধ হয় এমন সুন্দর উপায় আর হয় না। আমরা যে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি, ইহার এক জন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, ইহা স্থির হইলেই হইল। সেই সৃষ্টিকর্ত্তার কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন কি না? তাহার অনুসন্ধানে আমাদের প্রয়োজন নাই। যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি আমাদের অনুসন্ধান-যোগ্য এত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন যে আমরা সেই সেই সৃষ্ট পদার্থের স্বরূপ গুণ ক্রিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য সৃষ্টির ফল প্রভৃতিই স্থির করিয়া উঠিতে পারি না, আর আমরা সেই সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকর্ত্তা কে? তাহা যে স্থির করিয়া উঠিব ইহা কি সম্ভাবিত হয়? আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ম্ভু অথবা অপরের সৃষ্ট, তাহার অনুসন্ধানে ও তাহার বিচারে কি আমাদের অধিকার আছে? রাজবিহারি বাবু! এ স্থলে তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, যে বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার আমাদের অধিকার আছে, আমরা তাহারই কি সম্পূর্ণ অনুসন্ধান রাখি? ভাল রাজবিহারি বাবু! বল দেখি, তোমার ষষ্ঠ পুরুষের পিতার নাম কি? স।

বিষয়ে লিখিতে বা মত প্রকাশ করিতে অভিলাষ করেন, তাহার ভিতরে সম্পূর্ণরূপে প্রবিষ্ট হয়েন এবং তদ্বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান লাভ করিয়া সুন্দররূপে তাহা আয়ত্ত করেন। এ নিমিত্ত বিশেষ মনোযোগের সহিত তাঁহারা সমস্ত পূর্ব্বতন পুস্তক অধ্যয়ন করেন। অনেকে অসার অসঙ্গত মনে করিয়া পুরাতন পুস্তকে ঘৃণা প্রকাশ করেন এবং কেবল বর্ত্তমান সময়েরই কর্ত্তব্য অনুশীলন করেন. কিন্তু ধীর ও চিন্তাশীল লেখক কিছুই অবহেলা করিতে পারেন না। তাঁহারা সকল সময়ের পুস্তক দর্শন করেন, নিতান্ত বস্তুহীন ও অশ্রদ্ধেয় না হইলে সমস্ত পাঠ করেন এবং বহু উপকার লাভ করিয়া থাকেন। যিনি যত কেন প্রতিভাসম্পন্ন হউন না, অগ্রবর্ত্তী গ্রন্থকারদিগের সাহায্য লইতেই হইবে। দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া বহু যত্নে বহু বৎসরে যিনি একটী নৈতিক বা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন, অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন প্রগাঢ় চিন্তাশীল এবং প্রকৃতি দত্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেও উপযুক্তরূপে শিক্ষিত না হইলে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারদিগের সাহায্য না লইলে কখনই সমস্ত জীবনে তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন না। আবিষ্কারক ও সংস্কারকদিগের সমস্ত পূর্ব্বতন পুস্তক অধ্যয়ন করা এবং রীতি নীতি অবগত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বিশিষ্টরূপে অনুভব করেন। তাঁহাদের গ্রন্থ সাহিত্য সংসারে একটী নূতন সৃষ্টি হইবে কি না, তাহা বিশেষ প্রয়োজন সাধন, অভাব পূরণ এবং ভ্রম শোধন করিতে পারিবেক কি না, এ বিষয়ে তাঁহারা উত্তমরূপে বিবেচনা করেন। কোন প্রকারে সমাজের উপকার এবং পাঠকবর্গের উন্নতি ও তৃপ্তি সাধিত ও বিবিধ রস উদ্দীপিত হয় না, এরূপ অসার ও অনাবশ্যক পুস্তকে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহারা কখন সাধারণের উপহাসাস্পদ হন না।

তৃতীয়তঃ, তাঁহারা ভাষার উপর পূর্ণ অধিকার লাভ করেন; এবং রচনার প্রীতিকারিতা বিষয়ে বিশেষ সাবধান হয়েন। এ জন্য তাঁহারা ভাষার সহিত অধিক সম্বন্ধ রাখেন এবং সর্ব্বদা বিশুদ্ধ ও উন্নত প্রকৃতির পুস্তক ও পত্রিকা পাঠ করেন। প্রচুর শব্দ এবং ভাষার অধিকারী হইয়া তাঁহারা অতি সহজে ও আনন্দের সহিত লিখিয়া থাকেন এবং পাঠকবর্গও আনন্দের সহিত তাঁহাদের লেখা পাঠ করেন।

সকল বিষয়েরই ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে, পরিশ্রম সহজ ও অল্প হইয়াছে। কোন কর্ম্ম সাধন করিতে পূর্ব্বে যত পরিশ্রম আবশ্যক হইত এবং তাহা যেরূপ কঠিন বোধ হইত, শিক্ষা ও বিবেচনার উৎকর্ষে এক্ষণে তাহাতে তত পরিশ্রম আবশ্যক করে না। পরিশ্রমও সেরূপ কঠিন বোধ হয় না এবং কর্ম্মও অধিকতর সুন্দররূপে সম্পাদিত হয়। লেখার সম্বন্ধেও এইরূপ হইয়াছে। সুশিক্ষিত ও সারবান্ লেখক কখন অলিক ও অনাবশ্যক কথা লিখেন না। দীর্ঘ সমাসযুক্ত ও অপ্রসিদ্ধ শব্দের ও বাক্যের আদর করেন না। তাঁহাদের কার্য্য অভিপ্রেত বিষয়ের আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব নিরূপণ করা এবং পরিস্কার চিত্র অঙ্কিত করিয়া সাধারণের সম্মুখে তাহা স্থাপন করা, তাঁহাদের কার্য্য সাধারণের মনে প্রবেশ ও হৃদয় অনুভব করা, এবং যাহাতে তাহারা আকৃষ্ট ও পরিতৃপ্ত হয়, তদনুরূপ বর্ণনা করা। বহু সময় ও পরিশ্রমে অসার নীরস ও কুৎসিত দ্রব্যে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া পাঠকবর্গের বিরক্তি উৎপাদন করা তাঁহাদের কার্য্য নহে। তাঁহারা প্রায় অল্প লিখেন কিন্তু ভাব অধিকতর সুন্দর ও পরিস্কৃত রূপে প্রকাশ করেন এবং সর্ব্বদা প্রকৃতির অনুবর্ত্তী থাকেন। তাঁহাদের আগ্রহপূর্ণ তেজোময় রচনা হইতে অগ্নি নির্গত হইতে থাকে; তাহা একবারেই পাঠকের হৃদয়ে প্রবেশ করে, এবং শিরায় শিরায় ভ্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে কম্পিত ও উত্তেজিত করে। অঙ্গ সৌষ্ঠব, বল প্রয়োগাদি কারণে, কোন কোন স্থলে বহুল বর্ণনা আবশ্যক হইতে পারে, কবি সাধারণের মনোরঞ্জন নিমিত্ত যতদূর সাধ্য আপন অমূল্য গ্রন্থ পবিত্র রত্নে ভূষিত করিতে পারেন এবং অমৃতময় চির প্রফুল্ল কুসুম সংগ্রহ পূর্ব্বক শোভন মালা রচিত করিয়া পাঠকবর্গকে সম্ভোগ করিতে দিতে পারেন, কিন্তু সাধারণতঃ গ্রন্থের ভাষা যত সরল ও প্রাঞ্জল এবং বর্ণনা অল্প পরিষ্কার ও অন্তঃস্পর্শী হয়, ততই সুন্দর। এমন অনেক পুস্তক আছে এবং তাহাতে এরূপ বিষয় লিখিত আছে, যাহা দশ গুণ সুন্দররূপে বর্ণিত হইতে পারিত এবং পাঠকবর্গেরও তত বিরক্তিকর হইত না।

চতুর্থতঃ, তাঁহারা অভিপ্রেত সিদ্ধির নিমিত্ত প্রচুর সময় অর্পণ করেন, এবং সর্ব্বদা তদ্গতচিত্ত থাকেন। নূতন ভাব সৃজন পূর্ব্বক মূল গ্রন্থ রচনা করা, বহু আয়াস সাধ্য। অন্য কর্ম্মের সহিত বরং আর এক কর্ম্ম সাধিত হইতে পারে কিন্তু এই কর্ম্মের সহিত অন্য কোন কর্ম্ম সাধিত হইতে পারে না। অন্য বিষয়ে রূপণতা ও সত্বরতা সম্ভব কিন্তু এ বিষয়ে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাঁহারা কখন অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত থাকেন না, যতক্ষণে ও যেরূপে ইচ্ছা গ্রন্থ লিখিতে পারেন। দুই বিষয়ে কখন অভিনিবিষ্ট হওয়া যায় না। অভিনিবিষ্ট না হইলে কেহ কোন বিষয়ে সম্যক অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও ফল লাভ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ জ্ঞান রত্নাসমুদ্র যখন পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এবং তাহা পার হইবার নিমিত্ত তীরস্থিত উপলখণ্ড সংগৃহীত হইতেছে মাত্র, তখন হিতৈষী বিদ্যারসজ্ঞ ব্যক্তি, তাহার কোন অংশে নিযুক্ত থাকিয়া, কখন তাহাতে শিথিলযত্ন হন না, শক্তি থাকিতে কখন তাহা পরিত্যাগ করেন না। তাঁহারা ধীরে ধীরে চেষ্টা করেন, উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করেন, সর্ব্বদা অধ্যয়ন, চিন্তন এবং আবশ্যক হইলে পর্য্যটনাদি কর্ম্মে রত থাকেন, এবং যতদূর পারেন অগ্রসর হয়েন। সমস্ত উচ্চ ও সারবান্ গ্রন্থ এইরূপে রচিত হইয়াছে। কি বিজ্ঞানবিৎ কি ধর্ম্ম ব্যবস্থাপক, কি রাজনীতিজ্ঞ কি কাব্য সাহিত্যকার, সকলেই এইরূপে আপন আপন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং সময় এইরূপে যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কেবল অধ্যাপনা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে পারেন, যাহার যে বিষয়ে অনুরাগ তিনি সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা কখন স্বাধীনতা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী তাঁহাদের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাঁহাদিগকে এই পরম-সুখ জনক, মঙ্গলকর কর্ম্ম হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে। এক্ষণের শিক্ষকগণ কখন স্থির চিত্তে বহুক্ষণ চিন্তা করিতে পারেন না। ক্রমাগত ১০ টা হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া তাঁহারা এরূপ ক্লান্ত হয়েন যে তাঁহাদের অন্য কোন কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা থাকে না। দীর্ঘ মধ্যাহ্ন পরিশ্রম নিমিত্ত তাহাদের পূর্ব্বাহ্ন অপরাহ্ণ উভয় কাল বিনষ্ট হয়।

শুনিতে পাওয়া যায়, অমুক ব্যবসায়ী ও রাজকর্ম্মচারী অমুক গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের গ্রন্থ বহু সময় ও চিন্তা সম্পাদিত নহে। তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থকার। অন্য ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া, কিম্বা কোন পুস্তক অবলম্বন করিয়া তাঁহারা অতি প্রয়োজনীয় পুস্তক লিখিয়া থাকেন বটে; কিন্তু সমুদয় সময় অর্পণ করিলে এবং সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত নিযুক্ত থাকিলে, তাঁহারা অনেক সুন্দর পুস্তক লিখিতে এবং সাধারণের বহু উপকার সাধন করিতে পারেন। নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকাতে অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং মানসিক পীড়া নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা রুগ্ন অবস্থায় থাকিতে হয় না। যখন এক দিন এই অসার দেহের পতন হইবে, সংসারের সুখ সম্পত্তি পড়িয়া থাকিবে, যদি এই দেহ দ্বারা স্বজাতির স্থায়ী উপকার সাধন এবং তন্নিমিত্ত চির বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারা যায়, আর কোন রূপে জীবিকা নির্ব্বাহিত হয়, তবে ক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখের জন্য, তাহা না করা ও অক্ষয়কীর্ত্তি না রাখা, নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম সন্দেহ নাই।

অনেক স্থলে দেখা যায়, গ্রন্থকার ও সম্পাদক গ্রন্থ রচনা এবং পত্রিকা সম্পাদন করিতেছেন, কিন্তু অর্দ্ধেক সময় ক্রীড়া ও হাস্যালাপে যাপন করেন। ইহা অতি ভ্রমনা এবং এ নিমিত্ত যে তাঁহারা উপহাসাস্পদ ও বিফলশ্রম হন, আশ্চর্য্য নহে। বস্তুতঃ তাহাদের নামের ব্যক্তি কখন হাস্যালাপে সময় নষ্ট করেন না, এক দণ্ডের নিমিত্ত পুস্তক ও কাগজ ছাড়া থাকেন না। তাঁহারা কখন অধিক কথা বলেন না, বহু লোকের মধ্যে থাকিতে ইচ্ছা করেন না। আমরা তাঁহাদিগকে অরসিক বা কুরসিক বলিতেছি না বরং তাঁহারা রস অধিক বুঝেন ও অনুভব করেন। কিন্তু তাঁহারা কখন লঘু আচরণ করেন না, যাহা অনুষ্ঠান ভাল বাসেন না এবং নিকৃষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তিদিগের ন্যায় বৃথা সময় নষ্ট করিতে পারেন না। বহু জনের মধ্যে থাকিতে বা হাস্যালাপে প্রবৃত্ত হইতে হইলে তাঁহারা অস্থির হয়েন, দারুণ যন্ত্রণা বোধ করেন এবং তাহাদের হইতে অন্তর হইলে সুস্থচিত্ত হয়েন এবং শান্তিসুখ অনুভব করেন। যাঁহারা একাকী থাকিতে ভাল বাসেন না, যাহাঁরা নির্জ্জনে অধ্যয়ন ও চিন্তা করিবার নিমিত্ত আগ্রহ বোধ করেন না এবং ক্রমাগত ৮। ১০ ঘণ্টা কাল একাগ্র চিত্তে পরিশ্রম করিতে সমর্থ হন না; তাঁহারা সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হইয়া, এবং সর্ব্বপ্রকার সংসার চর্চ্চা ও প্রলোভন হইতে দূরে থাকিয়া, একমাত্র সাধারণের মঙ্গল কামনায় সমুদয় সময় ব্যয় ও মনোনিবেশ করিতে পারেন না। যাহাঁদের অন্য কর্ম্ম করিতে বা অন্য বিষয়ে মনোযোগ দিতে আন্তরিক বিরক্তি ও কষ্ট বোধ হয়, তাঁহাদের মূল গ্রন্থ লিখিবার কোন অধিকার নাই।

পঞ্চমতঃ তাঁহারা কখন সংসারে আসক্ত ও ইন্দ্রিয় সুখের বশীভূত হন না এবং যতদুর পারেন অল্প ব্যয়ে সহজ দ্রব্যে জীবন যাপন করেন। সুশিক্ষিত ও জ্ঞানবান ব্যক্তি কখন ব্যয় বৃদ্ধি করেন না, ভোগ বিলাসের নিকট যান না এবং যতদুর পারেন অভাব লাঘব করিয়া সংসারের শোক দুঃখ হইতে দূরে থাকেন এবং সকল বিষয়ে পূর্ণমনোরথ হয়েন। যাহা ভক্ষণে, আলস্য উৎপাদন করে মনঃসংযোগে ব্যাঘাত জন্মে, তাঁহারা কখন এরূপ কর্ম্ম করেন না। শুনা যায় অমুক গ্রন্থকার ও সম্পাদকের মাসিক ব্যয় পাঁচ শত টাকা। তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ, মৎস্য, মাংস, ও মিষ্টান্নে প্রতিদিন পাঁচ টাকা খরচ হয়, দশ জন ভৃত্য পরিচর্য্যা করে, এক হাত উচ্চ গদির উপর শয়ন হয়, সমস্ত রাত্রি চাকর পাখা টানে। কি আশ্চর্য্য! তাঁহাদের প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নহে বটে, কিন্তু তাঁহারা কিছুমাত্র লজ্জিত হন না এক বারও ভাবিয়া দেখেন না যে তাঁহারা কি সাহসে কি বলে, এবং কি আশয়ে, এই গুরুতর কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন? যাহাদের অধিকাংশ সময় ভোগ্য দ্রব্যের উদ্যোগে এবং আহারেই যাপিত হয়, অত্যন্ত উষ্ণতা ও গুরুত্ব নিবন্ধন যাহাদের আহার সমস্ত দিনেও জীর্ণ হয় না, বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত নিদ্রা ভাঙ্গে না, পাক যন্ত্রের বিকার এবং উদরের পীড়ায় যাঁহারা দিবা রাত্রি অস্থির থাকেন, শয্যায় গড়াগড়ি দেন, অত্যন্ত স্থূলতা বা ক্ষীণতা প্রযুক্ত যাহাদের শরীর অকর্ম্মণ্য এবং মন জড়তা প্রাপ্ত হয়, পাঠকগণ বিবেচনা করুন, তাঁহাদিগের কি পদার্থ আছে এবং তাহাদের হইতে কতদুর আশা করা যাইতে পারে? শরীর লঘু ও নির্ম্মল না থাকিলে, মন কখন সুস্থ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকিতে পারে না। তৈলময় ঘৃতময় মসলাময় আহারে শরীর কখন লঘু ও সুস্থ থাকে না, মন পূর্ণ শক্তি ও স্ফূর্ত্তির সহিত কর্ম্ম করিতে পারে না, বরং দিনে দিনে অক্ষম অলস ও অবশ হইতে থাকে। চিন্তাই যাহাদের একমাত্র কার্য্য প্রকৃতির অনুসন্ধান এবং সত্য নিরূপণই যাঁহাদের এক মাত্র ব্রত, এবং জ্ঞান মহাসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া নানা দেশ পরি দর্শন করা এবং বিবিধ যত্ন সহকারে সমাজ ও সংসারের শোভা বর্দ্ধন করাই যাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, বস্তুতঃ তাঁহারা কখন দুই বেলা দুই পুরা চাউল এবং কেবল লবণ মরিচের সহিত সিদ্ধ আধ পুরা চাউল বা আলু কিম্বা এইরূপ অন্য কোন লঘু দ্রব্য অধিক ভক্ষণ করিতে পারেন না। তাঁহারা এরূপ দ্রব্য ব্যবহার করেন, যাহার কারণ অর্থের নিমিত্ত ব্যাকুল হইতে হয় না, কোন প্রকারে সন্তোষ ও শান্তির বিঘ্ন জন্মিতে পারে না। তাঁহারা এরূপ দ্রব্য আহার করেন, যাহা দুই ঘণ্টায় জীর্ণ হয়, ৫।৬ ঘণ্টার অধিক নিদ্রায় থাকিতে দেয় না, অথচ প্রচুর রক্ত উৎপাদন এবং শরীরের ক্ষয় পূরণ করে এবং বাধ্য হইয়া পরিশ্রম অবলম্বন করিতে হয়। তাঁহারা এরূপ শয্যায় শয়ন করেন, যাহা নিদ্রাভঙ্গের পর শয়নে থাকিতে দেয় না এবং বাধ্য হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়। ইতিহাস এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ প্রদান করে। কি হিন্দু, কি পারসীক কি গ্রীক, কি অন্যান্য জাতীয় উচ্চশ্রেণীর ভাবুক ও গ্রন্থকার সকলেই এইরূপে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত গরিব ছিলেন। সামান্য দ্রব্য আহার ও সামান্য সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ অমূল্য রত্নের আকর এবং হৃদয় মণিমাণিক্যে পরিশোভিত ছিল। বাহ্য আড়ম্বর এবং সংসারের উৎসব মুহূর্ত্তে বিনষ্ট হয় কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ পবিত্র স্বর্গীয় আনন্দের চির নিকেতন ছিল। তাঁহাদের হৃদয়ের শোভা ও সৌন্দর্য্য দিন দিন নূতন ও উজ্জ্বলতর প্রভায় অনন্তকাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মূর্খের তাহা অনুভব করিবার অধিকার নাই। কিন্তু গুণিগণ তাহা দর্শন ও অনুভব করেন এবং অন্তরের সহিত তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকেন।

গ্রন্থকার ও সম্পাদকগণ উল্লিখিত বিষয় গুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগী থাকেন। গ্রন্থকার জ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্তই অধিক চেষ্টা করেন। তিনি যে বিষয়ে অভিলিপ্ত আছেন, তদ্বিষয়ক গ্রন্থ সমূহ তাঁহার সময়ের উপযুক্ত কি না, প্রয়োজনীয় বিষয় বিস্তৃত ও পরিষ্কৃত রূপে বিবৃত করে কি না, দর্শনা ও ব্যাখ্যার দোষ নিমিত্ত তাহাদের নূতন সংস্করণ আবশ্যক কি না, অন্য ভাষার গ্রন্থ অপেক্ষা তাহা কোন্ বিষয়ে নিকৃষ্ট, ইত্যাদি বিষয় তাঁহারা অতি সূক্ষ্ম রূপে বিবেচনা করেন এবং যত পারেন নূতন যোগ অসার পরিত্যাগ ভ্রম সংশোধন এবং অভাব পূরণ করিয়া তাহার উন্নতি সাধন করেন। সম্পাদকের কার্য্য কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। সামাজিক রীতি নীতি দেশীয় শাসন প্রণালী এবং রাজপুরুষদিগের আচরণের দিকেই তাঁহাদের অধিক দৃষ্টি। দেশের অভাব এবং সমাজের দোষ বিষয়েই তাঁহারা সর্ব্বদা মনোযোগী। পুরাতন অপ্রকৃত কুসংস্কারাদির মূল ছেদন করিয়া, তাহাদের স্থানে বিশুদ্ধ, ন্যায়ানুগত ও যুক্তি যুক্ত রীতি নীতি স্থাপন করা, সাধারণের সুখ সমৃদ্ধি নিমিত্ত কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি দেশের হিতকর কর্ম্মের জন্য কি কি অনুষ্ঠান আবশ্যক, তাহা পর্য্যালোচনা করা, রাজপুরুষদিগকে তাহা জ্ঞাত করিয়া পথ প্রদর্শন করা, তাঁহাদের দোষের উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে সতর্ক করা, অত্যাচার হইতে দূরে রাখা ইত্যাদি বিষয়েই তাঁহারা সমুদয় সময় যাপন করেন। ফলতঃ কি কারণে এক দেশের উন্নতি এবং অন্যের অধোগতি হয়, এক জাতি শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক উৎকর্ষ সম্ভোগ করে, অন্যকে তাহার বিপরীত ফল ভোগ করিতে হয়, একজাতি সহস্র যোজন দূরে আধিপত্য করে, অন্যে তাহাদের দাসত্বে নিযুক্ত হয়, এক জাতি এক মুষ্টি অন্নের জন্য উদরের জ্বালায় অস্থির থাকে, অন্যে তাহাদেরই পরিশ্রমোৎপন্ন লক্ষ লক্ষ মুদ্রা বৃথা আড়ম্বর এবং ভোগ বিলাসে অপব্যয় করে ইত্যাদি চিন্তায় তাঁহারা দিবানিশি নিমগ্ন থাকেন এবং সমাজ, ধর্ম্ম, অর্থ ও রাজকর্ম্ম ঘটিত দেশের একটী অতি স্বচ্ছ ও প্রশস্ত দর্পণ সাধারণের সম্মুখে ধারণ করেন। ইহা সামান্য পরিশ্রম এবং সামান্য চেষ্টার কর্ম্ম নহে। স্বাধীনতাপ্রিয় স্বজাতিবৎসল দেশহিতৈষিমাত্রেই তাঁহাদিগকে আন্তরিক ভক্তি করেন, এবং অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাঁহাদের পত্রিকা পাঠ করেন।

তাহাদের প্রতি কিরূপ আচরণ করা উচিত। এবিষয়ে অধিক বলা অনাবশ্যক। তাহারা সাধারণের কেমন শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র, সাহায্য ও উৎসাহ দানের যোগ্য, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। যাঁহাদের যত্নে ও চেষ্টায় কোটি কোটি মনুষ্য চক্ষুর্দান পাইয়াছেন এবং প্রকৃত মনুষ্যের অবস্থায় বাস করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাঁহারা জ্ঞান ও ধর্ম্মের নানা প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি করিয়া সুখভোগ এবং শান্তি ও মুক্তি লাভের শত শত উপায় ও উপকরণ প্রকাশ করিয়াছেন, যাঁহারা না জন্মিলে মনুষ্য পশু রহিত, এবং কেবল বন্য পার্ব্বতীয় সাঁওতালদিগের ন্যায় অজ্ঞান অসভ্য অবস্থায় কালযাপন করিত, কে এমন অধম আছে যে, তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা ভক্তি না করে, শক্তি থাকিতে উৎসাহ ও সাহায্য না দেয়, যাঁহারা কাব্য ও সাহিত্যের অমৃতময় ফল সম্ভোগ করিয়াছেন; যাহারা বিজ্ঞান এবং নীতি শাস্ত্রের অসাধারণ অনুশীলনে, জল বায়ু, অগ্নি, বাষ্প, তড়িৎ হইতে যে সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, এবং শান্তি ও মঙ্গলের প্রসূতি স্বরূপ যে সমস্ত সুধাময় উপদেশপূর্ণ ধর্ম্ম পুস্তক প্রচারিত হইতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখেন এবং অনুভব করেন, তাঁহারাই জানেন তাহাদের আবিষ্কর্ত্তা ও নির্ম্মাণকর্ত্তা মহানুভবগণ কেমন অলৌকিক ক্ষমতা ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি, তাঁহারা মনুষ্যের কত উপকার সাধন করিয়াছেন, তাঁহারা কেমন মান্য ও পূজ্য এবং তাঁহাদিগকে কত প্রকারে সম্মান ও ভক্তি করিতে হয়। ফলতঃ দেশের দুরবস্থা এবং জাতীয় অবনতির যত প্রকার কুলক্ষণ আছে, বিদ্বান ও গুণী ব্যক্তিদিগকে যথোচিত সম্মান না করা, উৎসাহ না দেওয়া তাহাদের সর্ব্বপ্রধান। যে দেশে মানির মান এবং গুণির গুণের প্রশংসা নাই, যে দেশে ভাল মন্দ বিচার, ন্যায় অন্যায় প্রভেদ, এবং সত্যধর্ম্মের আধিপত্য নাই, সে দেশ বাসের অযোগ্য; রাক্ষসেও সেখানে থাকিতে ঘৃণা বোধ করে।

যাহারা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশ পর্য্যটন এবং তাহার ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, একমাত্র শিক্ষার উন্নতি হইতে যে জাতীয় উন্নতি হয় এবং সভ্য দেশ মাত্রেই সুধীগণ বিশেষরূপে যে সম্মানিত ও উৎসাহিত হইয়া প্রাধান্য ভোগ করেন তাঁহারা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অতি প্রাচীন কালে আমাদের মাতৃভূমি প্রিয় ভারত ভূমি, সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরূঢ় ছিল। কি বিদ্যানুশীলন কি শাস্ত্রালোচনা কি শাসন কৌশল সকল বিষয়েই আর্য্য হিন্দুগণ অসাধারণ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং মুনি, ঋষিগণ দেব তুল্য ব্যবহৃত হইতেন। তাঁহাদিগকে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদত্ত হইত। সাধারণের কথা দূরে থাকুক প্রবল প্রতাপ নরপতিও তাঁহাদিগকে দেখিয়া সিংহাসন হইতে উত্থিত হইতেন এবং প্রণত হইয়া অভিবাদন করিতেন এবং আশার অধিক ধন দিতেন। ইহা অপেক্ষা অধিক সম্মান ও উৎসাহ দান আর কি হইতে পারে সংস্কৃত গ্রন্থরত্ন সকল ইহারই অমৃতময় ফল এবং এই নিমিত্তই আর্য্যঋষি ও উপাধ্যায়গণ সংসার চিন্তা বিহীন হইয়া, অনন্য মনো সকল বিষয়েই রাশি রাশি অমূল্য ও অপার্থিব পুস্তক প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন সে দিন নাই, সে রীতি নাই, সে বিদ্যানুরাগিতা ও উৎসাহ নাই। তখন সংসারাসক্তি ও বিলাসপ্রিয়তা, অতি জঘন্য এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মই জীবনের সার বিবেচিত হইত। এখন ইন্দ্রিয় সুখ ও ভোগ বিলাসই মনুষ্য জন্মের প্রধান উদ্দেশ্য এবং জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিড়ম্বনা মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহারা সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ পদস্থ, তাহারা বিষয় মত্ত ও ইন্দ্রিয় সুখের বশীভূত, যাহারা ব্যবসায়ী তাহারা দিবারাত্রি ব্যবসায়ে ব্যস্ত, তাহাদের সমস্ত দেহ ও মন, কেবল অর্থোপার্জ্জনেই সমর্পিত। যাহারা বেতনভোগী, তাহাদের বৃথা অভিমান রক্ষা এবং বিলাতি সভ্যতা ও আসবাবেই বার আনা বেতন ব্যয়িত, ইহা নাই, তাহা নাই, ইহার ধার তাহার ধার, এই লইয়াই সর্ব্বদা আকুলিত, অবশিষ্ট সকলেই মূর্খ নিরন্ন ও ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বিদ্যাচর্চ্চা, কর্ত্তব্য চিন্তা এবং পুস্তক ও পত্রিকা পাঠ করিবার কাহারও অবসর নাই, ইচ্ছা নাই, শক্তি নাই। ফলতঃ সর্ব্বতোভাবে শিক্ষার উন্নতি হয়, বিদ্বান ও গুণবান উৎসাহ পায়, ছোট বড় দীন দরিদ্র সকলেই শিক্ষা লাভ করে, জ্ঞানের প্রবল আলোকে তাহাদের ভ্রমান্ধতা দূরীভূত হয়, তাহারা আপনাদের অবস্থা, পূর্ব্ব পুরুষদিগের অবস্থা এবং অন্যান্য সভ্য উন্নত জাতিদিগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রকৃত মনুষ্যরূপে অবস্থিতি করে এবং এ নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার বিশুদ্ধগ্রন্থ ও সংবাদ পত্রের বহুল প্রচার যে এক মাত্র প্রয়োজনীয়, এক দণ্ডের নিমিত্ত কেহই তাহা চিন্তা করে না। প্রকৃত দেশহিতৈষী ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সমক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় ও হৃদয় বিদারক ঘটনা আর কি হইতে পারে? সত্যবটে অনেক অসার ব্যক্তি যশ ও অর্থের লোভে জ্ঞান ও ধর্ম্মের ভাণ করিয়া অসার পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ করেন, কিন্তু বাস্তবিক অনেক সারবান ও প্রতিভাশালী লেখক উৎসাহাভাবে অত্যন্ত দুঃখিত ও বিষণ্ণভাবে অবস্থিতি করিতেছেন এবং অনেক সুযোগ্য সম্পাদক, সাহায্য না পাইয়া পত্রিকা বন্ধ করিতে বাধ্য হইতেছেন। যাহারা সমাজের ভিতরের সংবাদ রাখেন, এবং তাহার লাভালাভে, আপনাদের লাভালাভ মনে করেন, তাঁহারা ইহা অবগত আছেন এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের অবমাননা ও কর্ত্তৃপুরুষদিগের অসদাচরণে দেশের ভাবী উন্নতি বিষয়ে হতাশ হইয়া বিষম যাতনায় কালযাপন করিতেছেন। উৎসাহই গ্রন্থকারের জীবন। সামান্য অন্ন বস্ত্রের নিমিত্ত অন্যের সাহায্য পাওয়া, তাহাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যাহারা চাকরি করিয়া কিম্বা জীবিকা নির্ব্বাহ নিমিত্ত অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়া গ্রন্থ লিখেন আমরা তাহাদিগকে প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থকার বলি না, তাহাদের নূতন লিখিবার ক্ষমতা নাই।

যাহা হউক, আমরা কল্পদ্রুমসম্পাদক মাননীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের একটী যথার্থ মহৎ অনুষ্ঠান দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট ও আশান্বিত হইয়াছি। তিনি কল্পদ্রুমের উন্নত প্রকৃতির লেখকদিগকে প্রতিমাসে কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক দান ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। বিদ্যাচর্চ্চা এবং জ্ঞানানুশীলনই যাহাদের কর্ম্ম, তাহাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? তাহাদের উৎসাহের নিমিত্ত অনেক নামমাত্র সভা স্থাপিত আছে এবং অনেক মাসিক পত্রিকা সম্পাদিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহা দ্বারা তিনি নিজ উদারতা, দেশহিতৈষিতা ও বিদ্যোৎসাহিতাগুণের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং বিদ্যা কি অমূল্য ধন, প্রকৃত উন্নতি ও সুখ সমৃদ্ধির নিমিত্ত বিদ্যার কত দূর প্রয়োজন, এবং বিদ্বান ব্যক্তিদিগকে উৎসাহ দেওয়া গুণী ব্যক্তিদিগের কেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা তিনি বিলক্ষণ রূপে অবগত আছেন। তিনি যেমন গুণগ্রাহী, যাহাদের উদ্দেশ্য সরল ও মহান, যাহাদের ভাষা বিশুদ্ধ ও উন্নত, যাহাদের লেখায় সার আছে এবং দেশের সমাজের প্রকৃত মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা; অতঃপর তাঁহারা কখন নিরুৎসাহিত থাকিতে পারেন না। কিন্তু বড় আশ্চর্য্য কেহই তাহার এই মহৎ অনুষ্ঠান অনুভব করিতে পারেন নাই এবং তাহার এই অসাধারণ গুণের উল্লেখ করেন নাই। ইহাতেই নিশ্চিত বোধ হইতেছে, যে বঙ্গদেশে প্রকৃত বিদ্যোন্নতি হয় নাই, বাঙ্গালীর মধ্যে গুণির সংখ্যা অতি অল্প।

শ্রীযুক্ত আবদুল লতিফ।
মেদিনীপুর

---

চিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল।০

## আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

---

খিদীরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ১৬ নং দোতলা দোমহল পাকা বাটী ভাড়া বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত আছে, যাঁহার আবশ্যক হয় আমার নিকট তত্ত্ব করিলে বিশেষ অবগত হইবেন।

১০ ই জুলাই শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায়
১৮৮০ ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

---

ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, গৃহচিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা পুস্তকসহ ঔষধের বাক্স, শিশি, কর্ক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রী হয়। সচিত্র মূল্য নিরূপণ পত্র ও পোষ্ট কার্ড বিজ্ঞাপনী বিনা মূল্যে বিতরিত।

### ঔষধের মূল্য

১ ড্রাম ২ ড্রাম বাক্স।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| মাদার টিং | ।৶০ | ॥৶০ | ওলাউঠা বাক্স | ২॥০ ৪॥০ |
| ক্রম বড়ী | ।৶০ | ॥৶০ | সুধাঃ চিকিঃ | ৮॥০ ১২, |
| ডাইলিউসন | ।০ | ।৶০ | জ্বররোগের | ৩, ১০, |

### বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

| | | | |
|---|---|---|---|
| চিকিৎসা বিজ্ঞান | ৩, | চিকিৎসা সূত্র | ॥৶০ |
| ওলাউঠা চিকিৎসা | ।০ | ওলাউঠার চিকিৎসা হিন্দি | ।৶ |
| স্ত্রীচিকিৎসা | ১, | প্রমেহ, শুক্রক্ষরণ | ।৶ |
| ঔষধগুণ সংগ্রহ | ১।০ | হাম ও বসন্ত চিকিৎসা | ৩০ |
| অস্ত্র চিকিৎসা | ॥০ | হোমিওপ্যাথিক কি? | ৶০ |

ভারতচিকিৎসক, বার্ষিক মূল্য ১।৶ ডাক মাশুল।৶০।

## যন্ত্র-প্রেস।

আমাদিগের ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল রাখিলা, রসিদ, লেবেল প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষরে সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে।

প্রেস, কেস, অক্ষর প্রভৃতিও এখানে বিক্রয় হইয়া থাকে।

## নিউ লাইব্রেরি।

এখানে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সকল প্রকারের পাঠ্য পুস্তক, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণাদি, ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক ও নভেল ইত্যাদি বিক্রয় হয়। অধিক টাকার পুস্তকে কমিশন দেওয়া যায়।

## বিনা মূল্যে বিতরণ।

মূল শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ দেবনাগর অক্ষরে ছাপা ডাকমাসুলাদি ব্যয়ের নিমিত্ত ।৶০ আনা মাত্র নির্দ্ধারিত।

## ঐ বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ১০ শ ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে সম্পূর্ণ ডাকমাসুলাদি ব্যয় নিমিত্ত ২॥০ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত।

## হরিবংশ।

মূল হইতে পদ্য অনুবাদ ১ম ২য় ৩য় খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে, ১০ খণ্ডে গ্রন্থ সমাপন হইতে পারিবেক। ডাকমাসুলাদি ব্যয় নিমিত্ত সর্ব্বসমেত ২॥০ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত। গ্রাহকগণ আপাততঃ এক টাকা পাঠাইলে গ্রাহক শ্রেণিভুক্ত হইতে পারিবেন তাহাতেও অপারক হইলে।০ চারি আনা পাঠাইলে এক এক খণ্ড পাইতে পারিবেন।

প্রকাশক
শ্রীশ্রীনাথ দাস এবং কোং
৩৩ নং গরাণহাটা, অথবা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ও হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সরী।

---

## শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

### বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীন বল, শুক্রমেহের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে" স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

| | |
|---|---|
| ১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... | ২ টাকা। |
| ঘৃত ৶০ পোয়া ... ... ... | ৩ টাকা। |
| তৈল।০ পোয়া ... ... ... | ৭ টাকা। |

## জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদুষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয়। এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

| | |
|---|---|
| এক শিশির মূল্য ... ... | ১০ টাকা। |
| প্যাকিং ও ডাকমাসুল ... | ৶০ আনা। |

## শিবাঘৃত।

(নপুংসক শৃগাল কাথে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ু রোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

## রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ, মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয় হস্তপদাদির জ্বালা বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সম্পাদিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

| | |
|---|---|
| এক পোয়ার ...মূল্য ... | ৭ টাকা। |
| প্যাকিং ডাকমাসুল ... ... | ৶০ আনা। |

## শারিবাদ্যাসব।

ইহার ব্যবহারে সকল প্রকার বাত, রক্ত দোষ, পারাদোষ (অর্থাৎ পারা যে কোন প্রকারে শরীরস্থ হইয়া যে সকল রোগ উৎপন্ন করে) বাতরক্ত নালি ঘা শোথ, গাত্রকণ্ডু, শরীরের রুক্ষতা, স্ফূর্ত্তিবিহীনতা, মস্তক ঘূর্ণন হস্তপদাদির জ্বালা, উপদংশ বা গর্মির পীড়া জন্য গাত্রে যে সকল বিকৃত চিহ্ন বা ক্ষত হয়, তৎসমুদায় ইহা দ্বারা বিনষ্ট হয় অর্থাৎ শরীরের দূষিত রক্ত সকলকে পরিষ্কার করিয়া এই সকল পীড়ার শীঘ্র উপশম করে, এতদ্ভিন্ন শরীর কৃশ এবং দুর্ব্বল হইলে ক্রমশঃ ইহা দ্বারা শরীর বলিষ্ঠ, স্থূল, ও কান্তি বিশিষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ও ডাক মাসুল ৷৶ বার আনা।

# বিজ্ঞাপন।

## রাজমহলে মুল্যবান সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

মিস্তুয়ার্শ ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি ডিক্রিদার।

বঃ

মিশেশ ই, আর ম্যাসিক সাহেব দেনাদার।

নীচের লিখিত জমীদারি, পত্তনি, ও জোত সম্পত্তির অবিভক্ত ॥৴৹ আনা অংশে দেনাদারের যে স্বত্ব সম্পর্ক ও লভ্য আছে তাহা সন ১৮৮০ সালের ৫ ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার তারিখে রাজমহলের আসিষ্টাণ্ট কমিশনর এবং সবরডিনেট জজ আদালতে বিক্রয় হইবে। মিস্তুয়ার্শ ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি যাঁহারা উক্ত সম্পত্তির অপর ।৴৹ আনা অংশের স্বত্বাধিকারী এতদ্দারায় জানাইতেছেন যে, যদি উপরি উক্ত আদালতের বিক্রয়ে উক্ত সম্পত্তির উপযুক্ত ও প্রচুর মূল্য হয়, তাহা হইলে নিলাম ক্রেতা ঐ মূল্যের হারানুসারে মূল্য প্রদানে অপর ।৴৹ আনা অংশ লইতে পারিবেন। মিস্তুয়ার্শ ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি উপরি উক্ত মতে সম্পত্তি বিক্রয় এবং হস্তান্তর করিতে প্রস্তুত আছেন।

এ বিক্রয়ে ধনাঢ্য মহাত্মাগণকে আহ্বান করা যাইতেছে।

| তালিকার নম্বর। | তৌজির নম্বর। | কালেক্টরির নাম। | মহলের নাম। | জমির পরিমাণ। | সদর জমা |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | জমীদারি | | |
| ২৫ | ৫৪৩ | মালদহ | হরিশপুর বিসনপুর | ১৪৮৭/০ | ৩৫৮৸০ |
| ২৮ | ৪৯৮ | ঐ | দরি দিয়াড়া ঝাউবনা | ৪২৪০/০ | ৬৬২৮৵৯ |
| ২৯ | ১১৬ | নয়াহুমকা | ওয়াকেক নিমগাছী উধুয়া | ৩৩৩২/০ | ২৯৭৷৵৩ |
| ৩০ | ১২০ | ঐ | তরফ পলাষগাছী | ২১২৬০/০ } | |
| | ঐ | ঐ | তরফ সিরশী গোবিন্দপুর | ১২২৫/০ } | ৮০৫।৶২ |
| ৩১ | ১২৮ | ঐ | মৌজে দাহটোলা | ৪৮৯৪/০ | ৩২৭৷০ |
| ৩২ | ১৪২ | ঐ | তরক লক্ষ্মীপুর | ৬৩৮/০ | ২২।৶০ |
| ৩৩ | ১৪৩ | ঐ | তরক লক্ষ্মীপুর | ৯৯২/০ | ২৮/০ |
| | | | পত্তনি | | |
| ৩৪ | ৪২ | পুরনিয়া | তরক ধরমপুর মোদাকত | ২৫৬২/০ | অন্যান্য মহলের সামিলে থাকায় কর দিতে হয় না |
| ৩৮ | ১৬৪৪০২ | নয়াহুমকা | মৌজে একপাড়া ও আমানতবন্দবস্তী শুকপাড়া | ২৪৪০/০ | ৬৬২৮/৯ |
| ৩৯ | | ঐ | মৌজে পাতড়া ও জলকর পাতড়া এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাইগীর ও জোত | ৫৬৬১/০ | ১০০১ |

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিবরণ জানিবার প্রয়োজন হইলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে

জি, এস, সাইক্স
রাজমহল।
৫ ই আগষ্ট। ১৮৮০ অব্দ।

---

### সঙ্কট তৈল।

অৰ্দ্ধ ড্রাম শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা। কর্ণের ঘা, পূয, কটকট, বেদনা, সন সন, ভোঁ ভোঁ, বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

### মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ॥০ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, মেড়ে ফুলা, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীবিহারিলাল বর্দ্ধণঃ
৩৪ নং চোরবাগান
ভূবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

---

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

## শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ-ধাতু-ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

### কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা ( টাক ) ও অকালপক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ॥৵০

### সুরসুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক ও রোগ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২৲ ডাকমাশুল ॥০

### নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সুতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় জ্বর অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১॥০ ডাকমাশুল ॥৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

## চন্দ্রকোণা চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সরী।

সম্পাদক মহাশয়! দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া উপদ্রবে প্রপীড়িত হইয়া কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া আমরা (চন্দ্রকোণা নিবাসী) অত্যন্ত জ্বালাতন হওয়াতে কৃপানিধান রাজপুরুষগণ-দয়াগুণের বশবর্ত্তী হইয়া স্থানিক মিউনিসিপ্যাল ফণ্ড হইতে প্রায় আট বৎসর হইল এইস্থানে একটী দাতব্যচিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়া অত্রস্থ দীনদরিদ্রদিগের যথেষ্ট উপকার সংসাধন করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের নিকটে অভেদ্য কৃতজ্ঞতাশৃঙ্খলে বদ্ধ আছি। বোধ হয় তাঁহারা যদি এই অবস্থায় দরিদ্রস্থানের প্রতি কৃপাকটাক্ষ-বিতরণে কার্পণ্য অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে আজ এই চন্দ্রকোণা নরশোণিতলোলুপ বনবিহারি ভীষণ শ্বাপদগণের আবাসভূমি হইয়া অপার দুঃখসাগরে পতিত হইত। এমন কি চিকিৎসালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে দুই তিন মাসের মধ্যে চন্দ্রকোণার এক একটী পল্লী দুর্দ্দান্ত ম্যালেরিয়ার কোপানলে পতিত হইয়া প্রায় জনশূন্য হইয়াছে। তজ্জন্য এই নগরী আজও হৃদয়ানন্দদায়ক প্রিয়পুত্র-শোকাতুরা অভাগিনী জননী ও জীবনসর্ব্বস্ব-পতিবিয়োগ-বিধুরা বালার হা হতোস্মি শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সম্পাদক মহাশয়! দুঃখের কথা বলিতে কি যে দাতব্যচিকিৎসালয়টী দ্বারা আমরা যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি ও যাহার জন্য সমগ্র ব্যয়ভার স্ব স্ব মস্তকে বহন করিতেছি; এক্ষণে দারিদ্র্য-পীড়িত হইয়া আমাদিগকে সেই হিতকর কার্য্যটীর মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইতে হইল! রে দরিদ্রতা! তোর অসাধ্য কিছুই নাই। যে চন্দ্রকোণা এক সময়ে খ্যাতনামা প্রচুর বিভবশালী প্রবল প্রতাপান্বিত চন্দ্রকেতু রাজার আবাস-ভূমি ছিল, ও যাহার সঙ্গতিপন্ন অধিবাসী সমস্ত সুস্থশরীরে আমোদ প্রমোদ সম্ভোগ করিয়া কালক্ষেপ করিয়াছে; আজ পাপগ্রহে পতিত হইয়া তাহাদের এই দুর্গতি হইল! এমন কি চন্দ্রকোণার প্রায় তৃতীয়াংশ লোক আপন আপন উদরান্নের জন্য লালায়িত। এমত স্থলে একটী দাতব্য-চিকিৎসালয়ের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করা তাহাদের একান্ত সাধ্যাতীত। বিশেষতঃ চিকিৎসালয়টীর বর্ত্তমান অবস্থাও অতীব শোচনীয় ইহার দ্বারা এক্ষণে উপকার পাওয়া দূরে থাকুক, বিলক্ষণ অপকারই হইতেছে। কারণ, ইহাতে রীতিমত ঔষধ নাই, উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক নাই; রোগীরা যথাসময়ে যথোপযুক্ত ঔষধ প্রাপ্ত হয় না। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে "পূর্ব্বাপেক্ষা ম্যালেরিয়ার প্রভাব অনেক হ্রাস হইয়াছে। যাহা হউক, এই চিকিৎসালয়টীর আর আর দোষ সমস্ত কীর্ত্তন করিতে আমরা ইচ্ছুক নহি। কারণ, ইহাদ্বারা আমরা সময় বিশেষে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। তবে যে ইহার পরিপোষণে অক্ষম, সে কেবল আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়। একে আমাদের এই অবস্থা তাহাতে আবার বার্ষিক ২০০, দুইশত টাকা বৃদ্ধি দিয়া চিকিৎসালয়টী স্থায়ী রাখিতে গবর্ণমেণ্ট হইতে আদেশ হইয়াছে। যদিও গবর্ণমেণ্ট এই বৃদ্ধি বোঝার উপর শাকের আটি" মনে করুন; কিন্তু এটী আমাদের পক্ষে "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।" প্রায় দুই সপ্তাহ অতীত হইল, ঘাটাল সবডিবিজনের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় চন্দ্রকোণায় শুভাগমন করিয়া অত্রস্থ মিউনিসিপাল কমিটীর সভ্যগণ সমক্ষে চিকিৎসালয়টী স্থায়ী রাখিবার জন্য আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া সদাশয়তার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য এ বিষয়ে ভদ্র লোক মাত্রেরই অনুমোদন করা উচিত, কিন্তু যখন আমরা এই বর্ত্তমান ব্যয়ভার বহন করিতেই অক্ষম, তখন বৃদ্ধি দিয়া চিকিৎসালয়টী স্থায়ী রাখা আমাদের নিতান্ত সাধ্যাতীত।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে যদি আমাদের প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং চিকিৎসালয়টীর ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া ইহার যথোপযুক্ত সুব্যবস্থা সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করি।

চন্দ্রকোণা নিবাসিনাস্।

## মূল্যবান সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

জেলা নদীয়ার সব ডিবিজন কুষ্টিয়া এবং জেলা যশোহর সব ডিবিজন ঝিনাইদহের এলাকাধীন বিখ্যাত সালঘর মধুয়া নীল কন্সারণের নীচের লিখিত পত্তনি, দরপত্তনি তালুক ও জোত নীল কুঠি এবং নীল রেশম কার্য্যের দ্রব্যাদি অস্থাবর সম্পত্তির মালিক কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত মিসিয়ার্শ টীল ম্যাকিনটস এণ্ড কোম্পানির ম্যানেজার নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারী বিক্রয় করিবেন। এ জন্য ধনাঢ্য মহোদয়গণকে আহ্বান করিতেছেন। আর এক্ষণে আসামের ষ্টীমার সকল গোয়ালন্দের পরিবর্ত্তে কুষ্টিয়া অবধি গমনাগমন করিবেক এ কারণ উপরি উক্ত জমিদারির মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি হইতে পারিবেক এবং উত্তম মুনফা করিবার এক্ষণে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

| মহালের নাম। | স্থিত জমা। | সদর জমা। | |
|---|---|---|---|
| পত্তনি তালুক। | | | |
| ডিহি জঙ্গলি চনিয়াপাড়া কবুরহাট পরগণে মহম্মদ সাহি। | ২৯৫২৪॥৶৭॥ | ২৫১৭৪৲৭ | |
| তরফ রামচন্দ্রপুর, পরগণে ভড়কতে জঙ্গিপুর ... | ১০৭২৩৶১। | ৮৪৪২৲১১ | এই সদর জমা হইতে জমীদারগণের বরাতানুসারে তাহাদিগের জমিদারি পরগণে ভড়কতে জঙ্গিপুরের সদর খাজনা ৭২৯৯৶১১ টাকা জেলা নদীয়ার কালেকক্টরিতে পত্তনিদার দিয়া থাকেন। তদবক্রী টাকা জমীদারগণ পাইয়া থাকেন। |
| মৌরাশি এবং খরিদা মৌরশি জোত ঐ তরফ রামচন্দ্রপুরের মধ্যে মৌরাশি জোত | ১১১৫॥৶২৮ | ২৩৭৮৲৮ | |
| মজনপুরের খরিদা মৌরাশি জোত | ১১৯০ | ৮২৪৶৯ | |
| আজালপুর জঙ্গলি বেলনগর প্রাতরপুর চাঁদপুর দিগর গ্রামে খরিদা মৌরাশি বহু খণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত দরপত্তনি তালুক মৌজে মজনপুর রকম ৷৴ বার আনা। | ৬৭১/১১। | ১৩৯৮৷৹ | |

নীলকুঠি ত্রিবেণী এবং নীল রেশম কার্য্যের দ্রব্যাদি।

এই সম্পত্তির বিশেষ বিবরণ অবগতার্থে নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট রাজমহল এবং কুষ্টিয়া কেনি বিলডিং ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

ডি, এস, সাইক্স

ম্যানেজার সালঘর মধুয়া কন্সরন।

---

### ঔষধ।

**SIGHT PRESERVER.**

১। দৃষ্টি রক্ষক নামক সর্ব্বপ্রকার চক্ষু রোগের এক মাত্র মহৌষধ। মূল্য ১, ডাক মাশুলাদি ৴০।

২। প্রমেহ রোগ নূতন পুরাতন যে প্রকারেরই হউক না কেন, জ্বালা যন্ত্রণা মূত্রাধিক্য পূয়স্রাব প্রভৃতি উপসর্গ নিবারিত হইয়া নিশ্চয়ই নিঃশেষে আরোগ্য হয়। মূল্য ৪ টাকা ডাক মাশুলাদি ১ এক টাকা মাত্র।

**PROPHYLACTIC FOR HYDROPHOBIA.**

৩। ক্ষিপ্ত শৃগাল কুক্কুর প্রভৃতিতে মনুষ্যকে দংশন করিলে সেই দংশন জনিত বিষ নিবারক মহৌষধ, রোগী ক্ষিপ্ত হইলে এমন কি জল কিম্বা আলো দেখিয়া ভীত হইলেও (হাইড্রোফোবিয়া কিম্বা ফটোফোবিয়া) ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। দংশনের পর যে কোন সময়ে ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিলে পরিণামে কোন ভয় থাকে না, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১০ টাকা। ডাক মাশুল ১॥০।

৪। সর্ব্ব প্রকার ক্ষত রোগের মহৌষধ, ইহা দ্বারা পুরাতন গলিত, পারদ এবং উপদংশ জনিত সর্ব্ব প্রকার ক্ষত আরোগ্য হয়; বিশেষতঃ অল্প মাত্রায় মালিস করিলে সর্ব্ব প্রকার চর্ম্ম রোগ নাশ হইয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা মাশুল ৶০ ।

আনুপূর্ব্বিক অবস্থা লিখিলে সর্ব্ব প্রকার রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা পাইতে পারিবেন।

আবশ্যক হইলে কলিকাতা, সিমলা ৫৭ নং বলরাম দের ষ্ট্রীটে শ্রীহরিমোহন সেন গুপ্তের নামে মূল্যাদি সহ পত্র লিখিবেন।

---

যিনি এক দিবসে হৃদয় দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার

সাং শ্রীরামপুর।

---

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

☞ এই পত্র কলিকাতা মৃজাপুর ১০ নং বুদ্ধওস্তাগরের লেন কমক্রম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ।

২৩শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ১৬ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ১৯ এ শ্রাবণ। ইং ১৮৮০। ২ রা আগষ্ট। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।




## সোমপ্রকাশ।

১৯ এ শ্রাবণ সোমবার।

### শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টার ক্রপ্ট সাহেবের একটী উত্তম কাজ।

বোধ হয় পাঠকগণের অনেকেই কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী সভার নাম শ্রবণ করিয়াছেন। ঐ সভা নানা স্থানের বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ করিতেন। গবর্ণমেণ্ট সভার উৎসাহ দানার্থ মাসে ৫২২ টাকা সাহায্য দান করিতেছিলেন। ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে এই সভা জন্মগ্রহণ করেন। ভারতবর্ষে এরূপ দীর্ঘ জীবন লাভ বড় কঠিন। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত অনেকগুলি টাকা সভার উদরগর্ভে নিহিত হইয়াছে। ঠিক দিয়া দেখিলে টাকা ৩ লক্ষ ৯০ হাজারেরও [illegible] হয়। এই তিন লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ব্যয়ের [illegible] কা[illegible] হইয়াছে অথবা টাকাগুলি গর্ভ-শ্রাদ্ধে গিয়াছে, সেটীও একবার ঠিক দিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

প্রথমে ভারতে যখন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়, তখন ইহার অবস্থা অন্যপ্রকার ছিল। তখন ব্রাহ্মণেরাই কেবল সংস্কৃতের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কায়স্থেরা বিষয়ী লোক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা সামান্য বাঙ্গালা লেখা পড়া জানিতেন। তদ্ভিন্ন অন্য অন্য জাতি ব্যবসায় আদি কার্য্যে নিযুক্ত হইত, তাহারাও হিসাব রাখিবার মত যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানিত। ইংরাজেরা এই অবস্থায় ভারতে ইংরাজী-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করেন। তখন বাঙ্গালা ভাষাও একটী ভাষা বলিয়া পরিগণিত ও আদৃত হয় নাই। তখন দেশের চৌদ্দ আনা লোক বিদ্যারসজ্ঞ ছিলেন না। এ অবস্থায় যখন ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, তখন সেই সেই বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের সংগ্রহ ও সরবরাহ করিবার নিমিত্ত একটী সভার প্রয়োজন হইয়াছিল। সে সভাটী না হইলে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হওয়া দুর্ঘট হইত। এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্কুলবুক সোসাইটী সভার উপযোগিতা ও উপকারিতা বিলক্ষণ অনুভব হয়।

এক সময়ে এক বিষয়ের উপযোগিতা ও উপকারিতা অনুভব হইয়াছে বলিয়া চিরকালই যে তাহার উপযোগিতা ও উপকারিতা অনুভূত হইবে এরূপ নিয়ম নয়। সকল বিষয়েরই কালবশে হ্রাস বৃদ্ধি ও লোপ বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। সকল বিষয়ই যখন এই নিয়মের অধীন, তখন স্কুলবুক সোসাইটী যে তাহা হইতে চিরমুক্ত হইবে, তাহা সম্ভাবিত নহে। এখন আর স্কুলবুক সোসাইটীর কিছুমাত্র উপযোগিতা দৃষ্ট হইতেছে না। এখন দেশের অধিকাংশ লোকই বিদ্যা-রসজ্ঞ হইয়াছেন। অনেকেই বিদ্যাশিক্ষার্থ উৎসুক হইয়াছেন এবং বিদ্যাশিক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া অনেকের বোধ হইয়াছে। যে বিষয়ে অবশ্য-কর্ত্তব্যতা-জ্ঞান ও ঔৎসুক্য জন্মে, তাহার উপায়-সংঘটন-বিষয়েও লোকের দৃঢ়তর চেষ্টা জন্মিয়া থাকে, এখন সেই উপায় সংঘটনের পথও বিপুল ও সুগম হইয়াছে। এখন ইউরোপীয়েরা ও এদেশীয়েরা নানা স্থানে পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। এখন আর একচেটীয়া শোভা পায় না। স্কুলবুক সোসাইটী কাণ্ডটী এক চেটীয়া কাণ্ড। অতএব ক্রপ্ট সাহেব যে স্কুলবুক সোসাইটীতে গবর্ণমেণ্টের দেয় সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, সেটী উত্তম কাজই হইয়াছে। তন্নিমিত্ত ক্রপ্ট সাহেব সাধারণের না হউন, বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই। ইহার বিশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্কুলবুক সোসাইটী সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দান বন্ধ করা উচিত ছিল। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের অন্ততঃ শওয়া লক্ষ টাকা বাঁচিয়া যাইত। ঐ টাকা গবর্ণমেণ্ট যদি এদেশীয়দিগের শিল্প ও ব্যায়ামাদি শিক্ষার্থ প্রদান করিতেন, তাহা হইলে অনেক উপকার দর্শিত। এই বিশ বৎসর কাল ঐ সভাকে ঐ টাকা দেওয়া জলে ঘৃতাহুতিপ্রায় বিফল হইয়াছে।

তবে কেহ কেহ এস্থানে এই একটী আপত্তি করিতে পারেন, স্কুলবুক সোসাইটী উঠাইয়া দিয়া প্রতিযোগিতার উপর নির্ভর করিলে যিনি যেমন মনে করিবেন, জঘন্য পুস্তক বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত করিয়া বিদ্যালয়ের বালকদিগের রুচিবিকার জন্মাইয়া দিতে পারিবেন। এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর ও ভ্রমাত্মক। যিনি যে ইচ্ছা করিবেন, তাহাই হইবে, এখন আর সেকাল নাই; গবর্ণমেণ্ট-বিদ্যালয়ে যে সকল গ্রন্থ অধ্যয়নার্থ নিরূপিত হয়, তাহাই অন্যত্র সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়া থাকে। তবে কদাচিৎ দুই এক ব্যক্তির অনুরুদ্ধ দুই একখানি অসারগ্রন্থ কোন কোন বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত হয় বটে, কিন্তু তাহা সাধারণ্যে অনিষ্টকারক নয়। বিদ্যালয়-সম্পাদকেরা যদি একটু শক্ত হন, সে দোষ লব্ধ-প্রবেশ হইতে পারে না। শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর একটু কড়া হইলেও সে দোষ থাকে না। সামান্য চেষ্টায় যে রোগের প্রতিকার হইবার সম্ভাবনা আছে, তদর্থ স্কুলবুক সোসাইটীতে সাহায্যরূপে গবর্ণমেণ্টের বিপুল বিত্ত ব্যয় কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।

এই সকল যুক্তি বিবেচনা করিয়া স্কুলবুক সোসাইটীর বিয়োগ-জনিত শোকাবেগ সম্বরণ করা যাঁহাদের কষ্ট-সাধ্য হয়, তাঁহাদের প্রবোধার্থ আমরা এই কথা বলি, ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে যাট বৎসর জীবন দুর্লভ। এই দুর্লভ দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া যাহার মৃত্যু হয়, তাহার মৃত্যু শোচনীয় হয় না। বঙ্গদেশে ঈদৃশ ব্যক্তির মৃত্যুতে লোকে আহ্লাদ প্রকাশই করিয়া থাকে। সেই আহ্লাদ প্রকাশ যুক্তিবিরুদ্ধও নয়। বৃদ্ধাবস্থায় বাঁচিয়া থাকিতে গেলেই কেবল যে বৃদ্ধের কষ্ট হয় এরূপ নয়, পরিচারক পরিবারদিগেরও মহাকষ্ট হইয়া থাকে। অতএব বৃদ্ধ স্কুলবুক সোসাইটীর মৃত্যুতে আর কিছু মাত্র শোক নাই। অতঃপর তাহার কষ্টের অবস্থাই উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাউন কোম্পানি তাহার অন্তঃসার শুষ্ক করিয়া তাহাকে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। আর একটী কথা এই, স্কুলবুক-সোসাইটীর বিদ্যাবীর ক্রফ্ট সাহেবের হস্তে নিধন প্রাপ্তি হইয়াছে। বীরের হস্তে যাহার মৃত্যু হয়, তাহার স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। স্বর্গগত ব্যক্তির নিমিত্ত অশ্রুমোচন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। এ বিবেচনা করিয়াও স্কুলবুক সোসাইটীর নিমিত্ত আর আমাদিগের শোক করা উচিত হয় না।

## তুরস্কের আসন্ন দশা ও কাবুলের নূতন আমীর।

বোধ হয় এত দিনের পর তুরস্কের স্বাধীনতার অন্ন জল উঠিল। বোধ হয় বিধাতা আর তাহার কপালে দানা পানী লিখেন নাই। কাবুলের স্বাধীনতা লোপের যেরূপ পূর্ব্বলক্ষণ হইয়াছিল, তুরস্কেও ঠিক সেই প্রকরণ উপস্থিত দেখিতেছি। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড লিটন কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীর সিয়ার আলীকে যেমন শেষ পত্র লিখিয়াছিলেন; যে পত্রের গুণে, যে পত্রের প্রভাবে, যে পত্রের মহিমায় কাবুল স্বাধীনতা রত্ন হইতে বঞ্চিত হইল, ইউরোপীয় প্রধান প্রধান রাজগণও তুরস্কের সুলতানকে ঠিক সেই প্রকার শেষ পত্র লিখিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরী ও সুলতানকে ইউরোপীয় রাজগণের মতে চলিবার জন্য জিদ করিতেছেন। তুরস্কের এই বারেই শেষ। তাঁহার আর আশারও লেশ নাই। তবে যদি বিধি প্রসন্ন হইয়া ইহার মধ্যে কোন বিশেষ ঘটনা ঘটাইয়া দেন তবেই যাহা হউক। তুরস্কের অন্ন উঠিতে চলিল বটে, কিন্তু সমাচারপত্র সম্পাদক ও সমাচারপত্র পাঠকদিগের কিছুদিনের জন্য অন্ন সংস্থান হইতে চলিল। তাঁহারা কিছু দিন তুরস্কের যুদ্ধ লইয়া কালক্ষেপ করিতে পারিবেন। এক কাবুল অবলম্বন ছিল; সেখানে বিধি বাম হইয়াছেন, সেখানে আর পূর্ণকাম হইবার সম্ভাবনা নাই। আব্দুল রহমান ইংরাজদিগের প্রতিষ্ঠিত আমীর হইলেন। আপাততঃ বোধ হইতেছে, সেখানে সমরানলে পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইল। ইংরাজ সৈনিক-পুরুষেরা বিপক্ষ-শোণিত-কলঙ্কিত-হস্ত ক্ষালিত করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। তবে বলা যায় না, মহাকাল সমাচারপত্র পাঠকের সমরবৃত্তান্ত শ্রবণোৎসুক চিত্তকে পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত যোধপুরুষদিগকে অনিমিষ রণমদে মাতাইতেছেন। ইংরাজদিগের এবারে কাবুলের লীলাখেলা শেষ হইল বটে, কিন্তু আর একবার তাঁহাদিগকে তথায় লীলাখেলা করিতে হইবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন আবদুল রহমানকে স্বাধীনভাবে রাজা করিলেন না, তখন তাঁহাদের তথায় গমনের আবশ্যকতা-বিধায়ক পথ প্রস্তুত হইয়া রহিল।

যাহা হউক, আমরা উদারমতাবলম্বী নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের কাবুল সংক্রান্ত রাজনীতি দর্শন করিয়া কথঞ্চিৎ সন্তোষ লাভ করিলাম। ইঁহারা কাবুল সম্বন্ধে অনেক ভদ্রতা করিয়াছেন। ২৬ এ জুলাই রাত্রিতে কমন্স সভায় ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরি লর্ড হার্টিংটন কাবুল সংক্রান্ত প্রশ্নের যে উত্তর দান করিয়াছেন, তাহাতে নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের অবলম্বিত রাজনীতি পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। লর্ড হার্টিংটন বলিলেন, লর্ড লিটন আবদুল রহমানের সহিত যে সন্ধি প্রস্তাব আরম্ভ করেন, লর্ড রিপন তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। কারণ, ঐ সর্দ্দার অধিকতর ক্ষমতাশালী। কাবুলের আমীরত্বলাভে উঁহার দাওয়া আছে। ঐ প্রস্তাব মধ্যে একবার ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল। কিন্তু লর্ড রিপনের দৃঢ়তা-সহকৃত শিষ্টতা-নিবন্ধন উহা অবাধে চলিয়া আসিয়াছে। শেষে এই ফল ফলিয়াছে। আপাততঃ বোধ হইতেছে চারিকারে সর্দ্দার ও প্রজারা আবদুল রহমানকে অকপটভাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং তাঁহাকে কাবুলে আমীর বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছে। অন্য অন্য সর্দ্দারের সহিতও শান্তিসূচক সন্ধিপ্রস্তাব চলিয়াছে; লর্ড হার্টিংটন এই প্রকার সম্ভাবনা করেন, ইংরাজ সৈনিকগণ অল্প দিনের মধ্যেই কাবুল হইতে চলিয়া আসিয়া কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিতি করিবে। কাবুলে কিপ্রকার ঘটনা হয়, ঐ স্থান হইতে দেখা হইবে এবং যে সকল জাতি ইংরাজদিগের অনুগত, তাহাদিগকে রক্ষা করা হইবে। তাহার পর শরৎকালে সেনাগণ ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবে। এখনও নূতন আমীরের সহিত রীতিমত বন্দোবস্ত করা হয় নাই। তাঁহাকে জানান হইয়াছে, কান্দাহার ও গন্দামক সম্বন্ধে কোন প্রকার বন্দোবস্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাকে এ কথাও জানান হইয়াছে, ব্রিটিশভিন্ন বিদেশীয় কোন ব্যক্তি কাবুলের সহিত রাজনীতি সম্বন্ধে কোন প্রকার সম্পর্ক করিতে পারিবে না। আপাততঃ কিছু দিনের জন্য আমীরকে অর্থ দ্বারা সাহায্য দান করা হইবে এবং কাবুল হইতে যে সকল কামান কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহা ফিরিয়া দেওয়া হইবে। কাবুলে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট রাখিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হইবে না। সম্ভবতঃ মুসলমানজাতীয় এক জন ব্রিটিশ প্রতিনিধি তথায় থাকিতে পারেন। তাঁহাকে বলা হইয়াছে, যদি তিনি ইংরাজদিগের মতে চলেন, আর তাঁহার বিনাপরাধে যদি কেহ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে আইসে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সাহায্য দান করিবেন। তাঁহার যদি আচরণ ভাল হয়, তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার রীতিমত সন্ধি হইবে। আপাততঃ তাঁহাকে কেবল অর্থ দ্বারা সাহায্য করিবার অঙ্গীকার করা হইয়াছে।

এই রাজনীতি নিজেই নিজের গুণের পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমাদের আর ইহার গুণের পরিচয় দিবার প্রয়োজন হইতেছে না।

## ভারতের রাজস্ব প্রণালী ও গ্লাডষ্টোন সাহেব।

ইংরাজেরা ভারতে না করিলেন, এমন কাজই

নাই, বড় বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার সাধন করিয়া তুলিলেন। অসম্ভাবনীয় অচিন্তনীয় শোণ-সেতু নির্ম্মিত হইল। পর্ব্বতভেদ করিয়া রেলওয়ে করা হইল। যে হিন্দুসমাজের কোন কালে পরিবর্ত্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তাহাতে পরিবর্ত্ত স্রোত প্রবেশ করিল। অন্য কথা কি, দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার এমনি বিপ্লব ঘটিয়াছে যে ভারত সাংক্রামিক রোগের চির বাসস্থান হইয়া উঠিয়াছে। যে ইংরাজ মনে করিলে ভ্রূভঙ্গীতে অসাধ্য সাধন করিতে পারেন, সে ইংরাজ যে ভারতের রাজস্বপ্রণালীর দোষ সংশোধন করিতে পারিলেন না, উহাকে স্বস্থ অবস্থা সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারিলেন না, তাহার পর বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে? ভারতের রাজস্ব প্রণালী এমনি কটিল হইয়া আছে, কাহারো ইহাতে দন্তস্ফুট করিবার যো নাই। যত বড় রাজস্ববিৎ আসুন, তাঁহার অন্ধকারে সাপ খেলান হয়, তিনি কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারেন না। কেহ যে কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রধান রাজপুরুষের ব্যবহার দ্বারাই সপ্রমাণ হইয়াছে। বৎসর শেষ হইতে বিলম্ব সহিল না, বিষম অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া লার্ড মেয়ো বৎসরের মধ্যভাগেই ইনকম টাক্স করিয়া বসিলেন। তাহার পরেই আবার লার্ড নর্থব্রুক অর্থের সচ্ছল অবস্থা দেখাইয়া ইনকম টাক্স রহিত করিলেন! ষ্ট্রাচি সাহেব ভারতকে বিলক্ষণ ধনশালী প্রতিপন্ন করিয়া কাবুল যুদ্ধের দুর্ব্বহ ব্যয় ভার তাহার স্কন্ধে চাপাইলেন। পরক্ষণেই আবার দশ কোটি টাকার ভ্রম প্রকাশ হইল! যে ইংলণ্ড আগে সোহারাম ছিলেন, সেই ইংলণ্ডই ষ্ট্রাচির কাণ্ড দেখিয়া হতবুদ্ধিপ্রায় ও অপ্রতিভ হইয়া সেই ব্যয় ভারের কিয়দংশ বহন করিতে উদ্যত হইলেন! প্রধান রাজস্ববিৎ উইলসন, ফষ্টর, হুইকন প্রভৃতি রাজস্ব প্রণালীর সুব্যবস্থা করিবার চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। রাজস্বের এ অবস্থা থাকা কি শ্রেয়স্কর? ধন ও সৈন্যবল প্রভুশক্তির প্রধান অবলম্বন। সেই অবলম্বন যদি বিকলাঙ্গ হইল, প্রভুশক্তিও যে বিকল হইয়া অবসন্ন হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি?

ইউরোপের একজন প্রধান রাজস্ববিৎ গ্লাডষ্টোন সাহেব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শীর্ষস্থ হইয়াছেন। এ সময়ে যদি ভারতের রাজস্বপ্রণালীর বিশৃঙ্খলা দোষের সংশোধন না হয়, আমাদিগকে একান্ত হতাশ হইতে হইবে। তিনি রাজস্ব বিষয়ে ব্যুৎপন্নকেশরী। তিনি ইহার বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ। রাজস্ব প্রণালী সুশৃঙ্খল হইলে কি ইষ্ট, আর বিশৃঙ্খলাপূর্ণ হইলে কি ভয়ঙ্কর অনিষ্ট হয়, তিনি তাহা বিশেষ রূপে জানেন। এই নিমিত্তই আমাদের এত আগ্রহ জন্মিয়াছে যে তিনি মন্ত্রিপদে থাকিতে থাকিতে ভারতের রাজস্ব প্রণালীর একটী সুব্যবস্থা করিয়া দেন।

ইটালির রাজস্ববিৎ মৃত কাউণ্ট কেবর ও ফোলড ব্যতিরিক্ত গ্লাডষ্টোনের সদৃশ রাজস্ব বিষয়ে ব্যুৎপন্ন লোক আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডের সমুদায় লোকে এ বিষয়ে তাঁহাকে প্রশংসা করেন। অধিক কথা কি, তাঁহার শত্রুগণের মুখ হইতেও অনিচ্ছাক্রমে তাঁহার এ বিষয়ের প্রশংসা নির্গত হইয়া থাকে। গ্লাডষ্টোন সাহেবের রাজস্ব বিষয়ে যে কেমন অদ্ভুত ক্ষমতা, একটী উদাহরণ দর্শন করিলেই পাঠকেরা তাহা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আমেরিকার উভয়খণ্ডে যখন ঘোরতর সংগ্রাম হয়, সকলেই ইংলণ্ডের অর্থকৃচ্ছ্রের শঙ্কা করিয়াছিলেন, সে সময়েও তিনি ইংলণ্ডের নিম্নলিখিত আয় ব্যয়ের হিসাব দিয়াছিলেন।

| আয় | টাকা |
|---|---|
| শুল্ক | ২৪১৮০০০০০ |
| আবকারী | ১৭৬০০০০০০ |
| ষ্টাম্প | ৯০০০০০০ |
| কর | ৩১৬০০০০০ |
| ইনকম ট্যাক্স | ১০৪০০০০০০ |
| পোষ্ট আপীস | ৩৮০০০০০০ |
| রাজকীয় ভূমীসকল | ৩০০০০০০ |
| অন্য অন্য প্রকার | ২৫০০০০০০ |
| চীনদেশীয় যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ | ৪৫০০০০০ |
| মোট | ৭১৪৯০০০০০ |

| ব্যয় | টাকা |
|---|---|
| অচিরস্থায়ী ঋণের শুদ | ২৬৩৩০০০০০ |
| চিরস্থায়ী | ১৯৪০০০০০ |
| সেনাগণের ব্যয় | ১৪৬০০০০০০ |
| রণতরির ব্যয় | ১০৭৩৬০০০০ |
| রাজস্ব আদায়ের ব্যয় | ৪৭২১০০০০ |
| অন্য অন্য ব্যয় | ৮৯৬২০০০০ |
| সমুদায়ে | ৬৭৭৪৯০০০০ |

ব্যয় অপেক্ষা ৩৭৪১০০০০ টাকা অধিক আয় হইয়াছিল। গ্লাডষ্টোন সাহেব এই উদ্বৃত্ত অর্থ ধনাগারে সঞ্চিত না রাখিয়া নানা প্রকার কর কমাইয়া দেন। ইনকম ট্যাক্স সাতপেনি ছিল, পাঁচ পেনি অর্থাৎ শতকরা একটাকা চৌদ্দ আনা করা হয়। যাঁহাদিগের পনর শত টাকার অনধিক আয়, তাহাদিগকে ইনকট্যাক্স হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন চাপ্রভৃতি কয়েকটী দ্রব্যের কর কমাইয়া দেওয়া হয়।

আমরা উপসংহারে পুনরায় কহিতেছি, তিনি রাজস্ব-প্রণালীর গুণজ্ঞ ও মর্ম্মজ্ঞ বলিয়া আমরা তাঁহাকে এত জিদ করিতেছি। তিনি যদি ভারতের রাজস্ব-প্রণালীর একটী সুব্যবস্থা করিয়া না দেন, শীঘ্র ইহার সুব্যবস্থা হইবার সম্ভাবনা নাই। রাজস্বের সুব্যবস্থা করিতে পারিলে গবর্ণমেণ্টেরও যেমন লাভ হয়, প্রজারাও তেমনি সুখে থাকে। তাহা হইলে অতি অল্প করে সকল কার্য্যেই সুপ্রতুল হয়। রাজস্বের গোলযোগ থাকিলে কোন দিকেই সুপ্রতুল হয় না এবং প্রজাগণকে নূতন নূতন কর দিয়া উত্ত্যক্ত হইতে হয়। রাজস্বের সুব্যবস্থা থাকাতে তৃতীয় নেপোলিয়নের বৃহৎ রাজ্য হইতে নানা উপায়ে ২৫ কোটী টাকা মাত্র আদায় হইত। তাহাতেই রাজ্যের সকল ব্যয় কুলাইয়া যাইত। অগষ্টসের সময়ে রোমীয় রাজ্যে ২৫ কোটি টাকার অধিক আয় হয় নাই। কিন্তু গ্লাডষ্টোনের কার্য্যকালে এক ইংলণ্ডে ২৬৩০০০০০০ টাকা কেবল শুল্ক স্বরূপ আদায় হইয়াছিল। টলেমিদিগের সময়ে মিশর দেশের ব্যয় কেবল এক শুল্ক হইতে চলিত।

গ্লাডষ্টোন সাহেবের আর একটী বিশেষ গুণ এই, তাঁহার রাজস্ব-মন্ত্রিত্ব-কালে আবশ্যক হইলে তিনি নূতন কর করিতেন। আবার রাজস্বের অবস্থা সচ্ছল দেখিলে তাহা তুলিয়া দিতেন। যাহা হউক, গ্লাডষ্টোন সাহেব যদি ভারতের রাজস্ব প্রণালীর দোষ সংশোধনে প্রবৃত্ত হন, উহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে কেবল মুষ্টি-যোগে ইষ্টলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। এ কথাটী যেন তাঁহার স্মরণ থাকে।

---

## লর্ড রিপন অমরত্ব লাভ করুন।

আমরা ব্রাহ্মণ জাতি। ব্রাহ্মণ জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া যিনি দু অক্ষর সংস্কৃত জানেন, তিনি প্রায় অধ্যাপক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। এ ন্যায়ে আমরা অধ্যাপকও বটে। লর্ড রিপন মহাসমারোহে মাতৃ-শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, অধ্যাপক বলিয়া আমাদিগকে গুরুতর সামাজিকের দোকানের বড় ঘড়া, কলুটোলের দোকানের এক কর্দ্দ কাশ্মীরী শাল, নগদ একশত টাকা ও পঞ্চাশ ভরি রূপা বিদায় দিয়াছেন, তাই আমরা হৃষ্ট হইয়া হস্ত তুলিয়া এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি, "লার্ড রিপন অমরত্ব লাভ করুন" পাঠক! তা নয়। আমাদের শাস্ত্রকারেরা এই এক জন্মেই নানা জন্ম ও অমরত্ব লাভের নানা পন্থা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা দ্বিজ শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকেন। ইহাঁরা যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন, তখন এক জন্ম, আবার উপনয়ন কালে আচার্য্যের নিকট যখন বেদ শিক্ষা করেন, তখন এক জন্ম। ধর্ম্ম ও জ্ঞান

শিক্ষার কাল দ্বিতীয় জন্ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, ধার্ম্মিকব্যক্তিদিগের কেবল দুটী মাত্র জন্ম নয়, তাঁহাদের এক একটী মহৎ কার্য্য-কালকে এক একটী জন্ম-কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হয় না। শেষে শাস্ত্রকারেরা "কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি" এই বলিয়া অমরত্ব লাভের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আমরাও ধার্ম্মিকবর মহানুভব লার্ড রিপনকে সেই পথের পথিক হইতে অনুরোধ করিতেছি। তিনি স্বদেশের মায়া, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের স্নেহ, পরিত্যাগ করিয়া দূরতর ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। এখানে একটী কীর্ত্তি রাখিয়া যাউন। তাহা হইলেই তাঁহার চিরজীবন ও অমরত্ব লাভ হইবে।

ভারত কীর্ত্তিস্তম্ভ নিখাত করিবার যেমন যোগ্য স্থান, বোধ হয় এমন আর কোন দেশ নাই। সৎকার্য্য না করিলে আর কীর্ত্তি হয় না, ভারতে এত বিষয়ের অভাব আছে, যে এখানে বিনা ক্লেশে বা অল্প ক্লেশে এরূপ শত শত সৎকার্য্য করিতে পারা যায়, যদ্দ্বারা অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ হইতে পারে। আমরা মহানুভব লার্ড রিপনকে একটী মহত্তর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে অনুরোধ করিতেছি। সেটী এই—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনেক বিষয়ে অরুচিকর অনুদার সপক্ষপাত আইন ও ব্যবহার আছে। তন্নিবন্ধন নানাপ্রকার অনিষ্টও ঘটিতেছে। প্রথম, সকল প্রজার প্রতি সমান ব্যবহার করা যে রাজধর্ম্ম, তাহার ব্যাঘাত হইতেছে। দ্বিতীয়, সভ্য নামে কলঙ্ক স্পর্শিতেছে। তৃতীয়, যাহাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শিত হয়, তাহারা উত্তরোত্তর গর্ব্বিত হইয়া উঠিতেছে। চতুর্থ, যাহাদিগকে উপেক্ষা করা হয়, তাহারা অসন্তুষ্ট হইতেছে। এ অবস্থায় প্রভুশক্তির মূল যে রাজা ও প্রজার অনুরাগ-সূত্রে পরস্পর বন্ধন, তাহা ছিন্ন হইতেছে। লার্ড রিপন যদি এই অনর্থের উন্মূলন করিয়া সমদর্শিনী শাসনপ্রণালীর স্থাপন করিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার অমরত্ব লাভ হইবে সন্দেহ নাই।

যদি বলেন, সমদর্শিনী শাসন-প্রণালীর প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে বিষম গোলযোগ ঘটিয়া উঠিবে, ইউরোপীয়েরা কুপিত হইবেন, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের উপরে চটিয়া যাইবেন, তাঁহাদের মুখমণ্ডল ভ্রূকুটী-কুটিল হইয়া উঠিবে, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের বাধা দিবেন। এ আশঙ্কা অকিঞ্চিৎকর। গবর্ণমেণ্ট যদি এপ্রকার শঙ্কা করিয়া কার্য্য করেন, তাহাতে তাঁহাদের কাপুরুষতা প্রকাশ পায়। যে নীতি কাপুরুষতাদ্বারা দূষিত, সে নীতির অনুসরণ করা সভ্য ও মহৎ গবর্ণমেণ্টের উচিত নয়। এ প্রকার নীতি যে কেমন অনিষ্টকারিণী বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি এ ভয়ের অপনোদন না করেন, সাহসী হইয়া যদি কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন; তাঁহারা কখনই উদার শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবেন না। এক সম্প্রদায়ের ভয়ে অপর সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার করা কি এক প্রকার অত্যাচার নয়? ইংলণ্ডে কি এক সময়ে এ প্রকার অত্যাচার হয় নাই? লার্ডেরা কি এক সময়ে গবর্ণমেণ্টকেও তুচ্ছ করিয়া নিজ হস্তে অসীম ক্ষমতা গ্রহণ করে নাই? ভদ্র লোকদিগকে কি অনিচ্ছু হইয়াও ঐ উদ্দৃপ্ত লার্ডদিগের অনুগত থাকিয়া কষ্টে জীবন যাপন করিতে হয় নাই? তাহারা কি পরম স্পৃহণীয় ধন স্বাধীনতায় বিসর্জ্জন দিয়া ঐ গর্ব্বিত লার্ডদিগের অনুগত থাকিয়া দীনভাবে কালযাপন করে নাই? নরম্যাণ্ডির উইলিয়ম যখন ইংলণ্ড জয় করেন, তখন কি এই ভাবের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হয় নাই? অ্যাংলো স্যাকসনেরা কি তাহাদিগের পৈতৃক ভূসম্পত্তি ও অন্য অন্য স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হয় নাই? নরম্যানেরা কি বলপূর্ব্বক ঐ সকল হরণ করিয়া লয় নাই? যদি অ্যাংলো স্যাকসনদিগের ঐ অবস্থা আজও থাকিত, আজও যদি গর্ব্বিত নরম্যানদিগের প্রাধান্য বিলোপ না হইত, তাহা হইলে কি ইংলণ্ডের এই শ্রী, এই মহিমা, এই প্রতাপ, এই জগন্মান্যতা লাভ হইত?

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি ইউরোপীয়দিগের ভয়ে উদার শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তনে পরাঙমুখ হন, কোন কালে ভারতের মঙ্গল হইবে না। কখনই গবর্ণমেণ্ট কলঙ্ক-মুক্ত হইতে পারিবেন না। লার্ড রিপন যদি উদার শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন, তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ হইবে,তিনি মার্কণ্ডেয়ের ন্যায় চিরজীবী হইয়া ভারতকেও চিরজীবী করিয়া তুলিতে পারিবেন। বৃহৎ একটী নূতন কাণ্ড করিতে গেলেই তাহার পূর্ব্বে নানা প্রকার আপত্তি আতঙ্ক ও বাধা উপস্থিত হয়। যখন ইংলণ্ডে প্রথম রেলওয়ে সৃষ্টি হয়, সে সময়ে অনেকে অনেক প্রকার আতঙ্ক ও আপত্তির কথা উত্থাপন করিয়াছিল, অধিক কি তাহারা এ ভয় প্রদর্শনও করিয়াছিল, যে রেলগাড়ির শব্দে গর্ভিনীর গর্ভপাত হইয়া যাইবে। অতএব যদি ইউরোপীয়েরা উদার শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে কোন প্রকার অনিষ্টের শঙ্কা প্রদর্শন করেন, ঐরূপ উপহাসকর হইবে সন্দেহ নাই। একবার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলে ক্রমে তাহা সকলেরই সহজ হইয়া আইসে। এদেশীয়দিগকে যখন ইংরাজী শিখাইবার প্রথম প্রস্তাব হয়, তখন ওয়ারেন হেষ্টিংস্ প্রভৃতি অনেকে ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ভারতে সমাচার পত্রের স্বাধীনতা প্রদানকালেও অনেক প্রকার আপত্তি হইয়াছিল।

যে রাজা প্রজা-হিতৈষী না হন তিনি রাজাই নন। প্রকৃতিরঞ্জনই রাজশব্দের অর্থ। যাঁহার প্রজার দুঃখে দুঃখ ও সুখে সুখ জ্ঞান না থাকে, যিনি প্রজার হিত চেষ্টা না করেন, প্রত্যুত অনিষ্ট চেষ্টা পান, তিনি রাজপদের যোগ্য নহেন। লার্ড বেণ্টিঙ্ক এদেশীয়দিগকে বিচারপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নাম এদেশীয়দিগের হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া আছে। মহানুভব লার্ড ক্যানিংও কুপরামর্শদাতা ইউরোপীয়দিগের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া এদেশীয়দিগের প্রতি সদয় ও উদার ব্যবহার করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত তাঁহার নাম শ্রবণ করিলে এদেশীয়েরা আজও রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া উঠেন। তাঁহারা যেমন অক্ষয়-কীর্ত্তি রাখিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, লার্ড রিপনও অবিলম্বে অমরত্ব কীর্ত্তি লাভ করুন, উপসংহারকালে আমাদের এই প্রার্থনা।

যাহারা বলেন, এ দেশীয়েরা আজও উদার শাসন-প্রণালীর অন্তভূত হইবার যোগ্য হন নাই, তাঁহাদের সে কুতর্কবাদ মাত্র। ইহাঁরা যোগ্য হইয়াছেন কি না পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে কিরূপে প্রমাণ হইবে? লর্ড বেণ্টিঙ্ক যখন এ দেশীয়দিগকে বিচারপতি পদ প্রদান করেন, তখনও এইরূপ অযোগ্যতার আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যদি সেই আপত্তি শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে বিমুখ হইতেন, তাহা হইলে কি আজ আমরা ধর্ম্মাধিকরণগুলি এ দেশীয় বিচারপতি দ্বারা অলঙ্কৃত দেখিতে পাইতাম? তাহা হইলে কি আজ হাইকোর্টের বিচারপতিদিগের মুখে এ দেশীয়দিগের প্রশংসা শুনিতে পাইতাম?

## বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গদেশে রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর প্রভৃতি উপাধির ছড়াছড়ি হইয়া গেল, বঙ্কিম বাবুর অপেক্ষা শত গুণে হীন ব্যক্তিও পুরস্কৃত হইলেন, কিন্তু সুপণ্ডিত সুবুদ্ধি সুদক্ষ পুরস্কারের যথার্থ যোগ্য পাত্র বঙ্কিম বাবু উপেক্ষিত হইলেন, এটী যথার্থ দুঃখের বিষয়। আমাদের হুগলীস্থ সংবাদদাতার এ নিমিত্ত ক্ষোভ করা অসঙ্গত হয় নাই। বাঙ্গালিরা কে কেমন তাহা আমাদের বর্ত্তমান লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেবের অবিদিত নাই। এ বিষয়ে তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার নিকটে গুণেরও যথার্থ সমাদর হইয়া থাকে। ঈদৃশ গুণজ্ঞ ব্যক্তি

বঙ্কিম বাবুর সদৃশ গুণী ব্যক্তিকে যে বিস্মৃত হইলেন, ইহা অধিকতর বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয়। অতএব আমাদের হুগলীস্থ সংবাদদাতা এ বিষয়টী লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের স্মরণপথে উপস্থিত করিয়া উচিত কাজই করিয়াছেন। তিনি আমাদের অপেক্ষা বঙ্কিম বাবুর বিষয় অধিক জানেন। এই হেতু আমরা তাঁহার পত্র খানি এ স্থলে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

"রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি পুরস্কৃত বা সম্মানিত হন, এটি সকলেরই বাঞ্ছনীয়। যোগ্য ব্যক্তি পুরস্কৃত বা সম্মানিত হইলে যেমন ইষ্ট ও সুখের কারণ হয়, অযোগ্য ব্যক্তি পুরস্কৃত বা সম্মানিত হইলে সেইরূপ অনিষ্ট ও অসুখের কারণ হইয়া থাকে। যোগ্য ব্যক্তি পুরস্কৃত হইলে অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণ দৃষ্টান্ত দেখিয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে তৎপর হন, অযোগ্য ব্যক্তিকে পুরস্কৃত হইতে দেখিলে তাঁহারা নিরুৎসাহ হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিতে থাকেন। অতএব গবর্ণমেণ্টের উচিত তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে উপযুক্ত ও বহুদর্শী ব্যক্তিগণকে পুরস্কৃত বা সম্মানিত করেন। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে পৃথিবীতে অনেক উৎকৃষ্ট হীরক পাওয়া যায়। যাঁহারা রাগাঙ্গা, বা কহিনুরকে সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য হীরক মনে করেন, তাঁহারা মহাভ্রমে পতিত আছেন।

ভারতের প্রিয় রত্ন, বঙ্গদেশের প্রিয় পুত্র, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সমাজের রত্নমুকুট, বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের অন্যতম ভূষণ, কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি, এ, কাটালপাড়ার চট্টোপাধ্যায়-কুলকেশরী, হুগলীর সুপ্রসিদ্ধ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শীর্ষ-লিখিত শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ই অদ্য আমাদিগের প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য।

মানবগণ সুশিক্ষিত হইলে যে সকল গুণগ্রামের অধিকারী হন, বঙ্কিম বাবুতে তাহার অনেকগুলি গুণ আছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইনি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সমাজের রত্নমুকুট। স্বাধীনচিত্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, তীক্ষ্ণদর্শিতা প্রভৃতি যে সকল গুণ থাকিলে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হওয়া যায়, বঙ্কিমবাবুর সে সমস্ত গুণই আছে। আবার যে বিচারপতি আত্মীয় বন্ধু বান্ধব বা অনুগত ব্যক্তিগণের স্বার্থপরতা-মূলক চীৎকারে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অথবা উপরিপদস্থ কর্ত্তৃপক্ষগণের সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির ভয়ে ভীত না হইয়া পক্ষপাতশূন্য হইয়া নির্ভয়-চিত্তে অকম্পিত-হস্তে বিচারের তুলাদণ্ড ধারণ করিতে পারেন, তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচারকতা ও তেজস্বিতা অবশ্যই প্রশংসনীয়। আমরা বঙ্কিম বাবুর এই গুণটী দেখিয়া অধিকতর আনন্দিত হই। ইহাঁর সকল কার্য্যেই বহুদর্শিতা আছে। কি ফৌজদারী মোকদ্দমায় কি কালেক্টরীর কার্য্যে কি ত্রেজরীর কার্য্যে, কি আবগারীর কার্য্যে, কি রোডসেসের কার্য্যে কি মিউনিসিপাল কার্য্যে বঙ্কিম বাবুকে যে কার্য্যেই নিয়োজিত করা হউক, ইনি সকল কার্য্যেই দক্ষ ও পটু। আমরা স্বজাতি-পক্ষপাত-দোষে দূষিত হইয়া কহিতেছি না। সত্য কথা বলিতে কি, অনেক ইংরেজ ফুল মাজিষ্ট্রেট অপেক্ষাও বঙ্কিম বাবু যোগ্য ও বহুদর্শী একজিকিউটিভ অফিসার। বাঙ্গালি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের কথা দূরে থাকুক, আমরা জানি অনেক জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও অফিসিয়েটিং মাজিষ্ট্রেট সাহেব কার্য্য বিশেষে গোলযোগ হইলে বঙ্কিম বাবুর মতামত গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য বিষয়ের অবসর উপস্থিত। "গুণী গুণং বেত্তি" আমাদিগের মাননীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত সার এসলি ইডেন মহোদয় গুণগ্রাহী লোক। বিশেষতঃ ইনি বাঙ্গালিদিগের পিতৃস্থানীয়। ইডেন সাহেব গুণ দেখিয়া অন্যান্য বিভাগে অনেক বাঙ্গালিকে উচ্চ পদে নিয়োজিত করিয়া স্বীয় গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। তবে তাঁহার পক্ষপাতশূন্য সুশাসনের সময়ে বঙ্কিম বাবুর সদৃশ ব্যক্তিগণ পুরস্কৃত বা সম্মানিত না হন কেন? এটি নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবে।

উপসংহার কালে আমরা মহামান্য ইডেন মহোদয়ের নিকটে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে নিবেদন করিতেছি, তিনি বঙ্কিম বাবুকে জিলার মাজিষ্ট্রেট অথবা তৎসদৃশ একটী একজিকিউটিভ কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া তাঁহার প্রতি সুবিচার প্রদর্শন করিয়া বঙ্গে অনন্ত কীর্ত্তি রাখিয়া যাউন।

| ইলছোবা মেগুলাই<br>৩০ এ জুলাই<br>১৮৮০ খৃঃ | বশম্বদ<br>আপনার হুগলিস্থ<br>সংবাদ দাতা।" |
|---|---|

---

## ঢাকুরিয়াগ্রাম ও মিউনিসিপালিটী।

ঢাকুরিয়াগ্রামটী কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সাউথ সুবরবন নামে যে মিউনিসিপালিটী আছে, উহা তাহার অন্তর্গত। কলিকাতার এত নিকট যে যদি কলিকাতা কখন পার্শ্বপরিবর্ত্তন করেন, তাহার চুণ গিয়া উহার গায়ে লাগিবে। এত নিকটবর্ত্তী হইয়াও ঐ গ্রামের রাস্তা ঘাটের কথা গ্রামবাসিদিগের নিকট যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে আমাদের অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ হইল। গ্রামবাসিরা বলেন, দশ বার বৎসর হইল, ঢাকুরিয়া উলুবেড়িয়া প্রভৃতি কয়েকটী গ্রাম উক্ত মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এই দীর্ঘকাল মধ্যে উক্ত গ্রামগুলির উন্নতি সাধন বিষয়ে কোন প্রকার চেষ্টাই করা হয় নাই। রাস্তাঘাট প্রভৃতি পূর্ব্বে যেমন কদর্য্য ছিল, এখনও সেইরূপ আছে। বিশেষতঃ বর্ষাকালে গ্রামগুলির দুর্দ্দশা দর্শন করিলে মনে যার পর নাই কষ্ট উপস্থিত হয়। আমরা মিউনিসিপালিটী-সভার অধ্যক্ষকে অনুরোধ করিতেছি তিনি একবার স্বচক্ষে গ্রাম গুলির অবস্থা দর্শন করিয়া আসুন। রাস্তাগুলি কর্দ্দমে এরূপ পরিপূর্ণ যে ভদ্র লোকে বর্ষাকালে গ্রাম মধ্যে গমনাগমন করিতে পারেন না।

কি আশ্চর্য্য? সহরের নিকটবর্ত্তী একটী প্রধান মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রামের আজও এরূপ দুর্দ্দশা; কাদার ভয়ে ভদ্র লোকে গ্রাম মধ্যে যাইতে চান না! মিউনিসিপালিটী যদি রাস্তা ঘাটের উৎকর্ষ সাধন না করেন, তবে সে মিউনিসিপালিটীতে প্রয়োজন কি? ঢাকুরিয়াতে কি নামে মিউনিসিপালিটী, কাজে নয়? গ্রামবাসীরা কি ট্যাক্স দেন না? তাঁহারা যদি ট্যাক্স দেন এমন হয় তবে কেন রাস্তা ভাল হয় না? যদি রাস্তা করিয়া না দিলেন, তবে মিউনিসিপালিটী ট্যাক্স লন কেন? ঢাকুরিয়ার ট্যাক্সের টাকা কিসে ব্যয় হয়? কেবল এক কনষ্টেবলে কি সমস্ত টাকা উদরসাৎ করে? তাহার উদরে কি ভস্মকীট আছে?

আমরা আর একটী কথা শুনিয়া অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। গ্রামবাসীরা সুবর্ব্বন মিউনিসিপালিটীর অধ্যক্ষের নিকটে রাস্তা পাকা করিবার প্রার্থনা করিয়া আবেদন করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি গ্রামবাসীদিগের নিকটে চাঁদা চাহিয়াছেন। গ্রামবাসীরা মিউনিসিপাল ট্যাক্স দিবেন, আবার রাস্তা পাকা করিবার নিমিত্ত অতিরিক্ত চাঁদা দিবেন? এ ত বড় চমৎকার কথা! যেখানে মিউনিসিপালিটী নাই, সেখানেও ত গ্রামবাসীরা অর্দ্ধেক চাঁদা দিলে গবর্ণমেণ্ট রাস্তা পাকা করিয়া দেন। তবে মিউনিসিপালিটীরমধ্যে বাস করিয়া লাভ কি? লাভের মধ্যেত এই দেখিতে পাই, দুই দিন ট্যাক্স দিতে বিলম্ব হইলে ওয়ারেণ্ট হয়, তাহার আবার খরচা দিতে হয়, শেষে ঘরের কবাট চৌকাট বিক্রয় হয়। এই সুখের নিমিত্ত কি আমাদের মিউনিসিপালিটীতে বাস? রাস্তা ভাল হইল না, জল নির্গমের ভাল পথ হইল না, বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংস্থান হইল না, মিউনিসিপালিটীতে বাস করিয়া কোন সুখই হইল না, সুখের মধ্যে কেবল বিল সরকারের গোঁপনাড়া তিরস্কার, আর ওয়ারেণ্টের খরচা যোগান।

ঢাকুরিয়া গ্রামটী সাউথ সুবর্ব্বন মিউনিসিপালিটীর যে অন্তর্গত হইয়া আছেন, তাই আমরা দেখি-

তেছি, যত অনর্থের মূল হইতেছে। রাজপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি যত দিন ঐ মিউনিসিপালিটীর অন্তঃপাতী ছিল, ততদিন তাহাদেরও ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল কিন্তু এখন স্বতন্ত্র হওয়াতে সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি এখন সেখানে রাস্তা পাকা হইতেছে; কিন্তু কেহ ট্যাক্স ভিন্ন স্বতন্ত্র চাঁদা চাহে না।

যাহা হউক, আমরা চাকুরিয়াবাসীদিগকে এই পরামর্শ দিতেছি, তাঁহারা পুনরায় মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করুন। যদি তাঁহারা তাহাতে কর্ণপাত না করেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকটে আবেদন করিবেন। আমাদের ন্যায়পরায়ণ লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কখনই তাঁহাদের প্রার্থনা-বাক্যে উপেক্ষা করিবেন না।

## কাবুলে আকস্মিক বিপৎপাত!

আবদুল রহমান কাবুলের আমীর হইলেন, সকল আপদের শান্তি হইল, ইংরাজ সৈন্যেরা সত্বর কাবুল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবে, ইউরোপীয় সমাচার অবলম্বন করিয়া এই সংবাদগুলি লিখিয়া লেখনীকে বিশ্রাম দিতে না দিতে, সুস্থ ও নিশ্চিন্ত ভাবে নিশ্বাস ফেলিতে না ফেলিতে, সঙ্কুচিত অঙ্গুলিগুলি প্রসারিত করিতে না করিতে, কুঞ্চিত হস্ত বিস্তারিত করিতে না করিতে সংবাদ পাইলাম, কান্দাহারে ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। আয়ুব খাঁ ৩০ হাজার পদাতি ৩ হাজার অশ্বারোহ সৈন্য ও ভাল ভাল কামান লইয়া কান্দাহারে বরোসের ও প্রিমরোজের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া হতাহত ও ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে। উক্ত সেনাপতিদ্বয় পরাভূত হইয়া হটিয়া আসিয়াছেন। আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, নিম্নলিখিত প্রধান সৈনিক পুরুষেরা নিহত ও আহত হইয়াছেন।

| হত | আহত |
|---|---|
| লেপ্টেনাণ্ট ই, অসবরণ | মেজার জি, ব্লাকউড |
| কাপ্তেন ডবলু রবার্টস, | লেপ্টেনাণ্ট এচ লাইঞ্চ |
| লেপ্টেনাণ্ট ডবলু আসলেট | কাপ্তেন এম, মেনি |
| কাপ্তেন এচ স্মিথ | লেপ্টেনাণ্ট জে, রিড |
| কাপ্তেন জি কোল | কর্ণাল এচ, আণ্ডার্সন |

সৈনিক পুরুষ যে কত হতাহত হইয়াছে, এতদ্দ্বারা তাহা সহজে অনুমিত হইতেছে। রবার্ট স্যাণ্ডিমান, জেনেরল ফেয়ার প্রভৃতি সেনাপতিরা সৈন্য সামন্ত লইয়া কান্দাহারের অভিমুখে যাইতেছেন। কাবুলের যুদ্ধ শেষ হইল মনে করিয়া যাঁহারা প্রত্যাগত হইতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই আবার ফিরিয়াছেন। কাবুলে প্রথম যুদ্ধে যে গোলযোগ না হইয়াছিল, আয়ুবের সহিত যুদ্ধে তাহার চতুর্গুণ গোলযোগ বাঁধিয়াছে। খেলাতের খাঁ অশ উষ্ট্র প্রভৃতি দ্বারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। সেনাপতি বরোসের অধীনে ২৪ শত মাত্র সৈন্য আছে। জেনরল প্রিমরোজের (যাঁহাকে শত্রুরা ঘেরাও করিয়াছে) অধীনে ৩ হাজার মাত্র সৈন্য আছে। দুইদল সৈন্য উহাদিগের সাহায্যার্থ কান্দাহারে উপনীত হইয়াছে। ইংলণ্ড হইতেও সৈন্য আসিতেছে। এইরূপ জনরব রুশেরা আয়ুব খাঁর সৈন্যদিগকে তোপ ছুড়িবার কৌশল দেখাইয়া দিতেছে। সেনাপতি প্রিমরোজের নিকটে ৪০ টা বড় কামান রহিয়াছে। শুনা যাইতেছে, আয়ুব সত্বরেই খুস্কি হইতে ইংরাজ সেনাপতি প্রিমরোজকে বাহির করিয়া দিবেন এবং তাঁহার হিরাটী সৈন্যেরা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবে। সমস্ত রক্ষিত সৈন্য সেনাপতি প্রিমরোজের সাহায্যার্থ যাইতেছে। আবদুল রহমান চুটাই নামক স্থানে উপনীত হইয়াছেন। শত্রুরা ঐ স্থানও আক্রমণ করিয়াছে। চেম্যান হইতে তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্য গিয়াছে।

আবদুল রহমানের আমিরী লাভ সম্বন্ধে আমরা যে প্রস্তাব লিখিয়াছি, তাহাতে পাঠক দেখিবেন লার্ড হার্টিংটন কাবুলের যুদ্ধ শেষ হইল মনে করিয়া যে আনন্দ প্রকাশ করেন, আমরাও তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছি; কিন্তু আমাদের মন প্রসন্ন হয় নাই। আমরা ঐ প্রস্তাবেই লিখিয়াছি, কাল রণমদে যোধগণকে মাতাইতেছে। কাবুল যে নির্ব্বিবাদ ও নিষ্কণ্টক হইল, আমাদের মনে এরূপ প্রত্যয় হয় নাই। তাহার কারণ এই, সর্দ্দারেরা আবদুল রহমানের আমীরত্ব লাভে সর্ব্বসম্মতিক্রমে অভিনন্দন করেন নাই। আবদুল রহমন যে আমীর হন, সে বিষয়ে অনেকেরই অনিচ্ছা। কাবুলীরা যে প্রকার চঞ্চল, এরূপ অনিচ্ছাসত্বে আবদুল রহমানের আমিরী পদ লাভে কাবুল নির্ব্বিঘ্ন হইল, এরূপ সিদ্ধান্ত করা চিত্তের প্রীতিকর হয় না। নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়েরও কাবুল সম্বন্ধে দুটী ভ্রম ঘটিয়াছে। এক, আবদুল রহমানকে জিদ করিয়া আমীর করা। দ্বিতীয়, তাঁহাকে শক্তিশূন্য করিয়া আপনাদিগের মুষ্টিমধ্যগত করা। সর্দ্দারদিগের কোন রূপে এরূপ ইচ্ছা নয় যে কাবুলে কোন প্রকার ইংরাজ প্রভুত্ব থাকে। ইংরাজেরা কাবুলে একটী সভা করিয়া সর্দ্দারদিগের সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাদিগের মনোনীত ব্যক্তিকে যদি কাবুলের আমীর করিতেন এবং তাঁহাকে কোন প্রকার নিয়মে বদ্ধ না করিয়া যদি স্বাধীনতা দান করিতেন, তাহা হইলে এ বিপদ ঘটিত না।

এখন কি করা কর্ত্তব্য? এখন ইংরাজজাতি উন্মত্ত হইয়াছেন। এ সময়ে তাঁহারা যে কোন পরামর্শ করুন, তাহা বিশুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। অসভ্য জাতির নিকটে পরাভব! ইহা কি ইংরাজের সদৃশ তেজস্বী বা গর্ব্বিত জাতির সহ্য হওয়া সম্ভাবিত হয়? এখন সকলেরই চেষ্টা হইয়াছে, যে কোন রূপেই হউক আয়ুব খাঁকে সদলে সংহার করিয়া ব্রিটিশ মাহাত্ম্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ব্রিটিশ মাহাত্ম্য রক্ষা করা যে কর্ত্তব্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেবল সৈন্য পাঠাইয়া যুদ্ধ করিলেই যে সেই মাহাত্ম্য রক্ষা হইবে তাহার প্রমাণ কি? ইংরাজেরা মত্ত হইয়া যুদ্ধ করাই যদি কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করেন, কাবুলে অপর কুরুক্ষেত্র কাণ্ড উপস্থিত হইবার অসম্ভাবনা নয়। কাবুলও উৎসন্ন হইবে, ইংরাজেরাও অবসন্ন হইয়া পড়িবেন। শেষে হয় ত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের ন্যায় উভয় দলের জন কয়েক লোক মাত্র জীবিত থাকিবে। এখনকার কর্ত্তব্য এই, আবদুল রহমানকে যখন আমীর করা হইয়াছে, তখন আর তাহার পরিবর্ত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীর সেয়ারআলি যেরূপ স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতেন, ইহাঁকেও সেইরূপ স্বাধীনতা দেওয়া হউক, তাঁহার হিরাট কান্দাহার প্রভৃতি যে সকল স্থানে অধিকার ছিল, ইহাঁরও সেই সেই স্থানে অধিকার হউক। ইংরাজেরা যাহাকে কান্দাহারের অধিপতি করিয়াছেন তাঁহাকে তথা হইতে অপসারিত করিয়া আপনাদিগের অধিকার মধ্যে তাঁহাকে কোন উচ্চ পদ দান করুন। আয়ুবের প্রতি বৈরসাধন চেষ্টা ও অন্য প্রকার যুদ্ধ করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া আবদুল রহমান যাহাতে পদস্থ থাকিতে পারেন, সেই চেষ্টা করা হউক। তিনিও সর্দ্দারদিগকে হস্তগত করিবার কৌশলপূর্ণ সাম উপায় অবলম্বন করুন। কাবুলে গিয়া ইংরাজদিগের যে অপমান হইবার হইয়াছে। আমরা যে পরামর্শ বলিলাম, ইহার অনুরূপ কর্ম্ম করিলে কথঞ্চিৎ মানরক্ষা হইতে পারে। তাহা না করিয়া যদি কাবুলের প্রতিব্যক্তিকে, স্ত্রী বালক বৃদ্ধ ভেদ না করিয়া তোপে উড়াইয়া দেওয়া হয়, প্রত্যেক পর্ব্বতকে তোপে ভগ্ন করিয়া এক এক খানি পাথর নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত করা হয়, প্রত্যেক বৃক্ষ ছিন্ন করিয়া শাখা প্রশাখাদি ভস্ম করা হয়, বারুদরাশি নিক্ষেপ করিয়া যদি কাবুলের যাবতীয় নদী শুষ্ক করিয়া ফেলা হয়, কিছুতেই অবমাননার পরিশোধ হইবে না। তাহাতে কেবল আর এক প্রকার অবমাননা হইবে। বিজ্ঞ লোকেরা ইংরাজদিগকে অসভ্য জ্ঞান করিবেন। অতএব বৈরনির্যাতনার্থ আর নূতন যুদ্ধের অনুষ্ঠান না করিয়া আবদুল রহমানকে বদ্ধমূল করিবার নিমিত্ত যে অনুষ্ঠান করা আবশ্যক হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই ইংরাজদিগের মানরক্ষা হইবে।

অনেকে অনুমান করিতেছেন রুশেরা ইহার

মধ্যে আছে। আমাদিগের কিন্তু সে অনুমান হয় না। রুশের আতঙ্কই ত কাল হইয়াছে। এই অলীক আশঙ্কায় ভীত হইয়াই ত ইংরাজেরা কর্ত্তব্য পথ দেখিতে পাইতেছেন না। তাঁহারা যদি ভীত না হইতেন, আজ এ বিপদ ভোগ করিতে হইত না। কাবুলীরা অসভ্য বটে, তাহাদের ভালরূপ বন্দোবস্ত নাই, ভালরূপ শিক্ষা নাই, অর্থের স্বচ্ছলতা নাই, কিন্তু তাহারা কাপুরুষ নয়। তাহাদের অসীম সাহস। তাহারা কিছুতেই বশীভূত হয় না। তাহারা অপরের সাহায্য না পাইলে যে যুদ্ধ করিতে পারে না, তাহা নয়। তাহাদের যদি ঐক্য থাকিত, যুদ্ধকার্য্যে যে সকল বন্দোবস্ত আবশ্যক তাহাদের যদি সে বন্দোবস্ত থাকিত, তাহা হইলে ইংরাজদিগের কাবুলে প্রবেশ করা কঠিন হইত সন্দেহ নাই। যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন কি তাহাদের নূতন? দোস্তমহম্মদের পুত্র আকবরও ইংরাজদিগকে এইরূপ বিপদাপন্ন করিয়াছিলেন। তখন কি রুশেরা আসিয়া তাঁহার সহায়তা করিয়াছিল? যাহা হউক উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই, ইংরাজ রাজপুরুষেরা স্থির-চিত্তে কার্য্য করুন। যাহাতে আপনাদিগের মানরক্ষা হয়, কাবুলেও শান্তি স্থাপিত হয় এবং কাবুল উৎসন্ন না যায় সেইরূপে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কার্য্য করিলে সে অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হইবেন না। আপনারা দোষ করিয়া অবৈধ বল প্রকাশ পূর্ব্বক কাবুলে প্রবেশ করিয়া উহাকে উৎসন্ন দেওয়া ধর্ম্ম ন্যায় ও যুক্তির অনুমোদিত নয়।

—•—

## "ঈশ্বর সিদ্ধি!"

একেই ধর্ম্মসমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আবার রাজবিহারী বাবুর প্রদর্শিত নাস্তিকতাবাদ প্রবল বাত্যাস্বরূপ হইয়া তাহাকে অধিকতর মাতাইয়া তুলিয়াছে। আমাদের অধিকসংখ্য পত্রপ্রেরক রাজবিহারী বাবুর পত্রের প্রতিবাদ করিয়া আমাদের নিকট পত্র লিখিয়াছেন। সোমপ্রকাশে সে সমুদায়ের স্থান সমাবেশ হওয়া কঠিন। যদি সোমপ্রকাশে স্থান সমাবেশ হয়, ক্রমে ক্রমে সে গুলির আবির্ভাবের অসম্ভাবনা নয়। অদ্য আমাদের মাননীয় জামালপুরের সংবাদদাতার পত্রখানি গৃহীত হইল।

রাজবিহারী বাবু! আমরাও তোমাকে এই প্রসঙ্গে দুই চারিটি কথা বলি। তুমি যে নাস্তিকতাবাদ প্রচার করিয়াছ, এটী ভারতবর্ষে নূতন কাণ্ড নয়। ভারতে অনেক প্রকারের অনেক বড় বড় নাস্তিক হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের কাহারও মত চির আদৃত হয় নাই। এতদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, নাস্তিকতা নৈসর্গিক নয়। আস্তিকতা আর নাস্তিকতা এ উভয়ের মধ্যে কোন শব্দটীর সর্ব্বাগ্রে সৃষ্টি হইয়াছে? আর্য্যজাতীয়দিগের বুদ্ধি যখন সরল ছিল, তখনই আস্তিকতা শব্দের সৃষ্টি হয়, তাহার পর যখন কতকগুলি আর্য্যের বুদ্ধি কূটপথগামিনী হয়, সেই সময়ে আস্তিকতার সহিত ন শব্দ সংযোজিত হইয়াছে। মানুষের কতকগুলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তাহার অন্যতর। যে বালকের সবে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, পড়াশুনা পদার্থ কি তাহা সে জানে না, কিন্তু একখানি পুস্তক বা পত্র যদি তাহার হস্তগত হয়, সে পড়িতে আরম্ভ করে। ঐরূপ পাঁচ জন বালক একত্র হইলেই পূজার ধূমধাম পড়িয়া যায়। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যে স্বাভাবিক, বন্যদিগের ব্যবহার দ্বারা তাহা বিশেষরূপে সপ্রমাণ হইতেছে। তাহারা ধর্ম্ম বা ঈশ্বর পদার্থ কি জানে না ও বুঝে না। কিন্তু একটী উচ্চ স্থান বা বৃক্ষকে দেবতা বোধে পূজা করিয়া থাকে। ঈশ্বর যদি না থাকিতেন, তিনি কখন মানুষের হৃদয়ক্ষেত্রে ধর্ম্মবীজ বপন করিতেন না। যদি বল বালক ও বন্যদিগের ব্যবহার অনুকরণ মূলক। তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, অনুকার্য্য না থাকিলে অনুকরণ হয় না। প্রথম অনুকার্য্যের কে সৃষ্টি করিল? যিনি অনুকার্য্যের প্রথম সৃষ্টি করেন, তাঁহার হৃদয়ে কে প্রথম ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিল? ঈশ্বর যদি মনুষ্য-হৃদয়ে ধর্ম্ম-বীজ নিহিত না করিতেন, ধর্ম্ম ও দেব পূজা সম্বন্ধে কখন অনুকার্য্য অনুকারক ও অনুকরণ প্রবৃত্তি দৃষ্টিগোচর হইত না। যে বস্তু স্বভাবতঃ না থাকে, তাহার অনুকরণে প্রবৃত্তি হয় না। যাহার স্বভাবতঃ লেশমাত্র দয়া নাই, সে কি দয়ার কার্য্যের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়? অধিকাংশের মত ধরিয়াই সকল কাজ হইয়া থাকে। সেই অধিকাংশের মত ধরিয়া বিচার করিতে গেলেও ঈশ্বরসত্তা সপ্রমাণ হইতেছে। আমাদের জামালপুরস্থ সংবাদদাতা এই মত অবলম্বন করিয়া বিচার করিয়াছেন। তাঁহার পত্রখানি এইঃ——

"ঈশ্বর আছেন ইহাও আবার বিচার করিতে হইল! হায় হিন্দু সমাজের কি অধঃপতন! যে হিন্দু সন্তানেরা একখানি সামান্য পত্র লিখিতে হইলেও ঈশ্বরের নাম লিখিয়া তবে অন্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে শিক্ষা দেন; তাঁহাদেরাই সন্তান সন্ততিকে এখন কি না বুঝাইতে হইল ঈশ্বর আছেন!!

শ্রীযুক্ত বাবু রাজবিহারী দাস আপনার ১৫ ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে বঙ্গদর্শন হইতে অবিকল কয়েকটী যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া ঈশ্বর অসিদ্ধ প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন দেখিয়া বাস্তবিক দুঃখিত হইলাম। তিনি যে নাস্তিক, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না, নাস্তিক যে কেহ হইতে পারে ইহাও আমাদের ধারণা হয় না। যে মিলকে নাস্তিক বলিয়া আমাদের যুবকেরা মস্তকভূষণ জ্ঞান করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই মিলের কৃত পশ্চিউমস থিইজম " নামক গ্রন্থে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি আশ্চর্য্য উদার ও গম্ভীর মত সকল প্রচারিত হইয়া জনসমাজকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে! আমরা ঈশ্বরকে মানিব না কিন্তু ঈশ্বরপ্রতিবাদীকে মানিব, কি আশ্চর্য্য কৃতজ্ঞতা!! প্রমাণ আছে বলিয়াই ঈশ্বর সিদ্ধ। তিনি সাংখ্যের যে তিনটী প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন, তদতিরিক্ত আর একটী চতুর্থ প্রমাণ আছে, তাহা "আত্মপ্রত্যয়।" যাক্ একবার সাংখ্যদর্শনকারের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়াই দেখা যাউক, ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারেন কি না। আর্য্যদিগের দর্শনশাস্ত্র মধ্যে ছয় খানি প্রধান। তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

১। গৌতমকৃত ন্যায় দর্শন।
২। কণাদকৃত ঐ (বৈশেষিক)
৩। কপিলকৃত সাংখ্যদর্শন (নিরীশ্বরবাদ)
৪। পতঞ্জলিকৃত সেশ্বর সাংখ্য ও যোগ।
৫। জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসা।
৬। ব্যাসকৃত উত্তর মীমাংসা।

এই ষড়দর্শন শাস্ত্রই ঈশ্বর সম্বন্ধে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব সত্য প্রচার করিয়া ভারতের অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এই সব দর্শনশাস্ত্র আছে বলিয়াই কি হামিলটন, কি ব্রাউন, কি স্পেন্সর, কি মিল, কি কোমত, কি টিণ্ডেল, কেহই ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমক্ষে জয় লাভ করিতে পারেন নাই। এখন ইউরোপে যাহা হইতেছে, তাহা ভারতের গায় লাগিয়া কি করিবে? ইহার সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে এতৎসংক্রান্ত ঘোর বিপ্লব হইয়া গিয়াছে। প্রাগুক্ত ছয়খানি দর্শন মধ্যে কেবল কপিলকৃত নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন লইয়া রাজবিহারী বাবু ঈশ্বরকে উড়াইয়া দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তিনি কি পতঞ্জলিকৃত সেশ্বর সাংখ্যদর্শন ও যোগ শাস্ত্রের কোন সমাচার রাখেন? তিনি কি জৈমিনিকৃত পূর্ব্ব মীমাংসার "ধর্ম্মধর্ম্মি" সম্বন্ধে প্রমাণাদি পড়েন নাই? আমাদের অনুরোধ তিনি যেন একবার ব্যাসকৃত উত্তর মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া তার পর এ সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হন। আজ কাল এখানে ওখানে দুই একজন ইংরাজ অথবা জর্ম্মাণ উঠিয়া জগতকে শিক্ষা দেন যে আত্মা নাই শরীরই সব, ঈশ্বর নাই সৃষ্টিই সব, বাপ নাই ছেলেই সব!!!

এই নাস্তিকতা ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনোদ্দেশেই জলবুদবুদের ন্যায় উঠিতেছে দেখিয়া আমরা কিছু মাত্র বিচলিত নহি,কেন না ভারতশাস্ত্র সিন্ধু মধ্যে চার্ব্বাককৃত "দেহাত্মবাদ" ও "দৈহিক পরিণামবাদ" বৌদ্ধকৃত "সর্ব্ব শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, অনুমান ও "প্রত্যক্ষবাহ্যবস্তুবাদ" ইত্যাদি অনেক দিন তল হইয়া গিয়াছে। এখন তাহাদের অস্বাভাবিক পথ অবলম্বনের শেষ ফলস্বরূপ বৌদ্ধ প্রতিমার পূজাদি যথাতথা প্রচলিত দেখা যাইতেছে। বৌদ্ধ ঈশ্বরকে পূজা করিলেন না, কিন্তু তৎশিষ্যানুশিষ্যগণ বৌদ্ধকেই ঈশ্বরাবতাররূপে পূজা দিল !!

এখন রাজবিহারী বাবুর লিখিত তিনটী প্রমাণ সম্বন্ধে কিছু না বলা ভাল দেখায় না। গৌতমসূত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, "ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং ব্যবদেশ্য মব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষং।" ভাষ্যকার লেখেন, "অক্ষস্ অক্ষস্ প্রতিবিষয়ং বৃত্তিপ্রত্যক্ষং" অক্ষ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। অতএব ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়গ্রহণকারী যে বৃত্তি তজ্জন্য যে জ্ঞান উহাকে প্রত্যক্ষ বলা যায়। চক্ষু যেমন প্রত্যক্ষশব্দবাচ্য, কর্ণ, জিহ্বা, ত্বক, প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও তেমনি প্রত্যক্ষবাচ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি চক্ষুর কি কোন জ্ঞান আহরণ করিবার সামর্থ আছে ? জ্ঞান আহরণকারী আর কোন একটী বৃত্তি তন্মধ্যে থাকিয়া কি কার্য্য করে না ? চক্ষু কর্ণকেই যদি কেবল ইন্দ্রিয় বলিয়া নিশ্চিন্ত হই তাহা হইলে, চসমা ও টেলিস্কোপ যন্ত্রকে কেন ইন্দ্রিয় বোধে গ্রহণ করি না ? উক্ত গৌতম সূত্রের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ঋষি বলেন "সন্নিকর্ষবৃত্তি জ্ঞানংবা "বস্তু ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষলাভ করিলে তৎ তৎ বস্তুর জ্ঞানোদয় স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ জ্ঞানোদয় হয় কার ? ইন্দ্রিয়ের না তদতিরিক্ত অন্য কোন শক্তির বা বৃত্তির ? বাহ্যবস্তুর জ্ঞানলাভার্থ যেমন আমাদের শারীরিক কয়েকটী দ্বার অথবা সামান্যত ইন্দ্রিয় আছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভার্থ যে তদ্রূপ কোন ইন্দ্রিয় নাই ইহা কি রাজবিহারী বাবু প্রমাণ করিতে পারেন ?

গৌতম সূত্রে আনুমানিক প্রমাণও ত্রিবিধ যথা—

"পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ।"

যখন কারণ হইতে কার্য্যজ্ঞান লাভ হয় তাহাকে "পূর্ব্ববৎ" অনুমান কহে। যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর জ্ঞান, অথবা মেঘ হইতে বৃষ্টি, অথবা ঈশ্বর বা স্রষ্টাজ্ঞান হইতে সৃষ্টিজ্ঞান ইত্যাদি।

২ য়। কার্য্যজ্ঞান হইতে কারণজ্ঞানকে শেষবৎ অনুমান কহে। যেমন ধূম দেখিয়া অগ্নিবোধ, বৃষ্টি দেখিয়া মেঘ বোধ, সৃষ্টি দেখিয়া স্রষ্টা বোধ ইত্যাদি।

৩ য়। আমি একস্থানে ছিলাম, আমায় তথায় যিনি দেখিলেন, তিনি কিছুক্ষণ পরেই আমাকে অন্য লোকের বাসায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া যে বোধ বা অনুমান করিয়া থাকেন, যে আমি অবশ্য পূর্ব্বদৃষ্ট স্থান হইতে শেষোক্ত স্থানে গিয়াছি। যদিও তিনি আমার গমনক্রিয়া স্বয়ং দেখেন নাই তথাপি আমার তথায় গমনকার্য্য সিদ্ধ ইহা স্বীকার করিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়াকে সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান কহে। এইরূপ এক বস্তুর রচনা দেখিয়া যেমন তাহার রচয়িতাকে জানি ও তৎসঙ্গে এই জ্ঞানও লাভ হয় যে রচনা মাত্রেরই রচয়িতা আছে, তদ্রূপ ঈশ্বরকে কেহ সৃষ্টি করিতে দেখেন নাই তথাপি এই সুন্দর সৃষ্টির যে তিনিই রচয়িতা, তিনিই পাতা, তিনি পরিত্রাতা তাহা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ। এই রচয়িতার ভাব না বুঝিয়া যখন আমরা নিরাশ হই তখনই মনোমধ্যে যেন কে গভীর নাদে গাইতে থাকে।

"কি লাগি মগন মন, বিষাদ নীরে,
বসিয়ে ভবের কূলে, ভাবিছ কিরে !
নাহি কিরে সুখ লেশ, বল মোরে সবিশেষ,
কেন বা এমন বেশ, ঘেরেছে দুঃখ তিমিরে,
এই বিশ্ব পান্থ নিবাসে, বদ্ধ হয়ে মোহপাশে,
কেন বৃথা সুখ আশে মরিছ ঘুরে ?
চল সেই অমৃত ধাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
নিত্যানন্দ নিত্য সুখ ভুঞ্জিবে রে অচিরে॥"

৩। শাব্দপ্রমাণ।

গৌতম সূত্র বলেন "আপ্তোপদেশঃ শাব্দঃ।" আপ্ত শব্দের অর্থ যথার্থ। যথার্থ জ্ঞাতার উপদেশকেই আপ্তোপদেশ বলা যায়। অর্থাৎ, যে সকল মহর্ষি যোগ-বলে সেই অখিল বিধারণ নিরঞ্জনের বিশেষ তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন ও যে জ্ঞানবলে ভারত-মন্দিরে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন সেই সব মহাত্মার বাক্যই আপ্ত বাক্য। তাহা কোথায় লিপিবদ্ধ আছে ? উপনিষদাদিতে। এই উপনিষৎ শাস্ত্র বেদশাস্ত্রের মস্তকস্বরূপ। তবে "বেদে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গই নাই" বলা কি বুদ্ধিমানের উচিত ? বেদ শাস্ত্র, নানা মন্ত্রে, কল্পে, সূক্তে, ব্রাহ্মণে বিভক্ত, এই কর্ম্মকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ড প্রধান উপনিষৎশাস্ত্রই শ্রেষ্ঠ। মস্তক ছাড়িয়া দেহজ্ঞান আর উপনিষৎ ছাড়িয়া বেদজ্ঞান উভয়ই সমান। সংশয়বাদীদের অনেক সংশয় প্রশ্নোপনিষদে মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে।

জ্ঞানলাভের একটী উপায় তর্ক বটে। কিন্তু তর্কই জ্ঞান নহে। তর্কের ভিত্তি কার্য্যকারণ ভাব; সেই কার্য্যকারণ ভাব বজায় রাখিয়া জ্ঞানের শরীর পরিষ্কার করার নাম তর্ক।" এই জ্ঞান অনেক প্রকার, তন্মধ্যে এখানে দুই প্রকার জ্ঞান উল্লিখিত হইল। তাহা সম্মুখজ্ঞান, আর প্রকৃত জ্ঞান। যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়ই গ্রহণ করিয়াছে সে জ্ঞানকে সম্মুখজ্ঞান বলে। "আর যখন মন তাহা গ্রহণ করিয়া ভাল মন্দ নির্ণয় করিয়াছে এই অবস্থায় জ্ঞানাংশই প্রকৃত জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান।" আমরা মনকেও ইন্দ্রিয় শ্রেণী-মধ্যে গণনা করিয়া থাকি। পূর্ব্ব প্রস্তাবিত আত্মপ্রত্যয়কে ছাড়িয়া দিলে কোন প্রমাণই স্থান পায় না। তোমাকেই যখন তুমি মান না তখন তোমার আবার প্রমাণ কি ? মাথা নাই তার মাথা ব্যথা। এই জন্য আমাদের মত অসারজীবনসর্ব্বস্ব মূঢ়চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সহজ উপায় যে আত্মপ্রত্যয়মূলক জ্ঞান, তাহা ছাড়া উচিত নয়। এই জন্যই জ্ঞানিপ্রবরগণ কঠোপনিষদের ১০ শ্লোকে আমাদের হিতার্থে এই মহার্থ-পূর্ণ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন যে,—

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাব প্রসীদতি।

অর্থাৎ তিনি আছেন এই প্রকার আত্মপ্রত্যয় করিয়াও তাঁহাকে পাওয়া যায়, আর তত্ত্বভাবেও তাঁহাকে জানা যায়। উভয়ের মধ্যে তিনি আছেন, যাঁহারা এই প্রকার জানেন, তাঁহারা তত্ত্বভাবও আপনা হইতে প্রাপ্ত হন। রাজবিহারী বাবু দেখুন দেখি কেমন সুন্দর সঙ্কেত। ইষ্টদেবতা ভাবের বস্তু। "প্রতিবোধবিদিতং" প্রতিবোধ দ্বারা তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হয়। এই প্রতিবোধ হৃদয় দ্বারা সম্পন্ন হয়। তর্ক যেমন মন দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা, বিচার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, প্রতিবোধ সেইরূপ হৃদয় যন্ত্র দ্বারা সমাহিত হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক লইব, হৃদয় ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। যাঁরা কেবল মস্তিষ্ক লইয়া নাড়াচাড়া করেন, তাঁরা হৃদয়ের কার্য্য না বুঝিতে পারেন, কিন্তু যাঁরা মস্তিষ্ক ও হৃদয় উভয়ের যোগে অধ্যাত্ম যোগাভ্যাসে রত, তাঁহারাই ধন্য পুরুষ! যদি প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিবার উদ্দেশে রাজবিহারী বাবু "ঈশ্বর অসিদ্ধ" প্রমাণ করিতে ব্যগ্র হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয় হইলে হইতে পারে, কিন্তু তাহা লইয়া যদি বিতণ্ডা ও বিতর্ক জালে মোহাবিষ্ট ব্যক্তিকে অধিকতর মোহযুক্ত দেখান হয়, তাহা রুচিকর নহে! আমরা উপরে সংক্ষেপত যাহা লিখিলাম তাহা অনেক প্রশস্ত করা যাইতে পারে। যদি রাজবিহারী বাবুর এ বিচার চালান ধার্য্য হয়, তাহা হইলে সাপ্তা-

হিক সংবাদপত্র সোমপ্রকাশ ছাড়িয়া কল্পক্রমে তাহা উত্থাপন করিবেন, এবম্বিধ প্রসঙ্গ ভাল ভাল সাময়িক পত্রে হইলেই ভাল হয়। তাহা হইলে নানা প্রমাণাদিদ্বারা বিশদরূপে স্ব স্ব পক্ষ সমর্থন করা যাইতে পারে। কিন্তু বেশ ধীর ভাবে এ সব তত্ত্বালোচনা করা উচিত। উগ্রতা ছাড়িতে হইবে। কপিল-মতে সাংখ্যদর্শনে স্পষ্ট "ঈশ্বর" সিদ্ধি দেখা যায় না বটে, কিন্তু প্রকৃতঃ ঈশ্বর স্বীকার করা হইয়াছে।

কপিলদেব প্রকৃতি ও পুরুষ মানেন, এই পুরুষ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত। বেদান্ত মতে জীবাত্মার স্থলে ইনি বুদ্ধিকে স্থাপন করিয়াছেন মাত্র। এই পুরুষ ও প্রকৃতি সংযোগেই সৃষ্টি হইল। সংযোগ করিল কে? পুরুষ না প্রকৃতি? যিনি এই উভয়ের সংযোগকর্ত্তা তিনিই ঈশ্বর। এই প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ঐশী শক্তিশালী কে? যে, তাহাকে ঈশ্বর বলিব। ঈশ শব্দে শ্রেষ্ঠ বুঝায়। এই উভয়ের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, যে অপরকে অধীন করিয়াছে, সেই ঈশ্বর! তুমি এই শক্তিকে যে শব্দে অভিহিত কর আমরা তাহাকেই ঈশ্বর বলিব। তাহা হইলে গোল মিটিয়া গেল।

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়।
জামালপুর

---

## কাবুলের সংবাদ।

কাবুল ২৫ এ জুলাই। মুছুল্লিরা কাবুলে কদবা পড়িয়া নূতন আমীরের সিংহাসনাধিরোহণ বৃত্তান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। নগরের প্রধান মসীদে যখন উহা পড়া হয়, সেই সময়ে তথায় বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল। সর্দ্দার ইসফ খাঁ ও খাঁ অমূল্য খাঁ দরিদ্রদিগকে ধন দান করিয়াছিলেন। ওয়ালি মহম্মদ তথায় উপস্থিত হন নাই। প্রজারা আবদুল রহমানকে রাজা পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছে এবং ধনী লোকেরা তাঁহাকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতেও সম্মত আছেন।

মহম্মদ জান চারিকারে যান নাই এবং আবদুল রহমানের সহিত সাক্ষাৎও করেন নাই। তিনি কেবল ওয়ার্দ্দক জাতীয় ৭ জন সর্দ্দারের সহিত মুস্কি আলমের দুই পুত্রকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছেন। আবদুল রহমানের বংশের কাহারও সহিত ওয়ার্দ্দকদিগের প্রণয় নাই। মুসা জানকে কাবুলের সিংহাসনে অধিরোহণ করাইবার জন্য মহম্মদ জান যেরূপ গোলযোগ করিয়াছিলেন তাহাতে আবদুল রহমান যে [illegible] লোককে অভ্যর্থনা করিবেন [illegible] বিষয়ে সন্দেহ। আবদুল রহমান যদি মুসাজানকে সেনাপতি করেন তাহা হইলেও গোলযোগের মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা আছে। মহম্মদ জান চারিকারে যে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন আবদুল রহমান তাঁহাদিগের সহিত কি রূপ ব্যবহার করেন তাহা দেখিবার জন্য মহম্মদ জান সোৎসুকচিত্তে ময়দানে অপেক্ষা করিতেছেন।

ওয়ালি মহম্মদ কাবুলের শাসনকর্ত্তার পদ পরিত্যাগ করাতে সর্দ্দার ইসফ খাঁ কিছু দিনের জন্য ঐ পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

ইংরাজ সৈন্যদিগকে আজি হইতে কাবুল নগরের মধ্যে যাইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

মোমন্দেরা শনিবারে লালপুরার খাঁকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার অনেক সৈন্যকে হতাহত করে এবং রাত্রিশেষে অনেককে হতাহত করিয়া প্রস্থান করিয়াছে।

কাবুল ২৭ এ জুলাই। আবদুল রহমান চারিকারে রহিয়াছেন। তিনি ঐ স্থান রক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া কাবুলে আসিবেন। তিনি খিজিলিবাসিদিগকে বন্ধুভাবে পত্র লিখিয়াছেন। হাসিম খাঁ, আবদুল্লা খাঁ ও মুসাজান সৈদাবাদে অবস্থিতি করিতেছেন।

---

# বিবিধ সংবাদ।

আগামী শীত ঋতুতে সোণাপুর হইতে মগরাহাট পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে প্রস্তুত হইবে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর তাহার জন্য ভূমী সংগ্রহার্থ একজন কালেক্টার নিযুক্ত করিয়াছেন। ইনি এখন হইতে ভূমী ক্রয় করিতে রহিলেন।

শ্রীহট্টপ্রকাশে মহাভারতের অনুবাদক বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়ের যে গ্লানি প্রকাশ হইয়াছে আমরা অনুসন্ধানে জানিলাম তাহার একটীও সত্য নয়। আমরা আগামীবারে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিব।

আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর সার সিসিল বিডন সাহেব প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

ময়মনসিংহের উন্নতির জন্য রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর ২০০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বাবু সাগরচন্দ্র দত্ত তাঁহার এঁড়িয়াদহস্থ বাগানের নিকটে গঙ্গার এক খানি মগ্নপ্রায় নৌকার ১৪ জন যাত্রীকে রক্ষা করিয়াছেন।

মস্কাউ হইতে বাবু নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় যেরূপ লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমাদিগের বোধ হইল রুশের অনেক লোক ভারতের প্রাচীন হিন্দুদিগের ন্যায় কুসংস্কারাপন্ন। উহারা মহা সমারোহে দেব দেবীর পূজা করে। হিন্দুদিগের যেমন ৩৩ কোটী দেবতা উহাদিগের ও তেমনি বরং তাহা অপেক্ষা বেশী ত কম নহে। হিন্দুরা সঙ্কটে পড়িলে যেমন দেবতার নাম লয় উহারা ও ঠিক সেইরূপ করে। তদ্ভিন্ন আর আর আচার ব্যবহার প্রায় প্রাচীন হিন্দুদিগের সহিত মিলে।

একদা প নামে এক ব্যক্তি কিছু আশ্চর্য্য হইয়া ষ্টেট সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সত্য সত্যই কি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দেওয়ানী আদালতের খরচ খরচা বাদে বর্ষে বর্ষে লাভ দেখাইয়া থাকেন। ষ্টেট সেক্রেটারি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত হইতে ব্যয় বাদে বর্ষে বর্ষে ২৬০০০১ টাকা লাভ হয়।

মান্দ্রাজের ১১ মাইল দূরে পলাকাড়ুৎ নামক স্থানে একটী স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১৮৮০ জুনে ভারতবর্ষ হইতে হোম ট্রেজরিতে ১৬৫০০০০০ টাকা প্রেরিত হইয়াছে। কিন্তু এপ্রেল হইতে জুন পর্য্যন্ত ৫২০০০০০০ টাকা প্রেরিত হইয়াছে। সমুদায়ে সম্বৎসরে ২০৩১১০০০০ টাকা পাঠান যাইবে পূর্ব্বে এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ব্বিস গেজেটে ডাক্তার বেঞ্জামিন রিজ নামে এক ব্যক্তি সর্দ্দিগরমী পীড়িত লোকের নিম্নলিখিত চিকিৎসা প্রকরণ প্রকটীত করিয়াছেন। যথা পীড়িত ব্যক্তিকে একটী অন্ধকার গৃহে ঠেসান দিয়া বসাইতে হইবে। তৎপরে মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত জল সেক দিতে হইবে। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ করিলে রোগী ক্রমে সুস্থ হইবে।

গত বর্ষে নবাবগঞ্জের অধীন দোলহাট থানার এলাকাভুক্ত গ্রামে ব্যাঘ্রে প্রায় ২৫।৩০ জন লোককে বধ করিয়াছে। এবারও ঐ সকল স্থানে ব্যাঘ্র আসিয়া গোরু মানুষ প্রভৃতি বধ করিতেছে।

বর্দ্ধমানের নূতন মহারাজ তাঁহার জননীর সহিত রথযাত্রা উপলক্ষে কালনার বাটীতে আসিয়াছেন। মহারাণী কালনাস্থ বহুসংখ্যক দরিদ্র অনাথ ব্যক্তিকে অন্ন বস্ত্রাদি দান করিতেছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম গোদলপাড়ার কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তির সাহায্যে তথায় একটী রিডিংক্লব স্থাপিত হইয়াছে।

এক ব্যক্তি আমাদিগের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, জেলা পূর্ণিয়ার অন্তর্গত পোয়াখালী, শ্রীপুর ও সূর্য্যপুরের স্ত্রীলোকেরা আড়াই হাত মাত্র কাপড় পরিধান করে। উহারা ঐ বস্ত্রখানি স্তনের উপর দিয়া খুব টানিয়া বাঁধে। গুরুজনকে দেখিয়া মাথার কাপড় দেয় না এবং [illegible] স্নান করে। আজিও অনেক স্থানে এরূপ [illegible]

আছে। আমরা মধ্যে মধ্যে অন্যান্য স্থান হইতেও এরূপ সংবাদ পাইয়া থাকি।

হাবড়া থানার ইনস্পেক্টর জে, রেবিলো সাহেব বাবু ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির নামে হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট বকলণ্ড সাহেবের নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন। অভিযোগের কারণ এই, একদা ক্ষেত্র বাবু ডিষ্ট্রীক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট বেলেপোড়ায় পুলিষের কোন শান্তিরক্ষক থাকে না বলিয়া রেবিলোর বিপক্ষে একখানি আবেদন করিয়াছিলেন। গত ২১ এ তিনি নিম্ন আদালতে কোন কার্য্যোপলক্ষে যান, ঐ দিবস রেবিলোও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার দরখাস্তের কথা রেবিলোকে বলেন, রেবিলো তদুত্তরে এই কথা বলিয়াছিলেন আমি এ সংবাদ পাইয়াছি এবং স্বপক্ষসমর্থনার্থ রিপোর্টও দিয়াছি। ক্ষেত্র বাবু ঐ দরখাস্ত করায়, রেবিলোর মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়। এই উপলক্ষে উভয়ে এক দিন বচসাও করিয়াছিলেন। এক্ষণে রেবিলো বলেন "আমি স্বপক্ষসমর্থনার্থ ডিষ্ট্রীক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিয়াছি, এই কথা বলাতে ক্ষেত্র বাবু আমাকে কটু কথা বলিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট রেবিলোর দরখাস্ত গ্রহণ করিয়া রেবিলোর মানিত ৩ জন সাক্ষির সাক্ষ্য লন। একজন, যিনি নিকটে ছিলেন তিনি বলিয়াছেন আমি ক্ষেত্র বাবুকে কোন কটু কথা বলিতে শুনি নাই। অপর দুই জন যাহাঁরা অনেক দূরে ছিলেন তাঁহারা রেবিলোর পক্ষে সাক্ষ্য দেন। মাজিষ্ট্রেট ইহাতেই ক্ষেত্র বাবুর ৬ মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন ও ৫০ টাকা অর্থ-দণ্ড করিয়াছেন। জরিমানার টাকা না দিলে তাঁহাকে আর এক মাস কারাবাস করিতে হইবে। প্রতিবাদীর উকিল আপীল করিবার জন্য রায়ের নকল প্রার্থনা করাতে সাহেব তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের একটী ধনী স্ত্রীলোক গত শনিবার ত্রিপলিকেনে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একজন প্রতারক আসিয়া তাঁহাকে কয়েক রকম চাউলের নমুনা দেখাইয়া কোন্‌টী ভাল এবং কোন্‌টী লওয়া যাইতে পারে এই কথা জিজ্ঞাসা করে, স্ত্রীলোকটী বলিয়া দিলে দুষ্ট চলিয়া যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তিনি অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যান। প্রতারক ইত্যবসরে তাঁহার গাত্র হইতে মূল্যবান অলঙ্কারগুলি খুলিয়া লইয়া প্রস্থান করে। পরক্ষণে পথিকেরা স্ত্রীলোকটীকে হতচেতন দেখিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করে। কিন্তু ধূর্ত্তের আর কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই।

পশুর প্রতি অত্যাচারকারিণী সভা একজন দেশীয়কে ৬০ টাকা মাসিক বেতনে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইনি কোথায় কোন গোয়ালা ফুঁকা দিয়া দুগ্ধ বাহির করিতেছে তাহার অনুসন্ধান লইবেন।

সাপুর হত্যাকাণ্ডে যাহারা লিপ্ত ছিলেন বলিয়া ধৃত হইয়াছিলেন হাইকোর্টের বিচারে তাঁহারা অব্যাহতি লাভ করাতে অনেকেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। ষ্টেটসম্যানের একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন বেহালা ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অনেক লোকে একত্র হইয়া আসামীদিগের পুনর্ব্বিচারের নিমিত্ত লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিবার উদ্যোগ করিতেছে। শুনা গেল আবেদন পত্র এক্ষণে চতুর্দ্দিকের লোকের নিকট স্বাক্ষরের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন গবর্ণমেণ্ট পূর্ত্তকার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ রাখিতে ইচ্ছুক নহেন। উহা উঠাইয়া দেওয়াই তাঁহায় অভিপ্রেত।

গত জুন মাসে কলিকাতায় সর্ব্বশুদ্ধ ৫৮০ জন্ম ও ৬৪৩ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

ভারতীয় ইংরাজ সৈন্যগণের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়-প্রস্তাব লিখিয়া যিনি ১৮৮১ সালের ৩১ এ মার্চ্চের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের সামরিক বিভাগের সেক্রেটারির নিকট আদর্শ প্রেরণ করিতে পারিবেন, মঞ্জুর হইলে তিনি এক হাজার টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে। গ্রন্থখানি সরল এবং সহজ ইংরাজী ভাষায় লিখিতে হইবে। সচরাচর যে সকল কারণে ইংরাজ সৈন্যগণের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় তাহার স্বরূপ এবং যে উপায় অবলম্বন করিলে তাহার নিবারণ হইতে পারে গ্রন্থে তাহা বিশদরূপে লিখিতে হইবে।

আগামী ২৫ এ আগষ্ট হইতে ২০ তোলা ওজনের দ্রব্য পর্য্যন্ত ॥০ আনার পরিবর্ত্তে ।০ আনা মাসুলে যাইবে। ২০ হইতে ৪০ তোলা পর্য্যন্ত জিনিষের ॥০ আনা মাসুল লাগিবে।

আমরা অবগত হইলাম, বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভারতেশ্বরীর সম্মানার্থ যে "ভিক্টোরিয়া রাজসূয়" অর্থাৎ দিল্লী দরবারের ইতিবৃত্ত প্রেরণ করেন, ভারতেশ্বরী সদয়-চিত্তে গ্রহণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরি মারকুইস হার্টিংটনের দ্বারা গ্রন্থকারকে পরম সন্তোষসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারিদিগের পীড়া হইলে গবর্ণমেণ্ট বরাবর বিনা মূল্যে তাঁহাদিগকে ঔষধ দিতেন। ডাক্তার পেইন সাহেব উহাতে আপত্তি করায় আমাদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এখন হইতে তাঁহাদিগকে ঔষধ দিতে নিষেধ করিয়াছেন।

আজ কাল অনেকেই ষ্টাম্প জাল করে বলিয়া ষ্টেট সেক্রেটারি এক প্রকার নূতন ষ্টাম্পের নমুনা পাঠাইয়াছেন। ইহা সহজে জাল করা যাইবে না। এখন আমাদিগের গবর্ণর জেনেরলের মত হইলে ইহা প্রচলিত হয়।

আমেরিকায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম ক্রমে প্রচলিত হইতেছে।

আমেরিকার একজন ডাক্তার লিখিয়াছেন মানসিক পীড়ায় পীড়িত ব্যক্তিদিগের শয়ন-গৃহে সুগন্ধ পুষ্প রাখিলে এবং পীড়িত ব্যক্তি সর্ব্বদা সুগন্ধ পুষ্পের ঘ্রাণ লইলে পীড়ার অনেক শান্তি হইয়া থাকে।

বোম্বাইয়ের এক ব্যক্তি তথায় একটী সভা করিয়াছেন। ইংরাজী ও দেশীয় চিকিৎসার গুণাগুণ বিচার করা এই সভার উদ্দেশ্য। সভা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত বিষয় পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধ করিবার জন্য ডাক্তারে যে রোগীকে জবাব দিয়াছেন এমন রোগীকে আনিয়া বৈদ্যের দ্বারা চিকিৎসা করাইতেছেন। ইহার কিছু প্রত্যক্ষ ফল দেখিলে ক্রমে তাঁহারা ইংরাজী চিকিৎসা-পদ্ধতি তুলিয়া দিবার চেষ্টা পাইবেন।

স্কুবর্দ্ধন মিউনিসিপালিটীর কমিশনরেরা সম্প্রতি এক অঘটন ঘটাইয়াছেন। তাঁহারা মধ্যে তাঁহাদিগের চেয়ারম্যান ষ্টারণডেল সাহেবের ২৫০ টাকা বেতন বৃদ্ধির জন্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকট একখানি আবেদন করেন। কিন্তু লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাহা মঞ্জুর করেন নাই। অথচ ১৮৮০।৮১ সালের আয় ব্যয় বৃত্তান্তে ষ্টারণডেল সাহেবের মাসিক এক হাজার টাকার স্থলে ১২৫০ টাকা বেতন খরচ লেখা হইয়াছে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এখন তাহা লইয়া পীড়া পীড়ি করিতেছেন।

কমিশনরদিগের সীমার মধ্যে যে সকল নাবালকী বিষয় আছে তাহার তত্ত্বাবধানার্থ বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক কমিশনরের অধীনে এক এক জন তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করিবার কল্পনা করিয়াছেন। ইহাঁরা মাসিক হাজার টাকা হইতে বারশত টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইবেন।

ব্যারিষ্টার জ্যাকসন সাহেব রঙ্গপুরের এক জন জমীদারের মোকদ্দমায় নিত্য হাজার টাকা লইতেছেন।

অনরেবল ডবলু পি, জানস সাহেবকে মান্দ্রাজের গবর্ণরী পদ দিবার কথা হইয়াছিল, শুনা গেল ঐ স্থানের জল বায়ু তাঁহার স্ত্রীর সহ্য হইবে না বলিয়া তিনি উক্ত পদ স্বীকার করেন নাই।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, বর্দ্ধমান জেলার অধীন দেবীপুর ধামাস নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীলাল সিংহ বৈঁচি ষ্টেষণ হইতে দেবীপুর ধামাস পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য বর্দ্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্মার সাহেবের হস্তে তিন সহস্র টাকা সমর্পণ করিয়াছেন। চণ্ডী বাবুর এই কার্য্যটী অতি প্রশংসনীয় হইয়াছে। পল্লীগ্রামের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ যদি বারইয়ারি পূজা প্রভৃতি অলীক ও অচিরস্থায়ী কার্য্যে টাকা না ব্যয় করিয়া এইরূপ দেশ হিতকর সৎকার্য্যে টাকা ব্যয় করেন, তাহা হইলে সর্ব্ব সাধারণের কৃতজ্ঞতার ভাজন ও গবর্ণমেণ্টের নিকটে সম্মানিত হইতে পারেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের হাবড়া ষ্টেষণে তৃতীয় শ্রেণীর আরোহিগণকে টিকিট লইবার সময় ভারী ক্লেশ পাইতে হয়। অনেক ধাকা না খাইলে আর টিকিট পাওয়া যায় না। টিকিট কিনিবার স্থান সঙ্কীর্ণ, ইহাতে লোকের ভিড় ভয়ানক, গোলমালে অনেকের টাকা কড়ি হারাইয়া যায়, স্ত্রীলোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা সেই ভয়ানক ভিড়ে অপেক্ষাকৃত অধিক ক্লেশ পাইয়া থাকে। আমরা ভরসা করি, হাবড়া রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে একটু মনোযোগী হইবেন। যাহাতে ভবিষ্যতে তৃতীয় শ্রেণীর আরোহিগণের টিকিট লইবার সময় ক্লেশ না হয়, তাহার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা উচিত।

শুনা গেল, গবর্ণর জেনেরল বিনা প্রভেদে সমস্ত ইংরাজী সংবাদ পত্রেই সরকারী কাগজ ও বৈদ্যুতিক সংবাদগুলি দিবার জন্য প্রেসকমিশনরকে বলিয়া দিয়াছেন। দেশীয় সংবাদপত্রে কি দেওয়া হইবে না? দেশীয় সংবাদপত্র সকল লর্ড রিপনের নিকট কোন অপরাধে অপরাধী হইলেন?

চর্চ্চ মিশনরী সোসাইটী আলাহাবাদের সেণ্ট পিটার্স কালেজ বন্ধ করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, এবারে পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশন বন্ধ হইলে তিনি ভারতবর্ষ দর্শনার্থ আগমন করিবেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ববিভাগের সেক্রেটারি চ্যাপম্যান সাহেব পদত্যাগের প্রার্থনা করিয়া সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ১০ ই মজঃফরপুরে উপনীত হইলেন। এই সময়ে তিনি বেতিয়ার রেলওয়ে করিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন।

[illegible] দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ এপর্য্যন্ত মাদ্রাজ হইতে ৯২২৯০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ডবলিনের লর্ড মেয়রের নিকটে ৮৯২৯৫ টাকা প্রেরিত হইয়াছে।

মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত দামোহ জেলার ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এচ. ডেনিস সাহেব প্রাণিতত্ত্বের আলোচনা বড় ভাল বাসিতেন। গত শনিবার তিনি দক্ষিণ হস্তে একটী কাল সর্প ধরিয়া তাঁহার বন্ধুগণকে সর্পের কোন স্থানে কি শক্তি ও কোথায় কোন দন্ত আছে দেখাইতেছিলেন, সেই সময়ে উহা হঠাৎ তাঁহার মস্তকে দংশন করে, শুনা গেল ইহার তিন ঘণ্টা পরেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

কাপ্তেন ওয়েব গত ৩০ এ জুন বুধবার রাত্রিতে স্কার্বরোর একটী বৃহৎ পুষ্করিণীতে সাঁতার দিতে আরম্ভ করেন। ইনি একাদিক্রমে ৬০ ঘণ্টা সাঁতার দিয়াছিলেন, মধ্যে একবার কেবল ৪ মিনিট মাত্র বিশ্রাম করেন। এই দীর্ঘকাল জলে থাকাতে তাঁহার কিছু মাত্র অসুখ হয় নাই।

ব্যভিচারিণীদিগকে ব্যভিচার-দোষ হইতে নিবৃত্ত করিয়া সৎপথে আনিবার জন্য কয়েক বৎসর হইল বিলাতে একটী চরিত্রশোধক গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবৎসর ৮৮৫ জন ব্যভিচারিণী স্ত্রীর মধ্যে ৭৫২ জন বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সৎপথাবলম্বী হইয়া স্বগৃহে গমন করিয়াছে। অবশিষ্ট ১৩৩ জন আজিও স্বগৃহ গমন করিতে পায় নাই। ১৮৫৭ অব্দ হইতে এপর্য্যন্ত ১০২৫২ জন স্ত্রীলোক শুদ্ধচরিত্র হইয়াছে।

নেয়ারজ নামক যে ব্যক্তির হত্যাপরাধে ফাঁসী হইয়াছে, রিজার্ব দলের একজন ইউরোপীয় কনষ্টেবল তাহার গলদেশে ফাঁস লাগাইয়া দিয়াছিল বলিয়া তাহার সঙ্গীরা এবিষয়ে তাহার অনধিকার চর্চ্চা হইয়াছে বলিয়া তাহাকে একঘরে করিয়াছে।

বোম্বাইয়ের এক ব্যক্তি ধর্ম্মশালা নগরে একজন সবলকায় সন্ন্যাসীকে দেখিয়া নানা সাহেব বলিয়া পুলিষে গিয়া সংবাদ দেয়, পুলিষ তাঁহাকে ধৃত করিয়া লইয়া যান। শেষে তিনি প্রকৃত নানা সাহেব নহেন প্রমাণ হওয়াতে পুলিষ ৫ শত টাকার জামীন লইয়া সন্ন্যাসীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

ভারতের নূতন রাজস্ব মন্ত্রী মেজর ইভলিন বেরিং আগামী নবেম্বর মাসে ভারতবর্ষে আসিবেন।

মার্সেলেস রিপন ন্যাসনাল ইণ্ডিয়া আসোসিয়েসন সভার প্রতিনিধি সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

ইংলণ্ড হইতে স্কটলণ্ড যাতায়াত করিতে ভারতেশ্বরীর প্রতি বৎসর প্রায় ৮০০০০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি এ সপ্তাহে আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে যথা:—

সচিত্র স্ত্রী সহচর অর্থাৎ সদৃশ চিকিৎসা প্রণালী অনুসারে স্ত্রীলোকদিগের পীড়ার চিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানবিষয়ক পুস্তক। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বাবু বসন্তকুমার দত্ত প্রণীত। মূল্য ২ টাকা। রাণী রাসমণির জীবন চরিত, শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। তারকসংহার নাটক বাবু রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত, মূল্য ১ টাকা। মহিলা প্রথম অংশ ৺ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত, বাবু দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য বার আনা। সারার্ণব অর্থাৎ বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রোদিত সার সমন্বিত তত্ত্বোপদেশ, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষাল বিরচিত, মূল্য ৷৶০ আনা। ছিন্ন কুসুম হার (লর্ড লিটন বাহাদুরের ভারতবর্ষ পরিত্যাগ উপলক্ষে) বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ দ্বারা প্রণীত, মূল্য এক আনা। উপহার, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাধুরহস্য ও সমালোচন পূর্ণ মাসিক পত্রিকা, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার্ষিক ডাক মাসুল সমেত তিন টাকা ছয় আনা। মানস-কুসুম। পদ্যগ্রন্থ। শ্রীযুক্ত বাবু পরেশনাথ দাস এখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে কয়েকটী সরল পদ্য আছে। পদ্যগুলি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

বহড় বিদ্যোৎসাহিনী সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক বিবরণ। এই পুস্তকালয়ে যে সকল মহাত্মা পুস্তক অর্থ ও সংবাদপত্রে দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও যত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

## কোম্পানির কাগজের দর।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| শতকরা | ৪ টাকা | সুদের কাগজ | | ৯৬ |
| " | ৪॥০ | " | " ১৮৭০ (১৮৮৫) | ১০১ হইতে ১০১৷ |
| " | ৪॥০ | " | " ১৮৭১ (১৮৮৬) | ১০১॥০ |
| " | ৪॥০ | " | " ১৮৭৪-৭৯ (১৮৯৩) | } ১০৪৶০ হইতে |
| " | ৪॥০ | " | " ১৮৭৯ (১৮৯৩) | } ১০৪।০ |
| " | ৪॥০ | " | " ১৮৮০ (১৮৯৬) | সুদ্দাং ১০৫॥০ |
| " | ৫ | " | " ১৮৬৭ (১৮৮২) | ১০১ |

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

## বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

### রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৮এ জুলাই। যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর টমস মহেন্দ্রলাল সম্ব বগুড়ায় বদলী হইলেন।

গয়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই. জে. বার্টন ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হওয়াতে বাঁকুড়ার প্রতিনিধি

ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ওয়েস্ সাহেব ২ য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ভূমী রেজিষ্টরি করিবার নিমিত্ত কিছুদিনের জন্য কটকের ২ য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের পার্সনাল আসিষ্টাণ্ট কমিশনর এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিচৈতন্য ঘোষ এম, এ বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটের রাজস্ব বিভাগের হেড আসিষ্টেণ্ট হইলেন।

যশোহরের অন্তর্গত বাশিরহাটের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অমরনাথ ভট্টাচার্য্য (ইনি এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন) প্রেসিডেন্সি বিভাগের পার্সনাল আসিষ্টাণ্ট কমিশনর হইলেন।

হাইকোর্টের প্রতিনিধি রেজিষ্ট্রার সি, এ, উইলকিন্স সাহেব চীফ জষ্টিসের অধীনে রহিলেন।

বাবু কেদারনাথ বক্সী গদখালীর জয়েণ্ট সবরেজিষ্ট্রার হইলেন. মৌলবী হাদিয়াহী খাঁ পয়ার বিশেষ সব-রেজিষ্ট্রার হইলেন।

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৪ এ জুলাই। ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজারা মণ্টিনিগ্রোদিগের প্রার্থনার অনুকূল হইয়া তুরস্কের প্রতিকূলে গোত্ত প্রদর্শনে সম্মত হইয়াছেন।

গত রাত্রিতে কমন্স সভায় আর্মেনিয়ার সংস্কার লইয়া ঘোরতর বাদানুবাদ হইয়াছিল। ঐ সময়ে প্রধান মন্ত্রী বলেন ইংলণ্ড ইউরোপীয় রাজগণের সহিত মিশিয়া কাজ করিতেছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৩ এ জুলাই। যে ব্যক্তি মণ্টিনিগ্রোর প্রতিনিধি হইয়া কনষ্টাণ্টিনোপলের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন প্রিন্স নিকোলস তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত হইবার আদেশ দিয়াছেন।

হঙকঙ ২৩ এ জুলাই। ২১ এ জুলাই মেনেলায় পুনরায় ভূমীকম্প হইয়াছে, তাহাতে বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে।

লণ্ডন ২৩ এ জুলাই। লণ্ডনের প্রধান প্রধান বণিক ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে এই প্রার্থনা করিয়াছেন ১৮৭৯ অব্দের ট্রান্সফার লোন নামে যে ঋণ আছে তাহাতে কুপন (১) রীতি প্রবর্ত্তিত হয়।

ইউরোপীয় রাজগণ মণ্টিনিগ্রোকে তিন সপ্তাহের মধ্যে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সুলতানকে এই বার শেষ পত্র লিখিবেন স্থির করিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৫ এ জুলাই। মণ্টিনিগ্রোকে সৈন্য সংগ্রহের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

রাউমিলিয়ার সহিত বলগেরিয়া একত্র করার প্রস্তাব লইয়া বিষম আন্দোলন চলিতেছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৬ এ জুলাই। তুরস্কের প্রতি সৈন্যদলে ৮ শত সৈনিক বৃদ্ধি করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ২৭ এ জুলাই। আয়ার্লণ্ডের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য হইয়াছে গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে তাহা পাঠ করা হইয়াছিল। এই বিল খানি কমন্স হাউসে তিনবার পড়া হইল। হোমরুলের সভা সমেত সর্ব্বশুদ্ধ ৬৬ জন সভ্য ইহার অনুকূলে মত দিয়াছেন।

ভূমধ্যসাগরস্থ রণতরি সমূহের সেনাপতিকে আড্রিয়াটিক সাগরে জাহাজ সজ্জিত রাখিতে বলা হইয়াছে।

(১) ঋণ পত্রের নীচে সুদের হার ও কাল নিয়ম লিখিত থাকে।

টাইমস অদ্য একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন ষ্টেটসেক্রেটারি আবদুল রহমানের সহিত যেরূপ সরতে সন্ধি করিতেছেন তদ্দর্শনে ইংলণ্ড ও ভারতবাসীরা অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত হইয়াছে এবং যেরূপ নিয়মে সন্ধি হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের কৃত কার্য্যের মর্য্যাদা রক্ষা হইয়াছে দেখিয়া তিনিও অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

সেণ্ট পিটার্সবর্গ ২৭ এ জুলাই। সন্ধির জন্য চীনের মন্ত্রী শীঘ্রই এখানে আসিবেন।

রুশিয়ার যুদ্ধ জাহাজের মধ্যে যে গুলি যাইতে বাকি ছিল তাহাও প্রশান্ত মহাসাগরে যাত্রা করিয়াছে।

লণ্ডন ২৮ এ জুলাই বিলাতের সংবাদপত্র সম্পাদকেরা একবাক্যে বলিতেছেন কাবুলে আরও নূতন সৈন্য পাঠাইয়া তদ্দেশে ব্রিটীশ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। মর্ণিংপোষ্ট সার গার্ণেট উলসলিকে সৈনাপত্য দিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। ডেলি টেলিগ্রাফ বলিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট বিস্তর নূতন সৈন্য ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছেন এবং গবর্ণর জেনেরলকে এই সংবাদও দিয়াছেন।

সুলতান তিন সপ্তাহের মধ্যে মণ্টিনিগ্রোর সহিত গোলযোগ নিষ্পত্তি করিতে সম্মত হইয়াছেন।

## সংবাদদাতার পত্র।

### জামালপুর।

২৭ এ জুলাই। ১৮৮০।

গত সপ্তাহাবধি উত্তম বৃষ্টি হইতেছে। শস্যাদির অবস্থা ভাল। আহার্য্য দ্রব্যসামগ্রী বিলক্ষণ সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইতেছে। ভাল চাউল ২৸০ টাকার মণ বিক্রী হইতেছে। ভুট্টা শস্য যদি আশানুরূপ জন্মে, তাহা হইলে উত্তম চাউল দুই টাকা মণ হইবার বেশ সম্ভাবনা আছে।

ইতিপূর্ব্বে অত্রত্য বরফ গুদামের একজন মিস্ত্রি রাত্রিকালে "ইথার" বাহির করিতেছিল ও সেই "ইথার" নলযোগে বরফ কলের "ড্রুমের" মধ্যে প্রবেশ করান হইতেছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ মিস্ত্রি কতটা "ইথার" বাহির হইল দেখিবার জন্য প্রদীপ লইয়া যেমন উহার সম্মুখে ধরে, অমনি তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে! তৎক্ষণাৎ তাহার বস্ত্রাদিও অগ্নিময় হইয়া পড়ে। সে নিতান্ত অসাবধানতাবশতঃ আহত হয়। কিন্তু তাহার বাঁচিবার লক্ষণ থাকাতে তাহাকে রেলওয়ে ডাক্তারখানায় তখনই পাঠান হয়। আক্ষেপের বিষয় গত ২১ এ জুলাই তাহার জীবন শেষ হইয়াছে।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির আয় গত মাস অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, তাহার কারণ, টরিফ (মাল আমদানি ও রপ্তানির ভাড়া) কিছু কমান হইয়াছে। গত ১৭ ই জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কোম্পানিরও আয় ৬২৩৫০৪।৵০ টাকা আয় হইয়াছে। রেলওয়ে ১০৭ মাইল খোলা ছিল, খরচ মাইল প্রতি ৪১২৸৶১৫ হিসাবে পড়িয়াছে। গত বৎসর ঐ মাসের ঐ সময়ে টাকা ৫৮০৮৪১/১০ আয় হয়। তখন মাইল পিছু ৩৮৫।/ করিয়া খরচ হইত। এ হিসাবে আপাততঃ কোম্পানির ৪২৬৬৩।১০ টাকা লভ্য দেখা যাইতেছে ও মাইল হিসাবেও ২৮।১৫ টাকা লাভ হইয়াছে বটে; কিন্তু গত বৎসর ও এই বৎসরের ১ লা হইতে ১৭ ই জুলাই পর্য্যন্ত আয় ব্যয় ধরিলে এই বৎসরে ১৭ দিনের আয় ১৪৭৮০৩২৸৶১০ টাকা এবং গত বৎসর ঐ কয়েকদিনে ১৫৭৭৫৬৪৸/১৫ টাকা আয় হইয়াছিল। ক্ষতি প্রায় ৯৯৪৩১৸৶৫ মাত্র। (১)।

### হুগলী।

আমাদিগের এ প্রদেশে এ পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত না হওয়াতে হাহাকার শব্দ পড়িয়া গিয়াছে। প্রযোপজীবী কৃষকগণ মাথায় হাত দিয়া রোদন করিতেছে। আকাশের যেরূপ ভাবগতি দেখা যাইতেছে, তাহাতে যে শীঘ্র জল হইবে, এরূপ বোধ হয় না।

পাণ্ডুয়া হইতে যে রাস্তাটী বাহির হইয়া মোগুলাইয়ের উপর দিয়া বরাবর ইলছোবার দিকে যাইতেছে, সম্প্রতি এই পথটীর সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। শুনা যায় কণ্ট্রাক্টর কয়েক সহস্র টাকায় ফুরান করিয়া লইয়াছে। আমরা হুগলীর রোডসেসের কর্ত্তৃপক্ষগণকে তথা আমাদিগের সুযোগ্য ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বাহাদুরকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন রাস্তাটী ভাল করিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া লন। মেরামতের কিছুদিন পরেই যেন বিষ্ণু পঞ্জর বাহির না হইয়া পড়ে। আমাদিগের ভাগ্যে এ রাস্তাটির একবার ভালরূপ সংস্কার দর্শন করা হইল না

আমরা ইতিপূর্ব্বে সোমপ্রকাশে আমাদিগের প্রতিবেশী গ্রাম গোলাগড় নিবাসী সদন্না রমণীহন্তা মাধু চন্দ্রের ফৌজদারী সোপর্দ্দ হওয়ার কথা লিখিয়াছিলাম। গত দায়রায় তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে; হুগলির জজ গ্রাণ্ট সাহেব বাহাদুর জুরির মতে আসামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আদেশ করিয়াছেন।

মোগুলাইয়ের রাস্তা গুলির মেরামত করিবার জন্য গত বৎসর হুগলির রোডসেস ফণ্ড হইতে এক শত টাকামাত্র দেওয়া হইয়াছিল। সত্য কথা বলিতে কি এরূপ একটী বৃহৎ গণ্ড গ্রামে ঐ একশত

(১) আমাদের জামালপুরস্থ মাননীয় সংবাদদাতা মুঙ্গেরের সংবাদদাতার বাক্য খণ্ডনার্থ প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়া এবারও লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি যে এক সামান্য বিষয় লইয়া উত্তরোত্তর উভয়ের বিবাদ বৃদ্ধি হইতেছে। এ বিবাদ বৃদ্ধি হইতে দেওয়া উচিত নয়। এই ভাবিয়া আমরা জামালপুরের সংবাদদাতার পত্রের সেই অংশ প্রকাশ করিলাম না। অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। সং।

টাকা সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্য স্বরূপ। তথাপি গ্রামের রাস্তার মেম্বরগণ নিরত পরিশ্রম করিয়া ঐ টাকার যে যে রাস্তা ও সেতু আপাততঃ প্রস্তুত করাইয়াছেন তাহা দেখিয়া রোডসেসের কর্তৃপক্ষেরা অবশ্যই আনন্দিত হইবেন। আমরা ভরসা করি আগামী সেপ্টেম্বর মাসের বজেটে আমাদিগের রোডসেস বিভাগের ভাইস চেয়ারম্যান মাননীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাধব রায় মহোদয় উক্ত মেম্বরগণের এষ্টিমেশনে লিখিত অবশিষ্ট টাকাগুলি দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

আগামী ২৮ এ শ্রাবণ মোগুলাই হরিসভার সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। প্রায় এক বৎসর গত হইতে চলিল, এই সভাটী সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতি-রবিবার রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে দশ কি এগার ঘটিকা পর্য্যন্ত দুই জন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত দ্বারা মহাভারতাদি পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, এবং পরিশেষে খোল করতাল সংযোগে হরিসঙ্কীর্ত্তন হইয়া থাকে। এটী হিন্দু সমাজের শুভ-চিহ্ন বটে। আমরা ভরসা করি, হরিসভার পূজনীয় মেম্বরগণ হরিসভার জন্য একটী স্বতন্ত্র ঘর করিবেন! তাঁহারা চেষ্টা করিলেই পূর্ণ-মনোরথ হইতে পারিবেন। "অল্পানামপি বস্তুনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা। তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।"

গত ১ লা জুলাই হইতে ইনছোবা পোষ্ট আফিস এই নামের পরিবর্ত্তে মোগুলাই পোষ্ট আপিস হইয়াছে। আমরা আমাদিগের বন্ধুগণকে জানাইতেছি আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে তাঁহারা মোগুলাই পোষ্ট আফিস বলিয়া শিরোনামা দিবেন।

রাণীগঞ্জ।

এদিকে কিছুমাত্র বৃষ্টি হইতেছে না। ধান্য-চারাগুলি শুষ্ক হইয়া গেল। অনেক ভূমিতে এখনও রোপণ-কার্য্য শেষ হয় নাই। আমাদের বিষম আশঙ্কা উপস্থিত।

সেদিন অতি সমারোহে সিহাড়সোল ইংরাজী স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। এই উপলক্ষে স্কুলগৃহ অতি-সুন্দররূপে সুসজ্জিত হয়। এ অঞ্চলের যাবতীয় ভদ্র লোক বিতরণ কার্য্যে যোগ দিবার জন্য আহূত হন। বিভাগীয় কমিসনর রাভেন্সা সাহেব সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। দেখিলাম আরো কতকগুলি খেতাঙ্গ পুরুষ সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। ঠিক অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময়ে কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রধান শিক্ষক যাদব বাবু স্কুলের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করিলে পর কমিসনর সাহেব স্বহস্তে বালকগণকে পুস্তক বিতরণ করিলেন। দেখিলাম এবিদ্যালয় হইতে যে ছাত্রটী বিগত বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করে, তাহাকে কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া বাহাদুর কর্ত্তৃক একটী রৌপ্যপদক প্রদত্ত হইল। শুনিলাম আরো একটী বিশেষ পুরস্কার তিনি প্রতিবৎসর প্রদান করিয়া থাকেন। ঐ পুরস্কারটী ২য় শ্রেণীর বালকদের প্রতিযোগিতা-লভ্য। এবৎসর ঐ শ্রেণীর একটী বালক স্কুলের পুরস্কার ভিন্ন একখানি পঞ্চমুদ্রার নোট পাইল। এতদ্ভিন্ন তিনি অনেকগুলি বালকের শিক্ষাকার্য্যের ব্যয় ভার স্বয়ং বহন করিয়া থাকেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুমার রামেশ্বর মালিয়া বাহাদুরকেও শিক্ষা বিস্তার জন্য অল্প যত্ন প্রদর্শন করিতে দেখা যায় না। তিনি প্রবন্ধ রচনা বিষয়ে একটী বিশেষ পুরস্কার প্রদানে প্রতিশ্রুত হন। ঐ পুরস্কার লাভের জন্য উভয় ১ম ও ২য় শ্রেণীর বালকগণ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। ১ম শ্রেণীর ২ জন ও অন্য শ্রেণীর একটী বালকের রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হয়। ঐ তিন জন বালককে ঐ পুরস্কারটী বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে পুরস্কার দান কার্য্য শেষ হইলে বর্দ্ধমানের জজ আদালতের সেরেস্তাদার বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইংরাজি ভাষায় এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী অতি হৃদয় গ্রাহিণী হইয়াছিল। তিনি অন্যান্য বিষয় মধ্যে রাজভক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা বালকদিগের পরিস্ফুটরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেন। তাঁহার বক্তৃতার এই অংশটী অতি সরস হইয়াছিল। তাঁহাকে একজন চতুর লোক বলিয়া বোধ হইতেছে। তিনি উপযুক্ত সময়েই তাঁহার বক্তৃতা মধ্যে এ প্রসঙ্গ করেন। তাহার পর এখানকার বাঙ্গালা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত বাবু হীরালাল মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা ভাষায় কিয়ৎক্ষণ বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা অতি শ্রুতি-মধুর হইয়াছিল। তিনি অতি সুললিত ভাষায় আমাদের মাতৃভূমি ভারত ভূমির পূর্ব্বতন ও অধুনাতন অবস্থার বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিয়া ইহা উন্নত করিতে বালকদিগকে উত্তেজিত করেন। তাঁহার বক্তৃতার পরিসমাপ্তির পর স্কুলের সম্পাদক সিহাড়সোলের মহারাণীর স্কুলের উত্তরোত্তর উন্নতিকল্পে যত্নশীলতা জন্য ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। মহারাণীর মধ্যম পুত্র কুমার রামেশ্বর মালিয়া মহারাণীর প্রতিনিধি স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া কমিশনর সাহেব ও সম্পাদক ক্যাম্পার্জ্জ সাহেবকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তদনন্তর কমিশনর কিয়ৎক্ষণ বক্তৃতা করিলে পরে সভা ভঙ্গ হয়। প্রাঙ্গণে একটী শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল; তথায় আহূত ইংরাজগণকে যোড়শোপচারে আহার দেওয়া হয়। বালক ও দেশীয় ভদ্র লোকদেরও আহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

শান্তিপুর।

বড় গোস্বামীপাড়া-নিবাসী অদ্বৈত প্রভু গোস্বামী বংশোদ্ভব অশেষগুণালঙ্কৃত শ্রীযুক্ত মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামী মহাশয়ের শুভাগমনে শ্রীপাঠ শান্তিপুর "দীয়তাং ভোজ্যতাং" রবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এ সংবাদটী ইতি পূর্ব্বে সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত মহারাজ গোস্বামীর নিত্য নৈমিত্তিক অন্যান্য দানের বিবরণ প্রকাশ করাই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত। মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামী কাগমারীর প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চৌধুরী মহাশয়ের দীক্ষা-গুরু। ইনি প্রতিদিন দীন, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, অন্ধ, খঞ্জ, বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী ও বধিরকে নিয়মিত দান না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। এজন্য ইহাঁর অন্যতম নাম মহারাজ দাতাকর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাঁর পিতামহ নন্দকুমার গোস্বামী মহাশয়ও একজন পরম ধার্ম্মিক ও দাতা ছিলেন। তাঁহার অনুরূপ চারিটী সহোদর ছিল। এজন্য লোকে শ্রদ্ধা করিয়া তাঁহাদিগকে পঞ্চপাণ্ডব গোস্বামী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বস্তুতঃ ৺ নন্দকুমার মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত ছিলেন। ইহাঁর পিতা ৺ রামতনু গোস্বামী মহাশয়ও শ্রীপাঠ শান্তিপুরে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত ও পূজনীয় হইয়াছিলেন। এক্ষণে শ্রীযুক্ত মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামী মহাশয় ঐ প্রসিদ্ধ ৺ গোস্বামী বংশের এক মাত্র বংশধর। ইহাঁর বদান্যতায় শান্তিপুরের ভদ্রাভদ্র বিস্তর লোক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। পরের উপকার ও স্বদেশের হিতসাধন করাই উক্তমহারাজ গোস্বামীর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। বিদ্যাবিষয়েও ইহাঁর বিলক্ষণ দান আছে। এখানকার মিউনিসিপাল স্কুলের বাটী নির্ম্মাণার্থ ইনি এককালীন দুই শত টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন। স্বদেশীয়, বিদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপক মহাশয়দিগকে ইনি মধ্যে মধ্যে দান ও দক্ষিণা দিয়া পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন। অনাহূত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরাও ইহাঁর নিকট অবস্থানুরূপ সাহায্য লাভে পরিবঞ্চিত হন না। আমরা ইহাঁর সৎকার্য্যে উৎসাহ ও যত্ন দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি।

ব্রাহ্ম মিসনরি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সম্প্রতি শান্তিপুরে শুভাগমন করিয়াছেন। ইহাঁর আগমনে কৃতবিদ্য ব্যক্তি মাত্রেই পরম পরিতুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে বিজয় বাবু কিছু দিন শান্তিপুরে অবস্থিতি করেন।

### মূল্য প্রাপ্তি।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়—মরিচা | ৭ |
| „ ঘনশ্যাম চৌধুরী জমীদার—মালদহ | ১৽ |
| „ ক্ষেত্রমোহন পালচৌধুরী—মেদিনীপুর | ৫ |
| „ অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ফরিদপুর | ৭ |
| „ যদুনাথ ঘোষ—করজাবাদ | ৭ |
| „ মহিমাচন্দ্র লাহাড়ি—তিলালয় | ৭ |
| „ সেক্রেটারি হুগলী রিডিংরুম—হুগলী | ৭ |
| বাবু সারদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়—সিহাড়সোল | ৭ |
| „ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—মালদা | ৭ |

# প্রেরিতপত্র।

## বিহারে বাঙ্গালীর একাধিপত্য !!

এত দিনের পর বুঝি বিহার হইতে আমাদের অন্ন উঠিবার সূত্রপাত হইল! বিহারবাসীরা বাঙ্গালী শিক্ষকদিগের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া কৃতবিদ্য হইয়া সংবাদ পত্রের সাহায্যে আমাদের অন্নে ধূলি নিক্ষেপ করিতে বসিয়াছেন! ভাগলপুরবাসী আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রামরতন মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদিত গত ১৬ ই জুলাইয়ের 'কলিযুগে একজন বিহারী' বিহারস্থ বাঙ্গালীদিগের উপর ভয়ানক কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছেন, এখানকার সমুদয় আদালতেই বাঙ্গালীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এমন কি পাটনার কমিসনরের আফিসে শতকরা ৫ জন বিহারী দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহস্থল। তাঁহারা সমুদয় উচ্চপদগুলি একরূপ একায়ত্ত করিয়া লইয়া অপরাপর কার্য্যে স্বজাতীয়গণকে নিযুক্ত করিতে এত ব্যগ্র, যে ভুলিয়াও হতভাগ্য বিহারীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সময় পান না, বা ইচ্ছা করেন না। তবে যে দুই একজন এদেশীয়, সব ডেপুটী কালেক্টর বা সব রেজিষ্টরীপদে নিযুক্ত হন, সে কেবল তাঁহাদের উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ নিবন্ধন বিদ্যার সহিত তাঁহাদের বড় সম্পর্ক নাই।

এইরূপ তিনি আরও অনেক কথা বলিয়া প্রকারান্তরে বাঙ্গালীদিগকে (আমাদিগকে) পক্ষপাতী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। আজ কাল অনেক উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ আমাদের উপর যে প্রকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তাহাতে বিহারবাসিগণের এইরূপ অন্যায় প্রস্তাব সকল তাঁহাদের নয়নগোচর হইলে আমাদের বিস্তর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে জানিতে পারিয়া অদ্য আমরা এ সম্বন্ধে দুই একটী কথা সোমপ্রকাশের বিজ্ঞ পাঠকবর্গকে ও গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে ইচ্ছা করিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া স্থানদান করিয়া বাধিত করিবেন। বলা কর্ত্তব্য 'কলিযুগেও' সভা হইতে প্রতিবাদ করা হইবে।

বিহারবাসিগণ বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা দিন দিন যে আপনাদের স্বত্ব বুঝিতে পারিতেছেন, ইহা অতিশয় আনন্দের বিষয়। কোন সম্প্রদায় যত দিন তাহাদের স্বত্ব বুঝিতে সমর্থ হইয়া সকলে মিলিয়া তাহার রক্ষা করিবার চেষ্টা না করে, তত দিন তাহাদের জাতীয় উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। বিহারবাসীরা এখন জাতীয় উন্নতি লাভের চেষ্টায় মনোনিবেশ করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, বিহারবাসিগণকে বঞ্চিত করিয়া বঙ্গবাসিগণ যে বিহারের আদালতাদির সর্ব্বোচ্চ পদে (সেরেস্তাদার পার্শনাল আসিষ্টাণ্ট কমিশনর ইত্যাদি পদে) অধিরূঢ় হইতেছেন, বিদ্যা ও কার্য্যপটুতাই কি উহার প্রকৃত কারণ নহে? বিহারবাসী কয় জন এপর্য্যন্ত উচ্চপদ গ্রহণে সমর্থ হইয়াছেন? কয় জন বাঙ্গালী আসেসর উৎকোচ গ্রহণ অপরাধে বিহারে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়াছেন? এপর্য্যন্ত কয়জন বিহারী ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছেন? আমরা ত একজনকে স্মরণ করিতে সক্ষম হইতেছি না! বলিতে কি বিহারবাসীরা এখনও রেলওয়ে ও পুলিষেরই কার্য্যে কেবল উপযুক্ত। বাঙ্গালীরা তাঁহাদের বিপক্ষ এ কথা না হয় বিচারমুখে স্বীকার করিলাম, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ত তাঁহাদের বিপক্ষ নহেন। কলিকাতার পুলিষে বাঙ্গালী অপেক্ষা পশ্চিম দেশীয় কনষ্টেবলের সংখ্যা প্রায় ৮। ১০ গুণ অধিক, কার্য্যদক্ষতাই কি তাহার কারণ নহে? ফলকথা বিহারবাসিগণ আজিও যে বাঙ্গালীর অপেক্ষা অনেক অংশেই অনুপযুক্ত ইহা প্রস্তাবকারীও স্বীকার করিয়াছেন এবং এদেশীয় বিদ্যালয়গুলিও ইহার আর একটী প্রমাণ স্থল। এখানকার স্কুলসমূহ হইতে প্রায় প্রতিবৎসরই অধিক পরিমাণে বাঙ্গালী বালক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। তাই বলি, বিহারবাসী ভ্রাতৃগণ! সত্যবটে বিহারের রাজকীয় পদগুলিতে আমাদের অপেক্ষা তোমাদের অধিক দাওয়া আছে, কিন্তু অগ্রে উপযুক্ত হও; তার পর আমাদিগকে এপ্রদেশ হইতে দূর করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিও।

ভাগলপুর আসোসিয়েসন } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়

## বিলাতী গাম্ভীর্য্য।
বা
### আত্মগরিমা।

মনুষ্য মাত্রেই অনুকরণপ্রিয়—অনুকরণই সামাজিক উন্নতির ভিত্তিমূল। অনুকরণ ব্যতীত কোন জাতিরই সামাজিক কুনিয়ম সংস্কৃত হইয়া তত্তৎস্থলে অভিনব বিশুদ্ধ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। অন্য কোন জাতির কোন সুনিয়ম দেখিলে তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থিরীকরণে ঔৎসুক্য জন্মে এবং সেই নিয়মটী যুক্তিসঙ্গত হইলে তদনুবর্ত্তী হইতে প্রবৃত্ত হই। অনুকরণ-প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া অতি অসভ্য জাতিরও অবস্থার উন্নতি হয়। সামাজিক উন্নতিসাধন বিষয়ে অনুকরণ প্রবৃত্তি কার্য্যকারিণী হয়; কিন্তু অনুকরণকারির অবিমৃষ্যকারিতায় সময়ে সময়ে অতিবিষময় ফলও ফলিয়া থাকে। কুপথপ্রদর্শকের অনুগমন করিয়া অন্ধের কি দুর্দ্দশা না হইতে পারে? অন্ধবৎ অনুকরণ-দোষে বঙ্গচরিত্র কলঙ্কিত হইয়াছে। আমাদের অনুকরণ-দোষে কিয়দ্দিবস হইল, এক জন প্রসিদ্ধ ইংরাজি সংবাদপত্রের সম্পাদক গালিবর্ষণ করিতে কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। মোগল রাজত্বকালে তাহাদের অনুকরণ করিতে গিয়া আমরা না মোগল না আর্য্য ছিলাম; এক্ষণে ইংরাজ রাজত্বে রাজপুরুষগণের অনুকরণ করিয়া আর্য্য-মোগল-ইংরাজি প্রথা সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া ত্র্যহস্পর্শ দোষ ঘটিয়া উঠিয়াছে। মোগল ও ইংরাজের আপাতমনোরম কুনিয়মগুলি অনুকরণ-দোষে সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মোগলদিগের ভোগাভিলাষ ও ইংরাজগণের বাহ্যাড়ম্বর বঙ্গসমাজের আভ্যন্তরীণ উন্নতি-পথের কণ্টক-স্বরূপ হইয়াছে। মোগল শাসনাধীনে থাকিয়া বাঙ্গালি এক্ষণেও বিলাসী, আবার ইংরাজ অনুকরণে বঙ্গবাসী বচনবাজি ও গলাবাজিতে সুনিপুণ ও কার্য্যকলাপ বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ। ইংরাজ অনুকরণে যে বিবিধ দোষ ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে পেচকবৎ বিলাতি (!!) গাম্ভীর্য্যে সমাজের যে অনিষ্টপাত হইতেছে, তাহার সমালোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রায় শিক্ষিত বঙ্গবাসিমাত্রেই বিলাতী গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ। এই অভিনব গাম্ভীর্য্যে ইদানীং বঙ্গচরিত্রকে যেমন কলঙ্কিত করিয়াছে কে; যে বঙ্গবাসিগণের নম্রতা ও সামাজিকতা প্রধান ভূষণ ছিল, জাতীয় গৌরব মূল ছিল, যাহাদের ধর্ম্মে আত্মাভিমানের ভূয়োভূয় নিন্দাবাদ ও শাসন রহিয়াছে এবং সারল্যের প্রশংসা আছে, সেই বঙ্গবাসী আত্মাভিমানে—আত্মগরিমামূল বিলাতি গাম্ভীর্য্যে—এক অদ্ভুত জন্তু বলিয়া পরিচিত হইতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত নহে।

ইংরাজি বা বিলাতি গাম্ভীর্য্য কি? অহঙ্কার বা আত্মগরিমা কি এই গাম্ভীর্য্য? ইতিপূর্ব্বে সমাজের একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি কায়িক শ্রমের দ্বারাও অতি সামান্য ব্যক্তির উপকার সাধনে বিমুখ ছিলেন না, কি খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সভ্যতার বিলাতী গাম্ভীর্য্যে সেই বঙ্গবাসী হীনাবস্থ সম-

রুক্ষ ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ করিতেও অপমান বোধ করেন।

আমাদিগের সমাজ এমনই অবনত হইয়াছে, মনোবৃত্তি এত সঙ্কুচিত হইতেছে, যে দেশের আভ্যন্তরিক উন্নতি বিষয়ে একবারে হতাশ হইতে হয়। ধনিদিগের কথা ত স্বতন্ত্র, যাহারা বেতনভোগী—পরের দাসত্ব না করিলে যাহার উদর পূরণের উপায়ান্তর নাই, তাহাদিগেরও বিলাতী গাম্ভীর্য্য ও আত্ম-গরিমার শেষ নাই। আমরা যদি প্রতিবেশিগণকে কুটিল নয়নে দেখি তবে তাহাদের আমাদের প্রতি কেন শ্রদ্ধা ও আন্তরিক যত্ন থাকিবে? যদি তাহাদের দুঃখ বিমোচনের জন্য চেষ্টা না করিয়া পেচকবৎ বসিয়া থাকি, তাহাদের ক্রন্দন না শুনি এবং সহানুভূতি না দেখাই তবে কিরূপে তাহাদিগের নিকটে উপকারের প্রত্যাশা করা যায়? পরস্পরের উপকার সমাজ-বন্ধনের মূল, যদি তাহারই অভাব হইল, তবে এরূপ অসামাজিকতামূলক গাম্ভীর্য্যে দেশের ও সমাজের কি অনিষ্ট না হইতে পারে। সমাজের প্রকৃত উপকার করিতে হইলে পরস্পরের সহানুভূতির প্রয়োজন। বিলাতী গম্ভীরা-প্রকৃতি সেই সহানুভূতিপ্রসূ? অথবা বিলাতি গাম্ভীর্য্যে বিদ্বেষ ভাব উদ্রিক্ত করে?

স্বদেশহিতৈষী বঙ্গবাসি! তুমি না দেশের উন্নতির জন্য ব্যস্ত? স্বদেশানুরাগী ও মহৎ বলিয়া জন-সাধারণ্যে পরিচিত হইবার জন্য সচেষ্টিত? তবে কেন বিলাতি গম্ভীরা প্রকৃতির আশ্রয় লও? কেন বিলাতি গাম্ভীর্য্যে স্বদেশীয় উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত কর? জ্ঞানচক্ষু উন্মিলীত কর 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু' বাক্যটী স্মরণ রাখ, সেই উদার ভাব পূর্ণ উপদেশ বাক্যকে তোমার সকল কার্য্যের আদর্শ কর। বিলাতী গাম্ভীর্য্য দ্বারা স্বীয় মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ কর, তবে তুমি দেশের প্রকৃত উন্নতি-সাধনক্ষম হইবে। প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী নামের যোগ্য হইবে। সুশিক্ষিত ও জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও যদি তুমি অযথাভূত আত্মগরিমার পরিচায়ক গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ কর, তবে দেশের ও সমাজের উন্নতি কে করিবে? নিজে সরল ও বিনীত হও ও সামাজিক লোককে সরলতা ও বিনয় শিখাও, তোমরা অশিক্ষিতবর্গের আদর্শস্থল হও, তবেই দেশের উপকার সাধনে সমর্থ হইবে। নতুবা সংবাদপত্রে রাজনৈতিকব্যাপার সমালোচনা করিয়া গাল ফুলাইয়া বসিয়া থাকিলে সহস্র সহস্র বর্ষেও দেশের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার করিতে পারিবে না। বিলাতী গাম্ভীর্য্য অর্থাৎ আত্মগরিমা পরিহার করিয়া সমাজের অধিকাংশ সাধারণ লোকের রুচি-বিকৃতি দোষের উপশম করিতে সচেষ্টিত হও, সমাজের অবস্থায় তাহাদিগকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে শিখাও, তাহাদের সঙ্কুচিত মনোবৃত্তিগুলি উপদেশ বাক্যে প্রসারিত করাও এবং তাহাদিগকে সমাজের উন্নতি সাধনক্ষম কর, তবে দেশের উন্নতি করিতে পারিবে। নতুবা তাহারাও তোমার কুরুচিসম্ভূত অনুকরণ দোষটীর আরও কুভাবে অনুকরণ করিবে এবং Reserve অথবা Sense of honor বাক্যের প্রকৃত অর্থ ক্রমশঃ কুভাবে পর্য্যবসিত হইবে। 'সাত নকলে আসল খাস্ত' হইবে।

শ্রীসৌদামিনীনাথ দত্ত
হুগলী—রায়বাজার।

## কি চমৎকার প্রতিবাদ!

আমরা আশা করিয়াছিলাম, রাজবিহারী বাবু যদি জ্ঞানোপার্জ্জনার্থ বাল্যকালে পণ্ডিত মহাশয়কে দুই চারিটী পয়সাও বেতন-স্বরূপ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে কখনই আমাদের বিপক্ষে লেখনী ধারণ করিবেন না। কিন্তু দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, তিনি আমাদের আশার মস্তকে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া, গত ৫ই শ্রাবণের সোমপ্রকাশে "পরাজিত হইবার ভয়ে, অম্লান-বদনে লেখনী-ধারণ করিয়া বলিয়াছেন "বিহারীবাবু আমাদের প্রস্তাব পাঠে মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়া" আমাকে শিক্ষিত-রুচি-বিগর্হিত নিন্দা করিতে কিছুমাত্রও কুণ্ঠিত হন নাই ইত্যাদি।" সত্য কথা বলিতে কি, রাজবিহারী বাবুর নাম স্বাক্ষরিত প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া আমাদের বাস্তবিকই মর্ম্মান্তিক হইয়াছিল। তিনি যদি ভগবতীবাবুর প্রস্তাবের যথাযথ উত্তর দিয়া আপনার জ্ঞান-সাহায্যে ঈশ্বর নাই, ইহা প্রমাণ করিয়া আপনাকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিতেন, তাহা হইলে আমরা অনেকাংশে আনন্দিত হইতাম; কিন্তু যিনি হয় ত জন্মাবচ্ছিন্নে সংখ্যদর্শন স্পর্শ করেন নাই, তিনি অন্যের চর্ব্বিত চর্ব্বণে পোদ্দারিগিরী করিয়া সংবাদপত্রের সাহায্যে ঈশ্বর নাই বলিয়া সমাজস্থ অনেকের মনে সন্দেহ জন্মাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হন, ইহাতে কে তাঁহার বিপক্ষে বাক্যব্যয় না করিয়া স্থির হইয়া থাকিতে পারে? এরূপ স্থলে তাঁহার কুরুচির পরিচয় দেওয়াতে রাজবিহারী বাবু ভিন্ন বোধ হয় আমরা আর কাহারও নিকট শিক্ষিত-রুচি-বিগর্হিত নিন্দুক বলিয়া পরিচিত হইব না।

আর একটী কথা আছে। রাজবিহারী বাবুর লিখিত প্রস্তাব যে বঙ্গদর্শন-কারের নিজস্ব নহে সাংখ্যদর্শন-কারের মত, তাহা কি আমরা "সাংখ্য-দর্শন-কারের আধুনিক প্রিয়-শিষ্য রাজবিহারী বাবু ইত্যাদি লিখিয়াও" বুঝিতে পারি নাই? যদি নাই পারিয়া থাকি তবে না হয় স্বীকার করি, যে সংখ্যদর্শনের মত গ্রহণ করিতে সকলেরই সমান অধিকার আছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, আমি যদি প্রথমে পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক কোন মত স্বীয় ভাষায় অনুবাদিত করিয়া আমার পুস্তকে সন্নিবেশিত করি, আর যদি কেহ আমাকে না বলিয়া অর্থাৎ উদ্ধৃত অংশ কোথা হইতে উদ্ধৃত হইল তাহার নাম না করিয়া আমার পুস্তক হইতে সেই সকল মত অবিকল নকল করতঃ (রাজবিহারী বাবু নকল স্বীকার করিয়াছেন, না করিবেনই বা কোন সাহসে?) আপনার বলিয়া পরিচয় দেন, তবে মেকিয়া-ভেলির মত লোকে তাহাকে কিছু না বলুক, ন্যায়-পরায়ণ যথার্থ-বাদী লোকে অবশ্যই শতবার নিন্দা করিবে। বঙ্গদর্শন কিছু সোমপ্রকাশের সকল পাঠকেই গ্রহণ করেন নাই, যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা না হয় রাজবিহারী বাবুর নাম স্বাক্ষরিত প্রস্তাবটী বঙ্গদর্শন হইতে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে, জানিতে পারিবেন, (তাহাও সন্দেহ, ৬। ৭ বৎসরের কথা অনেকের মনে না থাকিতে পারে) কিন্তু যাঁহারা বঙ্গদর্শন লন নাই, তাঁহারা ত আমরা না বলিয়া দিলে সে প্রস্তাবটীতে কোন উদ্ধৃত চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া রাজবিহারী বাবুরই পরিশ্রমের ফল বলিয়া আপনা আপনি প্রতারিত হইতেন! কি চমৎকার রুচি! ইহারই নাম বুঝি শিক্ষিত-রুচি!! এজন্য আবার "প্রতিবাদ" ... যাহা হউক, রাজবিহারী বাবু আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, এবং স্মরণ রাখিবেন, না বুঝিয়া পরের মুখে ঝাল খাইয়া অনন্ত প্রকাণ্ড বিশ্বের অধিপতির সত্তায় অবিশ্বাস করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।

ভাগলপুর।
তারিখ ৬ ই শ্রাবণ।
শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩৷৵০। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া মূল্যসহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
শোভাবাজার কলিকাতা।

---

## ষ্ট্রিকনিডাইন।

আত্যন্তিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের জন্য ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্মরণশক্তির হ্রাস, পুরুষত্বহীনতা, স্ত্রীরোগ, অজীর্ণতা, পুরাতন পীড়া, প্লীহা ও যকৃতের পীড়া, হিষ্টিরিয়া ইত্যাদিতে ইহাই একমাত্র ঔষধ। মূল্য ফিঃ বোতল ৪, প্যাকিং ।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

অম্ল শূল চূর্ণ।

অম্লপিত্ত ও শরীরে অম্লাধিক্যজনিত যে শূল ব্যথা হয়, তাহা এই ঔষধ সেবনে দুই দিনে নিশ্চয়ই আরাম হইবে। সহস্রাধিক রোগী ইহা সেবনে আরাম হইয়াছে, পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে। মূল্য প্রতি প্যাকেট ১। প্যাকিং।০

ডবলিউ কড়র এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিব নারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

---

## ঔষধ।

SIGHT PRESERVER.

১। দৃষ্টি রক্ষক নামক সর্ব্বপ্রকার চক্ষু রোগের এক মাত্র মহৌষধ। মূল্য ১, ডাক মাসুলাদি ৵০।

২। প্রমেহ রোগ নূতন পুরাতন যে প্রকারেরই হউক না কেন, জ্বালা যন্ত্রণা মূত্রাধিক্য পূয়স্রাব প্রভৃতি উপসর্গ নিবারিত হইয়া নিশ্চয়ই নিঃশেষে আরোগ্য হয়। মূল্য ৪ টাকা ডাক মাশুলাদি ১ এক টাকা মাত্র।

PROPHYLACTIC FOR HYDROPHOBIA.

৩। ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুর প্রভৃতিতে মনুষ্যকে দংশন করিলে সেই দংশন জনিত বিষ নিবারক মহৌষধ, রোগী ক্ষিপ্ত হইলে এমন কি জল কিম্বা আলো দেখিয়া ভীত হইলেও (হাইড্রোফোবিয়া কিম্বা-ফটোফোবিয়া) ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। দংশনের পর যে কোন সময়ে ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিলে পরিণামে কোন ভয় থাকে না, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১০ টাকা। ডাক মাশুল ১৷৷০।

৪। সর্ব্ব প্রকার ক্ষত রোগের মহৌষধ, ইহা দ্বারা পুরাতন গলিত, পারদ এবং উপদংশ জনিত সর্ব্ব প্রকার ক্ষত আরোগ্য হয়; বিশেষতঃ অল্প মাত্রায় মালিস করিলে সর্ব্ব প্রকার চর্ম্ম রোগ নাশ হইয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা মাশুল ৵০।

আনুপূর্ব্বিক অবস্থা লিখিলে সর্ব্ব প্রকার রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা পাইতে পারিবেন।

আবশ্যক হইলে কলিকাতা, সিমলা ৫৭ নং বলরাম দের ষ্ট্রীটে শ্রীহরিমোহন সেন গুপ্তের নামে মূল্যাদি সহ পত্র লিখিবেন।

---

যিনি এক দিবসে হৃদয় দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

---

আয়ু নির্ভয় নিশ্চয়

## বি, এন, দাসের গণোরিয়া নিকশ্চর

ইহা দ্বারা নূতন, পুরাতন সর্ব্বপ্রকার মেহ শ্বেতপ্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। এই ঔষধ দ্বারা বহুসংখ্যক লোক আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য মায় প্যাকিং বড় শিশি ৩৸, মধ্যম ২, ছোট ১৷০।

৪২ নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা।

শক্তিসঞ্চারিক আরক মূল্য ১৷৷০ টাকা।

এই মহৌষধ দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং সকল প্রকার গ্লানি নষ্ট করে, বলাধান হইয়া দেহ পুষ্ট ও কান্তি বিশিষ্ট করে, এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম জন্য দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, বাত, পারা দোষ, শোথ, উপদংশ, (গরমী) এমন কি শ্বাস কাশ ইহাদেরও বিশেষ উপকারী মহৌষধ। ১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি বহুবাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দের নিকট পাওয়া যায়।

মহাশয়!

আমি বহু দিবস হইল ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণতা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে এক প্রকার কার্য্যে অক্ষম হইয়া ছিলাম, নানাপ্রকার ঔষধ সেবন বিফল হওয়াতে আমার প্রিয় বন্ধু যোগেন্দ্র বাবুর নিকট আপনার "শক্তি সঞ্চারকের" গুণ শুনিয়া এক শিশি সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্ট হইয়া বেশ বলবান ও কার্য্যক্ষম হইয়াছি। মহাশয় আর দুই শিশি শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীবিপ্রদাস মণ্ডল
ময়মনসিংহ।

---

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবেনা। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

এই পত্র কলিকাতা মৃজাপুর ১৮ নং সুকেওতাগরের লেন [illegible] যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ।

[illegible]শ ভাগ। "[illegible]বর্ণা প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ১৭ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৭ সাল। ২৬ এ শ্রাবণ। ইং ১৮৮০। ৯ ই আগষ্ট।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।




## সোমপ্রকাশ।

### ২৬ এ শ্রাবণ সোমবার।

একান্নবর্ত্তিতা।

এতৎসংক্রান্ত একটী প্রস্তাব নববিভাকরে প্রকাশিত হইয়াছিল। বাবু ভগবতীচরণ দে তাহার প্রতিবাদ করিয়া উক্ত সম্পাদকের নিকটে একখানি পত্র পাঠাইয়া দেন, কিন্তু সম্পাদক সে পত্র প্রকাশ না করিয়া পত্রপ্রেরকের প্রতি কোপ প্রকাশ করেন। ভগবতীচরণ বাবু তাহাতে দুঃখিত হইয়া আমাদের নিকটে নববিভাকরে প্রকাশার্থ লিখিত পত্রসহ এক খানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, এবং আমাদিগকে ঐ উভয় পত্র প্রকাশ করিবার সবিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অনুরোধ পরিহার করিতে না পারিয়া ঐ উভয় পত্রই এই স্থানে প্রকাশ করিলাম। একান্নবর্ত্তিতার স্বপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় পক্ষেই বহু বক্তব্য আছে। উহার গুন ও দোষ উভয়ই আছে। অতএব ভগবতী বাবু এক পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া কোপের পাত্র হইতে পারেন না। একান্নবর্ত্তীতা প্রভাবে অলস ও অকর্ম্মণ্য দলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, নববিভাকর সম্পাদক এই যে কথাটী বলিয়াছেন, আমরা তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতে পারিলাম না। ইহার যুক্তি পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইতেছে। তবে আমরা এ কথা বলি, ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিভক্ত হইয়া স্বতন্ত্র হওয়া আমাদের শাস্ত্রকারদিগেরও অনভিপ্রেত নহে। (১) তাঁহারা বলেন ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিভক্ত হইলে ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়। ধর্ম্মকার্য্যাদি যাবতীয় বিষয়ের স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান হওয়াতেই শাস্ত্রকারেরা ধর্ম্মবৃদ্ধির কথা কহিয়াছেন।

ভগবতীচরণ বাবু যে কহিয়াছেন, পৃথগন্ন হইলে ভ্রাতৃগণের সৌভ্রাত্র ও স্নেহাদির ব্যতিক্রম ঘটে, এ বাক্যটী অযথার্থ নয়। ভ্রাতৃগণ বিভক্ত হইলে তাহাদের স্নেহাদির যে ব্যতিক্রম ঘটে, এটী নৈসর্গিক। বহিষ্ঠতাই স্নেহের কারণ। যে পুত্র দূরদেশে থাকে, তদপেক্ষা নিকটস্থ পুত্রের প্রতি পিতা মাতার অধিক স্নেহ দেখিতে পাওয়া যায়। এক গৃহস্থিত জ্যেষ্ঠ মধ্যমাদি পুত্র অপেক্ষা কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি যে স্নেহ অধিক হয়, এই ঘনিষ্ঠতাই তাহার কারণ। এ অংশে নববিভাকর সম্পাদকের প্রতিবাদ অনৈসর্গিক হইয়াছে।

নববিভাকর সম্পাদক যেরূপ পৃথগন্নবর্ত্তিতার কথা বলেন, এদেশে সে বিষয়ের অনেক বিঘ্ন আছে। এ দেশে জাত্যভিমান ও পদমর্য্যাদার অভিমান অত্যন্ত প্রবল। ইউরোপীয়দিগের এক ভ্রাতা গবর্ণর জেনেরল হইল, আর এক ভ্রাতা দোকানের খালাসী হইল, তাহাতে উভয়ের কাহারই লজ্জা নাই, কিন্তু এ দেশে সেরূপ হইবার যো নাই। এ দেশে গবর্ণর জেনেরলের ভ্রাতা নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নীচ কর্ম্ম করিতে দেখিলে অতিশয় লজ্জিত হন। কনিষ্ঠ ভ্রাতাও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে বরং ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করে, তথাপি নীচকর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হয় না। এরূপ স্থলে একান্নবর্ত্তিতা সুতরাং ঘটিয়া উঠে।

আমরা এক্ষণে ভগবতী বাবুর বাক্যের অনুমোদন করিয়া এই প্রশ্ন করিতেছি, নববিভাকর সম্পাদক যে বলিয়াছেন একান্নবর্ত্তিতা প্রভাবে অলস ও অকর্ম্মণ্য দলের বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার প্রমাণ কি? আমরা এক্ষণকার ব্যবহারে অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাই, যেখানে দুই [illegible]

---

(১) [illegible] বিভাগে তু ধর্ম্মবৃদ্ধিরিত্যাদি [illegible] বেদিতব্যং। দায়ভাগঃ।

স্থলে, সেখানে দুই জনে প্রায় একত্র থাকে না। যাহাদের কোন ক্ষমতা নাই, স্বভাবতঃ নির্ব্বুদ্ধি অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ, তাহারাই উপার্জ্জক ভ্রাতার আশ্রিত ও অনুগত হইয়া থাকে। অর্জ্জনশীল ক্ষমতাপন্ন ভ্রাতা যদি তাদৃশ ভ্রাতৃগণকে দূর করিয়া দেন, সেটী নিতান্ত নৃশংসের কার্য্য তায় সন্দেহ নাই। বঙ্গবাসী-দিগের অকর্ম্মণ্য, অলস ও অপদার্থ হইবার অসংখ্য কারণ আছে। একান্নবর্ত্তিতা তাহার অন্তর্নিবিষ্ট নয়। নববিভাকর সম্পাদক নির্জ্জীব ও নির্ব্বাক একান্ন-বর্ত্তিতার স্কন্ধে বৃথা দোষ ক্ষেপ করিতেছেন। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, অলস অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ লোকেরাই-একান্নবর্ত্তী হইয়া থাকে। অতএব নববিভাকর সম্পাদক যে বলেন, একান্নবর্ত্তিতা প্রভাবে অলস ও অকর্ম্মণ্য দলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, সেটী প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ হইতেছে। পত্র দুই খানি এই:—

প্রতিবাদ।

যে যে বিষয় সম্বন্ধে দুর্ব্বল, সে সেই বিষয় সম্বন্ধে সবল লোকের অনুকরণ করিয়া থাকে। এরূপ অনুকরণ করায় কোন দোষ নাই, ইহা স্বাভাবিক। স্বাভাবিক বলিয়াই বাঙ্গালিরা এত অনুকরণপ্রিয়। কারণ, তাঁহাদের অনেক বিষয়ে অভাব আছে। কিন্তু তা বলিয়া তাঁহাদের যে কোন গুণই নাই এমত নহে, ইহা নিশ্চয় যে, কয়েকটী বিষয়ে তাঁহারা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, কতকগুলি স্ত্রীসর্ব্বস্ব স্ত্রৈণ অথচ অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালি আছেন, যাঁহারা স্বজাতির কোন গুণই দেখিতে পান না, স্বজাতির আচার ব্যবহার, সামাজিক নিয়মাদি তাঁহাদের চক্ষে অতি জঘন্য বলিয়াই প্রতীতি হয় এবং তাঁহারা ইংরাজদিগকে দেবতা জ্ঞানে সকল বিষয়েই তাঁহাদের অনুকরণ করাকে পুরুষার্থ লাভের একমাত্র উপায় জ্ঞান করিয়া থাকেন। যাহারা এরূপ করেন, আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে, নববিভাকর সম্পাদক মহাশয়! আপনিও তাঁহাদের মধ্যে একজন। গত ৮ই আষাঢ়ের নববিভাকরে প্রকাশিত আপনার "একান্নবর্ত্তী পরিবার" শীর্ষক প্রস্তাবটী তাহার অন্যতর প্রমাণ।

ইংরাজেরা একান্নবর্ত্তিতার বিপক্ষ। তাঁহাদের কোষ্ঠিতে কাহাকেও একমুষ্টি অন্ন দিতে দেখে নাই। আপনি ও আপনার সহধর্ম্মিণী লইয়াই তাঁহাদের ঘরকন্না, সুতরাং তাঁহারা অপরকে অন্ন দেওয়া দূরে থাকুক, আপন মাতাকে পিতার পরিবার বলিয়া নিজ সংসার হইতে বাহির করিয়া দিয়া থাকেন। আপনি এই ইংরাজের অনুকরণ করিয়াই বলিয়াছেন যে, একান্নবর্ত্তিতা যত অনর্থের মূল, ইহা দ্বারা পরিবার মধ্যে অহোরাত্র বিবাদ বিসম্বাদ, কাপট্য পক্ষপাত প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং পরিবারস্থ লোকেরা নির্লজ্জ ও নির্গুণ হইয়া মনুষ্যোচিত তেজ ও স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া থাকে। আপনি ইহাও বলিয়াছেন যে, দীর্ঘকাল সকলে একত্র বাস করা বিশ্বনিয়ন্তা ঈশ্বরেরও অভিপ্রেত নহে, তাঁহার অভিপ্রেত হইলে আসৃষ্টিকাল এ পর্য্যন্ত যত মানবের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা সকলেই একত্র বাস করিত। এক্ষণে প্রশ্ন এই, সত্য সত্যই কি একান্নবর্ত্তিতা যত অনর্থের মূল? সত্য সত্য কি ইহার দ্বারা কোন ইষ্ট না হইয়া কেবল অনিষ্টই হইয়া থাকে? অদ্য আমরা এই প্রশ্নের যথাসাধ্য মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

(১) পৃথিবীর সমস্ত নরনারী একটী গৃহ মধ্যে বাস করে এবং একত্র বসিয়া আহারাদি করে ইহা নিঃসংশয়ই ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে বটে (নদ নদী পর্ব্বত সমুদ্র প্রভৃতি দ্বারা পৃথিবীকে খণ্ড খণ্ড করাই তাহার প্রমাণ) কিন্তু নিকট সম্পর্কীয় কতকগুলি লোকে একত্রে বাস করে, ইহা নিশ্চয়ই তাঁহার অভিপ্রেত; আমাদিগকে তাঁহার অপত্য স্নেহ, ভক্তি এবং আসঙ্গলিপ্সা বৃত্তিত্রয় দানই তাহার প্রমাণ। দেখুন, পশুদিগের অপত্যস্নেহ ও মাতৃভক্তি অথবা মাতার প্রতি নির্ভরের ভাব আছে বটে, কিন্তু তাহা যতদিন শাবকেরা আপন আপন জীবন রক্ষা করিবার শক্তি না পায়, কেবল ততদিনের জন্য। যখন শাবকেরা সে শক্তি লাভ করে, তখন তাহারা আর আপন মাতার নিকটে থাকে না, তখন মায়ের অপত্যস্নেহও থাকে না, সন্তানের মাতৃভক্তিও থাকে না, এমন কি তখন তাহারা পরস্পরে পরস্পরকে চিনিতে পর্য্যন্ত পারে না। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, পশুরা পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি সকলে একত্রে বহুদিন সহবাস করে, একান্নবর্ত্তী পরিবার সংস্থাপন করে ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে (১)। কিন্তু একবার মনুষ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখুন; আজীবন তাহাদের ভ্রাতৃভাব, অপত্যস্নেহ ও পিতৃমাতৃ ভক্তি সমভাবেই বিদ্যমান থাকে, আজীবন আত্মীয় স্বজনের সহিত একত্র সহবাস করিতে তাহারা লালায়িত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, তাহারা একত্র হইয়া—একান্নবর্ত্তী পরিবার সংস্থাপন করিয়া বাস করে, ইহা ঈশ্বরের একান্ত অভিপ্রেত। যদি বলেন, পিতামাতাকে ভক্তি, ভ্রাতাকে প্রীতি, সন্তানকে স্নেহ কর, কিন্তু তাহাদের সহিত একত্র সহবাস করিও না। ইহার উত্তর এই, আমাদের আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ না হইলে অর্থাৎ ভক্তি, প্রীতি ও স্নেহভাজনের সহিত একত্র সহবাস করিতে না পারিলে কখনই আমাদের ভক্তি প্রীতি ও স্নেহ উচিতমত পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। পিতা পুত্র স্বামী স্ত্রী একত্রে সহবাস করিলে তাঁহারা পরস্পরে পরস্পরকে যেরূপ ভক্তি প্রীতি ও স্নেহ করেন, আজীবন স্বতন্ত্র বাস করিলে অথবা বহুকাল তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ না হইলে কখনই তাঁহাদের মধ্যে তেমন ভক্তি, প্রীতি বা স্নেহ ভাব থাকে না। এই জন্যই ঈশ্বরপ্রেমী, ঈশ্বরভক্তেরা তাঁহাদের প্রিয় ঈশ্বরকে সর্ব্বদা হৃদয়মন্দিরে দেখিবার জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন, এই জন্যই যাহারা উপাসনা করেন না, ঈশ্বরকে হৃদয়মন্দিরে দর্শন করেন না, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া পাপনরকে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। যদি বলেন পিতা মাতা প্রভৃতির সহিত একত্রে সহবাস কর কিন্তু তাহাদের সহিত একত্রে আহারাদি করিও না। ইহার উত্তর এই, যে ভক্তি প্রীতি ও স্নেহভাজনের সহিত একত্রে সহবাস করিব অথচ একত্রে আহার করিব না ইহা স্বভাববিরুদ্ধ কথা। যাহাকে ভাল বাসি তাহার সহিত একত্রে থাকিবার ইচ্ছা যেমন স্বাভাবিক, যাহাকে ভাল বাসি ও যাহার সহিত একত্রে বাস করি, তাহার সহিত একত্রে পানাহার করিবার প্রবৃত্তিও তেমনই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ একত্রে পানাহার একতা ও প্রণয় বন্ধনের একটী যে প্রধান সাধন, তাহা বোধ হয় ইংরাজ অনুকরণপ্রিয় ভ্রাতাদিগকে বুঝাইবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইবে না।

২। আপনি বলিয়াছেন, একত্রে থাকিয়া কলহ প্রভৃতি বৃদ্ধি না করিয়া আত্মীয়জনদিগের হইতে পৃথক পৃথক বাস কর এবং যদি আবশ্যক হয় অর্থ দ্বারা তাঁহাদের সাহায্য কর। আপনার এ কথাগুলি দ্বারা আপনার অনুকরণপ্রিয়তারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, ইংরাজেরা এ কথা বলিয়া থাকেন এবং ইংরাজদিগের দেশে এ কথা সম্পূর্ণরূপে শোভা পাইয়া থাকে। কিন্তু দরিদ্র ভারতবর্ষের প্রতি কখনই এ কথা শোভা পাইতে পারে না। ভারতবাসিরা [illegible] নিজের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া [illegible] যে পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতিকে [illegible] পৃথক পৃথক সাহায্য করিতে পারেন [illegible] নাই, কিন্তু এক সংসারে একত্রে থাকিলে [illegible] এক

(১) অবশ্য এই স্থানের কাছাকাছি এক স্থানে আসঙ্গলিপ্সার উল্লেখ করিয়া পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকাদের একত্র সহবাসের কথা বলিয়াছি কি কিন্তু উদ্দেশ্যে তাহা লিখিয়াছিলাম তাহা এখন কিঞ্চিন্মাত্রও স্মরণ নাই; তবে ইহা নিশ্চয় যে, তাহারা পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী সকলের সহিত একত্র বাস করে, অথবা তাহাদের অনুকরণ করিয়া মানুষের জন্য উচিত তাহারা কখনই এমন কথা লিখি নাই।

প্রকারে চলিয়া [illegible] পারে। একত্রে [illegible] জন থাকিলে মাসে [illegible] টাকা ব্যয় হয়, তবে তাঁহারা পৃথক পৃথক থাকিলে নিশ্চয়ই প্রত্যেকের ১৪। ১৫ টাকার কম ব্যয় হইবে না। এরূপ স্থলে দরিদ্র ভারতবাসিদের আত্মীয় জনের একত্রে থাকা উচিত অথবা পৃথক পৃথক থাকিয়া আরও দুঃখ দারিদ্র্যের বৃদ্ধি করা উচিত ?

(৩) আপনি বলিয়াছেন, একান্নবর্ত্তিতার আর এক দোষ এই, ইহার দ্বারা পরপিণ্ডভোজী অকর্ম্মণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, আত্মীয় লোকদিগের মধ্যে যিনি ধনবান, তাঁহার স্কন্ধে ভোগ করিবে জানিয়া অন্যান্য আত্মীয়েরা নিকর্ম্মা নিশ্চেষ্ট ও অলস প্রকৃতির লোক হইয়া উঠে, পক্ষান্তরে যিনি ধনবান তিনি নিঃস্ব হইয়া পড়েন। আপনার এ কথাগুলি অত্যুক্তি দোষে দূষিত। দাদার বা মামার স্কন্ধে ভোগ করিব এরূপ মনে করিয়া, আমরা জিজ্ঞাসা করি, কে কোথায় লেখাপড়া শিখিতে অথবা উপার্জ্জনের চেষ্টা হইতে বিরত থাকেন ? কে কোথায় সাধ্যক্রমে পরপ্রত্যাশী হইয়া অথবা পরপিণ্ডভোগী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন ? যাহাদের কোন উপায় নাই, কোন ক্ষমতা নাই তাহারাই আসিয়া আত্মীয় স্বজনের আশ্রয় লইয়া থাকে। এরূপ আশ্রিতদিগকে আশ্রয় দেওয়া কি ধর্ম্মতঃ ও লোকতঃ কর্ত্তব্য নহে ? ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্য করা, ব্যক্তিবিশেষের স্মরণার্থে অর্থ দান করা, জু লজিকেল গার্ডেনের শোভা বর্দ্ধনের জন্য অতুল ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন গবর্ণমেণ্টের হস্তে টাকা দেওয়া এবং (আমাদিগকে বাধ্য হইয়া ইহাও বলিতে হইতেছে) নাচ তামাসা প্রভৃতিতে প্রতিদিন ভূরি ভূরি অর্থের শ্রাদ্ধ করা যদি কর্ত্তব্য হয়, এবং তাহাতে যদি ধনী লোকের ধনক্ষয় না হয়, তবে দরিদ্র নিরাশ্রয় ২। ১ জন আত্মীয়কে আশ্রয় দেওয়া কি একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য নহে ? সেরূপ আশ্রয় দিতে গেলেই কি ধনীর সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা ? বিশেষতঃ যাহারা এরূপ আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা [illegible] উপর পা দিয়া উদর পূর্ণ করে না, আশ্রয়দাতার অনেক কাজ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, সেই [illegible] নির্ব্বাহের জন্য নিশ্চয়ই অপর লোককে [illegible] নিযুক্ত করিতে হইত। তবে উপার্জ্জন [illegible] ক্ষমতা সত্ত্বেও সে ক্ষমতা পরিচালন না করিয়া পরপিণ্ডভোগী হইয়া থাকে এমন লোক একটীও নাই এমন নহে কিন্তু তাহা [illegible] মধ্যে নহে [illegible] কারণ তাহা হাজারের মধ্যে পাঁচ জনের বেশী [illegible] না।

(৪) [illegible] একটী [illegible] গুণ এই [illegible] কোন বিপদ হয় তবে পরিবারস্থ অন্যান্য আত্মীয়েরা তাঁহার যেরূপ সেবা শুশ্রূষা করিতে সক্ষম হন, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিলে কখনই সেরূপ সক্ষম হন না। আপদ বিপদ কাহার নাই এবং তজ্জন্য অপরের সেবা শুশ্রূষার প্রত্যাশী কে নয় ?

(৫) যে সতীত্বরত্নের জন্য ভারতবর্ষ বিখ্যাত, যাহার জন্য আমরা সর্ব্বদাই জয়ডঙ্কা বাজাইয়া থাকি, একান্নবর্ত্তী পরিবার ও অবরোধ প্রথা সেই সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষার কি অন্যতর কারণ নহে ? মানুষ অপূর্ণজীব, সেই অপূর্ণতা হেতু যদি কখনও কোন স্ত্রীলোকের মনে কুভাবের উদয় হয় এবং তখন যদি সে একক থাকে তাহা হইলে তাহার সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা, কিন্তু তখন সে যদি একান্নবর্ত্তী পরিবার মধ্যে থাকে তবে তাহার কোন অনিষ্টেরই সম্ভাবনা নাই। একান্নবর্ত্তী পরিবারের আর যত দোষ থাকুক এই এক গুণ থাকাতেই ইহা সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয় হইয়াছে।

(৬) একান্নবর্ত্তী পরিবার সংস্থাপনের কোন দোষ নাই, আমরা এমন কথা বলি না, পরিবারস্থ লোকদিগের মধ্যে, মধ্যে মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হয় সত্য, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি বিবাদ কোথায় হয় না ? রাজায় প্রজায়, প্রজায় প্রজায়, জমিদারে প্রজায়, প্রতিবেশী প্রতিবেশীতে, জাতি জাতিতে, স্ত্রীপুরুষে মধ্যে মধ্যে বিবাদ হইয়া থাকে, তা বলিয়া কি রাজার রাজ্য, জমিদারের গ্রাম ও জমি, প্রতিবেশী ও জাতির সংস্রব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে ? স্ত্রীপুরুষে বিবাদ হয় বলিয়া একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিপক্ষেরা আপন আপন স্ত্রী ত্যাগ করিতে কি প্রস্তুত আছেন ? একান্নবর্ত্তী পরিবারের দোষের ভাগ অপেক্ষা যখন গুণের ভাগ অধিক তখন তাহা কিছুতেই পরিত্যাজ্য নহে। তাহাতে যে দোষ আছে তাহা সংশোধনের চেষ্টা করুন, সংহারের চেষ্টা কেন ?

শ্রীভগবতীচরণ দে
যমুনীয়া।

অভিযোগ ও অনুরোধ।

মহাশয় ! কিছু দিন হইল "একান্নবর্ত্তী পরিবার" শীর্ষক একটি প্রস্তাব নববিভাকরে প্রকাশিত হয়, আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়া এক খানি পত্র পাঠাইয়া দিই। কিন্তু আক্ষেপ এই, বিভাকর সম্পাদক সে পত্র পাঠ করিয়া একেবারে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন এবং ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাহা অপ্রকাশিত রাখিয়া ১২ ই শ্রাবণের বিভাকরে তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছেন ! আমার পত্রের প্রতিবাদ [illegible] আমাকে কেবল গালি দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য, তাহা তাঁহার উত্তর পাঠ করিয়া [illegible] বুঝিতে পারিলাম না। আমার পত্র প্রকাশ করিয়া তিনি যদি তাহার উত্তর দিতেন, তবেই ন্যায়ধর্ম্ম রক্ষা হইত, পক্ষান্তরে তাঁহার যুক্তির বল অধিক, অথবা আমার যুক্তির বল অধিক তাহা বিবেচনা করিবার জন্য সাধারণ পাঠকে অবসর পাইতেন। আমার বোধ হয় তিনি বড় অভিমানী, আমার কথার প্রতিবাদ করিয়া তিনি পূর্ব্বে একবার লিখিয়াছিলেন, নববিভাকরে কখনই অসার কথা লেখা হয় নাই, আবার এবারেও লিখিয়াছেন "আমাদের লিখিত প্রবন্ধে অনুকরণপ্রিয়তার যে কিছু মাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না, তাহা মূঢ় লোকেও বুঝিতে পারে।" এই প্রশংসাসূচক বাক্যগুলি অপরের মুখ হইতে বাহির হইলেই দেখিতে ও শুনিতে ভাল হইত। যাহা হউক, বিভাকর সম্পাদকের এইরূপ অভিমান আছে বলিয়াই তাঁহার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করাতে, তাঁহাকে অনুকরণপ্রিয় বলাতে তাঁহার তাহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু একজন সংবাদপত্র সম্পাদকের এরূপ অত্যুক্ত ও অসহিষ্ণু ভাব থাকা কখনই শ্রেয় নহে। যাহা হউক, সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় ! আমার পত্রখানি প্রকাশ না করিয়া এবং তাহার ২। ১ স্থান উদ্ধৃত করিয়া—যাহা আমি লিখি নাই তাহাও আমার কথা বলিয়া তাহার উত্তর প্রদান করিয়া বিভাকর সম্পাদক কতদূর অবিচার ও অন্যায় করিয়াছেন তাহার বিচারের ভার আপনাকে প্রদান করিলাম এবং বিনীত অনুরোধের সহিত এই সঙ্গে আমার সেই পত্র খানি (১) পাঠাইয়া দিতেছি, তাহা বিভাকরের মূল প্রস্তাব এবং তাঁহার শেষ উত্তর পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠকদিগকে প্রস্তাবত্রয়ের দোষ গুণ বুঝিতে সক্ষম করিবার জন্য আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা সোমপ্রকাশে প্রকাশিত করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

১। বিভাকর সম্পাদক আমার পত্রের উত্তর চ্ছলে যাহা বলিয়াছেন, এখানে তদ্বিষয়েও ২। ১ কথা বলা আবশ্যক হইতেছে।

একত্র সহবাস করিলে ভক্তি, স্নেহ ভালবাসা যেরূপ পরিতৃপ্ত হইতে পারে, দূরে দূরে থাকিলে কখনই সেরূপ পারে না। বিভাকর সম্পাদক এমন সরল সত্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, সুহৃৎ ও অধ্যাপক প্রভৃতি। দূরে দূরে থাকিলেও আমরা তাঁহাদিগকে ভাল বাসিতে ও শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে

(১) আমরা সে পত্র খানির প্রতিলিপি রাখি নাই, কখনও কোন পত্রের রাখি নাই। সুতরাং পত্র খানি পাঠাইতেছি [illegible] সে পত্রের ভাবে ও মূলে ঐক্য হইলেও কথার [illegible] হওয়া সম্ভব। যতদূর স্মরণ আছে ঠিক করিয়া লিখিয়া পাঠাইলাম, ইচ্ছা করে কিছুই পরিবর্ত্তন করি নাই।

পারি। কিন্তু কথা এই, আমরা যাহাকে যত অধিক ভক্তি, প্রীতি বা স্নেহ করি, তাহার সহিত তত অধিক একত্রে সহবাস করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হই কি না? তত অধিক উৎকণ্ঠিত হওয়া যদি স্বাভাবিক হয় তবে সেই সকল ভক্তি প্রীতি বা স্নেহ ভাজনেরা যদি সর্ব্বদা নিকটে না থাকে, কি প্রকারে বলিব যে, তাহাদের সহিত কদাচিৎ সাক্ষাৎকারলাভে আমাদের উক্ত বৃত্তিত্রয় যথোচিতরূপে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে? সুহৃদ ও অধ্যাপক প্রভৃতির সহিত সর্ব্বদা একত্রে থাকিবার যদি আমাদের উপায় থাকিত, তাহা হইলে আমরা কি তাহাতে বিরত হইতাম? সে উপায় নাই বলিয়া আমরা তাঁহাদের হইতে পৃথক থাকিতে বাধ্য হই এবং তাঁহাদের সহিত কদাচিৎ সাক্ষাৎ করিয়া কথঞ্চিৎরূপে আমাদের উক্ত বৃত্তিত্রয় পরিতৃপ্ত করিয়া থাকি। দুইটি পরস্পর বিপরীত কর্ত্তব্য উপস্থিত হইলে যেটি অধিকতর গুরুতর আমরা সেইটিই পালন করিয়া থাকি; কিন্তু উপস্থিত স্থলে আমরা এমন কোন গুরুতর কর্ত্তব্য দেখিতেছি না, যাহার জন্য আমাদের উক্ত বৃত্তিত্রয়কে যাবজ্জীবনের জন্য সঙ্কুচিত বা দমন করিয়া পিতা মাতা খুড়া জ্যেঠা প্রভৃতি হইতে পৃথক বাস করা আবশ্যক।

২। বিভাকর সম্পাদক এক স্থলে এই ভাবে লিখিয়াছেন, আমরা যেন পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকা স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি লইয়া একত্রে ভোজনাদি করে এরূপ কথা বলিয়াছি! কিন্তু পাঠক! আপনারা জানিবেন আমরা কখনই ওরূপ কথা বলি নাই। আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি যে, ইতর প্রাণীরা (২) একটুকু বড় হইলে আপনার পিতা মাতা প্রভৃতিকে চিনিতে পর্য্যন্ত পারে না।

৩। সম্পাদক একান্নবর্ত্তিতার সপক্ষদিগকে ভ্রমান্ধ ও কুসংস্কারী বলিয়াছেন এবং সেই ভ্রম ও কুসংস্কার দূর করিবার জন্য অন্যান্য সম্পাদকদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু কথা এই, একান্নবর্ত্তিতার সপক্ষেরা ভ্রমান্ধ অথবা বিপক্ষেরা ভ্রমান্ধ, সপক্ষদিগকে উপদেশ দেওয়া উচিত অথবা বিপক্ষদিগকে উপদেশ দেওয়া উচিত, ইহার মীমাংসা করা অগ্রে কি উচিত হইতেছে না?

৪। আমরা বলিয়াছিলাম একত্রে থাকিলে আপদ বিপদের সময় পরস্পরের নিকট হইতে যেরূপ সাহায্য পাওয়া যায়, পৃথক পৃথক থাকিলে কখনই তেমন সাহায্য পাওয়া যায় না। সম্পাদক ইহারও প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন "পৃথক থাকিলে যে আপদ বিপদের সময় পরস্পরে পরস্পরের সেবা শুশ্রূষা করিবে না আমরা একথা এই নূতন শুনিলাম।" মনে কর একত্রে তিন জন আছে, তাহাদের এক জনের পীড়া হইলে আর একজন গৃহকার্য্যে ও অপর একজন অনায়াসেই সেই রোগীর সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিতে পারে। কিন্তু তিন জন পৃথক পৃথক থাকিলে যদি এক জনের পীড়া হয় তবে কি আর এক জন তাহার সংসারের সমস্ত কার্য্য এবং আহার নিদ্রা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া উক্ত রোগীর কাছে আসিয়া থাকিতে পারে? আর একটি কথা, বাটীতে চোর ডাকাইত পড়া প্রভৃতি বিপদের সময়ে পাঁচ জন একত্রে থাকিলে অনায়াসেই সে বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারা যায়, কিন্তু পৃথক পৃথক থাকিলে কখনই তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই।

৫। আমরা বলিয়াছিলাম একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে থাকিলে সহজে স্ত্রীলোকেরা কুপথগামিনী হইতে পারে না। ইহার উত্তরে সম্পাদক বলিয়াছেন "বহু পরিবার মধ্যে না থাকিলে যে সতীত্ব রক্ষা হয় না, সে সতীত্ব থাকা না থাকা উভয়ই তুল্য।" আমরা জিজ্ঞাসা করি, অন্যান্য দেশের স্ত্রীলোক অপেক্ষা আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা অধিকতর সতী কেন? অবশ্য তাহার অনেক কারণ আছে, কিন্তু অবরোধ ও একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে থাকাই কি তাহার অন্যতর কারণ নহে? একটী বারের জন্যও মনে কুভাবের উদয় হয় নাই এবং তাহা দমনের জন্য কখনই ভয়, লজ্জা ঘৃণা ও আত্মগ্লানির প্রয়োজন হয় নাই, এমন সতী এ পৃথিবীতে নাই—হইতেই পারে না, যে হেতু মনুষ্য অপূর্ণ জীব। সম্পাদক বলিয়াছেন যে "স্ত্রীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট সতীত্ব রক্ষা হইবে, উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইবে না।" এ কথা যদি সত্য হয় তবে জিজ্ঞাস্য এই, ইউরোপ ও আমেরিকানেরা আমাদের অপেক্ষা শত সহস্র গুণে স্ত্রীলোকের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন, অথচ সতীত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের স্ত্রীরা আমাদের স্ত্রী অপেক্ষা নিকৃষ্ট কেন।

৬। আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে বিবাদ হয় স্বীকার করিয়া যাহাতে সে বিবাদ না ঘটে তাহার উপায় অবলম্বন করিতে বলায়, সম্পাদক সে উপায় কি আমরা জানি না স্থির করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অবগতির জন্য এখন বলিতেছি যে, সে উপায় পরিবারস্থ সকলকে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, যে বাটীতে যত অধিক জ্ঞানের চর্চা হইতেছে, সে বাটীতে ততই বিবাদ কমিয়া যাইতেছে। সম্পাদক এমন সহজ উপায়টী আমাদের নিকট হইতে জানিতে যে প্রত্যাশা করি[illegible] যেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই, বুঝিলে তাঁহাকে পূর্ব্বেই জানাইতাম।

বসুনিয়া। } শ্রীযদু[illegible]চরণ দে।
৩০ এ জুলাই ১৮৮০ }

## রেণ্ট কমিশনের রিপোর্ট।

যেখানে অধিকতর ঘনিষ্ঠ ভাব, সেই খানেই ঘোর বিরোধ। জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে এত বিবাদ হয় কেন? জমীদারে ও প্রজায় অধিকতর ঘনিষ্ঠতা আছে বলিয়াই সর্ব্বদা বিরোধ ঘটিয়া থাকে। এ সম্বন্ধ এক কালে বিচ্ছিন্ন না হইলে বিবাদের শেষ শান্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার নয়, এ বিবাদেরও সম্পূর্ণ শেষ হইবার সম্ভাবনা নয়। তবে যতদূর সম্ভাবিত, বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর আসলি ইডেন সাহেব সে বিষয়ে বিলক্ষণ যত্নশীল হইয়াছেন। তিনি এতৎসংক্রান্ত একটী আইন করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। কিরূপে করিলে ভাল হয়, তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত কয়েক ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা হইয়াছিল। তাঁহারা যে রিপোর্ট করিয়াছেন, পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে তাহার স্থূল তাৎপর্য্য অদ্য পাঠকগণের গোচর করা যাইতেছে। আমরা রিপোর্ট পাঠ করিয়া দেখিলাম যে কমিসন আরম্ভ কালেই কৃষক শব্দের অর্থ লইয়া বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছেন।

পূর্ব্বে জমীদার ও তাঁহার অধীন পত্তনিদার দরপত্তনিদার প্রভৃতি মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তিগণ ও কৃষক, ইহাদের বিশেষ লক্ষণ ছিল না। এক্ষণে কমিসন এই প্রস্তাব করিয়াছেন, যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রাখিয়া ভূমির স্বত্বাধিকারী হইবেন, তাঁহারাই স্বত্ববান জমীদার। যাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জমীদারের নিকট হইতে ভূমি লয় অথচ স্বয়ং চাস করে না, তাহারা প্রজা নামে নির্দ্দেশিত হইবে। যাহারা আবার তাহাদের নিকট হইতে ভূমি লইবে, তাহারা নিম্ন শ্রেণীর প্রজা হইবে। ফলতঃ ইহারা মূল প্রজার [illegible] অনুসারে প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর প্রজা বলিয়া অভিহিত হইবে। নিম্ন শ্রেণীর প্রজারা [illegible] অধিক হউক না কেন ভূমি লইতে পারিবে। যাহারা কেবল চাষ করিবার জন্য ভূমি লইবে, তাহারাই কৃষক এই নাম প্রাপ্ত হইবে। [illegible] বৎসর একাদিক্রমে ভূমি [illegible] হইলেই তাহাদের ভূমিতে দখলি [illegible] পাওয়া যায়, এই [illegible] চাস করিতে করিতে [illegible]

( ২ ) আমরা কেবল পশুর উল্লেখ করিয়াছি বটে কিন্তু আমাদের লেখার ভাবে ইতর প্রাণি মাত্রেই বুঝাইয়াছে।

করে এবং নিজ ভূমি খাজনায় দিয়া কতকটা জমীদার হইয়া বসে। রঙপুর সুন্দরবন উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে অনেক চাষী প্রজা বিস্তর জমী লয়। অন্য কথা কি রঙপুরের জোতদারেরা ৯ টাকা অবধি ৫০০০০ টাকা পর্য্যন্ত খাজনা দিয়া থাকে। এই সকল ব্যক্তিকে কৃষক বলা যাইবে, না ইহাদের অন্য নাম দেওয়া হইবে?

এই গোলযোগের নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে কমিশন স্থির করিয়াছেন যে যাহারা ১০০ বিঘার অধিক জমী লইবে, তাহারা কৃষক বলিয়া গণ্য হইবে না, ১০০ বিঘার ন্যূন ভূমির কর্ষণকারিরাই কৃষক বলিয়া নির্দ্দেশিত হইবে। সে সেই ভূমির নিজে চাষ করুক আর নাই করুক, তাহাতে ক্ষতি নাই। তাহার অধীনস্থ চাষী কোর্ফা প্রজারও দখলীস্বত্ব হইতে পারিবে, কিন্তু তাহাকে অধিকহারে খাজনা দিতে হইবে।

দখলী স্বত্ববান প্রজার দখলী স্বত্ব বাকী খাজনার ডিক্রী ভিন্ন অন্য ডিক্রীতে বিক্রয় হইতে পারিবে না। যদি সে ঐ স্বত্ব বন্ধক দেয়, বন্ধক বাতিল ও না মঞ্জুর হইবে। জমীদার নিম্নলিখিত চারি কারণে তাহার খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

১ ম। কোন প্রজার খাজনার হার যদি নিকটস্থ প্রজার খাজনার হার অপেক্ষা অল্প হয়।

২ য়। যদি প্রজার চেষ্টা ব্যতিরেকে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়।

৩ য়। মাপে যদি প্রজার জমী অধিক হয়।

৪ র্থ। দ্রব্যের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি। যথা—রূপার দাম কমিয়া যাওয়াতে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীর দর বাড়িয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় জমীদার অধিক খাজনা চাহিতে পারেন। বোধ কর, পূর্ব্বে জমীদার ৩ টাকা খাজনা পাইতেন। সেই তিন টাকার জমীর উৎপন্ন দ্রব্য হইত, এখন তাহার অপেক্ষা অনেক কম হয়। এখন তিনটাকা লওয়াতে জমীদারের ক্ষতি হইতেছে। এই সকল খাজনা বৃদ্ধির মকদ্দমার অধিকাংশ মকদ্দমা হয় দেওয়ানী আদালতে না হয় মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে হইবে। কেবল চতুর্থ কারণে খাজনা বৃদ্ধি করিতে হইলে মাজিষ্ট্রেটের কাছে নালিষ করিতে হইবে। দখলী স্বত্ববান কৃষক যদি প্রমাণ করিতে পারে যে ৩০ বৎসর তাহার খাজনার হার বৃদ্ধি হয় নাই, তবে তাহার খাজনা আর বৃদ্ধি হইবে না।

যে কারণে দখলী স্বত্ববান [illegible] খাজনা বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে, সেই সেই [illegible] প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় [illegible] খাজনা বৃদ্ধি হইবে।

[illegible] জমী ডিক্রীতে বিক্রয় করিয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু ভূমিতে তাহার যে স্বত্ব ছিল, তাহার উচ্ছেদ হইবে না। ভূমিতে ক্রেতার সেই স্বত্ব জন্মিবে। ক্রেতা যে ঠিক সময়ে খাজনা দিবে, জমীদার তাহার প্রতিভূ লইতে পারিবেন।

পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, জমীদার অন্যায় করিয়া খাজনার অতিরিক্ত আবওয়াব গ্রহণ করিলে ফৌজদারী আইনে দণ্ডনীয় হইতেন, কিন্তু একণে সে আইন রহিত হইয়া এই নিয়ম হইতেছে, জমীদার যে পরিমাণে আবওয়াব গ্রহণ করিবেন, তাহাকে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হইবে। খাজনা জমীর উৎপন্নের অর্দ্ধেকের অধিক হইবে না। যদি খাজনা বৃদ্ধি করিতে হয়, দ্বিগুণের অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি করিতে পারিবে না এবং সেই দ্বিগুণ বৃদ্ধিও ক্রমে ক্রমে ৫ বৎসরে হইবে। যাহাদের দখলী স্বত্ব জন্মে নাই অথচ যাহারা তিন বৎসরের অধিক কাল জমী ভোগ করিয়াছে, জমীদার তাহাদের খাজনা বাড়াইয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু খাজনা বৃদ্ধি করাতে যদি তাহাকে জমী ছাড়িয়া দিতে হয় তবে তাহার ক্ষতি পূরণার্থ জমীদারকে এক বৎসরের বর্দ্ধিত খাজনা দিতে হইবে এবং তাহার আর যে কিছু ক্ষতি হইবে, তাহাও দিতে হইবে।

উত্তরাধিকার ক্রয় বা দান সূত্রে যে ব্যক্তি যে ভূমি প্রাপ্ত হইবে, তাহাকে তিন মাসের মধ্যে জমীদারের কাছারীতে গিয়া নাম খারিজ করিয়া আনিতে হইবে। নাম খারিজের ফী খাজনার ৫০ ভাগের এক ভাগ। কিন্তু ঐ ফী কখন ১ টাকার অল্প বা ১০০ টাকার অধিক হইবে না। যদি কেহ নাম খারিজ না করে, জমীদার তাহার দশ গুণ জরীমানা করিতে পারিবেন এবং যে ব্যক্তি অধিক দিন নাম খারিজ না করিবে, জমীদার তাহাকে প্রজা বলিয়া গণ্য না করিলে না করিতে পারেন।

প্রজা যদি দখলীস্বত্ব পাইয়া সেই জমীতে নিজের বাসার্থ বাড়ী গোলা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে, জমীদার তাহাতে আপত্তি করিতে পারিবেন না। কিন্তু সে যদি দোকান আদি করে তবে জমীদার তাহাকে নোটিস দিতে পারিবেন এবং প্রজাকে সেই দোকানাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার খরচ দিতে হইবে কিন্তু জমীদার যদি দুই তিন বৎসরের মধ্যে নোটিস না দেন তবে প্রজা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে যে ক্ষতি হইবে জমীদারকে তাহা পূরণ করিয়া দিতে হইবে।

জমীতে যাহার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, জমীদার কেবল তাহার খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। আর যাহারা অচিরস্থায়ী স্বত্ব ভোগী, (যথা ইজারাদার ইত্যাদি) তাহাদের খাজনা বৃদ্ধি করিবার অসুবিধা থাকিবে না।

পূর্ব্বোল্লিখিত ৪ র্থ কারণে যখন খাজনা [illegible] করিতে হইবে, তখন দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যের [illegible] দেখিতে হইবে। জেলার কালেক্টর সাহেব নিজ জেলাস্থ সমস্ত বাজারের সমস্ত জিনিষের দরের একটী ফর্দ্দ করিয়া রাখিবেন। আর কালেক্টর সাহেব খাজনার হারের একটী নিয়ম প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন। ঐ হার দেখিয়া চতুর্থ কারণে খাজনা বৃদ্ধির মকদ্দমার বিচার হইবে। কালেক্টর সময়ে সময়ে উহার পরিবর্ত্ত করিবেন, যদি কাহার উহার সম্বন্ধে কোন প্রকার আপত্তি থাকে, তাহা কালেক্টর শুনিবেন।

আইনের উদ্দেশ্য এই যে খাজনা বৃদ্ধির মকদ্দমা এক একটী করিয়া না করিয়া একেবারে বহুসংখ্যক নালিশ করা হয়। এই জন্য জমীদারগণকে একেবারে বহুসংখ্যক মকদ্দমা উপস্থিত করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

কমিশন যে রিপোর্ট করিয়াছেন, তাহা অতি বিশাল। তাহা তাঁহাদের দুই বৎসরের পরিশ্রমের ফল। অতএব তাহা পাঠ করিতে যে কত পরিশ্রম লাগে, পাঠক তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, কমিশন অস্থিভেদী পরিশ্রম, এবং রিপোর্ট-পাঠকের শিরোবেদনাকারী পরিশ্রম এ উভয়ের অনুরূপ ফল লাভের আশা দেখা যাইতেছে না। প্রজা ও জমিদারের বিবাদের মীমাংসার্থ নিয়োজিত ব্যক্তিগণ যাহাতে বিবাদের মীমাংসা হয় সেই প্রয়াস পাইয়াছেন বটে; কিন্তু আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি রিপোর্ট অনুসারে যদি কাজ হয়, বিবাদের অধিকতর বৃদ্ধি হইয়া উঠিবে। একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইলেই আমাদের বাক্যের যাথার্থ্য পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে। জমীদারেরা যে যে কারণে খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, দ্রব্যের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি তাহার অন্যতর কারণ। এ কারণটিকে বৈজ্ঞানিক কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অত্যুক্তি হয় না। এ কারণ নির্ণয় করিয়া খাজনা বৃদ্ধি করা সহজ নয়, ইহাতে অনেক প্রকার বৈজ্ঞানিক মকদ্দমার সৃষ্টি হইবে সন্দেহ নাই। মকদ্দমার সংখ্যার লাঘব করিবার নিমিত্তই নূতন আইন হইতেছে। কিন্তু যদি মকদ্দমার হ্রাস না হইয়া তাহার বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে নূতন আইনে ফল কি?

যাঁহারা কমিশনরূপে নিয়োজিত হন, তাঁহারা সকলেই প্রজার প্রতি স্নেহবান, যিনি তাঁহাদিগকে নিয়োজিত করেন, তিনিও প্রজার প্রতি একান্ত পক্ষপাতী। প্রজার মঙ্গল সাধন করা তাঁহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য। কিন্তু যে আইন [illegible], তাহাতে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ [illegible] দেখা যাইতেছে না। কমিশন [illegible] দখলী

স্বত্বের উপরে নানা প্রকার স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতেছেন। কিন্তু দখলী স্বত্ব জন্মিবার কি উপায় করিবেন? প্রজার দখলী স্বত্ব হওয়া আর না হওয়া জমীদারের ইচ্ছায়ত্ত। জমীদার যদি বর্ষে বর্ষে প্রজা পরিবর্ত্ত করেন, কিরূপে দখলী স্বত্ব জন্মিবে? জমিদারেরা যে অতঃপর তাহা করিবেন না, একথা কে বলিতে পারে? কে বা জমীদারের হস্তরোধ করিয়া রাখিবে? ইহাতে বিষম গোলযোগ বাঁধিবারই সম্ভাবনা। এক কালে একটী স্থায়ী বন্দোবস্ত না করিলে এ বিষয়ের সুবিধা হইবার সম্ভাবনা নয়। ভূমি অন্য অন্য বাণিজ্য দ্রব্যের ন্যায় নহে। ইহার লাভ নির্দ্দিষ্ট, নির্দ্দিষ্ট লাভে আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হয় না। ভূমির অবস্থা বিবেচনা করিয়া জমীদারের লভ্যাংশ রাখিয়া অনায়াসে স্থায়ী বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। কমিশনের রিপোর্টমত যদি কার্য্য হয়, কতক গুলি প্রজার সুবিধা হইবে এই মাত্র।

---

জমীদারী বন্দোবস্ত ও সরকারী খাস বন্দোবস্ত ইহার মধ্যে কোনটী উৎকৃষ্ট?

আমরা যখন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারে বাস করিতাম, তখন মনে করিতাম, যদি ভারতে ইংলণ্ডেশ্বরীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আধিপত্য হয়, আমরা এক্ষণকার অপেক্ষা বহুগুণে সুখী হইব। কিন্তু আমাদের সে আশা রাবণের সীতাহরণ করিয়া সুখী হইবার আশার ন্যায় বিপরীত ফল প্রসব করিল। এখন কার্য্যে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, কোম্পানির অধিকারে আর ইংলণ্ডেশ্বরীর খাস অধিকারে বহু অন্তর। কোম্পানির কর্ম্মচারিরা তাঁহাদের অবাধ্য হইয়া সময়ে সময়ে অত্যাচার করিতেন বটে কিন্তু তাঁহারা নিজে অত্যাচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। তাঁহারা যে কোন প্রকার অত্যাচার করেন, সে ইচ্ছা ছিল না। পাছে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অত্যাচাররূপ ছল পাইয়া তাঁহাদের অধিকার হরণ করিয়া লন, তাঁহাদের সর্ব্বদা এই শঙ্কা ছিল। এই শঙ্কা হেতু তাঁহারা বিপরীতবাদিদিগের বাক্যে উপেক্ষা করিয়াও এদেশীয়দিগের ইংরাজী শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়া যান। এই শঙ্কা হেতু তাঁহারা এদেশীয়দিগকে বিচারপতি পদ প্রদান করেন। তাঁহারা যদি এত দিন থাকিতেন, উচ্চতম রাজপদগুলি ইউরোপীয়দিগের সহিত তুল্যরূপে এদেশীয়দিগকে প্রদান করিতেন। তাঁহারা যদি এতদিন থাকিতেন, আমাদের বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, বাধ্য হইয়াও তাঁহাদিগকে শাসনপ্রণালীমধ্যে বহুল পরিমাণে এদেশীয়দিগের প্রবেশাধিকার দিতে হইত। এত দিন যদি তাঁহারা থাকিতেন, পক্ষপাতদূষিত মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত কুকল্পিত আইন ও অস্ত্রবিষয়ক আইন [illegible] দৃষ্টিগোচর হইত না।

জমীদারী বন্দোবস্তে ও গবর্ণমেণ্টের খাস বন্দোবস্তেও এইরূপ অন্তর। জমীদারেরা ভয় করিয়া কাজ করেন, তাঁহারা প্রজার উপরে অত্যাচার করিব মনে করিলেও ভয়ে অত্যাচার করিতে পারেন না। অত্যাচার করিলেও তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকার হয়। প্রতীকারেরও ফৌজদারী ও দেওয়ানীরূপ সহস্রদ্বার উদ্ঘাটিত। খাস মহলে সে দ্বার উদ্ঘাটিত নয়। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীরা অত্যাচার করিলে গবর্ণমেণ্ট প্রজার কথায় তাহাতে প্রত্যয় করেন না। মনে করেন, প্রজারা মিথ্যা কথা কহিতেছে। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিদিগের বাক্যের যে একান্ত বশীভূত, তাহা সকল কার্য্যেই প্রায় প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিরাও এক একজন এক একটী নবাব। ৫ টাকা মাসিক বেতনের এক জন সামান্য পদাতিকেরও অহঙ্কার ও প্রতাপের পরিসীমা থাকে না। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীরা যখন স্বয়ংই গবর্ণর হইলেন, তখন যে খাস মহলে অত্যাচার হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমরা যে নিমিত্ত অদ্য এ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি, তাহা এই।

মেদনীপুরের অন্তর্গত হিজলীতে মাজনামুঠা ও জলামুঠা নামে দুইটী খাস মহল আছে। গবর্ণমেণ্ট তাহার জরিপ করিয়া খাজনা বৃদ্ধি করিতেছেন। এতৎসংক্রান্ত অনেক মকদ্দমা গবর্ণমেণ্টের সহিত উপস্থিত হইয়াছে ও হইতেছে। তাহাতে কেবল যে গবর্ণমেণ্টের অনর্থক ক্ষতি হইতেছে এমন নয় প্রজারও যার পর নাই অনিষ্ট ও কষ্ট হইতেছে। এসময়ে মকদ্দমা করাতে প্রজার অনেক প্রকার ক্ষতি। প্রথমতঃ চাসের ব্যাঘাত। দ্বিতীয়তঃ উকীল মোক্তার প্রভৃতি মকদ্দমা ব্যয়। তৃতীয়তঃ পাথেয় ব্যয়। চতুর্থতঃ এই বর্ষাকালে বিদেশে বাসা করিয়া থাকিবার অসঙ্গত ব্যয় এবং আত্যন্তিক কষ্ট। আমাদিগের সভ্য গবর্ণমেণ্ট এগুলি বিবেচনা ও চিন্তা না করিয়া যে কার্য্য করেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয়। প্রজার সহিত গবর্ণমেণ্টের আবার মকদ্দমা কি? এ মকদ্দমার সৃষ্টি করাতে প্রকারান্তরে প্রজাদিগকে উৎসন্ন দেওয়া হইতেছে। প্রজাবৎসল সহৃদয় বিবেকশক্তিসম্পন্ন সভ্য গবর্ণমেণ্টের এ প্রকার ব্যবহার করা কি উচিত? যদি আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট প্রজার সুখ দুঃখে উদাসীন নির্দ্দয় অসভ্য গবর্ণমেণ্ট হইতেন তাহা হইলে আমরা এ সকল কথা কহিতাম না। জরীপে যে জমী বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহারই পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হারে খাজনা বৃদ্ধিতে প্রজার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে। তাহার উপর আবার হার বৃদ্ধি; তদুপরি আবার মকদ্দমার ব্যয় ও কষ্ট; [illegible] বিবেচনা কি [illegible]? [illegible]

সহিত গবর্ণমেণ্টের কি কিছু [illegible] আছে? যদি গবর্ণমেণ্ট হার বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত একান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন, প্রতি বিঘায় ৵৹ আনা করিয়া বৃদ্ধি করুন। ঐ বৃদ্ধি চিরকালের নিমিত্ত হউক। কোন কালে কোন কারণে উহার পরিবর্ত্ত ন্যূনাতিরেক বা হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না। এইরূপ স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া অবজ্ঞেদাবচ্ছেদে সকল প্রজার নিকট হইতে ঐ বর্দ্ধিত হারে অনুসারে খাজনা আদায় করা হউক। এ প্রকার ব্যবস্থা করিলে মকদ্দমা করিতে হইবে না, প্রজারাও উৎপন্ন হইবে না। গবর্ণমেণ্ট মকদ্দমায় ৫০। ৬০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া যদি কিছু অধিক লাভ করিতে পারেন, তাহার অপেক্ষা এ লাভ সহস্র গুণে প্রশংসনীয়। ইহাতে প্রজারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত ও সন্তুষ্ট থাকিবে। উভয় পক্ষের কাহারও বৃথা অর্থ ব্যয় ও কষ্ট হইবে না। এ ব্যবস্থা কি বাস্তবিক প্রশংসনীয় নয়? এ ব্যবস্থা কি সবিবেচক বুদ্ধিমান গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনীয় ও অবলম্বনীয় নয়? মাজনামুঠা ও জলামুঠা লোণা জায়গা। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি প্রভাবে প্রায়ই উহার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ভারতে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির অনুগ্রহ বড় কম নয়। এরূপ স্থলে প্রজাদিগের কিছু সুবিধা করিয়া দিয়া স্থায়ী বন্দোবস্ত করাই কর্ত্তব্য। আমরা এ সম্বন্ধে উল্লিখিত খাসমহলে প্রজাদিগের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইতেছি। অনেকে মুখে ও পত্রদ্বারা এই বিষয় আমাদিগকে জানাইতেছেন। আমরা অদ্য মেদনী পত্রের লিখিত এতৎসংক্রান্ত প্রস্তাবের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠকগণ উহাতে এতৎসংক্রান্ত বিস্তারিত বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

"মেদিনীপুরের অন্তর্গত হিজলী প্রদেশে মাজনামুঠা ও জলামুঠা নামে দুইটী খাস ষ্টেট আছে। এই দুইটী ষ্টেটের মধ্যে ২১ টী পরগণা সংযুক্ত। সমুদ্র নিকটবর্ত্তিতা হেতু উক্ত পরগণা সকলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে জরিপ জমাবন্দী করিয়া তথায় নির্দ্দিষ্ট মিয়াদে জমা বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। আমরা [illegible] সংখ্যক মেদিনীতে এতদ্বিষয় পাঠকবর্গকে সংক্ষেপে অবগত করিয়াছি। এক্ষণে উক্ত প্রদেশের প্রজাসকলকে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ নির্দ্দয়রূপে আক্রমণ করিয়াছেন, আমরা তৎবৃত্তান্ত বিস্তারিত শুনিয়া পাঠকদিগের গোচর করণে ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না।

সাধারণ জমীদারেরা স্বীয় অধিকারস্থ প্রজাদিগের [illegible] করিয়া [illegible] তাহাদিগকে [illegible] হয় [illegible]

সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য শীল বাবুদের মেদিনীপুরে একাশিমৌজা নামে একটী জমীদারি আছে। শীলবাবুরা উক্ত জমীদারি ক্রয় করিয়া অবধি প্রায় ১৪।১৫ বৎসর যাবৎ প্রজাদিগের সহিত করবৃদ্ধি উদ্দেশ্যে নানাবিধ মকদ্দমা করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া অবশেষে উক্ত জমীদারি পত্তনি বিলি করেন। পত্তনিদার আমাদের দেশের একটী প্রাচীন বংশীয় তৃতীয় শ্রেণীর সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কুবুদ্ধিপরতন্ত্র হইয়া উক্ত জমীদারি পত্তনি লইলেন এবং প্রজাদিগের সহিত বিবাদ করিয়া অতি অল্পকালের মধ্যে উৎসন্ন হইলেন। অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীত হয় করসংক্রান্ত আইন সকল প্রজাদিগেরই অধিকতর অনুকূল। এরূপ হওয়াও সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। দুর্ব্বলের সহায়তা করাই আইনের উদ্দেশ্য।

আমাদের গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত আইনের প্রতিকূলতা বিলক্ষণ ভোগ করিয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন, তত্রত্য কল্যাণপুর ও বলরামপুরের বন্দোবস্ত করিতে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কষ্ট পাইয়া বিরক্ত হইয়া ১৮৭৯ সালে ৮ আইন জারি করিয়াছেন। এবং আপাততঃ ইহাও বোধ হয় যে, যেন হিজিলির উক্ত খাস ষ্টেটের বন্দোবস্ত কার্য্যের সুবিধা বিধান করাই এই আইনের সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য। সে যাহা হউক, আইনটী বন্দোবস্তকারী গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিদিগের হস্তে কিরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে একটী বিষয়ের উল্লেখ করিলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। কোন প্রজার করবৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রজার নামে একটা নোটিশ জারি করিলেই যথেষ্ট হইল। প্রজা যদি বর্দ্ধিত কর দিতে অসম্মত হয় তাহা হইলে তাহাকে গবর্ণমেণ্টের নামে নালিশ করিয়া প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার সম্বন্ধে কর বৃদ্ধি হওয়া অনুচিত। আবার উক্ত নোটিশ জারির প্রণালী তুল্যরূপ চমৎকার। প্রজা নোটিশ পাইল কি না ইহা প্রমাণের আবশ্যক নাই। বন্দোবস্ত কাছারি হইতে নোটিশ বাহির করিয়া দিলেই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্যের শেষ হইল। আইনের যত কিছু দায় প্রজার স্কন্ধে; [illegible] করা ও ন্যায় স্থাপন করা আইনের [illegible] উদ্দেশ্য। কিন্তু বর্ত্তমান [illegible] বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

[illegible] ও [illegible] ১৬টি একবারে ৭৫ হাজার প্রজার নামে নোটিশ জারি করা হইয়াছে [illegible] নোটিশের [illegible] অনেকই জানে না [illegible] ৩০ হাজার [illegible] নোটিশ দেয়

কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নামে নালিশ করা সহজ কথা নহে। তাহাতে তাহাদের প্রতিকূলে সমূহ অসুবিধা। সুতরাং অতি অল্প সংখ্যক প্রজা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে সাহসী হইয়াছে। কাঁথির মুনসফিতে ২২৫০; তমোলুক মুনসফিতে ৫০০ এবং দাঁতুন মুনসফিতে ৫০ নম্বর রুজু হইয়াছে। পঁচাত্তর হাজারের মধ্যে এই কয় হাজার মাত্র নম্বর নালিশ রুজু হইল দেখিয়া পাঠকেরা মনে করিবেন অবশিষ্ট প্রজাদের কর বৃদ্ধি পক্ষে কোন আপত্তি নাই, বাস্তবিক তাহা নহে। প্রজারা উঠিতে না পারিয়া পোষ মানিয়াছে।

প্রজারা সাধারণতঃ অতি গরিব। তাহাদের না আছে অর্থ বল, না আছে সহায় বল। আইন তাহাদের পক্ষে যেরূপ অনুকূল তাহা ত দেখাই গেল। এরূপ অবস্থায় ফল যে কিরূপ হইবে তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। এদিকে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যেরূপ জোগাড় করা হইতেছে তাহা শুনিলে অতি সাহসী প্রজাকেও হতাশ হইতে হয়। এই সমস্ত মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইতে ৬ মাস লাগিবে, অনুমান করা হইয়াছে। এই ৬ মাসের জন্য ২৮ জন মোহরের ও একজন আসিষ্টাণ্ট গবর্ণমেণ্ট উকীল নিযুক্ত করা হইবে। তাহাতে ৭১১০ টাকা ষ্টেবলিশমেণ্ট খরচ ধরা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট উকীল বাবু বিপিনবিহারী দত্ত প্রত্যহ ১৫০ টাকা ও কাঁথির গবর্ণমেণ্ট উকীল বাবু উপেন্দ্রনাথ মজুমদারও স্বতন্ত্র টাকা পাইবেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রায় ৪০।৫০ হাজার টাকা ব্যয় অনুমিত হইয়াছে।

আবার বিচারকের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কাঁথিতে দুই জন মুনসেফ ছিলেন। এক্ষণে আর এক জন মুন্সেফ বাড়ান হইয়াছে। আরও এক জন মুন্সেফের জন্য রিপোর্ট গিয়াছে। প্রজারা গবর্ণমেণ্টের নামে যে নালিশ করিয়াছিল তাহার জবাব দাখিলের দিন ৩ রা জুলাই ধার্য্য আছে। আমরা শুনিলাম বিপিন বাবু ও সেটলমেণ্ট ডিঃ কালেক্টর বাবু কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিগেল রিমেম্ব্রান্সার সাহেবের সহিত পরামর্শ জন্য কলিকাতা গিয়াছিলেন। তথায় চারি দফা জবাব দেওয়া স্থির হইয়াছে। (১) পার্শ্ববর্ত্তী নিরিখ অনুসারে জমা বৃদ্ধি হইবে। (২) হাল জরিপে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। (৩) শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে (৪) জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

আমরা যেরূপ দেখিতেছি এ যাত্রা উক্ত খাস ষ্টেটের প্রজাদিগের নিস্তার নাই। এই চাষের সময়ে আবাদ খরচের জন্যই প্রজারা ব্যস্ত। এ সময়ে মকদ্দমা করা তাহাদের পক্ষে কোন ক্রমে সুবিধার নহে। এই জন্যই বোধ হয় এত অল্প মকদ্দমা রুজু হইয়াছে। প্রজারা হাল বন্দোবস্তে সন্তুষ্ট হইয়া ক্ষান্ত হইয়াছে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি, বন্দোবস্ত কাগজে অনেক গোলযোগ আছে। কাহারও ভূমে তিনি কাহারো খাকে বাকি পড়িয়াছে।"

করদাতৃসভা ও কমিশনর মনোনীত করিবার বিধি।

গত পূর্ব্ব রবিবার অপরাহ্ণে বাবু খেলচন্দ্র ঘোষের টালার বাগানে উপনাগরিক করদাতৃগণের দ্বিতীয় সভা হইয়া গিয়াছে। সভা গৃহে অনেক ভদ্র লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনেক ইতর লোকও উদ্যান মধ্যে উপস্থিত হইয়া সভার বল বর্দ্ধন করিয়াছিল। কুমার কান্তিচন্দ্র সিংহ সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। দক্ষিণ উপনগর ভবানীপুরে ২৯এ জুন একটী করদাতৃসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানেও সেইরূপ একটী সভা প্রতিষ্ঠা করা করদাতৃগণের উদ্দেশ্যই। অপর উদ্দেশ্য এই কলিকাতার ন্যায় উপনগরেও লোকে মনোনীত করিয়া কমিশনর নিয়োগ করেন।

দেশের মঙ্গলার্থ মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রণালী ও কার্য্যকলাপগত অনেকগুলি দোষ আছে। তাহার সংশোধন একান্ত আবশ্যক। সেগুলি সংশোধিত না হইলে যে উদ্দেশে মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। করদাতৃগণের চেষ্টা ব্যতিরেকে সে দোষ সংশোধন হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব উপনগরের করদাতৃগণ যে সভা প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, এটী উত্তম কর্ম্মই হইয়াছে। এ উদ্দেশ্যটী যেমন সহজে সাধিত হইল, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সেরূপ সুখসাধ্য নয়। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটী (করদাতৃগণের মনোনীত কমিসনর নিয়োগ) লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের মত সাপেক্ষ। আমাদের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সর আশলি ইডেন সাহেব ইহার বিরোধী। তিনি বলেন, করদাতৃগণের কমিশনর মনোনীত করিবার কার্য্যপ্রণালী ফলোপধায়িনী হইতেছে না। তিনি যে যুক্তিতে এ কথা বলুন, এ অংশে তাঁহার মত যে ভ্রমদূষিত, সে বিষয়ে সংশয় নাই। ভ্রম এক প্রকার নয়। সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা বায়ুর প্রকার ভেদ গণনা করিয়া উন পঞ্চাশ স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা যদি ভ্রমের প্রকার ভেদ করিতেন, [illegible] অধিক হইত।

[illegible] সাহেবের কি অপূর্ব্ব [illegible]

ন্যায় বিবেচনা করেন, এদেশীয়েরা আজও স্বাধীন শাসন প্রণালীর যোগ্যতা সম্পন্ন হন নাই ? তাঁহার সদৃশ বহুদর্শী বিজ্ঞব্যক্তির এ প্রকার বিবেচনা সুসঙ্গত হয় না। অগ, বিচার মুখে আমরা ইহাদিগকে অযোগ্য বলিয়াই যেন স্বীকার করিলাম। কিন্তু কার্য্য ভার দিয়া ইহাদিগকে যোগ্য করিয়া তুলা কি কর্ত্তব্য নয় ? বহুদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তির রচিত "কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ" এই মহার্থ বাক্য আছে। কার্য্য ভার সমর্পণ না করিলে কেহ কখন যোগ্যতাসম্পন্ন হইয়া উঠে না। আমাদের ভাগলপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

"আমাদের মহামান্য লেপ্টেনন্ট গবর্ণর স্যার আসলি ইডেন বাহাদুর, সেক্রেটরী মেঃ হোরেস্ ককরেন, শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মেঃ ক্রপ্ট, এক জন এডিকং ও অপরাপর কতিপয় ইংরেজ সমভিব্যাহারে করিয়া 'রোটাস' নামক ষ্টীমারযোগে গত শুক্রবার বেলা ৯৷০ টার সময় এখানকার কয়লাঘাটায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদ শ্রবণে রাজকর্ম্মচারিগণ দূরে থাকুক, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উপঢৌকন স্বরূপ আপনার সাধামত দীর্ঘকাল স্থায়ী এক পসলা সুন্দর বারিবর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ মিউনিসিপাল কর্ম্মচারিগণ কয়লাঘাট হইতে কমিসনরের আফিস পর্য্যন্ত রাস্তাটি সুন্দররূপ মেরামত করিয়াছিলেন। বেলা ৩৷০ টার সময় কমিশনর জজ, মাজিষ্ট্রেট, জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট, পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পার্সনাল কমিশনার ও আর কয়েক জন উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী এবং এদেশীয় জমিদার গঙ্গাতটে গমন করিয়া লেপ্টেনন্ট গবর্ণর বাহাদুরকে তীরে নামাইয়া আনিলেন। অমনি তীরে ৩। ৪ খানি চেরিয়ট প্রস্তুত ছিল। তিনি সেই চেরিয়টে পারিষদবর্গসহিত আরোহণ করিয়া নক্ষত্রবেগে প্রতিনিধি জজ মেঃ ডার্পারের কাছারিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে জজের সহিত ৫। ৭। ১০ মিনিট কাল কথাবার্ত্তা কহিয়া, তাঁহার সেরেস্তাদার বাবু গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে কায়েতী হিন্দী কেমন সহজ জিজ্ঞাসা করেন ও একখানি কাগজ পড়িতে দেন। গঙ্গাধর বাবু কায়েতী হিন্দী পাঠ করা বড় কঠিন বিষয়, এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। বলা কর্ত্তব্য কমিশনর সাহেবও কায়েতী হিন্দীর বিপক্ষে অনেক কথা বলিয়াছিলেন; ইঁহার মতে এখানকার আদালত সমূহে কয়েতীহিন্দী প্রচলন করা সুবিধাজনক হইবে না। কায়েতীহিন্দী লিখিতে বড় সহজ, কিন্তু পড়িতেই প্রাণ চক্ষুস্থির। লেখককে মনে মনে দুই একটী গালিবর্ষণ না করিলে প্রায় পাঠ সমাপ্তি করা হয় না।

জজের কাছারি হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আমাদের মাননীয় লেপ্টেনন্ট গবর্ণর মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে গমন করিতেছেন, এমন সময় বাঙ্গালি উকিলদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উকীলদিগের মধ্যে বিহারী উকীলদিগের সংখ্যা অধিক না দেখিতে পাইয়া তিনি বাঙ্গালি উকীলদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন 'তোমরা এখানে কেন, ? বাঙ্গালায় যাইয়া ওকালতী করিতে পার না কেন, ? তাঁহার কথার মর্ম্ম এই, তিনি ইংলিসম্যান সম্পাদকের ন্যায় বাঙ্গালিদিগকে আর বিহারে থাকিতে দিতে ভাল বাসেন না। যাহাতে এদেশের কোন কর্ম্ম আর বাঙ্গালীরা না পান, এই বোধ হয় তাঁহার উদ্দেশ্য। গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে যাইয়াও, তিনি বাঙ্গালী বালকদিগকে কিছু না বলিয়া বিহারীদিগের প্রতি যত্ন প্রদর্শন করেন। সম্পাদক মহাশয়! বলিব কি, এবিষয়ে তাঁহার যত্ন যত থাকুক আর নাই থাকুক, কিন্তু মেঃ ক্রপ্টের যত্ন বড় অধিক। শুনিলাম তিনি নাকি প্রথম শ্রেণীর প্রত্যেক বালকের পিতার নাম, তাহাদের অভিভাবকেরা কোন্ কোন্ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, বালকদের জন্ম স্থান কোথায়, কোথায় চাকরী করিবে, ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। একরূপ কথা কি তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে ? সত্য বটে বিহারের রাজ-পদ গুলিতে আমাদের অপেক্ষা এদেশবাসিগণের দাওয়া অধিক আছে, কিন্তু তাই বলিয়া কি উপযুক্ত প্রজাকে বঞ্চিত করিয়া অনুপযুক্ত প্রজাগণকে সেই সকল পদ প্রদান করা ন্যায়পরায়ণ সুসভ্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য ? সকল প্রজাই গবর্ণমেণ্টের চক্ষে সমান হইলেও কি গুণীর গুণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে ? বিহারিগণ উপযুক্ত হইলে তখন ত তাহারাই চেষ্টা করিয়া আপনাদের উন্নতির পথ অনুসন্ধান করিতে থাকিবে। কিন্তু ন্যায়ের অনুরোধে এ কথাও বলিতে হইবে, তাহারা রীতিমত শিক্ষা না করিতে পারিলে কিরূপে আপনাদের উন্নতি-পথানুসন্ধানে রত হইবে ? পাটনা ভিন্ন তাহাদের দেশে আর উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইবার জন্য কয়টী স্কুল আছে ? কয় জন পাটনায় গিয়া রীতিমত শিক্ষালাভ করিতে পারে ? গবর্ণমেণ্টের তাহাদের জন্য এখানে একটী হাইস্কুল সংস্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শুনিয়াও ছিলাম, এখানে একটী হাই স্কুল হইবে। কিন্তু এখন শুনিতেছি এদেশবাসিগণ যদি চাঁদা করিয়া ৫০। ৬০ হাজার টাকা তুলিয়া গবর্ণমেণ্টকে দিতে পারেন, তবেই হাইস্কুল হইবে। এ আশা বড় দুরাশা নহে। ৫০। ৬০ হাজার টাকা উঠা বড় কঠিন বিষয়। [illegible] লেপ্টেনন্ট গবর্ণর মাজিষ্ট্রেটের কাছারি, স্কুল ও [illegible]

[illegible] জেল দর্শন করিয়া [illegible] টার সময় ষ্টীমারে গমন করেন। সেই দিন ও তৎপর দিন রাত্রে কমিসনরের বাসায় ভোজ হইয়াছিল। এখানে দুই একটী প্রবীণ প্রাড়বিবাকের ও বিবির নৃত্য হইয়াছিল।

শনিবার বেলা ৩৷০ টা হইতে প্রায় ৫৷০ টা পর্য্যন্ত এখানকার বিদ্যালয়ে একটী দরবার হয়। দরবারে অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। এ বৎসর কেহই কোনরূপ উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। বিহারির একজন জমিদার রাজা হইবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। রাজা না হওয়ায় আমরা কিছুই দুঃখিত নহি। এই দিন ৫৷০ টার পর হইতে গঙ্গার ঘাটের নিকট একটী পরিষ্কৃত জমিতে অনেক উচ্চপদস্থ সাহেব ক্রিকেট খেলা করেন।

শুক্রবারে বৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া রাত্রে ঘাট হইতে কমিসনরের কাছারি পর্য্যন্ত আলো দেওয়া হইয়াছিল। লেপ্টেনন্ট গবর্ণর রবিবারে গির্জ্জায় আরাধনা করিতে যান। সোমবার প্রাতে ৬৷০ টার সময় মুঙ্গেরে গমন করিয়াছেন।"

বিহারে বাঙ্গালি না থাকেন, লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের এ ইচ্ছা কেন ? বাঙ্গালিরা বিহারিদিগের অপেক্ষা যে অধিকতর বুদ্ধিমান ও গুণসম্পন্ন, সেবিষয়ে মত দ্বৈধ নাই। গুণের অবমাননা করিয়াও লেপ্টেনন্ট গবর্ণর যে বিহারিদিগের প্রতি পক্ষপাতী, তাহার কারণ এই, বাঙ্গালিরা বিহারে থাকিলে বিহারিদিগের উন্নতি হওয়া কঠিন হইবে। অতএব বাঙ্গালিদিগকে বিহার হইতে দূরীভূত করিয়া বিহারিরা অনুপযুক্ত হইলেও ক্রমে তাহাদিগের উপরে কার্য্যভার দিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত করিয়া তুলা তাঁহার অভিপ্রেত। কার্য্য ভার না দিলে লোকে যোগ্যতাসম্পন্ন হয় না, এটা সিদ্ধান্ত বাক্য। তিনি একদিকে অযোগ্য বিহারিদিগের উপরে কার্য্যভার দিয়াও তাহাদিগকে যোগ্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা পাইতেছেন কিন্তু অন্যদিকে যোগ্য বাঙ্গালিদিগের উপরে কার্য্যভার দিয়া তাহাদিগকে স্বাধীন শাসনপ্রণালীক্ষম করিয়া তুলিতে চাহিতেছেন না, এটী বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

আমরা বড় দুঃখিত হইতেছি, আমাদের প্রিয় বাঙ্গালি বহুদর্শী লেপ্টেনন্ট গবর্ণর এই সকল উদাহরণ সমক্ষে বিদ্যমান থাকিতেও বাঙ্গালিদিগকে স্বাধীন শাসন প্রণালীক্ষম করিবার বিষয়ে বৈমুখ্য প্রদর্শন করিতেছেন। বাঙ্গালিদিগের হস্তে পদ রুদ্ধ হইয়া আছে। তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি যদি চির নিরুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে [illegible] গবর্ণমেণ্টের সদৃশ [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] হইবে বাঙ্গালির লাভ কি ? যে ইডেন সাহেব [illegible] বিষয়ে [illegible]

[illegible]

রোধ করিলেন, তবে আর কে পথ উন্মুক্ত করিবে?

উপসংহারে আমরা বাবু নবগোপাল মিত্রের বাক্যের অনুমোদন করিয়া কহিতেছি, সভ্যগণ অধ্যবসায়শীল হউন, শেষে ইডেন সাহেবকেও পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে।



# বিবিধ সংবাদ।

বুদ্ধির ভ্রমে হউক, স্বভাবের দোষে হউক অথবা আত্মপোষণ ও পরিবারাদি ভরণ পোষণে অশক্তিবশতঃ হউক লোকে নানাপ্রকার পাপকার্য্য করে। তাহাদের চরিত্র সংশোধন ও ভাবী জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় সংস্থান চেষ্টাই কারাবরোধের প্রধান উদ্দেশ্য। তাহারা কুকর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া তাহাদের প্রাণসংহার করা অথবা তাহাদিগকে নিদারুণ যাতনা দেওয়া কারাবরোধ ব্যবস্থাপকদিগের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যাহাদিগের হস্তে কারাগারের ভার থাকে, তাহারা প্রায় কয়েদীদিগের উপরে নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর হইয়া বীভৎস কার্য্য করিয়া থাকে। তাহাদিগকে কেবল যে নিদারুণ প্রহার করে এরূপ নয় উদর পুরিয়াও আহার করিতে দেয় না। যে দ্রব্য আহার করিতে দেয় তাহাও অখাদ্য। আমরা একবার [illegible] জেলের কয়েদীদিগের আহার সময়ে দেখিয়াছিলাম, এমনি কদর্য্য মোটা পোড়া রুটী খাইতেছে যে দেখা [illegible] যে তাহা মানুষের খাইবার যোগ্য নয়। [illegible] কারাগারের [illegible] করিয়াছিলাম [illegible] জেল রিপোর্টের জেন- [illegible] জেল দর্শ [illegible] বঙ্গদেশের অনেক জেল দর্শন করিয়াছিলাম। আমাদিগের উচ্ছেজনার ও মাওয়েট সাহেবের যত্নে তৎকালে জেলের অনেক উৎকৃষ্ট অবস্থা হইয়াছিল। সম্প্রতি লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের মন্তব্য সহিত যে জেল রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমাদিগের আশ্চর্য্য বোধ হইল। বোধ হইল জেলের আর সে অবস্থা নাই। গত বর্ষে ৬২৩২ জন লোককে বেত্রাঘাত করা হয়। ১৮৭৮ অব্দে বেত্রাঘাতের সংখ্যার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে গত বৎসরের বেত্রাঘাতের সংখ্যা তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ। আবার ৭৭ অব্দের বেত্রাঘাতের সংখ্যা গত বর্ষের সংখ্যার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে ৭৭ অব্দে গত বর্ষের অপেক্ষা দ্বিগুণেরও কম লোককে বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল। আবার ১৮৭৬ অব্দের সহিত গত বর্ষের তুলনা করিলে জানা যায় গত বর্ষে বেত্রাঘাত ঐ বৎসর অপেক্ষা তিন গুণেরও অধিক হইয়াছে। আগামীবারে জেল সংক্রান্ত রিপোর্টের বিষয়ে আলোচনা করিবার আমাদিগের ইচ্ছা রহিল।

স্যর আণ্ড্রু ক্লার্কের পদে আর লোক নিযুক্ত করা হইল না। গবর্ণর জেনেরলের সভার আর আর সভ্যগণ তাঁহার কার্য্য বিভাগ করিয়া লইয়াছেন। এই কার্য্য বিভাগ কি আর অন্য সভ্যের সংখ্যা কমাইয়া ব্যয় সংক্ষেপ করিতে পারে না?

ডেসা নামে যে ব্যক্তি আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড লিটনকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিয়াছিল তাহাকে এতদিন পাগল বলিয়া গারদে রাখা হইয়াছিল। এ ব্যক্তি এক্ষণে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। গত শনিবারে কলিকাতা পুলিষের মাজিষ্ট্রেটের নিকট সে নিজ মকদ্দমার জবাব দেয়। সাক্ষ্য দ্বারা তাহার দোষ প্রমাণ হইলে বিচারপতির প্রশ্ন ক্রমে ডেসা বলিয়াছে "সাক্ষিরা যাহা বলিলেন আমি তাহা শুনিলাম। কিন্তু তখন যে আমি কি করিয়াছি এখন আর তাহার কিছুই আমার মনে নাই। আমি বারাণসীর বাতুলালয়ে ছিলাম, সেখান হইতে আসিয়া কটকে যাইব মনে করিয়া এই বন্দুক ক্রয় করি। মনুষ্য বধ করিবার অভিপ্রায়ে গুলি ছোড়া যে মহাঅপরাধ তাহাও আমি জানি। গবর্ণর জেনেরল অথবা তাঁহার কোন কর্ম্মচারীর উপর আমি ক্রুদ্ধ হইয়া এ কাজ করি নাই। সাক্ষীরা আমার কৃত যে কুকর্ম্মের উল্লেখ করিলেন, তাহা শুনিয়া বাস্তবিক আমি দুঃখিত হইয়াছি।" ইহার বিচার শেষ হয় নাই।

[illegible] নামক একজন সৈনিক পুরুষ নাইনিতালে এক [illegible] স্ত্রীলোককে হত্যা করে। শুনা গেল হাইকোর্টে তাহার বিচার হইবে।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে ২০৫ জন সিবিলিয়ান আছেন। ইহাদিগের মধ্যে ৩১ জন এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ প্রকাশ করিয়াছেন যে পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের কেহ প্রত্যাগত না হইতেছেন, সে পর্য্যন্ত আর কোন সিবিলিয়ান বিদায় প্রাপ্ত হইবেন না। এত লোক এক কালে বিদায় গ্রহণ করিলে যদি চলে, ইহাদিগকে কি এককালে বিদায় দিলে চলে না?

বোম্বাইয়ের গবর্ণর তাঁহার কৌন্সিল সভা হইতে পুনার গণেশখিন্দ পর্য্যন্ত টেলিফোন বসাইবার সংকল্প করিয়াছেন।

গোয়ার মিস ইদিলিনা পিরিরা নামক একটী যুবতী স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনিই গোয়ায় এই প্রথম হইলেন।

বরদার সিংহাসনচ্যুত রাজা মল্হর রাওর পত্নীদিগের ৩০ লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্ট রাজার বিবাহের যৌতুক বলিয়া অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু রাণীরা বলেন বাস্তবিক উহা যৌতুকের টাকা নহে। উহা স্ত্রীধন। রাণীরা এই টাকা প্রাপ্তির জন্য মকদ্দমা রুজু করিবার অভিপ্রায়ে বিলাতের মিডেল টেম্পল হইতে এম, ডি, ক্যাভানাগ এল, এল, ডিকে পক্ষসমর্থনার্থ আনয়ন করিতেছেন। এই টাকা বাস্তবিক যদি স্ত্রীধন হয়, অনুসন্ধান করিয়া বিনা মকদ্দমায় গবর্ণমেণ্টের তাহা প্রত্যর্পণ করা কর্ত্তব্য।

সে দিন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে কণ্ট্রোলার জেনেরল সংগ্রাম কার্য্যবিভাগের হিসাব সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখিয়া বলিয়াছেন হিসাবপত্রের কাগজ দুরস্ত নহে। কিন্তু তজ্জন্য কোন ব্যক্তিবিশেষের স্কন্ধে দোষক্ষেপ করা যাইতে পারে না। এ মীমাংসাটী বড় সুন্দর হইয়াছে। একেই বলে "সাপও না মরে, লড়ীও না ভাঙ্গে।"

আমেরিকার অন্তর্গত ব্রেজিলে পাটের চাস হইতেছে। তথায় পাটের কল ও হইয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে ব্রেজিলের পাট ভারতবর্ষের পাট অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। গতবর্ষে ব্রেজিল হইতে ৪৩৭ লক্ষ টাকার পাট রপ্তানি হয়, আবার তৎপূর্ব্ব বর্ষে ৩৮০ লক্ষ টাকার পাট রপ্তানি হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ব্রেজিলের পাটের রপ্তানি দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। এতদ্ভিন্ন গত বর্ষে পাট দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যও ১১৯৷৷০ লক্ষ টাকার বিক্রীত হইয়াছে।

আমীর খাঁ নামক একব্যক্তি কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। তত্রত্য ছাত্রেরা তাঁহাকে নানা প্রকার বিদ্রূপ করিয়া বিরক্ত করিয়া তুলে। তিনি তাহাদিগের এই দুর্ব্ব্যবহারে [illegible] হইয়া এক [illegible] [illegible] ছাড়িয়া দেন।

অন্যান্য লোকে তাঁহাকে মেয়রের নিকট ধৃত করিয়া লইয়া গেলে মেয়র তাঁহার কোন প্রকার দণ্ড না করিয়া বরং গাড়িভাড়া দিয়া যেটকোর্ডে মহারাজ দলিপ সিংহের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। জাতি বৈরের মূল কোথায়, বোধ হয় ইউরোপীয়েরা বুঝিতে পারিলেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী বাবু সাগর দত্ত ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া আড়িয়াদহের গঙ্গায় ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

গত রবিবারে গত্বা রেলওয়েতে একটী দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। বেলা ৩ টার সময়ে যে ডাউন ট্রেণ খানি যাইতেছিল, তাহার মধ্য হইতে ৩ খানি গাড়ি রেলভ্রষ্ট হওয়াতে অনেক গুলি আরোহী আহত হইয়াছে। শুনা গেল ৩।৪ জন গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

কাবুল যুদ্ধে যে সকল দেশীয় সৈনিক পুরুষ হত হইয়াছে এবং যাহারা গুরুতর আহত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ দেশীয় রাজগণ প্রায় তিন লক্ষ টাকা চাঁদা দিয়াছেন।

মাসাচুটেসের অন্তর্গত অ্যাডামস নামক নগরীতে গত মাসের একদিন রাত্রিতে অতিশয় বৃষ্টি হইয়া হঠাৎ আত্যন্তিক শীতল হইয়া যায়। তাহার পরেই কোয়াসা হয়, পুরাতন সোডা বদ্ধ গর্ত্ত খুলিয়া ফেলিলে যেরূপ দুর্গন্ধ বাহির হয় ঐ কোয়াসা হইতে সেইরূপ দুর্গন্ধ বাহির হইতে আরম্ভ হয়। পরদিন প্রাতঃকালে নগরের ৬ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ২ হাজার লোক হঠাৎ সংক্রামিক রোগে আক্রান্ত হইয়া উঠে।

নিম্নলিখিত সিবিলিয়ানগণ নিম্নলিখিত ভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিম্নলিখিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

| | | পুরস্কারের টাকা। |
|---|---|---|
| আর, এস, আণ্ডার্স ন | পারস্যে | ৫০০ |
| ই, এফ, পার্জ্জিটার | সংস্কৃতে | ৮০০ |
| বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ দেব | ঐ | ৮০০ |
| ই, বি, হ্যারিস | বঙ্গভাষায় | ১০০০ |

এটর্ণি বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর্টিকেল ক্লার্ক বাবু বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীর বন্দী ইয়াকুব খাঁর স্ত্রী ও মাতা তাঁহার নিকটে আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

কাবুলের সহিত যুদ্ধে যে সকল সৈনিক ও সেনাপতি হত হইয়াছে ভারতেশ্বরী তাহাদিগের মৃত্যুতে শোক করিয়া গবর্ণর জেনেরলকে পত্র লিখিয়াছেন।

ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ একটী উত্তম নিয়ম করিয়াছেন। তিন মাস অন্তর প্রতি পোষ্ট আফিসের হিসাবপত্র এক একবার দেখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কাগজপত্র দেখিবার জন্য ২৫ জন ভ্রমণশীল ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সকল পরিদর্শক মাসিক ৫০০ শত টাকা বেতন ও প্রতিদিন ৫ টাকার হিসাবে ভাতা পাইবেন।

রম্পাবিদ্রোহের প্রধান নায়ক করম টাম্বান ডোসাকে মান্দ্রাজ পুলিসের হুইট সাহেব গত ২৫ এ জুলাই গুলি করিয়াছেন।

চীনের আময় নগরস্থ আমেরিকান কন্সল বলিয়াছেন আময়ে বিলাতি কাপড় প্রচলিত করা আময়বাসীদিগের কর্ত্তব্য। কিন্তু ঐ নগরবাসী প্রায় ২০ হাজার লোকে এই বলিয়া আপত্তি করিয়াছে যে বিলাতি কাপড় অপেক্ষা দেশী কাপড় গরম। কন্সল পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন তাহাদিগের কথা সত্য। চীন ভারত নয় যে শস্তা দেখিয়া ভুলিয়া যাইবে।

গত বৎসর ভারতবর্ষ হইতে চীনে ১৩ কোটি টাকার অহিফেন বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়াছে। যাহারা অহিফেন ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা এই সংবাদটী বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন। এত টাকার লোভ কি সম্বরণ করা যায়?

আহম্মদাবাদের অন্তর্গত এক পল্লী দিয়া সংগ্রাম বিভাগের একজন ইংরাজ কাপ্তেন অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন। তিনি পথি মধ্যে হঠাৎ একজন ঘাসিয়াড়াকে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকট ঘোড়ার জন্য কিছু ঘাস চান। ঘাসিয়াড়ার ঘাস দিতে কিছু বিলম্ব হওয়াতে সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে চাবুক মারিয়াছিলেন। মাজিষ্ট্রেটের বিচারে কাপ্তেনের ৫ শত টাকা জরিমানা হয়। কিন্তু আপীলে আহাম্মদাবাদের সেশন জজ কাপ্তেনের ৫০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

১৮৭৯ ও ৮০ অব্দে ভারতবর্ষের তিনটী প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সমুদায়ে ৩৮২০ জন বালক পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে। যথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৬৫০ মান্দ্রাজ হইতে ১৪৯৫ ও বোম্বাই হইতে ৬৭৫।

আলাহাবাদ হইতে সংবাদ আসিয়াছে তথায় ইংরাজ সৈন্যদিগের ভয়ানক ওলাউঠা হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ডাক বিভাগের ডাইরেক্টর জেনেরলের নিম্ন পদস্থ কর্ম্মচারীদিগের পদের নিম্নলিখিত রূপ পরিবর্ত্ত করিয়াছেন। যথা, চীফ ইনিস্পেক্টারের উপাধি ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনেরল। ইনিস্পেক্টারদিগের উপাধি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। যাঁহারা ডাকঘর পরিদর্শনার্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়ান তাঁহাদিগের চীফ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ডের উপাধি ইনিস্পেক্টর জেনেরল অব মেল হইয়াছে।

পোষ্ট আপীসের ডাইরেক্টার জেনেরল এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে এখন অবধি ইনল্যাণ্ড মনিঅর্ডার প্রেরকেরা মনি অর্ডারের সহিত এক এক খানি পোষ্ট কার্ড দিতে পারিবেন। সেই পোষ্ট কার্ডে তাঁহাদিগের অভিপ্রেত বিষয় লেখা থাকিবে।

গত সোমবার গবর্ণমেণ্টের অহিফেন নীলাম ঘরে বেহারের ২৭৫০ সিন্দুক ও বারাণসীর ২০৫০ সিন্দুক অহিফেন বিক্রীত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বাবু দীননাথ সেন এক প্রকার নূতন কলের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। ইনি [illegible] এই কলে এরূপ ভাবে চাকা লাগান আছে যে তদ্দ্বারা অনায়াসে রেলের রাস্তা ও ফুল বাগানের খোয়াল রাস্তা প্রভৃতি প্রস্তুত করা যাইবে। দীননাথ বাবু একজন প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার। ইনি কর্ম্ম কাজ পরিত্যাগ করিয়া একণে ঢাকায় নানাপ্রকার কল আনয়ন করিয়াছেন ও নূতন নূতন কলের আবিষ্ক্রিয়ার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন।

মান্দ্রাজের একজন ডাক্তার বলেন কেরোসাইন তৈল বৃশ্চিক দংশনের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অধ্যাপক বেয়ার সাহেব এক প্রকার কৃত্রিম নীল প্রস্তুত করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে সনন্দ গ্রহণার্থী হইয়াছেন। তিনি এই নীল এত অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিতেছেন যে ইতিমধ্যেই ইহার বাণিজ্য আরম্ভ হইয়াছে। এই নীল বেনজোনের উৎপন্ন ক্লোরিড অব ইসাটাইন হইতে প্রস্তুত হইতেছে।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, পুনা সার্ব্বজনিক সভা প্রভৃতি নানা প্রকার সদনুষ্ঠানের অনুষ্ঠাতা গণেশ বাসু দেও জোসির মৃত্যু হইয়াছে।

বিলাতের কয়েক জন স্ত্রীলোক তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষায় উহারা পুরুষদিগের অপেক্ষা উচ্চ নম্বর পাইয়াছে এবং উৎকৃষ্ট পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে।

রুশেরা ইংরাজদিগের যেন বর্গি ও জুজু হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন আন্দামানের দ্বীপান্তরিত কয়েক জন কয়েদী একজন ইংরাজকে বলিয়াছিল "রুশেরা আসিতেছে, আর কিছুদিন অপেক্ষা কর! তাহার পরে তোমার গলায় পাথর বাঁধিয়া সমুদ্রে ডুবাইয়া দিব।" কেবল এক রুশের ভয়ে কাবুলে অকারণ সংগ্রাম বাধাইয়া ইংরাজেরা আপনাদের এই অনিষ্টটী ঘটাইয়াছেন।

বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম তিন মাসের মধ্যে ৯৪৪৪৪৫৩ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ভারতবর্ষে আমদানী ও ১৩৯৫০ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইয়াছে। আবার ঐ সময়ে ১৯৭৭৮১৯ টাকা মূল্যের রৌপ্য আমদানী ও ৩৫১৭৬৫২ টাকা মূল্যের রৌপ্য রপ্তানি হইয়াছে।

৩১ এ জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ১৮৩ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

## কোম্পানির কাগজের দর।

শতকরা ৫ টাকা সুদের কাগজ ১০৮/

" ৪।০ " " ১৮৭০ (১৮৬৪) ১০২ হইতে ১০১।/

" ৪।০ " " ১৮৭২ (১৮৭৩) ১০১।০

" ৪।০ " " [illegible] ১০১।০ হইতে

" ৪।০ " " [illegible] ১০১।০

" ৪।০ " " [illegible] ১০১।০

[illegible]

হাউল শিউলীতে বাঙ্গালাভাষা শিক্ষার্থ একটী নৈশবিদ্যালয় (অর্থাৎ নাইট স্কুল) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, মুক্তাগাছা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজা সূর্য্যকান্ত চৌধুরী কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্ত হইতে নিজ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশের অশেষবিধ উন্নতি সাধনে যত্নবান হইয়াছেন। ধনী ব্যক্তিদিগের তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত।

## কাবুলের সংবাদ।

কাবুল ২৯ এ জুলাই। হাসিম খাঁ, মুসাজান ও তাঁহার পরিবারবর্গকে লইয়া গিজনীতে গিয়াছেন। আমীর হাসিনকে চারিকারে আনিবার নিমিত্ত কর্ণেল বাহাদুর খাঁকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। হাসিম, সর্দার খাঁ দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, আমীর যদি মুসাজানকে গিজনী ছাড়িয়া দেন এবং সেখবাদ, জগ্নত, লগার, চার্ক ও খরওয়ার হইতে খেলাতের সীমা পর্য্যন্ত তাঁহাকে অর্পণ করেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার সহিত মৈত্রীবন্ধন করিতে পারেন।

৪ শত মল্লিক, বাহাদুর খাঁর সমভিব্যাহারে আসিয়া আমীরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে।

কাবুলে এইরূপ জনরব, ইংরাজেরা কান্দাহার পরিত্যাগ করিয়া গিরিস্ক নামক স্থানে গিয়া গুপ্তবাস করিতেছে।

কাবুল ৩০ এ জুলাই। গ্রিফিন সাহেব সেনাপতি গফের শিবিরে গমন করিয়াছেন। ৩১ এ জুলাই তাঁহাদিগের সহিত আমীরের সাক্ষাৎ হইয়াছে। লগার ও কাবুলে এখনও ২০ হাজার ইংরাজ সৈন্য রহিয়াছে।

আয়ুবের সহিত জেনেরল বরোসের ২৭ এ জুলাই যে যুদ্ধ হয়, তাহা বেলা ১১০ টার সময়ে আরম্ভ হইয়া ৩ টা পর্য্যন্ত ছিল। এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের ৬৬ নং সৈন্যদলের ৪০০, গ্রিনেডিয়ার দলের ৩৫০, জ্যাকব রাইফলের ৩৫০, আর্টিলরির ৪০, স্যাপারদিগের ২১ জন হত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন ৬০ জন ইংরাজ কর্ম্মচারীও মারা পড়িয়াছে। আহত ব্যক্তির সংখ্যা জানা যায় নাই।

কাবুল ২ রা আগষ্ট। জেনরল ষ্টুয়ার্ট, রবার্টস ও লেপেল গ্রিফিন অদ্য কেল্লা হাজি হইতে সেরপুরে প্রত্যাগত হইয়াছেন। আমীর সৈন্য সামন্ত লইয়া আক্‌সরাই নামক স্থানে অবস্থান করিতেছেন।

ইসফ খাঁ যে পর্য্যন্ত কাবুলে আমীরের তরফ গবর্ণর হইয়াছেন সেই পর্য্যন্ত লোক দলে দলে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, এমন কি দোকানদারেরা পর্য্যন্ত অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যাইতেছে।

জেনেরল হিলের সৈন্যগণ ইন্দকি নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে।

কাবুলের লোকেরা ইংরাজদিগের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে। ১ লা আগষ্ট গ্রিফিন সাহেবের সহিত আমীরের পুনরায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল, [illegible] বাহাদুর ইংরাজ সৈন্য ও কর্ম্মচারী [illegible] তিনি তাহার [illegible] সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

[illegible] হইয়াছে যে, দেশীয় অশ্বারোহী [illegible] হইয়াছে তাহা- [illegible] তাহাদিগের

খোষা ও খরওয়াকের লোকেরা ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে।

জেনেরল রবার্টসের অধীনস্থ ৯ হাজার সৈন্য রণসজ্জায় সজ্জিত হইতেছে। উহারা যুদ্ধার্থ কাবুল হইতে কান্দাহারে যাইবার আদেশ পাইয়াছে।

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

## বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

### রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

৪ ঠা আগষ্ট। দার্জ্জিলিঙ্গের সহকারী কমিশনর এ, ডবলিউ পল (ইনি জরিপের কার্য্য বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন) ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে এল, সি আবটের পদে নিযুক্ত হইলেন।

সহকারী কমিশন কাপ্তেন এ, ই গর্ডন ছুটী লইয়া চট্টগ্রাম পার্ব্বত্যপ্রদেশের ডেপুটী কমিশনরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

আর, এচ, রেণি ২ য় শ্রেণীর সহকারী কমিশনর হইলেন, ইনি লোহারডগার অন্তর্গত পালামোর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

২৪ পরগণার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর লি সাহেব কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩১ এ জুলাই। গত রাত্রিতে লর্ড সভায় আয়লণ্ডের প্রজাদিগের দুর্ভিক্ষের উপায়বিধান সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য তৃতীয় বার পঠিত হইয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

গত রাত্রিতে কমন্স সভায় খরগস ও শশক সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য দ্বিতীয় বার পঠিত হইয়াছে।

তুরস্কের সুলতান গ্রীশের সীমাসংক্রান্ত প্রশ্নের পুনরুত্থাপন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু ইউরোপের প্রধান রাজারা তাহা শুনিতে চান নাই।

এই প্রকার জনরব চীনদেশীয় ২০০০০, হাজার সৈন্য চুগুচাক্ নামক স্থানে আসিতেছে।

সেণ্টপিটর্স বর্গ ৩১ এ জুলাই। সরকারী পত্রে বলে কয়েক দিনের পর্য্যবেক্ষণের পর সেনাপতি স্কবেলফ বুমি ও গিয়ো কেটপির মধ্যবর্ত্তী টেকিতুর্কমানদিগের বিপক্ষে যাত্রা করেন। উভয় দলে ঘোর সংগ্রাম হইয়াগিয়াছে। বিপক্ষেরা বার বার আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু প্রতিহত হইতেছে।

বার্লিন ১ লা আগষ্ট। অষ্ট্রো হঙ্গেরীয় রাজ্যের পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্য্যের মন্ত্রী সরভিমার প্রিন্স মিলান ও রাউমিনিয়ার প্রিন্স চার্লস ইশ্চল নামক স্থানে জর্ম্মণি ও অষ্ট্রিয়ার সম্রাটদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

পারিস ১ লা আগষ্ট। ফ্রেঞ্চগবর্ণমেণ্ট গ্রীশদেশে যে সাংগ্রামিক দৌত্য প্রেরণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ১ লা আগষ্ট। রুশ কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন, ড্যানেকর সাহায্যার্থ সৈন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

রুশ সমাচার পত্র সম্পাদকেরা পুনরায় কহিতেছেন আবগানস্থানের বন্দোবস্তের বিষয়ে রুশের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক।

লণ্ডন ২ রা আগষ্ট। প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেবের জ্বর হইয়াছে এবং গলা ফুলিয়াছে। শনিবার যে দ [illegible] তাহাতে তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ঈশ্বরানুগ্রহে আপাতত তিনি কিছু আরোগ্য হইয়াছেন কিন্তু বোধ হয় এ সেসনের মধ্যে কমন্স সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না। তাঁহার পীড়া হওয়াতে দেশের সকল লোকেই অন্বিত হইয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২ রা আগষ্ট। সুলতান স্থির করিয়াছেন, থেসেলি ও এপিরসে ২০০০০ হাজার সৈন্য বৃদ্ধি করিবেন।

লণ্ডন ২ রা আগষ্ট। মিসরদেশের তুলার সংবাদ ভাল, কিন্তু গতবৎসর অপেক্ষা তুলা কম জন্মিয়াছে।

মণ্টিনিগ্রোর সীমা সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসার বিষয়ে সুলতান ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তুরস্ক সাগরে ইউরোপীয় রাজগণ যে জাহাজ পাঠাইবার সংকল্প করিয়াছিলেন তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আয়র্লণ্ডের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য হইয়াছে, দুই দিন তর্ক বিতর্কের পর লর্ড সভায় গত রাত্রিতে ২৮২ জনের অমতে উহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। পাণ্ডুলেখ্যটী লর্ড সভায় এইবার লইয়া দুইবার পঠিত হইয়াছে। ইহার অনুকূলে ৫১ জন মাত্র মত প্রদান করিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৩ রা আগষ্ট। ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজার দূতেরা একত্র হইয়া সুলতানকে মণ্টিনিগ্রোর সীমা সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছেন।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ৩ রা আগষ্ট। রুশ গবর্ণমেণ্টের সহিত চীনদেশীয় দূতের সন্ধি প্রস্তাব আরম্ভ হইয়াছে।

ভিয়ানা ৩ রা আগষ্ট। পারস্য গবর্ণমেণ্ট অষ্ট্রিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ৪০০০০ টাকা মূল্যের টোটা ক্রয় করিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৪ ঠা আগষ্ট। দিখাত পাশা স্মির্ণার গবর্ণর হইয়াছেন।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ৪ ঠা আগষ্ট। নিজনি নবাগোরড নামক স্থানে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। দুষ্ট লোকে এই অগ্নি দিয়াছিল।

## সংবাদদাতার পত্র।

### থামারগাছি।

গত ১৪ ই শ্রাবণে এ প্রদেশে রোপণোপযোগী বৃষ্টি হইয়াছে। আষাঢ় মাস হইতে বর্ষণ না হওয়াতে অধিকাংশ আউশ ধান্য ও হৈমন্তিক ধান্যের বীজাদি মরিয়া গিয়াছে। পাটের অবস্থা উত্তম। রোপণকার্য্য অতি সত্বরতার সহিত চলিতেছে। মজুরের দৈনিক বেতন ॥৵০ দশ আনা।

সিজার হরিনাথ বণিকের উপপত্নীর মাতা ত্রিবেণীতে যে অলঙ্কার চুরী করে তদ্বিষয় পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছিলাম। হুগলির মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের বিচারে হরিনাথের দুই বৎসর ও অপর দুই জনের এক বৎসর ছয় মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। উপপত্নী ও তাহার মাতা অব্যাহতি পাইয়াছে। ঐ দুরাত্মারা স্থানীয় দুই চারি জনকে মিথ্যা করিয়া ইহার ভিতর জড়াইয়া দিবের [illegible]।

হামজানপুর গ্রামে [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible]

ব্যভিচারাসক্ত দেখিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। এরূপ মৃত্যু বোধ হয় এই প্রথম।

হেটুয়াগাছি গ্রামে একটী স্ত্রীলোক এক চপেটাঘাতে নিজ পুত্রকে হত্যা করিয়াছে। বালকটী আহারীয় দ্রব্য পাইবার জন্য উৎপাত করিতেছিল, মাতা সহ্য করিতে না পারিয়া এক চাপড়ে শমন ভবনে পাঠাইল।

গত ৫ ই শ্রাবণের সোমপ্রকাশে "এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিচারিণী হইবার কারণ কি? নামক প্রবন্ধে মাননীয় বিহারী বাবু যে দুইজন কুলীনের বিবাহ সংখ্যা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া লিখিয়াছেন, আমি তদপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের একটী সংবাদ আপনার পাঠকগণকে ও বিহারী বাবুকে উপহার দিতেছি। আমাদের বাসগ্রাম কুলেমেলের প্রধান কুলীনের বাসস্থান; এখানকার অনেকেই ৩০। ৪০ টী বিবাহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ লোকান্তর গমন করাতে তাহাদের নাম উল্লেখ করিলাম না; কেবল শ্রীরঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লিখিত হইল। ইহাঁর এক্ষণে ৪১ বৎসর বয়ঃক্রম, বিবাহ ১১১ টি, তন্মধ্যে ত্রিশ পঁয়ত্রিশটী মরিয়াছে। উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রায়ই শ্বশুর বাটীতে থাকেন। ৪। ৫ বৎসর পরে একবার বাটীতে শুভাগমন করিয়া থাকেন। যখন বাটীতে আইসেন, ৩। ৪ টী স্ত্রী সঙ্গে থাকে। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে বলিতে পারি তিনি সকল শ্বশুরালয়ে গমন করেন না। মালিপোতার হরমোহন মুখোপাধ্যায় এইরূপ বিবাহ করিয়াছেন। সুখের বিষয় সমাজে এরূপ লোক ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে।

আমাদিগের গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী ও নিকটস্থ প্রায় শতাধিক গ্রাম ব্যাপিয়া বসন্তরোগে বিস্তর গরু মরিতেছে। অনেক কৃষক বলদাভাবে ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে পারিতেছে না। তন্নিবন্ধন এক টাকায় এক খানি করিয়া লাঙ্গল বিক্রয় হইতেছে। রাজপুরুষদিগের উপরি উক্ত রোগ নিবারণের সম্যক উপায় করা কর্ত্তব্য।

ভাগীরথীর জল দিন দিন যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, বোধ হয় শীঘ্রই চরস্থিত ভূমি সকল ডুবিয়া যাইবে। তাহা হইলে কৃষকদিগের বিস্তর ক্ষতি হইবে। আমাদিগের সম্মুখবর্ত্তী ভাগীরথী তীরে ভাঙ্গনে কতকগুলি অশ্বত্থ ও বট বৃক্ষ পড়িয়া পঙ্কে প্রোথিত হইয়াছে। উপরিভাগ জাগিয়া আছে। বিস্তর বোঝাই বড় বড় নৌকা ঐ সকল বৃক্ষের আঘাত পাইয়া নিমগ্ন হইতেছে। তন্নিবন্ধন মহাজনদিগকে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে। সম্প্রতি কাপড়, মসনা, খটিকা ও বাসন প্রভৃতি বোঝাই কয়েক খানি নৌকা ডুবিয়া মহাজনদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে। আমরা হুগলীর মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরকে অনুরোধ করি, তিনি যেন ঐ সকল জলমগ্ন বৃক্ষাদির উপর এমন কোন নিশান বা চিহ্ন স্থাপন করেন, যাহাতে নাবিকেরা সহসা বৃক্ষ বলিয়া জানিতে পারে ও পুলিষ পূর্ব্ব হইতে তাহাদিগকে সতর্ক করে।

---

## মুঙ্গের।

কল্পিতনামধারী শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, যিনি রোডসেসের ডেপুটী বাবু সাজিয়া ফরকিয়া নামক স্থানে জমী মাপ করিতে করিতে ধৃত হয়েন, সম্প্রতি বিচারে তাঁহার তিন বৎসর কারাবাস আজ্ঞা হইয়াছে।

মুঙ্গেরের স্থানে স্থানে একটু বেশী বৃষ্টি হইলেই প্রায় এক হাঁটু করিয়া জল জমিয়া থাকে। ছোট ছোট বালকগণের স্বধর্ম্ম রাস্তা ঘাটে জল দেখিলেই মহা আনন্দে জলক্রীড়া আরম্ভ করে। ইতিপূর্ব্বে একটী বালক ঐরূপ জলক্রীড়া করিতে যাইয়া জলমগ্ন হইয়া মারা গিয়াছে।

ছয় জন চোর গিরিধরলাল নামক একজন মাড়োয়ারির গদিতে ছোলা চুরি করিতে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একজন দুই মণ আন্দাজ ছোলার একটী বস্তা মাথায় করিয়া যেমন বাহির হইবে, হঠাৎ পতিত হইয়া অত্যন্ত আঘাত পায় ও "আহা" "উহু" করিতে থাকে। দোকানদারগণ শব্দ অনুসারে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধৃত করে। বক্রী পাঁচজন পলাইয়াছিল কিন্তু এই ব্যক্তি সকলেরই নাম করিয়া ধরাইয়া দিয়াছে।

এবার এখানে বর্ষার ভাগ কিছু বেশী বেশী বোধ হইতেছে। এখানকার লোকের একটী মহৎ দোষ বর্ষার পূর্ব্বে গৃহাদি মেরামত করে না। বর্ষা উপস্থিত হইবে, গৃহের প্রাচীর পড়িবার উপক্রম হইবে, গৃহ মধ্যে জল জমিবে তবে মেরামত কার্য্য আরম্ভ হয়। সম্প্রতি বেলুন বাজারের এক প্রাচীন মুসলমান (ইনি হাকিমি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন) ভাঙ্গা পাইখানায় গিয়া চাল চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছেন। কি করিবেন, দেশের লোকের দুর্ব্বুদ্ধিতে তাঁহার অস্থানেতে কবর হইল!

এখানে কয়েক জন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তন্মধ্যে এক জনের ব্রত দ্বাদশ বৎসর লৌহের সূক্ষ্মাগ্রভাগবিশিষ্ট শলাকাময় শয্যায় শয়ন ও উপবেশন করা। এক খানি চারি হাত আন্দাজ লম্বা ও দুই হাত প্রস্থ তক্তার উপর ঘন সন্নিবিষ্ট অনেকগুলি লৌহ শলাকা পোতা আছে। সন্ন্যাসী সেই সূক্ষ্মাগ্রভাগের উপর বসিয়া পূজা আহ্নিক প্রভৃতি দিবসের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং রজনীতে শয়ন করিয়া থাকেন। আমরা যে ভীষ্মের শরশয্যার কথা শুনিয়াছি, ইহাও এক প্রকার সেই শরশয্যা। সন্ন্যাসীর কাষ্ঠপাদুকাতেও ঐ প্রকার শলাকা পোতা আছে। দ্বাদশ বৎসর ব্রতের মধ্যে ইহাঁর চারি বৎসর এই কঠিন নিয়মে অতিবাহিত হইয়াছে।

মুঙ্গেরের কেল্লার মধ্যে যে ঘাস জন্মে, উহা গোরুকে খাওয়াইবার জন্য প্রতি বৎসর নিলামে বিক্রয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিলামে খরিদ করে, সে আবার অন্যান্য লোককে অংশ করিয়া জমা দেয়। জমা লওয়া ব্যক্তি ভিন্ন অপরে গোরু চরাইতে পায় না। এবৎসর এক জন মাড়োয়ারি ২০০ টাকায় নিলাম খরিদ করিয়া বিনা জমায় গোরু চরাইতে দেওয়ায় এত গোরু জুটিয়াছিল যে কেল্লার মধ্যে স্থান সংকুলান হওয়া কঠিন হয়। সাহেবেরা অসংখ্য গোরু ও পর্ব্বত প্রমাণ গোময় দেখিয়া ঐ ব্যক্তিকে নিলামের টাকা ফেরত দিবার মত করেন, পরিশেষে এই স্থির হইয়াছে প্রত্যহ পাঁচ শত গোরুর বেশী চরিতে পাইবে না।

২ রা আগষ্ট সন্ধ্যার প্রাক্কালে ছোট লাট মহামান্য ইডেন বাহাদুরের এখানে শুভাগমন হইয়াছিল। ঐ দিন রামপ্রসাদের ঘাট তাঁহার সম্মানার্থ সালু বস্ত্রাদি দ্বারা উত্তমরূপ সুসজ্জিত করা হয় এবং উপস্থিতি মাত্র মিউনিসিপালিটীর যত্নে কতকগুলি বোম পোড়ে। ঘাটে মাজিষ্ট্রেট, পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি অনেকগুলি সাহেব ও গিধর, সনবরষা প্রভৃতি স্থানের কতিপয় রাজা ও জমিদারগণ এবং প্রায় ত্রিসহস্রাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিন তিনি নগর ভ্রমণ করিয়া তৎপরদিন প্রাতে ৬ টার সময় গবর্ণমেণ্টের আফিস আদালত প্রভৃতি পরিদর্শন করিতে যাইয়া বেহারবাসী অপেক্ষা বাঙ্গালী কেরাণীর সংখ্যা দেখিয়া বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ দিন অপরাহ্নে কবণচৌড়ায় মৃত অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুরের বাটীতে একটী দরবার হয়। দরবার স্থলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ছোট লাটের সহিত ভারতেশ্বরীর সার্টিফিকেটধারী রাজা ও জমিদারগণের পরিচয় করিয়া দেন। ইতি পূর্ব্বেই পাঁচটার সময় তিনি গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়টী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ৪ ঠা তারিখে মজঃফরপুর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এখানে আসিয়া তিনি যে কি উপকার করিলেন তাহা ভগবান জানেন।

---

## ভাগলপুর।

কয়েক দিন বৃষ্টি বিলক্ষণ হইয়াছিল, কিন্তু এখন আকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ভয়ানক গরম হইয়াছে, জ্বরের প্রাদুর্ভাব ও অল্প দেখা যাইতেছে। বাজার দর মন্দ নহে।

আজ কাল মধ্যম শ্রেণীর চাউল টাকায় ২।

২৫ টী করিয়া বিক্রীত হইতেছে। তাদ্র মাস পর্য্যন্ত আর পাওয়া যাইবে।

এবার নীলের চাস অতি উত্তম হইয়াছে। প্রায় মাসাতীত হইতে চলিল, পীরপৈন্তির নীলকুঠি চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এখনও প্রায় তাদ্র মাসের শেষ পর্য্যন্ত চলিবে। এই কুঠি ও ইহার অধীন কুঠি সকলে অনেক টাকার নীল উৎপন্ন হয়। সুখের বিষয় এই, দুই মাস প্রায় প্রত্যহ শতাধিক লোক ইহাতে মজুরি করিয়া প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

---

# প্রেরিতপত্র।

মহাশয়! প্রায় দুই মাস হইল কলিকাতা 'ভারত সভার' একজন প্রতিনিধি বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ এখানে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার যত্নে তমোলুক মহিষাদল ও দাঁতুন নামক স্থানে ভারত সভার শাখা সভা নুতন সংস্থাপিত হইয়াছে। তিনি এখানে কলিকাতা ভারত সভার কার্য্যের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় দুঃখ দুর করিবার অভিপ্রায়ে সম্প্রতি যে একটী সামান্য অথচ ফলদ ও অভিনব উপায় কার্য্যে পরিণত করিতেছেন, সেই উপায়টীর সবিশেষ বর্ণনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য। সেই উপায়টীর " হাঁড়ীভিক্ষা " এই নামকরণ হইয়াছে। হাঁড়ীভিক্ষার অর্থ এই যে প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থ দুই বেলা রন্ধনার্থ যে পরিমাণে তণ্ডুল গ্রহণ করেন, তাহা হইতে এক এক মুষ্টি তণ্ডুল লইয়া প্রত্যহ একটী স্বতন্ত্র হাঁড়ীতে রাখিয়া দিবেন। এই রূপে যে তণ্ডুল সঞ্চিত হইতে থাকিবে, তাহা গ্রামের প্রধান দুই একজন লোক মাসে মাসে সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিবেন, এবং প্রাপ্ত অর্থ তাঁহাদিগের নিজের নিকট রাখিয়া দিবেন। এইরূপে সম্বৎসরে যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, তাহা হইতে কিয়দংশ কলিকাতা ভারতসভা নিয়মিতরূপে লইবেন এবং অবশিষ্টাংশ, যদি গ্রামের লোকে ইচ্ছা করেন, তাহা হইবে তাঁহাদিগের নিজের হস্তে রাখিতে পারিবেন কিন্তু তদ্দারা তাঁহাদিগের গ্রামে রাস্তা প্রস্তুত করা, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, নিতান্ত প্রয়োজনীয় কতকগুলি ঔষধ কিনিয়া গরিবদিগকে বিতরণ ইত্যাদি সাধারণের হিতকর কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবেন; অথবা তাহা স্থানীয় শাখা ভারত সভার হস্তে ন্যস্ত হইবে এবং সভাকর্ত্তৃক তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করা হইবে। অনেকে হাঁড়ীভিক্ষা প্রণালীতে তেমন কিছু ফল হইবে না ভাবিয়া অগ্রাহ্য করিবেন, কিন্তু বাস্তবিক এই সামান্য উপায় হইতে কতদূর ফল লাভ হইবার সম্ভব, তাহা একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে। সম্পাদক মহাশয়! এই কাঁথী সবডিভিজনের অধীনে ২২০০ শত গ্রাম আছে, মনে করুন, প্রত্যেক গ্রামে ন্যূনকল্পে ১০টী করিয়া হাঁড়ী বসান হইল। প্রতিমাসে ১০টী হাঁড়ীতে ন্যূনকল্পে ১ মণ চাউল হইল এবং তাহা বিক্রয় করিলে অতিকম ১ টাকা পাওয়া গেল। এইরূপে ২২০০ শত গ্রামে প্রতি মাসে ন্যূনকল্পে ২২০০ শত টাকা অর্থাৎ প্রতি বৎসরে ২৬৪০০ টাকা পাওয়া যাইতে পারে! যদি এই একটী মাত্র সবডিবিজনে বৎসরে ২৬৪০০ টাকা পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে উক্ত হাঁড়ীভিক্ষা প্রণালী প্রচলিত করিলে কি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ হয় না? এবং সেই অর্থে কি দেশের অশেষবিধ মঙ্গল সাধন হইতে পারে না? ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয় যে এই প্রকাণ্ড ভারত অর্থ অভাবে একজন মাত্র স্থায়ী প্রতিনিধিকে ইংলণ্ডে স্থাপন করিতে পারিল না! ধিক্ ভারত সন্তানে!

এক্ষণে যাহাতে এই হাঁড়ীভিক্ষা প্রণালী ভারতের প্রদেশে প্রদেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া প্রত্যেক স্বদেশানুরাগী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। অনেকে " ও কিছু নয় " " উহাতে কিছুই হইবে না " এইরূপ বলিয়া উক্ত রূপ দেশ হিতকর কার্য্যে প্রথম হইতেই নিরস্ত হন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া দেখিতে কয় জন ইচ্ছা করেন? দ্বারকানাথ বাবু নিরুৎসাহের কথা শুনিয়াও নিজের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে আশ্চর্য্যরূপ কৃতকার্য্য হইতেছেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং যে যে গ্রামে গিয়াছেন সেই সকল গ্রামের লোকদিগকে হাঁড়ীভিক্ষা প্রণালীর কথা ও তজ্জনিত স্বদেশের উপকারের কথা পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দেওয়ায় তাঁহারা আনন্দিত চিত্তে নিজ নিজ গৃহে হাঁড়ী স্থাপন করিয়াছেন। অনেকে এক কালীন দান দিয়াছেন এবং কেহ কেহ বা বাৎসরিক চাঁদা দিতেও স্বীকৃত হইয়াছেন। এক কালীন দান সংগ্রহ ও বাৎসরিক চাঁদা স্বাক্ষর করাইবার চেষ্টার ফল সন্তোষজনকই হইতেছে।

উপসংহারে আমাদের সানুনয় প্রার্থনা এই যে দ্বারকানাথ বাবু হাঁড়ীভিক্ষা প্রণালী কার্য্যে পরিণত করিয়া যে মহৎ দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তাহার অনুসরণে দেশহিতৈষী মহোদয়গণ যেন অন্যান্য প্রদেশে উক্ত প্রণালী প্রচলিত করিতে সাধ্যমত যত্ন করেন; তাহা হইলে দেশের যে মহৎ উপকার হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সম্পাদক মহাশয়! আমরা ভরসা করি আপনার অসংখ্য পাঠক মহোদয়গণের গোচরার্থে আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পত্রিকা খানি পত্রস্থ করিবেন। আমরা আরও আশা করি আপনার পাঠক মহাশয়গণ উহা পাঠ করিয়া স্ব স্ব গৃহে মঙ্গল ঘট স্বরূপ এক একটী তণ্ডুল ঘট স্থাপনা করিয়া স্বদেশবিরাগী নামের কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইতে থাকুন। এই প্রকাণ্ড ভারতের একটী সামান্য প্রদেশে একটী ক্ষুদ্র ঢেউ উঠিয়াছে, সেই ঢেউ ক্রমশঃ সঞ্চালিত হইয়া যাহাতে প্রত্যেক ভারত-সন্তানের হৃদয়ে অভিঘাত করিতে পারে; তদ্বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করা স্বদেশানুরাগী মহাত্মাগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

কাঁথী
২২ এ জুলাই ১৮৮০

বশম্বদ শ্রীঃ—
২য় শিক্ষক কাঁথী

---

মহাশয়! ১৭৭৩ শকাব্দের " বিবিধার্থ সংগ্রহ " নামক মাসিকপত্রিকা পাঠ করিতে করিতে 'কোন্ স্বামী শ্রেষ্ঠ' শীর্ষক একটী কৌতুক কথা পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। যদিও উহা উক্ত পত্রে একবার প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি উহার পর বহু দিবস গত হইয়াছে, এবং নিশ্চয়ই উহা অনেকের দৃষ্টিগোচরে পতিত হয় নাই। আবার যাহাঁরা উহা একবার পাঠ করিয়াছেন, হয় ত তাঁহাদের মন হইতে উহা অন্তর্হিত হইয়াছে। এই জন্য অদ্য আমি উক্ত বিষয়টী সাধারণ্যে পুনঃ প্রকাশ করিয়া আমার হৃদয়বিগলিত আনন্দ সুধার কিয়দংশ বিতরণ করিতেছি।

লিখিত আছে " জনৈক মন্ত্রীর মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়াতে তিনি রাজসেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অযাচক বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে রাজা ঐ মন্ত্রীর সংবাদ অবগত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন " মন্ত্রিবর! আমা হইতে তোমার কি অপকার হইয়াছে যে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে? মন্ত্রী কহিল ' রাজন্! আপনার কোন বিষয়ে ত্রুটি নাই। স্বীয় অবস্থার উন্নতি করণাভিলাষে আমি পাঁচটী কারণ প্রযুক্ত মহাশয়কে ত্যাগ করিয়াছি!!

১ ম কারণ। পূর্ব্বে মহাশয়ের সেবা কালে আপনি বসিয়া থাকিতেন, আমি আপনার নিকট দণ্ডায়মান থাকিতাম। অধুনা যে প্রভু প্রাপ্ত হইয়াছি তাঁহার নিকট অনায়াসে বসিয়া আরাধনা করি, তাহাতে কোন অপরাধ হয় না।

২ য়। আপনি পূর্ব্বে ভোজন করিতেন ও আমি নিকটে থাকিয়া দেখিতাম; এক্ষণে আমার প্রভু আমাকে আহার প্রদান করেন কিন্তু তিনি আহার করেন না!

৩ য়। পূর্ব্বে আপনি শয়ন করিতেন, আমি জাগ্রৎ থাকিয়া আপনার সেবা করিতাম। অধুনা

আমি শয়ন করিয়া নিদ্রা যাই, আর আমার প্রভু জাগ্রৎ থাকিয়া আমাকে রক্ষা করেন।

৪ র্থ। পূর্ব্বে সর্ব্বদা আমার মনে শঙ্কা হইত আপনার লোকান্তর গমন হইলে পাছে আমায় বিপক্ষ হস্তে পতিত হইতে হয়। আমার বর্ত্তমান প্রভুর কদাপি বিনাশ নাই সুতরাং আমার ক্লেশ সম্ভাবনাও নাই।

৫ ম। পূর্ব্বে আমা হইতে কোন অপরাধ হইলে আপনি কুপিত হইবেন এই ত্রাস আমার মনে সর্ব্বদা জাগ্রৎ থাকিত। আমার ইদানীন্তন প্রভু এরূপ দয়ালু যে তাঁহার নিকট সহস্র অপরাধ করিতেছি, তিনি তৎসমুদয় মার্জ্জনা করিতেছেন।"

বস্তুতঃ ঈশ্বর দয়ার সাগর। তাঁহার কৃপা এত দূর বিস্তৃত যে দেশ, জাতি ও অবস্থা ভেদ না করিয়া সর্ব্বত্রই সমভাবে বিদ্যমান আছে। উহা এরূপ কোমল যে অনুগ্রহব্যঞ্জক অতি সামান্য কার্য্যেও লক্ষিত হয় এবং উহা এরূপ উচ্চ প্রকৃতি-বিশিষ্ট যে অকৃতজ্ঞতা ও শত্রুতা দ্বারা বিচলিত না হইয়া নিয়ত স্বকার্য্য সাধন করে এবং অভিশপ্ত হইয়াও বর প্রদান করে। কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য এরূপ নির্ব্বোধ যে এবম্বিধ কৃপাময় স্বর্গীয় প্রভুকে একবারও স্মরণ না করিয়া অক্ষম ও নিষ্ঠুর মনুষ্যের দাসত্বে চিরজীবন ক্ষেপণ করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে মনুষ্যের সেবা করিলেই তাহাদের দারিদ্র্য দূর হইবে। অতএব পদাঘাত সহ্য করিয়াও তাহার সেবা ও মনস্তুষ্টির নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যস্ত হয়। ঈশ্বর যে জগৎপ্রভু এবং তিনিই যে একমাত্র দুঃখবিনাশক তাহা একবারও তাহাদের মনে উদয় হয় না। যাহা হউক, তাহারা যদি প্রত্যহ নরসেবা-সমাপনান্তে একবার হৃদয়ের সহিত বিঘ্ননাশক জগৎপিতাকে স্মরণ করে তবে মুক্তি না হউক সাংসারিক স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে। ইতি

শ্রীসারদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
আঁটপুর।



## কণ্ট্রাক্টরদিগের প্রতি বিজ্ঞাপন।

ভাগলপুরের রোডসেস কমিটী ১৮৮০ ও ৮১ অব্দের বজেটে (আয় ব্যয় বৃত্তান্তে) নিম্নলিখিত কার্য্যের নিমিত্ত নিম্নলিখিত টাকা বিভাগক্রমে মঞ্জুর করিয়াছেন। যে সকল কণ্ট্রাক্টর ঐ সকল কার্য্যের নিমিত্ত টেণ্ডার দিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে তাঁহারা যত সত্বর পারেন ভাগলপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়রের নিকটে এতৎসংক্রান্ত চিঠি পত্র প্রেরণাদি করিবেন। ঐ ইঞ্জিনিয়রের আপীসে এষ্টিমেট ও সিডিউল প্রভৃতি পরীক্ষিত হইবে। অন্য অন্য সংবাদ পাওয়া যাইবে এবং টেণ্ডারের ফরম কিনিতে মিলিবে। ১৮৮০ অব্দের ১ লা অক্টোবর হইতে রোডসেসের নূতন বৎসর গণনা আরম্ভ হইবে।

### নূতন কার্য্য।

| কার্য্য | কমিটীর মঞ্জুর করা। |
|---|---|
| ১। নারায়ণপুর রাস্তা হইয়া মিঙ্কি শোনবর্ষের সেতু ও জল নির্গমের জন্য পাকা পুল প্রস্তুত করিবার এষ্টিমেট ৩২০৮ | ২৬০০ |
| ২। মধেপুরা সিংহেশ্বর রাস্তার জল নির্গমার্থ সেতুর এষ্টিমেট ৪৭৬৭ | ৪৭৬৭ |
| ৩। মধেপুরা ষ্টেষণের রাস্তার জল নির্গমের জন্য পাকা পুল নির্ম্মাণ করিবার এষ্টিমেট ২৪৫২ | ২৪৫২ |
| ৪। মধেপুরা শোনবর্ষের রাস্তায় সেতু ও জল-নির্গমের জন্য পাকা পুল করিবার এষ্টিমেট ২৭৫৮৭ | ৮০০০ |
| ৫। উত্তর ভাগলপুরের পরিদর্শন গৃহ গুলি নির্ম্মাণ করিতে | ৪০০০ |
| ৬। দক্ষিণ ভাগলপুরের পরিদর্শন গৃহ গুলি নির্ম্মাণ করিতে | ৩০০০। |

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নূতন কার্য্য যাহা করিতে হইবে তাহা আজিও মঞ্জুর হয় নাই। মঞ্জুর হইলে তাহার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে।

| মেরামতী কার্য্য। | টাকা |
|---|---|
| ১। ভাগলপুর ওভর-ব্রিজ হইতে সাঁওতাল পরগণা পর্য্যন্ত | ২০,০০০ |
| ২। সুলতানগঞ্জ—আর্য্যসগঞ্জ | ১৬০০ |
| ৩। রেলওয়ে ষ্টেষণ হইতে নদীঘাট পর্য্যন্ত | ১০০০ |
| ৪। গোগাবাজার রাস্তা | ২০০ |
| ৫। গোরঘাট হইতে ভাগলপুর | ১৮০০ |
| ৬। ভাগলপুর হইতে পীরপৈন্তি | ৩০০০ |
| ৭। ভাগলপুর হইতে উমীরপুর | ১৫০০ |
| ৮। বাঁকা হইতে শিমুলতলা | ২০০০ |
| ৯। পিঁপুলপতি হইতে সাবরহাট | ১০০ |
| ১০। জগদীশপুর হইতে সোনাদী | ৫০০ |
| ১১। সোনাদী হইতে বেলা, নওয়াদা ও রাজাউন হইয়া | ২০০০ |
| ১২। কলগাঁ হইতে বুড়াহাট | ১১০০ |
| ১৩। পীরপৈন্তি হইতে বুড়াহাট | ৫০০ |
| ১৪। পীরপৈন্তি রেলওয়ে ষ্টেষণ হইতে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত | ৬০০ |
| ১৫। বাঁকা হইতে উমীরপুর | ১৫০০ |
| ১৬। বৌসী হইতে মহেরমা, ধুরিয়া হইয়া | ১৫০০ |
| ১৭। গোগা হইতে আমী | ১০০০ |
| ১৮। মধেপুরা হইতে সোনবর্ষ, সাপুর হইয়া | ১২০০ |
| ১৯। গোপালপুরঘাট হইতে কেওট-গামা, সুখপুর ও সিংহেশ্বর হইয়া | ৩৫০০ |
| ২০। সুখপুর হইতে কন্দোলি, সুপুল বাপ্তিহা ও ডাগমারা হইয়া | ১৮০০ |
| ২১। বনগাঁ হইতে মহিষি | ৩০০ |
| ২২। তিলযুগা নদী হইতে প্রতাপগঞ্জ, বাপ্তিয়া হইয়া | ৩৫০০ |
| ২৩। সুপুল হইতে প্রতাপগঞ্জ, পিপড়া হইয়া | ১৫০০ |
| ২৪। প্রতাপগঞ্জ হইতে বালুয়াবাজার | ৬৫০ |
| ২৫। সুপুল হইতে মধেপুরা, পাথারিয়া ও সিংহেশ্বর হইয়া | ২০০০ |
| ২৬। সিংহেশ্বর হইতে পিপড়া | ৭০০ |
| ২৭। পরসরমা হইতে বলহি | ১৫০০ |
| ২৮। মধেপুরা হইতে কারামা, কৃষ্ণগঞ্জ হইয়া | ৩৩০০ |
| ২৯। লতিপুর হইতে বাগরি | ১৫০০ |
| ৩০। মিঙ্কি হইতে সোনবর্ষ, নারায়ণপুর হইয়া | ৪০০ |
| ৩২। সাকন্দ হইতে সুলতানগঞ্জ | ৪৪০ |
| ৩৪। ভাগলপুর হইতে সাকন্দ | ৩২০ |
| ৩৫। ভাগলপুর হইতে ধুরিয়া | ৮৮০ |
| ৩৬। মহিআমা হইতে কলগাঁ | ৪৪০ |
| ৩৭। পীরপৈন্তি হইতে তিলাগড়ি | ২০০ |
| ৩৮। ভাগলপুর পারে ডিহারা হইতে লতিপুর | ৩২০ |
| ৪০। তুলসীপুর হইতে শেহড়া | ৪০০ |
| ৪১। জগদীশপুর হইতে রামপুর | ১০০ |
| ৪২। বিষ্ণুপুর রেলওয়ে ওভারব্রিজ হইতে পিরপৈন্তি একদারা ও গোহাট্টা হইয়া | ৫০০ |
| ৭৩। বাগরি হইতে কারামা মুলক হইয়া | ৫০০ |
| উত্তর ভাগলপুরে সারাই মেরামত | ২০০ |
| দক্ষিণ ভাগলপুরের সারাই মেরামত | ৩০০ |

১৮৮০। ৪ ঠা আগষ্ট। } ভাগলপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার।

## পুস্তক বিক্রয়।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি কল্পদ্রুম ও সোমপ্রকাশের কার্য্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নিকট আসিলে বা মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

| পুস্তক | মূল্য |
|---|---|
| বিদ্যুল্লতা | ৵০ আনা |
| কৃষিতত্ত্ব | ১ |
| নীতিসার ১ ম ভাগ | ৶০ |
| ঐ ২ য় ভাগ | ৶০ |
| ঐ ৩ য় ভাগ | ।০ |
| নিসর্গ সুন্দরী | ।৶০ |
| বঙ্গাঙ্গনা কাব্য | ১, |
| যৌবন সুহৃদ | ৸০ |
| বিশ্বেশ্বর বিলাপ | ॥০ |
| সংকেতসার | ৶১০ |
| সভ্যতা সোপান | ।০ |
| যোগিনী | ১, |
| কাশীমাহাত্ম্য প্রথম ভাগ। | ৷০ |
| ঐ ২ য় ভাগ | ॥০ |
| বিশবিষচিকিৎসা | ৸০ |
| দশরথ বিলাপ | ॥০ |
| অবকাশ রঞ্জিনী | ১ |
| রাণীবধ কাব্য | ১ |
| নির্ব্বাসীতের বিলাপ | ৸০ |
| ভারতীয় প্রস্তাবলী | ১ |
| কাশ্মির কুসুম | ১॥০ |
| ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত | ৷০ |

---

### ব্রহ্মচারী দত্ত মহৌষধী।

ইহাতে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারণ হয়। ৪১ দিনের সেবনোপযুক্ত ঔষধের মূল্য ৫ টাকা ২১ দিনের ২৸০ ও সাত দিনের ১ টাকা। যাহার আবশ্যক হইবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ বেয়ারিং পাঠান যাইবে।

শ্রীদেবীপ্রসাদ দুবে
বিসিংপোখরা বেনারস

---

[illegible] কল্পদ্রুমের নবম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। [illegible] মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য [illegible] সমেত ৩, টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা [illegible] মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য [illegible]। অগ্রিম মূল্য না পাইলে ইহা [illegible] না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক [illegible] টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। উপন্যাস।
৩। গোলাপ
৪। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
৫। মৃচ্ছকটিক।
৬। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৭। মনুসংহিতা।
৮। চন্দ্র।
৯। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইতে চাঙ্গড়িপোতায় কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

---

মৎ প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

### ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫॥০ টাকা. ডাক মাশুল ।০

### আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদমতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত. বৃশ্চিকাদির দংশন, সন্নিপাত, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের প্রধান প্রধান উপায় ভারতবর্ষের স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১।০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

### আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির চিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল।০

### আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

---

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

### শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সকলপ্রকার রোগের নানাবিধ-ধাতু-ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

### কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১, ডাকমাশুল ॥৵০

### সুরসুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক রোগ ও বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২, ডাকমাশুল ।০

### নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় জ্বর অরুচি প্রভৃতি দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১।০ ডাকমাশুল ॥৶০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

## উপহার।

সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান,
সাধু-রহস্য ও সমালোচন-পূর্ণ
মাসিক পত্রিকা।

এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকাখানি বিগত জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩৷৶০। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া মূল্যসহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
শোভাবাজার কলিকাতা।

---

## সঙ্কট তৈল।

অর্দ্ধ ড্রাম শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা। কর্ণের ঘা, পূয, কটকট, বেদনা, সন সন, ভোঁ ভোঁ বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

### মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ৷৹ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, মেড়ে ফুলা, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীবিহারিলাল বর্দ্ধণঃ
৩৪ নং চোরবাগান
ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

---

### ঔষধ।

### SIGHT PRESERVER.

১। দৃষ্টি রক্ষক নামক সর্ব্বপ্রকার চক্ষু রোগের এক মাত্র মহৌষধ। মূল্য ১, ডাক মাসুলাদি ৶০।

২। প্রমেহ রোগ নূতন পুরাতন যে প্রকারেরই হউক না কেন, জালা যন্ত্রণা মুত্রাধিক্য পূয়স্রাব প্রভৃতি উপসর্গ নিবারিত হইয়া নিশ্চয়ই নিঃশেষে আরোগ্য হয়। মূল্য ৪ টাকা ডাক মাশুলাদি ১ এক টাকা মাত্র।

### PROPHYLACTIC FOR HYDROPHOBIA.

৩। ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুর প্রভৃতিতে মনুষ্যকে দংশন করিলে সেই দংশন জনিত বিষ নিবারক মহৌষধ, রোগী ক্ষিপ্ত হইলে এমন কি জল কিম্বা আলো দেখিয়া ভীত হইলেও (হাইড্রোফোবিয়া কিম্বা-[illegible]) ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। দংশনের পর যে কোন সময়ে ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিলে পরিণামে কোন ভয় থাকে না, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১০ টাকা। ডাক মাশুল ১৷৹।

৪। সর্ব্ব প্রকার ক্ষত রোগের মহৌষধ, ইহা দ্বারা পুরাতন গলিত, পারদ এবং উপদংশ জনিত সর্ব্ব প্রকার ক্ষত আরোগ্য হয়; বিশেষতঃ অল্প মাত্রায় মালিস করিলে সর্ব্ব প্রকার চর্ম্ম রোগ নাশ হইয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা মাশুল ৷৵০।

আনুপূর্ব্বিক অবস্থা লিখিলে সর্ব্ব প্রকার রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা পাইতে পারিবেন।

আবশ্যক হইলে কলিকাতা, সিমলা ৫৭ নং বলরাম দের ষ্ট্রীটে শ্রীহরিমোহন সেন গুপ্তের নামে মূল্যাদি সহ পত্র লিখিবেন।

---

যিনি এক দিবসে হৃদয় দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগতি হইয়া ছই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

## বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কলিকাতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটোলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৯৭ নং কলেজ স্কোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাসুল সহ ৷৵০ আনা মাত্র।

---

## আদরিণী।

বঙ্গদর্শন, বান্ধব, আর্য্যদর্শন, কল্পদ্রুম প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্র সমূহের কতিপয় সুলেখক কর্তৃক আদরিণী নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী (১২ পেজি রয়ালের ৩০ পৃষ্ঠা) আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সমেত ২ টাকা। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইবেন।

বাগোড়
রাজহাট পোষ্ট আফিস
হুগলী। } শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস
আদরিণী কার্য্যাধ্যক্ষ

---

## মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এসপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ পাল—বেতকুণ্ডা ৭
" " শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়—কালীগঞ্জ ৭
" " শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী—হুগলী [illegible]
" " শম্ভুনাথ খাঁ—রাজগঞ্জ ৭
" " রাজকুমার দাস—শ্রীরামপুর [illegible]
" " কৃষ্ণকিশোর দাস—খোলুয়া দমদমা ৭
" " নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—মাণিকতলা [illegible]
" রায় সেতাবচাঁদ লাহার—আজিমগঞ্জ ১০
" আসানাতুল্লা সরকার—জলপাইগুড়ি [illegible]
বরদি স্কুল ছাত্র সভা—নারায়ণগঞ্জ [illegible]

---

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বয়াত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা জয়যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ১৮ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ৬।০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ১ লা ভাদ্র। ইং-১৮৮০। ১৬ ই আগষ্ট। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৩।৵০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।




## সোমপ্রকাশ।

### ১ লা ভাদ্র সোমবার।

#### সাংগ্রামিক নীতি কি চমৎকার।

এই নীতি প্রভাবে অন্যায় ন্যায় বলিয়া, অধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া, নিষ্ঠুরতা দয়া বলিয়া, অনধিকার স্বাধিকার বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এক কাবুল এই সমুদায়েরই উদাহরণস্থল হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারী লার্ড হার্টিংটন কহিয়াছিলেন শরৎকালে ইংরাজ সৈন্যেরা কাবুল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবে। সেই শরৎকাল উপস্থিত। সেই প্রতিজ্ঞা পালনার্থ ইংরাজ কর্তৃপক্ষ ব্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহারা যাহাতে সত্বর কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিতে পারেন সেই উদ্যোগ করিতেছেন। আবদুল রহমানও এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, ইংরাজেরা কাবুলে থাকিতে তথায় শান্তি স্থাপন হওয়া কঠিন। এটীও ইংরাজদিগের কাবুল পরিত্যাগের অন্যতর কারণ হইয়াছে। আবদুল রহমানের অভিপ্রায়ানুরূপ বন্দোবস্ত করা হইতেছে। আমরা গতবারে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, অন্য প্রকার যুদ্ধ চেষ্টা না করিয়া আবদুল রহমান যাহাতে স্থিরপদ হইতে পারেন সেই চেষ্টা পাওয়াই কর্ত্তব্য। আমরা এবার যে সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে জানিতে পারা যাইতেছে, সেই চেষ্টা করাই হইতেছে। পূর্ব্বে এক জন অপর লোককে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা করা হইয়াছিল। আয়ুব খাঁর যুদ্ধের পর সে বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিয়া এখন আবদুল রহমানের অনুগত লোককে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা করা হইতেছে। সর্দ্দার আজিজ খাঁ আবদুল রহমানের কুটুম্ব। তাঁহাকেই কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা করা হইতেছে। এ ব্যবস্থার এই একটী উৎকৃষ্ট ফল দেখা যাইতেছে, কাবুল হইতে কান্দাহারকে বিচ্ছিন্ন করাতে আফগানদিগের যে রোষ ও অসন্তোষ জন্মিয়াছিল এতদ্দ্বারা তাহার অনেক শান্তি হইবে। কান্দাহারকে কাবুল হইতে [illegible]চ্ছন্ন করা আফগানদিগের যেমন অনভিপ্রেত, ইংরাজদিগের কাবুল ও কান্দাহার প্রভৃতি স্থানে অবস্থানও তেমনি উঁহাদের অনভিমত।

আপাততঃ এই বন্দোবস্ত করা হইয়াছে সর্দ্দার আজিজ খাঁ কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা হইবেন, সেনাপতি রবার্টস সসৈন্য হইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ তথায় কিছু দিন থাকিবেন। কান্দাহারের যে সকল লোক ইংরাজদিগের বিপক্ষ তাহাদিগকে নগর হইতে নির্ব্বাসিত করা হইবে। পূর্ব্বে ১৮১২ অব্দে মেজর রলিনসন প্রায় ৬ হাজার পাঠানকে কান্দাহার হইতে দূরীভূত করিয়াছিলেন। এখানে পাঠক সাংগ্রামিক নীতির চমৎকারিতা দর্শন করুন। কান্দাহার যাহাদের চিরকালের বাসস্থান, পৈতৃক বাস ভূমি, তাহারা সেখানে স্থান পাইল না। তাহাদের পৈতৃক অধিকার সাংগ্রামিক নীতি প্রভাবে অনধিকার বলিয়া পরিগণিত হইল। আর যাহাদের কোন প্রকার অধিকার স্বত্ব স্বামিত্ব বা কোন প্রকার সম্বন্ধ ছিল না, তাহারা কান্দাহারে সর্ব্বেসর্ব্বা হইল। বাস্তবিক কি এটী চমৎকার নয়। যাহারা কান্দাহার হইতে বাস্তুচ্যুত হইল তাহাদের কষ্টের বিষয়টীও পাঠক একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। যদি একটী বাসবাটী পরিত্যাগ করিয়া আর একটী নূতন বাসবাটী করিতে হয় তাহাতে কত [illegible], কার্য্যের বিশৃঙ্খলা, স্ত্রীপুত্রাদির আহার ক্লেশ প্রভৃতি উপস্থিত হয়, আর যাহারা চিরকাল এক স্থানে বাস করিয়া আছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে অনায়াসে স্থানে যাইতে হইবে। তাহারা যে

কোথায় গিয়া বাস করিবে তাহার নির্ণয় নাই। তাহাদের অপরত্র ঘর বাটী প্রস্তুত নাই। এরূপ অবস্থায় পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করা যে কিরূপ কষ্টকর তাহা সহৃদয় পাঠক কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন। বাটীর কর্ত্তা ও কর্ত্রীরা যখন সৈনিক পুরুষ-প্রহার-পীড়িত হইয়া রোদন করিতে করিতে রোরুদ্যমান বালক বালিকার হস্ত ধরিয়া বাটীর বাহির হইতে থাকিবে এবং সস্নেহ নয়নে এক এক বার পূর্ব্ব বাসস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিবে, তখন অতি পাষাণ-হৃদয় পামর ব্যক্তিরও হৃদয় বিগলিত হইবে সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে আর একটী বড় শোচনীয় কথা আছে। যেখানে পৈতৃক বাসস্থান হয়, সেইখানে প্রায় জীবিকার উপায়ভূত ভূসম্পত্তি প্রভৃতি থাকে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া গেলে যে কিরূপে জীবিকার সংস্থান হইবে এটী বড় চিন্তার বিষয়। নূতন স্থানে গিয়া জীবিকার সংস্থান হওয়া কি বড় সহজ কথা। এই নিষ্ঠুরতা, এই অন্যায় ও এই অবিচার এক সাংগ্রামিক নীতির প্রভাবে করণীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। এই নিমিত্তই আমরা উপরে কহিয়াছি সাংগ্রামিক নীতি চমৎকার।

সাংগ্রামিক নীতির এই এক মাত্র চমৎকারিতা নয়। কাবুলকাণ্ডের আদ্যোপান্ত চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতি পদে পদে ইহার চমৎকারিতার পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি কাবুলের প্রকৃত আমীর তিনি দেশান্তরী হইলেন; বিদেশে গিয়া তাঁহার মৃত্যু হইল। যিনি তাঁহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী তিনি বন্দী অবস্থায় রহিলেন। যাঁহার আমীর হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না ইংরাজেরা সাধিয়া তাঁহাকে আমীর করিলেন। এই আবদুল রহমান কাবুলের আমীরত্ব লাভের নিমিত্ত লালায়িত হইয়াছিলেন। কত প্রয়াস পাইয়াছিলেন, গৃহযুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছিলেন, ইংরাজেরা সিয়ার আলীর সপক্ষতা করাতেই আবদুল দেশত্যাগী হইয়া রুশের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং রুশের অন্নদাস হইয়া জীবনের অধিকাংশ কাল ক্ষেপণ করেন।

কেন যে কাবুল যুদ্ধ আরম্ভ করা হইল, তাহার ফলই বা কি হইল, তদ্বিষয় চিন্তা করিলে অধিকতর চমৎকৃত হইতে হয়। "গলায় আঙ্গুল দিয়া কাশ তোলা বলিয়া যে একটী প্রবাদ বাক্য আছে" কাবুলে তাহারই ঘটনা হইয়াছে। কাবুলে যুদ্ধ আরম্ভ করিবার কোন কারন ছিল না। কাবুলে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া যে বিশেষ ইষ্ট লাভ হইয়াছে তাহাও বোধ হইতেছে না। যদি রুশিয়ার শঙ্কা কারণ হয় তাহা উন্মূলিত হয় নাই। সে দিবসের ইউরোপীয় সমাচারে দেখা গেল রুশ সমাচারপত্র সম্পাদকেরা এই কথা বলিতেছেন কাবুলের বন্দোবস্তের বিষয়ে রুশের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। এ বাক্যের যদি কিছু অর্থ থাকে এই যবনিকা পতনেই যে কাবুলের অভিনয়ের শেষ হইল তাহা বোধ হয় না। রুশের শঙ্কা কাবুল-যুদ্ধের কারণ না হইয়া আমীর সিয়ার আলীর অপরাধই যদি কারণ হয় তাহা হইলে একের অপরাধে কাবুলকে উৎসন্ন দেওয়া হইল, এটীও সাংগ্রামিক নীতির চমৎকারিতার অন্যতর প্রধান উদাহরণ। যদি বল, কাবুলে যুদ্ধ করাতে ইংরাজজাতির পৌরুষ বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাও আমরা কিছু দেখিতে পাইতেছি না। অপ্রতিযোগী অনপরাধী অসভ্য জাতিকে জয় করিয়া ইংরাজের কিছুই পৌরুষ নাই, প্রত্যুতঃ নিন্দাই হইয়াছে। [illegible] লোক মাত্রেই কাবুল কাণ্ডের আদ্যোপান্ত চিন্তা করিয়া হতবুদ্ধি হন। আলেকজাণ্ডর, জুলিয়স-সিজর প্রভৃতি বীরগণ জিগীষাবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া নানা দেশ জয় করিয়াছেন বটে কিন্তু এরূপ কাবুল জয়ের ন্যায় অদ্ভুত জয় কাণ্ড কেহ কখন দেখেন নাই।

লার্ড লিটন কাবুল যুদ্ধের বীর। ইংলণ্ডেশ্বরী মনবোরণে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। লার্ড [illegible]ব্রুক ন্যায়পরতা, দয়া ও ধর্ম্মের সম্মাননা [illegible] কাবুল-যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেন নাই, তিনি অ[illegible] হইলেন না? আর যিনি ঐ সকল মহোপ[illegible] অবমাননা করিয়া একটী দেশকে উৎসন্ন [illegible] তিনি অভ্যর্থিত হইলেন! এটীও সাংগ্রামি[illegible] চমৎকারিতার ফল।

---

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশের আবশ্যকতা।

রিপোর্ট লেখা আমাদের গবর্ণমেণ্টের কার্য্য-প্রণালীর একটী প্রধান অঙ্গ। তাঁহারা গুণের কাজ করুন আর দোষেরই কাজ করুন, তাঁহারা রিপোর্ট লেখায় ক্ষান্ত হন না। কিন্তু লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে এ নিয়মের ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায়। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরেরা প্রায়ই স্বাধিকার মধ্যে প্রতি বৎসর অন্ততঃ একবার পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, ধর্ম্মাধিকরণ প্রভৃতিরও পরিদর্শন করেন। কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশ না করাতে দেশের কি উপকার হইল সাধারণে তাহা জানিতে পারেন না। তন্নিমিত্ত সাধারণে সময়ে সময়ে ক্ষোভ প্রকাশও করিয়া থাকেন। ২২ এ শ্রাবণের সোমপ্রকাশে আমাদের মুঙ্গেরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

২ রা আগষ্ট সন্ধ্যার প্রাক্কালে ছোট লাট মহামান্য ইডেন-বাহাদুরের এখানে শুভাগমন হইয়াছিল। ঐদিন রামপ্রসাদের ঘাট তাঁহার [illegible] সাদু বস্ত্রাদি দ্বারা উত্তমরূপ সুসজ্জিত করা হয় এবং উপস্থিতি মাত্রেই মিউনিসিপালিটির ব্যয়ে কতক গুলি ব্যোম গোলে। [illegible] মাজিষ্ট্রেট, পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি অনেক [illegible] সাহেব ও গিধর, সন্‌বরসা প্রভৃতি স্থানের কতিপয় রাজা ও জমিদারগণ এবং প্রায় ত্রিশ সহস্রাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিন তিনি নগর ভ্রমণ করিয়া তৎপর দিন প্রাতে ৬ টার সময় গবর্ণমেণ্টের আফিস আদালত প্রভৃতি পরিদর্শন করিতে যাইয়া বিহার-বাসী অপেক্ষা বাঙ্গালী কেরাণীর সংখ্যা অধিক দেখিয়া বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐদিন অপরাহ্ণে করণচৌড়ার মৃত অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুরের বাটীতেও একটী দরবার হয়। দরবারে [illegible] মাজিষ্ট্রেট সাহেব ছোট লাটের সহিত ভারতবর্ষীয় সার্টিফিকেটধারী রাজা ও জমিদারগণের পরিচয় করিয়া দেন। ইতি পূর্ব্বেই পাঁচটার সময় তিনি গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়টী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ৬ ঠা তারিখে মজঃফরপুর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, এখানে আসিয়া যে তিনি কি উপকার করিলেন, তাহা ভগবান জানেন।

[illegible]টেনণ্ট গবর্ণরদিগের ভ্রমণে দেশের যে উপ[illegible] রিপোর্ট [illegible]বার রীতি না থাকাতে তাহা [illegible]রেন না তাহা আমাদের মুঙ্গে[illegible] যায়ী [illegible] হইতেছে। [illegible] পারিতেন তাহা হইলে [illegible]বর্ণর) এখানে আসিয়া [illegible] ভগবানই জানেন [illegible] গিয়া তত্রত্য [illegible] জমিদার [illegible]। গবর্ণমেণ্টের [illegible] আফিস [illegible] কেবল সন্তুষ্ট [illegible] এরূপ নয়, [illegible] সংক্রান্ত [illegible] কর্ম্মচারিরাও [illegible] প্রস্তাব করিতেছি [illegible] স্ব স্ব ভ্রমণ [illegible] গোচর করেন।

---

ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের [illegible]

দেশীয় [illegible]

আয়র্লণ্ডে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত [illegible] অন্নকষ্ট পাইতেছে, অনেক প্রজা [illegible]

প্রাপ্য খাজনা দিতে পারে নাই। জমিদারেরা তাহাদিগকে ভূমি হইতে তাড়াইয়া দিতেছেন। সম্প্রতি তাহাদের হিতের উদ্দেশে এইরূপ একটী আইন হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, যে পর্য্যন্ত এই দুর্ভিক্ষ প্রবল থাকিবে তাবৎ প্রজাদিগের যে যে ভূমির জোত ছাড়াইয়া লওয়া হইবে তাহারা সেই সেই ভূমির যে যে উৎকর্ষসাধন করিয়াছিল, তাহাদিগের সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতে হইবে। পার্লিয়ামেন্টের জমিদার-সভায় এই প্রস্তাবটী দ্বিতীয়বার পঠিত হইয়া অগ্রাহ্য হইয়াছে। জমিদারেরা বলেন এ আইন হইলে তাঁহাদের স্বত্ব হানি হইবে। পাঠক দেখুন ইংলণ্ডের ও আয়র্লণ্ডের জমিদারেরা আপনাদিগের স্বত্ব রক্ষা বিষয়ে কেমন যত্নবান। তাঁহাদের স্বত্বের সম্মুখে দয়া মায়া প্রভৃতি কেহই স্থান প্রাপ্ত হয় না। সকল দেশেই সকল শাস্ত্রেই আপৎকালের বিধি স্বতন্ত্র। আপৎকালে সকল বিধিরই স্বচ্ছন্দে ভঙ্গ করা যায়। কিন্তু ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের জমিদারেরা এমনি স্ব স্বত্ব পক্ষপাতী যে তাঁহারা কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত দয়া করিয়াও প্রজার উপকার করিতে পারিলেন না। উহাতে তাঁহাদের উপকারেরই বা কি সম্বন্ধ। প্রজারা ভূমির উৎকর্ষ সাধনার্থ যে ব্যয় করিয়াছে, আইনে সেই ক্ষতি পূরণ করিবারই কথা হইয়াছিল। সে উৎকর্ষ জমিদারদিগের ব্যয়ে সাধিত হয় নাই। প্রজাদিগের কৃত উৎকর্ষের ব্যয় জমিদার প্রজাকে ছাড়িয়াদিতে পারিলেন না!

ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের যে সকল জমিদার স্বদেশে স্বদেশীয় প্রজার কৃত উৎকর্ষ ব্যয় ছাড়িয়া দিতে পারিলেন না, তাঁহারাই আবার ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতবর্ষীয় জমিদারদিগের এই প্রকার ব্যবহার দেখিলে চটিয়া উঠেন, কি আশ্চর্য্য!

পক্ষান্তরে ভারতবর্ষীয় জমিদারেরা প্রজাদিগের এপ্রকার আপৎকাল উপস্থিত হইলে সাধ্যমত সাহায্য করিবার [illegible] করেন না। যাঁহাদের সাহায্য করিবার আন্তরিক ইচ্ছা না থাকে তাঁহারাও গবর্ণমেণ্টের ভয়ে সাহায্য দানে প্রবৃত্ত হন। বিপন্ন প্রজার সাহায্যদান করা আর না করা জমিদারের দয়ার উপর নির্ভর করিতেছে। একজন বলিয়া আর একজনের দয়া [illegible] উৎপাদন করিয়া দিতে পারে না। অতএব এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলা বিফল, তবে একটী কথা [illegible] ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের জমিদারদিগের [illegible] বিরাজমান থাকিতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট [illegible] জমিদারের স্বত্বের উচ্ছেদ করিয়া [illegible] প্রজার দখলী স্বত্ব সম্পাদন করিতেছেন [illegible] ন্যায়ানুগত কাজ হইতেছে? ইহাতে [illegible] হইতেছে না? ইংলণ্ডে [illegible] জমিদারদিগের সভা আছে, তাঁহাদিগের অধিকাংশের মতেই কার্য্য হয়। যে বিষয়ে অধিকাংশ লোক অমত করেন, তাহা বিধিবদ্ধ হয় না। এখানে গবর্ণমেণ্টের অঙ্গভূত কোন জমিদার-সভা নাই, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট কোন আইন করিবার ইচ্ছা করিলে জমিদারেরা তাহা নিবারণ করিতে পারেন না। এখানে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছাতেই সমুদয় কার্য্য হয়। জমিদারের যে সভা আছে, সেই সভার কৃত প্রতিবাদ শুনা আর না শুনা গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছায়ত্ত। এই কারণেই গবর্ণমেণ্ট জমিদারের স্বত্বধ্বংস করিলেও তাঁহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহাদের এক উপায় ইংলণ্ডে আবেদন। সে আবেদনে যত ফল হয় তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইংলণ্ডের কর্ত্তারা এখানকার কর্ত্তাদিগের অমতে কোন কাজ করেন না। এই সকল অন্যায় ও অবিচার হয় বলিয়াই আমরা প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতেছি।

সম্প্রতি রেণ্ট কমিসন যে রিপোর্ট করিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহার প্রতিও কিছু বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। রেণ্ট কমিসনের রিপোর্ট অনুসারে যদি কার্য্য করা হয়, জমিদারের কেবল স্বত্বধ্বংস করা হইবে এই মাত্র। যে প্রজার মঙ্গল কামনা করিয়া সেই স্বত্ব ধ্বংস করা হইতেছে, সে প্রজারও মঙ্গল সাধিত হইবে না। যেখানে জমিতে প্রজার দীর্ঘকাল ভোগ আছে সেইখানকার প্রজাদিগের যে কিছু উপকার, তদ্ভিন্ন যেখানে ঠিকা বন্দোবস্ত সেখানকার প্রজাদিগের কোন উপকার নাই। আইন যত কঠিন হইবে জমিদারেরাও তত কঠিন হইয়া প্রজার স্বত্বোচ্ছেদের চেষ্টা করিবেন। তাঁহারা ঘন ঘন ভূমি হস্তান্তর করিয়া দখলী স্বত্ব জন্মিতে দিবেন না। এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে জমিদার ও প্রজা উভয়েরই মঙ্গল হয় ও উভয়েই সন্তুষ্ট হন। এক পক্ষে ইষ্ট ও অপর পক্ষে অনিষ্ট হইলেই জমিদারে ও প্রজায় বিবাদের মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। প্রজার কৃষিকার্য্যের ব্যয় ও সঙ্গতমত উপস্বত্ব রাখিয়া এবং জমিদারের লভ্য রাখিয়া ভূমির অবস্থা বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি খাজনার একটী নির্দ্দিষ্ট হার করিয়া দেন এবং এই নিয়ম করেন, সেই হার অতিক্রম করিয়া খাজনা বৃদ্ধি হইবে না। উভয়ের সঙ্গত মত লাভ থাকিলে কাহারই অসন্তোষ জন্মিবার কথা নয়। সময়ে সময়ে দুর্ভিক্ষাদি কারণে ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের মহার্ঘতা নিবন্ধন ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হয় বটে কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। একটী নির্দ্দিষ্ট হারে ভূমির পাকা বন্দোবস্ত করিলে সে সময়ে জমিদারের ক্ষতি হইবার আশঙ্কা আছে, যদি একথা বল ঐ হার এরূপে নির্দ্দিষ্ট করা উচিত যে জমিদার সেই মহার্ঘ্য সময়ে বর্দ্ধিত খাজনা পাইতে পারেন। শস্যই জমি উৎপাদন স্থলে গ্রহণ করা হউক। বোধ কর এক বিঘা ভূমির বার্ষিক ৩ টাকা খাজনা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই ক্ষেত্রে ৭ মণ ধান্য উৎপন্ন হইল, সস্তার সময়ে তাহার মূল্য ৭ টাকা। মহার্ঘ্য সময়ে ঐ মূল্য বর্দ্ধিত হইয়া যদি ১৭ টাকা হয় জমিদারের প্রাপ্যও ঐ অনুসারে বর্দ্ধিত হইবে। ধান্যের বর্দ্ধিত মূল্যের নিরূপণ কিছু কঠিন বিষয় নয়। যখন যে দর হয় তাহা অপ্রকাশিত থাকে না। এই প্রকার ব্যবস্থা করিলে জমিদারের কিছু স্বত্ব সঙ্কোচ হইবে বটে কিন্তু বিবাদ এককালে উন্মূলিত হইবে। হার নির্দ্দিষ্ট না থাকাতেই জমিদারের খাজনা বৃদ্ধি করিবার লোভ আছে, প্রজারও খাজনা ভাঙ্গিয়া কম করিবার চেষ্টা আছে। উভয় স্বার্থের পরস্পর বিরোধ হওয়াতেই জলদগণের পরস্পর ঘর্ষণে বৈদ্যুত অগ্নির ন্যায় ঘোরতর বিরোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। অতএব যাহাতে সেই বিরোধাগ্নি নির্ব্বাপিত হয় সেই চেষ্টা পাওয়াই উচিত। [illegible] রেণ্ট কমিসনের রিপোর্ট অনুসারে কার্য্য করিলে সে অগ্নি [illegible] নির্ব্বাণ হইবার সম্ভাবনা নয়।

---

### গবর্ণমেণ্ট খাসমহল।

গবর্ণমেণ্ট খাসমহলের কর বৃদ্ধি লইয়া যে এক বীভৎস কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। গবর্ণমেণ্ট মকদ্দমা উপস্থিত করিয়া অকারণ নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন প্রজাদিগকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছেন। এবারে আমরা তথা হইতে যে এক খানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল। তাহা পাঠ করিলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন প্রজারা কেমন ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে। তাহাদিগকে স্বপক্ষ রক্ষার্থ বারিষ্টার মানন্দ মোহন বসুকে লইয়া যাইতে হইয়াছে। আমরা পুনরায় বলিতেছি গবর্ণমেণ্ট অকারণ কেন এ ভুমুল কাণ্ড উপস্থিত করিতেছেন। তাঁহারা সাধারণো কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত কর লইয়া সমুদয় বিষয়ের মীমাংসা করিয়া ফেলুন।

আমি জনৈক ভিন্ন দেশস্থ লোক, বিশেষ কার্য্যানুরোধে সম্প্রতি মেদনীপুর জেলার হেঁড়িয়া নামক গ্রামে আসিয়াছি। এখানকার (যাবতীয় খাসমহলবাসী) প্রজাদিগের যেরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তদ্দর্শনে যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। কি উপায়ে এই দুঃখের নিরাকরণ করি, ভাবিয়া তাহার কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া অবশেষে আপনার বিখ্যাত পত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। ভরসা করি আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক এই পত্র

খানিকে ভবদীয় বিখ্যাত পত্রৈক পার্শ্বে স্থান প্রদানে বাধিত করিবেন।

আমাদের সদাশয় দয়াশীল গবর্ণমেণ্ট কেবল একজন কর্ম্মচারীর কথায় বিশ্বাস করিয়া যে এই খাসমহলস্থ সহস্র সহস্র প্রজার অন্নে ধূলি নিক্ষেপ করিতে বসিয়াছেন, ইহাই কি তাঁহার দয়াশীলতার কার্য্য? ইহাই কি রাজধর্ম্মের অনুমত? এই বিস্তীর্ণ ভারত-সাম্রাজ্য প্রায় সওয়া এক শত বৎসর গত হইতে চলিল, তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু এপ্রকার অন্যায় ব্যবহার আমরা ত কখন কোন স্থানে দেখি ও শুনি নাই। তবে ইদানীং তিনি এই হতভাগ্য প্রজাদিগের প্রতি এত নির্দ্দয় হইয়াছেন কেন? সত্য বটে, ইহাতে তাঁহার বিলক্ষণ স্বার্থ আছে। তাহা না হইলে এক জনের কথায় বিশ্বাস করিয়া একেবারে এত লোককে তিনি ধনে প্রাণে নিঃশেষিত করিবেন কেন? প্রজার নিকট অর্থ গ্রহণ না করিলে রাজার রাজ্য রক্ষা হয় না, সত্য। কিন্তু তাহা বলিয়া অন্যায় কর গ্রহণ করা কি উচিত? অবস্থা বুঝিয়া, প্রজাকে স্বীকার করাইয়া কর ধার্য্য করিলে ত ভাল হইত। প্রজাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করা, রীতিমত প্রতিপালন করা, প্রজার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হওয়া, অসহ্য করভার হইতে মুক্ত করিয়া উপযুক্ত কর গ্রহণে নিযুক্ত প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে প্রজা-রঞ্জন করা কি রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে? রাজকর্ম্মচারীরা প্রজার প্রতি ন্যায় কি অন্যায় ব্যবহার করিলেন, তাহা কি রাজার দেখা আবশ্যক করে না? না কর্ম্মচারীরা প্রজাদিগের উপর ইচ্ছানুযায়ী নিয়ম স্থাপন করিয়া রাজার গোচর করিলে, তাহাই রাজসম্মত হইল? আমরা গবর্ণমেণ্টকেও আজকাল সেইরূপ ব্যবহার করিতে দেখিতেছি। বর্ত্তমান কাবুল যুদ্ধই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। লর্ড লিটনের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া যদি আমাদিগের ইংরাজ রাজপুরুষগণ কাবুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইতেন, তাহা হইলে অধুনা ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা তথায় বোধ হয় কখনই দৃষ্টিগোচর হইত না এবং বৃথা বিপুল অর্থ ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়া এরূপ মর্ম্মান্তিক দুঃখ সম্ভোগেও সদা কালক্ষেপ করিতে হইত না।

যাহা হউক, মেদনীপুর জেলার খাসমহল সম্বন্ধে আমাদিগের গবর্ণমেণ্টেরও ঐরূপ ব্যবহার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি না হইতে পারে। কারণ ইত্যগ্রে যিনি এই জেলার বন্দোবস্তের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনিই বর্ত্তমান সময়ে উক্ত জেলার কালেক্টরের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। বিবেচনা করি, ইনি যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, (অর্থাৎ প্রজার অস্বীকার মতে যে বর্দ্ধিত কর ধার্য্য করিয়াছিলেন।) প্রজার নিকট ঐ কর আদায় করাই ইহাঁর ঐ পদগ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য। কেন না, উক্ত পদে তিনি উপবিষ্ট হইয়া বর্দ্ধিত কর আদায়ের পক্ষে চেষ্টা পাইতেছেন। তিনি ষ্টেট জলামুঠা ও মাজনা মুঠার যাবতীয় প্রজাগণকে ঐ বর্দ্ধিত হারের এক এক খণ্ড জমাবন্দী সহ নোটিশ দিলেন, প্রজারাও তাঁহাকে নোটীশের দ্বারায় জানাইয়াছিলেন। ইহাতে তিনি কোন উত্তর না দেওয়াতে প্রজারা হতবুদ্ধি হইল, অবশেষে ইহাদের মধ্যে সঙ্গতিপন্ন লোকেরা দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। হায়! কি আক্ষেপের বিষয়! কালের মাহাত্ম্যে পিতাকে আসামী করিয়া পুত্রকে বাদী শ্রেণীভুক্ত হইতে হইল। এই সকল মকদ্দমা কাঁথির মুন্সফী আদালতে প্রজাদের কর্ত্তৃক উপস্থিত করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টও বিশেষ যোগাড়ের সহিত স্বপক্ষ সমর্থন করিতেছেন। তবুও এই হতভাগ্য প্রজাগণ ক্ষান্ত হইবার নহে। তাহা কেন হইবে? এই ভূমি হইতে যে এক মাত্র ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া যখন ঐই সকল প্রজাদিগকে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তখন ঐ ভূমীর উপর এবম্প্রকার অন্যায় কর সংস্থাপিত হইলে তাহারা কিরূপে ক্ষান্ত থাকিতে পারে? কিন্তু ইহাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিতেছি যে, প্রজার বিরুদ্ধে মকদ্দমা চালাইতে আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহাতে এ যাত্রা ইহাদিগকে (প্রজাদিগকে) যে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। "স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ।" আর্য্য কবিকুল চূড়ামণি কালিদাস এই বাক্য দ্বারা মহারাজ দিলীপের গুণ বর্ণন ও উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন কেন? আমাদিগের গবর্ণমেণ্টও কি সেই দিলীপের স্থানীয় নন?

উপসংহার কালে আমাদিগের প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের নিকট সানুনয় প্রার্থনা এই যে, বাম হস্তের অনুরোধে যেন দক্ষিণ হস্ত ছেদন না করেন।

### কয়েদিদিগের অনাহারে মৃত্যু।

সম্প্রতি জেলের কয়েদিদিগের সম্বন্ধে গত বর্ষের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তৎপাঠে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। এদেশে এই একটী প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে "পেটে খাইলে পিঠে সয়"। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যদি কয়েদিদিগকে উদর পুরিয়া খাইতে দিয়া অধিক খাটাইয়া লইতেন তাহা হইলে ক্ষতি ছিল না। কর্ম্মকর্ত্তারা তাহা না করিয়া অনাহারে তাহাদিগকে অধিক খাটাইয়া লওয়াতে অনেক কয়েদী পীড়িত হইয়া চিকিৎসাভাবে অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শুদ্ধ ইহা নহে, এতদ্ভিন্ন তাহারা কর্ম্ম করিতে না পারিলে ইহার উপর তাহাদিগকে গুরুতর বেত্রাঘাত ও করা হইত। আমরা বিশেষ জানি কয়েদিদিগের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের লাভ ভিন্ন ক্ষতি হয় না। বর্ষে বর্ষে ব্যয় বাদে জেলের উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতিতে যে টাকা আয় হয় তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। গবর্ণমেণ্ট যদি কয়েদিদিগকে উদর পুরিয়া খাইতে দিতেন এবং অতিরিক্ত শ্রম না করাইতেন তাহা হইলে তাহারা প্রায় পীড়িত হইত না এবং নিয়মিত শ্রম করিয়াও অধিক কাজ করিতে পারিত। অনেক লোকের এরূপ সংস্কার আছে, লোককে যত অধিক সময় খাটান যায় তাহা দ্বারা তত অধিক কাজ পাওয়া যায়; কিন্তু এটী ভ্রান্ত সংস্কার। মানুষের শরীর সমস্ত দিন সমান বহে না। কার্য্য আরম্ভ করিয়া প্রথম প্রথম যত অধিক পরিশ্রম করা যায় শেষে আর তেমন খাটা যায় না। কিন্তু প্রহরীরা তাহা না বুঝিয়া তাহাদিগকে নানাপ্রকার সাজা দিয়া থাকে। সুতরাং ভয়ে তাহাদিগকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় এবং সে শ্রমনিবন্ধন তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তাহাদিগের এই দৌর্ব্বল্যবশতঃ গবর্ণমেণ্টের নানাপ্রকার ক্ষতি হইয়া থাকে। সবল দেহে তাহারা যেরূপ খাটিতে পারে দুর্ব্বল শরীরে সহস্র বেত্রাঘাত করিলেও তাহারা তত শ্রম করিতে পারে না। স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া লোকে যত অধিক শ্রম করিতে পারে অনিচ্ছাপূর্ব্বক কখনই তত পারে না। এস্থলে আমরা কৃষাণ কার্য্যকে উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিলাম। কোন এক ব্যক্তিকে একটী কার্য্য কুরাণ করিয়া দিলে সে তাহার রোজের অপেক্ষা অল্প সময়ে তাহা সম্পন্ন করিয়া দিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট ও যদি কয়েদিদিগকে সঙ্গত মত কার্য্য বিভাগ করিয়া দেন এবং সেই কার্য্য বুঝিয়া লন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা প্রাণপণে খাটিয়াও অল্প সময়ে তাহারা তাহা সুসম্পন্ন করিয়া দিয়া বিশ্রাম করিতে পারে। এরূপ করিলে গবর্ণমেণ্টেরও অল্পসময়ে অধিক কাজ সম্পন্ন হইতে পারে এবং তাহাদিগেরও স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। এস্থলে আমাদিগের আর এক কথা এই, কয়েদিদিগের দশটার পরে এখন খাইবার যে নিয়ম আছে তাহাও তাহাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গের [illegible] কারণ। ভারতবর্ষ গ্রীষ্ম-প্রধান স্থান। এখানকার লোকের সকাল বিকাল খাওয়া অভ্যাস, দুই প্রহরের সময়ে আহার করিয়া তাহারা বিশ্রাম করে। সুতরাং

তাহাদিগের শরীরও তাহাতে ভাল থাকে। গবর্ণমেণ্ট বিলাতের রীতি অনুসারে কয়েদিদিগকে দশটা হইতে খাটাইবার যে নিয়ম করিয়াছেন তাহাতে তাহাদিগের প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য্য হয়। বিশ্রামের যে নির্দ্দিষ্ট সময় আছে তাহাদিগকে সেই সময়ে রৌদ্রে খাটিতে হয়, সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মের সামান্য বৈলক্ষণ্য হেতু সহজেই তাহাদিগের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া যায়। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট যদি তাহাদিগের সকাল বিকাল খাটিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন তাহা হইলে তাহাদিগের শরীরও সুস্থ থাকে এবং তাহাদিগের দ্বারা কার্য্যও অধিক হয়। বেলা দুই প্রহরের সময়ে কয়েদিদিগকে খাটান যেমন তাহাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গের প্রধান কারণ, তেমনি উদর পূরিয়া খাইতে না দেওয়া ও অসঙ্গত বেত্রাঘাত করা তাহাদের মৃত্যুর প্রধান কারণ। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন সাহেব যেরূপ বিজ্ঞ ও বহুদর্শী লোক তাহাতে তাঁহার শাসনে এই লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হওয়া অল্প ক্ষোভ ও দুঃখের বিষয় নহে।

"গত ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে জেলের নিত্যপীড়িত কয়েদীর সংখ্যা ১০ জন মাত্র ছিল, তৎপরে কিছু বৃদ্ধি হয়। কেবল ১৮৬৩ অব্দে দৈনিক পীড়িত ব্যক্তির সংখ্যা ১৮৭৯ অব্দের অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। ১৮৭৯ অব্দে কয়েদিদিগের মৃত্যু সংখ্যা দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন পূর্ব্ব ১৬ বৎসরের অপেক্ষা (১৮৬৬ সাল ভিন্ন) অধিক হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন গত বৎসরে বিসূচিকা রোগে পূর্ব্ব ১৬ বৎসর অপেক্ষা অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু ১৮৬৬ অব্দের বিসূচিকা রোগে যত লোক মরিয়াছে ৭৯ অব্দের সহিত তুলনা করিলে তাহার সংখ্যা অধিক হইবে। ঋণের নিমিত্ত কারারুদ্ধ লোক ভিন্ন গত ১৮৭৭ অব্দে বঙ্গদেশের জেল সমূহে ১৮৭০৯ জন কয়েদী কারাগারে নিত্য অবস্থান করিয়াছে। ঐরূপ ১৮৭৮ অব্দে ১৬ ১১ ও ১৮৭৯ অব্দে ১৮৪৪৩ জন কয়েদী নিত্য কারারুদ্ধ ছিল। উহাদের মধ্যে ১৮৭৭ অব্দে ৭৩০, ১৮৭৮ অব্দে ৮০৩ ও ১৮৭৯ অব্দে ৯৪৭ জন কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। ১৮৭৭ অব্দে বিসূচিকা রোগে ১৫। ১৮৭৮ অব্দে ২১৫ ও ১৮৭৯ অব্দে ৩৪১ জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ১৮৭৭ অব্দে ৭৬৩। ১৮৭৮ অব্দে [illegible] ও ১৮৭৯ অব্দে ১৭১১ জন কয়েদীর অন্যান্য কারণে মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৭৮ অব্দে [illegible] ও ১৮৭৯ অব্দে ২৮৩৬৬ জন কয়েদী চিকিৎসার্থ [illegible] প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ দুই অব্দে দৈনিক [illegible] সংখ্যা ৭৫০ হইতে ৯০৩ [illegible] গবর্ণরের অধীনে ৪৭ টী জেল আছে, তাহার মধ্যে ৪০ টী জেলের পীড়িত কয়েদীর সংখ্যাই অধিক। এই সকল পীড়া কেবল জেল অধ্যক্ষদিগের অমনোযোগিতা নিবন্ধনই ঘটিয়া থাকে। অসংখ্য কয়েদী সুচিকিৎসা ও সুপথ্যের অভাবে অকালে কাল কবলে নিপতিত হয়।

ডাক্তার মাউয়েট হইতে জেলের অনেক উপকার হইয়াছিল, তিনি মধ্যে মধ্যে সম্বাদপত্রের সম্পাদকদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া জেলের অবস্থা দর্শন করাইতেন এবং তাঁহারা বন্দীগণের অবস্থা দেখিয়া যেরূপ সংবাদ প্রচার করিতেন, তিনি মনোযোগ পূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্য করিতেন। ১৮৬০ অব্দে বন্দীগণের মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ১৩ জন ছিল, কিন্তু ১৮৭০ অব্দে যৎকালে মহাত্মা মাউয়েট বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করেন, তখন ঐ সংখ্যা কমিয়া শতকরা ৪ জনে পর্য্যবসিত হয়। তৎপরে সার জর্জ্জ কেম্বল লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর হইয়া ডাক্তার মাউয়েটের কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত করেন, সেই সময় জেলের দুর্দ্দশা আবার পূর্ব্বের ন্যায় হইয়া উঠে। সেই অবধি মৃত্যু সংখ্যা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। বর্ত্তমান লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেনও উহার কোন পরিবর্ত্ত করেন নাই, ইহাতেই যে অস্বাস্থ্য ও অকাল মৃত্যু জেলের মধ্যে ভীষণভাবে বিরাজমান থাকিবে তাহা বিচিত্র কি? আইন যত কঠিন হইতেছে কয়েদিদিগের অপরাধের সংখ্যাও তত বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৭৮ অব্দে অপরাধীর সংখ্যা ৩১৬৭২ ছিল, কিন্তু গতবর্ষে ঐ সংখ্যা ৫১৬৭০ হইয়াছে। উহার মধ্যে ৪২৪৬ জন তামাক খাওয়া ও নিষিদ্ধ দ্রব্য গ্রহণ, ৩১৭২৯ জন কার্য্যে শৈথিল্য প্রদর্শন এবং ১৫৫৬১ জন জেলের অন্যান্য নিয়ম ভঙ্গ করা অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে। দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ১০৩৪১ জনকে কাজিহাউসে বদ্ধ রাখা ও অল্প পরিমাণে খাদ্য দেওয়া হয়। ৮৩৪ জনের দৈহিক দণ্ড বিধান করা এবং ২৭৩৪৯ জনকে অন্যান্য প্রকার শাস্তি দেওয়া হয়।

এই গুরুতর দণ্ড দর্শন করিয়াও কর্ত্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হন নাই, তিনি ১৮৭৮ অব্দের বেত্রাঘাতের সংখ্যা অল্প দেখিয়া নানাপ্রকার অনুযোগ করিয়াছিলেন। শুনা গেল গত বর্ষে ৮২৫২ জন লোককে বেত্রাঘাত করা হয়। ১৮৭৬ ও ৭৭ অব্দের সহিত এই বেত্রাঘাতের সংখ্যার তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে ৭৯ সালের বেত্রাঘাতের সংখ্যা ঐ দুই বৎসরের অপেক্ষা দুই তিন গুণ অধিক। আবার ১৮৭৬ অব্দের জেল সমূহে নিত্য যে কয়েদীর সংখ্যা ছিল ১৮৭৭ ও ৭৮ অব্দে তদপেক্ষা কয়েদীর সংখ্যা প্রায় ২০০০ কমিয়া গিয়াছে।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর এই নিষ্ঠুর ব্যাপারের সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ভবিষ্যতে যাহাতে আর এরূপ লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হইতে না পারে তাহার সবিশেষ চেষ্টা পাইয়া সর্ব্বসাধারণের যশোভাজন হউন। উনবিংশ শতাব্দীর শাসনে এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার আর শোভা পায় না। কয়েদিদিগকে উদর পূরিয়া খাইতে দেওয়া ও লঘু পাপে গুরুদণ্ডের হস্ত হইতে রক্ষা করা হউক। তাহা হইলে কার্য্যও অধিক পরিমাণে হইবে এবং গবর্ণমেণ্টও সর্ব্বপ্রকারে লাভবান্ হইবেন।

---

সম্প্রতি হাইকোর্ট একটী নূতন রকমের ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। উকীলেরা যত পড়িয়া শুনিয়া ওকালতি করিয়া থাকেন এটর্ণিদিগের পড়িবার জন্য তত বাধা বাধকতা নাই। হাইকোর্ট সম্প্রতি এই নিয়ম করিয়াছেন, এটর্ণিরা তিন বৎসর উপর্য্যুপরি বক্তৃতা করিলে পর, বিনা পরীক্ষায় উকীলের কার্য্য করিতে পারিবেন। পক্ষান্তরে উকীলদিগকে এটর্ণির কার্য্য করিতে হইলে, তাঁহাদিগকে পাঁচবৎসর এটর্ণিদিগের আর্টিকেল ক্লার্ক থাকিতে হইবে। এই পাঁচ বৎসর পরে তাঁহাদিগকে একটী পরীক্ষা দিতে হইবে। এটর্ণিদিগকে আপিলের মকদ্দমার তদ্বির করিতে হয় এবং উকীলদিগকে সদরের আদালতে মকদ্দমার পক্ষ সমর্থন করিতে হইয়া থাকে। এক পক্ষে উকীলদিগকে যেমন বি এল পরীক্ষা দিতে হয়, অপর পক্ষে তেমনি এটর্ণি হইবার জন্য পাঁচ বৎসরের পরে আবার পরীক্ষা দিতে হইবে। হাইকোর্টের বিচারপতিদিগকে এটর্ণিদিগের সহিত উকীলদিগের অপেক্ষা আইনের অনেক পরামর্শ করিতে হয়, এই জন্য তাঁহারা উকীলদিগের অপেক্ষা এটর্ণিদিগের সম্মান বৃদ্ধির জন্য এই নূতন ব্যবস্থাটী করিয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরস্পরের পদের হ্রাস বৃদ্ধি না করাই চিফ্ জষ্টিসের কর্ত্তব্য। এটর্ণিরা যদি তিন বৎসর কার্য্য করিয়া বিনা পরীক্ষায় উকীলের সদৃশ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে উকীলদিগকে পাঁচ বৎসর এটর্ণিদিগের আর্টিকেল ক্লার্ক না রাখিয়া এবং আর স্বতন্ত্র পরীক্ষা না লইয়া উভয়ের কেবল তিন বৎসর কার্য্যকালের উপর নির্ভর করিয়া পরস্পরের পদ পরস্পরকে প্রদান করাই সুবিচারের কার্য্য। অন্যথা উকীলদিগের গৌরবের হ্রাস হইবেক এবং লোকে সহজে উকীল হইতে চাহিবে না। তখন আর সকল লোকেই এটর্ণি হইতে চেষ্টা করিবে।

### পুস্তক সমালোচন।

শারীর বিধান। শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। শরীর মধ্যে কিরূপে রক্ত সঞ্চালিত হয়, কিরূপে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। কিরূপে শারীরিক উত্তাপ জাত হওয়া যায় এবং কিরূপেই বা খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় ইহাতে তদ্বিষয় সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই সমুদয় বিষয় জ্ঞাত হওয়া সকলেরই একান্ত আবশ্যক। ইহার মূল্য ২৷৹ টাকা।

উপহার। এখানি মাসিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে যে সকল বিষয় লিখিত হইতেছে তৎপাঠে সাধারণের বহু উপকার দর্শিতে পারে। ইহার রচনা হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে।

কাকিনীয়াধিপতি শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহোদয়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে রচনা। শ্রীযুক্ত বাবু গৌরসুন্দর চৌধুরী কর্ত্তৃক রচিত ও প্রকাশিত।

# বিবিধ সংবাদ।

রাণাঘাট হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, রাণাঘাটের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদলির হুকুম প্রকাশ হওয়াতে এখানকার সকলেই সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। এই সব ডিভিজনের প্রায় সহস্রাধিক ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বিদ্বান লোকে একখানি আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়া বদলি রহিতের প্রার্থনায় শ্রীযুক্ত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদের প্রজাবৎসল দয়াবান ছোট লাট সাহেব তাঁহাদের আশা পূর্ণ করিবেন এমত আশা আছে। উক্ত আবেদনপত্রে সকলেই এক বাক্যে উক্ত বাবুর দক্ষতা, সভ্যতা, পরিশ্রম ও সদ্বিচারের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

আমেরিকার এক প্রকার গমনশীল প্রস্তর আছে: নিবাডা প্রদেশে এই জাতীয় প্রস্তর অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ প্রস্তরের আয়তন বাদামের ন্যায়। আকৃতি গোল। ঐ প্রস্তরের দুই খণ্ড লইয়া যদি দুই কি তিন ফিট অন্তরে স্থাপন, করা যায় তাহা হইলে ঐ দুই খণ্ড পরস্পর পরস্পরের নিকটে সরিয়া যাইয়া একত্রিত হয়। আর যদি স্তূপ হইতে এক খণ্ড বিচ্ছিন্ন করিয়া সাড়ে তিন ফিট ব্যবধানে রাখা যায় তাহা হইলে ঐ বিচ্ছিন্ন খণ্ড এক প্রকার চক্রাকার গতিতে শীঘ্র গিয়া স্তূপের সহিত সংলগ্ন হয়। কিন্তু ৩।৪ ফিট অন্তরে স্থাপন করিলে উহা যেই স্থানেই স্থির হইয়া থাকে।

অনেকেই জানেন মাছের ছালে কোন কাজ হয় না। কিন্তু শিল্পীদিগের বুদ্ধি কৌশলে ক্রমে অসাধ্য সাধন হইতেও দেখা যাইতেছে। নরওয়ের এক ব্যক্তি ১৮৭৬ অব্দে ওয়েষ্টমিনিষ্টরের প্রদর্শনী মেলায় কতকগুলি মৎস্যের চিক্কণ চর্ম্ম উপস্থিত করেন। তিনি বলেন নরওয়ের অনেক লোকে তিমি প্রভৃতি মৎস্যের ছালে দস্তানা ও পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া পরিধান করে। ইহা দেখিতে যেমন সুন্দর তেমনি শক্ত। নরওয়ের সমুদ্রে আর এক প্রকার মৎস্য আছে তাহার ছালে উত্তম কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কানাডার কড নামে এক প্রকার মৎস্য আছে, তাহার ছালে উত্তম জুতা হয়। ঐরূপ আবার মিশর দেশের লোহিত সাগরে এক প্রকার মৎস্য আছে তাহার ছাল এত মোটা যে তদ্দেশবাসীরা তাহাতে জুতার তলা করিয়া থাকে। রুশিয়া ও সাইবিরিয়ার লোকে বর্ব্বট মৎস্যের ছালে কটিবন্ধ প্রস্তুত করে। তাতারেরা আবার আর এক প্রকার মৎস্যের ছালে ব্যাগ ও পোষাক প্রস্তুত করিয়া থাকে। মধ্য আসিয়ার উপকূলবাসীরা স্যালমন মৎস্যের ছালে আঙরাখা করিয়া থাকে। মালাবার সমুদ্রে ক্ষুদ্র হাঙ্গরাকৃতি এক প্রকার মৎস্য আছে তাহার ছাল মরকো চর্ম্মের ন্যায় শক্ত ও দেখিতে সুন্দর এই নিমিত্ত তদ্দেশবাসীরা উহার ছালে মস্যাধার, বাক্স, সামাদান ও সাজি প্রভৃতি নানা প্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করে।

আগামী ২৯ এ নবেম্বর সোমবার হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা ও এল, এ পরীক্ষার্থীদিগের পরীক্ষা গৃহীত হইবে এবং ৩ রা জানুয়ারিতে বি, এ, পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

আমেরিকার কলের গাড়িতে কাগজের চাকা দেওয়া হইতেছে। ইহা যেমন সুলভ মূল্য তেমনি সহজ প্রাপ্য। উহা লোহার চাকার ন্যায় দৃঢ় করিয়া প্রস্তুত করা হইতেছে।

হামিলটন নামক একজন ইংরাজ ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানির বাষ্পীয় পোতে আরোহণ করিয়া স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা নিবন্ধন জাহাজ সমুদ্রে জলমগ্ন হওয়াতে হামিলটনের মৃত্যু হয়। বিবি হামিলটন স্বামীর মৃত্যু নিবন্ধন উক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ক্ষতি পূরণের নালিস করেন। শুনা গেল বিচারপতিরা কোম্পানির প্রতিকূলে বাদিনীকে চৌদ্দ হাজার টাকার ডিক্রি দিয়াছেন। কোম্পানির নামে এইরূপ আর দুই চারিটী নালিস হইলে বোধ হয় তাঁহাকে ফেইল হইতে হয়।

রুশের এক রাজকুমার জোয়া খেলিয়া কয়েক দিন মধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ রুবল হারিয়াছেন। রাজার হাল স্বর্গে বর।

শুনা গেল সিমলায় পাহাড়ে ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অতএব বিবেচনায় গবর্ণমেণ্টের সেখানে আর থাকা কর্ত্তব্য নহে।

পাটনা জেলায় বিস্তর ষ্টাম্প জাল হইতেছে। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ইহার অনুসন্ধানার্থ হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্যামাধব রায়কে তথায় প্রেরণ করিয়াছেন।

আমারা প্রায় সকল স্থান হইতেই সুবৃষ্টির সংবাদ পাইতেছি। কিন্তু বেহারে ভাল বৃষ্টি হয় নাই শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। শুনা যাইতেছে তথায় আর দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রচুর বারিবর্ষণ না হইলে জলাভাবে আদৌ কৃষিকার্য্য হইবে না এবং শীঘ্রই ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম পুলিষ কমিশনর লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের আজ্ঞাক্রমে এক সর্কুলার প্রচার করিয়া দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে জানাইয়াছেন যে যাঁহারা অস্ত্রবিষয়ক আইনের অন্তর্গত ছিলেন তাঁহারা তাহা হইতে মুক্ত হইলেন। আপদের শীঘ্র শান্তি হইলেই ভাল হয়।

আমেরিকার অন্তর্গত নিউইয়র্কের ডাক্তার ট্যানার নামে এক ব্যক্তি অনাহারে হঠাৎ মানুষ মরে এই কথা শুনিয়া এককালে বিস্ময়াম্বিত হইয়াছিলেন। তিনি ঐ কথায় বিশ্বাস না করিয়া স্বয়ং ইহার পরীক্ষা করিয়া সকলকে দেখাইয়াছিলেন। তিনি ২৮ এ জুন হইতে ৪০ দিন কিছু খান নাই।

৯ ই আগষ্ট সিলেট হইতে সংবাদ আসিয়াছে নাগারা পুনর্ব্বার ইংরাজ রাজ্যে আসিয়া অত্যাচার করিতেছে। উহারা গোলাঘাটের নিকট নবাব সাহেবের বাগান আক্রমণ করিয়া কয়েকজন লোককে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং সাহেবের পাঁচটী শিশুর মস্তক ছেদন করিয়াছে। এই উপলক্ষে আবার বুঝি নাগা যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

এক ব্যক্তি আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন জেলা পূর্ণিয়ার অন্তঃপাতী খোয়াথালী ও সূর্য্যপুরে গণজাই নামে এক প্রকার জাতি আছে। তজ্জাতীয় স্ত্রীলোকেরা দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করে তদ্দ্বারা পুরুষদিগের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হয়। উহাদিগের কন্যাগণের ২৫। ২৬ বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহ হয় না। যদি স্বামীর সহিত মনের মিল না হয় তাহা হইলে মনোমত অন্য ব্যক্তির পাণিগ্রহণ করিয়া সুখে কালাতিপাত করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই তাহাতে তাহাদিগের নিন্দা নাই।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ স্বদেশে একটী সংস্কৃত কালেজ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ১৮ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ঐরূপ

ঢাকার অন্তর্গত বালিয়াটির সপ্রসিদ্ধ মৃত জগন্নাথ বাবুর স্ত্রী মৃত্যুকালে পতির নাম চিরস্মরণীয় রাখিবার নিমিত্ত জগন্নাথ স্কুলের স্থায়িত্ব সংকল্পে ১০ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

শুনা গেল আমাদিগের নূতন রাজস্বমন্ত্রী মেজার বেরিং সাহেব ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছেন।

সম্প্রতি আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট এইরূপ এক আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, যে সকল আসিষ্টাণ্ট সারজন মেডিকেল কালেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে যাঁহার গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা আছে তাঁহাকে ১৫ ই আগষ্টের পূর্ব্বে আবেদন করিতে হইবে। আর যাঁহারা ১৮৮২ অব্দের ১ লা জানুয়ারি পর্য্যন্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাহাদিগকে উত্তীর্ণ হইবার এক মাস পরে অভিপ্রায় জানাইতে হইবে।

চীনের একখানি সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে ১ লা জুলাই চীনের দক্ষিণ উপকূলে একটী ঘূর্ণ বায়ু উত্থিত হইয়া উপকূলবর্ত্তি স্থান সকলের এরূপ অনিষ্ট হইয়াছে যে ১৮৭৪ অব্দের প্রবল ঝটিকাতেও সেরূপ অনিষ্ট হয় নাই। কেণ্টন নামক স্থানে ঘূর্ণ বাতাশ ও জলপ্লাবনে হাজার হাজার অট্টালিকা ও চিন দেশীয় জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছে। এই ভয়ানক জলপ্লাবন ও ঝটিকাতে জলমগ্ন হইয়া ১০০০১ লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবং অসংখ্য লোক আহত হইয়াছে। এই ঝটিকা নদীর উভয় উপকূলেই উত্থিত হয়। শিকাপুরে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলবেগ ধারণ করে।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ডোভর প্রণালী ২২ মাইল বিস্তৃত থাকাতে জাহাজের দ্বারা গমনাগমন হয়। এক্ষণে প্রস্তাব হইতেছে উক্ত প্রণালীর উপর দিয়া রেলওয়ে শকট যাতায়াত করিবে ইহার পরীক্ষাও হইতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় এক নূতন প্রকার পিপীলিকা জাতি আছে। ইহাদের নিম্নোদরে মধুভাণ্ডার আছে। এই জাতি মধুভাণ্ডার আপন দেহের ভিন্ন স্থানে নড়াইতে পারে।

আলজিরিয়ার নামক স্থানের একজন ফ্রাসি ইঞ্জিনিয়ার সূর্য্যের উত্তাপে একটী ইঞ্জিন চালাইবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। ইনি সূর্য্যের উত্তাপে উক্ত ইঞ্জিন এক মিনিটে ১২০ বার ঘুরাইবেন।

চুঁচুড়া কমিসনর সাহেবের কাছারি হইতে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখুর্জ্জী নিম্নলিখিত হাঁপানি রোগের ঔষধ ধারণের নিয়মটী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

শনিবারের পূজা করিয়া ক্রিয়া করাইয়া ঐ দেবতার চরণের নির্ম্মাল্য লইয়া ঔষধ জড়াইয়া স্বর্ণ মাদুলিতে পুরিয়া গোধুলি সময়ে মস্তকে গলায় অথবা হস্তে ধারণ করিতে হইবে। যিনি ধারণ করাইয়া দিবেন তাহাকে ৩ দিবস স্পর্শ করা না হয়। ঔষধ ধারণ করিলে ২। ১ বার উক্ত রোগ হইলেও ভক্তির ত্রুটি না হয়। কিন্তু ধারণ করিলে ক্রমান্বয়ে শরীর গরম হইবে। তামাক, দধি, মর্ত্তমান রম্ভা নিষেধ। পীড়া আরোগ্য হইলে ৺ দেব উদ্দেশে কিছু ব্যয় করিবেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সম্প্রতি এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে ১৮৮১ অব্দের ১ লা জানুয়ারি হইতে তত্রত্য দেওয়ানী আদালত সমূহে দেশীয় ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরাজীতে হিসাব পত্র রাখিতে হইবে। আমরা দেখিতেছি এই বারেই কতকগুলি দেশীয় দরিদ্র ইংরাজ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির অন্নে ধূলি মুষ্টি নিক্ষিপ্ত হইল।

আজি কালি যে আয়ুব খাঁকে লইয়া মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে, অদ্য সংক্ষেপে আমরা তাঁহার জীবন চরিত নিম্নে বিবৃত করিলাম। আয়ুব খাঁ গত ১৭ ই জুলাই কুসকীনাখদ নামক স্থানে সেনাপতি বরোসকে পরাস্ত করিয়া প্রায় তাঁহার ১২০০ শত রণনিপুণ সৈন্যের প্রাণ সংহার করিয়াছেন। ইনি ইংরাজদিগের বর্ত্তমান বন্দী ইয়াকুব খাঁর ভ্রাতা। ১৮৬৮ অব্দে আজীম খাঁ যখন কাবুলের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, ইনি তৎকালে নগর পরিত্যাগ করিয়া যান। ১৮৭০ অব্দে ইয়াকুবকে সঙ্গে লইয়া ঘোরতর বিদ্রোহীর ন্যায় প্রত্যাগত হয়েন। ১৮৭০ ও ৭১ অব্দে আমীরের সহিত ইয়াকুবের পুনর্ম্মিলন হয় এবং আয়ুবকে বাহাদুর খাঁ নামক ইয়াকুবের একজন বিশ্বস্ত অনুচরের তত্ত্বাবধানে হিরাটের, গবর্ণরী দিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু কার্য্যে তাহা না হওয়াতে আয়ুব ১৮৭২ অব্দের আগষ্ট মাসে মীর আখোর আহম্মদ খাঁর সমভিব্যাহারে কাবুলে উপস্থিত হন। এই বারে তিনি আমীরকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে ইয়াকুব তাঁহার যথার্থ হিতৈষী নহেন। আপনি তাহার যে বিশ্বাস স্থাপনা করিয়াছেন, তন্নিবন্ধন একদা আপনাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলে ১৮৭৪ অব্দে নবেম্বর মাসে আমীর ইয়াকুবকে ধৃত করেন। আয়ুব তৎকালে হিরাটে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ইয়াকুবের কারাবরোধের সংবাদ পাইয়াই আমীর যাহাতে তাঁহার নিকট হইতে হিরাট না লইতে পারেন তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন আমীর এই সময়ে ফকীর আহাম্মদের অধীনে ছয় দল সৈন্য প্রেরণ করেন। আয়ুব যে সময়ে দুর্গ মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সৈন্যগণ সেই সময়ে হিরাটের নিকটে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করে। এই সময়ে আয়ুবের সঙ্গীরা সাগাসি সেরদিল নামক এক ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া দিলে তিনি কারারুদ্ধ হন। আয়ুব এই সময়ে হিরাট হইতে দশ মাইল অন্তরে শিবির সন্নিবেশ করেন। এই সময়ে কয়েক জন তুরস্ক দেশীয় লোক আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করে। নানা কারণে এই মীমাংসা হইয়া যায়। ১৮৭৫ অব্দে জানুয়ারি মাসে তিনি কয়েক জন বিশ্বস্ত অনুচর সমভিব্যাহারে পারস্য দেশে প্রস্থান করেন। তিনি কার্ক নামক স্থানে অবস্থান করিয়া মেসেদের কর্তৃপক্ষের নিকটে আদেশ লইয়া রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করেন। এই সময়ে কার্কের শাসন কর্ত্তা ফকীর মহম্মদের বিশ্বাসঘাতকতায় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হন। কিন্তু আয়ুব তাঁহাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করেন। মেসেদস্থ পারস্যের কর্তৃপক্ষ তৎকালে আয়ুবের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন নাই, কিন্তু উপর হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইলে তাহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। এবং দৈনিক ১৬০ টাকা ভাতা দিবারও ব্যবস্থা হইয়াছিল। জেনারল ফকীর আহাম্মদকে পুনরায় হত্যার ভয় দেখানতে তিনি আবদুল আলীম খাঁর শরণাপন্ন হন। পরে তিনি তথা হইতে পলাইয়া আসিয়া আয়ুব খাঁকে আফগানস্থানে প্রত্যাবৃত্ত করিবার চেষ্টা পান। বায়রাম খাঁও তাঁহাকে আনিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইয়াকুবের দুর্দ্দশা দেখিয়া উহাদিগের কাহার কথায় বিশ্বাস না করিয়া আফগানিস্থানে আসিলেন না। তৎকালে তিনি এই মাত্র বলিয়াছিলেন, আমি পারস্যে অবস্থান করিব। তবে যদি তাহারা আমার সহিত সদ্ব্যবহার না করে তবে তুরস্কে যাইব। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই টিরাণস্থ ইংরাজ মন্ত্রী তাঁহাকে ধরিয়া দিবার অভিপ্রায় করেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে তিনি চেষ্টা হইতে বিরত হন। ১৮৭৮ অব্দে আয়ুব আমীর সীয়ারাসীর অনুগত ইয়াকুব খাঁর পুল্য তাজ মহম্মদ খাঁর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।

ঈর্ষা মানব জাতির কেমন শত্রু? পাঠকগণ তাহার উদাহরণ দেখুন! কাটোয়ার দুই জন যুবকের শৈশবাবস্থা হইতে মৈত্রতা বন্ধন হয় এবং উভয়ে সমপাঠী হইয়া ক্রমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। ইহার মধ্যে একজন সমপাঠী বি, এ, পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া কাটোয়া বিদ্যালয়ের ২ য় শ্রেণীর শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। অপর বন্ধুটী ক্রমে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। দ্বিতীয় বন্ধুটী তাঁহার মিত্রের উন্নতি হৃদয়ে শেলসম বলিয়া প্রতীত হওয়াতে এক দিন রাত্রে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

কলিকাতার কাশিপুরের গঙ্গায় একজন ধীবর কর্ত্তৃক একটী কুম্ভীর ধৃত হইয়াছে। এই কুম্ভীরের উদর চিরিয়া ১৯ খানি স্বর্ণালঙ্কার বাহির করা হইয়াছে। কুম্ভীরের গর্ব্ভে সুবর্ণালঙ্কার, এই কথাটী শ্রবণ করিয়া পাঠকগণ আমাদিগের ন্যায় আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই। বুঝি কোন সময়ে কোন ধনাঢ্য রমণী ইহার উদরসাৎ হইয়াছিল?

একজন দেশীয় খ্রীষ্টান ইন্দোরে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিছু দিন হইল সার হেনিরি ডেলি সাহেব কর্ত্তৃক কারা মুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইন্দোরের মহারাজ উক্ত মিশনরিকে ভবিষ্যতে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম পুস্তক বিক্রয় না হয় তদ্বিষয়ের জন্য সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

কয়েক দিন গত হইল এলাহাবাদে অনবরত চারি ঘণ্টা কাল বৃষ্টি হয়।

দুই জন স্ত্রীলোক বেশধারী ছদ্মবেশী জুয়াচোর ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কর্ড ও লুপ লাইনের নিকট ধরা পড়িয়াছে। ইহাদিগের নিকট দুই খানি ধারাল ছুরিকা ও আরসিনিক এবং বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত কতকগুলি বটীকা পাওয়া গিয়াছে।

মান্দ্রাজ রেলওয়ের একজন ভ্রমণকারী আপন স্ত্রী ও সন্তান সমভিব্যাহারে গমন করিতে ছিলেন। কাপ্তেন আরচার এবং হেনিরি নামক দুই জন ইংরাজ সেই শকটে উত্থিত হইয়া উক্ত ভ্রমণকারীর উপর অত্যাচার করাতে উভয়ের হাজার টাকা দণ্ড হইয়াছে।

ষ্টেট সেক্রেটারি কলিকাতা হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত অনরেবল আনসলি সাহেবকে ১ লা জুন হইতে বেঙ্গল সিবিল সার্ব্বিসের কার্য্য হইতে বিদায় দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

২১এ আগষ্ট বসির হাটে এরূপ ভয়ানক ভূমীকম্প হইয়া গিয়াছে যে সাতটী গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে। ইহার কম্পন ১৫ মিনিট ছিল।

## কোম্পানির কাগজের দর।

| | | | |
|---|---|---|---|
| শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ | | ৯৮৶০ হইতে ৯৬ | |
| " ৪॥০ " " | ১৮৭০ (১৮৮৫) | ১০১ হইতে ১০২৷৶ | |
| " ৪॥০ " " | ১৮৭১ (১৮৮৬) | ৯৬॥০ | |
| " ৪॥০ " " | ১৮৭৮-৭৯ (১৮৯৩) | ১০৪৵০ হইতে | |
| " ৪॥০ " " | ১৮৭৯ (১৮৯৩) | ১০৪৶০ | |
| " ৪॥০ " " | ১৮৮০ (১৮৯৩) কুপং | ১০৫॥০ | |
| " ৫ " " | ১৮৬৭ (১৮৮২) | ১০১ | |

বোম্বাইয়ের এক খানি সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে হোলকারের মহারাজ তাহার একটী পুত্রের জন্য ৮০০০০ টাকা দিয়া কুরলা নামক স্থানে একটী ষ্টেট ক্রয় করিয়াছেন।

সম্প্রতি লণ্ডনে তিন দিবস ধরিয়া অবিশ্রান্ত বারি বর্ষণ হইয়াগিয়াছে। কিন্তু অদ্যাবধি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বিন্দু বিন্দু বারি বর্ষণ প্রভৃতির উপশম হয় নাই। ইহাতে ভয়ানক ঠাণ্ডা হওয়াতে বরফ পতিত হইতেছে।

১৫ ই আগষ্ট আমেরিকার আটলাণ্টিক উপকূল বর্ত্তি স্থান সমূহে ও চিকাগোতে এরূপ গ্রীষ্ম হয় যে তাপমান যন্ত্রের পারদ এক শত ডিগ্রী উত্থিত হয়। তথাকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সংবাদে জানা গেল সর্দ্দি গর্ম্মিতে ২০ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

রুশিয়ার খানকাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক জন প্রফেসর সেক্সপিয়র পুস্তক তুরক ভাষায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আমেরিকাবাসীরা জগতের প্রায় সকল জাতিকে সকল বিষয়েই টেক্কা দিলেন। কি বিজ্ঞান বিষয়ে, কি বিদ্যা বিষয়ে, কি নূতন আবিষ্ক্রিয়া বিষয়ে, কেহই তাঁহাদিগের সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ নহেন। সম্প্রতি গ্লাসগোর আসোসিয়েসন সভা দূর দেশে ডাকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্কটলণ্ডে তাঁহারা এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া ভারতবর্ষে ঐ শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। পত্রের দ্বারা শিক্ষা দিবার জন্য তাহারা তথায় একটী স্বতন্ত্র বিভাগও স্থাপন করিয়াছেন। ঐ সকল বিভাগে অতি উত্তম উত্তম শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। এই শিক্ষকেরা বালক বালিকাদিগের পাঠোপযোগী উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয় লিখিয়া পত্র দ্বারা ছাত্রগণের নিকট প্রেরণ করিবেন। এই সকল পত্রের লিখিত বিষয় বালকগণ ইচ্ছা করিলে বিদ্যালয়ে গিয়া অথবা গৃহে বসিয়া তাহার আলোচনা করিতে পারিবে। তবে যে সকল বালক গৃহে বসিয়া পড়িবে তাহাদিগকে পাঠের রীতি পদ্ধতি বলিয়া দেওয়া হইবে। এই প্রকারে পাঠ সমাপ্ত হইলে ঐ সকল শিক্ষক যথা সময়ে তাহাদের পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। এবং পরীক্ষার কাগজ দেখিয়া ভ্রম সংশোধন করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। গ্লাসগো সভার এই অবলম্বিত কার্য্য প্রণালী দ্বারা স্কটলণ্ডীয় বালক বালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হওয়াতে ইউরোপের প্রায় অধিকাংশ লোকই উহার পক্ষপাতী হইয়া দাড়াইয়াছেন, এবং স্ব স্ব দেশে ঐ প্রথা প্রচলিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন।

" এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন সমালোচকের গ্রাহকগণ সময়ে মূল্য না দেওয়াতে উহার আয়ুঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। অধুনা সমাজের একখানি সংবাদ পত্রের অন্তর্দ্ধান হওয়া অবশ্য শোচনীয় তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সমালোচক যেরূপ বিগর্হিত সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে উহার অবসাদ আমাদিগের তাদৃশ শোক ও দুঃখের কারণ নহে। সমালোচকের ন্যায় সংবাদ পত্রের যতই লোপ হয়, সমাজের ততই মঙ্গল "। লেখকের বোধ হয় সমালোচক সম্পাদকের উপর কিছু ঈর্ষ্যা আছে।

ইংলণ্ডীয় রাজ্ঞীর নিকট হইতে একটী দূত ভারতবর্ষীয় রাজপ্রতিনিধির নিকটে আসিয়াছেন। দূত প্রমুখাৎ এই সংবাদ অবগত হয়েন কাবুল-যুদ্ধে অনেক ইংরাজ সেনাপতি ও সৈনিক পুরুষ হতাহত হইয়াছেন তাহাতে রাজ্ঞীর অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যথিত হইয়াছে।

আমরা অবগত হইলাম ২৬এ আগষ্ট হায়দ্রাবাদের নিজাম মারকুইস অব রিপন রাজপ্রতিনিধিত্বের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন এই উপলক্ষে আপন প্রাসাদে অতি সমারোহের সহিত একটী দরবার করেন। এই সমারোহে সার রিচার্ড মিড ও অন্য অন্য আফিসরগণ উপস্থিত ছিলেন।

আগষ্ট মাসের শেষে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ১৬৮১৫০২ মণ চাউল মজুত আছে। ইহার মধ্য হইতে ৬।০ লক্ষ মণ ব্যবসায় জন্য রপ্তানি করা হইয়াছে।

সুবারবন মিউনিসিপালিটীর করদাতৃগণের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তি সভ্যনির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত মিউনিসিপালিটীর অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে অধ্যক্ষ তাঁহাদের আবেদন গ্রাহ্য করেন নাই। বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন যে আমাদিগের দেশে সভ্য নির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার সময় এখন উপস্থিত হয় নাই। যাহা হউক তিনি লোকরঞ্জনানুরোধে ইহাতে মত প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু মিউনিসিপালিটীর অধ্যক্ষ এই বলিয়া আপত্তি করেন যে সুবার্ব্ব সমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অভিপ্রেত নহে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম কলিকাতার পশুদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণী সভার কার্য্য একণে সুচারুরূপে চলিতেছে। ১৮৭৯ অব্দে পশুদিগের প্রতি অত্যাচার নিবন্ধন ২৪৬৫ জন লোক দণ্ডিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে অপরাধির সংখ্যা গত বর্ষে প্রায় ৪২৭ জন অধিক। এবং ইহাদিগের মধ্যে ৯৩ জন গরুরগাড়িতে অধিক বোঝাই দেওয়াতে দণ্ডিত হয়। এতদ্ভিন্ন ঘোড়ার ও গরুর প্রতি অত্যাচারের নিমিত্ত ৮১৯ ও ১৫৯০ জন যথাক্রমে দণ্ডিত হয়। ঐ দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ৫০২৩

টাকা জরিমানা আদায় হয় তন্মধ্যে উক্ত সভায় এই টাকার অদ্ধাংশ প্রদত্ত হইয়াছে।

ইণ্ডিয়া জেনেরল ষ্টিম নাবিগেসন কোম্পনির মাতলা নামক প্লাটের কাপ্তেন ফেড্রিক টিটরিক উক্ত কোম্পানির ১০০ টাকা মূল্যের করেল দড়ী অপহরণ করিয়া নর্থ নামক জাহাজের কাপ্তেনকে বিক্রয় করাতে কলিকাতা পুলিষের মাজিষ্ট্রেটের বিচারে কাপ্তেনের ৩ মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারা বাসের আদেশ হইয়াছে। কাপ্তেনের এত ছোট নজর।

পোষ্ট আফিসে যে কয়েকটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টপদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ডেডলেটার আফিসের বয়েড সাহেব পূর্ব্ব বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন। হুগলীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু রাধাকান্ত দত্ত বয়েড সাহেবের পদে, হিউইট সাহেব কৃষ্ণনগর বিভাগে, বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিম বিভাগে, হেষ্টন মেদনীপুর এবং বাবু সূর্য্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মধ্য বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একাউনটেণ্ট হইয়াছেন।

ভারতসভা ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের কৃত অত্যাচার নিবারণার্থে যে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন তাঁহাকে বলিয়াছেন সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় আইনটী হোম গবর্ণমেণ্টের অধীনে রহিয়াছে। লর্ড লিটনের ন্যায় লোকে যে এরূপ অন্যায় আইন প্রণয়ন করিবেন তিনি স্বপ্নেও তাহা মনে করেন নাই। লর্ড লিটন ত চলিয়া গেলেন যাঁহাদিগের উদ্যোগে এ আইনটী হইয়াছিল তাঁহারা এখনও সেই সেই পদে রহিয়াছেন। মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইনটী যাহাতে রহিত না হয় তাহাই তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা। উদার প্রকৃতি লর্ড রিপন যদি ঐ আইনটী উঠাইয়া দিতে যত্নবান হন তাহা হইলে তাঁহারা ইহা অপেক্ষা আর একটী গুরুতর আইন যাহাতে বিধিবদ্ধ হয় সেই চেষ্টা পাইবেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছা সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা যাহা লিখিবেন তাহা অন্যায় বোধ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দায়ী করিয়া যাহাতে তাঁহাকে দণ্ড দেওয়াইতে পারেন আইনটী তদুপযুক্ত হয়।

৭ ই জুন যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতার সর্ব্বশুদ্ধ ১২৭ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

প্যারিসের এক ব্যক্তি নিজের মধুমক্ষিকা পুষিয়া রাখিত। প্রায় সকল সময়েই তাহার গৃহে ৮। ৯ শত চাক থাকিত। এই মধুমক্ষিকারা চিনির কলে গিয়া এত চিনি খাইত যে বর্ষে বর্ষে ইহাতে তাহাদিগের প্রায় দশ সহস্র টাকা ক্ষতি হইত। চিনি পরিষ্কার করিবার জন্য বৃহৎ বড় বড় পাত্রে ভিজান হইত ঐ সকল মক্ষিকা তাহাতে বসিয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহা নিঃশেষ করিয়া দিত। কলের কর্ম্মচারীরা দংশন ভয়ে তাহাতে হাত দিত না। অধিক কি অনেক সময়ে চিনি সম্মুখে না পাইলে কর্ম্মচারী দিগকে দংশন করিয়া কলে বসিয়া চিনি খাইত এবং প্রভুর বাটী গিয়া মধুচক্রে সঞ্চয় করিত। প্রভু ঐ মধু বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন।

১৮৭৮ অব্দে অস্ত্র বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হওয়া অবধি নিম্ন বঙ্গে হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক যত মনুষ্য ও পশু এবং মনুষ্য কর্ত্তৃক যত হিংস্র জন্তু হত হইয়াছে নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল; যথা—

১৮৭৮ অব্দে অস্ত্র বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইবার ৩ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৮৫ অব্দে ২১০৭ জন লোক ও ৭৪৫০ টী পশু হিংস্র জন্তুর দ্বারা হত হইয়াছে এবং ৩৬১৬ টী হিংস্র জন্তু মনুষ্য কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। ১৮৭৬ অব্দে ১৪৪১ জন লোক ও ৭৩৩২ টী পশু হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয় ঐ বৎসর ৪০২২ টী হিংস্র জন্তু মনুষ্য হস্তে নিহত হইয়াছিল। ১৮৭৭ অব্দে ১২৫৬ জন লোক ও ৯৩৬০ টী পশু যেমন হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক হত হয় তেমনি ৪১৩৮ টী হিংস্র জন্তুকে মনুষ্যে বধ করিয়াছিল। এ হিসাবে ঐ তিন বৎসরের প্রতি বৎসরে গড়ে মনুষ্য ১৬০১ ও পশু ৮০৪৭ টী হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক হত হইয়াছে এবং ৩৯২৫ টী হিংস্র জন্তুও মনুষ্যকর্ত্তৃক হত হয়। ১৮৭৮ অব্দে ১৩৪৭ জন লোক ও ১৯০৭ টী পশু হিংস্র জন্তুতে বধ করে এবং হিংস্র জন্তুও ৪৬৫০ টী মারা পড়িয়াছিল। ১৮৭৯ অব্দে ১২৬৪ জন লোক ও ১১২৯২ টী পশু হিংস্র কর্ত্তৃক নিহত হয় এবং ৫৫৪৩ টী হিংস্র জন্তুও মানুষে বধ করে।

উত্তর পশ্চিম বিভাগের হাইকোর্ট হইতে এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে আইন ব্যবসায়ীগণ নিজের কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বাণিজ্য ব্যবসায় করিতে পারিবেন না। অতএব যাঁহারা পূর্ব্বে বাণিজ্য কিম্বা অন্য কোন প্রকার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদের মহা বিপদ। ভাল আমরা জিজ্ঞাসা করি, যেসমস্ত জজ ও মাজিষ্ট্রেট চা, নীল প্রভৃতির ব্যবসায় করেন তাঁহারা কি মনোযোগ পূর্ব্বক স্বীয় কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করেন না? যাহা হউক এবিধিটী জনসাধারণের অপ্রীতিকর হইয়াছে।

আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ১৬৮১৫০২ মণ চাউল মজুত ছিল। তন্মধ্যে ছয় লক্ষ পচিশ হাজার মণ রপ্তানির উপযুক্ত বিবেচনা করা হইয়াছিল।

আমেরিকাবাসী কোন এক পণ্ডিত তাড়িতের দ্বারায় ব্রসেলের প্রদর্শনী মেলায় রেলওয়ে চালাইবার মানস করিয়াছেন।

গত এপ্রেল মে ও জুন এই তিন মাসে কলিকাতার মাংসাশী অধিবাসিগণের উদর পূর্ত্তির জন্য ১ নং বৃষ ২৩৮১, ২ নং বৃষ ১৬২২১, গোবৎস, ২৮৪৮ মেষ ১৬৭৭৬ ছাগ ৬৮৬ ছাগ শিশু, ৬৭৭৯ অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ৫১৮৭২ টী পশু হত হইয়াছে। ইহার পর কসাইকালী ও ভিন্ন ভিন্ন দেবীমন্দিরে কত ছাগ বলি হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। হংস কুক্কুটাদির ত কথাই নাই। হংস কুক্কুটের বংশ লোপে আমাদের বড় আসে যায় না কিন্তু গো বংশের লোপ হইলে বড় বিপদের কারণ; এখনি ঘৃত-ইত্যাদির মূল্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। আর কিছুদিন পরে হয়ত কৃষির জন্য বৃষ কি দুগ্ধ জন্য গাভী পাওয়া দুর্ঘট হইবে।

বাবু রামচন্দ্র বসু নামক এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, আমেরিকাবাসী এক ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত যখন তাঁহার বাটীতে গমন করেন তখন তাঁহাকে প্রথমে বাটীর সম্মুখস্থ ঘণ্টা বাজাইয়া দুই একটী মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। তৎপরে বাটীর কোন স্থান হইতে এরূপ একটী শব্দ উত্থিত হয় যে বাটীর সমস্ত লোকে তাহা জানিতে পারেন। আবার যদি কোন ব্যক্তি এক জনের মস্তকস্থ গৃহের উপর যাইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহাকে উক্ত প্রকার ঘণ্টা শব্দ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিতে হয় এবং পরে অদ্ভুতাকার একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত মূর্ত্তি নিম্নে নামিয়া আইসে ও তাঁহাকে একবারে উপরে লইয়া যায়। একদা একজন ভ্রমণকারী প্রথম শ্রেণীর রেলওয়ে শকটে আরোহণ করিয়া একটী সুন্দর রথ তাহার সম্মুখে আসিবার নিমিত্ত মন্ত্র পাঠ করিলে একখানি সুসজ্জিত রথ তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। তৎপরে তিনি তদুপরি আরোহণ করেন। ক্ষুধা বোধ হইলে তিনি কিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্যের প্রার্থনা করেন এবং একটী মেজ ঊর্দ্ধ দেশে উত্থিত হয় ও পরক্ষণে আবার নিম্ন দেশে নামিলে দেখা গেল যে তদুপরি নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে। পরে যখন তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হয় তিনি নিদ্রা যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, পরক্ষণেই একটী উত্তম শয্যাও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র যিনি পীড়িত হইয়া অবকাশ গ্রহণ করিয়াছিলেন আগামী ১ লা সেপ্টেম্বর তিনি নিজ কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল জামালপুর রেলওয়ের লোকমটীব সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের মাদক সেবন নিষেধ ও উহারা যাহাতে মদিরা পান করিতে না পারে তাহার তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তত্ত্বাবধায়ক মাদক সেবন উঠাইয়া দিবার জন্য যত্ন করাতে তত্রত্য রেলওয়ে কর্ম্মচারির মধ্যে মাদক সেবন ব্যবহার এক্ষণে আর দৃষ্ট হয় না। আমরা এই সংবাদ পাঠে যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইলাম তাহা বর্ণনীয় নহে। অপর কারখানার অধ্যক্ষগণ এই দৃষ্টান্তটী দর্শন করিয়া যদি অনুসরণ করেন তাহা হইলে মাদকসেবী যুবক দলের সংখ্যা হ্রাস হয় সন্দেহ নাই।

নর্ম্মদা নদীর উপর যে সেতু আছে তাহার কথক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

১১ ই আগষ্ট। বালেশ্বরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এচ, জি, কুক সাহেব কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুরি গ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু প্রভাতনাথ রায় উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

বগুড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত টবস মহেন্দ্রলাল বসু কিছুদিনের জন্য দার্জ্জিলিঙ্গে বদলী হইলেন।

পাবনার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলিউ, এম, ক্রে সাহেব ২৯ এ হইতে দুই মাস ২৭ দিবস বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর কে, পশকোড সাহেব (যিনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন) কিছুদিনের জন্য পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

বর্দ্ধমানের মুন্সেফ বাবু অমৃতলাল পাল ত্রিহুতের প্রথম সবর্ডিনেট জজ বাবু মহেন্দ্রনাথ বসুর অনুপস্থিতি কালে তাঁহার কার্য্য করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মেদনীপুরের মুন্সেফ বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৭১ অব্দের ৬ আইনের ২৯ ধারানুসারে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ইনি ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

## কাবুলের সংবাদ।

কাবুল ৬ ই আগষ্ট। মুক্তি আজমের জ্যেষ্ঠ পুত্র কান্দাহারস্থ সৈন্যদিগের সহিত যাইতেছেন। আমীর উহাদিগের আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহার্থ কতকগুলি লোককে প্রেরণ করিয়াছেন। আমীর হসেন খাঁর সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন তাহা দেখিবার জন্য তিনি গিজনীতে অবস্থান করিতেছেন।

সেরপুর, বালাহিসার, প্রভৃতি স্থানে সৈন্যদিগের থাকিবার জন্য যে সকল বাটী প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা ভঙ্গ করিতে নিবারণ করা হইয়াছে।

আয়ুব খাঁর খেলাতি গিলজাই অধিকারের পর অবধি আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

দুর্গের প্রাচীরের বহির্ভাগে যে সকল ইমারত ছিল তাহার দুই একটী ভিন্ন সমস্ত ইমারত ধ্বংশ করা হইয়াছে। সমস্ত পাঠানঅধিবাসিদিগকে নগর হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয় হইয়াছে।

খেলাতি গিলজাই ও কান্দাহারে ইংরাজদিগের যে সকল সৈন্য রহিয়াছে আয়ুব খাঁ তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের সাহায্যার্থ অবিলম্বে কাবুল হইতে সৈন্য প্রেরণের উপদেশ দিয়াছেন।

কোয়েটা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সেনাপতি ফেয়ার সাহেব ৫০০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে খোজক এবং কান্দাহারের মধ্যস্থলে যাইতেছেন। আক্তিপুল নামক স্থানে শত্রুপক্ষীয় অনেক লোক একত্র হইয়াছে।

সিণ্টাঙ্গি নামক স্থানে ইংরাজদিগের যে সকল লোক খাদ্য দ্রব্য ও অর্থ প্রভৃতি লইয়া যাইতেছিল মারী ও পাঠান দস্যুরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ৪ জন ইংরাজ এবং কতকগুলি সিপাহী ও কুলীকে বধ করিয়া দ্রব্য সামগ্রী লইয়া গিয়াছে।

গত বুধবার প্রাতঃকালে আমীর ইংরাজ প্রতিনিধি সার ডোনাল্ড ষ্টুয়ার্টের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সেরপুরের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। ইয়াকুব ও আয়ুব খাঁর পরিবার বর্গ ভারতবর্ষের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন।

কান্দাহার হইতে সংবাদ আসিয়াছে তত্রত্য দুর্গের সৈন্যগণ বিপক্ষদিগের আক্রমণ হইতে দুর্গ রক্ষার উদ্যোগ করিতেছে।

জনরব এই যে, গাজিয়া কয় জন ইংরাজ সৈনিক পুরুষকে ধৃত করিয়া আয়ুব খাঁর নিকট লইয়া গিয়াছে। মরিচ পাঠানেরা ইংরাজদিগের কতকগুলি রক্ষি সৈন্যকে আক্রমণ করিয়া হর্ণাই হইতে শিবি নামক স্থানে দ্রব্যসামগ্রী লইয়া গিয়াছে। কাপ্তেন মোরেন এই দস্যুদিগের হস্ত হইতে আত্ম রক্ষার নিমিত্ত পলায়ন করিয়াছেন, শুনা গেল ঐ সময়ে তিনি ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

আয়ুব খাঁর সৈন্যগণ এরূপ সতর্কতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে যে ইংরাজেরা অতি কষ্টেও সংবাদ আদান প্রদান করিতে পারিতেছেন না।

সিন্ধুর কমিশনর বলেন পাঁচ দিবস পূর্ব্বে আয়ুব খাঁর এক দল সৈন্য কান্দাহারের পূর্ব্বদিগে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিয়াছে।

গজাকল নামক স্থানের দস্যুদিগকে দমনার্থ কাপ্তেন খোসলি ৩০ জন বেলোচি সৈন্য ও ১০০ পদাতিক লইয়া কোয়েটা হইতে যাত্রা করিয়াছেন। চামেন নামক স্থানে যে সামান্য যুদ্ধ হয় তাহাতে শত্রুপক্ষের সৈন্যের মধ্যে ২০ জন হত ও ইংরাজদিগের ৩ জন আহত হইয়াছে।

খোজাক পাসে যে একটী সামান্য যুদ্ধ হয় তাহাতে মেজর খোরম সামান্যরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কোয়েটা ১১ ই আগষ্ট। ইংরাজ সৈন্যগণ ক্রমশঃ পিসনির অভিমুখে যাইতেছে। খোজক নামক স্থানে বিপক্ষদিগের সহিত প্রায়ই সামান্যরূপ যুদ্ধ হইতেছে।

করাচি হইতে তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে, নাগীগর্ভ নামক স্থানে ইংরাজেরা যে রেলওয়ে প্রস্তুত করিতেছিলেন মেরিজেরা তথায় আসিয়া ১০০ কুলীকে বধ করিয়াছে। ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য সিন্ধুর একদল অশ্বারোহী ও কতকগুলি দেশীয় পদাতিক সৈন্য প্রেরিত হয়। উভয় পক্ষে অবিরাম যুদ্ধ হইয়াছিল। ইংরাজ সৈন্যগণ ইহাতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। উহারা বিস্তর খাদ্য সামগ্রী ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। হর্ণায়ে যে রেলওয়ের কাজ হইতেছিল তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে, টেলিগ্রাফের কর্ম্মচারী লুথার ফিলিপ ওহানা এবং হেড ক্লার্ক এঞ্জিলো ও মেসব পিটার শত্রু হস্তে নিহত হইয়াছেন। আসিজ সকে লক্ষ করিয়া উহারা পাঁচ বার গুলি করে কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার আঘাত লাগে নাই। সিবির ৭ মাইল উত্তর সাঙ্গী নামক স্থান শীঘ্র আক্রমণের সম্ভাবনা আছে।

সেনাপতি রবার্টসের অবৈতনিক আড়িকং অহাম্মদ আলিজন কাহাকে কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই।

খোকা ও থ রওয়াক নামক স্থানে যে সকল বিপক্ষ সমবেত হইয়াছিল, তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে।

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৬ ই আগষ্ট। আয়লণ্ডের প্রধান সেক্রেটারি অদ্য সন্ধ্যাকালে কমন্স হাউসে প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন আয়লণ্ডে যে কোন প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইবে পূর্ব্বে এরূপ আশঙ্কা করা হয় নাই

বৈদেশিক কার্য্যের অণ্ডর সেক্রেটরী প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজগণ গ্রীকদিগের সীমা সংক্রান্ত গোলযোগ সম্বন্ধে এবারে কোন নীতি অবলম্বন করিবেন তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন।

লণ্ডন ৭ ই আগষ্ট। গত কল্য লিভারপুলে যে সভ্য নির্ব্বাচন হইতে থাকে তাহাতে কনসরবেটিব দলভুক্ত লর্ড স্যাণ্ডন হ্যারিটন সকল সম্মতিক্রমে তত্রত্য সভ্য লর্ড র‍্যামসের পদে প্রতিনিধি হইয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১১ ই আগষ্ট। অষ্ট্রিয়ার দূতের সহিত সুলতানের কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি রাজার লিখিত পত্র প্রদান করিয়া বলিয়াছেন, উভয় রাজ্যে দৃঢ় মৈত্রী সংস্থাপন করাই তাঁহার দৌত্যকার্য্যের এই প্রধান উদ্দেশ্য।

লণ্ডন ১২ ই আগষ্ট। গত কল্য ইসেল নামক স্থানে জর্ম্মান সম্রাটের সহিত অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইহাদিগের পরস্পরের কথোপকথনে বোধ হয় উভয় পক্ষের বিবাদ ভঞ্জন হইল।

অদ্য সন্ধ্যাকালে ষ্টেট সেক্রেটারী কমন্স হাউসের প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কান্দাহারের দুর্গের অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন, বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসান হইলে ভারতীয় সৈন্য বিভাগের সৈন্য সংখ্যার বৃদ্ধি করিয়া উৎকর্ষ সাধন করা হইবে।

নিউ জিলাণ্ডের গবর্ণর সার হার্কিউলিস রবিন্সন কেপ কলনির গবর্ণর হইলেন।

আরল লিটন গত কল্য পোর্টসমাউথে উপনীত হইয়াছেন।

বিলাতের কুঠিওয়ালা ও সওদাগরদিগের একজন প্রতিনিধি গত কল্য ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছেন ভারতবর্ষ হইতে মেল এখন বড় বিলম্বে বিলাতে পৌঁছায়। অতএব যাহাতে সপ্তাহের প্রথমেই পৌঁছায় তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করিবার জন্য প্রতিনিধি তাঁহাকে অনুরোধ করাতে তিনি বলিয়াছেন এখন মেল আসিবার যে বন্দোবস্ত আছে তাহা ভাল নহে, তাহার পরিবর্ত্তন বিষয়ে তিনি বিবেচনা করিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

লণ্ডন ৮ই আগষ্ট। ষ্টেট সেক্রেটারি ভারতবর্ষের ঋণপত্রের প্রতি কুপংরীতি প্রচলিত করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ৮ ই আগষ্ট। টেকি তুর্কোমানেরা গিয়োক টেপিতে বিস্তর নূতন সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। বিপক্ষদিগের সহিত শীঘ্রই ইহাদিগের যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে।

লণ্ডন ৯ ই আগষ্ট। অদ্য সন্ধ্যাকালে ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি প্রশ্নোত্তরে কমন্স হাউসে বলিয়াছেন সেনাপতি বরোসের পরাজয়ের অনেক পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল কাবুল হইতে সৈন্য প্রত্যানয়ন করা হইবে। এক্ষণে যে তাঁহার পরাজয় নিবন্ধন সৈন্য উঠাইয়া আনা বন্ধ হইবে তাহা নহে। জেনরল ষ্টুয়ার্টও কাবুল পরিত্যাগ করিবার বিষয়ে মত প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ঐ নিশ্চয় যে অনুগত জাতিদিগকে রক্ষা করিবার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইবে। আবদুল রহমানকে রক্ষা করিবার বিষয়ে আমাদিগের যত্ন পাইবার আবশ্যক নাই কারণ তাঁহার সহিত আমাদিগের সেরূপ কোন বন্দোবস্ত নাই।

গ্লাডষ্টোন সাহেব উইণ্ডসোরে প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

গত কল্য কিলকেনির একদল লোক ছদ্মবেশে সাবরক নামক স্থানে গিয়া মহারাণীর সলিসিটার বয়েড সাহেব ও তাঁহার দুটী পুত্রকে গুলি করে। বয়েড তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইয়াছেন। তাঁহার একটী পুত্র এখনও জীবিত আছে অন্যটী প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কয়েক ব্যক্তি এই উপলক্ষে ধৃত হইয়াছে।

লণ্ডন ৯ ই আগষ্ট। ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজগণ তুরস্কের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৯ ই আগষ্ট। তুরস্কের সংগ্রামকার্য্যের মন্ত্রী সৈন্যদিগকে ডুলসিনো নামক স্থানে যাইতে আদেশ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১০ ই আগষ্ট। বৈদেশীক কার্য্যের ষ্টেট সেক্রেটারি গত রাত্রিতে লর্ড সভায় বলিয়াছেন ইউরোপীয় রাজগণ একত্র হইয়া যে পরামর্শ স্থির করিয়াছিলেন তদনুসারে কার্য্যও হইয়াছে, তুরস্কের যে পতন সম্ভাবনা ছিল এই উপলক্ষে তাহা নিবারিত হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই আগষ্ট। কাবুল হইতে সৈন্য প্রত্যানয়ন করার বিষয়ে গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে যে বাদানুবাদ হয় তদুত্তরে লর্ড হার্টিংটন বলিয়াছেন, সৈন্য তুলিয়া আনিবার বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে যে আক্রমণ করা হইয়াছিল, তাহা রাজনীতি অনুসারে হয় নাই সাংগ্রামিক নীতি অনুসারেই হইয়াছিল এবং গবর্ণমেণ্টও তাহার জন্য দায়ী আছেন।

বেলজিয়ম বাসী কার্টার ও কায়জরহেড নামক দুই ব্যক্তি আফ্রিকায় যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বেক্ষণ করিতে গিয়া হত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১১ ই আগষ্ট। গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে কুস্কিনাখর নামক স্থানে সেনাপতি বরোসের পরাজয় সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ হয়, যুদ্ধ কার্য্যের সেক্রেটারি তদুত্তরে বলিয়াছেন, পরাজয় সম্বন্ধে সেনাপতির কতদূর দোষ তাহার বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া শীঘ্রই তাঁহার অপযশ অপনোদন করা হইবে।

ডানভার্স সাহেব ইণ্ডিয়া আফিসের পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের সেক্রেটারি নিযুক্ত হইলেন

কনষ্টাণ্টিনোপল ১০ ই আগষ্ট। গোসেন সাহেব বিদেশীয় কার্য্যের সক্রেটরী আবিদিন পাশাকে বলিয়াছেন, ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজগণ গ্রীসের সীমা সম্বন্ধে বার্লিন সভায় যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহার আর কিছুই পরিবর্ত্ত হইবে না।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ১০ ই আগষ্ট। সেনাপতি কফমান রুশের সহিত চীনের ক্যানগারস্থ সীমা প্রদেশ জরিপ ও আগাস্থ সৈন্যদিগকে পরিদর্শন করিবার জন্য ৭ ই তসখন্দ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

## সংবাদদাতার পত্র।

### রাউলপিণ্ডী।

রাউলপিণ্ডী ষ্টেশনের নিকট শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মুক্তি সন্ধ্যার সময়, ১৫০০ টাকা লইয়া উক্ত সহরের নিকটস্থ পুলের নিকট দিয়া সদর বাজারে আসিতেছিল, এমন সময়ে তথায় হঠাৎ কয়েকটী লোক আসিয়া, উহাকে যথোচিত প্রহারের পর, সমস্ত টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। এক্ষণে পুলিস ইহার তত্ত্বাবধান করিতেছেন, কিন্তু কোন মতে কিছুমাত্র অনুসন্ধান পাইতেছেন না।

রাউলপিণ্ডির পোষ্ট আফিসের সম্মুখে ১ টী ঘোড়া সর্পাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

সম্প্রতি রাউলপিণ্ডির সদর বাজারের একটী সরায়ে দুইটী গোমস্তা এক রাত্রের নিমিত্ত বাসা করিয়াছিল, তাঁহাদের সঙ্গে দুই জন চাকর ছিল। কোন প্রকারে রাত্রে অবসর পাইয়া একটী চাকরের নিকট ছুরি না থাকায় কোন কার্য্যোপলক্ষে অন্যটীর নিকট হইতে ছুরি লইয়া তাহার অপর মনিবের মনিব্যাগ কাটিয়া তন্মধ্যে যাহা কিছু ছিল সমস্ত হস্তগত করে,কিয়ৎক্ষণ পরে মনিব্যাগের কথা গমস্তার স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে দেখিল তন্মধ্যে কিছুই নাই। তৎক্ষণাৎ পুলিষে সংবাদ দেওয়াতে অনেক অনুসন্ধানের পর স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে ঐ ব্যক্তি লইয়াছে, এক্ষণে পুলিষে আছে।

### শান্তিপুর।

এখানে স্বাধীন বিচারালয় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য,, কিন্তু বিচারকার্য্যে প্রত্যাশানুরূপ ফল বা উপকার হইতেছে না। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবুদের মধ্যে প্রায় সকলেই বায়বরদারী পাইলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া পুলিষের ন্যায় মকদ্দমার তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিয়া থাকেন, কিন্তু বিচার কালীন শপথ করিয়া সাক্ষ্য দেন না, এতন্নিবন্ধন স্বাধীন বেঞ্চের দ্বিতীয় অধিবেশনদিনে কোন মোক্তারের সহিত উক্ত মাজিষ্ট্রেট বাবুদের তুমুল বাক্য যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। অনন্তর মোক্তার বাবু ক্ষমা প্রার্থনা করাতে প্রস্তাবিত যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ যেরূপ প্রণালীতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবুরা কাছারী করিয়া থাকেন, তাহা অত্যন্ত ব্রীড়া জনক। বাদী, প্রতিবাদী, সাক্ষী ও মোক্তারদের কোলাহলে বিচার মন্দিরটী এমনি পরিপূর্ণ হইয়া উঠে যে, অকস্মাৎ কোন আগন্তুক ব্যক্তি উহা শ্রবণ করিলে তাহার মেছোহাটা বলিয়া ভ্রম জন্মে।

বিগত ২৮ শে শ্রাবণ বুধবার এখানে শ্রাবণ মাসের অনুরূপ বিলক্ষণ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এতন্নিবন্ধন সমুদায় সরোবর, বিল, ঝিল, ডোবা, কূপ ও ভাগিরথী জল পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ঐ বৃষ্টি যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত, তাহা হইলে বিগত ১২৭৫ সালের ৩০ এ শ্রাবণের বৃষ্টির ন্যায় স্থানীয় লোকেরা হাটখোলার গোস্বামিদিগের মঠের উপর উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করিত সন্দেহ নাই। প্রাচীনেরা কহিতেছেন যে এবৎসর ২৮ এ শ্রাবণ যেরূপ বৃষ্টি হইয়াছে, এমন বৃষ্টি তাঁহারা অনেক দিন দৃষ্টি গোচর করেন নাই।

সম্প্রতি একজন ইঞ্জিনিয়র সাহেব এখানে আগমন করিয়া ভাগিরথীর কয়েকটী স্থান পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এরূপ জনশ্রুতি যে, উক্ত ইঞ্জিনিয়র সাহেব শান্তিপুরে একটী কুসনাট সংস্থাপন করিবেন।

আজ কাল বর্ষা সমাগমে এখানে জ্বরের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। ডাক্তর বাবুদের একাদশ বৃহস্পতি আর কি? প্রতি গৃহস্থকে প্রতিবার দুই টাকা দর্শনী ও ছয় আনা পাল্কী ভাড়া দিতে হইবে, এতদ্ভিন্ন ঔষধের দায় স্বতন্ত্র। স্থানীয় কবিরাজ মহাশয়েরা এক মাস চিকিৎসা করিয়া দুই টাকা দর্শনী পান না, কিন্তু হাতুড়ে ডাক্তার বাবুদের ডাকিতে হইলেও গৃহস্থদিগকে দর্শনী ও পাল্কী ভাড়া অগ্রে প্রদান করিতে হয়।

স্ত্রীলোকদিগের স্নানের ঘাটে লম্পটদিগের অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। কয়েক দিবস হইল, কোন কুলকামিনী প্রত্যূষে একাকিনী স্নান করিয়া গৃহাভিমুখে আসিতেছিল, পথিমধ্যে তাহাকে কোন প্রসিদ্ধ বেহায়া লম্পট আক্রমণ করিতে সমুদ্যত হয়, ঈশ্বরেচ্ছায় ঐ সময় একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া স্ত্রীলোকটীর সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছে। আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, স্থানীয় ভদ্রলোকেরা একত্রিত হইয়া উক্ত ঘটনার প্রত্যা-

সত্য অনুসন্ধান পূর্ব্বক অপরাধীর সমুচিত শাস্তি বিধান করিবেন, নতুবা তাঁহাদের কুল-কামিনী-কুলের গঙ্গাস্নান প্রথা উঠাইয়া দিবেন।

শুনা যাইতেছে, শীঘ্রই ডাকঘর বিভাগে বেতন বৃদ্ধি হইবে। যদি ঐ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে এখানকার সব-পোষ্ট মাষ্টার ও তাঁহার ক্লার্কের বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে যেন বিভাগীয় ইনস্পেক্টর বাবুর বিশেষ মনোযোগ থাকে।

কৃষ্ণনগর বিভাগের ডাকঘর সমূহের সুযোগ্য ইনস্পেক্টর বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বদলী হইয়া রাজধানী বিভাগে গমন করিতেছেন। ইহাঁর পদে একজন ইংরাজ নিযুক্ত হইবেন। ইনি উন্নত বেতনে ডাকঘর সংক্রান্ত হিসাবাদি পরীক্ষকের পদ পাইবেন। শশিপদ বাবু পোষ্ট আফিসের একজন কৃতবিদ্য কর্ম্মচারী, ইহাঁর পদবৃদ্ধিতে কৃতবিদ্য ব্যক্তি মাত্রেই আনন্দিত হইবেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শশিপদ বাবুর বিরহে কৃষ্ণনগর বিভাগের ভদ্রাভদ্র প্রায় সমুদায় ব্যক্তিকে ব্যথিত হৃদয় হইতে হইবে সন্দেহ নাই।

বর্ষার সময় প্রতি বৎসর স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর ব্যয়ে নরনারীদিগের স্নানের উপযোগী কয়েকটী সাময়িক কাঁচা ঘাট প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু এবৎসর তৎপ্রতি নূতন ভাইস চেয়ারম্যান বাবুর কোন মনোযোগ দেখা যাইতেছে না; এতন্নিবন্ধন স্নানার্থীদিগের সমূহ কষ্ট হইতেছে। আমরা আশা করি, ভাইস চেয়ারম্যান বাবু প্রস্তাবিত ঘাট প্রস্তুত বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়া সাধারণের শ্রদ্ধা ভাজন হইবেন।

আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামী মহাশয় শান্তিপুরের হিত সংসাধন ব্রতে ব্রতী হইয়া সাধারণ হিতকর বিষয়ে যে সকল ব্যয় করিয়াছেন, তৎসমস্ত পর্য্যায়ক্রমে সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি উক্ত মহারাজ গোস্বামী "শান্তিপুর হিতকরী সভার উন্নতি সাধনার্থ অবস্থানুরূপ অর্থ সাহায্য করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন এবং উহার অবৈতনিক সম্পাদককে বিবিধমত প্রকারে উৎসাহ ও সাহায্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা প্রার্থনা করি, মহারাজ গোস্বামী উক্ত সভায় একটী মুদ্রাযন্ত্রালয় দান করিয়া শান্তিপুরে অক্ষয়কীর্ত্তি সংস্থাপন করিবেন।

# প্রেরিতপত্র।

## প্রতিবাদ।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় আমার পিতামহ সদৃশ মান্য ব্যক্তি। তাঁহার সহিত বাগযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া আমার মত অর্ব্বাচীনের প্রগল্ভতা মাত্র। কিন্তু কর্ত্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়া প্রতিবাদ করিতে হইল, ভরসা করি তিনি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন (১)। "খ্রীষ্টীয় বান্ধব" সম্পাদক যে কার্য্য দৃষ্টে কারণের অনুমান করিতে যাইয়া জগতের কারণ স্বরূপ ঈশ্বরের কল্পনা (২) করিয়াছেন, তাহাতে ভ্রম আছে। আমরা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতে যাহা কিছু দেখি তাহারই কারণ আছে বলিয়া জগতেরও কারণ স্থির করিতে যাই (৩)। সম্পাদক মহাশয় যেমন বলিয়াছেন, ঈশ্বরের অতিরিক্ত জানিবার আমাদের প্রয়োজন অথবা ক্ষমতা নাই, তদ্রূপ আমিও বলি জগতের অতিরিক্ত জানিবার আমাদের প্রয়োজন (৪) অথবা ক্ষমতা নাই। জগতে আমাদের অনুসন্ধান যোগ্য এত পদার্থ রহিয়াছে যে আমরা সেই সকল পদার্থের স্বরূপ, গুণ, ক্রিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য (৫) সৃষ্টির ফল প্রভৃতিই স্থির করিয়া উঠিতে পারি না, আর আমরা সেই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কে? তাহা যে স্থির করিয়া উঠিব ইহা কি সম্ভাবিত (৬) হয়? যদি জগতের কারণ স্থির করিতে যাইয়া ঈশ্বরের কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে আবার ঈশ্বরের কারণ স্থির করিতে যাইয়া আর কিছুর কল্পনা করিতে হয়। আবার তাহার কারণ স্থির করিতে যাইয়া (৭) আর ও কিছুর কল্পনা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এইরূপে তেত্রিশ কোটি দেবতা সৃজন করিলেও এক স্থলে গিয়া স্বীকার করিতেই হইবে যে আদি কারণ স্বয়ম্ভু। আমি বলি তত গণ্ডগোল না করিয়া জগতকেই কেন স্বয়ম্ভু (৮) বলি না? যদি কেহ জগতের স্বায়ম্ভুবতায় সন্দিহান হন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি তিনি ঈশ্বরের স্বায়ম্ভুতা কিরূপে

(১) মনুর বচন আছে "বালাদপি সুভাষিতং।" বালকেও যদি ভাল কথা বলে তাহা শ্রবণ ও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। রাজবিহারী বাবু তুমি জ্ঞান বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়াছ বলিয়া আমি তোমার বাক্যের উত্তর দানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি প্রাচীন, কিরূপে তুমি আমার সহিত বিচার করিবে, এ সঙ্কোচ করা উচিত নয়: কোন বিষয়ে। বিচার ব্যতিরেকে সূক্ষ্ম তত্ত্ব নির্ণয় হয় না। অতএব তুমি অসঙ্কোচে স্ববক্তব্য ব্যক্ত কর, তাহাতে কোন সঙ্কোচ নাই। আমি তোমার বিনয় ও সৌজন্য দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। স ।

(২) কল্পনা আর অনুমানে বহু বৈলক্ষণ্য আছে। যে পদার্থ বিদ্যমান নাই, তাহারই কল্পনা করিতে হয়, আর যে পদার্থ বিদ্যমান আছে তাহার কল্পনা হয় না। খ্রীষ্টীয় বান্ধব ঈশ্বর কল্পনা করেন নাই। তিনি জগৎরূপ কারণ দেখিয়া ঈশ্বর সত্তার অনুমান করিয়াছেন। অতএব তাঁহার অসঙ্গত কাজ করা হয় নাই। এ অনুমানে আমরা কিছুমাত্র ভ্রম দেখিতেছি না। স ।

(৩) অনুমানের ত এই লক্ষণ। আমরা অন্যত্র যে পদার্থ দেখিতে পাই, তাহাকে হেতু করিয়া বিদ্যমান অদৃষ্ট পদার্থের অনুমান করিয়া থাকি। আমরা নানাস্থানে ধূম দেখিয়াছি, ইহাও দেখিয়াছি যে, যে স্থান হইতে ধূম উত্থিত হইতেছে, সেই সেই স্থানে অগ্নি আছে। এক পর্ব্বত শিখর হইতে সামান্য ধূম উঠিতেছে দেখিয়া যে পর্য্যন্ত তাহার কারণ অগ্নির অনুমান না করি, তাবৎ যখন স্থির হইয়া থাকিতে পারি না, তখন এই প্রকাণ্ড বিশ্ব দর্শন করিয়া ইহার কারণানুমানে যে আমরা নিশ্চিন্ত থাকিব, ইহা কি সম্ভাবিত হয়? সেই কারণের তুমি যে নাম দাও তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। স ।

(৪) সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকর্ত্তা কে? তাহা জানিয়া আমাদের কোন প্রয়োজন সিদ্ধি নাই, তাঁহাকে জানিবার নিমিত্ত আমাদের চিত্ত উৎসুকও হয় না, কিন্তু জগতের সৃষ্টি কর্ত্তার জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন নয়। তিনি আমাদের হৃদয়ে যে এক কৃতজ্ঞতা পদার্থ দিয়াছেন, তাহাই আমাদিগকে তাঁহার জানিবার চেষ্টায় ব্যস্ত করিয়া তুলে। যাবৎ তাঁহার উপাসনা ও আরাধনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়া না যায়, তাবৎ হৃদয় কৃতজ্ঞতারূপ দুর্ব্বহ ভারে অবনত হইয়া নিতান্ত সঙ্কুচিত ও মলিন হইয়া থাকে। তাঁহার আরাধনাদি করিলেই হৃদয় ভার মুক্ত ও উৎফুল্ল হয়। রাজবিহারী বাবু। ক্ষণকাল ভাবিয়া দেখ, সামান্য এক জন উপকার কর্ত্তার উপকার ঋণ পরিশোধার্থ চিত্ত কেমন ব্যাকুল হয়? ইহাই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কে? তাহা জানিবার প্রধান প্রয়োজন, অবান্তর প্রয়োজন আরো অনেক আছে। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি কর্ত্তা কে? তাহা জানিবার আমরা কোন প্রয়োজনই দেখিতে পাই না, তাহা জানিবার নিমিত্ত ক্ষণকালের জন্যও আমাদের চিত্ত উৎসুক হয় না। তবে রাজবিহারী বাবু সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকর্ত্তাকে জানিবার কোন প্রকার প্রয়োজন দেখাইতে পারেন, তাঁহার বাক্য অবশ্য প্রমাণ করিয়া লইব। স ।

(৫) সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও সৃষ্টির ফল প্রভৃতি জানিবার চেষ্টা পাইতে গেলেই আপনা হইতে ঈশ্বর সিদ্ধি হইয়া উঠে। জড় পদার্থ কি উদ্দেশে সৃষ্ট হইয়াছে, এ কথা বলিলে কি উদ্দেশ্যবানের অনুসন্ধান সপ্রয়োজন হয় না? জড়ের উদ্দেশ্য বলা কি সঙ্গত হয়? স ।

(৬) আমাদের অন্নদাতার কৃত যাবতীয় কার্য্যকলাপ আমরা জানিতে না পারি, তা বলিয়া কি আমাদের অন্নদাতাকে জানিবার চেষ্টা করিব না? তাঁহার সমুদায় কার্য্য জানিতে ও বুঝিতে পারিলাম না বলিয়া কি তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা আমাদের উচিত নয়? স ।

(৭) আমরা গত বারেই ত এ বিষয়ের উত্তর দিয়াছি। রাজবিহারী বাবুর এ কথার পুনরুল্লেখ করাতে পুনরুক্ত হইয়াছে। আমাদের বাস ভূমি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকর্ত্তা কে? তাহা জানিবার আমাদের প্রয়োজন নাই, সুতরাং জানিবার ইচ্ছা নাই। স ।

(৮) আমরা জগতের কোন পদার্থকেই স্বয়ম্ভু দেখিতে পাই না। সমুদায় পদার্থই কার্য্যকারণ ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সকল কার্য্যভূত পদার্থ সকলের সমষ্টিভূত জগৎ যে স্বয়ম্ভু হইবে, ইহা কিরূপে সম্ভাবিত হয়? আমাদের প্রত্যেক অঙ্গ নশ্বর, সেই নশ্বর অঙ্গ সকলের সমষ্টিভূত শরীরও নশ্বর, নিঃসংশয় কি তাহা নয়? স ।

হৃদয়ঙ্গম করেন? ফলতঃ যে বিষয় আমাদিগের বুদ্ধি জ্ঞান ও ধারণার অতীত, তাহা লইয়া তর্ক করা ভগতের কল্পনা করিয়া তাহার রূপ স্থির করা অথবা তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া দয়াময় পরম পিতা স্রষ্টা, পাতা, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা কতদূর যুক্তি সঙ্গত কার্য্য তাহা বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই সম্যক্ অনুভব করিতে পারেন। বাস্তবিক জগৎকারণ অপরিজ্ঞেয় (১) এ পর্য্যন্ত বলিলেই সকল তর্কের মীমাংসা হইতে পারে।

একান্ত বশংবদ

শ্রীরাজবিহারী দাস।

---

আমরা সোমপ্রকাশে মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ের তুমুল আন্দোলন দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকি। ভগবতী বাবু, রাজবিহারী বাবু, বিহারী বাবু ও বেচারাম বাবুকে ধর্ম্ম যুদ্ধেমরণ-নিপুণ বীরের ন্যায় প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া আমাদের ধর্ম্মোৎসাহ আরও তরঙ্গায়িত হইয়াছে। ভগবতী বাবু ভগবন্নিষ্ঠার কথা তুলিয়া জনসমাজকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। বিহারী বাবু রাজবিহারি বাবুর ক্ষুদ্র ছিদ্র দেখাইয়া ঈশ্বরবাদিদিগের কিয়ৎ পরিমাণে দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; রাজবিহারী বাবু, ভগবতী বাবু ও বিহারী বাবুর লেখার প্রতিবাদ করিয়া পর্য্যায়ক্রমে নিজ তার্কিকী শক্তি, তত্ত্বানুসন্ধিৎসা ও গম্ভীরতার পরিচয় দিয়া আমাদিগকে সুখী করিয়াছেন; বেচারাম বাবু নিরীশ্বরবাদের দুশ্ছেদ্য আপত্তি খণ্ডন করিতে অসমর্থ হইয়াও সেশ্বরবাদের পোষকতা করিয়া আমাদের নিতান্ত অনুরাগভাজন ও ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, আপনিও প্রবীণ সম্পাদকোচিত ঈশ্বরনিষ্ঠার বিহিত সদুপদেশ দিয়া জনসমাজকে আনন্দিত করিয়াছেন। যাহা হউক কেহই রাজবিহারী বাবুর (সাংখ্যদর্শনের) তীব্র তেজস্বী বুদ্ধি-বিজৃম্ভিত শঙ্কা সমাধানে প্রবৃত্ত না হইয়া অথবা তাঁহার গূঢ় মর্ম্মার্থ প্রণিধান না করিয়া তাঁহাকে সকলেই সমস্বরে "নাস্তিক" বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন। তিনি প্রকৃত নাস্তিক কি আস্তিক তাহা আমি জানি না, কিন্তু তাঁহার লিপিচাতুর্য্যে তাঁহাকে নাস্তিক বলিতে সাহস হয় না। তিনি "নিরীশ্বরবাদী" বলিয়া নাস্তিক হইতে পারেন না। যিনি আদৌ পরমাত্মার সত্তা মাত্রেরই অস্তিত্বে (অর্থাৎ "অস্তি সর্ব্বগতং শান্তং পরমাত্ম মদং শুচি। অচিন্ত্যং চিন্মাত্রবপুঃ পরমাকাশঃ মাত্ততং॥" সর্ব্বগত শান্ত অর্থাৎ মায়াবিক্ষেপ রহিত শুদ্ধ, মায়াহীন, অচিন্তনীয়, নিরন্তর পরমাকাশ ন্যায় বিস্তৃত, কেবল চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম আছেন) বিশ্বাস করেন না অথবা (কতক লোকের মতে) যিনি বেদ অগ্রাহ্য করেন তাঁহাকেই নাস্তিক বলা যায়। রাজবিহারী বাবু পরব্রহ্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই এবং 'আপ্ত বাক্য' বেদকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তবে কি কারণে তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া জনসমাজের সমাদর হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক আমি সেশ্বর ও নিরীশ্বরবাদের আমার নিজ ক্ষুদ্র বুদ্ধি মধ্যে সাধারণ সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

নিরালম্বোপনিষদে উক্ত হইয়াছে "অচিন্ত্যোপাধি বিনির্ম্মুক্তমনাদ্যন্তং শুদ্ধং শান্তং নির্গুণং নিরব য়বং নিত্যানন্দং অখণ্ডৈকরসং অদ্বিতীয় চৈতন্যং ব্রহ্ম।" অচিন্ত্য উপাধিশূন্য, আদ্যন্তরহিত, পবিত্র, শান্ত, নির্গুণ (সত্ত্ব রজঃ তমোগুণাতীত) নিরবয়ব, নিত্যানন্দ, নিত্য সুখ ও নিত্য জ্ঞানাদি স্বরূপ অদ্বিতীয় চৈতন্যই ব্রহ্ম। আর "ব্রহ্মের স্বপ্রকৃতি শক্ত্যভিনিবেশমাশ্রিত্য লোকান্ দৃষ্ট্বান্তর্যামিত্বেন প্রবিশ্য ব্রহ্মাদীনাং বুদ্ধ্যাদীন্দ্রিয় নিয়ন্তৃ ত্বাদীশ্বরঃ।" অর্থাৎ যে ব্রহ্মসত্তা নিজ প্রকৃতি আশ্রয় পূর্ব্বক সর্ব্বহৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধি আদি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা হয়েন তিনিই ঈশ্বর। শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধেও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন "গুণেষ্বশক্তধীরীশঃ" অর্থাৎ সত্ত্বরজঃ তমঃ এই তিন গুণে যিনি অনাশক্ত তিনিই ঈশ্বর। ব্রহ্ম ও ঈশ্বর যে অবস্থাগত অতীব পৃথক তাহার প্রমাণ আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রতুল নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ বা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ঈশ্বর নামে অভিহিত কিন্তু ইঁহারাও প্রকৃতি হইতে স্ফুরিত হইয়াছেন "ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ" অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তই মায়াকল্পিত। মায়া সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা। এই গুণময়ী মায়া কর্ত্তৃকই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মা বা ঈশ্বর প্রাকৃতিক গুণকে আশ্রয় করিয়াই এই জগৎ রচনা করিয়াছেন, সুতরাং ব্রহ্মা জগতের বিধাতা হইতে পারেন কিন্তু তিনি স্রষ্টা হইতে পারেন না। চৈতন্য ও প্রকৃতির সংযোগ স্বভাবেই এই সৃষ্টিস্থিত্যাদি ক্রিয়া অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তিনি ইচ্ছা করিলেন ও জগৎ প্রকাশিত হইল, "ইচ্ছা হইল তব ভানু প্রকাশিল" এরূপ মত অভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয় না, কেন না নির্ব্বিকল্প পূর্ণব্রহ্মের ইচ্ছা হইতে পারে না; ইচ্ছা, কার্য্যতৎপরতার মূল, কার্য্য তৎপরতা প্রয়োজন সিদ্ধির মূল, প্রয়োজনসিদ্ধি অভাব পূরণ করিয়া থাকে, সুতরাং যিনি ইচ্ছাযুক্ত তিনি অভাবযুক্ত বা অপূর্ণ পুরুষ। অতএব ব্রহ্মের ইচ্ছা হইতে পারে না। যদি বলেন ইচ্ছা না হইলে "ইচ্ছা" সম্বন্ধে তিনি অপূর্ণ রহিলেন। "ইচ্ছা তাঁহার পূর্ব্বে ছিল না। (যখন জগৎ ছিল না) তৎপরে হইল, আমরা এই মতের প্রতিবাদ করি, ইচ্ছা তাঁহার "থাকিতে" পারে, কিন্তু "হইতে" পারে না, তাঁহার ইচ্ছা নিত্য। যদি তাঁহার ইচ্ছাতেই জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে ইহা স্বীকার করা যায় তবে তাহা অনাদি, কারণ। তিনি অনাদি হইলে তাঁহার প্রকৃতি বা ইচ্ছা অবশ্যই অনাদিকাল সিদ্ধ হইবে। তাঁহার ইচ্ছা কখন অপূর্ণ থাকে না, তবে যখন হইতেই তাঁহার ইচ্ছার বিদ্যমানতা তখন হইতেই জগৎ, অতএব জগৎ অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান আছে। প্রকৃতির স্বভাব বশতঃই ইহা বারম্বার প্রকাশ ও বিলোপ হইয়া থাকে। মান্যবর বেচারাম বাবু লিখিয়াছেন যদি 'এই পুরুষ ও প্রকৃতি সংযোগেই সৃষ্টি হইল, সংযোগ করিল কে? পুরুষ না প্রকৃতি? যিনি এই উভয়ের সংযোগকর্ত্তা তিনিই ঈশ্বর।" সেশ্বরবাদের এই সমীচীন যুক্তি আবার নিরীশ্বরবাদের পোষকতা করিল। কেন না পুরুষ ও প্রকৃতি অভিন্ন বা নিত্য সংযুক্তভাবে অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান আছেন। উহা কাল সহকারে বা কোন শক্তি কর্ত্তৃক পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে সংযুক্ত হন নাই। উহার সংযোগকর্ত্তা কেহ নাই সুতরাং এ মতে ঈশ্বরও নাই।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণবিশিষ্ট অথচ এই তিন গুণ যাঁহার আজ্ঞাকারী বা আয়ত্তাধীন তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বর যে তিন গুণ বিশিষ্ট বা সগুণ, সৃজন, পালন সংহারকর্ত্তৃত্বই তাহা প্রতিপাদন করিতেছে। শাস্ত্র ও ধর্ম্মাবলম্বন মহাত্মাগণ তাঁহাকে ভক্তবৎসল, দয়াময়, সিদ্ধিদাতা, পরিত্রাতা, পাপ পুণ্যের শাসনকর্ত্তা আদি বলিয়া ব্যাখ্যান করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারাও সগুণত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে, এবং তিনি গুণত্রয়ের অধিপতি না হইলে এই জগৎ রচনা করিতে পারিতেন না। জীব যোগ-বলাদি দ্বারা গুণত্রয়কে নিজ অধীন করিতে পারিলেই প্রাকৃতিক শক্তির উপর আধিপত্য করিতে পারে। অণিমা, লঘিমাদি সিদ্ধি তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে; যোগী এই এই গুণাতীত অবস্থাপন্ন হইলেই ঈশ্বর পদবাচ্য হয়েন। শাস্ত্রে "ভগবান বশিষ্টদেব" "ভগবান শুকদেব" "ভগবান সঙ্করাচার্য্য" এরূপ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আপনি যেমন নিজ পুত্রের জন্মদাতা হইয়াও পুত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, ঈশ্বর

(১) জগৎকারণ অপরিজ্ঞেয় এ কথা আমরাও বলি। অপরিজ্ঞেয় বলিয়া কারণ নাই এ সিদ্ধান্ত করা কি ভ্রান্তের কার্য্য নয়? যদি কেহ তাহার জন্মদাতাকে জন্মাবচ্ছিন্নে দেখিয়া না থাকে, তাহার জন্মদাতা কেহ নাই, সে কি এই সিদ্ধান্ত করিবে? সং।

তদ্রূপ বিশ্ববিধাতা বিশ্বনিয়ন্তা হইয়াও সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। গুণ যাঁহার আশ্রিত অথচ যাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না, সেই মুক্ত পুরুষই ঈশ্বর, অতএব প্রাকৃতিক আদিম পুরুষের নামই ঈশ্বর তিনিই পিতামহ, তাঁহা হইতেই বিশ্বপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাঁহাকে স্রষ্টা বলিয়া বিশ্বাস করিবার কোন বিশেষ হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি মহৈশ্বর্য্যশক্তি বিশিষ্ট, তাঁহার আরাধনা করিলে আমরা সেই সেই গুণ প্রাপ্ত হইতে পারিব, এ জন্য তিনি আমাদের উপাস্য। সাধুর প্রতি ভক্তি পূর্ব্বক মনোবুদ্ধি সমর্পণ করিলে যেমন সাধুভাব লাভ করিতে পারি, তদ্রূপ সমস্ত শক্তিসম্পন্ন সদা মুক্ত ঈশ্বরকে মন প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক উপাসনা করিলে আমরা মুক্তি লাভ করিব। এ জন্য ঈশ্বর আমাদের উপাস্য। পিতা আমার স্রষ্টা না হইয়াও যেমন আমার গুণ ও দোষের পুরস্কার ও তিরস্কার করিবার পূর্ণাধিকারী তদ্রূপ প্রাকৃতিক নিয়ম পালন বা লঙ্ঘন করিলে পুণ্য ও পাপ জন্য ঈশ্বর যে আমাদের সুখ দুঃখের নিয়ন্তা হইবেন তাহাতে বিশেষ আপত্তি কি? শ্রেষ্ঠতা যদি পূজার কারণ হয় তবে ঈশ্বর অবশ্যই সম্ভাবনীয়। অধুনা অনেকেই ব্রহ্ম ও ঈশ্বর একার্থে ব্যবহার করাতেই এই ঘোর আন্দোলন উঠিয়াছে। ভগবতী বাবু "ঈশ্বর" শব্দের উপর বেগ দিয়াছেন, রাসবিহারী বাবু উক্ত "ঈশ্বর" পদটী অগ্রাহ্য করিয়াছেন মাত্র, বস্তুতঃ কার্য্যগত কিছুই বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। "অস্তি" শব্দ প্রত্যেকেরই হৃদয়াভরণ। নিরীশ্বরবাদী হইলেই নাস্তিক হয় না।

| | |
|---|---|
| মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচা-রিণী সভা। | অনুগত শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। |

# বিজ্ঞাপন।

কণ্ট্রাক্টরদিগের প্রতি বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা ৯৷৷০ লক্ষ ইষ্টকের কণ্ট্রাক্ট লইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা আগামী ১ লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকটে আবেদন করিবেন।

নিম্নলিখিত স্থান সকলে ১৮৮১ সালের ৩০ এ জানুয়ারির পূর্ব্বে লক্ষ ইষ্টক প্রস্তুত থাকা আবশ্যক।

| স্থান | দূরত্ব | সংখ্যা |
|---|---|---|
| তাতিবন্দ | পাবনা হইতে ১২ মাইল | ১৫০০০ |
| দেওয়ানগঞ্জ ঘাট | পাবনা | ১৫০০০০ |
| রাধানগর ঘাট | ঐ | ৩০০০০০ |
| গড়িয়ালপাড়া | পাবনা হইতে ১ মাইল | ১৬০০০০ |
| কৃষ্ণপুর বা মাল্লিপাড়া | ঐ | ১৫০০০০ |
| মনোহরপুর ও মালিগাছার মধ্যে | পাবনা হইতে ৩৷৷০ মাইল | ১, ৩০০০০ |
| মুনলদপুরের নিকট | পাবনা হইতে ১২ মাইল | ২০০০০ |
| ভবানীপুর | ঐ ঐ | ২, ৫০০০০ |

নিম্ন স্বাক্ষরকারী ইচ্ছা করিলে যে কোন কণ্ট্রাক্ট মঞ্জুর করিতে ও পারেন, না করিতে ও পারেন।

যাঁহার কণ্ট্রাক্ট মঞ্জুর হইবে, তাঁহাকে কার্য্যের মূল্য অনুসারে শতকরা ১০ দশ টাকা হিসাবে জমা দিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বিষয় জানিবার আবশ্যক হইলে পাবনা ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারের নিকটে আবেদন করিবেন।

| | |
|---|---|
| পাবনা<br>১৮ ই আগষ্ট ১৮৮০ | চেয়ারম্যান রোডসেশ কমিটী পাবনা। |

---

এতদ্দ্বারা বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং কর্পরেশনের অংশীদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে উক্ত ব্যাঙ্কের ডিরেক্টারগণ আর্টি-কলস্ অফ এসোসিয়েশনের ৬ ধারা অনুসারে প্রত্যেক অংশে এক টাকা করিয়া প্রথম "কল্" করিয়াছেন। উক্ত টাকা আগামী ২০ এ সেপ্টেম্বর তারিখে কিম্বা তৎপূর্ব্বে দেয়।

| | |
|---|---|
| কলিকাতা<br>বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং কর্পরেশন লিমিটেড<br>৭ নং ওলড্ পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট<br>৬ আগষ্ট ১৮৮০। | ডিরেক্টরগণের অনুমত্যানুসারে সম্পাদক |

---

শারীরবিধান ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

---

## শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

### বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে" স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

| | |
|---|---|
| ১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... | ২ টাকা। |
| ঘৃত ৶০ পোয়া ... ... ... | ৩ টাকা। |
| তৈল।০ পোয়া ... ... ... | ৪ টাকা। |

### জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

| | |
|---|---|
| এক শিশির মূল্য ... ... | ১৷৷০ টাকা। |
| প্যাকিং ও ডাকমাসুল ... | ৵০ আনা। |

### শিবামৃত।

(নপুংসক শৃগাল কাথে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ুরোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

### রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ুরোগ, মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

| | |
|---|---|
| এক পোয়ার ...মূল্য ... | ৪ টাকা। |
| প্যাকিং ডাকমাসুল ... ... | ৵০ আনা। |

### শারিবা আসব।

ইহার ব্যবহারে সকল প্রকার বাত, রক্তদোষ, পারাদোষ (অর্থাৎ পারা যে কোন প্রকারে শরীরস্থ হইয়া যে সকল রোগ উৎপন্ন করে) বাতরক্ত নালি ঘা শোথ, গাত্রকণ্ডু, শরীরের দুর্ব্বলতা, স্ফূর্ত্তিবিহীনতা, মস্তক ঘূর্ণন, হস্তপদাদির জ্বালা, উপদংশ বা গরমির পীড়া জন্য গাত্রে যে সকল বিকৃত চিহ্ন বা ক্ষত হয়, তৎসমুদায় ইহা দ্বারা বিনষ্ট হয় অর্থাৎ শরীরের দূষিত রক্ত সকলকে পরিষ্কার করিয়া এই সকল পীড়ার শীঘ্র উপশম করে, এতদ্ভিন্ন শরীর কৃশ এবং দুর্ব্বল হইলে ক্রমশঃ ইহা দ্বারা শরীর বলিষ্ঠ, , স্থূল ও কান্তি বিশিষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাসুল ৫ চার আনা।

## পুস্তক বিক্রয়।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি কল্পদ্রুম ও সোমপ্রকাশের কার্য্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নিকট আসিলে বা মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

| পুস্তক | মূল্য |
|---|---|
| বিদ্যারত্ন | ৵০ আনা |
| কৃষিতত্ত্ব | ১ |
| নীতিসার ১ ম ভাগ | ৶০ |
| ঐ ২ য় ভাগ | ৶০ |
| ঐ ৩ য় ভাগ | ।০ |
| নিসর্গ সুন্দরী | ।৵০ |
| বঙ্গাঙ্গনা কাব্য | ১৲ |
| যৌবন সুহৃদ | ৵০ |
| বিশ্বেশ্বর বিলাপ | ॥০ |
| সংকেতসার | ৵১০ |
| সভ্যতা সোপান | ।০ |
| যোগিনী | ১৲ |
| কাশীমাহাত্ম্য প্রথম ভাগ। | ॥০ |
| ঐ ২ য় ভাগ | ১০ |
| বিশ্ববিষচিকিৎসা | ৵০ |
| দশরথ বিলাপ | ॥০ |
| অবকাশ রঞ্জিনী | ১ |
| বালীবধ কাব্য | ১ |
| নির্ব্বাসিতের বিলাপ | ৵০ |
| ভারতীয় গ্রন্থাবলী | ১ |
| কাশ্মির কুসুম | ১॥০ |
| ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত | ॥০ |

---

## ভ্রহ্মচারী দত্ত মহৌষধী।

ইহাতে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারণ হয়। ৪১ দিনের সেবনোপযুক্ত ঔষধের মূল্য ৫ টাকা ২১ দিনের ২৵০ ও সাত দিনের ১ টাকা। যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ বেয়ারিং পাঠান যাইবে।

শ্রীদেবীপ্রসাদ দুবে
মিসিরপোখরা বেনারস

---

দ্বিতীয়ভাগ কল্পদ্রুমের দশম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩, টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ চারি আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে ইহা মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। দশম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। সরোজসুন্দরী।
২। একাদশ অবতার।
৩। দুর্য্যোধনের প্রতি ভীম।
৪। উপন্যাস।
৫। সাংখ্যদর্শন।
৬। মৃচ্ছকটিক।
৭। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৮। পিপীলিকা না বাঙ্গালী কে ভাল ?
৯। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
১০। মনুসংহিতা।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইতে চাঙ্গড়িপোতার কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

---

মৎ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

### ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৩॥০ টাকা, ডাক মাশুল ।০

### আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদমতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সর্দ্দিগর্ম্মি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের প্রধান প্রধান উপায় ভারতবর্ষের স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১॥০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

### আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদি চিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ।০

### আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

---

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

## শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ-ধাতু-ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

### কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা ( টাক ) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১, ডাকমাশুল ॥৵০

### সুরসুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ,বাধক রোগ ও বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২, ডাকমাশুল ।৵০

### নন্দিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় জ্বর প্রভৃতি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১॥০ ডাকমাশুল ।৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

## উপহার।

সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান,
সাধু-রহস্য ও সমালোচন-পূর্ণ
মাসিক পত্রিকা।

এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকাখানি বিগত জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩৸৹। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া মূল্যসহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
শোভাবাজার কলিকাতা।

## সঙ্কট তৈল।

অর্দ্ধ ড্রাম শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৵৹ আনা। কর্ণের ঘা, পূয, কটকট, বেদনা, সন সন, ভোঁ ভোঁ, বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

## মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ৷৷৹ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, মেড়ে ফুলা, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীবিহারিলাল বর্দ্ধন
৩৬ নং চোরবাগান
ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

## ঔষধ।

### SIGHT PRESERVER.

১। দৃষ্টি রক্ষক নামক সর্ব্বপ্রকার চক্ষু রোগের এক মাত্র মহৌষধ। মূল্য ১, ডাক মাসুলাদি ৵৹।

২। প্রমেহ রোগ নূতন পুরাতন যে প্রকারেরই হউক না কেন, আলা যন্ত্রণা মূত্রাধিক্য পূযস্রাব প্রভৃতি উপসর্গ নিবারিত হইয়া নিশ্চয়ই নিঃশেষে আরোগ্য হয়। মূল্য ৪ টাকা ডাক মাসুলাদি ১ [illegible] টাকা মাত্র।

### PROPHYLACTIC FOR HYDROPHOBIA.

৩। ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুর প্রভৃতিতে মনুষ্যকে দংশন করিলে সেই দংশন জনিত বিষ নিবারক মহৌষধ, রোগী ক্ষিপ্ত হইলে এবন কি জল কিম্বা আলো দেখিয়া ভীত হইলেও (হাইড্রফোবিয়া কিম্বা-ফটোফোবিয়া) ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। দংশনের পর যে কোন সময়ে ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিলে পরিণামে কোন ভয় থাকে না, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১০ টাকা। ডাক মাশুল ১৷৹।

৪। সর্ব্ব প্রকার ক্ষত রোগের মহৌষধ, ইহা দ্বারা পুরাতন গলিত, পারদ এবং উপদংশ জনিত সর্ব্ব প্রকার ক্ষত আরোগ্য হয়; বিশেষতঃ অল্প মাত্রায় মালিশ করিলে সর্ব্ব প্রকার চর্ম্ম রোগ নাশ হইয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা মাশুল ৶৹।

আনুপূর্ব্বিক অবস্থা লিখিলে সর্ব্ব প্রকার রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা পাইতে পারিবেন।

আবশ্যক হইলে কলিকাতা, সিমলা ৫৭ নং বলরাম দের ষ্ট্রীটে শ্রীহরিমোহন সেন গুপ্তের নামে মূল্যাদি সহ পত্র লিখিবেন।

---

যিনি এক দিবসে হৃদয় দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

## বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটোলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৯৭ নং কলেজ স্কোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাসুল সহ ৶৹ আনা মাত্র।

## আদরিণী।

বঙ্গদর্শন, বান্ধব, আর্য্যদর্শন, কল্পদ্রুম প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্র সমূহের কতিপয় সুলেখক কর্ত্তৃক আদরিণী নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী (১২ পেজি রয়্যালের ৩০ পৃষ্ঠা) আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সমেত ২ টাকা। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইবেন।

বালোড়
রাজহাট পোষ্ট আফিস
হুগলী।

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস
আদরিণী কার্য্যাধ্যক্ষ

## মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এসপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু সর্ব্বানন্দ মজুমদার—কলিকাতা | ৫৷৷ |
| শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দেব—কলিকাতা | ৫৷৷ |
| „ „ হরনাথ মিত্র—রামপুর | ৫৷৷ |
| „ „ রসিকলালচন্দ্র—কলিকাতা | ৫৷৷ |
| „ „ কালীকৃষ্ণ চৌধুরী—ভগীরথপুর | ১০ |
| „ শ্রীমন্মথ মুখোপাধ্যায়—ছাপরা | ৫ |
| „ „ কার্ত্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—রাজমহল | ৭ |
| „ „ দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী—টাঙ্গাইল | ১০ |
| „ „ ষষ্টিচরণ মিত্র—ইন্দোর | ৭ |
| „ „ বলরাম দাস—সিমুলিয়া | ১২ |
| „ „ হরিহর ঘোষ—পঞ্চাননতলা | ১০ |
| „ „ রাধাকান্ত দত্ত—বহুবাজার | ৭ |
| শ্রীমতী ফয়জন্নেচ্ছা চৌধুরাণী—ত্রিপুরা | ১০ |

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵৹ দুই আনা তাহার পর /১৹ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রী[illegible]নাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ১৯ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ৮ ই ভাদ্র। ইং ১৮৮০। ২৩ এ আগষ্ট। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।



## প্রেরিতপত্র।

### উদ্ভ্রান্ত যুক্তি।

সোমপ্রকাশে ঈশ্বরের অস্তিত্ব লইয়া ঘোর বিসম্বাদ চলিতেছে। ইহাতে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছি। করুণাময় বাৎসল্যপূর্ণ "পিতুরপি পিতা" ঈশ্বর আছেন, ইহাও প্রমাণাশ্রিত হইল। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে অনেকে অনেক প্রকারের তর্কে প্রবিষ্ট হইলেন, তাহাতে তাঁহারা যথোচিত কার্য্যের জন্য সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। ঈশ্বর নাই, পিতার পিতা নাই, একথা বলাতে যে কেবল একটী ভয়ঙ্কর মিথ্যা কথা কহা হয় এমন নয়, পিতার দয়া স্নেহ ও প্রেমের অস্বীকার করায় যতদূর কৃতঘ্নতাপাপে কলুষিত হইতে হয়, পিতার অপেক্ষা অচিন্তনীয় দয়াময় পিতার অপেক্ষা অচিন্তনীয় স্নেহপূর্ণ ও পিতার অপেক্ষা অচিন্তনীয় প্রেমাশ্রিত ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করণে ততোধিক, ভয়ানক কৃতঘ্নতাপাপে নিপতিত হইতে হয়। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, সেখানে (নাস্তিক কেহ আছে কি না, থাকিতে পারে কি না, সন্দেহ) তাঁহারা কি ভয়ঙ্কর পাপে নিমগ্ন হন, তাহা নিম্নলিখিত বিষয়টী পড়িয়া একবার ভাবিয়া দেখুন। মনে কর তুমি একটী জমীতে একটী পুষ্করিণী খনন করিয়া, উহার চারি ধারে আম জাম প্রভৃতি বৃক্ষ রোপণ করিয়া, ঐ পুষ্করিণীটী এবং উহার সমেত আর ত্রিশ বিঘা জমী, একটী ব্যক্তিকে দানপত্র লিখিয়া দিয়া ভোগ করিতে দিলে। ত্রিশ বৎসর পরে যখন ঐ ব্যক্তির পৌত্রাদি ঐ জমিটী ভোগ দখল করিয়া উহার উৎপন্ন ফলে সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া উহার সমস্ত উপস্বত্ব ভোগ করিতেছে, তখন তুমি এক দিন উহারা তোমাকে ভূমি দাতা বলিয়া স্বীকার করে কি না জানিতে ইচ্ছুক হইয়া, তথায় উপস্থিত হইলে। কিন্তু জমীর বসতিকারেরা তুমি ভূমিতে উপস্থিত হইবা মাত্র, বলিল "কেহে তুমি?" তুমি বলিলে, "আমি তোমাদের পিতামহকে এই জমিটী প্রদান করিয়াছি।" তাহারা বলিল "এজমী আমাদের পৈতৃক, আমরা তোমায় চিনি না, তোমাকে জানি না।" এই বলিয়া তোমাকে গালাগালি দিতে লাগিল ও মারিতে উদ্যত হইল। এমন অবস্থায়, তোমার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হয়? আর তোমার সামান্য দয়া, তোমার সামান্য দান, আর উহার সহিত অচিন্ত্য ঐশ্বরিক দয়াদির তুলনা করিয়া দেখ। ঈশ্বরকে অস্বীকার করায় যে কি ভয়ানক পাপে পতিত হইতে হয়, বুঝিতে পারিবে।

বাস্তবিক ঈশ্বর নাই, ইহা কেবল মানুষের বিকৃত ভাবাপন্ন মানসিক প্রবৃত্তি ও ভাবনার ফল মাত্র। পিতারও পিতা ছিলেন, তাঁহারও আবার পিতা ছিলেন, কার্য্যের কারণ আছে, ইত্যাদি এই অনুমান ক্রমেই সৃষ্টির যে স্রষ্টা আছেন, তাহা আমাদের প্রতীয়মান হয়। আমরা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগকে দেখি নাই, তবে কি বলিব আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন না? কর্দ্দমের উপরে একটী পদাঙ্ক দেখিয়া আমরা কি বলিব এই পদাঙ্কটী আপনিই হইয়াছে, কোন মানুষ চলিয়া যাওয়াতে হয় নাই? তেমনি আমাদের অতীতকালের জ্ঞান নাই, আমাদের দর্শন শক্তি বস্তুর যাথার্থ্য দেখিতে সমর্থ হয় না, আমরা চিরন্তন স্থায়ী নই, আমরা এসব দৈবনিক কারণের জন্য, দোষ বলিতে চাও বল, যাহা আমাদের সমক্ষে প্রদত্ত হয়, তাহারই বাহ্যিক জ্ঞান লাভ করি। জ্ঞান দর্শন স্পর্শন ও শ্রবণ হইতেই হয়। কিন্তু ক্রিয়া আদি ছিন্ন ও স্বয়ং, তোমার পিতার পিতাকে না

...লেও, না স্পর্শ করিলেও, না শ্রবণ করিলেও, উৎপত্তির পরম্পরা, কার্য্য কারণের পরম্পরা দেখিয়া, আমাদের একটী অবিচলিত ও অভ্রান্ত উপলব্ধি হয় যে যাহা আমরা দেখি নাই তাহাই যে ছিল না এমন নহে, তাহাও ছিল; পিতার পিতাও ছিলেন আমরা কেবল তাঁহার সমকালিক নয় বলিয়া দেখিতে পাই না। তেমনি এই নিয়মে প্রবর্ত্তিত হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুঝিতে হইবে; আর ঈশ্বর চিরন্তন কিন্তু নিরাকার, এই কারণে আমাদের চক্ষুর অগোচর, ইহাও বুঝিতে হইবে।

কিন্তু গত সপ্তাহের সোমপ্রকাশে কোন সেশ্বর বাদীর নূতন প্রকারের যুক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। তিনি বলিতেছেন ঈশ্বর বিশ্ববিধাতা হইয়াও সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন! এটী বড় আশ্চর্য্য যুক্তি, চমৎকার সিদ্ধান্ত! আমি পাপকর্ম্ম করিয়াও দায়ী হইব না! যুক্তিকার গভীর তর্কসমুদ্রে মণির উদ্দেশে নিমগ্ন হইলেন, কিন্তু আর উপরে উঠিলেন না মণিও উঠিল না। যুক্তিকারের তর্কপ্রণালীতে গাম্ভীর্য্য ও চিন্তাশীলতা লক্ষিত হইলেও উহা উদ্ভ্রান্ত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন (১) যিনি সত্ত্ব রজ তম গুণবহির্ভূত, তিনিই ঈশ্বর; (২) যিনি এই প্রপঞ্চের সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি ত্রিগুণোপেত; (৩) অতএব সিদ্ধান্ত এই—এই প্রপঞ্চের সৃষ্টিকর্ত্তা, ঈশ্বর নহেন! এরূপ সিদ্ধান্তের ভ্রম নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। একটী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে, যে ধাতু লওয়া হইয়াছিল, ঐ গঠিত প্রতিমূর্ত্তিটী সেই ধাতুরই হইবে, অন্য ধাতুর হইবে না। তেমনি কোন তর্কের সিদ্ধান্ত করিতে গেলে, তার্কিক উপাদান সকল যে প্রকারের, সিদ্ধান্তও সেই প্রকারের হইবে। তার্কিক উপাদান ভ্রমদুষ্ট হইলে, সিদ্ধান্তটী ও ভ্রমদুষ্ট হইবে। যুক্তিকারের উপাদান ভ্রমদুষ্ট হওয়াতে তাঁহার সিদ্ধান্তও কাজে কাজেই ভ্রমদুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার প্রথম তার্কিক উপাদান এই, যিনি ত্রিগুণবহির্ভূত তিনি ঈশ্বর, ইহা ভ্রমপূর্ণ যুক্তি যুক্তিকার কেমনে জানিলেন, যিনি ত্রিগুণবহির্ভূত তিনি ঈশ্বর, তাঁহার এরূপ জ্ঞানের মূল কারণ তিনি নিজেই নির্দ্দেশ করিতেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন — গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি" তবে আর মিথ্যা তর্ক করিবার প্রয়োজন কি? শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, শ্রীরাধিকা বলিয়াছেন বলিয়াই বিশ্রাম লও। "শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন" অতএই ঈশ্বর ত্রিগুণবহির্ভূত হইলেন! শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন তাহা যদি ভ্রান্ত হইবার নয়, তবে আর বৃথা তর্কে প্রবৃত্ত হইবার আবশ্যক নাই। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকা উভয়েই বলিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণ শ্রীহরি শ্রীকালী তিন জনেই বলিয়াছেন; এমন যদি এক এক কথায় তর্ক চুকিয়া যায়, তবে তাহাতেই নির্ভর করিয়া থাকুন। যুক্তিকারকে নিজের বিচারেই চলিতে হইবে, তাঁহার নিজের বুদ্ধিশক্তিতে কি প্রকটিত করে। তাঁহার পূর্ব্বকার জ্ঞান, শিক্ষা, অভ্যাস, শ্রদ্ধাদি পক্ষপাতশূন্য হইয়া নিজের অন্তর্শক্তিতে যাহা ব্যক্ত করে তাহাতেই তর্ক অনুস্যূত করিতে হইবে। তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বকার একটী মত ভ্রান্ত বা সন্দিহান হউক, উহাকে তার্কিক উপাদান ধরিয়া লইলে তর্কের সিদ্ধান্ত ভ্রমশূন্য হইতে পারে না, একটী উপাদান মিথ্যা বা সন্দেহযুক্ত হইলেই শেষের সিদ্ধান্তটীও ভ্রমপূর্ণ হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? এখানে যুক্তিকারের প্রথম উপাদানটী ভ্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয়টী ভ্রান্ত নহে, এই জন্য সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। "ঈশ্বর ত্রিগুণবহির্ভূত" ইহা তাঁহার পূর্ব্বকার উপলব্ধির উপর গ্রথিয়াছে, ইহার যাথার্থ্য ও দেখিতেছেন না। আমাদের যাহা উপলব্ধি হয় বা যাহা অন্য (যেমন শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি) হইতে হয় তাহাও উদ্ভ্রান্ত হইতে পারে, ইহা সকলেই নিত্য দেখিতেছেন। ঈশ্বর যে ইচ্ছাহীন হইবেন, যুক্তিকার কিরূপে জানিলেন? কেবল কি কোন একটা উপলব্ধির উপর নির্ভর করিয়া একটা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে? ঈশ্বর ইচ্ছাহীন কেনই হইবেন? এমন হইবার কি যুক্ত কারণ আছে? যুক্তিকার বলিতেছেন, ইচ্ছাযুক্ত হইলেই ইচ্ছার "বশীভূত" হইতে হইল, ঈশ্বর কিছুরই "বশীভূত" নহেন। ইচ্ছাযুক্ত হইলেই যে ইচ্ছার "বশীভূত" হইল, ইহা ভ্রান্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্ত মানুষ হইতেই পাওয়া যাক, তুমি আমি ইচ্ছার "বশীভূত" হই; কিন্তু তুমি আমি যে উপাদানে নির্ম্মিত যুক্তিকার কি বলিতে চাহেন ঈশ্বরও অবিকল ঠিক সেই উপাদানে নির্ম্মিত? ইহা কিরূপ সিদ্ধান্ত? তুমি কেমন তোমার আভিধানিক "আশ্রিত" "আবদ্ধ" "বশীভূত" প্রভৃতি সংজ্ঞা সংযুক্ত করিয়া ঈশ্বরের উপরে ইচ্ছার প্রাধান্য দিতে পার না। ঈশ্বর "ইচ্ছাময়" কেন বল না? তুমি আমি ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হইব, ইচ্ছার দাস হইব; কিন্তু ঈশ্বর অন্য উচ্চতর উপাদাননির্ম্মিত হইতে পারেন, তিনি "ইচ্ছাময়" হইতে পারেন, তিনিই ইচ্ছা হইতে পারেন।

অনুগত
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

---

এই মাত্র আপনার ১ আগষ্ট তারিখের সোমপ্রকাশ হস্তগত হইল। আমাদের পূর্ব্ব লিখিত "ঈশ্বর সিদ্ধি" শীর্ষক প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের বন্ধুবর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাবু অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন দেখিয়া অতীব সন্তোষ লাভ করিলাম। কিন্তু তিনি নিরীশ্বর ও সেশ্বরবাদের মীমাংসা করিতে গিয়া "ঈশ্বর ও ব্রহ্ম" বাদের সূত্রপাত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "ব্রহ্ম ও ঈশ্বর যে অবস্থাগত অতীব পৃথক তাহার প্রমাণ আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রতুল নাই।" আর্য্যশাস্ত্রে যে কিসের অপ্রতুল আছে তাহাত আমরা অদ্যাপি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না, ইহার মধ্যে যিনি যাহা চান তিনি তাহাই পান, এই ইহার আশ্চর্য্য প্রকৃতি। ঈশ্বর পরমেশ্বর, জগদীশ্বর, লোকেশ্বর, প্রাণেশ্বর, মহেশ্বর এবং ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, পরাৎপরব্রহ্ম, পরমেষ্ঠি ব্রহ্ম, নির্গুণব্রহ্ম, সগুণব্রহ্ম, ও পরমাত্মা, অন্তরাত্মা, মহাত্মা, ইত্যাদি শব্দ ভিন্নার্থ বোধক নহে। এসব যদি ভিন্ন ভাবি তাহা হইলে নর, মানব, মনুষ্য, মনুজ প্রভৃতিও পৃথক ভাবাত্মক কেন না ভাবি? শাস্ত্রের মধ্যে যেখানে "ঈশ্বর" ও "ব্রহ্মের" মধ্যে অবস্থাগত পার্থক্য দেখান হইয়াছে, তাহা বোধ হয় কেবল সাধারণ লোকে তৎসংক্রান্ত পাছে যৎসামান্য মত এবং ভাব পোষণ না করে, তাহা বিশদরূপে প্রদর্শন করিবার জন্য বিস্তার বর্ণন করিয়া থাকিবেন। "ঈশ" শব্দে শ্রেষ্ঠ বুঝায়, "ব্রহ্ম" শব্দেও বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ বুঝায়। যেখানে "ধনেশ," "জলেশ" ইত্যাদি দেব শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে কেবল "ঈশ্বর" বলিলে যাহা বুঝায় তাহা প্রতিপন্ন হয় নাই। "ঈশ্বর" ও "ব্রহ্ম" বিষয়ক তাদৃশ পার্থক্য উপনিষদাদি প্রধান আর্য্যশাস্ত্রে দেখা যায় না। বরং উহা যে এক পরমাত্মা-বাচক তাহাই প্রতীতি হইয়া থাকে।

"ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহন্তং যথানিকায়ম, সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারমীশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি।" শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৩। ৭।

অর্থাৎ। বিশ্ব কার্য্যের কারণ পরব্রহ্ম সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, তিনি সর্ব্বভূতের শরীর মধ্যে গূঢ়রূপে স্থিতি করিতেছেন, সেই বিশ্ব সংসারের একমাত্র পরিবেষ্টিতা ঈশ্বরকে জানিয়া লোক সকল অমর হয়েন। এস্থলে দেখুন "ব্রহ্মকেই" বিশ্ব কার্য্যের কারণ রূপে অবধারণ করা হইয়াছে, এবং সেই এক মাত্র "ঈশ্বরকে" জানিয়া লোক সকল অমরত্ব লাভ করিয়া থাকে। এখানে মহর্ষিগণ "ব্রহ্ম" ও "ঈশ্বর" মধ্যে কিঞ্চিৎ মাত্র বিভিন্নতা রাখিতে চান নাই।

আবার "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" বাজসনেয়োপনিষৎ।

অর্থাৎ। এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ সমুদায়ই ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে। অতএব

ঈশ্বর শব্দ ব্রহ্মবাচ্যবাধিত কি না বিচার করিয়া দেখুন।

শ্রীকৃষ্ণ বাবু বলেন " সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণে যিনি অনাশক্ত তিনিই ঈশ্বর "। আবার বলেন " ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা ঈশ্বর নামে অভিহিত কিন্তু ইঁহারাও প্রকৃতি হইতে স্ফুরিত হইয়াছেন, "—এই " প্রলয়কর্ত্তা ঈশ্বর " কাহার " প্রকৃতি হইতে স্ফুরিত হইয়াছেন, জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ আবার বলেন যে " ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ "। " মায়া সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা "। ভাল। প্রথমে বলা হইল এই " তিন গুণে যিনি অনাশক্ত তিনিই ঈশ্বর, " আবার ব্রহ্মাদি " ঈশ্বর " মায়াকল্পিত। কার মায়া কল্পিত ? ইহাও জানিতে ইচ্ছা হইতেছে; এবং যদি " এই গুণময়ী মায়া কর্ত্তৃকই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে " তবে মায়াই সর্ব্বে সর্ব্বা, " ঈশ্বর " ও " ব্রহ্ম " কোন্ কার্য্যেরই নন। কেন না যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় শক্তিহীন তিনি আবার ঈশ্বর অথবা ব্রহ্ম কিসে ? পক্ষান্তরে শ্রুতি মহানাদে গাইতেছে, " যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম "। অর্থাৎ যাহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাহা দ্বারা জীবিত রহে, এবং প্রলয় কালে যাহার প্রতিগমন করে ও যাহাতে প্রবেশ করে, তাহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর তিনি ব্রহ্ম।

যদি ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় শক্তি হরণ করা হয় তাহা হইলে " ওমিতি ব্রহ্ম " অর্থাৎ, যিনি ওঁকারের প্রতিপাদ্য তিনি ব্রহ্ম। ওঁকার শব্দের অর্থ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। " ওঁকারোহি ব্রহ্ম প্রতি বুদ্ধেরাদ্যোহপ্যয়সাজন্মময় " ইত্যাদির কোন অর্থই থাকে না। এবং " ওমিত্যেবং ধ্যায়থ, " অর্থাৎ এই ওঁকার প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান কর ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্যের কিছুই তাৎপর্য্য পরিগ্রহ হয় না।

অতএব " মায়া " আশ্রয় না আশ্রিত ? স্বতন্ত্র না পরতন্ত্র, স্বাধীন না পরাধীন ? মুক্ত না বদ্ধ নিত্য না অনিত্য ? যদি " ব্রহ্ম বা ঈশ্বর প্রাকৃতিক [illegible] আশ্রয় করিয়াই এই জগৎ রচনা করিয়াছেন " তাহা [illegible] " নয়, কিন্তু " রচনার পূর্ব্বে [illegible] আশ্রয় স্থান কোথায় ছিল [illegible] স্থির থাকিতে পারে না। [illegible] আশ্রয় করিয়াই যদি " ঈশ্বর [illegible] " গুণ " কাহাকে আশ্রয় করিয়া " ঈশ্বরকে " রচনা কৌশলে " আশ্রয় " দিল ?

ইনি আবার বলেন যে " চৈতন্য ও প্রকৃতির সংযোগ স্বভাবেই এই " সৃষ্টি স্থিত্যাদি ক্রিয়া অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাহা হইলে " চৈতন্য " ও " প্রকৃতি " দুইটী অনাদিবস্তু হইল। যাহা অনাদি তাহা অবশ্য অনন্ত এবং যিনি অনাদ্যন্ত তিনি ব্রহ্ম বলিয়া উদগীত হইয়াছেন। যথা।

" যুজেবাং ব্রহ্মপূর্ব্বং নমোভিঃ। অনাদিমত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে যতোজাতানি ভুবনানি বিশ্বা : " (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ২ অ) অর্থাৎ। ব্রহ্মপ্রাণ মহর্ষি উচ্চৈস্বরে হিমাচল হইতে ঘোষণা করিতেছেন যে " আমি নমস্কার পূর্ব্বক তোমাদের ও আমাদের চিরন্তন পরব্রহ্মের সহিত আত্মার সমাধান করি হে অনাদিমৎপরমাত্মন ? তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, তোমা হইতে এই সমুদয় ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে।

যদি " প্রকৃতি আর " চৈতন্য " সমকালবর্ত্তী অনাদি হইত, তাহা হইলে উক্ত মহাবাক্যের কোন অর্থই হয় না। দুই ব্রহ্মে বিবাদ বাঁধে। আবার দেখুন পাছে উক্ত সংশয় আসিয়া লোককে বিমুগ্ধ করে এই জন্য সেই মহাতেজা তপোনিষ্ঠ জ্ঞানী মহাত্মাগণ বলিয়া গিয়াছেন।

" ব্রহ্ম বা একমিদমগ্রআসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ। তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। " অর্থাৎ।

পূর্ব্বে কেবল একমাত্র পরব্রহ্ম ছিলেন, অন্য আর কিছুই ছিল না, তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন। ইহা হইতে সুন্দর মীমাংসা আর কোথায় পাইব ? এই সহজ বোধ্য সিদ্ধান্ত ছাড়িয়া ধর্ম্মান্ধ সম্প্রদায়ীগণের এত ঘোটমঙ্গল করিবার প্রয়োজন কি ? আরো সুস্পষ্ট ভাব নিম্ন শ্লোকে পাওয়া যাইতেছে। " ইদং বা অগ্রেনৈবকিঞ্চনাসীৎ। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। সবা এব মহানজ আত্মা অজরঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ। " অর্থাৎ।

এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে হে প্রিয় শিষ্য ! কেবল একই অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন। তিনি জন্মবিহীন মহান্ আত্মা, তিনি অজর, অমর, নিত্য, ও অক্ষয়। এখানে মায়া তিষ্ঠিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ বাবু ইচ্ছাময় ঈশ্বরের ব্রহ্মের সৃষ্টি সম্বন্ধে ইচ্ছা " হইতে " পারা কি " থাকিতে " পারা লইয়া কিছু তর্ক করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বাবু বলুন দেখি, প্রলয় সম্বন্ধে ঐরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছা " থাকিতে " পারে কি " হইতে " পারে ?

ঈশ্বরের প্রলয় সম্বন্ধে " ইচ্ছা যেমন এখনো ব্যক্ত হয় নাই, কিন্তু অব্যক্ত ভাবে আছে। ব্যক্ত হইলে সব বিলীন হইয়া যাইবে, সেইরূপ তাঁহার সৃষ্টি সম্বন্ধে ইচ্ছা সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহাতেই অব্যক্ত ভাবে ছিল, যেই ব্যক্ত হইল অমনি।

" এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ।
খংবায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।
ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ

ইঁহা হইতে প্রাণ মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হইল। ইঁহার ভয়ে অমনি অগ্নি প্রজ্বলিত ইঁহার ভয়ে অমনি সূর্য্য উত্তাপ দিতে আরম্ভ করিল, অমনি মেঘ বারি বর্ষণ করিতে লাগিল বায়ু অমনি সঞ্চালিত হইতে আরম্ভ হইল এবং সেই কাল মৃত্যুও জীবসংহারার্থ সংসারে সঞ্চরণ করিতে আজ্ঞা পাইল।

সাংখ্যদর্শনকার যাঁহাকে পুরুষ বলেন আমরা তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলি এবং পাছে এই মহাপুরুষ লইয়া আর্য্য সন্তানেরা এমন গোলযোগ করে, সেই আশঙ্কায় যোগপ্রবণ যোগিতচিত্ত মহর্ষি প্রাণ হইতে এই শ্রুতি গাথা দেখুন কত কাল পূর্ব্বে নিনাদিত হইয়া নিরীশ্বরবাদিগণকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে।

" মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃপরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ ॥

কঠোপনিষৎ। ২ খণ্ড। ১১ শ্লোক

মহান আত্মা হইতে অব্যক্ত বীজ শক্তি শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। সেই কাষ্ঠা সেই পরাগতি।

---

# সোমপ্রকাশ।

৮ই ভাদ্র সোমবার।

নিজাম ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট।

বহুদিন অবধি নিজাম গবর্ণমেন্টের সহিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের একটী মামলা কাণ্ড চলিয়া আসিতেছে। তাহার স্বরূপ কি নিম্নলিখিত গল্পটী দ্বারা তাহা সুপরিব্যক্ত হইবে। গল্পটী এই কোন পল্লীগ্রামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার ছিলেন, সেই প্রদেশের অপর একজন জমিদারের সহিত তাহার বিবাদ চলিতেছিল। এতদ্ভিন্ন অপরাপর দাঙ্গা প্রভৃতির জন্য সর্ব্বদা এক দল লাঠিয়াল রাখা আবশ্যক হইত। অথচ এতগুলি লোককে বেতন

দিয়া রাখিতে গেলে যে ব্যয় হয় জমীদার সে ব্যয় করিতে প্রস্তুত নহেন। অবশেষে তিনি এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তাঁহার প্রতিবেশিদিগের মধ্যে একজন ধনী ছিল। সে ব্যক্তিরও নিজ শত্রুদিগের সহিত সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ হইত এবং সে ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে জমিদার মহাশয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইত। জমিদার মহাশয় এই সুযোগ পাইয়া একটী কৌশল খেলিলেন; ঐ হতভাগ্য ধনীকে বলিলেন, আমি বার বার তোমার জন্য লোক জন পাঠাইতে পারি না। আমি তোমাকে একদল সুশিক্ষিত লাঠিয়াল দিতেছি, তাহারা সর্ব্বদা তোমার অধীনে থাকিবে, কিন্তু আমার আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে আনিতে হইবে এবং তোমাকে তাহাদের ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। মূর্খ ধনী তাহাতেই সম্মত হইল এবং সেই গুরুতর ব্যয়ভার নিজ মস্তকে লইল। কিছু দিনের মধ্যেই শত্রুগণের উপদ্রব রহিত হইল, এবং উক্ত ধনীর অবস্থাও মন্দ হইয়া আসিল, তখন সে বলিতে লাগিল, আমার আর এত লাঠিয়ালে প্রয়োজন নাই, এবং আমি এত ব্যয়ও দিতে পারি না, আপনি অনুমতি করুন, আমি আবশ্যক মত কয়েকজন রাখিয়া অপর সকলকে বিদায় দি। জমিদার মহাশয় দেখিলেন, তাহার আবশ্যক না থাকুক তাঁহার নিজের আবশ্যক হইবে। সুতরাং বলিলেন, তাহাদের সংখ্যার হ্রাস করা যাইতে পারে না। তুমি যখন সন্ধিপত্র দ্বারা তাহাদিগের ভার লইয়াছ, তখন তোমাকে সে ভার বহন করিতে হইবে। সে ব্যক্তি কি করে প্রবলের সহিত বিরোধ সাজে না সুতরাং বাধ্য হইয়া সম্মত হইল; কিন্তু কিয়দ্দিবসের মধ্যে হতভাগ্য ধনী সেই সকল লাঠিয়ালের বেতনের জন্য উক্ত জমিদারের সরকারেই ঋণী হইয়া পড়িল। অবশেষে জমিদার মহাশয় সেই ঋণ ও তাহার সুদ ধরিয়া ধনীকে চাপাচাপি করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে উক্ত ধনীর একটী জমিদারী বন্ধক স্বরূপ নিজ হস্তে লইবার প্রস্তাব করিলেন। সে হতভাগ্য নিরুপায় হইয়া তাহাতেই সম্মত হইল। কয়েক বৎসর পরে ধনী দেখিলেন যে উক্ত বন্ধকী বিষয়ের উপস্বত্বে তাহার ঋণ শোধ হইয়া গিয়াছে, এবং অপরাপর দিকেও তাহার অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। তখন সে বিনীতভাবে জমিদার মহাশয়ের নিকট নিজ জমিদারী ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা করিল, এবং তদবধি উক্ত লাঠিয়ালগণের ব্যয়ভার নিজে বহন করিবার প্রস্তাব করিল। জমিদার মহাশয় বিষয়টী ফিরিয়া দিতে চাহিলেন না; বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, উক্ত ধনীর দেওয়ানকে প্রকাশ্যভাবে অপমান করিলেন এবং বলিলেন, তুমি যদি পুনরায় নিজ প্রভুকে এরূপ কুপরামর্শ দেও তোমাকে বিশেষ শাস্তি দিব। এখন পাঠকগণ বলুন এই জমিদারটীর ব্যবহার কিরূপ ন্যায় সঙ্গত হইল?

এই কল্পিত জমিদারের যেরূপ দোষের উল্লেখ করা হইল দুঃখের বিষয় এই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় একটী সুসভ্য এবং উদার গবর্ণমেণ্টও এইরূপ একটী দোষে লিপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা হতভাগ্য নিজামের সহিত ঠিক এই প্রকার ব্যবহার করিয়াছেন। লর্ড ওয়েলেসলি, যখন ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন তিনি "সবসিডিয়ারি এলাউএন্স" নামে এইরূপ একটী কৌশলের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ঐ কৌশল দ্বারা তিনি নিজামের স্কন্ধে কয়েকদল সৈন্যের ব্যয়ভার চাপাইয়া দেন। ক্রমে এই সকল সৈন্যের ভরণপোষণ করা নিজামের পক্ষে দুষ্কর হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদের জন্য নিজামের সরকার হইতে বর্ষে বর্ষে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতে লাগিল। নিজাম আর্ত্তস্বরে বার বার নিজের অশক্তি জানাইতে লাগিলেন, সে দিকে কর্ণপাত করা হইল না। নিজাম সৈন্য সংখ্যা কমাইবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তাহাও গ্রাহ্য করা হইল না। অবশেষে যখন নিজামের গবর্ণমেণ্ট এই কারণে একেবারে ঋণজালে জড়াইয়া পড়িলেন, তখন সুদে আসলে সেই ঋণ গণনা করিয়া, উক্ত গবর্ণমেণ্টের উপর পীড়াপীড়ি আরম্ভ হইল এবং বন্ধকস্বরূপ বেরার প্রদেশ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে দিবার পরামর্শ দেওয়া হইল। হতভাগ্য নিজাম নিরুপায় হইয়া তাহাই করিলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে লার্ড ডেলহাউসি এই প্রকার সন্ধিসূত্রে নিজামের গবর্ণমেণ্টকে বদ্ধ করেন। তৎপরে এই দীর্ঘকাল বেরার প্রদেশ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকাতে সেই ঋণ শোধ হইয়া গিয়াছে, এখন নিজামের গবর্ণমেণ্ট নিজ রাজ্য ফিরে প্রাপ্ত হইবার জন্য বার বার প্রার্থনা করিতেছেন এবং উক্ত সৈন্যবলের ব্যয়ভার বহন করিতে অঙ্গীকার করিতেছেন। এখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এ প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতেছেন না।

গ্রাহ্য না করিবার কারণ কি আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। একজন সামান্য জমিদারে জমিদারে সামান্য লোকে যে কার্য্য করিলে নিন্দনীয় হয়, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সে কার্য্য কি নিন্দনীয় নয়? রাজনীতির সহিত কি ধর্ম্মনীতির কোন সংস্রব নাই? ইহাকে কি দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার বলে না? এরূপ আচরণ দ্বারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কি ন্যায়মার্গ হইতে স্খলিত হইবেন না, বর্ত্তমান লিবারেল মন্ত্রিসম্প্রদায়ের নিকট অপরাপর বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও উৎকৃষ্টতর নীতির আশা আছে। তাঁহারা কি এবিষয়ে সুবিচার করিবেন না? নিজামের দেওয়ান এ বিষয়ে সুবিচার প্রার্থনা করাতে লর্ড লিটন তাঁহাকে বিধিমতে অপমান করিতে ক্রটী করেন নাই। দিল্লী দরবারে তাঁহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিদিগকে পুরস্কৃত ও তাঁহাকে তিরস্কৃত করিলেন, তাঁহার প্রভুত্বশক্তির বিলোপ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার নিমিত্ত একজন সহকারী দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া দিলেন; তাঁহার যে ইংরাজ প্রাইবেট সেক্রেটারি ছিলেন তাঁহাকে তাড়াইলেন। বাকি কিছু রাখিলেন না। অপরাধ কি? না তিনি তাঁহার প্রভুর ন্যায্য প্রাপ্য যাহা, তাহা পুনঃ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয়ের সুবিচারার্থ একটী স্বতন্ত্র স্বাধীনভাবের আপীল আদালত প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সে দিন লর্ড ষ্টানলি ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন সভায় এই প্রকার আপীল আদালত প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা বিধায়ক একটী প্রস্তাব পাস করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের স্বার্থের অনুরোধ বা গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা না করিয়া নিরপেক্ষভাবে বিশুদ্ধ যুক্তি অনুসারে যাঁহারা কার্য্য করিতে পারেন তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে লইয়াই উক্ত প্রকার আদালত প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। যদি এ প্রকার নিরপেক্ষ আদালত থাকিত তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কখনই নিজামকে অন্যায় ও অকারণ কষ্ট দিতে পারিতেন না।

---

ব্রিটিশ সৈন্যের কাবুল ত্যাগ।

আবদুল রহমানকে কাবুলাধিপতি রাখিয়া ব্রিটিশ সৈন্যগণ ইতিমধ্যে কাবুল পরিত্যাগ করিয়াছে। উক্ত সৈন্যবলের কিয়দংশ কান্দাহারে, এবং অবশিষ্ট অংশ গণ্ডামক নামক স্থানের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। যে মূল কথাটীর জন্য সিয়ার আলির সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং লার্ড লিটন গণ্ডামক সন্ধিপত্রের মধ্যে যে মূল কথাটী সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট তাহার কোন উপায় না করিয়াই কাবুল পরিত্যাগ করিতেছেন। অর্থাৎ তাঁহারা কাবুলে আপাততঃ আপনাদের একজন প্রতিনিধিও রাখিয়া আসিতেছেন না। আবদুর রহমান অগ্রে নিজ বলে নিজ সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করুন এবং দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপন করুন তৎপরে প্রতিনিধি প্রেরণ প্রবৃত্তির বিষয় চিন্তা করা হইবে, যেন এইরূপ সংকল্প করিয়াই কাবুল ছাড়িয়া আসা হইতেছে। কেহ কেহ এরূপ অনুমান করি-

তেছেন যে, [illegible] কান্দাহারে ব্রিটিশ সৈন্যগণের যে পরাজয় ঘটিয়াছে সেই জন্য সেখানে ভারতবর্ষ হইতে স্বতন্ত্র সৈন্য প্রেরণ না করিয়া, কাবুলের সৈন্যদিগকে সেখানে আনয়ন করা হইতেছে। এটী যুক্তি সঙ্গত মনে হয় না। কারণ যদি কান্দাহারস্থ সৈন্যদলকে সাহায্য করা আবশ্যক হয়, এবং যদি ভাবী শত্রুতার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে কাবুলকে দুর্ব্বল করিয়া সে কার্য্য করা শুভাবহ হইবে না?

সে যাহা হউক নূতন মন্ত্রিসভার আফগানিস্থান সম্বন্ধীয় রাজনীতির কার্য্য এতদিনের পর বিধিপূর্ব্বক আরম্ভ হইল। দেখা যাউক ইহার কি প্রকার ফল দর্শে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আফগানিস্থান সম্বন্ধীয় নীতি, গত ৫০ বৎসরের মধ্যে অবস্থাত্রয়ের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। প্রথমে যতদিন শতদ্রু নদীর পূর্ব্বপার ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্ত বলিয়া গণিত হইত এবং তাহার অপর পার্শ্বে শিকদিগের রাজ্য ছিল, ততদিন আফগানিস্থানের সহিত শত্রুতার বিশেষ কারণ ছিল না। যখন পঞ্জাব ও সিন্ধু দেশকে ব্রিটিশ রাজ্যান্তর্গত এবং সিন্ধুনদীকে ভারতবর্ষের শেষ সীমা করিবার সঙ্কল্প প্রথমে উদিত হইল, তখন আফগানিস্থানের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। তখন এই প্রশ্ন উঠিল, ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তকে নিরাপদ করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যায়? প্রথম আফগান যুদ্ধের উদ্যোগকর্ত্তাগণ বিবেচনা করিয়াছিলেন বল-প্রকাশ ও শত্রুতাচরণদ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে। তদনুসারে প্রথম বারের যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। যুদ্ধে জয়লাভ হইল, ব্রিটিশ পতাকা আফগান দুর্গে উড্ডীয়মান হইল কিন্তু প্রার্থিত ফল লাভ দূরে থাকুক, এই বহু আয়াস ও ব্যয়লব্ধ জয় নানা অনর্থের কারণ হইয়া উঠিল। তখন স্বতন্ত্র নীতিমার্গ অবলম্বন করা আবশ্যক হইল। যাহাদিগকে শত্রুর ন্যায় জ্ঞান করা হইতেছিল, তাহাদিগের সহিত মিত্রতা করা সৎপরামর্শসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইল, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভাবিলেন, আমরা জেতা হইয়াও স্বেচ্ছা পূর্ব্বক যদি আফগানিস্থান [illegible], তাহা হইলে দোস্ত মহম্মদ ও তাঁহার [illegible] চিরদিন আমাদের নিকট কৃতজ্ঞতা [illegible] থাকিবেন, এবং আমাদের মুখাপেক্ষা না করিয়া [illegible] কোন শত্রুর সহিত [illegible]। [illegible] রাজ্যের পরেই যদি একজন [illegible] সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল। তদবধি, [illegible] আসিয়াছেন সকলেই এই [illegible] অবলম্বন করিয়াছেন। [illegible] জন্য বর্ষে বর্ষে অর্থ সাহায্য করিবার নিয়মও অবলম্বিত হয়।

যে উদ্দেশে, উক্ত নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল তাহার ফলও দৃষ্ট হইয়াছিল। সিয়ার আলি বহুদিন পরম মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিয়া আসিলেন। তৎপরে যেরূপে সেই রাজত্বের বিলোপ হয় পাঠকগণ তাহা জানেন, সে বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট আবার পূর্ব্বের নীতি অবলম্বন করিতেছেন। অর্থাৎ প্রতিবেশীর প্রতি শত্রুবৎ ব্যবহার করিয়া তাহাকে অপর দশ জন শত্রুর দ্বারে প্রেরণ করা অপেক্ষা মিত্রতা দ্বারা তাহাকে আবদ্ধ করা শ্রেয়। এই যুক্তি তাঁহারা অবলম্বন করিতেছেন। এক দিকে দেখিতে গেলে পূর্ব্বে যাঁহারা এই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অপেক্ষা বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের অধিক সাহসের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, কারণ তখন রুশিয়ার যেরূপ ভাব ও প্রতাপ ছিল বর্ত্তমান সময়ে তাহার অন্য প্রকার দাঁড়াইয়াছে। রুশিয়া এখন মধ্য আসিয়াতে দিন দিন নিজ রাজ্য বিস্তার করিতেছেন, এবং কাহাকে বা ভয় কাহাকে বা মৈত্রীর দ্বারা হস্তগত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, সুতরাং এরূপ সময়ে পূর্ব্ব নীতি অবলম্বন করা বিশেষ সাহসের কথা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃসাহস হইলেও এই পথ অবলম্বনীয়। কারণ লোককে শত্রু করা অপেক্ষা মিত্র করাই চিরকাল বিশুদ্ধ যুক্তিসঙ্গত কার্য্য। আমাদের মতে রুশিয়ার সহিত মৈত্রী করা কর্ত্তব্য। রুশ বুঝি আমার সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টায় আছে, সতত এরূপ সন্দেহ করিলে উদাসীন ব্যক্তিও শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। রুশিয়াকে চিরদিন এরূপে শত্রুভাবে দর্শন না করিয়া একেবারে মন খুলিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহা উচিত এবং সন্ধিপত্র মধ্যে আসিয়াতে তাঁহার ও ইংলণ্ডের রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া রাখা উচিত। যাঁহারা বলেন, রুশিয়গণ বড় কুচক্রী তাঁহাদের সন্ধিপত্রের উপর কোন বিশ্বাস নাই। তাহার উত্তরে বক্তব্য এই, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন, আফগানিস্থান, ব্রহ্মদেশ, নেপাল প্রভৃতি অগণ্য আসিয়া দেশস্থ রাজার সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া তদুপরি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তখন কি অপেক্ষাকৃত সুসভ্য রুশিয়দিগের সহিত সন্ধিবন্ধন সম্ভব নয়? বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা অনেকাংশে উদারনীতি অবলম্বন করিবেন এজন্য আশা করা যায়, যে তাঁহারা এই আফগান প্রশ্নের উপলক্ষে রুশিয়ার সহিত মৈত্রী বন্ধন করিতে ত্রুটি করিবেন না।

বেহারের নীলকর।

প্রসিদ্ধ ব্লাক প্যাম্ফ্লেট রচয়িতা ওগোলেন সাহেব আবার এক হাঙ্গামা উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট প্রেরিতপত্রচ্ছলে আর একখানি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। বেহারের নীলকরদিগের দৌরাত্ম্যের বিষয় বর্ণন করা তাঁহার উদ্দেশ্য।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি মুদ্রিত হওয়াতে বেহারের নীলকর সাহেবদিগের পৃষ্ঠে বাড়ি পড়িয়াছে। সার আসলি ইডেন যখন মজঃফরপুরে গমন করেন তখন তাঁহারা সুযোগ পাইয়া এই বিষয় ইডেন সাহেবের গোচর করেন। তাহাদের অভিনন্দন পত্রের উত্তরে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর নীলকরদিগের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ওগোলেন সাহেবকে অর্ব্বাচীন ও নির্ব্বোধ বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন। নীলকরেরা তাঁহাদের স্বভাব চরিত্র সংশোধন করিতেছেন ইহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি কয়েকজন মাজিষ্ট্রেটের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১৮৭৭ শালের আন্দোলনের পর নীলকরেরা যে কিয়দংশে আপনাদের চরিত্র সংশোধন করিবেন ইহা বিচিত্র নয়। কিন্তু সার আসলি ইডেন যে ভাবে মাজিষ্ট্রেটদিগের কথার উপরে বিশ্বাস করিয়াছেন তাহা করা উচিত নয়। আমরা মাজিষ্ট্রেটদিগকে মিথ্যাবাদী বা স্বজাতি পক্ষপাতী বলিতেছি না, তাঁহারা অনুসন্ধান ও প্রশ্নাদিদ্বারা যাহা জানিয়াছেন তাহাই সরলভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহা আমাদের বিশ্বাস কিন্তু তাঁহারা কোন শ্রেণীর লোকের মত শুনিয়া নিজ নিজ মত স্থির করিয়াছেন তাহা একবার স্মরণ করা উচিত ছিল। হয় তাঁহারা নীলকর সাহেবদিগের বা তাঁহাদের কর্ম্মচারিদিগের প্রমুখাৎ শুনিয়াছেন, না হয় আপন আপন আদালতের কর্ম্মচারিগণের নিকট শুনিয়াছেন, নীলকরগণ বা তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ চরিত্রের কিরূপ বিবরণ দিবেন এবং সে বিবরণ কতদূর বিশ্বাস যোগ্য, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আর তাঁহাদের নিজ কর্ম্মচারিগণ যে অসংকোচে তাঁহাদের স্বজাতীয়দিগের নিন্দা করিতে সাহসী হইবেন এরূপ আশা করাই বৃথা। কর্ম্মচারিদিগের কথা দূরে থাকুক মাজিষ্ট্রেটগণ যদি নীল জমির প্রজাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন তাহা হইলে প্রকৃত সংবাদ পাইয়াছেন কি না সন্দেহ; কারণ সাহেবের নিকট সাহেবের নামে অভিযোগ করা এ সাহস দরিদ্র প্রজাদিগের কথা কি আমাদেরই নাই। সুতরাং লেপ্টনণ্ট গবর্ণর নীলকরদিগের চরিত্রের সংশোধন হইয়াছে বলিয়া যে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, সে আনন্দের প্রকৃত কারণ অধিক আছে কি না আমাদের এই সন্দেহই [illegible] না। যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা [illegible]

করা কর্ত্তব্য ? আমরা বলি গবর্ণমেণ্টের কোন লোকের দ্বারা অনুসন্ধান করিলে কখনই সুফল লাভের আশা নাই। বিশেষ বেহার দেশে যেখানে লোহিত উষ্ণীষ গ্রামমধ্যে দেখা দিলে গ্রামশুদ্ধ লোক পলায়ন পরায়ণ হয়, সে দেশে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম চারিদের অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করা যায় না। যদি আমাদের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন বা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের ন্যায় কোন সভা থাকিত তাঁহারা যদি গোপনে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া অনুসন্ধান করিতে পারিতেন তাহা হইলে কিয়ৎ-পরিমাণে বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যাইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বেহারের নীলকরদিগের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। যাঁহারা কখনও ত্রিহুত চম্পারণ প্রভৃতি স্থানে পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা দুইটী বিষয়ের বৈষম্য দর্শন করিয়া নিশ্চিত বিস্মিত হইয়া থাকিবেন। প্রথমতঃ এই সকল প্রদেশের ভূমি নিতান্ত উর্ব্বরা, অপরদিকে প্রজাদের দশা দেখিলে বোধ হয় লক্ষ্মী সে দিক দিয়া কখনও গমন করেন নাই। যে স্থানের ভূমি এত উর্ব্বরা সে স্থানের প্রজাদিগের এত দুরবস্থা কেন ? নীলকরদিগের উৎপীড়ন ও অত্যাচার যে ইহার একটী প্রধান কারণ তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। অপরাপর স্থানে নীলকরদিগের যেরূপ উৎপীড়ন-প্রণালী শ্রুত হইয়াছে বেহারের নীলকরেরা সে নিয়মের ব্যতিরেক স্থল নহেন। তাঁহারা ঠিকাদারি প্রথা নামে একটী প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন যদ্দ্বারা প্রজাদিগের ধন মান প্রাণ তাঁহাদের হস্তে থাকে, তাহাদের নির্দ্দিষ্ট হারে কাজ করিতে না চাহিলে তাঁহারা কর বৃদ্ধি করিতে পারেন, ভূমি কাড়িয়া লইতে পারেন, বলপূর্ব্বক ভূমিতে নীল বপন করাইতে পারেন, অর্থাৎ জমিদারের অনুদার উৎপীড়ন তাঁহারা অবরোধ করিয়া থাকেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই প্রথাটী রহিত না হইলে বেহারের প্রজাদিগের কুশল নাই। নীলকরদিগের সভার সম্পাদকের মধুমাখা কথা গুলি শুনিতে মিষ্ট কিন্তু ইডেন সাহেবের ন্যায় চতুর বুদ্ধিমান ও কার্য্যদক্ষ লোকের তাহাতে প্রতারিত হওয়া উচিত নয়, তিনি নীলকর চরিত্র সংশোধনের নিমিত্ত যে সংকল্প করিয়াছেন তাহা যেন পরিত্যাগ না করেন।

---

### নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় ও ভারতবর্ষীয় যুবকগণের আশা।

লিবরল সম্প্রদায় নূতন পদে অভিষিক্ত হওয়াতে ভারতবর্ষীয় যুবকগণ যে আশা করিয়াছিলেন তাহার সমুদায়ই ত ফলিল ? এখন তাঁহারা নৈরাশ্য রূপ পরম সুখ অবলম্বন করুন। যুবকদিগের এরূপ আশা হওয়া অসঙ্গত নয়। গৃহস্থের গৃহে যদি এমন একটী সন্তান থাকে, যাহার প্রতি পিতা মাতার স্নেহের কিঞ্চিৎ ত্রুটি আছে। অপর ভাই ভগিনীরা স্নেহ সমাদর প্রায় সেটীর মুখের দিকে চাহিয়া কেহ একবার হাসে না, তাহার সহিত কেহ একটী কথা কহে না। এরূপ সন্তানেরদিকে পিতা বা মাতা যদি একবার প্রসন্ন নয়নে চান, যে সন্তানটী যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পায়; তাহার মনে আর আনন্দের সীমা থাকে না। ভারতবর্ষের সেই দশা ঘটিয়াছে। যাঁহারা এক্ষণে ইহার পিতৃ মাতৃ স্থানীয় হইয়াছেন, তাঁহারা চিরকাল ইহার প্রতি ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, এমত অবস্থায় যদি একদিন একজন একটী মিষ্ট কথা বলেন বা একটু স্নেহ প্রদর্শন করেন অমনি ভারতবর্ষের মনে আর আনন্দ ধরে না মনে করেন বুঝি দুঃখের দিন অবসান হইল।

বর্ত্তমান লিবারেল মন্ত্রিসভা পদস্থ হইলে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল তাহার মূলে কিয়ৎ পরিমাণে এইরূপ ভাব ছিল। লোকের আশার আর সীমা পরিসীমা ছিল না; যেন এই মন্ত্রিদল পদস্থ হইলে ভারতবর্ষের আর কোন দুঃখ থাকিবে না। আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, এরূপ অনেক মন্ত্রি সভার উন্নতি ও পতন স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছি সুতরাং আমরা যুবকগণের সহিত আশাতে উৎসাহিত হইতে পারি নাই; আমরা ভাবিয়াছিলাম, বড় বড় সাহেবেরা শত্রুদলের উচ্ছেদ সাধনের নিমিত্ত যাহা বলিতেছেন, কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে এই ভাষা আর এক ভাব ধারণ করিবে। এক্ষণে তাহাই দৃষ্ট হইতেছে।

যে উপলক্ষে আমরা এতগুলি কথা বলিতেছি তাহা এই; ইংলণ্ডে যে সকল ভারতবর্ষীয় শিক্ষা বা বিষয় কার্য্য উপলক্ষে বাস করিতেছেন তাঁহারা সার চারলস ট্রেবিলিয়ান প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত লোক এবং কয়েকজন পার্লেমেণ্ট মহাসভার সভ্যের সহিত সমবেত হইয়া ইতিমধ্যে আমাদের ষ্টেটসেক্রেটারি মার্কুইস অব হার্টিংটন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের শাসন সংক্রান্ত একখানি আবেদন পত্র অর্পণ করাই, তাঁহাদের সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত আবেদন পত্রমধ্যে তাঁহারা প্রধানতঃ চারিটী অনুরোধ করেন। (১ম) দেশীয়সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় আইনটী রহিত করা (২য়) অস্ত্রধারণ সম্বন্ধীয় আইনটী পরিবর্ত্তিত করা (৩য়) সিবিল সর্ব্বিসের প্রবেশপ্রার্থী যুবকের ১৯ পরিবর্ত্তে ২১ বৎসর করা (৪র্থ) এদেশের শাসন বিষয়ে এদেশীয়কে অধিকতর অধিকার দেওয়া। উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে সার চার্লস ট্রিবেলিয়ান শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ এবং হজসন প্রাট ও লর্ড ষ্টানলি এই চারি ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার প্রার্থনা সম্বন্ধে স্বীয় স্বীয় মত প্রকাশ করেন।

তাঁহাদের আবেদন পত্র গ্রহণ করিয়া লর্ড হার্টিঙ্গটন যে উত্তর দিয়াছেন তাহা তিন কথায় বলিয়া ফেলা যায়। সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় আইনের বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন, যে লার্ড লিটন যে আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা নহে, ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা যে প্রণয়ন করিতে বলিয়াছিলেন তাহাও নহে; লার্ড লিটনের মন্ত্রিসভার সভ্যগণ এবং অপরাপর বিজ্ঞ কর্ম্মচারিগণ এইরূপ আইনের আবশ্যকতা যখন অনুভব করিয়াছিলেন তখন হঠাৎ ইহার পরিবর্ত্তন উচিত নয়। যাহা হউক লার্ড রিপনকে এবিষয়ে তাঁহার মত প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। অর্থাৎ লর্ড রিপন সেই মন্ত্রিদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহারা কেবল কমিসনরদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন কমিশনরেরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, মাজিষ্ট্রেটেরা ডেপুটি বাবুদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন। ডেপুটী বাবুরা সংবাদপত্র সকলকে কণ্টক স্বরূপ জ্ঞান করেন কারণ তাহারা অসংকোচে তাঁহাদের কার্য্যের দোষগুণ বিচার করিয়া থাকে। ইতঃপরে প্রশ্ন যে সোপানে নামিয়া আসিয়াছিল উত্তরও সেই সোপানে উঠিয়া গেল। লর্ড রিপন লিখিয়া পাঠাইবেন " আইনটি কার্য্যে কিরূপ দাঁড়ায় দেখা যাউক " ইংলণ্ডবাসী রাজপুরুষগণ বলিলেন " তবে এখন নিদ্রা যাওয়া যাউক " সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি বিভাগের যে রিপোর্ট লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের মন্তব্য সহিত প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা গেল কমিসনরদিগের মত নয় যে মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন রহিত হয়। সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় আইনটীর দশা ত এই গেল। অস্ত্রসম্বন্ধীয় আইনটীর উল্লেখ করিয়া লর্ড হার্টিঙ্গটন বলিয়াছেন এবিষয়ে আমি চিন্তাই করি নাই সুতরাং কিছু বলিতে পারি না। এদেশীয়দিগের সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের বিষয়ে যাঁহারা বিশেষ চিন্তা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বলেন যে ভারতবর্ষের কতকগুলি উচ্চপদ কেবল ইউরোপীয়দিগের জন্য থাকা কর্ত্তব্য। এবিষয়ের পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় কি না তাহা বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে লর্ড লিটনের গবর্ণমেণ্ট নেটিভ সিবিল সর্ব্বিসের যে নিয়ম প্রচলিত করিয়া

ছেন, তাহা যদি দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অধিকাংশের রুচিজনক না হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিষ্কণ্টক করিবার চেষ্টা করিবেন। লার্ড হার্টিংটন সচরাচর যেরূপ সতর্কতার সহিত কথা কহিয়া থাকেন, ইহার মধ্যে সেই সতর্কতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকের আশা যেরূপ উন্নত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহারা এ প্রকার উত্তরে বোধ হয় সন্তুষ্ট হইবেন না। কিন্তু হয়ত এরূপ হইতে পারে, যে নিবারণ মন্ত্রীসভার অল্প আশা দিলেন দান অধিক দিবেন। কিন্তু ইংলণ্ডের উভয় দলের কার্য্য আমরা বরাবর যেরূপ দর্শন করিয়া আসিয়াছি তাহাতে ঘটনার প্রায় এরূপ হয় না। দেখা যাউক লার্ড রিপন কোন্ বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থা করেন?

---

প্রেসিডেন্সি বিভাগের ১৮৭৯ অব্দের রিপোর্ট।

১৮৭৯ অব্দে প্রেসিডেন্সি বিভাগে যে সকল কাজ হইয়া গিয়াছে এবং তাহার যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তদ্বিষয়ে স্বমত করিয়াছেন। মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন লইয়া গত বৎসর বিস্তর আন্দোলন হইয়াছিল। তারতবাসীরা যতই উহা দূরীকরণের চেষ্টা পাইতেছেন, কর্ত্তৃপক্ষও ততই উহাকে দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য পিড়াপীড়ি করিতেছেন। যদি এবিষয়ে কেহ কোন কথা উত্থাপন না করিতেন এবং লোকে যদি এতদিন উহাকে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়া আসিত তাহা হইলে বোধ হয় আর তাঁহারা উহা দৃঢ় করা দূরে থাকুক আইনটী রাখিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু পিড়াপীড়ি হওয়াতে উহার স্থায়িত্বকল্পে তাঁহারা সবিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যখন কোন একটী নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন, তখন কতকগুলি লোক তাহার অনুকূল এবং কতকগুলি লোক তাহার প্রতিকূলাচরণ করিয়া থাকে। সুতরাং একের মত যে অন্যের সম্পূর্ণ বিপরীত সে কথা বলাই বাহুল্য। মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইনের প্রণয়ন কালে উহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক লোক মত প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং এখন উহার বিপক্ষ পক্ষেরা যতই কেন পিড়াপীড়ি করুন না তাঁহাদিগের মতের যে কোন পরিবর্তন হইবে না তাহা নিশ্চয়। কিন্তু তাই বলিয়া কি ঘোরতর পক্ষপাত দূষিত আইন গবর্ণমেণ্টের শাসনে স্থান প্রাপ্ত হইবে? [illegible] লর্ড হার্টিংটন প্রভৃতি মহোদয়েরা ঐ আইনের [illegible] লোকদিগের কথায় উপেক্ষা [illegible] কলঙ্ক স্বরূপ ঐ নিষ্ঠুর আইনটী তুলিয়া দিতে কখনই শিথিলযত্ন হইবেন না।

গত বৎসর স্থানে স্থানে ভাল বৃষ্টি হয় নাই এবং স্থানে স্থানে উত্তম বৃষ্টি হইয়াছিল। একারণে ধান্য সাধারণতঃ মন্দ জন্মে নাই। গত বর্ষে নদীয়া ও মুরসিদাবাদে বন্যা হওয়াতে ইক্ষু ও ধান্যের যে অনিষ্ট হয় রবি শস্যে দরিদ্র কৃষকদিগের সে ক্ষতি পূর্ণ হইয়াছিল। বন্যা হইলে সচরাচর যেমন দেশের লোকের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় নদীয়া ও মুরসিদাবাদের লোকদিগের সেরূপ হয় নাই। গত বৎসরের বন্যার গ্রাম সমূহের পচা লতা পাতা প্রভৃতি এবং বদ্ধ জল বহির্গত হওয়াতে তাহাদিগের স্বাস্থ্য এখন পর্য্যন্ত উত্তম রহিয়াছে। ২৪ পরগণায় পাটের চাস অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হইয়াছিল এবং সাধারণতঃ অধিবাসিদিগের স্বাস্থ্য ও মন্দ ছিল না। কোন কোন স্থানে গোমড়কের আধিক্য নিবন্ধন কৃষকদিগের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছিল, কিন্তু সুবৃষ্টি হওয়াতে সে ক্ষতি বিশেষ অনুভূত হয় নাই। ভিক্ষুকের সংখ্যার হ্রাস ও বিবাহের সংখ্যা বৃদ্ধিই প্রজাদিগের অবস্থার উন্নতির প্রমাণ। চাউলের মূল্য ১৮৭৮ অব্দের অপেক্ষা ৭৯ অব্দে মণকরা গড়ে এক টাকা কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মজুরদিগের মজুরি পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিয়াছে, তাহার আর কিছু হ্রাস হয় নাই। কুষ্টিয়ার নীল প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছিল। কিন্তু উপর্য্যুপরি বন্যা নিবন্ধন মুরসিদাবাদ ও যশোহরে ভাল জন্মে নাই। গত বর্ষ হইতে ঐ সকল স্থানে রেশমের ব্যবসায় বড় ভাল হইতেছে না। লাইসেন্স টাক্সের হার কমাইয়া দিয়া আর বুঝিয়া কর নির্দ্ধারণ করিবার ব্যবস্থা হওয়াতে প্রজারা গবর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত নহে। কমিশনর সাহেবও বলিয়াছেন এখন যেরূপে টাক্স ধার্য্য করা হইতেছে এইরূপে ধার্য্য না করিয়া যদি কোন প্রকারে ধার্য্য করিলে প্রজারা কখনই সন্তুষ্ট হইত না। অস্ত্রবিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হওয়াতে প্রজাদিগের মনোগত ভাব জানিবার জন্য মনরো সাহেব নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি বলেন এই আইনটী হওয়াতে কেবল শীকারীরা ও জমিদারগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। শীকারিদিগের অসন্তোষের কারণ এই, সুন্দরবনে তাহাদিগকে চাষ করিতে যাইতে হয়। তথায় হিংস্র জন্তুর অত্যন্ত দৌরাত্ম্য, সুতরাং অস্ত্র বিনা তাহাদিগের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে জমিদারেরা আপনাদিগের জাঁকজমক দেখাইবার জন্য পূর্ব্বে যেরূপ ভোজালি তরবারি ও বন্দুক প্রভৃতি রাখিতেন এখন আর সেরূপ রাখিতে না পারায়তে তাঁহারাও কিছু অসন্তুষ্ট। কেহ কেহ বলেন আইনটী তত দোষাবহ নহে, কারণ লাইসেন্স লইয়া এক ব্যক্তি ইচ্ছামত অনেক অস্ত্র রাখিতে পারে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এই আইনের পরিবর্ত্ত করিয়া এক্ষণে এই নিয়ম করিয়াছেন যে স্থলে হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক মনুষ্যের প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে তত্রত্য লোকে বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র রাখিতে পারিবে।

গত কয়েক বৎসর অবধি দেখা যাইতেছে বন্যা প্রভৃতি নৈসর্গিক কারণে কৃষিকার্য্যের ক্ষতি হইলেই গবর্ণমেণ্টকে সাধারণ রাজস্ব হইতে টাকা লইয়া প্রজাদিগের সাহায্য করিতে হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে প্রজাদিগের অবস্থা ভাল নহে। সম্পন্ন প্রজারা কখনই সহজে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রার্থী হয় না। যাহারা অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ তাহাকেই উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া ভিক্ষা করিতে হয়।

গত বর্ষে নদীয়া ও যশোহরে যেমন মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তেমনি মুরসিদাবাদে উহার সংখ্যার হ্রাস হইয়াছিল। কিন্তু ২৪ পরগণায় উহা সমভাবে চলিতেছে, তাহার আর হ্রাস বৃদ্ধি নাই। দেওয়ানী মকদ্দমার ত গেল এই, ফৌজদারী মকদ্দমার সংখ্যা ১৮৭৮ অব্দে প্রতি ৫৫৩ জনে একটী মোকদ্দমা হইয়াছিল কিন্তু গত বর্ষে প্রতি ৪৭৯ জনে একটী মোকদ্দমা হইয়াছে। এটী যে পুলিসের অনবধানতার ফল তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগকে মাজিষ্ট্রেটদিগের সঙ্গে বসিয়া বিচার করিবার নিয়ম হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া যে স্বতন্ত্র বসিয়া বিচার করিবার ভার দিয়াছেন সেটী অতি উত্তমই হইয়াছে। এখন যাহাঁরা অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট আছেন, তাঁহাদিগের অনেকেই সম্ভ্রান্ত বংশীয়।

বন্যা প্রভৃতিতে কৃষিকার্য্যের ব্যাঘাত হওয়ায় ১৮৭৮ অব্দে যে রাজস্ব আদায় হইয়াছিল, ৭৯ অব্দে তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর অনুমান করিয়াছেন কর্ম্মচারিদিগের রাজস্ব আদায়ের উপেক্ষা নিবন্ধন এই ক্ষতি হইয়াছে। আবগারিতে গবর্ণমেণ্ট গত বর্ষে ২০১২৫৬০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনায় দেখা যাইতেছে গত বৎসর ৫০০০০ টাকা কমিয়া গিয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সাজেহানপুর হইতে পূর্ব্বে যে রমের শুল্ক প্রদত্ত হইয়াছিল। সেই রমের অধিক আমদানী হওয়াতেই এই ক্ষতি হয়। কলিকাতায় আমদানী করা মদের অধিক খরচ হইয়া থাকে। এই জন্য রাজস্বের কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। ভিন্ন রাজার অধিকারে গবর্ণমেণ্ট শুল্ক [illegible] বিশেষ লাভ করিয়াছেন। ঐ বর্ষে ভিন্ন দেশের

হিসাবে নিষিদ্ধ দ্রব্যের কারখানা উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ সংখ্যা অধিক নহে। পুলিষের উপেক্ষাই ইহার মূলীভূত কারণ। পুলিষ ঐ বেআইনি কাজ ধরিয়া দিতে পারিলে মাজিষ্ট্রেটেরা তাহাদিগকে পুরস্কার দিয়া থাকেন. কিন্তু লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এ নিয়মটী হিতকারী বলেন নাই। তিনি ইহার বিপক্ষে মত প্রদান করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের সকল কাজে উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু পুলিষকে এ বিষয়ে পুরস্কার দিয়া উৎসাহ দেওয়া আমাদিগের মতে উচিত নহে। আইনবিরুদ্ধ কার্য্যের নিবারণার্থ পুলিষের সৃষ্টি। পুলিষ যদি সেই আইন বিরুদ্ধ কার্য্য নিবারণ করিয়া পুরস্কৃত হয় তাহা হইলে তাহার প্রকৃত কার্য্যে অমনোযোগ ঘটিবে। পুরস্কারের লোভ দেখাইলে অন্য লোকেও এই আইন বিরুদ্ধ কার্য্য ধরিয়া দিতে পারেন। আমাদিগের বিবেচনায় বোধ হয় পুলিষ আইন বিরুদ্ধ দ্রব্যের কারখানাওয়ালাকে ধরিয়া দিয়া যে পুরস্কার লাভ করেন এখন হইতে তাহাকে তাহা না দিয়া সেই টাকা গবর্ণমেণ্ট যদি অন্যকে পুরস্কার স্বরূপ দেন তাহা হইলেই ভাল হয়। পূর্ত্তকার্য্যের জন্য গত বৎসর যে টাকা আদায় হইয়াছিল ইচ্ছামত তাহা ব্যয় করিতে না পারাতে রাস্তা ঘাট প্রভৃতির কিছুই উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই দেখিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

গতবর্ষে শিক্ষা বিভাগের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হয় নাই। ১৮৭৮ অব্দে প্রেসিডেন্সি বিভাগে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫১৮ টী স্কুল ছিল ও তাহাতে ১২৫৬৯৫ বালক অধ্যয়ন করিত। গতবর্ষে ঐ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৬৩ বৃদ্ধি হইয়াছে ও তাহার ছাত্র সংখ্যা ৮১৭১ জন হইয়াছে। বিদ্যালয়ের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু বন্যা নিবন্ধন দেশের লোকের অবস্থা এত মন্দ হইয়া পড়ে যে তাহারা অতি কষ্টে খাদ্য দ্রব্যের সংগ্রহ করিত সুতরাং আর পুত্রগণকে পড়াইতে পারিত না। এই নিমিত্তই গত বর্ষে অনেকগুলি প্রাইমারি স্কুলের কার্য্য এককালে বন্ধ হইয়াছে। এবার ঐ সকল দেশে রবিশস্য ভালরূপ জন্মিলে আবার ঐ সকল বিদ্যালয় খোলা হইবে। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হই লাম বালিকাবিদ্যালয়ের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

---

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন সাহেব ৭ ই আগষ্ট ভারতবর্ষের আয়ব্যয় সংক্রান্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া এই কথা কহিলেন যে তাঁহার এমন মনে হয় না সিবিল বিভাগের কোন প্রকার পরিবর্ত্তনে ব্যয়সংক্ষেপ সাধিত হইবে। তৎপরে আফগানিস্থানের যুদ্ধের কথা তুলিয়া বলিয়াছেন সৈন্যগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করা অতীব কর্ত্তব্য। পরিশেষে তিনি বলিয়াছিলেন ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা হইতে গবর্ণমেণ্ট ৪৬০০০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করাতেই তাহা যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়াছে।

লর্ড রিপন বলিয়াছেন রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ের যখন প্রকৃত পরিবর্ত্তনকাল উপস্থিত হইয়াছিল গবর্ণমেণ্ট সে সময়ে কিছুই করেন নাই সুতরাং এখন লাইসেন্স ট্যাক্স এক বারে তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষতঃ হিসাব রাখি[illegible] দোষেই রাজস্বমন্ত্রীর আফগান যুদ্ধের ব্যয়ের [illegible]খানে গুরুতর ভুল হইয়া গিয়াছে তিনি ঐ যুদ্ধের জন্য তিন বৎসরের ৬০০০০০০০ টাকা ব্যয় অনুমান করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে প্রথম ২২৫০০০০০ দ্বিতীয় ৩২৫০০০০০ ও তৃতীয় বর্ষে ৩৫০০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফে যে ১০০০০০০০ টাকা অধিক লাভ হইয়াছিল তাহা বাদে ৪০০০০০০০ নগদ দিয়া সীমান্ত প্রদেশে রেলওয়ে প্রস্তুত করা হয়। রেলওয়ের এই ব্যয় লইয়া আফগানিস্থানের যুদ্ধে সর্ব্বশুদ্ধ ১৮০০০০০০০ ব্যয় হইয়াছে।

উপসংহারে লর্ড হার্টিংটন বলিয়াছেন পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের সাংগ্রামিক বিভাগের প্রদত্ত হিসাবে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছিলেন এবং কাবুল যুদ্ধ যে কিরূপ কষ্ট সাধ্য তাহাও অনুভব করেন নাই। অবশেষে তিনি একথাও বলিয়াছেন, ১৭ ই জুলাই কান্দাহারে যে দুর্ঘটনা হইয়াছে পূর্ব্বে তাহার আশঙ্কা করা হয় নাই এবং তাহার ব্যয়েরও কিছুই হিসাব ধরা হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট মনে করিয়াছিলেন অনুমিত ব্যয় অপেক্ষা যদি কিছু অধিক খরচের আবশ্যক হয় ভারতবর্ষ হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহা সম্পন্ন করিয়া দিবেন কিন্তু যে টাকা স্থায়ী ঋণের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না এই প্রথমেই কল্পনা ছিল; দুঃখের বিষয় এক্ষণে কার্য্য গতিকে উহা স্থায়ী ঋণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যে টাকা বর্ত্তমান বর্ষের জন্য ইংলণ্ডের ধনাগার হইতে গ্রহণ করা হইবে তাহা সুবিধাক্রমে পরিশোধ করা হইবে। যাহা হউক যে পর্য্যন্ত আফগানযুদ্ধের ব্যয়ের কিছু স্থির না হইতেছে সে পর্য্যন্ত এ প্রস্তাবের কিছুই শেষ মীমাংসা হইতেছে না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, যে টাকা ইংলণ্ডের ধনাগার হইতে গৃহীত হইবে তাহা ভারতের রাজস্ব করা হইবে না। তবে ভারতের রাজস্বের বৃদ্ধি হইলেও তাহা আদায় করিয়া দেওয়া যাইবে না।

ইঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে ষ্টওয়ে সাহেব বলিয়াছেন ভারতে এখন যে টাকা ব্যয় হইয়া থাকে তাহার কিছু সংক্ষেপ করা একান্ত আবশ্যক।

ষ্টানহোপ সাহেব পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের পক্ষতা করিয়া লর্ড হার্টিংটনের কথার উত্তরে বলিয়াছেন তিনি যে টাকা ইংলণ্ডীয় ধনাগার হইতে লইয়া আফগান যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন তাঁহার ইচ্ছা তাহা পুনঃ গ্রহণ করা হয় কিন্তু ষ্টান হোপ সাহেবের সেরূপ ইচ্ছা নহে তিনি উহা পুনঃ গ্রহণের প্রতিবাদী। তাঁহার এরূপ ইচ্ছা নয় যে আর উহা গ্রহণ করা হয়।

১৮৫৮ অব্দে ভারতেশ্বরী তাঁহার ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগকে সুনিয়মে শাসন ও পালন করিবেন বলিয়া যে প্রতিজ্ঞারূঢ় হয়েন, মহাত্মা ফসেট তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন ঐ আইন অনুসারে যাহাতে কার্য্য হয় তাহার তদারক করিবার জন্য একটী কমিটী নিযুক্ত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

---

নূতন পুস্তকের সমালোচনা।

ভারতকোষ, এখানি এক খানি অভিধান। শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র দেব ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাতে বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক, দেবতত্ত্ব, ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সাহিত্য, সঙ্গীতশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, বার্ত্তাশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, আর্য্যগণের কর্ম্মকাণ্ড, প্রাচীন ভূগোল, ঐতিহাসিক ব্যক্তিবৃন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রভৃতি বিষয় সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য [illegible] আনা।

বাসন্তী গীতিকাব্য। শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এখানি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার রচনা মনোহারিণী ও হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক কবিতা পাঠে হৃদয়মধ্যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয় এবং কবির অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার মূল্য [illegible] আনা।

মহিলা। ৺ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ইহার রচনা করেন। শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতাগুলি পাঠ করিলে হৃদয় আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া উঠে। ইনি যে এক জন সুকবি নিম্নলিখিত কবিতা গুলি পাঠ করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। মূল্য [illegible] আনা।

দে [illegible]। [illegible] হয়, [illegible] জ্ঞান হয়,
[illegible] বিনা [illegible]!
তুমি [illegible] কর, [illegible] প্রাণ হরে,
[illegible]
তুমি [illegible] দিবে যাহা, [illegible] তাহা
আশীর্ব্বাদ তোমায়, [illegible]!

ভব কাছে স্বর্গবাস, ভব তুমি শ্রেষ্ঠ আশ,
ধরায় না স্বর্গ তব সেবার সমান।

অজ্ঞের চক্ষুর্দান অথবা কায়স্থসদগোপসংহিতার প্রতিবাদ। শ্রীযুক্ত বাবু কবিরচাঁদ বসুদেব প্রণীত। মন্বাদি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধার করিয়া কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনই ইহার প্রণয়নের উদ্দেশ্য। মূল্য ॥০ আনা।

## কোম্পানির কাগজের দর।

শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ৯।৶০
" ৪॥০ " " ১৮৭০ (১৮৮৫) ১০১।৶ হইতে ১০১॥
" ৪॥০ " " ১৮৭১ (১৮৮১) ৯৬॥০
" ৪॥০ " " ১৮৭৮-৭৯ (১৮৯৩) } ১০৪।০
" ৪॥০ " " ১৮৭৯ (১৮৯৩) } ১০৪॥০
" ৪॥০ " " ১৮৮০ (১৮৯৩) কুপং ১০৫॥০
" ৫ " " ১৮৬৭ (১৮৮২) ১০১

# বিবিধ সংবাদ।

ডবলিউ, উডস্, এফ, আর, সি, বি, এস, উইগান লিখিয়াছেন যে, কয়েক দিবস পূর্ব্বে তাহার জনৈক প্রতিবেশীর গাভী একটী বৎস প্রসব করে। বৎস হইবামাত্র গাভীর শরীরে এরূপ বৈদ্যুতিক শক্তি প্রকাশ পায় যে, কেহ তাহাকে স্পর্শ করিলে কাঁপিতে থাকে এবং গাভীটীও লম্ফন উল্লম্ফন করিয়া ইতস্ততঃ পলাইতে চেষ্টা করে।

বাঙ্গালার পোষ্ট মাষ্টার জেনরল এচ. ই, এম, জেম্স সাহেব হুগলী বর্দ্ধমান, বাকুড়া বারাকপুর রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে পোষ্ট আফিস তদারক করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের শেষে তিনি কলিকাতায় পুনরাগমন করিবেন।

আমেরিকার একজন ডাক্তার বলেন নিত্য বরফ ভক্ষণে শরীরের উপকার হইয়া থাকে। বালক বালিকারা [illegible] ব্যবহার করিলে [illegible] [illegible] প্রাপ্ত হয়।

[illegible] মিউনিসিপালিটি তাঁহাদিগের হিসাবের [illegible] লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহার [illegible] চাহিয়াছেন। একখানি রিপোর্ট [illegible] বাহাতে ইহার বিশেষ [illegible] প্রার্থনা।

[illegible] রেবিলো সাহেব বাবু [illegible] কটূ কথা অপরাধে [illegible] মাজিষ্ট্রেট তাহার বিচার করিয়া উক্ত বাবুর ৫০ টাকা অর্থদণ্ড ও ৬ মাস কারাবাসের আদেশ দিয়াছিলেন। হুগলীর সেসন জজের নিকট ইহার আপীল হয়। জজ পেজ সাহেব নিম্ন আদালতের রায় বাহাল রাখিয়া ক্ষেত্র বাবুর ৬ মাসের স্থলে দুই মাস কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কমিসরিয়েট আফিসের যে সকল কর্ম্মচারী সামান্য অপরাধে অথবা গবর্ণমেণ্টের অর্থ কৃচ্ছ্রতা নিবন্ধন পদচ্যুত হইয়াছেন তাঁহারা যদি কাবুল যুদ্ধে যাইতে স্বীকৃত হয়েন তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের পদ পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

আমেরিকায় ভারজিনিয়া নামে একটী [illegible] আছে। রিচার্ড মিলার নামক এক ব্যক্তি তত্রত্য ওয়াইটিভিল নামক স্থানে এক আশ্চর্য্য উপায়ে উৎকট পীড়ার শান্তি করিতেছেন। তত্রত্য লোকে তাঁহাকে ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া অন্তরের সহিত ভক্তি করিয়া থাকে। এ জন্য তিনি যখন কোন রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করেন তখনই তাহার পীড়ার শান্তি হয়।

কুস্কি নাখুন্দে আয়ুবের সহিত যুদ্ধে যে সকল সৈন্য হত হইয়াছে তাহাদিগের পরিবার বর্গের ভরণ পোষণার্থ করাচিতে চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে।

২৯ এ জুলাই স্মর্ণা নামক স্থানে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। এই কম্পনে বিস্তর গৃহ পতিত ও অনেক লোক হত ও আহত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম গত ১৪ ই আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় সর্ব্বশুদ্ধ ১৮৫ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

একজন লাইসেন্স ট্যাক্সের ইনস্পেক্টর কতকগুলি লোকের নিকট হইতে ধার্য্য করের অধিক টাকা গ্রহণ করাতে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে পুলিষ কমিশনর গবর্ণমেণ্ট সলিসিটর ও রেবেনিউ বোর্ডের সভ্যগণ তাঁহার মুক্তির প্রার্থনা করিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট আবেদন করিয়াছেন। অন্যায় নিবারণ করা পুলিষ কমিশনর প্রভৃতির কায। কিন্তু আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম এতগুলি সুযোগ্য লোক প্রতারকের প্রশ্রয় দান করিতেছেন?

একখানি সংবাদপত্র বলেন চীনের কোন মাজিষ্ট্রেট নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার সাধ্যায়ত্ত কোন কার্য্যের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে চীন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সেই কার্য্য প্রদান করেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টও যদি চীন গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত প্রথার অনুসরণ করেন তাহা হইলে এদেশেরও মহৎ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

ষ্টেটসম্যানের একজন ইংরাজ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন ভারতবর্ষীয়েরা ইংরাজদিগের প্রতি আন্তরিক অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। যখন ইংরাজদিগের কোন অনিষ্ট হয় তখন আর তাহাদের আহ্লাদের সীমা থাকে না। গত কান্দাহারের দুর্ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া অধিকাংশ লোক হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিল।

রুষের একটী স্ত্রীলোক তাঁহাদের কোন সম্পত্তি অধিকার করিবার নিমিত্ত বর্লিনে গমন করেন। যাইবার সময় তিনি তাঁহার পতিকে সঙ্গে লইয়া যান। তথায় যাইয়া তাঁহার পতির মৃত্যু হয়। কিছু দিন পরে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তিনি একদিন নিজগৃহে বসিয়া আছেন এমন সময়ে তাহার দাসী এই সংবাদ দেয় যে একটী লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার প্রার্থনায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে। তিনি তাহাকে নিজগৃহে আনিতে আদেশ প্রদান করেন। আগন্তুক তথায় উপস্থিত হইয়া বলে যে তাঁহার মৃত স্বামী তাঁহাকে ক্ষোভ ও দুঃখ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী তাহাকে পাগল বলিয়া উপেক্ষা করে কিন্তু যখন সেই ব্যক্তি কতকগুলি বিশেষ চিহ্ন প্রদর্শন করিল তখন আর তাঁহার অবিশ্বাসের কোন কারণ রহিল না। পরে সেই ব্যক্তি কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানের উল্লেখ করিয়া বলিলেন তাঁহার স্বামী বলিয়া দিয়াছেন যে, তথায় তাঁহাদের বিষয় সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র আছে। ঐ স্ত্রীলোকটী তদনুসারে অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই স্থানেই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উপবিভাগের কর্ত্তৃত্ব যাহাদের হস্তে ন্যস্ত আছে তাঁহারা আপনাদের কার্য্য যথাবিধি নির্ব্বাহ করেন না, এই নিমিত্ত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে উপবিভাগের অধ্যক্ষগণ প্রতিবর্ষে শীত ও বর্ষাকালে এক একবার আপনাদের এলাকাধীন গ্রাম সমূহ পরিদর্শন করেন।

এডুকেশন গেজেটের দক্ষিণ দেশস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে তাঁহারা এক ব্রহ্মচারীর নিকট হইতে সর্পদংশনের একটী মহৌষধ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঔষধটীর নাম "শ্রীয়া অনঙ্গ চাপলা"। কিন্তু ইহার বাঙ্গালা নাম তাঁহারা জানিতে পারেন নাই। উক্ত ব্রহ্মচারী এই ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা ১৫ জন সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে আরোগ্য করিয়াছেন। [illegible] তিনি আরো বলিয়াছেন "লাক্ষা, তেঁতুল, [illegible] রক্তচন্দন, শ্বেত অপরাজিতা, অর্জ্জুন, [illegible]

ফল, বিড়ঙ্গ এবং শ্বেত ধুনা সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া গৃহমধ্যে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় নিয়মিত রূপে এই আয়ুর্ব্বেদোক্ত ধূপ ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই সর্পভয় হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। কয়েক বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা দ্বারা বিশেষ রূপে জানিতে পারা গিয়াছে যে ইহা দ্বারা দুইটী বিষয় সাধিত হয়। প্রথমতঃ সন্ধ্যাকাল হইতে ধূপ প্রদান করিলে ঐ সকল মহৌষধের গন্ধ সমস্ত রাত্রি গৃহমধ্যে থাকিয়া যায় এবং উহার তীক্ষ্ণগন্ধ সর্প জাতির পক্ষে বিষ বোধ হওয়ায় উহারা অনতিবিলম্বে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। দ্বিতীয়তঃ ঐ ধূপের দ্বারা নিকটস্থ বায়ু সর্ব্বদা বিশুদ্ধ থাকায় স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে।

ব্রোচ নামক স্থানে একপ্রকার নূতন সর্প দেখা গিয়াছে তদ্দেশবাসিরা ইহাকে হেলায় কহে। এই সর্পের পক্ষ আছে, ইহারা উড়িতে পারে ইহা এমন ভয়ানক বিষাক্ত যে দংশন করিবামাত্র মনুষ্যের প্রাণত্যাগ হয়। একদিন তত্রত্য একটী হিন্দুবালিকাকে ঐ সর্পে দংশন করাতে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

১৯ এ আগষ্ট বার্লিন হইতে সংবাদ আসিয়াছে প্রুসিয়ায় একপক্ষ ক্রমাগত বৃষ্টি হওয়াতে তত্রত্য শস্য সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে।

কার্টসবরণ নামক জাহাজ ডণ্ডী হইতে বোম্বাইয়ে আসিতেছিল, পথিমধ্যে অগ্নি লাগিয়া একবারে পুড়িয়া গিয়াছে।

লেডী রিপন ভারতবর্ষ আগমনার্থ ২৭ অক্টোবর বিলাত হইতে যাত্রা করিবেন।

সুলতান গ্রীসকে যাহাতে সীমা ছাড়িয়া দেন, ইংলণ্ড সেই বিষয়ে অন্য অন্য রাজগণকে একত্র হইয়া আর এক খানি পত্র লিখিতে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু সুলতান যদি রাজগণের কথা রক্ষা না করেন, তাহা হইলে তাঁহার দমনার্থ তাঁহাদিগকে পাছে কোন উপায় গ্রহণ করিতে হয় এই ভাবিয়া এখন তাঁহারা কিছু করেন নাই।

১৯ এ আগষ্ট কোচ আমাদান হইতে সংবাদ আসিয়াছে, রাইত ও পাঠানেরা নিকটস্থ পর্ব্বত সমূহে একত্র হইয়াছে। সাজেহান ইহাদিগের অধিনায়কতা করিতেছেন। কর্ণেল কক ইহাদিগের দলভঙ্গ করিয়া দিবার জন্য যাইতেছেন। কাপ্তেন লোকস্ সংবাদ পাইয়াছেন, বারেথটি পাঠানেরা কান্দাহারের চতুর্দ্দিকে একত্র হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুলইনস্পেক্টর গ্যারেট সাহেব মুরসিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের স্কুল পরিদর্শনার্থ মঙ্গলবার কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ট্রামওয়ে কার্য্য অতি শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হইতেছে। শিয়ালদহ ও চিৎপুর হইতে ইহার কার্য্য হইতেছে। পূজার বন্ধের পরেই গাড়ী চলিতে আরম্ভ হইবে। পোষ্ট আফিস হইতে শিয়ালদহ ও বাগবাজারে দুই খানি স্বতন্ত্র গাড়ি [illegible]য়াত করিবে।

লাহোর কালেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার লিটনার সাহেব প্রায় ২২ বৎসর বয়স্ক একটী বালককে কতকগুলি প্রশ্ন লিখিতে দেন। বালকটী সে গুলি না [illegible]নাতে সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে লাথি ও চড় মারিয়া আধমারা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

একখানি ইংরাজী পত্রের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা [illegible]িয়াছেন তথায় এইরূপ একটী জনরব উঠিয়াছে তত্রত্য কতকগুলি লোকে একটী সভা সংস্থাপন করিয়া লর্ড লিটন ও সেনাপতি রবর্টস ভারতবর্ষে যে সকল অন্যায় কাজ করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে একটী অভিযোগ করিবেন। শুনা গেল এজন্য তাঁহারা অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন।

ইণ্ডিয়ান হেরল্ড বলেন, বলসার নামক স্থানে একটী পারসী স্ত্রীলোক রেল গাড়িতে যাইতেছিল পথিমধ্যে গার্ড সাহেব তাঁহার প্রতি অত্যাচার করে, গাড়ি বরনপুর ষ্টেষনে পৌছিলে তত্রত্য ষ্টেষণ মাষ্টার গার্ডকে কোন কথা না বলিয়া তারযোগে বলসার ষ্টেষনে এই সংবাদ প্রেরণ করাতে পুলিষ তাঁহাকে তথায় ধৃত করিয়াছেন। পূর্ব্বে এই গার্ডের বিরুদ্ধে এইরূপ আর একটী অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

ডবলিউ, বে জ্যাকসন নামে এক ব্যক্তি একটী নূতন কলের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। এই কলের সাহায্যে দুটী বালক এক ঘণ্টায় ১০। ১২ মণ চা পত্র শুষ্ক করিতে পারে। এখনকবে পদ্ধতিতে উহা পরিষ্কার করা হইয়া থাকে এই কলের দ্বারা করিলে তাহা অপেক্ষা পাতার উৎকৃষ্ট রঙ থাকে।

লর্ড হার্টিংটন কমন্স সভায় বলিয়াছেন আবদুল রহমান যদি অন্য কোন রাজার সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ না রাখেন এবং ইংরাজদিগের পরামর্শ অনুসারে চলেন তাহা হইলে ইংরাজগণ তাঁহাকে সাহায্য করিবেন।

টীকা দেওয়ার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে আইন করিয়াছেন তাহার সংশোধনার্থ প্রায় ৮০০ চিকিৎসা ব্যবসায়ী স্থানীয় গবর্ণমেণ্টবোর্ডে আবেদন করিয়াছেন। যখন এতগুলি লোক এজন্য আবেদন করিতেছেন তখন ইহার উপকারিতা অপকারিতার বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

প্রতিবাসী প্রথা পরিবর্ত্তন করিয়া প্রজার হস্তে ভূমির স্বত্ব দান করিবার নিমিত্ত বহু সংখ্যক লোক লিগোতে একটী সভা করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন আফগানস্থানে যে সকল ব্রিটিশ সৈন্য আছে তাহাদিগের মধ্যে যে পারস্যের গোলেস্তানার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে তাহাকে ১৮০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

১৮৮০ অব্দের ১০ আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ব্রিটিশ ব্রহ্ম, আসামের কোন কোন স্থান, বঙ্গদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারতবর্ষ ও রাজপুতানায় অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি, দাক্ষিণাত্য ও বেরারের কোন কোন স্থানে যে পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয় নাই। অতিরিক্ত বৃষ্টি নিবন্ধন বঙ্গদেশ ও বিহারের কতকগুলি স্থানের শস্যের ও মধ্য প্রদেশের তুলার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। বন্যা নিবন্ধন ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত উৎপন্ন শস্যের গুরুতর অনিষ্ট হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতবর্ষ ও দাক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে শস্য ভালরূপ উৎপন্ন হয় নাই কিন্তু সাধারণতঃ শস্যের অবস্থা মন্দ নহে।

সহচর বলেন আমেরিকায় এক প্রকার ভেক আছে তাহারা বড় বড় মূষিক একবারে ভক্ষণ করিতে পারে।

মেক্ সাগরে একপ্রকার আশ্চর্য্য কুলীরক আছে। উহার সর্ব্বাঙ্গ লোমে আচ্ছাদিত। যখন উহারা নিস্তেজ ভাবে থাকে তখন বোধ হয় যেন এক খণ্ড স্পঞ্জ রহিয়াছে। বস্তুতঃ উহারা দেখিতে চমৎকার। ভূমণ্ডলে কত প্রকার আশ্চর্য্য জীব আছে তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারেন না।

প্রভাতী বলেন, করাগডাঙ্গার এক ব্যক্তি আপনার দ্বিতীয় স্ত্রীর কুপরামর্শে প্রথম পত্নীর গর্ভজাত মাতৃহীন পুত্রের প্রতি অযত্ন করিত। প্রতিবাসিগণ ঐ জন্য তাহাকে তিরস্কার করিত। বোধ হয় এই লাঞ্ছনাতেই পিতা পুত্রকে সংহার করে। রবিবারে এই ঘটনা হয়। পুত্রের লাস নাকি বিমাতা নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীতে রাখিয়া আইসে। পুলিস সন্ধান পাইয়া লাস সহিত দুরাত্মা পিতাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

আর্য্যদর্শনের তৃতীয় সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া বরিশাল জেলা স্কুল গৃহ নির্ম্মাণের নিমিত্ত ১০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

অনরবল্ এল, এস, জেন্সন সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি মেজর জেনেরল্ এ, ফে জর্জের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বোম্বায়ের [illegible] বলেন, হুইটলি ষ্টোকস সাহেব [illegible], হত্যা ও প্রভু সম্বন্ধে আইনের একটী [illegible] করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ভারতবর্ষে যে সকল ইংরাজ অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে [illegible] তাঁহারা তাঁহাদিগের [illegible] দৈহিক দণ্ডবিধানে সমর্থ হন এই আইন প্রণয়নের চেষ্টায় তাহাই উদ্দেশ্য। অনেক দিন অবধি এপ্রকার একটী আইনের প্রস্তাব শুনা যাইতেছে। বিনা আইনেই রক্ষা নাই। আইন হইলে যে কি হইবে বলা যায় না।

ইষ্টের ময়মনসিংহের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, ময়মনসিংহের জমিদার বাবু দেবেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্যের সহিত বাবু জগৎকিশোর আচার্য্যের ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের বিষয় সম্বন্ধে এক মকদ্দমা উপস্থিত হয়। বাদী প্রতিবাদী বোর্ডের সভ্যগণকে শালিসী মান্য করিয়াছেন। এ উত্তম কল্প।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কলিকাতার প্রসিদ্ধ বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অনাথ ও অন্ধদিগের সাহায্যার্থ এক লক্ষ তিন হাজার টাকা মূল্যের চারি টাকা সুদের কোম্পানির কাগজ দান করিয়াছেন। ইহার তত্ত্বাবধানার্থ ৪ জন ট্রষ্টিও নিযুক্ত হইয়াছেন।

কেন্টাকেও, জবলিন্ড কাউন্সেল ব্রাউন সাহেব একটী আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। এই আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা সমুদ্রগামীদিগের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। তিনি রাসায়নিক সংযোগ দ্বারা একটী গ্যাস প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ গ্যাস, পিরাণের উপরের কাপড় ও তাহার অন্তরের মধ্যে সন্নিবেশিত করতঃ যদি কোন ব্যক্তি সেই পিরাণ পরিধান করিয়া জলে পতিত হয় তাহা হইলে উহা এরূপ স্ফীত হইয়া উঠে যে পতিত ব্যক্তির মস্তক কোন ক্রমে ডুবিতে পারে না।

বাইজাবাদের রেসিডেন্ট এই নিয়ম করিয়াছেন বেরারের যে সমস্ত ছাত্র তত্রত্য হাইস্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি তথায় এক শত টাকা বেতনের কর্ম্ম পাইবেন না।

[illegible] যে সকল শিল্পজাত দ্রব্য [illegible] সেই সকল দ্রব্য বিক্রয়ার্থ নূতন [illegible] হইবে।

[illegible] যে সকল ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ [illegible] পরিত্যাগ করেন ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে [illegible] প্রদান করা হইত। সম্প্রতি [illegible] এ প্রকার পুরস্কার দানের [illegible] গবর্ণমেন্টের গোচর করাতে [illegible] করিয়াছেন। [illegible]

[illegible] রাজস্বমন্ত্রী বেরিং সাহেব ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিতে পারিবেন না।

কলিকাতা হাইকোর্টের ষ্টাণ্ডিং কাউন্সেল ইভেন্স বেল সাহেব প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুনিবন্ধন সোমবার হাইকোর্ট বন্ধ ছিল। ইনি যেরূপ গুণী লোক ছিলেন, তাহাতে তাঁহার মৃত্যুতে এদেশের সকল লোকেই শোক সন্তপ্ত হইয়াছেন।

হাইকোর্টের এটর্ণী বাবু উপেন্দ্রনাথ বসু নামে অযথা বর্ণনা পত্র প্রদানের যে মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল শুনা গেল তিনি তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

আদম সাহেব মান্দ্রাজের গবর্ণরী পদ গ্রহণ [illegible]রাছেন। তিনি শীঘ্রই ভারতবর্ষে আগমন [illegible] দেন।

উড়িয়া বালকগণ এতদিন ফাঁকিতে পাশ দিতেন। এখন আর তাহা ঘটিবে না, শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরের পরামর্শ অনুসারে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্ট উড়িয়া ভাষায় ইউক্লিডের ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রভৃতি গণিত শাস্ত্রের অনুবাদ করাইবার ব্যয় ৩৪০০ টাকা দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে সৈন্য সংক্রান্ত কার্য্য শিক্ষা করিতে পারে এরূপ একটী আজ্ঞা প্রচার করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় সৈন্য বিভাগের অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করা হয়। অধ্যক্ষ আবেদনখানি গ্রাহ্য করিয়াছেন। এখন হইতে এদেশীয়েরা সৈন্য সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইতে চলিল।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম গবর্ণর জেনরলের সভার অন্যতর সভ্য সার আরস্কিন পেরি সাহেব তাঁহার পদ পুনঃ গ্রহণ করিয়াছেন, পেরি সাহেব অতিশয় উপযুক্ত লোক ও ভারতবাসিদিগের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী অতএব তাঁহার সদৃশ লোক উক্ত সভায় নিযুক্ত থাকাতে আমাদের অনেক মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা।

কয়েক দিবস অতীত হইল এক দল রুশ সেনা একাদিক্রমে ৯০ মাইল পথ দশ ঘণ্টার মধ্যে অতিক্রম করিয়াছিল।

চীন হইতে সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে কাণ্টনের পঞ্চাশ ক্রোশ উত্তরে একটী নগরে বন্যা হওয়াতে প্রায় চারি সহস্র লোকের অকাল মৃত্যু হইয়াছে।

রুশের সেনাপতি জেনেরল স্কবেলফের টেকি তুর্কোমানদিগের সহিত একটী যুদ্ধ হইয়াছিল। স্কবেলফ পরাস্ত হইয়াছেন। তাঁহার এক হাজার সৈন্য হত হইয়াছে।

পিওয়ার নামক স্থানে শীতের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এমন কি অনেক স্থান বরফে আচ্ছন্ন রহিয়াছে।

আগামী সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই দায়রা বসিবে। অনারেবল জষ্টিস ব্রাউটন সাহেব বিচার করিবেন। আটটী মোকদ্দমা বিচারার্থ উপস্থিত আছে।

হাবড়া নিবাসী এক ব্যক্তি তাহার জনৈক প্রতিবেশীকে হত্যা করিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দেয়। বিচারে হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট তাহাকে দোষী বিবেচনা করিয়া দায়রা সোপরদ্দ করিয়াছিলেন। কিন্তু দায়রার জজ ও জুরিদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য হওয়াতে জজ সাহেব ঐ মকদ্দমা হাইকোর্টে বিচারার্থ প্রেরণ করেন। তত্রত্য বিচারপতি অনরেবল রমেশচন্দ্র মিত্র ও সি, এফ, ম্যাক্‌লিন সাহেব হত্যাকারীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

লণ্ডন রেলওয়ে ষ্টেষণে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একটী স্ত্রীলোক জনৈক ভদ্রলোককে সহসা গালি দিতে আরম্ভ করে এবং অবশেষে ঐ ব্যক্তিকে প্রহার করিবার জন্য তাহার দাসীকে আজ্ঞা দেয়। পরে দুই জনে পড়িয়া তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একবারে ক্ষত বিক্ষত করিয়া এক দিগের শ্মশ্রু উৎপাটন করিয়া দিয়াছে। নালিশ করিতে হইলে প্রথমে আদালতে শপথ করিতে হয়। উক্ত ভদ্রলোক শপথ করিবার আশঙ্কায় আদালতে নালিষ করেন নাই। ইংলণ্ডবাসীদিগের শপথের প্রতি যে কতিশয় অশ্রদ্ধা, তাহা এই ঘটনা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক লোকে গঙ্গাজলে হস্ত নিমজ্জিত করিতেও যে কোন প্রকার আশঙ্কা করেন না।

জমীদারের অত্যাচারই ভারতের দুর্দ্দশার এক মাত্র কারণ, এবং তাহা নিবারণ করা যে একান্ত কর্ত্তব্য ও ডনেল সাহেব তদ্বিষয়ে একখানি বর্ণনাপত্র লিখিয়া ভারতবর্ষের প্রধান সেক্রেটারির নিকট প্রেরণ করেন। শুনা গেল তত্রত্য গবর্ণমেন্ট উহা পাঠ করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উপর এইরূপ এক মিনিট করিবেন স্থির করিয়াছেন যে জমীদারেরা ঘুণাক্ষরে যাহাতে প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিতে না পারেন সে বিষয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারী মাত্রকেই বিশেষ যত্ন পাইতে হইবে।

ডাক্তার ফেয়ার নামে এক ব্যক্তি বলিয়াছেন আমেরিকার ইউনাইটেডষ্টেটে লোকের দাঁত বাঁধাই করিতে বর্ষে বর্ষে ৫৬ মণ স্বর্ণ ব্যয় হইয়া থাকে। তত্রত্য বৃদ্ধদিগের দাঁত বাঁধাইবার [illegible] এইরূপ বলবতী থাকিলে পৃথিবীর [illegible] শতাব্দীর মধ্যে নিঃশেষ [illegible] অনুমান করা হইয়াছে।

ব্যারিষ্টার উড্রফ সাহেব আগামী অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষে আগমন করিবেন।

কাবুলের বর্ত্তমান আমীর আবদুল রহমানেরও বুঝি কপাল ভাঙ্গে, ইয়াকুবকে যেমন ক্যাভাগনরির হত্যাকাণ্ডের সাহায্যকারী সন্দেহ করিয়া যেমন কারারুদ্ধ করা হইয়াছে ইহারও ভাগ্যে সেরূপ কিছু না হইলেই ভাল হয়। বিলাতের সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা "জীবন্ত মাছে পোক পড়ান।" সম্প্রতি তত্রত্য ডেলিনিউস পত্রের সম্পাদক সেণ্টপিটার্স বর্গ হইতে তারযোগে সংবাদ পাইয়াছেন আমীর আবদুল রহমানেরই সাহায্যে কুস্কিনাখুন্দে সেনাপতি বরোসের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিস্তর ইংরাজ সৈন্যের প্রাণ বধ করিয়াছেন এবং এখন তিনি যে স্থানে যে আক্রমণ করিতেছেন তাহা কেবল আবদুল রহমানের সাহায্যে ও বলে।

---

## সংবাদদাতার পত্র

### শান্তিপুর।

১। ষ্টীমর "সিদ্ধেশ্বরী" আবার অধিক সংখ্যক যাত্রী লইয়া রজনীতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এতন্নিবন্ধন পদে পদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব উক্ত ষ্টীমারের অধ্যক্ষ বাবুদের উচিত যে, অধিক সংখ্যক যাত্রী ও মাল বোঝাই করিয়া রজনী যোগে আর ষ্টীমর না চালান। গতবৎসর ঐ দোষে কলিকাতা পুলিসে তাঁহাদের একশত টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছিল, এই কথাটী স্মরণ রাখিয়া ঐরূপ আইন [বিরুদ্ধ কার্য্যে বিরত হওয়াই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ম্ম।

২। বর্ষার সমাগমে এখানকার অধিকাংশ রাস্তার এমনি বিক্ষুপঞ্জর বহির্গত হইয়া পড়িয়াছে যে, ঐ সকল পথদিয়া পথিকদিগের গমনাগমন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ নগরের কোন কোন পথের এমনি দুর্দ্দশা হইয়াছে যে, বোঝাই গরুর গাড়ী লইয়া গাড়োয়ানদিগের গাড়ী চালাইতে ক্রন্দন করিতে হয়। পথিকেরা রজনীতে উক্ত রাস্তা দিয়া চলিতে সশঙ্কিত হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন বৃষ্টির সময় অথবা বৃষ্টির পরে ঐ সমস্ত রাস্তা এমনি জলপূর্ণ হইয়া উঠে যে, কোন কোন সময় উহার উপর দিয়া গমনাগমন করা যায় না। কর্দ্দমের জ্বালায় পথিকদিগকে জুতা খুলিয়া গমনাগমন করিতে হয়। রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর আসিবার পাকা রাস্তাটীর এমনি বিক্ষুপঞ্জর বহির্গত হইয়া পড়িয়াছে যে, ঘোড়ার গাড়ী চড়িয়া আসিতে হইলে আরোহিদিগকে স্থানে স্থানে চাকা ধরিয়া গাড়ী উঠাইয়া দিতে হয়। এই ত গেল শান্তিপুরের রাস্তার কথা। ইহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের বর্ষা কালীন [illegible]ার দুর্দ্দশা স্মরণ হইলে পেটের প্লীহা চমকাইয়া উঠে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, রাস্তা ঘাটের সাময়িক সংস্কার ও উন্নতি সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষদিগের আশানুরূপ মনোযোগ নাই। মিউনিসিপল তহবিল পুলিসের কৃপায় এমনি শূন্য হইয়া পড়িয়াছে যে, তদ্দ্বারা [illegible]া ঘাটের সংস্কার করা সুদূরপরাহত। রোডসেস পবলিকওয়ার্কসেসের আদায়ি টাকা গুলি [illegible] বৎসর বৎসর ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে ব্যয়িত হইয়া থাকে? মিউনিসিপালিটী কি লোকের নিকট টাকা আদায় করেন না?

৩। এখানে পশুর প্রতি অত্যাচার নিবারণী সভা নাই, এজন্য পশুর প্রতি অত্যাচারের এমনি [illegible]ন শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে যে, ঐ বিষয়ে [illegible]পুরের ভদ্রাভদ্র লোকের হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত আবশ্যক। ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানেরা যে সকল অকর্ম্মণ্য ঘোড়া জুড়িয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে, তাহা দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া উঠে। গরুর গাড়ির গাড়োয়ানেরাও অকর্ম্মণ্য গরু গাড়িতে জুড়িয়া থাকে এবং তাহারা চলিতে অশক্ত হইলে ঘন ঘন কশাঘাত করে, এমন অবস্থায় ঐ সকল নির্দ্দয় লোকের আইনানুসারে শাস্তি হয়, ইহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই বাঞ্ছনীয়। আমরা আশা করি, শান্তিপুর হিতকরী সভা ঐ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে আশানুরূপ উপকার দর্শিতে পারে, কিন্তু উহাতে ডেপুটী বাবুর সহানুভূতি না থাকিলে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের কোন সম্ভাবনা নাই।

৪। অনেক দিন হইল, শান্তিপুর হিতকরী সভার সুযোগ্য সভাপতি ও সভ্য মহাশয়েরা দেশের হিত সংসাধন ব্রতে ব্রতী হইয়া নানা হিতকর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রত্যাশানুরূপ অর্থাভাবে শান্তিপুরের অন্যান্য হিতকর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামী মহাশয় উক্ত সভার সম্পাদককে অবস্থানুরূপ সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিতেছেন এবং ঐ সভায় একটী মুদ্রাযন্ত্র প্রদান করিবেন, এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে ঐ বিষয়ে শান্তিপুরস্থ সমস্ত লোক সহানুভূতি প্রদর্শন করেন এবং যাহাঁরা কৃতবিদ্য হইয়া বিদেশে যাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, তাঁহারা যদি সকলে ঐ সভায় অবস্থানুরূপ অর্থানুকূল্য করেন, তাহা হইলে শান্তিপুরের প্রকৃত গৌরব রক্ষা হয়। এখানকার হিতকরী সভার সম্পাদক যদি বিদেশে অর্থ ভিক্ষা করেন তাহা হইলে শান্তিপুরের অপমান। কিন্তু আজ কাল শান্তিপুরের মাথা নাই, সুতরাং বিদেশীয় কৃতবিদ্য জমীদার ও ধনাঢ্যদিগের নিকট অর্থ ভিক্ষা না করিলে কখনই হিতকরী সভা দ্বারা শান্তিপুরের প্রকৃত উন্নতি ও মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই। একটী মুদ্রাযন্ত্রালয় হইলেই যে কার্য্য হইবে এমন নয়। ঐ সঙ্গে "শান্তিপুর হিতকরী" পত্রিকা এবং পুরাণাদি প্রচার করিবার প্রতিজ্ঞা আছে। ঐ সকল বিষয় কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে অন্ততঃ দশ হাজার টাকা মূল ধনের আবশ্যক। ঐ টাকা কি শান্তিপুর হইতে সংগ্রহ হইবে? প্রত্যাবিষ্ট হিতকরী সভার চাঁদা পুস্তকে পাঁচ শত টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে কৈ ত নয়, এমন অবস্থায় কাকিনিয়ার প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী তুষভাণ্ডারের গুণগ্রাহী জমীদার শ্রীযুক্ত রায় রমণীমোহন চৌধুরী বাহাদুর ও কাগমারির বিদ্যোৎসাহী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী মহাশয়দিগের নিকট এবং অন্যান্য সহৃদয় ধনাঢ্য মহাশয়দিগের সমীপে গমন করিয়া অর্থ ভিক্ষা করাই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত। কারণ ঢাকা জেলার ন্যায় নদীয়া জেলায় সাধারণ হিতকর কার্য্যে সাধারণের আশানুরূপ সহানুভূতি লাভের অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

বিগত সোমবাসরীয় সোমপ্রকাশের বিবিধ সংবাদস্তম্ভে রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুর অযথা প্রশংসা করিয়া যে ব্যক্তি পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার স্পষ্ট নাম ধাম প্রকাশ করা উচিত। কারণ উক্ত ডেপুটী বাবুর অত্যাচার নদীয়া জেলায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আপনার শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা, পুলিষ ইনস্পেক্টর শ্রীরাম সরকার, ও বন গ্রামের অর্জ্জন পাঁড়ইএর মকদ্দমা তিনটী উহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক প্রমাণ আছে। তবে যে উক্ত ডেপুটী বাবুকে রাণাঘাটে রাখিবার জন্য এক হাজার ভদ্রাভদ্র লোক স্বাক্ষর করিয়া মাননীয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের হুজুরে দরখাস্ত করিয়াছেন, তাহার আসল মতলবটী আপাততঃ দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকায়িত রহিয়াছে। দরখাস্তকারিদিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই উক্ত দরখাস্ত লিখিত বিষয়ের কিছুই অবগত নহেন। ব্যক্তি বিশেষের অনুরোধে প্রায় সকলেই উহাতে স্বনাম স্বাক্ষরিত করিয়াছেন। আমরা উহার বিশেষ প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি।

---

## কাবুলের যুদ্ধ সংবাদ।

কাফরেরা সিলসিডে বড়ই উপদ্রব করিতেছে। জেনেরাল [illegible] ৩০ এ খোজক নামক স্থান পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহার অধীনে ২০ হাজার সৈন্য রহিয়াছে।

২ই আগষ্ট কান্দাহার হইতে সংবাদ আসিয়াছে আয়ুব নগর আক্রমণের বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তিনি দুর্গ লঙ্ঘনের চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেছেন না।

গোজাকেরা কিয়দিন আক্রমণ করিয়া চারিজন শান্তিরক্ষককে বধ করিয়াছে। অব নামক স্থানের লোকেরা নানা প্রকার দুরভিসন্ধিতে কাওয়াল উপত্যকার পারে আসিতেছে।

কোয়েটা হইতে গবর্ণমেণ্টের একজন কর্ম্মচারী বোম্বাইয়ে তাঁহার বন্ধুর নিকট এই লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ বাধিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে এক এক খানি অস্ত্র দান করিয়াছেন। কাহার নিকট বন্দুক কাহার নিকট তরবারি প্রভৃতি আছে। কান্দাহার শত্রুরা অবরোধ করিয়াছে। কান্দাহার হইতে কোয়েটা পর্য্যন্ত ৯ টী আড্ডা আছে, তাহার মধ্যে ৪। ৫ টী শত্রুদিগের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। জনরব এই যে, উহারা শীঘ্র কোয়েটা আক্রমণ করিবে। দুর্গে অনেক গুলি কামান রহিয়াছে। নিত্য নূতন অশ্বারোহী ও পদাতিক প্রভৃতি সৈন্য আসিতেছে। গত ১৫ দিন হইতে লোক জন কেহ সুস্থির নহে। সকলেই ব্যস্ত। সমস্ত রাত্রিই লোক অশ্বারোহণে চৌকী দিতেছে। শত্রুরা কখন আক্রমণ করে এই আশঙ্কায় আমার দুই রাত্রি নিদ্রা হয় নাই। সিবিলিয়ানগণ সৈনিক পুরুষের ন্যায় সর্ব্বদাই সজ্জিত রহিয়াছেন।

সেনাপতি গফের সৈন্যগণ সেবেবা নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। তথায় শিবির সন্নিবেশোপযোগী স্থান পাওয়া যায় নাই। সৈন্যগণ যে স্থানে রহিয়াছে তাহার চতুর্দ্দিকেই গিলজাই জাতির বাস কিন্তু সুখের বিষয় এই যে তাহারা কোন প্রকার শত্রুতাচরণ করিতেছে না। লগারিরাও সুহৃদভাব অবলম্বন করিয়াছে।

বন্দুকবাসিরা বলিতেছে ১২ ই কান্দাহার অভিমুখে কামান প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারা যায় নাই।

১৬ ই আগষ্ট কাকর পাঠানেরা কাচ আমদান নামক স্থান আক্রমণ করে। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর উহারা পরাস্ত হইয়া প্রস্থান করিয়াছে। এই যুদ্ধে উহাদিগের ৮০ জন লোক হত হইয়াছে।

জগদলকের মধ্য দিয়া রক্ষিসৈন্যগণ যখন টাকাকড়ি লইয়া যাইতেছিল সেই সময়ে দস্যুরা গুলি করিয়া একজনকে বধ করিয়াছে।

সর্দার মহম্মদ খাঁ জেলেলাবাদের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরিবর্ত্তে আবদুল রহমানকে নিযুক্ত করিয়া শীঘ্র তাঁহাকে তথায় প্রেরণ করিবার প্রস্তাব হয় সর্দার এই কথা শুনিয়া বেসদ নামক স্থানে চলিয়া গিয়াছেন।

সর্দার নূর মহম্মদ খান লিখিয়াছেন বেলাতি গিলজাইয়েরা কোয়েটা দুর্গ আক্রমণের চেষ্টা পাইয়াছিল কিন্তু পোলিটীকাল আপীসরের বিশেষ চেষ্টায় তাহাদের বিফল প্রযত্ন হইয়াছে।

জেনেরল প্রিমরোজ বলেন বিদ্রোহীরা একত্র হইয়া ১১ ই ইংরাজদিগের কতকগুলি লোককে আক্রমণ করিয়া ডাক্তার [illegible] ও আরো অনেকজন লোককে আহত এবং একজন দেশীয় কর্ম্মচারীকে বধ করিয়াছে।

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৩ ই আগষ্ট। অদ্য সন্ধ্যাকালে ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি [illegible] বলিয়াছেন, সেনাপতি রবার্টস কান্দাহারের [illegible] করিতে অসিদ্ধ হইয়া যে কথা শুনা গিয়াছিল [illegible] তিনি কান্দাহারে যুদ্ধযাত্রা করিবার আয়োজন করিতেছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন যুদ্ধ কার্য্য ঘটিত বিষয়ের কোন প্রকার বন্দোবস্ত তথা হইতে করিবেন না। সেরূপ করিলে ভারতীয় কর্ম্মচারীগণের প্রতি অবিশ্বাস করা হয়।

লণ্ডন ১৫ ই আগষ্ট। ফিনিয়ান দেশীয় বিস্তর চর আয়র্লণ্ডের প্রধান প্রধান নগরে অবস্থান করিতেছে। ডবলিন হইতে চারি শত রাইফল বন্দুক ক্রয় করা হইয়াছে। গত কল্য গ্লাসগো নামক স্থানে হোমরুলরদিগের যে সভা হয় তাহাতে [illegible] হাজার আয়ারলণ্ডবাসী একত্রিত হইয়াছিল।

বাসুতোরা অধীনতা স্বীকার করিয়াছে।

লণ্ডন ১৬ ই আগষ্ট। লর্ড ষ্ট্রাটফোর্ড ডি রেডক্লিফের মৃত্যু হইয়াছে।

প্যারিস ১৫ ই আগষ্ট। এম গাম্বেটা যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট হইতে যে সকল স্থান তাঁহার অধিকারচ্যুত হইয়াছে প্রজাগণপ্রিয় প্রজাদিগের দ্বারাই তাহার পুনরুদ্ধার হইবে।

লণ্ডন ১৬ ই আগষ্ট। আয়র্লণ্ডবাসীদিগের ক্ষতি সম্বন্ধে আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য হইয়াছিল লর্ড সভা তাহা অগ্রাহ্য করাতে তত্রত্য অধিবাসীরা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত নানা স্থানে নানা প্রকার সভা করিতেছে। টিপারারি নামক স্থানের সভায় ডিলন সাহেব কিলদারী নামক স্থানে বিদ্রোহোত্তেজক বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৫ ই আগষ্ট। সুলতান মণ্টিনিগ্রোকে তুরস্কের সীমা ছাড়িয়া দিবেন স্থির করিয়া রাজগণের নিকট সময় প্রার্থনা করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৭ ই আগষ্ট। ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে বলিয়াছেন আফগানিস্থানের সরদারদিগের উপর গবর্ণমেণ্ট বড় বিশ্বাস করেন না।

ডেলিনিউস বলেন ভারতবর্ষের মুসলমানেরা ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যাহাতে অভ্যুত্থিত হয় এরূপ কতকগুলি বিদ্রোহসূচক মুদ্রিত উপদেশপত্র কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে প্রেরিত হইয়াছে। অনেকে অনুমান করিতেছেন সুলতানের উপদেশক্রমে এইগুলি মুদ্রিত ও প্রেরিত হইয়াছে।

আফগান যুদ্ধের ব্যয় সংক্রান্ত একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গবর্ণর জেনেরল ২০ এ জুলাই লর্ড হার্টিংটনের নিকট তারযোগে এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন যে, গত জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত বনাগার হইতে ১৫০০০০০০ টাকা যুদ্ধের ব্যয় দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজ সৈন্যগণ আফগানিস্থানের উত্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে। অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত তথায় আর কেহই থাকিবে না। সৈন্যদিগকে ভাতা প্রভৃতি দিতে মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত ২০০০০০০ টাকা ব্যয় হইবে।

কায়রো ১৭ ই আগষ্ট। নাইল নদী ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে। ভাবী বন্যা নিবারণের নানাপ্রকার চেষ্টা করা হইতেছে।

লর্ড নর্থব্রুক অদ্য সন্ধ্যাকালে লর্ড সভায় বলিয়াছেন মান্দ্রাজের গবর্ণর ডিউক বকিংহাম পদত্যাগ করাতে তাঁহার পদে লোক নিযুক্ত করা আপাততঃ বন্ধ হইতেছে না। তবে ভবিষ্যতে মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে গবর্ণর না রাখিয়া যাহাতে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর রাখা হয় তদ্বিষয়ে বিবেচনা করা হইবে।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন অদ্য সন্ধ্যাকালে কমন্স হাউসে বলিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট পারতপক্ষে ভারতবর্ষ হইতে ঋণ গ্রহণ করেন নাই। আফগান যুদ্ধের ব্যয় ইংলণ্ডের ধনাগার হইতে দেওয়াই উচিত ছিল।

লণ্ডন ১৯ এ আগষ্ট। আয়রলণ্ডের প্রজাদিগকে দমন করিবার জন্য কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হইবে কি না তদনুসন্ধানার্থ ফরষ্টার সাহেব আয়ারলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

গ্লাডষ্টোন সাহেব ইটালি অথবা মার্ডিরা পরিদর্শন করিবেন।

কর্ম্মচারীদিগের দায়িত্ব সম্বন্ধে আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত হইয়াছে গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে তাহা আবার পঠিত হইয়াছে। পাণ্ডুলেখ্যখানি এই বার [illegible] পঠিত হইল।

---

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

## বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

### রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮ আগষ্ট—ডি জি জে সাহেব চট্টগ্রামের প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন।

রঙ্গপুরের ২ য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী ফজলল রহমান ১৮৮০ অব্দের জন্য লাইসেন্স [illegible] বাবু যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

জেলা নদীয়ার অন্তর্গত রাণাঘাটের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২ দিনের বিদায় গ্রহণ করাতে বাবু বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায় তৎপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

বিহারের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বি, জে সাহেব প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

ময়মনসিংহের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ২ য় শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

ভাগলপুরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, আর, মারিণ্ডিন সাহেব নিউবেরি সাহেবের অনুপস্থিতিকালে ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

বাবু কৃষ্ণচন্দ্র মহান্তি বালেশ্বরের অন্তর্গত ভদ্রকের সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

সারণের অন্তর্গত গোপালগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর তত্রত্য রেজিষ্ট্রারের পদ প্রাপ্ত হইলেন।

দিনাজপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু [illegible] সেন তত্রত্য ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটী সভার সেক্রেটারির পদ প্রাপ্ত হইলেন।

### বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হার্বারের মুন্সেফ বাবু [illegible] কৃষ্ণ সেন বি, এল, মোদীপুরের [illegible] মুন্সেফ বাবু বিনোদবিহারী চৌধুরী পীড়িত হইয়া ছুটী লওয়াতে তৎপদে কার্য্য করিবেন।

হুগলীর দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু দুর্গাচরণ সেন দুর্গা পূজার বন্ধ অবধি শ্রীরামপুরে বদলী হইলেন।

---

সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহরোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাবকালীন জ্বালা, সপূয় ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, খড়িজলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। এ ভিন্ন চর্ব্বণ শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর, লুপ্তরজঃ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। সকল চিকিৎসা নিষ্ফল হইলেও ইহা কখনই নিষ্ফল হইবে না। যদি নিষ্ফল হয়, ঔষধের মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

## মালতী কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল-পক্বতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। চক্ষুর জ্যোতিবৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরের শোণিত উত্তপ্ত হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক ক্রিয়াজনক ও সমূহ বায়ু বিকার নষ্ট করে। এজন্য উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু, শূলবায়ু, বুদ্ধিভ্রংশ, মৃগী, চিত্তচাঞ্চল্য, মন উহু করা, ভুল বকা, হঠাৎ চীৎকার, হাস্য, ক্রন্দন বৈর্ত্ন এবং হস্তপদাদির জ্বালা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহার মনোহর সৌরভে মন পুলকিত হয়। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৵০।

## কামোদ্দীপক রসায়ন।

অতিশয় মানসিক চিন্তা, পীড়ান্তে বহুদিবসের মেহ পীড়া, আর ইন্দ্রিয়-পরবশতা, অপরিমিত শুক্র ক্ষয়, স্নায়ু বিকারে বা উহার নিস্তেজস্কতা বশতঃ সর্ব্বদা রেধাতু তরল, অধিক স্বপ্নদোষ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, শিথিল ইন্দ্রিয়, পুরুষত্বের হানি বা ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, তৎসমুদয় এই রসায়ন সেবনে আরোগ্য হয় এবং শরীরের বল বীর্য্যাদি সংবর্দ্ধিত হয় এবং সমধিক রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। ১৫ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ৩, প্যাকিং ৵০।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা।
শ্রীশ্যামলাল স্বর্ণকারের বাটি।
কলিকাতা সিমুলিয়া।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া

## সর্ব্বশাস্ত্র সংগ্রহ।

আমরা পুরাণ এবং অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ক্রমে ক্রমে অনুবাদিত করিয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিব। মাসিক পত্রিকা যে এক মাসের খণ্ড অপর মাসে [illegible] হইয়া পাঠকগণকে উত্তাক্ত করে সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা এই গুরুতর সাপ্তাহিক দায়িত্ব গ্রহণ করি

প্রথম কাণ্ডে বিষ্ণুপুরাণ প্রচার করিতে আরম্ভ [illegible] যাইবে। প্রতি সপ্তাহে পুস্তকাকারে আটপেজি [illegible] করিয়া সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সংস্কৃত মূল, টীকা ও বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ থাকিবে। আমরা ৯ মাস মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ সমাপ্ত করিয়া অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র আরম্ভ করিতে পারিব এরূপ ভরসা করি। গ্রাহক সংখ্যা আটশত পূর্ণ হইলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবে।

## মূল্যের নিয়ম।

বার্ষিক মূল্য ২॥০ ডাক মাশুল ১॥০

গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য প্রথম অর্দ্ধ মূল্য ২ এবং ছয়মাস পরে অবশিষ্ট ২, লওয়া যাইবে।

একত্রে চারিজনে একযোগকে লইলে ১৯ টাকা স্থলে ১১॥০ টাকাতে পাইবেন।

ভারতমিহির প্রেস ময়মনসিংহ। } শ্রীকালীনারায়ণ সান্যাল। ভারতমিহির ও ভারতমিহির যন্ত্রের অধ্যক্ষ।

---

শারীরবিধান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

---

## শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

## বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থে নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া [illegible]। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অজীর্ণ প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রস্রাব বারও পরিমাণে" স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ২ টাকা।
ঘৃত ৵০ পোয়া ... ... ৩ টাকা।
তৈল ।০ পোয়া ... ... ৪ টাকা।

## জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ... ১।৵ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৵০ আনা।

## শিবাঘৃত।

(নপুংসক শৃগাল কাথে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ু রোগ প্রভৃতি পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

## রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ, মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার ...মূল্য ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ডাকমাশুল ... ... ৵০ আনা।

## শারিবা আসব।

ইহার ব্যবহারে সকল প্রকার বাত, রক্তদোষ, পারাদোষ (অর্থাৎ পারা যে কোন প্রকারে শরীরস্থ হইয়া যে সকল রোগ উৎপন্ন করে) বাতরক্ত নালি ঘা শোথ, গাত্রকণ্ডু, শরীরের দুর্ব্বলতা, স্ফূর্ত্তিবিহীনতা, মস্তক ঘূর্ণন, হস্তপদাদির জ্বালা, উপদংশ বা গর্ম্মির পীড়া জন্য গাত্রে যে সকল বিকৃত চিহ্ন বা ক্ষত হয়, তৎসমুদায় ইহা দ্বারা বিনষ্ট হয় অর্থাৎ শরীরের দূষিত রক্ত সকলকে পরিষ্কার করিয়া এই সকল পীড়ার শীঘ্র উপশম করে, এতদ্ভিন্ন শরীর কৃশ এবং দুর্ব্বল হইলে ক্রমশঃ ইহা দ্বারা শরীর বলিষ্ঠ, স্থূল ও কান্তি বিশিষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৵ বার আনা।

## পুস্তক বিক্রয়।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি কল্পদ্রুম ও সোমপ্রকাশের কার্য্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নিকট আসিলে বা মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

| পুস্তক | মূল্য |
|---|---|
| বিদ্যালতা | ৮০ আনা |
| কৃসিতত্ত্ব | ১ |
| নীতিসার ১ ম ভাগ | ৶০ |
| ঐ ২ য় ভাগ | ৶০ |
| ঐ ৩ য় ভাগ | ।০ |
| নিসর্গ সুন্দরী | ।৶০ |
| বঙ্গাঙ্গনা কাব্য | ১৲ |
| শৈবন সুহৃদ | ৸০ |
| বিশ্বেশ্বর বিলাপ | ॥০ |
| সংকেতসার | ৶১০ |
| সভ্যতা সোপান | ।০ |
| যোগিনী | ১৲ |
| কাশীমাহাত্ম্য প্রথম ভাগ। | ॥০ |
| ঐ ২ য় ভাগ | ॥০ |
| বিশ্ববিষচিকিৎসা | ৸০ |
| দশরথ বিলাপ | ॥০ |
| অবকাশ রঞ্জিনী | ১ |
| বালীবধ কাব্য | ১ |
| নির্ব্বাসিতের বিলাপ | ৸০ |
| ভারতীয় প্রবন্ধাবলী | ১ |
| কাশ্মির কুসুম | ১॥০ |
| ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত | ॥০ |

---

## ব্রহ্মচারী দত্ত মহৌষধ।

ইহাতে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারণ হয়। ৪১ দিনের সেবনোপযুক্ত ঔষধের মূল্য ৫ টাকা ২১ দিনের ২৸০ ও সাত দিনের ১ টাকা। যাহার আবশ্যক হইবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ বেয়ারিং পাঠান যাইবে।

শ্রীদেবীপ্রসাদ দুবে
মিসিরপোখরা বেনারস

---

বিতীয়বার কল্পদ্রুমের দশম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। [illegible] মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য [illegible] ৬ টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা [illegible] মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥০ [illegible] মূল্য না পাইলে ইহা মফস্বলে [illegible] যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, [illegible] টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। দশম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। সরোজসুন্দরী।
২। একাদশ অবতার।
৩। দুর্য্যোধনের প্রতি ভীম।
৪। উপন্যাস।
৫। সাংখ্যদর্শন।
৬। মৃচ্ছকটিক।
৭। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৮। পিপীলিকা না বাঙ্গালী কে ভাল?
৯। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
১০। মনুসংহিতা।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইতে চাঙ্গড়িপোতার কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

---

মৎ প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

### ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৩॥০ টাকা, ডাক মাশুল ।০

### আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদমতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সন্দিগরমি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের প্রধান প্রধান উপায় ভারতবর্ষের স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১॥০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

### আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের শোধন মারণ, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদি চিহ্ন বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ।০

### আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

---

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

## শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ-ধাতু-ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

### কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ॥৵০

### সুরসুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ,বাধক রোগ ও বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২৲ ডাকমাশুল ।০

### নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় জ্বর অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৸০ ডাকমাশুল ॥৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

## উপহার।

সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান,
সাধু-রহস্য ও সমালোচন-পূর্ণ
মাসিক পত্রিকা।

এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকাখানি বিগত জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৷৶০। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া মূল্যসহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
শোভাবাজার কলিকাতা।

## সঙ্কট তৈল।

অর্দ্ধ ড্রাম শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা। কর্ণের ঘা, পূয, কটকট, বেদনা, সন সন, ভোঁ ভোঁ বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ৷৷০ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, মেড়ে ফুলা, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীবিহারীলাল বর্ম্মণঃ
৩৪ নং চোরবাগান
ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

যিনি এক দিবসে হৃদয় দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

## বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটোলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৯৭ নং কলেজ স্কোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৸০ আনা মাত্র।

## আদরিণী।

বঙ্গদর্শন, বান্ধব, আর্য্যদর্শন, [illegible] প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্র সমূহের কতিপয় সুলেখক কর্ত্তৃক আদরিণী নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী (১২ পেজি ফরমের ৩০ পৃষ্ঠা) আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে মুদ্রিত রূপে প্রকাশিত হইবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ২ টাকা। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইবেন।

[illegible] } শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস
[illegible] পোষ্ট আফিস } আদরিণী কার্য্যাধ্যক্ষ
[illegible]

[illegible]

## বি, এন, দাসের গণোরিয়া মিকশ্চর

ইহা দ্বারা নূতন, পুরাতন সর্ব্বপ্রকার মেহ [illegible] এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর [illegible]ন হইবে না। এই ঔষধ দ্বারা বহুসংখ্যক লোকে আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য বাদ প্যাকিং বড় শিশি ৩৲, মধ্যম ২৲, ছোট ১৷০।

৪৫ নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা।

## শক্তিসঞ্চারক আরক মূল্য ১৷৷০ টাকা।

এই মহৌষধ দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং সকল প্রকার গ্লানি নষ্ট করে, বলাধান হইয়া দেহ পুষ্ট ও কান্তি বিশিষ্ট করে, এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম জন্য দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, বাত, পারা দোষ, শোথ, উপদংশ, (গরমী) এমন কি শ্বাস কাশ ইহাদেরও বিশেষ উপকারী মহৌষধ। ১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি বহুবাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দের নিকট পাওয়া যায়।

মহাশয়!

আমি বহু দিবস হইল ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণতা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে এক প্রকার কার্য্যে অক্ষম হইয়া ছিলাম, নানাপ্রকার ঔষধ সেবন বিফল হওয়াতে আমার প্রিয় বন্ধু যোগেন্দ্র বাবুর নিকটে আপনার "শক্তি সঞ্চারকের" গুণ শুনিয়া এক শিশি সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্ট হইয়া বেশ বলবান ও কার্য্যদক্ষ হইয়াছি। মহাশয় আর দুই শিশি শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রী[illegible]প্রসাদ মণ্ডল
[illegible]নসিংহ।

## মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এসপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কলিকাতা | ১০ |
| শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] বর্ম্মা—[illegible] | ১০ |
| " " উপেন্দ্রনাথ মিত্র—[illegible] | ৭ |
| " " যদুনাথ মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা | ৫৷৷ |
| " " গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ রঙ্গপুর | ৭ |
| " " প্যারিমোহন মিত্র—[illegible] | ৭ |
| " " কৃষ্ণকিশোর রায় (১) [illegible] | ৭ |

(১) গত ২৩ এ শ্রাবণের মূল্যপ্রাপ্তিতে ভ্রমক্রমে কৃষ্ণকিশোর রায় না হইয়া কৃষ্ণকিশোর দাস হইয়াছিল।

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ⁄১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

[illegible] এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা [illegible] শ্রীকেদারনাথ [illegible] প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

# প্রেরিতপত্র।

ঈশ্বর।

১৯ এ শ্রাবণের সোমপ্রকাশে ঈশ্বর সিদ্ধি প্রস্তাবে যে সমস্ত যুক্তি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কতদূর সত্যের সন্নিকর্ষ লাভ করিয়াছে, বিচার করিয়া দেখাই আমাদিগের অদ্যকার প্রবন্ধের এক মাত্র উদ্দেশ্য (১)।

ঈশ্বর সম্বন্ধে আজিও এমন কোন যুক্তি অথবা বৈজ্ঞানিক সত্য উদ্ভাবিত হয় নাই, যদ্দ্বারা তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন, "আর্য্য জাতীয়দিগের বুদ্ধি যখন সরল ছিল, তখনই আস্তিকতা শব্দের সৃষ্টি হয়, তাহার পর যখন কতকগুলি আর্য্যের বুদ্ধি কূট-পথ গামিনী হয়, সেই সময়ে আস্তিকতার সহিত ন শব্দ সংযোজিত হইয়াছে।" বস্তুত একথা যথার্থ। তাঁহারা যখন নিতান্ত নির্ব্বোধ ও অজ্ঞ (২) ছিলেন, [illegible] তাদৃশ মার্জ্জিত ও পরিণত [illegible] তাঁহারা নানা বিষয়েই [illegible] এবং করিয়াছেন। উত্তরোত্তর বুদ্ধির পরিমার্জ্জিত [illegible] তাঁহারা প্রকৃত সত্যের সন্নিকর্ষ [illegible] ছিলেন। প্রখর-বুদ্ধিশালী কপিল [illegible] মত তাহাতে বহুদিন আদৃত [illegible] কিন্তু যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে পৃথিবীর [illegible] মনুষ্য মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক [illegible] উপর প্রভুত্ব করিয়াছেন? তখন [illegible] প্রথমে শাক্যসিংহেরই নাম করিব। [illegible] বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী, তত সংখ্যক অন্য কোন [illegible] লোক পৃথিবীতে নাই (৩)। [illegible] আদি সাংখ্যদর্শন। অতএব স্পষ্টাক্ষরে [illegible] হইতে পারে যে, পৃথিবীতে যে সকল [illegible] অবতীর্ণ হইয়াছে তন্মধ্যে কেহই সাংখ্যের ন্যায় [illegible] কল্যাণদায়ক হয় নাই। সম্পাদক মহাশয় এক স্থানে বলিয়াছেন, ঈশ্বর যদি মনুষ্য-হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ নিহিত না করিতেন, ধর্ম্ম ও দেবপূজা সম্বন্ধে কখন অনুকার্য্য [illegible] ও অনুকরণ প্রবৃত্তি দৃষ্টিগোচর হইত না। [illegible] আমাদের বক্তব্য এই যে মনুষ্য অপূর্ণ জীব। আপনা হইতে অধিকতর বলবান অথবা গুণবান দেখিলে মনুষ্যের হৃদয়ে ভক্তির উদয় হওয়া স্বাভাবিক। এই জন্য সে যখন তুষার মণ্ডিত হিমালয়, দিগ্দাহকারী দাবদাহ, বিস্তৃত শাখা প্রশাখা রক বিশাল বটবৃক্ষ, বিবিধ বিভীষিকা সংযুক্ত জনশূন্য মহারণ্য, হৃৎকম্প-কারক বজ্রধ্বনি, প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, ঘোরতর শিলাবৃষ্টি প্রভৃতি বিবিধ নৈসর্গিক বস্তু ও ব্যাপারের স্বভাব ও গুণ কিছুই পরিজ্ঞাত ছিল না, যখন এই সকল প্রভাবশালী প্রাকৃত পদার্থ সমুদায় তাহার অন্তঃকরণকে ভীত চমৎকৃত এবং অভিভূত করিয়াছিল, তখন উহাদিগকে সচেতন দেবতা জ্ঞান করিয়া তদীয় উপাসনাতেই প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

ঈশ্বর মনুষ্য-হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ নিহিত করিয়াছেন বলিয়া ধর্ম্ম ও দেবপূজার সৃষ্টি হয় নাই। সম্পাদক মহাশয় অন্য স্থলে বলিয়াছেন, "অধিকাংশের মত ধরিয়াই সকল কার্য্য হইয়া থাকে, সেই অধিকাংশের মত ধরিয়া বিচার করিতে গেলেও ঈশ্বরসত্তা সপ্রমাণ হইতেছে।" একথা কতদূর যথার্থ একবার বিবেচনা করা যাউক। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পৃথিবীর অধিকাংশ লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। বৌদ্ধধর্ম্ম নিরীশ্বর সুতরাং অধিকাংশের মত ধরিয়া বিচার করিলেও ঈশ্বরসত্তা সপ্রমাণ হইল না।

প্রতিবাদক বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গত [illegible] উল্লেখ করিয়া কেবল মাত্র গৌতম সূত্র [illegible] সাংখ্যদর্শনের মত খণ্ডনের প্রয়াস পাইয়াছেন। [illegible] হউক, সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ী চিরকালই বুদ্ধি-শক্তিকে ভয় করিয়া আসিতেছেন ইহা প্রসিদ্ধই আছে। বেচারাম বাবু আত্মপ্রত্যয়কে একটী প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোন বিষয়ে আমাদের স্বভাবসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় আছে আর না আছে, তাহাতেও মনুষ্যের এত ভ্রম এত মতভেদ হয়ে যে তাহাও নিশ্চয় করা বিচারাধীন হইয়া উঠিয়াছে। ফলতঃ বিশুদ্ধ যুক্তি, তত্ত্ব-লাভের একমাত্র সোপান। যুক্তি বিচার ব্যতিরেকে তত্ত্ব নিরূপণ করা আর চক্ষু কর্ণ ব্যতিরেকে দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া উভয়ই তুল্য। কুসংস্কার-শূন্য বিশুদ্ধ যুক্তি জ্ঞানরূপ পুণ্য-তীর্থের যে স্থানে বা যে অবস্থায় লইয়া যায়, সেই স্থানে ও সেই অবস্থায়ই যাইব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যে সমস্ত তেজস্বী বুদ্ধিমান মনস্বী ব্যক্তি বুদ্ধি চালনা করেন, তাঁহারাই প্রকৃতরূপ তত্ত্বানুরাগী। পরিশুদ্ধ যুক্তি প্রণালী যে কিছু তত্ত্ব উদ্ভাবন করে, তাঁহারা কেবল তাহাকেই কল্যাণকর ও পরম-পুরুষার্থ বোধ করিয়া জ্ঞানরূপ অমৃতরস পানে পরিতৃপ্ত হন। যাঁহারা এইরূপ বোধ না করেন, তাঁহারা কদাচ তত্ত্বানুরাগী নহেন, আপনাদের মনঃকল্পিত মতের ও চিরশিক্ষিত কুসংস্কারেরই অনুরাগী।

বেচারাম বাবু এক স্থলে বলিয়াছেন "আজকাল এখানে ওখানে দুই একজন ইংরাজী অথবা [illegible] উঠিয়া জগতকে শিক্ষা দেন যে আত্মা নাই শরীরই সব, ঈশ্বর নাই প্রকৃতিই সব" ইত্যাদি। বাস্তবিক তিনি [illegible] লিখিয়াছেন, তাহা যথার্থ কথা। [illegible] নাই। যেমন সুরা [illegible] শক্তি [illegible] এই চারি [illegible] চর্ব্বাদি [illegible] চৈতন্য [illegible] হইবে

(১) আমরা এবারেও রাজবিহারী বাবুর লিখিত দীর্ঘ প্রস্তাবটী প্রকাশ করিলাম। কিন্তু এরূপ অনিয়ত বিচারে কোন বিষয়ের মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদিগের বক্তব্য এই যে রাজবিহারী বাবু একটী নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হন। খৃষ্টীয় বান্ধবপত্রের প্রসঙ্গে রাজবিহারী বাবু লিখিয়াছিলেন জগৎ স্বয়ম্ভূ। তদুত্তরে আমরা কহিয়াছিলাম জগৎ স্বয়ম্ভূ হইতে পারে না। তাহার কারণ এই জগতের যাবতীয় পদার্থ কার্য্যকারণভাবের অনুগত হইয়া জন্ম স্থিতি ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে। জগৎ জন্য ও নশ্বর পদার্থ সমূহের সমষ্টি মাত্র। অতএব জগৎ কিরূপে স্বয়ং জাত হইতে পারে? রাজবিহারী বাবু যদি প্রমাণ করিতে পারেন জগৎ স্বয়ম্ভূ, তাহা হইলে ঈশ্বরের সত্তা ও অসত্তা বিচারের এই খানেই শেষ হইয়া গেল। স্বয়ং জাত জগতের কর্ত্তার অনুসন্ধান চেষ্টা উন্মত্ত চেষ্টার ন্যায় বিড়ম্বনাময় হইবে সন্দেহ নাই। স।

(২) ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যে স্বভাবসিদ্ধ, ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত আমরা ও কথা কহিয়াছিলাম। ঈশ্বর যে যে বিষয় আমাদিগের জীবনের সহিত অনুস্যূত করিয়া দিয়াছেন, তাহা আমাদের অজ্ঞান ও নির্ব্বোধ অবস্থাতেই প্রকাশ পায়। ঈশ্বর বালকের জীবনরক্ষা বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির নিমিত্ত মাতৃস্তন্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। বালক জন্মিয়াই স্তনপান করে, ইহা দেখিয়া কি স্ত্রী, কি বৃদ্ধ, কি মূর্খ, কি বুদ্ধিমান সকলেরই এই সংস্কার, ঈশ্বর শিশুর নিমিত্তই স্তন রচনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রখরবুদ্ধি তার্কিক ভায়া বলিলেন, সদ্যোজাত শিশুকে কেন খাওয়াইয়া বাঁচান যায়। চাউলের পিটুলি গুলিয়াও তাহাকে খাওয়াইলে তাহার প্রাণরক্ষা হয়, অতএব স্তন রচনার কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্যটী কি? এই ভাবিয়া তার্কিক ভায়া ঘোর অরণ্যে ঘুরিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি যদি সহজ ও সরল পথে চলিতেন, তাঁহাকে তত কষ্ট পাইতে হইত না। অজ্ঞান ও নির্ব্বোধের মনে ধর্ম্ম বুদ্ধি যখন স্বয়ং জন্মে, তখন নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝা যাইতেছে, ঈশ্বর মনুষ্যের হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ নিহিত করিয়াছেন। বুদ্ধির বিশুদ্ধতার অভাবে সেই ধর্ম্মবীজ নানারূপে অঙ্কুরিত হইতে পারে। কিন্তু বীজ যদি ঈশ্বরনিহিত না হইত, তাহা হইলে কখন তাহার কোন প্রকার অঙ্কুরের উদয় হইত না। ঈশ্বর মনুষ্য হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ নিহিত করিয়াছেন, তাহার অপর প্রমাণ এই অজ্ঞলোকে তুষার মণ্ডিত হিমালয় ও দিগদাহকারী দাবদাহ দর্শন করিয়া অন্য রূপ জ্ঞান না করিয়া সচেতন দেবতা জ্ঞান করে কেন? স।

(৩) পৃথিবীতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অনেক আছে বটে কিন্তু তাহারা বৌদ্ধধর্ম্মের কিছুই মানে না। [illegible] সকলের খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা যেরূপ, বৌদ্ধেরাও ঠিক সেইরূপ। বুদ্ধ ঈশ্বর পূজা করা না করুন কিন্তু তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকে। এরূপ বৌদ্ধ গণনায় অধিক থাকিতে পারে। অন্য দেশের কথা থাকুক, আমাদের দেশের কথাই বলি। [illegible] দর্শনকারদিগের মধ্যে কয় জন আস্তিক [illegible] নাস্তিক? স।

যখন উক্ত ভাবে [illegible] বিয়োগ ঘটিবে তখন চৈতন্যও বিলুপ্ত হইবে। দেহাতিরিক্ত আত্মা কোন স্থলেই প্রত্যক্ষ করা যায় না। যেখানে চৈতন্য লক্ষিত হয়, সেখানেই তাহা দেহান্তর্গত। অতএব দেহের বিনাশে তাহার স্থিতি অসম্ভব। বহুব্যাপী পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে যে, জীব-দেহের স্নায়ুমণ্ডলের তারতম্যানুসারে মানসিক শক্তির তারতম্য ঘটে। মেষের এবং মানুষের মস্তিষ্কের [illegible] দেখিলেই আমা[illegible] যে উভয়ের বুদ্ধির অত্যন্ত প্রভেদ হইবে। আবার দেখা যায় যে মস্তিষ্কের অংশ বিশেষের পীড়া হইলে মানসিক শক্তি বিশেষের হ্রাস বা লোপ হয় এবং বৃদ্ধকালে মস্তিষ্কের ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতা সহকারে মনের ক্ষীণতা এবং দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং চৈতন্যসম্বলিত মানসিক ব্যাপার সমুদয় স্নায়ুমণ্ডলের উপর বিশেষতঃ মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। অতএব যখন দেহের কল ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং স্নায়ুমণ্ডল তদীয় উপাদানদিচয়ে পরিণত হইবে। তখন চৈতন্যও বিলুপ্ত হইবে। ফলতঃ

১ম। আত্মা শরীর হইতে পৃথক কিসে জানিতেছ? শরীর-তত্ত্বে প্রতিপন্ন হইতেছে [illegible] শরীরই বা শরীরের অংশ বিশেষই আত্মা।

২য়। [illegible] যে সুখ দুঃখ ভোগী তাহারই বা প্রমাণ কি? [illegible] সুখ দুঃখ ভোগী নহে কেন?

৩য়। দেহ নাশের পর যে আত্মা থাকিবে, তাহা ধর্ম্মপুস্তকে বলে, কিন্তু তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও প্রমাণ নাই। [illegible] বিশ্বাস রাখিতে হয়, রাখিব, কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকের আজ্ঞানুসারে ধর্ম্মশাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে রাখিব [illegible]।

৪র্থ। দেহ নাশের পর আত্মা থাকিলে তাহার যে আবার [illegible] সম্ভাবনা আছে, তাহার কিছু মাত্র প্রমাণ নাই।

[illegible] কথা উল্লিখিত হইতেছে। [illegible] মূল সকল [illegible] ইন্দ্রিয়ের [illegible] পারি। [illegible] রহিয়াছে, [illegible] পারিয়াছি। এজন্য [illegible] এই পর্ব্বত [illegible] চক্ষুরিন্দ্রি[illegible] হইল। [illegible] অন্তরে [illegible] প্রত্যক্ষ

বলে। এইরূপ গৃহমধ্যে [illegible] মেঘ গর্জ্জিতেছে, পক্ষী ডা[illegible] ডাক পক্ষীর রব আমরা কর্ণের [illegible] পাই। ইহা শ্রাবণ প্রত্যক্ষ। এইরূপ [illegible] ঘ্রাণজ, স্পার্শ এবং রাসন পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ। তাহার পর দেখিতে হইবে যে [illegible] প্রত্যক্ষমূলক। যে জাতীয় প্রত্যক্ষ কখন [illegible] সে বিষয়ে অনুমান হয় না। তুমি যদি কখন মেঘ না দেখিতে, বা আর কেহ কখন না [illegible] তবে তুমি রুদ্ধ দ্বার গৃহ মধ্যে মেঘ গর্জ্জন [illegible] কখন মেঘানুমান করিতে পারিতে না। তুমি কখন কোন ব্যক্তিকে গমন ক্রিয়া ব্যতীত এক [illegible] হইতে অন্য স্থানে যাইতে দেখিতে, তাহা [illegible] কখনও একজনকে এক বাসা হইতে অপর বা[illegible] দেখিয়া তাহার গমন-কার্য্য স্বীকার করিতে না। [illegible]রূপে দেখা যাইবে যে, একটী অনুমানের মূল বহুত[illegible] বহুজাতীয় পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ মূলক জ্ঞান সকলটুকু আমাদিগের নিজ প্রত্যক্ষ জাত নহে। প্রত্যক্ষ জাত সংস্কার পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের যে প্রত্যক্ষ জাত সংস্কার, আমি তাহা কিয়দংশে প্রাপ্ত হইয়াছি। বহির্ব্বিষয়ের জ্ঞান লাভার্থ যেমন আমাদের শারীরিক কয়েকটী দ্বার অথবা সামান্যতঃ ইন্দ্রিয় আছে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভার্থ তদ্রূপ কোন ইন্দ্রিয়ের প্রমাণ নাই, সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইবে না। যদি বল শেষ অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু তাহাও অসম্ভব। কারণ

১। যখন আমরা জানি অথবা দেখি যে অমুক কারণ হইতে অমুক কার্য্য উদিত হয়, তখনই আমরা সেই কার্য্য দেখিলে সেই কারণের অনুমান করিতে পারি। নহিলে নহে?

২। আমরা ঈশ্বররূপ আদি কারণকে কখন জগৎ সৃষ্টিরূপ কার্য্য করিতে দেখি নাই, তখন আমরা কি ন্যায়ে জগৎ কৌশল-দেখিয়া তাহার আদি কারণ ঈশ্বরের অনুমান করিতে যাই।

৩। মনুষ্য অগ্রে কল্পনা ও সংকল্প করে, তৎপরে সেই কল্পনানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন করে। সেই কার্য্য কল্পনার ফল অথবা অবয়ব মাত্র। অগ্রে অট্টালিকার নক্সা প্রস্তুত হয়। তৎপরে সেই নক্সানুসারে অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। তজ্জন্য আমরা একটী অট্টালিকা দেখিলে অনুমান করিতে পারি যে, তাহা পূর্ব্বে নির্ম্মাতার মনে কল্পনা রূপে অবস্থিত ছিল। অথবা তাহা কল্পনারই ফল মাত্র। ইহা মানুষ ব্যাপার।

৪। কিন্তু এই বিশ্ব-ব্যাপার ও ব্রহ্মাণ্ড কোন মানুষ কার্য্যের সহিত তুলনীয় নহে অথবা মানুষ [illegible] ন্যায়ে (Analogy) ইহার [illegible] পারে না। যেহেতুঃ—

[illegible] কখন কল্পনা করিতে দেখি [illegible]ত অন্য কারণের কার্য্য যে [illegible] কৌশল ও কল্পনা সম্ভূত [illegible] অনুমিত হইতে পারে?

[illegible]মান ও কৌশল উন্নয়ন করা [illegible] মানব আত্মবৎ জগৎকে দেখিয়া [illegible]শলের সৃষ্টি না করিয়া কোন [illegible] সহিত পরস্পর সম্বন্ধে অনুবদ্ধ [illegible]। সেই জন্য আমরা অভ্যাস, [illegible] বিশ্বব্যাপার ও কৌশলের অনুমান করিয়া [illegible]ক। কিন্তু মানব মন নিজ স্বভাব নিবন্ধন যে কৌশলের অনুমান করিতে পার, সেই কৌশলেই যে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? মানবের মন ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ নহে। ব্রহ্মাণ্ড মানবের নিকট যেরূপ প্রতীত হয়, তাহা মানবের অনুমান মাত্র।

৭। অতএব ঈশ্বর রূপ আদি কারণে কৌশল কিরূপে আরোপিত হইতে পারে?

৮। অতএব ব্রহ্মাণ্ডরূপ অদ্বিতীয় কার্য্যেরও যে কারণ আছে, তাহার প্রমাণ অভাব। যেহেতু কারণ ব্যতীত যে কার্য্য হইতে পারে না, সে তর্ক ব্রহ্মাণ্ডরূপ জাবতীয় কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর অসিদ্ধ।

তাহার পর শাব্দ প্রমাণ। প্রগাঢ় দর্শন শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণ ইহাকে একটী প্রমাণ মধ্যেই গণনা করেন না। দেখা যাইতেছে সকলের কথায় বিশ্বাস অকর্ত্তব্য। যদি একজন বিখ্যাত মিথ্যাবাদী আসিয়া বলে যে, সে জলে অগ্নি জ্বলিতে দেখিয়া আসিয়াছে, তবে একথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। তাহার উপদেশে প্রমা জ্ঞানের উৎপত্তি নাই। ব্যক্তি বিশেষের উপদেশই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। তবে সেই জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে, আদৌ মীমাংসা আবশ্যক যে কে বিশ্বাস যোগ্য কে নহে? কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ মীমাংসা করিব? কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া মন্বাদির কথা আপ্ত বাক্য বলিয়া গ্রহণ করিব এবং রামু ও শ্যামুর কথা অগ্রাহ্য করিব? দেখা যাইতেছে, যে অনুমানের দ্বারা ইহা সিদ্ধ করিতে হইবে। মনুর সঙ্গে পল্লীর পাদরী সাহেবের মতভেদ। তুমি চিরকাল শুনিয়া আসিতেছ যে মনু অভ্রান্ত ঋষি এবং পাদরী সাহেব স্বার্থপর সামান্য মনুষ্য। এ জন্য তুমি অনুমান করিলে যে মনুর কথা গ্রাহ্য, পাদরীর কথা অগ্রাহ্য। মনুর ন্যায় অভ্রান্ত ঋষি [illegible]

ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন [illegible]
করিলে গোমাংস অভক্ষ্য। [illegible]
স্বতন্ত্র প্রমাণ না বলিয়া অনুম [illegible]
কেন? শুধু তাহাই নহে। [illegible]
উপদেশ গ্রাহ্য কর, তাহার [illegible]
অগ্রাহ্য করিয়া থাক। যাথ [illegible]
টনের যে মত, তাহা তুমি [illegible]
আলোক সম্বন্ধে তাঁহার যে ম [illegible]
করিয়া তুমি ক্ষুদ্রতর বুদ্ধি জীবী [illegible]
মত গ্রহণ কর। ইহার কারণ [illegible]
সন্ধান করিলে তবে অনুমিতিকেই [illegible]
অনুমানের দ্বারা তুমি জানিয়াছ যে মাধ্যাক [illegible]
নিউটনের যে মত, তাহা সত্য, আলোক সম্ব [illegible]
তাঁহার যে মত তাহা অসত্য। যদি শব্দ একটা পৃথ [illegible]
প্রমাণ হইত, তবে তাঁহার সকল মতই তুমি গ্রাহ্য
করিতে। ভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষে
যাহার মত গ্রাহ্য বলিয়া স্থির হয়, তাহার সকল
মতই গ্রাহ্য হয়, ইহার কারণ শব্দ একটা স্বতন্ত্র
প্রমাণ বলিয়া গণ্য। এইরূপ বিশেষ বিচার ব্যতীত
ঋষি ও পণ্ডিতদিগের মত মাত্রেই গ্রহণ করা ভারত
বর্ষের অবনতির একটী যে কারণ ইহা বলা বাহুল্য।
বেদাদি শাস্ত্র অভ্রান্ত নহে। সুতরাং উহাকে আপ্ত
বাক্য বলিয়া গ্রাহ্য অথবা তদুপরি নির্ভর করিয়া
ঈশ্বর বা পরলোক মানা যায় না।

বিগত বারে সাংখ্যদর্শনের মত গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর সিদ্ধি প্রমাণ করাতে অনেকেই আমাকে কপিল শিষ্য মনে করিয়াছেন। তাঁহাদিগের ভ্রান্তি নিরসনার্থ বলিয়া রাখিতেছি স্বকীয় মতের দার্ঢ্য সংসাধনার্থ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির যুক্তি বা প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেই তাহার মতাবলম্বী হইতে হয় না। আমি সকল বিষয়ে সাংখ্যদর্শনের অনুসারী নহি। এবার আমার মতের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখিলে বুদ্ধিমান মনে করিবেন যে, জ্ঞান বৃদ্ধি সহকারে বিবেচনা শক্তিরও তারতম্য হইয়া থাকে *।

## নিরীশ্বরবাদ।

মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সেন বিগত ১ লা ভাদ্রের সোমপ্রকাশে একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। সোমপ্রকাশের পত্রপ্রেরক রাজবিহারী বাবুর পক্ষ সমর্থন এবং নিরীশ্বরবাদীদিগকে নাস্তিকতার অপবাদ হইতে রক্ষা করা তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ [illegible] না জানি [illegible] কিন্তু ইহা জানিতেছি যে, [illegible] নাস্তিকতার পোষকতা [illegible] কেবল ঈশ্বর বা ব্রহ্ম অস্বীকার [illegible] নাস্তিক হয় এমন নহে, উহা ত মোটা [illegible] কথা; সূক্ষ্মভাবে বলিতে হইলে [illegible] হয় যে, যিনি ঈশ্বর স্বীকার করেন [illegible] তাঁহাকে জ্ঞান ভাব শক্তি সম্বন্ধে পূর্ণ বলেন [illegible] যিনি ঈশ্বর (ব্রহ্ম) মানেন অথচ তাঁহাকে [illegible] না বলিয়া নির্ম্মাতা বলেন অথবা যিনি [illegible] মানেন অথচ তাঁহার ন্যায় অথবা তাঁহা [illegible] শ্রেষ্ঠ আর এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার [illegible] থাকেন; অথবা যিনি ঈশ্বর মানেন অথচ [illegible] যে, তাঁহার সহিত এক্ষণে এ সৃষ্টির কোন [illegible] নাই; তিনি বলেন ঈশ্বর থাকিলেও [illegible] থাকিতে পারেন কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে দুর্জ্ঞেয়, [illegible] অথবা যিনি ঈশ্বর স্বীকার করিয়াও তাঁহার আরাধনা ও উপাসনা করার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, তাঁহাকে অবশ্যই নাস্তিক মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। কারণ আমাদের যিনি ঈশ্বর, তাঁহার যাহা স্বরূপ, (জ্ঞানে মঙ্গলভাবে ও শক্তিতে তিনি পূর্ণস্বরূপ, তাঁহার আদি ও অন্ত নাই তিনি নিত্য, তিনি আনন্দস্বরূপ, নির্ব্বিকার ও একমেবাদ্বিতীয়ং, তিনি নিরবয়ব শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পবিত্রস্বরূপ তিনি সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা) তাহা যদি আমরা বিনীত হৃদয়ে ও অবনত মস্তকে স্বীকার না করি, তাহা হইলে তাঁহাকে কেবল নাম মাত্রে স্বীকার করা আর না করা উভয়ই সমান। শ্রীকৃষ্ণ বাবু তাঁহাকে কেবল মুখের কথায় স্বীকার করিয়াছেন মাত্র, কাজে কিছুই স্বীকার করেন নাই—অধিক কি, তাঁহার পূজা করা মনুষ্য মাত্রেরই যে একান্ত কর্ত্তব্য তিনি তাহা মুখের কথাতেও একবার বলেন নাই!! তিনি একটি নূতন ঈশ্বরের উপাসনার কর্ত্তব্যতা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু যিনি সকলের ঈশ্বর, যিনি তাঁহার ব্রহ্ম, তাঁহার উপাসনা করা তাঁহার বিবেচনায় বোধ হয় আবশ্যক নাই!! মুঙ্গের আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার সম্মতি ক্রমেই শ্রীকৃষ্ণ বাবু তাঁহার পত্রখানি প্রকাশ করিয়াছেন আমাদিগকে ইহাই কি বুঝিতে হইবে?

শ্রীকৃষ্ণ বাবুর পত্রখানি সম্বন্ধে আমাদের যে সকল বক্তব্য আছে তাহা ক্রমে ক্রমে লিখিত হইতেছে। প্রথম, তিনি লিখিয়াছেন রাজবিহারী বাবু নিরীশ্বরবাদী হইলেও নাস্তিক না হইতে পারেন। সুতরাং তাঁহার কথার উত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়া তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া তিরস্কার করিয়া আমরা ভাল কাজ করি নাই। (ক) শ্রীকৃষ্ণ বাবু পরমাত্মা ও ঈশ্বর লইয়া যে এক গোল তুলিয়াছেন, রাজবিহারী বাবু তাহা তোলেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ন্যায় তর্ক প্রিয় দুই একজন লোক ব্যতিরেকে পৃথিবীর সমস্ত লোকেই যে মহান্ প্রভুকে গড, আল্লা, খোদা, ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, জগদীশ্বর প্রভৃতি বলিয়া থাকেন, সেই প্রভুকেই তাঁহারা এক বাক্যে ঈশ্বর বলিয়া থাকেন। রাজবিহারী বাবুও তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়াই ঈশ্বর বলিয়াছেন এবং তাঁহারই (অন্য ঈশ্বরের নহে) অস্তিত্ব স্বীকারে অসম্মত হইয়াছেন। তাঁহার পত্রত্রয় ইহার প্রমাণ। সুতরাং তাঁহার প্রতি নাস্তিকতাপবাদ দিয়া অন্যায় করা হয় নাই। (খ) একে ত নাস্তিকের সহিত তর্ক করিতে ভয় হইয়া থাকে, তাহাতে আবার রাজবিহারী বাবু বড় উদ্ধত। তিনি বঙ্গদর্শন কারের ভাষা রচনাকে নিজের রচনা বলিয়া সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশ করাতে [illegible] বিহারী বাবু যখন তাহা ধরিয়া দিলেন, তখন আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, এবারে রাজবিহারী বাবু অবশ্যই হেট মস্তক হইবেন এবং উদ্ধতভাব ত্যাগ করিয়া নিজের দোষ স্বীকার করিবেন, কিন্তু আশ্চর্য্য এই, তাহার পরিবর্ত্তে তিনি অধিকতর উদ্ধত ভাবে সমরাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হন এবং বিহারী বাবুকে অসঙ্গত গালিবর্ষণ করেন। রাজবিহারী বাবুর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত না হইবার ইহা একটি কারণ (গ) বিচার করিবার একটি নিয়ম এই, প্রতিপক্ষ যে মত প্রকাশ করিবে বা যে প্রশ্ন উত্থাপন করিবে, অগ্রে সে মত খণ্ডন অথবা সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত পরে নিজের যে প্রশ্ন থাকিবে, তাহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু রাজবিহারী বাবুর সেরূপ অভ্যাস নাই; সুতরাং তাঁহার সহিত বিচার করিয়া সুখ বা উপকার অথবা কোন বিষয়ের মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার সহিত বিচারে বিরত হইবার আর একটি কারণ এই।

দ্বিতীয়। শ্রীকৃষ্ণ বাবু ঈশ্বরকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, অচিন্ত্য উপাধিশূন্য, আদ্যন্ত রহিত, পবিত্র, শান্ত, নিগুর্ণ, নিরবয়ব, [illegible] ও নিত্যজ্ঞানাদি স্বরূপ অদ্বিতীয়, চৈতন্যই ব্রহ্ম; আর যে ব্রহ্মসত্ত্বা নিজ প্রকৃতি আর [illegible] সর্ব্বদেহে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধি আদি ইন্দ্রিয় [illegible] হয়েন, তিনিই ঈশ্বর। শ্রীকৃষ্ণ বাবু এই [illegible] দেখাইয়া ভাল কাজ করেন নাই। আমি জিজ্ঞাসা করি, তিনি ব্রহ্মের যে স্বরূপ নির্দ্দেশ [illegible], যাঁহার সেই স্বরূপ আছে, তাঁহাকেই [illegible] ঈশ্বর বলিয়া লোক পূজা করেন না [illegible] বায় কি? তিনি ঈশ্বরের যে স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই স্বরূপ যাঁহার, লোকে তাঁহাকেই [illegible] পূজা করিয়া থাকেন,

* প্রবন্ধ সঙ্কলনে আমি বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বিস্তর সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য আমি উপযুক্ত লেখকবর্গের নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম।

তিনি একথাও বলিতে কি সাহসী হইবেন ? তিনি যদি বলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের যেরূপ বর্ণনা আছে তিনি কেবল তাহাই লিখিয়াছেন। এ উত্তর সম্বন্ধে আমাদের প্রথম কথা এই, হিন্দু শাস্ত্রের কথা লিখিবার কি প্রয়োজন ছিল ? হিন্দুশাস্ত্র লইয়া ত বিচার আরম্ভ হয় নাই ? দ্বিতীয় কথা এই হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠ ও হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ বড় বড় পণ্ডিতদিগের নিকটে ঈশ্বরের নাম করিলে তাঁহারা তাঁহাকে কি বুঝেন ? শ্রীকৃষ্ণ বাবু যাহাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন তাঁহাকেই কি তাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া বুঝেন না ? শেষ কথা এই, শ্রীকৃষ্ণ বাবু কেবল যে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এমন নহে, সেই সঙ্গে তিনি তাঁহার নিজের মতও প্রকাশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে আমরা যাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করি তিনি ব্রহ্ম নহেন।

তৃতীয়, শ্রীকৃষ্ণ বাবুর পত্রখানি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া দেখিলে ইহাই বোধ হয় যে, তিনি নাস্তিকতার সহকারিতা অর্থাৎ কপিলের প্রকৃতিবাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন—কপিলের পুরুষ ও প্রকৃতিকে তিনি পরমাত্মা ( ব্রহ্ম ) ও ঈশ্বর বলিয়াছেন। তাঁহার মতের সহিত কপিলের মতের কোন কোন বিষয়ে ঐক্য আছে এক্ষণে আমরা তাহাই প্রদর্শন করিতেছি। সাংখ্যকার কপিলের মতে দুইটি নিত্য পদার্থ আছে, আর কিছুই নাই। সেই দুইটির নাম অপরিণামিনিত্য, আর পরিণামিনিত্য। যাহার পরিণাম নাই উৎপত্তি নাই বিনাশ নাই এবং যাহা পরিণামনিত্যপদার্থ হইতে অযুক্তাবস্থায় নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, নির্লেপ, স্বতন্ত্র, নির্বিকার, চিৎস্বরূপ আনন্দস্বরূপ ও চৈতন্যরূপী তাহাই অপরিণামীনিত্য এবং তাহাই কপিলের "পুরুষ" ( আত্মা )। আর যাহার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে অথচ অবিনাশী এবং মৌলিক অবস্থায় যাহা সূক্ষ্ম, ব্যাপক, শব্দস্পর্শাদি গুণবিবর্জ্জিত তাহাই পরিণামীনিত্য এবং তাহাই কপিলের "প্রকৃতি।" অথবা "[illegible] সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।" "সত্ত্বং রজস্তম ইতি এষৈব প্রকৃতিঃ সদা।" অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম এই দ্রব্যত্রয়ের ( গুণের ) সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি, [illegible] ও বীজাবস্থা প্রভৃতি। [illegible] দ্রব্য ( গুণ ) ত্রয়ের ন্যূনাধিক ভাব [illegible] এই প্রকৃতি বিকৃত হইয়া উঠে, তখনই ইহার পরিণাম আরম্ভ হয়। যদি বল উক্ত দ্রব্য [illegible] কেন হয়, কপিল বলেন, [illegible] তাহার কারণ। প্রকৃতির [illegible] ইহার প্রথম পরিণাম [illegible] আমাদের হিরণ্যগর্ভ [illegible] পৌরাণিক পণ্ডিতেরাও ঐ দেহতত্ত্বকে [illegible] ব্রহ্মা সূক্ষ্মঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ " ( বিষ্ণুপুরাণ ) [illegible] থাকেন। আর প্রকৃতির শেষ পরিণামকে এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড নামে উক্ত করিয়া থাকেন। এখানে আস্তিকেরা বলিতে পারেন যে, এমন [illegible] নিয়মানুগত, কৌশলপূর্ণ জগতের নির্ম্মাণ [illegible] প্রকৃতি দ্বারা হওয়া সম্ভব নহে, অবশ্যই একজন পূর্ণজ্ঞান মঙ্গল ও সর্ব্বশক্তিমান স্রষ্টা ( ব্রহ্ম [illegible] ) আছেন। নাস্তিক সাংখ্যকার হাস্য করিয়া [illegible] উত্তরে বলেন তাহা নহে "নিরীচ্ছে সংস্থিতে [illegible] যথা লোহঃ প্রবর্ত্ততে। সত্তামাত্রেণ দেবো [illegible] বায়ং জগজ্জনঃ।" ( বিজ্ঞানভিক্ষু ) যেমন [illegible] চুম্বক উভয়েই জড়, ইচ্ছাদি গুণশূন্য ও স্বয়ং [illegible] রহিত হইয়াও সন্নিধান বশতঃ লৌহ শরীরে [illegible] ক্রিয়া এবং চুম্বকশরীরে আকর্ষণ ক্রিয়া উপস্থিত [illegible] সেইরূপ পুরুষ ( আত্মা ) নিষ্ক্রিয় নিরীহ এবং জড় স্বতঃ প্রবৃত্তিরহিত হইলেও উভয়ের সন্নিধান বলে প্রকৃতি শরীরে পরিণাম শক্তির উদয় হয়। এই প্রকৃতি তত্ত্ব লাভ করিতে হইলে, চিত্তের জড়ত্ব ও গুরুত্ব বিনাশ এবং সত্ত্বোৎকর্ষ করিতে হইলে "শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ। মত্বা চ সততংধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ।" ইহা করা একান্ত আবশ্যক। কপিল আরও বলেন যে, আহার, ব্যবহার, কায়মন বাক্য শুদ্ধি, বাসনা ত্যাগ, ইন্দ্রিয়সংযম, গুরুসেবা, অহিংসা দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি ব্রতচর্য্যা করিলে প্রকৃতিতত্ত্ব লাভ আর চিত্ত প্রসন্ন ও আত্মার স্বরূপ প্রতিবিম্বে পরিপূর্ণ হয়।

এক্ষণে পাঠকেরা শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের সহিত কপিলের পুরুষ ও প্রকৃতির ( পরিণামপ্রাপ্ত ঈশ্বরের ) কি রূপ সামঞ্জস্য আছে তাহা একবার তুলনা করিয়া দেখুন শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ব্রহ্ম অচিন্ত্য উপাধিশূন্য, আদ্যন্তরহিত, চৈতন্যস্বরূপ প্রভৃতি কপিলের পুরুষ ( আত্মা ) তাহাই। শ্রীকৃষ্ণবাবুর ব্রহ্মের উপাসনাদি করিতে হয় না ; কপিলের পুরুষেরও উপাসনাদির কোন প্রয়োজন হয় না। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন ; কপিলের পুরুষও সৃষ্টি কর্ত্তা নহেন। অপর শ্রীকৃষ্ণবাবুর ঈশ্বরের অস্তিত্বও ব্রহ্ম সত্তার উপরে নির্ভর করে ; কপিলের ঈশ্বরের অস্তিত্বও পুরুষের সান্নিধ্যের উপরে নির্ভর করে। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ঈশ্বর সৃষ্টির হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ; কপিলের ঈশ্বরও তাহাই। নিজের দুঃখ দূর প্রভৃতির জন্য শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ঈশ্বরের উপাসনা করা আবশ্যক, সেই উদ্দেশ্যে কপিলের ঈশ্বরেরও এক প্রকার উপাসনা করা আবশ্যক হইয়া থাকে। এই প্রকার আরও অন্যান্য বিষয়েও পাঠকেরা শ্রীকৃষ্ণ বাবুর পরমাত্মা ও ঈশ্বরের সহিত কপিলের পুরুষ ও প্রকৃতির ( পরিণাম প্রাপ্ত ঈশ্বরের ) অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন ; অথচ শ্রীকৃষ্ণ বাবু আস্তিক, কপিল নাস্তিক। * তাই আমরা উপরে বলিয়াছি যে, "পরমাত্মা" আর "ঈশ্বর" এই নামের ভিন্নতা লইয়া একটা গোল তোলা এবং সেই সঙ্গে নিরীশ্বরবাদের নাস্তিকতার সপক্ষতা করা শ্রীকৃষ্ণ বাবুর পক্ষে ভাল কাজ হয় নাই।

চতুর্থ। শ্রীকৃষ্ণ বাবু বলেন যে, "যে ব্রহ্মসত্তা নিজ প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া সর্ব্বহৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধি আদি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা হয়েন তিনিই ঈশ্বর।" দুঃখের বিষয়, আমরা ইহা বুঝিতে পারিলাম না। "যে ব্রহ্মসত্তা" একথার মানে কি ? যে সত্তা, সে সত্তা, এ সত্তা, ও সত্তা এইরূপ ব্রহ্মসত্তার কি আবার বিভাগ হইতে পারে ? "নিজ প্রকৃতি আশ্রয় পূর্ব্বক" ইহারই বা অর্থ কি ? কাহার প্রকৃতি ? ব্রহ্মের ? না ব্রহ্মসত্তার ? প্রকৃতি মানেই বা এখানে কি ? স্বভাব ধর্ম্ম, অথবা মায়া ? যদি স্বভাব ধর্ম্ম হয়, তবে "আমার স্বভাব ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া আমি কর্ত্তৃত্ব করিতে সক্ষম হই নতুবা নহে,

(১) সাংখ্যকার কপিলকে নাস্তিক বলাতে অনেকে হয় ত চমকিয়া উঠিবেন, কারণ আর্য্য ঋষিদিগের নিকট তিনি আস্তিক বলিয়াই আদৃত ছিলেন। আমরা বলি, আর্য্য ঋষিদিগের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহাদের মহিমা অপার, ঈশ্বর অপেক্ষা বেদের সম্মান তাঁহাদিগের নিকট অধিক। কপিল ও জৈমিনি ঈশ্বর ( ব্রহ্ম ) মানিতেন না, কিন্তু বেদ মানিতেন ; এইজন্য তাঁহারা ঋষিদিগের [illegible] আস্তিক, কিন্তু বুদ্ধদেব ও চার্ব্বাক প্রভৃতিরা বেদ অমান্য করিতেন বলিয়াই তাঁহারা নাস্তিক অপবাদ প্রাপ্ত হন। পাঠক ! আরও তামাসা দেখুন. "যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি।" ( শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। যে ইহাকে ( ব্রহ্মকে ) না জানে ঋক্ বাক্যে তাহার কি করিবে। "তত্রা পরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি। অথপরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" ( মুণ্ডকোপনিষৎ ) ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ এ সকলই অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, আর যে বিদ্যা দ্বারা অবিনাশী ব্রহ্মকে জানা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। "যথামৃতেন তৃপ্তস্য পয়সা কিং প্রয়োজনং এবং [illegible] জ্ঞাত্বা বেদে নাস্তি প্রয়োজনং।" ( [illegible] ) যে ব্যক্তি অমৃত পান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে তাহার যেমন জলে প্রয়োজন নাই, সেইরূপ জ্ঞানীব্যক্তি পরম পদার্থকে জানিলে তাঁহার আর বেদে প্রয়োজন নাই। এই প্রকার আরও অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে কোন কোন ঋষির বেদের প্রতি তাদৃশ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল না, অথচ তাঁহারা নাস্তিক অপবাদ প্রাপ্ত হন নাই। তাই বলি যে আর্য্য ঋষিদিগের অপার মহিমা। তাঁহারা কপিলকে নাস্তিক বলুন আর নাই বলুন তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে নাস্তিক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ঈশ্বরকে কপিল অবশ্যই [illegible] স্বীকার করিতেন কিন্তু সর্ব্বসাধারণ লোকে যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, তিনি সে ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে স্বীকার করিতেন না, তাঁহার "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্রই তাহার প্রমাণ।

এ কথার ত কোন অর্থই হয় না। যদি মায়া হয়, তবে ব্রহ্মের বা ব্রহ্মসত্তার আবার মায়া কি? শ্রীকৃষ্ণ বাবু লিখিয়াছেন "চৈতন্য ও প্রকৃতির সংযোগ স্বভাবেই এই সৃষ্টিস্থিত্যাদি ক্রিয়া অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।" অপর স্থলে "মায়া সত্ত্ব রজ তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা। এই গুণময়ী মায়া কর্ত্তৃকই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হইয়া থাকে।" যদি এক মাত্র মায়াই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা হইল তবে তাহাতে আবার চৈতন্যের সংযোগের প্রয়োজন কি? অতএব "চৈতন্য ও প্রকৃতির সংযোগে" ইত্যাদি কথার কোন অর্থই নাই। অপরস্থলে "ব্রহ্মা বা ঈশ্বর প্রকৃতির গুণকে আশ্রয় করিয়া এই জগৎ রচনা করিয়াছেন।" যদি একমাত্র মায়াই অথবা যদি চৈতন্য ও প্রকৃতির সংযোগই সৃষ্টি আদির কারণ হইল তবে আবার তৃতীয় ব্যক্তির অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রয়োজন কি? দুঃখের বিষয় এই, শ্রীকৃষ্ণ বাবু ব্রহ্ম, ব্রহ্মা, ঈশ্বর, চৈতন্য, মায়া ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নানাপ্রকার অসমঞ্জস কথা সকল বলিয়াছেন। অথবা সেশ্বরবাদরূপ আবরণ দ্বারা তিনি প্রচ্ছন্নভাবে কপিলের প্রকৃতিবাদ ও নিরীশ্বর বাদের সপক্ষতা করিতে গিয়া বিষম এক গোল করিয়া ফেলিয়াছেন। ঈশ্বরই যখন তাঁহার পত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় তখন কতকগুলা দর্শনশাস্ত্রান্তর্গত মায়া বা প্রকৃতিবাদের বাঁধে বুলি না লিখিয়া ঈশ্বর কি বস্তু, তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ প্রভৃতি অতি বিশদরূপে লেখা তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য ছিল।

পঞ্চম। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর মতে ঈশ্বর—না না, ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। "কেন না নির্ব্বিকল্প পূর্ণ ব্রহ্মের ইচ্ছা হইতে পারে না। ইচ্ছা কার্য্যতৎপরতার মূল, কার্য্যতৎপরতা প্রয়োজন সিদ্ধির মূল, প্রয়োজন সিদ্ধি অভাব পূরণ করিয়া থাকে, সুতরাং যিনি ইচ্ছাযুক্ত, তিনি অভাবযুক্ত বা অপূর্ণ পুরুষ।" ইহার পরেই তিনি বলিয়াছেন ব্রহ্মের ইচ্ছা "থাকিতে পারে" কিন্তু "হইতে" পারে না। অর্থাৎ ব্রহ্ম অনাদি কাল হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ইচ্ছাও অনাদিকাল হইতে রহিয়াছে, এবং যেহেতু তাঁহার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিতে পারে না, সুতরাং এই জগৎও অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে। (ক) কারণ কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণের পূর্ব্বে কার্য্যের উৎপত্তি অথবা কারণ ও কার্য্যের ঠিক এক সময়েই উৎপত্তি কখনই হইতে পারে না। ব্রহ্মকে ইচ্ছাশূন্য বলিতে যখন শ্রীকৃষ্ণ বাবু সাহস করেন নাই, তখন ঈশ্বরের ইচ্ছারূপ কারণ অগ্রে, জগৎরূপ কার্য্য পরে বলিতেই হইবে সুতরাং ব্রহ্ম বা তাঁহার ইচ্ছার [illegible] জগৎকে [illegible] অনাদি [illegible] হইতে পারে না। (খ) যদি [illegible] ইচ্ছা "হ[illegible]" তাঁহার অপূর্ণতা সপ্রমাণ [illegible] ইচ্ছা "থাকিলেও" কেন না সেই অপূর্ণতা [illegible] হইবে? কারণ, যে কার্য্যের জন্য ইচ্ছা [illegible] পারে, সেই কার্য্যের জন্যই ইচ্ছা থাকি[illegible]তে পারে। অতএব ব্রহ্মের ইচ্ছা থাকিলে যেমন [illegible] হয় না। (গ) ব্রহ্মকে যদি সৃষ্টিকর্ত্তা [illegible] না বলা হয়, তবে আমাদের সম্বন্ধে, এই [illegible] তাঁহার থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান। তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করা আর না করা এ[illegible] হইয়া উঠে। তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা না [illegible] নাস্তিক হওয়া উভয়ই সমান। (ঘ) [illegible] আমাদিগকে যে সকল জ্ঞান, প্রেম, শক্তি [illegible] সদ্ভাব সকল দিয়াছেন, ব্রহ্মকে আমরা [illegible] সেই সকল ভাব সম্বন্ধে পূর্ণ বলিয়া থাকি, [illegible] তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান প্রভৃতি। কিন্তু তাঁহার এরূপ স্বরূপও থাকিতে পারে যাহার আমরা কিছুই জানি না। মনুষ্যের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি আছে পশুদিগের তাহা নাই। তাহাদিগের যদি কথা কহিবার শক্তি থাকিত আর তাহাদিগকে অথবা কোন বর্ব্বর স্বার্থসর্ব্বস্ব লোককে নিঃস্বার্থ ভাবে কার্য্য হইতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করা যাইত, তবে তাহারা নিশ্চয়ই বলিত "কখনই হইতে পারে না।" কারণ নিঃস্বার্থপরতা যে কাহাকে বলে তাহা তাহারা মূলেই জানে না। সেইরূপ মানুষ অপূর্ণ জীব, আমরা অভাব পূরণের জন্যই কার্য্য করিয়া থাকি বলিয়া ঈশ্বরেরও অভাব আছে এবং সেই অভাব পূরণের জন্যই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে আমরা অগ্রসর হইয়া থাকি। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত করা অথবা দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে সৃষ্টিকর্ত্তার পদে অভিষিক্ত করা অথবা নিরীশ্বরবাদ প্রচার করা যার পর নাই অন্যায়।

যমুনীয়া শ্রীভগবতীচরণ দে।

২২ আগষ্ট

---

### একাদশীর ব্যবস্থা।

সম্পাদক মহাশয়! নিম্নলিখিত পত্রখানি সোমপ্রকাশের এক পার্শ্বে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন।

এতদ্দেশের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য কর্ম্মাদি এককালে লোপপ্রায় হইয়াছে, কেবল সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ বিধবারা একাদশীর উপবাস করিয়া থাকে, তাহাও মূর্খ পঞ্জিকাকারের গণনার দোষে লোপ হইবার [illegible] হইয়াছে। যথা আগামী ২৯ এ ভাদ্র সোমবার [illegible] ৬ পল। ৩০ এ ভাদ্রে দশমী ০।১ পল পরে একাদশী ৫৪।১৮ পল। শ্রীচন্দ্র বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন ২৯ এ ভাদ্রে নবমী ৬।১ পল পরে দশমী ৫৩।৫৯ পল। ৩০ এ ভাদ্রে একাদশী ৫৪।১৭ পল। গিরিশচন্দ্র শর্ম্মার পঞ্জিকাতে লিখিয়াছে, এমত স্থলে একাদশীর উপবাস কোন তারিখে কর্ত্তব্য। অর্থাৎ ৩০ এ ভাদ্রে উপবাস কি ৩১ এ ভাদ্রে উপবাস কর্ত্তব্য? স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যেরা স্থির করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। অতএব পঞ্জিকাকারেরা বিশেষ বিবেচনা করিয়া সকল বাঙ্গালা সংবাদপত্রে ব্যবস্থা প্রকাশ করুন, নতুবা একাদশী লোপ।

শ্রী

১২৮৭। ৫ ভাদ্র

---

# সোমপ্রকাশ।

১৫ ই ভাদ্র সোমবার।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম ভূকৈলাসস্থ প্রসিদ্ধ রাজ বংশজাত কুমার সত্যকৃষ্ণ ঘোষাল বাহাদুর গত ৫ ই ভাদ্র শুক্রবার রাত্রি দ্বিপ্রহর অর্দ্ধ ঘণ্টার সময় পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৪১ বৎসর ১০ মাস হইয়াছিল। ইহাঁর কয়েকটী শিশু সন্তান আছে এবং বৃদ্ধা জননী জীবিত আছেন। ইনি রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুরের পৌত্র এবং কুমার সত্যপ্রসন্ন ঘোষাল বাহাদুরের পুত্র। ইনি অতিশয় অমায়িক ছিলেন। ইহাঁর সৌজন্য গুণে সকলেই ইহাকে ভাল বাসিতেন।

---

### বেহারের নীলকর ও লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর।

আমরা গতবারে বেহারের নীলকর সংক্রান্ত যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম, তাহাতে বক্তব্য শেষ করিতে পারি নাই। বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সর আসলি ইডেন সাহেব নীলকরদিগের অত্যাচারের বিষয় জানেন না তাহা নয়। তিনি তাহাদের অত্যাচার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাদের দোষ সংশোধনের উপদেশ দেন। এই পথকেই তিনি উৎকৃষ্ট পথ বলিয়া অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই পথে যদি কার্য্য সিদ্ধি হয়, তাহার অপেক্ষা আনন্দের কারণ হয় সন্দেহ নাই। যিনি যে পথ উৎকৃষ্ট ভাবেন, তৎপথে বিচরণ করিয়া যদি তাঁহার সিদ্ধিলাভ হয় আনন্দ, আর সিদ্ধি ব্যাঘাত হইলে মনঃক্ষোভ জন্মে, এটী মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। অতএব ইডেন সাহেব [illegible] মাজিষ্ট্রেটদিগের মুখে নীলকরদের প্রশংসা শুনিয়া

যে দুই ও [illegible] সাহেবের মুখে [illegible] শুনিয়া যে অসন্তুষ্ট হইবেন ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। কিন্তু ইডেন সাহেবের এবিষয়ে উত্তমরূপ অনুসন্ধান করা আর একবার আবশ্যক হইতেছে। মাজিষ্ট্রেটেরা যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার বল কিরূপ ও [illegible] সাহেব যে প্রমাণ দিতেছেন তাহার বল বা কিরূপ ইহার বিষয় অনুসন্ধান করা একান্ত আবশ্যক।

আমরা ইডেন সাহেবকে একটী বিষয়ের বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিবার অনুরোধ করিতেছি। সেটী এই—বেহারের নীলকরেরা কি প্রণালীতে নীল উৎপাদন করেন তাঁহারা কি নিজে নীলের জমীর ভূমির কৃষিকার্য্য সম্পাদন করেন অথবা প্রজাকে দাদন দিয়া তাহাদিগের দ্বারা নীল উৎপাদন করিয়া থাকেন। যদি দাদন দিবার প্রথা থাকে ইডেন সাহেব ঐ খানেই অত্যাচারের বীজ দেখিতে পাইবেন। নীলে এত কিছু লাভ হয় না যে প্রজারা দাদন লইয়া নীল উৎপাদন করিয়া পরিবার ভরণপোষণাদি স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইবে এবং নীলকরের নিত্য ব্যয় নির্ব্বাহ হইলে তাহার কিছু লাভ থাকিবে। নীলকর ইউরোপীয়। তাঁহার নিত্য ব্যয় সামান্য নয়। তাঁহার ভাল বাড়ী গাড়ী বাগান ও মধ্যে মধ্যে নাচ তামাসা চাই। নিত্য আহার মদ্য ও মাংস। এ সকলে যে কত ব্যয় হয় ইডেন সাহেবের তাহা অবিদিত নাই। এক নীল কি দাদনগ্রাহী প্রজাকে [illegible] নীলকরের এই বৃহৎ ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া তুলিতে পারে? নীল আবার সকল বর্ষে সমান জন্মে না। সকল বর্ষে নীলের বাজারও সমান থাকে না। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে বিনা অত্যাচারে দাদন প্রথায় নীলকরদিগের সচ্ছল হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব নীলকর [illegible] একজনকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে সন্দেহ নাই। যদি প্রজা সবল হয় নীলকর ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, আর যদি নীলকর সবল হন প্রজা অত্যাচারপীড়িত হইবে। এই দাদন প্রথাই বঙ্গদেশের নীলহাঙ্গামার মূল কারণ। [illegible] অনুসন্ধান করা আবশ্যক [illegible] বুঝিতে পারিবেন, [illegible] নীলের [illegible] কি না।

বেহারের নীলকর ও প্রজার [illegible] পোষকতায় [illegible] প্রমাণ দিতেছি। [illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible] আবেদন [illegible] ভূমিতে বলপূর্ব্বক [illegible] অতএব অন-

বিকার প্রবেশের হত হয়। প্রজা বলে [illegible] আমার নিজের। সে যে শস্য ইচ্ছা উৎপাদন করিতে পারে। এই মকদ্দমা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে নীলকরদিগের কার্য্যে প্রজারা তুষ্ট নয়। নীলকর[illegible] প্রজার উপর সন্তুষ্ট নহে। ফলতঃ ইডেন সাহেবের এটী বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, অধিক[illegible] আকাঙ্ক্ষী ইউরোপীয়েরা এদেশে কৃষিকার্য্য [illegible] বিনা অত্যাচারে আকাঙ্ক্ষানুরূপ লাভবান হইতে পারেন না। আমরা ইহারও একটী প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি। চা—কর, কুলী ও চা সম্বন্ধে যতদিন গবর্ণমেণ্টের আইন ও দৃষ্টিপাত না হইয়াছিল তত[illegible] করদিগের কোন উচ্চ বাচ্য ছিল না। যেমন [illegible] ও গবর্ণমেণ্টের পীড়াপিড়ি হইল অমনি চা[illegible] যে'র চীৎকার আরম্ভ করিলেন। আমরা [illegible] অব্দের কথাই কহিতেছি। একদিবস ৫০ জন [illegible] কর ও তাঁহাদিগের প্রতিনিধিগণ গবর্ণর জেনরলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তদানীন্তন চা-চাষের দুরবস্থার বিষয় বর্ণন এবং গবর্ণমেণ্টকে তদ্বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা আপনাদিগের যে কয়েকটী ক্ষতির বিষয় গবর্ণর জেনরলের গোচর করেন তাহা এই ১ ম, গবর্ণমেণ্ট চা-কর ও মজুরের পরস্পর সম্বন্ধ স্থির করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। আইন অনুসারে মজুরদিগকে নির্দ্ধারিত ন্যূন সংখ্য বেতন ও টাকায় এক মণ চাউল দিতে হয়। এ নিয়মে যে ক্ষতি হইবে তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। ২ য়, কুলীরক্ষক নিযুক্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট একপ্রকার চা-করদিগের সদ্ব্যবহারের প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছেন এবং কুলী রক্ষকগণ বিশেষতঃ মার্শল সাহেব অনিষ্ট করিতেছেন ইত্যাদি।

এস্থলে আমরা যে আর একটী কথা কহিতেছি ইডেন সাহেব সে বিষয়টীরও একবার বিশেষ বিবেচনা করেন। মাজিষ্ট্রেটেরা বেহারের নীলকরদিগের যেমন প্রশংসা পত্র ইডেন সাহেবকে দেখাইয়াছেন, তেমনি চা-করদিগের প্রতিনিধিগণ ১৮৬৭ অব্দে গবর্ণর জেনরকে বলিয়াছিলেন মেজর লীজ, ডেপুটী কমিশনর মেজর কোম্বর, ডেপুটী কমিশনর কাপ্তেন ন্যাব ডেপুটী কমিশনর কাপ্তেন কোমস ও কাপ্তেন ক্যাম্বেল ও ঢাকার কমিশনর [illegible] সাহেবের রিপোর্টে প্রকাশ আছে চা-করেরা সাধারণতঃ মজুরদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন। এতদ্বারা এই প্রমাণ হইতেছে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে পারেন না। তাহা যদি জানিতে পারিতেন তাহা হইলে উল্লিখিত মেজর লীজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান সাহেবেরা চা-করদিগের বিষয়ে উল্লিখিত প্রকার প্রশংসাজনক রিপোর্ট করিতেন না। অতএব বেহারের মাজিষ্ট্রেটদিগের প্রশংসা দর্শন করিয়া বেহারের নীলকরদিগকে সাধু সদাশয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা ইডেন সাহেবের সদৃশ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকের উচিত হয় না।

ইডেন সাহেব আরও একটী কথা শুনুন। চা-করদিগের প্রতিনিধিগণ প্রামাণিক হইবে বলিয়া মেজর লীজ প্রভৃতির রিপোর্টের দোহাই দিলেন কিন্তু গবর্ণর জেনরল সে কথা শুনিলেন না। তিনি চা-করদিগের প্রতিনিধিগণকে যে কথা বলেন তাহা এই—তিনি বলিলেন তিনি যদিও সিবিলিয়ান ও শাসনকর্ত্তা তথাপি চা-কর প্রভৃতির সাহায্য করা তাঁহার একান্ত অভিপ্রেত। তিনি কর্ম্ম শূন্য হইলে নিজে চা-কর হইতেন। তাঁহাদিগের ন্যায় তিনিও ভারতবর্ষে অর্থ উপার্জ্জন করিতে আসিয়াছেন। তিনি নিজে ইংরাজ। অতএব স্বদেশীয়দিগের কষ্ট দূর করা তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম। কিন্তু ভারতবর্ষবাসীর ও রাজ্যের প্রতি এক গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। গবর্ণমেণ্টের নিকটে যে সকল রিপোর্ট আইসে তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ করে মজুরদিগের প্রতি অত্যাচার করা বিরল উদাহরণ নহে। অনেককে নিয়মিতরূপ প্রহার করাও হইয়াছে। এই কারণে মজুরের রক্ষার জন্য বিশেষ আইন হয়। এ আইন রহিত করা তিনি পরামর্শ সিদ্ধজ্ঞান করেন না ইত্যাদি।

আমরা অনেকগুলি প্রমাণ প্রয়োগ ইডেন সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিলাম। ইডেন সাহেব এই গুলির বিষয় বিবেচনা ও চিন্তা করিয়া বেহারের নীলকরদিগের বিষয়ে যেন কর্ত্তব্য অবধারণ করেন। অমুক মাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট করিয়াছেন বলিয়া যেন নিশ্চিন্ত না হন। মাজিষ্ট্রেটদিগের কৃত রিপোর্টের তত সূক্ষ্মানুসন্ধায়িতা নাই।

---

এত কালের পর দুর্ভিক্ষ কমিশনরগণের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। যে রিপোর্টের জন্য প্রজাহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই দুই বৎসর সমুৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল, যাহার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়া গেল, যাহার জন্য অর্থনীতিদক্ষ প্রধান প্রধান ব্যক্তি ইংলণ্ড হইতে স্থূল বেতনে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া গেলেন, যাহার জন্য আয়লণ্ডীয় দুর্ভিক্ষ প্রশমনকর্ত্তা কেয়ার্ড সাহেব ভারতবর্ষে আসিলেন, এতকালের পর সেই রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম, অধিকাংশ কমিশনের রিপোর্টের যে ফল হয়, এ রিপোর্টেরও সেই ফল হইয়াছে। যখন লার্ড [illegible] সার [illegible] কেয়ার্ড সাহেব দুর্ভিক্ষ কমিশন[illegible] সভ্য হইলেন তখন আমরা [illegible]

এইবার বুঝি দুর্ভিক্ষ শান্তির উপায় উদ্ভাবিত হইবে এইবার হয় গবর্ণমেণ্টের টাক্স গ্রহণ প্রণালীর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন অথবা পতিত ভূমির আবাদ হইয়া দরিদ্র লোক প্রতিপালনের উপায় হইবে, না হয় যেরূপ হউক একটা মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে। এতদূর না হয় অন্ততঃ দুর্ভিক্ষের একটা কারণ নির্ণীত হইবে। রোগ নির্ণয় হইলে তাহার অর্দ্ধেক উপশম হয়। অন্ততঃ [illegible] আশা থাকে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ রিপোর্ট রোগ নির্ণয় ও ঔষধ নির্ব্বাচন বিষয়ে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইয়াছে। কমিশন এ সকল বিষয়ে পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের কথা গুলি পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। তাঁহাদের কথার ভাব এই যে অমন দুর্ভিক্ষ মধ্যে মধ্যে হইবেই, তাহা বন্ধ করা মনুষ্যের আয়ত্ত নহে। মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষে ৫ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু সচরাচর ভারতবর্ষে [illegible] মৃত্যু সংখ্যা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে প্রতিপন্ন হয়, প্রতি সহস্রে দুই জন অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে এই মাত্র। ঐ ত গুণধরদিগের নদীর হরে সরে হাঁটু জল এই রূপ কালী করা হইল, কিন্তু ইহাতে লোকে প্রবোধ মানে না। যাহা হউক, বড় কৌতুকের বিষয়। দুর্ভিক্ষ ব্যাপারে যাহা কিছু অতি ভীষণ বলিয়া পরিগণিত হইতেছিল, এইরূপে তাহার ভীষণত্বের লাঘব করা হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হইয়াছে কি না পরে পরীক্ষিত করা যাইবে।

দুর্ভিক্ষরিপোর্ট দুর্ভিক্ষ শান্তি অথবা উহার কারণ নির্ণয়ে কৃতকার্য্য হউক আর নাই হউক উহাতে আমরা ভারতবর্ষীয় দুর্ভিক্ষ সমূহের একটী বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার সাহায্যে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে বিগত ১০৯ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে ২১ বার দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ৪ বার বাঙ্গালায়। কোথায় কখন দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা তাহা নির্ণয় করা দুরূহ কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষ ধরিলে নয় বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ দুই বৎসর শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত ও দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যাধিক্য হইবেই হইবে, আর ১২ বৎসর অন্তর একটী না একটী ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইবে। অতি ভীষণ দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে গেলেও ২৫ লক্ষ লোককে এক বৎসর প্রতিপালন করিলেই যথেষ্ট হইবে। ইহার উপর আর ২০। ৩০ লক্ষ লোককে ৩। ৪ মাস সাহায্য করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রায় ৩৫ লক্ষ লোকের সম্বৎসরের অন্ন সংস্থান করিয়া দিতে হইবে। যদি দ্বাদশ বৎসরান্তে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয় আর যদি প্রতি জনের সাম্বৎসরিক ব্যয় ৫০ লক্ষ টাকা হয় তাহা হইলে বৎসরে দেড় কোটী টাকা সংস্থান থাকিলেই সমস্ত ভারতবর্ষে আর কখন দুর্ভিক্ষ [illegible] হইবে না বুঝিয়া স্থির করা যাইতে পারে।

[illegible] উপস্থিত কয়েকটী সংবাদের জন্য দুর্ভিক্ষ কমিশনরদিগের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইলাম সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট যেরূপ স্বপ্ন দেখিতেছেন [illegible]বর্ষের ধনসম্পদ ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতেছে কমিশনরেরাও কতক সেইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন। "[illegible] যতই দেশদেশান্তর গমনাগমনের সুবিধা হইবে [illegible] ক্রমে মূলধন সঞ্চিত হইতে থাকিবে ততই দুর্ভিক্ষের জোর হ্রাস হইতে থাকিবে।" একথা শুনিতে [illegible] ভাল কিন্তু হয় কই। লোকের সঞ্চয় হয় [illegible] উপরি উপরি ভাবে যত দুর্ভিক্ষ হইতেছে [illegible]কিত ধন ক্ষয়ই হইতেছে নূতন সঞ্চয় কাহার [illegible]ছে। যত নূতন নূতন উপায়ে গবর্ণমেণ্ট চারি[illegible] হইতে কর আদায় করিতেছেন ততই লোকের [illegible] কিছু সঞ্চিত ছিল তাহার উন্মূলন হইতেছে। ক্রমে ক্রমে ধনসঞ্চয় হইলে দুর্ভিক্ষের তেজঃ হ্রাস হয় এ ত পুরাতন কথা। কিন্তু কিরূপে, সেই সঞ্চয় অধিক হইতে থাকে তাহার কোন উপায় কি কমিশনরেরা স্থির করিতে পারিয়াছেন? তবে তাহাদের পরিশ্রম জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে মাত্র।

কমিশনরেরা দুইটী কথার উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেণ্টের দুর্ভিক্ষ সাহায্যভার লাঘব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন দুর্ভিক্ষ হইলেই অনেক সংখ্যক মানুষ মরিবে তাহা কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। দুর্ভিক্ষ হইলেই সেই সঙ্গে সঙ্গে সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তি হয়, মহামারী হয়, একেবারে গ্রামকে গ্রাম উৎসন্ন হয়। এইরূপ মহামারী যে শুদ্ধ দুর্ভিক্ষ হইলেই হয় তাহা নহে ১৮৭৯ অব্দে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে সংক্রামক জ্বর হয় তাহাতেও প্রায় ১০ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। এরূপ মৃত্যু হইতে দরিদ্র, মূর্খ, স্বাস্থ্যরক্ষাদিবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ভারতবর্ষীয় প্রজাকে রক্ষা করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে, তবে যখন লোকের ক্রমে বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি হইবে যখন ধন সঞ্চয় হইবে তখন আপনিই সরিয়া যাইবে।

কমিশনরদিগের আর একটী কথা এই যে, যে ভারতবর্ষীয় প্রজা অতি অল্প দিনের মধ্যেই আবার গুছাইয়া উঠিতে পারে। [illegible] বৎসর শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত হইল ভয়ানক মহামারী হইয়া গেল তাহার পর বৎসরেই আবার যেমন তেমনি হয় কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি যে সকল লোক প্রাণত্যাগ করে তাহারা কি আর ফিরিয়া আসে? আর পুনরায় গুছাইয়া উঠিতে প্রজাদিগের যে ঋণ হয় তাহা কি সহজে শোধ যায়? আমরা জানি যে এই ঋণই ভারতবর্ষীয় অবিরাম প্রবাহ সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ। আমরা উপন্যাসে [illegible] নাবিকের স্কন্ধে যেমন সেই [illegible] পুরুষ আরূঢ় হইয়া আর নামিতে চায় নাই সেইরূপ এই ঋণও প্রজার স্কন্ধে একবার চাপিয়া বসিলে আর নামিতে চাহে না। কমিশনরেরা যে [illegible] অনেক ধন সঞ্চয় হইলে দুর্ভিক্ষে প্রজানাশ বন্ধ হইবে, আমরা দেখিতেছি তাহার কোন আশাই নাই।

কমিশনরেরা শত ধরিয়া মৃত্যু সংখ্যার ভীষণতা হ্রাস করিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা অবিবেচক লোকদের উপহাসাস্পদ হইয়াছেন মাত্র। তাহারা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে দুর্ভিক্ষে ৫। ৬ লক্ষ লোক মরিলেও ভারতবর্ষে প্রতি সহস্রে ২ টীর অধিক মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই। এরূপ যুক্তির যেখানেতে হল ব্যক্তি বিশেষ স্থান প্রভৃতি যাবতীয় অবস্থাদি লোপে বুদ্ধিত। লোকে ৫ লক্ষ লোক মরিয়াছে শুনিয়া বিস্মিত হইবে এই জন্য তাঁহারা একটু ঘুরাইয়া সেই কথা বলিয়াছেন যে প্রতি সহস্রে দুই জন অধিক লোক মরিয়াছে। সহস্রে দুইজন মরা বড় মারাত্মক কথা নহে। কিন্তু ওদিকে জেলাকে জেলা উৎসন্ন গিয়াছে। এরূপ যুক্তি ধরিলে যদি সমস্ত ফ্রান্সের লোক মরিয়া যায় তাহা হইলে পৃথিবীর মৃত্যু সংখ্যা শতকরা তিনটী মাত্র অধিক হয়। সড়ে লোক কমিয়াছে কি না তাহা কেহ টেরও পায় না।

যাহা হউক দুর্ভিক্ষ কমিশনের এইরূপ পরিণাম দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। ইহারা মনুষ্যের দুঃখে ও মৃত্যুতে যেরূপ সমবেদনাশূন্যতা ও সহৃদয়তার অভাব প্রদর্শন করিয়াছেন এরূপ বোধ হয় কখন কেহ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। অন্যান্য রাজ্যের সকল কার্য্যেই এইরূপ সহানুভূতির অভাব বটে কিন্তু দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট তাহার চূড়ান্ত হইয়াছে।

---

### [illegible] সংবাদ।

কান্দাহারে আর একটী ঘোর সংগ্রাম হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। [illegible] কান্দাহারের [illegible] চলিয়াছেন, [illegible] সসৈন্য হইয়া [illegible] নিকটে আছেন। তিনি সহজে [illegible] কান্দাহারে প্রবেশ করিতে দিবেন এরূপ বোধ হয় না। [illegible]স্থানীদিগের ইংরাজের প্রতি [illegible] তাহারা [illegible] বোধ হয় না। [illegible] অন্য [illegible] ভক্ত [illegible] আবার

ইংরাজদিগের মনোনীত আবদুল রহমন কাবুলের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন। তাহাতে ইংরাজ দিগের উপর যেরূপ আক্রোশ হইয়াছে, একজন সর্দ্দার জীবিত থাকিতেও তাহারা ইংরাজদিগের উপর উপদ্রব করিতে ক্ষান্ত হইবে এরূপ বোধ হয় না। সমুদয় আফগানী আয়ুব খাঁর সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহার কারণ এই, আয়ুব শিয়ারালির জ্যেষ্ঠ পুত্র, য়াকুব খাঁর সহোদর। ভূতপূর্ব্ব আমীরের প্রতি ভক্তি ও ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষ এই দুইটী আফগানী-দিগের আয়ুব খাঁর অধিনায়কতা স্বীকারের কারণ হইয়াছে। এখন ইংরাজদিগের কর্ত্তব্য সংগ্রাম চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সর্দ্দারদিগের পরস্পর সন্ধি করিয়া দিবার চেষ্টা পান এবং কথঞ্চিৎ শান্তি স্থাপন করিয়া কাবুল হইতে চলিয়া আইসেন।

## বিজ্ঞাপন।

### সরভেয়ারের প্রয়োজন

পাবনা ডিষ্ট্রীক্ট রোড্‌সেস কমিটির বিবিধ কার্য্যে বহুদর্শী এমন একজন সরভেয়ার ও লেবলারের তিন মাসের জন্য প্রয়োজন। বেতন ৭০ টাকা। স্বতন্ত্র এলাউন্স নাই ১৫ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকটে আবেদন করিতে হইবে। ঐ সঙ্গে প্রশংসা পত্রের নকলও পাঠাইতে হইবে।

পাবনা
২৬ এ অগষ্ট
১৮৮০।

বি, এম, চক্রবর্ত্তী
ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার
পাবনা।

# বিবিধ সংবাদ।

লণ্ডনে পালিত কপোতদিগকে শিক্ষা ও তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য কলম্বিয়া ক্লব নামক একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ২৫ এ জুলাই ৪৮ টী কপোতকে লণ্ডন হইতে দিবা ৬ ঘটিকার সময় ছাড়া হয় পরে উহারা ৫ ঘণ্টার মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অতিক্রম করিয়া ১২ টা ৫৮ মিনিট ৫৯ সেকেণ্ডে ব্রিনিশ সহরে উপনীত হয়।

খান্দেশে পশুদিগের মুখে ও পায়দেশে এক-প্রকার পীড়া হওয়াতে গো মেষ আদি পশুদিগের মৃত্যু হইতেছে।

[illegible] ইংলিস বেরিং সাহেব ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আগমন করিবেন না। তাঁহার অনুপস্থিতি [illegible] সার জন ষ্ট্রাচি পদে থাকিবেন।

একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে [illegible] শক্তি সহসা রোধ করিবার নিমিত্ত একটী [illegible] হইয়াছে। উহারটী অতি সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য, এমন কি একজন বালকও [illegible] উহার দ্বারা গাড়ি থামাইতে পারে। [illegible] বৈদ্যুতিক গোলা-কার [illegible] করিবামাত্র গাড়ির গতি [illegible]।

[illegible] কামানের আবিষ্কৃয়া হইয়াছে, [illegible] মধ্যে পাঁচ হাজার [illegible]।

[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

ডাক্তার ওয়েঙ্গার সাহেবের মৃত্যুতে শোকার্ত্ত হইয়া একজন সোমপ্রকাশপাঠক যে এক খানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন আমরা পাঠকগণের গোচরার্থে এস্থলে তাহার সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম। ডাক্তার জন ওয়েঙ্গার গত ২০ এ আগষ্ট শুক্রবার মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। হিব্রু, গ্রীক, ও লাটিন ভাষায় তাহার তুল্য পণ্ডিত এদেশে অতি অল্প আসিয়াছেন। ইউরোপ খণ্ডে প্রচলিত সমস্ত প্রধান প্রধান ভাষায় তাঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত ইউরোপ খণ্ডে অল্পই আছেন। তিনি সমগ্র বাইবল সংস্কৃত ও বাঙ্গলাভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি হিব্রুইওব গ্রন্থের যে অনু-বাদ প্রচার করিয়াছিলেন তৎপাঠে মনিয়র উই-লিয়মস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহার সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি অতিশয় সাধুস্বভাব, ঈশ্বরপরায়ণ নম্র ও বিনীত ছিলেন। জর্ম্মণদেশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তিনি বাল্য ও যৌবনকালে সুইজরলণ্ডে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করেন। পরে গ্রীসদেশে কয়েক বৎসর অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ অব্দে সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গভূমিতে উপনীত হন। তাহার ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল।

গ্লাডষ্টোন সাহেব স্বাস্থ্যলাভার্থ আয়রল ও স্কট-লণ্ডের উপকূলে জাহাজে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই-তেছেন।

মুসলমানদিগের ধর্ম্মোন্মাদ কি ভয়ঙ্কর। হায়দ্রা-বাদের মুসলমানেরা সম্প্রতি তত্রত্য হিন্দুদিগের উপরে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিয়াছে। হিন্দুরা একটী মুসলমান মসিদের নিকটে একজন মহান্তের দেহ সমাহিত করে। ওটী তাহাদের নূতন সমাধি স্থান নয়। কিন্তু মুসলমানেরা খেপিয়া গাভি ছেদন করিয়া হিন্দুদের মন্দিরে নিক্ষেপ করে ও দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলে। আজিও এ প্রকার অত্যাচার হয় বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

গত ১৭ ই জুলাই ফিলিপাইন দ্বীপ পুঞ্জের অন্ত-র্গত ম্যানিলায় ভূমিকম্প হইয়া ঐ স্থানটী এক কালে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম লাটুদহ নিবাসী বাবু নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী কৃষ্ণনগরে জলের কল লইয়া যাইবার নিমিত্ত ৩ লক্ষ টাকা দান করি-য়াছেন।

এবার অনেক স্থান হইতেই বন্যার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। অল্প দিন হইল নর্ম্মদা নদীতে জল বৃদ্ধি হইয়া ১৭॥০ হাত উচ্চ হইয়াছিল। এই ঘোর বন্যার প্রভাবে দুটী দৃঢ় বদ্ধ সেতু ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

ইটালিদেশীয় একাদশবর্ষীয় একটী বালকের পাটীগণিতে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইয়াছেন। এক দিন উহাকে ৩০০০২৪৯কে ২৪০০৭৩ দ্বারা গুণ করিতে বলা হয়। সে দুই মিনি-টের মধ্যে গুণফল বলিয়া দেয়। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই বালক লেখা পড়া শিখে নাই। সম্প্রতি সে অঙ্ক রাখিতে শিখিয়াছে।

গয়া হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, ৭ ই ভাদ্র রবিবার দিবা সাড়ে আট ঘটিকার সময় বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন বাহাদুর গয়ায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি ষ্টেসনে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তত্রত্য জজ, মাজিষ্ট্রেট, পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সিবিল সারজন প্রভৃতি ইংরাজ গণ সুবর্ডিনেট জজ, মুন্সেফ, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বাঙ্গালি ও হিন্দুস্থানী হাকিমগণ মহারাজ রাজা রায়বাহাদুর প্রভৃতি জমিদারগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ইউরোপীয় সমাচার পাঠে জানা গেল তুরস্কের সুলতান ইউরোপীয় রাজগণের প্রস্তাবিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে সম্মত হইতেছেন না, নানাপ্রকার ছল করিয়া উহার পরিহার চেষ্টা পাইতেছেন। ইউরো-পীয় রাজারা তাহাকে ভয়প্রদর্শনার্থ পুনরায় সাগরে জাহাজ প্রেরণ করিবার পরামর্শ করিতেছেন।

কাশীতে অনবরত পশ্চিম দিক হইতে প্রবল-বেগে বায়ু বহিতেছে। ধারাপাতের লেশ মাত্রও নাই।

এদিকে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে বেরারে অদ্যাপি বৃষ্টি হয় নাই। তুলার চাষের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

---

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদে-শানুসারী নিয়োগ।

#### রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৫ এ আগষ্ট ১৮৮০। বাবু গিরিশচন্দ্র দাস কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর সবডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন এবং উক্ত দিবস হইতে চট্টগ্রামের ভূমি বন্দোবস্তের কার্য্য করিবেন।

চম্পারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে-ক্টার বাবু ভগবানচন্দ্র সেন চট্টগ্রামের সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরের সব ডেপুটী কালে-ক্টার বাবু কমল নারায়ণ চক্রবর্ত্তী হাওড়ার অন্ত-র্গত মহিসরাখায় বদলী হইলেন।

শ্রীযুক্ত জে, পসফোর্ড বি, সি, এস, ১২ ই তারিখে পুনরায় আপনার কার্য্য ভার গ্রহণ করিবেন।

মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই, আর, মিডলটন সাহেব কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিপুরার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় কালেক্ট-রের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

#### বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

বাখরগঞ্জের অন্তর্গত পাটুয়াখালীর দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, এল, বাবু রাম-গোপাল চাকির অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

ঢাকার প্রতিনিধি দ্বিতীয় সুবর্ডিনেট জজ বাবু নবীনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য ফরিদপুরে কার্য্য করিবেন।

বাবু আনন্দপ্রসাদ বাগচি বি, এল, কিছু দিনের জন্য বাখরগঞ্জে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

কেবল একটী বিষয়ের অভাব থাকায় আমাদের সময়ে সময়ে বড় কষ্ট পাইতে হয়। সে অভাবটী ভাগীরথী তীরে গঙ্গাযাত্রীদিগের থাকিবার জন্য একটী গৃহ নাই। এই গৃহটী না থাকায় মুঙ্গেরের লোকের যদিচ বিশেষ ক্ষতি হয় না কারণ তাঁহারা অন্তর্জলির সময় ঘাটে লইয়া যাইতে পারেন কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় জামালপুরের লোকের বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে। উহারা মুঙ্গেরে যাইয়া কোথায় থাকিবে এই আশঙ্কায় প্রায়ই ঘরে মরিয়া থাকে। বাবু রামপ্রসাদ, গঙ্গাপ্রসাদ, বুলাকিলাল ও সুদর্শনারায়ণ প্রভৃতি এখানে অনেকগুলি জমিদার আছেন এবং ইহাঁরা অনেক সৎকার্য্যও করিয়াছেন এজন্য আমাদের প্রার্থনা তাঁহারা যেন এই সামান্য অভাবটী পূরণ করিয়া দিয়া সাধারণের নিকট কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েন। যদি ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহাদের সাহায্য করা অভিপ্রেত না হয়, সম্প্রতি ছোট লাট ইডেন বাহাদুর এখানে আসিয়াছিলেন তাঁহার সম্মানার্থ দিলে হয় না? তাহা হইলে রাজভক্তিও দেখান হইবে এবং আমরাও অনেক দিনের একটী অভাব পূরণ হইতে দেখিয়া, হাস্‌তে হাস্‌তে দেশে যাইতে পারিব। কারণ ভাবে বোধ হইতেছে বেহারের অন্ন আমাদিগকে বেশী দিন ভোগ করিতে হইবে না।

মুঙ্গেরের সন্নিকটস্থ কোন স্থানের বনে তিন জন সাঁওতাল একটী গো বধ করিয়া আহারের উদ্যোগ করিতেছিল। পুলিস অনুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া আনেন। সম্প্রতি মাজিষ্ট্রেটের বিচারে ২৫, ৩০, [illegible] বেত পর্য্যায়ক্রমে তিন জনের হইয়া গিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে জামালপুরে একটী দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। [illegible] চারিটার সময়ের বিদায় সূচক ভোঁপা [illegible] কিছু পূর্ব্বে, ঐ স্থানের রাউণ্ড হেডের একজন [illegible] তাহার নির্দ্ধারিত সময় কাজ করিয়া [illegible] যাইতেছিল। ইহার গমন পথ রেলের রাস্তার উপর দিয়া। অতএব সে যখন গমন করে, ঠিক সেই সময়ে এক খানি ট্রাবেল এনজিন বিপরীত দিকে [illegible] ধীরে ধীরে যেতে যাইতেছিল। [illegible] অন্যমনস্ক হইয়া যেমন একটী রেল পার হইয়া অন্য রেল পার হইবে, অমনি [illegible] এনজিনের বাফার আসিয়া গায়ে লাগায় [illegible] পড়িয়া যায়। এনজিন তাহার [illegible] কিছু দূর চলিয়া যাইলে, [illegible] বিধীর্ণ হইয়া পড়িয়া [illegible]। অকস্মাৎ তাহাকে রেলওয়ে [illegible] হইয়াছিল। কিন্তু [illegible] জীবিত থাকিয়া মারা গিয়াছে।

কাল্‌না।

মহাশয়, ২ রা ভাদ্র মৃত মহারাজ মহতাবচাঁদ বাহাদুরের অস্থি সংস্থাপন উপলক্ষে এখানে মহাসমারোহ হইয়াছিল। রাজবাটীর মধ্যে বারদ্বারী নামক অপূর্ব্ব অট্টালিকাই সমাধি মন্দির হইয়াছে। এই অট্টালিকাটী মৃত মহারাজের অত্যন্ত যত্নের সামগ্রী ছিল এবং ইহাও ইচ্ছানুরূপ নির্ম্মিত বলিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণী অধিরাণী বর্দ্ধমানেশ্বরী এই গৃহেই মহারাজের অস্থি সংস্থাপিত করিয়াছেন। যেমন অপূর্ব্ব স্থান সমাধি মন্দিরেরও তেমনি শোভা হইয়াছে। সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠার দিবস ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দীন অনাথদিগকে ভূরি অর্থ দান করা হইয়াছে। মহারাণীর সদনুষ্ঠান ও স্বামিভক্তি দেখিয়া আমরা পরম সুখী হইয়াছি।

সমাধি মন্দিরের জন্য যে সংস্কৃত শ্লোকটী সংরচিত হইয়াছে সেটী সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। সোমপ্রকাশের সম্পাদক মহাশয় সাহিত্য বিষয়ে বিশেষ বিখ্যাত এবং সোমপ্রকাশ পাঠকের মধ্যে অনেক সাহিত্যানুরাগী পাঠকও আছেন, আমরা শ্লোকটী পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি বলিয়া এটী সোমপ্রকাশে পাঠাইলাম পাঠকগণের প্রীতিকর হয় কি না জানিতে ইচ্ছা রহিল। শ্লোকটী এই।

ভুজযুগসাগর, শশিমশকেশ্বর,<br>
বৎসর লব্ধ বিভূতিঃ।<br>
রাজ্যপদং প্রতি, পদা পিতামতি,<br>
বর্দ্ধিত কীর্ত্তিবিভূতিঃ॥<br>
শশিশ বসুক্ষিতিমিতশক ভূপতি,<br>
হায়ন বাহুল মাসি।<br>
নবমদিনে নৃপ মৌলি মুকুট রূপ,<br>
মহতাবচন্দ গুণরাশিঃ॥<br>
ভাগলপুর পুর, পুরতো ভাস্বর,<br>
সুরতটিনী ধৃতমূর্ত্তিঃ।<br>
ব্রহ্মপদং পর, মাপ পরাৎপর<br>
মপগত পার্থিব পূর্ত্তিঃ॥<br>
যোনেভে ঢেকুনীনাং মণ্ডলপরিমিত,<br>
শ্রীল ভিক্টোরিয়ায়াঃ।<br>
সম্রাজ্ঞো মানমুচ্চৈর্ব্বরনরবরগং<br>
বঙ্গরাজ্যে রলভ্যং<br>
যোভুক্তাশেষভোগান সময়বশগতঃ<br>
সোঽদ্য কঙ্কালমাত্রঃ<br>
কঃ কঙ্কাল জহাতি ত্রিপুররিপুরতঃ<br>
সোঽপি কঙ্কালমালী<br>
নির্ম্মিতে মন্দিরে তস্য কঙ্কালংস্থাপিতং ময়া,<br>
মাতুর্য্যাদেশতঃ শ্রীমদাপতাপচন্দ্র জাতবর্ম্মণা।

এখানে পাঁচ আনা করিয়া মদের বোতল বিক্রয় হইতেছে, সুতরাং মাতালের সংখ্যা যে কত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ভদ্রনামধারী ছদ্মবেশী অনেক মহাত্মা ইহাতে যোগ দিয়াছেন অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় যে তাহারা মদমত্ত হইয়া পদগৌরব ভুলিয়া যাইতেছেন, বংশ মর্য্যাদা বিস্মৃত হইতেছেন মানসম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিতেছেন।। সুরার দোষাদোষ তাঁহারা অবগত আছেন, অথচ এ বিষয় ত্যাগ করিতে পারেন না একি আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমরা ভরসা করি তাঁহারা শীঘ্র এবিষয়ে বীতরাগী হইবেন। না হন অকালমৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কত শত ভদ্র মহিলাকে অসীম শোক সাগরে ভাসাইয়া যাইবেন। অতএব তাহারা মনুষ্যত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন এই প্রার্থনা। এ বিষয়ে আরও কিছু লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

যথা সময়ে বৃষ্টি না হওক কিন্তু শ্রাবণের শেষে সুবৃষ্টি হওয়ায় এ প্রদেশে কৃষিকার্য্য উত্তম চলিয়াছে ও চলিতেছে।

এবার এখানকার ব্রাঞ্চরোডশেষ কমিটীর কার্য্য বিশেষ প্রীতিকর। অনেক রাস্তায় যথোপযুক্ত অর্থ দেওয়া হইয়াছে। কেবল যে অর্থ দিয়াই নিশ্চিন্ত এমন নহে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু স্বয়ং অনেক রাস্তা পরিদর্শন করায় বিশেষ উপকার হইয়াছে। মিউনিসিপালীটীর কার্য্যও এইরূপ হওয়া চাই।

---

শান্তিপুর।

১। বর্ষার আগমনে শ্রাবণ ভাদ্র মাসে প্রতি বৎসর এখানকার বড়বাজারের নিম্নে মরা গঙ্গায় ভাগীরথী আগমন করিয়া থাকেন। এতন্নিবন্ধন শান্তিপুর নগর অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করে, কিন্তু এবার স্থানীয় কৃষকেরা পাট পচাইয়া ও মুচিরা চামড়া কাচিয়া জাহ্নবী জীবন এমনি দূষিত ও দুর্গন্ধময় করিয়া তুলিয়াছে যে, ঐ জীবন পানে মনুষ্যের জীবন রক্ষা দূরে থাকুক বরং পীড়িত হইয়া অনেকেই অকালে কাল কবলিত হইতেছে। যাঁহারা বাঁচিয়া আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি পীড়াক্রান্ত হইয়া শয্যাগত, এমন অবস্থায় ঐ দূষিত পানীয় জল পান করা উচিত না। কিন্তু এখানে গঙ্গার জল ভিন্ন অন্য কোন জল পাওয়া যায় না, সুতরাং ঐ দূষিত জলই লোকের অনন্য গতি। আমরা আশা করি মিউনিসিপাল কমিশনর ও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবুরা দণ্ডবিধি আইনের ২৭৭ ধারার বিধান মতে উক্ত কৃষক ও মুচিদিগকে জাহ্নবী জীবন দূষিত করার অপরাধে দণ্ড করিলে আশানুরূপ ফল লাভ হইতে পারে, অতএব এবিষয়ে তাঁহাদের শীঘ্রই হস্তক্ষেপ করা উচিত; নতুবা

দূষিত জল পান করিয়া বিস্তর নরনারী প্রাণ পরিত্যাগ করিবে সন্দেহ নাই।

২। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবুদের বেঞ্চে এবার যে কয়েকটী ফৌজদারী মকদ্দমা বিচারিত হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত অপরাধী ব্যক্তি সমুচিত শাস্তি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু বাদী প্রতিবাদী, সাক্ষী ও মোক্তারদের কলরবে আদালতটী পূর্ব্বের ন্যায় মেছোহাটার আকারে পরিণত হইয়াছিল, অতএব এবিষয়ে মাজিষ্ট্রেট বাবুদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত, নতুবা বিচার কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা। এবার যাঁহারা বেঞ্চে বসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অকৃতবিদ্য বটেন। ইহাঁদের সভাপতি বাঙ্গালা ভাষায় অশুদ্ধ রায়াদি লিখিয়া থাকেন। এ জন্য সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই দুঃখিত, অতএব অন্যতম অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবু যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, বি, মহাশয়ের হস্তে রায়াদি লিখিবার কার্য্য ভার বিন্যস্ত করাই বাঞ্ছনীয়।

৩। কৃষ্ণনগর বিভাগের ডাকঘর সমূহের সুযোগ্য ইনস্পেক্টর বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উন্নত বেতনে উক্ত বিভাগের "মেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট" হইয়াছেন এবং সব ইনস্পেক্টর বাবু ভোলানাথ ঘোষাল মহাশয় উন্নত বেতনে কৃষ্ণনগর বিভাগের পোষ্ট আপিস সমূহের ইনস্পেক্টরীপদ পাইয়াছেন। ইহাঁদের পদ ও বেতন বৃদ্ধিতে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে পোষ্ট আফিসের অন্যান্য পরিশ্রমশীল কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারীর বেতন ও পদবৃদ্ধি হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

৪। মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামী মহাশয় কয়েক দিন যাবৎ পীড়িতাবস্থায় শয্যাগত হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু দৈনিক দান কার্য্যে পূর্ব্ববৎ দৃষ্টি আছে। বিগত ঝুলন পূর্ণিমায় ইনি এখানকার কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগকে নিয়মিত দান করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামীর আগমনে বিস্তর লোকের উপকার ও সাহায্য হইয়া থাকে। আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে ইনি জীবনের অবশিষ্ট কাল জন্মভূমি শান্তিপুরেই অতিবাহিত করেন এবং জীবিতাবস্থায় স্বদেশের প্রকৃতি হিত সংসাধন পূর্ব্বক একটী অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপনে বিশেষ যত্নশীল হয়েন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, উক্ত মহারাজ গোস্বামী পাঁচ সাতটী উপবাসের পর সম্প্রতি পথ্য পাইয়াছেন। ডাক্তারেরা কহিয়াছেন যে, অতি অল্পদিনের মধ্যে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিবেন।

৫। এখানকার প্রসিদ্ধ বদান্যবর অতিথিপ্রিয় শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন প্রামাণিক মহাশয় আগন্তুক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদিগকে যথাযোগ্য অতিথিসৎকার করিয়া থাকেন, এজন্য ইহার ভবনে দেশ বিদেশীয় বিস্তর অতিথির আগমন হয়। বস্তুতঃ মধুসূদন মধুসূদন ভজিয়া ও অতিথির সেবা করিয়া কালের ধর্ম্মে যদিও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, তথাপি অতিথিসংকারে ইহাঁর কিছু মাত্র অভক্তি বা অশ্রদ্ধা নাই। কিন্তু ভগবান ঐরূপ পবিত্র চরিত্র ব্যক্তিদিগের প্রতি কেন যে শীঘ্র প্রীতিদৃষ্টি করেন না, তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

৬। এবৎসর ৺ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা পার্ব্বণটী সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। বড় গোস্বামী, পাগ্লাগোস্বামী, মদনগোপাল গোস্বামী, চাকফেরা গোস্বামী, কুমারপাড়া গোস্বামী ও উড়ে গোস্বামী-[illegible]র ভবনে অবস্থানুরূপ সমারোহের সহিত ঝুলন হইয়াছিল, এতন্নিবন্ধন প্রত্যেক গোস্বামী পল্লী লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠে। শারদীয় পৌর্ণমাসীতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা পার্ব্বণটী পরমরমণীয় এজন্য ঐ পার্ব্বণ দেখিয়া সকলেরই চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া থাকে; তবে পুরুষাপেক্ষা এই পার্ব্বণে স্ত্রীলোকের অধিক আমদানী হয়। এটী শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা ও চির প্রচলিত প্রথা। দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ সমস্ত স্ত্রী [illegible]কের প্রতি অসচ্চরিত্র লোকে স্থান ও সময় পাইলেই অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকে, অতএব এবিষয়ে শান্তিপুরের কৃতবিদ্য ভদ্রলোকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

৭। শান্তিপুর হিতকারী সভার সম্পাদক সম্প্রতি বর্দ্ধমানের মহারাজ ও মুক্তাগাছার নূতন মহারাজ শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহোদয়ের সমীপে সাহায্য প্রার্থনা সূচক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, ইহারা যদি কৃপা করিয়া শান্তিপুর হিতকরী সভার আশানুরূপ সাহায্য করেন, তাহা হইলে উক্ত সভা দ্বারা দেশের বিস্তর হিতকর কার্য্য সম্পাদন হইবার সম্ভাবনা।

৮। আজ কাল হিন্দুদিগের বিবাহ বহু ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কয়েক মাস হইল, সূত্রাগড়ের শ্রীযুক্ত বাবু সনাতন বিশ্বাস মহাশয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ দিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বিপুলার্থ ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। বিশ্বাস মহাশয় উক্ত বিবাহ উপলক্ষে শান্তিপুরস্থ তাঁহার সমস্ত জ্ঞাতি ও কুটুম্বকে এবং স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগকে অবস্থানুরূপ দান করিয়াছেন। এমন কি, উক্ত বিশ্বাস বাবু অদ্যাপি ঐ বিবাহের উপঢৌকন ব্যক্তিবিশেষকে [illegible] পূর্ব্বক ঋণের নিকট দায়ী হইতেছেন।

---

রাণীগঞ্জ।

এ দিকে শস্যের অবস্থা অতীব প্রীতি ও আশাপ্রদ। সময়ে সময়ে বারি বর্ষিত হইতেছে বলিয়া ধান্য চারাগুলি অতি সতেজে বৃদ্ধি পাইতেছে। পর্জ্জন্যদেবের এইরূপ কৃপা অব্যাহত থাকিলে কৃষি সম্বন্ধে আমরা যে এ বৎসর সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিতে সক্ষম হইব তাহার সম্পূর্ণ আশা করা যাইতে পারে। তণ্ডুল এখন হইতেই অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দেড় টাকায় মোটা একমণ তণ্ডুল পাওয়া যায়।

২। এখানকার মুন্সেফ যারিক বাবু বাকুড়ায় স্থানান্তরিত হইলেন। তাঁহার স্থানে তথাকার মুন্সেফ হরগোবিন্দ বাবু আগমন করিতেছেন। শুনিলাম হরগোবিন্দ বাবু এক জন বিচক্ষণ কর্ম্মচারী। তিনি সুবিচার নিষ্পাদনে বাঁকুড়ার কি অর্থী কি প্রত্যর্থী সকলের মনোরঞ্জন করিয়া বিশেষ যশোভাজন হয়েন। আমরা যারিক বাবুর সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না। তিনি অতি সুজন লোক. তবে তাঁহার স্থানান্তর গমন লোকের তাদৃশ শোকের কারণ হয় নাই। তিনি সসম্ভ্রমে এখান হইতে গমন করিতে সমর্থ হইলেন, ইহাই তাঁহার অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

৩। দেখিলাম এখানকার রাজবর্ত্ম গুলি সংস্কৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এখানকার অনেকগুলি অভাব রহিয়াছে। এখানে পুকুরের সংখ্যা অতি অল্প। গ্রীষ্মাগমে লোকের যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইয়া থাকে। সহরের স্থানে স্থানে কতকগুলি কূপ খনন করা নিতান্ত আবশ্যক। এখানকার নগর সমাজের মিউনিসিপ্যালিটীর আয় কিছু সামান্য নহে। সে আয় যে কিসে গ্রাস করিয়া ফেলে তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। তবে এখন যাহাঁর হস্তে এ উপবিভাগের ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তিনি অতি মহামনা লোক। তাঁহার সময়ে এখানকার যে অনেক উন্নতি সাধিত হইবে তাহার সম্পূর্ণ আশা করা যাইতে পারে। দেখা যাউক, ক্যাসপরক সাহেব কি করিয়া যান।

৪। সিহাড়খোল [illegible] দেশের ভুরি উপকার সাধন করিয়া থাকে। এটী [illegible] কত যে লোককে পরিপালন করিয়া আসিতেছে তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। এটীর আয় কিছু সামান্য নহে। স্কুল, ডাক্তারখানা, চৌক প্রভৃতি অনেকগুলি দেশহিতকর কার্য্য এটীর ব্যয়ে সতত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এ [illegible] অধিকারিণী শ্রীমতী মহারাণী [illegible] দেবী অতি দানশীলা [illegible]। দেশের হিত [illegible] কার্পণ্য [illegible] পুত্র [illegible] কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। এ [illegible] তিনি

বিলক্ষণ বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি যেরূপ কার্য্যপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাতে এ ষ্টেটের যে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে এ ষ্টেটের কতকগুলি অপব্যয় রহিয়াছে। সে দিকে এখনও কেন যে তাঁহার দৃষ্টি যাইতেছে না, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সেই অপব্যয়ের দিকে তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এই বলিয়া আমরা অদ্য এ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি। আমরা অদ্য ইঙ্গিত দ্বারা অপব্যয়ের কথা উল্লেখ করিলাম। প্রয়োজন হইলে তাহার বিশদ বর্ণনে বিরত হইব না।

৫। বিগত বৎসর সিহাড়ষোল ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাধারণ ফল অতীব প্রীতিকর হয়; তাহাতে মহারাণী মহোদয়া বিশেষ পরিতুষ্টা হয়েন। সম্প্রতি শুনিতেছি, তিনি এবার ৮ পূজার সময় শিক্ষকদিগকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিতে চলিলেন। এ কার্য্যটী মহারাণীর দানশৌণ্ডতার অনুরূপ কার্য্য হইতে চলিল।

---

# বিজ্ঞাপন।

## কণ্ট্রাক্টরদিগের প্রতি বিজ্ঞাপন।

ভাগলপুরের রোডসেস কমিটী ১৮৮০ ও ৮১ অব্দের বজেটে (আয় ব্যয় বৃত্তান্তে) নিম্নলিখিত কার্য্যের নিমিত্ত নিম্নলিখিত টাকা বিভাগ ক্রমে মঞ্জুর করিয়াছেন। যে সকল কণ্ট্রাক্টর ঐ সকল কার্য্যের নিমিত্ত টেণ্ডার দিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে তাঁহারা যত সত্বর পারেন ভাগলপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়রের নিকটে এতৎসংক্রান্ত চিঠি পত্র প্রেরণাদি করিবেন। ঐ ইঞ্জিনিয়রের আপীসে এষ্টিমেট ও সিডিউল প্রভৃতি পরীক্ষিত হইবে। অন্য অন্য সংবাদ পাওয়া যাইবে এবং টেণ্ডারের ফরম কিনিতে মিলিবে। ১৮৮০ অব্দের ১ মা অক্টোবর হইতে রোডসেসের নূতন বৎসর গণনা আরম্ভ হইবে।

নূতন কার্য্য।

১। [illegible] রাস্তা হইয়া মিঙ্কি শোনবর্ষের সেতু ও জল নির্গমের জন্য পাকা পুল প্রস্তুত করিবার এষ্টিমেট [illegible] — কমিটীর মঞ্জুর করা ২৬০০

২। [illegible] রাস্তার জল [illegible] — ৪৭৬৭

৩। [illegible] — ২৪৫২

৪। মধেপুরা শোনবর্ষের রাস্তার সেতু ও জল নির্গমের জন্য পাকা পুল করিবার এষ্টিমেট ২৭৫৮৭ — ৮০০০

৫। উত্তর ভাগলপুরের পরিদর্শন গৃহগুলি নির্ম্মাণ করিতে — ৪০০০

৬। দক্ষিণ ভাগলপুরের পরিদর্শন গৃহগুলি নির্ম্মাণ করিতে — ৩০১০

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নূতন কার্য্য যাহা করিতে হইবে তাহা আজিও মঞ্জুর হয় নাই। মঞ্জুর হইলে তাহার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে।

| মেরামতী কার্য্য। | টাকা |
|---|---|
| ১। ভাগলপুর ওভর-ব্রিজ হইতে সাঁওতাল পরগণা পর্য্যন্ত | ২০০০০ |
| ২। সুলতানগঞ্জ—আর্য্যদগঞ্জ | ১[illegible] |
| ৩। রেলওয়ে ষ্টেষণ হইতে নদীঘাট পর্য্যন্ত | ১০০০ |
| ৪। গোগাবাজার রাস্তা | ২০০ |
| ৫। গোরঘাট হইতে ভাগলপুর | ১৮০০ |
| ৬। ভাগলপুর হইতে পীরপৈন্তী | ৩০০০ |
| ৭। ভাগলপুর হইতে উমীরপুর | ১৫০০ |
| ৮। বাঁকা হইতে শিমুলতলা | ২০০০ |
| ৯। পিঁপুলপটী হইতে সাবরহাট | ১৫০ |
| ১০। জগদীশপুর হইতে সোনাদী | ৫০০ |
| ১১। সোনাদী হইতে বেলা, নওয়াদা ও আজাবার হইয়া | ২০০০ |
| ১২। কলগাঁ হইতে বুড়াহাট | ১১০০ |
| ১৩। পীরপৈন্তী হইতে বুড়াহাট | ৫০০ |
| ১৪। পীরপৈন্তি রেলওয়ে ষ্টেষণ হইতে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত | ৬০০ |
| ১৫। বাঁকা হইতে উমীরপুর | ১৫০০ |
| ১৬। বৌসী হইতে মহেরমা, ধুরিয়া হইয়া | ১৫০০ |
| ১৭। গোগা হইতে আশী | ১০০০ |
| ১৮। মধেপুরা হইতে সোনবর্ষ, সাপুর হইয়া | ১২০০ |
| ১৯। গোপালপুরঘাট হইতে কেওটগামা, সুখপুর ও সিংহেশ্বর হইয়া | ৩৫০০ |
| ২০। সুখপুর হইতে কন্দৌলি, সুপুল বাপ্তিহা ও ডাগমারা হইয়া | ১৮০০ |
| ২১। বনগাঁ হইতে মহিষি | ৩০০ |
| ২২। তিলযুগা নদী হইতে প্রতাপগঞ্জ বাপ্তিয়া হইয়া | ৩৫০০ |
| ২৩। সুপুল হইতে প্রতাপগঞ্জ, পিপড়া হইয়া | ১৫০০ |
| ২৪। প্রতাপগঞ্জ হইতে বাবুবাধাজার | ৬৫০ |
| ২৫। সুপুল হইতে মধেপুরা, গাবারিয়া ও সিংহেশ্বর হইয়া | ২০০০ |
| ২৬। সিংহেশ্বর হইতে পিপড়া | ৭০০ |
| ২৭। পরসরমা হইতে বলহি | ১৫০০ |
| ২৮। মধেপুরা হইতে কারামা, কৃষ্ণগঞ্জ হইয়া | ৩৩০০ |
| ২৯। লতিপুর হইতে ঘাগরি | ১৫০০ |
| ৩০। মিঙ্কি হইতে শোনবর্ষ, নারায়ণপুর হইয়া | ৪০০ |
| ৩২। সাকন্দ হইতে সুলতানগঞ্জ | ৪৪০ |
| ৩৪। ভাগলপুর হইতে শাকন্দ | ৩২০ |
| ৩৫। ভাগলপুর হইতে ধুরিয়া | ৮৮০ |
| ৩৬। মহিআমা হইতে কলগাঁ | ৪৪০ |
| ৩৭। পীরপৈন্তি হইতে ভিলাগড়ি | ২০০ |
| ৩৮। ভাগলপুর পারে ভিহারা হইতে লতিপুর | ৩২০ |
| ৪০। তুলসীপুর হইতে শেহড়া | ৪০০ |
| ৪১। জগদীশপুর হইতে রামপুর | ১২০ |
| ৪২। বিষ্ণুপুর রেলওয়ে ওভারব্রিজ হইতে পীরপৈন্তি একদারা ও গোহাট্টা হইয়া | ৫০০ |
| ৭৩। ঘাগরি হইতে কারামা ফুলত হইয়া | ৫০০ |
| উত্তর ভাগলপুরে সারাই মেরামত | ২০০ |
| দক্ষিণ ভাগলপুরের সারাই মেরামত | ৩০০ |

১৮৮০ ।
৪ ঠা আগষ্ট। } ভাগলপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার।

---

## যোগসন্ধ রস।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহরোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাবকালীন জ্বালা, সপূয় ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, খড়িজলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। এ ভিন্ন দুর্দ্দম শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর, লুপ্তরজঃ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। সকল চিকিৎসা নিষ্ফল হইলেও ইহা কখনই নিষ্ফল হইবে না। যদি নিষ্ফল হয়, ঔষধের মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ।/০ ।

## মালতী কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল-পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন [illegible] বিনষ্ট হয়। চক্ষুর জ্যোতির্বৃদ্ধি [illegible] করে। বিবিধ কারণে [illegible]

হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান ও সমূহ বায়ু বিকার নষ্ট করে। এজন্য উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু, শূলবায়ু, বুদ্ধিভ্রংশ, মৃগী, চিত্তচাঞ্চল্য, মন হু হু করা, ভুল বকা, হঠাৎ চীৎকার হাস্য, ক্রন্দন খেঁচুনি এবং হস্তপদাদির জ্বালা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহার মনোহর সৌরভে মন পুলকিত হয়। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৶০।

## কামোদ্দীপক রসায়ন।

অতিশয় মানসিক চিন্তা, পীড়ান্তে বহুদিবসের মেহ পীড়া, আর ইন্দ্রিয়-পরবশতা, অপরিমিত শুক্র ক্ষয়, ধাতু বিকার বা উহার নিস্তেজস্কতা বশতঃ সর্ব্বদা যে ধাতু তরল, অধিক স্বপ্নদোষ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, শিথিল ইন্দ্রিয়, পুরুষত্বের হানি বা ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, তৎসমুদয় এই রসায়ন সেবনে আরোগ্য হয় এবং শরীরের বল বীর্য্যাদি সংবর্দ্ধিত হয় এবং সমধিক রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। ১৫ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ৩ প্যাকিং ৶০।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা
শ্রীপ্যারীলাল স্বর্ণকারের বাটী।
কলিকাতা সিমুলিয়া।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া

---

## শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

### বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীন বল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিবর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রস্রাব বায়ে ও পরিমাণে" স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

| | |
|---|---|
| ১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... | ২ টাকা। |
| ঘৃত ৶৹ পোয়া ... ... | ৩ টাকা। |
| তৈল ।০ পোয়া ... ... | ৪ টাকা। |

### জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

যা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, বক্রাঘাত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

| | |
|---|---|
| এক শিশির মূল্য ... ... | ১৷৹ টাকা। |
| প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... | ৶৹ আনা। |

### শিবামৃত।

(শ্মশুংসক শৃগাল কাথে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ু রোগ প্রভৃতি পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

### রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ, মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

| | |
|---|---|
| এক পোয়ার মূল্য ... | ৪ টাকা। |
| প্যাকিং ডাকমাশুল ... ... | ৶৹ আনা। |

### শারিবা আসব।

ইহার ব্যবহারে সকল প্রকার বাত, রক্তদোষ, পারাদোষ (অর্থাৎ পারা যে কোন প্রকারে শরীরস্থ হইয়া যে সকল রোগ উৎপন্ন করে) বাতরক্ত নালি ঘা শোথ, গাত্রকণ্ডু, শরীরের দুর্ব্বলতা, স্ফূর্ত্তিবিহীনতা, মস্তক ঘূর্ণন, হস্তপদাদির জ্বালা, উপদংশ বা গরমির পীড়া জন্য গাত্রে যে সকল বিকৃত চিহ্ন বা ক্ষত হয়, তৎসমুদায় ইহা দ্বারা বিনষ্ট হয় অর্থাৎ শরীরের দূষিত রক্ত সকলকে পরিষ্কার করিয়া এই সকল পীড়ার শীঘ্র উপশম করে, এতদ্ভিন্ন শরীর কৃশ এবং দুর্ব্বল হইলে ক্রমশঃ ইহা দ্বারা শরীর বলিষ্ঠ, স্থূল ও কান্তি বিশিষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৶৹ বার আনা।

---

## পুস্তক বিক্রয়।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি কল্পদ্রুম ও সোমপ্রকাশের কার্য্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নিকট আসিলে বা পত্র পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

| পুস্তক | মূল্য |
|---|---|
| বিদ্যাসত্তা | ৶৹ আনা |
| কৃষিতত্ত্ব | ১ |
| নীতিসার ১ ম ভাগ | ৵৹ |
| ঐ ২ য় ভাগ | ৵৹ |
| ঐ ৩ য় ভাগ | ।০ |
| নির্ম্মল সুন্দরী | ।৶৹ |
| বজাঙ্গনা কাব্য | ৸ |
| যৌবন স্বপন | ৸৹ |
| বিধবার বিলাপ | ॥৹ |
| সংকেতসার | ৶১০ |
| সভ্যতা সোপান | ।০ |
| যোগিনী | ৸ |
| কাশীমাহাত্ম্য প্রথম ভাগ। | ॥৹ |
| ঐ ২ য় ভাগ | ॥৹ |
| বিশ্ববিষচিকিৎসা | ৶০ |
| দশরথ বিলাপ | ॥৹ |
| অবকাশ রঞ্জিনী | ১ |
| বালীবধ কাব্য | ১ |
| নির্ব্বাসিতের বিলাপ | ৶০ |
| ভারতীয় গ্রন্থাবলী | ১ |
| কাশ্মির কুসুম | ১॥৹ |
| ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত | ॥৹ |

---

দ্বিতীয়ভাগ কল্পদ্রুমের দশম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥৹ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে ইহা মফঃস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। দশম খণ্ডে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। শশোকসুন্দরী।
২। একাদশ অবতার।
৩। দুর্য্যোধনের প্রতি ভীম।
৪। উপন্যাস।
৫। সারোদ্ধার।
৬। কুসুমকীট।
৭। [illegible] অবস্থা।
৮। [illegible] কে ভাল।
৯। [illegible]
১০। [illegible]

ইহা ভিন্ন [illegible] আট

ফরমায় [illegible] মুদ্রিত হয়। [illegible] কল্পদ্রুম গ্রহণের [illegible] তাঁহারা কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর [illegible] কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুগৃহীত

## শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড [illegible]। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ-ধাতু-ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি-প্রদান করেন।

### কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পকতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।৶০

### [illegible]বটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ,বাধক রোগ ও বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।০

### [illegible]সব।

ইহা [illegible], উদরাময় জ্বর প্রভৃতি [illegible], [illegible] প্রভৃতি নিবারিত [illegible] হয়।

১ শিশির মূল্য [illegible] ডাকমাশুল ।৶০

উপরি [illegible] আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর [illegible] পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান [illegible] এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ [illegible] হয়। পত্র দ্বারা [illegible]

[illegible] কবিরাজ।

[illegible] কলিকাতা লোয়ার [illegible] আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে [illegible]

## ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫॥০ টাকা, ডাক মাশুল ।০

## আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদমতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সর্দ্দিগরমি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের প্রধান প্রধান উপায় ভারতবর্ষের স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১॥০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

## আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।
১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদি চিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ।০

## আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদের পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

---

# নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ও নিবৃত্ত এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২৲ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

## নবাবিষ্কৃত মহৌষধ
## চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহুব্যয়সাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহকাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা।
প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

## সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর,শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ... ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ... ৶ আনা।

## রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্নপ্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এম এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার [illegible]
যেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে [illegible]

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

শ্রীযুক্ত বাবু নিতাই চাঁদ গোস্বামী ভারতবর্ষীয় হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।

" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী।

" " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

কলিকাতা। মানিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

---

## ব্রহ্মচারীদত্ত মহৌষধ।

ইহাতে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারণ হয়। ৪১ দিনের সেবনোপযুক্ত ঔষধের মূল্য ৫ টাকা ২১ দিনের ২৸০ ও সাত দিনের ১ টাকা। যাহার আবশ্যক হইবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ বেয়ারিং পাঠান যাইবে।

শ্রীদেবীপ্রসাদ দুবে
মিসিরপোখরা বেনারস

---

## সঙ্কট তৈল।

অৰ্দ্ধ ড্রাম শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা। কর্ণের ঘা, পূয়, কটকট, বেদনা, সন সন, ভোঁ ভোঁ, বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

## মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ।০ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, মেড়ে ফুলা, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীবিহারীলাল বর্ম্মণঃ
৩৪ নং চোরবাগান
ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

---

যিনি এক দিবসে হৃদয় দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

---

## বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। চাকড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটোলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৯৭ নং কলেজ স্কোয়ার মেডিক্যাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাসুল সহ ৮০ আনা মাত্র।

---

শ্রীমন্ত দাসের [illegible]

## বি, এন, দাসের গণোরিয়া মিকশ্চর

ইহা দ্বারা নূতন, পুরাতন সর্ব্বপ্রকার মেহ শ্বেতপ্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। এই ঔষধ দ্বারা বহুসংখ্যক লোক আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য মায় প্যাকিং বড় শিশি ৩৵, মধ্যম ২, ছোট ১।০।

৪৫ নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা।

শক্তিসঞ্চারক আরক মূল্য ১।০ টাকা।

এই মহৌষধ দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং সকল প্রকার গ্লানি নষ্ট করে, বলাধান হইয়া দেহ পুষ্ট ও কান্তি বিশিষ্ট করে, এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম জন্য দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, বাত, পারা দোষ, শোষ, উপদংশ, (গরমী) এমন কি শ্বাস কাশ ইহাদেরও বিশেষ উপকারী মহৌষধ। ১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি বহুবাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দের নিকট পাওয়া যায়।

মহাশয়!

আমি বহু দিবস হইল ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণতা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে এক প্রকার কার্য্যে অক্ষম হইয়া ছিলাম, নানাপ্রকার ঔষধ সেবন বিফল হওয়াতে আমার প্রিয় বন্ধু যোগেন্দ্র বাবুর নিকটে আপনার "শক্তি সঞ্চারকের" গুণ শুনিয়া এক শিশি সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্ট হইয়া বেশ বলবান ও কার্য্যক্ষম হইয়াছি। মহাশয় আর দুই শিশি শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীবিপ্রদাস মণ্ডল
মঙ্গলমন্দিরে।

---

## মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ অনুগ্রহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ ঘোষ—মতিহারি ১০
" " পরেশনাথ বসু—বাহাদুরাবাদ ৭॥
" " তারকনাথ ঘোষ—রাণীগঞ্জ ৭
" " চক্রধর দাস—কটক ৭
" " নীলমাধব সাহা—গোপীবল্লভপুর ৭
" " বেণীমাধব মহাপাত্র—কেশবপুর ৭
শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র রায়—ঢাকা
" " গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—মালদহ
" " আশুতোষ মিত্র—বাগ দ ১
" " কাঙ্গালি মণ্ডল—রাজমহল ৭
" " জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—মগরা ৫
" " শ্যামলাল সাহা—রাজমহল ৭
" " কৃপানাথ সেন—খাদীয়াখালি ৭
" " বিপিনবিহারী শেঠ—শ্রীপুর ১০
" " কালিদাস বিশ্বাস—হুগলী [illegible]
" " শালাবলদেব সহায়—চাইবাসা ১০
কালনা মেওলাইব্রেরির সেক্রেটারি

---

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অৰ্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইতে চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। "প্রসন্নতা প্রকৃতিস্থিতায় পার্থিব: সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তা"। ২১ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা } ১২৮৭ সাল। ২২ এ ভাদ্র। ইং ১৮৮০। ৬ ই সেপ্টে { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

# বিজ্ঞাপন।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

## মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

## ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

## কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব [illegible] গ্রাহকগণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, তাঁহারা সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য [illegible] ও কলিকাতায় পাঠাইবার [illegible] তাঁহারা উক্ত বাবুদ্বয়ের হস্তে বা উক্ত বাবু দ্বয়ের নিযোজিত কর্ম্মচারীর হস্তে টাকা দিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

---

## কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকাল পক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃ শূলাদি সর্ব্বপ্রকার শিররোগ অত্যল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১॥০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

## দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্ত-শূল, দন্ত আরিশ, দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, ফুলা, আল্‌গা হওয়া ও রক্ত পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ।০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীকৈলাসচন্দ্র দেবের ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

---

## সরভেয়ারের প্রয়োজন

পাবনা ডিষ্ট্রীক্ট রোডসেস কমিটীর নিমিত্ত, কার্য্যে বহুদর্শী এমন একজন সরভেয়ার ও লেবলারের তিন মাসের জন্য প্রয়োজন। মাসিক বেতন ৭০ টাকা। স্বতন্ত্র এলাউএন্স নাই। ১৫ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকটে আবেদন করিতে হইবে। ঐ সঙ্গে প্রশংসা পত্রের নকলও পাঠাইতে হইবে।

পাবনা<br>২৬ এ আগষ্ট<br>১৮৮০। } বি, এম, চক্রবর্ত্তী<br>ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার<br>পাবনা।

---

## জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৫ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

## সর্ব্বশাস্ত্র সংগ্রহ।

আমরা পুরাণ এবং অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ক্রমে ক্রমে অনুবাদিত করিয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিব। মাসিক পত্রিকা যে এক মাসের খণ্ড অপর মাসে প্রচারিত হইয়া পাঠকগণকে উত্ত্যক্ত করে সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা এই গুরুতর সাপ্তাহিক দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।

প্রথম কাণ্ডে বিষ্ণুপুরাণ প্রচার করিতে আরম্ভ করা যাইবে। প্রতি সপ্তাহে পুস্তকাকারে আটপেজি ৩ ফর্ম্মা করিয়া সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সংস্কৃত মূল, টীকা ও বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ থাকিবে। আমরা ৯ মাস মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ সমাপ্ত করিয়া অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র আরম্ভ করিতে পারিব এরূপ ভরসা করি। গ্রাহক সংখ্যা আটশত পূর্ণ হইলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবে।

## মূল্যের নিয়ম।

বার্ষিক মূল্য ২॥০ ডাক মসুল ১॥০

গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য প্রথম অর্দ্ধ মূল্য ২ এবং ছয়মাস পরে অবশিষ্ট ২, লওয়া যাইবে।

একত্রে চারিজনে একযোগে লইলে ১৬ টাকা স্থলে ১১॥০ টাকাতে পাইবেন।

ভারতমিহির প্রেস<br>ময়মনসিংহ। } শ্রীকালীনারায়ণ সান্যাল।<br>ভারতমিহির ও ভারতমিহির যন্ত্রের অধ্যক্ষ।

# প্রেরিতপত্র।

### আর্য্যধর্ম্মের রহস্যভেদ !

বিগত বুধবার ১৮ ই আগষ্ট অত্রত্য হরিসভা-মণ্ডপে আমাদের আদরভাজন শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন উপরি উক্ত বিষয়ে একটী মৌখিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটী শুনিতে বেশ সরস হইয়াছিল, এবং ইহার মধ্যে বক্তার বুদ্ধিমত্তা ও ভাবুকতাও বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় তিনি যে উদ্দেশে এতটা আয়োজন করিয়াছিলেন তাহা যে কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কেন না তিনি আর্য্যধর্ম্মরহস্যভেদ করিতে গিয়া নিজের কল্পনা ও যুক্তির উপর যত নির্ভর করিয়াছিলেন তাহার শতাংশের একাংশও যদি শাস্ত্রের উপর দিয়া নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিতেন তাহা হইলে তিনি একটী নূতন ঐতিহাসিক সত্য প্রচারের জন্য ধন্যবাদার্হ হইতে পারিতেন। তিনি যে কোন্ প্রমাণের উপর ভর দিয়া প্রকাশ্যরূপে প্রচার করিলেন যে আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, পুরাণ, দর্শন, তন্ত্রাদির পরস্পর বিরোধ নাই, বরং সর্ব্বসামঞ্জস্য আছে, তাহা আমরা ত ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। যাহা অদ্যাপি কেহ বলিতে পারেন নাই, যাহা বৈদিককাল হইতে পৌরাণিক কালের ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত ব্যক্ত করিতে সাহসী হন নাই, তাহা অদ্য আমাদের মত একজন লোকের অবাধে প্রচার করিতে সাহস করা উচিত কি না তাহা সুবোধ পাঠকবৃন্দ বিচার করিয়া দেখুন। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর প্রধান যুক্তি এই যে দোপাটি কিম্বা গাঁদা ফুলের "বীজের" সঙ্গে যেমন উহার ফুলের মিল হইতে পারে না, কিন্তু তাই বলিয়া যেমন ইহা অসত্য নহে যে সামান্য কদাকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দোপাটি ও গাঁদা ফুলের বীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া মনুষ্যের নয়ন মন রঞ্জন করিয়া থাকে এবং ঐ ক্রমোন্নতির ও বিকাশের মধ্যে কোন বিরোধ না দেখাইয়া বরং বিজ্ঞানের চক্ষে সর্ব্বসামঞ্জস্যপ্রতীতি হয়, তেমনি আর্য্যধর্ম্মের বীজস্বরূপ বেদ, কাল সহকারে ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হইয়া দর্শনে ও পল্লবিত হইয়া পুরাণে ও পুষ্পিত হইয়া স্মৃতিশাস্ত্রে পরিণত হইয়া সকলের ধর্ম্মামোদ চরিতার্থ করিতেছে। এ কথা সত্য যে দোপাটি ফুলের একটী দানা হইতে এক রঙ্গের নয় কিন্তু নানা রঙ্গের ফুল ফুটিয়া থাকে পরন্তু ইহাও জানা উচিত যে "দোপাটি ফুলের" বীজ হইতে একপাটি ফুলও ফুটিয়া থাকে। পদ্ম গাঁদার দানা হইতে মর্কটে গাঁদাও ফুটিয়া থাকে। ইহা আমরা স্বচক্ষে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আর্য্যশাস্ত্র সম্বন্ধে অবিকল তাহাই হইয়াছে। ইহার প্রমাণ ভূরি ভূরি আছে। এক শাস্ত্র অন্য শাস্ত্রকে গালি দিয়াছে, এক দেবতা অন্য দেবতার নিন্দা করিয়াছে, এবং উহা যে কতদূর বিরোধী ও কতদূর বিভিন্ন-ভাবক্রান্ত ও কতদূর জঘন্য তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোক দ্বারা প্রমাণীকৃত হইবে।

বিষ্ণুপক্ষে।

"মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥
(ভাগবতং)

অসূয়াহীন শান্ত স্বভাব মুমুক্ষু ভক্ত সকল ঘোররূপ প্রজাপতি প্রভৃতি অন্য দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া নারায়ণের অংশ সকলকে ভজনা করেন। এখানে "নারায়ণ" ও "প্রজাপতি" বিরুদ্ধভাবাপন্ন কি না পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন।

বিষ্ণু ও মহাদেবে বিরোধ।

"যোহন্যং বৈ পূজয়েদন্যং স পাষণ্ডী ভবিষ্যতি।
ইতরেষাস্তু দেবানাং নির্ম্মাল্যং গর্হিতং ভবেৎ ॥
সকৃদেব হি যোশ্নাতি ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
নির্ম্মাল্যং শঙ্করাদীনাং স চাণ্ডালোভবেৎ ধ্রুবং ॥"
কল্পকোটি সহস্রাণি পচ্যতে নরকাগ্নিনা।
(পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড। ৭৮ অধ্যায়।)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মোহবশতঃ বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে পাষণ্ড হয়। বিষ্ণু ভিন্ন অন্যের নির্ম্মাল্য গর্হিত হয়, যে অজ্ঞ ব্রাহ্মণ একবার মাত্র শিবাদির নির্ম্মাল্য ভোজন করে, সে নিশ্চিত চণ্ডাল হয় এবং নরক অগ্নিতে কোটী সহস্র কল্প দগ্ধ হয়। যেমন "উন্নতিশীল" ব্রাহ্মেরা "পৌত্তলিক" দের নিমন্ত্রণে যাইতে চান না, ও যেমন তাঁহাদের "অনুষ্ঠান" পদ্ধতি মধ্যে "পৌত্তলিকদের" বাটীতে "সন্দেশ" খাওয়া পর্য্যন্ত নিষেধ, তদনুরূপ একটী পৌরাণিক বিধি নিয়ে প্রকটিত হইল।

"সৌরস্য গাণপত্যস্য শৈবাদেস্তু বিমানিনঃ।
শাক্তস্য বৈষ্ণবোবারি ন স্পৃশেদ্ যত্নতঃ পরিত্যজেৎ ॥
সঙ্গং বিবর্জ্জয়েৎ শৈবশাক্তাদীনাস্তু বৈষ্ণবঃ
ন কার্য্যা প্রার্থনা তেভ্যস্তেষাং দ্রব্যমমেধ্যবৎ ॥"
(বিষ্ণুপুরাণ পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ১০০ অধ্যায়।

অর্থাৎ। সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, শৈবাদির হস্ত হইতে বিষ্ণুর উপাসক অন্ন জল গ্রহণ করিবেন না। বৈষ্ণব শৈবশাক্তাদির সঙ্গ করিবেন না তাহাদের নিকটে কোন প্রার্থনাও করিবেন না। এবং তাহাদিগের দ্রব্য পুরীষ তুল্য হয় !!!

শ্রীকৃষ্ণ বাবু দেখুন এখানে "দোপাটি গাছে" ভেঁটফুল ফুটিয়াছে! এ অপূর্ব্ব আর্য্যরহস্য তাঁহাকে ভেদ করিতে হইবে।

শিবপক্ষে।

"ধ্যানং হোমস্তপস্তপ্তং জ্ঞানং যজ্ঞাদিকো বিধিঃ।
তেষাং বিনশ্যতি ক্ষিপ্রং যে নিন্দন্তি পিনাকিনং ॥"
কূর্ম্মপুরাণ। ২৫ অধ্যায়।

অর্থাৎ যাঁহারা শিবকে নিন্দা করেন, তাঁহাদিগের ধ্যান, হোম, জ্ঞান যজ্ঞাদি বিধি সমুদয় শীঘ্র নষ্ট হয়। এস্থলে বাণ বৈষ্ণবদের উপর লক্ষ্য করা হইয়াছে।

শক্তি পক্ষে।

"দেবর্ষিবিপ্রক্ষিত্যাদ্যাৎ বিষ্ণুর্বা বৃন্দরূপিণা।
হরেনাম ন গৃহ্নীয়াৎ নস্পৃশেৎ তুলসীদলং।
নস্পৃশেৎ তুলসীপত্রং শালগ্রামকমার্চ্চয়েৎ ॥"
(কুলাবতী তন্ত্র)

বৃন্দরূপ হইয়া বিষ্ণু বেদ নিন্দা করিয়াছেন, অতএব হরিনাম গ্রহণ করিবে না, তুলসীপত্র স্পর্শ করিবে না, এবং শালগ্রামশিলা পূজা করিবে না।

এবার উপায় কি? হরিসভা কি করিবেন? উক্ত তন্ত্রখানি ছিঁড়িবার যো নাই, উহাও আর্য্যশাস্ত্রের শাখ কিম্বা একটী ফুল বিশেষ। এ ফুলটী কেমন ফুটিয়াছে দেখুন, এ ফুলটী কেবল শাক্তেরা দেখিবেন কিন্তু ইহা বৈষ্ণব মহাশয়দিগের ও হরিভক্তদিগের চক্ষুঃশূল কি না তাঁহারাই উত্তর দিন। এ পুষ্পে কেবল অন্ধকার রজনীতে শ্যামাপূজা হইতে পারে, অন্য পূজা নিষেধ।

যুগপৎ বৈষ্ণব ও ভাগবত নিন্দা।

"ভগবত্যাঃ কালিকায়া মাহাত্ম্যং যত্র বর্ণ্যতে ॥
নানাদৈত্যবধোপেতং তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ।
কলৌ কেচিৎ দুরাত্মানোধূর্ত্তা বৈষ্ণবমানিনঃ।
অন্যদ্ভাগবতং নাম কল্পয়িষ্যন্তি মানবাঃ ॥"
(স্কন্দপুরাণং)

যে গ্রন্থে নানা অসুরবধের সহিত ভগবতী কালীকার মাহাত্ম্য বর্ণন করা হইয়াছে তাহাকে ভাগবত বলিয়া জানিবে। কলিযুগে বৈষ্ণবাভিমানী ধূর্ত্ত দুরাত্মা লোক সকল ভাগবতের মাহাত্ম্য-যুক্ত গ্রন্থকে ভাগবত না বলিয়া অন্য ভাগবতের কল্পনা করিবে। তবে আমাদের প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত বলরাম গোস্বামী মহাশয় এতদিন কি কাজ করিলেন? তাঁহার প্রচারিত ভাগবত, কি প্রকৃত ভাগবত নহে। উক্তশ্লোকটীও আর্য্যশাস্ত্র মধ্যে নিহিত। এখন উপায় শ্রীকৃষ্ণ বাবু বলুন কি করা যায়। এখানে দোপাটি গাছে কেয়াফুল ফুটিয়াছে। ইহাও একটি রহস্য।

এতদ্ভিন্ন মূল বেদ যে, কত শাখা প্রশাখা ও প্রতিবন্ধিতাক ও রক্তে পরিপূর্ণ তাহা আর্য্যশাস্ত্রবিৎ মহাত্মা মাত্রেই অবগত আছেন। সে সব উল্লেখ

করিয়া আর পত্রখানি বাড়াইতে চাই না, তবে উপসংহার কালে আর্য্যধর্ম্মপ্রচারকদিগকে এই মাত্র অনুরোধ করি যে বাহা হওয়া তাহাতে তাঁহারা যেন হুজ্জোৎ করিয়া বৃথা সময় নষ্ট না করেন। বৈদিক মত, পৌরাণিক মত, দার্শনিক মত, তান্ত্রিক মত মধ্যে যে কি বিসম্বাদিতা ও স্পষ্ট বিরোধ আছে তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। তাহা বরং গৌরবের বিষয়। দর্শনশাস্ত্র এ সব বিরোধের মীমাংসা করিতে পারেন নাই, আমাদের তাহাতে নিমগ্ন হওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতা, সন্দেহ নাই। আর্য্যধর্ম্মে অথবা আর্য্যশাস্ত্রের রহস্য কেহ যদি দুই একটা মনঃকল্পিত সত্যপীরের গল্পে হইত তাহা হইলে অষ্টাদশ পুরাণের পর শত শত পুরাণ রচনার প্রয়োজন হইত না। তাহা হইলে শতশত পুরাণে আশা না মিটাতে সহস্র সহস্র তন্ত্র প্রকল্পিত হইত না। এবং ইহাতেও কিছু না হইয়া মানিকপীর ও সত্যপীরের কথা ও গান শুনিয়া হিন্দু আর্য সন্তানদের ধর্ম্মতৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইত না—স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে পরস্পরের বিরোধ আছে কি না তাহা দূরে রাখিয়া এক মনুসংহিতার এক অধ্যায়ের সহিত যে অপর অধ্যায়ের মিল নাই ও সম্পূর্ণ বিরোধ আছে তাহা এখনই দেখান যাইতে পারে। যে সব চক্ষু বুজিয়া গিল করিয়া খাওয়া সামান্য গোঁড়ামী নয়। এই সব বিভিন্ন বিভিন্ন মত আর্য্যদিগের স্বাধীন চিন্তার উজ্জ্বল প্রমাণ স্বরূপ দেদীপ্যমান। তাঁহারা যে আমাদের মত কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কাল না কাটাইয়া প্রাণপণে অমূল্য আত্মরত্ন উদ্ধার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া অশেষ গৌরবভাজন হইয়া গিয়াছেন, এ সব তাঁহাদেরই পবিত্র পদচিহ্ন মাত্র। আর্য্যসন্তানগণকেও সেই উদাহরণ ও দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া উচ্চ গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা এবং উদার চিন্তা দ্বারা আর্য্যধর্ম্মের—আর্য্যসমাজের—আর্য্যশাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। তবেই ভারত পূর্ব্বের ন্যায় বলীয়ান হইবে, তবে পুনরায় ভারত হাসিবে, আবার [illegible] দিশা উঠিবে, এবং জীবনাত্ম [illegible] সুফলে ভূষিত হইয়া দেবগণের সঙ্গে সমভাবে [illegible] পারিবে “ বলং বলং ধর্ম্মবলং ” “ বলং বলং অশ্ববলং ” “ বলং বলং ব্রহ্মবলং। ”

[illegible] চট্টোপাধ্যায়।

---

কাকিনীয়াধিপতি শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী।

আমাদের [illegible] কেবল দেশীয় রাজা ও [illegible] কারণ সচরাচর প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় রাজা কিম্বা জমিদারগণ সাবালক হইলেই সাহেব ঘেঁশা হয়েন এবং সাহেবদের সহিত এক টেবলে বসিয়া খানা ও মদ্যপান করাকে প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করেন। শেষে তাঁহাদের অদৃষ্টে এই ঘটে অপরিমিত পান দোষে শিবর থাকিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই পিতা মাতাকে কাঁদাইয়া প্রস্থান করেন। বেশী দিন আর রাজ্যভোগ বা ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে হয় না। যে কয়েকদিন বাঁচিয়া থাকেন তাহার মধ্যে অনেকে অনেক রকম লীলা খেলা দেখান, যথা বহুব্যয়ে বিবির নাচ, তোষাখানায় খানা খাওয়ান এবং টাউনহলে বল প্রদান। মনে মনে ভাবেন এইরূপ করিলে সাহেবেরা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উচ্চ উপাধি প্রদান করিবেন। এ জ্ঞান জন্মায় না যে, সাহেবেরা তাঁহাদিগের ফাঁকি ঝুকি সব বুঝেন, তাঁহারা তাঁহাদের অপেক্ষা সুচতুর না হইলে সমুদ্র পারে আসিয়া কখনই এই সুবৃহৎ ভারত সাম্রাজ্য শাসনে সক্ষম হইতেন না। তবে নিতান্ত বাড়াবাড়ি করিলে ছেলে ভুলান গোচ একটা কাগচে ভুয়া উপাধি প্রদান করেন এবং সেকেও করিবার সময় কৌশলে বৃদ্ধ অঙ্গুলিও স্পর্শ করাইতে ত্রুটি করেন না। দুঃখের বিষয় জমিদার ও রাজগণের এ জ্ঞান থাকে না, যদি এ জ্ঞান থাকিত তাহা হইলে তাঁহারা ঐ টাকায় কল কারখানা করিয়া দেশের যথেষ্ট উপকার করিতে পারিতেন এবং অনেক দরিদ্র ব্যক্তিকেও প্রতিপালন করা হইত। তাঁহারা টাউনহলে এক বলে যে টাকা ব্যয় করেন ঐ টাকায় যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তির বিষয় করিয়া দেন, তাহা হইলেও তাহারা সাত পুরুষ প্রত্যহ তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া কত আশীর্ব্বাদ করে এবং দেশের লোকেও সহস্র বদনে তাঁহার যশ কীর্ত্তন করিতে থাকে। এপ্রকার দাতার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে মহাত্মা কৃষ্ণপান্তিকে স্মরণ হয়। কিন্তু কাকিনীয়ার ভূম্যধিকারী শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় এ ধাতুর জমিদার নহেন। ইঁহার বয়ঃক্রম ২৭। ২৮ হইবে। স্বদেশের উপকারার্থ ইঁহার দ্বারা অনেক গুলি সৎকার্য্য হইতেছে। ইনি পানাসক্ত কিম্বা ব্যভিচারাসক্ত নহেন। ইঁহার যত্নে কাকিনীয়ায় একটী সাধারণ পুস্তকালয় ও তাহার তত্ত্বাবধান জন্য এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। ইনি নিজ অর্থব্যয়ে একটী প্রেশ কিনিয়া “ রঙ্গপুরদিকপ্রকাশ ” নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রচার করিয়া থাকেন। ঐ পত্রের জন্য ইহাঁর সম্পাদক ও আর অনেকগুলি লোক প্রতিপালন হইতেছে। ইহাঁর দুইজন চিকিৎসক আছেন তাঁহারা সাধারণকে ঔষধাদি বিতরণ করেন। তদ্ভিন্ন একটী ইংরাজি ঔষধালয় ও একজন নেটিভ ডাক্তরও আছেন, এখানেও বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়। বালিকা বিদ্যালয়, ইংরাজি ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় এবং সংস্কৃত চতুষ্পাঠী অতিথি শালা, দেবালয় প্রভৃতিতেও অনেক লোক প্রতিপালিত হইয়া থাকে। আমোদ প্রমোদের জন্য একটী নাট্যশালা এবং ব্যায়াম শিক্ষার জন্য একটী ব্যায়াম বিদ্যালয়ও ইহাঁর যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইনি দিবসের প্রত্যেক অংশ বিভাগ করিয়া কার্য্য করেন, সামান্য মাত্র সময়ও অপব্যয় করেন না। বেশী সময় ইহাঁর বিদ্যা আলোচনাতেই অতিবাহিত হয় এবং রচনা শক্তি থাকাতে অবসর মত সঙ্গীত আদির রচনা করিয়া থাকেন। অনেকগুলি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদ পত্র ইনি গ্রহণ করিয়া রীতিমত পাঠ করেন এবং জমীদারি সম্বন্ধেও যাবতীয় কার্য্য স্বয়ং চক্ষে দেখেন। এপ্রকার মহোদয় ব্যক্তি কেন যে উচ্চতর উপাধি লাভে বঞ্চিত রহিয়াছেন বলা যায় না। যদি টাউনহলে বল ও সাহেবদিগকে খানাখাওয়াইবার জন্য উপাধি প্রাপ্ত না হইয়া থাকেন তবে তাঁহার সে উপাধি অপেক্ষা বর্ত্তমান উপাধি আমরা অতি আদরের বলিয়া বিবেচনা করি। তিনি এই উপাধিতেই দীর্ঘজীবী হইয়া দরিদ্র পালন করিতে থাকুন ঈশ্বরের নিকট আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণে এই মাত্র প্রার্থনা।

বশম্বদ
আপনার মুগ্ধবন্ধু
সংবাদদাতা।

---

মহাশয়! ১ লা ভাদ্রের সোমপ্রকাশে রাধাবিহারী বাবুর পত্রোত্তরে আপনার কতিপয় পংক্তি পাঠ করিয়া পরম সুখী হইয়াছি; কিন্তু এক স্থানে একটী সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি প্রবীণ, শাস্ত্রদর্শী ও জ্ঞানী পুরুষ, আপনি ভিন্ন ইহার সিদ্ধান্ত আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় না। বিশেষতঃ আপনার লিখিত বিষয়ের পোষকতা করিতে আপনই উপযুক্ত।

আপনি ৪ র্থ উত্তরে লিখিয়াছেন “ তিনি (ঈশ্বর) আমাদের হৃদয়ে যে এক কৃতজ্ঞতা পদার্থ দিয়াছেন তাহাই আমাদিগকে তাঁহার জানিবার চেষ্টায় ব্যস্ত করিয়া তুলে। যাবৎ তাঁহার উপাসনা ও আরাধনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়া না [illegible] তাবৎ হৃদয় কৃতজ্ঞতারূপ দুর্ব্বহ ঋণভারে অবনত হইয়া নিতান্ত সঙ্কুচিত ও মলিন হইয়া থাকে। তাঁহার আরাধনাদি করিলেই হৃদয় ভারমুক্ত ও উৎফুল্ল হয়। রাধাবিহারী বাবু! ক্ষণকাল ভাবিয়া দেখ সামান্য একজন উপ-

কার কর্ত্তার উপকার ঋণ পরিশোধার্থ চিত্ত কেমন ব্যাকুল হয়? ইহাই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কে? তাহা জানিবার প্রধান প্রয়োজন।” কিন্তু সম্পাদক মহাশয়! সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট কৃতজ্ঞতা দেখাইবার কোন হেতুই দেখিতে পাই না। যদি ঈশ্বর এই বিশ্বসৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার অবশ্যই কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। আমাদিগকে যে সৃষ্টি করিয়াছেন ইহাতে তাঁহারই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতেছে। আমরাতো “হে ঈশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি কর” এরূপ প্রার্থনা করি নাই। আমি যদি তাঁহারই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এখানে আসিয়া থাকি, তবে আমাকে রক্ষা করা অবস্থাগত সুখে স্বচ্ছন্দে বা দুঃখে রাখা তাঁহারই আবশ্যক, কেন না, তাহা না হইলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন ভিন্ন আমার কোন উপকারই নাই সুতরাং আমার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের কোন হেতু নাই।

মনে করুন আমি একটী কার্য্যালয়ে কর্ম্ম করি, প্রভু আমাকে ১০০ টাকা মাসিক বেতন দেন, কার্য্যের জন্য টেবিল, চেয়ার, দোয়াত কলম, কাগজ আদিও দিয়াছেন। আমি সুখে স্বচ্ছন্দে কার্য্য করিতেছি। এই বেতনের টাকার জন্য কি আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব? কখনই না, যদি এস্থলে আমাকে কৃতজ্ঞ হইতে হয় তবে আমি যে প্রভুর কার্য্য সাধন করিলাম এজন্য তাঁহারও আমার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। অন্যথা কাহারই কৃতজ্ঞতার প্রয়োজন নাই, কেন না শ্রম করিয়াছি তিনি বেতন দিয়াছেন। দোয়াত, কলম,, টেবিল, চেয়ার ত তাঁহারই কার্য্য সাধনের উপকরণ, তত্তাবৎ প্রাপ্ত হইয়াও আমি কৃতজ্ঞ হইতে পারি না। তদ্রূপ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনার্থ ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করিলেন আমি বায়ু জল অন্ন শরীরাদি যাহা কিছু প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাও তাঁহারই কার্য্য সাধনের উপকরণ স্বরূপ, তবে আমার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের প্রবলতর কারণ কি? প্রভুর কর্ম্ম শেষ হইলেই যেমন আমি কাগজ কলম আদি প্রভুর উপকরণ দ্রব্য কার্য্যালয়ে রাখিয়া গৃহে চলিয়া আসি তদ্রূপ মৃত্যুকালে আমি ঈশ্বরের উপকরণ তাবৎ দ্রব্যই এখানে রাখিয়া যাইব। তবে কি উপকারে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দেখাইব! মহাশয়! ঈশ্বর নিজ উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া যদি কেবল আমারই জন্য আমার কোন উপকার করিতেন তবে আমি অবনত মস্তকে অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতাম কিন্তু যখন দেখিতেছি যে তৃণ হইতে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত যাবৎ স্থাবর জঙ্গম পদার্থ তাহারাই আদেশ প্রতিপালন পূর্ব্বক তাঁহারই কার্য্য সাধন করিতেছে তবে তিনি নিষ্কাম উপকারী কায়? কেন তবে তিনি কৃতজ্ঞতার পাত্র (১) আমার এই সংশয়টী ভঞ্জন করিয়া সান্ত্বনা করুন।

মুঙ্গের অনুগত শ্রীঃ—

---

বিগত সপ্তাহের সোমপ্রকাশে “উদ্ভ্রান্ত যুক্তি” শীর্ষক একটী প্রস্তাব প্রকটিত হইয়াছে। প্রস্তাবটী এমনি অসার, যে প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন। তবে ঈদৃশ প্রবন্ধ পাঠেও কুসংস্কারাবিষ্ট মন অধিকতর কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইতে পারে বলিয়া লেখনী পরিচালনে বাধ্য হইলাম। স্বকীয় মত সমর্থনার্থ প্রস্তাব লেখক যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কতকগুলি চর্ব্বিত চর্ব্বণের উল্লেখ করিয়াছেন; তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন, “আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে দেখি নাই বলিয়া কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন না” বোধ হয় অনুমান শক্তির মূল কি, পত্রপ্রেরক আজিও তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। অনুমানের মূল প্রত্যক্ষ। যদি সৃষ্টি অবধি চিরকাল এরূপ দেখা যাইত, যে পিতা ব্যতিরেকে পুত্রোৎপত্তি সম্ভবপর, তাহা হইলে কখনই একজন মনুষ্য দেখিয়া অপরে তাহার পিতা অথবা পূর্ব্বপুরুষের অনুমান করিত না। জনকাভাবে সন্তানোৎপত্তি কখনও দৃষ্ট হয় নাই বলিয়াই লোকে জন্মদাতার অনুমান করে। পৃথিবীতে যদি অন্য কোন জন্তুর পদাঙ্ক, মনুষ্যের পদচিহ্ন সদৃশ হইত, তাহা হইলে কর্দ্দমোপরি পদাঙ্ক দর্শনে কেহই উহা মনুষ্যের পদাঙ্ক বলিয়া একবারে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিত না। সেইরূপ ঈশ্বরকে কেহ কখন ইহ অথবা অপর কোন জগত সৃষ্টি করিতে দেখিয়া আইসে নাই, সুতরাং তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ অনুমানও হইতে পারে না।

পাপ পুণ্য সম্বন্ধে লেখকের ভ্রমাত্মক সংস্কার দেখিয়া আমরা সত্য সত্যই যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি। মনুষ্য সামাজিক প্রয়োজন সংসাধনার্থ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে। যদ্দ্বারা সমাজের বিশৃঙ্খলা সাধিত হয় তাহাই পাপ, আর যাহাতে সামাজিক জনগণের সুখ সম্বর্দ্ধিত হয়, তাহাই পুণ্য। ঈশ্বরের অভাবে সামাজিক শৃঙ্খলার কোনও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং তাঁহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস কোনরূপ পাপ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। উপস্থিতি গ্রহণ করিয়া গ্রহীতা সম্মাননা অথবা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইলে দাতার অন্তঃকরণে যুগপৎ যেরূপ ক্রোধ ও দুঃখের আবির্ভাব হইয়া থাকে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে তিনিও আমাদিগের প্রতি সেইরূপ রুষ্ট অথবা অসন্তুষ্ট হইবেন, এ বিভীষিকায় আমরা ভীত নহি। আমরা আফ্রিকার উৎকট দারু নির্ম্মিত মূর্ত্তি অসভ্য বর্ব্বর নিগ্রো নহি, যে আজিও এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঈদৃশ প্রত্যাপেক্ষিতে আস্থা প্রদর্শন করিব।

শ্রীকৃষ্ণ বাবু যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার অনুবাদক লেখক নির্দ্দেশ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র তাহা আর মিথ্যা তবে

(১) জগদীশ্বর আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা প্রদান করিয়াছেন। কৃতজ্ঞতা আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। দয়া দাক্ষিণ্যাদি যেমন আমাদের সহজাত কৃতজ্ঞতাও সেইরূপ। পরের দুঃখ দেখিলে দয়ালু ব্যক্তির মনে যেমন বিকার উপস্থিত হয় অপরের কৃত উপকার লাভে কৃতজ্ঞতাও তেমনি উচ্ছলিত হইয়া উঠে। উপকর্ত্তা কি ভাবে কি অভিপ্রায়ে কোন অবস্থায় আমাদের উপকার করিলেন তৎকালে সে চিন্তার উদয় হয় না। উপকর্ত্তার কোন স্বার্থসিদ্ধির বাসনা আছে কি না, অথবা তিনি অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রার্থনা করেন কি না, বা তিনি অন্য উদ্দেশ্যসিদ্ধির অভিপ্রায়ে আমাদের উপকার করিয়াছেন কি না, সে বিচারের প্রয়োজন হয় না। সে বিচার করিয়া যে কৃতজ্ঞতার উদয় হয় সে নৈমিত্তিক, স্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতার কার্য এই অযাচিত উপকার লাভ আমাদিগকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিবে। বোধ কর তোমার দশ সহস্র টাকা ঋণ হইয়াছে, সেই ঋণের নিমিত্ত মহাজন তোমার বাটী ঘর বিষয় বিভব প্রভৃতি সমুদায় নিলাম করিতে উদ্যত হইয়াছেন, নিলামের আর তিন দিন বাকি আছে, সমুদায় বিক্রয় হইয়া গেলে, তুমি স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া কোথায় দাঁড়াইবে কিরূপে জীবিকা সম্পাদন করিবে তাহার কিছুই নিশ্চয় নাই। তুমি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছ। তোমার স্ত্রীপুত্রাদির নয়নযুগলে অবিরল জলধারা বহিতেছে। সকলে হা হুতাশ করিতেছে। এমন সময়ে কোন মহাত্মা তোমাকে দশ সহস্র টাকা পাঠাইয়া দিলেন এরূপ ভাবে দিলেন যে কে কোথা হইতে পাঠাইয়া দিয়াছে তুমি কিছু মাত্র জানিতে পারিলে না। সে দাতারও এমন অভিপ্রায় নয় যে তুমি বা অন্যে তাহা জানিতে পারে তুমি তাহার নিকটে চির কৃতজ্ঞ হইয়া থাক এবং তাঁহার কৃত উপকারের প্রত্যুপকার কর তাঁহার এ ইচ্ছা নয়। এ অবস্থায় তোমার মন কৃতজ্ঞতারসে উচ্ছলিত হইবে কি না? উপকর্ত্তা নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে দিয়াছেন এই বিবেচনা করিয়া তোমার মন কি পাষাণবৎ অদ্রবীভূত হইয়া তোমাকে এক জন পামর করিয়া তুলিবে? কৃতজ্ঞতা যদি স্বাভাবিক হইল ঈশ্বরের প্রতি আমাদিগের যে কৃতজ্ঞতা জন্মিবে সে বিষয়ে সংশয় কি, তিনি যে উদ্দেশে আমাদের সৃষ্টি করুন, তাঁহার লীলা খেলাই হউক, তামাসা দেখাই হউক, সৃষ্টির আর কোন গূঢ় উদ্দেশ্য থাকুক, সে বিচারের আমাদের প্রয়োজন হয় না। আমরা তাঁহা কৃত নিত্য উপকার ভোগ করিতেছি। তিনি শস্য দিয়া আমাদের জীবন রক্ষা করিতেছেন। সুখ সামগ্রী দিয়া আমাদিগকে সুখি করিতেছেন তিনি সকল বিষয়েরই এইরূপ উপায় করিয়া দিয়াছেন আমরা কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিয়া লইলেই আমাদের সমুদায় অভাব পূরণ করিতে পারি। যাঁহা হইতে আমরা এ অসংখ্য অসীম উপকার লাভ করিতেছি তাঁহার প্রতি আমাদের মন কি স্বতঃ কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইবে না? স।

প্রয়োজন [illegible] শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, শ্রীরাধিকা বলিয়াছেন, "বলিলাই বিশ্রাম লও ইত্যাদি।" শ্রীকৃষ্ণ বাবু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রমাণ কি না তাহা বিতর্ক যুক্তির অনুমোদনীয় কি না, তৎসম্বন্ধে আমাদিগের কিছুমাত্র বক্তব্য নাই। কিন্তু লেখককে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারাও কি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহেন? বেদে বলিয়াছে, উপনিষদে বলিয়াছে, কোরাণে বলিয়াছে, বাইবেলে বলিয়াছে, অথবা চৈতন্য বলিয়াছেন, নানক বলিয়াছেন, ঈশা বলিয়াছেন, মুষা বলিয়াছেন, মহম্মদ বলিয়াছেন, রামমোহন রায় বলিয়াছেন, বলিয়াই কি তাঁহারা ঈশ্বর পূজায় নিবিষ্ট নহেন? তাঁহারা স্বয়ং কি কখনও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকৃত কি অপ্রকৃত? যদি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিচার স্থলে কথায় কথায় শাস্ত্রের দোহাই কেন? ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের কি ইন্দ্রিয়হীন, তাহা আমরা জানি না। তবে এতৎসম্বন্ধে উভয়ের উক্তিই যে সত্য হইতে বহুদূরে ব্যবহিত, তাহা আমাদিগের পূর্ব্ব লিখিত প্রস্তাব নিচয়ে সম্যক প্রদর্শিত হইয়াছে।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীরাজবিহারী দাস।

## একাদশীর ব্যবস্থা।

আপনার গত সোমবারের পত্রে একাদশীর ব্যবস্থা সম্বন্ধে এক খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় উভয় পক্ষ বাদী প্রধান প্রধান জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতদিগকে আনাইয়া গণনা পূর্ব্বক এই ব্যবস্থা স্থির করা হইয়াছে যে আগামী ৩১ এ ভাদ্র বুধবার একাদশীর উপবাস হইবে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্ণয় পত্র মহারাজ শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সত্বর প্রকাশ করিবেন। বলা বাহুল্য যে তাঁহারই যত্নে এই নির্ণয় হইয়াছে।

সংস্কৃত কলেজ
১৫ ই ভাদ্র ১৮০২। } শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

## একাদশীর ব্যবস্থা।

মহাশয় এবারকার এক একাদশী লইয়া বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, আমরা এতকাল পর্য্যন্ত ইহার কোন [illegible] করি নাই সুতরাং বিশেষ মনোযোগ হয় নাই মধ্যে মধ্যে এরূপ ঘটনা হইয়া থাকে, কিন্তু [illegible] প্রভৃতি কোন গোল হয় না। [illegible] নির্বিবাদে সমাধান হইতেছে না। [illegible] তাহার একবার [illegible] হইতে যাহাতে সৎ [illegible] পত্রাদি এস্থানে আসিতেছে। আমরা একান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া সদ্ব্যবস্থা বুভুৎসু জন সাধারণের গোচরার্থ মহাশয়ের পত্রিকাস্থ করিলাম। মহাশয় পত্র খানি প্রকাশ করিয়া আর্য্যগণের যথোচিত উপকার সাধন করিবেন। অদ্য যে উদ্দেশে আমরা একথার অবতারণা করিতেছি তাহা এই। আগামী ৩০ এ ভাদ্র মঙ্গলবার প্রাতে দশমী ১ পল মাত্র কোন পঞ্জিকায় লিখে কোন কোন পঞ্জিকাতে তাহাও নাই, এস্থলে একাদশীর উপবাস কোন দিবসে হইবে? যদি দশমীর সত্তা স্বীকার করা যায় তবে স্মার্ত্তমতানুযায়িদিগের শুদ্ধ দ্বাদশীতে অর্থাৎ পর দিবসে উপবাস বিধি হয়। আর যদি দশমী না থাকে তবে একাদশীর উপবাসাদি সমুদায় কার্য্য ঐ দিবসে অর্থাৎ ৩০ এ তারিখে করিতে হয়। স্থূল দশমীবিদ্ধা একাদশী উপবাসে কোন রূপেই গ্রাহ্য নহে বলিয়া মহান সংশয় উপস্থিত। বর্ত্তমান গোলযোগটী কেবল গৌড়প্রদেশে অর্থাৎ বাঙ্গালায় হইয়াছে, এতৎ প্রদেশে কোন গোল নাই, যেহেতুক এতদ্দেশের তিথ্যাদিমান ওদেশ অপেক্ষা ন্যূন হইয়া থাকে সুতরাং এস্থানে একাদশীর ব্রত পূর্ব্ব দিবসে হওয়ার পক্ষে কোন বিবাদ নাই। এক্ষণে প্রকৃত পক্ষে কি হইবে প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে বিষয়টী যে প্রকার জটিল তাহাতে সহজে মীমাংসিত হইবার নহে, এরূপ স্থলে পূর্ব্বাচার্য্যদিগের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা সন্দিগ্ধ বিষয়ে স্ফুটগণনাকে যথার্থরূপে গ্রহণ করিয়াছেন আজি আমরাও স্ফুটগণাবলম্বন করিলাম। তাহাতে সূর্য্য চন্দ্র ঐক্য করাতে দশমীভুক্ত তিথি আসিতেছে। ফলে ৩০ এ তারিখে সূর্য্যোদয় কালীন স্ফুটগণনাতে দশমী স্থিতি আদৌ নাই বলিয়া নিশ্চিত বোধ হইল। কএক পল রাত্রি সত্বেই দশমী নিবৃত্তি এবং একাদশীর প্রবৃত্তি হইয়াছে। অতএব আমাদিগের মতে ৩০ তারিখে একাদশীর উপবাসাদিকৃত্য হইবে সংশয় নাই। ইহা কেবল স্বমত বিজৃম্ভিত নহে, এতদ্দেশীয় জ্যোতির্বিৎ অন্যান্য পণ্ডিত মহাশয়ের অনুমত এবং অনুমোদিত। ইহাদিগের একতা সাহায্য অনুমতি প্রাপ্ত না হইলে এরূপ ধর্ম্মসঙ্কোচ ব্যাপারে লেখনী চালনে সামর্থ্য হইত না। বিজ্ঞগণের বিজ্ঞাপনার্থ রবি চন্দ্র স্ফুট এবং তাহার ভুক্তি গণনা নিম্নে প্রকাশিত হইল, মহোদয়গণ দৃষ্টি করিবেন, যথা—৩০ এ ভাদ্র মঙ্গলবারে ঔদয়িক স্ফুট গৌড়ে সিদ্ধান্ত রহস্যে॥

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| স্ফুটরবিঃ | ৪। | ২৯। | ২। | ২৬। | ২৯ |
| স্ফুটচন্দ্রঃ | ৮। | ২৯। | ৭। | ২৫। | ১৯ |
| রবিস্ফুট ভুক্তিঃ | ৫৮। | ৩০ | | | |
| চন্দ্রস্ফুট ভুক্তিঃ | ৮৫৬। | ৪৬ | | | |

উক্ত স্ফুট হতে বিলক্ষণ উপলব্ধি হইতেছে যে রাত্রি ২২ পল থাকিতে দশমী ত্যাগ হইয়াছে।

শ্রীজয়রাম দেবশর্ম্ম
শ্রীজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মণোঃ } বারাণসী। শকঃ ১৮০২ ১৫ ই ভাদ্র।

---

"ঈশ্বরসিদ্ধি" দ্বিতীয় প্রস্তাব।

আমরা ১৯ এ শ্রাবণের সোমপ্রকাশে শ্রীযুক্ত রাজবিহারী বাবুর অবলম্বিত নিরীশ্বর সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়া অতি গভীর ন্যায়দর্শনের যুক্তিপরম্পরা দ্বারা "ঈশ্বর সিদ্ধি" সপ্রমাণ করিয়াছিলাম। এবার কার ১৫ ই ভাদ্রের সোমপ্রকাশে উক্ত রাজবিহারী বাবু তদুত্তরে নানাপ্রকার গোলযোগ করিয়া আর একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম পত্রখানি তিনি অবিকল বঙ্গদর্শন হইতে নকল করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, এবার বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন ও ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় হইতে, কেবল "সাহায্য" নয়, কিন্তু অবিকল কতক কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু নিজ পত্রে তাহার কোন চিহ্ন মাত্র প্রদর্শন করেন নাই। কেবল শেষে বলিয়াছেন যে উক্ত গ্রন্থ সমূহ হইতে তিনি "বিস্তর সাহায্য" পাইয়াছেন, ইহা না লিখিলেও আমরা জানিতে পারিতাম। এঁর ওঁর ধারকরা কথা তুলিয়া বিচার কেন? নিজের বুদ্ধি, যুক্তি ও অন্যের প্রমাণ লইয়া আসুন। যাক্। এবার তিনি কেবল ঈশ্বর সম্বন্ধে নয় কিন্তু জীবাত্মা ও পরলোক সম্বন্ধেও কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। শেষোক্ত দুই বিষয় নিতান্ত জ্ঞাতব্য হইলেও প্রথমোক্তটীর সিদ্ধান্ত না বুঝিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় আশ্রিত বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করা ন্যায়সঙ্গত বোধ হয় না। তিনি যেমন তাঁহার লিপিখানি দুই তিন খানি মাসিকপত্রিকা হইতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আমরা অনুরোধ করি আত্মা ও পরলোক সম্বন্ধে সংবাদপত্রে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা দুইখানি ইংরাজী দর্শন শাস্ত্রের নাম উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। তদালোচনার পর, রাজবিহারী বাবু তাঁহার উদ্ধৃত মতগুলি যদি পরিবর্ত্তন করিতে না চান, তাহা হইলে আমরা তাহা সাধ্যানুসারে খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইব। প্রাগুক্ত গ্রন্থ দুই খানি "হামিল্টন" অথবা "ব্রাউন্স" ফিলসফি এবং এম, কুষের "ইন্টিটিউশন" এই পুস্তক কয়েকখানি অতি উপাদেয় এবং অতীব যত্নসহকারে আত্মজিজ্ঞাসু মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। রাজবিহারী বাবু লিখিয়াছেন "যত লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, তত সংখ্যক অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক পৃথিবীতে নাই।" তিনি যেমন [illegible]

কথাটী লিখিতে সাহসী হইলেন, আমরা ত বুঝিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। উক্ত কথাগুলির প্রমাণ কি? এটী কি তাঁহার নিজ অনুমান প্রমাণ, না কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ সাপেক্ষ? আমরা ত ডাক্তার হার্ট প্রণীত ( Outline History of Churcla ) নাম গ্রন্থে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা যেরূপে সঙ্কলিত হইয়াছে দেখিতে পাই, তাহা পাঠকগণের বিদিতার্থ নিম্নে প্রকটিত করিয়া দিলাম।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীর | সংখ্যা | ৪০৭৭৩৭৭৭৯ |
| ২। | বৌদ্ধ ঐ | ঐ | ৩৪০০০০০০০ |
| ৩। | মুসলমান ঐ | ঐ | ২০০০০০০০০ |
| ৪। | হিন্দু ( ব্রাহ্মণ ) | ঐ | ১৭৫০০০০০০ |
| ৫। | ইহুদি | ঐ | ৭০০০০০০ |
| ৬। | কনফিউসস | ঐ | ৮০০০০০০০ |
| ৭। | অন্যান্য | ঐ | ১৭৮০০০০০০ |

এ প্রমাণানুসারে রাজবিহারী বাবুর সিদ্ধান্তটী ভুল হইতেছে। তাঁহার আরো জানা উচিত যে তিনি যে বৌদ্ধধর্ম্মের গায়ে ঠেশ দিয়া এবার দণ্ডায়মান হইয়াছেন, সিংহল দ্বীপে ঐ আদি বৌদ্ধের দন্তের পূজা হইয়া থাকে!!

রাজবিহারী বাবু লিখিয়াছেন "বিশুদ্ধ বুদ্ধি, তত্ত্ব লাভের একমাত্র সোপান।" আমরা বলি বিশুদ্ধ বুদ্ধি তত্ত্ব লাভের "একমাত্র" নয় কিন্তু একটী "সোপান" হইতে পারে। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানই প্রকৃত তত্ত্ব লাভের উপায়। বুদ্ধিতে ও জ্ঞানেতে অনেক তারতম্য আছে। "তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" প্রকৃত জ্ঞান দ্বারাই ধীর ব্যক্তিগণ তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারেন। আরো দেখুন শুদ্ধাচার চাই, "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" জ্ঞান শুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধসত্ব ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া সেই পবিত্র স্বরূপকে উপলব্ধি করেন। "বুদ্ধিবিচার" দ্বারা জ্ঞান উজ্জ্বল হইতে থাকে মাত্র। এবং সেই জ্ঞান যখন প্রকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখনই শ্রেয়, প্রেয়, বিবেচিত হইয়া থাকে। দর্শনকারগণ জ্ঞানকে আবার "অনধিগত" ও অবাধিগত" " অবগাহী ব্যবসায়াত্মক" ইত্যাদি নানা সংজ্ঞা দিয়াছেন, সে সমস্তের এখানে উল্লেখ করা বোধ হয় প্রয়োজনাভাব।

রাজবিহারী বাবু লিখিয়াছেন "চারি ভূতের সংযোগে চৈতন্য উৎপন্ন হয়"। তবে আর ভাবনা কি? তাহা হইলে ঐ সূত্রকারের মৃত্যু হইত না। তাঁহার জন্ম কালে যে চারিভূত তাঁহার দেহকে আশ্রয় করিয়াছিল, তাঁহার মৃত্যু কালেও তাহার কিছুই বিভিন্নতা হয় নাই, তবে "চৈতন্য" তাঁর কোথায় গেল? আর কেনই বা গেল? এবং ঐ "ভূতের সংযোগ" কে করিল? আমরা রাজবিহারী বাবুকে পূর্ব্বেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম এবারও করিলাম একবার অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ প্রশ্নটীর উত্তরদান করুন। পঞ্চভূতের "সংযোগেই" যদি আত্মা হইত, তাহা হইলে ইষ্টক এ প্রস্তরের আত্মা বা চৈতন্য নাই কেন? রাজবিহারী বাবু কুম্বের প্রচারিত মস্তিষ্কতত্ত্ব আশ্রয় করিয়া যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তদুত্তরে এই মাত্র বক্তব্য যে "যখন দেহের কল ভাঙ্গিয়া" যায় তখন নরকপালে স্নায়ুমণ্ডল ও মস্তিষ্ক অধিকৃত থাকিলেও "চৈতন্য বা আত্মা কোথায় যায়? এবং দেহের "কল" ভাঙ্গেই বা কে? এ মতটী কতকটা আদৃত হইতে পারিত যদি সকল দেহীর মৃত্যু একটী নির্দ্দিষ্ট কালে হইত। কিন্তু মৃত্যুর কিছুই কাল নির্দ্দেশ নাই। পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পক্ষী উড়িবার জন্য সদাই ব্যস্ত। একবার মৃত্যু হইলে যখন কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা তাহাতে জীব উপস্থিত হইতে পারে না তখন আত্মার স্বদেশ হইতে তাহাকে চিরপ্রবাসী করিয়া রাখিবার প্রয়াস নিতান্ত বালকতা মাত্র।

রাজবিহারী বাবু লিখিয়াছেন "আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভার্থে কোন ইন্দ্রিয়ের প্রমাণ নাই, সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধি হইবে না"। কি চমৎকার যুক্তি! তুমি আছ, এর প্রমাণ তুমি স্বয়ং ভিন্ন আর কি প্রমাণ চাও? আমি চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি ইহার প্রমাণ আমি স্বয়ং। চক্ষু দ্বারা আমি দেখিতেছি বলিয়া যে আমি আছি তাহা নয়, কিন্তু আমি আছি বলিয়াই, আমি চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি। এই প্রমাণকে আত্মপ্রত্যয় বলে। মনও আত্মার একটী ইন্দ্রিয় বিশেষ, তাহা পূর্ব্ব পত্রে লিখিত হইয়াছে, এই বাহ্যেন্দ্রিয়ক্রিয়াতীত মনন ক্রিয়া আত্মা দ্বারা সম্পন্ন হয়, কিন্তু তথাপি ঐ সূক্ষ্ম মনন ক্রিয়াও আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ নহে। আত্মা আছে বলিয়াই মন মস্তিষ্ক ও স্নায়ুরূপ যন্ত্রসংযোগে যন্ত্রীর ন্যায় চিন্তাদি কার্য্য করিয়া থাকে। পরন্তু মন আত্মার অন্তশ্চক্ষু মাত্র। শুনুন কত পুরাতন শুক্ল যজুর্ব্বেদে মহর্ষিগণ (বৌদ্ধ বা কপিল যাহা পড়িয়া জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাত) কি চমৎকার সত্য গান করিয়া গিয়াছেন।

"অথ যো বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা, মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ"

যে জানিতেছে আমি মনন করিতেছি, সেই আত্মা, মন যে সে ইহার দেব চক্ষু, ইহার অন্তশ্চক্ষু। আত্মাই মন দ্বারা অন্তরে দেখে। তাই বলি "একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং" যদি প্রাণ জুড়াইবার ইচ্ছা হয় তবে প্রাণারামে যাও! প্রাণ দিয়া দেখ" হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।

তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদো বিদুঃ" (মুণ্ডকোপনিষৎ) অর্থাৎ। যাঁহারা স্বীয় আত্মাকে জানেন, তাঁহারা আত্মরূপ উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল, নিরবয়ব জ্যোতির জ্যোতি শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন।" তাই বলি রাজবিহারী বাবু! অগ্রে আমাদের আত্মজিজ্ঞাসু হওয়া উচিত। আত্মজিজ্ঞাসু না হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হওয়া নিতান্ত বিড়ম্বনা মাত্র।

পূর্ব্ব পত্রে রাজবিহারী বাবু "আপ্ত" উপদেশ মানিয়াছিলেন, এবার মানেন নাই, অপরাধ যদি "বঙ্গদর্শন" ইত্যাদি সামান্য মাসিক কাগজের মত "আপ্ত বাক্য" হইতে পারে তাহা হইলে ব্রহ্মপ্রাণ মহর্ষিদের বাক্য, রাজবিহারী বাবু! কি দোষে পরিত্যাগ করিতেছেন?

আপনাকে হারাইয়া যদি কেবল বিজ্ঞান দর্শন আলোচনায় সেই দুর্লভ বস্তু লাভ হইত, তাহা হইলে ভাবনা ছিল না। আলোচ্যকে না জানিয়া আলোচনা করা কি নিতান্ত হাস্যাস্পদ নহে?

এক সময়ে বিজ্ঞানবিৎ মহর্ষিগণ বিজ্ঞানানন্দে উন্মত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন বটে যে "বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং"।

অর্থাৎ বিজ্ঞান যাঁহার সারথি ও মনোরূপ রশ্মি যাঁহার বশীভূত, তিনি সংসার পার প্রাপ্ত হন এবং সর্ব্বব্যাপী পর ব্রহ্মের পরম স্থানে প্রবেশ করেন (কঠোপনিষৎ)

কিন্তু যখন আরো অধ্যাত্মযোগে তাঁহারা উন্নত হইলেন, তখনি অমনি মুক্ত কণ্ঠে নাচিয়া নাচিয়া ব্রহ্মনামে গাহিতে লাগিলেন,—যে "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো, যং বিজ্ঞানং ন বেদ, যস্য বিজ্ঞানং শরীরং, যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ," (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)

অর্থাৎ—যিনি বিজ্ঞানে আছেন, যিনি বিজ্ঞান হইতে অন্তরে আছেন, বিজ্ঞান যাঁহাকে জানে না, বিজ্ঞান যাঁর শরীর, যিনি বিজ্ঞানের অন্তরে আছেন সেই আত্মাই অন্তর্যামী অমৃত স্বরূপ, তাঁহাকেই উপলব্ধি কর। বিজ্ঞান কোষ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া উক্ত মহর্ষিরা প্রাণ ভেদ করিয়া নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। অদ্যাপি এমন কোন "বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত" জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি উক্ত মহাত্মাকে খণ্ডন করিতে সাহসী হইয়াছেন। এই স্থানেই তিনি "আনন্দরূপং" স্বরূপে প্রকাশিত

হইয়া বিজ্ঞানের দর্প চূর্ণ করিয়া মনুষ্যের অপূর্ব্বত্ব প্রতিপাদন করিলেন।

জামালপুর } শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়।
৩১ এ আগষ্ট }

# সোমপ্রকাশ।

## ২২ এ ভাদ্র সোমবার।

এবার আমরা একাদশীর ব্যবস্থা সম্বন্ধে দুই খানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। একখানি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের লিখিত, দ্বিতীয় খানি কাশীর শ্রীযুক্ত জয়রাম বেদান্তবাগীশ ও তাঁহার ভ্রাতার লিখিত। দুই খানিই আমরা প্রেরিত স্থলে প্রকাশ করিলাম। পাঠকগণ দর্শন করিবেন।

আমরা একান্নবর্ত্তিতা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম, তদ্বিষয়ে আমাদের হুগলীর সংবাদদাতার ভ্রম দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। আমরা ভগবতী বাবুর স্বপক্ষ ও নববিভাকরের বিপক্ষ হইয়া সে প্রস্তাব লিখি নাই। একান্নবর্ত্তিতার বর্ত্তমান অবস্থার স্বরূপ বর্ণন করাই তাহার অভিপ্রেত। আমাদের সংবাদদাতা নিশ্চয় জানিবেন, কোন প্রস্তাবই কাহার স্বপক্ষ বা বিপক্ষ ভাব অবলম্বন করিয়া সোমপ্রকাশে লিখিত হয় না। অনেকের ভ্রম আছে একান্নবর্ত্তিতার প্রভাবে ভারতে অলস ও অপদার্থের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এই ভ্রমভঞ্জনার্থই আমরা উক্ত প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছিলাম। ভারতে অপদার্থের সংখ্যা অধিক বলিয়াই একান্নবর্ত্তিতার এত প্রাদুর্ভাব। আত্মাভিমান উহার একটী সহকারী কারণ। ফলতঃ একান্নবর্ত্তিতা অপদার্থ সংখ্যা বৃদ্ধির মূল নয়, অপদার্থ সংখ্যাই একান্নবর্ত্তিতার মূল।

### সার আসলি ইডেন সাহেবের একটী মহৎ গুণ।

আমরা বর্ত্তমান লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন সাহেবের একটী মহৎ গুণ দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এদেশীয় ধনীরা বিবাদ বিসংবাদ করিয়া কিম্বা বাসনাসক্ত হইয়া উৎসন্ন না যান তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। আমরা শুনিয়াছি তিনি কয়েক জন ভূম্যধিকারী ধনী যুবককে হিতোপদেশ দিয়া এবং [illegible] প্রদর্শন করিয়া সুপথে আনয়ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সম্প্রতি বেহারে গিয়াছিলেন। [illegible] মহারাজের তাঁহার [illegible] সহিত যে বিবাদ ছিল, তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। কুমার রামেশ্বর একটী পরগণা পাইয়াছেন। খরচ খরচা বাদ তাহার উপস্বত্ব এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। আর তিনি দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ পাইয়াছেন। এরূপ বন্ধুতা করাই সুরাজার কর্ত্তব্য। ধনবৃদ্ধি নামে বণিক বাণিজ্য করিতে গিয়া নৌকা ডুবিয়া মারা পড়িলে অমাত্য রাজা দুষ্মন্তকে জানাইলেন, সে ব্যক্তির অনেক কোটি টাকার সম্পত্তি আছে, তাহার সন্তান নাই। অতএব সমুদায় ধন মহারাজের হইল। এই কথা শুনিয়া রাজা দুষ্মন্ত অতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রতিহারীকে কহিলেন, এ ব্যক্তি ধনী, বোধ হয় ইহার অনেক পত্নী আছে, তাহার মধ্যে কেহ গর্ভবতী আছে কি না তাহার সন্ধান কর। সে বলিল, শুনিয়াছি সাকেতপুরের শ্রেষ্ঠীর কন্যার সম্প্রতি পুংসবনক্রিয়া হইয়াছে। রাজা বলিলেন তবে সেই গর্ভস্থ সন্তান পৈতৃক ধনের অধিকারী হইবে। এই কথা অমাত্যকে গিয়া বল। অথবা সন্তান আছে না আছে এ কথায় প্রয়োজন নাই।

যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
স স পাপাদৃতে তাসাং দুষ্মন্ত ইতি ঘুষ্যতাং॥

প্রজারা যে যে স্নেহবিশিষ্ট বন্ধু (পিতৃ ভ্রাত্রাদি) দ্বারা বিয়োজিত হইবে, দুষ্মন্ত প্রজাদিগের সেই সেই বন্ধু এই ঘোষণা করিয়া দাও। অনেক লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর, গবর্ণর ও গবর্ণর জেনরলের এগুণ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

### বিবাহার্থিনী হিন্দু বিধবাগণের সাহায্যার্থ সভা।

সম্প্রতি এই নামের একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার কার্য্যপ্রণালী সূচক একখানি পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহা এই—যে সমস্ত হিন্দু বিধবা বিবাহার্থিনী হইবেন এবং পরস্পর পরিচিত যে সকল পুরুষ তাঁহাদিগের পাণিগ্রহণার্থী হইবেন তাঁহারা সভাকে জানাইলে সভা তাঁহাদের বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিবার ভার গ্রহণ করিবেন। ইহাই সভাস্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই, এই বিবাহ শাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইবে, এবং যাঁহারা বিবাহ করিবেন, সাধ্যানুসারে তাঁহাদের সাহায্যদান করা হইবে।

লাহোর, আগরা, কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে এই সভার অধীনে এক এক জন সেক্রেটরী থাকিবেন। তাঁহাদের নিকটে দুটী রেজেষ্টরী থাকিবে। যে সকল বিধবা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হউক, আর কর্ত্তৃপক্ষদ্বারা হউক, বিবাহ করিবার ইচ্ছা সভাকে জানাইবেন, তাঁহাদের নাম ও বিশেষ বিবরণ একটী রেজেষ্টরীতে লিখিত থাকিবে। আর যে সকল পুরুষ বিবাহ করিবার বাসনা করিবেন, তাঁহাদের বিবরণ দ্বিতীয় রেজেষ্টরীতে লিখিত হইবে। ঐ দুটী রেজেষ্টরী কাহাকে দেখান হইবে না, এবং রেজেষ্টরীতে যে সকল ব্যক্তির নাম লিখিত হইবে, তাহাও কাহাকে জানান হইবে না। কেবল যে সকল ব্যক্তি বিবাহের সাহায্যকারী বলিয়া সপ্রমাণ হইবেন, তাঁহাদিগকেই জানান হইবে।

যে সকল ব্যক্তি কোনরূপে বিধবা বিবাহের সাহায্য করিবেন, তাঁহারা এই সভার সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন। সেক্রেটরীদিগের নিকটে সভ্যদিগের নামের দুটী ফর্দ্দ থাকিবে। প্রথম, যেসকল সভ্যের নিজ নাম প্রকাশের আপত্তি নাই, প্রথম ফর্দ্দে তাঁহাদের নাম থাকিবে। আর যাঁহাদের নাম প্রকাশের আপত্তি থাকিবে, দ্বিতীয় ফর্দ্দে তাঁহাদের নাম লিখিত হইবে।

আপাততঃ নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ উল্লিখিত সভার সেক্রেটরী মনোনীত হইয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী—লাহোর।
বাবু শিবচন্দ্র সেন—অমৃতসর।
বাবু নবীনচন্দ্র রায়—আগরা
বাবু হরগোপাল সেন—গবর্ণমেণ্ট কলেজ
স্কুলের শিক্ষক—বারাণসী
নারায়ণ হেমচাঁদ—রক্ষগ্রাম মন্দি—মধ্যপ্রদেশ
নিমার।

বিবাহার্থী যেসকল বিধবা ও যে সকল পুরুষ এই সভার সাহায্য লাভের বাসনা করিবেন, এবং যে সকল ব্যক্তি হিতৈষণা-প্রেরিত হইয়া এ বিষয়ে সাহায্য দানে উৎসুক হইবেন, তাঁহাদিগকে আগ্রহ সহকারে জানান যাইতেছে যে, তাঁহারা নিজ নিজ নাম ও অভিপ্রায় উপরি লিখিত সেক্রেটরীদিগের মধ্যে যাঁহার নিকটে হয় লিখিয়া পাঠাইবেন।

এই সভা বিবাহবিষয়ক আচার ব্যবহারের সংস্করণ চেষ্টা এবং বিভিন্ন জাতীয়ের পরস্পর বিবাহের উৎসাহ দানও করিবেন। অতএব যে সকল বিবাহার্থী ব্যক্তি স্বজাতিতে অথবা ভিন্ন জাতিতে বিবাহ করিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া কোন্ জাতিতে বিবাহ করিবেন তাহার উল্লেখ করেন।

এই অনুষ্ঠানটী দেখিয়া আমাদের মনে হইতেছে ভারত একেবারে নির্জ্জীব হয় নাই। আমাদের যুবকেরা সমাজের উন্নতি উন্নতি করিয়া ঘোর আন্দোলন করিয়া বেড়ান, কিন্তু কিসে যে সে উন্নতি হয়, সে পথ অন্বেষণ করেন না, এবং সে পথের পথিকও হন না। সমাজে বাল্য-বিবাহ ও

বহু-বিবাহ প্রভৃতি যে সকল মারাত্মক দোষ আছে বিধবার অবিবাহ সে সমুদায়ের মধ্যে অধিকতর অনিষ্টকর। এই সকলের সংশোধন না হইলে সমাজের উন্নতি হইবার কি সম্ভাবনা আছে? সমাজের উন্নতি সাধন দুই এক ব্যক্তির চেষ্টায় হইবার সম্ভাবনা নাই। ঐ সকল দোষের সংশোধন না হওয়াতে সমাজের যে কি ভয়ঙ্কর অনিষ্ট ঘটিতেছে, যাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই উচিত, কায়মনোবাক্য ও কার্য্য দ্বারা সকলে সমবেত হইয়া উহার সংশোধন চেষ্টা পান। বিধবা বিবাহ প্রচলিত না হওয়াতে যে কি ঘোর অনিষ্ট ঘটিতেছে, যাঁহাদের বাটীতে বিধবা আছে, তাঁহারাই প্রায় অহরহঃ সেই অনিষ্ট প্রত্যক্ষ করিতেছেন। কত শত ভ্রূণ হত্যা হইতেছে। কতশত পবিত্র কুল কলঙ্কিত হইতেছে। এখন সমাজে সকল বিষয়েই প্রায় রীতিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। পূর্ব্বকার বিধবারা যতির মত আচার করিত, হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিত, পাছে পুরুষ দর্শন ও সংসর্গাদি ঘটে এই নিমিত্ত উৎসবাদি দর্শনে নিবৃত্ত থাকিত। এক্ষণে সে সমুদায়ের বিপর্য্যয়। হবিষ্যান্ন দূরে প্রস্থান করিয়াছে। এক্ষণে নিত্য তেজস্কর দ্রব্য ভোজন করা হয়, পরপুরুষ দর্শন ও সংসর্গ হইবে বলিয়া উৎসব দর্শনে অতিশয় অনুরাগ। এ অবস্থায় দুর্ব্বার নিসর্গ বিকার দমন হইবার সম্ভাবনা কি? বিধবাদিগের আর একটী মহান উপসর্গ ঘটিয়াছে। পিতা মাতা সোহাগ করিয়া মেয়েকে লেখাপড়া শিখান। যাহাতে অন্তঃকরণে ঔদার্য্য মনস্বিতা তেজস্বিতা কর্ত্তব্যজ্ঞান ও পাপে ঘৃণা জন্মে, সেরূপ লেখা পড়া শিক্ষা হয় না, সামান্য শিক্ষা হয় এই মাত্র। অল্প শিক্ষা যে কি প্রকার বিপদের কারণ, আলেকজাণ্ডার পোপ একটী কবিতার দুটী চরণ দ্বারা তাহা বিলক্ষণরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। আলেকজাণ্ডার পোপকেই বা প্রমাণ করিতে হইবে কেন, অনুভবশালী ব্যক্তিরা তাহা নিত্য অনুভবও করিতেছেন। যে সকল স্ত্রীলোক অল্প মাত্র লেখা পড়া শিখে, তাহাদের প্রধানতঃ দুটী দোষ জন্মে। প্রথম, আদিরসপ্রধান বিদ্যাসুন্দরাদি গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্তি হয়, সেই সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া নিদ্রিতপ্রায় মনোবিকার সকল প্রোবুদ্ধ হইয়া উঠে। দ্বিতীয়, সামান্যরূপ লেখা পড়া শিখিয়া সামান্যরূপ পত্র লিখিবার ক্ষমতা জন্মে। ঐ শক্তির এই ফল হয়, মন্মথ-লেখন প্রেরণ করিয়া অভিলষিত ব্যক্তিকে সংকেত স্থানে আনয়ন করা হয়।

এই সকল অনিষ্ট দর্শন করিয়া কি আজিও বিধবাবিবাহে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা হইবে? অনিষ্ট দর্শন করিয়াও তাহার প্রতিকার চেষ্টা না পাওয়া নিতান্ত কুসংস্কারাবিষ্টের কাজ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার চেষ্টা পান, যদি শিক্ষিতেরা তৎকালে জড়বৎ ও উদাসীনবৎ ব্যবহার না করিয়া সজীবতা প্রদর্শন পূর্ব্বক অকপট-হৃদয়ে তাঁহার সহায়তা করিতেন, এতদিন বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইয়া উঠিত। যাহা হউক দ্বিতীয় অবসর উপস্থিত, শিক্ষিতেরা অনুকূলতা প্রদর্শন করিয়া এ অবসরটীও যেন পরিত্যাগ না করেন। তাঁহারা অন্তরের সহিত উক্ত সভাস্থাপকদিগের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করুন।

---

### ভারতবাসীর পক্ষে একটী বিড়ম্বনা।

এদেশে একটী প্রবাদ আছে "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলু খাগড়ার প্রাণ যায়" অনেক স্থলে বড় লোকের পরস্পর বিরোধে নিরীহ নিরুপায় দুর্ব্বল ব্যক্তির অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। কতকগুলি লোক এক স্থানে বসিয়া আছে, কথায় কথায় বিবাদ উপস্থিত হইল, কতকগুলি এক দিকে আর কতকগুলি আর এক দিকে হইয়া দুই দল হইল। দুই দলে দাঙ্গা আরম্ভ করিল। পার্শ্বে এক গরিবের এক খানি চালা ছিল, উভয় দলে তাহা ভাঙ্গিয়া তাহার বাঁশ লইয়া মারামারি করিতে লাগিল। জয় পরাজয় যেরূপ হউক, গরিবের পক্ষে বিষম বিড়ম্বনা ঘটিল, সে যে কোথায় রাঁধিয়া খায়, রাত্রিতে কোথায় শয়ন করে, ভাবিয়া অস্থির হইল।

ভারতবাসীর সিবিলসরবিস সম্বন্ধে সেইরূপ বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে। কতকগুলি লোকের মত এই, এদেশীয়দিগের সিবিল সর্ব্বেন্ট পদলাভ বিষয়ে সুবিধা করিয়া দেওয়া উচিত। এদেশীয়েরা ইউরোপীয়দিগের সহিত তুল্য রূপে যাহাতে উচ্চ পদগুলি প্রাপ্ত হন, তাহা তাঁহাদিগের অভিমত। পক্ষান্তরে অন্য কতকগুলি লোকের মত এই, এদেশীয়দিগকে ইউরোপীয়দিগের ন্যায় উচ্চ পদ গুলি দেওয়া উচিত নয়। তাহা হইলে শাসনপ্রণালীর বিশৃঙ্খলা ঘটিবে ইউরোপীয়েরা এদেশীয়দিগের অধীনতা স্বীকারে সম্মত হইবে না।

প্রথমোক্ত দলের মধ্যে অদ্য আমরা ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব ষ্টেট সেক্রেটরী ডিউক আর্গিলের বক্তৃতার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠকগণ দেখুন তাঁহার কেমন উদারভাব প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষীয়দিগকে সিবিল সরবিসে প্রবেশ করিতে দিবার বিষয় উত্থাপন করিয়া বলেন "চিহ্নিত কার্য্যে প্রবেশ করিতে দিয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে স্বদেশ শাসনের বিষয়ে আমরা আশা দিয়াছিলাম তাহা সম্পাদন করিয়া স্বকর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হই নাই। ১৮৫৩ অব্দে মহাসভা বলেন, জন্ম, স্থান, জাতি, বংশ, ধর্ম্ম ও বর্ণভেদ না করিয়া সকল প্রজাকেই তুল্য রূপে কাজ দেওয়া হইবে। ১৮৫৩ অব্দে সনন্দ পরিবর্ত্তনের সময় যে তর্ক হয়, তাহা আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে। আমার বন্ধু মৃত লার্ড মণ্টিগল তৎকালে এক তীব্র বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছিলেন, (আমিও ইহার যাথার্থ্য স্বীকার করি) মুখে আমরা ভারতবর্ষীয়দিগকে সকল কাজ দিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু এরূপ কতকগুলি নিয়ম করিয়াছি যে, তদনুসারী কার্য্য করিয়া ভারতবর্ষবাসীদিগের কৃতার্থতা লাভ সম্ভাবিত নয়। লণ্ডনে পরীক্ষা দিয়া সিবিল সরবিসে প্রবেশ করিতে হইবে এই নিয়ম করা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের স্বদেশ শাসনোপযোগী পদ পাইবার সম্ভাবনা কি? পক্ষান্তরে শিক্ষা ও যোগ্যতার বিষয় বিবেচনা করিলে তাঁহারা ঐ পদ পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইবেন।"

সিবিল সর্ব্বিস কমিসনরেরা এদেশীয়দিগের সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশের বিঘ্ন করাতে লোকের মহা অসন্তোষ জন্মে। তদানীন্তন গবর্ণর জেনরল সর জন লরেন্স ৯ টী ছাত্রবৃত্তির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে উক্ত ষ্টেটসেক্রেটারী বলেন "১৮ কোটি লোকের নিমিত্ত ৯ টী ছাত্রবৃত্তি পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না। এই ছাত্রবৃত্তি স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষীয়দিগের নিকটে আমাদের অঙ্গীকার প্রতিপালন চেষ্টা বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই"।

কতকগুলি লোকের মত এই, ইংলণ্ডে গিয়া পরীক্ষা না দিলে সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ যোগ্যতা লাভ হয় না। তদ্বিষয়ে উক্ত ষ্টেটসেক্রেটারী বলেন, "ইংলণ্ডে অবশ্যই যাইতে হইবে সাধারণ্যে এপ্রকার নিয়ম করা অনুচিত। চিহ্নিত কার্য্যে এরূপ অনেক পদ আছে তাহার অধিকারী হইবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে আসিবার প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষে যে শিক্ষা হয় তাহাই পর্য্যাপ্ত। আমার এরূপ বিশ্বাস আছে কলিকাতায় যদি পরীক্ষা করা যায় অথবা গবর্ণমেণ্ট নিজে লোক মনোনীত করেন, তাহা হইলে উপযুক্ত কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী পাওয়া যাইতে পারে সন্দেহ নাই।"

বিজিতের নিকটে নতশির হইতে হইবে, এই অভিমান বশতঃ হউক, কুসংস্কার নিবন্ধন হউক, বা অলীক আশঙ্কা প্রযুক্ত হউক, যাঁহারা লার্ড আর্গিলের প্রদর্শিত মতের বিরোধী, তাঁহাদের বিরোধ নিবন্ধন [illegible] বিষম বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে। ভারতবাসীরা [illegible] উচ্চ

পদলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। এদেশীয়েরা কমিসনর বা মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি এক্জিকিউটিভ পদ গুলি প্রাপ্ত হইলে ইউরোপীয়েরা উচ্ছৃঙ্খল হইবে, শাসনকার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিবে, আমাদের রাজপুরুষেরা যদি এ আশঙ্কা করেন, এদেশীয়দিগকে জেলায় জজ করিবার বাধা কি? এদেশীয়দিগকে সেক্রেটারী প্রভৃতি উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার আপত্তি কি?

---

### পশ্চিম বিদ্যালয়চক্রের বার্ষিক পরীক্ষা।

পূজার অব্যবহিত পরেই নিয়ত পরীক্ষাগুলি গৃহীত হইয়া থাকে। এই পরীক্ষা গ্রহণ রীতি সকল স্কুল পরিদর্শকের এলাকায় এক সময়ে প্রচলিত নাই। পূজার পর হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্কুলচক্রের পরীক্ষা গৃহীত হয়। অদ্য পশ্চিমচক্রের পরীক্ষা বিষয়ক ব্যাপার আলোচনার জন্য আমরা এ প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

শুনিলাম এ চক্রের পরীক্ষা আগামী ২৬ এ অক্টোবরে আরম্ভ হইবে। কতকগুলি গবর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষক ও পণ্ডিত ঐ পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। সময় নিরূপণ ও পরীক্ষক নির্ব্বাচন উভয়ই আমাদের অনুমোদনীয় নহে। পূজার দশ দিন পরেই পরীক্ষার কাল নিরূপিত হইয়াছে। পূজার সময় প্রায় বালকগণের মন তৎকালোচিত আমোদেই মত্ত হয়। অধ্যয়ন-বিষয়ে প্রায়ই তখন তাহারা বীতরাগ হইয়া পড়ে। অথচ পরীক্ষার অব্যবহিত প্রাক্ কাল পাঠের ও পরিশ্রমের প্রকৃত সময়। সে সময় মনোনিবেশ অধ্যয়ন ভিন্ন পরীক্ষায় কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ এ পরীক্ষায় যাহারা উপস্থিত হয়, তাহারা অতি অল্প-বয়স্ক। এই সুকুমারমতিবালকগুলি যে পূজার আমোদেই সময় অতিবাহিত করিবে, তাহা সহৃদয় পাঠক অনায়াসেই অনুভব করিয়া লইতে পারিতেছেন। এমন অবস্থায় পূজার ৮। ৯ দিন পরেই তাহাদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করা কি নিতান্ত বিড়ম্বনার বিষয় নহে? বিশেষতঃ পশ্চিমচক্রের স্কুল সমূহের কার্য্যভার [illegible] হস্তে ন্যস্ত আছে, তাঁহারা হিন্দু—বাঙ্গালী স্কুল পরিদর্শক। ইউরোপীয় পরিদর্শক এ ভাবে সময় নিরূপণ করিলে আমাদের এত গাত্র-জ্বালা উপস্থিত হইত না। পূজার ৭। ৮ দিন পরে পরীক্ষার সময় স্থির করাতে প্রকারান্তরে পূজার সাধারণ [illegible] করা হইয়াছে। আমরা শুনিলাম [illegible] স্কুল [illegible] ৩। ৪ দিনের অধিক এ পর্ব্বাহে বন্ধ থাকে না, অথচ এটা জাতীয় উৎসব। এ উৎসবে [illegible] আমাদের গবর্ণমেণ্টও হস্তক্ষেপ [illegible] নাই।

অপর বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই এ পরীক্ষার পরীক্ষকেরা পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু কিছু টাকা পাইয়া থাকেন। এ টাকার সমষ্টি এক শত হইতে আশী টাকার ন্যূন নহে। এই টাকার ন্যূনাধিক্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে। যে বৎসর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হয়, পারিশ্রমিকের পরিমাণ তদনুরূপ অধিক হইয়া থাকে। এ টাকা সামান্য নহে। হতভাগ্য সাহায্যকৃত স্কুলের শিক্ষকদিগকে পরীক্ষক করিয়া এ টাকা তাঁহাদিগকে দিলে কি ভাল হয় না? কি গবর্ণমেণ্ট কি সাহায্যকৃত উভয়বিধ স্কুলেরই শিক্ষকগণের অবস্থা অর্থ সম্বন্ধে তাদৃশ প্রীতিকর নয় বটে কিন্তু প্রথমোক্তেরা শ্রেণী বিভাগে প্রবেশ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছে। সাহায্যকৃত স্কুলের শিক্ষকদিগের বেতন অতি অল্প; কেবল এই মাত্র নয়, সেই অল্প মাত্র বেতন রীতিমত পাইবার বিষয়ে সময়ে সময়ে নানা বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তাহাদের ভাবী আশা কিছু মাত্র নাই। তাহাদের ভাগ্যে পেন্সন ঘটিয়া উঠিবে না। অতএব তাহাদের অবস্থা যে অতি শোচনীয়, তাহার আর বিশদরূপে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। এরূপ স্থলে এ পাড়াগেঁয়ে মাষ্টারগণ কি দয়ার পাত্র হইতে পারেন না? আমরা বলি এই পরীক্ষকের পদগুলি সাহায্যকৃত উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষকদিগকে প্রদত্ত হউক। সময়ে সময়ে তাঁহারা যদি এইরূপ কিছু কিছু টাকা পান, তাঁহাদের কতক উৎসাহ জন্মিতে পারে।

---

### ইংরাজ অধিকারে ভারত সুখী কি অসুখী?

এই বিষয় লইয়া কয়েক জন বিজ্ঞ, বহুদর্শী পদস্থ উপযুক্ত লোক বাকযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ যুদ্ধের যোদ্ধাদিগের সন্ধি সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। গবর্ণমেণ্ট যে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইতে বিচলিত হইবার নহেন।

ভারতবর্ষে পূর্ব্বে শান্তি ছিল না, দস্যু তস্করাদির ও ঠক প্রভৃতির উপদ্রব ছিল, এখন সে সকল নাই। এ অংশে বক্তাদিগের মত বিসংবাদ নাই। সকলেই একবাক্যে এ উৎকর্ষ স্বীকার করেন। অন্য অন্য অংশেই মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে।

আমরা প্রথমে হাইণ্ডমান সাহেবের বাক্যের উল্লেখে প্রবৃত্ত হইলাম। ইনি ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের দুঃখে দুঃখিত, ভারতবর্ষের যাহাতে মঙ্গল হয় ইহাঁর এই আন্তরিক ইচ্ছা। ইংলণ্ডের লোকে ভারতবর্ষের দুরবস্থার বিষয় প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন, এই তাঁহার সবিশেষ চেষ্টা। অর্থশাস্ত্রের কূটার্থ নির্ণয়ে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা আছে। যখন লাইসেন্স টাক্স স্থাপিত হয়, বৎসরে ১০০ টাকা আয় থাকিলেই টাক্স দিতে হইবে, যখন এই ব্যবস্থা হয়, তখন হাইণ্ডমান সাহেব তেজস্বিনী লেখনী ধারণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন, ভারতবর্ষে যাহারা সপ্তাহে দুই টাকার অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে না, তাহাদিগকে দুই তিন টাকা টাক্স দিতে হয়। যে সকল কারণে ৫ শত টাকা আয়ের নীচে লাইসেন্স টাক্স উঠিয়া গেল, হাইণ্ডমান সাহেবের প্রবন্ধ তাহার অন্যতম প্রধান কারণ। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের পর অবধি তিনি ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞানার্থ অনবরত শ্রম করিতেছেন। কিছুদিন হইল "রক্ত নিঃস্রাবণে মৃত্যু" এই শীর্ষক দিয়া নাইন্টিন্থ নামক প্রসিদ্ধ ইংলণ্ডীয় পত্রে উহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইউরোপীয় রীতিতে রাজপুরুষগণের রাজকার্য্য সম্পাদনের ইচ্ছাই তাঁহার মতে ভারতের প্রধান অমঙ্গলের কারণ। দেশীয় যাহা কিছু সকলই হেয় ও পরিত্যাজ্য। দেশীয় উপায়ে রাজস্ব, আদায় দেশীয় লোক দ্বারা বিচার ও রাজকার্য্য নির্ব্বাহ, দেশীয় উপায়ে শিক্ষা দান, দেশীয় উপায়ে পথ ঘাট নির্ম্মাণ, দেশীয় উপায়ে যুদ্ধ বিভাগের ব্যয় সঙ্কোচ সমুদায়ই পরিত্যক্ত হইয়াছে। এ সমুদয়েই ইংরাজেরা ঠকিতেছেন। যে ভ্রমাত্মক সংস্কারে একবার ঠকিয়াছেন, আবার সেই সংস্কার অনুসারে কার্য্য করিতেছেন, আবার ঠকিতেছেন তথাপি দেশীয় কার্য্যপ্রণালী তাঁহাদের মনঃপূত হইতেছে না। ইংরাজেরা যে শুদ্ধ ইউরোপীয় প্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন এমন নহে, যেখানে তাঁহারা দেশীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, সেই খানেই তাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সর মাধবরাওয়ের অধীনে বরদা তাহার প্রমাণ। বাঙ্গালায় এক কালে সব সাহেব ছিল। শেষে ব্যয় সংকুলান করিতে না পারিয়া বিচার ও রাজ কার্য্যের এক একটী বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। অল্পব্যয়ে কার্য্য যে কতদূর ভাল হইতেছে বলা যায় না। এত দেখিয়াও ইংরাজেরা দেশীয় লোক দ্বারা দেশীয়প্রণালীতে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে চাহেন না।

হাইণ্ডমান সাহেব দেশীয় রাজ্যের প্রজার সহিত ইংরাজরাজ্যের প্রজার অবস্থার তারতম্য করিয়া যে কয়টী বাক্যের উপন্যাস করিয়াছেন, তাহা এই :—

১। ইংরাজ রাজ্যে আবাদী জমী ও তাহার বিশ্রাম দিবার জন্য যে জমী পতিত থাকে, উভয়েরই সমান খাজনা; কিন্তু স্বাধীন দেশীয় রাজ্যে পতিত জমীর খাজনা আবাদী জমীর আট ভাগের একভাগ। ইংরাজরাজ্যে জমী বিশ্রাম পায় না। সুতরাং অতি অল্প দিনের মধ্যেই জমীর উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইয়া আইসে। বাঙ্গালার

বৃদ্ধি সহকারে ভূমির দাম এত অধিক হইয়া যায় যে লোকের পক্ষে গোরু পোষা কঠিন হয়। বাস্তবিকও ইংরাজরাজ্যে গোজাতি ক্রমে অবসন্ন দশাগ্রস্ত হইতেছে।

২। দেশীয়রাজ্যে গোচারণের মাঠে খাজনা লাগে না। কিন্তু ইংরাজেরা গোচারণমাঠের ঘাস বিক্রয় করেন।

৩। ইংরাজ রাজ্যে প্রজারা নিজ জমীতে নিজ ব্যয়ে কূপ খনন করিলে তাহাকে বৎসর ১২ টাকা দিতে হয়। ইহা যে শুদ্ধ অবিচার তাহা নহে ইহাতে উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়।

৪। স্থানীয় কর ভারে ইংরাজ রাজ্যের প্রজারা অতিশয় পীড়িত কিন্তু স্বাধীন রাজ্যে এ হাঙ্গামা একেবারেই নাই।

৫। যদি শস্যোৎপত্তির সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ব্যাঘাত হয় তবে দেশীয় রাজ্যের প্রজারা খাজানা হইতে অব্যাহতি পায়। ইংরাজ রাজ্যে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

৬। দেশীয় রাজ্যে খাজনা দুই তিন বৎসরের বাকী পড়িলে সুদ দিতে হয় না। ইংরাজেরা তাহার উপর পূর্ণ মাত্রায় সুদ আদায় করিয়া লন। বাকী পড়া শব্দটী তাঁহাদের অভিধানে একেবারে লেখে না। রাজারা চারি কিস্তিতে খাজনা লন, ইংরাজদিগের ন্যূন বৈ কিস্তী নাই।

ইংরাজরাজ্যে দেওয়ানী আদালতের খরচ অতি ভয়ানক। উহাতে প্রজার একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। ষ্টাম্পের কতই ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, আর কতই ভিন্ন ভিন্ন মূল্য আছে তাহার ঠিকানাই নাই। সকল সময়ে উহাদের নামও মনে থাকে না। এত সর্ব্বনাশের পর আবার সিবিল জেল আছেন। দেশীয় রাজ্যে সিবিল জেলের নামও নাই। এই সমস্তই প্রজাদিগের অমঙ্গলের কারণ।"

যে বিশ কোটী টাকা ইংলণ্ডে যায়, সে সম্বন্ধে হাইণ্ডমান সাহেব বলেন "এরূপ ব্যয়াধিক্যের নাম সুশাসন বলিতে চাও বল উহা যে অপব্যয় নহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য যত পার চেষ্টা কর কিন্তু উহা ভিন্ন প্রজার অসঙ্গতির আর কোন কারণ নাই। যদি গত বৎসর ইংলণ্ডের সমস্ত জমিদারের উপস্বত্ব সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৬৭ কোটী টাকা ইউরোপে নীত হইত, তথাপি ইংলণ্ডের লোক যে দরিদ্র হইতেছে, একথা কেহই বলিত না। কিন্তু ইংলণ্ডের ৬৭ কোটি আর দরিদ্র ভারতের ২০ কোটীতে অনেক অন্তর। প্রথম আমাদের স্মরণ থাকা উচিত যে এই সমস্ত টাকা ইংলণ্ডে যায়, ইহাতে প্রজাদের মতামত প্রকাশের কোন অধিকার নাই। সুবিচার পক্ষপাত রাহিত্য ইত্যাদির কথা আমরা কহিতেছি না। আমরা বলি যে ভারতবর্ষে শান্তি ও ভারতবর্ষীয় রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য যে কয়জন ইংরাজের একান্ত আবশ্যক তাহা অপেক্ষা যেন একজনও ইংরাজ ভারতবর্ষে না যায়। যে সকল বৃত্তি ও যে সকল সুদ আমরা অকারণে ভারতবর্ষীয় কোষাগার হইতে দিয়া থাকি তাহা যেন আর না দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের প্রধান প্রয়োজন মূলধন, আমরা এক্ষণে সেই মূলধন জলের মত আমাদের দেশে আনিয়া ফেলিতেছি। ভারতবর্ষীয় বুদ্ধিমান লোকদিগকে আমরা রাজকার্য্যে প্রবেশ করিতে দিই না। রাজস্ব বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষতম যে লোক ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি হিন্দু। তাঁহাকে মোগল সম্রাটের পৌত্র একজন মুসলমান রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমরা যদি আকবরের উদারনীতির অনুসরণ না করিয়াও দেশের রাজস্ব-দক্ষ ব্যক্তিদিগের উপরে রাজস্ব বিষয়ের ভার অর্পণ করি, অনেক লাভ হইতে পারে।"

দুর্ভিক্ষের বিষয়ে হাইণ্ডমান সাহেব বলেন, "ইংরাজ অধিকারে দুর্ভিক্ষ যে পুনঃ পুনঃ ঘটিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। টাক্স প্রায় চরম-সীমায় আরোহণ করিয়াছে। রাজস্বের আর বৃদ্ধি হইবার উপায় [illegible], ব্যয় ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। অধিকাংশ স্থানে ভূমির শস্যোৎপাদিকা শক্তি ক্রমেই কমিতেছে। অর্দ্ধাহার ত অনেক দিনই হইয়াছে অনাহারের আর অধিক বিলম্ব নাই।"

ডি, বি স্মলেট সাহেব বলেন "তিনি ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল কাটাইয়াছেন। ঐ দেশের সম্বন্ধে রাজনীতিজ্ঞেরা একদল যেমন মন্দ অন্য দলও সেইরূপ; ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ লর্ড বিকন্স ফিলডের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার যেরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, গ্লাডষ্টোনের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার তদপেক্ষা অধিক ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন না, তাঁহার এরূপ বিশ্বাস নাই। তাঁহার বিশ্বাস এই ভারতবর্ষে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট প্রজার অতিশয় অপ্রিয়। ভারতবাসীরা জানে ইংরাজেরা ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার ও শোণিত সম্বন্ধে তাহাদের হইতে ভিন্ন। ইংরাজেরা তাহাদের মধ্যে বাস করে, আবার চলিয়া যায়, কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় না, কিন্তু তাহারা যখন ইংলণ্ডে যায় বিলক্ষণ সম্পত্তি লইয়া যায়, কিন্তু বক্তার ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। তিনি অতি অল্পমাত্র লইয়া বাটীতে আসিয়াছেন। ইংরাজেরা ভারতে এরূপ গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিয়াছেন, উহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। উহা ইউরোপীয়রীতিতে স্থাপিত হইয়াছে, আসিয়ার রীতিতে স্থাপিত হয় নাই। তাঁহার বিবেচনায় এটা মহৎ ভ্রম। গবর্ণমেণ্ট মহাক্ষমতা সম্পন্ন ব্যবস্থাপক ভারতে পাঠাইয়া দেন, কিন্তু সেই ব্যবস্থাপকগণ ভারতের সদৃশ দরিদ্র দেশে ওয়েষ্টমিনিষ্টর হল ও চ্যানসরি আদালতের ব্যবহার প্রচলিত করিবার অভিপ্রায় করিয়া যান। ইংরাজেরা ভারতে ভূমির অতি জঘন্য রাজস্বপ্রণালী স্থাপন করিয়াছেন।" ইত্যাদি।

ডেবার্ণ সাহেব যে কথা বলেন, তাহারও কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। "আমি স্বীকার করি ইংলণ্ড বিবেচনা সহকারে উত্তমরূপে ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন, কিন্তু আমি এ কথা স্বীকার করি না যে তিনি সর্ব্বদাই প্রজার উপকারার্থ ভারতবর্ষ শাসন করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের উপকারই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি কার্য্য প্রবৃত্তির প্রধান কারণ। ইহাই স্বভাবসিদ্ধ যে রাজা যে দেশ জয় করিয়াছেন, তাহার উপকারার্থ আপনার স্বার্থ ত্যাগ করিবেন, এরূপ আশা করা একান্ত অসঙ্গত। কতকগুলি লোক সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, ইংলণ্ডের ভারতবর্ষ শাসন কেবল প্রণয় ও ঔদার্য্যের কার্য্য। ইংরাজেরা ভারতবর্ষে যে সকল গৌরবান্বিত কার্য্য করেন, তাহার সহিত স্বার্থের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। এ বাক্যে আমার অতিশয় আপত্তি আছে। আমি পুনরায় স্বীকার করি ভারতে ব্রিটীশ শাসন হওয়াতে প্রজারা নিরাপদ হইয়াছে। বিদেশীয়ের আর আক্রমণ শঙ্কা নাই। পূর্ব্বে এই উপদ্রব সর্ব্বদা উপস্থিত হইত। পূর্ব্বে দেশ যে পরস্পর গৃহবিবাদে উৎসন্ন হইত, তাহাও আর নাই। কিন্তু আমি এ কথাও বলি ব্রিটীশ শাসনে প্রজার সৌভাগ্য হয় নাই। ক্ষুধার্ত্ত দারিদ্র্যাক্রান্ত অধিকাংশ প্রজাই ইহার প্রমাণ। আমার, সত্য বটে ব্রিটীশ শাসনে প্রজার জীবন ও সম্পত্তি নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছে, কিন্তু নয় দশমাংশ প্রজার জীবন এমনি ঘৃণিত দুঃখ ও অভাবগ্রস্ত যে তাহা জীবন বলিবার যোগ্য নয়। তাহাদের সম্পত্তি কিছুই নয়। তাহারা নিজের বলিতে পারে এমন তাহাদের কিছুই নাই। তাহারা সামান্য বস্ত্র পরিধান করে, অতি সামান্য কুটীরে বাস করে। তাহাদিগের যা কিছু আছে, তাহা জগদাত্র মহাজনদিগের সম্পত্তি। তাহাদিগকে অগত্যা উহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়"।

এই সকল বহুদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তি যে কথা বলেন তাহা কি অলীক? ইউরোপ হইতে যাহারা ভারতে আগমন করেন, উপরি উপরি ভাবে ভারতের অবস্থা দেখিয়া যান, এবং মুসলমানদিগের অধিকার কালের ইতিহাস সম্মুখে রাখিয়া সেই অবস্থার তুলনা করেন, তাঁহারা ভারতকে সমৃদ্ধিশালী জ্ঞান করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা ইহার অভ্যন্তর দর্শন করেন,

দার মহাশয়গণের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার মধ্য দিয়া একটী খাল খনন করিয়া এ প্রদেশবাসীদিগকে চরিতার্থ করিবেন।

ভবানীপুর ১৮৮০। ৩০ এ আগষ্ট। } অনুগত। শ্রীদীননাথ মুখোপাধ্যায়।

---

### কয়েকটী প্রশ্ন?

মহাশয়! সোমপ্রকাশে সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্ত্তা সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন দেখিয়া আমাদের মনে কয়েকটী বিষয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা সেশ্বর কি নিরীশ্বরবাদী ইহার পরিচয় দিতে আজ উপস্থিত হই নাই। আমরা অসার শাস্ত্রাদির অথবা ব্রাহ্মের প্রমাণোক্তি শুনিবার জন্যও ব্যাকুল নহি। তবে সোমপ্রকাশের বিজ্ঞ পাঠকবর্গের মধ্যে যদি কোন মহাত্মা প্রবলতর যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদের প্রত্যেক সংশয় অপনোদন করিতে পারেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার যুক্তি সকল অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। নতুবা কেবল মাত্র কতকগুলি শব্দ বিন্যাস পূর্ব্বক সোমপ্রকাশের সোণার অঙ্গ মলিন করিলে চলিবে না। আমাদের সংশয় এই—

১। এই বিষাদপূর্ণ প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের যদি কেহ সৃজনকর্ত্তা থাকেন, তবে বোধ হইতেছে তাঁহার স্বহস্ত-বিনির্ম্মিত জগতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ নাই। তিনি যদি উদাসীন হন, তবে তাঁহাকে ভজনা করিবার বিশেষ প্রয়োজন কি?

২। যদি সৃষ্টি হইয়া থাকে, তবে সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে কোন বস্তু বিদ্যমান ছিল। যদি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বিদ্যমান থাকা সম্ভব হয়, তবে সেই ব্রহ্ম কিরূপ। ব্রহ্ম যদি নিরাকার নির্ব্বিকার সর্ব্বশক্তিমান অভাবশূন্য সচ্চিদানন্দ মঙ্গলময় এবং পূর্ণ হন, তবে কাহার নিমিত্ত ও কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য এই সুখ-দুঃখ-বিমিশ্রিত জগৎ সৃজন করিলেন?

৩। জগৎ ছিল, না জগৎ হইয়াছে? জগৎ যদি হইয়া থাকে [illegible] কোন জানবান পুরুষের দ্বারা হইয়া থাকিবে। কোন একটী কার্য্য করিতে হইলে আগে [illegible] মনে করিতে হয় নতুবা কার্য্য হইতে পারে না। এখন মনে কর সৃজনকর্ত্তা মনে [illegible] অমনি জগৎ উৎপন্ন হইল। অবশ্য [illegible] হইবে যে, সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে [illegible] জন্য চিন্তা করিতে হইয়াছিল [illegible] হইতে পারে না। জগতের [illegible] জগৎকর্ত্তার জগৎ [illegible] তবে জগৎ তাঁহার অবশ্য জ্ঞেয় বস্তু হইবে ইহাতে আর সংশয় নাই। জগৎ যদি তাঁহার জ্ঞেয় বস্তু হইল, তবে ব্রহ্ম হইতে জগৎ অতিরিক্ত পদার্থ কি না?

৪। ব্রহ্ম যদি পূর্ণ হন তবে একটী পূর্ণ বস্তু সত্ত্বে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড থাকিবার স্থানাভাব হইয়া পড়ে কি না? ব্রহ্ম হইতে যদি কোন অতিরিক্ত পদার্থ থাকে তবে ব্রহ্ম অপূর্ণ?

৫। যে ব্যক্তি সাধু তাহার কার্য্য তদনুরূপই হওয়া চাই, যে বস্তু পরম সুখ বিশিষ্ট তাহা হইতে যদি কোন বস্তু উৎপন্ন হয় তবে সেইরূপই হওয়া উচিত। কিন্তু ব্রহ্ম-সৃষ্ট এই পাপ সংসারের ভাব বিচিত্র দেখিতেছি। ইহাতে সুখ দুঃখ জরা মরণ হিতাহিত জ্ঞানাজ্ঞান প্রভৃতি নিয়ত দৃষ্ট হইতেছে। ব্রহ্ম যদি জ্ঞানবান্ এবং পরম দয়ালু হন, তবে তাঁহার কর্ত্তৃক এ পাপ সংসার সৃষ্ট হওয়া কি সম্ভব?

৬। এ সংসারে পুণ্যের ফল সুখভোগ এবং পাপের ফল দুঃখভোগ। এই পাপ পুণ্য কি ব্রহ্মের সৃষ্ট? যে ব্রহ্ম পাপ পুণ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি দয়াময়?

৭। মনুষ্য নিতান্ত দুর্ব্বল জন্তু। এমন অবস্থায় কৃপার পাত্র মানবকে পাপপুণ্যের পরীক্ষা স্থলে রাখিয়া ব্রহ্ম কি ভাল কার্য্য করিয়াছেন?

৮। একটী উত্তাপপূর্ণ গৃহে আমি যদি প্রবেশ করি শীতের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। শুনিতে পাই সকল সুখের আকর শান্তিময় ব্রহ্ম আমাদের দেহে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন তবে কেন আমরা বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকি?

৯। তুমি পুণ্যবান্ ব্রহ্ম দর্শন করিয়াছ, আমি পাপী তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তুমি পুণ্যবান্ আমি পাপী কেন? এ সৃষ্টি কাহার?

১০। শুনিতে পাই ব্রহ্ম সকল স্থানেই বিদ্যমান আছেন এবং তিনি আমাদের পিতাস্বরূপ, তবে কেন তাঁহাকে দেখিতে পাই না? পিতা হইয়া অকিঞ্চন পুত্রের নিকট গোপন ভাবে থাকিবার আবশ্যক কি?

শ্রীঃ—
জামালপুর।

---

### ঈশ্বর সিদ্ধি।

#### প্রতিবাদ

১ লা ভাদ্রের সোমপ্রকাশে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, সম্পাদক মহাশয় তাহার প্রত্যুত্তরে একস্থলে লিখিয়াছেন "শ্রীগীর বান্ধব ঈশ্বর কল্পনা করেন নাই। তিনি জগৎরূপ কারণ দেখিয়া ঈশ্বর সত্তার অনুমান করিয়াছেন, অতএব তাঁহার অসঙ্গত কাজ করা হয় নাই।" অন্য স্থলে লিখিয়াছেন "এই প্রকাণ্ড বিশ্ব দর্শন করিয়া ইহার কারণানুমানে যে আমরা নিশ্চিন্ত থাকিব, ইহা কি সম্ভাবিত হয়?" কিন্তু কথা হইতেছে যে, কোন বস্তুর সঙ্গে যদি অন্য বস্তুর নিত্য সম্বন্ধ থাকে, তবে একটী দেখিলে আর একটীকে অনুমান করা যায়। পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া তুমি সিদ্ধান্ত কর যে তথায় অগ্নি আছে। কেন সিদ্ধান্ত কর? তুমি যেখানে যেখানে ধূম দেখিয়াছ সেই খানে সেই খানে অগ্নি দেখিয়াছ বলিয়া। কিন্তু এ জগতে কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ আছে, যে তাহা হইতে ঈশ্বরানুমান করা যাইতে পারে? পুনশ্চ দেখ, অনুমান প্রত্যক্ষ মূলক। যখন আমরা জানি অথবা দেখি যে অমুক কারণ হইতে অমুক কার্য্য উদিত হয়, তখনই আমরা সেই কার্য্য দেখিয়া সেই কারণের অনুমান করিতে পারি, নহিলে নহে। আমরা ঈশ্বররূপ আদি কারণকে কখনও জগৎ সৃষ্টিরূপ কার্য্য করিতে দেখি নাই, তখন কি ন্যায়ে জগৎ কৌশল দেখিয়া তাহার আদিকারণ ঈশ্বরের অনুমান করিতে যাই। বিশেষ দৃষ্টি করিয়া দেখিলে আদৌ অনুমান অগ্রাহ্য। অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞান সাপেক্ষ। কিন্তু এই ব্যাপ্তিজ্ঞান কিরূপে হইবে? যদি বল প্রত্যক্ষ দ্বারা, তবে কোন প্রকার প্রত্যক্ষ বাহ্য না অন্তর? চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত কোন পদার্থের সন্নিকর্ষ ঘটিলে তাহার বাহ্য প্রত্যক্ষ হয়, সুতরাং একপ প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানে সম্ভব হইলেও ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অসম্ভব। কিন্তু ব্যাপ্তি ত্রিকালব্যাপিনী। যখন আমরা ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তির উল্লেখ করি, তখন আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বহ্নি ধূমের নিয়ত সহচর; কেবল বর্ত্তমানের নহে, ভূত এবং ভবিষ্যৎকালেরও সহচর। যখন আমরা জন্মি নাই, তখনও বহ্নি ধূমের সহচর ছিল। যখন আমাদিগের মৃত্যু হইবে, তখনও বহ্নি ধূমের সহচর থাকিবে। এইরূপ ত্রিকালব্যাপিনী ব্যাপ্তির জ্ঞান কখন বর্ত্তমানকাল সম্বন্ধে বাহ্য প্রত্যক্ষ দ্বারা হইতে পারে না। যদি বল মানস-প্রত্যক্ষ দ্বারা একপ জ্ঞান হইবে, তাহাও প্রমাণ নহে। সুখ দুঃখ প্রভৃতি আন্তরিক অবস্থার অতিরিক্ত বিষয়ের জ্ঞান নিমিত্ত মন বহিরিন্দ্রিয় সাপেক্ষ। সুতরাং বাহ্য প্রত্যক্ষ দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান হইবার যে আপত্তি মানস প্রত্যক্ষ দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান হইবারও সেই আপত্তি। যদি বল অনুমান দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভ হয়, তাহা হইলে অনবস্থা দোষ ঘটে। কারণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান দ্বারা অনুমান সিদ্ধ করিতে চাও, সেই ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমান-সাপেক্ষ বলিতেছ। যদি শব্দকে ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় স্থির কর, তাহা হইলেও আপত্তি আছে। কণাদ মতানুসারে শব্দ অনুমানের অন্তর্ভূত। যদি বল তদন্তর্ভূত নহে, তাহা হইলেও শব্দ [illegible]

কিরূপে জ্ঞান হয়। লোকে যখন কোন শব্দ ব্যবহার করে, কোন পদার্থের উদ্দেশে ব্যবহার করিতেছে, অনুমান দ্বারা আমরা বিবেচনা করিয়া লই। মনে কর, কেহ বলিল ঘট লইয়া আইস, যাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আদেশ হইল, সে ব্যক্তি বস্তু বিশেষ লইয়া আসিল, আমরা অমনি অনুমান করিলাম যে এই বস্তুই ঘট। এই প্রকার বৃদ্ধ ব্যবহার দৃষ্টে যখন শব্দার্থের অনুমান হয়, তখন অনুমানকে ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় বলিলে যে দোষ হয়, শব্দকে অনুমানের কারণ বলিলে সেই দোষই হইতেছে। আবার দেখ, স্বার্থানুমানে শব্দ প্রয়োগ নাই. এস্থলে কিরূপে শব্দ ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় হইল? অনুমান সিদ্ধ করিতে যে ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশ্যক, তাহা উপাধি শূন্য অর্থাৎ অন্যানিরপেক্ষ হওয়া উচিত। যখন আমরা অগ্নিকে ধূমের নিয়ত সহচর বলিতেছি, তখন আমাদিগের জানা কর্ত্তব্য যে, ধূম অগ্নি ব্যতিরিক্ত অন্য কোন পদার্থ সাপেক্ষ নহে। এরূপ অন্য নিরপেক্ষতার জ্ঞান যদিও প্রত্যক্ষস্থলগুলিতে সম্ভব, তথাপি অপ্রত্যক্ষ ভূত ভবিষ্যৎ দুর্গম বা দূরদেশবর্ত্তী স্থলে অসম্ভব। সুতরাং সর্ব্বত্র উপাধিশূন্যতা নির্ণয়াভাবে ব্যাপ্তিজ্ঞানও হইতে পারে না।"

পূজ্যপাদ সম্পাদক মহাশয়ের মতে ঈশ্বর অন্যসৃষ্ট। আমি এই কথা জানিবার জন্যই পুনঃ পুনঃ সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকর্ত্তা কে? জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। যদি এই মত সত্য হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর কখনও সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, অনাদি, অনন্ত, একমেবাদ্বিতীয়ং হইতে পারেন না। কিন্তু বোধ হয় ঈদৃশ ঈশ্বরবাদ অনেক ধর্ম্মাবলম্বীরই মতের সহিত অনৈক্য হইবে।

বৈজ্ঞানিকগণ প্রভৃত গবেষনার দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে পরমাণু নিত্য পদার্থ। সেই পরমাণুর পরস্পর সংযোগ বিয়োগেই জগতের সৃষ্টিস্থিতি লয় হইতেছে। পরমাণুর দুই শক্তি আছে, আকর্ষণ ও অপসারণ। আকর্ষণ শক্তি দ্বারা পরমাণুসকল পরস্পরকে ক্রমশঃ সংশ্লিষ্ট করে, আর অপসারণ শক্তি অনুসারে তাহারা পরস্পর ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে বিশ্লিষ্ট হইতে থাকে। এই বিশ্ব-সংসারে উক্ত দুই শক্তির আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য আছে। কোথায় অপসারণ শক্তির আধিক্য বশতঃ পরমাণুরাশি ক্রমশঃ বিকীর্ণ হইয়া প্রলয় উপস্থিত করিতেছে; কোথাও বা আকর্ষণ শক্তির আতিশয্য নিবন্ধন পরমাণুরাশি ক্রমশঃ সংশ্লিষ্ট হইয়া সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। জগতের নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিয়া অনেকে নির্ম্মাতার অস্তিত্ব সিদ্ধ করেন, কিন্তু অদ্বিতীয় পদার্থতত্ত্ববিৎ ডারউইন প্রমাণ করিয়াছেন, যে এই নির্ম্মাণ-কৌশল স্বতই ঘটে। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া গেল না।

শ্রীরাজবিহারী দাস।

---

### ব্রহ্ম ও ঈশ্বর।

বর্ত্তমান শতাব্দীর আন্দোলন রাশি সমস্ত পৃথিবীকে প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে; বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশে যে ভাবরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়াছে তাহা দেখিতে দেখিতে ভারতকে গ্রাস করিতে বসিল, এক একটী তর্কতরঙ্গ আসিতেছে আর ভারতীয় ভাবের এক একটী অঙ্গ ভঙ্গ করিয়া ভারতবাসীকে অস্থির করিয়া দিতেছে। বর্ত্তমান ভারত আর প্রাচীন ভারতের ন্যায় চিন্তাশীল, বিচারশীল ও অপাবধীশক্তিসম্পন্ন নাই, পাশ্চাত্য ভাবপ্রতাপকে তিরস্কার করিতে অসমর্থ, অগত্যা ধীরে ধীরে সাঙ্কোচনে আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হইতেছে। কয়েক সপ্তাহ হইতে "নাস্তিকতা" ও "আস্তিকতা" লইয়া ঘোর আন্দোলনে সোমপ্রকাশের অঙ্গ অলঙ্কৃত হইল দেখিয়া ভাবিলাম আবার কোথা হইতে এই দেশ বিপ্লবকর বিষম বিষ উদ্গীর্ণ হইল। এই বিষ পরিপাক করিবার উপযুক্ত মহাপুরুষ ভারতে বর্ত্তমান নাই, অগত্যা এই বিষম বিষবহ্নি দিগ্দাহ করিয়া ভারতকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিবে। ভারতের সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণকে ঈদৃশ বিষম বিচার প্রাঙ্গণে প্রায়ই উপস্থিত দেখিতে পাই না। তাঁহারা কি কেবল বিদায়প্রার্থী? তাঁহারা কি ভারতের দুর্দ্দিনের সহায় নহেন? যদি কেবল বিদায়ই তাঁহাদের অভীপ্সিত হয়, তবে ভারত তাঁহাদিগকে বিদায় দিতে এখনই প্রস্তুত; নতুবা তাঁহারা ভারতবাসীদিগকে ভ্রান্তি ও নাস্তিকতার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রকাশ্য রণক্ষেত্রে অবতরণ করুন। রণধীর বীরপুরুষগণ নীরব হইয়া রহিলেন, কতকগুলি দুর্ব্বলসিংহ চীৎকার করিয়া রণভূমি উপদ্রব-গ্রস্ত করিতে লাগিল। যে সকল বন্ধুদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, আমার লিপি তাঁহাদিগকে অবকাশ গ্রহণার্থ ইঙ্গিত করিয়াছে; বিবাদ বর্দ্ধন করা আমার উদ্দেশ্য নহে, কেন না আমার স্থির বিশ্বাস, যে এই স্বেচ্ছাচার পূর্ণ শতাব্দীতে এই ভয়ঙ্কর বিবাদ মধ্যস্থতা দ্বারা মিটাইয়া দিবার লোক ভারতে বর্ত্তমান নাই। রাজবিহারী বাবুর প্রথম পত্র কেবল সাংখ্যশাস্ত্রীয় যুক্তিতে পূর্ণ ছিল, সুতরাং তাহাই অবলম্বন করিয়া এবং উপনিষদাদির সাহায্য লইয়া "আস্তিকতা" "ব্রহ্ম" ও "ঈশ্বরের" শাস্ত্রীয় লক্ষণ দ্বারা বিবাদ উপশমকরণের যত্ন করিয়াছিলাম। রাজবিহারী বাবুর প্রথম পত্রের ৩।৪ খানি প্রতিবাদ হইল, সোমপ্রকাশের স্তম্ভাবলি পূর্ণ হইল, পাঠকগণের পঠন শ্রান্তিও জন্মিল; কিন্তু তৎকৃত আপত্তি খণ্ডনে কাহাকেও অগ্রসর বা সমর্থ দেখিলাম না। কেবল কতকগুলি বৃথা গণ্ডগোল করিয়া সমাজকে চিন্তাযুক্ত করিবার আবশ্যক দেখিতে পাই না, তবে প্রতিবাদকারী সাধু চেষ্টা নিবন্ধন আমাদের অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। অধ্যাত্মযোগশাস্ত্রবিৎ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন কেবল আমাদিগের ন্যায় জড়বুদ্ধিগণ কখনই ইহার মীমাংসাস্থলে পৌঁছিতে পারিবেন না। অতীন্দ্রিয় পদার্থের নিরূপণ করা স্থূলদর্শী ইন্দ্রিয়বান্ পুরুষের সাধ্য নহে। কেবল বুদ্ধি ও যুক্তি সেই নিগূঢ় তত্ত্ব কখনই প্রসব করিতে পারে না। এই সকল বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রীয় রীতিতে শাস্ত্রীয় "শাব্দবিরোধ" মীমাংসা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল; "নিরীশ্বরবাদ" এই শব্দটী যে "নাস্তিকতা" বাচক নহে তাহাই শাস্ত্রোক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলাম; কিন্তু দেখিলাম আবার দুই জন মহাত্মা আমার পত্রের প্রতিবাদ করিলেন। পাঠান্তে দুঃখিত হইলাম, তখনই উত্তর দিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু হঠাৎ মনে হইল যে. যমুনিয়ার তর্কপ্রিয় ভগবতী বাবু প্রতিবাদ না করিয়া স্থির থাকিতে পারিবেন না, অতএব এক সপ্তাহ অপেক্ষা করা যাউক, আমরা যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে, এক্ষণে তিনটী প্রতিবাদকারীকেই প্রিয়সম্ভাষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম: যাঁহারা শাস্ত্র মর্য্যাদা রক্ষা করিতে চাহেন না "তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরভেদের বিষয় কখনও মীমাংসিত হইবে এরূপ বোধ হয় না এই বিবেচনায় ভবিষ্যতে এবিষয়ের প্রতিবাদ করিব না স্থির করিলাম। বৃথা তর্কে সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই।

১। জ্ঞানেন্দ্র বাবু "উদ্ভ্রান্তযুক্তি" শীর্ষক প্রস্তাবে আমার যুক্তি খণ্ডন স্থলে যুক্তির পরিবর্ত্তে স্থানে স্থানে ঔদ্ধত্যের সহায়তা গ্রহণ পূর্ব্বক নির্বোধিত পরিচয় দিয়াছেন। ভদ্রগণ বিচারকালে প্রতিবাদীকে তিরস্কার বাক্য তুচ্ছ না করিয়া বরং প্রমাণাদি দ্বারা তাঁহার শীর্ষাবনত করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাঁকে আমরা বিপরীত পথচারী দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যাউক। তিনি লিখিয়াছেন "ঈশ্বর বিশ্ব বিধাতা হইয়াও সৃষ্টি কর্ত্তা নহেন; এটী বড় আশ্চর্য্য যুক্তি, চমৎকার সিদ্ধান্ত। আমি পাপ কর্ম্ম করিয়াও দায়ী হইব না।" পাপ করিয়া দায়ী হইবে না কেন। বিশ্ব বিধাতা ঈশ্বর তোমার জন্য বিধান করিবেন। আমি [illegible] "গুণে-[illegible]" আমি যে প্রমাণ লিখিয়াছিলাম

তাঁহাদের বিপরীত সংস্কার জন্যে ভারত অনেক অংশে সুখী হইয়াছে সত্য। যেমন অনেক অংশে মহাসুখী হইয়াছে তেমনি অনেক অংশে মহা কষ্টও আছে। এক অংশে সুখী হইয়াছে বলিয়া অপর অংশের কষ্ট দূর করা কি উচিত নয়? এক জন জমীদার নিজ প্রজাগণকে কাছারিতে আনিয়া প্রতি দিন চারি চারি বেত মারিত। তদ্ভিন্ন স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত নানা প্রকার অত্যাচার করিত। জমীদারের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র বেত্রাঘাত উঠাইয়া দিল। কিন্তু অন্যান্য অত্যাচার সমান রহিল। বেত্রাঘাত উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রজারা মহাআনন্দিত হইল এবং জমীদারের পুত্রকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। প্রহার জনিতবেদনার আপাততঃ শান্তি হইল বলিয়া প্রজারা যেন সন্তুষ্ট হইল, কিন্তু তাহাদের উন্নতির প্রতিরোধক যে যে অত্যাচার মূলক অনিষ্ট রহিল তাহার উন্মূলন করিয়া তাহাদের উন্নতিসাধন চেষ্টা কি কর্ত্তব্য নয়? ভারত যে ইংরাজ অধিকারে মুসলমানদিগের অধিকারকাল অপেক্ষা শত সহস্র গুণে সুখী হইয়াছে সে বিষয়ে সংশয় নাই। দস্যু তস্করাদির উপদ্রব অন্তর্হিত হইয়াছে। ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী প্রভাবে রাত্রিতে লোক স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছে, কিঞ্চিৎ শ্রমশীল হইলে প্রজার অন্ন সংস্থানের আর ভাবনা থাকে না, মুটেরা পর্য্যন্ত রেলগাড়ী চড়িয়া দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ঐ সমুদয়ই অশ্বত্থ নিক, কল্যকার নিমিত্ত ইহার কিছুই থাকে না, যদি উপর্য্যুপরি দুই বৎসর শস্যের ব্যাঘাত জন্মে, চক্ষু স্থির হইয়া যায়। অনেকে অর্দ্ধাশনে শীর্ণদেহ হয় এবং অনেকে অনাহারে বিপদ্যমান হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ভারতের আর একটী শোচনীয় দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে। প্রজারা দিন দিন চিররুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে। রাজপুরুষেরা ইহা দেখিয়া দেখিতেছেন না আমরা একথা বলিতেছি না কিন্তু তাঁহারা ইহার প্রতিকারের কোন উপায় করিতে পারিতেছেন না।

# বিবিধ সংবাদ।

দেশে যতই বিলাতী ঔষধের প্রাদুর্ভাব হইতেছে, ততই বিলাতবাসী নূতন নূতন রোগেরাও এখানে আগমন করিতেছে। সম্প্রতি ভাগলপুরে একটী নূতন রোগের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহার নাম "ডিপথিরিয়া।" জ্বেরের ন্যায় ইহাও সংক্রামক তবে ইহার [illegible] বিশেষ গুণ এই, ইনি মনুষ্যের স্কন্ধে চড়িলে [illegible] নাই। এক দিন দেড় দিনের [illegible] অবস্থা। ডাক্তারেরা বলিতেছেন, ইহার ঔষধ নাই; আর তাঁহারা রোগীর নিকট চিকিৎসার্থ আসিতেছেন না। ২।৩ দিনের মধ্যে, ৫।৬ জন এই রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বড় দুঃখের বিষয় পার্শনাল আসিষ্টাণ্ট কমিশনর সারদা বাবুর ২ য় ও ৩ য় দুইটী পুত্র এই রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, ৪ র্থ পুত্রটীও মুমূর্ষু প্রায়। এখন যায় তখন যায়। ক্রমে ইহা সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে। বোধ করি অনেক স্থান বুঝি এবার জনহীন হইয়া উঠে। ডাক্তারেরা বলিতেছেন, ইহাতে প্রথমতঃ গলা বেদনা হয়। পরে শ্বাসনালীর মধ্যে স্ফোটকের ন্যায় হইয়া তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া শ্বাসকার্য্য বন্ধ করিয়া দেয়, এবং অল্পক্ষণে তাহা পচিয়া রোগীকে শমন ভবনে পাঠাইয়া দেয়। কি ভয়ঙ্কর রোগ! এরোগ হইলেই রোগীর ধ্রুবজ্ঞান সে মরিয়া যাইবে! রোগে যত না হউক আতঙ্কেই তাহার পূর্ব্বে মৃত্যু হয়:

হিন্দুপেট্রিয়টে দেখাগেল পাটনার সৈয়দ লুৎফ আলি খাঁ লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের পাটনা দর্শনের স্মরণার্থ একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। পাটনায় যে আলবর্ট ইওষ্ট্রয়াল স্কুল আছে, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ঐ টাকা ঐ স্কুলের মূলধনে বিন্যস্ত করিয়াছেন। পাটনার অন্য জমিদার সায়দ মহম্মদ উসফ হোসেন খাঁ বার্ষিক তিন শতটাকার ছাত্রবৃত্তি ঐ স্কুলে দিবেন।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কায়তি নাগরির বিষয়ে বলেন, উহা জমিদারের কাছারী ও অন্য অন্য ব্যবসায়-কার্য্যে সকল বিষয়েই প্রচলিত, অতএব উহা আদালতে প্রচলিত না হইবে কেন? আমাদের বিবেচনায় আদালতে দেবনাগরি অক্ষরে লিখিত হিন্দীভাষাই প্রচলিত হওয়া উচিত। দেবনাগর অক্ষর অতি স্পষ্ট, হিন্দী ভাষাও অতি প্রাঞ্জল। যাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ না থাকে এপ্রকার ভাষা ও অক্ষর আদালতে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কায়তি নাগরি অক্ষর দেবনাগরের রূপান্তর বটে, কিন্তু পড়া বড় কষ্টসাধ্য। পারসিক অক্ষর পড়া কষ্টসাধ্য বলিয়া উঠিয়া যাইতেছে, তাহার পরিবর্ত্তে আবার অস্পষ্ট কায়তি নাগরি রাখা উচিত হয় না।

নবেম্বর মাসের শেষে লার্ড রিপন বোম্বায়ে গমন করিবেন।

কাবুলযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ বরদায় চাঁদা হইয়া একুশ হাজার টাকা উঠিয়াছে।

মানভূমের অন্তর্গত বরাভূম হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "বরাভূম পরগণার অন্তর্গত চাকাডুংরি পাহাড়ে "ভৈরবীয়া বুড়ি" নাম্নী এক দেবী আছে। গত শ্রাবণ মাসের শেষে তথায় এক নর বলি হইয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তির কতকগুলি অর্থ নষ্ট হইলে, সে তাহা দেবী প্রসাদে পাইবার আশয়ে আপনার আত্মীয় এক ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া এক বালককে দেবীর নিকটে বলি দিয়াছে। সম্প্রতি বরাভূম পুলিস ষ্টেসনের নিযুক্ত হেড কনষ্টেবলের যত্নে আসামীদ্বয় ধৃত হইয়াছে এবং তাহারা বরাবাজারের শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুরের সমীপে স্ব স্ব অপরাধ স্বীকার ও আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছে। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে ইংরাজ রাজত্বে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও এতাদৃশ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইল।"

হাইকোর্টের বিচারপতিরা এই নিয়ম করিয়াছেন নিম্ন আদালতের বিচারপতিরা স্বইচ্ছায় অন্যত্র বদলী হইবার প্রার্থনা করিলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পাথেয় প্রদান করিবেন না।

১৮৫৭ অব্দে যখন সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল তখন গবর্ণমেণ্টের ৫৭০০০০০০ টাকা ঋণ ছিল কিন্তু এক্ষণে কাবুল-যুদ্ধ সংঘটিত হওয়াতে প্রায় ১৫০০০০০০০ টাকা ঋণ হইয়াছে।

এথেনিয়ম নামক পত্র বলেন ভারতবর্ষ ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ কিন্তু তাহার ঐশ্বর্য্য কোথা হইতে আসিত এক্ষণে যে দুই একটী মৃদঙ্গার ও লৌহ খনি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতে কি ভারতবর্ষ ধনসঞ্চয় করিয়াছিল? না তাহা নহে ভারতে সুবর্ণ ও হীরকাদির অনেক খনি ছিল। কিন্তু উপর্য্যুপরি উপপ্লবে তাহা সাধারণের দৃষ্টি হইতে বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে। অতএব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য।

ফ্রান্সের কতকগুলি লোক তথা হইতে ইংলণ্ডে যাইবার নিমিত্ত সমুদ্রের নিম্ন দিয়া একটী সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ডাক্তার রুল ও প্রফেসর নার সাহেব সেঁকোবিষ ভক্ষণ করিয়া দেখিবেন যে কত মাত্রায় উক্ত বিষ প্রযুক্ত হইলে এক জনের মৃত্যু সংঘটিত হইতে পারে। তাঁহারা উভয়ে পর্য্যায়ক্রমে ঐ বিষ সেবন করিবেন এবং যাবৎ এক ব্যক্তির মৃত্যু না হয় তাবৎ উহা সেবনে ক্ষান্ত হইবেন না।

অধুনা সর্ব্বত্র পাথুরিয়া কয়লা দ্বারা বাষ্পীয়পোত পরিচালিত হইয়া থাকে কিন্তু পেট্রোলিয়ম তৈলে যে বাষ্প উৎপন্ন হয় তাহা কেহই জানেন না। সম্প্রতি ঐ তৈল দ্বারা জাহাজ চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। কয়লার তেজে যে পরিমাণে বাষ্প উত্থিত হয় ইহা হইতে তদধিক পরিমাণে বাষ্পীকরণ হইয়া থাকে। তুরস্কে এই তৈল দ্বারা রেল চালাইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

রুষিয়ার কতিপয় লোক বরফ প্রস্তুত করিবার একটী কল প্রস্তুত করিয়াছেন। এই কলদ্বারা অল্প সময়ে প্রচুর পরিমাণে বরফ জমাইতে পারা যায়।

গালন নামক পত্রিকার সম্পাদক চারবর্গের ডিপুটী লাভীলির বিরুদ্ধে একটী প্রস্তাব লেখায় উভয়ের বিবাদ উপস্থিত হয়। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে গুলি করিয়াছিলেন কিন্তু কাহাকেও গুলি লাগে নাই।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি ভারতের ব্যয় সংক্ষেপের উদ্দেশে টেলিগ্রাফ, বন, ও শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারিদিগের পাথেয় স্বরূপ যে টাকা দিবার রীতি ছিল তাহা বন্ধ করিতে আদেশ দিয়াছেন। অন্যান্য বিভাগ তাঁহার দৃষ্টি পথস্খলিত হইল, কারন কি?

বর্দ্ধমানের জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ফিলিফ সাহেব সম্প্রতি এক খেলা খেলাইয়াছেন। অল্প দিন হইল তাঁহার উপর একটী ফৌজদারী মকদ্দমার অনুসন্ধানের ভার হয়। প্রতিপক্ষ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহার নিকট হইতে মকদ্দমা উঠাইয়া লইবার জন্য হাইকোর্টে আবেদন করাতে বিচারপতিরা তাহাতে সম্মত হইয়া আজ্ঞা দেন। শুনা যায় ফিলিফ সাহেব ভিতরে ভিতরে এ সংবাদ পাইয়া আসামীদিগকে দায়রা সোপর্দ্দ করেন। কলিকাতা হইতে একজন উকীল তাহাদিগের পক্ষ সমর্থনার্থ গমন করিয়াছিলেন উকীল আদালতকে অমান্য করিয়াছেন বলিয়া ফিলিফ সাহেব তাঁহার জরিমানা করেন। এবং আসামীর পক্ষে বর্দ্ধমানের যে উকীল ছিলেন তাঁহাকে মিথ্যাসাক্ষ্যের অপরাধে অপরাধী করিয়াছেন। শাস্ত্রে আছে রাগ ক্রোধ লোভ বিবর্জ্জিত হইয়া বিচার করিবেন এই তি তাঁহার উদাহরণ।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত রত্নবেরি নামক স্থান হইতে এক খানি সংস্কৃত সংবাদপত্র বহির্গত হইবে।

গবর্ণমেন্টের অর্থ কৃচ্ছ্রতা নিবন্ধন সোনারপুর মগরা রেলওয়ের মাটীর কাজ প্রভৃতি হইবে না কেবল জমি জরিপ হইয়া তাহার মূল্য নির্ণীত হইবে।

পুনার রাও বাহাদুর মহাদেব গোবিন্দ রাণাদি নাসিকের সহকারী সেসন জজ হইয়াছেন। বোম্বাইয়ের গবর্ণর সর রেমস ফারগুসন এই পদটীর প্রতিষ্ঠা করিলেন।

তিব্বতে এক প্রকার কুকুর আছে ইহার লোম অত্যন্ত কোমল ও শ্বেত। শুনা গেল তত্রত্য লোকে এই লোমের সহিত ছাগলের লোম মিশ্রিত করিয়া শাল প্রস্তুত করিতেছে। এই প্রকারে যে শাল প্রস্তুত হয় তাহার মূল্যও কম। এই সকল কারণেই বোধহয় কলিকাতায় শাল আলোয়ান প্রভৃতি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় সভার অষ্টাবিংশ বার্ষিক অধিবেশনের রিপোর্ট আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। ঐ বর্ষে সভা যে যে কাজ করিয়াছেন, তাহা বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে। উহার মধ্যে ভারতের স্কন্ধে কাবুলযুদ্ধের ব্যয় ভার নিক্ষেপের প্রতিবাদ প্রধান। আমরা একটী বিষয়ে বড় আশ্চর্য্য দেখিলাম, ঐ বর্ষে চাঁদা প্রভৃতিতে সভার সমুদয়ে ১৭১৭৯।৴০ টাকা আয় হয়। ব্যয়ও ঐ ১৭১৭৯।৴০ টাকা হইয়াছে। আর ব্যয়ের তুল্যতা রাখিয়া এরূপ মিতব্যয়িতা প্রদর্শন অতি অল্পস্থানে ঘটিয়া থাকে। সভার উপবেশনার্থ, যে গৃহ ছিল তাহা প্রশস্ত নয়, এই নিমিত্ত ৬৫ ফিট দীর্ঘ ও ২৪ ফিট প্রশস্ত একটী নূতন হল সভার পূর্ব্বগৃহের সহিত সংযোজিত হইয়াছে।

আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বিদ্যানুরাগিতার আরএকটী উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি কৃষি শিক্ষার উন্নতি সাধনার্থ দুইহাজর টাকা করিয়া দুইটী বৃত্তিরব্যবস্থা করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে যে দুই ব্যক্তি বৃত্তিপ্রার্থী হইবেন তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডে গিয়া সিরেনচেষ্টার কালেজে কৃষি বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইবে।

আমেরিকাবাসীদিগের যেমন বুদ্ধির তীব্রতা কার্য্যও তেমনি অদ্ভুত। তথায় ডাক্তর ট্যানর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ৪০ দিন অনাহারে থাকিলে মানুষ মরে না। আর একব্যক্তি পরীক্ষা করিতেছেন মানুষ যদি অনবরত ভোজন করে তবে কতদিনে পীড়িত হয়। ইহার দিন রাত্রি মুখের বিশ্রাম নাই। অনবরত ভোজন করিতেছে। কেবল যখন নিদ্রা যায় তখনই মুখের বিশ্রাম হয়।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বাবু প্যারীমোহন গুপ্ত (যিনি চিকিৎসা শিক্ষার্থ বিলাত গমন করিয়াছিলেন) তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম, বি ও সি, এম উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পঞ্জাবের খোকাদিগের দলপতি রামসিং রেঙ্গুণে এক্ষণে বন্দীদশায় কাল কাটাইতেছেন, ইনি কারাগারের যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া সম্প্রতি নিজ কারাগৃহে অগ্নি প্রদান করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এক্ষণে ইহার অনন্ত অবস্থার কথা শুনিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ইহার গৃহ মধ্যে যে কিছু সামগ্রী ছিল সমস্তই স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এমন কি শয্যাটী পর্য্যন্তও নাই, এতদ্ভিন্ন হাতে হাতকড়াও দেওয়া হইয়াছে।

আগামী দুর্গাপূজার [illegible] কলিকাতা হাইকোর্টের চিফ জষ্টিস স্বয়ং অরিজিনাল বিভাগের ও আপীল আদালতের কার্য্য করিবেন।

কেউ সানবোরণ নামক একটী ইউরোপীয় রমণী নর্থামটনের স্মিথ কালেজের সাহিত্যের অধ্যাপক হইয়াছেন।

ব্যারণেস বরডেট কটস নামক একটী বিবি আনমিড বার্টলেট এম, পি, র পাণিগ্রহণার্থী হইয়াছেন। ইহাদিগের পরিণয় কার্য্য শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে। পাত্রীর বয়স ৬৬ ও পাত্রের বয়ঃক্রম ২৯ বৎসর।

জেডা নামক একখানি জাহাজে আরোহণ করিয়া ৯৫৩ জন মুসলমান মক্কা তীর্থদর্শনে গমন করিতেছিল। ৮ ই গার্ড ফুর নিকট জাহাজ জলমগ্ন হয়। নাবিক প্রভৃতিতে উক্ত জাহাজে সর্ব্বশুদ্ধ এক হাজার লোক ছিল। সকলেই জলমগ্ন হয়। সিন্ধিয়া নামক জাহাজ কেবল কাপ্তেন ও তাঁহার স্ত্রী, চীফ আপীসর প্রধান সহকারী ইঞ্জিনিয়র ও ১৬ জন যাত্রীকে জীবিত প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহারা এক্ষণে সিঙ্গাপুরে পৌঁছিয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কটক একাডেমির প্রধান শিক্ষক বাবু দিনেন্দ্রনাথ দত্ত জ্যামিতির ১ম অধ্যায়ের একত্রিংশ প্রতিজ্ঞার নূতন অঙ্কন প্রণালী উদ্ভাবিত করিয়া কেম্ব্রিজ কলেজের শিক্ষক টডহণ্টার সাহেবের নিকট অনুমোদনার্থ প্রেরণ করেণ। টডহণ্টার সাহেব ইহার অনুমোদন করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি তাঁহার জ্যামিতিতে একত্রিংশ প্রতিজ্ঞা ঐ প্রকারে অঙ্কিত করিবেন।

২০ এ জুলাই জিব্রলটার প্রণালীর নিকট সেণ্ট অগ্‌উইন নামক একখানি বাষ্পীয় পোতের এঞ্জিন ফাটিয়া যাওয়াতে দুইজন ব্যক্তি হত ও ১৪ জন ব্যক্তি আহত হইয়াছে।

মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনরায় লুণ্ঠন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। বোম্বাইয়ের অনেক স্থান তাহাদের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াছে।

কাশ্মীরের লোকে আঙ্গুর, পেস্তা, বেদানা, প্রভৃতি খাইয়া বড় সবল দেহ হইয়া থাকে। কিন্তু গত কয়েক বৎসরের দুর্ভিক্ষে তাহাদিগের সে বল আর নাই। বিস্তর লোক অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এবৎসর শুনা যাইতেছে তথায় শস্য উৎপন্ন হইয়াছে। মহারাজ ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী অনন্তরাম রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ের যে কিছু ত্রুটী ছিল তাহাও সংশোধন করিতেছেন। তিন হাজার লোক অদ্যাপি মহারাজের সাহায্যে দিনপাত করিতেছে। ইহাদিগের বাড়ি ঘর কিছুই নাই। ইংরাজদিগের মধ্যআসিয়াস্থ সীমা প্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য মহারাজের যে সকল সৈন্য গত দুইবৎসর অবধি তথায় রহিয়াছে

তাহাদিগের সাহায্যার্থ ১২ শত সৈন্য প্রেরণ করার উদ্যোগ করা হইতেছে।

পোমোনা প্রেস নামক স্থানের রোডস নামে এক ব্যক্তি অত্যন্ত কৃপণ ছিল। লোকে চুরট খাইয়া যে অংশ ত্যাগ করিত, ঐ ব্যক্তি সেই সকল সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় দ্বারা ৬০০০০ টাকা করিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি মৃত্যুকালে রয়াল ফ্রি হাঁসপাতালে ঐ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

## কাবুলের যুদ্ধ সংবাদ।

কোয়েটা ২৭এ আগষ্ট। সেনাপতি রবার্ট ২৯ এ কান্দাহারে উপনীত হইয়াছেন। আয়ুব খাঁর সৈন্যগণ মুন্দিহিসার নামক স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে। যাহারা কান্দাহার অবরোধ করিয়াছিল, তাহারা তাহাও ছাড়িয়া দিয়াছে। সৈন্যগণের যুদ্ধোপকরণ সামগ্রীর কিছু হ্রাস হইয়াছে কিন্তু ১৫। ১৬ দিনের মধ্যে তাহা পূর্ণ হইবে।

২৮ এ রাত্রিতে করাচি হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে বিত্তর পাঠান ইংরাজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবার উদ্যোগ করিতেছে।

কোয়েটা হইতে সংবাদ আসিয়াছে ৩১ এ শত্রুগণের আক্রমণ করিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল কিন্তু কি করিয়াছে তাহার সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

আয়েট চাক ও অন্যান্য জাতি খোবা পর্ব্বতে একত্র হইতেছে, জেনেরল ফোয়ার চেমান হইতে যুদ্ধযাত্রা করিলে যে সকল রক্ষিসৈন্য দ্রব্য সামগ্রী লইয়া যাইবে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্যই উহারা তথায় একত্র হইয়াছে।

২৫ এ রাত্রিতে পেন্সাডের পুত্র ১২৪ জন সৈন্য বিদ্রোহী হইয়া চপাব মিরারৎ নামক রাস্তার অবস্থিতি করিতেছিল। খাঁ উহাদিগের দমনার্থ ৫ শত পদাতি ও দুইটী কামান প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিদ্রোহীরা ছোড়ভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছে।

শিবি নামক স্থানে রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার কার্য্যে যে সকল রক্ষিসৈন্য টাকাকড়ি প্রভৃতি লইয়া যায়, শত্রুরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল সম্প্রতি তাহারা তাহাদিগের দেশের প্রথানুসারে লুণ্ঠিত দ্রব্যের কিয়দংশ তাহাদিগের রাজা সর্দার মেহের উল্লার খাঁর নিকট প্রেরণ করিয়াছিল। শুনা গেল তিনি উহা গ্রহণ না করিয়া তত্রত্য পোলিটিকাল আফিসরের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

২৮ এ আগষ্ট ঢাকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে কাবুল হইতে পশুাবক পর্য্যন্ত রাস্তা আজিও নির্বিঘ্ন হয় নাই। এ পর্য্যন্ত এলাকিপুর পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ খোলা হইয়াছে।

আয়ুব [illegible] সাহেবকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাকে মুক্ত করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করা হইতেছে।

মৃত ব্যক্তিদিগের [illegible] দিবার নিমিত্ত যাহারা গিয়াছিল শুনা গেল ১৬ টী [illegible] হইয়াছে।

[illegible] আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

৩০ এ [illegible] আলীখোখার দুর্গ পরিত্যাগ করিয়াছিল।

কর্ণাল [illegible] ১৬ ই আগষ্ট যে যুদ্ধ হইয়াছে তাহাতে [illegible] সৈন্য হত ও আহত হইয়াছে।

সেনাপতি [illegible] আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

হাসিব খাঁ, আহম্মদ আলী খাঁ, আবদুল্লা খাঁর মাতা ও মুসা জান আয়ুবের নিকট গমন করিয়াছেন। আবদুল রহমান আমীরী প্রাপ্ত হওয়াতে আয়ুবের গিলিজিবানী ও কোহিস্থানী সেনাগণ বড়ই বিরক্ত হইয়াছে। সেনাপতি ফেয়ার তাঁহার সৈন্য সামন্ত লইয়া চেমান হইতে যাত্রা করিয়াছেন কিন্তু তক্তিপুলের বিপক্ষেরা বোধ হয় তাঁহার গমনের প্রতিরোধ চেষ্টা পাইবে। মুসা ও হাসিম খাঁ গিলজাই প্রভৃতি জাতিদিগকে একত্র করিয়া আয়ুব খাঁর অধীনে লইয়া গিয়াছে।

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৭ এ আগষ্ট। বিদেশীয় কার্য্যের অণ্ডর সেক্রেটরী প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচারার্থ ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী প্রস্তাবপূর্ণ কাগজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে কনষ্টাণ্টিনোপলে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। কনষ্টাণ্টিনোপলে গ্রেট ব্রিটনের যে দূত আছেন, তিনি ইহার প্রতিবাদ করাতে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য বন্ধ করিয়াছেন, পত্র প্রচারও বন্ধ হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৮ এ আগষ্ট। সুলতান তাঁহার বিদেশস্থ প্রতিনিধিগণের নিকটে এই ভাবে পত্র পাঠাইয়াছেন, যে তাঁহারা অবিলম্বে ডলসিগনো ছাড়িয়া দেন।

লণ্ডন ৩০ এ আগষ্ট। কান্দাহার রেলওয়ে প্রস্তুত করাতে বাণিজ্য ও রাজনীতি সম্বন্ধে যে সুবিধা হইয়াছে, সার রবার্ট সাণ্ডিমান তাহার উল্লেখ করিয়া টাইমসে যে পত্র লিখিয়াছিলেন অদ্য তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ রেলওয়ে আরম্ভ হওয়া অবধি তাহার কার্য্য চালাইবার ব্যয় পোষাইতেছে।

লণ্ডন ৩১ এ আগষ্ট। বিদেশীয় কার্য্যের অণ্ডর সেক্রেটরী গত রাত্রিতে লর্ড সভায় বলিয়াছেন ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজগণ মণ্টিনিগ্রোর বিষয়ে সুলতানকে কিরূপ উত্তর দিবেন তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। ওদিকে তাঁহারা রাগুসা নামক স্থানে জাহাজ প্রেরণের আদেশ দিয়াছেন।

ভাইকাউণ্ট এনফিলড ভারতবর্ষের অণ্ডার ষ্টেট সেক্রেটারী হইলেন।

লর্ড গ্রানবিল ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নিকট এই ভাবে পত্র লিখিয়াছেন যে ফরাসী জাহাজ সম্বন্ধে প্রস্তাবিত নাম উভয় দেশের বাণিজ্য সম্বন্ধে যে সন্ধি আছে তাহার অভিপ্রায় বিরুদ্ধ।

লণ্ডন ৩০ এ আগষ্ট। ষ্টার অব আফ্রিকা নামক যে জাহাজ ২ রা জুলাই কলিকাতা হইতে কেপ টাউনের অভিমুখে যাত্রা করে, তাহা মাডাগাস্কারের উপকূলের অনতিদূরে জলমগ্ন হয় তাহাতে সমুদায় লোক [illegible] করিয়াছে। কেবল দুই জন জীবিত আছে।

লণ্ডন ১ লা সেপ্টেম্বর। ডবলু, পি, আদম মান্দ্রাজের গবর্ণর হইলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিষয় লইয়া গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে বাদানুবাদ হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন তদ্দেশীয় রাজ্য সমূহের উপর তিনি কোন বিষয়ে পীড়াপীড়ি করিবেন না।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি অনরেবল ষ্টুয়ার্ট আক্সন সাহেব নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সেণ্টপিটার্স বর্গ ১ লা সেপ্টেম্বর। চীন দেশীয় গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা এই, আইলি প্রদেশ প্রদান করিবার যে বন্দোবস্ত হয় তাহাই কুলজা সন্ধির পরিবর্ত্তে অনুসৃত হয়। চীনেরা পলাইয়া রুশ অধিকারে যায়। তন্নিবন্ধন যে গোলযোগ উপস্থিত হয় তাহা নিবারণের উদ্দেশে রুশ গবর্ণমেণ্ট অধিকার সীমা নির্দ্ধারণ করিতে চান। এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে পীকিনে গিয়া এ সকল বিষয়ের মীমাংসা হইবে। [illegible] তথায় গিয়াছেন।

লণ্ডন ২ রা সেপ্টেম্বর। এই ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইউরোপীয় রাজগণ সুলতানের ভয় প্রদর্শনার্থ সমুদ্রে যে জাহাজ প্রেরণ করেন, বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক কার্য্য করা তাঁহার অভিপ্রেত নয়।

বার্লিন ১ লা সেপ্টেম্বর। সম্রাট [illegible] সেনাগণের নিকটে এক ঘোষণা প্রচার করিয়া তাহাদিগকে [illegible] কথা স্মরণ করিয়া দিয়াছেন এবং এই কথা বলিয়াছেন, উত্তরকালে মাতৃভূমিকে রক্ষার্থ যদি যুদ্ধ আবশ্যক হয় তদর্থ প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত সেনাগণের সুশিক্ষা ও সুনিয়ম অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক।

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

## বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

২০ এ আগষ্ট। সারণের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর কুমার রামেশ্বর সিং ভাগলপুরে বদলী হইলেন।

সাহাবাদের অন্তর্গত সাসেরামের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ক্যাপ্টেন ডব সাহেব গয়ায় বদলী হইলেন।

২৩ এ আগষ্ট। দ্বারভাঙ্গার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এলফিনষ্টোন সাহেব চম্পারণে বদলী হইলেন।

বিহারের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বি, ডী, সাহাবাদে বদলী হইলেন। ইহাঁর হস্তে [illegible] ভার রহিল।

ফরিদপুরের অন্তর্গত মাদারিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীনচন্দ্র সেন, পাবনায় বদলী হইলেন। ইহাঁর হস্তে [illegible] ভার অর্পিত হইল।

[illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এইচ হলমউড সাহেব বদলী হইলেন।

রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible]

[illegible]

[illegible]

চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী [illegible] বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। [illegible]

৩০ এ আগষ্ট। [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য [illegible] ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বর্দ্ধমানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বেলি সাহেব পাবনার [illegible] ভার প্রাপ্ত হইলেন।

পাটনার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সি, এফ মাগরথ ফরিদপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

২৫ এ আগষ্ট। বাকুড়ার মুন্সেফ বাবু হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় বি, এল, বর্দ্ধমানে বদলী হইলেন কিন্তু আপাততঃ তাঁহাকে রাণীগঞ্জে অবস্থিতি করিতে হইবে।

আলীপুরের প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু [illegible]

আদালতে দণ্ডের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ইনি ৫০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবেন।

ঢাকার অন্তর্গত মানিকগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় দণ্ডবিধি আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২৯ এ আগষ্ট। হুগলির অন্তর্গত জাহানাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible]কুমার সেন প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

এফ, জে, রো, এম এ, প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক হইলেন।

## সংবাদদাতার পত্র।

### হুগলী।

৩০ এ আগষ্ট। ১৮৮০ সাল।

গত কল্য আমাদিগের মহামান্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন মহোদয় বেহার হইতে কলিকাতা প্রত্যাগমনকালে হুগলী পরিদর্শনার্থ এখানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তিনি এখানে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হন, তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে কোন সংবাদ ছিল না। উক্ত দিবসে তিনি এখানকার স্বর্গীয় খ্যাতনামা হাজী মহম্মদ মসীনের সুপ্রসিদ্ধ এমামবাড়ী দর্শন ও হুগলী সহরের কিয়দংশ পরিভ্রমণ করেন, অপরাহ্নে তাঁহাকে রোটাশ নামক জাহাজ হইতে সসম্ভ্রমে নাবান হয়। ইডেন মহোদয় এখানকার কালেক্টরির ঘাটে অবতীর্ণ হইবামাত্র হুগলীর মিউনিসিপালিটীর কমিশনরগণ তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। উক্ত অভিনন্দন পত্রের সার মর্ম্ম এই যে, হুগলীতে পানীয় জলের উৎকৃষ্ট পুষ্করিণী না থাকাতে এখানকার অধিবাসিগণের বড়ই কষ্ট হইতেছে এবং মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের অধিবেশনের স্বতন্ত্র ঘর অভাবে তাঁহাদের নিতান্ত অসুবিধা হইয়াছে, প্রকাশ্যে ইডেন মহোদয় তদুত্তরে যাহা বলিয়াছেন তন্নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। মহামান্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন " হুগলিতে ভাল ভাল পুষ্করিণী নাই আর কমিসনরগণের বসিবার ঘর নাই একথা অভিনন্দন পত্র দ্বারা তাঁহাকে কেন বলা হয়, একথার মর্ম্ম তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন না, এই বিষয়ের সহিত গবর্ণমেণ্টের কোন সংস্রব নাই, ইচ্ছা হইলে মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে মিউনিসিপালিটীর উপকারের নিমিত্ত কমিসনরগণ সমস্তই প্রস্তুত করাইয়া লইতে পারেন" ইডেন মহোদয় এখানকার সুবুদ্ধি কমিসনরগণকে যে নির্ঘাত জবাব দিয়াছেন তাহা কিছু অপ্রকৃত কথা নহে। হুগলির মিউনিসিপালিটীর বিলক্ষণ দশ টাকা আয় আছে। এত টাকা ব্যয় কোথায়? মিউনিসিপালিটীর উদরে কি ভস্ম কীট আছে? আর একটী কথা এই পুলিশ ও ইঞ্জিনিয়রদিগের বেতন বিষয়ে ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া সাধারণের বাস্তবিক উপকারের দিকে দৃষ্টিপাত করা কমিসনরদিগের অবশ্যই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমরা ভরসা করি মহামান্য ইডেন বাহাদুর যে জবাব দিয়াছেন অতঃপর তাহাতে এখানকার কমিসনরদিগের চৈতন্য হওয়া উচিত। সোমপ্রকাশের পাঠকবর্গ! আর একটী কৌতুকাবহ সংবাদ শুনুন। কমিসনরদিগের মুখ পাত্র স্বরূপ যিনি উক্ত অভিনন্দন পত্রখানি পাঠ করিয়াছিলেন। " আমি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের সম্মুখে অভিনন্দন পত্র পাঠ করিব এবিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বে যেরূপ আগ্রহ ছিল, ইডেন মহোদয়ের জবাব শুনার পর অভিনন্দন পত্র খানি, আমার নিজের রচনা নয় " সাধারণকে এই কথা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত ততোধিক উৎসুক হইয়াছিলেন। যাহা হউক আমরা উক্ত অভিনন্দন-পত্র-পাঠক মহাশয়কে বিজ্ঞ ও বহুদর্শী লোক বলিয়া জানি, তাঁহার প্রতি আমাদিগের যথেষ্ট ভক্তিও আছে কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি তাঁহার এদুর্ব্বুদ্ধি কেন ঘটিল?

এক্ষণে মহামান্য লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট আমাদিগের একটী নূতন প্রস্তাব করিবার অবসর উপস্থিত হইল। অনেকগুলি জিলার ও স্থানের মিউনিসিপালিটীর দুর্দ্দশা দেখিয়া আমাদিগের হৃদয়ে এই নূতন প্রস্তাবটী উদিত হইয়াছে। প্রস্তাবটী এই বঙ্গদেশে যেমন ইনস্পেক্টর জেনেরল অব জেল, ইন্স্পেক্টর জেনেরল অব হসপিটাল, ইন্স্পেক্টর জেনেরল অব পুলিস, ইন্স্পেক্টর জেনেরল অব রেজিষ্ট্রেশন বলিয়া এক একটী পদ আছে সেইরূপ সমস্ত বঙ্গদেশের নিমিত্ত ইন্স্পেক্টর জেনেরল অব মিউনিসিপালিটী বলিয়া একটী নূতন পদের সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ ৫। ৬ পাঁচ ছয় জন ইন্স্পেক্টর অব মিউনিসিপালিটী নিযুক্ত করা হউক। ইন্স্পেক্টর জেনেরল অব মিউনিসিপালিটী ও ইন্স্পেক্টরগণ বঙ্গদেশের যাবতীয় মিউনিসিপালিটীর আয় ব্যয় রাস্তা, ঘাট প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের পরিদর্শন করিবেন এবং মধ্যে মধ্যে বা সম্বৎসরে গবর্ণমেণ্টে স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর ন্যায়, অন্যায় বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন। এই সকল তত্ত্বাবধায়কগণের বেতন আমরা গবর্ণমেণ্টকে দিতে বলিতেছি না। ঊর্দ্ধসংখ্যা মাসিক তিনসহস্র টাকা হইলেই এই সকল তত্ত্বাবধায়কগণের বেতন প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে। মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতেই ইহাদিগের বেতন দেওয়া যাইবে। এক্ষণে সমস্ত বঙ্গদেশে যতগুলি মিউনিসিপালিটী আছে তাহা হইতে মাসে মাসে শতকরা যদি ।০ চারি আনা লওয়া যায় তাহা হইলেই এই তিন সহস্র টাকা অনায়াসেই সঙ্কুলান হইয়া যায় তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে করদাতৃগণ কোন আপত্তি করিবেন না। কারণ তাঁহাদের উপকারের জন্যই এই পদের সৃজন করা হইতেছে।

উপসংহার কালে আমরা গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক মহোদয়ের নিকট নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে অনুরোধ করিতেছি তিনি আমাদিগের এই নূতন প্রস্তাবটী অনুবাদ করিয়া মহামান্য ইডেন মহোদয়ের গোচর করাইয়া দিয়া আমাদিগকে নিতান্ত অনুগৃহীত করেন।

---

### শান্তিপুর।

১। বিষ্ণুপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ বসু মহাশয় গত মঙ্গলবার পরাহ্নে রাণাঘাট সব ডিবিজনের কার্য্য ভার পরিগ্রহ করিয়াছেন, সুতরাং ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাখরগঞ্জের অন্তর্গত পটুয়াখালি সব ডিভিজনে গমন করিতে হইল। দুঃখের বিষয় যে, চন্দ্রশেখর বাবুর ধামাধরা গোঁড়া বাবুরা তাঁহাকে চিরদিন রাণাঘাটে রাখিবার জন্য যে সকল চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিলেন, তৎসমস্ত নিশার স্বপ্নের ন্যায় বিফল হইল।

২। শান্তিপুরের ভূতপূর্ব্ব হেড কনষ্টেবল প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নালিশী পচা মকদ্দমাটী জাগিয়া উঠিয়াছে। এবার ঐ মকদ্দমাটীর বিচারভার হাইকোর্টের আদেশানুসারে কৃষ্ণনগরের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের হস্তে বিন্যস্ত হইয়াছে। এই মকদ্দমায় সোমপ্রকাশের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা আসামী। বাবু ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের সুবিচারে উক্ত বাদী হেড কনষ্টেবল প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যাব্রাহ্মণ্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

৩। গুপ্তিপাড়ার শ্রীশ্রী ৺ বৃন্দাবনচন্দ্রজীর নিত্য সেবার উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। এজন্য তাঁহার প্রাত্যহিক পূজোপকরণ অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

৪। আজ কাল এখানে চোরের কিছু অত্যাচার দেখা যাইতেছে। কয়েক দিন হইল, একজন [illegible] চোর কোন দোকানের [illegible] উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু ঐ সময় কতকগুলি স্থানীয় লোক উপস্থিত হওয়াতে চোর অকৃতকার্য্য হইয়া পলায়ন করিয়াছে। দুঃখের বিষয় যে, স্থানীয় পুলিস ঐ মকদ্দমা গ্রহণ করে নাই।

# বিজ্ঞাপন।



---



---

## কণ্ট্রাক্টরদিগের প্রতি বিজ্ঞাপন।

ভাগলপুরের রোডসেস কমিটী ১৮৮০ ও ৮১ অব্দের বজেটে (আয় ব্যয় বৃত্তান্তে) নিম্নলিখিত কার্য্যের নিমিত্ত নিম্নলিখিত টাকা বিভাগ ক্রমে মঞ্জুর করিয়াছেন। যে সকল কণ্ট্রাক্টর ঐ সকল কার্য্যের নিমিত্ত টেণ্ডার দিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে তাঁহারা যত সত্বর পারেন ভাগলপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়রের নিকটে এতৎসংক্রান্ত চিঠি পত্রাদি প্রেরণ করিবেন। ঐ ইঞ্জিনিয়রের আফীসে এষ্টিমেট ও সিডিউল প্রভৃতি পরীক্ষিত হইবে। অন্য অন্য সংবাদ পাওয়া যাইবে এবং টেণ্ডারের ফরম কিনিতে মিলিবে। ১৮৮০ অব্দের ১ লা অক্টোবর হইতে রোডসেসের নূতন বৎসর গণনা আরম্ভ হইবে।

### নূতন কার্য্য।

| | টাকা |
|---|---|
| ১। নারায়ণপুর রাস্তা হইয়া মিদ্দি শোনবর্ষের সেতু ও জল-নির্গমের জন্য পাকা পুল প্রস্তুত করিবার এষ্টিমেট [illegible] | কমিটীর মঞ্জুর করা ২৬০০ |
| ২। মধেপুরা [illegible] রাস্তার জল-নির্গমের [illegible] এষ্টিমেট [illegible] | ৪৭৬৭ |
| ৩। [illegible] জল-নির্গমের [illegible] নির্ম্মাণ [illegible] ২৪৫২ | ২৪৫২ |
| ৪। মধেপুরা শোনবর্ষের রাস্তার সেতু ও জল নির্গমের জন্য পাকা পুল করিবার এষ্টিমেট ২৭৫৮৭ | ৮০০০ |
| ৫। উত্তর ভাগলপুরের পরিদর্শন গৃহগুলি নির্ম্মাণ করিতে | ৪০০০ |
| ৬। দক্ষিণ ভাগলপুরের পরিদর্শন গৃহগুলি নির্ম্মাণ করিতে | ৩০০০ |

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নূতন কার্য্য যাহা করিতে হইবে তাহা আজিও মঞ্জুর হয় নাই। মঞ্জুর হইলে তাহার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে।

| মেরামতী কার্য্য। | টাকা |
|---|---|
| ১। ভাগলপুর ওভর-ব্রিজ হইতে সাঁওতাল পরগণা পর্য্যন্ত | ২০০০০ |
| ২। সুলতানগঞ্জ—আর্য্যসগঞ্জ | ১৬০০ |
| ৩। রেলওয়ে ষ্টেষণ হইতে নদীঘাট পর্য্যন্ত | ১০০০ |
| ৪। গোগাবাজার রাস্তা | ২০০ |
| ৫। গোরঘাট হইতে ভাগলপুর | ১৮০০ |
| ৬। ভাগলপুর হইতে পীরপৈতী | ৩০০০ |
| ৭। ভাগলপুর হইতে উমীরপুর | ১৫০০ |
| ৮। বাঁকা হইতে শিমুলতলী | ২০০০ |
| ৯। পিঁপুলপতী হইতে সাবরহাট | ১০০ |
| ১০। জগদীশপুর হইতে সোনাদী | ৫০০ |
| ১১। সোনাদী হইতে বেলা, নওয়াদা ও রাজাবার হইয়া | ২০০০ |
| ১২। কলগী হইতে বুড়াহাট | ১১০০ |
| ১৩। পীরপৈতী হইতে বুড়াহাট | ৫০০ |
| ১৪। পীরপৈতি রেলওয়ে ষ্টেষণ হইতে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত | ৬০০ |
| ১৫। বাঁকা হইতে উমীরপুর | ১৫০০ |
| ১৬। বৌসী হইতে মহেরমা, ধুরিয়া হইয়া | ১৫০০ |
| ১৭। গোগা হইতে আশী | ১০০০ |
| ১৮। মধেপুরা হইতে সোনবর্ষ, সাপুর হইয়া | ১২০০ |
| ১৯। গোপালপুরঘাট হইতে কেওটগামা, সুখপুর ও সিংহেশ্বর হইয়া | ৩৫০০ |
| ২০। সুখপুর হইতে কন্দোলি, সুপুল বাপ্তিহা ও ডাগমারা হইয়া | ১৮০০ |
| ২১। বনগাঁ হইতে মহিষি | ৩০০ |
| ২২। তিলযুগা নদী হইতে প্রতাপগঞ্জ বাপ্তিয়া হইয়া | ৩৫০০ |
| ২৩। সুপুল হইতে প্রতাপগঞ্জ, পিপড়া হইয়া | ১৫০০ |
| ২৪। প্রতাপগঞ্জ হইতে বাসুয়াবাজার | ৬৫০ |
| ২৫। সুপুল হইতে মধেপুরা, গামারিয়া ও সিংহেশ্বর হইয়া | ২০০০ |
| ২৬। সিংহেশ্বর হইতে পিপড়া | ৭০০ |
| ২৭। পরসরমা হইতে বলহি | ১৫০০ |
| ২৮। মধেপুরা হইতে কারামা, কৃষ্ণগঞ্জ হইয়া | ৩৩০০ |
| ২৯। লতিপুর হইতে বাগরি | ১৫০০ |
| ৩০। মিদ্দি হইতে শোনবর্ষ, নারায়ণপুর হইয়া | ৪০০ |
| ৩২। সাকন্দ হইতে সুলতানগঞ্জ | ৪৪০ |
| ৩৪। ভাগলপুর হইতে শাকন্দ | ৩২০ |
| ৩৫। ভাগলপুর হইতে ধুরিয়া | ৮৮০ |
| ৩৬। মহিআমা হইতে কলগী | ৪৪০ |
| ৩৭। পীরপৈতি হইতে তিনাপাড়ি | ২০০ |
| ৩৮। ভাগলপুর পারে ডিহারা হইতে লতিপুর | ৩২০ |
| ৪০। তুলসীপুর হইতে শেহড়া | ৭০০ |
| ৪১। জগদীশপুর হইতে রামপুর | ১৫০ |
| ৪২। বিষ্ণুপুর রেলওয়ে ওভারব্রিজ হইতে পীরপৈতি একদারা ও গোহাটী হইয়া | ৫০০ |
| ৭৩। বাগরি হইতে কাবামা ফুলত হইয়া | ৫০০ |
| উত্তর ভাগলপুরে সারাই মেরামতর | ২০০ |
| দক্ষিণ ভাগলপুরের সরাই মেরামত | ৩০০ |

৪ ঠা আগষ্ট। ১৮৮০। } ভাগলপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার।

---

করমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইতে চাঙড়িপোতার কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

---

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

## শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ-ধাতু-ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

### কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১ ডাকমাশুল ॥৵০

### সুরসুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ,বাধক রোগ ও বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২ ডাকমাশুল ॥০

### নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় জ্বর অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১॥০ ডাকমাশুল ॥৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

---

মৎ প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

### ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫॥০ টাকা, ডাক মাশুল ।০

### আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদমতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সর্ব্বিষরুদ্ধি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের প্রধান প্রধান উপায় ভারতবর্ষের স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১॥০ টাকা ডাকমাশুল ৶০

### আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদি চিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল।০

### আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

---

যিনি এক দিবসে হৃদয় দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

---

### বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। চাঙড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে; পটোলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৮০ নং কলেজ ষ্ট্রীটে মেডিক্যাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৮০ আনা মাত্র।

### মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ একবারে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী—

| | | |
|---|---|---|
| | মুক্তাগাছা | ১০ |
| ” ” | শ্রীনাথ চন্দ্র—যশোহর | ১০ |
| ” ” | মনমোহিনীলাল সিংহ—রাজসাহী | ৭ |
| ” ” | জ্ঞানচন্দ্র সিংহ—কলিকাতা | ৫ |
| ” ” | কৃষ্ণজীবন দত্ত—কাছাড় | ৭ |
| ” ” | হারাধন বসু—বালেশ্বর | ৭ |
| ” ” | মৌলবী আতাওলহক—মুঙ্গের | ৭ |

---

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বয়াত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵০ এক আনা দিতে হইবে।

---

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক ঘর হইতে চাঙড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীমদনমোহন চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

২৬। পীপড়া হইয়া সুপুল হইতে প্রতাপগঞ্জ ১০০০
২৫। গামারিয়া ও সিংশ্বর হইয়া সুপুল হইতে মধেপুরা ২০০০
২৭। পরসরমাম হইতে বনহি ১৫০০
২৮। কৃষ্ণগঞ্জ হইয়া মধেপুরা হইতে কারামা ৩৩০০
২৯। লক্ষ্মিপুর হইতে ঘাগরি ১৫০০

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়
ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়রের একাউণ্টেণ্ট
২৫ এ আগষ্ট ১৮৮০।

# প্রেরিতপত্র।

## একাদশীর ব্যবস্থা।

মহাশয়! এতদ্দেশীয় শ্রীযুক্ত জয়রাম দেবশর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা যাঁহারা এক্ষণে মোক্ষকাম হইয়া বারাণসী ধামে বাস করিতেছেন, আপনার পত্রিকাতে ৩০ এ ভাদ্র একাদশীর উপবাস হইবে বলিয়া যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহার প্রমাণটী মহারাজ শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের প্রকাশিত একাদশী ব্যবস্থায় খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত ব্যবস্থা সকলের নয়নগোচর না হইতে পারে, এজন্য এ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা আপনার জগদ্বিখ্যাত পত্রিকার এক পার্শ্বে স্থান দিয়া বাধিত করিবেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত-রহস্যের গণনানুসরণ করিয়া ৩০ এ দশমী নাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন কিন্তু সিদ্ধান্ত রহস্যের মত বাঙ্গালায় কখন প্রচলিত নহে। আর তাঁহারাও কিছু নূতন কথা বলেন নাই। কারণ বহুদিন পূর্ব্বে গুপ্ত পত্রিকায় যশোদানন্দন বিদ্যাসাগর প্রকাশ করিয়াছেন যে সিদ্ধান্ত-রহস্য মতে গণনায় ৩০ এ দশমী না থাকায় ৩০ এই উপবাস হওয়া উচিত কিন্তু সিদ্ধান্ত রহস্য মতে অস্মদ্দেশে কখন পঞ্জিকা গণনা হয় না।

আমরাও বঙ্গদেশীয় অন্যান্য জ্যোতির্ব্বিদগণের মত সংগ্রহ করিয়াছি, তাঁহারাও বলেন সিদ্ধান্তরহস্যের মত এদেশে আদরণীয় নহে। আমিও যতদূর বুঝিয়াছি, আমারও তাহাই বিশ্বাস। অধিকন্তু পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় বলেন যে সিদ্ধান্ত-রহস্য মতেও ৩০ এ উপবাস হয় না, কারণ যশোদানন্দন বিদ্যাসাগর ও কাশীস্থ পণ্ডিতদ্বয়ের গণনায় চন্দ্র স্ফুট ভুল আছে। এই বিষয়ে উপপত্তি তিনি তাঁহার মুদ্রিত ব্যবস্থায় প্রদর্শন করিয়াছেন।

যাহা হউক, আমরা বলিতে চাহি, যখন সিদ্ধান্তরহস্য অস্মদ্দেশে প্রচলিত নহে বলিয়া সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন, তখন কাশীস্থ মান্যমান পণ্ডিত মহাশয় দ্বয়ের লিখিত সিদ্ধান্ত রহস্যানুযায়িনী ব্যবস্থা অস্মদ্দেশে প্রচলিত হইতে পারে না।

সংস্কৃত কলেজ
২২ এ ভাদ্র ১৮০২ শক। } শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

## একাদশীর ব্যবস্থা।

মহাশয়ের ২২ এ ভাদ্রের পত্রিকাতে দৃষ্টি করিলাম এতদ্দেশীয় সংপ্রতি কাশীধাম নিবাসী জয়রাম শর্ম্মা এবং জয়কৃষ্ণ শর্ম্মা এই দুই জনে সিদ্ধান্তরহস্যমতে চন্দ্র ও রবির স্ফুট ও দিনগতি লিখিয়া গৌড়দেশে ৩০ এ ভাদ্র প্রাতে দশমী না থাকা লিখিয়াছেন এবং ২৯ এ ভাদ্র রাত্রিতে ১২ পল রাত্রি সত্বে একাদশীর প্রবেশ লিখিয়াছেন কিন্তু ঐ স্ফুট ও গতি শ্রীযশোদানন্দন আচার্য্য লিখিত স্ফুটের সহিত অনৈক্য ও নিতান্ত অসঙ্গত। তাহার কারণ আমি এক ব্যবস্থা পত্রে প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতেই লেখা আছে, ঐ ব্যবস্থাপত্রখানি দর্শনার্থ প্রেরিত হইল। যে অংশ উচিত বোধ হয় পত্রের দেশে স্থান দিবেন। কোন প্রমাণ করিতে হইলে ত্রৈরাশিক দ্বারাই ভাস্করাচার্য্য সূর্য্যসিদ্ধান্ত টীকাকৃৎ রঙ্গনাথ পণ্ডিত আপন গ্রন্থে করিয়াছেন, আমিও ঐ ত্রৈরাশিক দ্বারা ঐ সকল বিষয় প্রমাণযুক্ত করিয়াছি। বারাণসীর পত্রের নক্ষত্র-ভোগকাল ও ভুক্তিকাল নাই এবং রবিরও সংক্রান্তি স্ফুট দণ্ডাদি লেখা নাই। এমতে ইহার যুক্তাযুক্তত্ব বলিতে সমর্থ হইলাম না। অস্মদ্দেশে দিনপঞ্জিকাদি-মতে যে পঞ্জিকা তাহাই গ্রাহ্য, সিদ্ধান্তরহস্যমতে কেহ পঞ্জিকা করে না। এক্ষণে ১ দিনের জন্য ঐ মত অবলম্বন করিতে হইলে দিনপঞ্জিকাদিমতে কৃত পঞ্জিকানুসারে যে কর্ম্ম হইয়া আসিতেছে, তাহা সকল পণ্ড হইয়াছে এমত ধার্য্য করিতে হইবে। বিশেষতঃ সিদ্ধান্তরহস্যে ২০০ যোজন দেশান্তর লইয়া গণিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। এ দেশে তত দেশান্তর নয়, ১৭০৷৹ যোজন মাত্র। ইহা ব্যবস্থাপত্রে লিখিত আছে, সুতরাং এদেশে প্রাতে দশমী থাকা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

শ্রীতারানাথ তর্কবাচস্পতি।

## একটী খালের প্রার্থনা।

হাবড়া জেলার ডুমজুড় ও জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত রাজাপুরঝিলনামক একটী বিস্তীর্ণ বাদা আছে। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ৬।৭ বর্গ ক্রোশ। ইহার অধিকাংশ স্থানেই কোন শস্যাদি হয় না। যে সকল স্থান গ্রামের নিকটবর্ত্তী, তাহাতে কোন কোন বৎসর সামান্যরূপ হৈমন্তিক ও বোরো ধান্য জন্মিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অধিকাংশ স্থানেই ১২ মাস জলমগ্ন থাকে। ইহার কোন কোন স্থানে চৈত্র বৈশাখ মাসেও ৫।৬ হাত জল থাকে। ঝিলের প্রায় সকলস্থানেই নাড়াবাস, মলঙ্গা, পাতি, বেণা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ, সকল সময়ে বিশেষতঃ বর্ষাকালে ইহার সকলস্থানেই বড় বড় দাম ভাসিয়া থাকে। একটা দামে (দল) প্রায় ১।১৷৹ ক্রোশ পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া থাকে; তাহার উপর দিয়া গমনাগমন করিলে কিঞ্চিন্মাত্রও জলমগ্ন হয় না। এই সকল দামে নানারূপ বিষাক্ত সর্প, জলৌকা প্রভৃতি হিংস্র জন্তু বাস করে। যে স্থান পরিষ্কার থাকে, তাহাতে কুম্ভীর থাকিতেও দেখা যায়। বর্ষাকালে ঝিলের সকল স্থান অধিকতর জলমগ্ন হওয়াতে অনেক সর্প ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন এই সকল গ্রামে বাস করা কষ্টকর হইয়া উঠে। কারণ, সর্পভয়ে নিয়ত সশঙ্কিত থাকিতে হয়। প্রতি বৎসর এই সকল গ্রামবাসী হতভাগ্যদিগের মধ্যে কতকগুলি করিয়া সর্পদষ্ট হইয়া কালের করাল কবলে পতিত হয়। বিশেষতঃ এই সময়ে দামসকল পচিয়া এরূপ দুর্গন্ধ হয় যে ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলে বাস করা দুষ্কর হইয়া উঠে। সাদা ভূমি থাকাতেও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল সর্ব্বদা অপরিশুদ্ধ ও অপরিচ্ছন্ন থাকে। তজ্জন্য বিস্তর লোক কম্প ও সবিরাম জ্বরে অকালে কাল গ্রাসে পতিত হয়। এ সকল স্থানে ভাল রাস্তা নাই। বিদ্যালয় বা চিকিৎসালয় নাই, ভদ্র লোকের বসতি অপেক্ষাকৃত অল্প, ভালরূপ শস্য না জন্মিবাতে অধিকাংশ লোকই নিঃস্ব। বিশেষতঃ সিয়ালডাঙ্গা, বড়িহাটন, দিয়া বালিয়া, রণমহল, দুটিকপাছি প্রভৃতি গ্রামে একটী ভদ্র লোক নাই। ইহাদের অবস্থা এত মন্দ যে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। এরূপ কদর্য্য স্থান বঙ্গদেশের মধ্যে যদি থাকে ত অতি অল্প। যিনি বর্ষাকালে এ সকল স্থানে একবার গমন করিয়াছেন, বোধ হয় তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে ইহার ভয়ানক মূর্ত্তি কখনই অপসারিত হইবে না।

যদি এই ঝিলের মধ্য দিয়া একটী খাল খনন করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইহার জল অনায়াসে গঙ্গায় আসিয়া পড়িতে পারে। একটী খাল খনন করিতে বিস্তর ব্যয় হইবে বটে কিন্তু এই সকল পতিত জমী আবাদ হইলে তাহা হইতে বিস্তর লাভ হইবারও সম্ভাবনা আছে। এতদ্দেশীয় জমীদার মহাশয়গণ এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে প্রজাদিগের অনেক উপকার হইতে পারে। তাহাতে তাঁহাদের লাভ ভিন্ন লোকসান হইবে না।

কিছু দিন পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট হইতে ২।৩ বার ইহার জরীপ, জমাহিল, খাল হইবারও কথা শুনিয়াছিলাম কিন্তু স্বপ্নের কথা স্বপ্নেই রহিল। আশা পোতাই সার হইল। আমরা সবিনয়ে গবর্ণমেণ্টের ও স্থানীয় জমী-

তাহাতে লেখক ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরাদির ও পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়া কি যুক্তির খণ্ডন করিলেন না কি? মন্দ নয়! এটী কি নব্য সভ্যতা-প্রণোদিত যুক্তি-খণ্ডনপ্রণালী? " ঈশ্বর ইচ্ছার বশীভূত হইয়া কার্য্য করেন না " ইহা প্রমাণ করিবার জন্য জ্ঞানেন্দ্র বাবু এক অন্ধকূপে গিয়া পড়িয়াছেন; তিনি বলেন, " তুমি আমি যে উপাদানে নির্ম্মিত, যুক্তিকার কি বলিতে চাহেন ঈশ্বরও অবিকল সেই উপাদানে নির্ম্মিত? " "ঈশ্বর অন্যতর উচ্চ উপাদানে নির্ম্মিত হইতে পারেন, " তিনি " ইচ্ছাময় " হইতে পারেন, তিনিই ইচ্ছা হইতে পারেন "। ঈশ্বর যদি কোন আশ্চর্য্য উপাদানে নির্ম্মিত হইয়া থাকেন তবে জ্ঞানেন্দ্র বাবু আবার ঈশ্বরকে কাহার নির্ম্মিত স্থির করিলেন? ইহার মতেও ঈশ্বর সকলের মূল নহেন, কেন না যিনি " নির্ম্মিত " তিনি কখনই নিত্য নহেন, যিনি " নির্ম্মিত " তিনি কখনই স্বয়ম্ভূ নহেন; তবে অবশ্যই যেন তাঁহার কেহ নির্ম্মাতা আছেন; এবং পূর্ব্বে ছিলেন না পরে রচিত হইয়াছেন। পাঠক মহোদয়! জ্ঞানেন্দ্র বাবুর এ যুক্তি " উদ্ভ্রান্ত " না অভ্রান্ত? আবার তিনিই যদি ইচ্ছা হয়েন, তবে ইচ্ছা করিবেন কে? যিনিই ইচ্ছা তিনিই ইচ্ছাকর্ত্তা! যিনি কর্ত্তা তিনিই ক্রিয়া! যিনি ভোক্তা তিনিই ভোজ্য! বেশ সিদ্ধান্ত!! জ্ঞানেন্দ্র বাবুর এমন কোন অন্য সারবান্ যুক্তি বা সিদ্ধান্ত দেখিতে পাই না, যে তাহা লইয়া আর অধিক সমালোচনা করা যায়।

২। জ্ঞানেন্দ্র বাবুর প্রতিবাদের পরেই আর একখানি অস্বাক্ষরিত কোন বন্ধুর প্রতিবাদ পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রতিবাদকারী বন্ধু আমার লিখিত " ব্রহ্ম ও ঈশ্বর যে অবস্থাগত অতীব পৃথক তাহার প্রমাণ আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রতুল নাই " এতৎ পংক্তি পাঠে সর্ব্বরত্নাকর আর্য্যশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক পরিহাস করিয়াছেন। সাধারণ লোকের বিদ্রূপে তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের পরম সেবনীয় আর্য্যশাস্ত্র কখনই প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবে না। " নর ও মানব এই শব্দের পার্থক্য তো আছেই তাহা আবার পরিহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করার পৌরুষ কি? স্থানবিশেষে নর শব্দ, মানব শব্দের সমভাবার্থ বহন করে না। নর শব্দ নৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন, নৃ ধাতুর অর্থ প্রাপ্তি অর্থাৎ যে দেহ লাভ করিলে স্বর্গ, উপবাসাদি প্রাপ্তি হয়। মানব অর্থাৎ মনুর অপত্যার্থ বাচক; নর ও মানব এই দুই শব্দ যে পৃথক অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে ইহাতে কি আবার জিজ্ঞাস্য? শব্দ গুলি উপাধি [illegible] ক্রিয়া ও ভাবের বিজ্ঞাপনী স্বরূপ, একটী শব্দ অন্য শব্দের শক্যার্থকে বুঝাইতে পারে কিন্তু একটী শব্দ আর একটী শব্দের বাচ্যার্থ বা ভাবার্থকে সচরাচর বুঝাইতে পারে না; তদ্রূপ ব্রহ্ম ও ঈশ্বর একার্থ ব্যঞ্জক নহে। তিনি আবার লিখিয়াছেন যে " ঈশ্বর ও ব্রহ্ম বিষয়ক তাদৃশ পার্থক্য উপনিষদাদি প্রধান আর্য্যশাস্ত্রে দেখা যায় না। " ইহা তাঁহাকে কে বলিল? আদি ব্রাহ্মসমাজের যত্নে যে ৫। ৭ খানি উপনিষদ অনুবাদিত হইয়াছে তাহাতে নাই বলিয়া কি কোন উপনিষদেই নাই ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে! আমি যে " ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের " পার্থক্য প্রতিপাদনার্থ প্রথমে প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা কি আমার স্বকপোলকল্পিত? উহা নিরালম্বোপনিষৎ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি যে উপনিষদাদিকে প্রধান আর্য্যশাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন, উহা তাহা হইতেই সঙ্কলিত। লেখক কি উক্ত ৫। ৭ খানির অতিরিক্ত উপনিষদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না? আশা করি তিনি কূপ মণ্ডূকের ন্যায় ক্ষুদ্র দৃষ্টি না হইবেন। তিনি দুই একটী ঔপনিষদিক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের একত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; দৃষ্টান্ত দ্বারা একটী সংজ্ঞা বা লক্ষণ খণ্ডন হইতে পারে না। শাস্ত্রের অনেকস্থলে ব্যাকরণের নিয়ম বিরুদ্ধ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তদ্ভাবৎ আর্ষ প্রয়োগ বলিয়া তাহা দূষণীয় নহে। এইরূপ উপনিষদেও অনেক স্থলে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর এক স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ আর্ষ প্রয়োগ গুলি প্রশস্ত ও উপনিষদুক্ত লক্ষণ বা সংজ্ঞা খণ্ডন করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ নহে।

তিনি জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন যে " প্রলয়কর্ত্তা ঈশ্বর কাহার প্রকৃতি হইতে স্ফুরিত হইয়াছে? " যেমন অগ্নি বলিলেই প্রকাশ শক্তি ও দাহিকাশক্তিবিশিষ্ট পদার্থের বোধ হয়; দাহিকা শক্তি ও প্রকাশ শক্তির অভাবে অগ্নির উপলব্ধি হইতে পারে না; এই দুই শক্তি যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাই অগ্নি, তদ্রূপ সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের অতি সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি, প্রকৃতি চৈতন্য সহিত ( দাহিকা ও প্রকাশ শক্তি যেমন অগ্নির সহিত ) অভিন্ন ভাবে নিত্য সংযুক্ত থাকিয়াও ক্রিয়া ও পরিণাম জন্য ভিন্ন ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যে প্রকৃতি চৈতন্য সহ নিত্য সংযুক্ত তাহা হইতেই ঈশ্বর স্ফুরিত হইয়াছেন। আবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ব্রহ্মাদি ঈশ্বর কার মায়াকল্পিত? মায়া শব্দের অর্থ প্রকৃতি, প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই অনাদ্যা প্রকৃতি বা মায়া হইতে ব্রহ্মাদি কল্পিত হইয়াছেন। পুনঃ ইহাও জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন যে এই গুণময়ী মায়া কর্ত্তৃকই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে, তবে মায়াই সর্ব্বে সর্ব্বা, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম কোন কার্য্যেরই নন। কেন না যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় শক্তি বিহীন, তিনি আবার ঈশ্বর ও ব্রহ্ম কিসে? এই স্থলে উপনিষদের " যতো বা ইমানি ভূতানি " আদিরও অবতারণা করিতে বিস্মৃত হন নাই। ইহার উত্তরে এই মাত্র বলিব যে, বৃক্ষ হইতে ফল উৎপন্ন হয়, ইহা বলিলে মূর্খগণ বৃক্ষকেই ফলপ্রসূ বলিয়া সিদ্ধান্ত পূর্ব্বক অবসর লইবে কিন্তু বিজ্ঞব্যক্তি দেখিবেন যে বৃক্ষ যদি মৃত্তিকার সহিত সংযুক্ত না থাকিত, তবে উহা জীবিত থাকিতে বা ফল প্রসব করিতে পারিত না: তদ্রূপ জগৎরূপ ফলপ্রসূ মায়ারূপ বৃক্ষকে মূঢ়গণ সর্ব্বে সর্ব্বা বলিতে পারে: কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তি চৈতন্য রূপ মৃৎসংযোগেই সৃষ্টির কারণ বলিয়া অবধারণ করিবেন। " যতো বা ইমানি " ইত্যারব্ধ শ্লোকে ব্রহ্ম বাচক যৎ শব্দকে কর্ত্তৃপদের পরিবর্ত্তে পঞ্চমী বিভক্তিযুক্ত করা হইয়াছে। ব্রহ্ম যে সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, এ শ্লোক তাহারই পোষকতা করিতেছে। পৃথিবী হইতে শস্য উৎপন্ন হয়, ইহাতে যেমন পৃথিবী শস্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহে; তদ্রূপ এই শ্লোক ব্রহ্মকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতে সাহস করে নাই।

" ওমিতি ব্রহ্ম " আদি আপ্ত বাক্যেও সন্দেহ করিয়াছেন: ও শব্দের অর্থ সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা বা অ[illegible] কারের প্রতিপাদ্য বা ঈশ্বরের বিদ্যমানতা যাহার অস্তিত্ব প্রতিপাদন, করে তাহাই ব্রহ্ম। ইহাতেও ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের ভিন্নতা প্রমাণীকৃত হইতেছে।

মায়াগুণের আশ্রয়ও নিত্য। প্রাকৃতিক গুণের আশ্রয়স্থান মায়া নিত্যকাল চৈতন্য সহ অবস্থিতি করিতেছে। মায়া হইতে প্রকাশিত সত্ত্ব রজ ও তমো গুণই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের উপাদান হইল। ঈশ্বর এই তিন গুণ যোগেই বিশ্বকার্য্য করিয়া থাকেন। অতঃপর শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ হইতে যুজেবাং ব্রহ্ম পূর্ব্বং নমোভিঃ। অনাদিমত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা।" অর্থাৎ আমি নমস্কার পূর্ব্বক তোমাদের ও আমাদের চিরন্তন পরব্রহ্মের সহিত আত্মার সমাধান করি। হে অনাদিমৎ পরাত্মন! তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, তোমা হইতে এই নশ্বর ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে। এই বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রকৃতির সাদিত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তাহা বৃথা হইয়াছে ইহাতেও ব্রহ্মকে কর্ত্তৃপদে বরণ করা হয় নাই।

" ব্রহ্ম বা একমিদমগ্রআসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ " অর্থাৎ পূর্ব্বে কেবল একমাত্র পরব্রহ্ম ছিলেন, অন্য আর কিছুই ছিল না, তিনি

ই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন, লেখক ভাবিয়াছেন এই শ্লোকে ব্রহ্মকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইল; তাহা নহে। অগ্নি ইন্ধন দগ্ধ করিল, ইহার অর্থ এই যে, অগ্নির দাহিকা শক্তিতে ইন্ধন দগ্ধ হইল। অগ্নি বলিলেই দাহিকাশক্তি উহা থাকিল বুঝিতে হইবে। তদ্রূপ এখানে ব্রহ্ম বলিলেই (পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়কে না বুঝাইয়া) কেবল প্রকৃতিকে বুঝাইল। প্রকৃতি হইতেই তাবৎ সৃষ্টি হইল।

ইনি লিখিয়াছেন "শ্রীকৃষ্ণ বাবু বলুন দেখি প্রলয় সম্বন্ধে ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকিতে পারে কি হইতে পারে?" "অর্থাৎ যদি থাকে তবে এখন প্রলয় হইতেছে না কেন? পক্ষান্তরে মানিতে হইবে যে প্রলয়ের ইচ্ছা সময়ক্রমে স্ফুরিত হইবে।" এ সিদ্ধান্ত ভ্রমসংকুল। মনে করুন আমি একজন লোক ছয় মাসের জন্য নিযুক্ত করিলাম; কিন্তু যখনই লোক নিযুক্ত হইল, তখনই তাহার নিয়োগ, তাহার কার্য্যকালও ছয় মাস পরে অবকাশ দান, এই কয়েকটী ঘটনা একেবারে আমার সংকল্প হইল; তদ্রূপ সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের ইচ্ছা চিরন্তনই ব্রহ্মে বর্ত্তমান রহিয়াছে, পরে পরে কার্য্যঘটনাই তাহার ইচ্ছার প্রকৃতি এবং এই প্রকৃতি নিত্য। কালক্রমে কার্য্য ঘটিয়া থাকে মাত্র। অতএব ব্রহ্মের ইচ্ছা "থাকিতে পারে" কিন্তু "হইতে পারে না।" পরিশেষে লেখক গম্ভীর নিনাদে বলিয়াছেন "মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।" মহান্ আত্মা (ঈশ্বর) হইতে অব্যক্ত বীজ শক্তি (প্রকৃতি) শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ (চৈতন্য) শ্রেষ্ঠ, পুরুষ হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। সেই কাষ্ঠা সেই পরা গতি।

এই শেষোক্তি পাঠে আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না, বন্ধুবর বোধ করি, সংস্কৃতভাষাবিৎ নহেন, সংস্কৃত বুঝিতে পারিলে এ শ্লোকটী উদ্ধৃত করিতেন না। লেখক নিজ মতের পোষকতা করিতে গিয়া অবশেষে আমারই মতের অনুগত হইয়া পড়িয়াছেন। লেখকের "ঈশ্বর" (প্রকৃতির ১ম পরিণামের নাম মহত্তত্ত্ব, আত্মা, ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর) এখানে আমার "প্রকৃতি" হইতে অধম হইলেন, এখানেও ব্রহ্ম হইতে ঈশ্বর পৃথক্ প্রতিপন্ন হইল। যেমন পক্ষী পৃথিবীকে জলপূর্ণ ও কোলাহলময় দর্শনে আকাশকে নিজ বিহার ভূমি করিয়া তাহাতে উড়িতে থাকে, বেগে উড়িতে না পারিলেও তাহার যত শক্তি ততই উড়িবার যত্ন করে, কিন্তু ক্রমে যখন পক্ষ শ্রান্ত হইয়া আসে তখন অগত্যাই অবশেষে সকলের আশ্রয় ভূমি পৃথিবীতেই, সে যে পৃথিবীকে জঞ্জালপূর্ণ বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেই পৃথিবীতেই আবার আসিয়া পতিত হয়, পৃথিবী তাহাকে স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে ক্রোড়ে করিয়া তাহাকে ভোজনাদি দান করেন। আমার প্রতিবাদকারী প্রিয় বন্ধুরও ঠিক বিহঙ্গমের দশা ঘটিয়াছে। তিনি আমার শাস্ত্রীয় মতকে তুচ্ছ করিয়া ঘোর নিনাদে ডাকিতে ডাকিতে নিরালম্ব আকাশমার্গে উড়িতে গিয়াছিলেন, কিন্তু উপসংহারকালে আমারই যুক্তির অভিমত ক্ষেত্রে আসিয়া পতিত ও বিলুণ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি শেষ শ্লোকে ঈশ্বর প্রকৃতি ও ব্রহ্মকে সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় গভীর নিনাদ করিয়া স্পষ্টাক্ষরে পৃথকরূপে প্রতিপাদন করিলেন। এক্ষণে ঈশ্বরের নিকট তাঁহার কুশল প্রার্থনা পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া অবসর লইলাম।

৩। ১৫ ই ভাদ্র তারিখের সোমপ্রকাশে যামুভিয়া হইতে ভগবতী বাবুও আমার পত্রের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে "সোমপ্রকাশের পত্রপ্রেরক রাজবিহারী বাবুর পক্ষ সমর্থন এবং নিরীশ্বরবাদীদিগকে নাস্তিকতার অপবাদ হইতে রক্ষা করা তাঁহার উদ্দেশ্য। ভগবতী বাবুর দ্বিতীয় অনুমানটী আমার উদ্দেশ্যান্তর্গত বটে কিন্তু রাজবিহারী বাবুর পক্ষ সমর্থন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। রাজবিহারী বাবু সাংখ্যের যে যুক্তি সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমি তাহাই অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছি এবং তাহা আমার পূর্ব্বপত্রে প্রকাশও করিয়াছি। রাজবিহারী বাবু আমার পরিচিত নহেন, তাঁহার ব্যক্তিগত মতামতের বিষয়ই বা আমি কিরূপে জানিব। তিনি এবারের পত্রে যেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সাংখ্যশাস্ত্রানুমোদিত নহে ও আমাদের যুক্তির নিতান্ত বিরুদ্ধ। আমি যখন স্পষ্টাক্ষরে সাংখ্য শাস্ত্রীয় যুক্তির সমালোচনা করিয়াছি, তখন ভগবতী বাবু আমাকে সাংখ্যের পোষক না বলিয়া রাজবিহারী বাবুর পোষক বলিয়া ক্ষুদ্র দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই, আবার দুঃসাহস পূর্ব্বক আমাকে নাস্তিকতার পোষক বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই; এবং নিজ বাক্য বলবৎ করিবার জন্য একটী নাস্তিকতার নূতন লক্ষণ প্রণয়ন করিয়াছেন। যথা "যিনি ঈশ্বর স্বীকার করেন অথচ তাঁহাকে জ্ঞান ভাব শক্তি সম্বন্ধে পূর্ণ বলেন না, অথবা যিনি ঈশ্বর (ব্রহ্ম) মানেন অথচ তাঁহাকে বিশ্বের স্রষ্টা না বলিয়া নির্ম্মাতা বলেন অথবা যিনি ঈশ্বর মানেন অথচ বলেন যে তাঁহার সহিত এ সৃষ্টির কোন সম্বন্ধ নাই; যিনি বলেন ঈশ্বর থাকিলেও থাকিতে পারেন কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে দুর্জ্ঞেয় অথবা যিনি ঈশ্বর স্বীকার করিয়াও তাঁহার আরাধনা করা ও উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, তাঁহাকে অবশ্যই নাস্তিক মধ্যে গণ্য করিতে হইবে।" "অবশ্যই" করিতে হইবে, ভগবতীবাবুর এই সাহসপূর্ণ উক্তিতে বলপ্রয়োগ নিতান্ত চপলতা ও ধৃষ্টতামূলক বলিতে হইবে। আস্তিক, নাস্তিক, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, আদি শব্দগুলি আমার অথবা ভগবতী বাবুর গৃহনির্ম্মিত নহে; এগুলি পূজ্যবর আর্য্য জাতির শব্দশাস্ত্র ভাণ্ডারের এক একটী রত্নরত্ন। তাঁহারা যে শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, সেই শব্দ সেই অর্থে চিরদিন ব্যবহৃত হইবে। চিরপ্রচলিত অর্থব্যঞ্জক প্রাচীন শব্দের অভিনব অর্থের আবিষ্কার করিলে শব্দশাস্ত্রকারগণ তাঁহাকে চৌর ও পরদারাভিমর্ষণকারির ন্যায় দুরাত্মা বলিতে কুণ্ঠিত হন না। তোমার সুবর্ণাঙ্গুরীয় তোমার হস্তেই থাকিবে, তোমার অনুমতি ব্যতীত বলপূর্ব্বক যদি আমি তাহা অধিকার ও ব্যবহার করি, তবে আমি চৌর হইব সন্দেহ নাই। যদি আমার অঙ্গুরীয় ব্যবহার করিতে নিতান্তই ইচ্ছা হয়, তবে নূতন অঙ্গুরীয় প্রস্তুত করিয়া লইব, অন্যের অঙ্গুরীয়ে আমার অধিকার কি? ঐরূপ অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীতে তোমার ভোগ বাসনা পূর্ণ করিতে পার না। "নাস্তিক" "আস্তিক" আদি শব্দ গুলি যখন আর্য্যদিগের, তখন তাঁহাদিগের অভিপ্রায়ানুমোদিত অর্থ না লইয়া নবীন অর্থ প্রকাশ করা, অথবা তাঁহাদের মনোগত অর্থবাচক শব্দকে আপনার স্বতন্ত্র ভাবসিদ্ধির জন্য ভিন্নার্থে গ্রহণ করা নিতান্ত অন্যায়। যিনি প্রাচীন শব্দের প্রাচীন অর্থ ভাল বোধ করেন না, তিনি শব্দ" পরিবর্ত্তন করিতে পারেন কিন্তু "অর্থ" পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। এই জন্য বলি যিনি নূতন ভাবে অর্থ করিতে চাহেন, তিনি অন্যের প্রচলিত শব্দকে টানাটানি না করিয়া নূতন অর্থে নূতন শব্দের আবিষ্কার করিয়া লউন। যদি স্ত্রীসম্ভোগ সুখে নিতান্তই ইচ্ছা হয়, তবে অন্যের স্ত্রীর হস্ত ধরিও না; অন্যতরা নবীনা ললনার পাণিগ্রহণ কর। ভগবতী বাবু! নাস্তিক এই পুরাতন শব্দের পুরাতন অর্থ ত্যাগ করিয়া স্বয়ং অর্থ কল্পনা করিয়াছেন। আমরা সম্পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার "অবশ্যই" এই বলাৎকার সূচক শব্দকে অগ্রাহ্য করি। ঈশ্বর মানিয়াও, ব্রহ্ম মানিয়াও এবং আর্য্যদিগের কথিত ঈশ্বরের ও ব্রহ্মের লক্ষণাদি মানিয়াও নাস্তিক যিনি ঈশ্বরের অর্চনা করিতে চাহেন না, তাহাকে "ঈশ্বর বিমুখ" বা "অভক্ত" বলিতে ইচ্ছা করেন বলুন "নাস্তিক" বলিবার কিছু মাত্র অধিকার নাই। ভগবতী বাবু ঈশ্বরকে যে ভাবে ভাবেন, যাঁহার ভাব সেই ভাবে মিলিবে না তিনি তাঁহার

মতে নাস্তিক; অর্থাৎ তিনি যাঁহাকে নাস্তিক বলিবেন, তিনিই নাস্তিক। তাঁহাকে মহর্ষি মনু আদি সদৃশ একজন বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে; তিনি ধৃষ্টতাপূর্ণ অন্তঃকরণে কপিলকেও নাস্তিক বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ভারতবাসিগণ দেখ দেখ আজ তোমাদের সাংখ্যযোগ বক্তাকে ভগবতী বাবু উন্নত মস্তকে নাস্তিক বলিতেছেন। ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত আদিতেও যে কপিল দেবের বিপুল মর্য্যাদা, ভগবৎপরায়ণ ঋষিগণ যে কপিল দেবকে অবতার বলিয়া সম্মান করিতেও ত্রুটি করেন নাই, হা! আজ ভগবতী বাবু সেই মহামনা কপিল দেবকে নাস্তিক বলিতে অসংকুচিত। আর্য্যগণ মহর্ষি কপিলকে নাস্তিক বলেন নাই বলিয়া ভগবতী বাবুর ক্ষোভের সীমা নাই। তিনি তজ্জন্য "আর্য্যদিগের মহিমা অপার" আদি পরিহাস ব্যঞ্জক অনেক গালি বর্ষণ করিয়াছেন। ভগবতী বাবু রাজবিহারী বাবুর প্রতি "উদ্ধতা" দোষারোপ করিয়া বিচারবিমুখ হইয়াছেন; কিন্তু তিনি আমাদিগের পিতামহ স্থানীয় আর্য্যগণকে গালি বর্ষণ করিয়াও কি বর্ত্তমান ভারতের নিকট সমাদরের আশা করেন? তিনি লিখিয়াছেন "ঈশ্বর অপেক্ষা বেদের সম্মান তাঁহাদের (আর্য্যদিগের) নিকট অধিক। ভগবতী বাবু! "ঈশ্বর" শাস্ত্রীয় শব্দ, এখানে শাস্ত্রীয় অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে; যদি শাস্ত্রীয় অর্থ গ্রহণ না করেন তবে আপনার ভাবানুসারে নূতন শব্দ গঠন করিয়া লউন; "ঈশ্বর" শব্দ ব্যবহারে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। বিশ্ব বিধাতা ব্রহ্মা ঈশ্বর শব্দে উক্ত হইয়াছেন, তিনি আত্মসমাধানরূপ তপস্যা দ্বারা শ্রুতবাণী বেদ হইতে তাঁহার বিশ্ব রচনা প্রভৃতি তাবৎ তত্ত্ব বিদিত হয়েন, সুতরাং আর্য্যদিগের মতে ব্রহ্মা (ঈশ্বর) হইতেও বেদ শ্রেষ্ঠ। যাহা হইতে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহা যে জ্ঞাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা ত চির সিদ্ধান্ত। "কপিল ও জৈমিনি ঈশ্বর মানিতেন না, কিন্তু বেদ মানিতেন; এই জন্য তাঁহারা ঋষিদিগের চক্ষে আস্তিক, কিন্তু বুদ্ধদেব ও চার্ব্বাক প্রভৃতিরা বেদ অমান্য করিতেন বলিয়াই তাঁহারা নাস্তিক অপবাদ প্রাপ্ত হন। "ইহারা যেমন বেদ মানিতেন না, তদ্রূপ বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মও মানিতেন না; এই জন্য নাস্তিক। অনেক ঋষি যে বেদে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন না, তাহার প্রমাণ স্বরূপ উত্তর গীতা হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা "যথামৃতেন তৃপ্তস্য পয়সা কিং প্রয়োজনং এবং তৎপরমং জ্ঞাত্বা বেদে নাস্তি প্রয়োজনং।" যেমন অমৃত পানাভিতৃপ্ত ব্যক্তির জলপানের প্রয়োজন নাই তদ্রূপ পরমপদার্থকে বিদিত হইলে আর বেদের প্রয়োজন নাই। ইহার দ্বারা বেদের প্রতি ঋষির অশ্রদ্ধা প্রকাশিত হয় নাই। যাহা অনাবশ্যক তাহাই অশ্রদ্ধার যোগ্য, ইহা ভগবতী বাবু কোথায় পাইলেন। এক্ষণে আমার ঘ স্থুর প্রয়োজন নাই, ইহাতে কি লোকে এই বুঝিবে যে আমি ঘৃতকে ঘৃণা করি? আশ্চর্য্য যুক্তি!! বেদ পাঠ দ্বারা বেদ প্রতিপাদ্য পরমতত্ত্ব বিদিত হইলে আর বেদ পাঠের প্রয়োজন নাই, ইহাই উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য। ঋষিরা কখনই বেদকে ঘৃণা করিতেন না। আবার লিখিয়াছেন "শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ঈশ্বরকে কপিল অবশ্যই কায়মনোবাক্যে স্বীকার করিতেন, কিন্তু সর্ব্বসাধারণ লোকে যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, তিনি সে ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে স্বীকার করিতেন না।" মহর্ষিগণের ঈশ্বর ও সাধারণের ঈশ্বর যদি এক অর্থ বহন না করে, তবে আমরা অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন ঋষিগণকে পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ বুদ্ধিসাধারণ লোকের কথায় মনোযোগ করিতে প্রস্তুত নহি। ভগবতী বাবু বলেন যে তাঁহারা (আর্য্যগণ) কপিলকে নাস্তিক বলুন আর নাই বলুন তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে নাস্তিক ছিলেন"। এ মন্দ জুলুম নয়! ঈশ্বরগতপ্রাণ আর্য্যগণ যে নিরীশ্বরবাদী কপিলকে নাস্তিক বলিতে সাহস করেন নাই, আমাদের ভগবতী বাবু তাঁহাকে নাস্তিক বলিলেন! কপিলের দুরধিগম্য যুক্তি বুঝিতে না পারিলেই হঠাৎ নাস্তিক বলিয়া বোধ হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

ভগবতী বাবু আমার সঙ্গে আবার মুঙ্গের আর্য্য ধর্ম্মপ্রচারিণী সভাকে আক্রমণ করিবার জন্য লিখিয়াছেন "সভার সম্মতি ক্রমেই শ্রীকৃষ্ণ বাবু তাঁহার পত্রখানি প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদিগকে ইহাই কি বুঝিতে হইবে"? বুদ্ধি থাকিলে ওরূপ বুঝিতে হইবে না। সভা হইতে লিখিত হইলে আমার নামের নিম্নে সম্পাদকোচিত উপাধি থাকিত। আমি সভাস্থলেই থাকি বলিয়া সভার ঠিকানা আছে মাত্র জানিবেন।

ভগবতী বাবুর গড, আল্লা, খোদা এক হইতে পারেন কিন্তু সাধারণ লোকে ঈশ্বর ব্রহ্মে খিচুড়ি পাকাইয়াছে বলিয়া অর্থগত ও অবস্থাগত এতদ্দুয় এক হইতে পারে না।

আমি হিন্দুশাস্ত্রের মতে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের সমালোচনা করিয়াছি বলিয়া ভগবতী বাবু বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কি করিব! "ব্রহ্ম" ও "ঈশ্বর" যাহাদের শব্দ, তাঁহাদের শাস্ত্র ভিন্ন অন্য শাস্ত্রের সাহায্য লওয়া কখনই উচিত নহে। তিনি কি জানেন না যে রাজা রামমোহন রায় খ্রীষ্টীয়ানদিগের সহিত বাইবেলের বিচার করিতে গিয়া হিব্রু (যে ভাষায় মূল বাইবেল লিখিত) শিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কেন না হিব্রু ভিন্ন অন্য ভাষায় তাহার ভাবের প্রকৃত ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব নহে। হিন্দুশাস্ত্র লইয়া বিচার আরম্ভ হয় নাই সত্য; কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয়ের শব্দ হিন্দুশাস্ত্রীয়, এজন্য হিন্দু শাস্ত্রোক্তি অবলম্বন করা সম্পূর্ণ বিহিত হইয়াছে। আমি নিজেও যে মত প্রকাশ করিয়াছি তাহাও শাস্ত্রানুমোদিত। আবার লিখিয়াছেন "হিন্দু ধর্ম্মনিষ্ঠ ও হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ বড় বড় পণ্ডিতদিগের নিকটে ঈশ্বরের নাম করিলে তাঁহারা তাঁহাকে কি বুঝেন? শ্রীকৃষ্ণ বাবু যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন তাঁহাকেই কি তাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া বুঝেন না?" পণ্ডিতগণ যখন লৌকিক আলাপ করেন, তখন ব্রহ্ম ও ঈশ্বর এই দুয়ে এক করিয়া বলিতে পারেন; কিন্তু বিচার কালে অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানস্মরণপূর্ব্বক চিন্তনকালে দুটীর বিভিন্ন অর্থ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবতী বাবু বেদবাণী বা তপঃসিদ্ধ ঋষিগণের সিদ্ধান্ত তুচ্ছ করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু সাধারণের কথা অমান্য করিতে পারেন নাই।

"যে ব্রহ্মসত্তা নিজ প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া সর্ব্ব হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধি আদি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা হয়েন, তিনিই ঈশ্বর" ভগবতী বাবু এই ব্রহ্মসত্তা ও প্রকৃতি লইয়া কিয়ৎ পরিমাণে গোল করিয়াছেন। চৈতন্য সংযুক্ত অনাদ্যা প্রকৃতির প্রথম পরিণাম "ঈশ্বর" এই ঈশ্বরও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; প্রাকৃতিক গুণাবলম্বিনী অবস্থা প্রাপ্তি প্রযুক্ত ইহাকে "ঈশ্বর" বা "সগুণ ব্রহ্ম" বলে। যাঁহারা এই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে সমস্ত কার্য্যের মূল কারণ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা "সেশ্বরাখ্য ব্রহ্মবাদী" আর যাঁহারা চৈতন্যযুক্ত মূলা প্রকৃতিকে এতাবতের এমন কি ঈশ্বরেরও মূল কারণ বলিয়া থাকেন, তাঁহারাই "নিরীশ্বরাখ্য ব্রহ্মবাদী"। সাধারণ লোকের কপিল ঋষি, প্রথম শ্রেণীস্থ, কপিল জৈমিনি আদি অনেক ঋষি দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ জানিবেন।

"তবেই সব ও চৈতন্যের প্রয়োজন কি" এ কথার বিচার দিবার ভগবতী বাবুর পত্র সমালোচনা কালে ব্যক্ত করিয়াছি, এ জন্য এখানে আর সে বিষয়ের চর্চ্চা করিতে চাই না। ভগবতী বাবু শ্লেষপূর্ণ বাক্যে ইহাও লিখিয়াছেন যে "ঈশ্বরই যখন তাঁহার পত্রের প্রতিবাদ বিষয় তখন কতক গুলা দর্শন শাস্ত্রান্তর্গত মায়া বা প্রকৃতি বাদের বাঁধা বুলি না লিখিয়া ঈশ্বর কি বস্তু তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ প্রভৃতি অতি বিশদরূপে লেখা তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য ছিল"। ঈশ্বর আমার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল

"নিরীশ্বরবাদ যে নাস্তিকতা" নহে ইহাই তপাদ্য ছিল; সুতরাং শাস্ত্রাদির সাহায্য আবশ্যকীয়; অস্মাদৃশ বিষয়ী লোকের কলুষিত বুদ্ধিই কেবল ঈশ্বর তত্ত্ব নিরূপণে সম্যক্ উপযোগী নহে।

ভগবতী বাবু ব্রহ্মের ইচ্ছা "থাকা" ও "হওয়া" সম্বন্ধে কতক গোল করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি এই যে, কার্য্যের পূর্ব্বে কারণ থাকা চাই।" যদি ব্রহ্মের ইচ্ছা হইলে তাঁহার অপূর্ণতা সপ্রমাণ হয়, তবে ইচ্ছা থাকিলেও কেন না অপূর্ণতা সপ্রমাণ হইবে"। ভগবতী বাবু! আপনি মনুষ্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়া কার্য্য কারণের পূর্ব্ব পশ্চাৎ বোধ করিতে পারেন। মনুষ্য অপূর্ণ জীব তাঁহার ইচ্ছা চেষ্টা, যত্ন, উপায় আদি একতরের অভাবে কার্য্য পরে হইতে পারে, কিন্তু নিত্য পূর্ণব্রহ্মে সর্ব্বপূর্ণ সুতরাং কিছুরই অভাব না থাকায়, কারণ ও কার্য্য সমকালীন হইয়া থাকে। ইচ্ছা "থাকিলে" ঈশ্বরের অপূর্ণতা নাই কেন না তাঁহার ইচ্ছা কখনই অসিদ্ধ থাকে না বলিয়া সর্ব্বদাই সমস্ত পূর্ণ ভাব। ইচ্ছা "না থাকিলে" তিনি ইচ্ছা সম্বন্ধে অপূর্ণ হইবেন [illegible] ইচ্ছা হইলে" ইচ্ছা হইবার পূর্ব্বক্ষণে তাঁহাকে অপূর্ণ বলিতে হইবে।

"ব্রহ্মকে যদি সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা না বলা হয়, তবে আমাদের সম্বন্ধে এই জগতের সম্বন্ধে তাঁহার থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান"। কি আশ্চর্য্য! মনুষ্য! ব্রহ্মের সত্তাতেই তোমার ঈশ্বর সত্তাবান্, ব্রহ্মের সত্তাতেই তোমার অস্তিত্ব, ব্রহ্মের সত্তাতেই এই জগৎ প্রতিভাসিত। ব্রহ্ম না থাকিলে তুমি কোথায়! ব্রহ্ম না থাকিলে জগৎ আবার কি! ব্রহ্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমার কোন কার্য্য না করিলেও তিনি তোমার সম্বন্ধে না থাকিলেই নয়। ব্রহ্মকে সৃষ্টিকর্ত্তা না বলিলে ভগবতী বাবুর মতে নাস্তিক হইতে হয়। ভগবতী বাবুর হস্তে যদি "নাস্তিক" ও "আস্তিক" উপাধি প্রদান করিবার ভার থাকিত, তবে আজ আমরা নিশ্চয়ই ভীত হইতাম, কিন্তু বিচক্ষণ শাস্ত্রকারগণ, বিচার ও চিন্তাশীলগণ, সাধু ও তপস্বীগণ যে মতের পোষককর্ত্তা, ভগবতী বাবুর সামান্য ব্যক্তিগত মত সে মত কে নাস্তিকতাপবাদে দূষিত করিলে আমাদের কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। এখনও উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ ও ঋষিগণকে স্মরণ করিয়া বলিতেছি, "নিরীশ্বরবাদ" নাস্তিকতা নহে।

নাস্তিকতা জগতে যেন প্রবেশ না হয়, ইহা আমাদেরও প্রার্থনীয়। নাস্তিকতা যত পাপ ক্লেশ ও দুঃখ দুর্ব্বিপত্তিকে সমাজে আনয়ন করে, এরূপ আর কিছুতেই নহে। ভগবান্ নাস্তিকতা হইতে ভারতকে রক্ষা করুন।

মুঙ্গের, আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা। } অনুগত শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।

# সোমপ্রকাশ।

২৯ এ ভাদ্র সোমবার।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় সোমপ্রকাশে প্রকাশার্থ আর এক খানি পত্র পাঠাইয়াছেন। দেশবিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও এক খানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। উভয় পত্রই যথা স্থানে প্রকাশিত হইল। ৩১ এ ভাদ্র বুধবার একাদশীর উপবাস হইবে উভয়েরই এই মত। এখন ইহাঁদিগের মতই এ সম্বন্ধে প্রমাণ। উভয় অধ্যাপকই বিশেষ পরিশ্রম করিয়া এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও এক খানি স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপত্র প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি গণনা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, কাশীস্থ জয়রাম ও জয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্ত রহস্যমতে যে স্ফুট গণনা করিয়াছেন, তাহা ভ্রমশূন্য হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের মৃত্যুর পর মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর পণ্ডিতগণ লইয়া যে ব্যবস্থা সংগ্রহ করেন, তাহা কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে আদৃত ও প্রচলিত হয়। তাঁহার সংগৃহীত ব্যবস্থাও আমরা আস্থা পূর্ব্বক দর্শন করিলাম। তাহাতেও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে ৩১ এ ভাদ্র বুধবার একাদশীর উপবাস হইবে। তিনি শ্রীচন্দ্র বিদ্যানিধি ও যশোদানন্দন বিদ্যাসাগর প্রভৃতি এক্ষণকার প্রধান প্রধান জ্যোতির্বিৎ ও প্রধান স্মার্ত্ত ঠাকুরদাস চূড়ামণি মধুসূদন স্মৃতিরত্ন প্রভৃতিকে সভাস্থলে একত্র করিয়া তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে কহিয়াছেন সিদ্ধান্ত রহস্যমত বঙ্গদেশে আদৃত নহে। দিনপঞ্জিকা ও দিনকৌমুদীর মতই এদেশে প্রচলিত। ঐ ঐ গ্রন্থের মতানুবর্ত্তী পঞ্জিকাকারদিগের মতে ৩০ এ ভাদ্র একাদশী দশমীবিদ্ধা হয়। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মত এই বরং শুদ্ধ দ্বাদশীতে উপবাস করিবে তথাপি দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিবে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় রঘুনন্দনেরই বঙ্গদেশে একাধিপত্য। কাহার মাথার উপর মাথা যে তাঁহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করে। অতএব আমরাও বুঝিতেছি বর্ত্তমান বর্ষের ৩১ এ ভাদ্র বুধবার একাদশীর উপবাস হইবে।

### হরিনাভি ফাঁড়ির স্থান পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা।

২৪পরগণার অন্তঃপাতী সোণারপুর থানার অধীন হরিনাভি ফাঁড়িটী এখন যে স্থানে আছে, সেই স্থানটী থানা থাকিবার যোগ্য নয়। সেটী ভদ্রপল্লীর পার্শ্ববর্ত্তী। সেখানে থাকাতে থানার লোকেরা পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীর প্রতি প্রায়ই অত্যাচার করে। সম্প্রতি একটী অত্যাচার প্রকাশিত হইয়াছে। গোরু শস্যক্ষেত্রের পার্শ্বে বাঁধা থাকিলে শ্যামল কোমল শস্যের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে দড়ী ছিঁড়িয়া সেই শস্য ভক্ষণ করিয়া থাকে। থানায় যে সকল লোক নিযুক্ত হয়, তাহারা প্রায় গোসদৃশ। তাহারা যে সম্মুখে লোভা লোভা বস্তু পাইয়া তৎপরিহারে সমর্থ হইবে ইহা সম্ভাবিত নহে। অতএব যে স্থানে পার্শ্বে শস্যক্ষেত্র নাই থানা সেইরূপ স্থানে থাকাই উচিত। আমরা প্রস্তাব করিতেছি থানাটী উঠিয়া রাজপুরের গঞ্জে যাউক। তাহাতে দুটী লাভ হইবে। এক, যেখানে থানা আছে, সেখানকার অত্যাচার নিবারণ হইবে, দ্বিতীয়, রাজপুরের বাজারে এখন মদের ভাটী গাঁজা চরস ও অহিফেনের দোকান প্রভৃতি হইয়াছে, শুনিতে পাই সেখানে রাত্রিকালে নানাপ্রকার উপদ্রব হইয়া থাকে। ফাঁড়ী যদি কাছে থাকে এবং সেই ফাঁড়ীর উপর যদি কর্ত্তৃপক্ষ দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে সেই সকল উপদ্রবের অনেক শান্তি হইতে পারে।

থানা ঘর উঠাইতে হইলে যে ব্যয় হইবে সে ব্যয় কে দেয়, এখন এই প্রশ্নটীর সমাধান চাই। উভয়বিধ অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত যে কার্য্য হইবে, পুলিস তাহার ব্যয় দিবেন না কেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। বরং মিউনিসিপালিটীর সভ্যগণ সাহায্য করুন। আমরা মিউনিসিপালিটীর সভ্যগণকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এবিষয়ে উদ্যোগী হউন। মিউনিসিপাল নগরবাসিদিগের মান সম্ভ্রম রক্ষা করা তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

### সেনাপতি রবার্টের জয়।

সেনাপতি রবর্ট ব্যাঘ্রের মত বলদর্পে অবাধে কান্দাহারাভিমুখে যাইতেছেন, এবং আয়ুব খাঁ জয়োল্লাসিত সৈন্য সমভিব্যাহারে কান্দাহারের অনতিদূরে সেনানিবেশ করিয়া আছেন, এই সংবাদ শুনিয়া আমরা গতবারে লিখিয়াছিলাম, একটী যুদ্ধ অনন্তরবর্ত্তী, তাহাই ঘটিয়াছে। সেনাপতি রবর্ট ১ লা সেপ্টেম্বর আয়ুবখাঁর সেনাগণকে আক্রমণ করিয়া

সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। একটী সংবাদে জানা গেল, আয়ুবের ২৭টী কামান, আর এক সংবাদে বলে, ৩২টী কামান ইংরাজেরা গ্রহণ করিয়াছেন। মেওয়াণ্ডের যুদ্ধে যে দুটী কামান আফগানেরা ইংরাজদিগের হস্ত হইতে ছিনিয়া লইয়াছিল, তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। শত্রু-শিবির গৃহীত হইয়াছে। ইংরাজ অশ্বারোহ সেনাগণ পলায়মান কয়েক শত আফগানের প্রাণসংহার করিয়াছে। আয়ুব খাঁকরী নামক স্থানে পলায়ন করিয়াছেন। তাঁহার কাবুলী পদাতি সেনাগণ আরগান্দাব উপত্যকায় প্রস্থান করিয়াছে এবং তাঁহার হিরাটী সেনাগণ হেলমন্দে গমন করিয়াছে। পাঠক হতাহতের সংখ্যা ও অন্য অন্য বিবরণ আফগান সংবাদ স্থলে দর্শন করিবেন।

অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের চক্ষে যে ব্রিটিশ মহিমার হানি হইয়াছিল, সেনাপতি রবর্ট হইতে তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। আমরা কিন্তু আফগানদিগের সহিত যুদ্ধে ব্রিটিশ সিংহের মহিমার কিছু হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাই না। কিরাতদূত আসিয়া যখন অর্জ্জুনকে কিরাতের সহিত মৈত্রী করিবার অনুরোধ করে, তখন অর্জ্জুন অবজ্ঞা সহকারে কহিয়াছিলেন, “ যদা বিগৃহ্ণাতি তদা হতং যশঃ করোতি মৈত্রীমথ দূষিতা গুণাঃ ” ঈদৃশ নীচ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিলে যশোহানি হয়, আর মৈত্রী করিলে গুণ দূষিত হইয়া যায়।

যাহা হউক, আমাদের আনন্দের বিষয় এই, আফগানেরা অতঃপর একান্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া গেল। শিয়ার আলীর বংশধর বলিয়া আয়ুবের প্রতি আফগানদিগের যে সমধিক অনুরক্ততা জন্মিয়াছিল,তাহা ছিন্ন হইল। অতঃপর তাহারা আবদুল রহমানের অনুগত হইবে। তাহারা আবদুল রহমানের অনুগত হইলে সকল গোলযোগের শান্তি হইয়া গেল। কাবুলের কোন আমীরই বিনা বিবাদে প্রায় আমীরত্ব লাভ করিতে পারেন না। আবদুল রহমানের উচিত, তিনি বলবান হইয়া অন্য অন্য সরদারদিগকে হস্তগত করিবার চেষ্টা পান।

এখন ইংরাজেরা কি করিবেন, আফগানস্থানে তাঁহাদের আর থাকা উচিত কি না? তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা আছে, শরৎকালে কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিবেন। সেনাপতি বারোসের প্রমাদতা বা অযোগ্যতা নিবন্ধন যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞাপালনের প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। এখন সে প্রতিবন্ধক দূরীকৃত হইল। এখন আর বিলম্ব কেন? সেনাপতি রবর্ট এখন যদি আয়ুবকে বন্দী করিবার চেষ্টায় তথায় কাল-বিলম্ব করেন, তাঁহার বৈরনির্য্যাতননিষ্ঠ কাপুরুষোচিত কাজ করা হইবে।

---

কান্দাহারের কি ব্যবস্থা হইবে?

লণ্ডন ৩ রা সেপ্টেম্বরের ইউরোপীয় সমাচারপাঠে জানা গেল, পেট্রিয়টীক আসোসিয়েসন নামক হিতৈষী সভার কয়েকজন সভ্য ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরী লার্ড হার্টিংটনের নিকটে উপস্থিত হইয়া এক আবেদন পত্র প্রদান করেন। তাঁহাদের প্রার্থনীয় এই, যে কান্দাহার ব্রিটিশ অধিকার-ভুক্ত করা হউক। ষ্টেট সেক্রেটরী নিজ ভদ্রতা রক্ষা করিয়া যে উত্তর দান করিয়াছেন, তাহাতে আবেদনকারীদিগকে এক প্রকার প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। তিনি বলেন কান্দাহার ইংরাজ অধিকার ভুক্ত করা হইলে তাহার রক্ষার্থ তথায় বিস্তর সৈন্য রাখা আবশ্যক হইবে। ঐ সকল সৈন্য ভারতে রাখিলে অধিকতর উপকার দর্শিবে। আফগানস্থানকে যে মিত্ররাজ্য করিবার চেষ্টা পাওয়া যাইতেছে, তাহার ফল দূরগত হইবে। কান্দাহার ইংরাজদিগের হস্তগত থাকিলে বাণিজ্যের সুবিধার সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু সে সুবিধা সহজ-গম্য নয়। বিস্তর অসুবিধা ও কষ্ট আছে।

যে স্বদেশহিতৈষী সভা লার্ড হার্টিংটনের নিকটে কান্দাহার ইংরাজ অধিকারভুক্ত করিবার প্রার্থনা করেন, ঐরূপ দুই চারিটি সভা থাকিলে ইংরাজ গৌরব সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে সন্দেহ নাই! ইংরাজেরা যদি কান্দাহার স্বহস্তে রাখেন, তাহা হইলে আবদুল রহমানকে আমীর করা ভাল হয় নাই। এ সম্বন্ধে দুটী ব্যবস্থা আছে, তৃতীয় ব্যবস্থা নাই। হয় ইংরাজেরা কাবুল, কান্দাহার, হিরাট প্রভৃতি সমুদায় স্বহস্তে গ্রহণ করুন, নতুবা আবদুল রহমানকে ছাড়িয়া দিন, ভাগাভাগি করিলেই গোলযোগ ঘটিবে। আফগানেরা অসন্তুষ্ট হইবে। উহা ভাবী সংগ্রামের বীজভূত হইয়া থাকিবে। ব্যয় ও কষ্টের কথা হার্টিংটন স্বয়ংই উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের তাহার পুনরুক্তি করা বিফল।

---

আমাদের প্রস্তাব ক্রমে সফল হয় দেখি।

আমরা পূর্ব্বে ব্যয়সংক্ষেপ-প্রসঙ্গে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, মাল্রাজে ও বোম্বায়ে গবর্ণর পদ রহিত করিয়া লেপ্টেনন্ট গবর্ণর নিয়োজিত করিলে ঐ দুই বিভাগের রাজকার্য্য সচ্ছন্দে সম্পাদিত হইতে পারে। তাহা হইলে ব্যয়েরও সংক্ষেপ হইয়া আইসে। সম্প্রতি লার্ড ক্যাম্পরডাউন লার্ডদিগের সভায় এই প্রসঙ্গ করেন, মাল্রাজের গবর্ণরের যে কৌন্সিল সভা আছে, তাহা রহিত করা যায় কি না? লার্ড নর্থব্রুক তদুত্তরে কহিলেন, এ বিষয়টী বিবেচনার যোগ্য বটে। পূর্ব্বে লার্ড নর্থব্রুক স্বয়ংই মাল্রাজের গবর্ণর পদ রহিত করিয়া লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর পদ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

এখন যে প্রণালীতে ভারতবর্ষ শাসন আরম্ভ হইয়াছে, মহাসভার সহিত ভারতবর্ষের যে প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়াছে, মহাসভা ভারতবর্ষের প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিতেছেন এবং তন্ন তন্ন করিয়া সকল বিষয়ের যে প্রকার সংবাদ লইতেছেন, তাহাতে আর ভারতবর্ষে গবর্ণর ও গবর্ণর জেনেরল রাখিয়া বাহুল্য স্বীকারের প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। এখন ষ্টেট সেক্রেটরী ও মহাসভার সদস্যগণ ভারতবর্ষের সন্ধিবিগ্রহাদি গুরুতর বিষয়ে কর্ত্তব্য চর্চ্চা অবধারণ করেন। তাঁহারা গবর্ণর বা গবর্ণর জেনেরলদিগের মুখাপেক্ষা করেন না। গবর্ণর জেনেরলেরা এক্ষণে যেন সাক্ষী গোপাল হইয়া উঠিয়াছেন।

ওদিকে গুরুতর বিষয়ের কথা এই গেল, এদিকে প্রজার মঙ্গল চিন্তা, প্রজার হিতান্বেষণ, প্রজার সুখে সুখ বা দুঃখে দুঃখ প্রদর্শন, শাসনকর্ত্তার যে প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহাও [illegible]প্রকার গবর্ণর ও গবর্ণর জেনেরলদিগের প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে তাঁহারা যেন উদাসীন ও জড়পদার্থ।

এ প্রকার স্বাতন্ত্র্যহীন স্থূল-বেতন-ভোগী শিক্ষানবিস গবর্ণর ও গবর্ণর জেনেরল না রাখিয়া যদি সর আসলি ইডেনের মত এ দেশের বিশেষজ্ঞ, বহুদর্শী লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া দেশ শাসন করা হয়, তাহা বহুগুণে শ্রেয়স্কর হইবে সন্দেহ নাই। আমরা দেখিতেছি, লার্ড হার্টিংটন আফগানস্থানের যুদ্ধের বন্দোবস্ত ও ব্যয় সংক্ষেপাদির ব্যবস্থা করিতেছেন। মাল্রাজ ও বোম্বায়ের গবর্ণর পদ ও ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল পদ রহিত করিবার এই প্রকৃত অবসর। ঐ পদগুলি রহিত করিতে পারিলে অনেক টাকা বাঁচিয়া যায়।

---

ঈশ্বরসিদ্ধি।

ঈশ্বর শব্দের যিনি যেরূপ অর্থ করুন, ঈশ্বরশব্দে আমরা সৃষ্টিকর্ত্তা বুঝিয়া থাকি। বোধ হয়, অন্য অন্য ব্যক্তিও এইরূপ বুঝিয়া থাকেন। ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা ইহাই যদি স্থির হয়, রাজবিহারী বাবু যে বিচার উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতেই ঈশ্বরসিদ্ধি হইতেছে, এই সৃষ্টির যে একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, তাহা আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে প্রমাণ করিয়াছি। অদ্য তাহা বিশদরূপে রাজবিহারী বাবুর ও পাঠকগণের গোচর করিতেছি। পাঠকগণ কিঞ্চিৎ কাল ধৈর্য্য ধারণ

করুন। সে বিচার অব্যবহিত পরেই উপস্থিত করা যাইতেছে।

রাজবিহারী বাবুর প্রেরিত পত্র স্থানান্তরে প্রকটিত হইল। পাঠকগণ একবার তাহা দর্শন করিবেন। তিনি এক অনুমান লইয়া বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি প্রখর তার্কিকতা প্রদর্শন করিতে গিয়া গোলোক ধাঁধায় ঘুরিয়াছেন। তিনি যে সমস্ত বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা স্বয়ং বুঝিয়াছেন কিনা সন্দেহ স্থল। কিন্তু সরলমতি মহর্ষি গৌতম সরলভাবে অনুমানের যে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহা সুতীক্ষ্ণ শরের ন্যায় রাজবিহারী বাবুর প্রখর তর্কশক্তিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেছে। মহর্ষি প্রথমে প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিয়া কহিতেছেন, অনুমান তিন প্রকার। উহা প্রত্যক্ষপূর্ব্বক হইয়া থাকে। সে তিন প্রকার এই, কারণ দেখিয়া কার্য্যের অনুমান, কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান এবং কার্য্যকারণ ভিন্ন লিঙ্গক অনুমান (১)। রাজবিহারী বাবু ভাবিয়াছেন, কার্য্য কারণ উভয়ের প্রত্যক্ষ না হইলে অনুমান হয় না। তাঁহার মনের ভাব এই, কেহ কখন ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করেন নাই। অতএব এই জগৎরূপ কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া ঈশ্বরের অনুমান করা কিরূপে সঙ্গত হয়? কিন্তু মহর্ষি তাহা বলেন নাই। তিনি বলেন, কারণ দেখিয়া কার্য্যের অনুমান স্থলে কারণ প্রত্যক্ষ হইলেই অনুমান হইয়া থাকে। ঐরূপ কার্য্য হইতে কারণের অনুমান স্থলে কার্য্য প্রত্যক্ষ হইলেই কারণের অনুমানসিদ্ধি হয়। যেমন মেঘোন্নতি বিশেষ দর্শন করিয়া বৃষ্টি হইবে এইরূপ অনুমান হয় এস্থলে মেঘই আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে, বৃষ্টি প্রত্যক্ষ হইতেছে না। দ্বিতীয়, নদী বৃদ্ধি দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান। এস্থলে কার্য্য যে নদীবৃদ্ধি, তাহা দেখিয়া বৃষ্টি যে হইয়া গিয়াছে, তাহার অনুমান হইতেছে। নৈয়ায়িকেরা এই পৃথিবীরূপ কার্য্য দেখিয়া ঈশ্বরের অনুমান করিয়াছেন (২)। ঘটপটাদি কার্য্য দেখিয়া যখন তাহার কর্ত্তা কুম্ভকার ও তন্তুবায়াদির অনুমান হইতেছে, তখন এই জগৎরূপ কার্য্য দেখিয়া তাহার কর্ত্তা ঈশ্বরের অনুমান হইবে না, তাহার কারণ কি? আমরা যে পদার্থ কখন চক্ষে দেখি নাই, যদি কেহ সেই পদার্থ আমাদের সম্মুখে আনয়ন করে, সে পদার্থটী কি? তাহা জানিবার ইচ্ছা যেমন অন্তঃকরণে উদিত হয়, তেমনি সেই পদার্থটী কে নির্ম্মাণ করিয়াছে, কোন্ দেশ হইতে কে আনিয়াছে? তাহার নির্ম্মাণপ্রণালী বা কিরূপ? এগুলিও জানিবার ইচ্ছার যুগপৎ প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। আমাদের সম্মুখাগত অদৃষ্টপূর্ব্ব পদার্থ যখন কখন চক্ষে দেখি নাই, তখন তাহার কর্ত্তাকে আমাদের দেখিবার সম্ভাবনা কি? সে কর্ত্তা কোন্ দেশীয় ও কোন্ জাতীয়, সে শুক্ল কৃষ্ণ বা গৌর, তাহার কিছুই জানি না। যেমন ঘট পটাদি কার্য্য দেখিয়া নির্ম্মাণ কর্ত্তা কুম্ভকারাদির অনুমান হয়, তেমনি ঐ অদৃষ্টপূর্ব্ব পদার্থ দেখিয়া উহার অদৃষ্টপূর্ব্ব এক জন নির্ম্মাণকর্ত্তার অনুমান হইয়া থাকে। ঐরূপ এই অদ্ভুত জগৎরূপ জন্য পদার্থ দেখিয়া এক জন সর্ব্বশক্তিমান কর্ত্তার অনুমান করা কি যুক্তিসঙ্গত নয়? অন্য কথা কি, আমরা বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ত্রিবর্ষ বা চতুর্ব্বর্ষবয়স্ক বালক আমাদিগের হস্তে নূতন বাঁধা চক চকে বহি দেখিয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, এ কি? আমরা কহিলাম "বই" সে তাহার পুনরুক্তি করিল। তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিল, এ বই কে এনেছে? আমরা বলিলাম তোমার বাপ এনেছে। তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিল, কে করেচে। আমরা বলিলাম একজন করেছে।

আশ্চর্য্য দেখ বহি কি পদার্থ, বালক তাহা জানে না। বহি কিরূপে প্রস্তুত হয়, কে রচনা করে, কিরূপে ছাপা হয়, কিরূপে বাঁধা হয় বালক তাহার কিছু বুঝে না; কিন্তু বহি খানি দেখিয়াই তাহার মনে সেটী কি পদার্থ, কে করিয়াছে, কিরূপে হইয়াছে, এগুলি জানিবার ইচ্ছা অস্পষ্ট ভাবে উদিত হইল। এক চতুর্বর্ষবয়স্ক বালকের মনে যখন অস্পষ্ট ভাবে পদার্থের কর্ত্তা জানিবার ইচ্ছা জন্মিতেছে, তখন যাহার জ্ঞানোদয় হইয়াছে, বুদ্ধি প্রখর হইয়াছে, তাহার যে এই অদ্ভুত জগৎরূপ পদার্থ দর্শন করিয়া তাহার কর্ত্তা জানিবার ইচ্ছা উদিত হইবে, তাহা কি বিস্ময়াবহ? কার্য্য দেখিয়া কর্ত্তা জানিবার ইচ্ছা যে স্বাভাবিক, সে বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা সকল কার্য্যের সকল কর্ত্তা দেখিতে পাই না, সুতরাং অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আমরা পুনরায় কহিতেছি, বোধ কর একটী বিচিত্র কুম্ভ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল, আমরা তাহার কর্ত্তাকে দেখিতে পাইলাম না, অনুমান বলে মনে এই সিদ্ধান্ত হইল, কোন সুনিপুণ কুম্ভকার এই কুম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছে। কুম্ভকার খর্ব্ব কুব্জ কাণ একহস্ত বা সুরূপ বলবান পুরুষ তাহার আমরা কিছুই জানিতে পারিলাম না। কেবল শেষবৎ অনুমান আশ্রয় করিয়া আমাদিগকে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইল, এক জন সুনিপুণ কারিকরে সেই বিচিত্র কুম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছে। সেইরূপ এই বিচিত্র জগৎ দর্শন করিয়া ইহার যে একজন বিচিত্র কৌশলশালী সুনিপুণ কর্ত্তা আছেন, এই অনুমান হয়, এই মাত্র। কিন্তু সে কর্ত্তাটা যে কিরূপ, তিনি সাকার কি নিরাকার অনুমান বলে তাহার নিরূপণ করিবার কোন উপায় নাই।

রাজবিহারী বাবু এক স্থানে লিখিয়াছেন, "পূজ্যপাদ সম্পাদক মহাশয়ের মতে ঈশ্বর অনাসৃষ্ট।" এ স্থলে আমরা রাজবিহারী বাবুর ভ্রম দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম। তিনি খ্রীষ্টীয় বান্ধব পত্রের প্রস্তাব প্রসঙ্গে অনবস্থা দোষ ঘটাইবার অভিপ্রায়ে সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকর্ত্তা কে? এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমরা কৌতুক করিয়া তাঁহার এই বাক্যের খণ্ডনার্থ কহিয়াছিলাম, সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকর্ত্তা কে ইহা জানিবার আমাদের প্রয়োজন ও অধিকার নাই। আমরা কি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই, তিনি তাঁহার ষষ্ঠ পুরুষের পিতার নাম কি বলিতে পারেন? ইহাতে কি কৌতুক বুঝা যায় নাই? ইহাতে কি বলা হইয়াছে ঈশ্বর অনাসৃষ্ট? আমরা স্পষ্টাক্ষরে রাজবিহারী বাবুর ভ্রম ভঞ্জন করিয়া দিতেছি, ঈশ্বর অনাসৃষ্ট ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত আমরা ও কথা বলি নাই। যদি এ বিষয়ের বিচার করা আবশ্যক হয়, প্রস্তাবান্তরে তাহার বিচার করা যাইবে।

এক্ষণে প্রধান ও মূল বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিবার অবসর উপস্থিত। পাঠকগণ কিঞ্চিৎ অবহিত হইয়া শ্রবণ ও গ্রহণ করুন। জগৎ স্বয়ংজাত ইহা যদি সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলেই রাজবিহারী বাবুর জয় হইল। তাহা হইলে ঈশ্বর নিষ্প্রয়োজন, তাহা হইলে রাজবিহারী বাবু যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই গরীয়ান হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই রাজবিহারী বাবুর মনোরথ পূর্ণ হইতেছে না। জগৎ স্বয়ংজাত তাহা সপ্রমাণ হইতেছে না। আমরা দেখিতেছি, জগতের যাবতীয় পদার্থ কার্য্য কারণ ভাব বলে সমুৎপন্ন হইয়া স্থিতি ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে। জগতীস্থ সমস্ত পদার্থই জন্য। সেই জন্য পদার্থের সমষ্টির নাম জগৎ। যে জন্য পদার্থের সমষ্টি হইল, সে জন্য নয়, স্বয়ংজাত এরূপ সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত বিমোহিতের কার্য্য। শরীরের যাবতীয় অবয়ব নশ্বর ও সুখচ্ছেদ্য। তাহার সমষ্টীভূত শরীর অনশ্বর ও অচ্ছেদ্য, এ সিদ্ধান্ত করা কি বিড়ম্বনার বিষয় নয়?

রাজবিহারী বাবু উপসংহারে লিখিয়াছেন, "বৈজ্ঞানিকগণ প্রভূত গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে পরমাণু বিভিন্ন পদার্থ। সেই পরমাণুর পরস্পর সংযোগ বিয়োগেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয় হইতেছে। পরমাণুর দুই শক্তি আছে, আকর্ষণ ও অপসারণ। আকর্ষণ শক্তি দ্বারা পরমাণুসকল পরস্পরকে

(১) অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং। পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ। গৌতম সূত্র।

(২) ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা কার্য্যত্বাৎ।

ক্রমশঃ সংশ্লিষ্ট করে, আর অপসারণ শক্তি অনুসারে তাহারা পরস্পর ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে বিশ্লিষ্ট হইতে থাকে।" ইত্যাদি।

সে কি রাজবিহারী বাবু! তুমি না নাস্তিক পথের পথিক হইয়াছ? তুমি কোথায় স্নিগ্ধ শ্যামল জলদ-রাজির ন্যায় ঘন ঘোর যুক্তিধারা বর্ষণ করিবে, তাহা না করিয়া পণ্ডিতের দোহাই! পণ্ডিতের দোহাই দিয়া যদি তোমাকে জয়ী হইতে হয়, তাহা হইলেও ত তুমি পরাস্ত হইতেছ। তুমি যেমন কতকগুলি পণ্ডিতের দোহাই দিয়া পরমাণুকে নিত্য বলিয়া ঈশ্বর নাই এই সিদ্ধান্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে, তেমনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোক পণ্ডিতের দোহাই দিয়া ঈশ্বর আছেন এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কত লোকে পণ্ডিতের দোহাই দিয়া ঈশ্বর আছেন, এই সিদ্ধান্ত করেন, আমাদের বহুমানিত জামালপুরের সংবাদদাতা গতবারের সোমপ্রকাশে তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একশত চারি কোটি সাতাত্তর লক্ষ সাইত্রিশ হাজার সাত শত উনআশী ব্যক্তি ঈশ্বর স্বীকার করেন। রাজবিহারী বাবু যাহারা ঈশ্বর মানে না বলেন, তাহার সংখ্যা চৌত্রিশ কোটি মাত্র। পরমাণুর নিত্যতাবাদী এরূপ অনেক পণ্ডিত আছেন, ঈশ্বর স্বীকার করেন। অতএব রাজবিহারী বাবু! তুমি পণ্ডিতের দোহাই দিয়াও জয়ী হইতে পারিলে না।

অহো বুদ্ধির কি বৈপরীত্য! কি বিড়ম্বনা! কি অকৃতজ্ঞতা; জন্য পদার্থ পরমাণুর নিত্যতা স্বীকার করিব, তাহার সংযোগ বিয়োগের বিচিত্রশক্তি কল্পনা করিব তথাপি ঈশ্বর স্বীকার করিব না! অহহ! কি দুরাগ্রহ! রাজবিহারী বাবু তুমি সরল ভাবে চিন্তা করিয়া বল দেখি, জন্য পদার্থের পরমাণু নিত্য, চিত্তে কি এ মতের ধারণা করা যায়? আমাদের শরীরকেই উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করা হউক। শরীর পদার্থ কি? পরমাণুবাদিদিগের মতে অসংখ্য পার্থিব তৈজস ও জলীয় পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। যে পদার্থ নিত্য পদার্থের সমষ্টি, সে কিরূপে জন্য হইবে? তোমার মতে তবে পদার্থ জন্য ও অনিত্য নহে। এ মতটী বৈদান্তিক মতের ন্যায় প্রত্যক্ষ ও যুক্তির একান্ত বিরুদ্ধ। বৈদান্তিকেরা বলেন, আমরা যে সকল পদার্থ দেখিতে পাইতেছি, এ সমুদায়ই রজ্জুসর্পবৎ ভ্রমময়। রজ্জুতে যেমন সর্পের ভ্রম হয়, ঈশ্বরে তেমনি এই জগতের ভ্রম জন্মিতেছে। কি সর্ব্বনেশে কথা! যে পদার্থগুলি আমাদের নয়নের অগ্রে জল জল করিতেছে সেগুলি কিছু নয় ইহা বুঝিতে হইবে, চিত্তে কি ইহার ধারণা করা যায়? তোমার পরমাণুবাদও সেইরূপ অদ্ভুত ও বুদ্ধির অগম্য। তুমি কহিতেছ পরমাণু নিত্য অবিকৃত পদার্থ। আমাদের শরীর সেই নিত্য অবিকৃত পদার্থের সমষ্টি। তুমি কল্পনায় পরমাণুকে নিত্য ও অবিকৃত কহিতেছ, কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে সেই পরমাণুর সংহার করিয়া বিকার জন্মাইয়া দেওয়া যাইতেছে। তুমি ফল পুষ্প পল্লব পত্র শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট একটী বৃক্ষ ছেদন কর, খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেল, তাহার পর সেই চূর্ণ একত্র করিয়া কি সেই পূর্ব্ববৎ ফলপুষ্পাদিবিশিষ্ট বৃক্ষ প্রস্তুত করিতে পার? কেহ কি কোন বিনষ্ট জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ পদার্থচূর্ণ একত্র করিয়া পূর্ব্ববৎ সেই পদার্থ প্রস্তুত করিয়াছে বা করিতে দেখিয়াছে? চূর্ণ কিয়ৎকাল বিক্ষিপ্ত থাকিলে বায়ুবশে দূরদেশে নীত হইয়া যায়। তাহার আর পুনরায় সংশ্লেষ হইবার সম্ভাবনা কি? আমি যদি বৃক্ষ ভস্ম করিয়া এবং তাহার পরমাণুকে ভস্ম করিয়া ফেলিলাম, তাহার নিত্যত্ব কোথায় রহিল? পরমাণু যদি নিত্য হইত, কখন তাহা ভস্ম হইত না, তাহা অবিকৃত থাকিত। সেই পরমাণু লইয়া অনায়াসে পূর্ব্ববৎ সেই বৃক্ষ প্রস্তুত করিতে পারা যাইত। রাজবিহারী বাবু সর্ব্বশেষে কহিয়াছেন জগতের নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিয়া অনেকে নির্ম্মাতার অস্তিত্ব সিদ্ধ করেন, কিন্তু অদ্বিতীয় পদার্থ তত্ত্ববিৎ ডারউইন প্রমাণ করিয়াছেন এই নির্ম্মাণ-কৌশল স্বয়ংই ঘটে"। রাজবিহারী বাবু তোমার অদ্বিতীয় পদার্থ তত্ত্ববিৎ ডারউইন প্রমাণ করিয়াছেন, আমার দেবকল্প ভগবান ব্যাস প্রমাণ করিয়াছেন ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নিত্য নাই। এখন আমরা কার কথা প্রমাণ করি। প্রত্যক্ষ যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে ব্যাসের কথাই প্রমাণ বলিয়া বোধ হয়। তিনি যে ভাবে স্বমত স্থাপন করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে এই বোধ হয়, জগতের পরমাণু দ্ব্যণুক ত্রসরেণু প্রভৃতি কোন পদার্থই নিত্য নয়। প্রত্যক্ষ ও তাহাই হইতেছে। কপিল বিচার মুখে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই বাক্যের উপন্যাস করিয়াছেন। তাহাতেই এই অকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইয়াছে। অদ্য প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, এই হেতু আমরা কপিল মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম না।

# বিবিধ সংবাদ।

সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারে ডবলিউ এইচ বলডুইন হত্যাপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছে। ২২ এ জুন উক্ত ব্যক্তি হাবড়া হইতে কলিকাতায় আপনার দ্রব্য সামগ্রী আনিবার নিমিত্ত কয়েক জন কুলী ডাকাইয়া আনে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে দুই আনা মজুরী দিতে চায়, কিন্তু তাহারা তাহাতে সম্মত হয় না। বলডুইন তাহাদের ঝাঁকা আটকিয়া রাখে, উহার মধ্যে মনিরুদ্দিন নামে একজন ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ ছিল, সে এবং আর একজন কুলী সাহেবের কাছে আপনাদের ঝাঁকা চাহিতে গেল। বিবি বলিলেন তোমাদের ঝাঁকা তোমরা লইয়া যাও; কিন্তু সাহেব ক্ষেপা হইয়া তাহাদিগকে তাড়া করিল সাক্ষীরা বলে সাহেব মনিরুদ্দিনকে ঘুসা ও লাথি মারে, এমনি দারুণ আঘাত করিয়াছিল যে তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। জুরী সাক্ষিবাক্যে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন সাহেব তাড়া করাতে বৃদ্ধ মনিরুদ্দিন ভীত হইয়া যেমন পলাইবে, অমনি পড়িয়া যায়, তাহাতেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। ঘটনা যেরূপ হউক, সাক্ষীরা চক্রান্ত করুক আর বৃদ্ধ মনিরুদ্দিন ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়া মরুক, কিন্তু এ সম্বন্ধে দুটী কঠিন সমস্যা আছে। প্রথম, পতন জনিত চিহ্ন ও প্রহারজনিত চিহ্নে বহু বৈলক্ষণ্য হয়। উপস্থিত স্থলে সে বৈলক্ষণ্য পরীক্ষিত হইয়াছিল কি না? দ্বিতীয়, মনিরুদ্দিন মুমূর্ষু অবস্থায় যে এজেহার দেয় তাহাতে সে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিল, সাহেব তাহাকে দারুণ আঘাত করে। জুরী এ দুটী বিষয়ের কি উপায় করিলেন? যে ব্যক্তি জোর করিয়া পরের ঝাঁকা আটকিয়া রাখিতে পারে, সে যে ক্রোধভরে নির্দ্দয় হৃদয়ে বৃদ্ধকে দারুণ প্রহার করিতে পারে না ইহা অসম্ভাবিত নয়। অনেকে এই প্রকার অনেক কথা কহিতেছে। আমাদের সে সকল কথায় কাজ নাই।

লাহোরের প্রসিদ্ধ নবাব গোলাম মহবুব সুবামির স্ত্রী তাঁহার এক দাসীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কুকুরকে লেলাইয়া দেন। কুকুর তাহাকে এরূপ দংষ্ট্রাঘাত করে যে তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। বিচারপতি রবিনসন সাহেবের বিচারে হত্যাকারিণীর পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে।

মান্দ্রাজের গবর্ণর তত্রত্য পি, রঙ্গবেলু চেটী নামক একজন দেশীয় সিবিলিয়ানকে ১৫ শত টাকা বেতনে মান্দ্রাজ রেজিষ্ট্রেশনের ইনস্পেক্টার জেনারল করিয়া দিয়াছেন।

বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেব মধ্যে ৮।১০ দিন পীড়িত হন। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়াতে অন্যূন দশ হাজার লোকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহার নিকট কার্ড প্রেরণ ও টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন।

ঢাকা হইতে অনেক দিন অবধি হিন্দুহিতৈষিণী নামে এক খানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইতেছিল। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম উৎসাহের অভাবে এখানি উঠিয়া গিয়াছে।

হাইকোর্টের এটর্নি উপেন্দ্রলাল বসু বাবু যদুনাথ লাহার এক মকদ্দমায় মিথ্যা শপথ পূর্ব্বক আরজী দাখিল করা অপরাধে অপরাধী হন। পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল ইনি ঐ ঝোঁক কাটাইয়াছেন। কিন্তু শনির চাক্রে পড়িয়া ইনি বড়ই ঘুরপাক খাইতেছেন। জষ্টিস ব্রাউটন সাহেব ইহাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তিনি যে অপরাধ করিয়াছেন তন্নিমিত্ত তিনি এটর্নি শ্রেণী হইতে অপসৃত হইবার যোগ্য। তবে কেন যে, তিনি অবসর গ্রহণ করিতেছেন না তাঁহার বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ চাহিয়াছেন।

পাঠকগণ অবগত আছেন ইনস্পেক্টার জোসেফ রেবিলো বাবু ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নামে হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট বকলণ্ড সাহেবের নিকটে যে অবথা অপমানের অভিযোগ করেন বিশিষ্ট প্রমাণ না হওয়াতেও মাজিষ্ট্রেট ক্ষেত্র বাবুর ৬ মাস কারাবাস ও ৫০ টাকা অর্থ দণ্ড করেন। হুগলীর সেসন জজের নিকট ইহার আপীল হওয়াতে তিনি কারাবাসের সংখ্যা হ্রাস করিয়া দুই মাস করেন। হাইকোর্টে ইহার আপীল হওয়াতে বিচারপতি পণ্টিফেক্স ও টটেনহাম গত বৃহস্পতিবার তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়াছেন।

জর্জ্জ এডওয়ার্ড ডেসা নামে যে ব্যক্তি ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড লিটনকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করে দায়রার বিচারে সে পাগল প্রমাণ হওয়াতে বিচারপতি তাহাকে নির্দ্দোষী স্থির করিয়া তাহার মুক্তির জন্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট অনুরোধ করিয়াছেন।

সায়ন্টিফিক আমেরিকান বলেন, পুরাতন কাষ্ঠ ও খড়ের গাদার উপর বেঙের ছাতা নামে এক প্রকার উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছেন উহাদিগের কয়েক জাতি অতি বিষাক্ত। উহাতে ফসফরস নামক গ্যাস অত্যন্ত অধিক পরিমাণে থাকে। ইটালির দক্ষিণে, ব্রেজিলে, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার সকল নদীতীরে ও আন্দামান দ্বীপে চারি প্রকার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কৃষ্ণবর্ণ বেঙের ছাতা জন্মে। উহা রাত্রিতে স্বর্ণ ফুলের ন্যায় দীপ্তি পাইয়া থাকে। যে বনে এই ছাতা অধিক পরিমাণে জন্মে, রাত্রিতে তাহার চমৎকার শোভা হয়। তবে অষ্ট্রেলিয়ায় যে ছাতা জন্মে, ড্রমণ্ড সাহেব বলেন তাহার আলোক বিনা সংবাদ পত্র পড়া যাইতে পারে।

বোম্বাইয়ের ইন্দুপ্রকাশ বলেন, একদা এক পারসী যুবক দেশের রীত্যনুসারে পোষাক পরিধান করিয়া মস্তকে টুপি দিয়া বোম্বাই হাইকোর্টে গিয়াছিলেন। টুপিটী সাহেবী ধরণের টোফ ছিল। জষ্টিস মিচেল ওয়েষ্ট্রপ সাহেব তদ্দর্শনে বড় চটিয়া যান এবং যুবককে বলেন হয় তুমি টুপি খুলিয়া লও অনাথা এখান হইতে চলিয়া যাও। যুবক টুপি না খুলিয়া আদালত হইতে চলিয়া যান। জষ্টিস মিচেল ওয়েষ্ট্রপ সাহেব অবশেষে বলিয়াছেন, দেশীয়েরা যদি সাহেবী চালে চলিতে চাহেন তবে তাঁহারা সাহেবদিগের রীতিনীতির অনুসরণ করুন, অন্যথা কিম্ভূত কিমাকার সাজা ভাল দেখায় না। জজ সাহেব মিথ্যা কথা বলেন নাই। যুবকদলের অনেক অপদার্থের সাহেব সাজা বড় সক।

গঙ্গার খাল মেরামতের জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ৩১৮৩৩৯০৫ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও উহা সম্পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া তিনি ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আরও ২৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুরের প্রার্থনা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের এই টাকা যদি যথা নিয়মে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে এত টাকা বোধ হয় খরচ হয় না। দুঃখের বিষয় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধেই অধিকাংশ ধ্বংস হইয়া যায়।

১৮৬৭ ও ৬৮ অব্দ হইতে ৮০ ও ৮১ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের নিম্নলিখিত আয় ব্যয় বৃত্তান্ত কমন্স হাউসে উপস্থিত করা হইয়াছে। পাঠক দেখিবেন, বর্ষে বর্ষে ভারতের রাজস্বের বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অদূরদর্শী রাজস্ব মন্ত্রিগণের সুব্যবস্থার অভাবে ব্যয়ও এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে যতই আয় বৃদ্ধি হইতেছে ততই ডাইনে আনিতে বামে নাই। যাহা হউক রাজকোষের অলক্ষ্মী যাহাতে দূর হয় যত দিন সে চেষ্টা না হইতেছে, তত দিন গবর্ণমেণ্টও সচ্ছল নন এবং ভারতীয় প্রজাগণেরও মঙ্গল নাই। আয় ব্যয়ের যেরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহা এই:—

| আয় | | ব্যয় |
|---|---|---|
| ১৮৬৭-৬৮ | ১৭৮১৯৫৬১০ টাকা | ৩৮৮২৭১৫৬০ টাকা |
| ৬৮-৬৯ | ৩৯১৬৫৬৭৪০ ,, | ৩৯৯৩৯৭০৪০ ,, |
| ৬৯-৭০ | ৩২৭৭১৮৭৬০ ,, | ৩৮৬৫৩২০৭০ ,, |
| ৭০-৭১ | ৩৯০৩৫২০৭০ ,, | ৩৭৫৫২৯১৭০ ,, |
| ৭১-৭২ | ৩৯৭০৭৪৯৯০ ,, | ৩৬৫৮০৫৬২০ ,, |
| ৭২-৭৩ | ৩৯৬১১৪০৪০ ,, | ৩৭৮৫৫৭৬২০ ,, |
| ৭৩-৭৪ | ৩৮৫৭৮৪৮৭০ ,, | ৪০৩৮৬১৫৫০ ,, |
| ৭৪-৭৫ | ৫৮৮৫৫৫৩৭০ ,, | ৩৬৫৬৬৩৪০০ ,, |
| ৭৫-৭৬ | ৩৯২৪৬৪০৩০ ,, | ৩৭৪৫৮৩২০০ ,, |
| ৭৬-৭৭ | ৩৭৭৪১৬৩০০ ,, | ৩৯৯২৪৪০৮০ ,, |
| ৭৭-৭৮ | ৩৮৬৫৬২৯৯০ ,, | ৪২১৯৯৩৮৬০ ,, |
| ৭৮-৭৯ | ৪৪৫৫৯৮০৬০ ,, | ৪২৫২৫৫৬০০ ,, |
| ৭৯-৮০ | ৪৫৮১৯৯২২০ ,, | ৪৫৪৯০৪০৭০ ,, |
| ৮০-৮১ | ৪৪৫৮৬০০০০ ,, | ৪৪৪৬৯০০০০ ,, |

৬ ই সেপ্টেম্বর কাশ্মীরে একটা ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ১৫০ খানি গৃহ ভস্মসাৎ হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে নগরের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু মৃত্যু সংখ্যা এখনও জানা যায় নাই।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি রাজস্বের অবস্থা স্বচ্ছল নয় দেখিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে ব্যয় সংক্ষেপ করিতে আদেশ দিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে পূর্ত্তকার্য্যে যাহাতে একটীও পয়সা ব্যয়িত না হয়, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি বলিয়াছেন, যাবৎ এই অর্থকৃচ্ছ্রতা বিদূরীত না হইতেছে তাবৎ পূর্ত্তকার্য্যের নিমিত্ত বর্ষে বর্ষে যে টাকা ব্যয় হইয়া থাকে তাহাও যেন খরচ করা না হয়। নূতন রাস্তা ঘাট প্রভৃতি কিছুই হইবে না। কিন্তু ধাপার পুলের যে খরচ তাহা দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

বিলাতের উইনকজেন নামক স্থানে কাগজের ইট প্রস্তুত করিবার জন্য বৃহৎ একটী কারখানা খোলা হইয়াছে। এ ইট মৃত্তিকা নির্ম্মিত ইট অপেক্ষা জল ঝড়ের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, বর্দ্ধমানের অন্তর্গত সেথারি গ্রামের অনতিদূরে বিংশতিবর্ষ বয়স্কা কায়স্থ কুলোদ্ভবা একটী বিধবা বাস করিত। ইহার একটী অবিবাহিতা ভগ্নি ভিন্ন আর কেহই ছিল না। বিধবা দেখিতে অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। একদা তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী পীড়িত হয়। বিধবা তাহার চিকিৎসার্থ বর্দ্ধমানের এক কায়স্থ ডাক্তারের নিকট লইয়া যান। ডাক্তার নিজ বাটীতে রাখিয়া বালিকাটীর চিকিৎসা করেন কিছু বিশেষ হইলে বিধবাটী তাঁহার ভগ্নিকে লইয়া গৃহে গমন করেন। ডাক্তার ও তাঁহার বাটীতে গিয়া বালিকাটীকে দেখিয়া আসিতেন। বালিকাটীর পীড়া আরোগ্য হইলেও ডাক্তার সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সংবাদ লইতেন এবং অবসরক্রমে নিজেও যাইতেন। বিধবাও মধ্যে মধ্যে ডাক্তারের বাটীতে আসিয়া তাঁহার মাতাকে মা বলিয়া তাঁহাদিগের গৃহের অনেক কাজ কর্ম্ম করিতেন। পরস্পরে দেশীয় রীত্যনুসারে পরস্পরকে যথাসাধ্য তত্ত্ব প্রভৃতি করিতেন। এরূপ হওয়াতে গ্রামের লোকে নানাপ্রকার কুকথা রটাইতে লাগিল। বাস্তবিক বিধবার মনে ডাক্তারের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল কিন্তু ডাক্তারের [illegible] হয় নাই। ডাক্তার সেহবশতঃ পূর্ব্বের ন্যায় যাতায়াত করিতেন একদা বিধবা মনের আবেগ

সম্বরণ করিতে না পারিয়া ডাক্তারকে তাঁহাকে বিধবা-বরে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ডাক্তার তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি লোকভয়ে ও পত্নী-সত্বে একার্য্য করিবেন না স্পষ্টই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। বিধবাও সেই পর্য্যন্ত ডাক্তারকে আর কোন কথা বলেন নাই। এই ঘটনার কিছু দিন পরেই ডাক্তারের স্ত্রীবিয়োগ হইল। ডাক্তার পুনরায় বিবাহ করিলেন এবং আন্তরিক স্নেহ নিবন্ধন অবসর ক্রমে তাঁহাদিগকে দেখিয়া আসিতেন। কিছু দিন পরে ডাক্তারের ২ য় স্ত্রীর মৃত্যু হইল ডাক্তার ও তাহার দুই দিন পরেই পীড়িত হইলেন। তাঁহার ও পীড়া ক্রমে কঠিন হইতে লাগিল। বিধবাও সর্ব্বদা আসিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এক দিন পীড়ার কিছু উপশম হওয়াতে বিধবা বাটী গমন করিল এবং পরদিন শুনিল বেলা ৯ টার সময়ে ডাক্তারের মৃত্যু হইয়াছে। বিধবা তখন আলুথালু কেশে পাগলিনীর বেশে হাসিতে হাসিতে ডাক্তারের বাটীতে আসিল এবং ডাক্তারের মৃত দেহ দেখিয়া চীৎকার করিয়া তাহার পার্শ্বে পড়িয়া গেল। পরক্ষণেই দেখা গেল বিধবার মৃত্যু হইয়াছে। অত্যন্ত হর্ষে ও অত্যন্ত বিষাদে মনুষ্যের মৃত্যু হইয়া থাকে। বিধবা বরাবর ডাক্তারকে পতিরূপে মনে মনে ধ্যান করিয়া আসিতেছিল এই ঘটনা হওয়াতে তাঁহার হৃদয় দুঃখভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল, মনের আবেগ সহ্য করিতে না পারাতেই বিধবা প্রাণত্যাগ করিল।

## ইউরোপীয় সমাচার।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ৪ ঠা সেপ্টেম্বর। রুশ সম্রাট লিভাডিয়ায় উপনীত হইয়াছেন, এইরূপ জনরব তাঁহার প্রাণ সংহারার্থ চারকফরেলরোডের নিম্ন খনন করা হইয়াছিল।

লণ্ডন ৫ ই সেপ্টেম্বর। ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরী কমন্স হাউসে প্রত্যুত্তরে কহিয়াছেন, আমি স্বীকার করি সেনাপতি বরোর পরাজয় অবমান জনক। দেশের লোকেরা স্থির করিয়াছেন, উহার নিমিত্ত দায়ী কে? তাহা জানিবেন।

কমন্স সভা গোর দিবার আইনের যে সংশোধন করেন লার্ড সভা তাহার অনুমোদন করিয়াছেন।

৭ ই সেপ্টেম্বর। পার্লিয়ামেণ্ট সভার এসেসনের কার্য্য বন্ধ হইবে। ম্যাডেষ্টোন সাহেব স্বাস্থ্য লাভের উদ্দেশে ভ্রমণ করিতে যান তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

লণ্ডন ৪ ঠা সেপ্টেম্বর। আয়র্লণ্ডে কোতোয়াল রাখিবার প্রস্তাবের মত হইয়া গিয়াছে।

পার্নেল সাহেব প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আয়র্লণ্ডে অত্যাচার না হয় সে বিষয়ে তিনি সবিশেষ যত্নবান হইবেন।

লণ্ডন ৬ ই সেপ্টেম্বর। শনিবার কমন্স হাউসে তুরস্ক সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ হয়, তাহাতে প্রধান মন্ত্রি এই কথা বলেন, সুলতানের গবর্ণমেণ্ট নিজ প্রজাগণের প্রতি যদি কর্ত্তব্য কার্য্য না করেন, তাহা হইলে তুরস্কের স্বাধীনতা অব্যাহত থাকা কঠিন।

ফরষ্টার সাহেব আর্ড দিগের কার্য্যের বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তদ্বিষয়ে অরলগ্রাণবিল লার্ডদিগের সভায় এই কথা বলেন, আয়র্লণ্ডের প্রধান সেক্রেটরী যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেটী তাঁহার নিজের মত, লার্ডদিগের মত নয়।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৫ ই সেপ্টেম্বর। ২৫ হাজার রুশীয় সৈন্য গিয়োকটেপী হইতে ৭ দিনের পথ দূরবর্ত্তী ভর্মা নামক স্থানে উপনীত হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৬ ই সেপ্টেম্বর। ইউরোপীয় প্রধান প্রধান রাজগণের দূতগণ সুলতানকে জানাইয়াছেন, মণ্টিনিগ্রোর বন্দোবস্তের বিষয়ে যে নূতন প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা সন্তোষজনক নয়। সমুদ্রে জাহাজ প্রেরিত হইবে।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ৬ ই সেপ্টেম্বর। রুশ সম্রাট এখন লিভাডিয়ায় আছেন, তথায় যুদ্ধ বিষয়ক কর্ত্তব্য বিবেচনার্থ একটী সভা হইবে। সেনাপতি স্কবেলফ সেই স্থানে আহূত হইয়াছেন। বোধ হয় সেনাপতি মার্ভ টর্কোমানদিগের দণ্ড বিধানার্থ জিদ করিতেছেন।

লণ্ডন ৭ ই সেপ্টেম্বর। ষ্ট্রাথনোর নামক জাহাজ কেপের নিকটে বিনষ্ট হইয়াছে, আরোহীদিগের সকলেরই প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

অদ্য পার্লিয়ামেণ্ট সভার কার্য্য বন্ধ হইল। লার্ড চান্সেলার ইংলণ্ডেশ্বরীর বক্তৃতাটী পাঠ করিয়াছেন। তুরস্ক, আফগানস্থান, ভারতবর্ষের রাজস্ব, আফ্রিকার রাজ্য, বাণিজ্য সমৃদ্ধি, এবং আয়র্লণ্ডের প্রজার উন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করা হয়।

লণ্ডন ৮ ই সেপ্টেম্বর। বিদেশীয় কার্য্যের অণ্ডর সেক্রেটরী গত কল্য কমন্স হাউসে কহিয়াছেন আরব জাতিরা সম্প্রতি খলিপা নামে ব্রিটিশ কসের-জাহাজ আক্রমণ করাতে বাগদাদের গবর্ণর তাহাদিগের দণ্ড বিধানার্থ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৭ ই সেপ্টেম্বর। আলবানিয়রা ডলসিগনো প্রদেশ ও নগর পরিত্যাগে সম্মত হইয়াছে।

বার্লিন ৭ ই সেপ্টেম্বর। অষ্ট্রিয়ার বিদেশীয় কার্য্যের মন্ত্রীর সহিত প্রিন্স বিশমার্কের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল, তাহাতে অষ্ট্রীয়ার সহিত জর্ম্মণির মৈত্রী দূরীভূত হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই সেপ্টেম্বর। সিহাম নামক স্থানে কয়লার খনি ফাটিয়া ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ১৮০ ব্যক্তি তৎকালে খনিতে কার্য্য করিতেছিল। একপ অনুমান উহার মধ্যে ১৫০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। খনির মধ্যে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল।

আগষ্ট মাসের বাণিজ্য বিষয়ক রপ্তানির রিপোর্টে জানা যায় ১৯,১২,৫০,০০০ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছিল। গতবর্ষের ঐ সময়ের রিপোর্টের সহিত মিলাইলে ১৭৫০০০০০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ আগষ্ট মাসে ৩১,১৮,৭৫,০০০ টাকার দ্রব্য আমদানী হইয়াছিল। গত বর্ষের ঐ সময়ের রিপোর্টের সহিত মিলাইলে ২,৬৮,৭৫০০০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

---

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

১ লা সেপ্টেম্বর। গয়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, জে, বার্টন দিনাজপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

বীরভূমের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল গফুর হুগলীতে বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী দলিলউদ্দিন আহাম্মদ নদীয়ার অন্তর্গত কুষ্টিয়ার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিপুরার প্রতিনিধি সবডেপুটী কালেক্টর বাবু শরৎচন্দ্র দাস দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

৩ রা সেপ্টেম্বর। ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত মাদারিপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

গয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আহম্মদ ফরিদপুরে বদলী হইলেন।

বীরভূমের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরকালী মুখোপাধ্যায় ১৮৭১ অব্দের বি, সি, বল আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৬ ই সেপ্টেম্বর। ডবলু সি, টেলার সাহেবের পদোন্নতি হওয়াতে বাবু হেমচন্দ্র করের পদবৃদ্ধি হইল। ইনি রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের দ্বিতীয় ইনস্পেক্টর হইলেন। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত গোড্ডার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ, গ্রাণ্ট সাহেব (ইনি এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন) কিছুদিনের জন্য ২ য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

সাঁওতালপরগনার অন্তর্গত দুমকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলু, এস স্মিথ সাহেব কিছুদিনের পর ২ য় শ্রেণীয় উন্নীত হইয়া কুচবিহার রাজ্যের দাওয়ান হওয়াতে বাবু কালীদাস দত্ত তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। এবং ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায়। ২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাখালদাস মুখোপাধ্যায়। বাবু কালীচরণ ঘোষ ও বাবু তারকনাথ মল্লিক তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন। কালীচরণ বাবু যশোহর নড়াইল ষ্টেটের ম্যানেজর ও তারকনাথ বাবু কুচবিহারের নাবালক যুবরাজের জমীদারীর ম্যানেজারের কার্য্য করিবেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হার্ব্বারের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ রাট্রে সাহেব বাবু তারকনাথ মল্লিকের পদে কিছু দিনের জন্য ৩ য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

যশোহরের অন্তর্গত খুলনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী সৈয়দ ওবেদুল্লা, নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মফিজুদ্দিন স্থায়ী রূপে ও হাজারিবাগের অন্তর্গত পাচম্বার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এচ, রাট্রে, পাবনার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, এম, রেলি, জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অম্বিকাচরণ রায় চৌধুরী, কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু সীতাকান্ত মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত ও মুঙ্গেরের অন্তর্গত জামুইয়ের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলু, সি, মার্টিন, মুর্শিদাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও

ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারিণীকুমার ঘোষ ৪ র্থ শ্রেণীতে স্থায়ী রূপে নিযুক্ত হইলেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

২১এ আগষ্ট। দার্জ্জিলিঙ্গের অন্তর্গত কার্সিয়ঙ্গের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগের যে বেঞ্চ আছে তাহাতে যিনি চেয়ারম্যান অথবা বেতনভুক্ত মাজিষ্ট্রেট হইবেন এবং যাঁহারা অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইবেন তিনি ফৌজদারী আইনের ২২ ধারানুসারে সরাসরি বিচার করিতে পারিবেন।

কুরঙ বেঞ্চের চেয়ারম্যান ও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট সি, ডবলু, ব্যাগস্ ফৌজদারী আইনের ১৮৮ ও ২৮৩ ধারানুসারে ২য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট হইলেন ও স্বতন্ত্র বসিয়া বিচার করিতে পারিবেন।

২রা সেপ্টেম্বর। রাজসাহীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু নন্দকৃষ্ণ বসু ও পাটনার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর, এন, মিনফিল্ড ২য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

## আফগানস্থানের যুদ্ধসংবাদ।

৩রা সেপ্টেম্বর। কোয়েটা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সেনাপতি রবার্ট সসৈন্যে আয়ুবের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। উহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। উহাদিগের শিবির ও কামান প্রভৃতি ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছে। পরাজিত সৈন্যগণের কয়েক শত হত হইয়াছে। আয়ুব কাকরেজ নামক স্থানে পলায়ন করিয়াছেন। কাবুলী সৈন্যেরা আরগন্ধাব উপত্যকায় ও হিরাটীরা হেজারও নামক স্থানে পলায়ন করিয়াছে। এই যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষে কাপ্তেন ষ্ট্রেটন, লেপ্টনণ্ট কর্ণেল ব্রাউনলো ও কাপ্তেন ফ্রোম হত; কাপ্তেন মরে ও লেপ্টনণ্ট মনরো আহত ও তাঁহাদিগের সাতজন সৈন্য হত ও আট জন আহত; লেপ্টনণ্ট মেনজিজ ও ডোনেও হুয়াট আহত ও ইহাদের ১১ জন হত ও ৩১ জন আহত লেপ্টনণ্ট কর্ণেল বেটী ও মেজর স্লাটার মেজার উইলক লেপ্টনণ্ট বেকার ও নেভিল চ্যাম্বারলেন আহত ৭২ নম্বর সৈন্যদলের দুইজন এব ২ নম্বর সৈন্যদলের তিন জন হত ও লেপ্টনণ্ট কর্ণেল রোক্ ও লেপ্টনণ্ট চেসনি সামান্য রূপ আহত হইয়াছেন। এই যুদ্ধে সর্ব্বশুদ্ধ ইংরাজদিগের ২১০ জন হতাহত হইয়াছে।

সেনাপতি রবার্টস নিম্নলিখিতরূপে আয়ুবকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। জেনারল হিউজ গফ ও কর্ণেল চাপম্যান শত্রুদিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ৩১এ আগষ্ট কান্দাহারে জেনারল রবার্টসকে সংবাদ দেন। রবার্ট এই সংবাদ পাইয়া জেনেরল হিউজ গফকে দক্ষিণে রাখিয়া নিজে বেবাওয়ালি পর্ব্বতের পশ্চাতে অবস্থিতি করিতে থাকেন। এই স্থানে আয়ুবের প্রধান শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল। পরদিন বেলা ৯ টার সময়ে রবার্টস শত্রুদিগকে আক্রমণ করি[illegible] কান্দাহারস্থ রক্ষি সৈন্যের সেনাপতি জেনারল প্রিমরোজ ইন্ডায়সকে সৈন্যে শত্রুদিগের গতি রোধার্থ অবস্থিতি করিতে থাকেন। ব্রিগেডিয়ার জেনেরল হিউজ গফ দক্ষিণ হইতে যাত্রা করিয়া আর্গান্দাবে উপনীত হন, ব্রিগেডিয়ার জেনেরল ম্যাকফার্সন ও বেকার [illegible] শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন এবং সেনা[illegible] তাঁহাদিগের সাহায্য করিতে থাকেন। এই [illegible] একটী দুর্গম স্থান অধিকার করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ [illegible]। কিন্তু তাঁহাদিগের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া [illegible] বেলা দুই প্রহরের সময়ে শত্রু শিবির হস্তগত হইয়াছিল।

আয়ুব লেপ্টনণ্ট মেকলিনকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের পর ইংরাজগণ শত্রু শিবিরে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছেন, দুরাত্মারা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। ১৬ই আয়ুব ব্যূহ রচনা করিয়া যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কর্ণেল সিয়েল তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হন, সম্প্রতি ইনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

ক্যাভালরি ব্রাইগেড কুরামে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছে। সেনাপতি বেয়ার আবদুল রহমানে উপনিত হইয়াছেন। মুশ্কি হিসারে টেলিগ্রাফ খোলা হইয়াছে। আবা নামক স্থানে দস্যুরা ইংরাজদিগের যে সকল পশু কাড়িয়া লইয়া ছিল মান্দ্রাজের অশ্বারোহী সৈন্যদল তাহা পুনরধিকার করিয়াছে এবং দস্যুদিগের অনেককেও ধৃত করিয়াছে।

ইংরাজ সৈন্যগণ ৩০এ আগষ্ট মোমন্দে যাত্রা করিয়াছিল। চর আসিয়া এই সংবাদ দেয় শত্রুরা বিস্তর নূতন সৈন্য সংগ্রহ ও নূতন নূতন গড়খাই প্রস্তুত করিতেছে এবং রাস্তা সকল ধ্বংস করিবার জন্যও পাওয়া গিয়াছিল। মাজরা নামক স্থানে আয়ুবের প্রধান আড্ডা ছিল। এখানে তাঁহার বিস্তর শিক্ষিত সৈন্য ছিল, ৩১এ মার্চ্চ রাত্রি ২॥০ টার সময়ে উহারা যাত্রা করিয়া বেলা ৭টার সময়ে কান্দাহারে উপনীত হয়। জেনারল প্রিমরোজ, নটান ও সরোজ নগরের ২ মাইল বাহিরে জেনারেল রবার্টের সহিত একত্র হইয়াছিল। ইহারা সকলে মিলিত হইয়া সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে শিকারপুরস্থ কটক দিয়া কান্দাহারে প্রবেশ করেন এ দিকে রক্ষি সৈন্যগণ দেখোয়া নামক স্থানের প্রাচীর সমূহ ভঙ্গ করিয়া দুর্গ পরিখা জলে ফেলিয়া দেয়। তৎপরে ৩১এ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। শত্রুগণ কারেজ হইতে আরম্ভ করিয়া উহার দক্ষিণ পূর্ব্ব বেরা ওয়ালিকোটাল পর্য্যন্ত জলের কল ভাঙ্গিয়া দেয়। জেনারল ম্যাকফার্সন কারেজে যুদ্ধ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে রাস্তা পথ পরিষ্কার করিয়া ফেলেন এবং ক্রমে পিকোয়েট পাহাড় ও তৎপরে কারেজ অধিকার করেন। শত্রুগণ তখন বেবাওয়ালি কোটালে দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ সম্মুখীন হয়। ঐ দিবস বৈকালে জেনেরল গফ ও কর্ণেল চাপম্যান পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা শত্রুদিগের বল পরীক্ষা করিয়া যান। ইংরাজদিগের অশ্বারোহী সৈন্যদল রাস্তা হইতে তিন মাইল দূরে পৌঁছিলে শত্রুদিগের বিস্তর সৈন্যকে একত্র হইতে দেখা গিয়াছিল। পরক্ষণে গ্রাম সমূহে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হয় এবং উহারা বিস্তর তোপ ধ্বনি করিয়াছিল। এই সময়ে কেবল একজনমাত্র ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ ও মেজার উইলক আহত হইয়াছিলেন। দেশীয় পদাতি দলেরও কয়েকজন আহত হইয়াছিল। বেবাওলি কোটাল হইতে শত্রুরা যখন ইংরাজ শিবিরে গোলাবর্ষণ করিয়াছিল সেই সময় কেহ হত বা আহত হয় নাই। পরদিন সেনাপতি রবার্টস উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিয়া দিয়াছেন।

আয়ুবের পলাতক সৈন্যগণকে কান্দাহার হইতে দেখা গিয়াছিল। সেনাপতি রবার্ট ফেয়ারের নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে তাঁহার সমস্ত সৈন্য কান্দাহারে আসিবে না। ফেয়ার তজ্জন্য তাঁহার সমস্ত সৈন্য লইয়া ডোরি ও আর্গান্দাব নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিবেন। গবর্ণমেণ্টের আদেশ পাইলে তিনি তথায় রক্ষিসৈন্যও রাখিবেন। আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ভারতে সৈন্যগণের প্রত্যাগমনের বন্দোবস্ত করা হইবে।

কাবুলের যুদ্ধে যে সকল সৈন্য গত দুইবৎসর অবধি কার্য্য করিতেছে তাহাদিগকে অতিরিক্ত ভাতাদিবার সম্ভাবনা আছে। ১লা সেপ্টেম্বরের যুদ্ধে আয়ুব খাঁ পরাজিত হওয়াতে লেপ্টনণ্ট জেনারল অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সেনাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা আনাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

মৎ প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৭ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

## ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫।।০ টাকা, ডাক মাশুল ।০

## আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদমতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সর্দ্দিগরমি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের প্রধান প্রধান উপায় ভারতবর্ষের স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৸০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

## আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদি চিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।০

## আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

## নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, সংগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা কোন এক কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য---২ টাকা। প্যাকিং ৶০ আনা।

## নবাবিষ্কৃত মহৌষধ

## চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহুয়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন; এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া, কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

| | |
|---|---|
| এক শিশির মূল্য | ২ দুই টাকা |
| প্যাকিং | ৵০ দুই আনা |

## সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ... ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ... ৶ আনা।

## চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধবিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার দুরারোগ্য শিরোরোগ উপশম হয়। মাথা ধরা, মাথাঘোরা, খুসখুসি, কেশদ্রুক, মস্তিষ্কহীনতা, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অল্পতা, টাক প্রভৃতি মস্তিষ্কের পীড়া সমূহ নষ্ট হয়। কেশ সকল ঘন, পুষ্ট ও বৃদ্ধি হয়। এবং অকাল পক্বতা দূর হইয়া চক্ষু জ্যোতিবিশিষ্ট হয়। এবং গাত্রে ব্যবহার করিলে চুলি, পাঁচড়া ও চুলকণা প্রভৃতি চর্ম্ম-রোগ নষ্ট হইয়া যায়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা।
প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

## রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্নপ্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, খঞ্জতা, কাসরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৶০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
শ্রীযুক্ত বাবু নিতাই চাঁদ গোস্বামী ভারতবর্ষীয় হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্নী।
" " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।
কলিকাতা। মানিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৬০ নং বাটী।

## কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকাল পক্বতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃশূলাদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১।০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

## দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্ত-শূল, দন্ত আরিশ, দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া

ও রক্ত পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ।০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীকৈলাসচন্দ্র দেবের ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

---

## সরভেয়ারের প্রয়োজন

পাবনা ডিষ্ট্রিক্ট রোডসেস কমিটীর নিমিত্ত, কার্য্যে বহুদর্শী এমন একজন সরভেয়ার ও লেবলারের তিন মাসের জন্য প্রয়োজন। মাসিক বেতন ৭০ টাকা। স্বতন্ত্র এলাউএন্স নাই। ১৫ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকটে আবেদন করিতে হইবে। ঐ সঙ্গে প্রশংসা পত্রের নকলও পাঠাইতে হইবে।

পাবনা<br>২৬ এ আগষ্ট<br>১৮৮০। } বি. এম, চক্রবর্ত্তী<br>ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার<br>পাবনা।

---

## বি, এন, দাসের গণোরিয়া মিকশ্চর

ইহা দ্বারা নূতন, পুরাতন সর্ব্বপ্রকার মেহ শ্বেত-প্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। এই ঔষধ দ্বারা বহুসংখ্যক লোক আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য মায় প্যাকিং বড় শিশি ৩৵, মধ্যম ২, ছোট ১।০।

৪৫ নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা।

শক্তিসঞ্চারক আরক মূল্য ১৷৷০ টাকা।

এই মহৌষধ দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং সকল প্রকার গ্লানি নষ্ট করে, বলাধান হইয়া দেহ পুষ্ট ও কান্তি বিশিষ্ট করে, এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম জন্য দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, বাত, পারা দোষ, শোথ, উপদংশ, (গরমী) এমন কি শ্বাস কাশ ইহাদেরও বিশেষ উপকারী মহৌষধ। ১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি বহুবাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দের নিকট পাওয়া যায়।

মহাশয়!

আমি বহু দিবস হইল ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণতা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে এক প্রকার কার্য্যে অক্ষম হইয়া ছিলাম, নানাপ্রকার ঔষধ সেবন বিফল হওয়াতে আমার প্রিয় বন্ধু যোগেন্দ্র বাবুর নিকটে আপনার "শক্তি সঞ্চারকের" গুণ শুনিয়া এক শিশি সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্ট হইয়া বেশ বলবান ও কার্য্যক্ষম হইয়াছি। মহাশয় আর দুই শিশি শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীবিপ্রদাস মণ্ডল<br>ময়মনসিংহ।

---

যিনি এক দিবসে হৃদয় দর্পণে জীবাত্মার প্রতি-বিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার<br>সাং শ্রীরামপুর।

---

## ব্রহ্মচারীদত্ত মহৌষধ।

ইহাতে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারণ হয়। ৪১ দিনের সেবনোপযুক্ত ঔষধের মূল্য ৫ টাকা ২১ দিনের ২৷০ ও সাত দিনের ১ টাকা। যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ বেয়ারিং পাঠান যাইবে।

এখান হইতে ঔষধ পেইড পাঠাইলে ডাকমা-শুল ।০ মাত্র লাগিবে।

শ্রীদেবীপ্রসাদ দুবে<br>মিসিরপোখরা বেনারস

---

শারীরবিধান ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

---

## মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এসপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁ—নাড়াজোল ১০
শ্রীযুক্ত রাজা রাধাবল্লভ সিংহ দেব কুচিয়াকোল ১০
শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাপ্রসন্ন মিত্র—মহেশপুখরা ১০
" " রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় নবাবগঞ্জ ৭
" " বসন্তকুমার সেন—বাসণ্ডা ১০
" " মহিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—রাজমহল ৫
" " উপেন্দ্রনাথ রায়—গোভড়া ৭
শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্তকুমার চৌধুরী—বারুইপুর ৭
" " গিরিশচন্দ্র সরকার—নবনধার ৪
" " অক্ষয়কুমার চৌধুরী—পেশোয়ার ৭
" " গোবিন্দচন্দ্র রায়চৌধুরী ময়মনসিংহ ১০
" " প্যারিমোহন বসু—রঙ্গপুর ১০
" " রজনীকান্ত বল—পাংসা ৭
" " লালমোহন বসু—পাটামপুর ৪
" " কেদারনাথ চন্দ্র—শ্রীবাটী ৫
" " আনন্দমোহন দাস—দাউদকান্দি ৭
" " হরিচরণ দাস—দেবগড় ৭
" " রাধানাথ সিংহ—বালেশ্বর ৭
" " কাশীনাথ মিত্র—মেদনীপুর ৭

---

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বয়াত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

---

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক ঘর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কমলা যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ২১ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ৫ ই আশ্বিন। ইং ১৮৮০। ২০ এ সেপ্টেম্বর। | অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।



## প্রেরিতপত্র।

চম্পাই নগর
বা
চাম্পানালা

ভাগলপুর বিভাগে দুইটী চম্পাই নগর আছে। একটী পূর্ণিয়ার ৭ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। রাজা লীলানন্দ সিংহ নামক জনৈক ক্ষত্রিয় জমিদার তথায় বাস করিয়া থাকেন। অপরটী ভাগলপুরের এক ক্রোশ পশ্চিমে স্থিত। ইহার সাধারণ নাম চম্পাই নগর বা চাম্পানালা। আজ আমরা এই চম্পাই নগর সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

চম্পাই নগর একটী প্রাচীন নগর। কতদিন হইল কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই নগরীর প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অনুমান হয় মহারাজ কর্ণ ইহার স্থাপয়িতা। কারণ কর্ণপুরী এইখানেই ছিল। এখানে ইংরাজদিগের যে এক গড় ছিল, সেই গড় মহারাজ কর্ণের। তাহার ভিতরে মৃত্তিকা মধ্যে অনেক প্রাচীন গৃহের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। গড় হইতে গঙ্গায় স্নান করিবার জন্য তিনি যে ঘাট প্রস্তুত করেন, তাহারও অনেক চিহ্ন আছে। এতদ্ব্যতীত ইহার ৫ ক্রোশ পশ্চিমে সুলতানগঞ্জের ষ্টেসনের নিকট তাঁহার আরও একটী ক্ষুদ্র গড় ছিল। সে গড়ের অনেক চিহ্ন আছে। যখন রেলওয়ে ষ্টেসন নির্ম্মিত হয়, তখন ঐ স্থান খনন করায় স্থানে স্থানে কতিপয় প্রাচীন ও বহু মূল্য দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল। প্রবাদ এই গুহ্যের বিস্তর অর্থ আছে। মহারাজ কর্ণ ঐ স্থানে গঙ্গা গর্ভে একটী বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ঐ শিবলিঙ্গ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। কয়েক জন পূজক প্রতি দিন তাঁহাকে রীতিমত পূজা করিয়া থাকে। তিনি বড় জাগ্রত শিব। তাঁহার জন্য কে বর্ত্তমান মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহার স্থিরতা নাই। এই মন্দির বর্ষা-কালে দেখিতে কি মনোহর! দুই পার্শ্ব দিয়া পুণ্য সলিলা ভাগীরথী যখন কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতে থাকেন, তখন মন্দিরটী দেখিলে বোধ হয় যেন কোন তপঃপরায়ণ প্রশান্তমূর্ত্তি অটলভাবে অবস্থিত হইয়া গঙ্গাদেবীর প্রচণ্ড ঊর্ম্মিরাশি গণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য ইহা দেখিবার জন্য অনেক সময়ে অনেক সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ ব্যক্তি বহুদূর হইতে এখানে আসিয়া থাকেন।

কর্ণের বহুকাল পরে চাঁদ সদাগর এখানে বাস করিতেন। তিনি গন্ধ বণিক্ ছিলেন। জলপথে বাণিজ্যই তাঁহার একমাত্র ব্যবসায় ছিল। তাঁহার ৭ টি সন্তান। কনিষ্ঠ সন্তানের নাম লখিন্দর। এই লখিন্দর সম্বন্ধে এদেশে যে গল্প প্রসিদ্ধ আছে, তাহার আর এস্থানে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। অদৃষ্ট দোষে সেই অট্টালিকায় লখিন্দর সর্প দংশনে প্রাণ-ত্যাগ করিলে তাঁহার পতিব্রতা পত্নী বেহুলা সুন্দরী দেখিলেন, পতিহীন হইয়া জীবন ধারণ করা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনার বিষয়। তিনি সংসারে শ্রীকৃষ্ণ ঠ

হইয়া, পতি পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া একটী কলার মান্দার (ভেলা) অবলম্বন পূর্ব্বক জামুই বা বেহুলা নদী দিয়া গঙ্গায় আসিয়া পড়িলেন। পরে ক্রমশঃ রাজমহল প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া মুরসিদাবাদ জেলার পূর্ব্ব পার্শ্ব হইতে বেহুলা নদীতে উপস্থিত হন। সম্ভবতঃ ঐ নদীর পূর্ব্বে অন্য নাম ছিল, পরে বেহুলার নামানুসারে বেহুলা নদী নাম হইয়াছে।

"বেহুলা নদী বাঁকা নদী হইতে নির্গত হইয়া, বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার কতিপয় গ্রাম বেষ্টন পূর্ব্বক নসরাইয়ের পশ্চিমে কুন্তী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদীর বর্ত্তমান চিহ্ন সকল দেখিয়া বোধ হয়, পূর্ব্বে ইহা বিলক্ষণ বেগবতী ছিল। এক্ষণে অনেক স্থল মজিয়া বা বুজিয়া গিয়াছে। সর্পাঘাতে লক্ষিন্দরের মৃত্যু হইলে বেহুলা সতী প্রথমে বাঁকা ও এই নদী তৎপরে ভাগীরথীতে ভেলার উপরি মৃত পতি লইয়া নানাস্থান অতিক্রম পূর্ব্বক ত্রিবেণীর ঘাটে উপস্থিত হন। সেখানে নেতো ধোপানীর আলয়ে কিছু দিন অবস্থিতি করেন। ত্রিবেণী ও বান্দাপাড়ার মধ্যস্থলে এক খণ্ড প্রস্তর ও অন্যান্য প্রস্তরের ধ্বংসাবশেষকে অদ্যাপি এই অঞ্চলের লোকেরা নেতো ধোপানীর কাপড় কাচিবার পাথর বলিয়া থাকে। মৃত পতি লইয়া ভাসন কালে বেহুলা সতী অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন ক্ষণকালের জন্য অণুমাত্রও বিচলিত হয় নাই। মনসা দেবী পথি মধ্যে তাঁহাকে যে যে স্থলে ছলনা করিয়াছিলেন, তথায় এক একটী মনসার আড্ডা আছে। তন্মধ্যে নারিকেল ডাঙ্গা ও ইনদুরা প্রভৃতি স্থানের আড্ডা গুলি প্রধান। অদ্যাপিও প্রতিবৎসর এই সকল স্থানে নাগ পঞ্চমীর সময় ঝাপান (সর্প লইয়া মাল বৈদ্যদিগের ক্রীড়া) হইয়া থাকে"। (১)

বেহুলা সতী এইরূপে পতির জন্য নানাস্থানে অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়া ত্রিবেণীতে নেতো ধোপানীর সাহায্যে দেবতাদিগের কৃপায় মৃত পতিকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া মহানন্দে স্ব জন্ম ভূমিতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শ্রাবণ কি ভাদ্র সংক্রান্তিতে মনসার

(১) আমরা এই অংশ ১২৮৫ সালের ২১ শ্রাবণের সোমপ্রকাশে আমাদের মাননীয় খাসারপাড়ার সুযোগ্য সংবাদদাতার পত্র হইতে উদ্ধৃত করিলাম। এই স্থলে একটী জিজ্ঞাস্য আছে, আশা করি তিনি কিম্বা অন্যে ইহার উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন। বাঁকা নদী হইতে বেহুলা নদী নির্গত হইয়াছে। কিন্তু [illegible] সহিত প্রত্যক্ষে কি অন্য নদীর সহিত গঙ্গার কোন্ স্থানে মিলন হইয়াছে?

পূজা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই অবধি বঙ্গদেশে ও এতদঞ্চলে মনসার পূজা প্রচলিত হইয়াছে। এখনও প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে এই স্থলে একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে।

শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

---

### প্রতিবাদ।

বিগত ১৫ ই ভাদ্রের সোমপ্রকাশে প্রকাশিত "শ্রী" স্বাক্ষরিত পত্রখানিতে একটী মিথ্যা কথা লিখিত হইয়াছে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। মনে করিয়াছিলাম কোন না কোন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সে পত্রখানির প্রতিবাদ করিবেন; কিন্তু বুঝিলাম তাঁহারা এক্ষণে ঘোরনিদ্রাবস্থায় আছেন, তাঁহাদের বুকের উপর দিয়া গাড়ি ঘোড়া চলিয়া গেলেও বোধ হয় তাঁহাদের চৈতন্য হয় না। আমাকে সেই জন্য বাধ্য হইয়া "শ্রীর" পত্রের প্রতিবাদ করিতে হইল। তিনি লিখিয়াছেন "এতদ্দেশের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য কর্ম্মাদি এক কালে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, কেবল সদ্বংশজবা ব্রাহ্মণবিধবারা একাদশীর উপবাস করিয়া থাকে, তাহাও মূর্খ পঞ্জিকাকরদিগের গণনার দোষে লোপ হইবার আকার হইয়াছে।" "কেবল সদ্বংশজবা ব্রাহ্মণবিধবারা" এটি লেখকের মিথ্যা কথা, আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি কেবল ব্রাহ্মণবিধবা নহে কিন্তু অন্যান্য জাতির হিন্দুবিধবারাও একাদশীর উপবাস করিয়া থাকেন। (১)

মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা সংবাদপত্রে মিথ্যা কথা লেখা হয় অথচ তাহার প্রতিবাদ হয় না বলিয়া অনেকেরই বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের উপর অবিশ্বাস। এরূপ অসত্য প্রচার দ্বারা আর একটী গুরুতর অনিষ্ট হইয়া থাকে। মনে কর, একজন ইংরাজ বাঙ্গলা সংবাদপত্র সকলের শীর্ষস্থানীয় সোমপ্রকাশে "শ্রীর" পত্র খানি পাঠ করিলেন অথচ তাহার কোন প্রতিবাদ দেখিলেন না সুতরাং তিনি উক্ত পত্র খানির লিখিত বিষয়ের সত্যতাতে দৃঢ় বিশ্বাস করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহার মধ্যে লিখিয়া দিলেন যে, "ভারতবর্ষের কেবল ব্রাহ্মণবিধবারাই একাদশীর উপবাস করিয়া থাকেন, অন্যান্য জাতির বিধবারা একাদশীর দিনে ডাউল ভাত মাছ মাংস খাইয়া থাকেন।" ইহাতে তাঁহার দোষ কি? দোষ পত্রপ্রেরক "শ্রীর" সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়ের এবং মৃতপ্রায় অসাড় হিন্দুদিগের। যে কথায় কোন সন্দেহ থাকে, আমাদের বিবেচনায় তাহা পত্রস্থ

(১) সাধারণ্যে এ লেখাটিও ঠিক হইল না ইহার বিশেষ বিবরণ আবশ্যক। স।

না করাই সম্পাদকদিগের কর্ত্তব্য; অন্যান্য কারণে তাহা পত্রস্থ করা যদি আবশ্যকই হয় তবে সেই সঙ্গে সেই বিষয়ের যথার্থ্য সম্বন্ধে সম্পাদকদিগের যাহা বক্তব্য তাহাও প্রকাশ করা উচিত।

বমুনিয়া
৯ ই সেপ্টেম্বর ১৮৮০। } বশম্বদ
শ্রীভগবতীচরণ দে।

---

### ঈশ্বর ও ব্রাহ্মগোল

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

এই মাত্র আপনার ১৩ ই সেপ্টেম্বর তারিখের সোমপ্রকাশ হস্তগত হইল। আমি বিগত ২৩ এ আগষ্টের সোমপ্রকাশে ঈশ্বর ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের মুঙ্গেরস্থ বন্ধুবর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাবুর মত খণ্ডন করিবার জন্য ৮। ৯ খানি শ্রেষ্ঠ উপনিষদ হইতে যে সমস্ত অতি গম্ভীর শ্রুতিগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম, তদ্দ্বারা এক প্রকার প্রতিপন্ন করা গিয়াছে যে আর্য্যঋষিদের নিকট "ব্রহ্ম ও ঈশ্বর" পৃথগ্‌ভাবাত্মক ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ বাবু নিরালম্ব উপনিষদ হইতে একটী মাত্র শ্লোক তুলিয়া দেখাইয়াছিলেন যে আর্য্যশাস্ত্রে ঐরূপ ভিন্নভাবাত্মক বহুল প্রমাণ আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি আর দ্বিতীয় শ্লোক তুলিতে পারেন নাই। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কেন, কঠ ইত্যাদি দশ খানি শ্রেষ্ঠ উপনিষদের ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন ও রাজা রামমোহন রায় ঐ কয়েকখানি উপনিষদের বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু নিরালম্ব উপনিষদ শঙ্করাচার্য্য স্পর্শ করেন নাই। এতদ্ভিন্ন আরো অনেক উপনিষদ আছে, সে সকলের উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ বাবু ১৩ সেপ্টেম্বরের সোমপ্রকাশে আমার প্রথম পত্র খানির প্রতিবাদ করিতে গিয়া অনেক গোলযোগ করিয়াছেন। আমরা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ (যাহা সাংখ্য মতাবলম্বী পণ্ডিত বিশেষের প্রণীত বলিয়া উক্ত হইয়াছে) হইতে "ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে উক্ত উপনিষদনুসারে ব্রহ্মকে বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারমীশং" অর্থাৎ তাঁহাকে একমাত্র বিশ্বসংসারের পরিবেষ্টয়িতা ঈশ্বররূপ ব্যাত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বাবু প্রতিবাদ পত্রে [illegible]হার ছন্দাংশে আদৌ যান নাই।

দ্বিতীয়তঃ বাজসনেয় সংহিতোপনিষদ হইতে "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চিৎ জগত্যাং জগৎ" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারাও প্রমাণীকৃত করা হইয়াছিল যে [illegible]রণ্যক যোগীদিগের বরণীয় "ঈশ্বর" শ্রীকৃষ্ণ বাবুর প্রদর্শিত মায়াবৃত "ঈশ্বর" ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ বাবু প্রসঙ্গ ক্রমে এ শ্লোকটীতে "পঞ্চমী" [illegible] "সপ্তমী" আদি বাহুল্য [illegible] দিয়াও যদি একটী

অর্থ করিয়া দিতেন তাহা হইলেও আমরা শিক্ষা করিতে পারিতাম।

" সবিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিজ্ঞঃ কালকালো-গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ।

প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষ স্থিতি বন্ধহেতুঃ।"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ । ৬ অ। ১৬।

অর্থাৎ তিনি বিশ্বকর্তা, বিশ্ববেত্তা, সকল আত্মার স্রষ্টা, প্রজ্ঞাবান্ কালের কর্ত্তা, গুণবান্ ও সর্ব্বজ্ঞ, তিনি জড় কি জীব তাবতের প্রতিপালক, সর্ব্বগুণের মহেশ্বর, এবং সংসারের স্থিতি বন্ধ ও মোক্ষের হেতু। এখানে ব্রহ্মকে বিশ্বকর্তা, গুণবান্ ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা পূজা করা হইয়াছে, ইহার মধ্যে কি কিছু " আর্ষ প্রয়োগ " আছে ?

শ্রীকৃষ্ণ বাবুদের আর্য্যসভায় ও অন্যান্য হরি-সভায় যে মহা স্তোত্রটী প্রতি সপ্তাহে সমাদরে পঠিত হয়, সেই স্তোত্রটীর কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম, দেখুন এখানে কোন ব্যাকরণের নিয়ম বিরুদ্ধ " আর্ষ প্রয়োগ " হইয়াছে কি না।

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়,
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোঽদ্বৈত তত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমোব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায় ॥
" ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশম্।
ত্বমেকং জগৎ কর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্তৃ,
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্।"

অর্থাৎ। তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞান স্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার। তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয় নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম তোমাকে নমস্কার। তুমি সকলের আশ্রয় স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়, তুমিই এক এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও বিকল্পশূন্য।

এখানে ব্রহ্মকেই সুস্পষ্টতঃ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ও জগতের কারণ-স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। এটীও কি " আর্ষ প্রয়োগ " দোষে দূষিত ?

" তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং " (শ্রুতি)

অর্থাৎ। " তম্ " " ঈশ্বরাণাং " [illegible], " পরমং মহেশ্বরং " " তং " " দেবতানাং " [illegible] " পরমং চ দৈবতং " " পতিং " " পতীনাং " [illegible] " পরমং " " পরস্তাৎ " [illegible] " [illegible] " " দেবং " লোকাধ্যক্ষং পরমেশ্বরং " ভুবনেশং " ভুবনানামীশং " ঈড্যং " স্তুত্যং। এখানে ঈশ্বর শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এটীও কি " আর্ষপ্রয়োগ ? "

আমি প্রথম পত্রে লিখিয়াছিলাম, যে " শ্রীকৃষ্ণ বাবু বলেন " সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণে যিনি অন্নাশক্ত তিনিই ঈশ্বর " এবং তৎপরেই লেখেন যে " ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ঈশ্বর নামে " অভিহিত " এই যুগপৎ দুই বিরুদ্ধ লেখার তিনি কোন উত্তর দেন নাই কেন বুঝিতে পারিলাম না। ইহাও কি " আর্ষপ্রয়োগ " মধ্যে গণনা করিতে হইবে ?

শ্রীকৃষ্ণ বাবু " ওমিতি ব্রহ্ম " শ্রুতির চমৎকার অর্থ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ বাবু একখানি উপনিষদের ভাষ্য প্রস্তুত করুন।

ঔপনিষদিক আর্য্যেরা " ওমিতি ব্রহ্ম " সর্ব্বেঽস্মৈ দেবাবলিমাহরন্তি " ইত্যাদির যে সরল অর্থ করেন তাহা পাঠকগণ অবধারণ করুন।

" ওম্ ইতি ব্রহ্ম " ওঙ্কারোহি ব্রহ্ম প্রতিবুদ্ধেরাহ নাম্যলম্বনম।" অস্মৈ " ব্রহ্মণে " সর্ব্বে " " দেবাঃ " " বলিং " পূজাম্ " আহরন্তি। "

আর আমাদের শ্রীকৃষ্ণ বাবু " পঞ্চমী বিভক্তিতে " বলিতেছেন ওঁকারের প্রতিপাদ্য বা ঈশ্বরের বিদ্যমানতা যাঁহার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে, তাহাই ব্রহ্ম। তাই বলি শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ব্যাখ্যাত একখানি নবীন স্বতন্ত্র টীকা চাই।

পরন্তু ঐ শ্রুতিটির অব্যবহিত পরেই ধ্যানপ্রবণ মনীষীগণ আশ্চর্য্য পুলকে পূরিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন।

" ওঁকারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান, যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চ " অর্থাৎ। জ্ঞানী ব্যক্তি ওঙ্কার সাধনা দ্বারা সেই শান্ত, অজর, অমর, অভয়, নিরতিশয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। এর উপর জটিলতা কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ বাবু তদিদং সর্ব্বং মসৃজৎ " ইত্যাদি শ্রুতির অর্থান্তর করণাভিপ্রায়ে লিখিয়াছেন, যে ঐ শ্রুতিতে ব্রহ্মকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হয় নাই। অগ্নি ইন্ধন দগ্ধ করিল ইহার অর্থ এই যে, অগ্নির দাহিকা শক্তিতে ইন্ধন দগ্ধ হইল। অগ্নি বলিলেই দাহিকা শক্তি উহ্য থাকিল বুঝিতে হইবে " ইহাত অগ্রে জানিতাম না। ভাল তেমনি ব্রহ্ম বলিলেই আপনার প্রকল্পিত ঈশ্বর, মায়া প্রকৃতি, চৈতন্য ও পুরুষাদি ভ্রমাত্মক শব্দাড়ম্বরও কেন ঐ সঙ্গে সঙ্গে উহ্য থাকুক না ? শক্তিমান্ পদার্থ হইতে শক্তি প্রভেদ নাই, এপ্রযুক্ত ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হইতে অনেক স্থলে অভিন্ন করিয়া বলিয়াছেন যথা।

" যথাত্মা চ তথা শক্তি যথাগ্নৌ দাহিকা স্মৃতা "।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণং

অর্থাৎ। অগ্নিতে যে প্রকার দাহিকাশক্তি জীবাত্মার সেই প্রকার প্রকৃত (পরমাত্মার) শক্তি অভিন্ন ভাবে আছে।

শ্রীকৃষ্ণবাবু ইচ্ছাময় ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে নিজ ইচ্ছার আদর্শ ধরিয়া মপিতে গিয়া মহা গোলযোগ করিয়াছেন। আর্য্যশাস্ত্র শিবপুরাণ হইতে তাঁহার জন্য একটী উপদেশ তুলিয়া দিলাম।

" কিয়তা চৈবকালেন, তস্যেচ্ছা সমপদ্যত।
প্রকৃতির্নাম সা প্রোক্তা মূলকারণমিত্যুত।"

অর্থাৎ কিয়ৎকাল গত হইলে তাঁহার ইচ্ছা উৎপন্ন হইল সেই মূল কারণ ইচ্ছা প্রকৃতি নামে উক্ত হয়!!

শ্রীকৃষ্ণ বাবু এখন দেখুন, পূর্ব্বতন আর্য্যেরা " প্রকৃতি " শব্দের কি চমৎকার অর্থ করিয়া গিয়াছেন। আপনি কেন, এই আর্য্যপদ-চিহ্ন অনুসরণ করুন না ? দোহাই আপনার !

মায়া মুক্ত না বদ্ধ ? নিত্য না অনিত্য ? ইত্যাদি যে সমস্ত প্রশ্ন পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছিলাম শ্রীকৃষ্ণ বাবু প্রত্যুত্তরে তাহার ত্রিসীমায় যান নাই। কিন্তু এই মায়া সম্বন্ধে ভাগবতে যে একটী সুন্দর মত প্রকটিত হইয়াছে তাহা এই স্থানে বিবৃত হইল।

" সাবা এতস্য সন্দ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা
মায়ানাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমেবিভুঃ। (ভাগবতঃ)

অর্থাৎ। এই ঈক্ষণ কর্ত্তা ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁহার সদসদাত্মিকা শক্তি, তাহার নাম মায়া, হে মহাভাগ ! এই মায়া শক্তি দ্বারা তিনি বিশ্ব নির্ম্মাণ করিলেন।

শিবপুরাণোক্ত শ্লোকদ্বারা দেখান হইল যে " সেই মূলকারণ ব্রহ্ম ইচ্ছা প্রকৃতি নামে উক্ত হইয়াছে এবং শেষোক্ত শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদিত হইল, ব্রহ্মের ইচ্ছা তাঁহার সদসদাত্মিকা শক্তিমাত্র এবং ঐ শক্তির অপর নাম মায়া। তাহা হইলে মায়া " ইচ্ছা " ও " প্রকৃতি " একার্থ বোধক হইল কি না মহাশয় বিচার করুন।

আমার প্রথম পত্রের শেষ শ্লোকটী উপলক্ষ করিয়া আমাকে নানা অযথা অনাবশ্যক বিদ্রূপ করিয়াছেন, তিনি "আর্য্য সভার" সম্পাদক, তামসা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার জানা উচিত যে আর্য্য শাস্ত্র কাহারও এক চেটিয়া নহে, উহাতে তাঁহার ন্যায় আমার সমান অধিকার আছে। আমার লিখিত শ্লোক ব্যাখ্যার মধ্যে তিনি তিনটী যুক্তি দিয়াছেন। " মহাত্মা " অর্থে " ঈশ্বর " অব্যক্ত বীজ শক্তির অর্থে " প্রকৃতি " ও " পুরুষ " অর্থে তাঁহার [illegible] জিত চৈতন্য বুঝায়, তাঁহাকে কে বলিল [illegible]

প্রমাণ কি? তাঁর শ্লেষোক্তির কোন উত্তর না দিয়া কেবল পাঠকদিগের বিদিতার্থ এ সম্বন্ধে একটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"পুরুষ এ বেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতি রোহিত।
ঋগ্বেদ সংহিতা। ১০ মণ্ডল। পুরুষ সূক্ত।

উপসংহার কালে এইমাত্র ব্যক্তব্য যে শ্রীকৃষ্ণ বাবু সাংখ্যদর্শনের নিরীশ্বরবাদের মীমাংসা করিতে গিয়া মায়াবাদের অবতারণা করিয়াছেন, তাঁহার জানা উচিত মায়াবাদ সাংখ্যাচার্য্যদের আদৃত নহে। শ্রীকৃষ্ণবাবুর বিতণ্ডা এই যে "সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতং (শ্রুতি) ব্রহ্ম গুণাতীত। এই জন্য তিনি উপাস্য হইতে পারেন না, একারণ খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদের ন্যায় একটী মধ্যস্থ স্বতন্ত্র "ঈশ্বর" কল্পনা করিয়াছেন। এই মধ্যস্থতা আমরা ঘৃণা করি। হিন্দু আর্য্য শাস্ত্র ব্রহ্মকে যেমন নিরবলম্বরূপে উপাসনা করিবার উপদেশ দিয়াছেন এমন অন্যত্র দেখা যায় না, এইজন্য খ্রীষ্টধর্ম্মাপেক্ষা "হিন্দু ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ বাবু কি এই শ্রেষ্ঠত্ব লোপ করিতে চান? তাঁহার জানা উচিত যে ভরদ্বাজ পুত্র সুকেশ, শিবির পুত্র সত্যকাম, সূর্য্যের পুত্র গার্গ্য, অশ্বলের পুত্র কৌসল্য, ভৃগুর পুত্র বৈদর্ভি, ও কাত্যের পুত্র কবন্ধী প্রভৃতি বহুল ঋষিগণ সগুণ ব্রহ্মোপাসক ও তন্নিষ্ঠ ছিলেন, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রশ্নোপনিষদাদিতে আছে।

অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে কি না, তৎ সম্বন্ধে তলবকার উপনিষদে কি চমৎকার শ্রুতি গাথা গীত হইয়াছিল।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতম্। তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।"

অর্থাৎ। লোকে মনের দ্বারা যাহাকে মনন করিতে পারে না, যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

## পত্র প্রেরকের প্রতি।

ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন নাই। এতদ্বিষয়ক পত্রপ্রেরক এবারে যে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা আমাদের চিত্তকে অধিকতর চমৎকৃত করিয়া তুলিল। তিনি লিখিয়াছেন "তাঁহার (ঈশ্বরের) কার্য্যে পৃথিবীতে আসিয়াছি"। তিনি পানের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন" পত্রপ্রেরক ঈশ্বরের কি কার্য্যে আসিয়াছেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার জাঁক বর তুলিয়া দিবার নিমিত্তই কি আসিয়াছেন? পত্রখানি এইরূপ অসার যুক্তিতে পরিপূর্ণ বলিয়া প্রকাশিত হইল না।

ময়মনসিংহের হরসুন্দরী দেবী বিনা মূল্যে রামায়ণ বিতরণ করিবেন সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন প্রচার করাতে দুই ব্যক্তি ডাক মাসুল স্বরূপ ৩।০ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দেন, তাহারা ৮ ম খণ্ড পর্য্যন্ত পাইয়াছেন। তৎপরে আর পান নাই আমরা দেখিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম। একজন পত্রপ্রেরক এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া পরিশেষে লিখিয়াছেন, হরসুন্দরী দেবী "যদি রামায়ণ বিতরণে অসমর্থা হয়েন তবে যে সকল গ্রাহক অগ্রিম ডাক মাসুল দিয়াছিলেন, তাঁহাদের বক্রী টাকা ফেরৎ দেওয়া উচিত" কি আশ্চর্য্য! পত্রপ্রেরক স্বমুখে স্বীকার করিয়াছেন রামায়ণের ৮ ম খণ্ড পাইয়াছেন তাহাতেও কি তাহার ৩।০ আদায় হয় নাই।

# সোমপ্রকাশ।

## ৫ ই আশ্বিন সোমবার।

### ব্রিটিশ শাসন-প্রণালীর মহাদোষ।

শীর্ষোল্লিখিত বাক্যটী পাঠ করিলেই অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য স্পষ্টই উপলব্ধী হইবে। ইংরাজদিগের রাজ্য-শাসন প্রণালী দর্শন করিলেই হঠাৎ বোধ হইবে ইহাতে স্বেচ্ছাচারিতার নাম গন্ধ নাই। কেহ যে ইচ্ছামত কোন প্রকার অন্যায় বা অত্যাচারের কার্য্য করিবে সে সম্ভাবনা নাই। তাহার কারণ ব্রিটিশ শাসন-প্রণালীর গ্রন্থনও স্বরূপ দর্শন করিলে কোনরূপে এরূপ বোধ হয় না যে ইহাতে স্বেচ্ছাচারিতার নাম গন্ধ আছে। দেখ, প্রথমে রাজ্ঞী, তাহার পর মন্ত্রি সভা, তাহার পর লর্ড দিগের সভা, তাহার পর সাধারণের সভা। উপর হইতে দেখিবে সৌর জগতের ন্যায় পরস্পরকে এমনি শৃঙ্খলাবদ্ধ বলিয়া বোধ হয় যেন কেহ কাহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কাজ করেন না। ভারতবর্ষ প্রভৃতি অধীন প্রদেশ গুলি এই অদ্ভুত শাসন-প্রণালীর পরাধীন। সে সে স্থানে ও যেন কিছুমাত্র স্বেচ্ছাচারিতা নাই অথবা স্বেচ্ছাচারিতা হইবার যো নাই। কিন্তু ফল ইহার বৈপরীত্যের পরিচায়ক। গত মন্ত্রিসভা ও বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা ও অধীনস্থ প্রদেশ সকলের গত শাসনকর্ত্তা ও বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাদিগের কার্য্য ও ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয় ব্রিটিশ শাসন-প্রণালী-মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা মূর্ত্তিমতি হইয়া যেন বিরাজ করিতেছে। কার্য্য দেখিলে বোধ হয় মুসলমান রাজাদিগের এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা ছিল কি না সন্দেহ। পাঠক এমন বিবেচনা করিবেন না মুসলমান রাজারা মূর্খতা নিবন্ধন যে সকল অসভ্য-অনোচিত কাজ করিয়াছে ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ ও তাঁহাদিগের অধীনস্থ শাসনকর্ত্তৃগণ প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও পরদার হরণাদি অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন।

ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ ও তাঁহাদের অধীনস্থ শাসনকর্ত্তৃগণ যে যে স্বেচ্ছাচারিতার কার্য্য করিয়াছেন তাহা সভ্য জাতি, অৰ্দ্ধ সভ্য জাতি, অধিক কি জঙ্গলী জুলু জাতির ও হৃদয়াধারে ও শরীরের শিরায় শিরায় বিদ্ধ হইয়া আছে। অতএব তাহার উল্লেখ করা বিফল। এখন আমাদের প্রশ্ন এই, স্বেচ্ছাচারজনিত যে সকল অন্যায় ও অত্যাচার কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহার নিবারণের উপায় কি? লার্ড বিকন্সফিল্ড আধিপত্যকালে যা মনে করিলেন তাই করিলেন। তিনি লার্ড-সভাকেও অগ্রাহ্য করিলেন। কমন্স সভাকেও তৃণজ্ঞান করিলেন। তিনি অন্যায় কার্য্য করিতেছেন যাঁহারা বুঝিতে পারিলেন তাঁহারা তাঁহার হস্তরোধ করিতে পারিলেন না। বহু ব্যক্তির মতে কার্য্য সম্পাদিত হয়। লার্ড বিকন্সফিল্ড কতকগুলি লোককে হস্তগত করিয়া রাখিয়া ছিলেন, তিনি যে যে কাজ করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার মতে মত দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা প্রতিবাদার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারা অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। রোমেও এক সময়ে ঠিক এইরূপ কার্য্য হইয়াছিল। এখন সদাশয় ব্যক্তিরা মন্ত্রিসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন যদি কোন বিশেষ ইষ্ট না হয় তথাপি ইহাদের হইতে অনিষ্ট হইবে না। কিন্তু ইহাদের পর যদি লার্ড বিকন্সফিল্ডের দলের ন্যায় উশৃঙ্খল দল আসিয়া মন্ত্রি-সভা ভুক্ত হন তাহা হইলে পূর্ব্বাভিনীত কাণ্ডের যে অভিনয় হইবে না তাহার প্রমাণ কি?

অতএব আমাদের ব্যক্তব্য এই, যাঁহারা ব্রিটিশ শাসন প্রণালীকে স্বজাতীয় উন্নতির মূল বলিয়া বিবেচনা করেন, ব্রিটিশ শাসনের গৌরবে যাঁহারা আত্ম গৌরব জ্ঞান করেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই আমরা যে যে অনিষ্টের উল্লেখ করিলাম যাহাতে তাহার নিবারণ হয় তাহার একটী উপায় করেন। একটী প্রবাদ বাক্যে বলে "হাতি আপনার বল আপনি বুঝিতে পারে না।" ব্রিটিশ জাতি যে কিরূপ মহিমাশালী তাহা আমরাই বুঝিতে পারি, অনেক ইংরাজে তাহা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা নিজ বড়দর্পে কেবল মত্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের বলের মহিমাতেই মহিমা নয়। তাঁহাদের ধর্ম্মনীতির মহিমাতেই মহিমা।

তাঁহারা যত দিন ধর্ম্মনীতির অনুসারে কার্য্য করিয়াছেন তত দিন লোকের তাঁহাদিগের উপর দেবতাবৎ ভক্তি জন্মিয়াছিল। তাঁহারা যে অবধি ধর্ম্মনীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন সেই অবধি তাঁহাদিগের উপরে লোকের ভক্তির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে অধিক সংখ্যক লোক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিল, এখন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে না কেন? এখন লোকে দেখিতে পাইতেছে খ্রীষ্টমিশনরীরা যে মহার্থ উপদেশ দিতেছেন খ্রীষ্টশিষ্যেরা তাহার বিপরীত আচরণ করিয়া সেই উপদেশকে রসাতলে দিতেছেন। পরস্পর দুটী বিরুদ্ধ মত হইলে তাহার কোনটীই জনসমাজে সমাদৃত হয় না। আর যে স্থলে মত এক প্রকার আর কার্য্য তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত সেখানে সে মত আদৃত হইবার সম্ভাবনা কি? এই কারণেই খ্রীষ্টমিশনরীরা বিফল-যত্ন হইতেছেন।

---

### ভারতবর্ষ হস্তে রাখিয়া ইংলণ্ডের লাভ কি?

পার্লিয়ামেণ্ট সভা বন্ধ করিবার সময় মহারাণীর উক্তি নামে যে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রকাশিত হয়, তাহাতে এরূপ আশা দেওয়া হইয়াছে, যে আফগান যুদ্ধের ব্যয়ভারের কিয়দংশ ইংলণ্ড নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিবেন। বর্ত্তমান মন্ত্রিগণের এই প্রকার অভিসন্ধির সূচনা পাইয়া ইংলণ্ডের অনেক লোক অসন্তোষ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যদি ভারতবর্ষ হস্তে রাখিয়া অবশেষে এই ফল দাঁড়ায় যে ইংলণ্ডকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ভ্রমের ফলভোগ করিতে হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। সুবিখ্যাত টাইমস পত্র এই শ্রেণীর ইংরাজদিগের মুখপাত্রস্বরূপ। টাইমস সম্প্রতি একটী প্রস্তাবে স্পষ্টাক্ষরে এইরূপ কথা বলিয়াছেন। আমরা টাইমসের উক্তিগুলি অনুবাদ করিয়া দিতেছি। টাইমস বলেন;—"ইংলণ্ডের ধনাগার হইতে সম্প্রতি যে অর্থ চাওয়া হইতেছে, যদি এরূপ প্রার্থনা ন্যায়সঙ্গত হয় তবে এরূপ ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনা যে আর হইবে না তাহার প্রমাণ কি? আফগান যুদ্ধে যে ভ্রম হইয়াছে সে জন্য যদি ইংলণ্ডের অর্থদণ্ড সহ্য করা আবশ্যক হয়, তবে যখনই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ কোন ত্রুটি করিবেন তখনই কেন এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া অর্থ আদায় করা হইবে না? যদি এদেশের (ইংলণ্ডের) লোকের মনে এই প্রশ্ন উদয় করিয়া দেওয়া হয়, যে ভারতবর্ষ রাখিয়া এমন লাভ কি আছে, যে সে জন্য ভারতবর্ষ রক্ষার ব্যয় ভার ইংলণ্ডকে বহন করিতে হইবে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের ভাবী কল্যাণের পক্ষে সমূহ বিপদ। আমরা ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের প্রতিভূস্বরূপ হইয়া এক শতাব্দী কাল ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছি, এবং তিন পুরুষ ধরিয়া নিস্বার্থভাবে ও ন্যায়পরতার সহিত এই ভার বহন করিয়াছি। ভারতবর্ষ হইতে আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন প্রকারে লাভবান হইতে ইচ্ছা করি নাই, বরং পরম্পরা সম্বন্ধে অনেক দারিদ্র ভার আমাদিগকে বহন করিতে হইয়াছে; এরূপ স্থলে যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ভ্রমের জন্য ইংলণ্ডের প্রজাদিগকে দণ্ডিত করা হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের যে সম্বন্ধ আছে তাহার অযথা ব্যবহার হইবে।"

টাইমস যাঁহাদের মুখপাত্রস্বরূপ তাঁহাদের মনের ভাবের একপ্রকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। লোকে যদি নিজের পদ ও সম্ভ্রমের বৃদ্ধির জন্য কোন প্রকার আসবাব রাখে, তাহার জন্য ব্যয় স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু এই শ্রেণীর ইংরাজেরা তাহাও করিতে স্বীকৃত নন। তাঁহারা বলেন ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন প্রকার লাভবান হন না, ইহার অর্থ এই যে ভারতবর্ষকে বর্ষে বর্ষে কর স্বরূপ ইংলণ্ডের ধনাগারে অর্থ প্রেরণ করিতে হয় না। সে কথা সত্য কিন্তু ভারতবর্ষ হস্তে থাকাতে ইংলণ্ড যে আরও অশেষ প্রকারে লাভবান হইতেছেন তাহা কি অস্বীকার করিবেন? ভারতবর্ষের বাণিজ্য দ্বারা কি ইংলণ্ডের ধন বৃদ্ধি হয় নাই? ভারতবর্ষের অধীশ্বর হওয়াতে ইংলণ্ডের প্রতাপ ও মর্য্যাদা কি বৃদ্ধি হয় নাই? সহস্র সহস্র ইংলণ্ডীয় যুবক কি ভারতক্ষেত্রে স্বীয় স্বীয় বুদ্ধি বিদ্যার বিকাশ করিবার এবং রাশি রাশি ধন উপার্জ্জন করিবার অবসর পাইতেছে না? সে সকল ধনের অধিকাংশ কি ইংলণ্ডের দিকে প্রবাহিত হইতেছে না? ইংলণ্ডীয় ধনীদের অর্থ কি ভারতবর্ষের অনেক কাজে খাটিতেছে না? যাহার সহিত এরূপ সম্বন্ধ, যে এরূপ লাভের উপায় স্বরূপ, তাহার বিপদ বা দুর্দ্দশার সময় সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হওয়া কি ভদ্রতা ও ন্যায় সঙ্গত কার্য্য? ইংলণ্ডের চরিত্রে দুইটী দোষ বা গুণ আছে, সেই জন্যই টাইমস স্পষ্টাক্ষরে এইরূপ বলিতে পারিয়াছেন, অন্যে হইলে পারিত না। প্রথম, অর্থ সম্বন্ধীয়, সকল বিষয়ে ইংরাজ প্রকৃতি কিঞ্চিৎ অনুদার, দ্বিতীয় তাঁহাদের চক্ষু লজ্জা কিঞ্চিৎ অল্প। চক্ষুলজ্জা থাকিলে মানুষ এরূপ বলিতে পারে না। ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের যেরূপ সম্বন্ধ এবং ভারতবর্ষের রাজকোষের যেরূপ দুরবস্থা, তাহাতে ইংলণ্ডের কোষ হইতে ভারতবর্ষের নিত্য ব্যয়ের সাহায্য করিলে অন্যায় হইত না, কিন্তু তাহা দূরে থাকুক যে ব্যয়ভার ন্যায়ানুসারে ইংলণ্ডের বহন করা কর্ত্তব্য, তাহার কিয়দংশ ইংলণ্ডকে বহন করিতে হইবে বলাতে এতদূর বিরক্তি-উৎপাদন করিয়াছে, যে ভারতবর্ষ রাখার ফল কি? এরূপ প্রশ্নও উদিত হইতেছে। জিজ্ঞাসা করি ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট যে আফগান যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা কি ভারতবর্ষের কোন আততায়ী শত্রুকে নিবারণ করিবার জন্য, অথবা ইংলণ্ডের ইউরোপীয় রাজনীতির কোন বিশেষ লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য? যদি দ্বিতীয় লক্ষ্য সত্য হয় তবে এ ব্যয়ভার কার বহন করা উচিত? এরূপ অবস্থায় যদি ইংলণ্ড সে ভারের কিয়দংশ বহন করেন তাহাও কি অসহ্য জ্ঞান করা কর্ত্তব্য?

যাহা হউক এই বিবাদ হইতে আমরা একটী শিক্ষা লাভ করিতেছি। নির্বুদ্ধিতাবশতঃ একটী ভ্রম করা যত সহজ, সে ভ্রমের সংশোধন করা তত সহজ নয়। যখন লর্ড বিকন্সফিল্ডের গবর্ণমেণ্ট এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন তখন ইংলণ্ডের প্রজারা কোথায় ছিলেন? পার্লিয়ামেণ্ট কেন তখন আপনার অসন্তোষ প্রকাশের কোন উপায় করেন নাই? এ ভ্রম ত কেবল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ভ্রম নয়। এ যুদ্ধ যে রাজনীতির ফল, সে নীতির অঙ্কুর ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভাতেই হইয়াছিল; সে নীতির কার্য্য-প্রণালী ইংলণ্ডে বসিয়াই নিরূপিত হইয়াছিল। এখন এ ভ্রমকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ভ্রম বলিলে চলিবে কেন? এখন সে ব্যয়ভার কিঞ্চিৎ বহন করিতে অস্বীকার করিলে ভদ্রতা রক্ষা হইবে কেন? ইংলণ্ডের প্রজাগণ দেখিয়া শিক্ষা লাভ করুন।

আমাদের স্পষ্টই বোধ হইতেছে আগামী বর্ষে যখন পার্লিয়ামেণ্ট বসিবে তখন এই প্রশ্ন লইয়া ঘোর বিতণ্ডা উপস্থিত হইবে। ইংলণ্ডের প্রজারা সহজে যে এই অর্থ দিবেন এরূপ বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্ট যদি বাধ্য করেন, অনেকে অসন্তোষ ও বিরক্তির সহিত দিবেন। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার এ অভিপ্রায়টী তাঁহাদের উদার নীতির অনুরূপ হইয়াছে, এতদ্দ্বারা তাঁহারা ন্যায়ানুসারে রাজ্য-শাসন করিতে ইচ্ছুক তাহা প্রকাশ পাইবে, ভারতবর্ষের প্রজাদিগের ইংলণ্ডের ন্যায়পরতার প্রতি আস্থা বর্দ্ধিত হইবে, এবং ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা ঘনীভূত হইবে।

উপসংহারকালে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। সেটী এই, এতদিন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে সকল ভ্রমের কার্য্য করিতেন, ইংলণ্ডের প্রজা-

দিগের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইত না; ভারতবর্ষের প্রজারা ক্লেশ ভোগ করিতেন এবং সে ক্লেশ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের আর্ত্তনাদ এই দেশেই বিলীন হইত; এক্ষণে ইংলণ্ডকে মধ্যে মধ্যে যদি সেই সকল ভ্রমের দণ্ড সহ্য করিতে হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় তাঁহাদের দৃষ্টি বিশেষ রূপে আকৃষ্ট হইবে। ইংলণ্ডের ধনে হস্ত দেওয়া এবং সর্পের লাঙ্গুলে পদার্পণ করা সমান। তাঁহাদিগকে জাগ্রত করিবার এই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়। তাঁহারা যদি জাগ্রত থাকেন, এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আমরা অনেক ভ্রমের কার্য্য হইতে বাঁচিয়া যাইব, এরূপ আশা হইতেছে। ইহাও একটী আনন্দের বিষয়।

---

### পার্লিয়ামেণ্ট সভায় ভারতবর্ষীয় আয় ব্যয়ের বিচার।

বিগত ১৭ ই আগষ্ট মঙ্গলবার ভারতবর্ষের আগামী বর্ষের সম্ভাবিত আয় ব্যয়ের বিবরণ পার্লিয়ামেণ্ট সভাতে অর্পিত হয়। অর্পণ করিবার সময় আমাদের ষ্টেট সেক্রেটরী লার্ড হার্টিংটন সাহেব ও একটী বক্তৃতা করেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে সিবিল বিভাগে বা সৈন্য বিভাগে শীঘ্র অধিক ব্যয় সঙ্কোচের আশা দেখা যায় না। লিবারল মন্ত্রিদল পদস্থ হওয়াতে যাঁহারা কল্পনার চক্ষে নানাপ্রকার আশার ছবি দেখিতে ছিলেন, তাঁহারা এই সংবাদে কিয়ৎপরিমাণে ভগ্নাশ হইবেন সন্দেহ নাই কিন্তু আমরা সে পরিমাণে বিস্মিত হইতেছি না। কারণ এরূপ ব্যয় সংক্ষেপের কথা নূতন নয়। ১৮২৯ সাল অবধি অদ্য পর্য্যন্ত যতবার ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের কথা পার্লিয়ামেণ্ট সভাতে উত্থিত হইয়াছে, তত বারই ব্যয় সংক্ষেপ বিষয়ক নানা প্রস্তাব ও নানা কথা শ্রুত হওয়া গিয়াছে। সে দিনকার বিচার স্থলে অটোয়ে সাহেব ব্যয় সঙ্কোচের যে সকল উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা নূতন নহে। তিনি পূর্ব্ব প্রকার উপায় অবলম্বন করিবার উপদেশ দিয়াছেন (১ম) সৈন্য বিভাগের ব্যয় কমাইবার চেষ্টা করা (২) বোম্বাই এবং মান্দ্রাজের গবর্ণর ও কমাণ্ডারইনচিফের পদ গুলি তুলিয়া দেওয়া (৩) শাসন কার্য্যে দেশীয় লোকদিগকে অধিক পরিমাণে গ্রহণ করা (৪) সিবিলসার্ব্বিসের বেতন কমাইয়া দেওয়া (৫) বর্ষে বর্ষে সিমলা গমনের ব্যয় রহিত করা।

লার্ড হার্টিংটন স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন ঐ পরামর্শের কোনটীই সহসা গ্রহণ করিবার উপায় দেখা যাইতেছে না। ঐ পরামর্শানুসারে কার্য্য করা কেমন কঠিন তাহা আমরা জানি, গবর্ণমেণ্ট এসম্বন্ধে কোন কার্য্য করিতে গেলেই ভারতবর্ষীয় ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের মত জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন; তাহার কি প্রকার ফল দর্শিবার সম্ভাবনা তাহা সকলে সহজেই বুঝিতে পারেন। বর্ত্তমান সময়ে যে প্রণালীতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য চলিতেছে, তাঁহার সহিত উক্ত কর্ম্মচারিদিগের স্বার্থ ও সুখ সম্বন্ধ প্রভৃতির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। সুতরাং একস্থানে পরিবর্ত্তন করিলে নানা স্থানে তাঁহাদের স্বার্থের সহিত প্রতিঘাত উপস্থিত হয়। এরূপ স্থলে সকলপ্রকার পরিবর্ত্তনের বিরোধী হওয়াই তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। সুতরাং সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের মতের মুখাপেক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে গেলে গবর্ণমেণ্ট যে কখন ব্যয় সংকোচ করিতে সমর্থ হইবেন এরূপ আশা দেখা যায় না। এই কঠিন কার্য্য যাঁহারা করিবেন তাঁহাদের অত্যন্ত সাহসী তেজস্বী ও কর্ত্তব্য পরায়ণ লোক হওয়া আবশ্যক। আপাততঃ অনেক অসন্তোষ ও বিরক্তির ভার তাঁহাদের মস্তকে লইতে হইবে। এই বিরক্তির ভার বহন করিতে কোন গবর্ণমেণ্টই সাহসী হইতেছেন না। সৈন্য বিভাগের ব্যয় কমাইতে পারা যায় কি না দেখিবার জন্য একটী "আর্ম্মি কমিশন" নিযুক্ত করা হইল; তাঁহারা সকলে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শিমলা শৈলের শৃঙ্গে সম্মিলিত হইলেন; অনেক তর্ক বিতর্ক চলিল, লোকের আশা হইল এইবার বোধ হয় কোন স্থায়ী ফল দর্শিবে; কিন্তু এখন লার্ড হার্টিংটন বলিতেছেন, সেই কমিশন বসিয়াছিল বলিয়া যে ব্যয় সংকোচের কোন আশা আছে তাহা নহে। আমরা সৈন্য বিভাগের কথা এখন বলিতেছি না। একদিকে গবর্ণমেণ্ট মনে করিলেই ব্যয়ের লাঘব করিতে পারিতেন কিন্তু সে সাহস কাহারও নাই। সিবিলসর্ব্বিসের জন্য গবর্ণমেণ্টের যে ব্যয় হয় একটু দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার সহিত কার্য্য করিলে তাহার লাঘব করা যায়। সিবিলিয়ানদিগের বেতন যদি কমাইয়া দেওয়া হয় অনেক অর্থ বাঁচিতে পারে। পূর্ব্বে যখন ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসা দুষ্কর ছিল, এবং ইংলণ্ডীয় যুবকগণ সহজে এদেশে আসিতে চাহিতেন না তখন অধিক বেতনের প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদিগকে আনয়ন করা আবশ্যক হইত। সে প্রয়োজন এখন দৃষ্ট হয় না। এখন সিবিল সর্ব্বিসের বেতন কমাইলে এবং যে সকল বিভাগে উচ্চ বেতন দিয়া ইউরোপীয়দিগকে রাখা হইয়াছে, সেখানে এদেশীয়দিগকে শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশিত করিলে ব্যয়ের অনেক লাঘব হইতে পারে। কিন্তু এরূপ করিতে গেলে এক শ্রেণীর লোকের অপ্রিয় হইতে হয়। সিবিলিয়ানদিগের বেতন কমাইলে সিবিলিয়ান সাহেবদিগের পদের গৌরব কমিয়া যায়। তাঁহারা এদেশীয়, অপরাপর ইংরাজ অপেক্ষা পদগৌরব অংশে হীন হইয়া পড়েন, সুতরাং তাঁহারা এরূপ প্রস্তাবের বিরোধী। গবর্ণমেণ্টেরও ওদিকে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হয় না। এইরূপে ব্যয় সংকোচ সম্বন্ধীয় সমুদায় প্রস্তাব ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

যাহা হউক বর্ত্তমান মন্ত্রিগণ এক বিষয়ে ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের সন্তোষের কারণ হইয়াছেন। আফগান যুদ্ধের ব্যয়ের কিয়দংশ ইংলণ্ডের বহন করা ন্যায়সঙ্গত এই ঘোষণা করিয়া তাঁহারা আপনাদের উদার রাজনীতির অনুরূপ কার্য্য করিয়াছেন। আফগান যুদ্ধে সর্ব্বসমেত প্রায় ১৮ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে গত তিন বৎসরে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে ১১ কোটী টাকা উদ্বৃত্ত হয়, সেই ১১ কোটী বাদ দিলেও ৭ কোটী টাকার অপ্রতুল থাকে। লার্ড হার্টিংটন তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে এরূপ আভাস দিয়াছেন, যে ভারতবর্ষের ঋণ ভার বৃদ্ধি না করিয়া ইংলণ্ডের রাজকোষ হইতেই এই ৭ কোটি টাকা দেওয়া উচিত।

লাইসেন্স টাক্স সম্বন্ধে লার্ড হার্টিংটন বলিয়াছেন ভারতবর্ষের রাজস্বের যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে বর্ত্তমান আয়ের কোন দ্বার রুদ্ধ করিতে সাহস হয় না। লাইসেন্স টাক্স যে লোকের নিতান্ত অপ্রিয় তাহা স্বীকার করিয়াও তিনি ইহা উঠাইয়া দেওয়া সম্ভব কি না এই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ইহাও বলিয়াছেন যে বার্ষিক ১০০ টাকার পরিবর্ত্তে ৫০০ টাকা আয়ের উপর উক্ত কর স্থাপন করাতে অসন্তোষের কারণ অনেকাংশে গিয়াছে। এই ট্যাক্সটীর জন্য দরিদ্র ব্যবসায়ী লোকে কিরূপ ক্লেশ পাইতেছে, ষ্টেট সেক্রেটারি তাহা জানেন না। একে সাক্ষাৎভাবে যে কোন কর গৃহীত হয় সে সমুদায়ই লোকের নানাপ্রকার ক্লেশের উৎপাদন করে তাহাতে আবার এই ট্যাক্স যে ভাবে সংগৃহীত হয় তাহাতে দরিদ্র লোকের যাতনার সীমা থাকে না। যদি গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য বিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া প্রজাদিগকে এই যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিতে পারিতেন তাহা হইলে ভাল হইত।

যাহা হউক বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট আফগানিস্থানের যুদ্ধের ব্যয় সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন সে জন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিই। অপরাপর বিষয়ে যে তাঁহারা সহসা কেন আমাদের আশানুরূপ কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি। ভারতবর্ষের অবস্থা এরূপ

জটিল হইয়া পড়িয়াছে, যে আমূলতঃ সংস্কার আরম্ভ না করিলে এখানে কিছু করিবার পথ নাই। ফসেট সাহেব উক্ত দিবস এই কথাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কোথায় যে কি গোলযোগ রহিয়াছে, যে জন্য সকল দিকে এত শোচনীয় অবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যাইতেছে না। সার ডেবিড ওয়েডারবরণ ইহার কারণানুসন্ধানার্থ একটী কমিশন নিযুক্ত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। আমরাও তাই বলি, ঐ কমিশনে ভারতবর্ষবাসি ইংরাজ কর্ম্মচারির সংখ্যা যেন অধিক না থাকে; ইংলণ্ডের রাজনীতিতে পরিপক্ক সুবিজ্ঞ ও রাজ্য শাসন কার্য্যে সুপটু লোক দেখিয়া উক্ত কমিশনের সভা করা উচিত। তাঁহারা ভারতবর্ষে আগমন করিবেন, এখানে আসিয়া শাসন কার্য্যের সকল বিভাগের দোষ গুণ অনুসন্ধান করিবেন, কি জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এরূপ হীনাবস্থা হইতেছে তাহা নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ করিবেন। এই উপায়ে যদি কিছু উপকার দর্শে। এতদ্ভিন্ন উপায়ান্তর দেখা যায় না।

---

ঈশ্বর সিদ্ধি।

আমরা দেখিতেছি রাজবিহারী বাবুর অকৃতজ্ঞতা দর্শন করিয়া ঈশ্বর তাঁহার প্রতি নিতান্ত বিমুখ হইয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার মুখ দিয়াই আমাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। রাজবিহারী বাবু স্বমত সমর্থন করিবেন মনে করিয়া যে যে যুক্তি ও যে যে বাক্যের উপন্যাস ও যে যে বৈজ্ঞানিক মতের উদ্ধার করিতেছেন, তদ্দ্বারা আমাদেরই পক্ষ সমর্থিত হইতেছে। ভগবানের কি অনন্ত লীলা! রাজবিহারী বাবু কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না তিনি অন্ধবৎ আপনার ভার মনে করিয়া আমাদেরই ভার বহন করিতেছেন। তিনি লিখিয়াছেন।

"জগৎ জন্য ও নশ্বর পদার্থের সমষ্টি নহে। বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃত গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে পরমাণু নিত্য পদার্থ। আকর্ষণ শক্তি সম্পন্ন পরমাণু রাশি হইতে ইহার স্বতঃই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ গণিতবেত্তা লাপলাস এই মতের স্থাপন কর্ত্তা, ইংলণ্ডের বিখ্যাত তত্ত্বজ্ঞানী হার্বর্ট স্পেন্সার ইহার মণ্ডন ও পূর্ত্তিসাধন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, আদৌ নভোমণ্ডল পরমাণু রাশিতে ব্যাপ্ত ছিল। পরমাণুর দুই শক্তি আছে, আকর্ষণ ও অপসারণ। আকর্ষণ শক্তিপ্রভাবে পরমাণু সকল কেন্দ্রাভিমুখে যেমন ক্রমশঃ চালিত হইতে লাগিল, তেমনি অপসারণ শক্তি দ্বারা তৎসমস্ত কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল, সুতরাং ইহা নিশ্চয় যে গণিতের নিয়ম অনুসারে এই দুই বিরুদ্ধ গতি নিরন্তর প্রতিহত হইয়া চক্রাকার ভ্রমণ রূপে পরিণত হইবেক। কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আকর্ষণ শক্তি অপেক্ষা অপসারণ শক্তির প্রভাব অল্প হইতে ছিল। সুতরাং পরমাণুপুঞ্জ ঘুরিতে ঘুরিতে কেন্দ্রের দিগেই অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া ঘনীভাব ধারণ করিতে লাগিল পরমাণু রাশি এই প্রকার চক্রাকার গতি ও ঘনীভাব প্রযুক্ত একটী প্রকাণ্ড অঙ্গুরীয়ের আকার প্রাপ্ত হইল। এই প্রকাণ্ড অঙ্গুরীয়ের সকল স্থানে সমান বেগ ও সংযোগের সমান দার্ঢ্য সম্ভবে না। সুতরাং যে যে স্থানে বেগ অধিক ও সংযোগ কম দৃঢ়, তথা হইতে এক এক খণ্ড বিশ্লিষ্ট হইয়া দূরে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ইহা নিশ্চিত যে, এই সকল বিক্ষিপ্ত খণ্ড গণিতের নিয়ম অনুসারে সেই অঙ্গুরীয়ের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকিবেক। এবং ইহাও সম্ভব যে, সেই সকল বিক্ষিপ্ত পরমাণুরাশি হইতে আবার পূর্ব্বোক্ত কারণে এক বা ততোধিক খণ্ড পৃথক ভূত হইয়া তাহাদের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে থাকিবেক। এখন প্রকাশ পাইতেছে যে, এই প্রকাণ্ড অঙ্গুরীয় সৌরজগতের কেন্দ্র স্বরূপ সূর্য্য, ইহা হইতে বিক্ষিপ্ত খণ্ড সকল এক একটী গ্রহ, এবং সেই সকল প্রাথমিক বিক্ষিপ্ত খণ্ড হইতে নিষ্কাশিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডগুলি উপগ্রহ রূপে গ্রহগণের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পদার্থ বিদ্যার এই সাধারণ নিয়ম যে, বস্তু সকল যত ঘনীভূত হয়, তাহা হইতে ততই তাপ নির্গম হয়। যেমন বাষ্প হইতে জল, জল হইতে বরফ ইত্যাদি। সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি যত ঘনীভূত হইতে লাগিল, ততই উহা হইতে তাপ নিষ্কাশিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। আমাদের আবাসভূত এই পৃথিবী প্রথমে বাষ্পময়ী ছিলেন, পরে ক্রমশঃ তাপহীনা হইয়া জলময়ী হইলেন। সন্ধ্যার মার্জ্জনে যে প্রথমে সমুদ্রের উদ্ভব কথিত আছে, মনুতে যে জলের প্রথম সৃষ্টি কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং পুরাণে যে জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধার বর্ণিত আছে, তাহা কল্পনা বিজৃম্ভিত সন্দেহ নাই। কারণ তাদৃশ প্রাচীন কালে উপরি উক্ত সাধারণ নিয়ম পরিজ্ঞাত থাকিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি ইহা সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে যে, প্রাচীন ভারতের কল্পনা বিজ্ঞানের এতদূর কাছাকাছি উঠিতে পারিয়াছিল। সে যাহা হউক, ভূমণ্ডল যখন কেবল জলময়, তখনও ইহাতে এত তাপ ছিল যে, কোন মতে জন্তুর বাস যোগ্য হইতে পারে নাই। উত্তরোত্তর তাপের অপগম হওয়াতে পৃথিবীর উপরিভাগস্থ জল ঘনীভূত হইয়া কঠিন আবরণ রূপে পরিণত হইল। কিন্তু উহা প্রথমতঃ এত পাতলা ছিল, যে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত জল তরঙ্গের প্রতিঘাতে নিরন্তর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত। তাহাতেই পৃথিবীর উপরি ভাগ বিষম ও বন্ধুর হইতে লাগিল। সেই কঠিন আবরণ যেমন শীতল হইতে লাগিল, অমনি উপরিস্থিত বায়ুর অন্তর্গত বাষ্প সকল জলাকারে পরিণত হইয়া তাহার উপর বৃষ্টিরূপে পতিত হইতে লাগিল। সেই জল ছোট বড় গর্ত্তে জমা হইল। এইরূপে ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত, উৎস, নদী, হ্রদ, সাগর, দ্বীপ প্রভৃতির সৃষ্টি হইল। ভূমণ্ডলের উপরিস্থ আবরণ ক্রমে আরও শীতল এবং আরও স্থূল হইতে লাগিল, তাহাতে মহাদ্বীপ, মহাসাগর, বড় বড় হ্রদ, পর্ব্বত, নদী প্রাদুর্ভূত হইতে আরম্ভ হইল। অধুনা সেই কঠিন আবরণের বেধ কতিপয় মাইল হইবেক, তথাপি পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তপ্ত জল রাশির বিলোড়নে সময়ে সময়ে ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর স্থান সকল সূর্য্যের কিরণে সমানরূপ উত্তপ্ত হয় না, তাহাতেই ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর ও সংস্থান অনুসারে দেশ ভেদে আব হাওয়ার তারতম্য দেখা যায়। ভূমণ্ডলে প্রথমে উদ্ভিদের উদ্ভব হইয়াছিল। সূর্য্যের আলোকে ও উত্তাপেই তাহাদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়, উদ্ভিজ্জগণ নির্জ্জীব হইলে আবার সেই সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ নিবন্ধন শুকাইয়া পচিয়া এবং মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া নানা খনিজ পদার্থে পরিণত হয়। জন্তুর মধ্যে মৎস্য পৃথিবীর প্রথম অধিবাসী, তাহার পর সরীসৃপ, তাহার পর পশু পক্ষী, সর্ব্বশেষে মনুষ্য উদ্ভব হয়।

এক্ষণে এই জগতের নির্ম্মাণ কৌশল দেখিয়া অনেকেই চৈতন্য যুক্ত নির্ম্মাতার অস্তিত্ব সিদ্ধ করেন কিন্তু এই যুক্তি ভ্রান্তি জনিত। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলকেই নির্ম্মাণ কৌশল বলিয়া আমাদের ভ্রম হয়, সেই ভ্রান্ত জ্ঞানেই আমরা নির্ম্মাতাকে সিদ্ধি করিয়াছি। নচেৎ নির্ম্মাতার অস্তিত্বের নৈসর্গিক কোন প্রমাণ নাই। দ্বিতীয় কথা এই যে, সৃজন পালন ও সংহার একই নিয়মাবলীর ফল। বিজ্ঞান ইহাই দেখাইতেছে যে, যে যে নিয়মের ফলে সৃজন সেই সেই নিয়মের ফলে পালন এবং সেই সেই নিয়মের ফলেই ধ্বংস। আমাদিগের পৌরাণিকেরা অনেক প্রকার প্রলয়ের কল্পনা করিয়াছেন, বিজ্ঞানবাদ অনুসারে মহাপ্রলয় ও খণ্ড প্রলয় ভেদে প্রলয় দুই প্রকার। খণ্ড প্রলয় কেবল আমাদিগের আবাসভূত এই সৌরজগত সম্বন্ধে কিন্তু মহাপ্রলয়ে এই অনন্ত নভোমণ্ডলের অন্তর্গত অসংখ্য সৌরজগৎ বিলয় প্রাপ্ত হইয়া আদিম পরমাণু রাশি রূপে পরি-

শত হইয়া সমস্ততঃ বাষ্প হইয়া পড়ে। যেমন এই জগন্মণ্ডল কোটি কোটি যুগে আদিম বাষ্পরাশি হইতে বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনি আরও কোটী কোটী যুগে উহার ক্ষয় ও বিলয় সমাহিত হইবে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে উক্তপ্রকার মহা প্রলয়ে জগতের মহা নিদ্রা হইল কি না? এতদুত্তরে যুক্তি ও কল্পনা এই কথা বলিবে যে মহাপ্রলয় কালে বর্ত্তমান অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস হইল বটে, কিন্তু তাহার পর সৃষ্টি ক্রিয়া যে আর হইবেক না, এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না যেমন প্রথম সৃষ্টি কালে পরমাণু রাশির আকর্ষণ শক্তির আতিশয্য ও সম্প্রসারণ শক্তির ন্যূনতা নিবন্ধন ক্রমে বিশ্ব সংসারের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল আবার তাদৃশ অবস্থা সংঘটিত না হইবার কারণ কি? মহাপ্রলয় কালে সম্প্রসারণ শক্তির চরম আধিক্য ও প্রাধান্য হয়। কালে যে আবার সেই সম্প্রসারণ শক্তির খর্ব্বতা ও আকর্ষণ শক্তির প্রবলতা হইবেক না, এবং তন্নিবন্ধন পুনর্ব্বার পরমাণু রাশি ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণতা ও ঘনীভাব ধারণ করিবেক না, তাহাতেই বা প্রমাণ কি আছে?

এক্ষণে সম্পূর্ণ রূপে প্রতিপন্ন হইল যে, জগতে দুর্লক্ষ্য অপ্রতিহত প্রাকৃতিক নিয়ম বলে, কার্য্য পরম্পরা হইয়া যাইতেছে, ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, নিয়ন্তা অথবা কল বিধাতা নহেন। সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, দয়াময়, অমৃতস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমময়, জ্যোতির্ম্ময়, নিরবয়ব, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, পবিত্রস্বরূপ পরম পিতা নাই। প্রকৃতিগত যে শক্তিবলে স্বভাবের কার্য্য হইয়া যাইতেছে, তাহাকে ঈশ্বর বলিতে হয় বল, তদ্ভিন্ন অন্য ঈশ্বর অপ্রামাণ্য। যদি বল এমন ঈশ্বর থাকিলেই কি আর না থাকিলেই কি, তা আমি কি করিব? সকল সত্য তোমার মনের মত না হইতে পারে"।

এখন পাঠকগণ দেখুন রাজবিহারী বাবু যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন তদ্দ্বারা সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহগণ যে রীতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারই বর্ণন করা হইয়াছে। ঐ ঐ মতে এরূপ কোন কথা বলিতেছে না যে, গ্রহ ও উপগ্রহাদি নিত্য পদার্থ। সমুদায় পদার্থই জন্য ইহাই স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে। পদার্থ সকল পরমাণু সম্মিলনে উৎপন্ন হয় একথা কেহই অস্বীকার করেন না।

তবে পরমাণু নিত্য কি অনিত্য এস্থলে তাহারও বিচার করা কর্ত্তব্য। পরমাণুকে যদি নিত্য বলা যায় তাহা হইলে তাহাকে অবিকৃত বলিতে হইবে। তাহার রূপান্তর হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু রাজবিহারী বাবু লিখিয়াছেন, "আমাদের আবাসভূত এই পৃথিবী প্রথমে বাষ্পময়ী ছিলেন, পরে ক্রমশঃ তাপহীনা হইয়া জলময়ী হইলেন।" পরমাণুবাদিরা বলেন, জলীয় পরমাণুরাশি স্বতন্ত্র ও পার্থিব পরমাণুরাশি স্বতন্ত্র। পরমাণু নিত্য ও অবিকৃত একথা যদি স্বীকার কর তাহা হইলে জলীয় পরমাণু পার্থিবরূপতা ধারণ করিতে পারে না, পার্থিব পরমাণুও জলরূপতা প্রাপ্ত হয় না। নিত্যের লক্ষণ এই তাহার বিনাশ বা রূপবিপর্য্যয়াদি কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না। কিন্তু রাজবিহারী বাবু তাহার রূপবিপর্য্যয় ঘটাইতেছেন। অতএব স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে পরমাণু নিত্য নয়। রাজবিহারী বাবু! আরও এক কথা এই, আমরা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছি, মানুষের ইচ্ছামত পরমাণুর ধ্বংস ও রূপবিপর্য্যয়াদি ঘটিতেছে পরমাণু যদি নিত্য হইত তাহা হইলে উহার সংখ্যা নিয়মিত হইত। উহার হ্রাস বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। সংস্কৃত নৈয়ায়িকেরা বলেন, জীবাত্মা নিত্য। যেগুলি বরাবর আছে সেই গুলিই ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে না। কিন্তু লোক সংখ্যায় প্রমাণ হইয়াছে পৃথিবীতে জীবের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে।

ঐরূপ যদি পরমাণু নিত্য হইত তাহা হইলে সেই পরমাণুগুলিই ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হইত না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি উত্তরোত্তর পরমাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে! কি গ্রাম, নগর, জনপদ, ও মাঠ, পাহাড়, পর্ব্বত, সকলই দিন দিন উচ্চ হইয়া উঠিতেছে। নদী, নদ, সাগর প্রভৃতির গর্ভ যদি ক্রমে নিম্ন হইয়া যাইত, তাহা হইলেও কথঞ্চিৎ সমাধান হইবার আশ্বাস থাকিত। কিন্তু তাহাও নয়, নদী, নদ, ও সাগরাদির গর্ভও ক্রমে উচ্চতা প্রাপ্ত হইতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে পৃথিবী স্তরে স্তরে বর্দ্ধিত হইয়াছে। তদ্দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে পরমাণু নিত্য ও অবিকৃত নহে।

আর একটী বড় শক্ত কথা আছে, মহাপ্রলয় ও মহাপ্রলয়ের পর সৃষ্টি। এটী পরমাণুরাশির সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ দ্বারা ঘটিয়া থাকে। সেই সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ পরমাণুর ইচ্ছাকৃত, সেই ইচ্ছা যে কখন ঘটিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। কোটি বৎসর পরেও মহা প্রলয় ঘটিতে পারে ১০ হাজার বৎসর পরেও ঘটিতে পারে। কিন্তু পরমাণু জড় পদার্থ তাহার ইচ্ছার সম্ভাবনা কি? যদি বল স্বাভাবিক শক্তি বশেই সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ হয়, তবে মাসে মাসে ও বর্ষে বর্ষে না হয় কেন? যখন তখন হইবে না নির্দ্দিষ্ট কালে হইবে ইহার নিয়ামক কে? রাজবিহারী বাবু! যদি বল তাহার নিয়ামক কেহ নাই স্বাভাবিক শক্তিবশে যে ঐরূপ ঘটনা হয় ইহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, তাহা হইলে তোমার বৃথা জলবিবর্দ্ধন হইল। রাজবিহারী বাবু! নিশ্চয় জানিবে যে মতের সমুদয় অংশ প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায় না কতক কল্পনা করিয়া লইতে হয়, কতক স্বীকার করিয়া লইতে হয়, সে মত মিথ্যা।

রাজবিহারী বাবুর দীর্ঘ পত্রের যে পর্য্যন্ত আমরা মূল বিচারের উপযোগী বলিয়া বোধ করিলাম, সেই পর্য্যন্তই আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, অপর অংশ অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল।

উপসংহারে বক্তব্য এই, রাজবিহারী বাবু! তুমি নাস্তিক পথাবলম্বী হইয়াছ, তুমি যে কথা বলিবে তাহার প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য ও পরীক্ষা যোগ্য প্রমাণ দিতে হইবে। তুমি যদি পরমাণুর নিত্যতার ও তাহার নিয়মিত ক্রিয়ার ঐরূপ প্রমাণ দিতে পার তাহা হইলে পুনরায় লেখনী গ্রহণ করিও নতুবা পণ্ডিতদিগের বুদ্ধি বিজৃম্ভিত কল্পনা কল্পিত কতকগুলা পুরাতন মত অবুদ্ধিপূর্ব্বক উদ্ধৃত করিয়া লোককে বিরক্ত করিও না।

---

## নূতন পুস্তক।

লীলাবতী। লীলাবতী নামে যে সংস্কৃত গণিত গ্রন্থ প্রচলিত আছে, এখানি তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ। শ্রীযুক্ত গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ ইহার প্রণয়ণ করিয়াছেন। ইহাতে ক্ষেত্র ব্যবহারের কিয়দংশ পর্য্যন্ত অনুবাদিত হইয়াছে। গোবিন্দমোহন রায় গণিতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন; তাঁহার কৃত অনুবাদ যে উৎকৃষ্ট হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

বামনাখ্যান। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী বাহির্গাছি নিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন তর্কপঞ্চানন সংস্কৃত পদ্যে এখানির প্রণয়ন করিয়াছেন। পদ্যগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। পদ্যগুলি পাঠ করিলে আধুনিক কবির রচিত বলিয়া বোধ হয় না। পদ্য গুলি যেমন প্রসাদগুণবিশিষ্ট তেমনি নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। কবিতা গুলি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আদর করিয়া ইহার বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন এবং স্বব্যয়ে ইহার মুদ্রণকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

ভালবাসা। এখানি একখানি পদ্য গ্রন্থ। এখানি লেখকের মনের ভাবে পরিপূর্ণ। লেখক স্বয়ংই লিখিয়াছেন তাঁহার রচনার প্রতি তত দূর দৃষ্টি নাই।

শাক্যসিংহ। ইহাতে শাক্যসিংহের জীবন বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর চৌধুরী ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। লেখা [illegible]।

[illegible]। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইলাম।

[illegible]। এখানি মাসিক সমালোচন পত্র। ইহার প্রথম খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইলাম।

[illegible] ফল ফুল ও বৃক্ষের ১৮৮০ সালের মূল্যের তালিকা।

# বিবিধ সংবাদ।

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যে সকল দেশীয় বালক অধ্যয়ন করে তাহাদিগের অবস্থা শোচনীয় শুনিয়া শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর ও বাঙ্গালার প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিয়াছিলেন। শুনা গেল তাঁহারা তাহাদিগের অবস্থা দর্শনে দুঃখিত হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে তাহাদিগের কোন কষ্ট না হয় তাহার বন্দোবস্ত করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন।

হাজারিবাগস্থ কোন চা-ব্যবসায়ীর দোকানে তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক জুতা পায় দিয়া প্রবেশ করাতে সাহেব তাঁহাকে ঘুষা কিল চাপড় প্রভৃতি মারিয়াছিলেন। মাষ্টার বাবু ছোটনাগপুরের ডেপুটী কমিশনরের নিকট অভিযোগ করিয়াছেন।

আমাদের মাননীয় লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের পুত্র ভিভিয়ান ইডেন সম্প্রতি একদিন শিকারার্থ গমন করিতেছিলেন। তিনি পথিমধ্যে একটী সর্প দেখিতে পান এবং যেমন বন্দুকের নীচের দিক দিয়া সর্পকে প্রহার করিবেন অমনি উহা আওয়াজ হইয়া যায় এবং গুলি তাঁহার উদরে প্রবেশ করে। এই ঘটনার ৬ ঘণ্টা পরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম সম্প্রতি কেণ্ডাপাড়ার প্রায় ২৫ হাজার কৌরকার একত্র হইয়া একটী সভা করিয়াছিল। শুনা গেল উহাদের সকলেই আপন আপন বিধবা কন্যা প্রভৃতিকে [illegible]মতে বিবাহ দিবে এবং আপনারাও ঐ মতে বিবাহ করিবে [illegible] হইয়াছে।

[illegible] সংবাদদাতা লিখিয়াছেন তথায় [illegible] তিন বৎসর [illegible] ছোট আদালতের জজ ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির কার্য্য করাতে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি পাইয়া এক্ষণে ১৫০ টাকা হইয়াছে। চাকরীর বাজার বড় মন্দা।

[illegible] উপস্থিত হইয়াছে। [illegible] রাত্রি দুই প্রহরের সময় [illegible] করিতেছে। যে সকল লোক তাহাদের বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন তাহারা তাঁহাদিগের মধ্যে কাহার গৃহে অগ্নি এবং কাহাকে বা বধ করিতেছে।

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে এক প্রকার বৃহদাকার ঊর্ণনাভ লণ্ডনে আনীত হইয়াছে যে তাহা অনায়াসে ইন্দুর আর্শুলা প্রভৃতি ভক্ষণ করিতে পারে। ইহার শরীর কৃষ্ণবর্ণ লোমে আচ্ছাদিত এবং দেখিতে চড়াই পক্ষীর মত। ইহার বিষ আছে।

এক্ষণে সমস্ত পৃথিবীতে ২৩৯৯০ খানি সংবাদপত্র আছে। তন্মধ্যে জর্ম্মণিতে ৩৭৮৮, অষ্ট্রীয়ায় ১২০০, ইংলণ্ডে ২৫০৯, ফ্রান্সে ১০০০, ইটালীতে ১২২৬ রুশে ৫০০, আসিয়ায় ৩৮৮, আফ্রিকায় ৫০, আমেরিকায় ৯১২৯ ও অষ্ট্রেলিয়ায় ১০০।

রেঙ্গুন গেজেট বলেন মান্দ্রাজের কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিস একজন কুলীর নিকট হইতে ২৫ টাকায় একজন স্ত্রীলোক ক্রয় করিয়াছে। গবাদি পশু ব্যবসায়ের ন্যায় মান্দ্রাজে কি অদ্যাপি মনুষ্য ব্যবসায়ের রীতি প্রচলিত আছে?

মান্দ্রাজে একজন পুলিস কর্ম্মচারীর পদশূন্য হওয়ায় ৩৫ খানি দরখাস্ত উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে দুই জন মুসলমান ডেপুটী কালেক্টর এবং দুইজন মহীসুরের কমিশনর আবেদন করেন।

রুশের নাগাসাকির লোকেরা সম্প্রতি ৬০০০০০ লক্ষ মণ কয়লা জাহাজ বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতেছেন। চীন ও রুশের সহিত সংগ্রামই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

জাপানে কয়েক দিবস হইতে ধূমকেতু উদয় হইতে দেখা যাইতেছে। উহাতে সকলেই দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিতেছেন।

ফরাসী দেশীয় একটী বিধবার প্রভূত সম্পত্তি ছিল। তাঁহার একটী কন্যা ভিন্ন আর কেহই ছিল না। কন্যাটী অতিশয় রূপবতী ছিলেন। একদিন হলণ্ডবাসী একটী যুবকের সহিত তাঁহাদের পরিচয় হয়। বিধবার কন্যাকে দেখিয়া অবধি যুবকের মনে অনুরাগের সঞ্চার হয়। যুবতীরও তাঁহার প্রতি অনুরাগ জন্মে কিন্তু তাঁহার মাতা তাঁহাদের প্রণয়ের বিরোধী হইলেন। তাঁহার এরূপ ইচ্ছা নয় যে উক্ত যুবকের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হয় এই জন্য তিনি তাঁহার কন্যাকে স্থানান্তরে লইয়া যান যুবতী স্থানান্তরিত হইলেন বটে কিন্তু গুপ্তভাবে যুবকের নিকট পত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন। যুবকও ঐরূপ করিতেন পরে তাঁহারা দুইজনে পালাইবার সংকল্প করিলেন; কিন্তু কন্যার মাতা সংবাদ পাইয়া এই ঘটনা পুলিসের গোচর করেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে যুবক তাঁহাকে লইতে আসিলেন; কিন্তু যুবতী যেই গাড়িতে আরোহণ করিবেন অমনি পুলিস আসিয়া যুবককে ধৃত করিল। যুবতী উহা দেখিয়া তথা হইতে পলাইয়া যান এবং প্রণয়ে হতাশ হইয়া সন নদীতে পতিত হন। সৌভাগ্যক্রমে সেই স্থান দিয়া একখানি নৌকা যাইতেছিল এবং যুবতীকে জলে পতিত দেখিয়া আরোহীরা তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লইয়া নিকটস্থ পুলিসের হস্তে অর্পণ করেন। যুবতী তথায় কিয়ৎক্ষণ শোকে অচেতন ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার কঠিন পীড়া হইয়াছে। যুবকও এক্ষণে কারাগারে বাস করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্ট ভারতের ব্যয় সংক্ষেপ করিবার নিমিত্ত বড়ই ব্যস্ত। পাঠক ইহার একটী উদাহরণ দেখুন। কয়েক বৎসর হইল টিকিটমারা লেপেফা পাওয়া যাইত। রাজস্ব বিভাগের কতিপয় বিচক্ষণ কর্ম্মচারী হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে উহা উঠাইয়া দিলে প্রতি বর্ষে দুই শত টাকা বাঁচিয়া যায় এবং তন্নিমিত্ত উহা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

গবর্ণর জেনরল লর্ড রিপন ৮ই অক্টোবর সিমলা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিবেন এবং গবর্ণমেণ্ট আফিসরেরা ১ লা অক্টোবর যাত্রা করিবেন। ইঁহার আগমন কালে অম্বালা, লাহোর, মুলতান, সুক্কর, বোম্বাই ও বোম্বাইয়ে দরবার হইবে।

গত বর্ষে ভারতবর্ষীয় লবণের শুল্কে ২৩৮১৩০০০ টাকা আয় হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বর্ষে ২২৩৮২০০০ টাকা আয় হয়।

হাইকোর্টের জজ এটি মেকলিন সাহেব স্থায়ীরূপে স্বপদে স্থাপিত হইলেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম লর্ড উইলিয়ম বেরেসফোর্ড গত সপ্তাহে ডেরা নামক স্থানে অশ্ব হইতে পতিত হওয়াতে তাঁহার স্কন্ধের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরী ক্যাসপার পর্ডন ক্লার্ক নামক এক ব্যক্তিকে ভারতবর্ষজাত উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্যের নমুনা সকল ক্রয় করণার্থ শীঘ্র প্রেরণ করিবেন। এই সকল নমুনা দক্ষিণ কেন্‌সিঙটনের মিউজিয়মে রাখা হইবে।

আমেরিকা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, ফিলাডেলফিয়ার রেলওয়ে কোম্পানি ডাক্তার ট্যানারের উপর এই ভার দিয়াছেন, তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, যদি শ্রমজীবীরা অনাহারে ২৪ ঘণ্টাকাল সমান কাজ করিতে পারে তবে তিনি তাহার দুই বেলার বেতন না দিয়া এক বেলার বেতন দিবেন।

টিকারী ও গয়া জেলার স্কুল [illegible]

বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে তাহাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বোপরি হইবেন, টিকারীর মহারাণী তাঁহাকে ১২০ টাকা পারিতোষিক প্রদান করিবেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কল্য দারজিলিঙ যাত্রা করিবেন।

আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট কম হারে ২ কোটী সুবর্ণ মুদ্রা ঋণ গ্রহণ করিবেন, সংকল্প করিয়াছেন।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে হাইকোর্ট বন্ধ হইলে পর অত্যাবশ্যক মকদ্দমার বিচারার্থ অবকাশ সময়ের কার্য্যকারী বিচারপতি ৩০ এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মঙ্গল ও বৃহস্পতিবারে বেলা ৩ টা হইতে বিচার করিবেন। অত্যাবশ্যক মকদ্দমার কথা প্রধান কেরাণীর কাছে লিখিয়া পাঠাইলে বিচারপতি তাহা গ্রহণ করিয়া বিচার করিবেন। সাক্ষী প্রভৃতির জন্য যে সমন লইতে হইবে তাহা আদালত বন্ধ হইবার পূর্ব্বে লওয়া চাই।

আমাদের একজন গ্রাহক হরকরার দোষে নিয়মিত সময়ে কাগজ পান না বলিয়া আমাদের নিকটে নিম্নলিখিত চিঠি পাঠাইয়াছেন।

"সোমপ্রকাশ সংবাদপত্রের মূল্য ১০ টাকার মনিঅর্ডর করিয়া ইতিপূর্ব্বে পাঠাইয়াছি প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন, পরন্তু মহিষাদল পোষ্ট আপিসের হরকরা যতদিন বিদেশী লোক ছিল তত দিন খবরের কাগজ ও চিঠি আদি নিয়মিত সময় পাইতাম, যে অবধি দেশী লোক নিযুক্ত হইয়াছে তদবধি চিঠি পত্র পাওয়ার গোলযোগ হইয়াছে। এই গোলযোগের কারণ পোষ্ট মাষ্টারের নিকট হরকরা চিঠি পত্র লইয়া আপন গৃহ-কার্য্যে থাকে এবং অবকাশমতে দেয় কখন বা দেয় না। সোমপ্রকাশ গত আষাঢ়ের ও ২২ এ তারিখের এবং বর্ত্তমান ভাদ্র মাসের ১ লা ও ১৫ ই এই তিন তারিখের কাগজ আমি প্রাপ্ত হই নাই এ বিষয় পোষ্ট মাষ্টার বাবুকে আমি পুনঃ পুনঃ জানাইয়াছি তিনি কহেন আমার কোন ক্ষমতা নাই।" ইত্যাদি।

আরমেনিয়ায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিগণ ছাগ মেষাদি পশুর ন্যায় আপন বালক বালিকাকে অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতেছে। টুপণ নামক স্থানের এক ব্যক্তি তাহার অষ্টাদশ বর্ষীয় বালিকাকে ১১ টী কবল লইয়া বিক্রয় করিয়াছে। একজন তুরুস্কবাসী সাত সের আটার জন্য তাহার এক মাত্র পুত্রকে বিক্রয় করে এবং ইসালগোল নামক স্থানের একটী স্ত্রীলোক ৫ টী কবলের জন্য তাহার সপ্তম বর্ষীয় সন্তানকে বিক্রয় করিয়াছে।

আফগান যুদ্ধে যে সকল সৈন্য হত হইয়াছে তাহাদের বিধবা স্ত্রী ও পুত্রগণের সাহায্যার্থ লর্ড বিকন্সফিল্ড, সেলিসবারি, লিটন, ক্রানক্রক, সার এচ, রলিন্সন ও বার্টেল ফ্রিয়ার প্রভৃতি প্রত্যেকে এক লক্ষ করিয়া টাকা চাঁদা দিয়াছেন।

পার্লিয়ামেণ্ট সভার আগামী অধিবেশনের পূর্ব্বে লর্ড গ্লাডষ্টোন সাহেব ফসেট সাহেবের হস্তে কর সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যের ভার অর্পণ করিবেন কেবল প্রধান মন্ত্রীর অবশ্যকর্ত্তব্য-কার্য্য গুলি তাঁহার হস্তে থাকিবে।

বোম্বাইয়ের অন্তর্গত নাসিক নামক স্থানে কায়েষ নামে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে। কিছু দিন হইতে এই পর্ব্বতটী মধ্যে মধ্যে কম্পিত হইতেছে অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্বে যেমন পর্ব্বতের স্থানে স্থানে ফাটিয়া গিয়া অগ্নি বাহির হইতে থাকে ইহারও পূর্ব্ব লক্ষণ ঠিক সেইরূপ। পর্ব্বতবাসীরা এই অদ্ভুত দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়াছে।

ব্যারিষ্টার উড্রুফ সাহেব পূজার ছুটীর শেষে হাইকোর্ট যখন খোলা হইবে সেই সময়ে তিনি কলিকাতায় আগমন করিবেন।

বেহার হেরাল্ড বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন প্রেস কমিশনরের পদটী শীঘ্রই একবারে উঠিয়া যাইবে।

লার্ড রোডবেরি অস্বাস্থ্য নিবন্ধন ভারতবর্ষের অণ্ডর সেক্রেটারির পদত্যাগ করিয়াছেন।

বিদুষী রমাবাই পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতির সঙ্গে একণে মিরাটে অবস্থিতি করিতেছেন, বাঁকিপুরের লোকে ইঁহার অভ্যর্থনার্থ সভা করাতে শুনা যাইতেছে ইনি শীঘ্রই তথায় আগমন করিবেন।

কানজারা নামক এক প্রকার অসভ্য পার্ব্বত্য জাতি বৃন্দাবন যাত্রীদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া যাত্রীদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে এবং বলপূর্ব্বক তাহাদিগের যথা সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া যায়। ইহারা দলে এত অধিক যে সে দিবস ভরতপুরের মহারাজের অনুচরবর্গকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের সমস্ত দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত ত্রিচিনপল্লীর রাজস্ব আদায় কর্ত্তা তত্রত্য গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন কাদা-মূর্ত্তী নামক নদী গর্ভে বিস্তর গুপ্ত ধন আছে। অতএব তাহার উদ্ধার করা একান্ত আবশ্যক। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই কথায় বিশ্বাস করিয়া এই আদেশ দিয়াছেন গ্রীষ্মকালে ঐ নদী যখন শুষ্ক হইবে সেই সময়ে যেন ঐ গুপ্ত ধনের উদ্ধার করা হয়। তিনি ইহার ব্যয়ও এক হাজার টাকা দিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় গেণ্টমণ্ট গবর্ণর মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক প্রাণীতত্ত্ববিৎ কনিংহাম সাহেবের মাসিক ৮৫০ টাকার স্থলে ১০৫০ টাকা বেতন করিয়া দিয়াছেন।

ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজগণ সুলতানাক ডলসিগনো পরিত্যাগের জন্য শেষ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারাও এদিকে রণতরী সমূহ প্রেরণের উদ্যোগ করিতেছেন।

আয়ুবের ৩ শত পদাতী ও ৫ শত অশ্বারোহী সৈন্য একটী কামান লইয়া নির্ব্বিঘ্নে হেলমণ্ড পার হইয়া গিয়াছে। ইহারা শীঘ্রই হিরাটে প্রবেশ করিবে। শুনা যাইতেছে, হিরাটে আপাততঃ যে পরিমাণ ব্রিটিশ সৈন্য আছে তাহারা তাঁহার গতিরোধে সমর্থ হইবে না। কেহ কেহ বলেন তাঁহার গতিরোধের জন্য প্রবেশপথ রুদ্ধ করা হইবে।

গত বর্ষে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যার জেল সমূহে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৪২৮৫ জন কয়েদী কারারুদ্ধ ছিল, ইহাদিগের জন্য গবর্ণমেণ্টের ১৮৩৬১৪০ টাকা ব্যয়িত হয়। প্রত্যেক কয়েদীর প্রতি ৫৩।১০ পাই খরচ পড়িয়াছে।

কাঙ্গরা উপত্যকায় ষ্ট্রবেরি নামক এক প্রকার ফলের গাছ আছে, তাহার পাতা পশুদিগের পীড়ার অব্যর্থ মহৌষধ।

বর্ম্মার অন্তর্গত প্রোম নামক স্থানে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

১১ ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ১৮৫ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। উহার মধ্যে ৮ জন বিসূচিকায়, ১২ জন উদরাময়ে, ৬২ জন জ্বরে এবং অবশিষ্ট অন্যান্য রোগে মারা পড়িয়াছে।

গত আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ওভরসিয়র সহকারী ওভরসিয়র ও সব ওভরসিয়র এবং পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের একাউণ্টেণ্টদিগের পরীক্ষা গৃহীত হয়, ৪০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪ জন কেবল একাউণ্টেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

## কোম্পানির কাগজের দর।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| শতকরা | ৪ | টাকা সুদের কাগজ | | ৯১।৶০ |
| " | ৪॥০ | " " | ১৮৭০ (১৮৮৫) ১০১ হইতে | ১০১।০ |
| " | ৪॥০ | " " | ১৮৭১ (১৮৮১) | ৯৬।০ |
| " | ৪॥০ | " " | ১৮৭৮-৭৯ (১৮৯৩) } | |
| " | ৪॥০ | " " | ১৮৭৯ (১৮৯৩) } | ১০৪॥০ |
| " | ৪॥০ | " " | ১৮৮০ (১৮৯৩) সুপার | ১০৫॥০ |
| " | ৫ | " " | ১৮৫৭ (১৮৮২) | ১০১ |

আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল মারকুইস রীপনের নিকটে ভারতসভা লাইসেন্সকর উঠাইয়া দিবার প্রার্থনা করাতে তিনি তাহার যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকের মনে হইয়াছিল আগামী বর্ষে আয় ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিবার সময়ে উহার সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা করিতে পারেন। আলাহাবাদের পাওনিয়ার তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বড়ই আশঙ্কিত হইয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা নয় যে এ করটী কোন কালে উঠিয়া যায়। যদি মহানুভব রীপন এই অত্যাচারকর করটী কখন উঠাইয়া দেন, তাহা হইলেই জোঁকের মুখে লুণ পড়িবে।

রেলওয়ে সমূহের টিকিটে ভাড়ার হার দেশীয় ভাষায় লেখা না থাকাতে অনেক সময় অনেক গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে বলিয়াছেন, এখন হইতে যেন টিকিটে ভাড়ার হার ইংরাজির পরিবর্ত্তে বাঙ্গালায় লেখা হয়।

ডেভি নামে যে সৈনিক পুরুষ পাহাড়ী স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়াছিল সম্প্রতি নাইনিতালে তাহার বিচার হইয়াগিয়াছে। জুরিরা বলেন ডেভি হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে আঘাত করে নাই। অতএব তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আজ্ঞা দেওয়া হউক কিন্তু বিচারপতি তাহা না করিয়া তাহার যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন।

আমেরিকায় একপ্রকার রেলওয়ে এঞ্জিন প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা প্রতি মিনিটে এক মাইল করিয়া যাইতে পারে। ইহার নির্ম্মাতা বলিয়াছেন যে ইহা পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি ঘণ্টায় ৯০ মাইল করিয়া যাইবে।

আমাদের দেশে যে সমস্ত দ্রব্য আমদানী হয় সারজন ষ্ট্রাচি তাহার উপর শুল্ক নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম ষ্টেট সেক্রেটরি উহা উঠাইয়া দিয়াছেন।

ফরাসিদেশীয় একটী যুবতী চিকিৎসাশাস্ত্রাধ্যায়ী কোন যুবকের প্রণয়ে আবদ্ধা হইয়াছিলেন এবং সেই প্রণয় প্রভাবেই তিনি তাঁহার অধ্যয়নের নিমিত্ত প্রভূত অর্থ দান করেন। পক্ষান্তরে যুবকও তাঁহাকে বিবাহ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন। অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে যুবক পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার বিস্মৃত হইয়া কোন উচ্চকুলজাতা অন্য একটী রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন কিন্তু যুবতীর হৃদয়ে যে প্রণয়বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল তাহা উৎপাটিত হইল না। তিনি যে কোনরূপেই হউক যুবকের প্রণয় লাভ করিবেন বলিয়া সংকল্প করিলেন। একদিন যুবক গমন করিতেছেন এমন সময়ে তিনি তাঁহার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করেন এবং যখন যুবকের মৃত দেহ ভূমিতে পতিত হয় তখন তিনি সরোদনে তাহা বক্ষে ধারণ করিয়া হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করিয়াছিলেন।

আমাদের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সার নেভিলি চেম্বারলেনের পর যিনি উক্ত কার্য্য গ্রহণ করিবেন তাঁহাকে বাৎসরিক ৭০০০০ টাকার স্থলে ৬৬০০০ টাকা বেতন প্রদত্ত হইবে। শুনা গেল বোম্বাইয়ের সৈন্যাধ্যক্ষের বেতনও এইরূপে হ্রাস করা হইবে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম হংকংয়ের সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও রেজিষ্টারের কোর্টের মধ্যে মহাবিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। বিবাদ এরূপ গুরুতর হইয়াছিল যে উভয়েই স্থানীয় বিচারালয়ের সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন।

২৯ এ আগষ্ট রাত্রিতে জয়পুরে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। কম্পনের অনতি পূর্ব্বে ভূগর্ভ হইতে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় এরূপ ভীষণ শব্দ উত্থিত হয় যে তচ্ছ্রবণে দেশের লোকে জাগরিত হইয়া উঠে। এবং ময়ূর ময়ূরীরা মেঘ গর্জ্জন মনে করিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া কেকারব করিয়াছিল।

কাপ্তেন উইণ্টেল নামক পেশোয়ার কমিসরিয়েটের একজন কর্ম্মচারীর প্রতি তত্রত্য গমস্তা সালিগ্রামের কোন কারণে বিরাগ জন্মে, সাহেব তাহা বুঝিতে পারেন। সালিগ্রাম পাছে তাঁহাকে হত্যা করে এই আশঙ্কা করিয়া তিনি তত্রত্য কমিশনারের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেন কমিশনর সীমা প্রদেশীয় আইন অনুসারে বিচার সভার হস্তে ইহার বিচার ভার অর্পণ করেন। সভা সালিগ্রামের ১০ হাজার টাকা জরিমানা করিয়াছেন। এটী বড় অদ্ভুত বিচার কেবল সন্দেহ করিয়া এ প্রকার দণ্ড বিধান কোন যুক্তির অনুমোদিত বলা যায় না।

ভূমিকম্প ও আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণ নির্দ্ধারণের নিমিত্ত জাপানের কতকগুলি যুবক একটী সভা করিয়াছেন।

টেলিফোন যন্ত্রে দ্বারা ৪১০ মাইল অন্তরের লোকের সহিত স্পষ্ট কথাবার্ত্তা চলিতে পারে।

মান্দ্রাজ এথেনিয়ম বলেন ২৬ এ আগষ্ট মান্দ্রাজ হইতে ৩০ লক্ষ টাকা বোম্বায়ে প্রেরিত হইয়াছে। উক্ত টাকা শীঘ্রই কাবুলে প্রেরিত হইবে।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম মেট্রপলিটন বিভাগের টীকা দান কার্য্যের তত্ত্বাবধারক ডাক্তার কে, পি, গুপ্ত বাঙ্গালার প্রতিনিধি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কমিশনর হইলেন।

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

৮ ই সেপ্টেম্বর। সাহাবাদের অন্তর্গত সাসারামের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, জে, এস ফাউণ্ডার ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

১০ ই সেপ্টেম্বর সাহাবাদের অন্তর্গত আরার ডেপুটী কালেক্টার বাবু চন্দ্রনারায়ণ সিং ১৮৮০ অব্দের বি, সি ৭ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১১ ই সেপ্টেম্বর। বাঁকীর তহশিল আপীসের ভার প্রাপ্ত বাবু বলরাম বসু ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২ য় শ্রেণীর প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ, ই পার্জ্জিটার জে, সি, রিচি আর এচ, আণ্ডারসন ২ য় আজ্ঞা না হওয়া পর্য্যন্ত ১ ম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইয়াছিলেন। তিনি কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জে, কে, লিয়ন, ও, টি, বরো ও টি, এল, এন, জেনকিন্স সাহেব ২ য় আজ্ঞা না হওয়া পর্য্যন্ত ২ য় শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

১২ ই সেপ্টেম্বর। ফরিদপুরের অন্তর্গত কাকিনীয়া ষ্টেটের ম্যানেজার বাবু আনন্দচন্দ্র বসু যিনি কিছু দিনের জন্য সব ডেপুটী কালেক্টরের পদ প্রাপ্ত হইলেন।

৯ ই সেপ্টেম্বর। রাজসাহীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, এচ কলিন্স ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১১ ই সেপ্টেম্বর। উড়িষ্যাস্থ খাল সমূহ হইতে যে রাজস্ব আদায় হয় তাহার প্রতিনিধি তত্ত্বাবধায়ক এচ, পি উইলি ১৮৭৭ অব্দের বি, সি আইন অনুসারে ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মেদনীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্যামাপদ চৌধুরী ১ ম শ্রেণীতে প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য ২ য় শ্রেণীতে ও সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

---

## আফগানস্থানের যুদ্ধসংবাদ।

সেনাপতি ম্যাগ্রিকার তাহার সৈন্য সামন্ত লইয়া ৮ ই কান্দাহার হইতে কেল্লা আবদুল্লার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন

সেনাপতি রবর্ট ইহাদিগের আবশ্যক দ্রব্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতেছেন। আয়ুব খাঁ আমিনোয়ার নামক স্থান পরিত্যাগ করিয়া হিরাটের অভিমুখে যাইতেছেন। তাঁহার সঙ্গে প্রধান প্রধান কর্মচারীগণ ও ৩ শত হিরাটী অশ্বারোহী সৈন্য আছে, এতদ্ভিন্ন তাঁহার পদাতিক সৈন্যগণ নানা স্থানে অবস্থান করিতেছে। ২ রা সেপ্টেম্বরে সেনাপতি রবর্টের সহিত তাঁহার যে যুদ্ধ হয় তাহাতে ইংরাজেরা তাঁহার যে ৩০ টী কামান হস্তগত করিয়াছিল তাহার একটী কাবুলী সৈন্যেরা লইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট ২৯ টী কান্দাহারের দুর্গে রক্ষিত হইয়াছে

হিরাটে ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে তত্রত্য গবর্ণর হত হইয়াছেন।

যে সকল সৈন্য কাবুলে যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছে তাহারা আগামী শীত কালে প্রত্যাগত হইবে। এক্ষণে যে যে স্থানে অধিক সৈন্য আছে, তাহাদিগের মধ্য হইতে কতকগুলিকে অন্য স্থানে প্রেরণ করা হইবে। বঙ্গদেশের সৈন্যবিভাগে এক্ষণে ১০ হাজার সৈনিক পুরুষ আছে। তদ্ভিন্ন বিলাতী গিলজাই প্রভৃতি নিয়মিত রক্ষিসৈন্যও প্রায় ৬ হাজার। সেনাপতি কর্যামের অধীনেও ৬ হাজার সৈন্য রহিয়াছে। এই সমুদায়ের অর্দ্ধেককে শিবি নামক স্থানে যাত্রা করিতে হইবে।

সম্প্রতি ইংরাজদিগের একজন সিপাহী সৈন্য কারামুক্ত হইয়া আসিয়া বলিয়াছে যে দস্যুরা তাহাকে ও কয়েকজন মুসলমানকে অাগুর্খী নামক স্থানে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। যে সকল হিন্দু ধৃত হইয়াছিল উহারা তাহাদিগকে বধ করিয়াছে। অস্ত্র প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী সকল উহারা গ্রামমধ্যে লুকায়িত করিয়া রাখিয়াছে। জেনেরল ফ এই ঘটনার অনুসন্ধানার্থ দুই দল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন এবং গ্রামের প্রধান মল্লিক ও কয়েদীদিগকে লইয়া আসিতে বলিয়া দিয়াছেন।

১৬ ই আগষ্ট আয়ুবের সহিত যে যুদ্ধ হয়, লেপ্টনেন্ট কর্ণেল নিউএল তাহাতে আহত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এবং লেপ্টনেন্ট হুইটাকের উদরাময় রোগে মৃত্যু হইয়াছে। সেনাপতি রবর্ট রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পীড়িত হইয়াছেন। এবং দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ যাত্রা করিয়াছেন। ইহাঁর তৃতীয় ব্রাইগেড সৈন্যদল গত কল্য ঘটাই নামক স্থানে পৌঁছিয়াছে। কেল্লা আবদুল্লায় ঐ সৈন্যদল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে। একদল সরওয়াক ও নাশি নামক স্থানে যাত্রা করিবে, এবং অপর দল কাকরসরা হইতে কওয়াজে যাইবে।

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১২ ই সেপ্টেম্বর। গ্লাডষ্টোন সাহেব পীড়িত হইলে জগতের লোকে যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন তজ্জন্য তিনি মিডলোথিয়ানের নির্বাচকতাদিগের নিকট একখানি কৃতজ্ঞতাসূচক পত্র লিখিয়াছেন।

রাউমিলিয়ায় যাহাতে দুষ্ক বিগ্রহাদি ঘটিতে না পারে এবং তজ্জন্য ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজগণ যাহাতে জামিন থাকেন প্রিন্স বিসমার্ক ও ম্যারণ্ডল তন্মন সেই চেষ্টা পাইতেছেন

কনষ্টান্টিনোপল ১১ ই সেপ্টেম্বর। আলবানিয়েরা রাজ্য পরিত্যাগে সম্মত হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হয় তাহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। ডুটৌরি নামক স্থানে তুরস্ক সৈন্যের সহিত ইহাদিগের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে।

তুরস্কের মন্ত্রিসম্প্রদায় পদত্যাগ করিয়াছেন।

কনষ্টান্টিনোপল ১২ ই সেপ্টেম্বর। প্রধান উজির খাদির পাশা কর্ম্মচ্যুত হওয়াতে সৈয়দ পাশা এক্ষণে তৎপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন

ভিয়ানা ১১ ই সেপ্টেম্বর। অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ বর্লিনে জর্ম্মণির সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

মাড্রিড ১১ ই সেপ্টেম্বর। স্পেনের রাণীর একটী কন্যা জন্মিয়াছে।

কনষ্টান্টিনোপল ১১ ই সেপ্টেম্বর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তুরস্কের মন্ত্রিসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন। যথাঃ—আসিম পাশা বিদেশীয় কার্য্যের মন্ত্রী; মুস্তাকেফি পাশা কাউন্সিল সভার সভাপতি; কিয়ামিল পাশা শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী রাইফ পাশা বাণিজ্য কার্য্যের মন্ত্রী পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ ই সেপ্টেম্বর। বিলাতের উত্তর পশ্চিম রেলওয়ে যে দুর্ঘটনা হয় তাহাতে বিস্তর লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

বাসুতোরা এক্ষণে শান্তি অবলম্বন করিয়াছে।

তুরস্কের নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় মণ্টিনিগ্রোর সীমা সংক্রান্ত গোলযোগের শীঘ্র একটী মীমাংসা করিবেন।

ফরাসীদিগের রণতরি সকল রাগুসায় পৌঁছিয়াছে।

কনষ্টান্টিনোপল ১৪ ই সেপ্টেম্বর। রিজা পাশাকে বলা হইয়াছে ডলসিগনো অধিকারার্থী মণ্টিনিগ্রোর সৈন্যদিগের যেন গতিরোধ করা না হয়।

কনষ্টান্টিনোপল ১৪ ই সেপ্টেম্বর। মণ্টিনিগ্রোর ৫ হাজার সৈন্য ডলসিগনো অধিকারার্থ যাত্রা করিয়াছে।

কেপটাউন ১৫ ই সেপ্টেম্বর। বাসুতোদিগের সর্দ্দার লেখোরডি ১৩ ই মাফিটাং নামক স্থান আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়াছেন।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ১৫ ই সেপ্টেম্বর। সেনাপতি স্কবেলফ ক্রাস্নোহেন্দস্ক নামক স্থানে উপনীত হইয়াছেন।

বার্লিন ১৫ ই সেপ্টেম্বর। প্রিন্স বিসমার্ক বাণিজ্য কার্য্যের মন্ত্রী হইলেন।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ১৫ ই সেপ্টেম্বর। কর্ণেল ক্লিমিঙ্ক কিবাদির সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়াছেন। খাদ্যদ্রব্য ও যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী প্রভৃতি সীমাপ্রদেশে প্রেরিত হইতেছে। টেকি তুর্কমানেরা মধ্যে মধ্যে ঐ সকল দ্রব্যের রক্ষকদিগকে আক্রমণ করিতেছে। রুশেরা আপনাদের অধিকৃত স্থান উত্তমরূপে রক্ষা করিতেছে।

## সংবাদাতার পত্র।

### রাণীগঞ্জ।

ইংরাজ শাসনে যে দস্যুভয় একবারে নিবারিত হইল না, ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে। এ শাসনের কঠোরতা নিবন্ধন একৈক ক্রমে সকল প্রকার অত্যাচার দেশ হইতে বহুল পরিমাণে নিরাকৃত হইল, দস্যুর উপদ্রবের যে কেন কিছু মাত্র নিরসন হইল না, ইহার কারণ ত আমরা কিছু মাত্র বুঝিতে পারি না। আমরা একবার এখানকার চৌর্য্য ব্যাপার বিষয়ক একটী প্রস্তাব সোমপ্রকাশে প্রকাশ করি, তৎকালীয় ইনেস্পেক্টর মনরো (Monro) সাহেবের সেই প্রস্তাবটী গোচরীভূত হয়। সেই সময় অবধি এ সহরটী কিছুকাল এ অত্যাচার মুক্ত থাকে। কিন্তু আবার দেখিতেছি, সেই উপদ্রব এখন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। উপরি উপরি কএকটী স্থানেই সম্প্রতি সিঁদ হইয়া গেল। এ অত্যাচার কেবল মাত্র সহরেই নিবদ্ধ নহে। উপনগর গুলিতেও দুষ্ট প্রকৃতিরা আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। সে দিন সিহাড়শোলেও স্থানে স্থানে সামান্য সামান্য চুরি হইয়া গেল। কাজে জিজ্ঞাসা করি, এ গুলি নিবারণের কি কোন উপায় নাই? আমাদের পুলিসের শৈথিল্য দোষেই যে এ কার্য্য গুলি সংঘটিত হইতেছে, তাহা আর বলিয়া দিবার আবশ্যকতা নাই। আমরা বলি এ পুলিষ সংশোধিত হউক, পুলিষের সংস্কার ভিন্ন আমাদের আর গত্যন্তর দেখি না। মনরো সাহেব কৃতবিদ্য লোককে বহুল পরিমাণে পুলিষ বিভাগে প্রবেশিত করাইতে বিশেষ প্রয়াসবান্ হয়েন। এই রীতি এতদিন অব্যাহত থাকিলে পুলিষের এত দিনে অঙ্গ সৌষ্টব সাধিত হইত। আমাদের পুলিষ কতকগুলি অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের আশ্রয়ীভূত স্থান হইয়াছে। অর্দ্ধ শিক্ষা কতদূর ভয়ঙ্করী, তাহা সহৃদয় পাঠকের অবিদিত নহে। এবম্প্রকার লোকের নিকট কোন কার্য্যই অনিষ্পন্ন থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবে আজি কালি কৃতবিদ্য লোকের অভাব নাই। এমন অবস্থায় পুলিষ বিভাগ হইতে অর্দ্ধ শিক্ষিত লোক গুলিকে একে একে বিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য। ইদানীন্তন কৃতবিদ্য লোক লইয়া পুলিষ সংগঠিত হইলে আমরা যে অনেক পরিমাণে বিপদশূন্য হই, তাহাতে আর অণু মাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের ছোট লাট সাহেবের দৃষ্টি অতি প্রখর। আমাদের হাকিমগণ শীতকালের অধিকাংশ যাহাতে মফস্বলে অতিবাহিত [illegible] প্রতি বিশেষ আদেশ প্রচার করিয়াছেন। ঐ আদেশ কার্য্যে পরিণত হইলে [illegible] উপকার সাধিত হইবে। তাঁহার নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা এই তিনি পুলিষ বিভাগে কৃতবিদ্য লোক প্রবেশিত করিবার জন্য স্থানীয় কর্ম্মচারীদের প্রতি একটী বিশেষ আদেশ প্রচার করেন।

### মুঙ্গের।

৫ ই সেপ্টেম্বর রবিবার দিবস বেলা নয়টার সময় বাবঘাট হইতে একখানি বেড়ার নৌকা মুঙ্গেরের লালদরজার ঘাটে আসিতেছিল। আমাদের

[illegible] উকীল শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার একজন ভৃত্য, একখানি শিবিকা ও ১২ জন শিবিকাবাহক ঐ নৌকায় ছিলেন। শ্যামল বাবু ইতিপূর্ব্বে এখানকার টমাস সাহেব নামক একজন ধনী সদাগরের মকদ্দমা উপলক্ষে বেগুনবাড়ী নামক স্থানে যাইয়াছিলেন। শুনা-গেল ঐ খেয়াতে আবগারির ছয় শত আন্দাজ টাকা লইয়া কয়েকজন চাপরাশী আসিতেছিল এবং অন্যান্য লোকের চাকর ইত্যাদিতে ৩০। ৩২ জন লোক ছিল। তরীখানি ভাগীরথীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে একটী প্রচণ্ড ঝটিকা উত্থিত হইয়া পাইল সহ মাস্তলটী ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় নৌকার তলা ফাঁসিয়া যায় এবং ক্রমে ক্রমে জল উঠিয়া মগ্ন হইবার উপক্রম হয়*। উপস্থিত বিপদ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য আরোহীরা একে একে জলে লাফাইয়া পড়িতে থাকে। প্রথমে দুইজন চাকর একটী বাঁশ ধরিয়া জলে পড়ে এবং নির্ব্বিঘ্নে কিনারায় আসিয়া উঠে। একজন চাপরাশীও সাঁতার দিয়া প্রাণ রক্ষা করে। ৮। ৯ মাস অন্তঃসত্ত্বা এক গোয়ালিনী এই বিপদের সময় জলে ঝাঁপ দেয়। সে পতিত হইবা মাত্র ২০। ২৫ বৎসরের এক যুবা গোয়ালা তাহার দুগ্ধের কলসির দুগ্ধ ফেলিয়া দিয়া সেইটীর আশ্রয়ে জলে পড়ে এবং সাঁতার দিয়া পীরপাহাড় নামক স্থানে উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করে। শ্যামল বাবু প্রভৃতি জলে পড়িয়া প্রথমে পাল্কীখানি আশ্রয় করেন কিন্তু পরিশেষে দেখিতে পান সকলে লাফাইয়া পড়ায় নৌকা খানি উবু হইয়া ভাসিতেছে। তদ্দৃষ্টে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে ১২ জন লোক যাইয়া ঐ নৌকা ধরেন। নৌকা ধরিয়া সকলে চীৎকার করিতে করিতে স্রোতে বেগে ভাসিয়া ভাসিয়া বেলা আন্দাজ দুইটার সময় মুঙ্গের হইতে ৫। ৬ ক্রোশ দূরে গুগরি নামক স্থানে উপস্থিত হন, একখানি মহাজনী নৌকা সকলকে তুলিয়া লওয়ায় ঈশ্বরকৃপায় অনেকগুলি লোকের জীবন রক্ষা হইয়াছে। অন্যান্য আরোহীদিগের অদ্যাপি কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ঐ নৌকার ঝড়ে লালদরজার কাছে একখানি লবণের কিস্তিও জলমগ্ন হয়। ইহার মাঝি কয়েকজনেরই প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

এতদঞ্চলের পথের পার্শ্বে শস্যক্ষেত্র ও অনেক ভাড়াটিয়া বাটীর কূপ গুলির অবস্থা অতি মন্দ। রীতিমত পাড় বাঁধান না থাকায় গো, মেষ, মহিষাদি পশু, পশু কেন মনুষ্যের পক্ষেও নিরাপদ নহে। একেত কূপ গুলির পাড় নাই বলিলেই হয়, তাহার উপর যখন এই দুরন্ত বর্ষায় ভিতরকার মাটির চাপড়া খসিতে থাকে, তখন তাহা হইতে জল তোলা যে কেমন বিপদাবহ তাহা সহজেই অনুভূত হইবে। অতএব আমরা স্থানীয় মিউনিসিপালিটীকে অনুরোধ করি যে, এই সকল কূপের প্রতি তাঁহাদের যেন দৃষ্টি থাকে।

যে মহাজনী নৌকার মাঝিরা উকীল শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে উত্তোলন করিয়াছিল, সদাগর টমাস সাহেব তাহাদিগকে একশত টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। শ্যামল বাবুও নির্ব্বিঘ্নে বাটী আসিয়া দীন দরিদ্রদিগকে যথেষ্ট দান করিতেছেন।

* এই পত্র খানি গত সপ্তাহে অসময়ে আমাদের হস্তগত হওয়াতে প্রকাশ করিতে পারা যায় নাই। ইহার লিখিত বিবরণ পাঠকগণের পাঠ্য হয় বলিয়া প্রকাশিত হইল।

---

## রাণাঘাট।

এখানকার বাইতি পাড়া, সিদ্ধান্ত পাড়া, রাধাবল্লভ তলা, বসন্তবটি তলা এই কয়েকটী পল্লীর মধ্যস্থলে একটী পোষ্ট পিলার বা লেটার বক্স না থাকাতে ডাকে পত্রাদি দিতে রাণাঘাটের মধ্যে এই কয়েকটী পল্লীর অধিবাসিগণের অতিশয় অসুবিধা ও ক্লেশ হইয়া থাকে। নিজ ডাকঘর এই কয়েকটী স্থান হইতে অনেকদূরে অবস্থিত আর আর পল্লীতে যে দুই একটী লেটার বক্স আছে তাহাতে পত্রাদি দিবার এই সকল স্থানবাসী লোকের সুবিধা হয় না, আমরা ভরসা করি এ বিভাগের কার্য্যদক্ষ সুযোগ্য ইনস্পেকটিং পোষ্ট মাষ্টার আমাদিগের মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ ঘোষাল মহাশয় এই কয়েকটী পল্লীর মধ্যস্থলবর্ত্তী সাধারণ রাস্তার মোহানায় একটী আইরন পোষ্ট পিলার বা একটী লেটার বক্স সংস্থাপিত করিয়া এই সকল পল্লীর অধিবাসীগণের ডাকে পত্র দিবার অসুবিধা দূরীভূত করিয়া দিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতার ভাজন হউন।

রাণাঘাটের দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করিলাম। প্রতিদিন প্রাতে এই চিকিৎসালয়ে প্রায় ২০। ২৫ জন দুঃখী লোক ঔষধ লইতে আইসে। দাতব্য ঔষধালয়ের ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কম্পাউণ্ডার শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বেশ্বর রায় উভয়েই যোগ্য লোক। বিশেষতঃ কম্পাউণ্ডার মহাশয়ের দুঃখী পীড়িতগণের প্রতি স্নেহ ও সৌজন্য দেখিয়া আমরা অধিকতর আনন্দিত হইয়াছি। আমরা দুঃখিত হইলাম এই ঔষধালয়ের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নানাপ্রকার ঔষধ ও চিকিৎসোপযোগী নানাবিধ যন্ত্র ও অস্ত্রাদি না থাকায় আশানুরূপ ফললাভ হইতেছে না। আমরা ভরসা করি মিউনিসিপালিটীর কর্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে একটু দৃষ্টিপাত করিয়া দুঃখী পীড়িত প্রজাগণের অজস্র আশীর্ব্বাদ ভাজন হইবেন।

এখানকার বড় বাজারে ও রাধাবল্লভ তলার বাজারে প্রত্যহ কুষ্টিয়া হইতে আগত পচা মৎস্য ঝুড়ি ঝুড়ি বিক্রয় হইয়া থাকে ইহাতে সাধারণের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া বিশূচিকাদি সাংক্রামিক রোগের প্রাদুর্ভাব হইবার সম্ভব। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৭৩ (জানিয়া আহারীয় কি পানীয় দ্রব্য পীড়া জনক জানিয়া মনুষ্যের আহার কি পানার্থ বিক্রয় করণ) ধারায়, এরূপ অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য বিক্রয়ের স্পষ্ট নিষেধ আছে। রাণাঘাটের নবাগত সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামচরণ বসু মহোদয় এ বিষয়ে একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অনুসন্ধান করিলেই আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবেন। ভবিষ্যতে যাহাতে বাজারে এরূপ পচা ইলিশ মৎস্য বিক্রয় না হয় ডেপুটী বাবুর নিকট এই আমাদিগের অনুরোধ।

---

## শান্তিপুর।

১। আমাদের নবাগত কৃতবিদ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ বসু মহাশয় রাণাঘাট সবডিবিজনের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এ সংবাদটী আমরা গত বারের সোমপ্রকাশে সহৃদয় পাঠক সমাজের গোচর করিয়াছি, কিন্তু ইহাঁর কার্য্য ও ব্যবহার প্রণালী সম্বন্ধে স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিবার অবকাশ পাই নাই। কারণ লোকের কার্য্য ও ব্যবহারাদি স্বচক্ষে পরিদর্শন না করিয়া তদ্বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা বিশুদ্ধ যুক্তির অননুমোদিত। আমরা প্রামাণিক সূত্রে ইতিপূর্ব্বে পরিজ্ঞাত হইয়াছিলাম যে, রামচরণ বাবু একজন বিচক্ষণ হাকিম। কিন্তু গত সোমবার এখানকার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চে উক্ত ডেপুটী বাবুর বিচার ও ব্যবহার প্রণালী প্রভৃতি দেখিয়া আমাদের চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে শেষ রক্ষা হওয়াই কথা।

২। বিগত সোমবারের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবুদের বেঞ্চে যে কয়েকটী ফৌজদারী মকদ্দমা উপস্থিত ছিল, তন্মধ্যে দুইটী মকদ্দমা আশানুরূপ বিচারিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আসামীরা আইনের বিধানানুসারে দণ্ডিত হয় নাই। এই দুইটী মকদ্দমার একটী দণ্ডবিধি আইনের ৪২৬ ধারার অপরাধ। অপরটী এক্ট আইনের ২২ ধারা মতে বিচারার্থ প্রেরিত হয়। প্রথমোক্ত মকদ্দমাটী অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবু কাশীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্য, ডাক্তার [illegible] পাধ্যায়, (এম, বি,) ও বাবু মহেশচন্দ্র [illegible]

সভাপতি ) কর্ত্তৃক বিচারিত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের রায়ে আসামীরা দশটাকার ন্যূন মূল্যের দ্রব্যাদির ক্ষতি করিয়াছে বলিয়া তাহাদের ছয় টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। এই দুইজন আসামীর মধ্যে একজন পুরাণ পাপী। ইতিপূর্ব্বে ইহাকে দুই বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত শ্রীমন্দিরে বাস করিতে হইয়াছিল। অতএব এবার তাহার এত লঘু দণ্ড দেওয়া ভাল হয় নাই। অপর মকদ্দমাটী বামাচরণ বাবু উপরিউক্ত মাজিষ্ট্রেট বাবুদের সঙ্গে মিলিত হইয়া বিচার করেন। এই বিচারে চেয়ারম্যান বাবুর রায়ের সঙ্গে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবুদের রায়ের অনৈক্য হইয়াছিল, কিন্তু আসামী ত্রয়ের প্রত্যেকের দুই টাকা অর্থদণ্ড দিতে হইয়াছে।

৩। বেঞ্চের বিচার কার্য্যাদি পরিসমাপ্ত হইলে পর মিউনিসিপালিটীর একটী অধিবেশন হয়। ঐ সময় মোক্তার মক্কেল ও অন্যান্য বাজে লোককে কাছারী হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যে সকল মিউনিসিপল কার্য্য ও প্রস্তাব উপস্থিত করার কল্পনা ছিল, তন্মধ্যে "গোভাগাড়ে টাক্স বসান উচিত কি না? প্রস্তাব হইলে সভাপতি ভাইস চেয়ারম্যান ও উপস্থিত কমিসনর বাবুদের ঐকমত্যে স্থিরীকৃত হইল যে, ঐরূপ কার্য্যে যখন মিউনিসিপালিটীর কোন লাভ নাই, তখন উহাতে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। ভূতপূর্ব্ব ভাইস চেয়ারম্যান এই প্রস্তাবোপলক্ষে কতকগুলি "বাইলজ" অর্থাৎ ( Bye Laws. ) আইনানুমোদিত নিয়মাবলি প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু তাহা রক্ষা করা অনাবশ্যক বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে। অনন্তর দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যয়াদি বহন করার প্রস্তাব উপস্থিত করিলে স্থিরীকৃত হইল যে, শান্তিপুর মিউনিসিপালিটী উক্ত চিকিৎসালয় রক্ষা পক্ষে প্রস্তুত আছেন, অতএব এই অভিপ্রায় পত্রদ্বারা গবর্ণমেণ্টের গোচরার্থ সভাপতিকে অনুরোধ করা হইল। এই সকল কার্য্যের পর পরাহ্ন সাড়ে পাঁচটার সময় সভা ভঙ্গ হইল, ডেপুটী বাবু তাঁহার সহাধ্যায়ী কতিপয় ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণাদি করিয়া রাণাঘাটাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

৪। আমাদের মিউনিসিপালিটী প্রথম শ্রেণীভুক্ত ও বহুকালপ্রতিষ্ঠিত, ইহার বার্ষিক আয় অন্যূন ১২। ১৩ হাজার টাকা, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ইহার "যত্র আয় তত্র ব্যয়" এজন্য মিউনিসিপল তহবিলে এক কপর্দ্দকও জমা নাই। সম্প্রতি রাস্তাদি সংস্কার কার্য্যে অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে, এজন্য কমিসনর বাবুদের ইচ্ছা যে, গবর্ণমেণ্টের নিকট কিছু টাকা ধার করেন। এই প্রস্তাবটী প্রস্তাবিত মিউনিসিপল কমিটীতে উপস্থিত হইলে, চেয়ারম্যান বাবু কহিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের নিকট টাকা কর্জ্জ করিলে কখনই শান্তিপুর মিউনিসিপালিটীর শ্রেয়ঃ লাভের সম্ভাবনা নাই, অতএব ঐ প্রস্তাবে তিনি সম্পূর্ণরূপ অসম্মত, কমিসনর বাবুরা চেয়ারম্যান বাবুর ঐ রায়ে অগত্যা সম্মত হইলেন, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিবার আশা লতাটী আপাততঃ সমূলে উৎপাটিত হইয়া গেল। আমরাও বাঁচিলাম, কারণ চেয়ারম্যান বাবু কাঙ্গালিকে শাকের ক্ষেৎ দেখাইলে আমাদেরই পদে পদে অর্থনাশ হইত সন্দেহ নাই।

৫। আমাদের মিউনিসিপালিটীর কোন্ কোন্ বিষয়ে ব্যয় হ্রাস করা যাইতে পারে, এই প্রস্তাব উপস্থিত হইলে ভূতপূর্ব্ব ভাইসচেয়ারম্যান বাবু আনন্দময় মৈত্রেয় কহিলেন যে, ঐ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য অগ্রে একটী সব কমিটী নিযুক্ত করা উচিত। কিন্তু উহা বিলম্বসাপেক্ষ, এজন্য নূতন কৃতবিদ্য কমিশনর বাবু যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবানুসারে ধার্য্য হইল যে, আনন্দময় বাবু ১৫ দিনের মধ্যে ঐ সম্বন্ধে একটী রিপোর্ট দিবেন। সেই রিপোর্ট পাঠ করিয়া তদ্বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা অতঃপর স্থিরীকৃত হইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এতকালের পর আনন্দময় বাবু আজ মিউনিসিপালিটীর ব্যয় হ্রাস সম্বন্ধে আগ্রহ সহকারে রিপোর্ট দিতে প্রস্তুত হইতেছেন কেন? তিনি যখন মিউনিসিপালিটীর এক চেটিয়া ভাইসচেয়ারম্যান ছিলেন, তখন কেন ঐ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন না?

৬। বাগ্‌দেবীর খালের বাঁধ দিবার সময় সমুপস্থিত। এই সময় বাগদেবীর নূতন কাটা খালের ইজারদারদের সহিত পুরাতন খালের ইজারদারদের বাঁধ লইয়া দাঙ্গা হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, ঐ বিষয়ে আমাদের নবাগত কৃতবিদ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু বিশেষ দৃষ্টি রাখেন, নতুবা বাঁধ বাঁধিবার সময় লোমহর্ষণ ব্যাপার সমুপস্থিত হইতে পারে। স্থানীয় পুলিষ এই সময় বাগআবড়ার চৌকিদারদিগকে সতর্ক করিয়া দিলে আংশিক উপকার দর্শিতে পারে, অতএব সব ইনস্পেক্টার বাবু এবিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

---

## জামালপুর।

১। সাতিশয় দুঃখ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে এত দিনে আমরা একজন উপযুক্ত, দক্ষ এবং পরোপকারী বন্ধুকে হারাইতে চলিলাম। মহাশয় বলিতে কি ইঁহার ন্যায় লোক এই বঙ্গ বাঙ্গালীপূর্ণ জামালপুরে অতি অল্পই আছেন। বোধ করি ইনি আপনার অপরিচিত নহেন। ইনি আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় এই সপ্তদশ বর্ষ কিম্বা ততোধিক কাল নিস্বার্থভাবে নানারূপ সাধারণ এবং সদানুষ্ঠান কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন এবং সকলের না হউক অধিকাংশ ব্যক্তিরই স্নেহভাজন হইয়াছেন। ইঁহার জীবন অপরের শিক্ষার স্থল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্রাহ্ম সমাজই বলুন, দাতব্য সভাই বলুন আর যুবকবৃন্দের সভাই বলুন ইঁহারই একমাত্র অধ্যবসায় এবং সদাশয়তার ফল বলিতে হইবে। লোকে কথায় বলে দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা যায় না। এখন ও সাধারণে ইঁহার অভাব বুঝিতে পারিতেছেন না! কিন্তু আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি এক দিন না এক দিন এই অভাব সাধারণের হৃদবোধ হইবেই হইবে। আফিস সংক্রান্ত কোনরূপ গোলমাল হওয়ায় ইনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন, আর্য্যাবর্ত্ত এবং পশ্চিমাঞ্চল দেখিয়া অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি এবং বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে অতি অল্প দিবস মধ্যেই তৎপ্রদেশে যাত্রা করিবেন। ঈশ্বর ইঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ করুন। ইনি যেখানেই যাইবেন সেইখানেই যে এইরূপ সদনুষ্ঠানে ব্রতী হইবেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

২। এখানে অধিকাংশ বাঙ্গালীই পরিবার লইয়া আছেন, যাঁহাদের ভাগ্যে তাদৃশ সুবিধা ঘটে নাই তাঁহারা ৮। ৯ জন একত্র হইয়া বাসা করিয়া আছেন, এরূপ বাসা ও ১০। ১২ টী আছে। মহাশয় মানবপ্রকৃতি মাত্রই বিভিন্ন, এরূপ বিভিন্ন প্রকৃতি সম্পন্ন কয়েকটী যুবা একত্রে থাকিলে যে মধ্যে মধ্যে ঘর্ষণ হইবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সম্প্রতি ঐরূপ একটী বাসায় একটী সামান্য বিষয় লইয়া দুই জনে ক্ষণিক ক্ষণ বচসা হয় তন্মধ্যে একজন এক খানি বহুকালের মরিচাধরা ভোজালে লইয়া দ্বিতীয় বাবুটীকে ভয় প্রদর্শন করেন। ঐ বাবুটী সেই সংবাদ তৎপর দিবস পুলিষে জ্ঞাপন করেন। অস্ত্ররক্ষা অপরাধে পুলিষ বেচারিকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হাজির করিয়া দেন। সুবিজ্ঞ বিচারক মহাশয় অস্ত্ররক্ষা আইন অনুসারে অপরাধীকে ৫ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

৩। এ বৎসর এ প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে ভুট্টা হইয়াছে। হৈমন্তিক ধান্যের অবস্থাও মন্দ নহে তবে শীঘ্র বৃষ্টি আবশ্যক। এই এক সপ্তাহ বৃষ্টি বন্ধ হওয়াতে সাতিশয় গরম বোধ হইতেছে। সাধারণ স্বাস্থ্য মন্দ ছিল না তবে আজ কাল দুই একটী বাটিতে জ্বর দেখা দিতেছে।

ও রক্ত পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ।০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীকৈলাসচন্দ্র দের ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

---

## জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্নমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

---

**শীঘ্র নিশ্চয় নিশ্চয়!!**

## বি, এন, দাসের গণোরিয়া নিকশ্চর

ইহা দ্বারা নূতন, পুরাতন সর্ব্বপ্রকার মেহ শ্বেতপ্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। এই ঔষধ দ্বারা বহুসংখ্যক লোক আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য মায় প্যাকিং বড় শিশি ৩৸, মধ্যম ২, ছোট ১।০।

৪৫ নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা।

## শক্তিসঞ্চারক আরক মূল্য ১।৷০ টাকা।

এই মহৌষধ দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং সকল প্রকার গ্লানি নষ্ট করে, বলাধান হইয়া দেহ পুষ্ট ও কান্তি বিশিষ্ট করে, এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম জন্য দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, বাত, পারা দোষ, শোথ, উপদংশ, (গরমী) এমন কি শ্বাস কাশ ইহাদেরও বিশেষ উপকারী মহৌষধ। ১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি বহুবাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দের নিকট পাওয়া যায়।

মহাশয়!

আমি বহু দিবস হইল ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণতা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে এক প্রকার কার্য্যে অক্ষম হইয়া ছিলাম, নানাপ্রকার ঔষধ সেবন বিফল হওয়াতে আমার প্রিয় বন্ধু যোগেন্দ্র বাবুর নিকটে আপনার "শক্তি সঞ্চারকের" গুণ শুনিয়া এক শিশি সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্ট হইয়া বেশ বলবান ও কার্য্যক্ষম হইয়াছি। মহাশয় আর দুই শিশি শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীবিপ্রদাস মণ্ডল

ময়মনসিংহ।

---

যিনি এক দিবসে হৃদয় দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার

সাং শ্রীরামপুর।

---

## ব্রহ্মচারীদত্ত মহৌষধ।

ইহাতে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারণ হয়। ৪১ দিনের সেবনোপযুক্ত ঔষধের মূল্য ৫ টাকা ২১ দিনের ২৸০ ও সাত দিনের ১ টাকা। যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ বেয়ারিং পাঠান যাইবে।

এখন হইতে ঔষধ পেইড পাঠাইলে ডাকমাশুল ।০ মাত্র লাগিবে।

শ্রীদেবীপ্রসাদ চুবে

মিসিরপোখরা বেনারস

---

শারীরবিধান ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

---

## মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এসপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র সরকার—নবদহ ৫

" " নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী—পাণ্ডুয়া ১৸

" " রাজকুমার রায়—নড়াইল ৫

" " শ্যামাচরণ বিশ্বাস—কলিকাতা ৪

" " শিবনাথ দত্ত—বক্সির ৭

" " শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়—ভবানিপুর ৫৷

" " দুর্গাপ্রসাদ মিশ্র—বড়বাজার

" " শ্রীনাথ অধিকারি—বাজিতপুর

" " প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়—কাটোয়া

" " বঙ্কবিহারি সিংহ—মুঙ্গের

" " দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়—রাচি

" " ভোলানাথ দাস—ধুবড়ি

" " রামব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায়—খুর্দ্দা পুরী

" " দেবেন্দ্রনাথ বসু—কটক

" " গিরজাশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঁকিপুর

" " শিবচরণ মিশ্র—কালিকাকুণ্ড

" " বিপিনবিহারি কুণ্ডু—বল্লভপুর

" " ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—আশাম ৭

---

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

---

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক ঘর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কমলযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ২৪ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৭ সাল। ১২ ই আশ্বিন। ইং ১৮৮০। ২৭ এ সেপ্টেম্বর { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।



### পত্রপ্রেরক রাজবিহারী বাবুর প্রতি।

রাজবিহারী বাবুর প্রেরিত আর একখানি পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু এখানি চর্ব্বিতচর্ব্বণপূর্ণ বলিয়া প্রকাশিত হইল না। রাজবিহারী বাবু বড় চটিয়া গিয়াছেন "আমি প্রথমাবধি বলিয়া আসিতেছি কোন বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর নিত্য সম্বন্ধ না থাকিলে তাহার অনুমান হইতে পারে না।" রাজবিহারী বাবু চটিয়াছেন বলিয়াই উত্তর পূর্ব্ব দেখিতে পান নাই। জগতের সহিত ঈশ্বরের যেরূপ নিত্য সম্বন্ধ অন্য কোন বস্তুর সহিত কি কাহার সেরূপ নিত্য সম্বন্ধ আছে? কুম্ভকারের সহিত কুম্ভের ক্ষণিক সম্বন্ধ। কুম্ভ তাহার হস্ত বিনিঃসৃত হইলে পর তাহার সহিত আর তাহার সম্বন্ধ থাকে না। সেই কুম্ভ হয় পুষ্করিণীর ঘাটে দেহত্যাগ করে নতুবা নদীতীরের শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে। কুম্ভকারের সহিত তার আর কখন দেখা সাক্ষাৎ হয় না। কিন্তু জগতের সহিত ঈশ্বরের এরূপ সম্বন্ধ নয়। তিনি জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াই কুম্ভকারের ন্যায় তাহার সহিত নিঃসম্পর্ক হন না। তিনি ক্রোড়ে করিয়া ইহাকে পালন করেন। জগৎ যখন বিনষ্ট হয় তখন ইহাকে আত্মাতে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোন কালে জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না। রাজবিহারী বাবু! ঊনবিংশ শতাব্দী হউক আর বিংশ শতাব্দী হউক জড় পদার্থ পরমাণুর নিজ ইচ্ছাক্রমে যে সংযোগ বিয়োগ হয় সেটী কি প্রত্যক্ষ অথবা অনুমান সাধ্য? প্রত্যক্ষ হইলে রাজবিহারী বাবু! তুমি যে প্রকার লোক চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে ছাড়িতে না। তবে বলিতে হইবে, অনুমান সাধ্য। জড় পদার্থকে ঐশীশক্তি ও ঐশী ইচ্ছাসম্পন্ন অনুমান করা অপেক্ষা ঈশ্বর অনুমান কি ইহার সহস্রগুণে সহজ নয়? রাজবিহারী বাবু! তুমি একবার অবিকৃত মস্তিষ্কে এবিষয়টী চিন্তা করিয়া দেখ। জড় পদার্থের ইচ্ছা স্বীকার করিলে লোকে পাগল বলিবে বলিয়া অনেক পরমাণুবাদী পণ্ডিত পরমাণুর সংযোগবিয়োগের প্রতি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজবিহারী বাবু! তুমি কি তাহার তত্ত্ব রাখ? জড়পদার্থের স্বাভাবিক শক্তি আছে তাহা অযথার্থ নয় কিন্তু সে শক্তির গতি নিয়ত। চৈতন্যশালীর ন্যায় তাহার ইচ্ছা সম্ভবে না। লৌহ চুম্বকের সন্নিকর্ষ হইলেই আকৃষ্ট হইবে তাহার দিন নাই ক্ষণ নাই দণ্ড নাই মুহূর্ত্ত নাই, সূর্য্য নিয়তকাল পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন; চকমকি পাথরে যখনই আঘাত করিবে তখনই উহা অগ্নি বমন করিবে। সেইরূপ পরমাণুর যদি সংযোগবিয়োগকারিণী স্বাভাবিক শক্তি থাকিত তাহা হইলে নিয়তকাল পরমাণুর সংযোগ বিয়োগ হইত। পাঁচ হাজার বৎসর দশ হাজার বৎসর অথবা কোটি বৎসর অন্তর পরমাণুরাশির বিয়োগ হইয়া মহাপ্রলয়, খণ্ডপ্রলয়, বা প্রলয় ঘটিবে এটী বড় বিচিত্র কথা। পরমাণুতে ঐশীইচ্ছার আরোপ ব্যতিরেকে এরূপ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক রাজবিহারী বাবু!

যদি তুমি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বা পরীক্ষাযোগ্য কোন প্রমাণ দিতে পার পুনরায় রণধূলি গাত্রে মর্দন করিও নতুবা বাচালতা প্রকাশ করিয়া লোক হাসাইও না। এই উনবিংশ শতাব্দী বলিয়াই আমরা পরীক্ষা যোগ্য প্রমাণ চাই। উন্মত্তমনঃকল্পিত, এমন অদ্ভুত মত শুনিতে চাই না। আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি জগতীস্থ যাবতীয় পদার্থই জন্য। জগৎ সেই জন্য পদার্থের সমষ্টি। ইহার একজন চৈতন্যশালী জনক আছেন। শত সহস্র উন্মত্তমত দ্বারা ইহার খণ্ডন হইবার সম্ভাবনা নাই।

# প্রেরিতপত্র

রাজবিহারী বাবু ধর্ম বিষয়ে কি বহুরূপী?

সম্পাদক মহাশয়! আজ নিতান্ত দুঃখের সহিত ভদ্রতা পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে ও আপনার প্রিয়তম পাঠকবর্গকে জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইলাম, রাজবিহারী বাবু ধর্ম্ম-বিষয়ে কি বহুরূপী? বহুরূপীরা যেমন ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নূতন বর্ণ ধারণ করিয়া থাকে; রাজবিহারী বাবুও সেইরূপ ধর্ম্মবিষয়ে আজ এ মত কাল ওমত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে নাস্তিকতা প্রমাণের জন্য বঙ্গদর্শন হইতে সাংখ্যের মত সকল উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে সাংখ্য মতে নাস্তিক বলিয়া জনসমাজে পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন সাংখ্যের যে প্রকৃতি পুরুষ আস্তিকদিগের মধ্যে ঈশ্বর বলিয়া পরিগৃহীত হইল; যখন দেখিলেন সাংখ্যকার মনে মনে বেদ মানুন আর নাই মানুন, কিন্তু হিন্দুসমাজের ভয়ে বেদকে অপৌরুষেয়, বলিয়া গিয়াছেন; যখন তিনি আরও জানিতে পারিলেন, সাংখ্যকার মহর্ষি কপিল দেব আত্মার পরলোক নিত্যতা ও মুক্তি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, এ মতে মত দিলে অবশ্য দুই দিন পরে পরাস্ত হইতে হইবে; এইরূপে কল কথা যখন তিনি দেখিলেন, সাংখ্যরূপ মহানদীর যে কূল তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তর্করূপ বাত্যাঘাতে ক্রমশঃ ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল; তখন অনন্যোপায় হইয়া কুতর্কের অনুরোধে সে কূল পরিত্যাগ করিয়া আবার দ্বিতীয় কূলে—চার্ব্বাক মতে গিয়া তাঁহাকে নূতন বেশে পাঠক সমাজে দেখা দিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি আর এখন সাংখ্য মতে নাস্তিক নন। তিনি ঘোর চার্ব্বাক মতাবলম্বী। চার্ব্বাকেরা বলিয়া থাকে "শরীর ভিন্ন আত্মা নাই। যেমন নানা শস্যাদির সংযোগে মাদকতা শক্তির উদ্ভব হয়, তদ্রূপ ক্ষিতি অপ্‌ তেজঃ ও মরুতের সংযোগ বিশেষে চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। দেহরূপ আশ্রয় ভঙ্গ হইলে সে চৈতন্য নাশ হয়। পরকাল নাই; সুতরাং মৃত্যুর পর কর্ম্মের ভোগাভোগ করিতে হয় না। ইত্যাদি।" পাঠক! দেখিবেন, রাজবিহারী বাবুরও এখন এই কথা। দুঃখের বিষয় হিন্দুধর্ম্ম, তাঁহাকে এ কূলেও অধিকক্ষণ থাকিতে দিবে না। তিনি যদি শঙ্করাচার্য্যের সূত্র ভাষ্যের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের কতকগুলি সূত্র মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখেন, তবে অবশ্যই তাঁহাকে আস্তে আস্তে এ কূল ও ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। তখন তিনি কোন্ কূল আশ্রয় করিবেন? যাহা হউক রাজবিহারী বাবু লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া কুতর্কের অনুরোধে যে তাঁহার স্বভাবজাত সরল পবিত্র মনোভাব গোপন করিয়া তাঁহাকে বক্র পথে পরিচালিত করিতে কিছু মাত্র লজ্জা বোধ করিতেছেন না, ইহা বাস্তবিক বড় পরিতাপের বিষয়। তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ হইল। আশা করি তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

ভগলপুর। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

চম্পাইনগর বা চাম্পানালা।

গত বারের পর।

চম্পাই নগরের এই মেলায় আজিও বিভিন্ন স্থান হইতে আনুমানিক ১০। ১২ সহস্র লোক আসিয়া থাকে। ইহাতে বেহুলা ও লক্ষিন্দারের কৃত্রিম বাসর ঘর প্রস্তুত হয়; এবং সর্পাঘাতে কৃত্রিম লক্ষিন্দারের মৃত্যু হইলে তাঁহাকে কলারমান্দারে করিয়া ভাগীরথীর জল-স্রোতে বেহুলা সতীর সহিত ভাসাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে কয়েকদিন বিলক্ষণ নৃত্য গীত হয়।

পাঠক! লক্ষিন্দার সম্বন্ধে মূল ঘটনাটি অবগত হইলেন। এখন এ ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। যখন এ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ চলিতেছে, তখন তাহার মধ্যে সত্য কিছু আছেই আছে। আমরা এই কয়েকটী বিষয়কে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

১ ম। চাঁদ সওদাগরের সময়ে এই স্থানে বহুল সর্প থাকিতে পারে। এখনও বর্ষাকালে বিলক্ষণ সর্পের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

২ য়। তাঁহার পূর্ব্বে এদেশে মনসার পূজা হইত না, ইহাতে বোধ হয় তৎপূর্ব্বে এ দেশে বহুতর সর্প চিকিৎসক বাস করিতেন, তাঁহাদের চিকিৎসায় সর্পাঘাতে মনুষ্য প্রায় মানবলীলা সম্বরণ করিত না। কাজে কাজেই কেহ তৎকালে মনসাকে পূজা করিত না; কিন্তু চাঁদ সওদাগরের সময় হইতে বোধ হয় এ দেশে সর্পচিকিৎসকের অভাব হওয়াতে মনসার পূজা হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

৩ য়। বেহুলা তাঁহার মৃত-মৃত নয় বিষে চৈতন্যহীন; পতিকে যে পুনর্জ্জীবিত করেন, এ কথাও একেবারে উপহসনীয় হইতে পারে না। কেন না সর্পাঘাতে মনুষ্য, কি অন্যান্য বলবান্ জীব সহসা প্রাণত্যাগ করে না; দারুণ বিষে জর্জ্জরিত হইয়া নেশায় অচৈতন্য হইয়া থাকে। যখন অনশনে লোকে ৪০ দিবস পর্য্যন্তও প্রাণধারণ করিতে পারে, তখন ত্রিবেণী পর্য্যন্ত যাইতে যে ৫। ৬ দিবস লাগিয়াছিল, (আমরা দেখিয়াছি বর্ষাকালে কলিকাতায় ৫। ৬ দিনে বড় বড় নৌকা গিয়া থাকে) সে ৫। ৬ দিবস অনাহারে বিষের তেজে যে প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই; ইহাও সম্ভবনীয় হইতে পারে। ৪ র্থ জলই বিষের মহৌষধ। এজন্য রোজারা অনুপায়ে "জলসার" করিয়া থাকে। এমত অবস্থায় জলে ভাসিয়া যাইতে যাইতে লক্ষিন্দারের শরীর বিষশূন্য হইতে পারে; অথবা নেতোর সাহায্যে দেবদত্ত ঔষধে লক্ষিন্দার জীবিত হইতে পারেন।

৫ ম। নেতো দেবতাদের কাপড় কাচিত; তখন বোধ হয় বাঙ্গলায় দেব উপাধিধারী কোন সম্প্রদায় ছিল বা নেতো যাঁহাদের কাপড় কাচিত, তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া সম্বোধন করিত। যাহা হউক এ ঘটনা সম্পূর্ণ অসত্য হইতে না পারে।

ভ্রম সংশোধন। আমরা গতবারে কর্ণকে চম্পাই-নগরের স্থাপয়িতা বলিয়াছিলাম। বস্তুতঃ কর্ণ নহেন, চম্পরাজ ইহার স্থাপয়িতা। যযাতিবংশে উশীনরের পুত্র দীর্ঘতমসের ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম এবং পুণ্ড্র নামে পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হয়। এই অঙ্গের বংশোদ্ভব চম্পরাজা চম্পাই নগরের স্থাপয়িতা। যথা বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশে ১৮ অধ্যায়ে "চম্পোয়শ্চ চম্পাং নিবেশয়ামাস।" মহাভারতে চম্পানগর অঙ্গরাজ্যের রাজধানী বলিয়া বর্ণিত আছে। আবার অঙ্গ রাজ্য, বঙ্গ ও মগধের মধ্যে ছিল এমত অবস্থায় সে চম্পানগর ভাগলপুরেরই এই চম্পানগর।

সুলতান গঞ্জে বাণেশ্বর শিব না হইয়া বাণেশ্বর গৈরীনাথ হইবে।

ভাগলপুর। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

---

ব্রহ্মই সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সৃষ্ট পদার্থ

মায়েই অমিত্য।

মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা হইতে শ্রীকৃষ্ণ

বাবু বাসা করিয়া আছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ বাবুর প্রথম পত্রের উত্তরে আমরা কয়েকজনে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা পাঠ করিয়া তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া আর একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। রাগান্ধ হওয়ার যাহা যাহা ফল, সে সকলই প্রায় তাহাতে ঘটিয়াছে। (ক) যদিও তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন, "একণে তিনটী প্রতিবাদকারীকে প্রিয় সম্ভাষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম" কিন্তু তাঁহার পত্রের সকল স্থানই কটূক্তিতে পূর্ণ। তাহাই যদি তাঁহার প্রিয়সম্ভাষণ হয়, তবে না জানি তাঁহার কটূক্তি কি অদ্ভুত জিনিস! কটূক্তি করিতে পারিলেই যদি জয় লাভ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে এখনি ধীবর বনিতাকে তর্কপঞ্চানন অথবা দিগ্বিজয়ী উপাধি দেওয়া কর্ত্তব্য। (খ) শ্রীকৃষ্ণ বাবু অশ্লীলতা ও অসাধুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। আমার পত্রের উত্তরে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার প্রথম প্যারাগ্রাফটী ইহার প্রমাণ। (গ) তিনি খেলাপ এজেহারও দিয়াছেন। তিনি প্রথম পত্রে বলিয়াছিলেন "আমরা সোমপ্রকাশে মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম-বিষয়ে তুমুল আন্দোলন দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকি।... ভগবতী বাবু রাজবিহারী বাবু, বিহারী বাবু ও বেচারাম বাবুকে ধর্ম্ম-যুদ্ধে সমরনিপুণ বীরের ন্যায় প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া আমাদের ধর্ম্মোৎসাহ আরও তরঙ্গায়িত হইয়াছে।" কিন্তু এবারকার পত্রে আবার লিখিয়াছেন "কয়েক সপ্তাহ হইতে নাস্তিকতা ও আস্তিকতা লইয়া ঘোর আন্দোলনে সোমপ্রকাশের অঙ্গ অলঙ্কৃত হইল দেখিয়া ভাবিলাম আবার কোথা হইতে এই দেশ-বিপ্লবকর বিষম বিষ উদ্গীর্ণ হইল। রণধীর বীরপুরুষগণ নীরব হইয়া রহিলেন, কতকগুলি দুর্ব্বল সিং চীৎকার করিয়া রণভূমি উপদ্রবগ্রস্ত করিতে লাগিল।" পাঠক! ইহা কি খেলাপ এজেহার নহে? ১০ দিন পূর্ব্বে ইনি যে ধর্ম্মান্দোলনের জন্য আহ্লাদে আট খানা হইয়াছিলেন আন্দোলনকারীদিগকে ধর্ম্মবীর বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রশংসা করিয়াছিলেন, ধন্যবাদ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকটে কৃতজ্ঞ হইয়াছিলেন, আজ কি না সেই আন্দোলনের উপর ইনি চটিয়া উঠিলেন এবং ইহাঁর সেই ধর্ম্মবীরদিগকে দুর্ব্বল সিং ও রণভূমি উপদ্রবকারী বলিয়া গালি দিলেন!! ইহার কেবল ইহাই কারণ যে, পূর্ব্বে ইহাঁর গায়ে কোন আচড় লাগে নাই, এক মনে করিয়া প্রথম পত্র খানি লিখিয়াছিলেন কিন্তু হইয়া উঠিয়াছে আর এক, এক্ষণে ইহাঁর গাত্রদাহ হইয়াছে সুতরাং আর ধর্ম্মান্দোলন ও ধর্ম্মান্দোলনকারীদিগকে কেনই বা ভাল লাগিবে? ইনি একণে বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগকে সাক্ষ্য দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন এবং "বিদায়" বন্ধ করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাঁর দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমরাও ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগকে বলিতেছি, যদি তাঁহারা ভাল চান অর্থাৎ যদি তাঁহারা "বিদায়ের" প্রার্থী হন তবে এক্ষণেই প্রকাশ্যভাবে বলুন যে, ব্রহ্ম ও ... এক নহে। যদি ইহা না বলেন তবে তাঁহাদের কেবল বিদায় বন্ধ নহে কিন্তু তাঁহাদিগকে এখনই নির্ব্বাসিত হইতে হইবে!!! হায়! শ্রীকৃষ্ণ বাবু কেন এমন কাজ করিয়াছেন। একটুকু রাগ পড়িলে আমাদের পত্রের উত্তর দিলেই ত সকল দিকে ভাল হইত? যাহা হউক তাঁহার পত্রের বিশেষ বিশেষ স্থলের উত্তর দেওয়া যাইতেছে, প্রত্যেক কথার উত্তর দিতে গেলে পত্র খানি বড় দীর্ঘ হইয়া উঠিবে।

প্রথম। আস্তিক, নাস্তিক, ব্রহ্ম ও ঈশ্বর লইয়া তিনি বৃথা বাকবিতণ্ডা করিয়াছেন। (ক) কাহাকে আস্তিক ও কাহাকে নাস্তিক বলে তাহা হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষ রূপে নির্দ্দেশ নাই; যাহা কিছু আছে তাহা আমাদের অর্থাৎ এই উনবিংশ শতাব্দীর লোকদিগের সম্পূর্ণরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না। কেন যে পারে না তাহা একটু নিম্নে লিখিব। (খ) ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের পার্থক্য সম্বন্ধে হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান ও মূল গ্রন্থ যে বেদ, তাহাতে এবং তাহার শিরোভূষণ স্বরূপ যে বৃহদারণ্যক, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য এবং ছান্দোগ্য এই দশ খানি বৈদিক উপনিষদের কোন স্থানে বোধ হয়, কোন উল্লেখই নাই এবং ব্রহ্ম নহে কিন্তু ঈশ্বরই সৃষ্টিকর্ত্তা এরূপ লেখাও নাই। প্রত্যুত তাহাদের ভূরি ভূরি স্থলে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছেন। তাহার প্রমাণ জন্য কতকগুলা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পত্র খানিকে ভারাক্রান্ত করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। তবে শ্রীকৃষ্ণ বাবু যদি ইহার প্রতিবাদ করেন তবে তাহা উদ্ধৃত করিয়া পশ্চাতে দেখান যাইবে। যে নিরালম্বোপনিষদ হইতে শ্রীকৃষ্ণ বাবু ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন, তাহা, কেবল তাহা নহে, তাহার ন্যায় এমন অনেক উপনিষদ আছে, যাহা বৈদিক উপনিষদের মধ্যে গণ্যই নহে। গবর্ণমেণ্টের কার্য্য বিশেষের সাহায্যের জন্য ১০।৫ টাকা দান করিলেই যেমন "রাজা" "মহারাজ" প্রভৃতি নাম ক্রয় করা যায়, অথচ প্রকৃত রাজা ও মহারাজ হইতে সেই সকল রাজা ও মহারাজাদের অনেক অন্তর, সেইরূপ নিজের ও নিজ পুস্তকের গৌরব বর্দ্ধনার্থে পূর্ব্বতন অনেক গ্রন্থকারই নানা উপায়ে আপন আপন পুস্তকের "উপনিষদ" নাম করণ করিলেও তাহা আসল অর্থাৎ বৈদিক উপনিষদ হইতে অনেক অন্তর, সুতরাং তাহাদের মধ্যে লিখিত বিষয় সকল তত আদৃত ও প্রামাণ্য নহে। তবে যে গ্রন্থে ২। ৪ টা ধর্ম্ম কথা থাকিবে, তাহাকেই যদি হিন্দুশাস্ত্র মধ্যে গণ্য করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা শিশুবোধ ও চারুপাঠ হইতে বেদ পর্য্যন্ত এবং ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ও দাশুরায়ের পাঁচালি হইতে তন্ত্র পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রন্থকেই হিন্দুশাস্ত্রের অন্তর্গত বলিতে প্রস্তুত আছি। (খ) শ্রীকৃষ্ণ বাবু লিখিয়াছেন "আস্তিক নাস্তিক ব্রহ্ম ঈশ্বর আদি শব্দ গুলি পূজ্যবর আর্য্যজাতির শব্দ শাস্ত্র ভাণ্ডারের এক একটী মহা রত্ন, তাঁহারা যে শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, সেই শব্দ সেই অর্থে চিরদিন ব্যবহৃত হইবে।" এবং ইহারই পরে তিনি কটূক্তি ও অশ্লীলতার শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। যাহা হউক আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহি, অতি প্রাচীনকালে যাহারা কৃষিকার্য্য করিতেন তাহাদিগকে আর্য্য বলা হইত; তাহার পরে এই আর্য্য শব্দ জাতিজ্ঞাপকরূপে ব্যবহৃত হইত আবার একণে আর্য্য শব্দ কাম্য, শ্রেষ্ঠ ও সৎকুলোদ্ভব অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে কেন? হিন্দু শব্দ ঋষিদিগের সম্পত্তি নহে ইহা প্রাচীন পারসীকদিগের। যাহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট ও যাহারা সিন্ধুনদের নিকটে বাস করিতেন, পারসীকগণ তাহাদিগকেই হিন্দু বলিয়া ডাকিতেন। তবে উহার [illegible] করিয়া একণে কেন আর্য্য-ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম এবং আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীকে হিন্দু বলা হইতেছে? পূর্ব্বে কন্যারা দুগ্ধ দোহন করিতেন বলিয়া তাহারা দুহিতা নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু এখন দুগ্ধ দোহন না করিলেও কন্যামাত্রকে দুহিতা বলা হয় কেন? পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র পরিত্রাতা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বাশ্রয় প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হইতেন; কিন্তু একণে তিনি কেবল বজ্র ও জলের মালিক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছেন কেন? পূর্ব্বে স্বামী ও স্বামী মাতা প্রভৃতির আদেশে বা সম্মতিতে পরপুরুষে গমন করিলেও স্ত্রীলোকেরা সতীত্বভ্রষ্ট হইতেন না; কিন্তু এখন সতী একমাত্র স্বামীপরায়ণা অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে কেন? এই প্রকার সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে যে, পূর্ব্বে যে শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইত এক্ষণে সে শব্দ সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ বাবু বলুন এক্ষণে যাহারা প্রাচীন শব্দের অর্থান্তর করিয়া ব্যবহার করিতেছেন তাহারা সকলেই কি চোর এবং তাঁহার প্রিয় সম্ভাষণ * * * মধ্যে গণ্য হইবেন? (গ) শ্রীকৃষ্ণ বাবু আবার লিখিয়াছেন, সাধারণ লোকে যে অর্থে ঈশ্বর শব্দ ব্যবহার করেন ভগবতী বাবুর তাহা

গ্রাহ্য কিন্তু ঋষিরা যে অর্থে ব্যবহার করিতেন তাহা গ্রাহ্য নহে। কেন গ্রাহ্য হইবে? ঋষিরা এককালে নরমেধ গো-মেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করিতেন, গরু শূকর প্রভৃতি খাইতেন, এবং ইন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতিকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়াপূজা করিতেন ঋষিভক্ত শ্রীকৃষ্ণ বাবু * এক্ষণে সে সব করিতে কি প্রস্তুত আছেন? বিশেষতঃ আমরা উপরে দেখাইয়াছি যে, আমরা এক্ষণে যে অর্থে ঈশ্বর শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি অধিকাংশ হিন্দু শাস্ত্রকার সেই অর্থেই ঈশ্বর শব্দ ব্যবহার করিতেন। শ্রীকৃষ্ট বাবু অনুগ্রহ করিয়া জানিবেন যে, যেমন এক রূপ আচার ব্যবহার কোন জাতির মধ্যে চিরকাল এক ভাবে থাকে না, তেমনই প্রাচীন সকল শব্দই কোন জাতির মধ্যে চিরকাল এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসে না; সুতরাং যাহাদের দ্বারা শব্দের অর্থান্তর ঘটিয়া থাকে তাহাদিগকে চোর প্রভৃতি বলিতে সাহাস করা, কতদূর সঙ্গত তাহা তিনি ধীর ভাবে একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ঈশ্বর ও ব্রহ্ম লইয়া বিবাদ করার কোন মূল নাই, কোন অর্থ নাই, কোন প্রয়োজন নাই ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বাবুর কেবল বিবাদ-প্রিয়তারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইহাকেই বলে "গায়ে পড়িয়া বিবাদ করা।"

দ্বিতীয়। (ক) আমি নাস্তিক শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম এবং সেই সঙ্গে কপিল মুনিকে নাস্তিক ও শ্রীকৃষ্ণ বাবুকে তাঁহার নিরীশ্বরবাদের সমর্থনকারী বলিয়াছিলাম। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ বাবু হাড়ে হাড়ে চটিয়াছেন এবং আমাকে মনের সাধ মিটাইয়া কটূক্তি করিয়াছেন। কিন্তু কথা এই, কপিল যে আস্তিক ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ বাবু তাহার কি কোন প্রমাণ দিতে পারেন? ঋষিরা বলিতেন কপিল আস্তিক, অতএব কপিল আস্তিক ইহাই কি তাঁহার প্রমাণ? শ্রীকৃষ্ণ বাবু বলুন কপিল প্রকৃতির পরিণাম বিশেষকে ঈশ্বরপ্রভৃতি সংজ্ঞা দিয়াও "ঈশ্বরাসিদ্ধে" এই সূত্রটী কি উদ্দেশ্যে রচনা করিয়াছেন? তাঁহার এ ঈশ্বর কোন ঈশ্বর? ইনিই কি শ্রীকৃষ্ট বাবুর ব্রহ্ম নহেন? কপিল যদি এই ব্রহ্মকে না মানিলেন তবে তাঁহার নাস্তিক হইবার অবশিষ্ট কি রহিল? তাই আমরা পুনরায় বলিতেছি কপিল নাস্তিক ছিলেন। গতবারে আমি সপ্রমাণ করিয়াছি যে, শ্রীকৃষ্ণ বাবু কেবল যে কপিলের মত প্রকাশ বা তাহার সমালোচনা করিয়াছেন এমন নহে কিন্তু সেই সঙ্গে সে মতের সমর্থনও করিয়াছেন। তাই আমি তাঁহাকে নিরীশ্বর বাদের সমর্থনকারী বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম এবং এখনও তাহা বলিতে বাধ্য হইতেছি। তিনি যে আস্তিক তাহা আমি জানি, গতবারে তাহা আমি স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছি কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাঁহার লেখা দেখিলে তাঁহাকে আস্তিক বলিতে বড় একটা ইচ্ছা হয় না। পাঠক! তিনি বলেন যে, অনন্তকাল হইতেই সৃষ্টি চলিয়া আসিতেছে, ব্রহ্ম ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, আবার ব্রহ্মের উপাসনার আবশ্যকতা যিনি মনে অনুভবই করেন না তাঁহাকে আস্তিক বলিতে আপনার কি প্রবৃত্তি হয়? (খ) আমরা নাস্তিকতার যে লক্ষণ বলিয়াছিলাম তাহা নূতন বোধে শ্রীকৃষ্ণ বাবু চটিয়া লাল হইয়াছেন। কিন্তু তাহা বাস্তবিক আমার নূতন রচনা নহে। তিনি যদি ধর্ম্মপরায়ণ সাধুদিগকে (কি স্বদেশী কি বিদেশী) জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন যে, আমি নাস্তিকতার লক্ষণ অসঙ্গত বা অন্যায়রূপে নির্দ্দেশ করি নাই। ব্রহ্ম মানিব, অথচ তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিব না, ব্রহ্ম মানিব অথচ তাঁহাকে জ্ঞান প্রেম শক্তিতে অনন্ত বলিব না, অথবা ব্রহ্ম মানিব, তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিব তাঁহার অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত শক্তি মানিব, অথচ তাঁহার উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করিব না! এ বড় অসঙ্গত কথা। ব্রহ্ম সম্বন্ধে যাহারা এরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, কি স্বদেশী, কি বিদেশী, কি বর্ত্তমান কালের কি প্রাচীন কালের সকল সাধুরাই তাহাদিগকে অভক্ত নহে কিন্তু নাস্তিক—অন্ততঃ অর্দ্ধ নাস্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কারণ ব্রহ্মকে সৃষ্টিকর্ত্তা ও পূর্ণ স্বরূপ না বলিলে এবং সেই সঙ্গে তাঁহার প্রতি অবনত মস্তকে নির্ভর না করিলে তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করাই হয় না। ব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞান প্রভৃতি স্বরূপের সহিত স্বীকার করিলে তাঁহার প্রতি মস্তক অবনত (উপাসনা) হইবেই, যাহার তাহা না হয়, যে উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার না করে, বুঝিতে হইবে যে, সে ব্রহ্মের পূর্ণ স্বরূপে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না, সুতরাং তাহাকে নাস্তিক বলিব না ত কি বলিব?

তৃতীয়। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ বাবু স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন; কিন্তু আবার এ কথাও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ইচ্ছা কখন অপূর্ণ থাকে না, সুতরাং যখন হইতেই তাঁহার ইচ্ছার বিদ্যমানতা তখন হইতেই জগৎ, অতএব জগৎ অনাদি কাল হইতে বিদ্যমান আছে বলিতে হইবে। এবারে তিনি ব্রহ্মকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা স্বীকার করিয়া (বড় আহ্লাদেরই বিষয়, তবে আর তর্ক বিতর্ক কেন? এই খানেই ত সকল গোল মিটিয়া গেল) বলিয়াছেন যে, "মনে করুন আমি একজন লোক ছয় মাসের জন্য নিযুক্ত করিলাম কিন্তু যখনই লোক নিযুক্ত হইল তখনই তাহার নিয়োগ তাহার কার্য্যকালও ছয় মাস পরে অবসর দান এই কয়েকটী ঘটনা একেবারেই আমার সংকল্প হইল। তদ্রূপ সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের ইচ্ছা চিরন্তনই ব্রহ্মে বর্ত্তমান রহিয়াছে, পরে পরে কার্য্য ঘটনাই তাঁহার ইচ্ছার প্রকৃতি এবং এই প্রকৃতি নিত্য।" শ্রীকৃষ্ণ বাবু কি বিপদেই পড়িয়াছেন! বাস্তবিক এসময়ে বিদায় প্রার্থী ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান না করিলে তাঁহার আর উপায় নাই। আমার ভৃত্যের পদচ্যুতির কাল আমার সংকল্পে আছে মাত্র, তা বলিয়া বর্ত্তমান সময়েও সে যে পদচ্যুত হইয়া রহিয়াছে এমন নহে, এখন সে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া পায়ের উপর পা দিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে ব্রহ্মের ইচ্ছা যদি অপূর্ণ (সংকল্পে) না থাকে, যখনই তাঁহার ইচ্ছা তখনই যদি তাহা কার্য্যে পরিণত হয় (উপরি উক্ত উদ্ধৃত অংশ দেখ) তবে যখন হইতেই তাঁহার সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের ইচ্ছার বিদ্যমানতা, তখন হইতেই এই সৃষ্টি, ইহার স্থিতি ও ইহার প্রলয় উপস্থিত না হইয়াছে কেন? ব্রহ্মের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের ইচ্ছা "থাকিলেও" যখন সেই ইচ্ছানুরূপ কার্য্য ক্রমে ক্রমে প্রকাশ "হইতেছে" স্বীকার করিতে হইল তখন শ্রীকৃষ্ণ বাবুর "থাকা" ও "হওয়া" সম্বন্ধীয় বাকবিতণ্ডা এখন কোথায় রহিল? তাঁহার সৃষ্টির নিত্যত্ব সম্বন্ধীয় যুক্তিই বা এখন কোথায় চলিয়া গেল? কারণ ব্রহ্মের প্রলয়ের ইচ্ছা থাকিলেও যেমন প্রলয় উপস্থিত না হইয়া সে ইচ্ছা কেবল তাঁহার সংকল্পে থাকিতে পারিতেছে, সেইরূপ তাঁহার সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলেও প্রথমতঃ তাহা তাঁহার সংকল্পে থাকিতে পারিয়াছিল। অতএব শ্রীকৃষ্ণ বাবু যে বলিয়াছেন সৃষ্টি নিত্য, তাহা আর প্রমাণ হইল না। তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন এবারে বলিয়াছেন তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা সুতরাং সকল গোলই মিটিয়া গেল। ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের পার্থক্য [illegible] তিনি ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন এবং [illegible] এই দুইটী নিদারুণ কথা বলিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা

*কিছু দিন হইল ঋষি-বাক্য প্রভৃতি সম্বন্ধে একটী ভদ্রলোকের সহিত আমার কথাবার্ত্তা হইতেছিল এবং এই স্থলে যেরূপ কথা গুলি ব্যবহার করিলাম তাঁহার নিকট ঠিক সেইরূপ কথাগুলি বলিয়াছি তিনি অমনিই "আমি গরু শূকর খাইব? এতবড় স্পর্দ্ধার কথা" এই কথা বলিয়াই আমার বুকের উপর এক পদাঘাত করেন। আমি হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কএক ঘণ্টা পরে তিনি আমার নিকটে ক্ষমা চাহিলেন এবং প্রাণপণ চেষ্টায় তাঁহার উদ্ধত স্বভাবের অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বাবু ততদূর করিবেন আমি এরূপ আশা করি না।

তাঁহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলাম। দয়াময় ঈশ্বরের কৃপায় এক্ষণে সকল গোল মিটিয়া গেল, তাঁহাকে ধন্যবাদ।

শ্রীকৃষ্ণ বাবুকে আমরা এখানে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া এ পত্রের উপসংহার করিব। কুইন ভিক্টোরিয়া যেমন এদেশে গবর্ণর জেনারেলকে পাঠাইয়া দিয়া নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া আছেন এবং সেই গবর্ণর জেনারেল যেমন অধঃস্তন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া এদেশে প্রভুত্ব বিস্তার ও দেশ রক্ষা করিতেছেন, সেইরূপ ব্রহ্ম কেবল মাত্র ঈশ্বরকে সৃজিত করিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া আছেন, আর সেই ঈশ্বরই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মালিক হইয়া কালী দুর্গা মাকাল মনসা প্রভৃতি তেত্রিশ কোটি কর্ম্মচারী (দেবতা) নিযুক্ত করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ড পালন করিতেছেন। সুতরাং গবর্ণর জেনারেল হইতে একজন কনষ্টেবল পর্য্যন্ত সকলকেই যেমন আমাদের ভয় ও মান্য করিতে হয়, সেইরূপ ঈশ্বর হইতে মাকাল মনসা পর্য্যন্ত সকল দেবতাই আমাদের আরাধ্য ইহাই কি প্রতিপন্ন করা শ্রীকৃষ্ণ বাবুর উদ্দেশ্য ছিল?

যমুনীয়া } শ্রীভগবতীচরণ দে
২০ এ সেপ্টেম্বর ১৮৮০ }

# সোমপ্রকাশ।

১২ই আশ্বিন সোমবার।

বিগত পক্ষের মধ্যে দুইজন লোক বিশেষরূপে আমাদের নেত্রে পতিত হইয়াছেন; একজনের নাম বিনোদবিহারী সা। এই ব্যক্তি পাঠকবর্গের নিকট কিয়ৎ পরিমাণে পরিচিত। বিনোদবিহারী সা, কিছু দিন পূর্ব্বে, শারীরিক উন্নতি বিধানার্থ কলিকাতাতে একটী সভা স্থাপন করেন; কলিকাতার বড় বড় লোকেরা এই সভার উৎসাহদাতা ও অধ্যক্ষের পদে মনোনীত হন সভার কার্য্য সম্পাদনার্থ অনেক অর্থও সংগৃহীত হয়। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান মিরার বিরাগ প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে বিনোদবিহারী গত দুই তিন বৎসরের মধ্যে আয় ব্যয়ের বিবরণ প্রকাশ করে নাই, সভাটী বোধ হয় বহুদিন উঠিয়া গিয়াছে, এবং শারীরিক ব্যায়ামাদির পরিবর্ত্তে বিলিয়াড খেলার জন্য একটী সভা হইয়াছে, (ইহাতে শারীরিক উন্নতি হইবে তাহাতে সন্দেহ কি!!) এবং যে বাড়ীতে এই বিলিয়াড সভার অধিবেশন হয় বিনোদবিহারী তাহাতেই থাকে। মিরার এই ব্যক্তিকে তিরস্কার করিয়াছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি রাজেন্দ্রনাথ দত্ত। সোমপ্রকাশের পাঠকগণ ইহাকে বিশেষ রূপে জানেন। ইনি রায়নার রাজেন্দ্র দত্ত। ইনি নানাপ্রকার প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার পর সম্প্রতি পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া হাজতে বাস করিতেছেন, এরূপ জানা গিয়াছে যে এই ব্যক্তি নিজ নাম গোপন পূর্ব্বক, নানাপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যের আশা দিয়া লোকের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিত। অপরের লিখিত বিষয় উদ্ধৃত করিয়া নিজের বলিয়া প্রকাশ করিত। ষ্টেট সম্যান সম্পাদক এইরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ অনেক বার করিতে করিতে এবারে ধৃত হইয়াছে। এরূপ দুষ্টের দমন হয়, তাহা নিতান্ত প্রার্থনীয়। ইহারা শুভ অনুষ্ঠান পথের কণ্টক স্বরূপ দেশের বড় লোকদিগেরই বা কি বিবেচনা। যে সে ব্যক্তি আসিয়া ধরিলেই তাঁহারা কেন অমনি নিজ নিজ নাম দিয়া বসেন, তাঁহাদের নামের আশ্রয় পাইয়া যে ঐ সকল ভণ্ডলোক অপর দশ জনকে প্রতারণা করিবার পথ পায় তাহা একবার বিবেচনা করা হয় না। যাহা হউক দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের এখন অবধি সতর্ক হইয়া কার্য্য করা উচিত।

---

ক্রুশভীতি ও ইংলণ্ডের রাজনীতি।

ইংলণ্ডের কনসারবেটিব দল যে রুশিয়ার ভয়ে সর্ব্বদা অস্থির তাহা অনেকে জানেন। সম্প্রতি লিবারল মন্ত্রিদল আফগানিস্থান পরিত্যাগ কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করাতে কনসারবেটিবগণ নানাপ্রকার আন্দোলন উপস্থিত করিবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহারা বিধিমতে ইংলণ্ডের লোকের মনে ভয় জন্মাইবার চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন কাস্পিয়ান সাগর হইতে বহুসংখ্যক রুশীয় সৈন্য মার্ব্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এতদ্ভিন্ন দলে দলে রুশীয় লোক মধ্যআসিয়া ও আফগানিস্থানের সীমাপ্রদেশস্থিত প্রদেশ সকল পরিদর্শন করিতেছে। এ সকলের চরম লক্ষ্য কি? চরম লক্ষ্য কেবল ভারতবর্ষ অধিকার। রুশিয়া জানেন যে মধ্যআসিয়াতে তিনি যে সকল প্রদেশ অধিকার করিয়াছেন তাহার অধিকাংশ রাখিয়া কোন লাভ নাই; তাহা জয় করিতে যে ব্যয় হইয়াছে, সে ব্যয় তুলিয়া লওয়ার আশাই অল্প। একবার ভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারিলে সকল শ্রম সফল হয়। সুতরাং রুশিয়ার দৃষ্টি ভারতবর্ষের দিকেই পতিত রহিয়াছে। বিশেষতঃ তুর্কমানেরা অতিশয় সাহসী এবং যোদ্ধা, তাহাদের ন্যায় অশ্বারোহণে পটু জাতি আর দেখা যায় না, রুশিয়া যদি একবার তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া স্ববশে আনয়ন করিতে পারেন তাহা হইলে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার সময় তাহারা রুশিয়ার বিশেষ কার্য্যে লাগিবে।

এই সকল কথা বলিয়া রুশভীতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ ইংলণ্ডের লোকদিগকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আমরা এতদূর আশঙ্কার কারণ দেখিতে পাইতেছি না। রুশিয়ার পক্ষে ভারতবর্ষ আক্রমণ করা বড় সহজ ব্যাপার নয়, অন্ততঃ ৪০। ৫০ বৎসরের মধ্যে সুবিধা হইতেছে না। রুশিয়া যে ভারত বর্ষ আক্রমণ করিবেন, তাহার সম্ভাবনা কিরূপ একবার বিবেচনা করা যাউক। প্রথমতঃ রুশিয়া ও ভারতবর্ষ এই উভয় দেশের মধ্যে অপর কতকগুলি রাজ্য এবং সমরপ্রিয় জাতি আছে, ভারতবর্ষের দ্বারে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে পরাজিত বা বন্ধুসূত্রে বদ্ধ করার প্রয়োজন। যদি তাহাদিগকে পরাজিত করেন, তাহা হইলেই যে হঠাৎ অগ্রসর হইতে পারিবেন এরূপ সম্ভাবনা দেখা যায় না পরাজিত দেশে শান্তি ও শাসন শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে বহুদিন লাগিবে। যদি সে সকল দেশে সুশাসন শৃঙ্খলা স্থাপন না করিয়া অগ্রসর হন, তাহা হইলে তাহারা বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইবে এবং সম্মুখে ও পশ্চাৎ শত্রু দ্বারা বেষ্টিত হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ উক্ত প্রদেশ সকলের প্রজারা যেরূপ তেজস্বী, সাহসী ও সমরপ্রিয় তাহাদিগকে পদানত করা কিম্বা বহুকাল পদানত রাখা সহজ নয়। তাহাদিগকে করতলে রাখিতে রুশিয়ার বিলক্ষণ ব্যয় হইবে। শাসনকার্য্যে যেরূপ ব্যয় হইবে সে সকল প্রদেশের উৎপাদিকা শক্তি সেরূপ নয় সুতরাং সে ব্যয় বহন করাই দুষ্কর হইবে। ভারতবর্ষের ন্যায় বহুশস্যশালিনী স্বর্ণভূমি প্রাপ্ত হইয়াও ইংলণ্ড আয় ব্যয়ের সমতা বিধানে অসমর্থ হইতেছেন, আর রুশিয়া যে সেই সকল প্রদেশ সহজে সুশাসন করিবেন সে আশা দুরাশা মাত্র। তৃতীয়তঃ রুশিয়ার বর্ত্তমান সীমান্ত হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত যে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড আছে, তাহার অধিকাংশই মরুপ্রধান ও পর্ব্বতাকীর্ণ। সেই সকল প্রদেশের মধ্য দিয়া বহু সংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে অগ্রসর হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয়। কয়েক সহস্র সৈন্য লইয়া করাচি হইতে কান্দাহারে উপস্থিত হওয়া কিরূপ কঠিন তাহা আমরা দেখিয়াছি। দলে দলে উষ্ট্র মরিতে আরম্ভ হইল। সৈন্যগণের অসহ্য ক্লেশ ও অনেক অসুবিধা হইতে লাগিল। এমন কি অর্দ্ধেকেরও অধিক সৈন্য পথে ফেলিয়া অল্পসংখ্যক লোক লইয়া অগ্রসর হইতে হইল। কয়েক শত ক্রোশ যাইতে যখন এই ক্লেশ, তখন রুশিয়া যে সহজে লক্ষ লক্ষ লোক লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিবেন এরূপ [illegible] কল্পনা মাত্র। আর কিছু না হউক, ভারতবর্ষ [illegible] মনোপযোগী এক দল সৈন্য প্রেরণ করিতে [illegible]

অর্থের প্রয়োজন হইবে আর ২০।৩০ বৎসর ধরিয়া রাজস্বের অবস্থা ভাল না হইলে রুশিয়া সে অর্থ সংগ্রহে সমর্থ হইবেন না। এরূপ স্থলে এ প্রকার আশঙ্কা হৃদয়ে স্থান দেওয়াই নির্ব্বোধের কাজ।

তবে আর একটী কথা আছে কেহ কেহ হয় ত বলিবেন রুশিয়া মধ্যবর্ত্তী দেশ সকলকে পরাজিত করিবেন না, আপনার রাজনীতি চাতুরীর দ্বারা তাহাদিগকে গূঢ় বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ করিবেন। সে বিপদ হইতে রক্ষার উপায় কি? ভাল জিজ্ঞাসা করি রুশিয়া যে সকলকে বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ করিবেন, এরূপ আশঙ্কাই বা করা যায় কেন? তাহারা কি দেখিয়া রুশিয়ার দিকে আকৃষ্ট হইবে? এই আকর্ষণ তিন প্রকারে ঘটিতে পারে। প্রথম, অর্থের লোভ; দ্বিতীয় পরাক্রমের ভয়ে, তৃতীয় চরিত্রের প্রতি অধিক আস্থা থাকাতে। রুশিয়া কি এত ধনী, যে তিনি উৎকোচ দিয়া এতগুলি জাতিকে হস্তগত করিবেন। রুশিয়ার রাজকোষের অবস্থা যাঁহারা জানেন তাহারা ত এরূপ আশা করেন না। তবে কি রুশিয়ার পরাক্রমের ভয় এত অধিক যে সেই ভয়ে ঐ সকল জাতি রুশিয়ার আজ্ঞাধীন থাকিবে, তাহারই বা সম্ভাবনা কি? ইংরাজসৈন্যগণের শৌর্য্য এবং পরাক্রম ভারতবর্ষের নিকটস্থ সমুদায় জাতির বিদিত সুতরাং তাহারা যে হঠাৎ ওরূপ ভ্রমে পতিত হইবে তাহা বোধ হয় না। তৃতীয়তঃ আমরা কি এইরূপ মনে করিব যে ইংলণ্ডের অপেক্ষা রুশিয়ার চরিত্রের প্রতি ঐ সকল জাতির শ্রদ্ধা অধিক, এরূপ কেন হইল? যদি ইহা সত্য হয়, ইংলণ্ডই সে জন্য দায়ী, কারণ তাঁহারা তাহাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাদের সেইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে। গত আফগান যুদ্ধের ন্যায়, একটী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যে শ্রদ্ধার হানি হয় তাহা আর ২০ বৎসরে পুনঃস্থাপন করা যায় না।

আমরা বলি ইংলণ্ডের রুশিয়ার ভয়ে কুণ্ঠিত থাকা কর্ত্তব্য নয়, তাহাতে লোকের অনাস্থা এবং সন্দেহ আরও বৃদ্ধি করা হয়। ইংলণ্ড ন্যায়, সত্য ও উদারতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করুন। রুশিয়া যেমন মধ্যবর্ত্তী জাতি সকলের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রয়াস পাইতেছেন, তিনিও তাহাদিগকে বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করুন। আর রুশিয়াকেই বা চিরশত্রুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া কার্য্য করা হইবে কেন? তাঁহার সহিত পরিষ্কার কথা কহিয়া পরস্পরের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া লওয়া হউক। বর্ত্তমান মন্ত্রিদল এই রাজনীতি-পথ অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন। আমাদের এই পথই শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া মনে হয়।

### স্বার্থপরতার বিচিত্র যুক্তি।

প্রসিদ্ধ ঈশপের গ্রন্থে ব্যাঘ্র ও মেষ শাবকের যে গল্পটী আছে, তাহা বোধ হয় অনেকে পড়িয়া থাকিবেন। লোকের যখন কোন প্রকার স্বার্থসাধন করা আবশ্যক হয় তখন তাহার অনুকূল যুক্তির অপ্রতুল থাকে না। ইংলণ্ডের এক সম্প্রদায় লোক আমাদিগকে ইহা স্মরণ করাইয়া দিয়েছেন। ইংলণ্ডে "পেট্রিয়টিক এসোসিএসন" দেশহিতৈষী সভা নামে একটী সভা আছে। এটী বোধ হয় কনসারবেটিব দলের সভা। ইহাঁরা সম্প্রতি গ্লাডষ্টোনের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন। আবেদনকারীদিগের মত এই যে আফগানিস্থান পরিত্যাগ করিলেও কান্দাহার পরিত্যাগ করা না হয়। এরূপ পরামর্শ দিবার কারণ এই (১ ম) কান্দাহারের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি ধন ধান্যে পরিপূর্ণ সুতরাং এখানে রাজস্বের চিন্তা নাই। (২ য়) কান্দাহার পারস্য, তুরস্ক, ও ভারতবর্ষের বাণিজ্য-পথের সন্ধিস্থল, এই প্রদেশ হস্তগত থাকিলে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইতে পারে। (৩ য়) কান্দাহার সমর-শাস্ত্রের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট স্থান। যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলে, এই স্থানকে মূলদেশ স্বরূপ করিয়া অনায়াসে সৈন্য সংগ্রহ এবং সৈন্যাদি প্রেরণ করিতে পারা যায়। (৪ র্থ) করাচি বন্দরের বাণিজ্যের দিন দিন যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, যদি কান্দাহার হস্তে থাকে তাহা হইলে আফগানিস্থানের শস্য সকল দুই দিনের মধ্যে করাচিতে নীত হইতে পারিবে। যে সকল উৎকৃষ্ট ফল শস্য এখন ক্ষেত্রে পচিয়া যায় তখন তাহা দরিদ্র কৃষকদিগের ধন বৃদ্ধির কারণ হইবে। (৫ ম) কান্দাহার যদি হস্তগত থাকে সেখানে একদল ব্রিটিশ সৈন্য থাকিবে সুতরাং আফগানিস্থানের বিদ্রোহি জাতিদিগকে শাসন করা দুষ্কর হইবে না। বিদ্রোহের সূচনামাত্রেই তাহাদিগকে দমন করা যাইবে তাহা হইলে আর মধ্যে মধ্যে সীমান্ত প্রদেশের রক্ষার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে না। (৬ ষ্ঠ) কান্দাহার ব্রিটিশ করগত হওয়া অবধি প্রজাদিগের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন প্রজারা আর আফগানদিগের অত্যাচার ও উৎপীড়নের মধ্যে পতিত হইতে ইচ্ছা করে না। তাঁহারা ইংরাজদিগের অধিকারকে প্রার্থনীয় মনে করিতেছে। (৭ ম) ব্রিটিশ রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সভ্যতাও আফগানিস্থানে বিস্তীর্ণ হইবে। লোকের বর্ব্বরতা ঘুচিয়া যাইবে, জ্ঞান চর্চ্চা হইয়া লোকের ধর্ম্মনীতি উন্নত হইবে।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি গুলির মধ্যে আমরা দুই জাতীয় যুক্তি দেখিতে পাইতেছি। কতকগুলি স্বার্থ মূলক অপর গুলি পরার্থমূলক। স্বার্থ মূলক যুক্তি গুলি কেবল কান্দাহার কেন? অনেক দেশের পক্ষেই খাটে। নিকটবর্ত্তী ভূমি বহু শস্য সম্পন্ন, বাণিজ্যের সুবিধা আছে, এবং সেনানিবেশ করিবার পক্ষে উহা উৎকৃষ্ট স্থান এই বলিয়া যদি কান্দাহার হস্তগত রাখিতে হয় তাহা হইলে কোন দেশ যে এরূপ রাজনীতির হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে তাহা বলা যায় না; তাহা হইলে বহু শস্য সম্পন্ন হওয়া এবং বাণিজ্যের সুবিধা থাকার অপরাধে অনেক জাতিকে স্বাধীনতা হারাইতে হয়।

নিরবচ্ছিন্ন স্বার্থপর যুক্তি শ্রবণ করিলে লোকে উপহাস করিবে এই জন্যই বোধ হয় কয়েকটী পরোপকার মূলক যুক্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে। কান্দাহার ইংলণ্ডের হস্তে থাকিলে প্রজাদিগের উপকার হইবে; ধন ধান্য বাড়িবে, জ্ঞান ও সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে, এবং প্রজাদেরও সেই ইচ্ছা। এই যুক্তি গুলি আমরা এতবার শুনিয়াছি যে এখন শুনিলে হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না। সিন্ধু দেশ অধিকারের সময় ঠিক এই কথা বলা হইয়াছিল, অযোধ্যা প্রদেশ করকবলিত করিবার সময় এই যুক্তিই প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং নিজামের গবর্ণমেণ্ট বেরার প্রদেশ ফিরিয়া চাওয়াতে এই প্রকার যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াই তাহাদিগকে নিরস্ত করা হইতেছে। অনেকে আশঙ্কা করিয়া থাকেন কোন দিন কাশ্মীর প্রদেশ বা এরূপ যুক্তির তলে পড়িয়া যায়।

দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যাপেক্ষা ব্রিটিশ রাজ্যে যে প্রজাদিগের সুখ শান্তি অধিক, ইংলণ্ডে যে অনেক স্থলে বাস্তবিক উদ্ধার কর্ত্তার কার্য্য করিয়াছেন তাহা কে অস্বীকার করিবে? আমরা এরূপ অকৃতজ্ঞতা অপরাধে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করি না কিন্তু যদি কোন দেশের প্রজাদিগকে অত্যাচার বা বর্ব্বরতা হইতে মুক্ত করা আবশ্যক হয় তাহা হইলে কি সে দেশ অধিকার না করিয়া থাকা যায় না? ইংলণ্ড তুরকের বলে কি করিতেছেন, তাঁহার এবং অপরাপর দেশের প্ররোচনাতে তুরকের শাসন প্রণালীর কি অনেকাংশে সংস্কার হইতেছে না? যদি আফগানদিগের জন্য এতই প্রাণ কাঁদিয়া থাকে তাহা হইলে আবেদন উপদেশ প্রভৃতির দ্বারা উহাদের রাজা ও মন্ত্রিদলকে সংস্কার কার্য্যে অগ্রসর করাবার চেষ্টা করুন। রেলওয়ে, রাস্তাঘাট প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া দিউন, বণিকদিগের রক্ষার উপায় বিধান করুন, রাজাকে বলিয়া কৃষিকার্য্যের উপায় বিধান করুন এবং [illegible] সাহায্য করুন। এরূপ নিঃস্বার্থ পরোপকার প্রবৃত্তি দেখিলে

তাঁহাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইবে এবং অপরাপর জাতি সকলকে তাহারা বন্ধুত্ব সূত্রে বদ্ধ করিতে পারিবেন। রাজনীতির অপর নাম যদি স্বার্থপরতা হয় তবে রাজনীতি শব্দটী চিরকাল নীতিদর্শী লোকদিগের চক্ষে ঘৃণিত থাকিবে।

মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহম্মদ অনেকগুলি দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন একজন সুশিক্ষিত মুসলমান এই বলিয়া তাঁহার পক্ষসমর্থন করিয়াছেন, যে মহম্মদ অতি দয়ালু লোক ছিলেন, তিনি দেখিলেন অনেকগুলি স্ত্রীলোক নিরাশ্রয় হইয়া ক্লেশ পাইতেছে, দেখিয়া আশ্রয় দেওয়া উচিত বোধে তাহাদিগকে বিবাহ করিলেন। ইহাও সেই প্রকার যুক্তি। বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রেই বলিবেন তিনি কি বিবাহ না করিয়া আশ্রয় দিতে পারিতেন না। পূর্ব্বোক্ত আবেদনকারীদিগের প্রতিও আমাদের সেই প্রশ্ন। ইংলণ্ড কি প্রজাদের স্বাধীনতা হরণ না করিয়া তাহাদিগের উপকার করিতে পারেন না।

উপসংহারে প্রশ্ন এই, যাঁহারা ভারতবর্ষের ন্যায় নিরুপদ্রব ও ধনধান্যশালী দেশ হস্তগত করিয়া এতকালের মধ্যে আয় ব্যয়ের সমতা করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা আবার অপরদেশ অধিকার করিবার ইচ্ছা করেন কিরূপে। স্বদেশীয় শাসন বিদেশীয় শাসন যে ব্যয় সাধ্য তাহা কি অদ্যাপি বুঝিতে বাকি আছে? যদি থাকে তাহা হইলে স্বার্থ পরতার যুক্তি অতিবিচিত্র বলিতে হইবে।

---

আশঙ্কিত করবৃদ্ধি।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয়ের হিসাব পার্লামেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত করিয়া লার্ড হার্টিংটন সাহেব যে বক্তৃতা করেন তাহার এক স্থলে বলিয়াছেন "যে ভারতবর্ষের রাজস্ব সম্বন্ধে কোন প্রকার নূতন পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক হইবে।" এ শব্দগুলির অর্থ কি? অন্য লোক হইলে আমাদের এ চিন্তা তত প্রবল হইত না। কিন্তু আমাদের ষ্টেট সেক্রেটারি অত্যন্ত বিবেচক এবং সতর্ক লোক। তিনি সচরাচর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কথা বলিয়া থাকেন, দশগুণ সম্ভাবনা দেখিলে একগুণ আশা দিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার এ কথাগুলির বিশেষ ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে। ভারতবর্ষীয় রাজস্ব সম্বন্ধে কি নূতন পন্থা অবলম্বিত হইবে?

ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের সমতা বিধান কিরূপে করা যায়? এই প্রশ্নের দুই প্রকার উত্তর হইতে পারে, প্রথম ব্যয় সংক্ষেপ কর; দ্বিতীয় আয় বৃদ্ধি কর। [illegible] ব্যয় সংকোচ সম্বন্ধে অনেক কথা উক্ত হইয়াছিল বটে কিন্তু এক্ষণে জানা যাইতেছে কি শাসন সম্বন্ধীয় বিভাগ কি সৈন্য বিভাগ, কোন বিভাগেই বিশেষ ব্যয় সংকোচের আশা নাই। লার্ড হার্টিংটন সাহেব স্বয়ং পার্লামেণ্ট সভাতে মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলিয়াছেন, তবে আয়ের বৃদ্ধি ভিন্ন এই সমতাবিধানের অন্য আশা দৃষ্ট হয় না, আয়ের বৃদ্ধি দুই প্রকারে ঘটিতে পারে, প্রথমতঃ এক্ষণে আয়ের যতগুলি দ্বার আছে, তদ্দ্বারা অধিক আয়ের উপায় করা, দ্বিতীয়তঃ নূতন কর স্থাপন করা। ভারতবর্ষীয় রাজস্বের বিবয় যাঁহারা জানেন তাঁহারা বহু দিন হইতে বলিয়া আসিতেছেন, যে বর্ত্তমান সময়ে আয়ের যতগুলি উপায় আছে, সে উপায়ে আর অধিক লাভের আশা নাই। সে সকল উপায়ের আর স্থিতিস্থাপকতা শক্তি নাই। ভূমির রাজস্ব, অহিফেনের রাজস্ব, ষ্ট্যাম্পের রাজস্ব প্রভৃতি রাজস্বের যতগুলি উপায় আছে সকল গুলিই চরম সীমা প্রাপ্ত বলিলে হয়। আয় বর্দ্ধিত করিবার যো নাই। তবে নূতন কর স্থাপন করাই রাজস্ব বৃদ্ধির এক মাত্র উপায়। কিন্তু সে দিকেও কি ইতি পূর্ব্বে প্রজাদিগের সহিষ্ণুতার অতিরিক্ত ভার চাপান হয় নাই? কি সাক্ষাৎভাবে কি পরোক্ষভাবে আর যে কোন প্রকার নূতন কর স্থাপন করা হইবে তাহাতেই প্রজাদিগের ক্লেশের সীমা পরিসীমা থাকিবে না। এক লাইসেন্স ট্যাক্স অনেক দরিদ্র প্রজার পক্ষে অসহ্য উৎপীড়নের কারণ হইয়াছে। ইহার উপর আবার কোন প্রকার কর সৃষ্টি করিলে প্রজাগণ সহ্য করিতে পারিবে না, লোকের অসন্তোষ ও যাতনার অবধি থাকিবে না। অতএব লার্ড হার্টিংটনের উদ্দেশ্য যদি এ প্রকার হয় তাহা হইলে আমাদের পক্ষে নিতান্ত শোচনীয় বলিতে হইবে।

হয়ত রাজারা বলিবেন তোমরা ন্যায্য উপায়ে আয় বৃদ্ধি করিতে দিবে না, তবে কি আমরা ঘরের অর্থ দিয়া তোমাদের দেশ শাসন করিব? সে কথার উত্তরে আমরা বলিব, যদি সাহস থাকে চারিদিকের ব্যয় সংক্ষেপ করুন। সমগ্র প্রজার দারিদ্র্য ও অসন্তোষ বৃদ্ধি অপেক্ষা কতকগুলি কর্ম্মচারীর অসন্তোষ বৃদ্ধি কি প্রার্থনীয় নয়? এ কথা আমরা স্বীকার করি; যে ব্যয়সংকোচ কর বলিয়া উপদেশ দেওয়া যত সহজ করা তত সহজ নয়। কিন্তু এ পথ ভিন্ন যখন অন্য পথ নাই তখন সমূহ বিঘ্ন থাকিলেও এই পথে চলিতে হইবে।

ব্যয় সংক্ষেপের প্রসঙ্গ উপস্থিত হওয়াতে অনেকে অনেক প্রকার পরামর্শ ও উপদেশ দিয়াছেন। আমরা এক প্রকার নূতন পরামর্শ দিতেছি। সম্প্রতি দেশীয় রাজাদিগের প্রত্যেকেরই নিকটে এক এক দল সৈন্য আছে। উহাকে ইংরাজীতে কণ্টিনজেণ্ট কোর্ বলে, রাজারা তাহাদের ব্যয় বহন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বহু সংখ্যক ইউরোপীয় ও দেশীয় সৈন্য আছে; তাহার ব্যয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বহন করিয়া থাকেন। যুদ্ধ বিগ্রহ ত আর সর্ব্বদা ঘটে না; সুতরাং কি রাজাদিগের সৈন্য কি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সৈন্য সকল সৈন্যই অধিকাংশ সময় অলস হইয়া বসিয়া থাকে। প্রথমতঃ এরূপ এক শ্রেণীর অলস ভৃত্য রাখা অর্থনীতির চক্ষে নিষ্প্রয়োজন ও নিন্দনীয়। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় বিদেশীয় রাজ্যে রাজজাতীর পক্ষে ইহা আবশ্যক হইয়া পড়ে। ভাল যদি এক দল সৈন্য রাখাই আবশ্যক হয়, তাহা হইলে দুই স্থানে দুই দল না রাখিয়া এক স্থানে এক দল রাখাই কি যুক্তিসিদ্ধ নয়? আমরা যে প্রস্তাব করিতেছি তাহা এবং ভারতবর্ষের রক্ষা ও বিপৎ নিবারণের জন্য কত সৈন্য রাখা কর্ত্তব্য অগ্রে তাহা নির্দ্ধারিত হউক। দেশীয় রাজাদিগের বর্ত্তমান কণ্টিজেণ্ট দল তুলিয়া দিয়া পূর্ব্বোক্ত সৈন্যদলকে বিভাগ করিয়া এক এক রাজার রাজ্যে এক এক দল রক্ষিত হউক, তাহারা সন্ধির সময় রাজাদিগের রাজ্যে বাস করিবে, বিগ্রহের সময় চারি দিক হইতে এক স্থানে মিলিত হইবে। ঐ সকল সৈন্যদলের ভরণপোষণের ভার অর্দ্ধেক রাজগণ প্রদান করুন, অর্দ্ধেক ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রদান করুন, এরূপ করিলে সম্প্রতি রাজাদিগের যত ব্যয় হইতেছে, তাহার অনেক লাঘব হইবার সম্ভাবনা, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টেরও ব্যয় অর্দ্ধেক বাঁচিয়া যাইতে পারে। কণ্টিনজেণ্ট সৈন্য গুলি অনেক রাজার পক্ষে ভারস্বরূপ হইয়াছে। যে সময়ে দেশ মধ্যে সর্ব্বদা রাজায় রাজায় যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইত তখন তাহাদের প্রয়োজন ছিল। এখন উক্ত সৈন্য সকল নিরর্থক বসিয়া খায়। পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিলে উভয় উদ্দেশ্য একেবারে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উভয় গবর্ণমেণ্টেরই ব্যয়ের সাহায্য হয়। যাহা হউক লিবারেল মন্ত্রিদল অন্য যাহা কিছু করুন নূতন কর স্থাপন না করেন এই মাত্র আমাদের অনুরোধ।

---

রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি।

লার্ড লিটনের গবর্ণমেণ্টের দুইটী বিশেষ দোষ ছিল, যে দোষে তাঁহারা আপনাদিগকে লোকের অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধাভাজন করিয়াছিলেন। প্রথম দোষ, তাঁহারা মুখে এক কথা বলিতেন এবং কার্য্যে আর এক প্রকার করিতেন, দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা [illegible]

মীরদিগের মতামতের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন। রাজা ও প্রজার সদ্ভাব ও সুখের পক্ষে উক্ত উভয় দোষ সাংঘাতিক। একে ত বিদেশীয় রাজাদিগের সকল প্রকার কার্য্যে প্রজাদিগের কোন প্রকার দুরভিসন্ধির আরোপ করিবার সম্ভাবনা; কারণ উভয় জাতির স্বার্থ বিভিন্ন; অনেকস্থলে একজনের লাভে অপরের ক্ষতি, একজনের ক্ষতিতে অপরের লাভ। ইহার উপর যদি আবার অসরলতা ও কাপট্যের যোগ থাকে তাহা হইলে সেই অসদ্ভাব অমনি আরও প্রজ্বলিত হয়। অকারণ কাহাকেও কপট বা প্রবঞ্চক বলা ভদ্রনীতি বিরুদ্ধ এবং নীতিবিরুদ্ধ কিন্তু সার জনষ্ট্রাচি ও লর্ড লিটন যে ভাবে কার্য্য করিয়াছেন তদ্দ্বারাই আপনারা এই অখ্যাতি উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। যে দিন লোকে দেখিলে যে তাঁহারা ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় স্বরূপ বলিয়া একপ্রকার নূতন কর সৃষ্টি করিলেন, যে কর প্রজাগণের অসহ্য ক্লেশ উৎপাদন করিল। তথাপি দুর্ভিক্ষের উপায় স্বরূপ বলিয়া অনেকে দিতে বিশেষ আপত্তি করিতে পারিল না। লোকে যে দিন দেখিল সেই সেই কর দ্বারা সংগৃহীত অর্থ দুর্ভিক্ষের জন্য সঞ্চিত না থাকিয়া আফগান যুদ্ধের জন্য গেল সেই দিন হইতে তাঁহাদের উক্তি ও কার্য্যের প্রতি লোকের সন্দেহ জন্মিল। পরে তাঁহাদের অন্যান্য আচরণে লোকের এই সন্দেহ আরও ঘনীভূত করিয়াছে। কেহ কেহ এমনও প্রশ্ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে উক্ত কর স্থাপনের সময় আফগান যুদ্ধের ব্যয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া স্থাপন করেন নাই, তাহার প্রমাণ কি? তাঁহারা বলেন লার্ড লিটন যখন এদেশে পদার্পণ করেন তখনই আফগানিস্থান সম্বন্ধে নূতন নীতি মার্গে অনুসরণ করিবার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। সেই নূতন নীতির অনুসরণ করিতে গেলে যে তাঁহাকে আমীরের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে তাহাও তিনি জানিতেন; এবং ভারতবর্ষের ধনাগার যে উক্ত যুদ্ধের ব্যয় ভার বহনে অসমর্থ হইবে তাহাও জানিতে তাঁহার অধিক দিন লাগে নাই, এরূপ স্থলে লাইসেন্স ট্যাক্স স্থাপনের সময় যে যুদ্ধের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন এরূপ বোধ হয় না। এরূপ যুক্তি যাঁহারা করেন তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে অযুক্ত বলিয়া মনে করা যায় না। তাঁহারা পরে বর্ত্তমান বর্ষের আনুমানিক আয় ব্যয়ের হিসাব দিবার সময় যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া লোকের এরূপ সংস্কার আরও দৃঢ় হইয়াছে; লোকে কি দেখিলেন। লোকে দেখিলেন যে সচরাচর মার্চ্চ মাসের শেষে যে হিসাব প্রদত্ত হয় তাহা একমাস পূর্ব্বে ফেব্রুয়ারির শেষে প্রদত্ত হইল; সে হিসাব মধ্যে ভারতবর্ষীয় রাজস্বের অবস্থা উৎকৃষ্ট বলিয়া চিত্রিত হইল। পরে অনুসন্ধানে জানা গেল যে সেই হিসাব যে দিন ইংলণ্ডে পৌছিল সেই দিনই পার্লিয়ামেন্ট সভাতে আফগান যুদ্ধের ব্যয়ের প্রসঙ্গ উঠিবার কথা ছিল। ইংলণ্ডর মন্ত্রিদল তখন ঐ সমগ্র ব্যয় ভারতবর্ষের স্কন্ধে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সুতরাং ভারতবর্ষীয় রাজস্বের এই উৎকৃষ্ট অবস্থার কথা জ্ঞাত হইলে লোকের আর আপত্তি থাকিবে না এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার অভিপ্রায় ছিল। তৎপরে নূতন মন্ত্রিদল যেই পদস্থ হইলেন অমনি পূর্ব্ব হিসাবের ভুল বলিয়া "অনেক লক্ষ মুদ্রা একেবারে দেখা দিল এবং পূর্ব্ব হিসাবে চিত্রিত অবস্থার স্বপ্ন একেবারে বিলীন হইয়া গেল। লোকে দেখিয়া ভাবিল ইংলণ্ডের ইলেকসনের কি প্রকার ফল হয় দেখিবার জন্য উক্ত লক্ষ লক্ষ মুদ্রার কথা এত দিন গোপনে রাখা হইয়াছিল। যখন দেখিলেন লিবারল দলের জয় হইল তখন আর গোপন রাখা নিরর্থক বোধে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইল।

এই সকল ব্যবহার দেখিলে কি লোকের আর বিশ্বাস থাকে? তাহাদের প্রতি এরূপ সন্দেহ করাতে যদি কোন অপরাধ হয়, সে অপরাধের জন্য তাঁহারা দায়ী।

লর্ড রিপনের শাসনপটুতা সম্বন্ধে আমরা অধিক জানিনা, কিন্তু তিনি ধর্ম্মভীরু লোক এই প্রকার সাধারণ সংস্কার থাকাতে লোকের সেই সন্দেহ ও অশ্রদ্ধার ভার ক্রমে চলিয়া যাইতেছে। একদিকে আফগানিস্থান পরিত্যাগ করাতে যেমন ধর্ম্মানুগত নীতির অনুসরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে। অপর দিকে নূতন গবর্ণর জেনেরলের যে কিছু কথা বা কার্য্য জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। তাহাতে তাহার সহৃদয়তা ও সদাশয়তা প্রকাশ পাইতেছে। সম্প্রতি আফগান যুদ্ধে তিনি সৈনিকদিগের নিরাশ্রয় স্ত্রীপুত্র পরিবারাদির সাহায্য বিধানার্থ অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য সিমলাশৈলে একটী সভা আহূত হয়। গবর্ণর জেনেরল উক্ত সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি যে কেবল অনুরোধে পড়িয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নয় নিজে তিন সহস্র মুদ্রা সাহায্য করিয়াছেন। সভাস্থলে তিনি যে বক্তৃতা করেন তন্মধ্যে তাঁহার সদাশয়তা ও উদারতার বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেক গুলি লোকের সংস্কার আছে যে রাজনীতি-পথে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করার প্রয়োজন নাই। তুমি আমি যে শঠতা বা প্রতারণা করিলে হয়ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হই, সে শঠতা বা প্রতারণা গবর্ণমেন্টের পক্ষে নিষিদ্ধ নয়। এরূপ দূষিত নীতির প্রতি আমাদের আন্তরিক ঘৃণা আছে। বর্ত্তমান মন্ত্রিদল আর কিছু না করুন, যদি এই দূষিত মতের অসারবত্তা প্রমাণিত করিতে পারেন তাহা হইলেও পরম লাভ।

---

### ব্যয় সংক্ষেপ।

ব্যয় সংক্ষেপ করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট আন্তরিক চেষ্টা পাইতেছেন বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাঁহারা ব্যয় সংক্ষেপের প্রকৃত উপায় উদ্ভাবনে সমর্থ হইতেছেন না। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়া অভীষ্ট সাধনের চেষ্টা পাইয়াছেন সেগুলি প্রকৃত উপায় নহে। কেবল ১০। ২০ টাকা বেতনের কেরাণীর সংখ্যা কমাইয়া ও সাধারণ হিতকর কার্য্য গুলি বন্ধ করিয়া ব্যয় সংক্ষেপের চেষ্টা বিশুদ্ধ রাজনীতির অনুমোদিত ন। প্রয়োজনীয় কার্য্যগুলি ন্যায্য ব্যয়ে সম্পন্ন করাকেই ব্যয়সংক্ষেপ বলে। পরিবারবর্গকে এক বেলা আহার দিয়া ব্যয় কমাইলে মিতব্যয়িতা হয় না। ১৮৭১ অব্দে ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরল সিবিলিয়ানদিগের বেতন কমাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আবার এই প্রশ্ন উপস্থিত করা হইয়াছে, এটী একটী মহাভ্রম। এক্ষণে সিবিলিয়ানেরা যথেষ্ট বেতন পান বলিয়াই পাপকর্ম্মে তাঁহাদিগের মতি হয় না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আরম্ভে যে সকল সিবিলিয়ান আসিয়াছিলেন তাঁহারা কম বেতন পাইতেন সুতরাং নানা দোষও ঘটিত। বেতন বৃদ্ধি হইল সে দোষও গেল। এখন আবার বেতন কমাইয়া দাও শীঘ্রই বিষময় ফল দেখিতে পাইবে। একবার যখন ইহাদিগের বেতন কমিয়া যায় সেই সময়েই সর হেনরি রিকেটস্ এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে এখন ত্রিশবৎসর কাজ করিয়া পরিমিতব্যয়ী হইয়াও অল্প সিবিলিয়ান এক লক্ষ টাকা লইয়া বাটী গমন করিতে পারেন। ইহার উপর আবার বেতন কমিলে তাঁহাদিগের সাধারণে অসন্তোষ বৃদ্ধি হইবে এটী হইতে দেওয়া কোন মতেই উচিত হয় না। বেতন কমাইয়া দিয়া কুকর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়া অপেক্ষা ইহাদিগকে কর্ম্ম হইতে অপসারিত করাও ভাল। এখন ভারতের লোকে বিদ্যাশিক্ষার মধুর স্বাদ পাইয়াছেন এখন পূর্ব্বের সেই অজ্ঞানতা দূরীভূত হইয়াছে। ভারতবাসীরা এখন অনেক পরিমাণে তাঁহাদিগের রাজনীতি সংক্রান্ত কার্য্যের উপযোগী হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা গবর্ণমেন্টের অল্প খরচায় অনেক গুরুতর কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। এখন যদি সিবিলিয়ানেরা এ দেশ পরিত্যাগ করেন তাহা

হইলে রাজনীতি বিষয়ে যে বিপ্লব ঘটিবে সে আশঙ্কাও করা যায় না। বিচারকার্য্যে ভারতবাসীদিগের আজিও যে কিছু ত্রুটী আছে গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ পাইলে তাহাও থাকিবার সম্ভাবনা নাই। "কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ" কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমে কাজের লোক হয়। একেবারেই কেহ কাজের লোক হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট যদি ভারতবাসিদিগের উপর বিশ্বাস করিয়া এবং তাহাদিগকে কার্য্যোপযোগী করিয়া সিবিলিয়ানদিগকে ক্রমশ কর্ম্ম হইতে অপসারিত করেন তাহা হইলে ব্রিটিশ নামের অনুরূপ প্রজাহিতৈষীতাও করা হয় এবং ব্যয়ও সংক্ষেপ হইয়া যায়।

পক্ষান্তরে অনিষ্টের মূলে আঘাত করিতে না পারিলে অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা অল্প। বাড়িক, রাস্তা ও বাটী প্রভৃতিই অপব্যয়ের প্রধান কারণ, অগ্রে এ গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। এক জন এতদ্দেশীয় ভদ্রলোক যে বাটী তিন হাজার টাকায় প্রস্তুত করিবেন পূর্ত্তকার্য্যবিভাগের কর্ম্মচারীরা অন্ততঃ পনর হাজার টাকার কমে তন্নির্ম্মাণের ভার গ্রহণে সম্মত হইবেন না। পূর্ত্তকার্য্যবিভাগের অধিকাংশ কর্ম্মচারী চুরি না করিয়া নিরূপিত বেতনে সন্তুষ্ট থাকিবার লোক নহেন। এই চুরি আবার এক প্রকাশ্যরূপে হয় যে আফিসের কেরাণী দপ্তরি পর্য্যন্তও দস্তুরী পাইয়া থাকে। যে মজুর তিন আনায় পাওয়া যায় পূর্ত্তকার্য্যবিভাগে তাহার নিমিত্ত অন্ততঃ পাঁচ আনা পড়ে। একজন সাধারণ ভদ্র লোক যে ইট আট টাকায় পাইবেন পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের হিসাবে তাহার মূল্য বার টাকা। উত্তম ইট প্রস্তুত করিতে কলিকাতার বাহিরে প্রতি লক্ষে ঊর্দ্ধ সংখ্যা চারিশত পঞ্চাশ টাকা ব্যয় পড়ে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ইট খোলায় প্রতি লক্ষে প্রায় সহস্র টাকা ব্যয় দিতে হয়। একজন অপর লোকের কড়ি কাঠ দুই পুরুষ যায় কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বাটী সমূহের কাঠ দশ বৎসরও যায় না। কাজ বাড়িলেই কর্ম্মচারীদিগের লাভ। পাঁচ বৎসর পরে কাঠ গুলি বদলাইবার আবশ্যক হইল। পুরাতন কাঠগুলি একশত টাকার স্থলে দশ টাকায় বিক্রীত হইল। পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের কর্ম্মচারিগণই উহা ক্রয় করিলেন। এইরূপ নানা উপায়েই এক এক জন ৮০ টাকার চতুর্থ শ্রেণীর একাউণ্টেণ্ট পাঁচ বৎসর কর্ম্মের পর অতুল ঐশ্বর্য্য করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট কি ইহার মূল কারণ বুঝিতে পারেন না?

কমিসরিয়েটেরও এই অবস্থা। বাজারে যদি ছোলা তিন টাকা মণ বিক্রীত হয় তাহা হইলে ৬ টাকা মণ কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হইয়া থাকে। একপয়সার এক খানি পাখার নিমিত্ত চারি আনা লওয়া হয়। ইউরোপীয় প্রধান কর্ম্মচারীগণ সকল দ্রব্যের যথার্থ মূল্য জানেন না সুতরাং যে মূল্য ধরা হয় তাহাই প্রদান করেন এই সকল কার্য্যে যত অধিক পরিমাণে এতদ্দেশীয় তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইবেন গবর্ণমেণ্টের ততই এই অপব্যয় নিবারিত হইবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই ভারতবর্ষ রক্ষার্থ ইংলণ্ডে যে সৈন্য আছে এবং তাহাদিগের জন্য বর্ষে বর্ষে যে ব্যয় হইয়া থাকে তাহাই অত্যন্ত অধিক, দুঃখের বিষয় আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে বিশ্বাস করেন না। তিনি যদি ভারতীয় সৈন্যগণকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া ইংলণ্ডস্থ সৈন্যদিগের সংখ্যা কমাইয়া দেন তাহা হইলে ব্যয়ের অনেক লাঘব হইতে পারে। অন্যথা ব্যয় সংক্ষেপের যতই চেষ্টা করা হউক না কেন সকলই ভস্মে ঘৃতাহুতি হইবে।

---

## প্রাপ্ত।

এক একটী দুঃস্থ পরিবার থাকে হাতির পিঠে ছাল্য মিটাইয়া টাকা আনিলেও তাঁহাদিগের কুলায় না। ইংলণ্ডেরও সেই দশা ঘটিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন গ্রাম নগরও জনপদ নাই যেখানে ইংলণ্ড বাণিজ্য সূত্রে অর্থশরীরে জলৌকার ন্যায় সুখ সঞ্চারণ না করিতেছেন। ইহাঁরা বাণিজ্য কারখানা প্রভৃতি দ্বারা পৃথিবীর যাবতীয় জাতির নিকট হইতে ধন সংগ্রহ করিতেছেন। সত্য কথা বলিতে কি ইহাঁদিগের তুল্য ধনী জাতি জগতে আর কেহ নাই। অতএব কাবুল যুদ্ধের ব্যয় ইহাদিগের নিকট হইতে লওয়া কিছু কষ্টকর নহে এবং লইলেও তাঁহাদিগের তত ক্ষতি বোধ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংলণ্ড এমন ধনী যে তেজারতি করিতে গিয়া রাজাগণকে কোটি কোটি টাকা ঋণ দিতেছেন। কিন্তু সুদ ও আসলও আর ফিরিয়া পাইতেছেন না তথাপি ঋণ দিতে ক্ষান্ত নহেন। আর দরিদ্র ভারতবাসীদিগের উপকারার্থ যদি কিছু লেন টাইমস প্রভৃতি পত্রের সম্পাদকদিগের তাহার প্রতিবাদ করা ভাল দেখায় না।

ইংলণ্ড ধনী বলিয়া ইউরোপীয় কোন কোন রাজা এক বিষয় বন্ধক দিয়া তাঁহার নিকট হইতে দুইবার টাকা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ড যাহাকে একবার টাকাধার দেন তাহা আর প্রায় ফিরিয়া পাননা। ইংলণ্ড ইউরোপীয় এক জন ক্ষুদ্র রাজাকে তাঁহার বার্ষিক আয় অপেক্ষা দশগুণ অধিক টাকা ঋণ দিতে কুণ্ঠিত নহেন। তিনি একবার ভাবেনওনা যে কিরূপে উক্ত রাজা তাঁহার সেই ঋণ পরিশোধ করিবেন। ইউরোপের যেখানে যত রেলওয়ে প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছে ইংলণ্ডের টাকা তাহার সকলগুলিতেই আছে। ইংলণ্ডের এমনি গুণ যিনি একবারে ঋণ করিয়া পরিশোধ করিলেন না, তিনি আবার হাত পাতিলে শত সহস্র লোকে তাঁহাকে ঋণদানে অগ্রসর হইবেন। ইউরোপের অনেক রাজা মনে জানেন ইংলণ্ড যে টাকা ঋণ দেন তাহা পরিশোধ না করিলেও চলে। এই নিমিত্ত অনেকে স্বচ্ছন্দ অবস্থায়ও ইংলণ্ডের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ড ঋণ দিবার জন্য যেন যাচিয়া বেড়ান। পাঠক তাহার প্রমাণ দেখুন ১৮২৮ খৃঃ অব্দে ডেনমার্ক ঋণগ্রহণার্থী হন ইংলণ্ড তাহার মহাজনী করেন। এই ঋণ পরিশোধ হইল না, তথাপি উহারা ১৮৬৩ খ্রীঃঅব্দে পুনরায় ঋণগ্রহণার্থী হইল ইংলণ্ড পুনরায় টাকা দিলেন, ১৮২৪ খ্রীঃঅব্দে গ্রীসের বেনরস আণ্ড লম্যান ৫ টাকা সুদে টাকা কর্জ্জ করেন এবং দুই বৎসর নিয়মিত সুদের টাকা পরিশোধ করেন, তাহার পর সুদ বন্ধ করিয়া আজ পর্য্যন্ত আসল টাকা দেন নাই। পর্ত্তুগাল একটী ক্ষুদ্র রাজ্য, ইহার যে ঋণ তাহার ¾ অংশ ইংলণ্ডের টাকা! উহারা ঋণ পরিশোধের জন্য ইংলণ্ডের সহিত একটী চুক্তি করে এবং যে পর্য্যন্ত টাকা পরিশোধ না হইবে সে পর্য্যন্ত সুদ দিবে এইরূপ কথা বলে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উহা বাক্যেই পর্য্যবসিত হয়। উহারা চুক্তি মত কার্য্য না করিয়া বহুকাল সুদ ও আসল বন্ধ করে। অবশেষে ইংলণ্ড অনন্যোপায় হইয়া বার্ষিক শতকরা ৮০ আনা সুদ গ্রহণে সম্মত হন, পর্ত্তুগাল এখন তাহাই দিতেছেন। যে রুশিয়া ইংলণ্ড এসিয়া ও ইউরোপের মধ্যে এখন বড় বিক্রমশালী সেই রুশিয়াও ইংলণ্ডের প্রধান ধনী রথশ্চাইলড্, বেরিং ব্রাদার্স ও বোনাদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে মস্কাউ পর্য্যন্ত বৃহৎ রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিয়াছেন স্পেন ইংলণ্ডের নিকট হইতে যে টাকা ঋণ গ্রহণ করেন তাহা পরিশোধের কোন চুক্তি করিতে চাহেন না। কিন্তু তাহাতেও ইংলণ্ডের চৈতন্য লাভ হইল না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় ইউরোপের সকল রাজাকেই ঋণ দিতে লাগিলেন। ১৮৬৪। ৬৮ ও ৭৫ অব্দে সুইডেন, রেলওয়ের জন্য ইংলণ্ডের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করেন। আমরা উপরে যে সকল অধমর্ণের কথা উল্লেখ করিলাম তুরস্কই তাহাদিগের সকলের অপেক্ষা অধিক বাহাদুর। তুরস্ক ইংলণ্ডের নিকট হইতে যতবার ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন ততবারই এক বিষয়ের উপরে ঋণ

ত্তন বার করিয়া টাকা লইয়াছেন। কিন্তু ইংলণ্ড তাহাও দিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। তিনি রাজ্যের যখন যে টাক্স আদায়ের ভার ইংলণ্ডীয় মহাজনদিগের উপর দিয়া টাকা লইয়াছেন তাহা এত অল্প যে তাহাতে আসল টাকার সুদ ও পোষায় না। তবুও যখন ১৮৭৩ অব্দে তুরস্ক ১ কোটী ৬০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণার্থী হন তখন বিস্তর লোকে ঋণ দিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। তুরস্ক এইবার লইয়া ইংলণ্ডের নিকট হইতে চতুর্দ্দশ বার ঋণ গ্রহণ করিলেন।

ইংলণ্ড, শুদ্ধ ইউরোপের রাজগণকেই যে টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন এমন নহে তিনি আমেরিকায় ও খাতক করিয়াছিলেন। উঁহাদিগের যখন ঋণ গ্রহণের আবশ্যক হইয়াছিল তখন কোন জাতিই ঋণদানে অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু বিলাতের মহাজনদিগের অবারিত দ্বার। উঁহারা ঋণ চাহিবা মাত্র ইংলণ্ড তৎক্ষণাৎ তাহা দান করিয়াছিলেন। বলিভিয়া একটী ক্ষুদ্র রাজ্য ইহার বার্ষিক আয় ৫৮ লক্ষ টাকা মাত্র। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ইহারা দুই ক্রোর টাকা ঋণ গ্রহণার্থী হয়, ইংরাজ মহাজনেরা অবিচলিত চিত্তে ঐ টাকা দিলেন একবার ভাবিলেন না তাঁহাদিগের টাকার কিরূপে পুনরুদ্ধার হইবে। চিলির, বিদেশীয় রাজগণের নিকট যে টাকা ঋণ ছিল তিনি ইংলণ্ডের নিকট হইতে কর্জ্জ করিয়া অন্যের ঋণ পরিশোধ করিলেন। ১৮৪২ ও ৫৮ অব্দে ঐ টাকার কিয়দংশ বেরিং ব্রাদার্স ও ১৮৬৬ ও ৬৭ অব্দে মর্গান কোম্পানিই উঁহাদিগকে ঐ টাকা দিয়াছিলেন। কলম্বিয়ার ঋণ সমষ্টি ১ কোটী ১০ হাজার টাকা, কিন্তু বার আনা ভাগ ইংরাজ মহাজনের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছিল। কষ্টারিকার বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। কিন্তু তিনি ১৮৭১ ও ৭২ অব্দে ৩ ক্রোর টাকা ঋণ গ্রহণার্থী হইলে ইংলণ্ড ঐ টাকা দেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এপর্য্যন্ত তাহার এক পয়সাও আদায় হইল না। এই প্রকার তেজারতিতে খাতকদিগের নিকট ইংলণ্ডের আটশত ক্রোর টাকা বাকী পড়িয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এত টাকা বহির্গত হইয়া যাওয়াতেও ইংলণ্ড দরিদ্র নহে। বিদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য তাঁহার ১৯ হাজার জাহাজ আছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ১২ শত বাষ্পীয় পোত আছে। অন্যান্য রাজ্যে ইংলণ্ডের যে সকল তুলার বৃহৎ কারখানা আছে বর্ষে বর্ষে তাহার জন্য ৭২ ক্রোর টাকা খরচ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদিগের ৭ হাজার ৩ শত অন্যান্য শিল্পের সামান্য কারখানা আছে। বাণিজ্য বস্তুই আর হউক না কেন, যাবৎ এই অপব্যয় নিবারিত না হইতেছে তাবৎ কোন মতেই ইংলণ্ডবাসীদিগের ধনাগার পূর্ণ হইবে না এবং টাইম্‌স ধুয়া ধরাইয়া না দিলেও বোধ হয় আফগান যুদ্ধের ব্যয় বহনে তাঁহারা সহজে সম্মত হইবেন না। এক্ষণে লিবারাল দল যে প্রস্তাব করিয়াছেন যে সে প্রকারে তাহা পূর্ণ হইলেই ভারতবাসীদিগের মঙ্গল।

---

## নূতন পুস্তক।

হিতোপদেশ। সংস্কৃত হিতোপদেশ সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠোপযোগী একখানি নীতি গ্রন্থ বিষ্ণুশর্ম্মা ইহার প্রণেতা। এই গ্রন্থ মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ, সন্ধি এই চারি ভাগে বিভক্ত। ইহাতে উপন্যাসচ্ছলে সামাদি রাজনীতি চতুষ্টয়ের উপদেশ আছে। পূর্ণানন্দ, বালকদিগের বোধসৌকার্য্যার্থ ইহার সরল টীকা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসাদ মজুমদার ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। মূল্য ১ টাকা।

ভিষক সুহৃদ। একখানি চিকিৎসা গ্রন্থ। ইহা নানাবিধ ইংরাজি ও বাঙ্গালা চিকিৎসা গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। ইহা পাঠ করিলে বৈদ্য শাস্ত্রাধ্যায়ী পরীক্ষার্থীদিগের ও অভিনব চিকিৎসকগণের বিশেষ সাহায্য হইতে পারে। শ্রীযুক্ত বাবু রাধাগোবিন্দ কর ইহা সংকলন করিয়াছেন। মূল্য ৩ টাকা।

তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ, অর্থাৎ বেদান্তদর্শনান্তর্গত তত্ত্বজ্ঞানানুকূল মত সমূহ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার কর্ত্তৃক যুক্তির সহিত প্রমাণিত ও সঙ্কলিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা।

---

# বিবিধ সংবাদ।

মহারাষ্ট্রীয়া বিখ্যাতনাম্নী শ্রীমতী রমাবাই সম্প্রতি বাঁকিপুর কালেজে সংস্কৃত ভাষায় একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। উঁহার বক্তৃতা শ্রবণার্থ সভাস্থলে অনেক লোকের সমাগম হয়।

লাহোরের একটী স্ত্রীলোক একেবারে চারিটী সন্তান প্রসব করিয়াছেন। দুইটী সন্তান মৃতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, তৃতীয়টীর ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র মৃত্যু হয় এবং চতুর্থটী অদ্যাপি জীবিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাতা তৃতীয় সন্তান প্রসব করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। মাতা যদি আর একটী সন্তান প্রসব করিতেন তাহা হইলে [illegible] হইতেন।

[illegible]

[illegible] চিফ কমিশনর ২১ এ অক্টোবর নাইনিতাল পরিত্যাগ করিবেন।

মান্দ্রাজ বেল বলের অরণ্যে একটী দীর্ঘাকার মনুষ্য দেখা দিয়াছে। বেরিলির অন্তর্গত পিনাকোণ্ডা নামক স্থানে ইহার আবাসভূমি। দেহটী ঊর্দ্ধে ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, প্রস্থ ৩ ফুট ১ ইঞ্চি, বাহুদ্বয় ১ ফুট ৬ ইঞ্চি, উরু ২ ফুট ৭ ইঞ্চি, আহ্নিক দৃশ্য স্ত্রীলোকের ন্যায় দেখিতে বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হয়। বয়স ১৭ বৎসরের অধিক নহে। পরিমাণ ২৪ ষ্টোন ৯ পাউণ্ড, ইহাঁর অর্দ্ধ ক্রোশ গমনেও কষ্ট বোধ হয়। এরূপ মনুষ্যকে প্রদর্শনী সভায় রাখা কর্ত্তব্য।

বোটা নামক একজন মিউজিয়মের স্ত্রীলোক ফ্রেঞ্চ একাডেমিতে ২০০০০০ টাকা দিয়াছেন। যাঁহারা ফরাসি শিক্ষে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিবেন তাঁহারা উক্ত টাকার ৫ বৎসরের সুদ একবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন।

ফরাসি ভাষার ইতিহাস সকল রক্ষা করণার্থ পণ্ডিচারি গবর্ণমেণ্ট ৫০০০ টাকা দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

১৩ ই সেপ্টেম্বর দেখা হইয়াছে গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে ১০৮,৫৭,৭০১ টাকা মজুত আছে।

শুনা যাইতেছে সার নেভিল চাম্বার্লেন সাহেব অসুস্থতা নিবন্ধন সার এডুইন জনসনের পদে গবর্ণর জেনেরলের মন্ত্রি সভা হইতে অস্বীকার করিয়াছেন।

লণ্ডন ডবলিন ও এডিনবর্গের সেভিংব্যাঙ্কে ও তথাকার পোষ্ট আফিসে স্ত্রীলোক কেরাণী কর্ম্মার্থিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে কমন্স হাউসে মিষ্টার পি নিন পটনের প্রশ্নোত্তরে মিষ্টার ফসেট বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোক কর্ম্মার্থী ও পুরুষ কর্ম্মার্থীর মধ্যে একটী পরীক্ষাগ্রহণের নিয়ম করা কর্ত্তব্য। উক্ত স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার ন্যায় কঠিন পরীক্ষা না করিলে উহাদিগের সংখ্যার হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি বলেন যিনি কর্ম্মার্থী হইবেন তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রী হইতে হইবে।

১৪ ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হয় সেই সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় [illegible] জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহের অপেক্ষা ১১ জন অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ৯৬||০

" ৪|০ " " ১৮৭০ (১৮৮৫) ১০১ হইতে ১০১|০

" ৪|০ " " ১৮৭২ (১৮৮১) [illegible]

" ৪|০ " " ১৮৭৩-৭৪ (১৮৮৩) }

" ৪|০ " " ১৮৭৯ (১৮৯০) } ১০০||০

" ৪|০ " " ১৮৮০ (১৮৯৫) [illegible] ১০০||০

" [illegible]

মেনিলায় সম্প্রতি আর একটী ভূমিকম্প হইয়া-গিয়াছে। ইহাতে একশত উনসত্তর জন হত হই-য়াছে। ১৬৪৫ খ্রীঃঅব্দে তথায় যে ভূমিকম্প হয়, তাহাতে ৩ হাজার ও ৬৩ অব্দে ৩রা জুন যে ভূমিকম্প হয় তাহাতে ৩ শত লোক হত হই-য়াছে। পশ্চিম লুজনে যে ভূমিকম্প হয়, তাহাতেও বিস্তর লোকের মৃত্যু হইয়াছে। কম্পনের সময়ে ঐ স্থান বিদীর্ণ হইয়া অনেক স্থানে বৃহৎ বৃহৎ গহ্বর হইয়াছে, এই সকল গহ্বরের কোন কোনটী হইতে অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল। লাগুনোয় নামক স্থানে ঐ প্রকার একটী ভূমিকম্পে তত্রত্য পর্ব্বত সকল অদৃশ্য হইয়া প্রকৃত ভূমি উচ্চ হইয়া উঠে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলই বালুকা ও কর্দ্দময় হই-য়াছে।

আমেরিকাবাসীরা শুনিয়াছে যে ইউরোপের কোন জাতি ভারতবর্ষীয়দিগকে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত করিবার জন্য কতকগুলি বিদ্রোহ-সূচক ক্ষুদ্র পুস্তক সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রিত করিয়াছে শীঘ্রই সেগুলি ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবে।

পঞ্জাবের অন্তর্গত কাসুর নামক স্থানে একটী মেলা উপলক্ষে বিস্তর লোক একত্র হইয়া থাকে। তত্রত্য এক ব্যক্তি এই মেলা দেখিবার জন্য তাহার অদ্য প্রসূতা স্ত্রীকে লইয়া যায়। পথি মধ্যে স্ত্রীলো-কটীর প্রসব বেদনা উঠিয়া একটী কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়, নিষ্ঠুর পিতামাতা এই কন্যাটীকে একটী গর্ত্তে ফেলিয়া চলিয়া যায়। আর একজন পথিক যাইবার সময়ে দৈব ক্রমে কন্যাটীকে জীবন্ত অবস্থায় দেখিতে পায় এবং এই সংবাদ তত্রত্য তহশিলদারকে দেয়। তহশিলদার এই সংবাদ কমিশনরের গোচর করাতে উহারা ধৃত হইয়াছে। কি বিচিত্র অপত্য স্নেহ।

অতি বৃদ্ধি কিছু নয়। রুশিয়া প্রায় কাহার উন্নতি দেখিতে পারেন না। লোকের ভাল দেখিলে ইহাঁর চক্ষু টাটায়। ইনি ইউরোপের প্রায় সকল রাজাকেই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। সাইবিরিয়ার আমে-রিকার রাজ্য বৃদ্ধি দেখিয়া রুশের সেই দিকে দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। বোধ হয় শীঘ্রই ইনি তথায় যুদ্ধ উপস্থিত করিবেন। চীনও ঐ প্রকার বাড়াই-য়াছেন। চীন মধ্য আসিয়ার রুশের সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া [illegible] প্রবৃদ্ধের পদ পাইয়াছেন, ইনি যাহাতে আর বাড়িতে না পারেন অষ্ট্রেলিয়া সেই চেষ্টায় আছেন। যিনি যাহাই বলুন আমরা দেখিতেছি ইউরোপীয় কোন রাজাই কোণ বুঝিয়া কোপ মারিতে ছাড়েন না, এবং রাজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা কাহারও কম নহে।

দুই লোক ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড হইতে বর্ষে বর্ষে অনেক গুলি যুবতী স্ত্রীলোককে বেশ্যা বৃত্তি করাইবার জন্য গোপনে বিদেশে লইয়া যায়, এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য বিলাতের কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোক বৈদেশিক সেক্রেটারি আরল গ্রানভিলের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

কলিকাতার কষ্টম হাউস দুর্গা পূজা উপলক্ষে এবার ১০ ই অক্টোবর হইতে ১৩ ই অক্টোবর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। পরে ১৬ ই হইতে ১৮ ই পর্য্যন্ত বন্ধ হইবে। ৮। ৯।১৪। ১৫ ও ২০ এ অক্টোবর রীতি-মত অফীস খোলা থাকিবে। টাকা কড়ি সমস্ত ৭ ই বেলা ৩ টার মধ্যে জমা দিতে হইবে।

ঢাকার এক ব্যক্তি এক বেশ্যা কন্যাকে বাহির করিয়া লইয়া যায়, বিচারে তাহার অপরাধ সপ্রমাণ হইলে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট তাহাকে এক মিনিটের জন্য কারাবাসের আদেশ দেন। সেসন জজ এই বিষয়ে হাইকোর্টে রিপোর্ট করাতে বিচারপতিরা অপরাধীকে এক বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন।

আগামী ৬ ই ডিসেম্বর আমাদিগের বড় লাট সাহেব কলিকাতায় আগমন করিবেন। ইহাঁর আগমন কালে লাহোরে একটী দরবার হইবে। অভ্যাগত রাজগণকে উপঢৌকন দিবার জন্য ভাল ভাল দ্রব্য সামগ্রী লইয়া গবর্ণমেণ্ট তোষাখানার প্রতিনিধি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু বনমালী চক্রবর্ত্তী শীঘ্রই শিমলায় যাইবেন।

মৃত রাজকুমারী আলিসের স্মরণ চিহ্ন স্থাপনার্থ ভারতবর্ষ হইতে ৩৬৬০০, টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। ভারতেশ্বরী তাঁহার মৃত কন্যার জন্য ভারতবাসী-দিগের সহানুভূতি দর্শনে গেজেটে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

যে ব্যক্তি প্রথম চুরি করে অথবা ঐ প্রকার কোন কুকর্ম্ম করে ভারতীয় মাজিষ্ট্রেটগণ তাহা-দিগকে বেত্রাঘাতরূপ লঘু দণ্ড দিয়া থাকেন। উন-বিংশ শতাব্দীতে ও সভ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনে বেত্রাঘাত ও ফাঁসি দেওয়ার পদ্ধতিটী শোভা পায় না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য দেখিতে এখন লোকের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, গবর্ণমেণ্টও বেত্রাঘাত-পদ্ধতির বিরোধী, কিছু দিন পূর্ব্বে চাইল্ডার্স নামে একব্যক্তি ইহার প্রতিবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন সম্প্রতি আবার এচ ডুমণ্ড উলফ ও কমন্স সভায় এই প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া বলিয়াছেন বেত্রাঘাতের পরিবর্ত্তে অন্য কোন প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা হইলেই ভাল হয়। গবর্ণমেণ্ট ও প্রতিশ্রুত হইয়াছেন আগামী বর্ষে এ বিষয়ে যাহা ভাল হয় তাহা করিবেন। কিন্তু ঐ সঙ্গে ফাঁসি দিবার পদ্ধতিটী উঠাইয়া দিয়া দ্বীপান্তর বাসের নিয়মটী প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিলেই ভাল হয়।

কৃষিবিদ্যার উৎসাহ দানার্থ আমাদিগের লেপ্ট-নণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন যে পুরস্কার দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাহাতে প্রলুব্ধ হইয়া তিন জন বিলাতের কেরেন্সেষ্টার কালেজে অধ্যয়নার্থ যাইবার জন্য ইতিমধ্যে আবেদন করিয়াছেন।

রিজনেটার নামক একটী নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা দুইটী স্বর্ণ প্লেটে নির্ম্মিত। গায়ক ও বক্তাদিগের পক্ষে এই যন্ত্র অতি প্রয়োজনীয়। যন্ত্র নির্ম্মাতা সিগনর ব্যাচ নামক একব্যক্তি সম্প্রতি লণ্ডনে ইহা প্রদর্শন করেন। গায়ক ও বক্তা-গণ উক্ত যন্ত্র মুখে লাগাইয়া অনায়াসে উচ্চ এবং গভীর স্বর উচ্চারণ করিতে পারেন।

নিভাডার ইউরেকা নামক স্থানে অগ্নিদাহে দশ লক্ষ ডলারের সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আমরা হিন্দুপেট্রিয়ট পাঠে অবগত হইয়া আহ্লা-দের সহিত প্রকাশ করিতেছি, টাকীর জমীদার বংশোদ্ভূত বাবু রাজমোহন রায়চৌধুরী তথাকার ইংরাজি বিদ্যালয়টী চিরস্থায়ী করিবার মানসে তাঁহার জমীদারীর মধ্যে বার্ষিক ৩০০০ টাকা আয়ের ভূমি সম্পত্তি দান করিয়াছেন।

আমরা হাথোয়ার মহারাজের একটী বদান্য-তার সংবাদ অবগত হইয়া সন্তুষ্ট হইলাম। ইনি বাঁকিপুর বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণার্থ ৪০০০ টাকা দান করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন মহারাজের অন্যান্য মঙ্গলকার্য্যেও দান আছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম জয়পুরের মহারা-জের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি একজন যথার্থ সদাশয় লোক ছিলেন। ইহার মৃত্যুতে প্রজাগণ শোকাভি-ভূত হইয়াছে। নগরবাসী হিন্দু প্রজাগণ মস্তক ও শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়াছে। দোকান প্রভৃতি একদিন বন্ধ ছিল। দাহকারীরা যে পর্য্যন্ত ফিরিয়া না আসিয়াছিল সে পর্য্যন্ত কেহ জল গ্রহণ করে নাই। মহারাজের পুত্র নাই। তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রধান কর্ম্মচারীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ঠাকুর কায়েম সিংকে সিংহাসন দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পোলিটিকাল আপীসর ও ইহাতে সম্মত হইয়াছেন।

আজ কাল প্রায় চতুর্দ্দিকেই ষ্ট্যাম্প জাল হই-তেছে। গবর্ণমেণ্ট ইহার নিবারণের জন্য এত চেষ্টা পাইতেছেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি-তেছেন না। এই ষ্ট্যাম্প জালকারি কয়েক ব্যক্তি ধৃত হইয়া গুরু দণ্ড ভোগ করিতেছে কিন্তু তথাপি উপদ্রব কমিতেছে না। গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগের নিকট হারি মানিয়াছেন। তিনি এখন [illegible]

হইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কি করিলে এই উপদ্রব নিবারিত হইতে পারে? আমরা শুনিলাম একজন বলিয়াছেন কোর্টফির পরিবর্ত্তে মকদ্দমার কণ্ডনের টাকা নগদ লইলে আর এ জাল হইতে পারে না। আর একজন বলিয়াছেন ষ্টাম্পের ভিতর এরূপ কোন চিহ্ন দেওয়া উচিত যাহা অপরে কোন ক্রমেই দেখিতে না পায়। এরূপ করিলেই ষ্টাম্প জাল করা বন্ধ হইবে। কিন্তু আমাদিগের বোধ হয় শেষোক্ত অপেক্ষা পূর্ব্বমত অনেক পরিমাণে ভাল।

সম্প্রতি বোম্বায়ের গবর্ণর একটী অপূর্ব্ব বিচার করিয়াছেন। এডওয়ার্ড নামক এক জন সাহেব তথায় জলাবাই মারওয়ানজীর গাড়ির বাতি চুরি করায় তিনি তাঁহাকে পুলিষের হস্তে সমর্পণ করেন। তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট ডোসাবাই কারমজির নিকট ইহার বিচার হয়। তিনি আসামীকে দোষী বিবেচনা করিয়া তাহাকে কারাবাসের আদেশ প্রদান করেন। আসামীর পিতা এই সংবাদ পাইয়া তত্রত্য গবর্ণরকে জানান যে তাঁহার পুত্র সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। জলবায় মারওয়ানজীর বাটীর কোন রমণীর সহিত তাঁহার পুত্রের প্রণয় সংঘটিত হওয়াতে তাঁহারা ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া তাঁহার পুত্রকে চোর বলিয়া ধৃত করিয়াছিলেন আশ্চর্য্যের বিষয় এই গবর্ণর ইহাতে বিশ্বাস করিয়া এডওয়ার্ডকে নিষ্কৃতি প্রদান করিয়াছেন। বিলাতি জুয়াচুরির কথা স্বতন্ত্র। ইহার নিকট গবর্ণর ও কাণা হইলেন।

আমাদের দেশের নীচ লোকদিগের স্ত্রীবিয়োগ হইলে তাহারা ইচ্ছামত স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাকে "নিকা করা" বলে। দেবোদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যে দার পরিগ্রহ করা হয় তাহাকেই বিবাহ বলে। এদেশের ভদ্রলোকেরা স্ত্রী মনোমত না হইলেও বিবাহিত বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না অথবা দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করা ভয়ানক কষ্টকর মনে করিয়া সে চেষ্টা করেন না। দুঃখের বিষয় সভ্য ইংরাজদিগের সেরূপ কিছু বন্ধন নাই। ইহাঁরা ইচ্ছা করিলেই এক স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেন। আবার পরিত্যক্ত স্ত্রীও ঐ প্রকার ইচ্ছামত অন্য স্বামীতে অনুরক্ত হইয়া থাকেন, এই সংখ্যা নিত্যই বৃদ্ধি হইতেছে গত বর্ষে কেবল বিলাতে এই প্রকার ৬৪৩ টী মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে।

পোষ্ট অফিসে মনিঅর্ডারের প্রথা প্রচলিত হওয়া অবধি প্রতি মাসে ৩২ লক্ষ টাকার মনিঅর্ডার হইতেছে এবং ইহার কমিশনে গবর্ণমেণ্টের মাসিক ৬০ হাজার টাকা আয় হইতেছে।

আয়ালণ্ডবাসীরা ক্রমেই দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিতেছে। ইংরাজ ভূস্বামীদিগের উচ্ছেদ সাধনই তাহাদের প্রধান সংকল্প।

এক্ষণে দেশীয়দিগের বিলাত গমনের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্প্রতি বি, পি, চৌধুরী জগদীশচন্দ্র বসু সীতারাম দাস এবং মান্দ্রাজের একটী স্ত্রীলোক অধ্যয়নের নিমিত্ত বিলাত গমন করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বারুইপুরের মৃত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু মহিমচন্দ্র পালের দ্বিতীয় পুত্র বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল সিবিলসর্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য শীঘ্রই বিলাত যাত্রা করিবেন। ইনি কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়িতেছিলেন। এই অল্প বয়সে বিলাতে গিয়া যাহাতে ইহার কোন কষ্ট না হয় আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেনের সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আছে। আমরা জানি ইনি মহিম বাবুকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন এবং তাঁহাকে এক মুহুরির পদ হইতে মাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত করিয়া দিয়াছিলেন। মহিম বাবুর মৃত্যুর পর অবধি ইনি তাঁহার পুত্রদিগের কল্যাণ সাধনে কখনই ঔদাস্য প্রদর্শন করেন নাই। যথার্থ ভালবাসা।

নাগী নামে একটী স্ত্রীলোকের কোন গুরুতর অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইয়াছে। সে এক্ষণে রেঙ্গুণ জেলে অবস্থিতি করিতেছে। গত ২১ এ সেপ্টেম্বর সে আকায়াবের গবর্ণমেণ্ট উকীল বাবু রামচন্দ্র সেন বিরুদ্ধে জুডিসিয়াল কমিশনরের নিকট এই বলিয়া আবেদন করিয়াছে যে রামচন্দ্র বাবু তাঁহাকে ধনে প্রাণে মজাইয়াছেন। তিনি তাঁহার এই বিপদের সময়ে প্রতারণা পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে এটর্ণির ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পারিশ্রমিক বলিয়া তাহার নামে মিথ্যা ২৬০০ শত টাকার এক খানি বিল করেন এবং টাকা আদায়ের জন্য ভয়প্রদর্শন করিয়া প্রতারণা পূর্ব্বক তাঁহার পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের বাটীটী বিক্রয় করাইয়াছেন। জুডিসিয়াল কমিশনরের এই কথায় কিয়ৎ পরিমাণে প্রত্যয় জন্মিয়াছে। তিনি ইহার অনুসন্ধানার্থ আকায়াবের সেসন জজকে আদেশ দিয়াছেন এবং এই কথা বলিয়া দিয়াছেন, তিনি যেন এই আদেশ প্রচার করিয়া দেন যে, যদি কোন ব্যক্তি এরূপ বিপদাপন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে এটর্ণির ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া তাহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা পান তাহা হইলে তিনি মকেলের ইচ্ছানুসারে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হইবেন।

কিছুদিন হইল কলিকাতা মেডিকাল কলেজ হইতে একটী আসামবাসী বালক অধ্যয়নার্থ বিলাত গমন করিয়াছেন। ইনি হাইকোর্টের আসামী ভাষার তর্জ্জমা কারছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে ইহাঁর অনুরাগ থাকাতে ইনি ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলেজে অধ্যয়ন করিতে ছিলেন।

এক মেসিয়ার ক্রস মরিসনের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হইলেন। টাইমস সম্পাদক ইহার পরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন "ইনি লেডি বার্কারের দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী।"

শিমলার একজন ধনী বণিক মুসক্কিরা নামক প্রায় ৮ মাইল দীর্ঘ একটী পর্ব্বত ক্রয় করিয়াছেন। ইনি তথায় বিলাস ভবন প্রস্তুত করিবেন। টাকা থাকিলে অনেক প্রকার সুখের অভিলাষ জন্মে।

বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বি, এ পরীক্ষায় দুটী ফরাসী যুবতী সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম, ও দ্বিতীয় হইয়াছেন। যে সকল পুরুষ ইহাঁদের সহিত পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ইহাঁদিগের নীচে হইয়াছেন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কলদ্বারা ভূমি কর্ষণ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তত্রত্য একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র জি, ই, লিষ্ট সাহেব বান্দা নামক স্থানে ইহার প্রথম পরীক্ষা করিবেন।

বিজ্ঞানতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বহুদিবস হইতে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন কিন্তু কেহই এপর্য্যন্ত তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে পারিসের ফোড নামক জনৈক ডাক্তার এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। পারিসে একটী বালকের মৃত্যু হইলে তিনি নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলাইবার যন্ত্রদ্বারা বালকের প্রায় চারি ঘণ্টা ক্রমাগত কৃত্রিম নিশ্বাস বহির্গত করান এবং তৎপরে বালকের মৃতদেহে জীবনের সঞ্চার হয়। ঐরূপে একটী জলে ডুবা মৃত বালককেও তিনি বাঁচাইয়াছেন।

রেলওয়ে দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও বাণিজ্য বৃদ্ধির একটী প্রধান উপায়। ইহা সভ্যতার অঙ্গ-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলে পৃথিবীর কোন্ দেশ কি প্রকার বর্দ্ধনশীল তাহা স্পষ্টই অনুভূত হইবে। জর্ম্মণিতে ২০৩০৫, ইংলণ্ডে ১৮৩৬০ ফ্রান্সে ১৫৮৫৫, রুশে ১৪৪৫৫, অষ্ট্রিয়া ও হঙ্গেরিতে ১১৯৯৫, ইটালিতে ৫৪৬৪, স্পেনে ৩১৯৬৬, ইউনাইটেড ষ্টেটে ৮৫৯৪০, আমেরিকার অন্যান্য স্থানে ১২০০০, আসিয়ায় ৯১০০, অষ্ট্রেলিয়ায় ২৫০০, ও আফ্রিকায় ১৩০০ মাইল।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বি, সি, মুখোপাধ্যায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, ডি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আমেরিকাবাসী বোল নামে এক ব্যক্তি অনেক দিন অবধি জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন, সম্প্রতি তিনি ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইনি স্বয়ং তত্রত্য লোকদিগকে এই অদ্ভুত কাণ্ডটী দেখাইবার জন্য চার্লেস নদীর উপর দিয়া হাঁটীয়া গিয়াছিলেন। যে জুতা পায়ে দিয়া তিনি নদীর জলে হাঁটিয়া ছিলেন, তাহা এরূপ কৌশলে প্রস্তুত হইয়াছে যে, যে সে ব্যক্তি সেই জুতা পায়ে দিয়া অক্লেশে জলের উপর হাঁটিতে পারে।

পূজার ছুটীতে হাইকোর্ট বন্ধ হওয়ায় জষ্টিস উইলসন, পণ্টিফেক্স বাউটন, ফিলড ও আর দুই জন জজ এবং বারিষ্টার ডবলু, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বুধবার বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। ছুটী শেষ হইলে ইহাঁরা প্রত্যাগত হইবেন।

এবার বি, এ, পরীক্ষা ১৮৮০ সালের ৩ রা জানুয়ারিতে আরম্ভ হইবে।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের লোকোমটীব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খরচ কমাইবার এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, লাইনের কাজ কর্ম্ম আজ কাল কিছু নরম যাইতেছে বলিয়া তিনি কর্ম্মচারীদিগকে এই কথা বলিয়াছেন তাঁহারা এক্ষণে ছুটী লউন। যিনি কিছু বেশী দিন ছুটী লইবেন তিনি বেতন পাইবেন না। আর যিনি ছুটী লইতে না চাহিবেন তিনি এক মাস কাজ করিলে অর্দ্ধেক বেতন পাইবেন। এখন তাঁহাদিগের যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা করুন। আমাদিগের বোধ হয় এরূপ করা অপেক্ষা তাহাদিগকে জবাব দেওয়াই ভাল ছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ডাউডিং সাহেব ৯ ই সেপ্টেম্বর হাইদ্রাবাদে জ্বরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রেই শস্যের মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। বিশেষতঃ সকল স্থানেই সুবৃষ্টি হওয়াতে বিসূচিকা ও বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবও আর বড় দেখা যাইতেছে না।

ম্যাঞ্চেষ্টারের ক্যারেজ কোম্পানি সম্প্রতি এই নিয়ম করিয়াছেন যে তাঁহাদিগের অধীনস্থ গার্ডেরা এখন হইতে আর দাড়ি রাখিতে পারিবেন না। গার্ড মাত্রকেই শ্মশ্রু মুণ্ডন করিতে হইবে। এই আদেশ প্রচার হওয়াতে অনেক গার্ড পদত্যাগ করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট সম্পাদক ম্যাকডোনাল্ড সাহেব এলাহাবাদের ডাক্তার হল সাহেবের বৃথা অপবাদ করিয়া একটী প্রবন্ধ লেখায় হল এলাহাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করেন। বিচারে মেকডোনাল্ড সাহেব দোষী প্রমাণ হওয়াতে মাজিষ্ট্রেট তাঁহার তিন মাস কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন ও ৩০০ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরী সিমলায় গবর্ণর জেনেরলের বাসের জন্য একটী বাটী নির্ম্মাণ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছেন। ঐ বাটী নির্ম্মাণ করিতে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। গবর্ণমেণ্টের অমিতব্যয়িতার এই একটী উদাহরণ।

সিদ্ধোর রাজ রামনারায়ণ সিংহের ভ্রাতা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে প্রেসিডেন্সি বিভাগের মাজিষ্ট্রেট আমীর আলী শীঘ্রই বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইবেন। ইনি এখানে পৌছিলে বি, এল গুপ্ত তাঁহার পূর্ব্ব পদ গ্রহণ করিবেন।

রেবিনিউ বোর্ডের সভ্য এচ, এল ড্যাম্পিয়ার সাহেব পদত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ইংলণ্ড হইতে আর ফিরিতেছেন না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ক্রমে ইউরোপেও অধিকার বিস্তার করিতেছে। ভারতবর্ষে ইহার বিক্রমের কিছু হ্রাস হইয়াছে, এক্ষণে জর্ম্মণি ও সুইটজারলণ্ডের লোক ব্রাহ্ম হইতেছে।

বন্যায় কান্দাহার রেলওয়ের কিয়দংশ ভাসিয়া যাওয়াতে তিন দিন গাড়ি বন্ধ ছিল।

চীন গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রজাগণকে বিদেশীয় দ্রব্যের বাণিজ্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। চীনের দ্রব্য লইয়া অপর জাতি যাহাতে অধিক পরিমাণে বাণিজ্য করে গবর্ণমেণ্টের তাহাই ইচ্ছা।

শ্বেত পিপীলিকার উপদ্রবে লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে। ইহা এমনি ভয়ানক যে যাহা ধরে তাহা একবারে খাইয়া ফেলে। তাহার চিহ্ন মাত্র রাখে না। এই ভয়ানক অনিষ্ট নিবারণের অন্য ডেলিনিউসে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন পেট্রোলম তৈল এক ভাগ, পরিষ্কার পিচ তিন ভাগ ও কাঁচা কার্ব্বলিক আসিড দুই ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া যে দ্রব্যে ঐ পিপীলিকা ধরে তাহাতে মাখাইয়া দিলে উহা আর কোন ক্ষতি করিতে পারে না।

আমরা গবর্ণর জেনেরল ও তাঁহার সভার সভ্যগণের একটী দয়ার কার্য্য দেখিয়া বড় প্রীত হইয়াছি। অস্ত্র বিষয়ক আইন হওয়াতে কমিশনর দেশের লোকের মনের ভাব জানিয়া এই রিপোর্ট করিয়াছিলেন, দেশের বৃথা আড়ম্বরপ্রিয় অকর্ম্মণ্য জমিদারেরা মরিচা ধরা অকর্ম্মণ্য অস্ত্র রাখিতে পান নাই বলিয়া কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। দয়ালু গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগের এই মনোকষ্ট দেখিয়া উদারচিত্তে বলিয়াছেন নির্ভয়ে জমীদারগণ এখন হইতে অকর্ম্মণ্য অস্ত্র রাখিতে পারিবেন। কেহ তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিবেন না। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের এই মনস্কামনা যে সিদ্ধ করিয়াছেন ইহা আমাদিগের অল্প আহ্লাদের বিষয় নহে।

আমেরিকার ডাক্তার ট্যানার সাহেব ৪০ দিন অনাহারে থাকিয়া একটী বড় কাজ করিয়াছেন। তিনি এই কার্য্য করিয়া সকল লোকেরই নজরে পড়িয়াছেন। আমেরিকায় স্ত্রীলোকেরা তাঁহার এই অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে মোহিত হইয়াছেন। তত্রত্য দুইটী অত্যন্ত ধনী যুবতী তাঁহার প্রণয়ার্থী হইয়াছেন। ইনি ইহাদিগের কাহাকেও বিবাহ করিলে পায়ের উপর পা দিয়া বড়মানুষী করিতে পারিবেন।

গবর্ণমেণ্টের বড় বড় ইংরাজ কর্ম্মচারীরাই পূজার বন্ধের পূর্ব্বে ছুটী পাইয়া বর্ষে বর্ষে স্থানান্তরে বেড়াইতে যান, আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম এবারেও ঐরূপ অনেক বড় বড় ইংরাজ নৈনিতালে বেড়াইতে গিয়া পর্ব্বতে বাসস্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন। বিধির বিপাকে রাত্রিতে ঐ পর্ব্বত ধসিয়া পড়িয়া ৩৮ জন বড় বড় ইংরাজ কর্ম্মচারী হত ও ৭ জন গুরুতর আহত হইয়াছেন। কৃষ্ণকায়ের হতাহত সংখ্যা আজিও জানা যায় নাই।

জে, ওকেনলি সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য-পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

পুনাবাসী মৃত গণেশ বাসুদেব জোসির স্মরণ চিহ্ন স্থাপনার্থ তথায় একটী হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে পুনা সার্ব্বজনিক সভার অধিবেশন হইবে এবং শ্রম শিক্ষার নিমিত্ত তথায় একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

---

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

১৩ ই সেপ্টেম্বর। নওয়াখালীর অন্তর্গত কর্জ্জন ষ্টেটের ম্যানেজার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীশঙ্কর সেন ১৮৮০ সালের বি, সি ৭ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাশতের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু জগচ্চন্দ্র সেন চট্টগ্রামে বদলী হইলেন।

১৭ ই সেপ্টেম্বর। রাজসাহীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ টি, টি আলেন সাহেব ওকেনলি সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত লিগাল রিমামব্রান্সার হইলেন।

সাহাবাদের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শিবনন্দন লাল রায় ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মুন্সি মহেশ্বরপ্রসাদ হাজারিবাগের অন্তর্গত প্যাচমার দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

লোহারডগার প্রতিনিধি সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই. এন বেকার কিছুদিনের জন্য মানভূমের অন্তর্গত গোবিন্দপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশের অন্তর্গত সঙ্গুর প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, এচ, হুইওেন ঐ জেলার অন্তর্গত কক্সবাজারের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, টি জর্জ্জ দ্বিতীয় আজ্ঞা না হওয়া পর্য্যন্ত সঙ্গুতে থাকিবেন।

২০ এ সেপ্টেম্বর। দিনাজপুরের প্রতিনিধি জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু আনন্দরাম বড়ুয়া ১৬ ই হইতে প্রথম শ্রেণীর জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

মানভূমের অন্তর্গত গোবিন্দপুরের ভারপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনর এস. এচ, রিভলে কিছু দিনের জন্য হাজারিবাগের ডেপুটী কমিসনর হইলেন।

২১ এ সেপ্টেম্বর। দিনাজপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ এন, বি, বি, বিং সাহেব প্রথম শ্রেণীর, ঢাকার প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ আর এক রাম্পিনি ২ য় শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৭ ই সেপ্টেম্বর। চট্টগ্রামের অন্তর্গত কুতবদিয়ার সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু দুর্গাচরণ ঘোষ ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২০ এ সেপ্টেম্বর। নওয়াখালীর মুন্সেফ বাবু হরকুমার দাসের অনুপস্থিতি নিবন্ধন বাবু অপর্ণাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম. এ. বি এল তৎপদে অধিষ্ঠিত হইলেন কিন্তু প্রায়ই ইঁহাকে সন্দীপে থাকিতে হইবে।

সারণের মুন্সেফ বাবু দিনেশচন্দ্র রায় বিদায় গ্রহণ করাতে বাবু রামধন মুখোপাধ্যায় ২ য় আজ্ঞা না হওয়া পর্য্যন্ত তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন কিন্তু প্রায়ই ইঁহাকে ছাপরায় থাকিতে হইবে।

নওয়াখালীর মুন্সেফ বাবু হরিশ্চন্দ্র দাসের অনুপস্থিতি নিবন্ধন বাবু যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল তৎপদ গ্রহণ করিলেন কিন্তু ইঁহাকেও প্রায় সেওয়নগঞ্জে থাকিতে হইবে।

## ইউরোপীয় সমাচার।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৭ ই সেপ্টেম্বর। সুলতান উঁহার বিদেশীয় প্রতিনিধিগণকে এই কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহারা যেন নৌযুদ্ধের কোন প্রকার আয়োজন না করেন। কারণ তাহা হইলে রাজ্যে ঘোরতর অরাজক কাণ্ড ঘটিবে। তিনি আরো বলিয়াছেন, ডলসিগ্নো পরিত্যাগ করিলে বিদেশীয়েরা আর যে নৌযুদ্ধের উদ্যোগ করিবে না, তাহাদিগকে তাহার বিশেষ প্রতিভূ দিতে হইবে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৮ ই সেপ্টেম্বর। ৮ হাজার অলবাণীয় সৈন্য তুরস্কদিগকে ডলসিগ্নো হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়া উহা গ্রহণ করিয়াছে।

প্যারিস ১৮ ই সেপ্টেম্বর। সংগ্রাম কার্য্যের মন্ত্রী জেনেরল ফেয়ার, মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী; এম, লেপারি এবং সুবিচার দান কার্য্যের মন্ত্রী এম ক্যাজট পদত্যাগ করিয়াছেন।

বার্লিন ২০ এ সেপ্টেম্বর। জর্ম্মণির সম্রাট পীড়িত হইয়াছেন।

কেপ টাউন ২০ এ সেপ্টেম্বর। ১২ শত বাসুতো একত্র হইয়া পুনরায় কেপের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। এই আক্রমণে ইংরাজদিগের ১ জন লোক হত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

লণ্ডন ২২ এ সেপ্টেম্বর। আডমিরাল সিমর ক টেরিন্থ কনসলদিগকে কোন নির্ব্বিঘ্নস্থানে যাইতে পরামর্শ দিয়াছেন।

ফরাসীদিগের মন্ত্রি-সম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তনে জর্ম্মণির লোকে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে। ফরাসী সংবাদপত্র সম্পাদকেরা বলিতেছেন রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

কেপটাউন ২১ এ সেপ্টেম্বর। ফাণ্ডুকি নামক একপ্রকার অসভ্য জাতি বিদ্রোহী বাসুতোদিগের সহিত যোগদান করিয়াছে।

সেণ্ট পিটর্সবর্গ ২৬ এ সেপ্টেম্বর। রুশ গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন সেনাপতি স্কবেলফ যে যে স্থান দিয়া যুদ্ধার্থ যাইবেন তাহার পূর্ব্বে তথায় কাস্পিয়ান হইতে আরম্ভ করিয়া রেলওয়ে নির্ম্মাণ করা হইবে।

• ——• : •——

## সংবাদদাতার পত্র।

রাণাঘাট।

রাণাঘাটের মিউনিসিপালিটীর বাৎসরিক আয় ন্যূনাধিক ছয় সহস্র টাকা হইবে কিন্তু এখানকার অধিকাংশ রাস্তাই কাঁচা। এতদ্বারা এই বর্ষাকালে লোকের গমনাগমনের নিতান্ত অসুবিধা ও ক্লেশ হইয়া থাকে, আবার যে কয়েকটী পাকা রথ্যা আছে সে গুলির অধিকাংশেরই অস্থি ও বিক্ষুপঞ্জর বাহির হইয়া পড়িয়াছে!! মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষের এবিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত।

রাণাঘাটে একটী সাধারণ গৃহ (হল) না থাকাতে এখানকার কৃতবিদ্য ও স্বদেশহিতৈষীগণের নিতান্ত অসুবিধা হইয়াছে। কোন একটী বক্তৃতা বা সাধারণ হিতকর প্রস্তাবের আনুষ্ঠানিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইলে চক্ষুঃস্থির হইয়া যায়, তখন এখানকার কৃতবিদ্যগণ ইহার আস্তাকুড় উহার চণ্ডীমণ্ডপ তাহার দালানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, যেখানে খ্যাতনামা পালচৌধুরী বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীর আবাসভূমি সেখানে সাধারণ হিতকর কার্য্যের নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র হল না থাকা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়, আমরা সুরেন্দ্র বাবুকে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করি, তিনি রাণাঘাটে একটী সাধারণ হল করিয়া দিয়া স্থানীয় কৃতবিদ্যগণের অজস্র কৃতজ্ঞতার ভাজন হউন।

এখানকার চূর্ণী নদীর পারা পারের ঘাটে নৌকার মাজিগণ একেবারে (বিশেষতঃ ট্রেণের সময়ে সংখ্যাতিরিক্ত আরোহী লইয়া থাকে এতদ্বারা বিপদ হইবার অসম্ভাবনা নয়। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনে অধিক সংখ্যক লোক লইয়া সবেগে পারাপার করার নিষেধ আছে। আমাদিগের নবাগত ডেপুটী বাবু উক্ত মাজিগণকে প্রথম প্রথম সাবধান করিয়া দিলেই ভাল হয়।

রাণাঘাটের বালিকা বিদ্যালয়টী উত্তমরূপ চলিতেছে, বালিকার সংখ্যা আশানুরূপ বটে ন্যূনাধিক ৫০। ৬০ জন হইবে। খ্যাতনামা গ্রন্থকার বাবু কালীময় ঘটক এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

এখানকার পুলিষ ইনস্পেক্টর দিগম্বর বাবু নিতান্ত বিশুদ্ধ হৃদয়ের লোক, আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, কোন কোন স্থানের পুলিষের অবতারেরা যেমন রাঘব বোয়ালের ন্যায় আড়ে গেলে ইঁহার সে রোগ আদৌ নাই।

———

শান্তিপুর।

বিগত সোমবার এখানকার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবুদের বেঞ্চে কোন মকদ্দমা হয় নাই। কারণ ঐ দিবস কোন অনিবার্য্য কারণ নিবন্ধন আমাদের নবাগত কৃতবিদ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামচরণ বসু শান্তিপুরে আসিতে পারেন নাই। আমরা শুনিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম যে, শান্তিপুর বেঞ্চের উৎকর্ষ সংসাধনার্থ উক্ত ডেপুটী বাবু কৃতসংকল্প হইয়াছেন এবং তিনি এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, আপাততঃ কিছুদিন প্রতি সপ্তাহে শান্তিপুর আসিয়া বেঞ্চের বিচার কার্য্যাদি সম্পাদন করিবেন।

এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়টী আজ কাল আমাদের গলগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দাতব্য চিকিৎসালয়টী বহুকাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার দ্বারা আজ কাল কোন উপকার দর্শিতেছে না। ইতিপূর্ব্বে যখন ইহা গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত ছিল, তখন ইহা দ্বারা প্রজার বিস্তর উপকার দর্শিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট ইহাতে সাহায্য দান প্রথা রহিত করিয়াছেন, সুতরাং ইহাতে আর আশানুরূপ ঔষধাদি পাওয়া যাইতেছে না। পূর্ব্বে এই চিকিৎসালয়ে "পোষ্ট মরটেম" (মৃত দেহ পরীক্ষা) পরীক্ষাপ্রণালী প্রচলিত ছিল, এক্ষণে তাহা নবাগত নেটিভ ডাক্তার বাবু রহিত করিয়াছেন। এমন অবস্থায় উক্ত চিকিৎসালয় দ্বারা প্রজার কোন উপকার লাভের প্রত্যাশা নাই। পক্ষান্তরে, গবর্ণমেণ্ট আবার ইহার ব্যয় ভার এক্ষণে মিউনিসিপালিটীকে বহন করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন, কিন্তু মিউনিসিপাল তহবিলে তদুপযোগী টাকা নাই। তবে যদি একান্তই মিউনিসিপালিটীকে প্রস্তাবিত চিকিৎসালয়ের ব্যয়ভার বহন করিতে হয়, তাহা হইলে অগত্যা প্রজাদিগের উপর অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য্য করা অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। অতএব

আমাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বস্থা দাতব্য চিকিৎসালয়টী উঠাইয়া দেন অথবা ইহার ব্যয় হ্রাস সম্বন্ধে বিশেষ যত্নশীল হয়েন। এই দাতব্য চিকিৎসালয়ে একণে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনের একজন নেটিভ ডাক্তর ও মাসিক দশ টাকা বেতনের এক জন কম্পাউণ্ডার আছেন, এতদ্ভিন্ন মাসিক বাজে খরচ বাটীভাড়া ও একজন ভৃত্যের বেতন স্বতন্ত্র। আমাদের বিবেচনায় মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনের একজন নেটিভ ডাক্তার ও পাঁচ টাকা বেতনের একজন ভৃত্য থাকিলেই যথেষ্ট। বাজেখরচ ও বাটীভাড়া যদি একান্তই কমাইয়া দেওয়া না যায়, তবে নেটিভ ডাক্তার বাবুর হস্তে জন্ম মৃত্যুর রেজিষ্টরীকার্য্য ভার বিন্যস্ত করিলে, মিউনিসিপালিটীর মাসিক পনের টাকা বেতনের একজন কেরাণীর পদ উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, চেয়ারম্যান ডেপুটী বাবু এই সকল প্রস্তাবের অনুমোদন করেন।

মিউনিসিপালিটীর আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়া উঠিয়াছে, এজন্য উহার ব্যয় হ্রাস করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। আপাততঃ মিউনিসিপালিটীর অধীন দুই জন বাঙ্গালী ওভরসিয়র আছেন। এক জনের দ্বারা সমুদয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। অতএব এক্ষণে একজন ওভরসিয়র বাবুকে বিদায় দিলে ভাল হয়। পক্ষান্তরে মিউনিসিপল অফিসে ট্যাক্স দারোগা ছাড়া যে তিন জন কেরাণী বাবু আছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই জনকে বিদায় করিয়া দেওয়াই উচিত। কারণ কর্ত্তব্য-কর্ম্মপরায়ণ এক জন কেরাণী ও একজন ট্যাক্স দারোগা দ্বারা মিউনিসিপালিটীর সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। একণে রাস্তা ঘাটের কাজ অতি অল্প, এমন অবস্থায় কুলীর সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া উচিত।

সম্প্রতি সুতাগড়ের শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র দার্ক্ষে একজন হিন্দুস্থানী চাকর তাঁহার ব্যাপারীর স... শত টাকা চুরি করিয়াছিল, কিন্তু নূতন হাটের পোলিস কনষ্টেবল প্রভুরামের কৌশলে চোর স্বীয় অপরাধ স্বীকার করে ও অপহৃত টাকা যেখানে রাখিয়াছিল, তাহা বলিয়া দেয়। পুলিস সব ইন্সপেক্টর ঐ একরারী আসামী লইয়া অপহৃত টাকার অনুসন্ধান করেন এবং অতি অল্পক্ষণ মধ্যে অপহৃত টাকা ... প্রাপ্ত হইয়া আসামীকে যথাস্থানে চালান দেন। রাণাঘাটের নবাগত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুর বিচারে আসামীর কঠিন পরিশ্রমের সহিত দেড়বৎসর মেয়াদ হইয়াছে। অপহৃত টাকা যাহার নিকট রাখিয়াছিল, তাহারও [illegible] মেয়াদ হইয়াছে।

কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত আমীনবাজার নবাসী শ্রীগোপীমোহন দত্তের একটী আশ্চর্য্য কন্যা জন্মিয়াছেন। কন্যাটী দেখিতে মন্দ নয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বিধাতা পুরুষ তাহার মল-দ্বার সৃষ্টি করিতে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, এতন্নিবন্ধন কন্যাটীর স্ত্রী-অঙ্গ দ্বারা মলত্যাগ হইতেছে। কন্যার পিতা স্থানীয় কৃতবিদ্য ডাক্তার বাবুদের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া দেখিয়াছেন যে, উহার আদৌ মল দ্বার নাই। এই কন্যাটী ১২। ১৪ দিন হইল ভূমিষ্ঠ হইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে।

## চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধবিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার দুরারোগ্য শিরোরোগ উপশম হয়। মাথা ধরা, মাথাঘোরা, খুসখুসি, কেশদদ্রু, মস্তিষ্কহীনতা, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অল্পতা, টাক প্রভৃতি মস্তিষ্কের পীড়া সমূহ নষ্ট হয়। কেশ সকল ঘন, পুষ্ট ও বৃদ্ধি হয়। এবং অকাল পক্কতা দূর হইয়া চক্ষু জ্যোতির্বিশিষ্ট হয়। এবং গাত্রে ব্যবহার করিলে চুলি, পাচড়া ও চুলকণা প্রভৃতি চর্ম্ম-রোগ নষ্ট হইয়া যায়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা।
প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

## রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্নপ্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ুরোগ প্রশমিত হয়, যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতি-শক্তি বৃদ্ধি ...মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের ...তে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা

...দয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের ...ফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

...র্যদাস বসু, এল এম এস
...কত্রমোহন মিত্র, " " "
...বসু ডাক্তার এল, এম,
...নাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
...ব্রনাথ দে জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট।
...রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
...যুক্ত বাবু নিতাই চাঁদ গোস্বামী ভারতবর্ষীয় হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী।
" " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।
কলিকাতা। মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪৬ নং বাটী।

## কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকাল পক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃশূলাদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অত্যল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১।০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

## দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্ত-শূল, দন্ত আরিশ, দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া ও রক্ত পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ।০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৩ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীকৈলাসচন্দ্র দের ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

---

## জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৷০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

---

যিনি এক দিবসে হৃদয় দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

---

## ব্রহ্মচারীদত্ত মহৌষধ।

ইহাতে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নির্ম্মূল হয়। ৪১ দিনের সেবনোপযুক্ত ঔষধের মূল্য ৫ টাকা ২১ দিনের ২৷০ ও সাত দিনের ১ টাকা। যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ বেয়ারিং পাঠান যাইবে।

এখান হইতে ঔষধ পেইড পাঠাইলে ডাকমাশুল ।০ মাত্র লাগিবে।

শ্রীদেবীপ্রসাদ দুবে
দুর্গাকুণ্ড বেনারস।

---

## শারীরবিধান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ

মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

## মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এসপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র হালদার—তেজপুর ৭
" " ...নরকুমার বসু—রাজনগর ৫
" " হরিনারায়ণ রায়—গোহালডাঙ্গা ৭
" " নেপালচন্দ্র মণ্ডল—কলিকাতা ৫॥০
" " যাদবকিশোর গোস্বামী ঐ ৫।০
" " মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—খিদিরপুর ৫।০
" " যোগেন্দ্রকুমার পাল—শান্তিপুর ৭
" " রামচন্দ্র সরকার—মাথাভাঙ্গা ১০
ঢাকা লাইব্রেরি—ঢাকা ১০

---

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

---

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক ঘর ইহা চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ২৫ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাস্থল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ১৯ এ আশ্বিন। ইং ১৮৮০। ৪ ঠা অক্টোবর | অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাস্থল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।


## বিজ্ঞাপন।

### বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

### মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

### ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

### কলিকাতার এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, যাঁহাদের সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার [illegible] সুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

### বিজ্ঞাপন দাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা অতঃপর সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ⁄০ আনা; ⁄০ আনার ন্যূন আর লওয়া হইবে না।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
কার্য্যসম্পাদক।

---

## প্রেরিতপত্র।

### কূট ঘটিত সংক্রান্তি বিষয়।

অস্মদ্দেশ প্রচলিত হস্তলিখিত পঞ্জিকা অনুসারে মুদ্রিত পঞ্জিকাকারগণ কূট ঘটিত সংক্রান্তি বিষয়ে যে ব্যবস্থা অবধারিত করিয়াছেন, তৎপ্রতি বিবিধ দোষ আরোপিত হইতেছে। যথা অর্দ্ধ রাত্রিতে রবি সংক্রমণ অর্থাৎ এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন করিলে তৎপরদিবস পূর্ব্বাহ্ণে স্নান দান জপাদি বিষয়ে পুণ্যাদিকাল প্রতিপাদিত হয়। কিন্তু মুদ্রিত পঞ্জিকাকারগণ অলীক কল্পনানুসারে ঐ দিবসকেই সেই সংক্রান্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ সংক্রমণের পর দিবসে বিবাহাদি মঙ্গল কার্য্যের সম্ভাবনা সত্ত্বেও তাহা বিলুপ্ত হওয়া দৃষ্ট হইতেছে। অতএব আমার প্রার্থনা এই যে বিজ্ঞ মহোদয়গণ এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া অনুমতি প্রদান করিলেই যথা-শাস্ত্র সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য-কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে। যদি ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা প্রকাশ করিলে যথাসাধ্য খণ্ডনের চেষ্টা করা যাইবে। ফলতঃ এ সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টিপাত না করিলে শাস্ত্রীয় সম্মান এবং কালোপযোগী কার্য্যের দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে।

বিদ্যাভূষণোপাধিক শ্রীমদনমোহন দেবশর্ম্মণঃ।
বিক্রমপুর।

---

### বেহুলা নদী।

বিগত ৫ ই আশ্বিনের সোমপ্রকাশে বিহারী বাবু চম্পাইনগরের ইতিবৃত্ত লিখিতে আমার ১২৮৫ সালের ২৫ এ শ্রাবণের পত্রের যে অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া বেহুলা নদীর বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, আমি বেহুলা নদীর বিশেষ বিবরণ লিখিবার পূর্ব্বে চম্পাই-নগরের সম্বন্ধে দুই একটী কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম।

বিহারী বাবুর পত্রে চম্পাইনগর ভাগলপুরের সন্নিকট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু আমরা যতদূর জানি তাহাতে চম্পাইনগর বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত। চম্পাইনগরের নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসিদিগের মুখে শুনিয়াছি যে এই চম্পাইনগরে চাঁদ সদাগরের বাটী ছিল। ইহার দুই ক্রোশ উত্তরে পর্ব্বত ও পাঁচ ছয় ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে একটী নদী আছে। অনুমান হয় যে ঐ পর্ব্বতের নাম সাতালী ঐ নদী ক্রমশঃ দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া বাঁকার সহিত মিলিত হইয়াছে। বিহারী বাবুর লিখিত চম্পাইনগরে যদি চাঁদ সদাগরের বাটী হয়, তবে বেহুলা সতীর ভেলা বরাবর ভাগীরথী দিয়া ত্রিবেণীতে আসিত, বর্দ্ধমান ও হুগলীর নদী গুলিতে [illegible] করিত না। যখন ভেলাতে নাবিক ছিল না, [illegible] তাহা যথেচ্ছ চালিত হইবার নহে; নদীর [illegible]

দুনে বাহিত হইবে। বিহারি বাবু লিখিয়াছেন যে, বেহুলার ভেলা প্রথমে ভাগীরথীতে ভাসমান হয়, অনন্তর অন্য নদী দিয়া ত্রিবেণীতে আনীত হয়। ভাগীরথী স্বতই অন্য নদী অপেক্ষা বেগবতী, নাবিক হীন ভেলা, স্রোতে পড়িয়া ভাগীরথী দিয়াই বাহিত হইত। এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ পূজার পর লিখিবার ইচ্ছা রহিল। মাননীয় বিহারী বাবুকে অনুরোধ এই তিনি যেন তাঁহার উল্লিখিত চম্পাই-নগরের বিশেষ বিবরণ লিখিয়া আমাদের সন্দেহ দূর করিয়া উপকৃত করেন।

বর্ষাকালে বেহুলা নদীর বাঁকার সহিত যোগ হয়। বেহুলা নদী হইতে অপর একটি শাখা-নদী সুনে নামক গ্রামের নিকট হইতে বহির্গত হইয়া পিপ্তিরা, ধোবাপাড়া, হাটগাছা, খোয়ালিয়া প্রভৃতি গ্রামের নিকট দিয়া বহিয়া গুপ্তীপাড়ার দক্ষিণ কামারডিঙ্গি গ্রামের নীচে ভাগীরথীতে মিলিত হইয়াছে। বাঁকা হইতে অপর একটী শাখা কালনার উত্তর নাদনঘাট নামক স্থানের নীচে ভাগীরথীতে মিলিত হইয়াছে। এইটীই বোধ হয় বাঁকর প্রধান শাখা বা বাঁক। ঐ স্থানের লোকে উহাকে নাদনঘাটের খাল কহিয়া থাকে। অপর একটী নদী বেহুলা হইতে বহির্গত হইয়া কালনা ও বাঘনাপাড়ার মধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণদেবপুরের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইয়া নাদনঘাটের খালে মিলিত হইয়াছে। এ নদী গুলির অবস্থা শোচনীয়। অনেক স্থান মজিয়া গিয়াছে, এমন কি কোথায় ধান্য ক্ষেত্র কোথায় বা মনুষ্যের আবাসভূমি হইয়াছে। কিন্তু দেখিলেই পরস্পরের যোগ প্রতীয়মান হয় ও পূর্ব্বে যে ইহারা সমধিক বেগবতী ছিল তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। কুন্তী নদী, যাহাতে বেহুলা নদী মিলিত হইয়াছে, সাধারণতঃ লোকে তাহাকে নসরাএর খাল কহিয়া থাকে। কুন্তী নদীর দামোদরের সহিত যোগ আছে। বেহুলার মিলন স্থান, নসরাএর কয়েক হস্ত পশ্চিমে ও নিত্যানন্দপুর নামক গ্রামের নিম্নে। বেহুলা নদীর ধারে বিস্তর মনসার আড্ডা আছে। এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ প্রত্যেক স্থানের অবস্থা, বেহুলা ও লখিন্দরের জীবন চরিত, পূজার পর আপনার বিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণের সমক্ষে উপস্থিত করিব। এক্ষণে বিহারী বাবুকে অনুরোধ তিনি যদি ঐ নদীগুলির উৎপত্তির বিষয়ে বলাগড় পাণ্ডুয়া, মেমারী, কালনা, এই চারি থানার মানচিত্র দর্শন করেন, তাহা হইলে অনেক জানিতে পারিবেন।

শ্রী—

থাথরগাছি।

## আজিমগঞ্জ মুন্সেফী আদালতের স্থানীয় সীমা পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব।

গোয়াস হইতে আজিমগঞ্জে মুন্সেফী আদালতটী আসা অবধি ঐ আদালতের স্থানীয় সীমা লইয়া যে একটী গোলযোগ উঠিয়াছে অদ্যাপি তাহার শান্তি হয় নাই। সকলেই আপন আপন স্বার্থ, সুখ স্বচ্ছতা ও সুযোগ লাভের জন্য ব্যগ্র। কোন প্রকারে তাহার প্রতিবন্ধক ঘটনা উপস্থিত হইলে কে তাহাতে সুখী হয়? উদ্যমশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে সাধ্যানুসারে তাহার নিবারণোপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু সবিশেষ বিবেচনা না করিয়া ও ভূত ভবিষ্যত না ভাবিয়া কেবল স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশে দুরাশার বশীভূত হইয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। আমরা শুনিলাম ভগবানগোলা থানার অধীন কতকগুলি গ্রামবাসী উক্ত থানা আজিমগঞ্জ মুন্সেফী আদালতের এলাকা হইতে উঠাইয়া অন্য কোন মুন্সেফী আদালতের অধীন হইবার জন্য জেলার জজ আদালতে কমিশনর সাহেবের নিকট ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সমীপে প্রার্থনা করিয়াছেন। জেলা মুরশিদাবাদের অধীন যে কয়টি মুন্সেফী আদালত আছে কতকগুলি থানার স্থানীয় সীমা লইয়া তাহার সংস্থাপন হইয়াছে। জলঙ্গী গোয়াস ও ভগবানগোলার থানার অন্তর্গত স্থান সকল আজিমগঞ্জের মুন্সেফের অধীনে আছে। এই তিনটী থানার সীমা মুরশিদাবাদ জেলার উত্তর পূর্ব্ব প্রান্ত ব্যাপিয়া গঙ্গা ও খড়ে নদী দ্বারা উত্তর পূর্ব্ব সীমা বদ্ধ। যদিও আজিমগঞ্জ এই তিনটী থানার ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত নহে তথাপি ঐ সকল থানার মধ্যস্থলে আজিমগঞ্জের ন্যায় বাজার ও নদী প্রভৃতি বিশিষ্ট সর্ব্বপ্রকার সুবিধাজনক স্থান না থাকায় বোধ হয় গোয়াস হইতে এখানে আদালতটী উঠিয়া আসিয়াছে। এখানে আদালত সংস্থাপিত হওয়ায় কেবল ভগবানগোলার থানার পশ্চিম প্রান্তস্থিত কয়টী গ্রামের অধিবাসীগণের দূরতা নিবন্ধন কতক অসুবিধা ও কষ্টের কারণ হইয়াছে। কিন্তু সকলের বাড়ীর নিকটেই কি আদালত সংস্থাপিত হইতে পারে? বরং আদালত যত দূরবর্ত্তী থাকে ততই মিথ্যা ও বৈরসাধন উদ্দেশক মকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস হয়। এখন এই জেলায় যে কয়টী মুন্সেফী আদালত আছে তাহাতে প্রায় প্রতি বৎসর সম সংখ্যক মকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে ও তদনুরূপ তাহার স্থানীয় সীমা বিভাগ ও নির্দ্দিষ্ট আছে। যদি ঐ কয়টী গ্রামের লোকের সুবিধার জন্য মুন্সেফী আদালতের বর্ত্তমান স্থানীয় সীমার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয় তবে নিয়ম অনুসারে ঐ থানাটি এক-কালে উঠাইয়া লইতে হইবে, তাহা হয় বহরমপুর না হয় জঙ্গীপুরের মুন্সেফী আদালতের অন্তর্গত করিয়া দিতে হইবে, না হয় তজ্জন্য কোন স্থানে নূতন একটী আদালত সংস্থাপনের প্রয়োজন হইবে। ফলতঃ ইহা অন্য যে কোন আদালতের এলাকার অন্তর্গত হইবে সেই স্থানেই কার্য্য বাহুল্য জন্য এক জন মুন্সেফের দ্বারা বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া কষ্টকর হইয়া উঠিবে, সুতরাং মকদ্দমার দিন পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া যে কষ্ট সেই কষ্টই আবার আসিয়া উপস্থিত হইবে। নতুবা অতিরিক্ত একজন মুন্সেফ নিযুক্ত না হইলে বিচারকার্য্য চলা ভার হইয়া উঠিবে কিন্তু অল্প সংখ্যক লোকের যৎকিঞ্চিৎ অসুবিধার জন্য কি কর্ত্তৃপক্ষগণ একজন অতিরিক্ত মুন্সেফ নিযুক্ত করিবেন? নূতন একটী আদালত স্থাপন করিলেও সেইরূপ অবস্থা ঘটিবে। গত বৎসর ঐ থানাটী উঠাইয়া লইয়া বহরমপুর মুন্সেফী আদালতের সামিল করায় এইরূপ অসুবিধাজনক ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে আজিমগঞ্জ আদালতের মোকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবে। সমুদায় থানার ও মুন্সেফী আদালতের এলাকার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে মুরশিদাবাদ জেলার থানা সমূহের স্থানীয় সীমা পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইতে পারে, এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে একটী হুলস্থূল ব্যাপার উপস্থিত হইবে, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে কতশত প্রকার আপত্তি ও অসুবিধা উপস্থিত হইবে। এখন এইরূপ বন্দোবস্ত করিতেই যদি দীর্ঘ কাল গত হয় ও সর্ব্বদা বিচারকার্য্য পরিচালনের গোলযোগ ও অসুবিধা উপস্থিত হয় তবে বিচার কার্য্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইবে। এজন্য এই সময়ে সবিনয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে বর্ত্তমান অবস্থায় এখানকার মুন্সেফী আদালত-সকলের যেমন এলাকা আছে তাহাই স্থিরতর থাকুক. অন্ততঃ যদি ইহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয় তবে যেন স্থানীয় প্রধান প্রধান ভদ্রলোক ও স্থানীয় সমুদায় বিচারপতিগণের অভিমতানুসারে এরূপ একটী স্থানীয় সীমা নির্দ্দিষ্ট ও বন্দোবস্ত হয় যাহা চিরস্থায়ী অথবা দীর্ঘকাল স্থায়ী ও সকলের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা জনক হয়।

আজিমগঞ্জ
২৬ এ সেপ্টেম্বর ১৮৮০। } শ্রীতাঃ—

# সোমপ্রকাশ।

১৯ এ আশ্বিন সোমবার।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে [illegible]

দুই সপ্তাহ সোমপ্রকাশ বন্ধ থাকিবে। বঙ্গবাসিদের পরম আনন্দের কারণ শারদীয় মহোৎসব আবার উপস্থিত। আমরাও পরিশ্রান্ত শরীর ও মনকে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রামসুখ দিবার জন্য উৎসুক হইতেছি। আমরা গত বৎসর যখন নিতান্ত মনের দুঃখে সোমপ্রকাশের মুখ বন্ধ করি, তখন যে আর সোমপ্রকাশকে পুনরুজ্জীবিত করিব এ আশা ছিল না। মনে করিয়াছিলাম বৃদ্ধবয়সে গবর্ণমেণ্টের প্রকোপ অনুকূল গলহস্তের ন্যায় হইল। বহুকালের যত্নে পালিত সোমপ্রকাশকে নিদ্রিত করিয়া আমরাও শেষ দশায় একটু নিদ্রাসুখ অনুভব করিব কিন্তু যাহার প্রতি যার প্রাণের টান থাকে তাহা সহজে যায় না। আমরা সোমপ্রকাশকে নিদ্রিত করিয়াও ভুলিতে পারিলাম না। আবার সুসময় আসিবামাত্র তাহাকে জাগ্রত করিয়া কোলে তুলিতে ইচ্ছা হইল। এ শিশুকে জাগাইয়া আমাদের আবার শ্রম ও চিন্তা বৃদ্ধি হইল। কিন্তু মাতা সন্তানের জন্য যে পরিশ্রম করেন তাহাতে যেমন তাঁহার সুখ ভিন্ন দুঃখ নাই, সেইরূপ আমাদের প্রিয় সোমপ্রকাশের জন্য খাটিয়া যেন প্রাণে তৃপ্তি হয় না। পাঠকগণের জন্য পরিশ্রম করা আমাদের মানসিক রোগের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা যদি অদ্য বলেন "তোমাদের সেবা আর চাই না" তাহা হইলেই বিভ্রাট। আমাদিগকে তাঁহাদের পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত থাকিতেই হইবে। আমরা যে রাজ্যে বাস করি, পাঠকগণ সে রাজ্যের প্রভু। এখন প্রভুরা অনুমতি করুন আমরা কয়েকদিনের জন্য বিশ্রাম করিতে যাই। আবার পক্ষান্তে সাক্ষাৎ হইবে। এই পক্ষকাল সুখ দুঃখ কাহার জন্য কি সঞ্চিত রহিয়াছে, কে জানে? জগদীশ্বর করুন আবার সকলে সুস্থশরীরে সরল চিত্তে ও উৎসাহপূর্ণ অন্তরে যেন পরস্পরকে সম্ভাষণ করিতে সমর্থ হই।

---

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আইন সংক্রান্ত কার্য্য সম্বন্ধীয় একখানি বার্ষিক রিপোর্ট আমাদের হস্তগত হইয়াছে। গত বৎসর যে সকল মকদ্দমাতে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট হয় বাদী অথবা প্রতিবাদীরূপে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহার মধ্যে দৃষ্ট হইবে। এ সম্বন্ধে একটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ গত বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৭৯ মকদ্দমাতে গবর্ণমেণ্ট জয়লাভ করেন এবং ৩০৬টী মকদ্দমাতে গবর্ণমেণ্টের পরাজয় হয়। পূর্ব্ব দুই বৎসরের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখা যায়, যে উক্ত দুই বৎসরে অতি অল্প স্থলেই গবর্ণমেণ্টকে পরাজিত হইতে হইয়াছিল লিগালরিমেমব্রান্সার ওকেনলি সাহেব বলিয়াছেন, যে তাঁহার সহিত পূর্ব্বে পরামর্শ না করিয়া অনেকগুলি মকদ্দমা উপস্থিত করাতে ঐ প্রকার ফল ফলিয়াছে। বিশেষ বিবেচনা না করিয়া প্রজার নামে মকদ্দমা উপস্থিত করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ভাল দেখায় না; সুতরাং এ বিষয়ে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

---

দেওঘরের আসিষ্টাণ্ট কমিশনর উইলমট সাহেবের নাম আমরা বহুদিন পূর্ব্ব হইতে জানি। ইহাঁর অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের মুখে আমরা মধ্যে মধ্যে অনেক নিন্দার কথা শুনিতাম; কিন্তু সে সকল নিন্দাবাদে আমরা কখনও কর্ণপাত করি নাই, কারণ অতিশয় কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিরাও অনেক সময়ে অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের অপ্রিয় হইয়া থাকেন। কিছুদিন হইল দেওঘরের অধিবাসিগণ উইলমট সাহেবের নামে অভিযোগ করিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করে। উক্ত আবেদন-পত্রে আসিষ্টাণ্ট কমিশনর সাহেবের কতকগুলি গুরুতর দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ বিচার কার্য্যের প্রতি তাঁহার নিতান্ত অমনোযোগ। আমলাগণের দ্বারাই অধিকাংশ স্থলে উক্ত কার্য্য চলিয়া থাকে; দ্বিতীয়তঃ তিনি বাদী প্রতিবাদী প্রভৃতির প্রতি অতি অভদ্র ব্যবহার করিয়া থাকেন, তৃতীয়তঃ তাঁহার লোকেরা বাজারে দ্রব্য লইয়া উপযুক্ত মূল্য দেয় না; চতুর্থতঃ কেহ কোন উপঢৌকন দিলে তিনি তাহা লইয়া থাকেন। ইত্যাদি

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, এই আবেদন পত্র আমাদের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। যে যে ব্যক্তির কথায় একজন কর্ম্মচারিকে বিরক্ত করা কর্ত্তব্য নয় এবং গবর্ণমেণ্টের সেরূপ অকারণ বিরক্তি উৎপাদন না করা উচিত ইহা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু এতগুলি প্রজা যখন নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া কতকগুলি কষ্টের কথা লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের কর্ণগোচর করিল তখন সে বিষয়ে উদাসীন থাকা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নয়। এই ঔদাসীন্য দেখিয়া প্রজাদিগের এইরূপ সংস্কার জন্মিবে যে গবর্ণমেণ্ট নিজ কর্ম্মচারিগণের অন্যায় অত্যাচার দেখিয়াও দেখেন না; ইহাতে তাঁহাদের ন্যায়পরতার উপর লোকের সন্দেহ জন্মিবে। আমাদের বোধ হয় নিজ কর্ম্মচারিদিগের পক্ষাবলম্বন না করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি প্রজাদিগের ক্লেশের কথা জানিবামাত্র অনুসন্ধানের রীতি প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। তাহা হইলে হয়ত, কর্ম্মচারিদিগকে অনেক সময় অকারণ উত্যক্ত হইতে হইবে কিন্তু তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্রজাদিগের আস্থা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইবে। আমরা এবিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য ইডেন সাহেবকে অনুরোধ করি।

---

দক্ষিণ আফ্রিকার নূতন যুদ্ধ।

সর বার্টল ফ্রিয়ার দক্ষিণ আফ্রিকাতে যে অগ্নি জ্বালিয়া গিয়াছেন, তাহা যে সহজে নির্ব্বাণ হয় এরূপ বোধ হয় না। যাঁহারা ভাবিতেছিলেন জুলু যুদ্ধের অবসান হইলেই সমরাগ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে, তাঁহাদের ভ্রম। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে, উপনিবেশের প্রান্তে, আর এক জাতি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্ত হইয়া বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাদের বিদ্রোহ অদ্যাপি পূর্ণাঙ্গ সমরের আকার ধারণ করে নাই, এক্ষণে অল্প সংখ্যক লোকের বিবাদ কলহ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু এই কলহ অচিরে কি আকার ধারণ করিবে, তাহা বলিতে পারা যায় না। এরূপ শুনা যায় ঐ বাসুটো জাতি পূর্ব্বে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত ছিল। অনেকে হয় ত জিজ্ঞাসা করিবেন এই অনুরক্তি হঠাৎ বিরক্তিতে পরিণত হইল কেন? সহসা যে এপ্রকার ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা নহে। কেপ গবর্ণমেণ্ট কিয়ৎকাল হইল ইহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার আদেশ প্রচার করেন। বলপূর্ব্বক নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা করাতে ইহারা নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছে এবং বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

আমরা সশস্ত্র হইয়া থাকিব, তোমাদিগকে অস্ত্র ধারণ করিতে দিব না" এই ভাবে রাজ্য শাসন করিলে রাজ্যের শান্তি রক্ষার পক্ষে সুবিধা হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বর্ত্তমান উক্ত এরূপ রাজনীতি অনুমোদনীয় কি না সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। ইংরাজেরা একবার মনে করুন, আজ যদি ফরাসিগণ তাঁহাদের দেশ অধিকার করে এবং বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার আজ্ঞা প্রচার করে, তাঁহারা সে আজ্ঞা কিরূপ ভাবে গ্রহণ করেন। এ কথা বলিলে কিছু মাত্র অত্যুক্তি হয় না যে, দশম বর্ষের বালক অবধি অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত দেশের প্রত্যেক পুরুষের দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া না ফেলিলে আর সে হস্ত হইতে কেহ বলপূর্ব্বক অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লইতে পারে না। এখন আপনাদের হৃদয় দিয়া অপরের হৃদয় বিচার করুন। বাসুটোগণ বর্ব্বর বটে, সভ্যতা ও বিদ্যা বুদ্ধি বিষয়ে হীন বটে এবং ইহাও সত্য কথা যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের দিন বিলম্ব লাগিবে না; কিন্তু প্রশ্ন এই, যে অধিকার হইতে

বলপূর্ব্বক বঞ্চিত করিবার প্রয়াস পাওয়াতে তাহারা কুপিত হইয়াছে, সে অধিকারটী মানব-হৃদয়ের পক্ষে প্রিয় কি না? এখন গবর্ণমেণ্ট কি বলিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন? তাহারা আততায়ী নয়? তাহারা ত আপনাদের লুণ্ঠনপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য বিগ্রহে প্রবৃত্ত হয় নাই; তাহারা ত অকারণ নিরুপদ্রব প্রজাগণের প্রতি অত্যাচার করিতেছে না, তাহাদিগকে ধর্ম্মনীতির কোন নিয়মানুসারে গুরুতর দণ্ড করা হইবে?

ফলতঃ প্রজাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া যে শান্তি রক্ষা করিতে হয় সে শান্তির মূল্য নাই। এ রাজভক্তি মুসলমান নবাবগণের অবরোধবাসিনী অগণ্য মহিলার সতীত্বের ন্যায়। অপরকে নিরস্ত্র করিয়া ও নিজে সশস্ত্র থাকা কাপুরুষের কার্য্য। সুশাসনের প্রকৃত মর্ম্ম যাঁহারা অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা রাজ্যের ভিত্তি অন্যত্র স্থাপনের পরামর্শ দিয়া থাকেন। রাজা যদি প্রজাকুলের বাস্তবিক হিতৈষী হন, যদি তাহাদের কল্যাণ সাধন করা বাস্তবিক তাঁহার ইচ্ছা হয়, যদি তাহাদের ন্যায্য অধিকার দিতে তিনি কুণ্ঠিত না হন, যদি তাঁহার বিচারে ন্যায়পরতা, কার্য্যে নিঃস্বার্থতা ও ব্যবহারে সাধুতা প্রকাশ পায় তাহা হইলে সেরূপ রাজা চির দিন প্রজাকুলের অনুরাগ ও ভক্তির পাত্র হইয়া থাকেন।

---

লিবারেলদিগের বিদেশীয় রাজনীতি দুর্ব্বল,
এ অপবাদের কারণ কি?

কান্দাহার সম্বন্ধে বর্ত্তমান লিবারেল মন্ত্রিদল কিরূপ নীতির অনুসরণ করিবেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে তাঁহাদের আফগানিস্থান সম্বন্ধীয় নীতি স্মরণ করা আবশ্যক। আফগানিস্থানের স্বাধীনতা হরণ করা তাঁহাদের রাজনীতির অনুমোদিত কার্য্য নয়। আফগানিস্থান স্বতন্ত্র ও স্বাধীন থাকিয়া বন্ধুত্বসূত্রে ইংলণ্ডের সহিত বদ্ধ থাকে এই তাঁহাদের ইচ্ছা; সুতরাং তাঁহারা কখনই কান্দাহার নিজ হস্তে রাখিতে পারেন না, কারণ তাহা হইলেই এই রাজনীতির ব্যতিক্রম ঘটিবে।

আমরা দেখিয়া নিতান্ত প্রীত হইলাম যে লার্ড হার্টিংটন স্পষ্টাক্ষরে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশনের যে আবেদনপত্র তাঁহার হস্তে অর্পিত হয় তাহার প্রত্যুত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে কান্দাহার হস্তে রাখাতে অনেক সুবিধা আছে তাহা স্বীকার করা যায়। কান্দাহার সেনানিবেশের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট স্থান, তাহার চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি উর্ব্বরা; এবং এই নগর বাণিজ্যের বিশেষ উপযোগী, এ সকল স্বীকার করিয়াও কান্দাহার ভারতসীমান্তর্গত করা উচিত বোধ হয় না। প্রথমতঃ, কান্দাহার করকবলিত করিবার ইংলণ্ডের কি অধিকার আছে? প্রজারা যে চিরকাল আমাদের শাসনাধীন থাকিতে চায় তাহার প্রমাণ কি? তাহারা এক্ষণে নিরুপদ্রবে বাস করিতেছে, এবং কিয়ৎ পরিমাণে সন্তোষের চিহ্ন সকল প্রকাশ করিতেছে কিন্তু ঐ সন্তোষ যে হৃদয়ের স্থায়ী ভাব তাহা কে বলিল? দ্বিতীয়তঃ লার্ড হার্টিংটন বলিয়াছেন, আফগানদিগের ন্যায় সমরপ্রিয় ও প্রাণভয়বিহীন জাতিকে সুশাসনে রাখিতে, কান্দাহারে অনেক সৈন্য রাখার প্রয়োজন হইবে। এত ব্যয় কে বহন করিবে? তৃতীয়তঃ তাহা হইলে আফগানিস্থানের স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে; কারণ তাহা হইলে আর সমগ্র আফগানিস্থানটী একজন রাজার অধীনে থাকিবে না। লর্ড হার্টিংটন এই সকল কারণে কান্দাহার অধিকার অযৌক্তিক ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে করিয়াছেন।

লর্ড বিকন্সফিলডের গবর্ণমেণ্টেরও কান্দাহার অধিকার করিবার সংকল্প ছিল না। তাঁহারা প্রধানতঃ দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ কাবুলে একজন রেসিডেণ্ট নিয়োগ, দ্বিতীয় সীমান্ত প্রদেশকে সুরক্ষিত করা। তাঁহারাও আফগানিস্থান পরিত্যাগের সময়, কান্দাহারে একজন দেশীয় স্বাধীন রাজাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসিবেন এরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংকল্প যদি এই ছিল, তবে কনসারবেটিবগণ এখন আর এক কথা বলিতেছেন কেন?

লার্ড হার্টিংটন ভদ্রলোকের ন্যায় প্রশ্ন করিয়াছেন; কান্দাহারের স্বাধীনতা হরণ করিবার আমাদের কি অধিকার আছে? এ ত ধর্ম্মভীরু লোকের কথা। রাজনীতিজ্ঞ হইয়াও যাঁহাদের এরূপ ধর্ম্মভীরুতা থাকে, তাঁহারা অনেকের মতে অকর্ম্মণ্য লোক। লিবারেলদিগের বিদেশীয় রাজনীতি যে অনেকের মতে দুর্ব্বলতা-দোষে দূষিত আমাদের বোধ হয় এই ধর্ম্মভীরুতাই তাহার একটী প্রধান কারণ। যাঁহারা একটী পরাজিত জাতিরও স্বাধীনতা হরণ করিতে কুণ্ঠিত হন; অপর জাতিদিগের সহিত অকারণ শত্রুতা পরিহার করিবার জন্য ব্যগ্র; যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে ন্যায়সঙ্গত হইল কি না বিবেচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ছলান্বেষী ও বিবাদপ্রিয় ব্যক্তিদিগের নিকট দুর্ব্বল বলিয়া পরিগণিত হইবেন তাহাতে বিচিত্র কি?

লিবারেলদিগের বিদেশীয় রাজনীতি যে দুর্ব্বল এই মত যোগ কর এখনে [illegible] বলিয়া প্রকৃতি ইউরোপীয় অপর জাতিদিগের মুখ হইতে উঠিয়া থাকিবে। তাঁহাদের এপ্রকার মত হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। যাঁহারা বারমাস সমর-সজ্জা করিয়া থাকেন, যাঁহাদের দেশের যুবকদিগকে যৌবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৎসর গুলি সমর-শিক্ষাতে ব্যয় করিতে হয়, যাহাঁদের বুদ্ধি বিদ্যা কেবল মনুষ্যের প্রাণহত্যার নানাপ্রকার কৌশল উদ্ভাবনে নিযুক্ত থাকে, তাঁহাদের ত এই প্রকার মত হইবেই। পাঠকগণ একবার ইউরোপীয় জাতিদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। রুশিয়া হয় তুরস্ক, নয় মধ্য আসিয়া, না হয় চীন সাম্রাজ্য কাহার না কাহারও সহিত সর্ব্বদা বিবাদে প্রবৃত্ত আছেন। জর্ম্মণির আইন এই যে সেখানে প্রত্যেক সবলকায় পুরুষকে অন্ততঃ যৌবনের পাঁচ বৎসর কাল সৈন্যবিভাগে থাকিতে হইবে। তাঁহারা এক প্রকার দেশশুদ্ধ লোককে সামরিক কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করিতেছেন। ফ্রান্স সৈন্যদলের রক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য বর্ষে বর্ষে প্রায় ২ কোটী টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। যাহাদের বুদ্ধি বিদ্যা নর হত্যার নূতন নূতন উপায় বিধান করিতে ব্যস্ত তাঁহাদের এই প্রকার মত না হওয়াই আশ্চর্য্যের।

বারমাস যাহাদের এই প্রকার যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে; যাঁহারা প্রতিবাসির প্রতি সর্ব্বদা ভ্রুকুটী করিয়া আছেন, বলিলে অত্যুক্তি হয় না; তাঁহারা ত স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয় জাতিদিগকে দুর্ব্বল ও ভীরু বিবেচনা করিবেন। ইহাদের নিকট ইংলণ্ড ভীরু, কারণ ইংলণ্ড প্রকাণ্ড একদল সৈন্য রক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনা করেন না; সৈন্যদলের রক্ষার জন্য বর্ষে বর্ষে এত অর্থ ব্যয় করা আবশ্যক মনে করেন না। বিশেষতঃ লিবারলগণ, ইহাঁরা আবার বিগ্রহ অপেক্ষা সন্ধি দ্বারাই অধিক কার্য্য সিদ্ধি করিতে চান। ইহাঁদের মত এই আত্মরক্ষা বা আততায়ীর নিবারণ প্রভৃতি নিতান্ত গুরুতর ও প্রবল কারণ ব্যতীত যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। এই জন্য ইহাঁরা দুর্ব্বল ও ভীরু নামে উক্ত হইয়া থাকেন।

এস্থলে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। ইউরোপীয় অপরাপর জাতির সহিত ইংলণ্ডের অবস্থাগত কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে। বাণিজ্যই ইংলণ্ডের গৌরব সমৃদ্ধি ও সম্ভ্রমের মূল কারণ। এই বাণিজ্য সূত্রে ইংলণ্ড অনেকের সহিত আবদ্ধ। সুতরাং একজনের সহিত বিবাদ ঘটনা হইলে কত দিকে কত প্রকার গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। এই কারণেই ইংলণ্ড অপর জাতিদিগের অপেক্ষা অধিক শান্তিপ্রিয়। আমরা এই [illegible] দুর্ব্বলতার চিহ্ন দেখিতেছি না, [illegible] হই-য়াছে। [illegible] ইউরোপীয় জাতিদিগকে আমরা এ

বিষয়ে দোষী মনে করি। এখনি দেশশুদ্ধ লোককে সৈনিককার্য্যে প্রস্তুত করিতেছেন, ইহাতে যে কেবল প্রচুর অর্থ ব্যয় হইতেছে তাহা নয়, কিন্তু দেশীয় প্রত্যেক যুবকের প্রথম উদ্যমের পাঁচ বৎসর যুদ্ধ শিক্ষাতে ব্যয় হওয়াতে দেশের উন্নতির কত ব্যাঘাত হয় তাহা একবার স্মরণ করুন, এ ক্ষতি সহজে পূরণ হয় না। যাহা হউক লিবারেলগণ লোকের নিকট তেজস্বী এই খ্যাতিউপার্জ্জন করিবার জন্য ব্যস্ত নন, ইহাতে তাঁহাদের যে কর্ত্তব্যপ্রিয়তা প্রকাশ পায় তাহার প্রশংসা করিতে হইবে।

---

মুসলমান ও ফিরিঙ্গিগণের শিক্ষা।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম এত দিনের পর মুসলমানদিগের চৈতন্য হইয়াছে। যখন সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার জন্য স্কুল কলেজ প্রভৃতি খোলা হইল তখন তাঁহারা ঘৃণাপূর্ব্বক দূরে রহিলেন; ইংরাজদিগের ভাষা শিখিব না, হিন্দুবালকদিগের সহিত একত্র বসিব না বলিয়া নিজ নিজ সন্তানদিগকে ঐ সকল স্কুল কলেজ প্রভৃতিতে প্রেরণ করিলেন না। বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল, শিক্ষার গুণে হিন্দুযুবকগণ সুশিক্ষিত ও উন্নত হইতে লাগিল; আইন, আদালত, চিকিৎসাপ্রভৃতি সকল বিভাগে তাহারা প্রবেশাধিকার লাভ করিল; পরিশ্রম গুণে অর্থোপার্জ্জন করিয়া তাহারা ধন মানে উন্নত হইতে লাগিল ও দিকে মুসলমানগণ, শিক্ষাভাবে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের অর্থাগমের দ্বার সকল রুদ্ধ হইল বটে কিন্তু তাঁহাদের ভোগও বিলাস সুখের বাসনা তদনুসারে হ্রাস হইল না; সুতরাং দিন দিন দারিদ্র্যের বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

এইরূপে অল্প দিনের মধ্যে হয় মুসলমানদিগের সামাজিক ও মানসিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এতদিনের পর যে মুসলমানদিগের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে ইহাও সুখের বিষয়। কলিকাতার অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত মুসলমান সম্প্রতি মুসলমান যুবকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত একটী কলেজ খুলিবার জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা প্রেসিডেন্সি কালেজের ন্যায় মুসলমানদিগের উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত একটী কলেজ খোলা হয়, এবং গবর্ণমেন্ট ঐ ব্যয় ভার বহন করেন। গবর্ণমেন্ট যখন আমাদের সন্তানগণের শিক্ষার জন্য এত অর্থ ব্যয় করিতেছেন তখন আমরা কোন মুখে এ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে বলিব। কিন্তু গবর্ণমেন্ট যখন তাঁহাদের শিক্ষা দানে জাতি বর্ণ বিচার করেন না, তখন আবার কোন যুক্তিতে নূতন কালেজ স্থাপন বিষয়ে সাহায্য করিবেন? গবর্ণমেন্ট মুসলমানদিগকে বলিবেন, তোমরা প্রেসিডেন্সি কালেজে তোমাদের যুবকদিগকে প্রেরণ করনা কেন? যদি বল, হিন্দুবালকদিগের সহিত আমাদের বালকদিগকে মিশিতে দিব না, তবে আপনাদের কুসংস্কার ও জাতিবৈরের ফল আপনারা ভোগ কর।

বিশেষতঃ নিরবচ্ছিন্ন মুসলমানদিগের জন্যই যদি একটী কলেজ খোলা হয় তাহা চলিবার আশা কি? বর্ষে বর্ষে প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে সকল ছাত্র উত্তীর্ণ হয় তাহাদের মধ্যে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা কত? যদি কলেজ খোলা যায় তাহা হইলে ছাত্র কোথায় পাওয়া যাইবে? একে গবর্ণমেন্ট এইরূপ কালেজ খুলিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে বলিয়া মফস্বলের কলেজগুলি তুলিয়া দিবার চেষ্টায় আছেন, এখন আবার নূতন কালেজ খুলিয়া অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কর্ত্তব্য কি না একবার বিবেচনা করা উচিত।

মুসলমানগণ যদি উচ্চ শিক্ষার জন্য বাস্তবিক ব্যগ্র হইয়া থাকেন এবং কলেজ চলিবার উপযুক্ত ছাত্র পাওয়া সম্ভব মনে করেন, তাহা হইলে আপনাদের ব্যয়ে ও আপনাদের চেষ্টাতে একটী কালেজ খুলুন না কেন? কলিকাতাতে মিশনরিগণ যদি কলেজ খুলিয়া চালাইতে পারিতেছেন, পণ্ডিতবর বিদ্যাসাগর একটী স্বতন্ত্র কলেজ খুলিয়া চালাইতে পারিতেছেন, মুসলমানগণ একত্র হইয়া কি একটী কলেজ চালাইতে পারেন না? যদি চলিবার পক্ষে কোন সন্দেহ থাকে, কিম্বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ভয় থাকে, সে ক্ষতি গবর্ণমেন্টের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা করা কি যুক্তিসঙ্গত কার্য্য? গবর্ণমেন্ট যদি মুসলমানদিগের বিশেষ প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য ক্ষতি স্বীকার করেন, খ্রীষ্টানদিগের জন্য কেন একটী স্বতন্ত্র কালেজ খুলিবেন না? ফিরিঙ্গীদিগের জন্য কেন একটী স্বতন্ত্র কলেজ খুলিবেন না? আবশ্যকমত কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করা গবর্ণমেন্টের নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য নয় কিন্তু এক এক সম্প্রদায়ের বিশেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য সমগ্র ব্যয় ভার গ্রহণ করিলে নিয়ম বিরুদ্ধ কর্ম্ম করা হইবে।

ফিরিঙ্গীগণের শিক্ষাদির জন্য যে চেষ্টা হইতেছে সে সম্বন্ধেও আমাদের এই বক্তব্য। ফিরিঙ্গীদিগের অবস্থা আরও শোচনীয়। সামাজিক মানসিক ও নৈতিক সকল অংশেই ইহারা হীন। ইংরাজদিগের সহিত মিশিতে গেলে ইংরাজেরা ইহাদিগকে ঘৃণা করে, হিন্দুদিগের প্রতিও ইহাদের নিজের বিজাতীয় ঘৃণা। সুতরাং এ দেশে জন্মগ্রহণ এবং এদেশে বাস করিয়াও ইহারা এক সম্প্রদায় দ্বীপান্তরিত লোকের ন্যায় বাস করিতেছে। ইউরোপীয় রক্ত হয়ত দুই চারি বিন্দু শরীরে আছে; তাহাও হোমিওপেথির অষ্টম নবম ডাইলিউশন হইবে, এই অহঙ্কারে আর বাঁচেন না। নিজেরা ধর্ম্মনীতি অংশে অত্যন্ত হেয় অথচ এ দেশীয়দিগের প্রতি হীন বলিয়া যথেষ্ট ঘৃণা আছে। ইহাদের আয় এদেশীয়দিগের ন্যায়, চাল চলন ইংরাজদিগের ন্যায়, সুতরাং দরিদ্রতা ইহাদের কৌলিক রোগ স্বরূপ। বিবাহের পর পুরুষের পক্ষে স্ত্রীত্যাগ ও রমণীর পক্ষে ব্যভিচারিণী হওয়া ইহাঁদের মধ্যে প্রথার স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। যাহাদের এইরূপ অবস্থা তাহারা যে কৃপাপাত্র তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু ইহারা যে হীনাবস্থায় রহিয়াছেন সে কাহার দোষে? অস্বাভাবিক গর্ব্বের জন্য যদি কেহ ক্লেশ পায় কে তাহা নিবারণ করিতে পারে? তাহাদের রোগ দেবের অসাধ্য! কর্ত্তৃপক্ষ কয়েক বৎসরাবধি ইহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আর্ক ডিকন বেলি কয়েক বৎসর ইহাদের অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন। ইহাদের জন্য ওয়ার্কশপ খোলা হইয়াছে ইহাদিগকে প্রায় সকল আপীষে প্রবিষ্ট করিবার চেষ্টা হইতেছে। আর্ক ডিকন বেলি এ কথাও বলিয়াছেন ইহাদের অনেকে অতিশয় দরিদ্র, সুতরাং অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন ভিন্ন ইহাদের সন্তানদিগের শিক্ষার উপায় দেখা যায় না। তিনি গবর্ণমেন্টকে এই ব্যয় বহন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। মুসলমানদিগের জন্য স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপন বিষয়ে যে আপত্তি এ বিষয়েও আমাদের সেই আপত্তি। এক এক দল লোক নিজ দোষে কষ্ট পাইবে এবং গবর্ণমেন্ট প্রত্যেকের উপায় বিধানার্থ অগ্রসর হইবেন, এই রূপে গবর্ণমেন্ট কতদিন চলিবেন। এরূপ নির্ব্বোধ ও কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিদিগের ক্লেশ পাওয়াই উচিত।

---

সহরের নিকটে বাসের [illegible]

কোন সংস্কৃত কবি নিম্ন লিখিত কবিতা দ্বারা কতকগুলি পদার্থকে পরিহরণীয় বলিয়া গিয়াছেন:—

শৃঙ্গিনোদশহস্তেন,
শতহস্তেন বাজিনঃ।
হস্তী হস্তসহস্রেণ
স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনঃ॥

শৃঙ্গ বিশিষ্ট জীবের দশ হস্তের মধ্যে যাইবে না; অশ্বের শত হস্তের ভিতরে আসিবে না; হস্তীকে সহস্র হস্ত দূর হইতেই পরিহার করিবে কিন্তু দুর্জ্জন ব্যক্তি যে স্থানে থাকে সে স্থান পরিত্যাগ করিবে।

দেশের অসভ্যতার অবস্থায় [illegible] [illegible]

ভয়ের কারণ ছিল, এবং তাহাদিগের হইতে দূরে বাস করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইত, কিন্তু এখনকার সভ্য সমাজে দুইটী নূতন পদার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছে যাহার নিকটে বাস করিলে ভদ্রস্থতা নাই এবং যতদূরে বাস করা যায় ততই শান্তিলাভ করা যায়।

এই উভয় পদার্থের প্রথমটী আদালত। দ্বিতীয়টী কলিকাতার সহর। পাঠকগণ এই উভয় বিসদৃশ বস্তুর একত্র সমাবেশ দেখিয়া হয়ত হাস্য করিবেন কিন্তু আমাদের এ দুইটীকে অনর্থের মধ্যে গণ্য করিবার যুক্তি আছে।

প্রথমতঃ আদালত নিকটে থাকাতে নানাপ্রকার নূতন উপদ্রব বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে লোকের বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিলে দেশের দশজনকে ডাকিয়া মীমাংসা করিয়া লইত। এক্ষণে অর্দ্ধ হস্ত ভূমির জন্য লোকে চতুর্দ্দশবার আদালতে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়াছে। এই ছুটাছুটি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় প্রত্যেক গ্রামে এক শ্রেণীর নূতন লোক দেখা দিয়াছে। লোকের বিবাদে সাহায্য করা উঁহাদের কাজ। ঐ সকল অলস ও পরশ্রীকাতর লোকের হয়ত অন্নের সংস্থান আছে; সুতরাং পরের কাজ পাইলে ইঁহাদের সময়টা একটু সুখে যায়। ইঁহাদের অনেকে হয়ত দুই দশবার আদালতে গতায়াত করিয়া আদালতের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। কোন্ বিষয়ের জন্য কি ভাবে দরখাস্ত করিতে হয়, কোন্ বিষয়ের জন্য কোথায় আবেদন করিতে হয়, কোন্ বিষয়ের জন্য কত ব্যয় করিতে হয়; এ সকল ইঁহাদের বিদিত। সুতরাং মূর্খ ও নির্ব্বোধ লোকে অনেক সময় ইঁহাদিগকে পরামর্শদাতারূপে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইঁহারাও সেই সূত্রে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিয়া লয়। ইঁহারা তীর্থের কাকের ন্যায় আদালতের পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং নির্ব্বোধ লোক দেখিলেই কিঞ্চিৎ লাভ করিবার চেষ্টায় থাকে। মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে, জাল মকদ্দমা প্রস্তুত করিতে, উকীল, সাক্ষী প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে ইঁহারা বড় পটু। ইঁহারা একজনের পক্ষ হইয়া অপরের সর্ব্বনাশ করে আবার সুযোগ পাইলে প্রথম ব্যক্তির সর্ব্বনাশের চেষ্টা পায়। আদালত সকল নিকটবর্ত্তী হওয়াতে লোকের এই সকল ক্লেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সহর নিকটে থাকাতেও আমাদের নানাপ্রকার ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। প্রথমতঃ সহরের নিকটে বাস করিয়া আমরা অর্থ থাকিতে ভাল করিয়া আহার করিতে পাই না। আমাদের ক্ষেত্র সকলে যে কিছু ভাল ফল শস্য জন্মে সে সমুদায় রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতে আর এদেশে থাকে না। সমুদায় সহরে গিয়া উপস্থিত হয়। অপকৃষ্ট দ্রব্য সকলই এখানকার বাজারে পড়িয়া থাকে। যাহা থাকে তাহাও দুর্ম্মূল্য হয়। এইরূপ আমাদের অর্থ অধিক ব্যয় অথচ ভাল করিয়া আহার করিতে পারি না।

সহরের নিকটে থাকাতে নানাপ্রকার সামাজিক বিপ্লবও ঘটিয়াছে। সমাজের প্রাচীন শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যখন গ্রামের মধ্যে দুই চারিজন ধনী ও ক্ষমতাশালী লোক থাকিত এবং অপর সকলে সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে তাহাদের অধীন থাকিত তখন সমাজের এক প্রকার শৃঙ্খলা দৃষ্ট হইত. উক্ত ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা অনেক সময়ে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হইত। এক্ষণে সকলেই স্বাধীনভাবে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকে, কেহ কাহারও অধীন বা বশবর্ত্তী নয় সুতরাং কেহ কাহারও শাসনানুগত নহে। এই কারণে সমাজের অনেক লোক রীতিনীতি সম্বন্ধে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্ম-শাস্ত্রের যে শাসন ছিল তাহাও ইংরাজী শিক্ষার গুণে ও সহরের বাতাসে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এখন শাস্ত্র এবং সমাজ বিরুদ্ধ পাপ সকল সমাজ মধ্যে অবারিত হইতেছে। নিবারণের উপযুক্ত শাসন শক্তি কাহারও নাই।

সহরে যাঁহারা থাকেন সহরের দোষ ভাগের সঙ্গে সঙ্গে সহরের গুণ ভাগের ও অংশী হইয়া থাকেন। সেখানকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতির উৎকৃষ্ট উপায় সকলও তাঁহারা লাভ করেন কিন্তু আমাদিগের ন্যায় সহরের নিকটে যাঁহাদের বাস তাঁহারা সহরের গুণ ভাগ না পাইয়া দোষ ভাগই অধিক সময় ভোগ করিয়া থাকেন।

সহরের নিকটে থাকার আর একটী অসুবিধা আছে। যে সকল গ্রাম সহর হইতে অনেক দূরে অবস্থিত সেখানকার শিক্ষিত লোকেরা যখন নয় মাস, ছয় মাস অন্তর এক একবার ঘরে যান তখন কিছু দীর্ঘকাল গৃহে বাস করিয়া থাকেন। সুতরাং দেশের অবস্থার দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হয়। দেশের উন্নতি সাধনের জন্য অনেক প্রকার উপায় অবলম্বন করা হয়। কিন্তু সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিকাংশ লোক সমুদয় সপ্তাহ সহরেই বাস করেন তাঁহাদের নিজের উন্নতি সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাহা সেই স্থানেই প্রাপ্ত হন। সপ্তাহের মধ্যে যে এক দিন গ্রামে আগমন করেন তাহাও বিশ্রাম এবং আমোদ প্রমোদের জন্য। সুতরাং দেশের উন্নতির জন্য তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ দৃষ্ট হয় না। এই জন্য সহরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল সহরের নিকটে থাকিয়াও অনেক সময় দূরবর্ত্তী স্থান অপেক্ষা হীনাবস্থায় পতিত থাকে।

সহরের নিকটে থাকার আর একটী অসুবিধা আছে। দূরস্থিত জনপদ সকলের লোকদিগের বিলাস বাসনা অল্প। সামান্য আহার সামান্য পরিচ্ছদে সন্তুষ্ট হইয়া তাহারা সুখে দিন যাপন করে। কিন্তু সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানের নিত্য নিত্য নূতন নূতন বিলাস সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে লোকের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আদালত এবং সহর এই উভয়ের সৃষ্টি হইয়া দেশের কল্যাণ কি অকল্যাণ হইয়াছে, এ প্রশ্নের মীমাংসা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এ প্রশ্ন অতি জটিল প্রশ্ন; কিন্তু এই দুইটীর দ্বারা আমাদের যে যে উপকার দর্শিতেছে তৎ সঙ্গে সঙ্গে যে কতকগুলি অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার উল্লেখ করাই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

---

### আয়র্লণ্ডের কৃষকদিগের অবস্থা।

ইংলণ্ডের লোকেরা আয়র্লণ্ডবাসি দরিদ্র কৃষকদিগকে ক্ষিপ্ত প্রায় করিয়া তুলিয়াছেন। তাহাদের দেশে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন তাহারা গত দুই বৎসর যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়া আসিতেছে; সেই কারণে অনেকে জমিদারকে খাজনা দিতে পারে নাই; অনেকের বাকি খাজনা দিবার সামর্থ্যও নাই। কিন্তু অনেক জমিদার কোন ক্রমেই তাহাদিগকে ছাড়িতেছেন না। দুর্ভিক্ষের প্রকোপশান্তি না হইতে হইতে তাঁহারা খাজনা আদায়ের বৈধ অবৈধ সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অনেক দরিদ্র প্রজা বহুকাল অবধি নিজ নিজ ক্ষেত্রে ঘর বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করিতেছে, তাহারাও এখন স্বীয় ভূমিখণ্ড হইতে তাড়িত হইতেছে। এই সকল অত্যাচারে কৃষকগণ ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা "আইরিস ল্যাণ্ড-লীগ" নামে একটী প্রকাণ্ড সভা প্রতিষ্ঠ করিবার চেষ্টায় আছে। আয়র্লণ্ডের সমুদায় কৃষককে ঐ সভার অন্তর্গত করিবার চেষ্টা হইতেছে। সভার উদ্যোগকর্ত্তাদিগের অভিপ্রায় এই, তাঁহারা অন্ততঃ তিনি লক্ষ লোককে ঐ সভার সভ্য করিবেন; সভ্যেরা শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিবে, কোন ক্রমেই কেহ খাজনা দিবে না; যদি কোন প্রজাকে কোন জমি হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় আর কোন কৃষক সে জমি লইবে না, যদি কেহ সভার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া লয়, সেরূপ ব্যক্তিকে একঘরে করা হইবে; তাহার স্ত্রীপুত্রের সহিত কেহ আলাপ পরিচয় করিবে না, তাহার গো মেষ প্রভৃতিকে চরিতে দেওয়া হইবে না, তাহার বিবাদে কেহ সাহায্য করিবে না, সে মরিলে কেহ গোর দিতে আসিবে না। ইত্যাদি।

বর্ত্তমান লিবারেল মন্ত্রিদল কৃষকদিগের এই ক্লেশ ও বিরক্তির শান্তি করিবার উদ্দেশে একটী নূতন বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন। কমন্সদিগের সভাতে ঐ বিল পাশ হয়, কিন্তু লর্ডেরা তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন; ইহাতে আয়র্লণ্ডবাসি কৃষকেরা আরও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এমন দিন যাইতেছে না, যে দিন আয়র্লণ্ড হইতে কোন না কোন প্রকার অত্যাচার, দাঙ্গা হাঙ্গাম প্রভৃতির সংবাদ আসে না।

জমিদারদিগের নিজ নিজ জমির খাজনা আদায় করিতে যাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে; দলে দলে লোক ক্ষিপ্তের ন্যায় চারিদিকে ফিরিতেছে, পুলিষকেও ভয় করিয়া অগ্রসর হইতে হয়, পুলিষকে বন্দুক ব্যবহার করিতে হয়। কোন কোন স্থানে এরূপও হইতেছে, কোন একজন কৃষক একজন তাড়িত কৃষকের ভূমি গ্রহণ করিলে পরদিনে প্রাতে দেখে রাত্রিযোগে তাহার গরুগুলির পায়ের শির কাটিয়া দিয়াছে। অবোধ পশুগুলি উঠিতে পারে না। এইরূপে কৃষকেরা জমিদারদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ প্রাণপণ করিয়াছে।

গবর্ণমেন্ট বিপদে পড়িয়াছেন, ইহাদের ক্লেশ নিবারণের কোন উপায় হয়, তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা কিন্তু লর্ডেরা, (যাহাদের অনেকের আয়র্লণ্ডে জমিদারি আছে) তাহা করিতে দিতেছেন না। আয়র্লণ্ডের সেক্রেটারি সাহেব হঠাৎ লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহ শান্তির চেষ্টায় আয়র্লণ্ডে গমন করিয়াছেন এবং বিধিমতে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। কৃষকদিগের সকল প্রকার আপত্তি ও অভিযোগ শ্রবণ করিবার জন্য একটী কমিশন নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই কমিশন তাহাদের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবেন এবং তাহাদের কষ্ট নিবারণের জন্য কিকি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন। সকলে অনুমান করিতেছেন এই কমিশন নিযুক্ত করাতে অনেক পরিমাণে প্রজাদিগের অসন্তোষ নিবারিত হইবে।

আমরা আয়র্লণ্ডের জমিদারদিগের আচরণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। এদেশীয় জমিদারদিগের ন্যায় তাঁহাদিগকে ভূমির রাজস্ব দিতে হয় না।

এদিকে পার্লেমেন্ট সভাতে আয়র্লণ্ডের সভাগণ ভয়ানক গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছেন। সকল প্রকার কার্য্যের ব্যাঘাত উৎপাদন করা তাঁহাদের একটী ব্রতের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে প্রস্তাব তাঁহাদের অনভিমত হয়, তাঁহারা তাহার পথে নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত করেন। এমন কি তাঁহারা ইতিমধ্যে একটী সামান্য বিষয়ের বিচারের জন্য পার্লেমেন্টকে ২১ ঘণ্টা আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন তাঁহারা ছাড়িবার পাত্র নন; তাঁহাদের অভীষ্ট যত দিনে না পূর্ণ হইবে ততদিন তাঁহারা এইরূপ অনিষ্টের উৎপাদন করিবেন।

---

## বঙ্গদেশীয় পুলিস বিভাগ।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের গত বৎসরের পুলিষ রিপোর্ট আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। পুলিষ রিপোর্ট পাঠ করিলে দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থার অনেক কথা জানিতে পারা যায়। প্রথমতঃ লোকের অপরাধ প্রভৃতির হ্রাস বা বৃদ্ধি হইতেছে কি না তাহা জানিতে পারা যায়। যদি কোন বিশেষ অপরাধের হ্রাস হইয়া থাকে, সেরূপ হ্রাস হইবার কারণ কি? এই সকল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেশের লোকের গূঢ় চরিত্র অনেক পরিমাণে জানিতে পারা যায়।

বর্ত্তমান রিপোর্টের মধ্যে প্রথম দ্রষ্টব্য বিষয় চৌকিদারী আইন সম্বন্ধে কর্ম্মচারিদিগের মত। এই আইন প্রচলিত হওয়া অবধি অদ্য পর্য্যন্ত ইহার পরীক্ষা চলিতেছে। এ সম্বন্ধে কর্ম্মচারিগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বোধ হইল, অনেক কর্ম্মচারির ইহার প্রতি আস্থা নাই। অনেকেই এই বলিয়া ইহার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন যে পঞ্চায়ত সকল উত্তমরূপে কার্য্য করে না। তাহারা হিসাবপত্র রীতিমত রাখে না, আবশ্যকমত অপরাধের সংবাদ থানায় প্রেরণ করে না; সুতরাং যে উদ্দেশ্যে পঞ্চায়ত প্রথা প্রচলিত করা হইয়াছিল সে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতেছে না। অপর দিকে অনেকগুলি কর্ম্মচারী বলিয়াছেন যে এই আইন প্রচলিত হওয়াতে চৌকিদারেরা নিয়মমত বেতন পাইতেছে, তাহারা রীতিমত চৌকি দিয়া থাকে; এবং অপরাধের সংবাদও রীতিমত পাওয়া গিয়া থাকে।

যাহা হউক উক্ত আইনের স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয় শ্রেণীর মতেই এইরূপ দৃষ্ট হইল. যে থানার লোকেরা এবং জেলার মাজিষ্ট্রেটগণ একটু মনোযোগী হইলে পঞ্চায়ত প্রথাতে অতি উত্তমরূপ কাজ চলিতে পারে। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়াছেন, থানার কর্ম্মচারীদিগের প্রতি এই কার্য্যের ভার দিলে তাহাদের অপর কার্য্যের ক্ষতি হইবে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন এ কার্য্যটীকে তাহাদের একটী প্রধান কার্য্য মনে করা উচিত। আমরাও এই কথা বলি।

কেহ কেহ থানা হইতে চৌকিদারদিগের বেতন দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। এ পরামর্শ যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। পঞ্চায়েতের হস্তে যদি চৌকিদারদিগের বেতন দিবার ক্ষমতা না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা কেবল নামমাত্র হইবে। বেতন দিবার ক্ষমতা যাহার হস্তে থাকে তাহা হইলে চৌকিদারদিগকে তাহার অধীনে রাখা যায়। নতুবা তাহাদিগকে শাসন করিবার উপায় থাকিবে না।

গবর্ণমেণ্ট পঞ্চায়েত প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন কেন? তাহার মূল যুক্তি এই যে তাহা হইলে চৌকিদারদিগকে দেশের লোকের ভয় করিয়া কাজ করিতে হইবে, তাহার কার্য্যের উপর শত শত প্রহরী থাকিবে। যদি তাঁহার কার্য্যে কোন প্রকার শিথিলতা হয়, পঞ্চায়েতের সভাগণ তাহাকে শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু থানা হইতে চৌকিদারদিগের বেতন দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলে দুই প্রকার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ তাহাদের বেতনের হিসাব করা, বেতন দেওয়া, প্রভৃতি কার্য্যে থানার লোকের অনেক সময় যাইবে? দ্বিতীয়তঃ চৌকিদারদিগের আর পঞ্চায়েতের ভয় থাকিবে না। তাহারা সমস্ত মাস নিজ কার্য্যে অবহেলা করিয়া নিদ্রা যাইবে এবং মাসটী গেলেই থানাতে আসিয়া বেতনের টাকা গুলি আদায় করিবে। কোন্ রাত্রে সে রোঁদে বাহির হইল কি না, কোন্ পাড়ায় কোন্ দিন হাকিল কি না, ইহা আবার কে থানায় খপর দেয়। সুতরাং তাহারা আর পঞ্চায়েতের শাসনাধীন থাকিবে না।

এই রিপোর্টে আর একটী বিষয় দেখিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিলাম। প্রায় সকল প্রকার গুরুতর অপরাধের সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কম দেখা যাইতেছে। ১৮৭৮ শালে ৩২২টী—খুনের মকদ্দমা হয় এবং শতকরা ৩৪ জন মাত্র দণ্ডিত হয়, গত বৎসর ২৮৮ মাত্র মকদ্দমা হইয়াছে এবং শতকরা ৩৭ জন দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ প্রায় সমুদায় অপরাধ সম্বন্ধে উন্নতি দৃষ্ট হয়। সামান্য সামান্য অপরাধ সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ দৃষ্ট হইতেছে।

অনুষঙ্গ ক্রমে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। রিপোর্টে দেখা গেল গত বৎসর ২৪০৩ জন লোক আত্মহত্যা করে; এবং ইহার তিন ভাগের দুই ভাগেরও অধিক স্ত্রীলোক। অর্থাৎ গত বৎসর এই বাঙ্গালাদেশে অন্ততঃ ১৬০০ শত স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছে। বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোককে সচরাচর কিরূপ ক্লেশে দিন যাপন করিতে হয়; এতদ্দ্বারা তাহা কিয়ৎ পরিমাণে জানা যাইতেছে। যদি বর্ষে বর্ষে ১৫০০ শত স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে, এরূপ মনে করা যায় তাহা হইলে গত দশ বৎসরের মধ্যে পনর হাজার রমণী অকালে আত্মঘাতিনী হইয়াছে। সামাজিক যে যাতনা নিবন্ধন প্রতি বৎসর ১৫০০ স্ত্রীলোককে অকালে নিজের মৃত্যু ঘটনা নিজে করিতে হয় সেই সকল সামাজিক

যন্ত্রণা যতদিন না দূর হইতেছে ততদিন দেশের প্রকৃত কল্যাণের আশা দেখা যায় না।

---

মফস্বলের বিচার।

আমাদের একজন সহযোগী মধ্য ভারতবর্ষের আসিষ্টেণ্ট কমিশনর মেজর গ্লাউডেন সাহেবের একটী অবিচারের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। বিষয়টী এই। আমু সিং এবং গণপত সিং নামক দুই ব্যক্তি একত্র বাস করিত, ইহারা দত্তক সম্পর্কে পরস্পরের ভাই ছিল। গণপত সিংহের অনুপস্থিতিকালে আমু সিং একদিন ব্যয়াম করার কিঞ্চিৎ পরে আহার করিতে বসে, এবং আহারের পরেই হঠাৎ তাহার মৃত্যু হয়। এই সংবাদ তাহার ভ্রাতার নিকটে পৌঁছিবামাত্র সে গৃহাভিমুখে যাত্রা করে। কিন্তু সে বাড়ীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মৃতদেহ জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। এই ঘটনা পুলিষের কর্ণগোচর হওয়াতে মকদ্দমা উপস্থিত হয়। গণপত ও তাহার পত্নীকে সন্দেহ করিয়া ধৃত করা হয়; এবং সাক্ষীদিগকে গণপত শিখাইতে না পারে এজন্য যথেষ্ট সতর্ক হওয়া হয়। কিন্তু এ সতর্কতার পরও গণপত বা তাহার স্ত্রীর কোন প্রকার অপরাধ প্রকাশ পাইল না। সাক্ষীর মুখে প্রমাণ হইল, যে যে খাদ্য-দ্রব্য আহার করিয়া আমুর প্রাণ যায় তাহা, তাহার স্ত্রী পাক করিয়াছিল, এবং একটী আট বৎসরের ক্ষুদ্র বালিকা পরিবেশন করিয়াছিল। ভোজনাবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল তাহা ঐ বালিকা আহার করিয়াছিল; তাহার কিছু হয় নাই। ডেপুটী কমিশনর সাহেব সাক্ষীদিগের দ্বারা কোন প্রমাণ প্রাপ্ত না হইয়া অপরাধীদিগকে অনিচ্ছা ক্রমে ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু গণপত আবার কয়েক দিন পরে পুনর্ব্বার ধৃত হইল। এবার তাহার নামে এই অভিযোগ হইল যে সে মূল সাক্ষীকে সরাইয়া দিয়াছে। এবারও বিশেষ কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গেল না। কিন্তু সে ব্যক্তি যে দোষী ডেপুটী কমিশনর সাহেবের সে সংস্কার ছিল সুতরাং তিনি গণপতের ৭ বৎসর কারাদণ্ড ও ১০০০ হাজার টাকা জরিমানা করিলেন। পরে এই ব্যক্তি আপীলে মুক্তি লাভ করিয়াছে। যদি আমরা মফস্বলের সাহেবদিগের প্রকৃতি ও কার্য্য-প্রণালী না জানিতাম তাহা হইলে এই ঘটনা সহজে বিশ্বাস করিতাম না, কিন্তু তাঁহারা কি ধাতুর লোক তাহা আমরা জানি, এবং নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব-লাভ করিলে তাঁহারা অনেক সময়ে কি প্রকার আচরণ করিয়া থাকেন তাহাও আমরা অনেকবার দেখিয়াছি, সুতরাং এই ঘটনাটী নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় না। ডেপুটি কমিশনর সাহেবের যে দুষ্টের দমন করিবার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল তাহা আমরা অস্বীকার করি না এবং ইহাও হইতে পারে যে গণপতসিং বাস্তবিক প্রকৃত সাক্ষী সরাইয়া এবং মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াইয়া নিজে বাঁচিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ডেপুটি কমিশনর সাহেব তাহা কিরূপে জানিলেন, তাঁহার সমক্ষে যাহারা সাক্ষী দিতে আসিয়াছিল তাহাদের কথা ভিন্ন ত তাঁহার অন্য অবলম্বন ছিল না। বিশেষ মৃত ব্যক্তির স্ত্রী নিজে যখন বলিল যে সে নিজ হস্তে স্বামীর আহারের দ্রব্য পাক করে, এবং কাহারও প্রতি তাহার সন্দেহ নাই, তখন গুরুতর কারণ না থাকিলে অপর এক ব্যক্তিকে দোষী বলিয়া সাজা দেওয়া যায় না। গুরুতর কারণ কি তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

ফল কথা এই মফস্বলের এক একজন মাজিষ্ট্রেটকে অপরাধীর দণ্ড দিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত দেখা যায়। সিবিলিয়ান মাজিষ্ট্রেট মাত্রেরই মনের এই প্রকার গতি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শত জন অপরাধী অদণ্ডিত যায় সেও ভাল তথাপি একজনও নিরপরাধী লোক যেন দণ্ডিত না হয়। আইনের এই মূল নিয়মটী কিন্তু কার্য্যের সময় অগ্রাহ্য করেন। বর্ত্তমান ফৌজদারি কার্য্যবিধির আইনে তাঁহাদের হস্তে যে অতিরিক্ত ক্ষমতা দিয়াছে তদনুসারে তাঁহারা অনেক সময়ে আইনের মুখাপেক্ষা করিয়া নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে কার্য্য করেন। তাঁহাদের একবার চিন্তা করা উচিত, যে বিচারপতিদিগের সংস্কার অনেক সময় ভ্রান্ত হইতে পারে এই জন্যই আইনে সম্পূর্ণরূপে সাক্ষীর প্রমাণের উপর নির্ভর করিবার জন্য স্পষ্ট আদেশ আছে। প্লাউডেন সাহেব হয়ত অন্য কোন উপায়ে শুনিয়া থাকিবেন যে গণপত সিংহ প্রকৃত অপরাধী। তাহা হওয়া কিছু বিচিত্র নয়; স্ত্রীর দ্বারা পতি-হত্যাও অনেক স্থানে হইয়া থাকে। কিন্তু অন্য উপায়ে যাহা কিছু শুনিয়াছিলেন, তাহা কোন ব্যক্তির বিদ্বেষ প্রণোদিত হইতে পারে, তাহাতেত ভুল থাকিতে পারে। এরূপ স্থলে তিনি কেন হঠাৎ এক ব্যক্তিকে সামান্য প্রমাণে এরূপ গুরুতর দণ্ড দিলেন।

রাজ জাতীয় ব্যক্তিদিগের দ্বারা পরাজিত জাতির পীড়ন হওয়াই সকল দেশের নিয়ম। তবে যে অনেক স্থলে রাজাদিগের দ্বারা প্রজাদিগের প্রতি সে প্রকার অত্যাচার হয় না সে কেবল আইনগুলির গুণে। মফস্বলের হাকিমগণ যদি কার্য্যকালে সেই আইনগুলি অগ্রাহ্য করেন তাহা হইলে প্রজাদিগের যে একমাত্র রক্ষক ছিল তাহাও চলিয়া যায়।

---

কমন্স সভার প্রতাপ।

পার্লেমেণ্টের এই নিয়ম আছে, কোন নূতন আইন প্রচলিত করিতে হইলে, প্রথমে কমন্সদিগের সভাতে উক্ত আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিতে হয়। কমন্স সভাতে উক্ত বিল পাশ হইলে, তৎপরে লর্ডদিগের বিচারার্থ অর্পিত হয়। লর্ডদিগের সম্মতি পাইলে, তৎপরে তাহা মহারাণীর অনুমতি গ্রহণার্থ প্রেরিত হয়। যদি কমন্স সভা হইতে প্রেরিত কোন আইনের কোন অংশ লর্ডগণ বর্জ্জন করেন তাহা হইলে সেই বিল পুনরায় সংশোধনের নিমিত্ত কমন্স দিগের সভাতে ফিরিয়া যায়, তাঁহারা আবার আপত্তিগুলির বিচার করিয়া একখানি সংশোধিত বিল প্রস্তুত করেন। নিয়ম এই প্রকার আছে বটে কিন্তু কার্য্যে প্রায় তাহা ঘটে না। ফলে, কমন্সদিগের সভাতে যে বিল পাশ করা হয়, তাহাই লর্ডগণ বা মহারাণীকে গ্রহণ করিতে হয়। কারণ কমন্সদিগের প্রতাপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

এ কথা বোধ হয় পাঠকগণের অনেকেই জানেন না যে, লর্ডদিগের সভাতে কনসারবেটিব দিগেরই সংখ্যা চিরকাল অধিক। লিবারেলদিগের এখন জয় হইয়াছে কিন্তু তথাপি এখনও লর্ডদিগের সভাতে কনসারবেটিবদিগের সংখ্যা অধিক। লর্ডদিগের সভাতে জমিদার ও ধর্ম্মযাজক অর্থাৎ বিশপেরা বসিয়া থাকেন। এই উভয় শ্রেণীর লোক চিরকাল সকল প্রকার উন্নতির পথে কণ্টকস্বরূপ; সকল দেশেই এই নিয়ম। কোনপ্রকার নূতন আইন বা রীতির সংস্কার করিলে ইহাঁদেরই অধিক ক্ষতির সম্ভাবনা। প্রজাদিগের বিদ্যা বুদ্ধি বা চিন্তা-শক্তির যদি উন্নতি হয় তাহাতে ইহাদের প্রভুত্ব লোপের ভয় সুতরাং ইহাঁরা সে পথে সর্ব্বদা প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়া থাকেন। এই কারণে ইহারা চিরকাল কনসারবেটিব।

সম্প্রতি কমন্স সভার প্রেরিত কয়েকটী আইন লর্ডেরা ফিরাইয়া দিয়াছেন; তাহাতে ইংলণ্ডের লিবারেল দল নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছেন। কেহ বলিতেছেন লর্ডদিগের সভা তুলিয়া দেও, কেহ বলিতেছেন ইহার প্রণালী সমূহের সংস্কার কর; ইত্যাদি। অনেকে অনেক কথা বলিতেছেন। আমাদেরও বোধ হয় বর্ত্তমান-প্রণালীর সংস্কার আবশ্যক। যে প্রণালী দ্বারা এক শ্রেণীর অকর্ম্মণ্য ও সাক্ষী-গোপাল লোক এমন গুরুতর কার্য্যের ভার পায় সে প্রণালী যে নিন্দনীয় তাহাতে সন্দেহ কি? এখন যে প্রণালী প্রচলিত আছে, তদনুসারে লর্ডের সন্তান হইলেই তিনি অর্থের বলে লর্ডদিগের সভাতে বসিতে পারেন। তিনি যদি অকাল কুষ্মাণ্ড হন, তিনি যদি বুদ্ধি অংশে গর্দ্দভ সমান হন, তথাপি

তিনি বসিতে পাইবেন। এরূপ প্রথা নিতান্ত ঘৃণিত। সভ্য সমাজে বুদ্ধি বিদ্যা সম্পন্ন ব্যক্তিরাই নেতা হইবে। ধনীর সন্তানের যদি উচ্চ পদলাভের বাসনা থাকে, তিনি বুদ্ধি বিদ্যা প্রদর্শন করুন; নিজের পৌরুষ ও প্রতিভাবলে লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করুন নতুবা ধনীর সন্তান লইয়া রাজকার্য্য চালাইবার চেষ্টা করা ও খড়ের মানুষ লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করা দুই সমান। আর এক কারণে বর্ত্তমান প্রণালী পরিবর্ত্তন আবশ্যক বোধ হয়। যদি কমন্সদিগের ন্যায় লর্ডদিগেরও নির্ব্বাচন হয় তাহা হইলে, যে পক্ষের যখন জয় লাভ হইবে, তখন কমন্স সভা ও লর্ডদিগের সভা উভয় স্থলেই এক পক্ষের লোকের সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হইবে। তাহা হইলে আর গবর্ণমেণ্টের পথে প্রতিবন্ধক থাকিবে না।

যাহা হউক, লর্ডেরা যদি এইরূপে কমন্সদিগের অবলম্বিত বিল সকল ফিরিয়া পাঠান তাহা হইলে লার্ডগণ অধিক দিন সুখে নিদ্রা যাইতে পারিবেন না, সকলেই এ প্রকার বলিতেছেন। কমন্সদিগের সহিত বিরোধ করিয়া মহারাণীরও নিস্তার নাই। তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিলে তাঁহাকেও হয় ত অশ্রু জলে বঞ্চিত হইতে হয়। নূতন মন্ত্রি সভা গঠনের সময় পাঠকগণ তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। গ্লাডষ্টোনের প্রতি মহারাণীর কিঞ্চিৎ বিরক্তি আছে। সেই জন্য তিনি প্রথমে লার্ড হাটিংটন সাহেবকে সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে দেশের অধিকাংশ লোক গ্লাডষ্টোনকে চায় তখন তাঁহাকে মস্তক অবনত করিতে হইল। হাটিংটন সাহেবেরও সাহসে কুলাইল না। কমন্স সভা দেশের প্রজাদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ, ইহাঁদের যে মত দেশের অধিকাংশ লোকের সেই মত, সুতরাং কমন্স সভার অবমাননা করিলে দেশের লোকের অবমাননা করা হয়। লার্ডেরা এরূপ অবমাননা অধিক দিন করিতে পারিবেন না।

---

### নূতন পুস্তক।

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্ব। এখানি চিকিৎসা গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত বাবু হরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ইহা সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাতে রোগাদির লক্ষণ ও তাহার ঔষধ প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয় সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ৩ টাকা।

প্রাকৃতিক ভূগোল। শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে বাঙ্গলা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। মূল্য [illegible] আনা।

কালীঘাট শিবভক্তি-প্রদায়িনী সভার সাম্বৎসরিক মহাপূজার কার্য্য বিবরণ। প্রতি সোমবার রাত্রি ৭ টার পর নকুলীশ মন্দিরে ইহার অধিবেশন হয়। প্রথমে ৮ পূজা পরে স্তোত্রাদি পাঠ ও বক্তৃতাদি হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শকুন্তলাকাব্য। এখানি অমিত্রাক্ষরে রচিত গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত বাবু অখিলচন্দ্র হাজরা ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। পদ্য গুলি সরল হইয়াছে। মূল্য ৮০ আনা।



## বিবিধ সংবাদ।

মহৎ লোকের কাণ্ড স্বতন্ত্র। লিটন সাহেব মুদ্রণ-বিধি প্রস্তুত করিয়া যে ধ্বজা তুলিয়া গিয়াছেন শুনা যাইতেছে আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল রিপন সাহেব তাহা তুলিয়া দিবার জন্য বিশেষ যত্ন পাইতেছেন।

বিলাতের লোকে সকাল সকাল মেল পাইবার জন্য ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন সাহেবের নিকট যে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন বোধ হয় তজ্জন্যই গবর্ণর জেনেরল ও তাহার সভার সভ্যগণ এই নিয়ম করিয়াছেন অতঃপর মেল মনসুনের সময় শনিবার ও অন্যান্য সময় মঙ্গলবার যাইবে।

এক জন দেশীয় রেলওয়ে শকটচালক নয়াদি ষ্টেসনে একখানি ইঞ্জিন দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।

একটী ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের একটী সন্তান হয়। সে লজ্জাভয় নিবারণের জন্য তাহাকে প্রোথিত করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে, কিন্তু পুলিষের বিশেষ চেষ্টায় স্ত্রীলোকটী অভীষ্ট সাধন করিতে না পারিয়া শিশুটীকে সাত দিন একটী বাক্সের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দেয়। পুলিষ এই সংবাদ পাইয়া ঘটনার তদন্ত করিতে যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুই করিতে পারে নাই।

শ্রীহট্টের একজন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী কোন কারণে কর্ম্মচ্যুত হন। তিনি আপনাকে নির্দ্দোষ বোধে উপরস্থ কর্ম্মচারীর নিকট পুন পদপ্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। অবশেষে গবর্ণর জেনারেলের নিকট একখানি আবেদন করেন দুঃখের বিষয় তাহাও ব্যর্থ হইয়া যায়। সুখের বিষয় এই ইহাতে তিনি হতাশ না হইয়া পার্লিয়ামেণ্টে যাহাতে ইহার আন্দোলন হয় তজ্জন্য ফসেট সাহেবের নিকট তিনি তাহার দুঃখের কথা জানাইয়াছেন ফসেট সাহেব তাঁহার দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের এই প্রসঙ্গ উপস্থিত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন করসংক্রান্ত কমিসনের কৃত আইনের পাণ্ডুলেখ্য ও রিপোর্ট সর্ব্ব সাধারণের গোচর করিবার জন্য যাহাতে বঙ্গভাষায় অনুবাদ হয় এবং তৎসম্বন্ধে লোকে যাহাতে গুণ দোষের বিচার করিতে পারে এরূপ এক বৎসরের জন্য সময় দেওয়া হয় তজ্জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন আমরা শুনিলাম গবর্ণমেণ্ট প্রথম প্রস্তাবে [illegible] হইয়াছেন, কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাবের [illegible] নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় বহু শ্রম ও ব্যয়সাধ্য মহাভারতের মুদ্রণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। বিরাটপর্ব্ব মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তাঁহার সে অর্থ সঞ্চিত নাই। তিনি দেশহিতৈষী বদান্যগণের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। ইনি যেরূপ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যুক্ত হইয়াছেন, ইহাকে শক্ত্যনুসারে সাহায্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

কনসারভেটিবেরা পার্লামেন্টের আগামী অধিবেশনে আপনাদিগের প্রতিপত্তি লাভের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে লিবরল গবর্ণমেন্ট যে সকল কাজ করিয়াছেন লর্ড বিকন্সফিল্ড তাহার গুণ দোষ বিচার করিবার জন্য একটী সভা করিবেন। লর্ড সালিসবরি সার ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট প্রভৃতি ইহার প্রধান উদ্যোগী।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কলিকাতা ষ্টেটস্ম্যানের সম্পাদক নাইট সাহেব আগামী নবেম্বর মাসে বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইবেন।

রাজপুতানা ষ্টেট রেলওয়ের একজন শকট পরিচালক এক কুলি স্ত্রীলোকের মস্তকে এরূপ গুরুতর আঘাত করিয়াছে যে তাহাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। হত্যাকারী এক্ষণে হাজতে আছে, দেখা যাউক বিচারে কি হয়।

ইটালির গবর্ণমেন্ট মোটা পয়সা আয়ের এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহারা এক্ষণে উপাধি বিক্রয় করিতেছেন। তাঁহারা এই নিয়ম করিয়াছেন প্রিন্স উপাধির মূল্য ১২ হাজার, ডিউক ১০ হাজার, মারকুইস ২০ হাজার কাউন্ট ১ লক্ষ ৫০ হাজার, ব্যারণ ১ লক্ষ।

নিউইয়র্কে ট্রানবর্গ ক্লব নামক একটী চমৎকার ঘড়ি প্রস্তুত হইয়াছে* ইহার মূল্য লক্ষ মুদ্রা। এই ঘড়ির মধ্যে সুইজারলণ্ড, লণ্ড, প্রভৃতি ১৪ টী সহরের সময় দেখা যাইতে পারে এবং দুই শত বৎসরের পূর্ব্বের ভিনস জুপিটার আদি গ্রহ উপগ্রহের গতি দেখিতে পাওয়া যায়। ঘড়িটির যখন কোয়াটর বাজে তখন প্রথম কোয়াটর বাজিবার সময় একটী বালকের মূর্ত্তি উপস্থিত হয়, দ্বিতীয় বারে যুবকের মূর্ত্তি তৃতীয় বারে প্রৌঢ়ের এবং চতুর্থ বারে একটী মূর্ত্তি আসিয়া প্রতিঘাত করে। ঘণ্টা বাজিবার সময় একটী দ্বার উদ্ঘাটিত হয় এবং জর্জ্জ ওয়াসিন্টনের প্রতিমূর্ত্তি সিংহাসনে উপবিষ্ট লক্ষিত হয়। উক্ত সময়ে তিনি দণ্ডায়মান হইয়া স্বাধীনতা প্রকাশ করেন এবং পরিচ্ছদধারী একজন ভৃত্য আর একটী দ্বার উদ্ঘাটন করিলে ইউনাইটেডষ্টেটের কতিপয় প্রেসিডেণ্ট অবনত মস্তকে জর্জ্জ ওয়াসিন্টনের সম্মুখদিয়া দ্বিতীয় দ্বার দিয়া গমন করেন ও দ্বিতীয় ঘণ্টা অবধি দ্বার বন্ধ হয়। এটী একটী আশ্চর্য্য শিল্প নৈপুণ্যের আদর্শ বলিতে হইবে।

আমরা অবগত হইলাম লেডি রিপন ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে ইজিপটে এক মাসকাল অবস্থিতি করিবেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল নহে বলিয়া তিনি ভারতবর্ষে আসিতে ভীত হইতেছেন।

নাইনিতলের পাহাড় ভাঙ্গিয়া যেসকল বড় বড় লোকের মৃত্যু হইয়াছে ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহাদিগের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।

দিনদার নগর হইতে গাজিপুর পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে প্রস্তুত হইতেছে এ বৎসরের প্রথমেই তাহার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

নৈনিতালের পর্ব্বত খসিয়া পড়াতে একটী দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাহাতে যে কয়েকজন পুরোহিত ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহারাও ঐ সঙ্গে চাপা পড়িয়াছেন।

বিদুষী রমাবাইয়ের ন্যায় গুণসম্পন্না টেপাজি ভাইসাহেব নামা একটী রমণী বোম্বায়ে আগমন করিয়াছেন। অনেকগুলি হিন্দু স্ত্রীলোক একত্র হইয়া এক সভা করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের রাজস্ব বিভাগের অধ্যক্ষ আর, বি, চ্যাপমান সাহেব পদ ত্যাগ করিয়াছেন ইনিও রাজস্ব সচিব সার জন ষ্ট্রাচির সহিত বিলাত গমন করিবেন।

এইরূপ জনরব যে আফগানেরা আমীর আবদুল রহমনকে হত্যা করিয়াছে।

বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সান্যাল নামক জনৈক বাঙ্গালি বেলুচিস্থানের রেলওয়ে বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন। সংপ্রতি একদল অসভ্য জাতি তাঁহাকে আক্রমণ করে। যাহা হউক তিনি বাঙ্গালিস্বভাবসুলভ ভীরুতার বশবর্ত্তী হইয়া পলায়ন না করিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করেন কিন্তু আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে তিনি তাঁহার কনিষ্ঠের সহিত বিনষ্ট হইয়াছেন।

শুনা যাইতেছে ট্রামওয়ের একটী শাখা কলিকাতা হইতে আলীপুরের পশুশালা পর্য্যন্ত খোলা হইবে।

মান্দ্রাজের গবর্ণর ডিউক বকিংহাম দাক্ষিণাত্যের বিলোপ প্রায় প্রাচীন শিল্পদ্রব্যগুলি রক্ষার্থ যত্নবান হইয়াছেন। সেই গুলি রক্ষা করিতে কত ব্যয় হইবে বেলারির কালেক্টরকে তিনি তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক ডাক্তার আপর্ট সাহেব একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের উদ্ধার করিয়াছেন এই পুস্তকে প্রাচীন হিন্দুগণের সৈন্য যুদ্ধ কৌশল রাজনীতিজ্ঞতা বারুদ প্রস্তুত করিবার নিয়ম ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের বিষয় বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে।

সম্প্রতি বিলাতে যে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ব্বিস পরীক্ষা গৃহীত হয় তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ২০ জন বালক উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহদিগের মধ্যে নয় জন ভারতবর্ষীয়।

শুনাযাইতেছে সেনাপতি রবর্টস অক্টোবর মাসের প্রথমেই ইংলণ্ডে গমন করিবেন।

ফ্রান্সে একপ্রকার কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে ইহা অগ্নিতে দগ্ধ কিম্বা জলে নষ্ট হয় না।

ইকনমিষ্ট বলেন ইংরাজদিগের অধিকৃত উপনিবেশের পরিমাণ ৭৯১০০৫৯ বর্গমাইল এবং অধিবাসীর সংখ্যা ২০৫২৬৪০০০।

নাইনিতলের পর্ব্বত খসিয়া পড়িল, সার জর্জ কুপর সাহেব দোষের ভাগী হইলেন। এখন শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, তিনি পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িবার পূর্ব্ব সূত্র জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি শৈলবিহারী সাহেবদিগকে এবিষয় জানান নাই। ঘটনাটি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কুপর সাহেব বড় অন্যায় কাজ করিয়াছেন। আমাদিগের মনু প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণ অধিক কাল পর্ব্বতবাস নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। অতএব আমাদিগের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর দারজিলিঙ্গে সাবধান হইয়া থাকিবেন।

বোম্বাইস্থ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকদিগের বড় বিপদ। তাঁহারা তথায় ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া প্রাণে মারা না পড়িলেই মঙ্গল। তথাকার লোকেরা তাঁহাদের উপর যেরূপ চটা তাহাতে তাঁহাদিগের তথা হইতে প্রস্থান করাই ভাল। সম্প্রতি এক জন আমেরিকাবাসী ধর্ম্মপ্রচারক কতকগুলি দেশীয় খৃষ্টানকে সঙ্গে লইয়া যখন যাইতেছিলেন সেই সময়ে পথিকদিগের অনেকেই তাঁহাদিগের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছিল।

সম্প্রতি স্পেনে একটী দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একদল স্পেনীয় সৈন্য যখন ইব্রো নদীর সেতু পার হইতেছিল অমনি উহা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে উক্ত সৈন্য দল নদীতে পতিত হয় কিন্তু কত লোকের যে মৃত্যু হইয়াছে তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই।

মুসুরে একটী ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে অনেক বড় বড় বৃক্ষ ও গৃহাদি পতিত হওয়াতে লোকের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

## গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

২৭ এ সেপ্টেম্বর। সিবিলিয়ান স্কুইন সাহেব দুই মাস অতিরিক্ত বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২৮ এ সেপ্টেম্বর। বিদায় কাল নিঃশেষপ্রায় হওয়াতে ডবলিউ কাম্বেল সি, এস, ৩০ এ আগষ্ট, এবং সি, জে, ও ডনেল ২০ এ সেপ্টেম্বর বিলাত হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন।

২৯ এ সেপ্টেম্বর। ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাটের ২ য় মুন্সেফ বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় এক মাস বিদায় গ্রহণ করিলেন।

৭ ই সেপ্টেম্বর। মুন্সী আনোয়ার আহম্মদ কিছু দিনের জন্য দরভাঙ্গার অন্তর্গত তাজপুরের সবরেজিষ্ট্রার হইলেন।

২৫ এ সেপ্টেম্বর। কলিকাতা পুলিসের প্রতিনিধি কমিশনর লাম্বর্ট সাহেব এক মাস বিদায় গ্রহণ করাতে পুলিষ ইনস্পেক্টর জেনেরলের পার্সনাল আসিষ্টাণ্ট উইনকিন্সন সাহেব তৎপদে কার্য্য করিবেন।

---

## ইউরোপীয় সমাচার।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৬ এ সেপ্টেম্বর। আডমিরাল নিজর রাণ্ড ম্বর প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি রণতরি সমূহকে সোমবার ডল্সিনোর বাহিরে আদেশ দিয়াছেন। বিপক্ষেরা যে পর্য্যন্ত নৌকার্য্যের উদ্যোগে বিরত না হইবেন সুলতান সে পর্য্যন্ত উহা পরিত্যাগ করিবেন না। যদি পরিত্যাগ করেন আলবানিয়েরা ইউরোপীয় প্রধান প্রধান রাজগণের কনসলদিগকে বন্দী করিবে এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। ইংরাজদিগের কন্সল কুটোরি পরিত্যাগ করিয়াছেন।

পারিস ২৮ এ সেপ্টেম্বর। বৈদেশিক কার্য্যের মন্ত্রী ফ্রান্সে শান্তি স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে একটী সর্কুলার বাহির করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৯ এ সেপ্টেম্বর। লেডি রিপণ ৮ ই ব্রিণ্ডিসি পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এক সপ্তাহ মিশর দেশে অবস্থান করিয়া ১৮ ই পুনরায় জাহাজে আরোহণ করিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৯ সেপ্টেম্বর। আলেকজাণ্ডার নামক লৌহাবৃত রণতরির কাপ্তেন রাজগণের আদেশ ক্রমে যখন রণতরি সমূহ কুম্বধানাগার হইতে উঠাইয়া লওয়া হইবে না এই কথা বলিতে গিয়াছিলেন সেই সময়ে রিজাপাসা বলিয়াছেন এখন যে কেহ ডল্‌সিনো অধিকার করিতে যাইবেন আমরা বলপূর্ব্বক তাহার প্রতিরোধ করিব। এই ঘটনা হওয়াতে বুধবারের মধ্যে অতিরিক্ত জাহাজ সমূহ প্রেরণ করা হইবে না এইরূপ স্থির হইয়াছে।

লণ্ডন ২৭ এ সেপ্টেম্বর। ভাইকাউণ্ট মাউণ্টমরিস যখন ক্লেয়র নামক স্থানবিশেষ শকটারোহণে যাইতে ছিলেন সেই সময়ে আয়র্লণ্ডের কোন বিদ্রোহী প্রজা তাঁহাকে গুলি করিয়াছে আয়রিশ ল্যাণ্ড লিগ সভার সভ্যগণ কিলরস ও নিউরন নামক স্থানে সভা করিয়াছিলেন।

আক্রিংটনে যে গোলযোগের আশঙ্কা হইয়াছিল তাহার শান্তি হইয়াছে।

লেপ্টনণ্ট জেনারল সেলি স্মিথ কেপের সেনাপতির পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৮ এ সেপ্টেম্বর। ডবলিন সাহেব স্কিনার নামক স্থানে বক্তৃতাকালে আয়র্লণ্ডের প্রজাদিগকে বলিয়াছে তাঁহারা উপস্থিত গোলযোগের যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়া সন্তুষ্ট হন তাহাই করুন লর্ড রিপনকে যেন আক্রমণ না করেন।

রুশেরা লিভাডায় রাখিবার জন্য গ্লাসগো নামক স্থানে যে বৃহৎ নৌকা প্রস্তুত করাইতেছেন নিহিলিষ্টেরা তাহা বিনষ্ট করিবার পরামর্শ করিতেছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৭ এ সেপ্টেম্বর। রিজা পাশা মণ্টিনিগ্রোর প্রিন্স নিকোলাসকে জানাইয়াছেন শীঘ্রই স্কুটেরি নামক স্থানে সৈন্য প্রেরণ করা হইবে। নিকোলস একাকী যুদ্ধ করিবার জন্য এক্ষণে কোন উদ্যোগ করেন নাই বলিয়া অপাততঃ তাঁহার প্রার্থনাক্রমে যুদ্ধার্থ পোত প্রেরণের ব্যবস্থা স্থগিত রাখা হইয়াছে। তিনি ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজগণের সাহায্য প্রার্থী হইয়াছেন। রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ হওয়াতে কাফি আর কোন প্রকার শত্রুতাচরণ করিবেন না।

লণ্ডন ২৯ এ সেপ্টেম্বর। জেনেরল সার ফেড্রিক রবট ও সার ডোনাল্ড ষ্টুয়ার্ট নাইট গ্র্যাণ্ড ক্রস অবদি বাথের অবদি নাথ, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পার্লিয়ামেণ্ট মহা সভায় কতগুলি সভ্য নবেম্বর মাসে পার্লিয়ামেণ্ট খুলিবার জন্য বড় পীড়াপীড়ি করিতেছেন। তাঁহারা হাতে অনেক কাজ দেখাইতেছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৮ এ সেপ্টেম্বর। ভিন্ন ভিন্ন রাজগণের যেসকল ভিন্ন ভিন্ন রণতরি যুদ্ধার্থ একত্র হইয়াছে তাহাদিগের অ্যাডমিরালেরা মাণ্টিনিগ্রোর সাহায্যার্থ তাঁহাদিগের পরস্পরের গবর্ণমেণ্টকে বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা করিলে বোধ হয় সামুদ্রিক যুদ্ধের পক্ষে হানি হইবে।

৩ হাজার আলবানো পুনরায় মহালের সক আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া হটিয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ৩০ এ সেপ্টেম্বর। আলবানীয়েরা গত কল্য ডলসিগ্নো জ্বালাইয়া দিয়াছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ২৯ এ সেপ্টেম্বর। রুশের পিকিনস্থ প্রতিনিধি এম্, বেউৎজফকে সেণ্টপিটার্সবর্গে আসিতে বলা হইয়াছে। এই স্থানে চীনের সহিত তাঁহারা একটী সীমা নির্দ্দেশ করিয়া সন্ধিপত্র করিবেন।

রোম ২৯ এ সেপ্টেম্বর। ইটালিয়া নামক যে বৃহৎ লৌহাবৃত জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছে অদ্য তাহা ক্যাষ্টিলামেয়ারে ভাসান হইয়াছে। একরূপ বৃহৎ জাহাজ জগতে আর নাই।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৯ এ সেপ্টেম্বর। ইউরোপীয় প্রধান প্রধান রাজগণের দূত সকল সুলতানকে এই বলিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন ডলসিগ্নো সম্বন্ধে রিজা পাশার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য যেন না করেন।

---

## যুদ্ধসংবাদ।

বোম্বাই ২৫ এ সেপ্টেম্বর। কান্দাহার ছাড়িবার জন্য আয়ুব খাঁর যে সকল সৈন্য আছে তাহাদিগের দলের একজন জমাদারকে ইংরাজেরা অতি অল্পদিন হইল ধরিয়া কারারুদ্ধ করিয়া ছিলেন, সম্প্রতি সে বলিয়াছে খাঁর শিবিরে এক্ষণে কোন ইউরোপীয় নাই। কিছু দিন হইল ডুইজন রুশীয় হিরাটে আগমন করেন এবং হোসেন আলী তাঁহাদিগের যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা কান্দাহারে রুশের প্রবেশ পথ উন্মুক্ত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে ৮ ক্রোর টাকা ও অন্য প্রকার সাহায্য দান করিতে চাহিতেছেন। শুনা গেল আমীরের নিকট এই কথা বলিয়াও পাঠান হইয়াছিল কিন্তু তাহার উত্তর পাইবার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। রুশের ঐ কর্ম্মচারীদ্বয় তথাহইতে চলিয়া গেলে আয়ুব তথায় উপনীত হইয়াছিলেন।

হিরাটে আয়ুবের আসিবার পূর্ব্বে রুশেরা পারস্যের সম্রাট নিকট হইতে কিছু উপঢৌকন লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন হিরাটীদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে রুশের সাহায্য গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন কিন্তু তিনি সেকথা শুনেন নাই বরং বলিয়াছিলেন রুশ ও ইংরাজ ইহারা উভয়েই কাফের। তিনি এরূপ অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, বিনা যুদ্ধে গজনী অতিক্রম করিয়া ইয়াকুবকে কারামুক্ত করিবার জন্য ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিবেন কিন্তু যখন কাবুল ও জেলালাবাদের গিল্জাই জাতি আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিল তখন তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

মেওয়াণ্ডের এই যুদ্ধে আয়ুবের হিরাটী সৈন্যগণ ইংরাজদিগের কাবুলী সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। উভয়পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধে বিস্তর লোক হতাহত হইয়াছে। আয়ুবের পক্ষীয় একহাজার গাজি ও ইংরাজদিগের ১২ শত লোক হত হইয়াছে।

সেনাপতি মহম্মদ জান ৩ হাজার গাজি সৈন্য ও সর্দার গোলাম হয়দর খাঁ বিস্তর সৈন্য সমস্ত লইয়া কান্দাহারাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। এই ঘোরতর যুদ্ধে বিস্তর লোক হতাহত হইয়াছে। আয়ুবের পক্ষীয় এক হাজার গাজি ও ইংরাজদিগের বার শত লোক হত হইয়াছে।

ইংরাজ সৈন্যের হতসংখ্যা অপেক্ষা আয়ুবের সৈন্যদিগের মৃত্যু সংখ্যা যে কম হইয়াছে তাহার কারণ এই যে, যেদিকে তাঁহার সৈন্যেরা দাঁড়াইয়াছিল সেই দিকটী এরূপ ছিল যে হিরাটি সৈন্যেরা যত অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছে তাহা ব্যর্থ যায় নাই। কাবুলী সৈন্যেরা যত গোলা গুলি ছাড়িয়াছিল তাহার অধিকাংশ ব্যর্থ হইয়াছিল।

এইক্ষণ জনরব আয়ুব হেরাতের চতুর্দ্দিকে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন। সেনাপতি ফেয়ারকে কান্দাহারে ১৩ হাজার সৈন্য রাখিতে বলা হইয়াছে। সেনাপতি মাগ্রিগার ২৭ এ কচ নামক স্থানে লেপ্টনণ্ট কর্ণেল রক্রপ্টের সহিত যোগ দিয়া মর লাই অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। ইহাদিগের এক মাসের উপযোগী খাদ্যোপকরণ সামগ্রী কোয়েটা হইতে হরণাইয়ে প্রেরিত হইয়াছে।

---

## সংবাদদাতার পত্র।

### শান্তিপুর।

এখানকার মিউনিসিপালিটীর আয় ব্যয় সম্বন্ধে

গত বারের সোমপ্রকাশে আমরা যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলাম, স্থানীয় কমিশনর ও চেয়ারম্যান বাবু তাহার অনুমোদন পূর্ব্বক বিগত সোমবারের মিউনিসিপল সভায় অংশানুরূপ ব্যয় হ্রাস করিয়া দিয়াছেন। এই সভায় স্থানীয় অধিকাংশ কমিশনর ও কৃতবিদ্য ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। কর্ত্তব্যকর্ম্মপরায়ণ চেয়ারম্যান বাবু যথা সময়ে শান্তিপুরে আগমন পূর্ব্বক প্রথমতঃ মিউনিসিপল সভা করেন। অনন্তর অন্যতম কমিশনর আনন্দময় বসু ঐ সভায় মিউনিসিপালিটীর ব্যয় হ্রাস সংক্রান্ত প্রতিশ্রুত রিপোর্ট প্রদান করিলে, উপস্থিত কমিশনর ও চেয়ারম্যান বাবুর ঐক্য মতে স্থিরীকৃত হইল যে, অতঃপর দুই জন ওভরসিয়রের পরিবর্ত্তে একজন ওভরসিয়র রাখা হইবে, মিউনিসিপল টাক্স পূর্ব্বের ন্যায় সরকার রাখিয়া আদায় করা যাইবে, (স্ক্যাভেঞ্জার) ময়লা ফেলা গাড়ির সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইবে, ও জন্ম মৃত্যুর রেজেষ্টরীর কেরাণী পদ উঠাইয়া দিয়া ঐ কার্য্য-ভার দ্বিতীয় কেরাণী বাবুর হস্তে বিন্যস্ত করা হইবে ইত্যাদি। এই কয়েকটী বিষয়ে ব্যয় হ্রাস করিয়া যে টাকা বাঁচিবে, তদ্দ্বারা স্থানীয় রথ্যাদি প্রস্তুত ও সংস্করণ করা হইবে।

এতদিনের পর গবর্ণমেণ্টের পীড়াপীড়িতে আমাদের "কল্পতরু" মিউনিসিপলিটী দাতব্য চিকিৎসালয়ের সমুদায় ব্যয় ভার বহন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। বিগত সোমবার ঐ প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, কমিশনর বাবুদের সহিত অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থিরীকৃত হইল যে, চেয়ারম্যান ডেপুটী বাবু পত্র দ্বারা গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবেন যে, এখানকার মিউনিসিপলিটী দাতব্য চিকিৎসালয়ের সমুদায় ব্যয়ভার পরিগ্রহ করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, চেয়ারম্যান বাবু ঐ দিবস প্রস্তাবিত পত্র অবতারিত করিয়া যথা স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন।

গগনচন্দ্র ঘোষ নামক এক ব্যক্তি সম্প্রতি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এরূপ জনশ্রুতি যে, শারীরিক অসুস্থতাই মৃত ব্যক্তির ঐরূপ আকস্মিক অপমৃত্যুর কারণ।

এখানে কুৎঘাট সংস্থাপিত হইবার প্রত্যাশানুরূপ উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। গত মঙ্গলবার জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রস্তাবিত কুৎঘাটের স্থানাদি পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ইঞ্জিনিয়র ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিতান্ত ইচ্ছা যে, বর্ত্তমান পুলিষ ষ্টেষনের উপর কুৎঘাট সংস্থাপিত হয়। বলা বাহুল্য যে, বরুণগঞ্জের কুৎঘাটটী উঠিয়া এখানে আসিতেছে ও কর্ত্তাদের মতেই আমাদের মত।

আমরা নিরতিশয় শোকার্ত্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামী মহাশয় গত রবিবার কলিকাতায় মানব লীলা সম্বরণ পূর্ব্বক যোগ্য স্থানে গমন করিয়াছেন। ইঁহার আকস্মিক মৃত্যু নিবন্ধন অনেকেই শোকার্ত্ত হইয়াছেন। ইনি কাশ ব্যারাম হইতে পীড়িত হইয়া চিকিৎসার্থ জন্ম ভূমি শান্তিপুরে আগমন করেন, কিন্তু এখানকার চিকিৎসকদিগের চিকিৎসায় নিরাময় না হওয়াতে গত শুক্রবার (৯ ই আশ্বিন) নৌকাযোগে স্বপরিবারে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় গমন করিয়াছিলেন। এখানে ডাক্তার কেলী সাহেব তাঁহাকে দেখিয়া এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, এরূপ জীর্ণ শীর্ণাবস্থায় ও অন্তিমদশায় রোগীকে স্থানান্তরিত করা আদৌ অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। এমন অবস্থায় ইঁহাকে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ভাগীরথী তীরস্থ করাই উচিত ছিল। ডাক্তার সাহেব এই কথা বলিয়া এক খানি ঔষধের ব্যবস্থা পত্র লিখিয়া দিয়া প্রস্থান করিলে পর, মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামী মায়াময় দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর অব্যবহিত কাল পূর্ব্বে ইঁহার জ্ঞান ছিল না, এজন্য তিনি উইল করিয়া মরিতে পারেন নাই। ইঁহার একটী অপ্রাপ্তবয়স্ক পোষ্য পুত্র আছে। একণে দেখা যাউক, মহারাজ গোস্বামী মহাশয় জীবদ্দশায় এখানকার স্কুল ও হিতকরী সভায় যে টাকা ও মুদ্রাযন্ত্রালয় দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার উত্তরাধিকারী পোষ্য পুত্র দান করিবেন কি না সন্দেহ স্থল। কারণ মৃত গোস্বামীর সরকারে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গোস্বামী ভিন্ন অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি নাই। মহারাজ জীবিতাবস্থায় ঐ সকল দান করিয়া যাইলেই ভাল হইত।

আমাদের অন্যতম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও সম্প্রতি মায়াময় দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগ্য ধামে গমন করিয়াছেন। ইঁহার উপযুক্ত কৃতবিদ্য পুত্র বাবু গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পৈতৃক নাম রক্ষা করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

---

## ভাগলপুর।

মধ্যে কয়েক দিবস বৃষ্টি না হওয়ায় এ স্থান অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়াছিল; হৈমন্তিক ধান্যেরও অনিষ্ট হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় গত ৮।৯ ই আশ্বিন তারিখে বারিবর্ষণ হওয়ায়, সে অনিষ্টের আশঙ্কা দূর হইয়া গিয়াছে। এবার এ অঞ্চলে শস্যের অবস্থা উত্তম। ভুট্টা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া, একণে টাকায় ১৩ সিক্কায় ওজনে ১/৫—১/৬ সের করিয়া বিক্রীত হইতেছে। চাউলের দর ও মন্দ নহে। ভাল চাউল ২৷০—২৷৷০ আনা করিয়া মণ। অধিবাসীগণের স্বাস্থ্য ভাল দেখা যাইতেছে। মধ্যে গঙ্গার জল একবারে কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আজ কাল আবার বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইয়া প্রায় পূর্ব্ববৎ হইয়াছে।

কলিযুগ পাঠে অবগত হইলাম, ভাগলপুরের অন্তর্গত মুকুন্দপুরবাসী এক হিন্দুস্থানীর রমণী এক কালে তিনটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়; প্রসবের অল্পকাল পরে তাহারা সকলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

এখানকার পার্সনাল আসিষ্টাণ্ট কমিশনর সারদা বাবুর তিনটী সন্তান ডিপথীরিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করায়, তিনি ৩ মাসের বিদায় লইয়া বারাণসী প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার পদে এখন কমিশনরের হেড ক্লার্ক কালীবর মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ম্ম করিতেছেন। যাহা হউক একটী রহস্যের কথা পাঠকগণের নিকট বলিতে হইল। সারদা বাবু একটী নূতন বাটী প্রস্তুত করিয়া অল্প দিন হইল তাহাতে বাস করিতেছিলেন। তিনি যে নূতন বাটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতে একটী পায়খানা করেন। ঐ পায়খানা যেখানে হয়, সেইখানে না কি এক মুসলমান ফকিরের কবর ছিল। যৎকালে পায়খানা প্রস্তুত হয়, তখন একজন ফকির এই কথা বলিয়া ঐ স্থানে পায়খানা করিতে নিষেধ করে। সারদা বাবু তাহা শুনেন নাই বলিয়া শুনিতেছি এখানকার লোকে বলিতেছে সেই কোপে না কি তাঁহার ৩ টী পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। এখন শুনিতেছি, পায়খানা ভাঙ্গা হইয়াছে। মুসলমানের পীর বড় সহজ কথা নহে।

সম্প্রতি মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সম্পাদক বাবু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় আমাদের ভাগলপুরের উন্নতিবিধায়িনী সভায় আসিয়া একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার স্থূল মর্ম্ম এই আজ কাল অনেকে শব্দগ্রাহী, ভাবগ্রাহী নহেন। মুখে রাশি রাশি শব্দ উচ্চারণ করিয়া, অনেকে স্বদেশহিতৈষী বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইতে বিলক্ষণ অভিলাষ করিয়া থাকেন; কিন্তু তদনুরূপ কার্য্য করিয়া বন্ধু হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারা নিজেই হয়ত কি বলিয়া থাকেন, তাহার প্রকৃত ভাব হৃদয়ে গ্রহণ করিতে সক্ষম নহেন। বাস্তবিক বঙ্গদেশে শব্দগ্রাহী লোকের ভাগ অধিক বলিয়া; আমাদের উন্নতি হইতেছে না। এই স্থলে একটী অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিতে হইল। শ্রীযুক্ত বাবুকে কে নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক বলেন? তিনি বেদবাদী একজন প্রকৃত হিন্দু। কতকগুলীন তাঁহার মুখ হইতে [illegible] যে আমরা

"ঈশ্বর" নাম শ্রবণ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না।

শ্রীকৃষ্ণ বাবুর বক্তৃতার কয়েক দিবস পর বিখ্যাত পণ্ডিত দয়ানন্দ স্বরস্বতীর শিষ্য পরমহংস আত্মানন্দ স্বামীজী বৈদিকধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য এখানকার অনেকগুলি উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক আমাদের সভায় আসিয়াছিলেন। ন্যূনাধিক ৪৫০ জন লোক বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন। তিনি একেশ্বর-ব্রহ্মবাদী। বেদ ভিন্ন কিছুই মানেন না। বেদের ইন্দ্র, বায়ু, বরুণের উপাসনা, যে ব্রহ্মোপাসনা, তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়াছিলেন; বঙ্গদেশ হইতে প্রায় ধর্ম্ম চর্চ্চা উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, তিনি এ কথাটী বলিয়া পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও তারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি দুই চারি জন ধর্ম্মশাস্ত্র চর্চ্চাশীল পণ্ডিতগণের নাম করিয়া, তাঁহাদের প্রশংসা করিলেন। জানি না স্বামীজীর ইহাঁদের সহিত আলাপ পরিচয় আছে কি না? না থাকিলে, তিনি ইহাঁদের নাম কেনই বা করিবেন। যাহা হউক স্বামীজী পুরাণাদির উপর খড়্গহস্ত।

লাইসেন্স ট্যাক্স ধার্য্যের গোলযোগ আজিও নিবৃত্তি হয় নাই। এখনও অনেকে অসঙ্গত ট্যাক্স হইয়াছে বলিয়া, কলেক্টার বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত করিতেছে।

পীরপৈঁতীর ষ্টেষণের নিকট সরাইয়ে এক ব্যক্তি অর্থ-লোভে তাহার সমভিব্যহারী একজনকে বিষ ভক্ষণ করাইয়া হত্যা করিয়াছে বলিয়া, অভিযুক্ত হইয়া, এখানকার আদালতে বিচারিত হইতেছে। তাহার বিচার আজিও শেষ হয় নাই। দেখা যাউক সে সত্য সত্যই বিষ প্রদান করিয়াছিল কি না। মৃত ব্যক্তির সহিত তাহার স্ত্রী ছিল; শুনিলাম সে ও না কি বিষে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল। কাহাল গ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার গিয়া তাহার চৈতন্য প্রদান করেন। সে প্রাণে মরে নাই। কিন্তু স্বামী বিয়োগে অন্তরে মরিয়া গিয়াছে।

---

জামালপুর।

সোমপ্রকাশের জামালপুরস্থ সংবাদদাতা গত সপ্তাহে জামালপুর পরিত্যাগ করিয়াছেন। বোধ হয় তিনি আর এখানে প্রত্যাগমন করিতেছেন না। আপাততঃ তাঁহার অনুপস্থিতিতে আপনার মুঙ্গেরস্থ সংবাদদাতা জামালপুরের সংবাদাদি প্রদান করিবেন।

জামালপুর মুঙ্গের হইতে ৯৯ মাইল দূরে অবস্থিত। রেলওয়ে ছুটির যেরূপ নিয়ম তাহাতে অধিকাংশেরই প্রায় বৎসরের মধ্যে সাত দিনের বেশী বাড়ী যাওয়া ঘটে না। সুতরাং এখানকার লোকে বিশুদ্ধ সঙ্গীতাদি শ্রবণেও বঞ্চিত থাকেন। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও কতিপয় অপরাপর ভদ্র সন্তান উদ্যোগী হইয়া এই দুঃখ দূর করণাভিলাষে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই নাটকাদির অভিনয় করাইয়া থাকেন। ইতি পূর্ব্বে ইহাঁদের যত্নে "সরোজিনী" নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। অভিনয় মন্দ হয় নাই কারণ আমরা ৪। ৫ শত দর্শকের মুখে সমস্বরে প্রশংসা করিতে শুনিয়াছি। কিন্তু এখানে বিশ্ব-নিন্দকেরও অপ্রতুল নাই। এখানকার কর্ত্তাদের কিছু বেশী বেশী দৃষ্ট হইল—কাগজে ইংরাজিতে গালি মন্দ লিখিয়া বেনামীতে নাম স্বাক্ষর করিয়া অন্ধকারে রাস্তায় লটকাইয়া দিয়া বিদ্যার পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল।

উপরিউক্ত দুর্গাচরণ বাবুর যত্নে এখানে একটী পুস্তকালয় ও পঠনালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইনি পুস্তকালয়টীর জন্য রেলওয়ে কোম্পানির নিকট হইতে একটী বাড়ীও লইয়াছেন। পঠনালয়ে অনেক গুলি ইংরাজী দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র আসিয়া থাকে। দুর্গাচরণ বাবু সত্বরে সোমপ্রকাশের ন্যায় বিখ্যাত সংবাদ পত্র সমূহের গ্রাহক হইবেন এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাঠ করিবার লোকাভাব। এখানে প্রায় ৫। ৬ শত বাঙ্গালী আছেন কিন্তু কাহারও এবিষয়ে যত্ন কিম্বা উৎসাহ নাই। যদি এক চতুর্থাংশ লোকও এই পুস্তকালয়টীর প্রতি যত্ন করেন ও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হন, সত্বরে ইহার যথেষ্ট উন্নতি হয়। ইহার মাসিক চাঁদা দুই ও চারি আনার বেশী নহে। গ্রাহকগণ ঐ পয়সা ব্যয় করিলে পঠনালয়ে যাইয়া সংবাদ-পত্রাদি পাঠ ও বাটীতে পুস্তকাদি লইয়া যাইতে পারিবেন। কিন্তু লোকে সে পয়সা ব্যয়েও কুণ্ঠিত।

ইতি পূর্ব্বে এক উদ্ধত যুবা কোন বৃদ্ধের সহিত বিবাদ করিয়া পুলিসে যাইয়া সংবাদ দেয় যে, বৃদ্ধ বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। পুলিষ তদারকে আসিয়া এক ভোঁতা তরবাল প্রাপ্ত হওয়ায় মাজিষ্ট্রেটের বিচারে এই ব্যক্তির পাঁচ টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছিল। এই ঘটনা হইতে পুলিষের মনে দেশীয় লোকে বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে সন্দেহ হওয়ায়, গোপনে গোপনে প্রায় ২২। ২৩ জন লোককে তাঁহাদের গৃহে অস্ত্র আছে কি না, জিজ্ঞাসা করেন। সকলেই বিনা বাক্য ব্যয়ে বন্দুক ও তরবাল প্রভৃতি যাহা কিছু পৈতৃক আমলের সম্পত্তি ছিল বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। ইতি পূর্ব্বে মুঙ্গেরের জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই সমস্ত মকদ্দমার বিচার হয়। আমাদের সুযোগ্য হাকিম প্রত্যেকের বেতন জিজ্ঞাসা করিয়া তিন টাকা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত ব্যক্তি বিশেষের জরিমানা করিয়া অস্ত্র গুলি কাড়িয়া রাখিয়াছেন। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অনেকেই লাইসেন্স দিয়া অস্ত্র ব্যবহার করিবেন এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ফেরত চাহিয়াছিলেন। গুণিগণাগ্রগণ্য বিচারপতি হুঙ্কারে কহেন "তোমাদের ইচ্ছা হইলে লাইসেন্স দিয়া নূতন অস্ত্র খরিদ করিয়া ব্যবহার করিতে পার, এ গুলি গবর্ণমেণ্টের হইল।" জরিমানা হইল অথচ এক একজনের ৫০। ৬০ টাকা মূল্যের বন্দুক যাইল, এজন্য বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ২। ১ জন বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। ইহাঁরা কেহই বর্ত্তমান আইন কানুন জানেন না। জানিলে কখনই দুঃখিত হইতেন না। যাহা হউক যে যে ব্যক্তি লাইসেন্স দিয়া অস্ত্র ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহাদিগের অস্ত্রগুলি ফেরত দিলে ভাল হইত। আমাদের গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা যে, অতঃপর অস্ত্র সম্বন্ধীয় আইনের ন্যায় দেশের হিতকর যদি কোন আইন প্রচলিত করেন, যেন ঢেঁড়রা দিয়া সাধারণকে জ্ঞাপন হয়। ঢেঁড়রা দ্বারা জ্ঞাত করান না হইলে সকলে কি আইন প্রচলিত হইল জানিতে পারে না।

মধ্যে আমাদের আসেসর বাবু মুঙ্গের হইতে জামালপুরে লাইসেন্স ট্যাক্স ধার্য্য করিতে আসিয়াছিলেন। এখানকার কয়েকজন ভদ্র লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রত্যেক দোকানের আয় ব্যয়ের খাতা দেখিয়া ট্যাক্স ধার্য্য করা তাঁহার উচিত ছিল। শুনা গেল ইনি তাহার কিছুই করেন নাই, একটী দোকানে অল্প সময়ের জন্য বসিয়া যেমন মনে উদয় হইয়াছে সেই মত ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া, পান তামাক খাইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। মুঙ্গের হইতে কষ্ট ভোগ করিয়া তিনি যে এখানে কি করিতে আসিয়াছিলেন আমরা তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না, এ সামান্য কাজ ত মুঙ্গেরের বাসায় বসিয়াই নির্ব্বাহ করিলে হইত। আমাদের গবর্ণমেণ্ট কেন যে পয়সা খরচ করিয়া এরূপ এসেসর নিযুক্ত করেন বলিতে পারি না, এ অপেক্ষা মিউনিসিপাল কমিশনরগণের উপর ভার দিলে বিনা ব্যয়ে উত্তম কাজ পাইতে পারেন। এসেসর বাবুর প্রসাদে এবার এখানকার পাঁচ টাকার কাষ্ঠবিক্রেতা পর্য্যন্ত লাইসেন্সের হস্ত হইতে রক্ষা পায় নাই। এক্ষণে বাবুর বিরুদ্ধে শত শত অভিযোগ হইবার উদ্যোগ হইতেছে। ভরসা করি আমাদের মুঙ্গেরের মাজি-

ষ্ট্রেট যেন সুবিচার করিয়া গরিব প্রজাদিগকে রক্ষা করেন।

---

মণিহারার।

বিগত শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের মধ্যে বৃষ্টি না হওয়াতে এপ্রদেশীয় কৃষকগণের যাহারা আশু ধান্যের চাষ করিয়াছিল, তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। অপর কতকগুলি যাহারা আপন আপন ক্ষেত্র দোফসলী করিবার মানসে মকাই, কাঙুন, শ্যাম, কোদো, জোয়ার প্রভৃতি শস্য বপন করিয়াছিল, তাহাদের সর্ব্বতোভাবে না হউক, বার আনা নষ্ট হইয়াছে। যাহারা বজরা, লোবিয়া, তিল, কলাই প্রভৃতি রোপণ করিয়াছে, তাহাদের ছয়আনা নষ্ট হইবে। অনেকেই বিগত দুই মাস আকাশের অবস্থা দেখিয়া মনে করিয়াছিল উপস্থিত বর্ষে কৃষকেরা ত সর্ব্বস্বান্ত হইবেই হইবে, যাহারা শ্রমজীবী এবং মধ্যবিত্ত তাহারাও মারা যাইবে। তবে সুখের মধ্যে এই ছিল যে, বিগত বর্ষে রবিশস্য আশাতিরিক্ত এপ্রদেশে প্রাদুর্ভূত হওয়াতে এপর্য্যন্ত কোন শস্যেরই মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই। কিন্তু যেরূপে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস অতীত হইয়াছে, এইরূপে যদি আশ্বিনের অন্তত অর্দ্ধেক দিন অতীত হইত, তাহা হইলেই রপ্তানীর বৃদ্ধির সহিত মূল্যও বৃদ্ধি হইতে থাকিত। সম্প্রতি কয়েক দিন উপর্য্যুপরি প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হওয়াতে সর্ব্বপ্রকার আশঙ্কা দূর হইয়াছে। এই কয়েক দিনের উপর্য্যুপরি বৃষ্টি অবশিষ্ট খরিপের ও রবির অশেষবিধ উপকার সাধন করিবে।

পুরাণোক্ত উগ্রসেনজ কংস যেমন সহোদরা দেবকীর অষ্টম গর্ভজ পুত্র বাসুদেবকে আপনার সংহর্ত্তা হইবে ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া, তাহার জন্ম পরিগ্রহ করিবার বহুকাল পূর্ব্ব হইতে দেবকীর করপদাদি বন্ধন করিয়া বক্ষে প্রস্তর দিয়া কারাগারে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; সেইরূপ আউদ এবং রোহিলখণ্ডরেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ারগণ রামগঙ্গার প্রাবৃট্‌কালজ সলিল তাহার উপরিস্থ সেতুর বিনাশক জানিয়া তাঁহার বক্ষে কতকগুলি কাঙ্কর দিয়া জলস্রোত স্বকৃত পথে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কংস "যেমন সেই নিশা অর্দ্ধ কালে কৃষ্ণা তিথি অষ্টমী" কিরূপ ভয়ঙ্করা জানিতে না পারিয়া সরলা দেবকীর বক্ষে প্রস্তর দিয়াছিলেন, ইহারাও সেইরূপ আমাদের পর্জ্জন্যদেবের প্রকৃতি যে কিরূপ ভয়ঙ্কর তাহা জানিতে না পারাতেই রামগঙ্গার বক্ষে কতকগুলা কাঙ্কর চাপাইয়াছিলেন। জানিতে পারিলে বুকে কাঙ্কর না চাপাইয়া যাহাতে রামগঙ্গার নাম লোপ হয় তাহাও করিতে বোধ হয় চেষ্টা করিতেন। রামগঙ্গা প্রতি বর্ষায় রেলওয়ে কোম্পানির সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহাতে তাহার নাম লোপের চেষ্টা করিলে অন্যায় হইত না। আমাদের সামান্য বুদ্ধি বলে রেলওয়ে কোম্পানি রামগঙ্গার বুকে কাঙ্কর না চাপাইয়া যদ্যপি তিনি যে পথে বিগত বর্ষে যে স্থানে গমন করিতে উদ্যতা হইয়াছিলেন, নির্ব্বিবাদে সেই পথ মুক্ত দেওয়া হইত তাহা হইলে তাঁহার বক্ষে কাঙ্কর চাপাইতে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়াছে, আমাদের কথিত কার্য্য যে তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প ব্যয়ে সমাধান হইত এবং চিরকালের জন্য নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। পূর্ণকলেবরা রামগঙ্গা এক্ষণে যেরূপ প্রবল বেগে বহিয়া যাইতেছেন, তাহাতে যে পূর্ব্ব প্রদত্ত কাঙ্কর গুলি যথা স্থানে থাকিবে এমত বোধ কোন ক্রমেই হয় না। বরং যেরূপ স্রোতের কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে ইহাই অনুভূতি হয় যে জল কমিয়া গেলে কোথায় যে কাঙ্কর বাঁধ বাঁধা হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিবে না।

বেরিলি হইতে আওলা পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইন জলে ভাসিতেছে। কোন উপায় অবলম্বন করিলে আশু তাহার উদ্ধার হইতে পারে; তাহা কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বিবেচনা করিবার জন্য রেলওয়ের প্রধান সাহেবেরা সকলেই বেরিলিতে গমন করিয়াছেন। ওদিকে শুনা যাইতেছে আলিগড় হইতে চন্দৌসী, চন্দৌসী, হইতে মুরাদবাদ যে দুইটা শাখা লাইন আছে, তাহার না কি কোন কোন স্থান ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে সে পথেও বাষ্পীয় শকটের গমনাগমন বন্ধ হইয়াছে। কি ভয়ানক বিপদ! একেই ত রোহিলখণ্ড বিভাগে বিগত বর্ষাপেক্ষা মালের যাতায়াত সমধিক অল্প হওয়াতে আয় কিছুমাত্র ছিল না, তাহাতে আবার এই ভয়ানক ব্যয়সাধ্য বিপৎপাত। কর্ত্তৃপক্ষ আশু প্রতিকার করণার্থে যে কি উপায় অবলম্বন করিবেন তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। কিন্তু আমরা বলি উক্ত দুই শাখা লাইনের প্রতিকারের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, অগ্রে যাহাতে বেরিলি হইতে আওলা পর্য্যন্ত জলমগ্ন পথের উদ্ধার হয় তাহার উপায় চেষ্টা করুন। পরে চন্দৌসীতে বসিয়া উক্ত দুই শাখার প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিবেন। কেন না বেরিলি হইতে আওলা পর্য্যন্ত রাস্তার যেরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, উক্ত দুই শাখার তদ্রূপ হয় নাই। যদিই তাহা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও অগ্রে বেরিলি হইতে আওলা পর্য্যন্ত রাস্তার দুরবস্থা দূর করা আবশ্যক হইতেছে। কারণ উক্ত দুই রাস্তার সংস্কারকরণ জন্য যদি কোন প্রয়োজন আবশ্যক হয়, তাহা হইলে অনায়াসেই অভীপ্সিত স্থানে লইয়া যাইতে পারিবেন।

---

নাগরপুর।

এই সুবস্তৃত নাগরপুর গ্রামে দীনদুঃখীদিগের নিমিত্ত একটী অতিথিশালা না থাকা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় বলিতে হইবে। অনেক সময়ে অনেক বিপদগ্রস্ত পথিক উপযুক্ত স্থানাভাব ও আহারাভাবে গ্রামবাসীদিগকে অভিসম্পাত করিতে করিতে অন্যত্র গমন করিয়া থাকে। এটী অতি লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। যৎকালে নবানুরাগে নাগরপুরে পঞ্চাইত স্থাপিত হয় তৎকালে তাঁহাদিগের দ্বারাই এই সমস্ত সদনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইবে শুনিয়া ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে দলাদলি প্রভাবে সে আশা উন্মূলিত হইয়াছে। এ জন্য স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সমীপে একটী প্রার্থনা করিতেছি, তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া স্থানীয় ধনী ব্যবসায়ীদিগের সহিত একমত হইয়া যাহাতে নাগরপুরে একটী অতিথিশালা সংস্থাপিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ মনঃসংযোগ করুন। তাহা হইলে এ গ্রামের একটী বিশেষ অভাব দূরীভূত হইতে পারে।

এবার এপ্রদেশে আশানুরূপ বর্ষা হইয়াছিল। আশুধান্য আশানুরূপ উৎপন্ন হইয়াছে। হৈমন্তিক শস্যের অবস্থাও মন্দ নহে। পাট যথেষ্ট জন্মিয়াছে, কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি হওয়া নিবন্ধন মহাজনেরা লাভ করিতে পারিতেছেন না।

প্রায় প্রতি বৎসরই বর্ষাকালে এতদ্দেশে সর্পাঘাতে অনেক লোকের মৃত্যু হয়। ইহার প্রধান কারণ এই যে, বর্ষার জলে মাঠ ঘাঠ পরিপূর্ণ হইলে সর্প সকল গৃহস্থদিগের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ জন্যই অনেক লোক সর্প দংশিত হইয়া অকালে কালকবলিত হইয়া থাকে।

গত ২৭ এ ২৮ এ ২৯ এ ও ৩০ এ সেপ্টেম্বর এই দিবস চতুষ্টয় পূর্ব্ব বঙ্গবিভাগস্থ মাইনর, মধ্য বাঙ্গালা, ও নিম্ন বাঙ্গালার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা গৃহীত হয়। আমাদিগের এতদঞ্চলের বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পরীক্ষা টাঙ্গাইল ও মানিকগঞ্জে গৃহীত হয়। এই পরীক্ষা সম্বন্ধে আমাদিগের যে কয়েকটী বক্তব্য আছে তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

এক্ষণে যে সময় এই পরীক্ষা গৃহীত হয় ইহা এতদ্দেশস্থ ছাত্রগণের পক্ষে নিতান্ত অনুপোযোগী। তাহার কারণ এই, বর্ষাকালে এতদ্দেশস্থ স্কুল সমূহের যে দুরবস্থা ঘটিয়া থাকে তাহা আর কাহারই অবিদিত নাই। অধিকাংশ ছাত্র নৌকাভাবে

রীতিমত স্কুলে উপস্থিত হইতে পারে না। এজন্য তাহাদিগের পাঠ-কার্য্যের অনেক বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। (২ য়) বর্ষাকালে অতিশয় গ্রীষ্ম নিবন্ধন বালকেরা উপযুক্ত পরিশ্রম করিতে পারে না, এই কালে সংক্রামক জ্বর প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হয় এতন্নিবন্ধন ছাত্রগণের পাঠের বিশৃঙ্খলা ঘটে। (৩ য়) বর্ষান্তে বালকগণের পাঠকার্য্য সুন্দর রূপ না চলিলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বালকদিগের ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া ছাত্রদিগকে পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত করাইয়া থাকেন। সেই সমস্ত ছাত্র প্রায়ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না। আমাদিগের বিবেচনায় এই পরীক্ষা ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ অথবা মার্চ্চ মাসের প্রথমে গ্রহণ করিলে অতি উত্তম হয়, কারণ শীতকালে ছাত্রগণ উপযুক্ত পরিশ্রম করিতে পারে এবং তাহাতে তাহাদিগের শরীরও সুস্থ থাকে। ভরসা করি শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ আমাদিগের মতের অনুমোদন করিবেন।

আমাদিগের পূর্ব্ববাঙ্গালার স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত সি, এ, মার্টিন সাহেব মহোদয়ের কার্য্য প্রণালী দেখিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইতেছি। অন্যান্য বৎসর পাঠ্য পুস্তকের তালিকা নবেম্বর ডিসেম্বর মাসে পাওয়া যাইত, তাহাতে ছাত্রগণের পুস্তক ক্রয় করা অতিশয় কষ্টকর হইত, কিন্তু এ বৎসর আগষ্ট মাসেই ১৮৯০ সালের পাঠ্য পুস্তকের তালিকা প্রত্যেক স্কুলে পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে ছাত্রগণের নূতন পুস্তক ক্রয় করার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

আমাদিগের নাগরপুর পোষ্ট অফিসে টিকিট দেওয়া খাম ও পোষ্টকার্ড পাওয়া যাইতেছে না। এটী অত্যন্ত অসুবিধার বিষয়, যাহাতে সর্ব্বদাই পোষ্ট অফিসে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় ডাক বিভাগের কর্তৃপক্ষ তাহার সদুপায় করিতে যত্নবান হউন।

---

বাগেরপাড়ি।

প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি না হওয়াতে হৈমন্তিক ধান্যের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, দুই এক দিবসের মধ্যে উত্তমরূপ বর্ষণ না হইলে বিস্তর চারা মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। পাটের অবস্থা উত্তম, ৪ টাকা মণ বিক্রয় হইতেছে। ইক্ষু ও আদ্রকের অবস্থা তাদৃশ সন্তোষকর নহে।

আমরা অতি দুঃখিত অন্তঃকরণে জানাইতেছি যে কাঁড়াপাড়ার প্রসিদ্ধ কবিরাজ ব্রজেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় ২৫ এ ভাদ্র অপরাহ্নে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি পাঠ সমাপ্তির পর কলিকাতায় কয়েক বর্ষ চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন, কলিকাতার অনেকেই তাঁহাকে বিশেষরূপে জানেন। তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্রে এতদূর পারদর্শীতা লাভ করিয়াছিলেন, যে বিস্তর উৎকট রোগগ্রস্ত রোগী ইঁহার চিকিৎসাধীনে আসিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছে; এমন কি মেডিকেল কলেজের হাঁসপাতালের ফেরত বিস্তর রোগীকে আমরা তাঁহার চিকিৎসায় আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি। তিনি জীবনের শেষ ভাগ কয়েকবর্ষ হইতে বাটীতে থাকিয়া চিকিৎসা করিতেন, তাঁহার যশ এতদূর বিস্তীর্ণ ছিল, যে যশোহর, কলিকাতা, রাজসাহি, ফরিদপুর হইতে বিস্তর রোগী প্রতিদিন তাঁহার বাটীতে আসিত। তিনি গোঁড়া হিন্দু ও একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতাভিজ্ঞ ছিলেন। ৮৭ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার কাল হইয়াছে। এদেশীয় হিন্দু চিকিৎসক মাত্রেই তাঁহার ব্যবস্থা ও পরামর্শ আদরের সহিত গ্রহণ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমাজ একজন উৎকৃষ্ট হিন্দু চিকিৎসক হারা[illegible]।

বাহাদুরপুরের জনৈক মুসলমান তাহার প্রথমা স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে। তাহার দুই স্ত্রী ছিল, সে কনিষ্ঠার প্রতি অনুরাগী ছিল, জ্যেষ্ঠাকে দেখিতে পারিত না। একদিন মাঠে হল কর্ষণের সময় ভাত লইয়া যাইতে দেরী হইয়াছিল বলিয়া দুরাত্মা মাঠেই কয়েক আঘাতে তাহাকে হত্যা করিয়া প্রস্থান করে, বিস্তর অনুসন্ধানের পর সম্প্রতি ধৃত হইয়া বিচারার্থ হুগলীতে প্রেরিত হইয়াছে। বিচারে যেরূপ হয় পরে আপনার পাঠকবর্গের গোচর করিব।

---

ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা
প্যাকিং ৵০ দুই আনা

## সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যা-দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ... ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ... ৵ আনা।

## চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধবিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার দুরারোগ্য শিরোরোগ উপশম হয়। মাথা ধরা, মাথাঘোরা, খুসখুসি, কেশদদ্রু, মস্তিষ্কহীনতা, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অল্পতা, টাক প্রভৃতি মস্তিষ্কের পীড়া সমূহ নষ্ট হয়। কেশ সকল ঘন, পুষ্ট ও বৃদ্ধি হয় এবং অকাল পক্কতা দূর হইয়া চক্ষু জ্যোতিবিশিষ্ট হয় এবং গাত্রে ব্যবহার করিলে চুলি, পাচড়া ও চুলকণা প্রভৃতি চর্ম্ম-রোগ নষ্ট হইয়া যায়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা।
প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

## রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্নপ্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত ঔষধালয়।

কলিকাতা। মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

---

## কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকাল পক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃশূলাদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অত্যল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৷০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

## দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্ত-শূল, দন্ত আবিশ, দাঁতের গোড়ার ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া ও রক্ত পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ।০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীকৈলাসচন্দ্র দের ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

---

## জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতায় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৷০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

---

যিনি এক দিবসে হৃদয় দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

---

শারীরবিধান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

---

## মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এসপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়—ভাগলপুর ৫
" " দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য—জামালপুর ৭
" " অনন্তরাম দাস—ভবানীপুর ৫৷৷০
" " উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—বাখরগঞ্জ ৭
" " দুর্গাদাস আচার্য্য চৌধুরী—মুক্তাগাছা ১০
" " চন্দ্রনাথ চৌধুরী—দেবীপুর ১০
" " গদাধর দত্ত—বহুবাজার ৭
" " নবকৃষ্ণ বসু—চেতলা ৫৷৷০
" " প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—শাসন ৫৷৷০
" " রামকুমার নন্দর—তুর্কী ৭
" " কৈলাসচন্দ্র হালদার—যশোহর ৭
" " ভুবনমোহন রায়—কানপুর ৫৷৷

---

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বয়াত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

---

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক ঘর হইতে চাঙ্গড়িপোতা গ্রামস্থ যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ২[illegible] সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ১০ ই কার্ত্তিক। ইং ১৮৮০। ২৫ এ অক্টোবর | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।




## প্রেরিতপত্র।

### ব্রহ্ম ও ঈশ্বর।

গতবারে আমি এতদ্বিষয়ে আর কোন প্রতিবাদাদি করিব না, স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদিগের প্রিয় বন্ধু বেচারাম বাবুর প্রতিবাদ পত্রে কেবল শাস্ত্রোক্তি পাঠে পরম প্রীত হইয়া সাধারণে শাস্ত্র রহস্য প্রকাশ পূর্ব্বক আর্য্যদিগের সনাতন মত বিদিত করা আবশ্যক মনে হইল। যদি তিনি শাস্ত্র মত অবলম্বন না করিতেন, তবে তাঁহার মত খণ্ডনে যত্ন করিতাম না, কিন্তু তিনি বিচারকালে এক স্থানে দণ্ডায়মান থাকেন না, অধিক গোলমাল দেখিলেই পূর্ব্বস্থান পরিহার পূর্ব্বক স্থানান্তরে পলায়ন করেন, এই জন্য বিচার করিয়া তাদৃশ সুখী হইতে পারা যায় না, সুবোধ পাঠকগণও অবশ্যই বিরক্ত হইতে থাকেন, তিনি প্রথম পত্রে লিখিয়াছিলেন যে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে যদি সৃষ্টি হয়, তবে সে সংযোগ করিল কে, প্রকৃতি না পুরুষ? যিনি সংযোগ করিলেন তিনিই ঈশ্বর" বেচারাম বাবু এই স্থানে ঈশ্বর সিদ্ধি করিলেন, তৎপরে যখন আমি বলিলাম যে প্রকৃতি ও পুরুষ নিত্য সংযুক্ত ইহাদের সংযোগকর্ত্তা কেহ নাই; সুতরাং বেচারাম বাবু নিরীশ্বরবাদের পোষকতা করিলেন। কৈ তিনি আর এতৎ সংযোগে হস্তক্ষেপ করিতে পারিলেন না পলায়ন করিলেন। তৎপরে কতকগুলি উপনিষদের শ্লোক মাত্র তুলিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা ঈশ্বর ও ব্রহ্ম এক প্রমাণ করিতে গেলেন (কোন স্থান হইতে একত্ব প্রতিপাদক সংজ্ঞা দেখাইতে পারিলেন না) তাহার মধ্য হইতেই আমি ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও প্রকৃতির ভিন্নতা প্রদর্শন করিলাম, তাহারও কোন শাস্ত্রীয় প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না, কেবল বার কয়েক " আর্ষ প্রয়োগ, আর্ষ প্রয়োগ " করিয়াই শান্ত করিয়াছেন। আবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন " মহান্ শব্দে ঈশ্বর " অব্যক্ত বীজ " শব্দে প্রকৃতি ও পুরুষ অর্থে চৈতন্য বুঝায় তাঁহাকে কে বলিল? ইহার প্রমাণ কি? এটী বড় হাস্যকর প্রশ্ন। ইহা ত চিরপ্রচলিত অর্থ, কোন দার্শনিককে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিতেন, আমি ত কোন নূতন অর্থ করি নাই। যদি বেচারাম বাবু ঐ শব্দগুলির আর কিছু অর্থ বিদিত অথবা বুঝিয়া থাকেন, তবে তদ্দ্বারা শ্লোকার্থের ব্যাখ্যা করিলেই আমরা সুখী হইতাম। প্রথম বারে আমি বলিয়াছিলাম যে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের পৃথকভাব " আর্য্য শাস্ত্রে অপ্রতুল নাই, তাহাতে তিনি এই উক্তিটীর উপর কটাক্ষ পূর্ব্বক " আর্য্য শাস্ত্রে কিসেরই যে অপ্রতুল আছে।" এইরূপ রহস্য করিয়া [illegible] স্বীকার করিয়াছিলেন, এবার আবার বলিলেন, " শ্রীকৃষ্ণ বাবু নিরালম্বোপনিষৎ হইতে [illegible] শ্লোক তুলিয়া দেখাইয়াছিলেন যে আর্য্য শাস্ত্রে

ঐরূপ ভিন্নভাবাত্মক বহুল প্রমাণ আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি আর দ্বিতীয় শ্লোক তুলিতে পারেন নাই" একথাটী ত পূর্ব্ববারে বলিলেই হইত। আমি ভাবিয়াছিলাম যে তিনি যেরূপ ছাঁকা উপনিষদের শ্লোক উদ্ধার করেন তিনি বুঝি সকল আর্য্য শাস্ত্রই দেখিয়া থাকিবেন, সেই জন্য আর প্রয়োজন হয় নাই ও প্রথমবারে তিনি এ আশঙ্কা করেনও নাই। কিন্তু তিনি এবারে পরিচয় দিয়াছেন যে আদি ব্রাহ্ম সমাজের অনুবাদিত কয়েক খানি উপনিষদ তাঁহার বচন সম্বল। শঙ্করাচার্য্য দশখানি উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন ও রাজা রামমোহন রায় তত্তাবতের অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন, এই জন্য তিনি অন্যান্য উপনিষদগুলি অনাদর করিতে বাধ্য হইয়াছেন; না করিলেই বা তাঁহার উপায় কৈ, তিনি উপনিষদগুলিকেই প্রধান আর্য্য শাস্ত্র বলিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার প্রতিবাদী নিরালম্বোপনিষদকে পাড়া ছাড়া না করিয়া দিলে তাঁহার কল্যাণ নাই। এ মন্দ যুক্তি নহে। অথবা সহজ ভাষায় বলিলেই ত হয়, যে যে উপনিষদে আমার কথিত মতাতিরিক্ত উক্তি আছে, তাহা সমস্তই অগ্রাহ্য। তিনি দশ খানি কেন মান্য করেন, মান্যবর শ্রীযুক্ত দয়ানন্দ সরস্বতীর ন্যায় বলুন না কেন, যে আমি উপনিষদের মধ্যে ঈশাবস্য ভিন্ন আর কিছুই গ্রাহ্য করি না। যাহা হউক এইবারে বন্ধুবরের ভ্রম ভঞ্জনার্থ আমি সরল ভাবে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও ওঁকারাদির প্রকৃতার্থ পাঠক মহোদয়গণের নিকট প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে আপাততঃ বিদায় লইব।

"ব্রহ্ম তর্কে" লিখিত আছে।

"সমস্তভেদরহিতং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং।
সর্ব্বানুস্যূতমদ্বৈতং শুদ্ধং ব্রহ্মেতি তদ্বিদুঃ॥

যিনি দেহ দেহী প্রভৃতি সমস্ত ভেদ রহিত ও নিত্য জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ, এবং সর্ব্ব কার্য্যে অনুগত কিন্তু কর্ত্তৃত্ব (সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কর্তৃত্ব) ও ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্মবহির্ভূত জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হয়েন।

সত্বং রজস্তমশ্চৈব গুণত্রয়মুদাহৃতং।
সাম্যাবস্থিতিরেতেষাং প্রকৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা॥
কেচিৎ প্রধান মিত্যাহুরব্যক্তমপরে জগুঃ।
এতদেব প্রজাসৃষ্টিং করোতি বি করোতি চ॥
(প্রকৃতি তত্ত্ব)

সত্ব, রজ ও তম এতদ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতির নাম "প্রধান" "অব্যক্ত" ইত্যাদি, ইহাই সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিয়া থাকে।

প্রথম শ্লোকে ব্রহ্মকে সৃজনাদি ক্রিয়া বর্জ্জিত ও দ্বিতীয় শ্লোকে প্রকৃতিকেই তৎকারণ বলিয়া বর্ণনা করা হইল। আর "অব্যক্ত" শব্দে যে প্রকৃতি তাহাও বোধ করি বেচারাম বাবু এই অর্থরূপে বুঝিয়া গেলেন। "ব্রহ্ম" এই শব্দটী গৌণ, কারণ তাহাতে বহুতার প্রাপ্ত হওয়া যায় অতএব "প্রকৃতি পুরুষ মিথুন নপুংসক লিঙ্গে "ব্রহ্ম" শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। মুখ্য "আত্ম চৈতন্য" উহা পুরুষ বাচক। শাস্ত্রে কোথাও ব্রহ্মকে নিষ্ক্রিয় ও কোথাও বা কর্ত্তা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহার সিদ্ধান্ত এই যে যখন আর্য্যগণ "ব্রহ্ম" এই মিথুন শব্দের প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তখনই ব্রহ্মকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা বলা হইয়াছে। আর যখন "চৈতন্য" মাত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন তখন ব্রহ্মকে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় আদি বলিয়াছেন।

ব্রহ্ম তর্কে লিখিত আছে।

"যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপে বভুব সঃ
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গাৎ বামাঙ্গাৎ প্রকৃতিঃস্মৃতা,
সাচ ব্রহ্ম স্বরূপাচ যাচ নিত্যসনাতনী।
যথাত্মাচ যথাশক্তি যথাগ্নৌ দাহিকা স্মৃতা॥

এক পরমাত্মাই দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার দক্ষিণ ভাগ পুরুষ এবং বামভাগ প্রকৃতি। এই প্রকৃতিও নিত্যা ও বিনাশ রহিত, এবং ব্রহ্মস্বরূপিণী। যেমন আত্মা ও শক্তি এবং অগ্নির দাহিকাগুণ তদ্রূপ পুরুষ ও প্রকৃতি অভিন্ন।

উক্ত প্রমাণটীতে প্রকৃতিও ব্রহ্মরূপে বর্ণিত হয়েন ইহা সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইল। এক্ষণে "বেদস্তুতি" পাঠ করুন।

"নঘটত উদ্ভবঃ প্রকৃতিপুরুষয়োরজয়ো
রুভয় যুজা ভবন্ত্যসুভৃতো জল বুদ্বুদবৎ॥"

হে ব্রহ্মণ! তুমি প্রকৃতি পুরুষরূপী, এতদুভয়ের আদি নাই, এবং এই উভয়ের যোগেই প্রাণিগণ জল বুদ্বুদবৎ সৃষ্ট হইয়া থাকে। একমাত্র বায়ু অথবা একমাত্র জল যেমন বুদ্বুদ সৃষ্টি করিতে পারে না তদ্রূপ একমাত্র চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম বা এক মাত্র প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি হইতে পারে না। চৈতন্য সত্তা সহযোগে প্রকৃতি প্রজা প্রসব করিয়া থাকেন। আবার "ব্রহ্ম স্তুতি" মালা পাঠ করুন।

"নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।"

যিনি মঙ্গল স্বরূপ, শান্তি নিকেতন এবং সৃষ্টি স্থিতি সংহার কারণেরও কারণ স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার করি। এখানেও ব্রহ্ম সৃষ্ট্যাদির কারণ হইলেন না। একবার দর্শন-শাস্ত্রে দৃষ্টিপাত করুন।

"প্রকৃতি বাস্তবেচ পুরুষস্যাধ্যাসসিদ্ধিঃ"

[illegible] যথা "প্রকৃতৌ সৃষ্ট্যা বস্তবেচ সিদ্ধি পুরুষস্য সৃষ্ট্যাধ্যাসঃ এব ক্রতিষু [illegible]। [illegible] ইত্যাদি শ্রুত্যাশ্রয়েণ প্রকৃতেঃ স্রষ্টৃত্বসিদ্ধেঃ পুংসাং কূটস্থ চিন্মাত্রতাবোধশ্রুত্যন্তরবিরোধাচ্চেত্যর্থঃ। [illegible] উপচাররূপোলোকে সিদ্ধ এবাস্তি। যথা [illegible] যোধেষু বর্ত্তমানৌ জয়পরাজয়ৌ রাজন্যুপচর্য্যেতে তথা স্বশক্তৌ প্রকৃতৌ বর্ত্তমানং স্রষ্টৃত্বাদিকং শক্তিমৎসু পুরুষেষূপচর্য্যতে। শক্তি শক্তিমতোরভেদাৎ।"

বাস্তবিক সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতির, পুরুষের নহে। পুরুষে সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব আরোপ হয় মাত্র। যেমন যুদ্ধ স্থলে যোদ্ধাদিগের জয় অথবা পরাজয় হইলে তাহা রাজাতে আরোপিত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি বাস্তবিক সৃষ্টি করিলেও পুরুষকে সৃষ্টি কর্ত্তা বলিয়া স্থানে স্থানে নির্দ্দেশ করা হয়।

"অন্য যোগেঽপি তৎসিদ্ধির্নাঞ্জস্যে নায়োদাহবৎ" ইতি সূত্র। প্রকৃতির সহিত যোগ থাকিলেও পুরুষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব ঘটিয়া উঠে। যেমন তপ্ত লৌহে হস্ত দগ্ধ হয়, কিন্তু লৌহের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দাহিকা শক্তি নাই, অগ্নি সংযোগে লৌহের দাহিকা শক্তি হয় মাত্র। প্রকৃতি সংযোগে পুরুষের সৃষ্টি কর্ত্তৃত্বও সেইরূপ। মহদাদি পরিণাম পুরুষের হয় না, এতাবৎ বাস্তবিক প্রকৃতিপুরুষে প্রকৃতির সংযোগ আছে বলিয়াই পুরুষে সেই পরিণাম আরোপ হইয়া থাকে। প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া স্থানান্তরেও কথিত হইয়াছে।

"সা মায়া পালিনী শক্তিঃ সৃষ্টি সংহার কারিণী।
অবিদ্যা মোহিনী যা সা শবরূপা যশস্বিনী"॥

শবরূপ যশস্বিনী যে প্রকৃতি তিনিই মায়া পালিনী শক্তি অর্থাৎ পালনকর্ত্রী এবং অবিদ্যান্ধকারে মুগ্ধ কারিণী সেই প্রকৃতিই সৃষ্টি সংহার কারিণী হয়েন।

আর্য্যগন "ব্রহ্ম" এই মিথুন শব্দ দ্বারা কখন প্রকৃতি কখন বা বিশুদ্ধ চৈতন্যকে যে লক্ষ্য করিতেন তাহা আজ কালের শাস্ত্রানভিজ্ঞ লোকে বুঝিতে করিতে না পারিয়া এক প্রকার খিচুড়ী পাকাইয়াছে। এক্ষণে "ঈশ্বর" শব্দটী সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, "ব্রহ্ম ও ঈশ্বর" যদি কেহ পদার্থগত পৃথক বলিয়া বুঝিয়া থাকেন তবে তাঁহার ভ্রম হইয়াছে। পদার্থ এক কিন্তু ভাব ও অবস্থাগত পৃথক। ইহা নিরালম্বোপনিষদের বাক্যেতেও সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত আছে। বাল্যকালে আমি মূর্খ ছিলাম, আবার বিদ্যা লাভ করিয়া যেমন আমিই যৌবনে বিদ্যাবান হইলাম, তদ্রূপ যখন প্রকৃতি সাম্যাবস্থার চৈতন্যসহ একত্রিত তখনই উক্ত চৈতন্য "ব্রহ্ম" শব্দ বাচ্য, তখনই তিনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ও [illegible] বলেন [illegible]। [illegible] যখন আর্য্যগণ জগৎ [illegible] প্রকৃতি

হইতে গুণ-স্ফূর্ত্তি এতাবৎ সিদ্ধান্ত করিলেন তখনই "ঈশ্বর" এই মহান শব্দে ত্রিজগৎ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। "ব্রহ্ম সিদ্ধান্তে" তৎপ্রমাণ যথা

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদব্রহ্মেত্যেক শ্রুতৌশ্রুতং
তদেব প্রকৃতের্যোগাদীশ্বরঃ কুরুতে জগৎ ॥

সত্য ও জ্ঞান স্বরূপ অথচ অপরিচ্ছিন্ন যে ব্রহ্ম-পদার্থ শ্রুতিতে খ্যাত আছেন, তিনিই প্রকৃতির যোগ হেতু "ঈশ্বর" হইয়া জগৎকার্য্য বিস্তার করেন।

"স্বমায়ারচিতং বিশ্বমবিতর্ক্যং সুরৈরপি।
স্বয়ং বিরাজতে তত্র পরাত্মন্যপ্রবিষ্টবৎ" ॥
(আত্মজ্ঞান নির্ণয়)

পরমাত্মার স্বীয় শক্তি মায়া বা প্রকৃতি কর্ত্তৃক রচিত দেবগণেরও অবিতর্ক্য এই বিশ্ব সংসারে তিনি প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টবৎ বিরাজ করিতেছেন।

এক্ষণে একবার দেখি বেচারাম বাবুর উপনিষদে কি লিখিত আছে।

"যঃ পূর্ব্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত ॥
এতদ্বৈতৎ। কেঠোপনিষৎ।

ভাষ্যকার বলিতেছেন "যঃ প্রত্যগাত্মা ঈশ্বর ভাবেন নির্দ্দিষ্টঃ স সর্ব্বাত্মা ইত্যেতদ্দর্শয়তি। যঃ কশ্চিন্মুমুক্ষুঃ পূর্ব্বং প্রথমং তপসঃ ব্রহ্মণঃ জাতং উৎপন্নং হিরণ্যগর্ভং কিমপেক্ষ্য পূর্ব্বং অদ্ভ্যঃ পূর্ব্বং অপ্সহিতেভ্যঃ ন কেবলাভ্যোঽদ্ভ্যঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ অজায়ত উৎপন্নঃ। দেবাদি শরীরাণি উৎপাদ্য সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং গুহাং হৃদয়াকাশং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং শব্দাদীনুপলভমানং তৎ প্রথমজং ভূতেভিঃ ভূতৈঃ কার্য্য-কারণলক্ষণৈঃ সহ যঃ ব্যপশ্যত পশ্যতি সঃ এতদ্বৈ পশ্যতি যৎ তৎ প্রকৃতং ব্রহ্ম ॥"

ব্রহ্মের তপস্যাতে "ঈশ্বর" পদ বাচ্য যিনি প্রথমেই জন্মিয়াছেন এবং পঞ্চভূতেরও পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছেন সেই হিরণ্যগর্ভ আত্মা, তাঁহাকে যিনি সকল ভূতের শরীরে অন্তর্নিহিত দেখেন তিনিই যথার্থ দেখেন, ইনিই সেই আত্মা।

(এখানে বেচারাম বাবু অবশ্যই বুঝিতে পারিলেন যে হিরণ্যগর্ভ, আত্মা, ঈশ্বর, ব্রহ্ম একজনকেই বুঝায়) এই সময়ে বিচার করিয়া দেখুন যে,

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরংমনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমং।
সত্ত্বাদধি মহান আত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমং ॥
অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকো লিঙ্গ এবচ।
যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥"
(কঠোপনিষৎ)

ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহান আত্মা শ্রেষ্ঠ, আত্মা হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে ব্যাপক পুরুষ শ্রেষ্ঠ এই পুরুষকে জানিয়া জীব মুক্ত এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।

"আত্মা" শব্দে "ঈশ্বর" বুঝায় ইহা পূর্ব্ব শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে, "অব্যক্ত" অর্থে প্রকৃতি, ইহাও ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং অত্র শ্লোকে প্রকৃতিরও অতীত পুরুষ অর্থে চৈতন্যাত্মক ব্রহ্ম ইহাও সুস্পষ্ট দেখান হইল। বেচারাম বাবু! দয়া করিয়া এই খানেই বুঝিয়া লউন।

পুরুষ চৈতন্য সাক্ষী স্বরূপ, প্রকৃতিই তৎসত্তা সহযোগে সৃষ্ট্যাদি করিয়া থাকেন, ইহা ত আর্য্য-শাস্ত্রের রোমে রোমে লিখিত আছে, ইহা লইয়া যে এত বৃথা বাগ্বিতণ্ডা হইতেছে, তাহা ত বুঝিতে পারি না। বৃথা তর্ক বিতর্ক না করিয়া কিছু দিন আর্য্যশাস্ত্র পাঠ ও বহুদর্শী ব্রহ্মজ্ঞানীর সহিত বিশেষ সদালাপ করিলেই সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।

বেচারাম বাবু অবশেষে ওঁকারের অর্থ ও তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার আমার প্রতি সরহস্য কটাক্ষ ক্ষেপ করিয়াছেন। এবার তিনি আর একটু প্রণিধান করুন। "এই মাত্র আপনার সোমপ্রকাশ হস্তগত হইল" আর উত্তর লিখিতে বসিলেন; এত বাস্তবাগীশ হন কেন? শাস্ত্র তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে একটু ধীর হইতে হয়। যাহা হউক, আমি লিখিয়াছিলাম ওঁকারের প্রতিপাদ্য ঈশ্বরের (মায়োপহিত ব্রহ্মচৈতন্যের) বিদ্যমানতা যাঁহার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করেন তিনিই ব্রহ্ম এতৎ পক্ষে তন্ত্রশাস্ত্র দর্শন করুন:

"ওংকারস্তু পুরোক্তস্তু ত্রিনাদ ইতি সংশ্রিতঃ।
অকারস্তু ভূর্লোক উকারো ভুব উচ্যতে ॥
সব্যঞ্জন মকারস্তু স্বর্লোকস্তু বিধীয়তে।
অথৈরেভিস্ত্রিভিরেভিশ্চ ভবেৎ আত্মা ব্যবস্থিতঃ ॥"

ওঁকারকে প্রত জানিবেন, ইহা ত্রিনাদ নামে প্রসিদ্ধ অকার ভূলোক, উকার ভুবর্লোক, মকার (ব্যঞ্জন) স্বর্লোক, এই তিন অক্ষর দ্বারা ঈশ্বর ব্যবস্থিত আছেন। প্রশ্নোপনিষদ দর্শন করুন। শিবির পুত্র সত্যকাম আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে গুরু কি উত্তর দিলেন, যথা

"এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কার-স্তস্মাদ্বিদ্বানেতে নৈবায়তনে নৈকতরমন্বেতি।"

হে সত্যকাম! ওঁকারই ব্রহ্মের প্রতীক (প্রতিবিম্ব) যেমন কোন বস্তুতে সূর্য্যকিরণাদি পতিত হইলে তাহার ছায়া প্রতীতি হয়, তদ্রূপ চৈতন্যাত্মক ব্রহ্মের নিত্যসহযোগিতাবশতঃ এই প্রতীক বা প্রতিবিম্ব ঈশ্বর উৎপন্ন হইয়াছেন) অতএব বিদ্বান পুরুষ ওঁকার অভিধান দ্বারা পর হউক বা অপর হউক একককে প্রাপ্ত হয়েন। বেচারাম বাবু এক্ষণে দেখুন, তাঁহার ঔপনিষদিক আর্য্যগণ ওঁকারের কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এখানে ওঁকারই ব্রহ্ম তাহা বুঝাইল না। আবার মুণ্ডকোপনিষদের দিকে দৃষ্টিপাত করুন।

"প্রণবো ধনুশ্বরো হ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥"

প্রণব (ওঁকার) কে ধনুস্বরূপ, জীবাত্মাকে শর স্বরূপ এবং ব্রহ্মকে লক্ষ্য স্বরূপ কথিত হইল। প্রমাদশূন্য হৃদয়ে পরব্রহ্মকে বিদ্ধ করাতে শরের ন্যায় লক্ষ্যের সহিত তন্ময় হইবে। এখানেও তাঁহার ঔপনিষদিক আর্য্যগণ ওঁকার ও ব্রহ্ম এক করিলেন না, আবার মাণ্ডুক্যোপনিষদের দিকে দৃষ্টিপাত করুন

"সোঽয়মাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদামাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা অকার, উকার, মকার ইতি ॥"

সেই আত্মা বা ঈশ্বর ওঁকার অক্ষরকে বা মাত্রাকে অধিকার করিয়া অবস্থিতি করেন। আত্মার যে পাদ তাহাই ওঁকারের মাত্রা এবং ওঁকারের যে মাত্রা তাহাই আত্মার পাদ। সে মাত্রা এই যে অকার, উকার ও মকার। এখানেও তাঁহার ঔপনিষদিক আর্য্যগণ ওঁকার ও ব্রহ্ম এক করিলেন না; ওঁকার আধার ও ব্রহ্ম আধেয় হইলেন। ওঁ শব্দে মায়োপহিত চৈতন্য বা ঈশ্বর বুঝায়, এই ঈশ্বর সত্তা দ্বারা যে বস্তু লক্ষিত হয় তাহাই ব্রহ্ম। ইতি ভাব। শ্রীমদ্বেদব্যাসও অধ্যাত্ম রামায়ণে লিখিয়াছেন যে "তদেব বাচ্যং প্রণবোহি বাচকং" অর্থাৎ ব্রহ্ম বাচ্য ও প্রণব বাচক বলিয়া প্রসিদ্ধ। বেচারাম বাবু! এই ব্রহ্ম, ঈশ্বর, মায়া, প্রণবাদি আর্য্যশাস্ত্রের মূল ভিত্তি, এ বিষয় লইয়া সংবাদপত্রে কেবল তর্ক বিতর্ক করিলে সিদ্ধান্ত হইবে না, অবসর ক্রমে শাস্ত্রালোচন করিলেই গোল মিটিয়া যাইবে। আপনি ত বলিয়াছেন, আর্য্য শাস্ত্রে আপনারও অধিকার আছে, তাহা আয়ত্ত করিয়া লউন। অবশ্যই আপনার ও ভারতের কল্যাণ হইবে।

২। ১২ আশ্বিন তারিখের সোমপ্রকাশে ভগবতী বাবুও রঙ্গালয়ের বেশে দর্শন দিয়াছেন। তাঁহার চপল প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমরা বারম্বার তাঁহার লেখাটী পাঠ করিলাম, বোধ হইল যেন তিনি আহ্লাদে আটখানা হইয়া অভিনয় ক্ষেত্রে নৃত্য করিতেছেন, পদে পদে অঙ্গ ভঙ্গিমা প্রদর্শন পূর্ব্বক পাঠকগণের মনোরঞ্জন ও মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার করিতেছেন, কখন বা হো হো শব্দে হাস্য করিতেছেন। এই জন্যই আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তাঁহার লেখার অধিকাংশই বাক্যাড়ম্বর ও প্রলাপোক্তিতে পূর্ণ। গম্ভীর যুক্তি ও শাস্ত্রীয়

প্রমাণ এবার আর তাঁহার সম্বল নাই। এবার হাত পা নাড়িয়াই মাত করিয়াছেন। অবশেষে দুই একটা কথা কহিয়াই, ওহে শ্রোতৃবর্গ! আমার জয় হইল এই সঙ্কেত করিয়াই অবসর লইলেন। মন্দ নয়! তিনি আর্য্যদিগের প্রতি শ্লেষোক্তি করিয়াছিলেন, আমি তাহার প্রতিবাদ করায় তিনি আমাকে বাগাড়ম্বর আদি বলিয়া তিনি যে রাগে "উন্মত্ত" হইয়াছেন তাহারই পরিচয় দিয়াছেন। যাহা হউক আমি তাঁহার দংশনে ভীত নহি, বরং তাঁহার অবস্থা মনে করিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছি। ভগবান্ তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করুন।

ভগবতী বাবু "সতী" "দুহিতা" "আর্য্য" আদি কয়েকটী শব্দ লইয়া পুরাতন শব্দের নবীনার্থ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার সে চেষ্টা বিফল। "সতী" শব্দের অর্থ পতিব্রতা, ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতে এখন পর্য্যন্তও সমভাবে চলিয়া আসিতেছে। সাময়িক নিয়মের অধীন হইয়া "দ্রৌপদী যে পঞ্চ পাণ্ডবের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন" সুতরাং উক্ত পঞ্চ জনই তাঁহার পতি, তাঁহাদিগকে সেবা সুশ্রূষা করাই তাঁহার পরমধর্ম্ম ছিল, অতএব দ্রৌপদী পতিব্রতা "সতী"। এক্ষণে এক পতির অতিরিক্ত বিবাহ করিবার কোনপ্রকার শাস্ত্রীয় আজ্ঞা বা ঋষিবাক্য নাই, এজন্য এক্ষণে এক মাত্র পতিসেবাই সতীর লক্ষণ। সতীর অর্থ পতিব্রতা ইহার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। এক অর্থই চিরদিন প্রচলিত আছে। "দুহিতা" শব্দের ব্যুৎপত্তিতে ভগবতী বাবু গো দোহনকারিণী কন্যাকে বলিয়াছেন। পাঠক মহোদয়গণ এতৎ শব্দের ব্যাখ্যা বিচার করুন, তাহা হইলেই ভগবতী বাবুর শ্রুতশব্দার্থ ভ্রান্তি শান্তি হইয়া যাইবে। "দুহিতা" শব্দ দুহির ধাতু হইতে উৎপন্ন, তৎপরে "ইর্" এই ইতের লোপ হইলে "দুহ" অর্থে গমন, গ্রহণ বা দোহন বা যাচঞা বুঝায়। আর্য্য ভাষায় কন্যাকে দুহিতা বলা হইয়াছে, কারণ কন্যা বিবাহান্তে পিত্রালয় হইতে চিরদিনের মত শ্বশুরালয়ে ও শ্বশুর গোত্রাদিতে গমন করে, গমন কালে পিতার নিকট হইতে ধন, ভূমি, কণকাভরণাদি গ্রহণ অথবা পিতৃসত্ব হইতে দোহন বা যাচঞা করিয়া থাকে এজন্য কন্যা "দুহিতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, কেবল গাভী দোহন করিত বলিয়া "দুহিতা" হয় নাই। "আর্য্য" শব্দ ঋ ধাতু হইতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। ঋ ধাতুর অর্থ গতি অর্থাৎ যিনি তম হইতে উত্তমে, অসত্য হইতে সত্যে, মৃত্যু হইতে অমৃতত্বে ও জড় হইতে চৈতন্যে গমন করেন, তিনিই আর্য্য, এবম্বিধ শ্রেণীর লোকই আর্য্যজাতি নামে অভিহিত, এই জন্য যোগী ঋষি ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ আর্য্য নামে প্রসিদ্ধ। আর্য্য শব্দে তখনও শ্রেষ্ঠগণকে বুঝাইত, এখনও তাহাই বুঝায়। আর্য্য শব্দে কেবল হলধারী চাষাকে বুঝায় না। ভগবতী বাবু বোধ করি এখন বুঝিয়াছেন তাঁহার দৃষ্টান্ত গুলি অকিঞ্চিৎকর ও চপল বাক্যোক্তি মাত্র।

ভগবতী বাবু আমাকে বিবাদপ্রিয় বলিয়া হাস্য করিয়াছেন, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিবেন যে তিনি "বলিয়াছেন" মাত্র যে আমি বিবাদপ্রিয় কিন্তু সকলেই "জানেন" যে ভগবতী বাবু একজন বিখ্যাত বিবাদপ্রিয়।

"পরদারাভিমর্ষণকারির" দৃষ্টান্ত পাঠে ভগবতী বাবু আমাকে অশ্লীলতার দোষ দিয়াছেন। হা! উহা যদি অশ্লীলতা হয়, তবে আমাদিগের জ্ঞান শাস্ত্রের, যোগ শাস্ত্রের অনেক দৃষ্টান্তই অশ্লীলতা পূর্ণ আছে, তবে তাহাও অপাঠ্য! চিকিৎসাশাস্ত্রেরও শরীরতত্বে অনেক অশ্লীল শব্দ ও কুৎসিৎ স্থানের বিশেষরূপ ব্যাখ্যা আছে, তাহাও ঘৃণিত ও অপাঠ্য? বুঝিলাম মনোবৃত্তি অনুসারে শব্দ সকল অশ্লীলতা ও মন্দভাব প্রসব করে। ভগবান ভগবতী বাবুর মন নির্ম্মল করুন।

ভগবতী বাবুও বেচারাম বাবুর ন্যায় পরিচয় দিয়াছেন যে আদি ব্রাহ্মসমাজের কয়েকখানি অনুবাদিত উপনিষদাদিই তাঁহার সম্বল। তিনিও আবার শ্লোক উদ্ধৃত করিবেন বলিয়াছেন। যথেষ্ট হইয়াছে; আমরা আপনাদিগের দৌড় বুঝিয়া লইয়াছি। তিনি ঊনবিংশতি শতাব্দীর জীব বলিয়া একবার ঋষিবাক্য অগ্রাহ্য করেন, আবার ঈশ্বর ও ব্রহ্ম এক প্রমাণার্থ উপনিষদের শ্লোক তুলিতেও হস্ত প্রসারণ করেন! যে গ্রন্থ হইতেই ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের ভেদ সিদ্ধি দেখাইব, ইহাদের মতে সেই গ্রন্থই কৃত্রিম, অবোধদিগের সিদ্ধান্তও অগ্রাহ্য। তবে আর বিচার কেন! আমরা শাস্ত্রীয় বিচারেরই অবতারণা করিয়াছিলাম, ভগবতী বাবুর তাহা ভাল লাগে না। তিনি শাস্ত্রের অবমাননা করিলেও তাঁহার প্রশংসা করি নাই এই জন্য তাঁহার মতে আমার খেলাপ এজাহার। সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় রাজবিহারী বাবুর পত্রের উত্তরে প্রথমে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, পরিশেষে তাঁহার মতবৈষম্য দর্শনে তিনি স্পষ্ট (ন্যায়তঃ) বিরক্তি প্রকাশ করিলেন; ইহাও কি ভগবতী বাবুর মতে খেলাপ এজাহার! তিনি যে এজন্য আমার অভিমান্য করেন নাই তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। কপিল যে আস্তিক ছিলেন তাহার প্রমাণ চাহিয়াছেন, আর্য্যগণ তাঁহাকে আস্তিক বলিলেও ভগবতী বাবু তাঁহাকে আস্তিক বলিতে চাহেন না। সেই জন্যই ত বলি যে আর্য্যগণ "আস্তিক" বলিয়ে যে অর্থ বুঝাইত, ভগবতী বাবুর "আস্তিক" তদর্থবাচক নহে। কপিল বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়া মান্য করিতেন, তিনি বাঙ্মনোতীত "অস্তি" পদ বাচ্য ব্রহ্মকে কোথাও স্বীকার করেন নাই এই জন্য তিনি আস্তিক। তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উদ্ভাবনা ও প্রচার দ্বারা আর্য্য শাস্ত্রকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, নির্ম্মলবুদ্ধিগণ তাঁহাকে কোন্‌প্রাণে নাস্তিক বলিতে সাহস করিবেন। যখন ভগবতী বাবুর শব্দ ও আমাদের শব্দ একার্থ বহন করে না, যখন আমার ভাষা ভগবতী বাবু তাঁহার নিজার্থে ও ভগবতী বাবুর ভাষা আমি নিজার্থে গ্রহণ করি; যখন আমার ভাষা তিনি বুঝিবেন না, তাঁহার ভাষা আমি বুঝিব না; এস্থলে বিচার বিতর্কে যে পরিণাম বিরস হইবে তাহার সন্দেহ কি। আমি "নাস্তিক" শব্দে ধাতুগত, শব্দগত ও ভাষাগত অর্থ করিলাম ভগবতী বাবু ভাবগত ও লক্ষ্যানুগত অর্থ বুঝিলেন, সুতরাং এ বিচার সিদ্ধান্ত হইবে কিরূপে। আমি বলিলাম হরিলাল একজন বড় বিষয়ী, ভগবতী বাবু বলিলেন, হরিলালের গৃহ নাই, ধন নাই, পরিবার বস্ত্র নাই সে বিষয়ী কিরূপে। আমি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পঞ্চ বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিলাম, ভগবতী বাবু বলিলেন সাধারণ লোকে এঅর্থ গ্রহণ করে না, ধন দৌলত জমিদারীকেই বিষয় বলে। সুতরাং হরিলাল পঞ্চ বিষয় পরায়ণ হইলেও ভগবতী বাবুর মতে হরিলাল বিষয়ী নহে। সুতরাং এই প্রহেলিকা আর সিদ্ধান্ত হইল না। তিনি সাধারণকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ ভাই আমি তোমাদের পক্ষ তোমরা সকলেই আমার জয় ঘোষণা কর। শ্রীকৃষ্ণ বাবু বুড়ো মরা ঋষি ব্যাটাদের শরণাগত, তাঁহার কথা আর কে শুনিবে!! হরিবোল! গোল মিটিয়া গেল!!!

উপসংহারকালে কালী দুর্গার উপাসনা ত্যাগী ও কনষ্টেবলাদিরও উপাসনাকারী ভগবতী বাবু গবর্ণর জেনারল মাকাল ষষ্ঠী আদি সম্বন্ধে এক নবীন প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন; উহার সহিত আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ের কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই এইজন্য তদ্বিষয়ে আপাততঃ হস্তক্ষেপের প্রয়োজন বোধ করিলাম না (১)।

মুঙ্গের, আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা } শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।

(১) এক বিষয়ের দীর্ঘকাল আলোচনা করিলে বিষয়টী বিরস হইয়া উঠে, পাঠকগণ তাহাতে আর প্রীতিলাভ করিতে পারেন না, প্রস্তাবিত বিষয়ের বহুল আলোচনা হইয়াছে অতএব আমরা লেখকমহোদয়গণকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা এবিষয়ের বিচারে বিরত হউন, আর একটী নূতন বিষয় গ্রহণ করুন এই পত্রখানি এবিষয়ের শেষ পত্র জানিবেন [illegible] পত্র আর সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইবে না [illegible] অপর পত্র অপ্রকাশ জন্য যদি কিছু অপরাধ হয় লেখক মহোদয়গণ নিজ গুণে তাহা মার্জনা করিবেন। (সোঃ সঃ)

# সোমপ্রকাশ।

## ১০ ই কার্ত্তিক সোমবার।

### কান্দাহার ও কাবুলের পরিণাম।

ইংরাজ রাজপুরুষেরা কান্দাহার স্বহস্তে রাখিবেন অথবা তৎপরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবেন বহুদিন অবধি এই প্রশ্নের আন্দোলন চলিয়াছে, আজিও তাহার মীমাংসা হয় নাই। কতকগুলি স্বদেশহিতৈষী লোক লার্ড হার্টিংটনের নিকটে গিয়া যাহাতে কান্দাহার পরিত্যাগ করা না হয়, আগ্রহ সহকারে সেই অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বদেশহিতৈষী! স্বরাজ্যবৃদ্ধি হইলেই তাঁহাদের স্বদেশহিতৈষিতা রক্ষা হইল, তাহাতে ধর্ম্মরক্ষা হউক, ন্যায়পথের সম্মাননা হউক, আর না হউক, তাহা তাঁহাদিগের দেখিবার প্রয়োজন নাই। কারণ তাঁহারা স্বদেশহিতৈষী! অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া যদি স্বদেশের অগৌরব হয় এবং ইংলণ্ডেশ্বরীর উজ্জ্বল নির্ম্মল মুকুট যদি কলঙ্ককালিমায় কলুষিত হয়, সেই ক্ষতির, সেই অপ্রতিবিধেয় অনিষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি দ্বারা পরিপূরণ ও প্রতীকার হইবে, তাঁহারা এই বিবেচনা করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি আবার আমিষগৃধ্নু গৃধ্রের ন্যায় কান্দাহারগ্রহণলোলুপ কতকগুলি লোক লোলজিহ্ব ও ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া ইংলণ্ডের প্রধান সমাচার পত্র টাইম্‌সে এই বিষয়ের আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইতেছেন, তাঁহারা বলেন, কান্দাহার ইংরাজদিগের হস্তগত হইলে বাণিজ্যের বিলক্ষণ সুবিধা হইবে, ভারতবর্ষের সীমাপ্রদেশবর্ত্তী অন্য অন্য প্রদেশ, সমুদ্রের যত দূরবর্ত্তী কান্দাহার তত দূরবর্ত্তী নয়, সমুদ্রে ও কান্দাহারে ৭৫০ মাইল মাত্র ব্যবধান। কান্দাহার গ্রহণার্থীরা এমনি কৌশলবান্, কাবুলিরা ইংরাজরাজত্ব ভাল বাসে না বলিয়া যে এক গুরুতর আপত্তি আছে, তাহারও খণ্ডনে বিমুখ হন নাই। তাঁহারা স্বপক্ষ সমর্থনার্থ বলেন, কাবুলের ব্যবসাদারেরা ইংরাজদিগের পক্ষ। তাঁহারা ধৃষ্টতাসহকারে এ যুক্তির প্রদর্শন করিয়াছেন, কান্দাহার ইংরাজদিগের হস্তগত থাকিলে কাবুলের আমীর যদি কখন ইংরাজদিগের উপরে বিমনায়মান হইয়া বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হন তৎক্ষণাৎ তাঁহার দমন হইবে এবং রুশ প্রভৃতি বিদেশীয় শত্রুগণ ভারতে প্রবেশেও সাহসী হইবে না।

স্বমতসমর্থনার্থ স্বমতপ্রতিপোষিণী অনুকূল যুক্তি আছে। অতএব কান্দাহারগ্রহণার্থী ব্যক্তিরা যে স্বমতের অনুকূল যুক্তি প্রদর্শনে সমর্থ হইবেন, তাহা বিস্ময়াবহ নহে। কিন্তু তাঁহাদিগের প্রদর্শিত যুক্তিগুলি সারবতী কি না একবার বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কান্দাহার ইংরাজজাতির করতলগত না হইলে কান্দাহারবাসিদিগের সহিত যে বাণিজ্যের সুবিধা হইবে না ইহার অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যে যে রাজ্য ইংরাজদিগের অধিকৃত নয়, তাহার সহিত কি ইংরাজদিগের বাণিজ্য সম্বন্ধ নাই? ইংরাজেরা কি আমেরিকা রুশ ফ্রান্সি জার্ম্মণ প্রভৃতি রাজ্যে বাণিজ্য করিতে যান না? তবে অধিকৃত প্রদেশে একচেটিয়া চলে, অনধিকৃত প্রদেশে তাহা চলে না। কান্দাহারগ্রহণার্থী মহোদয়েরা একচেটিয়ার লোভে কান্দাহার গ্রহণে কি এত লোলজিহ্ব হইয়াছেন? কাবুল কান্দাহার হিরাট প্রভৃতির প্রজাগণ যে ইংরাজদিগকে ঘৃণা করে, তাহা কান্দাহারগ্রহণার্থি মহামতিদিগের বাক্য দ্বারা এক প্রকার সপ্রমাণ হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, ব্যবসাদারেরা কান্দাহারে ইংরাজ অধিকারপ্রার্থী। ব্যবসাদারদিগের মধ্যে অধিকাংশই বিদেশীয় লোক। তাহারা অনুকূল থাকাতেই যে কান্দাহারের প্রজাগণ ইংরাজ রাজত্বের অনুকূল, ইহা সপ্রমাণ হইতেছে না। যাহারা কান্দাহারের প্রকৃত প্রজা তাহারা যখন প্রতিকূল রহিল, তখন বলপূর্ব্বক ইংরাজ রাজত্ব কান্দাহারে প্রবর্ত্তিত করা কোন ক্রমেই ন্যায়ানুগত হইতে পারে না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কাবুল যুদ্ধের প্রারম্ভে স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছিলেন, তাঁহারা কাবুলে রাজত্ব করিবেন না। কান্দাহার কাবুলের একটী অঙ্গ। সে প্রতিজ্ঞা কি কান্দাহারে বর্ত্তিবে না? কান্দাহার গ্রহণ করিলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে কেবল প্রতিজ্ঞাভঙ্গদোষে দূষিত হইবেন এরূপ নয়, কিছু দিন পরে তাঁহাদিগকে কাবুলের অধিকার হরণেও প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কান্দাহারে ইংরাজেরা বদ্ধমূল হইলেই কাবুলের আমীরের সহিত ঠকাঠকি আরম্ভ হইবে। যিনি এক্ষণে কাবুলের আমীরপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তিনি লোক সুচারু নন।

সংবাদপত্রে দৃষ্ট হইল, তিনি ইহার মধ্যেই অর্থের নিমিত্ত কাবুলের বণিকগণকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ সংবাদ যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলেও আবদুল রহমন যে দীর্ঘকাল ইংরাজদিগের মনোমত কার্য্য করিয়া উঠিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। না পারিলেই তাঁহাকে অধিকারচ্যুত হইতে হইবে। কান্দাহার গ্রহণ লোলুপ মহোদয়েরা প্রকারান্তরে এ ভাবও ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ বাস্তবিক কান্দাহার স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লইবেন কি না? তাহার সম্ভাবনা আছে কি না? যে দল সম্প্রতি মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন তাঁহাদিগের হইতে এরূপ কার্য্য হওয়া সম্ভাবিত কি না? এক্ষণে ইহার আলোচনা করা অসঙ্গত হইতেছে না। এক্ষণে লিবারলদল মন্ত্রী হইয়াছেন। লিবরাল শব্দের অর্থ আমরা বুঝিয়াছিলাম উদারাশয় তাঁহারা বিশুদ্ধবুদ্ধির অননুমোদিত কোন কার্য্যই করেন না। কাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া বা বাধ্য করিয়া কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করা, তাঁহাদের ঘৃণার বিষয়; কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাঁহারা নামে লিবারল, কার্য্যে নন। অনুচ্চাশয় ব্যক্তিরা যেমন লোককে ভয় প্রলোভন প্রদর্শনাদি দ্বারা অভিভূত করিয়া কার্য্য করাইয়া থাকে, লিবারল দলও সেইরূপে কার্য্য করিতেছেন। ইউরোপীয় রাজগণ তুরস্কের সুলতানকে ভয় প্রদর্শন করিয়া ডলসিগনো প্রদেশ যে মণ্টিনিগ্রোবাসিদিগকে দেওয়াইতেছেন, ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেব তাহার প্রধান পরামর্শী ও উদ্যোগী। গ্রীস আর্ম্মেনিয়া সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা আছে। সুলতানের অধিকৃত রাজ্যে অনেক অত্যাচার আছে, অতএব তাঁহার রাজ্যের যে যে অংশ তাঁহার হস্ত ভ্রষ্ট হইয়া যায়, সেই সেই প্রদেশবাসিদিগেরই মঙ্গল, এ কথা সত্য; কিন্তু ইংলণ্ডের মন্ত্রিদল অন্য অন্য রাজার সহিত মিলিত হইয়া যেরূপে কার্য্য করিতেছেন, ইহা উদারদলের সমুচিত বলিয়া বোধ হইতেছে না। যদি গ্লাডষ্টোন সাহেব অর্থ ও লোক দ্বারা সাহায্যদান করিয়া এবং সৎপরামর্শ দিয়া সুলতানকে স্বরাজ্যের অত্যাচারের উন্মূলনে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে যথার্থ উদারোর কার্য্য হইত। একদিকে সুলতানকে অনুচিত ভয় প্রদর্শন করিয়া কার্য্য করাইবার চেষ্টা হইতেছে, অন্যদিকে দেশের সাধারণ কর্ত্তারা বাসুতোদিগকে নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা করিয়া যে সমরানল প্রজ্বালিত করিয়াছেন, বর্ত্তমান মন্ত্রিগণ তাহার নিবারণ চেষ্টা পাইতেছেন না। অসভ্যদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে যে সহস্র সহস্র অসভ্য হত হয় তাহা কি বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায় জানেন না? তাহাদিগের অপরাধ কি? ইংলণ্ডের বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায়ের ঐ দুটী ব্যবহার দর্শন করিয়া আমাদিগের এরূপ আস্থা হইতেছে না যে কান্দাহার ইংরাজরাজ্যভুক্ত করিলে যদি লাভ বোধ হয়, মন্ত্রিগণ তাহাতে বিমুখ হইবেন। তবে এক কথা এই, যদি কান্দাহার রক্ষার ব্যয় কান্দাহার হইতে না উঠে, তাহা হইলে মন্ত্রিসম্প্রদায় তাহা পরিত্যাগ

করিতে পারেন। লার্ড হার্টিংটন স্বদেশহিতৈষিদিগের প্রার্থনা পত্রের প্রত্যুত্তরে প্রধানরূপে এই কথা কহিয়াছিলেন কান্দাহার স্বহস্তে রাখিতে গেলে যে অর্থ ব্যয় হইবে তাহা ঘর হইতে দিতে হইবে। টাইমস যে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই যুক্তিটাই প্রধান। রক্ষার ব্যয় পোষায় কি না তাহার অনুসন্ধানও হইতেছে। এ অনুসন্ধান কেন? লায়েল সাহেবই বা সেখানে যাইতেছেন কেন? নগরমধ্যে পীড়া আরম্ভ হইয়াছে, সেনাগণকে নগরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি তাহাদিগকে চলিয়া আসিতে বলা হইতেছে না কেন? ফলতঃ বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায় যদি নামে না হইয়া কার্য্যে লিবারল (উদারাশয়) হইতেন এতদিন কান্দাহার ছাড়িয়া আসা হইত।

উপসংহার কালে আমাদিগের বক্তব্য এই, যিনি যে যুক্তি প্রদর্শন করুন, যিনি যে স্বার্থলোভ দেখাইয়া বিমোহিত করিবার চেষ্টা পাউন, বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায়ের কান্দাহার ইংরাজরাজ্যভুক্ত করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নয়, করিলে প্রধান রূপে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ দোষ ঘটিবে, আরও বিস্তর সৈন্য ও অর্থক্ষয় করিতে হইবে, ইংলণ্ড বা ভারতবর্ষকে সেই অর্থের নিমিত্ত বিপদাপন্ন করিতে হইবে। আর এই কান্দাহারের অধিকার-মূলক ক্রমে কাবুলেরও স্বাধীনতা হরণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যে জাতির স্বাধীনতা রত্নের মহিমা ও মূল্যজ্ঞান আছে, সে জাতির একটী স্বাধীনতাপ্রিয় বীরজাতির অমূল্য স্বাধীনতা হরণ করা উচিত হয় না। কাবুলিরা স্বাধীনতা রত্নে বঞ্চিত হইলে আমরা কি আর সেই বীরমূর্ত্তি, সেই প্রফুল্ল বদন, সেই অমিতবলসম্পন্ন দেহ দেখিতে পাইব? তাহারাও অন্যান্য পরাধীনতাশৃঙ্খলবদ্ধ জাতির ন্যায় ক্রমেই সাহসহীন ক্ষীণদেহ বিষণ্ণ বদন ও চিররুগ্ন হইয়া উঠিবে।

---

### ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের নিম্ন শ্রেণীর আরোহীদিগের কষ্ট।

সার জন লরেন্স যখন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তৎকালে সমাচার পত্র সম্পাদকেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের নিম্ন শ্রেণীর আরোহিদিগের কষ্টের বিষয় তাঁহার গোচর করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সংবাদপত্রের প্রতি তাঁহার আস্থা ছিল। তিনি নিজে অতি ধার্ম্মিক লোক। সমাচার পত্রে কোন প্রকার অন্যায়ের কথা ও অপরের কষ্ট বৃত্তান্ত প্রকাশিত ও বর্ণিত হইলে তিনি তাহাতে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেন না, আন্তরিক যত্নসহকারে সেই অন্যায়ের প্রতীকার চেষ্টা পাইতেন। এই কারণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের নিম্ন শ্রেণীর কষ্টের বিষয় লিখিত হইলে তিনি তাহার প্রতীকারের উপায় করিয়া দেন। তদবধি প্রত্যেক গাড়িতে লিখিয়া দেওয়া হয়, প্রত্যেক বেঞ্চে পাঁচ জন মাত্র বসিবে। প্রথম প্রথম কর্ম্মচারীরা এই আদেশ মত কার্য্যও করিয়াছিলেন। গাড়ি ছাড়িবার পূর্ব্বে তাঁহারা প্রত্যেক গাড়িতে উঠিয়া দেখিতেন প্রত্যেক বেঞ্চে পাঁচজন বসিয়াছে কি না। কোন বেঞ্চে পাঁচ জনের অধিক লোক বসিলে তাহাদিগকে নামাইয়া যে বেঞ্চে অল্প লোক থাকিত সেইখানে বসাইয়া দিতেন। এখন সে লেখা আছে কিন্তু কাজ নাই। এখন যে দিন লোকের ভিড় হয় সে দিন অধিকাংশ গাড়িতে বিস্তর লোক প্রবেশিত করিয়া দেওয়া হয়। তাহারা স্বচ্ছন্দে বসিতে পারিবে কি না তৎপ্রতি কর্ম্মচারিদিগের দৃষ্টিপাত থাকে না। শূকর রক্ষকের খোঁয়াড়ের ভিতর শূকর দল প্রবেশিত করিবার কালে যেমন দয়া ও মমতা প্রকাশ পাইয়া থাকে রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগেরও গাড়ির মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর আরোহিদিগকে প্রবেশিত করিবার সময়ে সেইরূপ দয়া মায়া প্রকাশ পায়। এটী কেবল রেলওয়ে কর্ম্মচারির নিম্ন শ্রেণীর আরোহিদিগের প্রতি উপেক্ষা, সমসুখদুঃখতার অভাব ও স্বকর্ত্তব্যে উপেক্ষার ফল।

যদি বল এক এক দিন এরূপ ভিড় হয় যে কর্ম্মচারিদিগের স্বকর্ত্তব্য সম্পাদনের ইচ্ছা বলবতী থাকিলেও তৎসম্পাদন করিয়া উঠিতে পারেন না। এটী অতি অকিঞ্চিৎকর যুক্তি, তাঁহাদিগের যদি যথাবিধি স্বকর্ত্তব্য সম্পাদনের বাঞ্ছা থাকে তাঁহারা অনায়াসে তৎসম্পাদন করিতে পারেন। অধিক লোক হইয়াছে কি না টিকিট দিবার সময়ে অনায়াসে তাহার নির্ণয় করা যায়। যেমন লোকের সমাগম হয় অগ্রে দেখিয়া তেমনি গাড়ির বন্দোবস্ত করিয়া দিলে হয়, তাহা হইলে কাহার কষ্ট হয় না। একখান কলে যত গুলি গাড়ি টানিতে পারে তাহার অধিক গাড়ি দিলে কল চলিবে না। যদি এ আশঙ্কা কর তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই অন্য অন্য দিনে যতবার গাড়ি যাইবার নিয়ম আছে ভিড়ের দিনে তদতিরিক্ত স্বতন্ত্র গাড়ি চালাইবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য অথবা স্বতন্ত্র ট্রেণ চালাইবার মত লোক যদি না জুটে একটী দীর্ঘ ট্রেণ করিয়া দুটী কল জুড়িয়া দেওয়া উচিত। সেই দুটী কলও বরাবর চালাইতে হয় না। যেখানে গিয়া লোকের জনতা কমিয়া যায় সেই খানে গাড়ি কমাইয়া একটী কল বন্ধ করিয়া দিলে চলিতে পারে। ফলতঃ রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের নিম্ন শ্রেণীর আরোহিদিগের প্রতি যদি দয়া মায়া থাকে কোন অসুবিধা দুষ্ট হয় না।

আমাদের দেশে একটী চিরন্তন প্রবাদ আছে অভাগা বৈকুণ্ঠে গেলেও সুখ হয় না। দরিদ্র ব্যক্তিদিগের দূরদেশে পদব্রজে গমনে যে কি ভয়ঙ্কর কষ্ট যাহারা গমন করিয়াছে তাহারা তাহা বিলক্ষণ জানে। আমরা একটী স্থানের নাম নির্দ্দেশ করিয়া আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্টরূপে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেছি।

পঞ্জাব ১৪০০ মাইল কলিকাতার দূরবর্ত্তী, এই সাত শত ক্রোশ পথ চলিয়া পঞ্জাবে যাইতে হইলে যে কিরূপ কষ্ট তাহা পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। প্রতি দিন অবাধে আট ক্রোশ চলিলেও তিন মাসের ন্যূনে পঞ্জাবে পৌঁছান যায় না। কেবল এই পথের কষ্ট নয়, পাথেয় ব্যয়ও অধিক, প্রাণনাশেরও বিলক্ষণ শঙ্কা আছে, প্রাণ হাতে করিয়া যাইতে হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রেলওয়ে কোম্পানির কল্যাণে এই দুর্ব্বহ দুঃখ দূর হইয়াছে। এখন কলিকাতায় রেলগাড়িতে চড়িলে তিন দিনে পঞ্জাবে উপনীত হওয়া যায়। পাঠক দেখুন কত স্বচ্ছন্দ হইয়াছে। কিন্তু অভাগার এমনি ভাগ্যদোষ যে রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের উপেক্ষা-দোষে নিম্ন শ্রেণীর আরোহিদিগের সুখ হইয়াও হইল না।

আমরা এত দিন মৌনী হইয়াছিলাম। এত দিন কোন কথা বলিলে তাহা অরণ্যে রোদনপ্রায় হইত। আমাদের কথা কেহ কর্ণগোচর করিতেন না প্রতীকারেরও চেষ্টা পাইতেন না। যিনি এক্ষণে আমাদিগের প্রধান শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তিনি সর জন লরেন্সের ন্যায় পরম ধার্ম্মিক। ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইয়া থাকেন এই আশায় আশ্বস্ত হইয়া আমরা মহানুভব লার্ড রিপনের নিকটে সবিনয় নিবেদন করিতেছি তিনি একবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের নিম্ন শ্রেণীর আরোহিদিগের প্রতি সকরুণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করুন এবং উক্ত রেলওয়ে কর্ম্মচারিরা যাহাতে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হন তদুচিত উপদেশ দান করুন।

---

### আয়র্লণ্ডে প্রজার ও জমিদারে বিবাদ।

কেবল ভারতে নয় আয়র্লণ্ডেও প্রজা ও জমিদারে বিবাদ চলিয়াছে। যেখানে এই উভয় সম্বন্ধ সেই খানেই বিরোধ। যাবৎ এই সম্বন্ধের পরিচ্ছেদ না হইবে, তাবৎ যে এই বিরোধবহ্নি প্রজ্বলিত থাকিবে সে বিষয়ে সংশয় নাই। জমিদার বলেন ভূমি আমার, প্রজা সেই ভূমি চাষ আবাদ করিতে লইয়া সেও বলে ভূমি আমার। উভয় পক্ষের আমার এই শব্দ [illegible] যে [illegible] হইতেছে, তাহার স্বরূপ নিরূপণ করা আবশ্যক। প্রজা ভূমিকার্য্য

সম্পাদনার্থ ভূমি গ্রহণ করিলেই তাহাতে তাহার যে এক প্রকার স্বত্ব জন্মে তাহা কেবল ব্যবহার ও আমার এই মমতাভিমান দ্বারা প্রতিপাদিত হয় না, আইনেও তাহার সেই স্বত্ব সমর্থন করিয়াছে। প্রজা যদি জমিতে একবৎসর চাস করিল জমিদার আইন না করিয়া তাহার জোত বরখাস্ত করিতে পারেন না। ব্যবস্থাপকেরা ভূমিতে প্রজাকে যে স্বত্ব দান করিয়াছেন, এতদ্দ্বারা তাহা সুন্দররূপে সপ্রমাণ হইতেছে। প্রজা ভূমির কৃষিকার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে পর প্রজার ও জমিদারে খাজনা লইয়া সম্বন্ধ দাঁড়ায়। জমিদার যদি নির্লোভ ও শান্তপ্রকৃতি হন, তিনি খাজনা বাড়াইবার চেষ্টা না করেন তাহা হইলে কোন কথা হয় না। প্রজা অবাধে ভূমি ভোগ করিতে থাকে, জমিদারের সংসারে কেবল খাজনা দিয়া আইসে এই মাত্র। তবে জমিদার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া যদি খাজনা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই অকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হয়, ব্যবস্থাপকেরা কি ঠিকা প্রজা, কি মৌরসী প্রজা সকল প্রজাকেই যে ভূমির কৃষিকার্য্যকারিতা নিবন্ধন ভূমিতে স্বত্ব দান করিয়াছেন, রাজপুরুষেরা সেটী বিস্মৃত হইয়া যান। সেই বিস্মৃতি হেতু তাঁহারা কোথাও দ্বাদশবর্ষ ভোগ কোথাও পাঁচ বর্ষ ভোগে কৃষককে দখলীস্বত্ব দিবার চেষ্টা পাইতেছেন এবং সেই দখলি স্বত্ব বিক্রয়ের অধিকার দিয়া উহা দৃঢ়তর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি রাজপুরুষেরা প্রকৃত পথ অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য এই প্রজার একটী স্বত্ব স্থির করিয়া তাহাদিগকে বদ্ধমূল করেন এবং জমিদারের সহিত তাহাদিগের বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া দেন, দখলি স্বত্ব জন্মিবার দ্বাদশবর্ষ ভোগ কাল নিয়ম করুন আর পাঁচ বর্ষ ভোগকাল নিয়ম করুন জমিদার শুচি না হইলে এই নিয়ম কোন কার্য্যের হইতে পারে না। জমিদার আইন জানিতেছেন অতএব তিনি দ্বাদশবর্ষ ভোগ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে প্রজার জোত বরখাস্ত করিয়া তাহাতে দখলি স্বত্ব জন্মিতে দিবেন না। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এ উপায়ে গোলোযোগের শান্তি হইবে না। রাজপুরুষেরা জমিদারেরও মন রাখিতেছেন, প্রজারও মন রাখিতেছেন, উভয়ের মন রাখা কার্য্য বিবাদ নিষ্পত্তির বিশুদ্ধ উপায় নয়। তাঁহারা একটী স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করুন। তাঁহারা যদি জমিদারকে ভূমির সম্পূর্ণ স্বামিত্ব দিতে চান স্পষ্ট করিয়া [illegible] বৎসর কৃষিকার্য্য করিলেও ভূমিতে [illegible] জন্মিবে না। আর যদি প্রজাকে ভূমির [illegible] দিতে চান তাহার একটী পরিচ্ছেদ করিয়া দিন। যখন দেখা যাইতেছে প্রজা ভূমির কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিলেই ভূমির স্বামিত্ব জমিদার ও প্রজা উভয়ের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায় একমাত্র খাজনা তাহার পরিমাণ দণ্ড স্বরূপ হয়, তখন সেই খাজনার চিরকালের মত পরিচ্ছেদ করিয়া দিলে সমুদায় বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়া যাইতে পারে। মাঠহার ধরিয়া খাজনা চিরকালের মত স্থির করিয়া দেওয়া দুরূহ হয় না, যদি বল কৃষকের যত্ন ব্যতিরেকে ক্ষেত্রজাত শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়, খাজনা নির্দ্দিষ্ট হইলে কৃষক একাকী সেই লাভ ভোগী হইবে, জমিদার তাহার অংশ পাইবেন না। এটী অন্যায়, তদুত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই রপ্তানী বাহুল্য বা অন্য কারণ বশতঃ কোন কোন বৎসর যেমন শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়, তেমনি ঐসকল কারণ তিরোহিত হইলে শস্য সুলভ মূল্য হইয়া উঠে। ফলতঃ যদি ঠিক দিয়া দেখা যায়, কোন বৎসরে লাভ কোন বৎসরে ক্ষতি, এই উভয়ের তুল্যতা হইয়া কৃষকেরা প্রায় লাভবান হইতে পারে না। বিশেষতঃ অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্যের ব্যাঘাত জন্মিলে কৃষকেরা নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে কিন্তু তাহারা খাজনার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না, অতএব তাহাদের বিশেষ লাভ কি? যদি কোন রূপে তাহারা কিছু স্বচ্ছল হয়, তাহা কি আহ্লাদের বিষয় নয়? আর একটী কথা এই, স্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে ভূমিতে প্রজার মমতা জন্মিবে। সে তাহার উন্নতি সাধনার্থ বিবিধ যত্ন পাইবে। ভূমির উর্ব্বরতাগুণ বৃদ্ধি হইয়া যদি প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়া দেশের মঙ্গল, জমিদারেরও মঙ্গল, গবর্ণমেণ্টেরও মঙ্গল। প্রজা স্বচ্ছল হইলে জমিদার তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া অনায়াসে দুপয়সা লইতে পারেন।

পাঠক! আমরা এতক্ষণ ভারতের জমীদার ও প্রজা সম্বন্ধে যে সকল কথা কহিলাম আয়র্লণ্ডেরও জমিদার ও প্রজার অবিকল সেই সম্বন্ধ। সেখানকারও ভূমির একটী খাজনা নির্দ্দিষ্ট নাই। কৃষিকার্য্য নিবন্ধন ভূমিতে কৃষকের স্বত্ব জন্মিলেও সে স্বত্ব স্বীকৃত হয় না। জমিদার ইচ্ছা করিলে প্রজাকে ভূমি হইতে তাড়াইয়া দিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারেন। সেখানেও খাজনা নির্দ্দিষ্ট করিবার ও স্বত্ব নির্ণীত করিবার চেষ্টা হইতেছে। সেখানকার জমিদার ও প্রজা উভয়েই দুরন্ত; অতএব সেখানে যে শীঘ্র কোন সদুপায় হয়, এরূপ বোধ হয় না। তবে স্থানে স্থানে উপদ্রব ঘটিতেছে, রাজপুরুষেরা উপদ্রবকারিদিগকে বন্দীভূত করিতেছেন। এ অবস্থায় কিছু রক্তারক্তি হইলেই যে কোন প্রকারে হউক একটী মীমাংসা করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিবে। আয়র্লণ্ড ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীন, ভারতবর্ষও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত। আমরা বলি যে যে প্রদেশ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ এবং যে যে স্থলে জমিদার ও প্রজা সম্বন্ধ আছে, সেই সেই স্থলে একবিধ নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পাওয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

চিরকালের মত একটী খাজনা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত এবং এই নিয়ম করা উচিত; যে প্রজা একবৎসর যে ভূমির কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিবে জমিদার আর তাহাকে তাহা হইতে তাড়াইয়া দিতে পারিবেন না।

যদি বল জমিদারকে ভূমির সম্পূর্ণ স্বামিত্ব দিয়া তাহা হইতে বঞ্চিত করিলে গবর্ণমেণ্টের অন্যায় কাজ করা হইবে। আমরা বলি গবর্ণমেণ্ট ভারতে এ অন্যায় কাজ করিয়াছেন। প্রজাকে দখলী স্বত্ব দেওয়াতে ভূমির উপর জমিদারের যে সম্পূর্ণ স্বামিত্ব ছিল তাহার কি ব্যাঘাত করা হয় নাই? সেই দখলি স্বত্ব বিক্রয়ের অধিকার দিবার যে চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে কি সেই স্বামিত্বকে বিকলাঙ্গ করিবার উদ্যোগ করা হইতেছে না? আমাদের মত এই জমিদারদিগকে ক্রমে ক্রমে এইরূপ তুষানল দ্বারা দগ্ধ না করিয়া এক কালে সকল আপদের শান্তি করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রজার স্বত্ব ও খাজনা স্থির করিয়া দেওয়াই সেই আপদ শান্তির মুখ্য উপায়। কি আয়র্লণ্ড কি ভারত সকল স্থানের জমিদারেরাই এক্ষণে লেখা পড়া শিখিয়াছেন। অনেকে প্রজা-হিতৈষী হইয়াছেন। তাঁহারা যে এই আত্মহিত ও প্রজাহিত বুঝিবেন না আমরা এরূপ বিবেচনা করি না। প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দবস্ত হইলে যে সর্ব্বাঙ্গীন লাভ হইবে সে বিষয়ে সংশয় নাই।

---

পোষ্ট আপীস সংক্রান্ত একটী নূতন প্রস্তাব।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে অতি সুশৃঙ্খলার সহিত রাজ্য করিতেছেন। প্রজাদিগের রক্ষা, দেশের ধন ধান্যের উন্নতি; শিক্ষা ও সভ্যতা প্রভৃতির শ্রীবৃদ্ধি প্রায় সকল বিভাগেই তাঁহাদের মনোযোগ দৃষ্ট হইতেছে। এদেশে সুশাসন করিবার এবং প্রজাগণকে সুখে রাখিবার যে তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা তাহার অনেক প্রমাণ তাঁহারা প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে বিদেশীয়ের রাজ্য অধিকার করিয়া শাসন করিতে গেলে যে সকল ত্রুটী ও অসুবিধা ও অনিষ্ট হইয়া পড়ে, তাহা তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে। যাহা হউক তাঁহারা বহু বিভাগে বহু প্রকার শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছেন, [illegible]

ডাক সম্বন্ধীয় নিয়ম সকল অতিশয় প্রশংসনীয়। চিঠি পত্র যথা সময়ে লোকের হস্তে দেওয়া, প্রেরিত অর্থাদির রক্ষার বন্দোবস্ত, চিঠি পত্রের গোলযোগ হইলে তাহার অনুসন্ধান প্রণালী এবং পোষ্ট আপীষের কর্ম্মচারিগণের ঔদাসীন্য বা শৈথিল্যের বিষয় জ্ঞাত হইবামাত্র অবিলম্বে তাহার সমুচিত দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা এ সমুদায় অতি সন্তোষ জনক।

পোষ্টাল বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ সুশৃঙ্খলা স্থাপন বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছেন কিন্তু তথাপি এদেশের অশিক্ষিত লোকেরা বহুদিন একটী অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিল। তাঁহাদের অনেকে ডাকঘর সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর কিছুই জানে না; উক্ত নিয়মাবলী এতদিন ইংরাজিতে মুদ্রিত হইত সুতরাং ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞও অপেক্ষাকৃত সুশিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন অপরের তাহা পাঠ করা সম্ভব ছিল না। অনেকের নিকটেও পোষ্ট আপীস নাই যে গিয়া পোষ্ট মাষ্টারদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। সুতরাং একখানি চিঠি রেজিষ্টারি করিতে হইলে কিরূপে মুড়িতে হয়, ও কত মূল্যের ষ্ট্যাম্প দিতে হয়, রেজিষ্টারি এবং ইন্সিওরান্সে প্রভেদ কি। পুস্তক প্রেরণ করিতে হইলে কিরূপ নিয়মে পাঠাইতে হয়, পার্শেল, বাঙ্গি, বুক পোষ্ট প্রভৃতির মধ্যে প্রভেদ কি? এই সকল জানা না থাকাতে অনেক সময়ে অনেক অজ্ঞ লোককে বিলক্ষণ অসুবিধাতে পড়িতে হয়। অনেক সময়ে একদিনের স্থলে পাঁচ দিন বিলম্ব হইয়া যায়, অথবা এক গুণ ব্যয়ের স্থলে পাঁচ গুণ ব্যয় হইয়া যায়। আমরা দেখিয়া নিতান্ত প্রীত হইলাম যে পোষ্টাল বিভাগের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে পতিত হইয়াছে, আমরা ডাইরেক্টর জেনেরালের এক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে তিনি এই অসুবিধা দূর করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাবের মর্ম্ম এই:—

প্রথম, পোষ্ট আপিসের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী, যাহা ইংরাজী ভাষাতে মুদ্রিত হইয়া থাকে, তাহা এখন অবধি অতি সরল দেশীয় ভাষাতে অনুবাদ করা হইবে। ঐ অনুবাদিত নিয়মাবলী আপাততঃ প্রত্যেক ডাকঘরের ডাক পেয়াদাদিগের দ্বারা জেলায় জেলায় বিনা মূল্যে বিতরণ করা হইবে। কিয়ৎকাল পরে ঐ মুদ্রিত নিয়মাবলীর অতি অল্প মূল্য করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়, গ্রামের মুহুরি প্রভৃতি ও দরিদ্র লোকদিগের নিকট কখনই মূল্য গ্রহণ করা হইবে না।

তৃতীয়, যে প্রদেশের যেরূপ চলিত ভাষা, তাহাতে ঐ নিয়মাবলী অনুবাদ করা হইবে।

চতুর্থ, এখন অবধি ডাক পেয়াদাদিগকে মধ্যে মধ্যে উক্ত নিয়মাবলী সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইবে। ইনস্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টারগণ যখন তাঁহাদের পরিদর্শন কার্য্যে বাহির হইবেন, তখন প্রত্যেক ডাকঘরের অপরাপর কার্য্য পরিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ডাক পেয়াদাদিগকে ডাকাইয়া পরীক্ষা করিবেন, এবং পরীক্ষাতে কে কিরূপ উত্তীর্ণ হইল তাহা পরিদর্শন রিপোর্টের মধ্যে লিখিয়া আসিবেন, তদনুসারে তাহাদের দণ্ড ও পুরস্কার হইবে, ইহাতে তাহারা যত্নপূর্ব্বক নিয়মাবলী স্মরণ রাখিবার চেষ্টা করিবে এবং তাহারা নিয়মাবলী ভালরূপ জানিলে লোকে আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক সংবাদ পাইতে পারিবে।

পঞ্চম, এতদ্ভিন্ন চিঠি পত্র রেজিষ্টারি করিবার ভার ডাক পেয়াদাদিগের উপর দেওয়া হইবে। রেজিষ্টারি করিবার ভার তাহাদের হস্তে থাকিলে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া পোষ্ট বিভাগের নিয়মাবলী কণ্ঠস্থ রাখিতে হইবে।

এই প্রস্তাবের অধিকাংশই আমাদের যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে। কেবল ডাক পেয়াদাদিগের হস্তে চিঠি পত্র রেজিষ্টারি করিবার ভার দিলে কার্য্য কিরূপ চলিবে তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। এই ডাক পেয়াদাগণ অশিক্ষিত ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোক। তাহারা এখনই অনেক পল্লীগ্রামের অজ্ঞ লোক ও স্ত্রীলোকদিগের নিকট বেয়ারিং চিঠি দিয়া এক আনার স্থানে ছয় পয়সা আদায় করে। লোকের অতি প্রয়োজনীয় পত্রাদি রেজিষ্টারি করিবার ভার যদি তাহাদের হস্তে গিয়া পড়ে, তাহারা এই সুবিধাকে উপরিলাভের উপায় স্বরূপ করিতে পারে এই মাত্র আশঙ্কা হয়।

স্থূল কথা এই, পোষ্ট আপীষের নিয়মাবলী যাহাতে লোকে বহুল পরিমাণে জানিতে পারে, কর্তৃপক্ষের সেই ইচ্ছা, সেই জন্য তাঁহারা বিনা মূল্যে গ্রামের মুহুরি প্রভৃতিকে তাঁহাদের মুদ্রিত নিয়মাবলী দিবার সংকল্প করিয়াছেন। আমাদের বোধ হয়, পল্লীগ্রামের পাঠশালা সকলের গুরু মহাশয়দিগকে এক একখানি দিলে ভাল হয়, নিতান্ত পল্লীগ্রাম, যেখানে অধিক পরিমাণে অজ্ঞ লোকের বাস সেখানে গুরু মহাশয়েরা অনেক বিষয়ে চতুঃপার্শ্বস্থ প্রজাদিগের পরামর্শ দাতা। অনেক স্থলে গুরুমহাশয় তাহাদের চিঠি পত্র লিখিয়া দেন, জমিদারদিগের প্রদত্ত পাট্টা কবচ প্রভৃতি পরীক্ষা করেন, জমি জমার হিসাব প্রভৃতি দেখিয়া দিয়া থাকেন; সুতরাং নিয়ম গুলি যদি গুরুমহাশয়দিগের কণ্ঠস্থ থাকে তাহা হইলে অনেক লোকের জানিবার সুবিধা হয়।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের গতবর্ষীয় কার্য্যবিবরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই বিভাগে গত দশ বৎসরের মধ্যে ক্রমাগত আয়ের উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে; ১৮৭০ সালে এই বিভাগ হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ৪১৩৭০৭ টাকা আয় হয় কিন্তু বিগত বৎসর ৯১১০৫৭ টাকা আয় হইয়াছে। ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে বটে কিন্তু ব্যয় বাদে ৪১৩০৯৫ উদ্বৃত্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বিগত বৎসরে ৩৩৫৩৪ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। কার্য্যবিবরণে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে রেজিষ্ট্রেশন করিবার ফী বৃদ্ধি করাতেও দিন দিন লোকে রেজিষ্টারি করার সুবিধা বুঝিতে পারিতেছে।

এই কার্য্যবিবরণ মধ্যে আর একটী বিষয় দ্রষ্টব্য আছে। পূর্ব্বে অনেক স্থলে ঠিকা জমি লইবার সময় লিখিত পাট্টা লইবার বা কবুলিয়ৎ দিবার প্রথা ছিল না। কিন্তু অনেক জেলার জজেরা লিখিত পাট্টা বা কবুলতি ভিন্ন জমিদারদিগের বাকী খাজনার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে জমিদার এবং প্রজা উভয়েরই নিমিত্ত পাট্টা দিবার সুতরাং রেজিষ্টরি করিবার প্রথা বাড়িতেছে। বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ প্রভৃতি কলিকাতার দূরবর্ত্তী স্থানে মৌরসী পাট্টার সংখ্যা অধিক, কিন্তু নদীয়া হুগলী প্রভৃতি সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে সে প্রকার পাট্টার সংখ্যা অল্প।

আমরা বরাবর প্রজাদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষ। প্রজাদিগকে ভূমির উপর স্থায়ী স্বত্ব লাভ করিতে দেওয়া হইল না। দুই চারি বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করিতে হইল, বন্দোবস্তের সময় খাজনার হার লইয়া পীড়াপীড়ি চলিল; পরে যাহা স্থির হইল তাহাও লিখিত পঠিত করা হইল না, কারণ বিনা রেজিষ্টারিতে লিখিত পঠিত কাগজ পত্রে ফল নাই, লিখিত পাট্টা লইতে গেলে রেজিষ্টরি খরচ দিতে হয়, প্রজারা দুই চারি বৎসরের জন্য সে ব্যয় করিতে চায় না; সুতরাং বন্দোবস্ত মুখে মুখে রহিল; জমিদার প্রজার পীড়াপীড়িতে অপেক্ষাকৃত অল্প হারে সম্মত হইলেন কিন্তু অপর পাঁচ প্রকার বাবে তাহা আদায় করিবার ইচ্ছা রাখিলেন, প্রজা জমি লইয়া তাহা হইতে যথাসাধ্য আয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; শস্যের অবস্থা ভাল হইল ত নিয়মমত খাজনা দিল নতুবা গোলযোগ করিয়া জমি ফেলিয়া গেল; জমিদার অভিযোগ বা অন্য উপায়ে বাকি খাজনা আদায়ের চেষ্টাতে রত হইলেন, এইরূপে অনেক স্থলে কার্য্য চলিয়া থাকে। প্রজাকে মৌরশ স্বত্ব দিলে এ সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। জমির উন্নতির জন্য তাহার চেষ্টা হয়। তাহাতে হবে [illegible] হইতে

পারে। এই সকল কারণে মৌরস পাট্টার বৃদ্ধি দেখিলে আমরা আনন্দিত হই।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভ্যগণ ভূমির কর সম্বন্ধীয় আইনের পাণ্ডুলিপি বিষয়ে বিধিমতে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। উক্ত আইনের যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে তাহার কোন কোন ধারার অনুসারে কার্য্য হইলে জমিদারদিগের বর্ত্তমান অধিকারের কিছু কিছু ব্যাঘাত ঘটে, এই জন্য তাঁহারা আপনাদের স্বত্ব রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহাদের একটী প্রবল সভা আছে, একখানি সর্ব্বাগ্রগণ্য কাগজ আছে, তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধি বিদ্যা বিষয়ে অগ্রগণ্য লোকও আছেন, সুতরাং তাঁহারা উত্তমরূপে নিজ স্বার্থ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন, আইনটির যে যে অংশ দ্বারা তাঁহাদের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা তাহা তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে ত্রুটী করিবেন না। কিন্তু এক্ষণে প্রজাদিগের পক্ষ হইয়া তাহাদের বক্তব্য গবর্ণমেণ্টের গোচর করে কে? গবর্ণমেণ্ট যদি উভয় পক্ষের অভিপ্রায় জানিতে পারেন তাহা হইলে ন্যায় বিচার করিতে সমর্থ হইবেন, এ জন্য প্রজাদিগের মনোগত ভাব জানাইবার কোন প্রকার উপায় থাকিলে ভাল হইত। ভারতসভা অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভ্যগণ এখন কি করিতেছেন? তাঁহারা কি চেষ্টা করিলে এ সময়ে প্রজাদিগের মনোগত ভাব বিদিত হইবার কোন উপায় করিতে পারেন না? তাঁহারা কেন পাবনা, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ ত্রিহুত প্রভৃতি কয়েকটী বিশেষ বিশেষ স্থানে লোক প্রেরণ করিয়া প্রজাদিগের অবস্থা মনের ভাব প্রভৃতি জানিবার চেষ্টা করুন না। ইংলণ্ডে এক জন চিরস্থায়ী প্রতিনিধি রাখিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ পরে হইতে পারে, এখন এ জন্য কিঞ্চিৎ ব্যয় করিলে বোধ হয় অপব্যয় হয় না।

# বিবিধ সংবাদ।

সম্প্রতি এই প্রকার হইয়াছে গবর্ণমেণ্টের অচিহ্নিত রাজকর্ম্মচারীদিগকে বেতন হইতে কিছু কিছু সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা দিতে হইবে।

বিলাতি কাজও যেমন অদ্ভুত আচার ব্যবহারও সেইরূপ অদ্ভুত। পার্লিমেণ্ট মহাসভার অন্যতর সভ্য আসমিড বার্টলেট এম, পি সম্প্রতি পিতামহীর পাণিগ্রহণের একটী আইন প্রচলিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। সংবাদপত্রে দেখা গিয়াছে ইনিই ৬৬ বৎসরের এক রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার বয়স ২৮ বৎসর মাত্র।

ক্রস আওয়ার্সন নামক জনৈক ইংরাজ মান্দ্রাজস্থ এক কুলিকে এরূপ গুরুতর প্রহার করেন যে তাহাতেই সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। দেশীয় লোককে হত্যা করা ক্রমে ইউরোপীয়দিগের রোগ হইয়া উঠিল।

বাঙ্গালার ডেপুটী একাউণ্টেণ্ট জেনারলের আপীসে ১২ জন লোকের আবশ্যক হয়। এই কর্ম্মের জন্য তিন শত আবেদন প্রদত্ত হইয়াছিল। আবেদনকারীদিগের সমস্তই প্রবেশিকা ও এল, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ।

গবর্ণমেণ্ট অল্প বেতনভোগী কর্ম্মচারিদিগের উৎসাহদানার্থ অতি অল্প দিন হইতে শ্রেণী বিভাগের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এখন আবার এই জনরব শুনা যাইতেছে ১৮৮১ সালের ১লা জানুয়ারি হইতে উহা রহিত করিবেন। সময়ের গুণে জনরবও সত্য হয়। চাকুরেদিগের কতই লাঞ্ছনা।

বিজ্ঞানের কল্যাণে অসাধ্যও সাধন হইল। পৃথিবীতে যত কিছু অদ্ভুত কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় সমস্তই বিজ্ঞানের বলে। সম্প্রতি আবার টুরিণের ডাক্তার মোসো চিন্তা পরিমাপক যন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। এই যন্ত্র দ্বারা প্রথম মনুষ্যের শারীরিক শ্রমের পরিমাণ করিতে হয় তৎপরে কত চিন্তায় সেই পরিশ্রম হইতে পারে এবং তন্নিবন্ধন স্বাস্থ্য ও কিরূপ ভঙ্গ হয় তাহাও অক্লেশে জানিতে পারা যায়।

অসবরণ নামে মান্দ্রাজের একজন ধর্ম্মোপদেষ্টা একটী নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি খৃষ্টান পাদরি প্রভৃতির মদ্য পান দোষাবহ বলিয়া মনে করেন না। তাঁহার মতে মদ অপবিত্র নহে।

বোম্বাইয়ের সম্ভ্রান্ত বণিক মৃত মাদেশার কেমজির স্ত্রী বাই সোণা বাইয়ের ৮০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার প্রকৃত পক্ষে ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হইয়াছিল। মৃত্যুকালে পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র ১২৫টী রাখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইঁহার জীবদ্দশায় ৬৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট টাকা বাঁচাইবার একটী নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। অন্য দ্বারা সৈন্যদিগের জুতা প্রস্তুত করাইতে অনেক ব্যয় ও পড়ে এবং কাজ ও ভাল হয় না দেখিয়া আপনারা জুতা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত একটী কারখানা খুলিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। মেথর মুচি প্রভৃতি নীচ লোকের অন্ন উঠিতে চলিল।

সার নেভিল চেম্বারলেন দেশীয় সৈন্যদল হইতে ইউরোপীয় রণবাদ্যকারদিগকে অবসর বিদায় করিয়াছেন।

জনরব উঠিয়াছে ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন সাহেব শীঘ্রই ভারতবর্ষ দেখিতে আসিবেন।

ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর মেটকাফ সাহেব সাধারণের উপকারার্থ কলিকাতায় একটী পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া যান। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী গবর্ণর জেনরলদিগের মধ্যে কাহাকেও তাহার উন্নতি বিধানার্থ প্রয়াস পাইতে দেখা যায় নাই। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল রিপন সাহেব উহার উন্নতি বিধানার্থ ৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

একদা ফিরোজপুরের কতকগুলি সৈন্য শীকার করিতে যায়। তাহাদিগের অনবধানতা নিবন্ধন দৈবাৎ একটী দেশীয় স্ত্রীলোকের মুখে গুলি লাগে। স্ত্রীলোকটীর স্বামী তদ্দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া সৈন্যদিগকে মারিতে যায়। উহারা তাহাকেও গুলি করিয়াছে। যাহা হউক সৈন্যগণের শীকার মন্দ হয় নাই।

বিলাতের ডাক্তার ফ্রান্সিস নামে এক ব্যক্তি অদ্ভুত উপায়ে একটী পীড়িত স্ত্রীলোককে আরোগ্য করিয়াছেন। মানসিক চিন্তায় এই স্ত্রীলোকটী এরূপ পীড়িত হন যে তাঁহার মৃত্যু লক্ষণ লক্ষিত হয়। ডাক্তার তাহার পীড়া চিন্তামূলক জানিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া একখানি এরূপ উপন্যাস পাঠ করিতে থাকেন যে তাহাতেই তাহার মনে আনন্দের সঞ্চার হয় এবং মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠে ক্রমে পীড়ারও উপশম হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম ব্রহ্মদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের প্রার্থনাক্রমে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ৪টী পদের সৃষ্টি করিয়াছেন। একটীর মাসিক বেতন আট অপরটী ৭ ও অবশিষ্ট ২ টীর ৬ শত টাকা। সবর্ডিনেট একজিকিউটীব আফিসরেরাই এই পদ পাইবেন।

আমাদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ৫ ই নবেম্বর তারিখে দারজিলিং হইতে কলিকাতায় আগমন করিবেন এবং দুই দিবস পরে ছোটনাগপুর গমন করিবেন।

আমরা দেখিতেছি ডারউইন সাহেবের কথা ক্রমে উড়াইতেছে। অধ্যাপক ভিরচাউ নামে এক ব্যক্তি স্বচক্ষে একটী বালকের লেজ উঠিতে দেখিয়াছেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছিলেন সে লেজে হাড় ছিল না।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম ময়ূরভঞ্জের মহা-

রাজ কটকযাত্রীদিগের জন্য বালেশ্বরে একটী অতিথিশালা করিতে পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

মানুষের পড়তা মন্দ হইলে কোন দিকেই তাহার সুবিধা হয় না। তখন কড়ি মুষ্টি ধরিলেও ধূলি মুষ্টি হয়। তুরস্কের সুলতানের এখন পড়তা এমনি মন্দ হইয়াছে, যে ইউরোপীয় রাজগণ কোন স্থানেই তাঁহার শাসনযোগ্য মনে করিতেছেন না। সকলেই তুরস্ককে লইয়া ছিড়াছিড়ি করিতেছেন। এদিকে মণ্টিনিগ্রোর যুদ্ধের উদ্যোগ ওদিকে রাজগণের ধমকানি। ইহার উপর আবার গ্রীস সমরসজ্জা করিতেছেন। তিনি সীমা প্রদেশে ৩০ হাজার সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। এটী সুলতানের পক্ষে মরার উপর খাঁড়ার ঘা হইতেছে।

এবৎসর পাহাড় ধসিবার বৎসর পড়িয়াছে। সে দিন নৈনিতালের পাহাড় ধসিয়া পড়াতে বিস্তর লোকের মৃত্যু হইয়াছে। সম্প্রতি আবার দার্জ্জিলিং ধসিতেছে।

দেওঘরবাসীরা তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট ওয়েলমটের নামে নালিশ করিয়াছিলেন। হিন্দুপেট্রিয়ট, ষ্টেটসম্যান, ডেলিনিউস, এবং অমৃতবাজার পত্রিকা তাহাদের পক্ষ সমর্থন করাতে তিনি সম্পাদকদিগের নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার নালিশ করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

রোপার লেথব্রিজ সাহেব প্রেস কমিশনরের পদ পুনঃ গ্রহণ করিয়াছেন।

অহিফেনের ব্যবসায়ে গবর্ণমেণ্টের ১৮৮০ হইতে ৮১ পর্য্যন্ত ৫৩১৩৭৯৬২ টাকা লাভ হইয়াছে।

রাউলপিণ্ডি কমিসরিয়েটের একজন গোমস্তা ৩ লক্ষ টাকা চুরি করাতে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ধৃত হইয়াছে।

পুলিষের অত্যাচারের কথা সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের একজন চৌকিদারের উপর চৌর্য্যের সন্দেহ করিয়া পুলিষ তাহাকে ও তাহার স্ত্রীপুত্রকে ধৃত করিয়া আনিয়া তাহাকে ও তাহার স্ত্রীকে ভিন্ন গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখে। দুই দিন এইরূপ অবস্থায় থাকিবার পর দুই জন সিপাহি সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোকটীকে নানাপ্রকার কষ্ট দেয়। স্ত্রীলোকটী যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

ল্যাঙ্কসায়রের কতকগুলি লোক ভারতবাসীদিগের দুঃখে দুঃখী হইয়া এই কল্পনা করিয়াছেন অতঃপর তাঁহারা ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের অন্যায় দেখিলে আয়র্লণ্ডের প্রতিবাদকারী দলের ন্যায় তাহারও প্রতিবাদ করিবেন। ইহারা ভারতের আয়ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব দানের সময়ের পরিবর্ত্ত করিয়া যাহাতে ঐ হিসাব বসন্তকালে প্রদত্ত হয় সেই চেষ্টা করিতেছেন।

আমরা বারুইপুর পুস্তকালয়ের একখানি কার্য্য বিবরণ প্রাপ্ত হইলাম। কয়েকটী শিক্ষিত যুবকের বিশেষ যত্নে এই পুস্তকালয়টী এক বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উদ্যোগকর্ত্তাদিগের অধ্যবসায় গুণে এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় ৮। ৯ শত পুস্তকও সংগৃহীত হইয়াছে। এ প্রকার দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান নিত্যই বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া আমাদিগের মনেও নানাপ্রকার আশার উদ্রেক হইতেছে। দেশহিতৈষী মহাত্মাগণের এই সকল কার্য্যের সাহায্যে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

ইসাবেলা সেমুয়লের স্বামী মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করাতে তিনি পুনর্ব্বিবাহের সম্মতি পাইবার নিমিত্ত আলাহাবাদের দায়রায় আবেদন করিয়াছেন। দায়রার বিচারপতি তাহার আবেদনপত্রখানি গ্রাহ্য করিয়াছেন।

রবার্টস নামক গাজিআবাদস্থ একজন সাহেব তাহার ভগ্নীর আয়াকে হত্যা করাতে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারাধীনে রহিয়াছে।

বিদুষী রমাবাই শ্রীহট্ট নিবাসী বাবু বিপিন বিহারী দাস বি, এলকে বিবাহ করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। গত ১৫ ই বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

শিমলার কর্ম্মচারীদিগকে পাথেয় স্বরূপ যে টাকা দিবার রীতি ছিল চাপমান সাহেব তাহা বন্ধ করাতে তাঁহারা গবর্ণর জেনরলের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এল, এল, ডি বৈদ্যনাথের প্রাচীন ইতিবৃত্ত জানিবার জন্য দেওঘরে গমন করিয়াছেন।

আমীর আবদুল রহমন খাঁ শীঘ্র ভারতবর্ষ দর্শনার্থ আগমন করিবেন।

ব্রহ্মদেশের রাজা থিবু পুনরায় ২০ জন পুরুষ ও তিন জন স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়াছেন।

শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য একজন দেশীয় যুবক ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি তাঁহার এক বন্ধুকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছেন যদি তিনি এখান হইতে দুই জন লোককে তথায় প্রেরণ করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা শিল্পকার্য্য উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়া এদেশে প্রত্যাগমন করিয়া নূতন নূতন কলের প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশীয়দিগের বিশেষ উপকার করিতে পারেন।

পূজার বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ও হেমচন্দ্র বসু নামক দুই জন উকিল সপরিবারে মেদনীপুর হইতে নৌকাযোগে বাটী আসিতে ছিলেন। উলুবেড়িয়া আসিয়া তাঁহারা নৌকাখানি একখানি ষ্টীমারের পশ্চাতে বাঁধিয়া দেন। কিছু দূর যাইয়া বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। নৌকা খানি জলমগ্ন হইলে হতভাগ্যগণ সপরিবারে জলমগ্ন হয়। শুনা যাইতেছে দেবেন্দ্র বাবু বাঁচিয়াছেন কিন্তু তাঁহার পরিবারবর্গ ও হেম বাবু এবং তাঁহার পরিবারবর্গের কেহই রক্ষা পান নাই।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের রায় বেরিলি নামক স্থানে দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

ভারতবর্ষের পূর্ব্ব উপকূলস্থ বিমলিপত্তন নামক স্থানে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে কোম্পানিকে আদেশ দিয়াছেন যে যাত্রিদিগের জন্য তাঁহাদের প্রতি গাড়িতে ধূমপানের ও স্নানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

## কোম্পানীর কাগজের দর।

শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ৯ ।।০ হইতে ৮০

" ৪।।০ " " ১৮৭০ (১৮৮৫) ১০১ " ১০১।০

" ৪।।০ " " ১৮৭১ (১৮৮১) ৯৬।।০

" ৪।।০ " " ১৮৭৮-৭৯ (১৮৯৩) } ১০৪।।৵০

" ৪।।০ " " ১৮৭৯ (১৮৯৩) } হইতে ১০৪।।০

" ৪।।০ " " ১৮৮০ (১৮৯৩) কুপং ১০৫।।০

" ৫ " " ১৮৬৭ (১৮৮২) ১০১

জগতের নূতন নূতন কার্য্যকলাপ দর্শনের ইচ্ছা মনুষ্যের দীর্ঘ জীবন প্রার্থনার অন্যতর কারণ। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের জীবনে যাহা হয় নাই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কল্যাণে তাহাও ঘটিল, ভাগ্যে আমরা দীর্ঘ আয়ু পাইয়াছিলাম তাই এই নূতন কাণ্ডটী দেখিতে পাইলাম। এই সংস্কৃত কালেজের প্রতিষ্ঠাকালে এইরূপ কল্পনা করা হয় যে শূদ্র বালকও এই কালেজে পাঠ করিতে পারিবে না। ক্রমে বন্ধন কিছু শিথিল হইয়া যাওয়াতে শূদ্র বালকগণ প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইল। এক্ষণে পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের যত্নে খ্রীষ্ট বালকও প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইল। সুরেন্দ্রনাথ বসাট নামে একটী বালক পূর্ব্বে ফ্রি চর্চ স্কুলে পড়িতেন। রেবারেণ্ড ম্যাকডোনাল্ড সাহেব স্বয়ং তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই সুরেন্দ্র যখন সংস্কৃত কালেজে প্রবেশাধিকার লইবার জন্য গমন করিয়াছিলেন তখন ম্যাকডোনাল্ড সাহেব তাঁহার এই খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষার কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্ঞাতার্থে তিনি এখনও প্রবোধপত্রে এই কথা লিখিতেছেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি জানিয়া শুনিয়াও সে [illegible] [illegible]

করিতেছেন না। কিন্তু আমরা জানি এই ন্যায়রত্ন মহাশয় এক ব্রাহ্মের পুত্রকে সংস্কৃত কালেজে পাঠার্থ ভর্ত্তি করেন নাই। এখন কি বুঝিয়া যে তাহা অপেক্ষা সরস ধর্ম্মাবলম্বী বালককে প্রবেশাধিকার দিলেন তাহা ত আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।

ছোট উদয়পুরের রাজার মধ্যম পুত্র বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন। পোলিটিকাল আফিসর তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রীহত্যাকারী স্থির করিয়া স্বয়ং তাহার বিচার করিতেছেন।

ব্রহ্মরাজ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছেন। তিনি সীমাপ্রদেশে কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টও নিজ স্বত্ব রক্ষার্থ তথায় সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন। রেঙ্গুন হইতে আরও নূতন সৈন্য তথায় যাইতেছে।

মফঃস্বলের হাকিমদিগের অত্যাচার চির প্রসিদ্ধ। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বেলেঘাট নামক স্থানের ডেপুটী কমিশনর কর্ণাল গ্লাউডেন গনপৎসিং নামক একজন সম্ভ্রান্ত লোককে একটী হত্যাকাণ্ডের মকদ্দমার মূল সাক্ষীকে গোপনে রাখার অপরাধে অপরাধী করিয়া দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ড ও অসঙ্গত অর্থদণ্ডকরিয়াছিলেন। কমিশনরের নিকটে আপীলে গণপৎ সিং এক্ষণে কারা মুক্ত হইয়াছেন।

অক্টোবর মাসের মধ্যে কাবুলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। বিলাত হইতে কতকগুলি নূতন সৈন্য প্রেরণের জন্য সামরিক বিভাগে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

বিলাতে গুড টেম্পলার নামক স্থানে একটী সভা হইয়াছিল, একজন বক্তা এই সভায় বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় সৈন্যেরা কি শীত কি গ্রীষ্ম কোন কালেই মদ্য পান না করিলেও চলিতে পারে। যাহা হউক ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। সৈন্যেরা মদ্যপান না করিলে যদি তাহাদিগের স্বাস্থ্য ভাল থাকে এমন হয় তাহা হইলে তাহাদিগেরও যথেষ্ট উপকার হইবে এবং গবর্ণমেণ্টেরও অনেক অর্থ বাঁচিয়া যাইবে।

জয়পুরের মৃত মহারাজ যে কেমন চতুর ছিলেন পাঠক তাহার প্রমাণ দেখুন। মহারাজের সাম্বর হ্রদ হইতে বর্ষে বর্ষে লবণের করে বিস্তর টাকা আয় হইয়া থাকে। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লিটন বাহাদুরের উহাতে দৃষ্টি পড়ে। তিনি লবণ বিষয়ক প্রশ্ন সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিবার জন্য একদা মহারাজকে [illegible] আহ্বান করেন। মহারাজ গমন করিলে পর তিনি কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন কি করিলে তিনি [illegible] হন। রাজা তদুত্তরে বলিয়াছিলেন লবণ বিষয়ক প্রশ্নের উত্থাপন না করিলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন।

কুস্কি নাখুদের যুদ্ধে আয়ুব খাঁ অনেকগুলি উচ্চপদস্থ ইংরাজকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট কাবুলের বন্দী আমীর ইয়াকুবখাঁকে কারামুক্ত করিয়া দিলে আয়ুবও তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারেন।

এক্ষণে যে নিয়মে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সকল কণ্ট্রাক্ট দিবার রীতি আছে তাহার বিরুদ্ধে সময়ে সময়ে অনেক অভিযোগ উপস্থিত হয় বলিয়া ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি ইণ্ডিয়া আপীসের উপর এই আদেশ দিয়াছেন যে সকল কণ্ট্রাক্টর অনেক দিন অবধি কণ্ট্রাক্টরের কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদিগের হস্তেই যেন কার্য্যভার দেওয়া হয়। এরূপ কণ্ট্রাক্টরের অভাবে তাঁহারা কম মূল্যের টেণ্ডার দাতা কেই কার্য্যের কণ্ট্রাক্ট দিতে পারিবেন।

## আফগানস্থানের সংবাদ।

শুনা যাইতেছে মহম্মদজান আয়ুব খাঁর সহিত মিলিত হইয়াছেন। আয়ুব এই বলে গজনী হইতে পুনরায় যুদ্ধ যাত্রা করিবেন স্থির করিয়াছেন। সেনাপতি ফেয়ার সাহেব তাঁহার গতি রোধের চেষ্টা করিতেছেন।

বোম্বাই গেজেট কান্দাহার হইতে তারে খবর পাইয়াছেন আয়ুবখাঁ হিরাটে উপনীত হইয়াছেন। তিনি হিরাটী সৈন্যগণের সাহায্য প্রার্থী হওয়াতে তাহারা তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে।

হিরাট হইতে ইংরাজদিগের যে সকল দ্রব্য সামগ্রী যাইতে ছিল ফরাট ও হেলমণ্ডের মধ্যে দস্যুরা তাহা লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে। ঐ সকল স্থান হইতে আজিও বিদ্রোহিতার কমে নাই।

এইরূপ জনরব পারস্যের সাহ আয়ুব খাঁকে অনেক অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। অন্য অর্থের অনটন নিবন্ধনই অধিক পরিমাণে সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। সাহ এত ভিন্ন তাঁহার সাহায্যার্থ একদল অশ্বারোহী সৈন্যও দিবেন বলিয়াছেন।

## ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩ রা অক্টোবর। সুলতান মণ্টিনিগ্রোর সহিত সীমাসংক্রান্ত গোলযোগের মীমাংসা করিবার কিরূপ প্রস্তাব করেন রাজগণ তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। হেকলার রাজকীয় রণতরি ১৫০টী টর্পিডো কামান লইয়া কর্ফু নামক স্থানে যাত্রা করিয়াছে।

ক্লনরয়ের লর্ড মাউণ্ট মরিসকে যাহারা হত্যা করিয়াছে যিনি তাহার সন্ধান করিয়া দিবেন তাঁহাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২ রা অক্টোবর আলবানিয়েরা ডলসিগ্নো নামক স্থানে বিস্তর সজ্জিত সৈন্য সংগ্রহ করিতেছে। রিজা পাশা তত্রত্য অধিবাসীদিগকে জানাইতেছেন তাহারা যেন তাহাদিগের পরিবারবর্গকে স্থানান্তরে লইয়া যায় কারণ ঐ স্থানটী তোপে উড়াইয়া দিবার সম্ভাবনা আছে।

লণ্ডন ৪ ঠা অক্টোবর। জমীদারের সহিত আয়র্লণ্ডের প্রজাদিগের যে বিরোধ চলিতেছে গত কল্য তদ্বিষয়ে বাদানুবাদ করিবার জন্য নানা স্থানে নানা সভা হইয়াছিল। কর্ক ও কিলকেনি নামক স্থানে যে বৃহৎ সভা হয় পার্ণেল সাহেব তাহাতে বিদ্রোহ সূচক বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৩ রা অক্টোবর। ইউরোপীয় রাজগণের সহিত সুলতানের যে যে বিষয়ে গোলযোগ যাইতেছে তাহার মীমাংসার কোন সদুপায় স্থির করিবার জন্য তিনি স্বয়ং রাজদূতগণকে পত্র লিখিয়াছেন।

ইংরাজদিগের জাহাজদল কাটারো নামক স্থানে যাত্রা করিয়াছে। সেনাপতি সিমর সেটিঞ্জে গমন করিয়াছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৩ রা অক্টোবর। রুশের কুলজাস্ত শিবির হইতে সংবাদ আসিয়াছে বসন্তকালের পূর্ব্বে যুদ্ধ কার্য্য হওয়া অসম্ভব। সেনাপতি কফমান টসখন্দে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

লণ্ডন ৫ ই অক্টোবর। সার বার্টল ফিয়র ইংলণ্ডে উপনীত হইয়াছেন।

প্রিন্স নিকিটা অনতিবিলম্বে ডলসিগ্নো আক্রমণের জন্য রাজগণের সম্মতি প্রার্থনা করিয়াছেন।

লণ্ডন ৫ ই অক্টোবর। অদ্য ডেলিনিউস লিখিয়াছেন সুলতানের কৃত প্রস্তাব ন্যায়সঙ্গত নহে। রাজগণ যদি তাঁহার বিরুদ্ধে জল যুদ্ধের উদ্যোগ না করেন এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন তবেই তিনি ডলসিগ্নো পরিত্যাগ করিবেন।

বক্ষরসেই সামুদ্রিক যুদ্ধের আয়োজন করিবার কল্পনা করা হইতেছে।

সেনাপতি রবার্টসকে স্বাধীনভাবে তরবারি হস্তে বিলাতে ভ্রমণ করিতে দিবার কল্পনা করা হইতেছে।

রাজগণ তুরস্ক সম্বন্ধে কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে না পারাতে জর্ম্মণির সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা নানা প্রকার তামাসা করিয়াছেন, ফরাসীদিগের ইচ্ছা অনতিবিলম্বে সমরসজ্জা করা হয়। কিন্তু রাজগণ ইংলণ্ডের পরামর্শ গ্রহণের অপেক্ষায় রহিয়াছেন। ইউরোপের সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা জর্ম্মণির সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

লণ্ডন ৮ ই অক্টোবর। ইউরোপীয় রাজগণ ইংলণ্ডের পরামর্শক্রমে ইজিয়ান সমুদ্রের [illegible] বন্দর অধিকার ও কনষ্টাণ্টিনোপলে [illegible] লইয়া যাইবার জন্য তুরস্কের [illegible]

গতিবিধি বন্ধ করিতে আদেশ দিয়াছেন। কএকজন রণতরির অধ্যক্ষকেও এই আদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে বলা হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৭ ই অক্টোবর। কএক সহস্র তুরস্কবাসি খুর্দ্দ, পারস্যবাসি খুর্দ্দের সাহায্যে লাহিজান নামক স্থানে দস্যুবৃত্তি করিয়া আরগো নামক স্থানে গমন করিয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই অক্টোবর। বাণিজ্য সভার হিসাবে গত মাসে ৩৪২১০০০০০ টাকার দ্রব্য আমদানী ও ২০০০০০০০০ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৯ ই অক্টোবর। সুলতান বলিয়াছেন ডুলসিগ্নোর উঁহার যে স্বত্ব আছে তাহা ত্যাগ করিবেন তথাচ রাজগনের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন না।

ইংরাজদিগের আর এক দল যুদ্ধ জাহাজ লেভাণ্টে যাইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন আয়র্লণ্ডের অন্তর্গত গ্যালওয়ে ও মেও নামক স্থানে বিদ্রোহ হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১০ ই অক্টোবর। খুর্দ্দেরা মিওাউই ও তাহার নিকটবর্ত্তী আর চারিটী পল্লীতে ভয়ানক দৌরাত্ম্য করিয়াছে। উহারা গ্রামবাসীদিগের সর্ব্বস্বলুণ্ঠন করিয়া অবশেষে তাহাদিগকে বধ করিয়াছে। হিসমথ পাশা ইহাদিগকে শাসন করিবার জন্য দুই হাজার অশ্বারোহী ও ১২ দল বন্দুকধারী পদাতি সৈন্য লইয়া যাইতেছেন।

লণ্ডন ১১ ই অক্টোবর। ডেলিনিউস বলিয়াছেন সুলতান ডলসিগ্নো ছাড়িয়া দিতে সম্মত হওয়াতে অদ্য কাবিনেট সভার অধিবেশন হয় নাই। তুরস্কের বাণিজ্যকার্য্য বন্ধ করিবার জন্য ইংরাজদিগের পরামর্শক্রমে রাজগণ রণতরি সমূহ স্মির্ণায় প্রেরণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। অষ্ট্রিয়া ও জর্ম্মণির এই কার্য্যে মত আছে কিন্তু করাসী মন্ত্রি-সম্প্রদায় এ বিষয়ে বাদানুবাদ করিতেছেন। বিস্তর ভলণ্টিয়ার সৈন্য গ্রীসে উপনীত হইয়াছে। মণ্টিনিগ্রোর অধিকার মধ্যে যে সকল আলবানীয় অধিবাসী ছিল উহারা তাহাদিগের দ্রব্য সামগ্রী কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ১৩ ই অক্টোবর। রুশ সম্রাট পীড়িত হইয়াছেন।

খুর্দ্দেরা ১৭০ টী পল্লীতে দস্যুবৃত্তি করিয়া নিরস্ত হইয়াছে।

কেপটাউন ১৩ ই অক্টোবর। ১০ ই অক্টোবর বাসুতোরা মাসিরু নামক স্থানে ইংরাজসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। উভয়পক্ষে এরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল যে ইংরাজ সৈন্যগণকে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অবশেষে বিপক্ষেরা প্রতিহত হইয়াছে।

লণ্ডন ১৪ ই অক্টোবর। আয়র্লণ্ডের ল্যাণ্ডলিগ সভার সভাপতিরা সাধারণ সভায় বিদ্রোহোত্তেজক বক্তৃতা করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে ধৃত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই জন্য পশ্চিম আয়র্লণ্ডে নূতন সৈন্যও প্রেরিত হইতেছে।

লণ্ডন ১৮ ই অক্টোবর। গত কল্য পার্ণেল লঙফোর্ডে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন ল্যাণ্ড লিগসভার যে সভ্য বিদ্রোহসূচক বক্তৃতা করিয়াছিলেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে ধৃত করিবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া সভার কার্য্য বন্ধ হইবে না।

লণ্ডন ১৯ এ অক্টোবর। আয়র্লণ্ডের কৃষকদিগের অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। গত কল্য একজন জমীদার যখন বেনট্রি নামক স্থানে যাইতেছিলেন সেই সময়ে এক ব্যক্তি শকট চালককে গুলি করিয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ অক্টোবর। আয়র্লণ্ডের কেরি নামক স্থানে বিদ্রোহ হইয়াছে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন বেনট্রিতে যাহারা শকট চালককে হত্যা করিয়াছে যিনি তাহাদিগের সন্ধান করিয়া দিবেন তিনি পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।

শীতঋতুর প্রথমেই ইংলণ্ডে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২০ এ অক্টোবর। সুলতান প্রস্তাব করিয়াছেন, মণ্টিনিগ্রোরা ডলসিগ্নো যখন অধিকার করিতে আসিবে তাহার ৩ ঘণ্টা পূর্ব্বে তুরস্কসৈন্যগণ উহা পরিত্যাগ করিবে।

---

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

## বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

### রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগে।

১৮৮০।

৬ ই অক্টোবর। ২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় জলপাইগুড়িতে বদলী হওয়াতে তত্রত্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অম্বিকাচরণ রায়চৌধুরী ফরিদপুরের অন্তর্গত মাদারিপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এস কিণ্ডকেন আপাততঃ ১ম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং গয়ার সদর ষ্টেষণে রহিলেন।

নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর রিকেটস সাহেব চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশের সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী [illegible] চট্টগ্রামে বদলী হইলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসতের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু জগচ্চন্দ্র সোম চট্টগ্রামে বদলী হইলেন বলিয়া ১৫ ই সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেটে যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত হইয়াছে।

হুগলীর সহকারী ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ এচ, বিভারলি যে দিন হইতে কলিকাতার প্রতিনিধি পুলিস কমিশনরের পদ গ্রহণ করিবেন সেই দিন হইতে এক মাস বিদায় প্রাপ্ত হইবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, জে, ও ডনেলের বিদায় কাল নিঃশেষিত হওয়াতে তিনি প্রত্যাগত হইয়া যশোহরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

১৩ ই অক্টোবর। ভাগলপুরের সবডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মোবারক আলী পুনরাদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত সারণের ও বাবু মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় ২য় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত নওয়াখালির এবং বাবু মাণিকলাল পাল জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

মজঃফরপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হ[illegible] সাহেবের পদে অন্যের নিয়োগ আদেশ হইলে তিনি ১ম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন এবং হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরের ভার গ্রহণ করিবেন। ঐরূপ রঙ্গপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর গণ সাহেব নদীয়ার সদর ষ্টেষণে বদলী হইবেন এবং হুগলীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর কর্ণিশ, রাজসাহীর সি, এ সামুএল, ও পাটনার সি, সি কুইন সাহেব প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে উন্নীত হইবেন এবং যে স্থানে এক্ষণে রহিয়াছেন সেই স্থানে থাকিবেন।

ঢাকার প্রতিনিধি কমিশনর জে, বিমস হুগলীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

বাখরগঞ্জের মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর গ্রিমলি সাহেব (ইনি এক্ষণে বিদায় লইয়াছেন) রাজসাহীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

দ্বারভাঙ্গার অন্তর্গত মধুবনীর ভার প্রাপ্ত প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জেনকিন্স সাহেব ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

দ্বারভাঙ্গার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বারো সাহেবের কার্য্যভার অন্যে গ্রহণ করিলে তিনি ১ম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন এবং সাহাবাদের সদর ষ্টেষণের ভার গ্রহণ করিবেন।

জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ব্রাডবরি সাহেব আপাততঃ ২৪ পরগণায় নিযুক্ত হইলেন।

যশোহরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, জে ও ডনেল ৫ ই হইতে ১ম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২১ এ অক্টোবর মুরশিদাবাদের বিদায় প্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর রিজ সাহেব কিছু দিনের জন্য দারভাঙ্গার ভার গ্রহণ করিবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় লাইসেন্স টাক্সের কার্য্য হইতে অবসর পাইলে ২৪ পরগণার সদর ষ্টেষণে অবস্থিতি করিবেন।

হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্দ্ধমানের কমিশনরের পার্সনাল আসিষ্টাণ্ট হইলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট

ও ডেপুটী কালেক্টর এচ ব্যাটয়ে ঝামতাড়ায় বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, এচ ম্যারক রাজমহলের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

### বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি এল ২৪ পরগণার মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায়ই ইহাঁকে বসিরহাটে থাকিতে হইবে।

মানভূমের অন্তর্গত গোবিন্দপুর উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী মুন্সেফের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এল, বাখরগঞ্জের মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায়ই ইহাঁকে পিরোজপুরে থাকিতে হইবে।

বাবু যোগেন্দ্রনাথ দেব এল, এল চট্টগ্রামের মুন্সেফ হইলেন। ইহাঁকেও প্রায় মীরসরাইয়ে অবস্থিত করিতে হইবে।

বাবু ব্রজনাথ রায় এল, এল ফরিদপুরের মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায়ই ইহাঁকে মুলফৎগঞ্জে থাকিতে হইবে।

---

## সংবাদদাতার পত্র।

### মুঙ্গের।

বঙ্গদেশের দুর্গোৎসবের ন্যায় রামলীলা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের প্রধান উৎসব। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বঙ্গদেশের ন্যায় দুর্গা মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া পূজিত হয় না। কিন্তু দেখিলাম মুঙ্গেরে রামলীলার ন্যায় দুর্গোৎসবেও বিলক্ষণ আমোদ হয়, মুঙ্গের সহরে প্রায় ২০।২৫ খানী প্রতিমা হইয়া থাকে। বিজয়াদশমীতে রামলীলার শেষ হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস প্রায় ৫।৭ হাজার লোক লীলা ক্ষেত্রে একত্র হইয়াছিল। ঐ সময়ে ঐ স্থানে প্রতিমা গুলি আনীত হইয়া প্রদর্শিত হয়। বহু দূর হইতে দর্শনার্থী লোক আগমন করে, এখানে আর একটী বিশেষ দেখিলাম, এই দুর্গোৎসবের সময়ে এখানকার লোকে কালী পূজা করিয়া থাকে, দুর্গা পূজার ন্যায় কালী পূজাও তিন দিন হয়। আমি দুই তিন খানী কালী প্রতিমা দেখিলাম। সে প্রতিমাগুলিও রামলীলাক্ষেত্রে প্রদর্শিত হইল। বঙ্গদেশে দেবী পক্ষের পর কৃষ্ণপক্ষে কালী পূজা হইয়া থাকে। এখানকার লোকের পক্ষাপক্ষ জ্ঞান নাই এবং পক্ষাপক্ষ বিচার করিবার অবসর ও ক্ষমতাও নাই। বচন আছে।

"আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমৃচ্ছতি।"

প্রতিমা উৎকৃষ্ট হইলে দেবতা তাহাতে সন্নিহিত হন।

এই বচন প্রমাণ করিয়া বঙ্গবাসীরা প্রতিমার উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে যত্নবান হন, সুতরাং বঙ্গদেশের বিশেষতঃ নদীয়ার কারিকরেরা প্রতিমা নির্ম্মাণ বিষয়ে সবিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু এখানকার প্রতিমাগুলির সে প্রকার নির্ম্মাণকৌশল দেখিলাম না, তবে এদেশীয়েরা বঙ্গবাসিদিগের ন্যায় প্রতিমা সাজাইবার চেষ্টা পাইয়া থাকে। এখানকার আর একটী বিশেষ এই, ভদ্রলোকেরা প্রায় প্রতিমা পূজা করেন না, ইতর লোকেরা চাঁদা করিয়া প্রায় পূজা করে।

বৎসর বৎসর রামলীলার অনুষ্ঠান হওয়াতে যে একটী মহৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত ও কতকগুলি মহৎ উপদেশ প্রদত্ত হয়, আধুনিক আর্য্য সন্তানেরা প্রায়ই তাহার ফলভোগী হন না। ইহাঁরা রামলীলায় প্রায়ই তামাসা দেখিয়া থাকেন। রাম ও রাবণ সাজিয়া যুদ্ধ করিতেছেন এবং বাণ বর্ষণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া ইহাঁরা আনন্দিত হন; কিন্তু রামচন্দ্র উপস্থিত রাজ্য ও অতুল ভোগসুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিয়া যে অদ্ভুত পিতৃভক্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন এবং লক্ষ্মণ ও ভরত শত্রুঘ্ন যে অকৃত্রিম সৌভ্রাত্রের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন সেগুলি দর্শকদিগের হৃদয়ে প্রায় স্থান প্রাপ্ত হয় না।

রামলীলায় আমাদিগের অনেকগুলি শিক্ষিতব্য বিষয় আছে। দশানন অরণ্য মধ্য হইতে যখন জানকীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, তখন রামচন্দ্র ছিলেন না লক্ষ্মণও ছিলেন না। তাঁহারা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন কুটীরে সীতা নাই। এ অবস্থায় তাঁহার অন্বেষণের ও প্রত্যুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া কাপুরুষেরা নিশ্চয়ই হতাশ হইয়া থাকে কিন্তু রামচন্দ্র হতাশ না হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন এবং সাগরবন্ধন করিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্ধার সাধন করিলেন, ইহাতে যে তাঁহার কি অলৌকিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা অধ্যবসায়শীলতা ও সাহসীকতার পরিচয় হইয়াছে, অস্থির প্রতিজ্ঞ অধ্যবসায় ও সাহসহীন আর্য্য সন্তানেরা তাহা কিরূপে বুঝিবেন? ইদানীন্তন আর্য্যসন্তানহৃদয়ে বীরত্ব-বহ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে। রামচন্দ্র ত্রিভুবনবিজয়ী দশকন্ধরের স্কন্ধ ছেদন করিয়া যে অলৌকিক বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন রামলীলা, দর্শকদিগের হৃদয়ে সেই বীররস উদয় করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকে কিন্তু সে চেষ্টা নির্ব্বাণ দীপে তৈলদানের ন্যায় বিফল হইয়া যায়। যদি স্থানটা উষ্ণ থাকিত তাহা হইলেও কথঞ্চিৎ আশা থাকিত কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে হৃদয়স্থানও হিমালয়ের পাদদেশের ন্যায় একান্ত শীতল হইয়া গিয়াছে।

যে সময়ে ভারতে রামলীলা ও দুর্গা পূজা প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় তৎকালে বীররসের সমধিক আদর ও গৌরব ছিল। আর্য্যেরা তখন নিস্তেজ ও কাপুরুষ হইয়া যান নাই। বীররস তখনও তাঁহাদের হৃদয়কে উদ্দীপিত ও উত্তেজিত করিয়া তুলিত। তাঁহারা বীররসপূর্ণ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দর্শন ও বীরমাহাত্ম্যপূর্ণ গ্রন্থ পাঠে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। এই নিমিত্ত তদানীন্তন আর্য্যসমাজধুরন্ধরেরা বীররসপূর্ণ রামলীলা ও দুর্গোৎসবের সৃষ্টি করিয়া যান। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন বীররসোদ্দীপিত প্রফুল্ল হৃদয়ে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সহজে স্থান প্রাপ্ত হইবে এই বিবেচনা করিয়া তাঁহারা বীররসাশ্রিত ক্রিয়া আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উত্তেজনার্থ দুর্গোৎসব ও রামলীলার উদ্ভাবন করেন, রামলীলায় যেমন রামের বাল্য অবধি তাড়কা বধ ও হরধনুর্ভঙ্গ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা বীরত্ব প্রকাশ, দুর্গোৎসবেও সেইরূপ অসুরবধ দ্বারা দেবীগণের বীরত্ব প্রকাশ। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডী কেবল দেবীমাহাত্ম্যে পরিপূরিত। মহিষাসুর বধ, ধূম্রলোচন বধ, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, শুম্ভনিশুম্ভ বধ বৃত্তান্ত যখন সম্মুখে পঠিত হয় তখন যে হৃদয়ে বীররসের লেশমাত্র আছে এমন কোন্ হৃদয় নৃত্য করিয়া না উঠে? হায় সে দিন আর নাই! এখন নির্ব্বীর কাপুরুষ আর্য্যসন্তানদিগের অনুষ্ণ হৃদয়ে ভ্রমেও সে ভাবের আবির্ভাব হয় না। যাঁহাদের হিন্দু ধর্ম্মে আস্থা আছে তাঁহারা মনে করেন দুর্গোৎসব কলির অশ্বমেধ, দুর্গাপূজা করিলে ও দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে ভববন্ধন ছেদন হইয়া যাইবে যাঁহারা তামসিক লোক তাঁহারা দুর্গোৎসবে তামাসা দেখেন এবং চণ্ডীমাহাত্ম্য একটী অপূর্ব্ব কল্পিত গল্প মনে করেন কিন্তু কাহার হৃদয়ে এ ভাবের উদয় হয় না যে আর্য্যঋষিগণ বীররসোদ্দীপিত হৃদয়ে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উত্তেজনার্থ দেবী মাহাত্ম্য প্রণয়ন ও দেবী পূজা প্রকটন করিয়া গিয়াছেন।

খ্রীষ্ট পাদরিরা মেলা স্থল অলঙ্কৃত করিতে বিমুখ হন না। মুঙ্গেরের রামলীলা ক্ষেত্রে তাঁহারা কয়দিন অধিষ্ঠিত হইয়া বক্তৃতার বিলক্ষণ ঘটা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র দেবতা ও মুক্তিদাতা নন ইহা প্রতিপন্ন করিয়া খ্রীষ্টের দেবতাত্ব ও মুক্তিদাতৃত্ব প্রতিপাদন করাই তাঁহাদিগের বক্তৃতার উদ্দেশ্য কিন্তু রামচন্দ্র দেবতা নন খৃষ্ট দেবতা ইহা হৃদয়ঙ্গম করান সহজ নয়। রামচন্দ্র যেমন শুক্র শোণিত মেদ মজ্জাস্থিময় শরীরধারী, খ্রীষ্টও সেইরূপ শরীরধারী, রামচন্দ্রের চরিত্র যেমন বিশুদ্ধ, খ্রীষ্টের চরিত্রও সেইরূপ, খ্রীষ্ট যেমন অল্প রুটিতে বহু সংখ্যক লোক ভোজন করাইয়া আপনার ঐশী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, রামচন্দ্রও তেমনি পাষাণকে মানবী করিয়া নিজ অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন বরং রামচন্দ্রের দেবতাযোগ্য গুণ অধিক। খ্রীষ্ট সংসারত্যাগী ও উদাসীন হইয়া কালক্ষেপ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে চরিত্র—শুদ্ধি রক্ষা করা কঠিন নয় কিন্তু সংসারে থাকিয়া রামচন্দ্র যে চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার [illegible] চিত্ত ক্ষমতা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। [illegible]

খ্রীষ্ট অপেক্ষা বহু অংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতেছে, খ্রীষ্ট সংসারত্যাগী ছিলেন সুতরাং অল্প লোকের সহিত তাঁহার ব্যবহার হইয়াছিল। তিনি নূতন ধর্ম্ম প্রচলিত করেন অতএব ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মার্থী ব্যক্তিদিগের সহিতই তাঁহার সবিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। তাদৃশ ব্যক্তিদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার প্রদর্শন দুরূহ ব্যাপার নয়। অতএব তিনি যে সেই সকল লোকের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য সৌজন্য প্রভৃতি সদ্গুণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহাতে আমরা বিস্মিত হইতেছি না।

পক্ষান্তরে রামচন্দ্র রাজা হইয়াছিলেন তাঁহার স্কন্ধে বিশাল রাজ্যভার পতিত হইয়াছিল। রাজকার্য্যানুরোধে ভিন্ন প্রকৃতি নানাবিধ লোকের সহিত তাঁহাকে ব্যবহার করিতে হয়। তিনি যে সৌজন্য সহকারে সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহার দেবসদৃশ গুণের পরিচয় হইয়াছে। রাম যথাবিধি রাজধর্ম্ম পালন করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় বৎসল ভাবে প্রজাশাসন করিয়াছিলেন তাহা "রামরাজ্য" এই একটী সমস্তপদ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। অদ্যাপিও যদি কোন রাজা সুন্দররূপে প্রজা পালন করেন; তাঁহার রাজত্বে প্রজার কোন প্রকার কষ্ট না থাকে সেই রাজ্য রামরাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়। রাম যে কেমন সুন্দররূপে রাজ্যপালন করিয়াছিলেন তাহার কি আর অপর প্রমাণের আবশ্যকতা আছে?

উভয়ের জন্ম ও মৃত্যু বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলেও রামের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয়। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা বলেন খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র। তিনি কিরূপ পুত্র? তিনি কি ঈশ্বরের ঔরস পুত্র অথবা তিনি সাধারণ্যে সমুদয় মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, অন্য অন্য মনুষ্য যেমন তাঁহার পুত্র খ্রীষ্টও তেমনি কি তাঁহার পুত্র? বাইবেলের মতে ঈশ্বর যদি নিরাকার হন তাঁহার ঔরস পুত্র হওয়া সম্ভাবিত নহে আর যদি তিনি সাকার হন তিনি যে সামান্য মনুষ্যের ন্যায় একটী স্ত্রীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ও অনুরক্ত হইয়া তাহাতে পুত্র উৎপাদন করেন ইহাই বা কিরূপে সম্ভাবিত হয়, ইহা সম্ভাবিত, যদি এই অবধারণ করা যায় তাহা হইলে তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব থাকে না। পক্ষান্তরে নারায়ণ দশরথের তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহার তিন স্ত্রীর গর্ভে অবতীর্ণ হন। এই অংশে রামের শ্রেষ্ঠতা হইতেছে। খ্রীষ্ট কাহার পুত্র তাহার নিশ্চয় নাই কিন্তু রাম যে নারায়ণের অংশ তাহা আর্য্যশাস্ত্রকারেরা নিশ্চয় করিয়া কহিয়াছেন। খ্রীষ্ট দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না। তিনি ক্রুসে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। বাইবল মতানুসারে তিনি মৃত্যুর পর সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া শিষ্যদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন বটে কিন্তু সংস্কৃত শাস্ত্রকারদিগের মতে রাম দশ হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়া স্বশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টকে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল কিন্তু রামচন্দ্রকে সে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই ইহাতে কাহার অধিকতর দেবত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

আমরা বলি পাদরি সাহেবেরা রামভক্ত হিন্দুস্থানিদিগের মনে তাঁহাদিগের আরাধ্য দেবতার নিন্দা করিয়া মর্ম্মান্তিক বেদনা না দিয়া যদি কেবল এক ঈশ্বরের আরাধনার উপদেশ দেন তাহাতে খ্রীষ্টের মধ্যবর্ত্তিতার আবশ্যকতা প্রতিপাদন চেষ্টা না পান এবং অজ্ঞান অন্ধ কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন বিপথগামী হিন্দুস্থানিদিগকে সুপথে আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে বহুতর মঙ্গল হয়। মুঙ্গেরবাসিরা এরূপ মূর্খতারূপ অন্ধ তমসে আচ্ছন্ন হইয়া আছে যে তাহাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে আত্ম সম্বন্ধে ও সমাজ সম্বন্ধে কিছু মাত্র কর্ত্তব্য জ্ঞান নাই। তাহারা জগৎ ও ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত নয়, সমাজের উন্নতি সাধন মনুষ্য মাত্রের যে একান্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম তাহা তাহারা অবগত নহে। তাহারা সমাজের প্রতি এমনি উদাসীন যে তাহারা পরস্পরের সুখ দুঃখে সমসুখদুঃখতা প্রকাশ করে না অন্য কথা কি তাহারা নিজের নিজের উন্নতি সাধনে যত্নবান নয়। জ্ঞানলাভ চেষ্টা দূরে থাকুক তাহারা শরীর রক্ষার্থে উত্তম দ্রব্য ভোজন ও পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিধান করে না। শয়নসুখও তথৈবচ, ছারপোকে কামড়াক ও মশাতে দংশন করুক সামান্য ধুলিধুষরিত শয্যায় কোন রূপে রাত্রি যাপন হইলেই হইল এরূপ ব্যক্তিদিগকে কর্ত্তব্য জ্ঞান শিক্ষা দিয়া সৎপথে আনয়ন করিবার চেষ্টায় যে কি মহোপকার লাভ হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পাদরী সাহেবেরা সে চেষ্টা না করিয়া বিফল চেষ্টা পান তাই তাঁহাদের বক্তৃতা অরণ্যে রোদন তুল্য হয় কেহই সে বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয় না। প্রত্যুত, উপহাস করে কিন্তু আমরা যেরূপ বলিতেছি যদি তাঁহারা তাহাদিগকে কর্ত্তব্য শিক্ষা এবং ধর্ম্মনীতি এবং এক ঈশ্বরের আরাধনার উপদেশ দেন তাহা হইলে কেহই বিরক্ত হইবে না বরং অনেকে তাঁহাদিগের উপদেশ শ্রবণে উৎসুক হইয়া জ্ঞান লাভ করিবে তদ্দ্বারা অনেকের চরিত্র শোধিত হইয়া সৎপথে প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা। মুঙ্গেরে হিন্দু ও মুসলমানই প্রধান, এই উভয় জাতির শাস্ত্রে প্রধান রূপে এক ঈশ্বরের আরাধনার উপদেশ দিয়াছেন। অতএব পাদরি সাহেবদিগের মুখে সেই উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের বিরক্ত হইবার কথা নাই। পুষ্পদন্ত মহাদেবকে স্তব করিবার সময়ে কহিয়াছেন

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং ম
বৈষ্ণবমিতি প্রভিন্নে প্রস্থানে—ইত্যাদি"

তিন বেদ সাংখ্যশাস্ত্র যোগশাস্ত্র পাশুপতদর্শন বৈষ্ণব মত ইত্যাদি ভিন্ন পথ আছে।

এই প্রকার লিখিয়া তিনি কহিতেছেন—

"ঋজু কুটিলনানাপথ জুষাং
নৃণামেকো গম্য স্তমসি পয়সামর্ণবইব"

কোন নদী সরল পথে, কোন নদী বক্র পথে এইরূপ নানা পথে গমন করিয়া যেমন এক সমুদ্রে গিয়া পতিত হয় তেমনি ঋজু কুটিল নানা পথগামী মনুষ্যগণের তুমি একমাত্র গন্তব্য স্থান।

এক ঈশ্বর প্রতিপাদন ও তাঁহার উপাসনার উপদেশ দান যাবতীয় সংস্কৃত শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হরিহরবিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণের রূপ যে কল্পনামাত্র ঐ সংস্কৃত শাস্ত্রকারেরা সে কথাও কহিয়াছেন—

"উপাসকানাং সিদ্ধার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা।"

অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে পাদরি সাহেবেরা খ্রীষ্টকে পরিত্যাগ করিয়া এবং রামাদির নিন্দা না করিয়া সর্ব্বদেশের ও সর্ব্ব জাতির উপাস্য এক ঈশ্বরের যদি আরাধনার উপদেশ দেন তাহা হইলে তাঁহারা কখনই বিরাগভাজন হইবেন না।

খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা রামচন্দ্রের উপরে যেরূপ গালিধারা বর্ষণ করেন মুসলমানেরা সেরূপ করেন না। মুসলমানেরা রামলীলা দর্শন ও তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া প্রকারান্তরে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। মুঙ্গেরের হিন্দুরাও ঐরূপ মহরমে যোগ দিয়া থাকেন। যেখানে হিন্দু দেবালয় সেই স্থানেই প্রায় মুসলমানদের মসিদ দেখিতে পাওয়া যায়। এ অংশেও মুসলমান ও হিন্দু বিরোধ দৃষ্ট হয় না। দেখিয়া বোধ হয় ঐ উভয় জাতি পরস্পর মৈত্রী সহকারে ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়া থাকেন কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায় কতকগুলি ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমান হিন্দুদিগের অবমাননা করিবার উদ্দেশে হিন্দুধর্ম্মের একান্ত বিদ্বেষ্য গোহত্যা প্রকাশ্য স্থানে করিবার চেষ্টা করিয়া হিন্দুদিগের বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকেন।

উপরে আমরা রামলীলা ক্ষেত্রে যে প্রকার জনতার কথা কহিলাম অন্য অন্য দেশে এ প্রকার বৃহৎ মেলা হইলে কত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। কত দূরদেশ হইতে ব্যবসায়ীরা আসিয়া মেলা হইবার পূর্ব্বে দোকান বাঁধিয়া দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু এখানে তাহার কিছুই দেখা গেল না। বাণিজ্যের উৎসাহ

বর্দ্ধন মেলার একটী প্রধান লক্ষণ, কিন্তু সে লক্ষণ এখানকার মেলায় দেখিলাম না। মুঙ্গের সহর ও জিলার যে কোন বিষয়ে উন্নতি নাই এটী তাহার একটী প্রধান নিদর্শন। এই এক রামলীলা ব্যাপার লইয়াই পত্রখানি বৃহৎ হইল। অতএব অন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিলাম না। পাঠকগণ মুঙ্গেরের অন্য অন্য বিষয় ক্রমেই সোমপ্রকাশে দেখিতে পাইবেন।

# বিজ্ঞাপন।

মালতি কুসুম তৈল। ইহা ব্যবহারে কেশ পুষ্ট ও ঘন হইয়া, টাক আরোগ্য হয়। মস্তিষ্কের উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া, শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন, মন হু হু করা ও মূর্চ্ছাদি বায়ুরোগ প্রশমিত হয়। ইহা মনোহর গন্ধ বিশিষ্ট। ১ শিশির মূল্য ১৲। প্যাকিং ৵০ আনা।

কামোদ্দীপক রসায়ন। ধাতু তরল, অধিক স্বপ্নদোষ, শিথিল ইন্দ্রিয় ও ধ্বজভঙ্গাদি রোগ বিনষ্ট হয় ও শরীর স্থূল, সবল ও বীর্য্যবান হইয়া রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। ১ শিশির মূল্য ৩৲। প্যাকিং ৵০ আনা।

রবিসুন্দর রস। ইহাতে সজ্বর প্লীহাবৃদ্ধি, একাশিরা, বাতশিরা, শ্লিপদাদি রোগ আরোগ্য হয়। ১ কৌটার মূল্য ২৲। প্যাকিং ৵০ আনা।

অর্শারি রসায়ন। ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় সকল প্রকার অর্শ একেবারে আরোগ্য হয়। সপ্তাহ মধ্যে বলি খসিয়া পড়ে। ১ শিশির মূল্য ২৲। প্যাকিং ৵০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

কথা সরিৎসাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। মূল্য ১।০ টাকা। ডাক মাসুল /০ আনা। গ্রহণার্থী আমার নিকট মূল সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

## কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকাল পক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃশূলাদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অল্পদিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১।০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

## দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্ত-শূল, দন্ত আর্শিশ, দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া ও রক্ত পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ।০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীকৈলাসচন্দ্র দের ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

## জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতায় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

---

যিনি এক দিবসে হৃদয় দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পুস্তক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

---

শারীরবিধান ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

---

## মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এসপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর জেমুয়াকান্দি ১০
শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র শীল—চুচুড়া ১০
" অন্নদাচরণ রায়—কাছাড় ৭
" কেদারনাথ ঘোষ—অপর আসাম ৩৷৷
" গোলোকচন্দ্র দত্ত কানুনগো—শ্রীহট্ট ১০
" ভুবনমোহন চৌধুরী—রঙ্গপুর ৭৷৷
" পার্ব্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়—পাঁচগাঁও ৭
" ঈশানচন্দ্র রায় চৌধুরী—রঙ্গপুর ১০
" গোপালকিশোর দত্ত—বগুড়া ৭
" যুগলকিশোর দাস—ছাতক ১০
" নগেন্দ্রনাথ মল্লিক—কলিকাতা ৩
" সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা ৫৷৷
" মথুরেশচন্দ্র দেবরায়—ছান্দাড়া ১০
" গোপীনাথ চৌধুরী—মেদিনীপুর ১০
" গিরিশচন্দ্র চৌধুরী—গোবিন্দপুর ৭
" অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী—রঙ্গপুর ৭
" পুলিনবিহারী সিংহ—উদয়[illegible] ১০
" নীলকমল সিংহ—কাকিনীয়া ৭
" লালবিহারী সাহা—দিনাজপুর ৭
" শ্রীমন্তচন্দ্র নন্দী—ইসলামপুর ৫
" প্রিয়নাথ [illegible]—[illegible]
" রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—মুনিরামপুর [illegible]
" হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—[illegible] ৭
" রাধাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়—বাঁকুড়া ৭
" যুগলকিশোর পাল—পুর্ণিয়া ৭
" কার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—নদীয়া ৭
" চুড়ামণি ঘোষ—চন্দসি ৫
" বিশ্বনাথ সভাপতি—মেদিনীপুর ৫
" সারদাচরণ মুখোপাধ্যায়—রঙ্গপুর ৫
" প্রমথনাথ রায়—ডুবরহাটী ১০
শ্রীযুক্ত জেমসলায়েল কোম্পানি—বহরমপুর ১০
" আনন্দপুর স্কুলের সম্পাদক ৭
" বাঁকুড়া পবলিক লাইব্রেরির সেক্রেটারি ১০

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

[illegible] এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক ঘর হইতে চাঙ্গড়িপোতা [illegible] শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা [illegible] সোমপ্রকাশ [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

# সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ২৭ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ১৭ ই কার্ত্তিক। ইং ১৮৮০। ১ লা নবেম্বর। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

## বিজ্ঞাপন।

### বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

### মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

### ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

### কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। [illegible] গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার [illegible] অসুবিধা ও কলিকাতার পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

### বিজ্ঞাপন দাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা অতঃপর সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হইবে না।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
কার্য্যসম্পাদক।

---

### WANTED.

For the district of Balasore an officer with necessary qualifications of a Sub-Overseer Public Works Department, and with sufficient practical experience, to act for six months on a salary of Rs 50 per mensem during the absence on leave of the permanent incumbent. Applications with Copies of testimonials, will be received by the undersigned up to the 6th November. 80.

Balasore
The 21 October, 1880.

H. G. Cooke
Chaiman of the
Road-Cess Committee
Balasore.

---

### কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকাল পক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃশূলাদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অত্যল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৷০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

### দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্ত-শূল, দন্ত অরিশ, দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া ও রক্ত পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ।০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীট শ্রীকৈলাসচন্দ্র দের ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

### জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৷৵০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

---

যিনি এক দিবসে হৃদয় দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

# সোমপ্রকাশ।

## ১৭ ই কার্ত্তিক সোমবার।

### তুরস্ক সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান রাজনীতি।

তুরস্ককে অবশেষে ডলসিগ্নো নগর ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। সুলতান প্রথমে আশা করিয়াছিলেন যে ইউরোপের রাজাদিগের মধ্যে ঐক্য বন্ধন বহুদিন থাকিবে না। যখন নানা জাতীয় রণতরি সকল নিরাপ্টি সাগরের অভিমুখে অগ্রসর হইল, তখনও হয়ত আশা করিয়াছিলেন যে ভয়প্রদর্শন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য কার্য্যতঃ কিছু করা হইবে না। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি সুলতানের সে মতিভ্রম এত দিনে ঘুচিয়া গিয়াছে। গ্লাডষ্টোন ছাড়িবার লোক নহেন, তিনি পদস্থ হইয়াই সুলতানকে চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। বার্লিন সন্ধিপত্রে তুরস্ক ও গ্রীসের যেরূপ সীমা নির্দ্দেশ করা হয়, মণ্টিনিগ্রোদিগকে যে সকল অধিকার প্রদত্ত হয়, এবং তুরস্কের শাসনকার্য্যে যে সকল সংস্কার করিবার পরামর্শ দেওয়া হয়, সুলতানের গবর্ণমেণ্ট এতদিন তাহার অনেক অবহেলা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা দায়ে পড়িয়া আরও অনেকবার এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাকে সংস্কারের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন, তাঁহারা পাছে তুরস্করাজ্য ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায় এই ভয়ে তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য বাধ্য করিতে পারিতেন না। পরামর্শ গ্রাহ্য করিল না কি করিব এই বলিয়া ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতেন। অথচ তুরস্কপতিকে অর্থের দ্বারা সময়ে সময়ে সাহায্যও করিতে হইত। এইরূপে কার্য্য চলিতেছিল। বার্লিন সন্ধিপত্রে ইউরোপের সকল গবর্ণমেণ্ট একত্র হইয়া আবার তুরস্ক গবর্ণমেণ্টকে কতকগুলি পরামর্শ দিয়াছিলেন। এগুলিও অবহেলিত হইতেছিল, গ্লাডষ্টোনমন্ত্রিদল পদস্থ না হইলে বোধ হয় পূর্ব্ববারের পরামর্শ সকলের ন্যায় এই সকল পরামর্শও অবহেলিত হইত, কিন্তু গ্লাডষ্টোন সাহেব পদস্থ হইয়াই সে ঔদাসীন্য ভঙ্গ করিলেন। তিনি বলিলেন, ন্যায়ের জন্য এবং ধর্ম্মের জন্য যে সংস্কার আবশ্যক এবং সমুদায় গবর্ণমেণ্ট যাহা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা তুরস্ককে করিতেই হইবে, নতুবা আমরা বলপূর্ব্বক করাইব, ইহাতে তুরস্ক রাজ্য যায় যাউক থাকে থাকুক। ইউরোপীয় অন্যান্য রাজারা বার্লিন সন্ধিপত্রে পূর্ব্বে স্বাক্ষর করিয়া নিজ নিজ সম্মতি জানাইয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং গ্লাডষ্টোন সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সমুদায় রাজাই এবিষয়ে এক হৃদয় হইয়া কার্য্য করিয়াছেন। এইবার তুরস্কের গবর্ণমেণ্ট শক্ত হাতে পড়িয়াছেন। অনেকদিনের দূষিত প্রণালী সকল বোধ হয় এতদিনে সংশোধিত হইবে; খ্রীষ্টীয় প্রজাদিগের উপর এতদিন যে সকল অত্যাচার হইত তাহা বোধ হয় এতদিনের পর নিবারিত হইবে।

পাঠকগণ! বর্ত্তমান লিবারেল মন্ত্রিদলের তুরস্ক সম্বন্ধীয় রাজনীতির বিভিন্নতা দেখিতে পাইতেছেন। কনসারবেটীবগণ রুশিয়ার ভয়ে এত দূর ভীত ছিলেন যে সাহস করিয়া তুরস্ককে কোন কথা বলিতে পারিতেন না বরং তুরস্ককে রুশিয়ার পথ রোধ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় মনে করিতেন। এই জন্য অর্থ এবং লোকবল দ্বারা তুরস্ক গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। লিবারেলগণ রুশিয়ার ভয়ে তত ভীত নন। ইহাঁরা যে মূল নীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতেছেন তাহা এই, যে ব্যক্তি নিজ প্রজাবর্গের প্রতি নানা প্রকারে অন্যায় ও অধর্ম্মাচরণ করিতেছে আমরা তাহাকে আমাদের বন্ধু মনে করিতে পারি না, কিম্বা তাহাকে অর্থাদি দ্বারা সাহায্য করিতে পারি না, যদি করিতে হয় তাহা হইলে সেই সকল অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে। বিশেষ তাঁহার অত্যাচার নিবন্ধন যখন ইউরোপের শান্তি ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা তখন আমরা সে বিষয়ে উদাসীন থাকিতে পারি না।

এবিষয়ে যে সকল জাতির ঐক্য হইয়াছে ইহা বর্ত্তমান সময়ের একটী বিশেষ শুভচিহ্ন বলিতে হইবে। অতঃপর ইউরোপীয় জাতিদিগের যে সকল বিবাদ উপস্থিত হইবে তাহাও বোধ হয় এইরূপ সকল জাতির সমবেত বিচার দ্বারা মীমাংসা হইবে। তাহা হইলে যুদ্ধ বিগ্রহের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিবে। যে উভয় পক্ষে বিবাদ হয় তাঁহারা অনেক সময় স্বার্থপরতা বা জিগীষা প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া অপক্ষপাতে ন্যায় বিচারে সমর্থ হন না। এরূপ স্থলে ঐ প্রশ্ন যদি এরূপ পাঁচ জনের হস্তে দেওয়া হয় যাঁহাদের স্বার্থের সম্বন্ধ নাই, তাহা হইলে ন্যায় পক্ষ রক্ষা হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ ইউরোপে এই সমবেত বিচার প্রথা একবার বদ্ধমূল হইলে অনেক অত্যাচার উপদ্রব একেবারে তিরোহিত হইবে। যাহারা সবল তাহারা আর দুর্ব্বলদিগকে পীড়ন করিতে পারিবে না; সুলতানের ন্যায় যথেচ্ছাচারী রাজগণ আর প্রজাদিগকে অযথা ক্লেশ দিতে সাহসী হইবে না। কারণ ইউরোপে এরূপ বিক্রান্ত কোন জাতি আছে, যাহারা অপর সকল জাতির সমবেত বলের সমকক্ষ হইতে পারে? এই প্রথা দ্বারা জগতের মহৎ কল্যাণ হইবে আমরা এরূপ আশা করিতেছি।

আসিয়া দেশে কি এরূপ কোন প্রথা অবলম্বন করিবার উপায় হয় না? বর্ত্তমান সময়ে তিনটী জাতি আসিয়ার রঙ্গভূমিতে সর্ব্ব প্রধান বলিয়া গণ্য হইতেছেন। ইংলণ্ড, রুশিয়া ও চীন। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই তিন জাতিরই অন্তরে গূঢ় বৈরভাব অগ্নির ন্যায় প্রধূমিত হইতেছে। ইংলণ্ডের শঙ্কা হইতেছে, চরমে ভারতবর্ষের উপর হস্তার্পণ করা রুশিয়ার সংকল্প; রুশিয়ার মনে হইতেছে আফগানিস্থান, পারস্য প্রভৃতি অধিকার করিয়া মধ্য আসিয়ার ধনধান্য নিজ হস্তগত করা ইংলণ্ডের ইচ্ছা; রুশিয়া এবং চীনের ত কথাই নাই, তাঁহারা উভয়েই বদ্ধপরিকর হইয়া সমর বেশে দাঁড়াইয়াছেন। এইরূপ অস্বাভাবিক চিরবৈরের অবস্থাতে থাকা অপেক্ষা কোন প্রকার সমবেত কার্য-প্রণালী কি অবলম্বন করা সম্ভব নয়? অনেকে হয়ত বলিবেন আসিয়ার জাতি সকল অসভ্য ও বর্ব্বর, তাহাদিগকে লইয়া সমবেত ভাবে কার্য্য করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাহার উত্তরে বক্তব্য এই ইউরোপে যেমন "গ্রেট পাউয়ার্শ" অর্থাৎ প্রধান জাতিদিগেরই সমবেত সভা হইয়াছে এখানেও সেইরূপ প্রধান জাতিত্রয় মিলিত হউন। ব্রহ্মদেশ, আফগানিস্থান, পারস্য প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ সকল তাঁহাদের মিলিত পরামর্শ অবহেলা করিতে সাহসী হইবে না। রুশিয়া অথবা ইংলণ্ড ত আর অসভ্য বর্ব্বর নহেন, চীনকেও নিতান্ত বর্ব্বর শ্রেণীতে গণ্য করা যায় না। আমাদের বোধ হয় ইহাদের তিন দলের মধ্যে সন্ধি বন্ধনের চেষ্টা বিফল না হইতে পারে।

---

### উর্দ্দূ ও হিন্দী।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চলিত ভাষা সম্বন্ধে বহুদিন হইতে একটী গোলযোগ চলিয়া আসিতেছে। হিন্দি এবং উর্দ্দূ এই উভয়ের উচ্চারণ ও ভাষাগত প্রভেদ বড় অধিক নয়। উভয়ের ব্যাকরণ এক বলিলে হয় তবে এক ভাষার মধ্যে সংস্কৃত শব্দের ভাগ অধিক। অপরটীর মধ্যে পারস্য শব্দের ভাগ অধিক। কিন্তু এই উভয় ভাষার বর্ণ স্বতন্ত্র হওয়াতে ফলে একই দেশে দুই প্রকার ভাষা চলিত রহিয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের আদালতে এতদিন উর্দ্দূ ভাষার ব্যবহার হইত; কিন্তু সেখানকার লোকে যে ভাষায় কথা বার্ত্তা কহে তাহা উর্দ্দূ নহে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভাষা হিন্দী এবং পঞ্জাবের ভাষা পঞ্জাবী বা গুরুমুখী। বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া [illegible] কাশী, [illegible] হিন্দী অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অধিক [illegible]

সংস্কৃত মিশ্রিত হিন্দী শুনিতে পাওয়া যায়। যতই দিল্লী আগরা প্রভৃতি মুসলমান সম্রাটদিগের রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হওয়া যায় ততই চলিত হিন্দী উর্দ্দূর আকার ধারণ করে।

একই প্রদেশে এই উভয় প্রকার ভাষা প্রচলিত থাকাতে বালকবালিকাদিগের শিক্ষার বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। দেশের দৈনিক বিষয় বাণিজ্য প্রভৃতির সমাধার জন্য প্রচলিত হিন্দী ব্যবহার হইয়া থাকে সুতরাং বালকদিগকে তাহা শিখাইতে হয়। আবার উর্দ্দূ আদালতের ভাষা সুতরাং উর্দ্দূও শিক্ষা দিতে হয়। এইদিকে আবার তাহাদের সাদৃশ্য প্রায় এক। সুতরাং একই ভাষা তাহাদিগকে দুই প্রকার বর্ণমালা দ্বারা শিক্ষা করিতে হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক বিদ্যালয় পরীক্ষা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, একই শ্রেণীতে হিন্দী ও উর্দ্দূ দুই প্রকার শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের আদালত সকলে উর্দ্দূর পরিবর্ত্তে যে কায়েতী হিন্দী প্রচলিত করিবার কথা হইতেছে তদ্দ্বারা এই গোলযোগের নিবারণ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার মূল যুক্তি এই, আদালত যে প্রদেশে থাকে সেই প্রদেশের লোকে সচরাচর যে ভাষাতে কথাবার্ত্তা কহে, সেই ভাষাতে বিচারালয়ের কার্য্য চলা ভাল। বিশেষ উর্দ্দূ ভাষার বর্ণমালা অতিশয় হীন। অনেক শব্দ আছে, যাহা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত বর্ণ উর্দ্দূ অথবা পারস্য বর্ণমালার মধ্যে নাই। এই জন্য উর্দ্দূ ভাষার সৃষ্টি করিবার সময় পারস্য বর্ণমালাতে অনেক প্রকার বিন্দু, চিহ্ন প্রভৃতি যোগ করিয়া উর্দ্দূর একটী নূতন বর্ণমালা সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। দ্রুত হস্তে লিখিতে গেলে এই সকল বিন্দু, মাত্রা ও যুক্তাক্ষরাদি এমন জড়াইয়া যায় যে তাহাদের মর্ম্মোদ্ভেদ করা অনেক সময় অতি নিপুণ ব্যক্তিদিগেরও পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠে। এই জন্য আদালতের অনেক সময় গোল থাকে। এক একজন মুন্সী আসিতেছেন এবং এক এক নূতন প্রণালীতে পড়িতেছেন, দুইজন মুন্সীর পড়া এক প্রকার হয় না। একদিকে উর্দ্দূ বর্ণমালা শিখিবার যেমন সুবিধা; ইংরাজী অপেক্ষাও বোধ হয় দ্রুত লেখা যায় অপর দিকে এই এক মহা অসুবিধা। কায়েতী হিন্দীতে দ্রুত লিখিবার কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু পাঠের সময় একরূপ গোলযোগ ঘটিবে না।

উর্দ্দূর পরিবর্ত্তে হিন্দী ব্যবহার করিবার আরও একটু যুক্তি আছে। হিন্দী ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রেই লোকে বুঝিতে পারে কিন্তু উর্দ্দূ অনেক স্থলের লোকে বুঝে না। বহুল পরিমাণে হিন্দী শিখিবার রীতি সর্ব্বত্র প্রচলিত হইলে লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের সহিত বিষয় বাণিজ্যাদিতে রত হইবার সুবিধা হয়। বালকদিগকে আর উর্দ্দূ বর্ণমালা শিক্ষা করিবার জন্য ক্লেশ পাইতে হয় না। উর্দ্দূর বর্ণমালা এমন অধম যে পশ্চিম প্রদেশের অনেকগুলি ভদ্র ইংরাজ ও দেশীয় লোক ইংরাজী অক্ষরে উর্দ্দূ লেখার রীতি প্রচলিত করিবার জন্য একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের মত এই যদি উর্দ্দূই শিক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে ইংরাজী অক্ষরে লিখিবার প্রথা প্রচলিত করা ভাল।

---

বিহারবাসীদিগের হীন অবস্থা, উহার কারণ ও প্রতীকারের উপায়।

বিহারবাসীরা যে কিরূপ শোচনীয় অবস্থা গ্রস্ত হইয়া আছে, যাঁহারা সেই অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন না করিয়াছেন, তাঁহাদেরের হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন। এই কারণে আমরা সেই অবস্থার বোধক কয়েকটী প্রমাণ সর্ব্বাগ্রে পাঠকগণের অগ্রে উপস্থিত করিতেছি। প্রথম, এই বিহার প্রদেশ আসাম অঞ্চলের চা-ক্ষেত্র ও মরিসস্ ও ত্রিনদাদ প্রভৃতি উপনিবেশের কুলি সংগ্রহের প্রধান আড্ডা হইয়াছে। ভারতবাসীদিগের জন্মভূমির মায়া অধিক। ইহারা নিতান্ত নিরুপায় না হইলে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যদেশে যায় না। বাঙ্গালা দেশই ইহার প্রমাণ। বঙ্গদেশে যে কোন ব্যক্তি হউক, কোন রূপে তাহার অন্ন সংস্থান হয় বলিয়া অন্যত্র গমন করে না। বেহারে এরূপ লোক অনেক আছে, কোন রূপে তাহাদের অন্নসংস্থান হয় না। এই হেতু এখানকার অধিক সংখ্যক লোক জীবিকার্থী হইয়া দূরতর দেশে গমন করিয়া থাকে। ইহা বিহারবাসীদিগের হীনাবস্থার এক প্রধান প্রমাণ।

দ্বিতীয় প্রমাণ ইহাদের বাস, আহার ও পরিচ্ছদ পরিধান প্রণালী। ইহারা অতি সামান্য গৃহে অপরিচ্ছন্ন ভাবে বাস করিয়া থাকে। সেই গৃহগুলি গোয়ালশালার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। তাহাদের আহারীয় দ্রব্য অতি জঘন্য। পরিচ্ছদ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। একবার যে পরিচ্ছদ প্রস্তুত হয় জন্মের মধ্যে তাহার রজকালয় দর্শন হয় না। সেই পরিচ্ছদকে মূর্ত্তিমতী হীনাবস্থা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

তৃতীয়, ইহাদের ভাল মন্দ হিতাহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ নাই। তোমার ইষ্ট হউক অনিষ্ট হউক, তাহারা তাহা বুঝে না, তাহাদের নিজের ইষ্ট হইলেই হইল। এই কুৎসিত স্বার্থপরতা তাহাদের হীনাবস্থার অপর প্রমাণ।

চতুর্থ, তাহাদিগের ভদ্রাভদ্র ব্যবহার জ্ঞান ও বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান নাই। অশ্লীল বাক্য যেন তাহাদের মুখে লাগিয়া আছে। যাহাদিগের ব্যবহার উচ্চ হয়, তাহাদিগের এরূপ আচরণ হয় না।

এ প্রকার হীনাবস্থার অনেক গুলি কারণ ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ বিহারে অতি দীর্ঘকাল অবধি লেখা পড়ার চর্চ্চা নাই। যে কোন সমাজ হউক, যদি লেখা পড়ার চর্চ্চা না থাকে সে সমাজ ক্রমে মূর্খ হইয়া পশুবৎ হইয়া যায়। মূর্খতা হীনাবস্থার প্রধান কারণ। নির্ব্বুদ্ধি লোকেরা প্রায়ই অলস ও অপদার্থ হইয়া থাকে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যাহার বুদ্ধি না থাকে, সে উৎসাহ পূর্ব্বক পরিশ্রম করিতে পারে না। তাহার পরিশ্রম পশুর পরিশ্রমের ন্যায়; অপরে যতক্ষণ খাটাইয়া লয়, ততক্ষণ খাটিতে পারে, না খাটাইলে খাটিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাদি কতকগুলি জাতি হিন্দু সমাজের প্রধান। যাহারা যে সমাজের প্রধান, তাহাদিগের যদি উন্নতি না থাকে, অপর শ্রেণীর উন্নতির সম্ভাবনা থাকে না। সমাজের প্রধানেরা উন্নত হইলে তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অপর শ্রেণীর উন্নতি সাধনে যত্নবান হন। ভদ্রলোকদিগের কার্য্য ব্যবহার ও দৃষ্টান্তদর্শন করিয়াও অপর শ্রেণীর অনেক শিক্ষা লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, যে ব্রাহ্মণ জাতি বিহারবাসীদিগের শীর্ষস্থ তাঁহারাই একান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া আছেন। না আছে তাঁহাদিগের লেখা পড়া শিক্ষা, না আছে তাঁহাদিগের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, না আছে তাঁহাদিগের সৎ ও সম্মানজনক জীবিকা, সুতরাং মানুষ যে যে গুণে উন্নত হইয়া থাকে, তাহার অন্যতর একটী গুণও তাঁহাদিগের মধ্যে দৃশ্যমান হয় না। আমরা ইহার একটী প্রমাণ দিতেছি। মুঙ্গেরের মধ্যে সীতাকুণ্ডের প্রায় তিন শত ঘর পাণ্ডা আছেন। তাঁহাদের অন্য কোন জীবিকা নাই। তাঁহারা অন্য কোন কাজ করেন না, কেবল যে সকল যাত্রী সীতাকুণ্ড দর্শন করিতে যায়, তাহাদিগের নিকটে যে দুই এক পয়সা পায়, তাহাতেই তাহাদিগের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। যাহারা এ প্রকার ভিক্ষোপজীবী তাহাদিগের কি কখন সাংসারিক উন্নতি ও মঙ্গল হয়? অধিকাংশ ব্রাহ্মণেরই ভিক্ষা একমাত্র জীবিকা। যাহারা চাকরি করে, তাহাদিগের লেখা পড়া জ্ঞান ও বুদ্ধির চতুরতা না থাকাতে উচ্চ পদ লাভ হয় না। তাহারা প্রায়ই সামান্য কনষ্টেবলি, সিপাহিগিরি ও দ্বারবানগিরি, করিয়া জীবন যাপন করে। তাহাতেই চিরকাল সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। সন্তুষ্ট না থাকিয়াই বা কি করিবে? তাহারা যে উত্তরোত্তর আত্মোন্নতি বিধান করিবে, তাহাদিগের সে ক্ষমতা কোথায়? সে পথই বা কোথায়?

ভদ্ভিন্ন যে সকল বাণিজ্যজীবী লোক আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি লোকের সঙ্গতি আছে বটে কিন্তু তাহাদিগের হইতে সমাজের কোন উপকার হয় না এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি দোষ স্পর্শ করে না। তাহারা ব্যবসায় সম্বন্ধে অভ্যাস-গুণে নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া উঠে। পরের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি করিবার প্রায় অবসর হয় না। বিহারে যে সকল জমিদার আছেন, তাঁহারাও প্রায় আত্মম্ভরি। তাঁহারাও নিজ নিজ প্রজার ও প্রতিবেশিগণের সুখ দুঃখে সুখ দুঃখ বোধ করেন না। সুতরাং তাঁহাদিগের উন্নতি সাধনের ইচ্ছা ও চেষ্টা নাই। এরূপ অবস্থায় বিহারবাসিদিগের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা কি?

নীলকরেরা আবার পণ্ডের উপরে বিস্ফোটক হইয়াছেন। তাঁহারা বিহারের অধিকাংশ উৎকৃষ্ট ভূমি কুক্ষিগত করিয়া লইয়াছেন। তাহার লাভ তাঁহারা ভোগ করিয়া থাকেন। আমরা শুনিতে পাই, এক এক কুঠীয়াল খরচ খরচা বাদে ৬০। ৭০ হাজার বা লক্ষ টাকা লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু যাহাদের দেশ, যাহাদের জন্মভূমি, তাহারা ভাল দ্রব্য দূরে থাকুক, অতি জঘন্য দ্রব্যও উদর পূরিয়া খাইতে পায় না! আমরা শুনিয়াছি, এক একজন নীলকরের কুঠীর অধীন ১০। ১২ হাজার বিঘা ভূমিতে নীল হইয়া থাকে। প্রজারা যদি ঐ সকল ভূমির কৃষিকার্য্য করিতে পাইত, তাহারা কি উন্নতিশালী হইত না? আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, প্রজারা নীলকে তাহাদিগের অনুন্নতির একটী প্রধান কারণ বলিয়া গণনা করিয়া থাকে। যে যে কারণে প্রজারা নীলকে আপনাদিগের অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচনা করে, তাহা এই—

প্রথমতঃ নীলকরেরা আপন আপন ভূমিতে মজুর খাটাইয়া নীল উৎপাদন করে। তাহাতে দেশের অধিকাংশ লোকই মজুর হইয়া গিয়াছে। তাহারা যে মজুরি হইতে মুক্ত হইয়া অন্য পথ অবলম্বন করিবে, তাহার যো নাই। তাহারা পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় নীলকরদিগের অর্থবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ দেনা পাওনার স্রোত চলিতে থাকে, যে কোন কালে তাহার বিরাম হয় না। তাহারা মজুরিও অধিক পায় না, যে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা নীলকরের ঋণ পরিশোধে সমর্থ হইবে। তাহাদিগকে হদ্দমদ্দ খাটনী খাটিতে হয়, তাহাতেও তাহাদের যে কিছু বুদ্ধি আছে তাহার প্রভা লোপ পায় এবং শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। তাহাতে তাহাদিগের অপদার্থতার ক্রমে চূড়ান্ত হইয়া উঠে। উহাদিগকে নীলকরের এক প্রকার ক্রীতদাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আবার যে সকললোকের কৃষিকার্য্যোপযোগী ভূমি আছে, নীলকরেরা তাহার কতকভূমিতে নীল উৎপাদন করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া থাকে। যাহার গরু ও লাঙ্গল না থাকে, নীলকরেরা তাহাদিগকে ঐ দুই বস্তু কিনিয়া দেয় এবং তাহাদিগকে টাকা কড়িরও দাদন দিয়া থাকে। তাহাদিগকেও পাকে প্রকারে নীলকরের ক্রীতদাস হইতে হয়। তাহারা অগ্রে নীলের ভূমিতে চাস না দিয়া আপনাদিগের অন্য অন্য ফসলের জমীতে চাস দিতে পারে না। বোধ কর তাহার ক্ষেত্রে যো হইয়াছে এবং তাহাকে যে জমীতে নীল উৎপাদন করিতে হইবে, তাহাতেও যো হইয়াছে; কিন্তু সে অগ্রে নীলের ক্ষেত্রে চাস না দিয়া অন্য ফসলের জমীতে চাস দিতে পারিবে না; সুতরাং সে নিজ ভূমিতে সময়ে চাস দিতে না পারাতে শস্যোৎপত্তির বহু ব্যতিক্রম ঘটে।

এখন পাঠক দেখুন কৃষকের দুই প্রকারে ক্ষতি হইতেছে। প্রথম, তাহার নিজের জমীর কিয়দংশে নীল উৎপাদন করিয়া দিতে হয়, তাহাতে তাহার এক অংশে ক্ষতি হইল অর্থাৎ তাহাকে যদি সে জমী নীলের নিমিত্ত দিতে না হইত, সে তাহাতে নিজ মনোমত শস্য উৎপাদন করিয়া লাভবান হইতে পারিত, তাহার সে লাভ ক্ষতি হইয়া গেল। দ্বিতীয়ত তাহার অধিকৃত অন্য শস্যের জমীতে সময়ে চাস দিতে না পারাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য জন্মিল না, তাহাতেও ক্ষতি হইল। কৃষকের আর একটী ক্ষতি এই, নীলকর কৃষক দ্বারা যে শস্য উৎপাদন করে, তাহার যথোচিত মূল্যই দিয়া থাকে; কিন্তু কৃষকের ভাগ্যে তাহার সম্পূর্ণ লাভ ঘটে না। নীলকুঠীর আমলা চাপড়াসী ও তাগিদকার প্রভৃতির উদরে তাহার অর্দ্ধেক প্রায় ভস্মসাৎ হইয়া যায়। এটীও কৃষকের একটী মহৎ ক্ষতি। ইহা তাহার উন্নতির বৃহৎ প্রতিবন্ধক। যে নীলকরের প্রদত্ত অর্থের রেজা মুড়া বাদ দিয়া যাহা পায়, তাহাতে পরিবার ভরণপোষণ হয় না। অতএব তাহার সংগতি হইবার সম্ভাবনা কি? অর্থ-সংগতি ব্যতিরেকে কে কোথায় কাহাকে উন্নত হইতে দেখিয়াছেন?

কৃষক ও মজুর ভিন্ন নীলকরের আর এক প্রকার ক্রীতদাস আছে। নীলকরেরা নীল বহাইবার নিমিত্ত গাড়ির দাদন দেয়। যাহারা একবার দাদন লয়, তাহারা আর জন্মে নীলকরের ঋণ পরিশোধে সমর্থ হয় না। নীলকরের যখন প্রয়োজন হইবে, তখনই তাহাকে আপনার কাজ ফেলিয়া ও আপনার ক্ষতি করিয়াও আসিতে হইবে। তাহার ঘাড় মুখ নাড়িবার যো থাকে না। নীলকর দাদনরূপ কীলক দ্বারা তাহার ঘাড় মুখ বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, নীলকরেরা বিদেশীয় লোক, তাহারা কিরূপে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল? কিরূপেই বা এক এক জন ৮। ১০ হাজার বিঘা ভূমি হস্তগত করিয়া লইল? পাঠক ইহার অনেক গুলি কারণ আছে। আমরা উপরেই বলিয়াছি জমিদারের প্রজার প্রতি স্নেহ নাই। বিহারের অনেক জমিদারই অজ্ঞ তাঁহারা সাহেব দেখিলেই মনে করেন, তাহারা (সাহেব) দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। মাজিষ্ট্রেটেরা নীলকরের মাস্তুতো ভাই। নীলকর মাজিষ্ট্রেট ও গবর্ণমেণ্ট তিনিই এক; একে তিন; তিনে এক। জমিদারেরা নীলকরের বিষয়ে প্রায়ই অজ্ঞতা মূলক এই ভ্রান্ত সংস্কারের বশীভূত হইয়া পড়েন; সুতরাং নীলকর নীলের নিমিত্ত জমি চাহিলে জমিদার প্রত্যাখ্যান করিতে সাহসী হন না। তিনি যেন বাধ্য হইয়া নীলকরের প্রার্থিত ভূমি তাহাকে দেন। নীলকরের ভূমি পাইবার আর একটী কারণ এই, কোন কোন জমিদার প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করা কষ্টকর কার্য্য বিবেচনা করেন, সুতরাং নীলকরেরা ভূমিপ্রার্থী হইলে সেই সেই জমিদার আপনাদিগের লাভ মনে করিয়া প্রজার সহিত ভূমি নীলকরকে বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তাঁহারা দুটী লাভ গণনা করিয়া থাকেন। প্রথম, এককালে কিছু অর্থ লাভ হইল। দ্বিতীয়, প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করিবার যে কষ্ট ছিল তাহা দূরগত হইল। আবার কোন কোন জমিদার ঋণগ্রস্ত হইয়া নীলকরকে ভূমি দিতে বাধ্য হন। বঙ্গবাসিদিগের ন্যায় বিহারবাসিদিগের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ নাই। তাহারা পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ দোল দুর্গোৎসব কিম্বা অন্য কোন পর্ব্বে ব্যয় করে না। তাহারা এক বিবাহে অসঙ্গত ব্যয় করিয়া থাকে। তাহারা প্রায়ই সাধ্যাতীত ব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। নীলকরকে জমী দিয়া অর্থ লইয়া সেই ঋণ পরিশোধ করে। এতদ্ভিন্ন কোন প্রজার ভাল ভূমি দেখিলে তাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করাও নীলকরের একটী রোগ আছে। গরিব প্রজারা নীলকরের সহিত মকদ্দমা করিয়া জমীর উদ্ধার করিতে সাহসী হয় না। তাহারা মনোদুঃখ মনে নির্ব্বাচন করিয়া মৌনী থাকে। নীলকর স্বচ্ছন্দে সেই ভূমি ভোগ করে। এই গুণই নীলকরদিগের ভূমি হস্তগত হইবার প্রধান কারণ।

[illegible] বিহারি প্রজাদিগের অনুন্নতির যে কারণ নয়, তাহা বলা যায় না। এতৎ-[illegible] যে এক প্রকার [illegible] আছে, তাহা প্রধানতঃ

প্রজার কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে স্বাধীনতা হরণ করিয়া লয়। দরিদ্র প্রজারা আপাততঃ কষ্ট দূর হইতেছে দেখিয়া দাদন লইয়া থাকে। সুতরাং তাহারা ইচ্ছামত নিজ নিজ ভূমিতে শস্য উৎপাদন করিতে পারে না। আমরা বিহারবাসী কোন কোন প্রজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, যে ভূমিতে অহিফেন উৎপাদন করিয়া তাহাদিগের যে লাভ হয়, সেই ভূমিতে আলু দিলে তাহাদিগের অধিক লাভ হইতে পারে। কৃষক পৃষ্ট হইয়া বলিল, এক কাঠা ভূমিতে অহিফেন উৎপাদন করিয়া ৪৷৷০। ৪৫। ৫ টাকা লাভ হয়; কিন্তু ঐ এক কাঠা ভূমিতে আলু দিলে ৬। ৭ টাকা লাভ হইয়া থাকে। অহিফেনের দাদন প্রথা নীলের দাদন প্রথার ন্যায় বলপ্রকাশের প্রথা নয় বটে; কিন্তু প্রলোভন প্রথা। গবর্ণমেণ্ট নীলকরদিগের ন্যায় জুলুম করেন না সত্য; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিরা যে জুলুম করে না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। একজন জমীদার আমাদিগকে বলিলেন, তাঁহার প্রজাগণের ইচ্ছা নাই যে অহিফেন উৎপাদন করে; কিন্তু কর্ম্মচারীরা ছাড়ে না। তিনি একথাও কহিলেন, অহিফেনের উৎপাদন যোগ্য কোন কোন ভূমিতে তাঁহার কোন কোন প্রজা ধান্যের চাস করিয়াছে। কর্ম্মচারিদিগের ইচ্ছা এই যে ধান্য উৎপাটন করিয়া তাহাতে অহিফেন বীজ বপন করা হয়; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ভয়ে স্বয়ং সে কার্য্য করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের অভিপ্রায় জমীদার স্বয়ং ঐ কার্য্য করেন। ফলতঃ গবর্ণমেণ্টের এই দাদন দিবার প্রথাটী আমাদিগের রুচিকর হইতেছে না। প্রজাদিগকে এখন যে লাভ দেওয়া হয়, তাহাও হৃদয়গ্রাহী নয়। গবর্ণমেণ্ট অহিফেন বিক্রয় করিয়া স্বয়ং যে লাভ করেন, কৃষককে অন্ততঃ তাহার অর্দ্ধেক দেওয়া উচিত।

বিহারী প্রজাদিগের হীনাবস্থার স্বরূপ, তাহার প্রধান২ কারণ নির্দ্দেশিত হইল, এক্ষণে তাহার প্রতীকারের উপায় প্রদর্শিত হইতেছে। বিহারবাসিরা অতি নির্ব্বোধ। তাহাদিগের নির্ব্বুদ্ধিতাই তাহাদিগের যাবতীয় দুঃখের মূল। যাবৎ তাহাদের বুদ্ধির উন্মেষ, উদ্রেক, তীক্ষ্ণতা ও চতুরতা না হইতেছে, তাবৎ তাহাদের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি অকৃষ্ট পতিত ক্ষেত্রের ন্যায় কেবল জড়তাদিরূপ কণ্টকাদি কুৎসিত বৃক্ষে পরিপূরিত হইয়া আছে। উহার উন্মূলন ব্যতিরেকে মঙ্গল নাই। উন্মূলনের উপায় কি? বহুল পরিমাণে বিদ্যা প্রচারই এক মাত্র উপায়। গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক যত্ন ও বিশিষ্ট মনোযোগ ব্যতিরেকে সে উপায় সফল হওয়া সম্ভাবিত নহে। বঙ্গদেশেও বিহারের ন্যায় প্রথমতঃ বিদ্যানুরাগ ছিল না। গবর্ণমেণ্ট কত অর্থ ব্যয় করিয়া সেই শিক্ষানুরাগ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হইতেছে, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও মেডিকাল কলেজ যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তৎকালে তথায় ছাত্র জুটিত না। এই নিমিত্ত ঐ ঐ বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের আকর্ষণার্থ মাসিক বৃত্তি (ষ্টাইপেণ্ড) দিবার ব্যবস্থা করা হয়। বিহারেও প্রথমে ঐরূপে শিক্ষানুরাগ বর্দ্ধিত করিতে হইবে। এস্থলে আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট বিহারিদিগকে ইংরাজী শিখাইয়া শীঘ্র সুসভ্য করিয়া তুলিতে পারিবেন না। বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম না হইলে ইংরাজী শিক্ষা করা দুঃসাধ্য হয়। বিহারিদিগের যেপ্রকার বুদ্ধির গতি দেখা যাইতেছে; ৩। ৪ পুরুষ ক্রমাগত লেখা পড়ার চর্চ্চা করিলে তাহার পর যদি বুদ্ধি সূক্ষ্ম হইয়া উঠে। হিন্দি ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাহাদিগকে সাহিত্য ইতিহাস ও ধর্ম্মনীতির সবিশেষ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ তাহাদিগকে অঙ্ক বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রাদির শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। তাহারা আপাততঃ ঐ সকল গ্রন্থের অর্থাবোধে সমর্থ হইবে না। অষ্ট্রীয়া ও জর্ম্মণিতে যেমন বল প্রয়োগ শিক্ষা বিধি আছে বিহারেও সেই বিধি প্রয়োগ করিতে হইবে। স্থানে স্থানে বিশুদ্ধ হিন্দি ভাষায় পাঠশালা হউক এবং এই আজ্ঞা প্রচার করিয়া দেওয়া হউক, যে ব্যক্তি নিজ সন্তানকে ঐ ঐ পাঠশালায় পড়িতে না দিবেন, তিনি দণ্ডনীয় হইবেন। তৎ তৎ পাঠশালায় অধ্যয়নার্থী ছাত্রদিগের নিকট হইতে সামান্য মাত্র বেতন গ্রহণ করিতে হইবে। বিহারিরা নিতান্ত দরিদ্র, তাহাদিগকে বিনা বেতনে পড়াইতে হইবে। পাঠশালার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ জমীদারদিগের নিকটে ও মিউনিসিপালিটীর নিকটে সাহায্য গ্রহণ করা হউক এবং গবর্ণমেণ্ট নিজেও সাহায্য দান করুন।

মুসলমান রাজারা অত্যাচারই করিয়া গিয়াছেন, প্রজার লেখাপড়া শিক্ষার কোন উপায় করেন নাই। তাঁহাদিগের দীর্ঘকালীন অত্যাচার ও উপেক্ষাই বিহারী প্রজাদিগের অধঃপাতে যাইবার প্রধান কারণ। আমাদের সুসভ্য গবর্ণমেণ্টও কি উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগকে চিরকাল উৎসন্ন দশায় রাখিবেন? আমরা জগদীশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি, মুসলমান রাজগণের ব্যবহার প্রজার শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের আদর্শ না হইয়া মহারাজ দিলীপের চরিত্রই তাঁহাদিগের আদর্শ স্থল হউক।

প্রজানাং বিনয়াধানাৎ রক্ষণাৎ ভরণাদপি।
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ॥

সেই রাজা দিলীপ প্রজাদিগের শিক্ষা দান রক্ষণ ও ভরণ পোষণ হেতুক প্রজার পিতা ছিলেন, তাঁহাদিগের পিতারা জন্মদাতা মাত্র ছিল। অর্থাৎ দিলীপ প্রজার পিতৃ কর্ত্তব্য সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিতেন।

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট প্রজার পিতৃ স্থানীয়। অতএব বিহারী প্রজাদিগের শিক্ষাভার স্বহস্তে গ্রহণ করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। আমরা উপরে নীলকর ও প্রজার যে অনিষ্টকর সম্বন্ধের কথা কহিলাম, তাহারও নির্ম্মোচন করিয়া সুব্যবস্থা করা বিধেয়।

——:০:——

অধর্ম্মোপার্জ্জিত অর্থ।

কতকগুলি লোকের মুখে সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে রাজ্যশাসন করিতে গেলে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখিয়া চলা যায় না। স্থানবিশেষে ন্যায় বা কর্ত্তব্যের ব্যাঘাত হইলেও লাভালাভের গণনা করিয়া কার্য্য করিতে হয়। কেবল চিন্তাবিহীন সামান্য লোকের মুখেই যে এরূপ কথা শুনা যায় তাহা নহে, অতি বিজ্ঞ সম্ভ্রান্ত রাজনীতিজ্ঞেরাও অনেক সময়ে এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। এমন কি গ্লাডষ্টোন সাহেব যে তুরুষ্ক গবর্ণমেণ্টকে নিজ চরিত্র সংশোধনের জন্য চাপাচাপি করিতেছেন তাহাও অনেকের মতে কল্পিত-নীতি প্রিয়তা মাত্র। মনের অনেক সাধুভাবকে যেমন অনেক সময় আতিশয্যদোষে দূষিত করা যায় ইহাও সেই প্রকার ভাবুকতা মাত্র। এই শ্রেণীর লোকের নিকট ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার গৌণকার্য্য এবং স্বার্থচিন্তাই মুখ্য কার্য্য।

দুর্ভাগ্যক্রমশঃ ভারতবর্ষ শাসন সম্বন্ধে এই শ্রেণীর লোকের যুক্তি সকলকেই অধিকাংশ স্থলে জয় প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অহিফেনের ব্যবসায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ব্যবসায়ের ইতিবৃত্ত কিঞ্চিৎ বর্ণন করা আবশ্যক।

চীনের কতিপয় নগরে বাণিজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজ বণিকগণ যখন চীনদেশে ভারতবর্ষের অহিফেন বিক্রয় আরম্ভ করে, তখন সেই সংবাদ পাইবামাত্র চীন গবর্ণমেণ্ট আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং অহিফেনের আমদানী রাজবিধি দ্বারা রহিত করেন। তাহার পরে ইংরাজ বণিকগণ গোপনে প্রতারণাপূর্ব্বক অহিফেন বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। ইহাও যখন চীন গবর্ণমেণ্টের বিদিত হইল তখন তাঁহারা ইহা নিবারণের উপায় অবলম্বন করিলেন। ইহার জন্য একজন বিশেষ কমিশনর নিযুক্ত করা হইল। ইংরাজ বণিকদিগকে দেশ ত্যাগ করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইল এবং [illegible]

রাণের অনেক উপায় অবলম্বন করা হইল। ক্রমে এই অহিফেনের ব্যবসায় লইয়া দুই গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সংগ্রাম বাঁধিয়া গেল। ইংরাজেরা চীনদিগকে পরাজিত করিলেন এবং এক নূতন সন্ধিপত্র লিখিত হইল। তদ্দ্বারা চীন গবর্ণমেণ্ট ইংরাজ বণিকদিগকে অহিফেন বিক্রয়ের অধিকার দিলেন। তদবধি ভারতবর্ষীয় অহিফেন অবাধে চীনদেশে বিক্রয় হইয়া আসিতেছে। ক্রমে চীনদেশের এত লোকে অহিফেনসেবী হইয়াছে যে এক অহিফেনের রাজস্বের হিসাবে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বর্ষে বর্ষে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা আয় হইয়া থাকে।

ইহা দেখিয়া যদি কেহ বলেন, যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অস্ত্র খুলিয়া প্রাণহত্যার ভয় দেখাইয়া চীন জাতির গলে বর্ষে বর্ষে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা মূল্যের বিষ ঢালিয়া দিতেছেন তাহাতে কি অত্যুক্তি হয়? পাঠকগণ হয় ত অবগত আছেন, এই অহিফেনের ব্যবসায় লইয়া ইংলণ্ডের অনেক লোক আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লর্ড সালিসবরি প্রভৃতি এই দলে আছেন। আমাদের রাজপুরুষগণ কেবল রাজস্বের ক্ষতি হইবে এই দিকেই দেখিতেছেন কিন্তু এরূপ বলপূর্ব্বক একটী জাতিকে উৎসন্ন দেওয়া কর্ত্তব্য কি না সে দিকে দৃষ্টি করিতে পারিতেছেন না। সকলেই বলিতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয়ের যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে এ ব্যবসায়টী তুলিয়া দিলে সে ক্ষতি পূরণ হইবে কিরূপে? এই ক্ষতি পূরণের জন্য আবার কোন নূতন করের উদ্ভাবন করিতে হইবে। তাহাও অকর্ত্তব্য সুতরাং এ ব্যবসায়টী চীনের মহান্ অনিষ্টের কারণ হইলেও ইহা আপাততঃ পরিত্যাগ করা যাইতে পারিতেছে না। এই সকল ব্যক্তিই বিদেশীয় বস্ত্রের প্রতি যে শুল্ক ছিল তাহা তুলিয়া দিবার পক্ষে মত দিলেন। তদ্দ্বারা কি ভারতবর্ষীয় রাজস্বের ক্ষতি করা হয় নাই? ভারতবর্ষের ত এত দুরবস্থা তথাপি অদ্য একটী যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হউক, সেই ধনাগার হইতে অর্থ দিবার উপায় উদ্ভাবন করা হয় কি না দেখা যাইবে। তখন রাজস্বের দিকে দৃষ্টি থাকিবে না, রাজস্ব বৃদ্ধির নূতন নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিতেও বাকি থাকিবে না। ইহা আমরা বিলক্ষণ জানি।

যদি কোন ব্যক্তি অবৈধ উপায়ে ধনাগম করিয়া অপব্যয় করে তাহা হইলে কি তাহার অপরাধিতার আরও গুরুতর হয় না? ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি সাহসের সহিত সকল বিভাগের ব্যয়সংক্ষেপ করিতেন এবং যদি তৎপরেও দেখাইতে পারিতেন যে উক্ত রাজস্ব পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদের অচল হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও বরং একদিন অপরিহার্য্য প্রয়োজনের উল্লেখ করিয়া স্তোক দেওয়া শোভা পাইত কিন্তু সে প্রকার করিতে সাহসী হইলেন না; অথচ একটী অন্যায় ও অধর্ম্মাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিতেছেন না।

অহিফেনের ব্যবসায়ে আমরা লাভবান হইতেছি; এবং ইহার ক্ষতিতে আমাদের ক্ষতি; হয় ত অধিকতর করভারপীড়িত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তথাপি এই জঘন্য প্রথা রহিত করিবার জন্য চীন গবর্ণমেণ্ট যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন ও এতদ্দ্বারা চীনদিগের যেরূপ শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হইতেছে তাহা স্মরণ করিলে মনে বড় ক্লেশ হয় এবং এই ব্যবসায়কে সাক্ষাৎ নৃশংসতা বলিয়া মনে হয়।

দশ জন বণিক এই বাণিজ্যে রত আছেন গবর্ণমেণ্ট কেবল শুল্কের হিসাবে কিঞ্চিৎ রাজস্ব আদায় করিতেছেন; যদি এরূপও হইত তাহা হইলে ধর্ম্মের চক্ষে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য এত নিন্দিত হইত না; কিন্তু তাহা নহে; এ ব্যবসায়টী গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া। নীলকরদিগের ন্যায় গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং অহিফেনের চাষ করেন; বাক্সবন্দি করেন এবং চীনদেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করেন। একেত বাণিজ্যকার্য্যে রত হওয়া গবর্ণমেণ্টের অকর্ত্তব্য তাহাতে আবার এরূপ নিন্দনীয় ব্যবসায়।

গবর্ণমেণ্ট হয় ত বলিবেন, এ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতেছি নূতন কর দেও। আমরা নূতন কর দিতে প্রস্তুত নই, কারন আর দিবার সামর্থ্য নাই, অথচ এ ব্যবসায়টী গর্হিত বোধ হয়। গবর্ণমেণ্ট হয় ত বলিবেন যদি রাজস্বের ক্ষতি পূরণ করিবে না তবে ধর্ম্মাধর্ম্মের দিকে দেখিও না। সে প্রস্তাবেই বা কিরূপে সম্মত হই, সুতরাং বলিতে হয়, গবর্ণমেণ্ট অন্যায়াচরণ পরিত্যাগ করুন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় সংক্ষেপের চেষ্টা দেখুন।

---

## সিমলা গমনের ব্যয়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে সংবাদ দিয়াছি যে সকল এদেশীয় কেরাণী বর্ষে বর্ষে গবর্ণমেণ্টের সহিত সিমলা শৈলে গিয়া থাকেন, পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে যে নিয়মে পাথেয় ও অতিরিক্ত বেতন প্রভৃতি দেওয়া হইত, সে নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা হইতেছে। এ জন্য একটী কমিটী নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাঁহারা একটী নূতন নিয়ম অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছিলেন।

এরূপ শুনা যায়, গবর্ণর জেনেরলের মন্ত্রী-সভার সভ্যদিগের মধ্যে কেবল সর আলেকজণ্ডার আরবুথনট সাহেব এই প্রস্তাবের প্রতি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের পাথেয় দিবার রীতি উঠাইয়া দিলে বরং ক্ষতি নাই; কিন্তু এদেশীয় সামান্য কর্ম্মচারিদিগের অতিরিক্ত আয় কমাইলে তাহাদিগকে প্রকৃত ক্লেশে পাতিত করা হইবে।

সিমলা শৈলে গমন প্রথা রহিত হয়, তাহা অনেকের ইচ্ছা; সুতরাং এ বিষয়ে ব্যয় সংক্ষেপ হয় তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু যে স্থানে হাত দিলে বাস্তবিক ব্যয় সংক্ষেপ হইবে সেখানে হাত না দিয়া যদি গবর্ণমেণ্ট গরিব দুঃখীর শিরেই হস্ত দেন তাহা হইলে অবিচার দোষ প্রকাশ পায়। প্রথম কথা এই, পূর্ব্বে যখন অতিরিক্ত বেতন পাথেয় প্রভৃতি দিবার নিয়ম করা হয়, তখন তাহার যুক্তি কি ছিল। সিমলা বাসের ব্যয় অধিক এই চিন্তাই কি তাহার কারণ ছিল না। কিন্তু ব্যয় বাহুল্যের আশঙ্কাই যদি ঐ প্রকার নিয়ম প্রচলিত করিবার কারণ হয় তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে কাহাদের অতিরিক্ত বেতন পাওয়া কর্ত্তব্য? বৎসরের মধ্যে একবার শীত প্রধান দেশে যাওয়া কাহাদের পক্ষে আবশ্যক? তাহাতে কাহাদের লাভের অধিক সম্ভাবনা? সিমলা ও অপরাপর পার্ব্বতীয় প্রদেশে দেখা যায় যে সেখানে এদেশীয় লোকদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অধিক দুর্ম্মূল্য। ইংরাজদিগের সমতল ক্ষেত্রে থাকিতে যে ব্যয় হয় তদপেক্ষা শৈলোপরি অল্প ব্যয় হইয়া থাকে। ইংরাজেরা সচরাচর মাংসই অধিক আহার করেন। সহরে মাংস যেরূপ দুর্ম্মূল্য পর্ব্বতে পশুর মূল্য তদপেক্ষা ন্যূন হইবার সম্ভাবনা। তদপেক্ষা নূতন হইবার সম্ভাবনা। সহরে সাহেব দিগকে যে বাড়ী ভাড়া দিতে হয় তদপেক্ষা অল্প মূল্য পর্ব্বতের উপর বাড়ী পাইয়া থাকেন, সহরে থাকিতে গেলে তাঁহাদিগকে গাড়ি ঘোড়া প্রভৃতি ২০০। ২৫০ শত টাকা ব্যয় করিতে হয় পর্ব্বতের উপর ৮০। ৯০ টাকা হইলেই স্বচ্ছন্দে ঘোড়া প্রভৃতি রাখা যায়, এতদ্ভিন্ন ভৃত্যদিগের বেতনাদি হিসাবেও কিছু অর্থ বাঁচিয়া যায়। একখানি ইংরাজী পত্রের সম্পাদক গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, যে একজন উচ্চশ্রেণীর ইউরোপীয় কর্ম্মচারী কিঞ্চিৎ মিতব্যয়ী হইলে অনায়াসে ১২ বৎসরে ৫০০০০ পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা সঞ্চয় করিতে পারেন। যাঁহারা সিমলা গমনের দ্বারা ধনে প্রাণে উভয়দিকে লাভবান হন, তাঁহাদের পাথেয় বন্ধ করিলে অন্যায়াচরণ করা হয় না।

যে নিয়মে এদেশীয় কর্ম্মচারিদিগকে পাথেয় প্রভৃতি দিবার নিয়ম আছে তাহা যদি অতিরিক্ত বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট সে নিয়ম পরিবর্ত্তিত করুন কিন্তু এবিষয়ে ভীরুতা অবলম্বন করিলে চলিবে না। ইউরোপীয় কর্ম্মচারিদিগের প্রতিও যেন দৃষ্টি থাকে। গবর্ণমেণ্ট যে এবিষয়ে সাহসের সহিত কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন এরূপ বোধ হয় না। [illegible]

অনেক বার তাঁহাকে ভীরুতায় পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহারা স্বজাতীয়দিগের প্রতি সহজে হস্তার্পণ করিতে পারেন না। ব্যয় সংক্ষেপের এই উৎসাহ নূতন নয়। অনেকে কৌতুক করিয়া ইংলণ্ডকে বলদ পঞ্চানন বলিয়া থাকেন, বলদ পঞ্চাননের অপরাপর গুণাবলীর মধ্যে এই একটী গুণ দেখা যায় যে মধ্যে মধ্যে তাঁহার মিতব্যয়ী হইবার বড় ইচ্ছা হয়। তখন তিনি ঘোড়ার একসের দানা বন্ধ করিলেন, একটী সহিস তাড়াইলেন, গো বৎস প্রভৃতির ব্যয় কিঞ্চিৎ কমাইলেন। কিন্তু স্ত্রী পুত্রের বেশ ভূষা প্রভৃতির প্রতি হস্তার্পণ করিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন সেগুলি গৃহস্থের অত্যাবশ্যক ব্যয়। ক্রমে যখন অশ্ব গো প্রভৃতি দুর্ব্বল ও কর্ম্মে অসক্ত হইতে লাগিল তখন আবার বলদ পঞ্চাননের দয়া হইল তিনি এক সেরের স্থানে পাঁচসের দানার বন্দোবস্ত করিলেন। তখন আর মিতব্যয়িতার কথা মনে থাকিল না। বলদ পঞ্চানন ভারতবর্ষে এইরূপ করিয়া আসিতেছেন। এক একবার ব্যয় সংকোচের বাতাস উঠে অমনি দুই চারিটী চুনা পুটির প্রাণ যায়; কতকগুলি দরিদ্র কেরাণীর অর্দ্ধে হস্ত পড়ে। কিন্তু নিজ পরিবারদিগকে স্পর্শ করিতে সাহস হয় না আবার কিছুদিনের পর একটী কেরাণীর স্থানে পাঁচটী নিযুক্ত হয় দেখিতে পাই।

লর্ড রিপন ধর্ম্মভীরু লোক, তাঁহার প্রতি আমাদের অনেক আশা আছে। তিনি কার্য্য দক্ষতা বিষয়ে অগ্রগণ্য না হউন তাঁহার ন্যায়পরতার প্রতি আমাদের আস্থা আছে। তিনি একটু সাহসের সহিত কার্য্য করেন আমাদের এই মাত্র অনুরোধ।

---

আবকারি বিভাগ সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের যে কার্য্য-প্রণালী তাহা অতি বিচিত্র। লোকের পানদোষ যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষ মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন; আবার যদি আবগারি বিভাগের আয় কমিয়া যায় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, যে প্রদেশের আয় কমিয়া যায় সেখানকার কর্ম্মচারিদিগের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন না। কর্ত্তৃপক্ষ চান যে লোকের পানদোষ প্রবৃত্তি কমিবে, অথচ গবর্ণমেন্টের আয় বৃদ্ধি হইবে। একথা সকলেই জানেন যে পরিমাণে সুরাপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে গবর্ণমেন্টের আয় বাড়িবে। সুতরাং উক্ত উভয় উদ্দেশ্য যুগপৎ সিদ্ধ করিবার ইচ্ছাকে বিচিত্র কার্য্য প্রণালী বলিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ কি?

পূর্ব্বে যে সে ব্যক্তি ভাঁটী খুলিতে পাইত না। ভাঁটী খুলন গবর্ণমেন্টের কর্ত্তৃত্বাধীন ছিল; এই প্রণালী অনুসারে কিঞ্চিৎ লাইসেন্স দিলে যে সে ব্যক্তি যেখানে সেখানে ভাঁটী খুলিতে পারে। এই কারণে প্রায় সর্ব্বত্রই দেশীয় সুরার মূল্য সস্তা হইয়াছে। সুতরাং অনেক দরিদ্র লোক যাহারা পূর্ব্বে দরিদ্রতা নিবন্ধন সুরাপান করিতে পাইত না তাহারা এক্ষণে পানদোষে লিপ্ত হইতেছে। বঙ্গদেশের ও বিহারের নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের অবস্থা এই জন্য আরও নিকৃষ্ট হইয়া যাইতেছে। অতএব যদি এই প্রণালী পরিবর্ত্তিত না হয় তাহা হইলে দেশের বিশেষ দুর্গতি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ কি এই পানদোষ নিবন্ধন আপনাদের দেশের লোকের দুর্গতি প্রত্যক্ষ করেন নাই? ইহা কি তাঁহারা জানেন না যে এই পানদোষের ন্যায় ইংলণ্ডের নিম্ন শ্রেণীর দুরবস্থার দ্বিতীয় কারণ নাই। ইহা জানিয়া শুনিয়াও কোন বিবেচনায় এদেশের দরিদ্র প্রজাদিগকে উৎসন্ন করিবার উপায় করিতেছেন? প্রথমতঃ ধর্ম্মভীরু রাজার পক্ষে রাজস্বের লোভে মহা অনর্থের মূল স্বরূপ পানাসক্তির প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নয় বলিয়া অনেকে মনে করেন, ইহার উপর যদি সেই আসক্তিকে বর্দ্ধিত করিবার বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে রাজার পক্ষে নিতান্ত ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করা হয়।

ইতি মধ্যেই এই অতিরিক্ত পানাসক্তি নিবন্ধন অনেক লোক উৎসন্ন হইতেছে। কএক বৎসর পূর্ব্বে সর রিচার্ড টেম্পল এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে সাঁওতালদিগের পানাসক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে। তাহারা অনেক গুণে প্রশংসনীয়। তাহারা সাহসী নির্ভীক, সত্যবাদী ও সরল। যাঁহারা সাঁওতালদিগকে জানেন সকলেই এইরূপ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই জাতি যদি অতিরিক্ত পানদোষ নিবন্ধন হীনাবস্থ হইয়া পড়ে, তাহা অপেক্ষা অধিক শোচনীয় কি? গত বৎসরের রিপোর্ট দেখা যায়, সাঁওতাল পরগণাতে সুরার খরচ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। আমাদের বক্তব্য এই ইংলণ্ডে যখন এবিষয়ে সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, তখন আমাদের দেশেও বর্ত্তমান প্রণালীর সংস্কার করা কর্ত্তব্য। প্রজার উৎসন্ন যাইবার পথ খুলিয়া দেওয়া রাজার পক্ষে উচিত হয় না।

---

নূতন পুস্তক।

টাকার পদ্য। শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার নাথ ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে টাকার কি উপকার হয়। টাকা উপার্জ্জন করিতে কত কষ্ট ইত্যাদি বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য চারি আনা।

আড়বালিয়া জ্ঞানবিকাশিনী সভার তৃতীয় বার্ষিক বিবরণ। সভার অধীনে যে যে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় ইহাতে তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

ব্যবস্থাকৌমুদী। ইহাতে ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বহুবিধ ব্যবস্থা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে; শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত তর্কালঙ্কার ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন। মূল্য এক টাকা।

বিজন কানন। এ খানি কবিতা গ্রন্থ। পাঠ করিলে লেখকের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে উত্তমোত্তম কবিতাগ্রন্থ লিখিতে পারিবেন। যে কিছু সামান্য ত্রুটী লক্ষিত হইল চেষ্টা করিলে তাহাও থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

---

# বিবিধ সংবাদ।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর নৈনিতাল হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে আলাহাবাদে অবস্থিতি করিতেছেন।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটে ভয়ানক ঝড় ও বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

রাজা মধুসিং হিতকরি সভার সাহায্যার্থ ২০০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

যে পর্য্যন্ত লর্ড রিপণ তাঁহার শরৎকালীন বাসস্থানে অবস্থিতি করিবেন সার জন ষ্ট্রাচি সেই পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনেরেলের সভার সভাপতির কার্য্য করিবেন।

মৃত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু মহিমচন্দ্র পালের দ্বিতীয় পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল সিবিল সর্ব্বিস পাঠের নিমিত্ত ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন।

ঝিলাম নদীতীরে যে সমস্ত সৈন্য রহিয়াছে তাহাদিগের মধ্যে বিসূচীকা রোগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পেশোয়ারে বিস্তর সৈন্য ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করিতেছে।

কতকগুলি হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত গণনাদ্বারা স্থির করিয়াছেন দেওয়ালি শেষ হইলে ভারতে বহু বৃষ্টি এবং তৎ সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহাদি উপস্থিত হইবে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট ভাবী জলকষ্ট নিবারণ করিবার নিমিত্ত তথায় কূপ খনন করিতে আদেশ দিয়াছেন। কালেক্টরেরাই ইহার কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

মুক্তাগাছা হইতে একব্যক্তি লিখিয়াছেন "মুক্তাগাছার অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় ৺ শারদীয় পূজার দিবস নূতন আপন বিদ্যালয়ের [illegible]

করিতেছিলেন সেই সময়ে কোন একটী ছিন্ন বস্ত্রা অনাথ বৃদ্ধা স্ত্রী একখানি বস্ত্র প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। ভূপতি মহাশয় সেই বৃদ্ধার দীনতা ও কাতরতা দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া এরূপ আক্ষেপ প্রকাশ করেন যে যদি ধনী ও জমিদারগণ বৃথা আমোদে অর্থ ব্যয় না করিয়া এরূপ দীন দরিদ্রদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করেন তবে দরিদ্র সমাজ হইতে দারিদ্র্যতা অবশ্য কিছু না কিছু অপসারিত হইয়া দীন দরিদ্রগণ, অপেক্ষাকৃত সুখী থাকিতে পারে। তিনি তখনই এরূপ অনাথ দিগকে বস্ত্র বিতরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এক ঘোষণা দেন। ঐ ঘোষণানুসারে অষ্টমী পূজার দিবস দুইশতাধিক অন্ধ, আতুর, এবং উপায় বিহিন বৃদ্ধদিগকে বস্ত্র, চাউল, ও পয়সা এবং তিন শতাধিক সাধারণ ভিক্ষুককে চাউল ও পয়সা বিতরণ করিয়া আপন দানশীলতা ও দয়ালুতার বিশেষ পরিচয় দিয়াই যে ক্ষান্ত রহিয়াছেন তাহা নয়। তাঁহার পরিচিত যে সকল অন্ধ আতুর ঐ দিবস উপস্থিত হইতে পারে নাই কি উপস্থিত হইতে পারে না তাহাদিগের নিমিত্তও বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন এবং আপন লোকদ্বারায় পাঠাইয়া দিতেও মনস্থ করিয়াছেন। ইনি, একজন দরিদ্রের অবস্থা দেখিয়া অকাতরে এইরূপে বহুল অর্থ বিতরণ করিয়া সাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। ইনিই প্রকৃতপক্ষে এক জন মহাত্মা ব্যক্তি। ইনি কেবল যে এই মাত্র দান করিলেন এমন নয়। সময়ে সময়ে এইরূপে বহুতর অর্থ বিতরণ করিয়া থাকেন। প্রার্থনাকারী ইঁহার নিকট কখনও বৈমুখ হয় না।

আমরা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি বর্ণিত ভূম্যধিকারী মহাশয় দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ সময়ে সময়ে এইরূপে অনাথ দিগের দুঃখ মোচনে কৃত সঙ্কল্প থাকুন।"

শুনিতে পাওয়া যায় হুগলি ষ্টেসন হইতে নৈহাটির ঘাট পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া এবং খেয়াঘাটের ভাড়ার গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেট বদ্ধ আছে। কিন্তু পূজা কিম্বা অপর কোন পর্ব্ব সময়ে ঐ দুই স্থানে পুলিসের পাহারা না থাকায় গাড়োয়ান ও খেয়াঘাটের নাবিকেরা বড় বিরক্ত করিয়া থাকে। গাড়োয়ানেরা অগ্রে আদর করিয়া তুলিয়া লইয়া পরে নামিবার সময়ে দ্বিগুণ ভাড়া চাহিয়া বসে এবং আদায় করিয়াও লয়। লোকে পাছে বেঙ্গল রেলওয়ের ট্রেণ মিস হয় এই আশঙ্কায় বিনা বাক্যব্যয়ে পয়সা দিয়া প্রস্থান করে। খেয়ার মাজিরাও অর্দ্ধেক গঙ্গায় গিয়া ঐরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। হুগলির মাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন তিনি যেন এই বিষয়ের একটী ভাল বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েন। আমরা রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়ির রেট-বদ্ধ দেখিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি।

বাগানে চাউল দুর্ম্মূল্য হওয়াতে দরিদ্র লোকদিগের অতিশয় কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। পেটের জ্বালায় চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করাতে ১৯০০ ব্যক্তি কারাবদ্ধ হইয়াছে।

কুচবিহারের মহারাজ ও রাণী বর্দ্ধমান হইতে ২৬ এ অক্টোবর কলিকাতায় উপনীত হইলে ১৩টী তোপ ধ্বনি হইয়াছিল।

১৫ ই অক্টোবর আহম্মদাবাদে একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র ও কন্যা উভয়েই ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব। কতকগুলি কৃতবিদ্য যুবক একত্র হইয়া অতি আমোদের সহিত বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

১ লা ডিসেম্বর উত্তর পঞ্জাব ষ্টেট রেলওয়ে আটক পর্য্যন্ত খোলা হইবে। রাউলপিণ্ডি পর্য্যন্ত একণে লাইন খোলা হইয়াছে। পেশোয়ার পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইবার বিলম্ব আছে। সিন্ধু নদে একটী সেতু নির্ম্মাণ ও রেলওয়ের অন্যান্য কার্য্য হইতেছে।

শুনা যাইতেছে তুরস্কের সুলতান আবার এক নূতন মতলব বাহির করিয়াছেন। তিনি ইউরোপীয় রাজগণের বেশী পীড়াপীড়ি দেখিলে রাজ্য ধন পরিত্যাগ করিয়া রুশের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিবেন। তথাপি রাজগণের লেজবরা হইবেন না। পরামর্শ কিছু মন্দ নহে, কিন্তু মরার বাড়া গালি নাই। ইংলণ্ডেরও আর জ্বালার উপর জ্বালার বাড়ি মারাও উচিত নহে।

এইরূপ জনরব ইংলণ্ড সাইপ্রস দ্বীপ পরিত্যাগ করিবেন।

বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্মের উপর একটী নূতন আইন করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। পুরির জগন্নাথের মন্দিরের একটী বন্দোবস্ত করিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র আইন হইবে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম নাটোরের রাজা যোগেন্দ্রনাথ রায় হাবড়া রেলওয়ের প্লাটফরমের উপর তথাকার পুলিষ কর্ম্মচারীকে প্রহার করাতে কনষ্টেবল তাঁহার নামে মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন এইরূপ ঘটনা হইবার কারণ এই রাজা কতকগুলি অনুচর বর্গের সহিত হাবড়া ষ্টেষণে উপস্থিত হইয়া একটী স্ত্রীলোকের সহিত রহস্য করিতে থাকেন। কনষ্টেবল এইরূপ দেখিয়া তাহার কর্ত্তব্য ও নিয়মানুসারে বিনয় বাক্যে রাজাকে কহিল এরূপ কথাবার্ত্তা কহা এখানে নিষিদ্ধ। তাহাতে রাজ ক্রোধান্ধ হইয়া কনষ্টেবলের পরিচ্ছদ ছিন্ন ও নানাপ্রকার অবমাননা করেন। একণে রাজা বিচারাধীনে আছেন এবং ২০০ শত টাকা জামিন দিয়াছেন। আইনবিরুদ্ধ কার্য্য করিলে কেমন ফল রাজা এখন বোধ হয় বেশ বুঝিলেন।

২ রা নবেম্বর শিমলার সেক্রেটরিয়েট আফিস ভঙ্গ হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। ইহার কিয়দংশ কলিকাতায় ও কিয়দংশ লাহোরে স্থাপিত হইবে।

আমরা দুঃখ সহকারে পাঠকবর্গের গোচর করিতেছি বঙ্গ রঙ্গভূমির স্থাপয়িতাও প্রধান অভিনেতা বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। শরৎ বাবু একজন উৎকৃষ্ট অভিনেতা ছিলেন অতএব তাঁহার অভাবে রঙ্গ ভূমির বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

ইউরোপীয় পুরুষেরা অনেক সময়ে সন্তরণ বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি একজন ইংলণ্ডীয় রমণীও ইহাতে বিশেষ পারদর্শীতা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি গ্রাইডের নিকটস্থ ডলুন হইতে সন্তরণ করিতে আরম্ভ করিয়া ৯০ মিনিটে বুক লাইট হোসে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর গ্যারেট সাহেব হাজারিবাগস্থ স্কুল পরিদর্শনার্থ গমন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের পোষ্ট অফিস সমূহের ডিরেক্টর জেনারেল ২১ এ অক্টোবর শিমলা পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং কলিকাতায় আগমন করিতেছেন।

বোম্বায়ের গবর্ণর ফার্গসন সাহেব নিয়ম করিয়াছেন যখন তিনি রাজপথে বামারোহনে বা অশ্ব পৃষ্ঠে ভ্রমণ করিবেন তখন গাড়ি ঘোড়া লইয়া কেহ যাতায়াত করিতে পারিবে না। এমন কি লোক জনের গতিবিধি বন্ধ করা হইবে। সাহেবী মেজাজ স্বতন্ত্র।

লাহোরে বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে গবর্ণর জেনারলের দরবার না হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

টেলিফোন যন্ত্র আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। একণে ভারতবর্ষেও ইহা প্রচলিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে। অভিনবরা নগরস্থ আংলো ইণ্ডিয়ান টেলিফোন কোম্পানি ইহার প্রধান উদ্যোগী। তাঁহারা এক ব্যক্তিকে এই কার্য্যের ভার দিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এ বিষয়ের প্রস্তাব করিবেন।

ভারতবর্ষীয় বন্দরে [illegible] প্রতি বর্ষে গাড়িভাড়া প্রভৃতিতে প্রায় ৮০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

এলাহাবাদে একটী কাগজের কল খুলিবার চেষ্টা হইতেছে। ইহার নিমিত্ত তিন লক্ষ টাকা ও সংগৃহীত হইয়াছে।

আলজিরিয়া নগরস্থ একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার সূর্য্যের তেজে কূপের জল উত্তপ্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

এইরূপ জনরব বারিষ্টার ডবলিউ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় ষ্টাণ্ডিং কৌন্সিলের পদে মনোনীত হইয়াছেন।

আমাদের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক হাজারিবাগ ও ছোটনাগপুর দর্শন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে দুই জন চিকিৎসকের প্রবর্ত্তনায় তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি কলিকাতায় আসিবেন বটে কিন্তু ছোটনাগপুর প্রভৃতি পরিদর্শনার্থ গমন করিবেন না।

গবর্ণমেণ্ট ঢাকা বিভাগ হইতে ২০ জন বোম্বেটিয়াকে ধৃত করিয়াছেন। বিচারে তাহাদিগের প্রত্যেকের কঠিন পরিশ্রমের সহিত ১০ বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। ইহারা ঢাকা ও গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্থানে নৌকা লুট করিয়াছিল।

ছোট উদয়পুরের রাজার মকদ্দমা শেষ হইয়াছে কিন্তু বিচারে কি হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই কারণ বাউ ষ্টক সাহেব আপনার রায় প্রকাশ না করিয়া উর্দ্ধ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

ইক্ষুদণ্ড মর্দ্দন করিয়া লইলে যে কাষ্ঠাংশ (শিটা) অবশিষ্ট থাকে আমেরিকাবাসীরা তদ্দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ধন্য আমেরিকাবাসীদিগের শিল্প নৈপুণ্য।

আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে পাঠকবর্গকে গোচর করিয়াছি যাঁহারা সিরেণচেষ্টারস্থ কৃষি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবেন, আমাদের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব তাঁহাদিগকে ২০০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করিবেন। বাবু অম্বিকাচরণ সেন এম, এ ও শাখওয়া হোসেন বি, এ ঐ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পারস্যে শস্য কিছু অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয় বলিয়া তথাকার গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন অতঃপর তথা হইতে শস্যাদি বিদেশে রপ্তানি হইতে পারিবে না।

দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ ডাকাইত বাসুদেব বলবন্তকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আজ্ঞা প্রদান করা হয়। এ ব্যক্তি এডেনের জেলে কারারুদ্ধ ছিল। একদা সে কারাগৃহের দ্বার ভগ্ন করিয়া পলায়ন করে কিন্তু পুনরায় ধৃত হইয়াছে।

আমির উদ্দিন খাঁ গ্লাসগো মেডিকাল কলেজে অধ্যয়নার্থ গমন করিয়াছেন।

সৈয়দ আবদুল রহমন, সৈয়দ এম, সেরিকউদ্দিন, আবদুল ইলিম এবং তাঁহার ভ্রাতা এম সেরাজউদ্দিন বারিষ্টারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আগমন করিতেছেন।

কলিকাতার সেরিফের পদ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। অতঃপর আর কেহ উক্ত পদে মনোনীত হইবেন না।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম মুর্শোরিস্থ হিমালয় ব্যাঙ্কের জনৈক কর্ম্মচারী বাবু মহেশচন্দ্র দত্ত "শিক্ষাবিভাগের সংস্কার" সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখাতে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের একজিকিউটিব কমিটী তাঁহাকে ১০০ টাকা পারিতোষিক দিয়াছেন।

লণ্ডন একজামিনার বলেন সাধারণে ডলসিগ্‌নো লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন কিন্তু এই সুযোগে রুশও আসিয়া মন্টিনেরে যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন।

নৈনিতালের হ্রদ হইতে জল বহির্গত হওয়াতে রামগঙ্গানদীর জলোচ্ছ্বাস হইয়াছে এবং তন্নিবন্ধন সেরেলিনামক স্থানের কিয়দংশ জলপ্লাবিত হইয়াছে, তথাকার অধিবাসিদিগেরও বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে।

রুশরাজ বহুদিন হইতে ডুলগোরনৌকি নাম্নী একটী রমণীর প্রণয়ে আবদ্ধ হন এবং তাঁহার গর্ভে তাঁহার পুত্রাদিও জন্মে। সম্প্রতি তাঁহার পত্নীবিয়োগ হওয়াতে তিনি ডুলগোরনৌকিকেই প্রকাশ্যে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বিশ্রাম সুখ অনুভব করিবার জন্য যুবরাজের হস্তে রাজকার্য্য অর্পণ করিয়া লিভিডিয়া নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন।

মেজর ক্যাভানারি কতিপয় আফগান কর্ত্তৃক হত হওয়াতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইয়াকুবের উপর সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি দোষী কি না তাহা কেহই এ পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই। সম্প্রতি এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত একটী কমিশন বসিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কি নির্ণীত হইয়াছে তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। ইয়াকুব খাঁ যে প্রকৃতির লোক তাহাতে তিনি যে হত্যা করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না।

ভারতসভার প্রতিনিধি বাবু লালমোহন ঘোষ গত কল্য বিলাত হইতে বোম্বাইয়ে উপনীত হইয়াছেন। শুনা যাইতেছে ইহাঁকে অভিনন্দন দিবার জন্য তথায় একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।

আমরা এ সপ্তাহে রাজপুর বান্ধব পুস্তকালয়ের ১২৮৭ সালের কার্য্য বিবরণ প্রাপ্ত হইলাম। এ পুস্তকালয়টীতেও অনেকগুলি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা অন্যান্য পুস্তকালয়েরও বেশ শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাইতেছি। ইহাতে এদেশীয়দিগের বিদ্যা শিক্ষায় যে বহুল পরিমাণে উন্নতি হইয়াছে তাহাও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। এরূপ দেশহিতকর কার্য্যের যতই বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল।

হেনলি নিবাসী ব্লাকবরণ নামক একজন কৃষক কার একটী বালিকাকে বলপূর্ব্বক চুম্বন করে। আদালতে তাহার দোষ প্রমাণ হওয়াতে বিচারপতি তাহার ২০০ টাকা অর্থ দণ্ড করিয়াছেন।

গ্লাডষ্টোনের কনিষ্ঠ কন্যা হেলেন নিউহাম কালেজের অধ্যক্ষের প্রাইবেট সেক্রেটারীর কার্য্য করিবার নিমিত্ত ক্যামব্রিজে গমন করিবেন।

মঙ্গপু নামক স্থানে গবর্ণমেণ্টের যে কারখানা আছে তাহাতে প্রতি সপ্তাহে ২। মণ কুইনা অর নামক সিনকোনা প্রস্তুত হইয়া থাকে কিন্তু জ্বরের সংখ্যা এত অধিক যে তাহাতেও কুলান হয় না।

নাগপুরে যে তুলার কল আছে, তাহাতে দিবসে যেরূপ কার্য্য হয় রাত্রিতেও সেইরূপ কার্য্য চালাইবার জন্য উক্ত স্থানের ডাইরেক্টর একটী বৈদ্যুতিক আলো ৬০০০০ টাকা দিয়া ক্রয় করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

লর্ড বিকন্সফিল্ড তাঁহার অবকাশ সময়ে নাটক রচনা ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। যে সকল পুস্তক তাঁহার স্বকপোলকল্পিত তাহার কোন কোন অংশ আবশ্যকমতে পুনর্মুদ্রিত করিবার জন্যও ইচ্ছা আছে।

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা বলিয়া যে একটী প্রবাদ বাক্য আছে সিমলাপুরের গবর্ণমেণ্ট হাউসে একটী চুরীর সংবাদে ঐ বাক্য তাহার প্রতিপোষকতা করিল। কয়েক দিবস গত হইল তথাকার গবর্ণরের টেবিল হইতে একটী স্বর্ণ নির্ম্মিত চেন ও ঘড়ি তাঁহার ২০ মিনিট অনুপস্থিতির মধ্যে অপহৃত হয়। লাট সাহেবের চক্ষের উপর যখন এরূপে কাণ্ড হইল তখন সাধারণ লোকের যে কি দশা হইবে তাহা পাঠকগণ সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

৫২ জন নেপালি ও একজন সর্দ্দারের সহিত যে দূত, চীন সম্রাটকে উপঢৌকন দিবার জন্য গমন করেন তাঁহারা সম্রাটের নিকট হইতে দুই লক্ষ টাকা পারিতোষিক এবং ২ টী রাজ পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে।

বোম্বাইয়ে ভয়ানক বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝাবাতের সহিত ঝটিকা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কত দূর অনিষ্ট হইয়াছে অদ্যাপি তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

আর্চিবল্ড ক্যাম্বেল সাহেব আট্‌লাণ্টিক সমুদ্রে গমন কালে থ্যাগ। ও তিমি মৎস্যের মধ্যে একটী ঘোর যুদ্ধ দেখিয়াছেন। তাহাদের উভয়ের মধ্যে প্রা এক ঘণ্টা যুদ্ধ হইয়াছিল অবশেষে তিমি মৎস্যটী নিহত হইয়াছে। তিনি বলেন যে তিনি অনেক সাগরে ভ্রমণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মৎস্যে মৎস্যে কখন এরূপ ঘোরতর যুদ্ধ দেখেন নাই।

৫ ই নবেম্বর বাঁকিপুরে বিহারের জমীদারদিগের একটী সভা হইবে। নূতন কর সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখা সম্বন্ধে বাদানুবাদ করা এই সভার উদ্দেশ্য দারভাঙ্গার মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। ইহাতে বিহারস্থ যাবতীয় মহারাজ রাজা ও জমীদার প্রভৃতির উপস্থিত হইবার কথা আছে।

বেরিলি কালেজটী রক্ষার জন্য সম্প্রতি একটী সভা হয় তাহাতে ১৪৬৫০ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ ১৮০০০ টাকা চাঁদা দিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীগণ যেরূপে ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য উদ্যোগী এরূপ বোধ হয় কোন ধর্ম্মাবলম্বীই নন। মুরাদাবাদের সব জজ মৌলবী সামিউল্লা খাঁ ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। যে সকল মুসলমান ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছেন তাঁহাদিগের উপাসনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য একটী মসিদ ও কবর দিবার জন্য ভূমী ক্রয় করিবার নিমিত্ত তিনি তথায় একটী সভা করেন। এই সভা হইতে ৬০০ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। পাঠক! মুসলমানেরা কেমন ধর্ম্মান্ধ তাহা দেখুন। ইহারা বিলাতে গিয়াও নিজ নিজ ধর্ম্মমন্দির স্থাপনে ব্যস্ত, কিন্তু হিন্দু যুবকগণ আপন আপন ধর্ম্ম টেম্‌স নদীতে বিসর্জ্জন দিয়া কিরূপে সাহেব হইব ও ইউরোপীয়ের প্রসাদ পাইব তাহার জন্য ব্যস্ত।

লর্ড লিটন রায় গোপাল মোহন সরকার বাহাদুরের কার্য্য দক্ষতা গুণে সন্তুষ্ট হইয়া ইংলণ্ড হইতে উপঢৌকন স্বরূপ স্বর্ণনির্ম্মিত ঘড়ি ও চেন প্রেরণ করিয়াছেন। ইনি তাঁহার ধনরক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

সোণাপুর পোষ্ট আফিস গৃহের দুর্দ্দশা দেখিলে বোধ হয় ইহার মা বাপ নাই। গৃহখানির চাল শতছিদ্র বিশিষ্ট। রৌদ্র ও বৃষ্টি প্রভৃতি হইলে পোষ্ট মাষ্টার বাবুর বিষম বিভ্রাট। গবর্ণমেণ্টের পোষ্ট আফিসের প্রতি অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কিন্তু সোণারপুর পোষ্ট আফিস সম্বন্ধে পরিদর্শকগণ বোধ হয় বাঁশ বনে ডোম কাণার ন্যায় হন। পোষ্ট মাষ্টারদিগের যেরূপ দায়িত্ব এবং পদে পদে যেরূপ বিপদ বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের কোন বিভাগের কর্ম্মচারীর এরূপ নহে। সাধারণ লোকের সংস্কার পোষ্ট আফিসে বিস্তর টাকা কড়ি থাকে, এই নিমিত্ত চৌর্য্যাদি উপদ্রবের আশঙ্কাও পদে পদে। এই জন্য পোষ্ট মাষ্টারগণ এক একটী লোহার সিন্দুকও পান। কিন্তু গৃহের যেরূপ দুর্দ্দশা তাহাতে পোষ্ট আফিস গৃহে সিন্দুক রাখা আর বসাইয়া রাখা সমান। টাকা কড়ি চোরে যাইলে অথবা বৃষ্টি পড়িয়া কাগজপত্র নষ্ট হইলে যখন তাহাকে সমূহ বিপদাপন্ন হইতে হইবে তখন কেন যে তাঁহার গৃহও তদনুরূপ না হয় আমরা তাহারও কোন বিশিষ্ট কারণ দেখিতে পাই না, আর এক কথা এই, সোণারপুর পোষ্ট মাষ্টারকে যেরূপ হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিতে হয় তাহাকে তাঁহার বেতনের বিষয়ে বিবেচনা করাও কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য। সোণারপুর পোষ্ট আপীস হইতে গবর্ণমেণ্টের যখন বিশেষ লাভ হইতেছে তখন পোষ্ট মাষ্টারেরও কিছু বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া উৎসাহ দেওয়া যে নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহার আর সন্দেহ নাই। উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই, অগ্রে এই পোষ্ট আপীস হইতে প্রাতে যেরূপ চিঠি পত্র যাইত এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্ত হওয়াতে সাধারণ লোকের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। বর্ত্তমান নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রাতঃকালে যদি এতদঞ্চলের পত্রাদি কলিকাতায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণের বিশেষ উপকার লাভ হইতে পারে ভরসা করি কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন।

ভারতবর্ষের পূর্ব্ব উপকূলস্থ পণ্ডিচেরিতে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। এই ঝড়ের প্রভাব এরূপ অধিক হইয়াছিল যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সমূহ এককালে উন্মূলিত হইয়া গিয়াছে। চারি জন পথিক বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

ষ্টেটসম্যানের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন জয়পুরের রাজার মৃত্যুর পর তথায় নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন হইতেছে। মৃত রাজার রক্ষিত বাইদিগের মধ্যে ১৭০ টীকে ও পুরোহিতদিগের মধ্যে ২ শত জনকে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে।

নৈনিতালে যে সমস্ত ব্যক্তি হত হইয়াছেন তাঁহাদিগের অসহায়া বিধবা ও অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রদিগের নিমিত্ত অনেকে সাহায্য দান করিতেছেন। বোম্বাইয়ের বি এবং এ বোম্বাইনিবাসী দুইটী স্ত্রীলোক ইহার জন্য ১০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

ব্রেবরেণ্ড নারায়ণ শিশাদারী নামক বোম্বাই নিবাসী জনৈক ব্যক্তি চীন দর্শনার্থ তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন চীন দেশের স্ত্রীলোকের অবস্থা এরূপ নিকৃষ্ট যে ভূমণ্ডলে কোন কালে কোন জাতীয় স্ত্রীলোকের এরূপ অবস্থা ছিল বোধ হয় না। পুরুষেরা ইচ্ছা করিলে স্ত্রীগ্রহণ ও পরিত্যাগ করিতে পারে। চীনবাসিদিগের অপত্যস্নেহও অতি চমৎকার। তাহারা ইচ্ছা করিলে পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু পুত্রেরা পিতাকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে।

---

## কোম্পানীর কাগজের দর।

শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ৯৭৶০ হইতে ৯৭/০
" ৪॥০ " " ১৮৭০ (১৮৮৫) ১০১৷ " ১০১॥০
" ৪॥০ " " ১৮৭১ (১৮৮১) ৯৬৸৶ " ৯৭৶০
" ৪॥০ " " ১৮৭৮-৭৯ (১৮৯৩) } ১০৬
" ৪॥০ " " ১৮৭৯ (১৮৯৩) } হইতে ১০৬॥
" ৪॥০ " " ১৮৮০ (১৮৯৩) কুপং ১০১
" ৫ " " ১৮৬৭ (১৮৮২) ১০১॥০

---

## আফগানস্থানের সংবাদ।

সংবাদ আসিয়াছে আয়ুব খাঁ হিরাটে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার নিকট এক্ষণে তিন দল হিরাটী সৈন্য ও ২০ টী কামান আছে।

বাকুকাজিস্থ একজন সর্দ্দার স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন আয়ুব যদি তাঁহাদিগের দলে যোগ দান করেন তাহা হইলে শীঘ্রই তদ্দেশস্থ অধিবাসীগণ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবে। কায়া নামক স্থানের অধিবাসিরা এই নিমিত্ত যুদ্ধ কার্য্য শিক্ষা করিতেছে।

শুনা যাইতেছে আমীর আবদুল রহমান আকবর খাঁকে লালপুরার শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

৮ নম্বর সৈন্যদলের একজন উষ্ট্রচালক টাকা কড়ি লইয়া যখন যাইতেছিল সেই সময়ে দস্যুরা আসিয়া তাহাকে বধ করিয়া অর্থ লইয়া গিয়াছে।

সিবিল মিলিটরি গেজেট বলেন সলিমান খাঁ ও মির্জ্জা ইব্রাহিম খাঁ নামক দুই জন মুসলমানকে আয়ুব খাঁর চর বলিয়া পেশোয়ারে ধৃত করা হইয়াছে। মাঈওয়া নামক স্থানে যখন যুদ্ধ হয় সেই সময়ে ইহারা আয়ুবের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া

কেহ কেহ নিশানদিহি করিয়াছে। এদেশীয়দিগের ন্যায় ইহাদিগের পরিধেয় ছিল।

আয়ুব জেলমণ্ড নদীতীরস্থ মেডলে নামক স্থান অধিকার করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন।

কাবুলের যে মুসলমান হিন্দু স্বর্ণকারকে হত্যা করিয়াছিল আমীর তাহাকে তোপে উড়াইয়া দিয়াছেন।

---

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

১৫ ই অক্টোবর। নাটোরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, কে, লিয়ন সাহেব বিদায় গ্রহণ করাতে রাজসাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

১৬ ই অক্টোবর। নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডবলু, আর, রিকেটস চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে বদলী হইলেন বলিয়া ৬ ই তারিখের কলিকাতা গেজেটে যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত হইয়াছে।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, টি, ব্যাবোনা চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে বদলী হইলেন এবং ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে অবস্থিতি করিবেন।

১৮ ই অক্টোবর। প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, এইচ, ডাওএল দ্বারভাঙ্গায় রহিলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ব্রজমোহন রায় ময়মনসিংহে বদলী হইলেন কিন্তু ঐ জেলায় অন্তর্গত আটীয়ার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

আটীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ফরিদপুরে বদলী হইলেন। কিন্তু ইহাঁকে সদর ষ্টেষণে অবস্থিতি করিতে হইবে।

২০ এ অক্টোবর। গয়ার অন্তর্গত নওয়াদার ভার-প্রাপ্ত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এইচ, কক্স কাওয়াকোল নামক স্থানে ইনস্পেক্টরদিগের থাকিবার জন্য বাঙ্গালা নির্ম্মাণার্থ ভূমি সংগ্রহের জন্য ১৮[illegible] সালের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২২ এ অক্টোবর। বিহার ও পাটনার সবডেপুটী কালেক্টর আর ব্রি, ব্রাইথ সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২৩ এ অক্টোবর। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সার্প সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচার করিবেন।

---

## ইউরোপীয় সমাচার।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২০ এ অক্টোবর। জর্ম্মনি অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্স ডলসিগ্নো শাসনের ভার গ্রহণ করাতে সুলতান তাঁহার সৈন্যগণকে উহা ৫ দিনের মধ্যে পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিয়াছেন। মণ্টিনিগ্রোবাসী আলবানীয়গণের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার জন্য রিজা পাশা একটী দুর্গ নির্ম্মাণের সংকল্প করিয়াছেন।

হদোপাশাকে কনষ্টাণ্টিনোপলে আহ্বান করা হইয়াছিল কিন্তু তিনি সে আদেশ পালন করেন নাই। এইরূপ জনরব সুলতানকে রাজ্যচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করা হইতেছে, চক্রান্তকারীদিগের কএক জন ধৃতও হইয়াছে।

এথেন্স ২৩ এ অক্টোবর। ডেপুটী চেম্বার্স সভার বিরোধিদল জয় লাভ করাতে মন্ত্রিসম্প্রদায় পদত্যাগ করিয়াছেন।

কেপটাউন ২১ এ অক্টোবর। বাসুতোরা কর্ণেল ক্লার্ককে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবার ভয় প্রদর্শন করাতে নূতন সৈন্য প্রেরিত হইতেছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৩ এ অক্টোবর। খুর্দ্দিশ পারস্যে পুনরায় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে। সাহ ইহাদিগকে দূরীকৃত করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৫ এ অক্টোবর। লেপ্টনাণ্ট জেনারেল সার আলেকজাণ্ডার টেলার কুপার্সহিল ট্রেনিং কলেজের গবর্ণর হইলেন।

গতকল্য পার্ণেল সাহেব গ্যালওয়ে নামক স্থানে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন লর্ড সভার সভ্য ফষ্টার সাহেব আয়ারলণ্ডের দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদিগের প্রস্তাবিত আইনের পাণ্ডুলেখ্য অগ্রাহ্য করাতে তথায় যে সকল গুপ্ত হত্যা হইতেছে তজ্জন্য তাঁহাকে দায়ী হইতে হইবে।

লণ্ডন ২৬ এ অক্টোবর। আয়র্লণ্ডে আরও নূতন সৈন্য প্রেরিত হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট প্রসিদ্ধ বক্তা পার্ণেল, কেলি, বিগার, সেক্সটন, ও কনার্স ও সলিভান নামক দুই ব্যক্তি এবং ল্যাণ্ড লিগের কয়েকজন কর্ম্মচারীকে চক্রান্তকারী বলিয়া ধৃত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এইরূপ জনরব ইহাঁদিগের বিচার লণ্ডনে হইবে।

পার্ণেল সাহেব গ্যালওয়ে নামক স্থানে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট যে যে ব্যক্তিকে চক্রান্তকারী স্থির করিয়াছেন তাঁহাদিগের বিচার কমন্স হাউসের দোষী সভ্যদিগের বিচারের ন্যায় হইবে।

এথেন্স ২৬ এ অক্টোবর। সীমা প্রদেশ সম্বন্ধে নূতন মন্ত্রী বলিয়াছেন গ্রীশ ইউরোপীয় রাজগণের বিচারের প্রতীক্ষা করিবেন না।

লণ্ডন ২৭ এ অক্টোবর পার্ণেল সাহেবের প্রাইবেট সেক্রেটারি হিলি ধৃত হইয়াছেন। লর্ড সালিসবরি টাউটন নামক স্থানে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন সামুদ্রিক যুদ্ধের উদ্যোগ এখন বিফল হইয়া গিয়াছে। জীবন রক্ষা করা এবং আয়র্লণ্ডবাসীদিগের সহিত যে চুক্তি আছে তদনুসারে কার্য্য করা গবর্ণমেণ্টের অগ্রে কর্ত্তব্য।

দুর্ভিক্ষ কমিশনর কেয়ার্ড সাহেবের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটী সুদীর্ঘ রিপোর্টও প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের মত কেয়ার্ড সাহেবের মতের সহিত অধিকাংশ বিষয়েই অনৈক্য। কেবল স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বৃদ্ধি এবং দেশীয় দিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করা সম্বন্ধে উভয়ের মত এক হইয়াছে। ভূমির কর সংক্রান্ত কার্য্য পরিবর্ত্তন করিলে সময়ে সময়ে অনেক গোলযোগ ঘটে একথা গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন এবং কৃষির উন্নতি ও রপ্তানি দ্রব্যের উপর শুল্ক রহিত করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন।

আয়র্লণ্ডের ল্যাণ্ডলিগ সভার অন্যতর সভ্য ওয়ালেস সাহেব ধৃত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৯ এ অক্টোবর আয়র্লণ্ডের পূর্ব্বোপকূলে ভয়ানক ঝড় হইয়া প্লাবন উপস্থিত হইয়াছে। ডবলিন প্রভৃতি স্থানের অনেক লোকের গৃহাদি পতিত হওয়াতে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ২৮ এ অক্টোবর। সংবাদ আসিয়াছে রুশ সম্রাট পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৮ এ অক্টোবর। রিজা পাশা যে লোক দ্বারা ডলসিগ্নো পরিত্যাগের সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন গোপনে তাঁহাকে বধ করা হইয়াছে।

ভিয়েনা ২৮ এ অক্টোবর। অষ্ট্রীয়ার বৈদেশিক কার্য্যের মন্ত্রী বেরণ ভন হেমরল স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন অষ্ট্রীয়া তুরস্কের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবেন না।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৮ এ অক্টোবর। সংবাদ আসিয়াছে খুর্দ্দেরা উর্ম্চি নামক স্থান অধিকার করিয়াছে এবং একণে তাবরিজ অভিমুখে [illegible] হইতেছে।

## সংবাদদাতার পত্র।

### নাগরপুর।

বিজয়াদশমীর পর প্রথম সম্ভাষণকালে প্রেমালিঙ্গন প্রথা বঙ্গবাসীমাত্রেই অতি উপাদেয় ও আহ্লাদের সামগ্রী। এ সময় যাহার সহিতই প্রথম সাক্ষাৎ হয় তাহার সহিতই প্রথমে প্রণাম ও আলিঙ্গন করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সোমপ্রকাশ পাঠক মহোদয়গণের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎলাভ হওয়া অতি সুদূরপরাহত হইলেও, আমরা পত্র দ্বারা পূজ্যপাদ সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়, এবং সহৃদয় পাঠকবর্গকে পাত্র বিশেষে প্রণাম ও নমস্কার করিতেছি, তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন এবৎসরটী নির্ব্বিঘ্নেও সুস্থশরীরে অতিবাহিত করিতে পারি।

শারদীয় পূজাপলক্ষে এখানে বিশেষ কোন আমোদ প্রমোদ দৃষ্ট হয় না। এবৎসর এখানে ১১ খানি শারদীয় পূজা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৭ খানি নাগরপুরে ও ৪ খানি দুয়াজানি গ্রামে। প্রথমোক্ত গ্রামে পূজার কিছুমাত্র জাঁকজমক হয় নাই; কেবল ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, অত্রস্থ বড় বাড়ীর প্রতিমা খানি যামিনীতে ক্ষীণালোক প্রভায় ভাল রূপ দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

বিজয়াদশমীর দিবস অন্যান্য বৎসর এখানে যেরূপ নৌকার বাচ্‌খেলা হইয়া থাকে, এবৎসর তদ্রূপ হয় নাই। নৌকার বাচ্‌খেলা লইয়া সময়ে সময়ে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটে, এবং ঐ দিবস অপরাহ্ণ সময়ে বৃষ্টি হওয়ায় অনেকে বাচ্‌খেলা পরিত্যাগ করে। বস্তুত ২।৩ জন সৌখিন ধনী দেউলিয়া হওয়াতেই পূর্ব্বানুরূপ নৌকা বাচখেলার আমোদ একবারে শেষ হইয়া গিয়াছে।

বিগত ২৭ এ ২৮ এ ২৯ এ ৩০ এ সেপ্টেম্বর এই দিবস চতুষ্টয় এতদ অঞ্চলের বাঙ্গালা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা টাঙ্গাইল বিদ্যালয়-গৃহে গৃহীত হইয়াছে। পরীক্ষা স্থলে প্রায় ১২৫ জন ছাত্র উপস্থিত ছিল আগন্তুক ছাত্রমণ্ডলী এবং তাহাদিগের সহকারী শিক্ষক ও অন্যান্য লোক জনকে এই চারি দিবস কাগমারির প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী মহাশয়, আহার দিয়াছেন। দ্বারকানাথ বাবুর দেশ হিতকর কার্য্য গুলি অতি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

আমরা বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, টাঙ্গাইল হইতে শিবালয় পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের ডাক চলাচলের নিমিত্ত একটী রাস্তা নির্ম্মিত হইবে। অদ্য প্রায় তিন চারি বৎসর হইল ময়মনসিংহ হইতে শিবালয় পর্য্যন্ত ডাকের লাইন খোলা হইয়াছে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এ পর্য্যন্ত রাস্তার কোন যোগাড়ই দেখিতেছি না। শিবালয় হইতে টাঙ্গাইল পর্য্যন্ত এই স্থান অতি কদর্য্য; বর্ষার প্রারম্ভে এবং বর্ষান্তে ডাক বাহকদিগের যে প্রকার কষ্ট হয় তাহা বর্ণনাতীত। বর্ষাকালে ডাক চালাইবার জন্যও নৌকা ভাড়া যথেষ্ট ব্যয়িত হয়। আর বিশেষ টাঙ্গাইল হইতে ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত রাস্তা অনেক দিন হইল নির্ম্মিত হইয়াছে, এক্ষণে টাঙ্গাইল হইতে শিবালয় পর্য্যন্ত ১৫।১৬ ক্রোশ রাস্তা নির্ম্মিত হইলেই ডাক চলাচল এবং লোক জন চলাচলের কষ্ট একেবারে বিদূরিত হইতে পারে। আমাদিগের টাঙ্গাইলের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ সাহেব মহোদয় এবং জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইলেই এই রাস্তাটী নির্ম্মিত হইতে পারে। আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে এক বৎসরে এই রাস্তাটী প্রস্তুত করিতে হইলে সমূহ ব্যয় বাহুল্যের প্রয়োজন হইবে বটে, কিন্তু এক বৎসরে সমস্ত রাস্তা নির্ম্মাণ না করিয়া ক্রমে ক্রমে নির্ম্মাণ করিলেই এই কার্য্যটী সুলভে সম্পাদিত হইবে। বস্তুতঃ এই রাস্তাটী প্রস্তুত হইলে ময়মনসিংহ জিলার একটী বিশেষ অভাব দূরীভূত হইতে পারে। ভরসা করি কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদিগের এই বাক্যের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাকটাক্ষ পাত করিবেন।

অদ্য প্রায় দুই বৎসর গত হইতে চলিল আমরা অত্র স্থলে একটী "রিডিংরুম" সংস্থাপন করিতে যত্নবান হইয়া পুস্তকাদি সংগ্রহ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলাম, এবং কয়েকজন গ্রন্থকার ইহাতে বিনা মূল্যে পুস্তক ও পত্রিকা দান করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে আমরা ভাবিয়া দেখিলাম যে, গ্রাম্য লোক দ্বারা পুস্তকালয়ের কিছু মাত্র উন্নতির আশা নাই, যদিও নিজে নিজে ব্যয় স্বীকার কিম্বা ভিক্ষা করিয়া পুস্তক বা পত্রিকাদি সংগ্রহ করা যায় তাহাই বা পাঠ করিবে কে? (!) যদিও কেহ কেহ এক এক খান পত্রিকা বা পুস্তক পাঠ করিতে লইয়া যায় তাহাও প্রায় ফিরিয়া আইসে না!! এমত অবস্থায় পুস্তকালয় স্থাপন করার প্রয়োজন কি? ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া আমরা এ বিষয়ে ক্ষান্ত পাইয়াছি। স্বদেশের উন্নতি জন্য চেষ্টা করিয়া যদি তাহা দেশের লোকের প্রীতিকর না হইল তবে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে অবৈধ।

আজ কাল এখানে দলাদলির আদ্যশ্রাদ্ধ। এই দলাদলির স্রোতে পড়িয়া গ্রাম্য ব্রাহ্মণগুলির সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে। আমরা বলি যে, স্বজাতীয়ে স্বজাতীয়ে দলাদলি মারামারি কর। এ ঢেউ গরিব ব্রাহ্মণের উপরে যায় কেন? বস্তুতঃ ব্রাহ্মণকে অন্ন দিলে অবশ্য তাঁহাদিগের অভিসম্পাত গ্রহণ করিতে হইবে। যাজনিক ব্রাহ্মণদিগের যজমান হস্তান্তর হইলে তাঁহাদিগের যে কি সর্ব্বনাশ হয় তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারেন। যদি দেশে ধর্ম্ম থাকে তবে অবশ্যই ইহার ভোগ ভুগিতে হইবে।

বিগত ১৮ ই আশ্বিন হইতে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এ বৃষ্টি আজিও (১৩ ই কার্ত্তিক) বিরাম হইল না। জনরব এই যে আগামী ১৮ ই কার্ত্তিক এদেশে একটা বৃহৎ ঝড় হইবে, এ জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়াছে। এক্ষণে হওয়া না হওয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা। বাস্তবিক অতিবৃষ্টিতে রবিশস্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে।

---

### মুঙ্গের।

মুসলমান বাদসাহ ও নবাবেরা অলস, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও নানাপ্রকার ব্যসনাসক্ত ছিলেন। সেই সেই কারণে তাঁহারা রাজকার্য্য দর্শনের অবসর পাইতেন না। রাজ্যমধ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিত। শাসনপ্রণালীর কিছু মাত্র উৎকর্ষ ছিল না। পুলিষও যার পর নাই জঘন্য ছিল। যাহারা রক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহারাই প্রায় ভক্ষকের কার্য্য করিত। অন্য অন্য রাজকর্ম্মচারীরাও দস্যুবৎ প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। প্রজার উপরে অত্যাচারের পরিসীমা ছিল না। সেই পাপে ও প্রজার শাপেই মুসলমান রাজারা উৎসন্ন গেলেন। তাঁহারা নানা দোষে দোষী ছিলেন বটে; কিন্তু নির্ব্বুদ্ধি ছিলেন না। অন্ততঃ তাঁহাদের মন্ত্রিগণ সুবুদ্ধি ছিলেন। তাঁহারা মুঙ্গেরকে যে একটা প্রধান আড্ডা করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যে স্থানটী এখন মুঙ্গের সহর বলিয়া পরিগণিত হয়, উহার স্থান সন্নিবেশ অতি চমৎকার। উহার পশ্চিম উত্তর ও পূর্ব্ব এই তিন দিকে মুক্তামালার ন্যায় গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে; দক্ষিণ দিকেও কিয়দ্দূরে পর্ব্বত শ্রেণী বিরাজমান। যে সে শত্রু আসিয়া যে মুঙ্গের হস্তগত করিয়া লইবে, সে পথ ছিল না। মুঙ্গেরে নবাবদিগের সর্ব্বদা সৈন্য থাকিত। সৈন্যের প্রশস্ত ব্যারিক ও বারুদ ঘর ছিল। ঐ সকল ঘরে এক্ষণে ইংরাজেরা জেলখানা করিয়াছেন। ঐ ঘর গুলির ভিত্তি এমনি প্রশস্ত ও দৃঢ়তর করিয়া নির্ম্মাণ করা হয় যে ঐ ঘর গুলি মুঙ্গের সহর ও মুঙ্গেরের দুর্গ কখন নবাবদিগের হস্তে পরিভ্রষ্ট হইবে, তাঁহারা স্বপ্নেও এ চিন্তা করেন নাই। কিন্তু বিধাতা তাঁহাদিগের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া যে তাঁহাদের বিপরীত স্বভাবসম্পন্ন দুরন্ত ইংরাজ শত্রু আনিয়া উপস্থিত

করিবেন; তাহা কে জানিত। মুঙ্গেরের দুর্গ দৃঢ় নির্ম্মিত। নবাবেরা যে অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন, দুর্গের দক্ষিণের ও উত্তরের দ্বার-দেশ দীর্ঘজীবী হইয়া তাহার পরিচয় দিতেছে। দুর্গের দক্ষিণ দ্বারের বহিঃপৃষ্ঠ দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়; মন্দির ভাঙ্গিয়া তোরণ (ফটক) নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, এদেশের মন্দির গুলির ভিত্তি চৌখুপী করিয়া তাহাতে লতা পাতা কাটা ও নানা প্রকার চিত্র বিচিত্র করা হয় এবং বহুবিধ প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইয়া থাকে। ঐ দ্বারদেশের উভয় পার্শ্বেই মন্দিরের সেই ভাব স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। উত্তরের ফটকের পার্শ্ব ভাগে দেখিতে পাওয়া যায়, মন্দিরের প্রতিমূর্ত্তিময় অবয়ব ভাঙ্গিয়া তাহার দুই একখানি প্রস্তর ঐ পার্শ্ব ভাগে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নবাবেরা মনে করিয়াছিলেন; মন্দির ভাঙ্গিয়া আনাতে লোকে তাঁহাদের বাহাদুরী বোধ করিবে, কিন্তু ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা সেটী যে তাঁহাদের মূর্খতার কার্য্য হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই।

মুসলমানদিগের অত্যাচারের আর একটী প্রমাণ এই, তাহাদিগের অত্যাচারে হিন্দুরা মুঙ্গের সহর মধ্যে বাস করিতে পারে নাই। এখন হিন্দুদিগের সহর মধ্যে নূতন বসতি হইয়াছে। হিন্দু রাজত্বকালে হিন্দুরা সহর মধ্যে বাস করিত, উক্ত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও প্রবাদবাক্য দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। এখানকার বিজ্ঞলোকেরা বলেন, মুঙ্গেরের নাম মুদগল পুরী। এখানে মুদগল নামে এক ঋষির আশ্রম ছিল। তিনি মহাপ্রভাব তপস্বী ছিলেন। তাঁহার নামেই মগধের নামকরণ হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া পাঠকগণকে আর গল্পে করিয়া তুলিব না। এখানে যখন ঋষি তপস্বীর আশ্রম ছিল, তখন হিন্দুদিগেরও যে বাস ছিল, তাহা দণ্ডাপূপন্যায়ে প্রতিপন্ন হইতেছে। হিন্দুর বাস না থাকিলে নিরীহ নিস্পৃহ তপস্বিদিগের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা নয়। বিশেষতঃ এখানকার গঙ্গাতীরটী তপোযোগ্য অতি মনোরম স্থান।

আমি মুঙ্গের সহরের মধ্যে দুটী মনোহর স্থান দর্শন করিলাম। এক কেল্লা; দ্বিতীয়, পিরপাহাড়। এই দুটীই অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। ইংরাজেরা কেল্লাটীকে অতি পরিষ্কৃত স্থান করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার মধ্যে অধিক বাড়ী নাই। অধিকাংশ পরিষ্কৃত মাঠ পড়িয়া আছে। তাহাতেই ইহার রম্যতা ও স্বাস্থ্যকারিতা বৃদ্ধি হইয়াছে। কেল্লার পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গাতীরে কষ্টহারিণীর ঘাট নামে যে একটী ঘাট আছে, তাহার উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইলে অপূর্ব্ব শোভা নয়নগোচর হয়। দক্ষিণে প্রায় আট ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী পর্ব্বতশ্রেণী মেঘমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে, সম্মুখে অর্দ্ধ ক্রোশাধিক প্রশস্ত গঙ্গা। তাহারই বা কি অপূর্ব্ব শোভা। তাহার পশ্চিমে গঙ্গার অপরপারে বৃক্ষ শ্রেণী নিকুঞ্জের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এখানে বারাণসীর ন্যায় গঙ্গা উত্তর বাহিনী হইয়াছেন। উত্তর দিকে চাহিয়া দেখিলেও প্রশস্ত গঙ্গা ও তাহার পরপারে নিকুঞ্জবৎ শোভমান বৃক্ষশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়। ফলতঃ স্বচক্ষে দর্শন না করিলে এস্থানের শোভার ভাবগ্রহ হওয়া কঠিন।

দুর্গের পরিখা ও প্রাচীর এবং বর্ত্তমান জেলখানাস্থ কয়েকটী বাটী, দুই একটী ভাল মসীদ ও গোর ভিন্ন মুসলমানদিগের কৃত বিশাল অট্টালিকাদির কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। নবাবেরা যে এখানে সময়ে সময়ে বাস করিতেন, তাঁহাদিগের যে অট্টালিকাদি ছিল, তাহার একটী প্রমাণ এই, গঙ্গা যেখানে উত্তরবাহিনী হইয়াছেন, দক্ষিণে এক্ষণে যে রাস্তা হইয়াছে, তাহার নিজ দক্ষিণে গঙ্গায় অবতরণশীল সোপান পরম্পরা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন, বেগমদিগের গঙ্গাস্নানার্থ ঐ সোপান নির্ম্মিত হইয়াছিল। ধাপগুলি ক্রমে নিম্নাভিমুখে গিয়াছে, উহার উভয় পার্শ্বে উচ্চ করিয়া গাঁথা আছে। যে স্থানে দাঁড়াইয়া বেগমেরা স্নান করিতেন, সে স্থানটীও বেড়ার রীতিতে ঘের দিয়া উচ্চ করিয়া গাঁথা আছে। কেল্লার পরিধি এক ক্রোশের অধিক হইবে বোধ হয়।

পিরপাহাড়টীও অতিশয় স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহার উপরে কলিকাতার মৃত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একটী সুসজ্জিত সুন্দর অট্টালিকা আছে। তাহার ছাদের উপরে উঠিলে জামালপুর মুঙ্গের ও পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী ও গঙ্গার পরম শোভা নয়নগোচর হয়। সেখানে নিয়তকাল বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চারিত হইয়া থাকে। সে বায়ুর স্পর্শ হইলে শরীর ও মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে। বাবু প্রসন্নকুমারের একটী নবরত্ন আছে। তাঁহার বাটী ভিন্ন বাঁইচির বাবু রামলাল মুখোপাধ্যায়েরও একটী ইষ্টকময় বাড়ী আছে সেটীও রম্য। তদ্ভিন্ন কুটীরাকার একটী ইষ্টক গৃহ আছে, তাহাতে একজন উদাসীন বাস করে। আমি সেই পাহাড়ের উপর হইতে যে শোভা সন্দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা এখনও আমার মনে বিরাজ করিতেছে। ইহার পিরপাহাড় নাম হইয়াছে, তাহার কারণ এই এখানে কয়েকটী পিরের স্থান আছে।

মুঙ্গের হিন্দু সমাজে যে এত প্রসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহার দুটী কারণ আছে। এক কাশীর ন্যায় এখানে গঙ্গা উত্তরবাহিনী হইয়াছেন এবং সীতাকুণ্ড নামে একটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। ঐ প্রস্রবণটীর পরিমাণ দীর্ঘ ও প্রশস্ত উভয় দিকেই ১০॥ হাত। ঐ কুণ্ড হইতে অনবরত ফোয়ারার ন্যায় জল উঠিতেছে এবং সেই জল নির্গত হইয়া গঙ্গায় গিয়া পতিত হইতেছে। ঐ প্রস্রবণ হইতে ফোয়ারার আকারে নিয়ত অনেকগুলি ধারা উঠিতেছে এবং তাহা হইতে ধূম উদ্গত হইতেছে। ধূমে গন্ধকের গন্ধ পাওয়া যায়। উহার জল অতি স্বচ্ছ ও আগ্নেয়। কলিকাতার কলের জলও এমন পাতলা নয়। আর্য্যজাতির মন এমনি ধর্ম্মপ্রবণ, যে এই অদ্ভুত প্রকার উষ্ণ প্রস্রবণ দেখিয়া ও গঙ্গার উত্তরবাহিতা দেখিয়া তাঁহাদের মন ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হয় এবং তাঁহারা ঐ গঙ্গাক্ষেত্র ও সীতাকুণ্ডকে তীর্থ মধ্যে গণ্য করিয়া লন। সীতাকুণ্ডের এমনি মাহাত্ম্য হইয়া উঠিয়াছে এবং এত যাত্রী সীতাকুণ্ডে তীর্থ করিতে আইসে ও যাত্রীরা এত অর্থ দান করে যে তিন শত ঘর পাণ্ডা স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হইতেছে। পাণ্ডাদিগের মধ্যে পঞ্চাশ ঘর ব্রাহ্মণ বিলক্ষণ সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়াছে। পাঠক দেখুন আর্য্যসন্তানদিগের কেমন অদ্ভুত ধর্ম্মানুরাগ। উষ্ণপ্রস্রবণ একটী স্বাভাবিক পদার্থ। তাহাকে অবলম্বন করিয়াই আর্য্যসন্তানদিগের দিন দিন কত অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। সীতাকুণ্ডের মাহাত্ম্য বর্দ্ধনার্থ রাম, লক্ষ্মণ, [illegible] শত্রুঘ্ন নামে চারিটী কুণ্ড খাত হইয়াছে। [illegible] চারিটী কুণ্ড পানায় পরিপূর্ণ। পাঁচটী কুণ্ডই ইষ্টক [illegible] নিবদ্ধ। সীতাকুণ্ডে মানুষ বা অন্য জন্তু পতিত হইয়া পাছে প্রাণত্যাগ করে, এই আশঙ্কায় উহা লোহার রেল দ্বারা বেষ্টিত করা হইয়াছে। শুনিলাম ভিখারিলাল চৌধুরী নামে একজন ধনীর ব্যয়ে ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। কয়েকটী কুণ্ড বেষ্টন করিয়া একটী প্রাচীরও নির্ম্মিত হইয়াছে।

মুঙ্গের সহরটী দীর্ঘে দেড় ক্রোশ ও প্রশস্তে এক ক্রোশ হইবে। এখানে প্রায় ৭। ৮ হাজার লোকের বাস। অধিকাংশই ব্যবসায়ী। কত যে দোকান আছে, তাহা সহজে গণিয়া উঠা ভার, বাজারে প্রায় সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়। দ্রব্য সামগ্রী সুলভ মূল্য। এখানকার লোকের মানসিক উন্নতি নাই বলিলেই হয়; কিন্তু দৈহিক উন্নতি বিলক্ষণ আছে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই দেহ বিলক্ষণ সবল। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা অধিক পরিশ্রম করে। এখানকার এই একটী রীতি দেখিলাম, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিয়া থাকে। এটী এখানকার লোকের স্বাস্থ্যের একটী প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। এখানকার মাড়ওয়ারী ও কেঁরে [illegible] মহাজনদিগের স্ত্রীগণ বাহিরে যাইবার [illegible]

ঘাগরা পরিয়া থাকে। কিন্তু পুরুষদিগের গাত্র আবরণ করিবার রীতি দেখা গেল না। পুরুষেরা বঙ্গদেশীয়দিগের ন্যায় অধিকাংশ সময় গাত্র অনাবৃত করিয়া রাখে।

একটী বড় দুঃখের বিষয় এই এখানকার লোকেরা অতিশয় সুরাপ্রিয়। স্ত্রী পুরুষ সাধারণো মদ খাইয়া থাকে। কেবল ব্রাহ্মণেরা সকলে খায় না, এবং মহাজনদিগের অনেকেও খান না। এখানে আবগারি সংক্রান্ত আয়ের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি। এই সুরাপান এদেশের লোকের দুর্দ্দশার একটী প্রধান কারণ।

এখানে ভদ্রলোকের সংখ্যা অল্প বলিয়া হউক অথবা দেশের জল বায়ু নিবন্ধন হউক, এখানে কি স্ত্রী, কি পুরুষ কাহাকেই প্রায় সুশ্রী দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমি একদিন এখানকার জেলখানা দেখিতে গিয়াছিলাম। এ জেলখানাটী খাজিপুরের জেলখানার মত সুন্দর নয়। আমি উপরে কহিয়াছি জেলের অধিকাংশ গৃহ নবাবদিগের নির্ম্মিত। ইংরাজদিগকে জেল নির্ম্মাণের জন্য বড় অধিক ব্যয় করিতে হয় নাই। আমি বেলা পাঁচটার সময়ে জেলখানায় উ[illegible]ছিলাম, তখন হতভাগ্য কয়েদীদিগে[illegible]য়। কয়েদিদিগকে এক টাকা এগার [illegible] চাউলের ভাত, একটী পেঁচের তরকারি [illegible]ডাইল দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু মুসলমান সকলেরই এক ব্যবস্থা! সকলেই এক স্থানে বসিয়া আহার করিতেছে।

একজন সিবিল সার্জ্জন একবার দুইজন পাচক ব্রাহ্মণের পৈতা ছিঁড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে জেল মধ্যে বিষম গোলযোগ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। দুই জন বৃদ্ধ কয়েদী দুই দিবস আহার করে নাই। পাচক ব্রাহ্মণের পৈতায় সিবিল সার্জ্জনের যে কি অনিষ্ট করিয়াছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। [illegible]নি কি মনে করিয়াছিলেন, ঐ দুই ব্রাহ্মণের পৈ[illegible] ছিঁড়িয়া দিলেই রামদূত হনুমানের মুখপোড়ার ন্যায় যেখানে যত হিন্দু আছে, সব এক জাতি হইয়া যাইবে? এগুলি অতিশয় অত্যাচার। গবর্ণমেণ্টের এরূপ অত্যাচার করা অভিপ্রেত নয়। ইহা কর্ম্মচারিদিগের অবিমৃষ্যকারিতা বিজৃম্ভিত অত্যুৎসাহের ফল! ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্নরূপ আহার ব্যবস্থা ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভোজনের নিয়ম করিয়া দেওয়াতে গবর্ণমেণ্টের ত কোন অনিষ্ট দেখা যাইতেছে না। কয়েদিরা পরিশ্রম করিয়া গবর্ণমেণ্টের যে লাভ করিয়া দেয়, তাঁহারা কয়েদিদিগের সম্বন্ধে যে কোন ব্যবস্থা করুন, কিছুতেই তাঁহাদিগের ক্ষতি নাই। শুনিলাম দুই দুই জন কয়েদী এক একটী ঘানিতে ছয় সের করিয়া তৈল প্রস্তুত করিয়া দেয়। প্রত্যেক কয়েদির প্রতি যদি প্রতিদিন ছয় আনা করিয়া ব্যয় পড়ে, তাহাতেও ক্ষতি হয় না। তাহাদের যে প্রকার আহার ব্যবস্থা দেখা গেল, তাহাতে প্রতি ব্যক্তির প্রতি দুই আনা করিয়া গড়ে ব্যয় পড়ে কি না সন্দেহ স্থল। আমি জেলের মধ্যে একজনও ইউরোপীয় কয়েদী দেখিলাম না। এরূপ স্থলে সিবিল সার্জ্জনকে বহু বেতন দিবার প্রয়োজন কি? আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন দ্বারা অনায়াসে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে।

মুঙ্গেরে মাজিষ্ট্রেটী কালেক্টরী রেজিষ্টরী প্রভৃতি কাঁছারি, একটী ডাক্তারখানা ও একটি উচ্চ শ্রেণীর গবর্ণমেণ্ট স্কুল আছে। স্কুলের এক পার্শ্বে ক্ষুদ্রাকার একটী চিত্রশালিকা আছে। তাহাতে অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় প্রায় ৩০ সের ওজনের নবাবী আমলের একটী লৌহময় গোলা দেখা গেল। নবাবদিগের তড়পযুক্ত কামানও ছিল বোধ হইতেছে। চিত্রশালিকাটী লকউড সাহেবের যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি এদেশীয়দিগের হিতৈষী ছিলেন। এদেশীয়েরা যাহাতে সুশিক্ষিত হয়, তাঁহার সে চেষ্টা বিলক্ষণ ছিল। বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় এখানকার স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি প্রায় ২০ বৎসর এখানে আছেন। তিনি কহিলেন, এই কুড়ি বৎসরে যদি কুড়ি জন এদেশীয় ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে, যথেষ্ট হইয়াছে। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, ইংরাজী শিক্ষাবিধিতে বিহারবাসিদিগের বিশেষ ফলোদয় হইবে না। হিন্দী ভাষায় ভাল ভাল বিষয় প্রণয়ন করিয়া তাহাদিগকে শিখাইবার ব্যবস্থা করাই কর্ত্তব্য।

---

জামালপুর।

পূজার পূর্ব্বে পুলিষ যখন প্রত্যেকের গৃহ হইতে অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়া যান সেই সময়ে জামালপুরের গ্রামদেবী পাহাড়ে কালীর বলিদানের খড়্গখানিও পাণ্ডাদিগের নিকট হইতে লইয়া গিয়াছিলেন। খড়্গ পুলিষে যাওয়ায় মা কালী অনেক দিন পর্য্যন্ত বলি খাইতে পান নাই। সম্প্রতি উক্ত খড়্গ ফেরত দেওয়া হইয়াছে এবং রীতিমত বলিদানও হইতেছে। শেষোক্ত বিষয়ে হাত দেওয়া ভাল নহে। অন্যান্য বন্দুক ও অস্ত্র গুলি নিলামে বিক্রয় করা হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় যে যে ব্যক্তির অস্ত্র লইয়া যাওয়া হইয়াছিল নীলামের দিন তাহাদিগকে বিজ্ঞাপন দিয়া জানাইলে ভাল হইত।

ট্রাফিক ম্যানেজর অফিসের ক্ষীরোদচন্দ্র পালিত নামক একজন মাতাল ও বেশ্যাশক্ত কেরাণী বাবুর সম্প্রতি ২ বৎসর কারাবাস ও একশত টাকা জরিমানা হইয়াছে। ইনি একবার অত্যন্ত পানাশক্ত বলিয়া কর্ম্মচ্যুত হয়েন এবং কিছু দিনের জন্য সৈয়দপুর ষ্টেট রেলওয়েতে যাইয়া কর্ম্ম করেন। তথায় অত্যন্ত মাতাল বলিয়া কর্ম্ম যাওয়ায় পুনর্ব্বার এখানে আসিয়া ট্রাফিক অফিসে একটী কর্ম্ম পান। এবারকার কর্ম্মটী তাঁহার পক্ষে লাভ জনক হইয়াছিল। অর্থাৎ তিনি মহাজন প্রভৃতির প্রাপ্য টাকার চেক প্রস্তুত করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইয়া মহাজনদিগকে পাঠাইয়া দিতেন। ইতি পূর্ব্বে পালিত বাবু কোন মহাজনের টাকা আদায় করিয়া লইয়া মদ্যপান ও পূজার বস্ত্রাদি খরিদ করিয়া বারবিলাসিনীদিগকে বিতরণ করিয়া আত্মীয়তা প্রকাশ করেন। মহাজন টাকার জন্য যত পত্র লেখেন বাবুর হাতে উপস্থিত মাত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেন। দৈবযোগে একখানি পত্র উক্ত আফিসের কোন সাহেবের হস্তে পড়ায় সাহেব মহাজনের টাকা ফেরত দেওয়া হইয়াছে কি না এই বিষয় তদন্তের ভার অপর একজন কেরাণীকে প্রদান করেন। সে ব্যক্তি অনুসন্ধানে দেখে যে টাকা মহাজনকে দেওয়া হয় নাই। রসিদ বহির নম্বরের পাতা সকলেরও পরস্পর মিল নাই এবং কয়েকখানি নম্বরের পাতাও বহি হইতে ছিন্ন করা হইয়াছে। সাহেবকে অনুসন্ধানকারী এই বিষয় জ্ঞাত করাইলে সাহেব প্রত্যেক কেরাণীকে জিজ্ঞাসা করেন এরূপ কাজ কে করিয়াছে। পরিশেষে পালিতের হাতে এই কর্ম্মের ভার ছিল, তাহাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিয়া ধরায় সে চুরী স্বীকার করে এবং রেলওয়ে পুলিষের হস্তে অর্পিত হইলে কহে ঐ টাকা সে মদ্যপান প্রভৃতিতে ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছে। প্রকৃত রসীদ তাহার গৃহে আছে। তথায় পুলিস যাইয়া অনুসন্ধান করিলে আরো ৩। ৪ খানি রসীদ বাহির হয়। সম্প্রতি মুঙ্গেরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বিচারে উপরি উক্ত দণ্ড হইয়াছে। জরিমানার দরুণ একশত টাকা না দিতে পারিলে তৎপরিবর্ত্তে আর ৬ মাস কারাবাস করিতে হইবে।

মুঙ্গেরের খেয়ার মাঝিরা জীর্ণ নৌকা ব্যবহার করিয়া থাকে এবং তৎ প্রযুক্তই উকীল শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামল দাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জলমগ্নরূপ বিপদ ঘটে। এই দোষের জন্য খেয়াঘাটের ইজারদারের হাজার টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে।

---

শান্তিপুর।

[illegible] পিতা, পরমেশ্বরের [illegible] প্রসাদাৎ এবৎসর শ্রীপাট শান্তিপুরে [illegible]

সহিত শারদীয় মহামহোৎসব পার্ব্বণটী নির্ব্বিঘ্নে সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। গত বৎসর শান্তিপুর ও সূত্রাগড়ে পড়ে অনুমান ৭০। ৭৫ খানি দুর্গামূর্ত্তির পূজা হইয়াছিল, কিন্তু এবৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ৬০। ৬৫ খানি প্রতিমার পূজা হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর শস্যাদি অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে, কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অস্থমিত প্রায় দশা সমুপস্থিতি নিবন্ধন বোধ হয় এবৎসর প্রতিমার সংখ্যা কিছু কম হইয়া থাকিবে। যাহা হউক এ বৎসর নবমী পূজার দিন প্রায় কুত্রাপি অশ্লীল ও অশ্রাব্য সঙ্গীতাদি গীত হয় নাই। তবে ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তঃসলিলে দুই এক স্থানে ঐরূপ সঙ্গীত গীত হইয়া থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু কালক্রমে তাহাও রহিত হইয়া যাইবে। কারণ পাশ্চাত্যসভ্যতার বাতাসে প্রায় সমুদায় অসভ্য স্থান ক্রমে সভ্য হইয়া উঠিতেছে। শান্তিপুর সভা-প্রধান উপনগর বটে, কিন্তু ইহার আভ্যন্তরিক অবস্থা তাদৃশ সুসংস্কৃত ও সুসভ্য নহে; এজন্য মধ্যে মধ্যে অদ্যাপি অশ্লীল গালাগালি ও অশ্লীল সঙ্গীতাদি আমাদের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। ফলতঃ আজ কাল সমাজের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত ও সুসংস্কৃত হইয়া দাঁড়াইতেছে। ঈশ্বরেচ্ছায় অতঃপর ইহার অবস্থা অধিকতর উন্নত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

শারদীয় মহোৎসব ও রাসের সময় এখানকার গাড়োয়ানেরা প্রতি বৎসর রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর আসিবার ভাড়া আরোহিদিগের নিকট অত্যধিক হারে গ্রহণ করিয়া থাকে। এই কুপ্রথা রহিত করণ ভিপ্রায়ে আমরা অনেক বার অনেক দরখাস্ত করিয়াছি এবং ষ্টেটসম্যান প্রভৃতি সংবাদপত্রে ঐ সম্বন্ধে অনেক বার অনেক প্রস্তাবও লিখিয়াছি, কিন্তু তৎকালিক ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুর সহিত কর্ম্মসূত্রে আমাদের মনান্তর জন্মিয়াছিল, এজন্য এত দিন বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় নাই। কৃতবিদ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামচন্দ্র বসুর কথাতে ও আমাদের পৈতৃক পুণ্যে প্রত্যাখিত গাড়োয়ানদিগের এক চেষ্টা বাধিয়া উঠিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু অর্থ-পিশাচ গাড়োয়ানেরা আইনানুসারে আপনাপন গাড়ী ঘোড়া রেজিষ্টরী করাইয়াও পূজার পূর্ব্বে ও পূজার তিন দিন আরোহিদিগের নিকট হইতে নির্দিষ্ট ভাড়া অপেক্ষা অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করিয়া লইতে ত্রুটি করে নাই এবং মধ্যে উহারা "ধর্ম্মঘট" করিয়া ২। ১ দিন গাড়ী চালান পর্য্যন্ত বন্ধ রাখিয়া দিয়াছিল, এতন্নিবন্ধন ভদ্র লোকের সমূহ কষ্ট উপস্থিত হয়। অতএব এই সংবাদটী উক্ত ডেপুটী বাবুর কর্ণগোচর হইলে স্থানীয় পুলিসের সহায়তায় গাড়োয়ানদিগের "ধর্ম্মঘট" ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, রাণাঘাটের ডেপুটী বাবু ঐ সকল অত্যাচারী গাড়োয়ানদিগকে আইনানুসারে কিঞ্চিৎ সুশিক্ষা দেন।

এখানকার মিউনিসিপাল স্কুলের কএকজন লক্ষ্মীছাড়া ছাত্র মিলিত হইয়া একটী থিয়েটরের দল করিয়াছে। ঐ দলের দলপতি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বটেন। কিন্তু তাঁহার বুড়া বয়ঃক্রমে ছেলে ধরা রোগ হইয়াছে, এজন্য প্রায় সমুদায় সহৃদয় ব্যক্তি দুঃখিত। অতএব আমরা অনুরোধ করি, তিনি অবিলম্বে ছেলে ধরা রোগটী পরিত্যাগ করিবেন। কারণ ঐ রোগটী সংক্রামিত হইলে পরিণামে বিষময় ফল ফলিত হইবার সম্ভাবনা।

৺ মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামীর আদ্যশ্রাদ্ধটী অবস্থানুরূপ সমারোহের সহিত সুসম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। ঐ শ্রাদ্ধে তাঁহার মন্ত্রশিষ্য কাগমারী নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী মহাশয় বিস্তর অর্থানুকূল্য করিয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন বহুল স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত ষোড়শ ও তৈজসাদি দ্বারা শ্রাদ্ধসভা সুশোভিত হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপকদিগকে অবস্থানুরূপ বিদায় করা হইয়াছে। বিদেশীয় অধ্যাপকদিগের আগমন হয় নাই। এজন্য তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ আশানুরূপ বিদায় লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, ৺ মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামী জীবিতাবস্থায় শান্তিপুর হিতকরী সভায় যে একটী মুদ্রাযন্ত্রালয় দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তাহা কি তাঁহার মন্ত্রশিষ্য শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী মহাশয় সংপ্রদান পূর্ব্বক গুরুর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবেন না? দ্বারকানাথ বাবু উক্ত শ্রাদ্ধে যেরূপ অকৃত্রিম গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে যে তিনি গুরুর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে উপেক্ষা করিবেন, এরূপ বিবেচনা হয় না।

---

মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা
প্যাকিং ৵৹ দুই আনা

## সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ... ৵ আনা।

## চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধবিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার দুরারোগ্য শিরোরোগ উপশম হয়। মাথা ধরা, মাথাঘোরা, খুসখুসি, কেশদদ্রু, মস্তিষ্কহীনতা, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অল্পতা, টাক প্রভৃতি মস্তিষ্কের পীড়া সমূহ নষ্ট হয়। কেশ সকল ঘন, পুষ্ট ও বৃদ্ধি হয় এবং অকাল পক্কতা দূর হইয়া চক্ষু জ্যোতির্বিশিষ্ট হয় এবং গাত্রে ব্যবহার করিলে ছুলি, পাচড়া ও চুলকণা প্রভৃতি চর্ম্ম-রোগ নষ্ট হইয়া যায়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা।
প্যাকিং ৵৹ দুই আনা।

## রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্নপ্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵৹ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।
কলিকাতা। মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৬০ নং বাটী।

---

## কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসালয়।

৯০ নং গ্রে ষ্ট্রীট, শ্যামপুকুর।

এই চিকিৎসালয়ে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত সকল প্রকার ঔষধ, তৈল, ঘৃতাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং নবাবিকৃত ঔষধের তালিকাপত্র বিনা মূল্যে বিতরণ হয়।

যোগসিদ্ধরস। ইহা সেবনে নিশ্চয় সকল প্রকার মেহ, সপূয ধাতু, জ্বালা রক্তপ্রস্রাব ৩ দিবসের মধ্যে নিঃশেষ আরোগ্য হয়। ১ শিশির মূল্য ২৲ প্যাকিং ৵৹ আনা।

মালতি কুসুম তৈল। ইহা ব্যবহারে কেশ পুষ্ট ও ঘন হইয়া, টাক আরোগ্য হয়। মস্তিষ্কের উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া, শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন, মন হু হু করা ও মূর্চ্ছাদি বায়ুরোগ প্রশমিত হয়। ইহা মনোহর গন্ধ বিশিষ্ট। ১ শিশির মূল্য ১৲। প্যাকিং ৵৹ আনা।

কামোদ্দীপক রসায়ন। ধাতু তরল, অধিক স্বপ্নদোষ, শিথিল ইন্দ্রিয় ও ধ্বজভঙ্গাদি রোগ বিনষ্ট হয় ও শরীর স্থূল, সবল ও বীর্য্যবান হইয়া রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। ১ শিশির মূল্য ৩৲। প্যাকিং ৵৹ আনা।

রবিসুন্দর রস। ইহাতে মজ্জর বৃদ্ধি, একাশিরা, বাতশিরা, শ্লিপদাদি রোগ আরোগ্য হয়। ১ কৌটার মূল্য ২৲। প্যাকিং ৵৹ আনা।

অর্শারি রসায়ন। ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় সকল প্রকার অর্শ একেবারে আরোগ্য হয়। সপ্তাহ মধ্যে বলি খসিয়া পড়ে। ১ শিশির মূল্য ২৲। প্যাকিং ৵৹ আনা।

কথা সরিৎসাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। মূল্য ১॥৹ টাকা। ডাক মাশুল ৴৹ আনা। গ্রহণার্থী আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

---

শারীরবিধান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫॥৹ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵৹ দুই আনা তাহার পর ৴৹ এক আনা দিতে হইবে।

---

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইতে চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা, প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতো ন হীয়তাং "। ২৮ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৭ সাল। ২৪ এ কার্ত্তিক। ইং ১৮৮। ৮ ই নবেম্বর। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৸০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

## বিজ্ঞাপন।

### বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

### মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

### ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

### কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহঁাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

---

### বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা অতঃপর সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵৹ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হইবে না।

---

### WANTED·

For the district of Balasore an officer with necessary qualifications of a Sub-Overseer Public Works Department, and with sufficient practical experience, to act for six months on a salary of Rs 50 per mensem during the absence on leave of the permanent incumbent. Applications with Copies of testimonials, will be received by the undersigned up to the 6th November. 80.

Balasore
The 21 October, 1880.

H. G. Cooke
Chairman of the Road-Cess Committee
Balasore.

---

### কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকাল পক্কতা, টাকপড়া, মস্তিকের বিকৃতি ও শিরঃশূলাদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অত্যল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১।০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

### দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্ত-শূল, দন্ত আরিশ, দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া ও রক্ত পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ।০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীকৈলাসচন্দ্র দের ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

### জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

---

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

---

# ডাকঘরসম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ এ অক্টোবর তারিখ হইতে কর্ড ও লুপ লাইনের মেল ট্রেণ শীঘ্র ছাড়িবে বলিয়া কলিকাতা ও তৎঅধীনস্থ ডাকঘর সকলে ডাক বন্ধ করিবার সময় পরিবর্ত্ত হইল। সর্ব্বসাধারণ বিশেষ করিয়া মনে রাখিবেন যে, যে সকল ডাক এক্ষণে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা ও ৬।। ঘটিকাতে লুপ ও কর্ড লাইন দিয়া যাইবে বলিয়া বন্ধ হয়, তাহা ভবিষ্যতে ৩ টা ও ৬ টার সময়ে বন্ধ হইবেক। আরো জানা আবশ্যক যে ইনসিওর্ড ( Insured ) রেজিষ্টরী চিঠি কলিকাতা ডাকঘরে অপরাহ্ণ ৫ টা পর্য্যন্ত না হইয়া ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত লওয়া হইবেক এবং কলিকাতার অধীনস্থ যে যে ডাকঘরে ইনসিওর্ড ( Insured ) রেজিষ্টরী চিঠি লওয়া হয়, তাহাতেও ৪ টা পর্য্যন্ত লওয়া হইবেক। অপর সাধারণ রেজিষ্টরি চিঠি ও পারসেল ৪ টা পর্য্যন্ত লওয়া হইবেক।

## কলিকাতা জেনরল্ পোষ্টাপীষের যে যে সময়ে ডাক বন্ধ করা হয়।

| যে যে স্থানের নিমিত্ত। | চিঠি। | রেজিষ্টরী চিঠি। | পুস্তা মাসুল ও অতিরিক্ত /০ এক আনা লেট ষ্টেম্প দেওয়া হইলে যে সময় পর্য্যন্ত চিঠি লওয়া যায়। |
|---|---|---|---|
| হাওড়া ও এসেনসোল মধ্যে যে সকল ষ্টেষণ আছে এবং লুপ লাইনে কানুজংসন ও রামপুর হাটের মধ্যে যে সকল ষ্টেষণ। ... | এ, এম, ৫।৩০ | ( a ) | পি, এম, ৫।০ |
| হাওড়া। | এ, এম, ৬।০ | ( a ) | পি, এম, ৫।০ |
| | ৮।৩০ | ( a ) | ৫।০ |
| | পি, এম, ২।০ | ( a ) | ১।৩০ |
| ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের বারাকপুর ও গোয়ালন্দর মধ্যে যে সকল ষ্টেষণ আছে ... | এ, এম, ৬।৩০ | ( a ) | পি, এম, ৫।০ |
| সোণাপুর, বারুইপুর এবং কেনিং টাউন ... ... ... | ৮।৩০ | | ৫।০ |
| দমদম ... ... ... ... | ৮।৩০ | | ৫।০ |
| ঐ বশিরহাট এবং শাতক্ষীরা ... ... ... ... | পি, এম, ৬।৩০ | | পি, এম ৫।০ ৭।০ |
| নরর্দান বেঙ্গল রেলওয়ের সমস্ত ষ্টেষন এবং রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি এবং দারজিলিং জেলা সমূহের সমুদায় স্থান ও আশাম প্রদেস | এ, এম ১২।০ | | এ, এম ১২।০ |
| ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লুপ লাইনের সমুদায় ষ্টেষণ এবং বীরভূম মুরসিদাবাদ সন্থাল পরগণা মালদহ, পুরর্ণিয়া, ভাগলপুর এবং মুঙ্গের জেলা সমূহের সমুদায় স্থান | পি, এম ৩।০ | | পি, এম ২।৩১ |
| ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের সমস্ত ষ্টেষণ এবং কৃষ্ণনগর, যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা বরিশাল, ঢাকা ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ চট্টগ্রাম শ্রীহট্ট এবং কাছাড় জেলা সমূহের সমুদায় স্থান | পি, এম, ৬।৩০ | | পি এম ৫।০ পি এম ৭।০ |
| ডায়মণ্ড হারবর এবং বেহালা | পি এম, ৬।৩০ | | পি এম পি এম পি এম ৫।০ ৭।০ |
| ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের মেন ও কর্ড লাইন এবং বাকুড়া মানভূম হাজারিবাগ রাঞ্চি সিংহভূম জেলা সমূহের সমস্ত স্থান এবং বেহার উত্তর পশ্চিম প্রদেশ পঞ্জাব সিন্ধু রাজপুতনা মধ্যপ্রদেশ বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ সমুদায় স্থান | পি এম, ৩।০ | | পি এম পি এম পি এম ৫।০ ৬।৩০ |
| উলুবেড়িয়া এবং মেদিনীপুর বালেশ্বর কটক পুরী ও মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ ভিজিগাপাটম পর্য্যন্ত | পি এম, ৬।৩০ | | পি এম পি এম পি এম ৫।০ ৭।০ |
| কর্ড মেল ট্রেণ যে সকল ষ্টেষণে লাগিবেক অর্থাৎ হুগলী চুচুড়া পাণ্ডুয়া ব্যতীত ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের হাবড়া হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত সমুদায় ষ্টেষণ | পি এম ৫।০ | | পি এম পি এম ৫।৩০ |

( a ) রবিবারে এই সকল স্থানে এই সময়ের ডাক যায় না। তাহা প্রতি শনিবারে এক অতিরিক্ত ডাক হাবড়াতে অপরাহ্ণ ৬৷৷ ঘটিকার সময় প্রেরণ করা হয়।

## কলিকাতার অধীনস্থ রিসিভিং আফিস সকলে যে যে সময় ডাক বন্ধ করা হয়।

| নং | রিসিভিং আফিসের নাম ও সাঙ্কেতিক অক্ষর। | প্রথম ডাক প্রেরণের সময় এ, এম, | দ্বিতীয় ডাক প্রেরণের সময় এ এম, | তৃতীয় ডাক প্রেরণের সময় পি এম, | চতুর্থ ডাক প্রেরণের সময় পি এম, | মন্তব্য। |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বাগবাজার N ... | ৭।৪০ | ৯।৫৫ | ২।০ | ৫।৩৫ | রিসিভিং আফিস সকল হইতে প্রত্যেক রবিবারে নিউইয়ারসডে গুড ফ্রাইডে এবং ভারতেশ্বরীর জন্ম দিবসে কেবল দুই বার (অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ) ডাক প্রেরণ করা হয়। |
| ২ | বিডন স্কোয়ের NC ... | ৭।৫৫ | ১০।১০ | ২।১৫ | ৫।৪০ | |
| ৩ | সিমলা NE ... | ৮।০ | ১০।১৫ | ২।২০ | ৫।৪৫ | |
| ৪ | বহুবাজার C ... | ৮।১০ | ১০।২৫ | ২।৩০ | ৫।৪৫ | |
| ৫ | বালিয়াঘাটা E ... | ৭।৫৫ | ৯।৫৫ | ২।৫ | ৫।৩০ | |
| ৬ | নাপিত বাজার EC ... | ৮।৫ | ১০।২০ | ২।২০ | ৫।৪৫ | |
| ৭ | ধর্ম্মতলা WC ... | ৮।১০ | ১০।২৫ | ২।২৫ | ৫।৪৫ | |
| ৮ | ভবানীপুর S ... | ৭।৫০ | ১০।৫ | ২।১০ | ৫।৪০ | |
| ৯ | ওএলেসলি ষ্ট্রীট SC ... | ৮।৫ | ১০।২০ | ২।২৫ | ৫।৪৫ | |
| ১০ | পার্কষ্ট্রীট P ... | ৮।১০ | ১০।২৫ | ২।৩০ | ৫।৪৫ | |
| ১১ | গার্ডন রিচ W ... | ৭।১৫ | ৯।৪৫ | ১।৩০ | ৫। | |
| ১২ | আলীপুর A ... | ৭।৪৫ | ১০।৫ | ২।১০ | ৫।৪৫ | |
| ১৩ | খিদিরপুর SW ... | ৮।০ | ১০।৩০ | ২।২৫ | ৫।২৫ | |

## কলিকাতা জেনেরল পোষ্ট আফিসে পার্শেল মেল বন্ধ হইবার সময়।

| যে যে স্থানের নিমিত্ত। | বন্ধ করিবার সময়। | ইনসিওর্ড পারসেল |
|---|---|---|
| বর্দ্ধমানের পশ্চিম ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কর্ড লাইন এবং লুপ লাইনের সকল ষ্টেষণ এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, সম্বু, রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ, এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজ বিভাগ, (লাহোর এবং পঞ্জাব প্রদেশস্থ লাহোরের পশ্চিম স্থান সকল ও বোম্বাই সহর ও বোম্বাই দিয়া যে যে স্থানে পাঠান যায় সেই সকল স্থান ব্যতীত) | পি এম ২।৩০ | পি এম ২।৩০ |
| এম বি ষ্টেট রেলওয়ের সমুদায় ষ্টেষণ এবং দারজিলিং জেলার সমুদায় স্থান ও আসাম প্রদেশ | এ এম ১১।১৫ | এ এম ১১।১৫ |
| ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের সমুদায় ষ্টেষণ এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের হাওড়া ষ্টেষণ হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত ও মানভূম, বাকুড়া, হাজারিবাগ, রাঞ্চি, সিংভূম, মেদনীপুর, বালেশ্বর, কৃষ্ণনগর, যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা, বরিশাল, ঢাকা, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, এবং কাছাড় জেলার সমুদায় স্থান | পি এম ৫।০ | পি এম ৪।০ |
| টীকা সাধারণ পারসেল সকল অপরাহ্ণ ৫ ঘটীকা এবং ইনসিওর্ড পারসেল অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত গ্রহণ করা যায় কিন্তু যে সকল পারসেল উপরোক্ত সময়ের পুর্ব্বে দাখিল হইবে কেবল সেই সকল সেই দিবসের ডাকে রওয়ানা হইবেক। | | |

## কলিকাতা জেনেরল পোষ্ট আফিস ও তৎঅধীনস্থ রিসিভিং আফিসে যে যে সময় ডাক বিলি করা হয়।

| নং | আফিসের নাম ও সাঙ্কেতিক অক্ষর। | | প্রথম বিলি এ, এম, | দ্বিতীয় বিলি এ, এম, | তৃতীয় বিলি পি, এম, | চতুর্থ বিলি পি এম, |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | জেনেরল পোষ্ট আফিস | | ৭।১৫ | ৯।১৫ | ১।০ | ৪।৩০ |
| ১ | বহুবাজার C | ... | ৭।৩৫ | ৯।৫৫ | ১।৩৫ | ৫।৫ |
| ২ | সিমুলিয়া NE | ... | ৭।৪৫ | ১০।৫ | ১।৪৫ | ৫।১৫ |
| ৩ | বিডন স্কোয়ার NC | ... | ৭।৫০ | ১০।১০ | ১।৫০ | ৫।২০ |
| ৪ | বাগবাজার N | ... | ৮।৫ | ১০।২৫ | ২।৫ | ৫।৩৫ |
| ৫ | ধর্ম্মতলা WC | ... | ৭।৩৫ | ৯।৫৫ | ১।৩৫ | ৫।৫ |
| ৬ | নাপিতবাজার EC | ... | ৭।৪০ | ১০।০ | ১।৪০ | ৫।১০ |
| ৭ | বালিয়াঘাটা E | ... | ৭।৫০ | ০ | ১।৫০ | ৫।২০ |
| ৮ | পার্কষ্ট্রীট P | ... | ৭।৩০ | ৯।৫৫ | ১।৪০ | ৫।১০ |
| ৯ | ওয়েলেস্লি ষ্ট্রীট SC | ... | ৭।৩৫ | ১০।৫ | ১।৪৫ | ৫।১৫ |
| ১০ | ভবানীপুর S | ... | ৭।৫০ | ১০।২০ | ২।৫ | ৫।৩০ |
| ১১ | খিদীরপুর SW | ... | ৭।৩৫ | ১০।০ | ১।৫০ | ৫।১৫ |
| ১২ | আলীপুর A | .. | ৭।৫০ | ১০।১৫ | ২।৫ | ৫।৩০ |
| ১৩ | গার্ডেন রিচ W | ... | ৮।১০ | ১০।৩৫ | ২।১৫ | ৬।০ |

মন্তব্য।

প্রত্যেক রবিবার এবং উল্লিখিত ছুটির দিবস সকলে কেবল এক পাই মাত্র (অর্থাৎ যে সময়ে দ্বিতীয় বিলির সময় প্রদর্শিত হইল সেই সময়) ডাক বিলি করা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। এই সকল বিলির সময় মেল ট্রেন আসিয়া পৌঁছিবার সময় সাপেক্ষ।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ এ অক্টোবর তারিখ হইতে কর্ডলাইন মেল ট্রেনে প্রেরণ নিমিত্ত হাওড়া রেলওয়ে রিসিভিং আফিসে মান্দ্রাজ সময় অপরা ৭ ঘটিকা অর্থাৎ কলিকাতার সময় ৭।৩৩ পর্য্যন্ত চিঠি দেওয়া হইলে তাহাতে কোন লেট লেটার ফিঃ লাগিবেক না কিন্তু ঐ সময়ের পর কেবল পুরা মাসুল যুক্ত চিঠি ও লেট লেটার ফিঃ অর্থাৎ অতিরিক্ত ৶০ মাসুল ডাক টিকিট দ্বারায় দেওয়া হইলে উক্ত রিসিভিং আফিসের খিড়কিতে (Window) মান্দ্রাজ সময় অপরাহ্ণ ৭। ২৫ অর্থাৎ কলিকাতার সময় ৭।৫৮ পর্য্যন্ত লওয়া যাইবেক।

কলিকাতা জেনেরল পোষ্ট আফিস }
২৯ এ অক্টোবর ১৮৮০ }

ই, সি, জর্জ্জ
প্রেসিডেন্সি পোষ্টমাষ্টার।

# প্রেরিতপত্র ॥

## কুইন ইন ব্যবহার।

যত প্রকার রোগ আছে, তাহার মধ্যে জ্বর প্রধান ও অধিক মারাত্মক। জ্বররোগে যত লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে অন্য কোন রোগে তত লোকের মৃত্যু হয় না। কয়েক বৎসর হইতে আমাদের বাঙ্গালা দেশে এবং গত বৎসর হইতে এই পশ্চিমাঞ্চলেও সেই জ্বরের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। প্রায় এমন লোক দেখিতে পাওয়া যায় না যিনি এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত না হইয়াছেন। উহার যত প্রকার ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে কুইনাইন তাহাদের মধ্যে প্রধান। কিন্তু অনেকেই কুইনাইন প্রয়োগের নিয়ম জানেন না বলিয়া, এমন কি ডাক্তারদিগের মধ্যেও এ বিষয়ে মতভেদ আছে বলিয়া এই মহৌষধ দ্বারা সর্ব্বসময়ে আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারা যায় না।

কিছু দিন হইল ধাত্রীশিক্ষা ও শরীরপালন প্রণেতা খ্যাতনামা ডাক্তার বাবু যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "গৃহস্থ আর পাড়া গাঁয়ের ডাক্তারদের জন্য" "সরল জ্বরচিকিৎসা" নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। পুস্তকখানির মূল্য ২।০ টাকা অথচ এখনও জ্বরের সমস্ত চিকিৎসা শেষ হয় নাই, ইহা গ্রন্থের প্রথম ভাগ মাত্র। কিরূপ প্রণালীতে কুইনাইন প্রয়োগ করা উচিত, যদু বাবু তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে তাহা সবিস্তরে বর্ণনা করিয়াছেন সাধারণ লোকের উপকারার্থ এবং অন্যান্য বিচক্ষণ ডাক্তারদিগের মত জিজ্ঞাসার্থে আমরা পুস্তকের সেই অংশ টুকু (১) এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"এখন কুইনাইন খাওয়ার কথা বলি। আগেই বলিয়াছি যে, ঘাম হইতে আরম্ভ হইলেই রোগীকে কুইনাইন দিবে। নৈলে অনেক জায়গায় কুইনাইন খাওয়াইবার সময় পাওয়া যায় না। কুইনাইন খাওয়াইবার নিয়ম অনেকে অনেক রকম বলেন। কিন্তু আমি দেখিয়েছি ঘাম হইতে আরম্ভ হইলেই ১০ গ্রেণ, আবার জ্বর আসিবার দুই ঘণ্টা আন্দাজ আগে ১০ গ্রেণ, আর এর মধ্যে দুই ঘণ্টা অন্তর দুই গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইলে ১০০ র মধ্যে ৯৯ জায়গায় জ্বর আসা বন্ধ হয়। এ রকম করিয়া কুইনাইন খাওয়াইলে চিকিৎসক কোন জায়গায়

(১) আমরা মূল গ্রন্থ দেখি নাই। তাহা সমালোচন কালে বঙ্গদর্শনকার তাহা হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহাই লিখিয়া দিতেছি।

অপ্রতিভ হইবেন না। মনে কর আজ বেলা ৮ টার সময়ে জ্বর আসিল, সেই জ্বর রাত্রি ৮ টার সময়ে ছাড়িল অর্থাৎ যেমন ঘাম হইতে আরম্ভ হইল, অমনি ১০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলে। তার পর দুই ঘণ্টা অন্তর অর্থাৎ রাত্রি ১০ টার সময় একবার, ১২ টার সময়ে একবার, ২ টার সময় একবার, ৪ টার সময় একবার দুই গ্রেণ করিয়া কুইনাইন খাওয়াইলে। ভোর ৬ টার সময়ে অর্থাৎ আবার জ্বর আসিবার ২ ঘণ্টা আগে ১০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলে। বেলা ৮ টার সময়ে জ্বর আসার কথা কিন্তু জ্বর আসিল না। রোগীর কাণ ভোঁ ভোঁ করিতে লাগিল। তিন ঘণ্টা রোগীকে কুইনাইন দিলে না। বেলা ১১ টার সময়ে ২ গ্রেণ কুইনাইন দিলে। বেলা ২ টার সময়ে আর ২ গ্রেণ দিলে তার পর ৬ টার সময় আবার ১০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলে। যদি বল, ৬ টার সময় আবার ১০ গ্রেণ কুইনাইন দিবার দরকার কি? আমি অনেক জায়গায় দেখিয়াছি, যে সময় জ্বর আসিবার কথা, কুইনাইন খাওয়াইয়া যদি সে সময়ে জ্বর আসিতে না দাও, তবে তার ১২ ঘণ্টা পরে আবার জ্বর আসে। বেলা ৮ টার সময় জ্বর আসিবার কথা, কুইনাইন খাওয়ান হইয়াছিল বলিয়া সে সময়ে জ্বর আসিল না। রোগী মনে করিল আজ আর জ্বর আসিবে না। চিকিৎসকও তাই বলিয়া চলিয়া গেলেন; কিন্তু রাত্রি ৮ টার সময় আবার জ্বর আসিল। চিকিৎসকের কাছে সংবাদ গেল। চিকিৎসক আসিয়া বলিলেন তাই ত জ্বর আসিবার ত কথা নয়, তবে কেন এ রকম হইল? সেই জন্য বলছি, যে সময়ে জ্বর আসিবার কথা, সে সময় জ্বর না আসিলে তার দশ ঘণ্টা পরে ১০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দেওয়া ভাল। তার পর দেখিলে রাত্রি ৮ টার সময়ে ও জ্বর আসিল না। তখন নিশ্চিন্ত হইলে। রাত্রে রোগীকে আর কুইনাইন না দিলেও চলে। কিন্তু ভোর ৬ টার সময় আবার ১০ গ্রেণ কুইনাইন দেওয়া চাই। তার পর বেলা ৩ টা পর্য্যন্ত দুই তিন ঘণ্টা অন্তর ২ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন দিলে। ৬ টার সময় একেবারে ৫ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলে। রাত্রি ১০ টার সময় ২ গ্রেণ দিলে। রাত্রে আর কুইনাইন দিবার দরকার নাই। তার পর ভোর ৬ টার সময় ৫ গ্রেণ কুইনাইন দেওয়া চাই।

মনে কর, সোমবার দিন বেলা ৮ টার সময় জ্বর আসে, আর সেই জ্বর রাত্রি ৮ টার সময় ছাড়ে। তার পর ঐ নিয়মে কুইনাইন খাওয়াইয়া বৃহস্পতি বারের ভোর পর্য্যন্ত জ্বর আসিতে দিলে না। এখন কি করিবে? কুইনাইন বন্ধ করিবে না, এখনও জ্বর আসার আশঙ্কা করিয়া অল্প মাত্রায় দিনকতক কুইনাইন খাওয়াইবে। একটু ভাবিয়া দেখিলে আর দিনকতক কুইনাইন খাওয়ানই উচিত বলিয়া বোধ হইবে। কেন না যে জ্বর রোজ আসে, কুইনাইন খাওয়াইয়া সে জ্বর বন্ধ করার পর যদি আর কুইনাইন না খাওয়াও, তবে আট দিনের দিনে আবার জ্বর আসে। এতেই লোকে বলে কুইনাইন খাইলে জ্বর আটকাইয়া যায়। শরীর থেকে জ্বর একেবারে যায় না। কিন্তু তা নয়। এরকম ভাবাই লোকের ভুল। এই ভুলের জন্যই সাধারণের কাছে, বিশেষ ইতর লোকদের মধ্যে কুইনাইনের তত আদর নাই। জ্বরে জ্বরে খোলা করিয়া ফেলিতেছে, তবু জ্বর আটকাইবার ভয়ে কুনাইনের কাছেও যাইতেছে না। ইতর লোকদিগের মধ্যে সর্ব্বদাই এইরূপ ঘটে। এর ফল এই যে, চারি আনার কুইনাইন আনিয়া খাইলে যে জ্বর সারিত, সেই জ্বরে জীবনটা নষ্ট হয়। এ দুঃখ কি রাখিবার জায়গা আছে! পাড়াগাঁয়ে লোকে ত এই জন্যেই এত মরে। তবেই দেখ যে জ্বর রোজ আসে, কুইনাইন খাওয়াইয়া সে জ্বর বন্ধ করার পর আট দিন পর্য্যন্ত কুইনাইন খাওয়ান বড় দরকার। তবে জ্বর বন্ধ হওয়ার পর দুই তিন দিন যে বাঁধাবাধি করিয়া কুইনাইন খাওয়াইতে হয়, তার পর তেমন করিবার দরকার নাই। বাঁধাবাধি করিয়া কুইনাইন খাওয়াইবার কথা এই মাত্র বলিয়াছি। রোজ সকালে ৫ গ্রেণ আর সন্ধ্যার আগে তিন গ্রেণ খাইলেই হয়। আট দিন পর্য্যন্ত এই নিয়মে কুইনাইন খাওয়া চাই।"

যদুবাবু কুইনাইন খাইবার যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা শুনিলেই ভয়ের সঞ্চার হয় এবং মনে মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়, আট দিনে ১১২ গ্রেণ কুইনাইন খাইয়া কেহ কি সহ্য করিতে পারে? তাঁহার ব্যবস্থামতে কুইনাইন খাইতে হইলে প্রথম চারি দিন ৭২ গ্রেণ তার পর পাঁচ দিন ৪০ গ্রেণ কুইনাইন খাইতে হইবে। এত অধিক কুইনাইন খাইবার ব্যবস্থা আমরা যে কয়েকখানি ডাক্তারি গ্রন্থ দেখিয়াছি তাহার কোন খানিতেই নাই; অপর কোন ডাক্তারের মুখে এত অধিক কুইনাইন খাওয়াইবার কথাও কখন শুনি নাই। সম্প্রতি আমি নিজে জ্বর রোগাক্রান্ত হইয়াছিলাম, দুই দিনে ২৭ গ্রেণ কুইনাইন খাইয়া কান ভোঁ ভোঁ করিয়া, ঘূর্ণ রোগের ন্যায় এক প্রকার অসুখ হইয়া বড় কষ্ট পাইয়াছিলাম। তাই আমি এখানে অন্যান্য বিচক্ষণ ডাক্তারদিগকে বিনীত অনুরোধ করিতেছি যদুবাবু কুইনাইন খাইবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা প্রশস্ত হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া স্ব স্ব মত প্রকাশ করিয়া সাধারণ লোকের উপকার করেন। সাধারণ লোকদিগেরও কর্ত্তব্য যে, তাঁহাদের মধ্যে কখনও জ্বররোগ হইলে তাঁহারা যদুবাবুর ব্যবস্থানুসারে কুইনাইন ব্যবহার করিয়া তাহার যাহা ফল হইবে তাহা অপর সাধারণকে জ্ঞাত করেন। কুইনাইন যে জ্বরের মহৌষধ তাহা এক প্রকার সর্ব্ববাদী সম্মত, ইহার ব্যবহার দোষেই আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না যদুবাবু কুইনাইন ব্যবহারের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা এক প্রকার নূতন বলিতে হইবে, সুতরাং ইহার দ্বারা মহান্ ফল লাভ হইলেও হইতে পারে, ইহা সকলের পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। এখানে আর একটী কথা, যদুবাবুর ব্যবস্থানুসারে কুইনাইন ব্যবহার করিতে হইলে দুই এক দিন রাত্রে রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, কারণ প্রতি ২। ৩ ঘণ্টা অন্তর দিন রাত্র কুইনাইন ব্যবহার করিতে হইলে কখনই নিদ্রার আশা করা যাইতে পারে না। অতএব কুইনাইন খাওয়াইবার জন্য রোগীকে দিন রাত্রি জাগাইয়া রাখা উচিত কি না এখানে ইহারও সদুত্তরের প্রয়োজন হইতেছে।

যমুনিয়া　　　　　} শ্রীভগবতীচরণ দে।
৩০ অক্টোবর ১৮৮০ }

---

# সোমপ্রকাশ।

২৪ এ কার্ত্তিক সোমবার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণর বা গবর্ণরজেনেরলগণ যখন ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করেন, তখন ইংলণ্ডের অনেক সভা তাঁহাদিগকে বিদায় সূচক অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন; কেহ উচ্চ শিক্ষার বিষয়ে, কেহ নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার বিষয়ে, কেহ কাপড়ের শুল্কের বিষয়ে এইরূপ অনেক অনেক বিষয়ে অনুরোধ উপরোধ জানাইয়া থাকেন। মান্দ্রাজের ভাবী গবর্ণর আডাম সাহেব ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিতেছেন সুতরাং তাঁহাতে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন? তাঁহাকে বিদায় সূচক অভ্যর্থনা প্রদর্শনার্থ একটী ভোজের আয়োজন করা হয়। উক্ত সভাতে আডাম সাহেব মধ্য আসিয়া সংক্রান্ত রাজনীতি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন। ঐ সকল কথা পাঠ করিয়া আমরা নিতান্ত প্রীত হইলাম, কারণ আমরা এতৎসম্বন্ধে অনেকবার যে পরামর্শ দিয়া আসিতেছি তাহার সহিত আডাম সাহেবের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন, অবিলম্বে রুশিয়ার সহিত সন্ধি পত্র দ্বারা মধ্য আসিয়াতে উভয় রাজ্যের সীমান্ত নির্দ্দেশ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। [illegible]

স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, আমরা কয়েক দিন পূর্ব্বে ঠিক এই পরামর্শ দিয়াছি। বলিতে কি, যে স্ত্রীর চরিত্রে বিশ্বাস নাই তাহাকে লইয়া সংসার ধর্ম্ম করা যেমন ভদ্রলোকের পক্ষে নরকযন্ত্রণার সমান, সেইরূপ সর্ব্বদা একজন প্রতিবাসিরাজার অসদভিসন্ধির আশঙ্কায় কালযাপন করা ভদ্রলোকের পক্ষে অসহ্য ক্লেশ। যদি কিয়ৎ পরিমাণে কোন সুখের ব্যাঘাত করিয়াও এই যন্ত্রণার অবসান করা যায় ভদ্রলোকের পক্ষে তাহাই কর্ত্তব্য। যাহার শত্রুতার ভয়ে আশঙ্কাতে কালহরণ করিতে হয়, সাহসী ও উদার লোকের ন্যায় সদ্ভাব দ্বারা সেই শত্রুতাকে বন্ধুত্বে পরিণত কর। ইংলণ্ড রুশিয়াকে বলুন; “দেখ পাছে তুমি কোন দুরভিসন্ধি খেলিতেছ এই সন্দেহে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা আমার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর অবস্থা, পাছে আমি গোপনে কোন অনিষ্ট করি এই আশঙ্কায় থাকা তোমারও পক্ষে ক্লেশকর; এস দুই জনে পরামর্শ করিয়া পরস্পরের সীমান্ত নির্দ্দেশ করিয়া লই; আমি বা তুমি কেহই সে রেখা অতিক্রম করিব না। অনেক ইংরাজ বলিয়া থাকেন, রুশিয়া শঠ, চতুর ও বিশ্বাসঘাতক, তাঁহাদের সন্ধিপত্রে বিশ্বাস নাই। বলি, তাহারা ত ব্রহ্মদেশীয় বা আফগানদিগের অপেক্ষা বিশ্বাস ঘাতক নয়, ইহাদের সহিত সন্ধি বন্ধন করিয়া সুস্থির থাকিতে পার, তোমাদের ন্যায় একটী সভ্য জাতির সহিত কি সন্ধিবন্ধন করিতে পার না? যদি বল আফগানিস্থান ও ব্রহ্মদেশ দুর্ব্বল, আমরা সবল সুতরাং আমাদের সন্ধিপত্র ভাঙ্গিতে তাহাদের সাহস হইবে না কিন্তু রুশিয়ার সেরূপ কোন ভয় নাই। যদি তাহাই হয় যে পথ দিয়া যাও পরিণামে যুদ্ধ ঘটনা হইবে। ঈর্ষ্যা ও আশঙ্কার পথে যাও এ ভাব পরিণামে বিগ্রহ উপস্থিত করিবে; সন্ধি বন্ধনের পথে যাও তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা বিগ্রহ উপস্থিত করিবে। অতি অনিষ্ট ফল ঘটিলেও ইহার অধিক কিছু ঘটিবে না। কিন্তু রুশিয়া যদি বিশ্বাস ঘাতকতা করে তখন ইংলণ্ড রুশিয়াকে শাস্তি দিবার পক্ষে ধর্ম্ম বলের সাহায্য পাইবেন। প্রথম পথে তাহা পাইবেন না।

---

স্কটলণ্ডের এডিনবরা নগরের কতকগুলি লোক আডাম সাহেবকে মান্দ্রাজের নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করিবার জন্য তাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ কতকগুলিলোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। যাহাতে গবর্ণমেণ্ট উচ্চ শিক্ষার ভার নিজ হস্তে না রাখিয়া সেই অর্থে নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার সদুপায় করেন সেই অনুরোধ করাই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। ইহাঁরা কে? অস্মদ্দেশীয় তাড়িত সংবাদে তাহা প্রকাশ পায় নাই কিন্তু আমাদের জানিতে বাকি থাকিতেছে না। ইহাঁরা খ্রীষ্টীয় পাদরিদিগের পক্ষীয় লোক। ইহাঁদের উদ্দেশ্য এই গবর্ণমেণ্ট কলেজ গুলি উঠাইয়া দিন; উচ্চ শিক্ষা দেশের লোকের ও অপর লোকের হস্তে থাকুক; কলেজ গুলি হয় তাহারা খুলুক, গবর্ণমেণ্ট সেই অর্থ সামান্য লোকদিগের শিক্ষার জন্য ব্যয় করুন। ভারতবর্ষের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা অশিক্ষিত সে জন্য যে এই খ্রীষ্ট শিষ্যদিগের প্রাণ কাঁদিয়াছে এরূপ বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্ট কলেজগুলি উঠিয়া গেলে, তাঁহারা অনেকগুলি যুবা পুরুষের শিক্ষার ভার প্রাপ্ত হন, এইটীই বোধ হয় তাঁহাদের গূঢ় ইচ্ছার কারণ। বর্ত্তমান সময়ে কি নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষা কি উচ্চ শিক্ষা যে কিছু শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, ইহার কোনটীর প্রতি আমরা সন্তুষ্ট নই। যে শিক্ষাতে মানুষ কাজের লোক হয় যাহাতে সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের নানাপ্রকার উপায় হয়, সেরূপ শিক্ষা হইতেছে না। লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের সুখ না থাকুক, যদি দেখি তাহাদের বাস্তবিক মানসিক উন্নতি হইয়াছে, বুদ্ধি মার্জ্জিত ও পরিপক্ক হইয়াছে, স্বাবলম্বনের শক্তি জন্মিয়াছে; জ্ঞান তৃষ্ণা বাড়িয়াছে, চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে, চিন্তা শীলতা বিকশিত হইয়াছে, তাহা হইলে অনাহার ক্লেশ মার্জ্জনা করিতে পারি। কিন্তু তাহাই বা কোথায়? বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ভ প্রসূত অনেক বি এ, এম এর দশা দেখিলে যুগপৎ ঘৃণা ও দুঃখের উদয় হইয়া থাকে। তাঁহাদের অধিকাংশের চরিত্র অন্তঃসারবিহীন; ধর্ম্মাধর্ম্ম বুদ্ধি নিতান্ত দুর্ব্বল; ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যের অপ্রতুল নাই; দাম্ভিক, লঘুচিত্ত ও সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে আস্থাবিহীন। যে শিক্ষার ফল এই, তাহার প্রতি আমাদের অধিক শ্রদ্ধা নাই। নিম্নশ্রেণীর শিক্ষাও নাম মাত্র। কিন্তু তাহা বলিয়া আমাদের এরূপ বোধ হয় না যে গবর্ণমেণ্ট উচ্চ শিক্ষার ভার নিজহস্তে রাখিবেন না এমন দিন উপস্থিত হইয়াছে। কলিকাতাতে বরং একদিন চলিতে পারে কিন্তু বঙ্গদেশের অপরাপর স্থানে এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে এ নিয়ম এখনও অবলম্বিত হইতে পারে না।

---

কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিধানের উপায়।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, তন্মধ্যে আবার বঙ্গদেশ। কৃষিই এখানকার প্রজাদিগের প্রধান অবলম্বন। জগদীশ্বরও এই ভূমিকে এরূপ উর্ব্বরা ও শস্য শালিনী করিয়াছেন যে এখানে অতি অল্প আয়াসে কৃষক আপনার শ্রমের ফল লাভ করিয়া থাকে। এই জন্যই বোধ হয় কৃষিকার্য্যের উন্নতির দিকে কৃষকের দৃষ্টি পড়ে না। কিন্তু একথা যথার্থ যে যদি কৃষকগণের আরও পারদর্শিতা থাকিত তাহা হইলে এই ভূমিতেই এখনকার অপেক্ষা তিন গুণ লাভ হইত। আমাদের কৃষকেরা এ সন্ধান জানে না, অজ্ঞতাবশতঃ অনুকরণ প্রবৃত্তিও নাই। এক বঙ্গদেশেরই ভিন্ন ভিন্ন জেলাতে ভিন্ন ভিন্ন কৃষিপ্রণালী দৃষ্টিগোচর হয়; কোন কোন প্রণালী অপর প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বোধ হয়। যে দুই প্রদেশে উক্ত উভয় প্রণালী প্রচলিত তাহাদের মধ্যে কয়েক ক্রোশ মাত্র ব্যবধান। বিবাহ বাণিজ্য বিষয় কর্ম্মাদি উপলক্ষে কৃষকেরা নিশ্চয় উভয় স্থানে গতায়াত করিয়া থাকে; অথচ পরস্পরের যাহা ভাল আছে তাহা লইবার প্রবৃত্তি দেখা যায় না। কৃষকগণের এই জড়তা দূর না হইলে, কৃষিকার্য্যের উন্নতির আশা নাই। এখন প্রশ্ন এই, কৃষকদিগের এই প্রবৃত্তি কিরূপে বর্দ্ধিত করা যায়। মান্দ্রাজগবর্ণমেণ্ট ইহার একটী সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা “মডেল ফারমস” আদর্শ ক্ষেত্র নামে কতকগুলি ভূমি সীমাবদ্ধ করিয়া উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান সম্মত রীতিতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট প্রণালীর গুণে ক্ষেত্রের ও শস্যের কিরূপ উন্নতি হইয়াছে কৃষকগণ তাহা দেখিতেছে। ওদিকে আবার গবর্ণমেণ্ট কলেজ স্থাপন করিয়া শিক্ষিত যুবকদিগকে কৃষিবিদ্যার শিক্ষা দিতেছেন। এতদ্ভিন্ন মূর্খ কৃষকগণের জড়তা দূর করিবারও বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইতেছে। সম্প্রতি কতকগুলি বিলাতি লাঙ্গল লইয়া বেলারি প্রদেশে ভূমি কর্ষণ করিয়া কৃষকদিগকে দেখান হইয়াছে। বিলাতি লাঙ্গল এমন শক্ত ও সুন্দররূপে গঠিত যে অতি কঠিন মৃত্তিকাও অল্প শ্রমে কর্ষণ করা যায়। বেলারিতে উক্ত লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিয়া দেখা হইয়াছে যে সে স্থানে দেশীয় লাঙ্গলে যে ভূমি কর্ষণ করিতে ৮ যোড়া বলদ লাগে, বিলাতি লাঙ্গলে সেই ভূমি দুই যোড়া বলদে কর্ষণ করা গিয়াছে। এতদ্দেশীয় ও বিলাতি লাঙ্গল এক ভূমিতে পাশাপাশি জুড়িয়া দেখা হইয়াছে, বিলাতি লাঙ্গলে মৃত্তিকা যেমন উৎকৃষ্টরূপে কর্ষণ হয় দেশীয় লাঙ্গলে তেমন হয় না। মান্দ্রাজের একখানি সংবাদ পত্র লিখিয়াছেন, ইহা দেখিয়া উক্ত প্রদেশের কৃষকদিগের বিলাতি লাঙ্গলের প্রতি এরূপ আগ্রহ জন্মিয়াছে যে অনেকে টাকা জমা দিয়া বিলাতি লাঙ্গলের জন্য আবেদন করিতেছে।

এত গেল কর্ষণপ্রণালী সম্বন্ধে, ভূমির সার সম্বন্ধেও কৃষকদিগকে আর আর অজ্ঞতা দূর করিবার

চেষ্টা করিতে হইবে। তাহারা সহজে চিরাগত প্রথা পরিত্যাগ করিতে চাহিবে না এইরূপে চক্ষের উপর উৎকৃষ্ট প্রণালীর উৎকৃষ্ট ফল দেখাইতে হইবে। পরে তাহাদের জড়তা দূর হইবে। "মডেলফারম" প্রথা ইহার সম্পূর্ণ উপযোগী বোধ হয়; ইহাতে আপাততঃ গবর্ণমেণ্টের কিঞ্চিৎ ব্যয় হইবে কিন্তু পরিণামে তদ্দ্বারা দেশের প্রভূত অর্থের উন্নতি হইবে এবং পরিণামে গবর্ণমেণ্ট তদ্দ্বারা লাভবান হইবেন। কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, বঙ্গদেশের সমুদায় ভূমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন, কৃষিদ্বারা যদি ভূমির কোন প্রকার উন্নতি হয় তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের লাভবান হইবার সম্ভাবনা নাই, আমরা এরূপ মনে করি না। কৃষিকার্য্যের উন্নতি দ্বারা দুই প্রকার ফল ফলিয়া থাকে; প্রথম, ভূমির খাজনা ও মূল্যবৃদ্ধি, দ্বিতীয় শস্য বৃদ্ধি। প্রথমোক্ত ফল দ্বারা জমিদারগণ লাভবান্ হইবেন, দ্বিতীয় ফল দ্বারা প্রজাদিগের এবং তৎসঙ্গে গবর্ণমেণ্টেরও লাভ হইবে। তবে এই স্থলে একটী প্রাচীন আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে; যে দেশে ভূমির উপর প্রজাদিগের স্বত্ব নাই সে দেশে ভূমির উৎকর্ষের দিকেও প্রজাদিগের দৃষ্টি নাই। কৃষক যখন জানে যে ভূমির যে কিছু উন্নতি হউক না কেন ভূমি তাহার স্থায়ীসম্পত্তি নয়, এবং আয়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেও তাহাকে খাজনার হার বাড়াইতে হইবে, তখন ভূমির উন্নতি হউক না হউক তাহাতে তাহার স্বার্থ কি? কৃষকদিগের এইরূপ চিন্তা করিবার সম্ভাবনা কিন্তু ইহাতে যে তাহাদেরও লাভ তাহা বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে যদি বাস্তবিক মনোযোগী হন; অচির কালের মধ্যে বাস্তবিক এবিষয়ে বিশেষ উন্নতি দর্শিতে পারে।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে আমাদের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এবিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। ইংলণ্ডে গিয়া কৃষি বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য কয়েকটী বৃত্তি সৃষ্টি করা হইয়াছে। কৃষ্ণনগর কালেজের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ সেন এম, এ, প্রথম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহাকে সমুদ্র যাত্রার জন্য যাইবার সময় এক সহস্র মুদ্রা, আসিবার সময়এক সহস্র মুদ্রা এবং ইংলণ্ড বাসকালে বার্ষিক২০০০ সহস্র মুদ্রা দেওয়া হইবে। আমরা এই যুবা পুরুষের অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি। ইনি একজন সচ্চরিত্র বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান লোক। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যে এরূপ একটী উপযুক্ত লোককে মনোনীত করিয়াছেন ইহা আনন্দের বিষয় বলিতে হইবে।

দেশের ধনী জমিদারেরা কেন এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন না? তাঁহারা মনে করিলে এক এক জন এক একটী লোক বিলাতে পাঠাইতে পারেন। দেশীয় রাজগণের ত কথাই নাই। কৃষির উন্নতি যদি কাহারও পক্ষে প্রয়োজনীয় হয় তাহা উঁহাদের পক্ষে। উঁহাদের রাজ্যের ভূমি সকল অধিকাংশ স্থলে বঙ্গদেশের ন্যায় উর্ব্বরা নয়। তাঁহাদের অনেকের রাজ্য সমুদ্র হইতে বহুদূরে অবস্থিত সুতরাং বঙ্গদেশাদির ন্যায় বাণিজ্যেরও সুবিধা নাই সুতরাং তাঁহাদের প্রজাদিগকে মুখ্যতঃ কৃষিকার্য্যেরই উপরে নির্ভর করিতে হয়। তাঁহারা মনে করিলেই এইরূপ দুই চারিটী বৃত্তি করিয়া কতকগুলি যুবককে ইংলণ্ড বেলজিয়ম, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করিতে পারেন; মনে করিলে নিজ নিজ রাজ্যের মধ্যে মডেল ফারম" খুলিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের সে প্রবৃত্তি নাই। যে দিগে ব্যয় করিলে একগুণ ব্যয়ের পরিবর্ত্তে দশগুণ আয় বৃদ্ধি হয় সে দিকে তাঁহদের দৃষ্টি নাই। ইন্দোরাধিপতি হুলকার এবিষয়ে অনেক অগ্রসর। তিনি নিজ রাজ্যে কাপড়ের কল স্থাপন করিয়া অপর রাজাদিকে সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। কাশ্মীরের মহারাজাও বিলাত হইতে লাঙ্গল প্রভৃতি আনাইতেছেন বোধ হয় নিজ রাজ্যের কৃষির উন্নতির দিকে তাহার দৃষ্টিপড়িয়াছে। ইহা একটী শুভ চিহ্ন তাহাতে সন্দেহ কি!

---

আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহ।

আয়র্লণ্ড দেশের কৃষকদিগের বিদ্রোহাগ্নি ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। পার্লিয়ামেণ্ট সভা বন্ধ হওয়ার পর, "আইরিস ল্যাণ্ডলীগ" নামক সভার উদ্যোগীগণ, জেলায় জেলায় ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বত্র প্রধূমিত অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহারা যেখানে যাইতেছেন, অগ্নিময় বাক্য সকল চারি দিকে অগ্নি বৃষ্টি করিতেছে। একে আয়র্লণ্ডের কৃষকগণ সহজে উত্তেজিত হয়, তাহার উপর আবার বক্তাদের প্ররোচনায়, আয়র্লণ্ডের শান্তিরক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি রয়টার সাহেব তারযোগে সংবাদ দিয়াছেন, যে গবর্ণমেণ্ট অবশেষে পার্ণেল, ডেলি, বিগার সেক্সটন প্রভৃতি কতকগুলি দলপতিকে ধৃত করিয়াছেন। তাঁহাদের নামে বিদ্রোহ জনক ভাষা ব্যবহারের অভিযোগ উপস্থিত করা হইবে। এই সকল লোক নির্ব্বোধের ন্যায় অনেক কথা বলিয়াছেন; অন্যায় খাজনা দিওনা এ উপদেশে সন্তুষ্ট না হইয়া একেবারে সকল প্রকার খাজনা বন্ধ করিবার উপদেশ দিয়াছে; বলপূর্ব্বক খাজনা আদায়ের চেষ্টা হইলে বল প্রকাশের পরামর্শ দিয়াছে; জমীদারদিগকে গুলি করাতে দোষ নাই সাক্ষাৎভাবে না হউক প্রকারান্তরে এরূপ মত প্রকাশ করিয়া প্রজাদিগকে উক্ত কার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছে; এবং দেশের লোককে এতদূর উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে যে দেশের শান্তিরক্ষা হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। এ সকল কার্য্য যে নিন্দনীয়, এবং এরূপ অপরাধ যে দণ্ডার্হ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তিকে বিচারালয়ে উপস্থিত করিয়া দণ্ডিত করিলে কোন ইষ্ট সিদ্ধি হইবে কি না, আমাদের সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট যে কয় ব্যক্তিকে দোষী বলিয়া ধরিয়াছেন তাহাদের সকলের যে দোষ প্রমাণ হইবে তাহার স্থিরতা কি? যদি প্রমাণাভাবে অনেকে মুক্তি পায়, লোকের উৎসাহ আরও বর্দ্ধিত হইবে; আর যদি তাহারা দণ্ডিত হয় তাহা হইলে লোকে তাহাদিগকে ধর্ম্মবীর বলিয়া মনে করিবে; গবর্ণমেণ্ট লোকের চক্ষে প্রজাপীড়ক ও স্বেচ্ছাচারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন। সুতরাং তাহাদের বক্তৃতাদির যে অনিষ্ট ফল দেখিয়া বর্ত্তমান উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক বোধ হইতেছে, সে অনিষ্ট আরও বর্দ্ধিত হইবে। এখন যদি ইহাদের প্রতি লোকের এক গুণ অনুরাগ থাকে সেই অনুরাগ দশ গুণ বর্দ্ধিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট নিজে প্রজাগণের দুঃখ দূর করিবার উপায় বিধান করিতেছিলেন; সেই জন্য একটী বিল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট উপস্থিত করিয়াছিলেন; প্রজাদিগের বিরক্তি ও অসন্তোষ দূর হয় ইহা তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা আছে যাঁহারা এরূপ সদাশয়তার সহিত কার্য্য করিতেছিলেন, তাঁহারা প্রজাপীড়করূপে লোকের নিকট পরিচিত হইবেন ইহা কোন ক্রমেই প্রার্থনীয় হইতে পারে না।

আমরা আশা করিয়াছিলাম গ্লাডষ্টোন মন্ত্রিদল অতিশয় ধীরতার সহিত এবিষয়ে কার্য্য করিবেন এবং কোমল উপায়েই এই অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া কিঞ্চিৎ দুঃখ হইতেছে। বিদ্রোহিদিগের প্রতি কে কেমন ব্যবহার করে তদ্দ্বারাই অনুদার এবং উদার গবর্ণমেণ্টের প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। রুশিয়ার যুবকগণ নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া রাজনীতি সমাজনীতি বিষয়ে অতি বিরুদ্ধ মত সকল প্রচার করিতে আরম্ভ করিল; রাজাকে সকল প্রকার উন্নতির কণ্টকস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিধন চেষ্টায় রত হইল। রুশিয়া রাজ কি করিলেন? তিনি একজন কর্ম্মচারিকে অপ্রতিহত ক্ষমতা দিয়া এই শ্রেণীর উচ্ছেদ সাধনের জন্য নিযুক্ত করিলেন। যাহার গৃহের ভিত্তিতে বিদ্রোহিদিগের বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হইবে তাহাদিগের জরিমানা হইবে এই আদেশ প্রচারিত হইল; সহর শুদ্ধ লোক দিবা রাত্রি [illegible]

কার্য্য করিতে লাগিল বিদ্রোহিতাবদিগকে বাসায় বাসায় ধৃত করা প্রমাণ অপেক্ষা না করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা বিনা বিচারে গুরুতর দণ্ডদান প্রভৃতি সকল অত্যাচারই চলিতে লাগিল।

আমেরিকাতে ঐ প্রকার বিরুদ্ধ মতাবলম্বি লোকদিগকে আর এক উপায়ে দমন করা হইয়াছিল, ইউনাইটেড ষ্টেটের গবর্ণমেণ্ট যখন জানিতে পারিলেন অমনি একটী কমিশন নিযুক্ত করিলেন। কমিশনরগণ উক্ত মতাবলম্বিদিগকে নিজ নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তাঁহারা একে একে কমিশনের সমীপে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লাগিল। ইহাতে দুইটী বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়িল। প্রথমতঃ দেখা গেল যে টুপিওয়ালা, জুতাওয়ালা, চামড়াওয়ালা, প্রভৃতি অশিক্ষিত ও চিন্তাবিহীন লোকেরাই অধিকাংশ স্থলে উক্ত মত সকল গ্রহণ করিতেছে; দ্বিতীয়তঃ তাহারা নিজেই তাহাদের মত ও বিশ্বাসের অনুকূল যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারে না। তাঁহারা এক একটী যুক্তি উত্থাপন করে অমনি কমিশনের সভ্যগণ তাহার ভ্রম প্রদর্শন করেন। এইরূপে ঐ কমিশনের কার্য্য বিবরণ যখন দিন দিন সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইতে লাগিল লোকে তাঁহাদের নাম ধাম ও মত সকল যখন জানিতে পারিল তখন তাঁহাদিগের প্রতি সকলের নিতান্ত অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল এবং তাহাদের মত প্রচারের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। উক্ত উভয় প্রণালীর কত প্রভেদ ?

লর্ডমেয়র হত্যার পর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যখন মুসলমানদিগের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন তখন অনেকে বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীই উৎকৃষ্ট নীতির অনুমোদিত। লর্ডমেয়র এবং বিচারপতি নর্ম্যানের হত্যাতে গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিলেন যে মুসলমানদিগের মধ্যে অনেক লোক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্ত হইয়াছে সুতরাং সেই বিরক্তির কারণ দূর করাই শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া অবধারিত হইল। যদি মুসলমান এদেশের রাজা থাকিতেন এবং যদি কোন হিন্দু কোন মুসলমান নবাবকে ঐ প্রকার হত্যা করিত তাহা হইলে তৎপরদিনেই হয়ত সেই সহরের সমুদায় হিন্দু পুরুষ ও রমণীকে হত্যা করা হইত। স্বেচ্ছাচারী নির্ব্বোধ রাজা এবং নিয়মতন্ত্রের উদারতাতে এত প্রভেদ। আমাদের বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট যদি ধীরভাবে আয়লণ্ডের কৃষকদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তাহাদের বিরক্তির কারণ দূর করিবার চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত ইষ্ট লাভ হইত।

---

ছোট উদয়পুরের হত্যাকাণ্ড।

পাঠকগণ আমাদের বিবিধসংবাদের মধ্যে হত্যার সংবাদটী পাঠ করিয়া থাকিবেন। ঘটনাটী এই ছোট উদয়পুরের মধ্যম রাজকুমারের পত্নী একজন সামান্য ভৃত্যের সহিত ব্যভিচারিণী হন। রাজকুমার তাহা জানিতে পারেন। জানিতে পারিয়া রাজকুমার এরূপ গুরুতর ভাবে আপনার পত্নীকে প্রহার করেন যে তাহাতেই ঐ রমণীর প্রাণ যায়। এই সংবাদ ছোট উদয়পুরের রেসিডেণ্ট সাহেবের কর্ণগোচর হয়। তিনি এই কথা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন। তৎপরে রাজকুমারকে নিজ পত্নীর হত্যাপরাধে অপরাধী করিয়া এই মকদ্দমার বিচার করা স্থির হয়। রাজকুমারের বিচার করিবার পূর্ব্বে বৃদ্ধ রাজার অনুমতি আবশ্যক বোধে অনুমতি প্রার্থনা করা হয়। শুনিতে পাওয়া যায় রাজা নাকি হৃষ্টচিত্তে এই কার্য্যে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা হউক তদনুসারে রেসিডেণ্ট সাহেব স্বয়ং মকদ্দমার বিচার করিয়াছেন। বিচারের ফল কি হইয়াছে তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। কলিকাতা হইতে কৌন্সিলি ব্রান্সন সাহেব রাজকুমারের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য গিয়াছিলেন।

এখন প্রশ্ন এই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্য করিয়া ভাল করিয়াছেন কি না? কেহ কেহ বলিতেছেন গবর্ণমেণ্টের এ কার্য্যটী ভাল হয় নাই। তাঁহাদের কতকগুলি যুক্তি আছে। প্রথমতঃ তাঁহারা বলেন ছোট উদয়পুর একটী স্বাধীন রাজ্য। স্বাধীন রাজ্যে যদি কোন প্রকার অপরাধ কেহ করে গবর্ণমেণ্টের সে বিষয়ে হস্তার্পণ কর্ত্তব্য নয়। দ্বিতীয়তঃ যুবরাজ যেরূপ অবস্থায় নিজ পত্নীর হত্যা করিয়াছেন সেরূপ অবস্থায় হিন্দুর সন্তান মাত্রেই ঐ প্রকার আচরণ করিত। যে রমণী নিজ গৌরব, নিজ পতির মান মর্য্যাদা ও নিজ বংশের সম্ভ্রম বিস্মৃত হইয়া এরূপ আচরণ করিতে পারে মৃত্যু দণ্ডই তাহার পক্ষে প্রকৃত দণ্ড।

প্রথম যুক্তিটী ভাবিবার বিষয় দ্বিতীয়টী আমাদের হৃদয়গ্রাহী হইল না। পত্নী দুরাচারিণী হওয়া হিন্দু ভদ্রসন্তানের পক্ষে মৃত্যু যন্ত্রণা অপেক্ষা ক্লেশজনক তাহা সত্য কিন্তু রাজ অবরোধে বাস করা যে সকল রমণীর দুর্ভাগ্যে ঘটে তাহাদের অবস্থা একবার স্মরণ করা কর্ত্তব্য। সচরাচর রাজাদিগের অনেকগুলি বিবাহিত স্ত্রী থাকে, এতদ্ব্যতীত রাজারা আবার অনেকগুলি উপপত্নী রাখিয়া থাকেন; অন্তঃপুর মধ্যে যে সকল হতভাগিনী রমণী বদ্ধ থাকে, তাঁহাদের অনেকের সহিত হয়ত রাজা বা রাজকুমারের ছয় মাসে একবার দেখা সাক্ষাৎ হয় না। এদিকে আবার ঘোর আলস্য এবং ভোগ বিলাসের মধ্যে দিনপাত করিতে হয়। এরূপ অবস্থাতে তাহাদের চিত্ত যদি বিচলিত হয়, তাহাতে বিচিত্র কি? কেবল ছোট উদয়পুরে কেন? অনেক রাজঅবরোধে ঐ ব্যাপার। মৃত শিক দলপতি রণজিৎ সিংহের বিষয় এরূপ কথিত আছে, যে তাঁহার অনেকগুলি রাণী ছিল। রণজিৎ সিংহের সহিত সকল রাণীর বড় দেখা সাক্ষাৎ হইত না। একদিন রণজিৎ বাহিরে বসিয়া আছেন সংবাদ আসিল যে কোন এক রাণীর সন্তান জন্মিল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "এ গুরু এ গোলা কাঁহাসে গিরা" হে গুরু কামানের গোলার ন্যায় এই সন্তান কোথা হইতে পড়িল। যাহারা নিজে ব্যভিচারপরায়ণ হইয়া ইন্দ্রিয়সুখে নিমগ্ন থাকে এবং বহুসংখ্যক স্ত্রীলোককে কারারুদ্ধ করিয়া বদ্ধ করে তাহাদের এইরূপ শাস্তি পাওয়াই উচিত। ছোট উদয়পুরের যুবরাজের পক্ষে এ সকল কথা যে খাটিতেছে তাহা নহে। কিন্তু রাজবাড়ীর রমণীদিগের দুর্দশা এই প্রকার। আমাদের বক্তব্য এই যে দেশে অসতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ বিবাহ করিবার বাধা নাই সে দেশে নৃশংস হত্যা কাণ্ডের পক্ষ সমর্থন করার প্রয়োজন দেখা যায় না।

প্রথম প্রশ্নটী অতি গুরুতর। বাস্তবিক এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে এইরূপ অনুষ্ঠান গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা বোধ হয়। মধ্যম রাজকুমার রাজপুত্র হইলেও ছোট উদয়পুরের একজন প্রজা; উদয়পুরের দণ্ডবিধি অনুসারেই তাঁহার বিচার হওয়া কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট যদি এক স্থলে এরূপ হস্তার্পণ করেন অপর রাজ্যের স্থলেও যে ঐরূপ হস্তার্পণ করিবেন না তাহার প্রমাণ কি? ইহা নিশ্চয় অপরাধী রাজকুমার না হইয়া যদি একজন সামান্য প্রজা হইতেন তাহা হইলে রেসিডেণ্ট সাহেব হস্তার্পণের চিন্তাও করিতেন না। কিন্তু দেশের সামান্য বিচারালয়ে রাজকুমারের বিচার হইলে সুবিচারের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা এই ভাবিয়াই বোধ হয় রেসিডেণ্ট সাহেব নিজে ঐ মকদ্দমার বিচার করিবার জন্য রাজার অনুমতি চাহিয়া থাকিবেন। যদি এরূপ হয় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে নিতান্ত দোষী বলা যায় না। আমরা যতদিন না এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মত জানিতে পারিতেছি, ততদিন এবিষয়ে স্পষ্ট কোন মত প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।

### বেহারবাসিদিগের শুভ চিন্তা।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বেহারবাসিদিগের শুভ চিন্তায় ও কল্যাণসাধন চেষ্টায় উদাসীন নহেন। রাজা ও রাজপ্রতিনিধির এই প্রকার প্রজাবাৎসল্য থাকাই আবশ্যক। যে রাজা ও রাজপ্রতিনিধি প্রজার প্রতি নিঃস্নেহ ও নির্ম্মম হন, তাঁহারা রাজপদের যোগ্য নন। কেবল নিত্য কর্ত্তব্য কাগজ পত্রাদি দর্শন ও তাহাতে স্বাক্ষর করিলেই রাজকর্ত্তব্যকার্য্য শেষ হয় না। যিনি অন্তরের সহিত প্রজার মঙ্গল কামনা করেন, যিনি অকপট চেষ্টা পাইয়া প্রজার মঙ্গল সাধনের উপায় উদ্ভাবন করেন এবং সেই উদ্ভাবিত উপায় অকপট হৃদয়ে কার্য্যে পরিণত করেন, তিনিই যথার্থ রাজনামের ও রাজপ্রতিনিধি নামের যোগ্য পাত্র। যে রাজা ও রাজপ্রতিনিধির প্রজার হিত করিবার ইচ্ছা; তৎসম্পাদনের ক্ষমতা আছে, ভারতবর্ষ তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার এবং সেই ক্ষমতার অনুশীলনের যেমন প্রশস্ত ক্ষেত্র, এমন আর দ্বিতীয় নাই। অতএব স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ইডেন সাহেব যখন ঐকান্তিক ভাবে বেহারবাসিদিগের শুভচিন্তা ও হিতচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, তখন উহাদিগের সৌভাগ্যসূর্য্য উদিত হইবার সম্ভাবনা। যে নিমিত্ত আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি, তাহা এই:—

আমরা শুনিলাম ইডেন সাহেব অতি সত্বর এই দৃঢ়তর আজ্ঞা প্রচার করিবেন, যে বেহারের যে কোন রাজকর্ম্ম হউক বেহারবাসিদিগকেই দিতে হইবে, অন্যকে দেওয়া হইবে না। তাঁহার এ সংকল্পটী অতি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। তিনি সম্প্রতি যে বেহারপ্রদেশে আসিয়াছিলেন এবং স্বচক্ষে যে বেহারিদিগের অবস্থা দর্শন করিয়া গিয়াছেন, এটী তাহারই ফল। বেহার দর্শন অবধি বোধ হয় তাঁহার ইচ্ছা অধিকতর বলবতী হইয়াছে। সেই ইচ্ছার আধিক্য নিবন্ধন তিনি যে বিষয়ের প্রতিজ্ঞায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার সকল দিক দেখিতে পান নাই। একটী প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য আছে "প্রথমে যোগ্য হও তাহার পর বাঞ্ছা করিও" প্রথমে বেহারবাসিদিগকে যোগ্য করিয়া তুলিবার উপায় করা হউক, তাহার পর তাহাদিগের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

রাজদ্বারে সম্মান ও অর্থ লাভ উন্নতির যে প্রধান উত্তরসাধক, সে বিষয়ে সংশয় নাই। মহানুভব লার্ড বেণ্টিঙ্ক যদি বঙ্গদেশীয়দিগের পক্ষে রাজদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া না দিতেন বঙ্গবাসিদিগের এক্ষণে যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা কি আমরা দেখিতে পাইতাম? অতএব যাঁ এখন যে দ্বার নিরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা যদি উদ্ঘাটিত হয়, তাহা হইলে বঙ্গবাসিদিগের অধিকতর উন্নতি লাভ হয় সন্দেহ নাই। বেহারবাসিদিগের পক্ষে রাজদ্বার উদ্ঘাটিত হইলে তাহাদেরও উন্নতিদ্বার যে উন্মুক্ত হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি? কিন্তু অগ্রে তাহাদিগের রাজদ্বারে প্রবেশের যোগ্যতা সম্পাদন করা উচিত। সেই যোগ্যতা সম্পাদন না করিয়া ইডেন সাহেব যে আজ্ঞা প্রচারের সংকল্প করিয়াছেন, তাহা ফলোপধায়ী হইবে না; প্রত্যুত অনিষ্ট ঘটাবে। তাঁহার অধীনস্থ বর্ত্তমান কর্ম্মচারীরা আজ্ঞা প্রতিপালনের অনুরোধে অথবা অত্যধিক অনুরাগবশতঃ যদি আপাততঃ অযোগ্য ব্যক্তিদিগকে কর্ম্ম দেন; কিন্তু তাহারা যথারীতি কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইবে না। নিয়োগকর্ত্তারা নানা কারণে যদি কিছু না বলেন, ভবিষ্যৎ উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীরা ঐ সকল ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই পদস্থ রাখিবেন না। তাহাতে বেহারবাসিদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি না হইয়া প্রত্যুত উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে। অতএব স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, প্রথমে বেহারবাসিদিগের যোগ্যতা সম্পাদনের উপায় অন্বেষণ ও তাহার সংস্থান করা কর্ত্তব্য। সে উপায় কি?

আমরা গতবারে সে উপায়ের এক প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছি। এবারেও পুনর্ব্বার তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক হইল। বেহারবাসিদিগের দীর্ঘ কাল বিদ্যানুশীলন বিরহে বুদ্ধি এমনি জড় হইয়া আছে, জিহ্বা এমনি বিকৃত হইয়া রহিয়াছে যে ইহারা ইংরাজি শিক্ষা করিয়া সত্বর কৃতকার্য্য হইতে পারিবে, সে সম্ভাবনা নাই। এই কারণে আমরা গতবারে প্রস্তাব করিয়াছিলাম। বিশুদ্ধ হিন্দীভাষায় দেবনাগর অক্ষরে ইতিহাস ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া স্থানে স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। সেই সমস্ত বিদ্যালয়ে দেবনাগর অক্ষরে লিখিত ঐ সকল গ্রন্থের অধ্যাপনা প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে বেহার প্রদেশে যে সকল পাঠশালা আছে, তদ্দ্বারা এ অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া সম্ভাবিত নয়। কারণ সেই সেই পাঠশালায় সামান্য মাত্র লেখা পড়া হইয়া থাকে। আমরা যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ করিতেছি তথায় বিশুদ্ধ হিন্দীভাষায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা দেওয়া হইবে।

বেহার প্রদেশের মধ্যে এক্ষণে যে সকল ইংরাজি বিদ্যালয় আছে, তাহা যেমন আছে, তেমনি থাকুক, তাহার আর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। তাহাতে যত লোক শিখিতে পারুক শিখুক, তাহাদিগের বাধা দিবার প্রয়োজন নাই। বেহারের অধিকাংশ লোকেরই যে ইংরাজি বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, বেহার প্রদেশে এপর্য্যন্ত যত ইংরাজি বিদ্যালয় হইয়াছে এবং তাহাতে যত বেহারি অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহার মধ্যে কত লোক কৃতকর্ম্মা হইয়াছে, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর যদি তাহার তালিকা দর্শন করেন, তাহা হইলে আমাদের বাক্যের যাথার্থ্য নিঃসন্দিগ্ধরূপে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইবে।

লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর যখন বেহারিদিগের শুভচিন্তায় ও শুভসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহার আর একটী কর্ত্তব্য এই তিনি আদালতে কায়েতি নাগরী প্রচলিত করিবার যে আদেশ দিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত করা আবশ্যক হইতেছে। কায়েতি নাগরী অক্ষর পূর্ণাবয়ব নয়, অনেক অক্ষর নাই, অক্ষরের মাত্রাও নাই, এই সকল দোষ থাকাতে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর যে অনিষ্টের উন্মূলন চেষ্টায় উর্দ্দু উঠাইতেছেন সে অনিষ্টের সম্যক নিবারণ হইবে না। উর্দ্দুর এক নোক্তার এদিক ওদিকে যেমন সর্ব্বনাশ ও রাজ্যপদ লাভ হয়, তেমনি কায়েতি নাগরীর সকল অক্ষর না থাকাতে সেইরূপ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু যদি দেবনাগর অক্ষরে লিখিত বিশুদ্ধ হিন্দীভাষা আদালতে প্রচলিত করা হয়, তাহা হইলে কেবল যে আমাদিগের আশঙ্কিত অনিষ্ট নিবারিত হইবে, এরূপ নয়, বেহারেরও পরম মঙ্গল সাধিত হইবে। আদালতে যে ভাষা প্রচলিত হয়, তাহার শিক্ষার্থ অধিকাংশ লোকেই উৎসুক হয়। যাহারা কায়েতী নাগরী জানে, দেবনাগর অক্ষর শিক্ষা তাহাদিগের পক্ষে দুষ্কর নয়, হিন্দীভাষাও বেহারে প্রচলিত, তবে অধিকাংশ উর্দ্দু মিশ্রিত আছে, বিশুদ্ধ হিন্দীভাষা হইলে সেই উর্দ্দু সম্পর্ক রহিত হইবে, এই মাত্র বিশেষ। সেই বিশুদ্ধ হিন্দীভাষা শিক্ষা বেহারিদিগের পক্ষে কোন ক্রমেই কঠিন হইবে না।

আমরা লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের যে ভাবী আজ্ঞাপত্রের বিষয়ের উল্লেখ করিলাম, তাহাতে বিহারী ভিন্ন অন্যকে বেহারের রাজকর্ম্ম দেওয়া হইবে না, এই যে বিশেষ অনুজ্ঞা থাকিবে, তাহার অর্থ কি? অন্য শব্দ কাহাকে বুঝাইতেছে? বাঙ্গালীরা এই অন্য শব্দের লক্ষ্য সন্দেহ নাই। বেহারবাসীরা বাঙ্গালিদিগকে যে আপনাদিগের উন্নতির প্রতিরোধক শত্রু জ্ঞান করেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহাদের আজও হৃদয় পরিষ্কৃত ও বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় নাই, তাঁহারা বস্তুর স্বরূপও বুঝিতে পারেন নাই। নয়ন অন্ধতমসে আচ্ছন্ন থাকিলে পদার্থ নিরূপণ করা যায় না। তাঁহারা আপনাদিগের অনুন্নতির প্রকৃত কারণের নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া অপ্রকৃত কারণকেও প্রকৃত কারণ বলিয়া বোধ করিতেছেন। তাঁহাদের অনুন্নতির প্রকৃত

যদি হৃদয়ঙ্গম হইত, তাঁহারা তদুন্মূলনে যত্নবান হইতেন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের অনুন্নতির প্রকৃত কারণ তাঁহাদের উদার শিক্ষার অভাব মূলক যোগ্যতার অভাব। যখন কোন একটী ঘটনা হয়, যাবৎ তাহার প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে সমর্থ না হওয়া যায় তাবৎ অসংখ্য অপ্রকৃত কারণ হৃদয় মধ্যে উদিত হইয়া হৃদয়কে বাতাহত সাগরতরঙ্গের ন্যায় ঘোর আন্দোলিত করিয়া তুলে। অতএব বেহারবাসীরা বাঙ্গালিদিগকে আপনাদিগের উন্নতি রোধক শত্রু জ্ঞান করিয়া যে বিমনায়মান হইবেন, তাহা বিস্ময়াবহ নহে। আমাদের রাজপুরুষেরাও যে বাঙ্গালিদিগকে বেহারের উন্নতির শত্রুজ্ঞান করিতেছেন, তাহাই অধিকতর বিস্ময়ের বিষয়? বাঙ্গালিরা কি বেহারিদিগকে কর্ম্ম না দিয়া তাঁহাদিগকে কর্ম্ম দিতে বলেন? বাঙ্গালিরা সে কথা বলিলেই বা রাজপুরুষেরা সেই স্বার্থপরতাদূষিত অনুরোধ রক্ষা করিবেন কেন? রাজপুরুষদিগকে বাধ্য হইয়া বাঙ্গালিদিগকে রাজপদে নিযোজিত করিতে হয়। বাঙ্গালিদিগের রাজকর্ম্ম সম্পাদনের যে যোগ্যতা আছে, বেহারিদিগের সে যোগ্যতা কৈ? যে কোন কার্য্য হউক, তাহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে হইলে বুদ্ধিচাতুর্য্য আবশ্যক করে। বেহারিদিগের বুদ্ধি খেলে কৈ? তাহারা যেমন যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাহাদের তদনুসারে পদলাভ হইতেছে। উচ্চতর পদলাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে উচ্চতর যোগ্যতালাভ আবশ্যক। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর অগ্রে সেই উপায়ের সংস্থান করিয়া দিন, তাহার পরে উল্লিখিত ভাবী আজ্ঞাপত্র প্রচার করিবেন। বাঙ্গালিদিগকে বর্জ্জন করিয়া উক্ত আজ্ঞাপত্র প্রচার করাও যেন কেমন অনৌদার্য্যদূষিত বলিয়া বোধ হইতেছে। বঙ্গদেশে বাঙ্গালি ভিন্ন আর কাহাকে রাজপদ দেওয়া হইবে না, এরূপ আদেশ প্রচার করা কি লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন?

লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে বেহারীদিগের মঙ্গলার্থ আর একটী কাজ করিতে হইবে। আমরা বেহারে গেলেই দেখিতে পাই বিস্তর ভূমি অকৃষ্ট পতিত হইয়া আছে। সেগুলির উদ্ধার করা আবশ্যক। তাহার উদ্ধার হইলে কেবল যে বেহারীদিগের মঙ্গল হইবে, তাহা নয়, গবর্ণমেণ্টও তদ্দ্বারা বিলক্ষণ লাভবান হইবেন। সে ভূমির পরিমাণ অল্প নয়। এক মুঙ্গের জেলায় ২০১৩১৪৪ বিঘা ভূমি অকৃষ্ট পতিত আছে। ওদিকে নীল ও অহিফেন প্রভৃতিতে ১১৬০২৫৯ বিঘা ভূমি বদ্ধ আছে। এইসকল ভূমিতে যদি বেহারীদিগের ভক্ষ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাদের বিলক্ষণ উন্নতি হইতে পারে। এক্ষণে মুঙ্গেরে ৪৫৭৯৫৭ বিঘা ভূমিতে ধান্য ও রবিশস্য উৎপন্ন হয়, নীল ও অহিফেনে যে ভূমি বদ্ধ হইয়া আছে তাহার সংখ্যা ও পতিত ভূমির সংখ্যা একত্র করিলেও প্রায় আবাদী ভূমির তৃতীয় অংশ হইবে। তাহার পরিমাণ ৩১৭৩৪০৩ বিঘা ভূমি। এ ভূমিতে প্রজার আহার যোগ্য শস্য উৎপন্ন হইলে বেহারীদিগের বিশেষ লাভ হয় সন্দেহ নাই।

আমরা পতিত ভূমি গুলির উদ্ধারের একটী পন্থা বলিয়াদি। গবর্ণমেণ্ট প্রচার ভূমিতে প্রজার দ্বারা অহিফেন উৎপাদন করেন। ইহাতে প্রজাদিগের কয়েক প্রকারে ক্ষতি ও অনিষ্ট হয়। প্রথম, তাহারা গবর্ণমেণ্টের অহিফেনের উৎপাদনার্থ যে পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করে তাহা যদি নিজ নিজ ক্ষেত্রে ব্যয় করিয়া তাহাদিগের মনোমত শস্য উৎপাদন করে তাহাতে তাহাদিগের অধিকতর লাভ হয় সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়, তাহাদিগের কৃষিযোগ্য ক্ষেত্র অহিফেনের উৎপাদন কার্য্যে যদি নিয়োজিত না হয়, সেই সেই ক্ষেত্রে তাহারা আপনাদিগের প্রয়োজনোপযোগী শস্য উৎপাদন করিলে তাহাতে তাহাদিগের বিলক্ষণ লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। তৃতীয়, দাদন প্রণালী দূষিত। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত অত্যাচার সম্পর্ক নাই বটে কিন্তু প্রলোভন প্রদর্শন সম্বন্ধ আছে। কাহাকে প্রলোভিত করিয়া কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করা আমাদের গবর্ণমেণ্টের সদৃশ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নয়। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীরাও কখন তিরস্কার খাইবার ভয়ে কখন বা প্রতিষ্ঠা লাভের আশয়ে গবর্ণমেণ্টের অজ্ঞাতসারে গবর্ণমেণ্টের অননুমোদিত অত্যাচার করিয়াও প্রজাদিগের অনভিপ্রেত অহিফেন উৎপাদন করিয়া লয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট দাদন প্রথা পরিত্যাগ করিয়া উল্লিখিত পতিত ভূমির উদ্ধার করিয়া যদি তাহাতে মজুর দ্বারা অহিফেন উৎপাদন করেন তাহা হইলে আমরা উপরে প্রজার যে অনিষ্টের গণনা করিলাম কেবল যে তাহারই নিবারণ হইবে এরূপ নয়, বেহারি প্রজাদিগেরও মহা লাভ হইবে। আমরা বেহারের অধিকাংশ লোককে মজুর শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট দেখিতে পাই। তাহাদিগের অধিক কাজ মিলে না। সুতরাং তাহারা সামান্য মাত্র মজুরী পায়। তাহাতে তাহাদের দিন নির্ব্বাহ হয় না; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি উল্লিখিত পতিত ভূমির উদ্ধার করিয়া তাহাতে মজুর দ্বারা অহিফেন উৎপাদন করেন, তাহা হইলে কার্য্য বৃদ্ধি হইয়া মজুর শ্রেণীর দিন লভ্য বেতনের বৃদ্ধি হয়। তাহাতে তাহাদের কষ্টের অনেক লাঘব হইতে পারে সন্দেহ নাই।

নীলকরদিগেরও গবর্ণমেণ্টের সহযোগী হইয়া উক্ত পতিত ভূমির উদ্ধার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কেবল যে তাহাদিগের পথপ্রদর্শক হইবেন তাহা নয়। এবিষয়ে যাহাতে তাঁহারা যত্নবান হন, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি রাখা উচিত। এখন নীলকরেরা যেরূপে নীল উৎপাদনার্থ ভূমি সংগ্রহ করেন, আমরা গতবারে বিস্তারিতরূপে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। নীলকরেরা পতিত ভূমির উদ্ধার করিয়া যদি নীল উৎপাদন করেন, তাহা হইলে প্রজার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। সকল নীলকরের প্রকৃতি সমান নয় অর্থলাভ অনেকের প্রবল রিপুর স্বরূপ। অর্থলোভ তাহাদিগকে উন্মত্তকরিয়া তুলে। উন্মত্তের দিগ্‌বিদিক জ্ঞান থাকে না। অতএব কোন কোন নীলকরের দুর্ব্বৃত্ততা নিবন্ধন প্রজার প্রতি যে অত্যাচার হয়, সেবিষয়ে সংশয় নাই। আমরা একজন নীলকরের নির্দ্দয়তার একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। এক ব্যক্তি আমাদিগকে কহিলেন, তিনি একবার জ্যৈষ্ঠ মাসে কার্য্যানুরোধে কোন এক নীল কুঠীতে গিয়াছিলেন। তখন বেলা প্রায় একটা। তিনি দেখিলেন, তখনও মজুরদিগের দ্বারা নীল ক্ষেত্রের ঢেলা ভাঙ্গান হইতেছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে দেব দিবাকর কেমন অগ্নিময় কিরণ বমন করেন, তাহা ভারতের কোন প্রদেশের লোকেরই অবিদিত নাই বিশেষতঃ বেহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জ্যৈষ্ঠ মাসে সূর্য্যদেব দাবানলকল্প হইয়া উঠেন। যাহার হৃদয় আছে তিনি কখন সেই জ্যৈষ্ঠ মাসের বেলা একটার সময়ে মজুরদিগকে নীল ক্ষেত্রে বসিয়া ঢেলা ভাঙ্গিবার মত বা অনুমতি দিতে পারেন না। বাবুটী নীলকরকে ঐ অনুচিত আচরণের বিষয় জনাইলেন; কিন্তু নীলকর কহিলেন, তিনি ঢেলা ভাঙ্গা ফুরাইয়া দিয়াছেন, কণ্ট্রাক্টদার অন্যায় করিতেছে, তিনি কি করিবেন। যদি নীলকরের এদেশীয়ের দুঃখে দুঃখ বোধ থাকিত তিনি কখন এ কথা কহিতেন না। কণ্ট্রাক্টদার যাহাতে ঐরূপ কার্য্য না করেন, তাহার উপায় করিয়াই কণ্ট্রাক্ট দিতেন। যদি পূর্ব্বে তাহার উপায় না করিয়াই থাকেন, তথাপি বাবুর বাক্য শ্রবণ মাত্র তাহার নিবারণও করিতেন। যখন কোন কোন নীলকরের এই প্রকার কদর্য্য স্বভাবের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন তাহাদের প্রজার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিলে প্রজার প্রতি যে অত্যাচার হইবে না, এ কথায় কে প্রত্যয় করিতে পারে? কিন্তু নীলকরেরা যদি পতিত ভূমির উদ্ধার করিয়া নীল বপন কার্য্য আরম্ভ করেন এবং তাহারা যে মজুর

খাটাইবেন, তাহার প্রতি যাহাতে অসঙ্গত ব্যবহার করিতে না পারেন, গবর্ণমেণ্টের যদি তদ্বিষয়ে একটু দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে অত্যাচারের মূল উৎপাটিত হয়, নীলকরেরাও অপবাদ হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

## ভ্রমণকারীর পত্র।

মুঙ্গের।

বাঙ্গালা দেশে যেমন বার মাসে তের পার্ব্বণ আছে, মুঙ্গেরে তাহা নাই। এখানে রামলীলা, দেওয়ালি ও হোলী এই তিনটী মাত্র পার্ব্বণ। আমি তাহার দুটী দেখিলাম, তৃতীয়টীর দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিল না। দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন দেওয়ালী পার্ব্বণটী হইয়া গিয়াছে। আমি আবার ভাবিয়া ছিলাম, কতই ধূম ধাম হইবে, কিন্তু অধিক আশা করিলে প্রায়ই নিরাশার মুখ দেখিতে হয়। সহরের কিয়দংশ ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, বঙ্গদেশে যেমন ঐ দিবস দীপ প্রজ্জ্বালিত করিয়া স্থানে স্থানে দেওয়া হয়, এখানেও সেইরূপ দেওয়া হইয়া থাকে। তবে এখানকার লোকের কিছু উৎসাহ অধিক; তদনুসারে প্রদীপের সংখ্যাও কিছু অধিক। বিশেষতঃ সহরের মধ্যে গায়ে গায়ে বাড়ী, দোকান ও গায়ে গায়ে; প্রতি বাড়ীতে ও প্রতি দোকানে পাঁচ গণ্ডা করিয়া প্রদীপ দিলেই যথেষ্ট হয়। আমি ঐ দিন আলোক দ্বারা সহরের উজ্জ্বল বেশ দেখিয়া অধিকতর আনন্দিত হইয়াছিলাম। অন্য অন্য দিন সহর নিদ্রিত কি জাগরিত, সেটী স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। এখানে মিউনিসিপালিটী ও মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত আছে। মিউনিসিপাল কমিশনরেরা প্রায় ষোল হাজার টাকা আদায় করিয়া থাকেন, কিন্তু আলোকের দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখ হয়। মধ্যে মধ্যে দুই এক স্থানে মিউনিসিপাল আলোক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে গুলির ভাব দেখিয়া বোধ হয়, আলোক গুলি মিউনিসিপাল বন্দোবস্তকারিদিগের কার্পণ্য ভাব দর্শন করিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া আছে।

মুঙ্গেরবাসীরা দেওয়ালীর দিন আলোক দান দ্বারা সহরের মূর্ত্তী যেমন উজ্জ্বল করিয়া তুলেন, তেমনি যদি আপনাদের অন্ধ তমসাচ্ছন্ন হৃদয়কে উজ্জ্বল করিবার চেষ্টা পান, বড় আহ্লাদের হয়; কিন্তু ইহাদের সে চেষ্টা নাই। ইহাঁরা হৃদয়কে অন্ধকারময় করিয়া রাখিতেই ভাল বাসেন। বঙ্গদেশে ঐ দীপান্বিতা অমাবস্যার শ্যামা পূজা হয়, কত স্থানে কত ঘটা, কত তামাসা, কত নৃত্য গীতাদি হইয়া কত টাকার শ্রাদ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু মুঙ্গেরবাসীরা বড় সাবধান, ইহাদের নিকটে টাকার শ্রাদ্ধ হইবার যো নাই। এদেশে একটী প্রবাদ বাক্য আছে, ইহারা বরং শরীরের চামড়া ছিড়িয়া দিতে পারে, তথাপি এক কড়া কড়ি ছাড়িতে পারে না। ইহাদের কোন পর্ব্বেই ব্যয় নাই, যে ব্যয় হয়, সে সামান্য মাত্র। বঙ্গদেশের একজন মধ্যবিধ গৃহস্থের শ্যামাপূজায় যে ব্যয় হয়, মুঙ্গেরের রামলীলায় সে ব্যয় নাই, দেওয়ালীর ব্যয়ও তথৈবচ।

বঙ্গদেশে দুর্গোৎসবের সময়ে যেমন ইতর সাধারণে নূতন ও পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করে, এখানে দেওয়ালীর দিন তেমনি সকল লোকে পরিষ্কৃত ও নূতন বস্ত্র পরিধান করে এবং নানাপ্রকার দ্রব্য সামগ্রী কিনিয়া থাকে। অন্য অন্য দ্রব্যের অপেক্ষা খৈ আর মঠ অধিক বিক্রয় হয়।

এখানকার লোকে এ সময়ে শ্যামাপূজা করে না। দুর্গোৎসবের সময়ে সে কাজ শেষ করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের ওখানে হাল সালে হাল খাতা হয়, এখানে এই সময়ে হালখাতা হইয়া থাকে। এখানে কার্ত্তিক মাসেই বৎসরের শেষ। ইহার পরেই অগ্রহায়ণ মাস। কার্ত্তিক মাসে যে কাহারো মতে বৎসরের শেষ, অগ্রহায়ণ এই শব্দ দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। হায়ন শব্দে বৎসর এবং অগ্র শব্দে প্রথম বুঝায়। বঙ্গদেশে সরস্বতী পূজার সময়ে পুস্তক, মসী মস্যাধার প্রভৃতির পূজা হইয়া থাকে, এখানে ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া দিবসে সেই কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গদেশীয়ের সহিত মুঙ্গেরবাসীর কেবল যে স্বভাব ও ভাষাদিগত বৈলক্ষণ্য আছে, এরূপ নয়, আচার ব্যবহারাদিগত বহু বৈলক্ষণ্যও লক্ষিত হইতেছে। এখানে বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই লোক অধিক। কতকগুলি রামভক্তও আছেন। শৈব শাক্ত প্রভৃতি অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত লোক নাই; কিন্তু এখানে বিক্রম চণ্ডী নামে বহু কালের যে চণ্ডী স্থান আছে, সেখানে প্রায় সকলেই পূজা দিয়া থাকে। আমাদের ওখানে সন্তানাদি স্নেহ পাত্রের শক্ত পীড়া হইলে স্ত্রীলোকেরা যেমন কালী দুর্গা প্রভৃতির উদ্দেশ করিয়া পূজা ও ছাগাদি বলিদানের মনন করেন, এখানকার লোকেরাও বিক্রম চণ্ডীর নিকটে সেইরূপ মনন ও পূজাদি দান করিয়া থাকে। ক্রমশঃ

# বিবিধ সংবাদ।

সিঙ্গাপুরে বস্ত্র ধৌত করিবার একটী যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এই যন্ত্রটী শীঘ্র কলিকাতা রাজধানী ও অন্যান্য জনপদে আনয়ন করা আবশ্যক। তাহা হইলে লোকে রজকের পদসেবা ও লাঞ্ছনা হইতে মুক্ত হইয়া সুখে কালযাপন করিতে পারেন।

১ লা নবেম্বর পঞ্জাবের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আম্বালা সর হইতে লাহোরে উপনীত হইয়াছেন।

সার জন ট্রাটি ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত সিমলায় থাকিবেন তাহার পর ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন।

জষ্টিস ম্যারিয়ট বোম্বাইয়ের হাইকোর্টের জজের কার্য্য হইতে অপসৃত হইয়া এড্‌ভোকেট জেনেরলের পদে নিযুক্ত হইলেন।

বেঙ্গল টাইমসের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন মাওরীরা ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিবার নিমিত্ত সমরসজ্জা করিতেছে। বোধ হয় ডিসেম্বরমাসের প্রথমেই তাহারা প্রকাশ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে।

গত মাসে কলিকাতা চিত্রশালিকাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৩১৩৯১ ব্যক্তি দর্শনার্থ আগমন করেন। ইহার মধ্যে ২৭৬৮৭ জন দেশীয় পুরুষ ও ৩৪৭৯৪ জন স্ত্রীলোক আগমন করেন। ইউরোপীয়ের মধ্যে ৬৫৪ জন পুরুষ এবং ২৬২ জন স্ত্রীলোক সমাগত হয়েন। চিত্রশালিকায় প্রত্যহ গড়ে ১২৮৭ জন দর্শকের সমাগম হয়।

বাত রোগের একটী উত্তম ঔষধ আবিষ্কারের সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে। উক্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তি এই ঔষধ ব্যবহার করিবার সময় কতকগুলি এরণ্ড বৃক্ষের সিকড় ও মসুরি কলাই অধিক ভাগ একত্র করিয়া অল্প পরিমাণে জল দিয়া উত্তমরূপ পিসিয়া সেই যন্ত্রণা স্থান লেপন করিয়া দিতে হইবে। পরে ঐ লেপটী শুষ্ক করিবার জন্য অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল রৌদ্রে থাকিতে হইবে। এইরূপ প্রণালীতে তিন দিবস লেপন করিলে রোগের উপশম হইবে।

বোম্বাইয়ের সামরিক চিফ আফিসর ডবলিউ. এচ, হার্ডি সাহেব ৩১ এ অক্টোবর আত্মহত্যা করিয়াছেন। উক্ত দিবস প্রাতঃকালে তিনি মুখ প্রক্ষালনার্থ একজন ভৃত্যকে জল আনিবার আদেশ দেন। সেই সময়ে একখানি ছুরিকা দ্বারা আত্মহত্যা করেন। পুলিষ কর্ত্তৃক এই আত্মহত্যার বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন ডাক্তার জন্সন কোন ঘরোয়া বিবাদ জন্য উঁহাকে হত্যা করিবার ভয় প্রদর্শন করাতে তিনি আত্মহত্যা করেন।

নেপলস বাসী একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের একটী ব্যাগ চুরি গিয়াছিল। উক্ত প্রোফেসার চিরজীবনে মিতব্যয়িতা দ্বারা যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন সে সমুদায় ঐ ব্যাগের মধ্যে ছিল। প্রোফেসার এই নিদারুণ শোকে অধীর হইয়া তস্করদিগকে সম্বোধন করিয়া এক বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করিয়া সহরে বিতরণ করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই, লোকের স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে তোমাদের মত যাহাই হউক না কেন তোমরা রাক্ষস নও, অন্ততঃ আমি তোমাদিগকে রাক্ষস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করি। আমি আ

দরিদ্রদিগের জন্য আমরা এত সময় ও অর্থ ব্যয় না করিতাম তাহা হইলে এতদিনে ধনবান হইতে পারিতাম। যে ব্যক্তি দরিদ্র ও বিপন্নদিগের বন্ধু তাহার ধন অপহরণ করা তোমাদের উচিত হয় না। তোমাদের যদি নিতান্তই ধনের প্রয়োজন হয় অর্দ্ধেক তোমরা রাখ অর্দ্ধেক আমাকে ফিরিয়া দেও; তাহা হইলে তোমাদের অপরাধ অনেক লঘু হইবে। অধ্যাপক মহাশয় বোধ হয় ঠিক ভুলিয়া ইটালি দেশে জন্মিয়াছেন; আমাদের দেশে নৈয়ায়িকদিগের ঘরে জন্মিলে ভাল হইত।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির ডিণ্ডীগল নামক স্থানে একটী সুবর্ণের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থানের পরীক্ষার নিমিত্ত কয়েক জন ইঞ্জিনিয়ার প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন যে উক্ত স্থানে সুবর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। উক্ত ভূমি খণ্ড ক্রয় করিবার প্রস্তাব হইতেছে এবং দলে দলে লোক মাটী ধৌত করিয়া সুবর্ণ পাইবার লোভে সেই গ্রামে যাইতেছে।

ডাক্তার টেনারের উপবাসের কথা অনেকে অবগত আছেন। লোকে দুই দিবস উপবাস করিতে পারে না কিন্তু ডাক্তার টেনার একাদিক্রমে ৪২ দিবস কিরূপে অনশনে রহিলেন তাহা শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ অদ্ভুত যাদুবিদ্যা বলিয়া স্থির করিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতি যে স্বয়ং যাদুকারের পরিচয় দিয়াছেন এত দিনের পর তাহার পরিচয় হইল। ইহাঁর এক প্রকার বায়ু রোগ ছিল। তাহাতে তিনি এতদিন অনশনে থাকিতে পারিতেন। এই অলৌকিক উপবাসে বিস্মিত হইয়া এক ব্যক্তি ডাক্তার টেনারের সহিত এই বলিয়া অঙ্গীকার করেন যদি তিনি অঙ্গীকারকারীর সমক্ষে পুনরায় অনশনে থাকিতে পারেন তাহা হইলে শপথকারী হাজার ডলার দিবেন। ডাক্তার টেনার তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন। মানুষের বৃকোদর যে অধিককাল চাপা থাকে না পাঠকগণ তাহার ত প্রমাণ দেখিলেন?

রামপুরের নবাব নাইনিতালের দুর্ভিক্ষ লোক-দিগের জন্য এক সহস্র মুদ্রা দিয়াছেন।

মান্দ্রাজে একটী সুন্দর বন্দর নির্ম্মিত হওয়াতে জাহাজ সকল এখন সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত আসিতে পারিবে। এই বন্দরটী প্রস্তুত করিতে অনেক ব্যয় হইয়াছে। বন্দরটী যতদিন প্রস্তুত হয় নাই ততদিন দেশীয় লোক সকলই আরোহিদিগকে লইয়া জাহাজে গতায়াত করিত। বন্দরটী সম্পন্ন হইয়া গেলেই তাহাদিগের ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হইবে। এই জন্য তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষতি পূরণের জন্য আবেদন করিয়াছেন। নগরে যেমন সোলটী দেখা হয় আমাদের মাঝিয়া তখন কোথায় ছিল? এ যথা আবেদন নয়।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কৃষিবিদ্যা বিষয়ক বিদ্যালয় সকল স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই। ছাত্র সংগ্রহ করিবার জন্যও বিশেষ প্রয়াস পাইতেছেন, বোর্ড জেলার কালেক্টারদিগের প্রতি এই আদেশ করিয়াছেন যে তাহারা ছাত্র সংগ্রহের জন্য বড় বড় ভূস্বামিদিগকে অনুরোধ করেন। শুনিতে পাওয়া যায় এ প্রকার অনুরোধেও বিশেষ ফল ফলে নাই। কেবল মাত্র দুইজন জমিদার কয়েকটী ছাত্র পাঠাইবার আশা দিয়াছেন। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টান্ত সকল গবর্ণমেণ্টের অনুকরণীয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের পইণ্টস ম্যানেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে। কোম্পানি তাঁহাদের কয়েক জনের নামে নালিশ করিয়াছেন, তাহাতেও তাহারা ভীত হয় নাই, আরও দ্বিগুণ দৃঢ়তার সহিত সকলে কাজ বন্ধ করিয়াছে। তাহাদের প্রার্থনা এই তাহাদের বর্ত্তমান কর্ত্তা নিতান্ত উগ্রপ্রকৃতির লোক তাহাকে স্থানান্তরিত না করিলে এবং ভবিষ্যতে অপেক্ষাকৃত ভদ্র ব্যবহারের আশা না দিলে তাহারা কার্য্য করিবে না।

গুজরাটের আমেদনগরমণ্ডলে একটী রমণী বাস করিত। তাহার দুইটী যমজ শিশু ছিল। ঐ রমণী একদিন যমজ শিশু দুইটী কোলে করিয়া গৃহের মধ্যে ছিল এমন সময় হঠাৎ সেই গৃহটী পতিত হয়। সেই মৃত্যু ভয়ের সময়েও মাতা এমন কৌশলে নিজ ক্রোড়দেশের মধ্যে শিশু দুটীকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, যে পরে মাটী উঠাইয়া দেখা গেল, যে জননীর প্রাণ গিয়াছে কিন্তু শিশু দুইটী কিছু মাত্র আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই।

বোম্বাই লেজিসলেটিব কৌন্সিলের অন্যতর সভ্য মোরার জি গোকুল দাসের মৃত্যু হওয়াতে রাও সাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলিক সি, এস, আই তাঁহার পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

নদীয়ার অন্তর্গত রাণাঘাট, উলা, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে জ্বর প্রবল বেগ ধারণ করিয়াছে। অনেকে অকালে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছেন। ২৪ পরগণার স্থান সমূহও ইহার হস্তের বহির্ভূত নহে। প্রেসিডেন্সি কমিশনর শ্রীযুক্ত মনরো সাহেব ইহার নিরাকরণ করিবার জন্য রাণাঘাটে আছেন। ইংরাজগণ অনেক বিষয় বিশেষ চেষ্টার সহিত নিরাকরণ করিয়াছেন কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরের আদি কারণ অদ্যাপিও যে স্থির করিতে পারিলেন না এই আক্ষেপের বিষয়।

লেফটেনাণ্ট গবর্ণর ১৪ ই নবেম্বর কলিকাতায় আগমন করিবেন।

বরদায় ১১২০০০ টাকা ব্যয় করিয়া একটী নূতন পিপলস পার্ক নামক বাগান নির্ম্মাণ হইয়াছে।

একটী নূতন প্রকার মকদ্দমা কলিকাতা পুলিসে উপস্থিত হইয়াছে। জানবাজারের খ্যাতনামা মাড় বংশীয় একটী রমণী নাবালক পুত্রের দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিয়া আদালতের আশ্রয় লইয়াছেন। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে নাবালকের সংসারে উপযুক্ত পুত্রের উৎপাত বিধবা মায়ের সহ্য করিতে হয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই সকল সংসারে শান্তি স্থাপনের কি করিলেন? নাবালক সন্তানদিগের মানুষ করিবার জন্য "কোর্ট অব ওয়ার্ড" খুলিলেন কিন্তু তাহা হইতে এই দেখা যাইতেছে নাবালকগণ সাবালক হইয়া বাহির হইবার মধ্যে অনেকে পশুর ন্যায় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

আফগান যুদ্ধের প্রধান অভিনেতা জেনারেল রবার্টস এদেশ পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

পুলিসের কর্ম্মচারিদিগের দৌরাত্ম্য বড় অধিক। সম্প্রতি বরাহনগরে একটী অতি শোচনীয় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে। প্যারীমোহন নামক একজন পুলিসের জমাদার একটী স্ত্রীলোকের নিকট গতায়াত করিত। কিছু দিন পরে জানিতে পারিল বনমালি দাস নামক একজন জেলেও গোপনে সেখানে গতায়াত করিয়া থাকে। একদিন যখন বনমালি উক্ত স্ত্রীলোকের গৃহে আছে এমন সময় প্যারিমোহন কয়েকজন পুলিসের কনষ্টেবল সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হইল এবং ঐ হত ভাগ্য ব্যক্তিকে ধরিয়া এরূপ প্রহার করিল যে সেই প্রহার নিবন্ধন তৎপর দিন তাহার প্রাণ ত্যাগ হয়। শরীর পরীক্ষাদ্বারা জানা গিয়াছে যে তাহার হাত পা, ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া গিয়াছিল এবং পাকস্থলী রক্তে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সে ব্যক্তি রক্ত বমন করিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় দুই দিন মাত্র জীবিত ছিল। শিয়ালদহে এই মকদ্দমার বিচার হইতেছে, মকদ্দমার ফল কি হয় পাঠকগণ পরে জানিতে পারিবেন।

বিগত আগষ্ট মাসের শেষে গবর্ণমেণ্ট সেবিংস ব্যাঙ্কে ২৩১৩০০০০ টাকা জমা ছিল। এতদ্বারা লোকের অবস্থা ও সঞ্চয় স্পৃহার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, জাপানের দুইটী জাতীয়ের মধ্যে [illegible] [illegible] অতি সুন্দর [illegible] করিয়াছেন। এই উভয় জাতীর [illegible]

বারাণসীর কতকগুলি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এক খানি সংস্কৃত সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। আশা করি দেশীয় কৃত বিদ্যগণের যত্নে কাগজখানি বাহির হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিবে।

ইণ্ডিয়ান কৌন্সিলের অন্যতর সভ্য উইলিয়ম বারি আবেদাইর মৃত্যু হওয়াতে সার রিচার্ড টেম্পল সাহেব তৎপদ গ্রহণেচ্ছু হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার এমনি দুরদৃষ্ট যে তাহাও তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে উক্ত কার্য্যের অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া বি, ডবলিউ কিউরি নামক সাহেবকে উহা প্রদান করিয়াছেন।

নীলগিরিতে যে কমিসন ছিল তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

লেডি রিপণ ভারতবর্ষে আসিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছেন। অনরেবল জন ফিট্‌জউইলিয়ম এম, পি তাঁহার সহিত আগমন করিবেন।

২৮ এ অক্টোবর বেলা ৭ ঘটিকার সময় আমাদের রাজপ্রতিনিধি রিপণ সাহেব সিমলা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের সীমাপ্রদেশবাসী অসভ্য জাতিদিগের জ্বালায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। তাহারা সম্প্রতি থাল ও হাসু নামক স্থানের মধ্যস্থ টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিয়াছে এবং নিকটবর্ত্তী জাতিদিগের মধ্যে কয়েক জনকে হত্যা করিয়া তাহাদের পশু কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার শস্যের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। কানপুর আগ্রা লক্ষৌ সীতাপুর ও রায়বেরেলী স্থানে বৃষ্টি হওয়া অতিশয় আবশ্যক। খারিফ শস্য জন্মিবার আশা লোকের মন হইতে এক কালেই অন্তর্হিত হইয়াছে এক্ষণে রবিশস্যের অবস্থা যেরূপ তাহাতে ইহা যে উত্তমরূপ জন্মিবে এরূপ বোধ হয় না।

ভারতবর্ষীয় ষ্টেট রেলওয়ের ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনা করিলে এবৎসরের আয় পূর্ব্ব বর্ষের অপেক্ষা দ্বিগুণ। যাহা হউক রেলওয়ের যতই শ্রীবৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল।

[illegible] যে নিতান্ত সুমিষ্ট ও চিত্ততোষকর [illegible] আর সন্দেহ নাই। বোম্বায়ের গবর্ণর ইহার উপকারিতা ও মাধুর্য্য বুঝিতে পারিয়া ইহার উন্নতির [illegible] হইয়াছেন, তিনি ইহার উন্নতির নিমিত্ত [illegible] প্রোৎসাহিত করিতেছেন।

[illegible] একখানি সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে [illegible] এই আজ্ঞা দিয়াছেন [illegible] কেবল বাণিজ্য বিষয়ের সন্ধি হইবে না। যদি উহারা [illegible] রক্ষা করিবার জন্য প্রশস্ত স্থান ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে সন্ধি হইবে নতুবা বলপূর্ব্বক অধিকার করা হইবে।

---

## ইউরোপীয় সমাচার।

বার্ম্মিংহাম ইনষ্টিটিউটে বক্তৃতাকালে লর্ড নর্থব্রুক দেশীয় রাজাদিগের রাজভক্তির সুশিক্ষার এবং দেশীয়সৈন্যগণের সাহসের ভূরিপ্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের দেশীয়রাজগণের সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইয়া কার্য্য করা, শিক্ষিতদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা তাহাদিগকে উচ্চ উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত করা এবং দেশীয়রাজগণ ও সৈন্যগণকে যত্নে পালন করা কর্ত্তব্য। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন আমরা দেশীয়দিগের উপকারার্থ ভারতশাসন করিব এবং যাহাতে তথায় শান্তি রক্ষা হয় তাহারও বিশেষ চেষ্টা পাইব।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৩০ এ অক্টোবর। সুলতান ডারভিস পাসার উপর আদেশ দিয়াছেন, যেসমস্ত আলবেনীয় তাঁহার আজ্ঞার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবে তিনি যেন তাহাদিগকে ধৃত করেন। সুলতানের সহিত অদ্যাপিও কোন সন্ধি হয় নাই।

কেপটাউন ২৯ এ অক্টোবর। উপনিবেশস্থ সৈন্যগণ লিরোথোডিজের দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে। বসুতোদিগের সহিত অনবরত যুদ্ধ হইতেছে। পণ্ডোমিস এবং টাম্বকি জাতিরা বিদ্রোহী হইয়া দুইজন মাজিষ্ট্রেটকে হত্যা করিয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৩১ এ অক্টোবর। এইরূপ জনরব উঠিয়াছে সাহায্যার্থ পারস্য হইতে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। অসময়ে নগর আক্রান্ত দেখিয়া কুর্দ্দিরা ক্রমেং উহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে।

কেপটাউন ৩০ এ অক্টোবর। সংপ্রতি সংবাদ আসিয়াছে পণ্ডোমিসরা একজন মাজিষ্ট্রেটকে হত্যা করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকলে পলায়ন করিয়াছে। পণ্ডোমিসদিগের উপদ্রব নিবারণার্থ তথায় সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ২০০০ দুই হাজার করা হইয়াছে।

লণ্ডন ৩ রা নবেম্বর। আয়র্লণ্ডের লাণ্ডলিগ সভার সভ্যগণকে ধৃত করিবার নিমিত্ত বড়যন্ত্র হইতেছে। কর্ক কাউণ্টিতে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ২ রা নবেম্বর। রুশে দুর্ভিক্ষ হই বার অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।

লণ্ডন ৩ রা নবেম্বর। ভারতবর্ষীয় দুর্ভিক্ষ কমিসনের রিপোর্টের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। কি উপায় অবলম্বন করিলে ভাবী দুর্ভিক্ষ [illegible] হইতে মুক্ত হইতে পারা যায় ইহাতে তাহাই [illegible] শিত হইয়াছে। রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে [illegible] ভারতবর্ষের শস্যের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া ও [illegible] স্থানে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা আছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবার নিমিত্ত একজন কর্ম্মচারী নিয়োজিত করা আবশ্যক। এরূপ হইলে গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের প্রতীকারের চেষ্টা করিতে পারেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১ লা নবেম্বর। যে জাহাজ সকল তুরস্ক সৈন্য ও ডারভিস পাসাকে ডলসিগ্নোয় লইয়া যাইতেছিল কারফিউদ্বীপের নিকট ঝড় হওয়াতে তাহার গতিরোধ হইয়াছে। রিজাপাসা হসকিনি অধিকার করিয়াছেন।

কেপটাউন ১ লা নবেম্বর। উপনিবেশের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। বহুসংখ্যক জাতি বসুতোদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে।

লণ্ডন ২ রা নবেম্বর। হেলিং ওয়েলস নামক আয়র্লণ্ডীয় দুইজন বিদ্রোহী প্রজাকে ধৃত করা হইয়াছে। তাহারা এক্ষণে বিচারাধীনে রহিয়াছে।

বার্লিন ১ লা নবেম্বর। জার্ম্মণ গবর্ণমেণ্ট তুরস্কের মন্ত্রীকে বলিয়াছেন দেশীয় কার্য্যের তত্ত্বাবধানার্থ একজন জর্ম্মণ আডভোকেট নিযুক্ত করা আবশ্যক।

---

## গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

### বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

২৫ এ অক্টোবর ১৮৮০। হায়দ্রাবাদের প্রতিনিধি ডেপুটী কমিসনর এচ, এচ, রামলি সাহেব কিছু দিনের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিবেন।

২৭ এ অক্টোবর। ফরিদপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জে, ই, বি, জেফি সাহেব যিনি বিদায় লইয়া ছিলেন তিনি এক্ষণে উক্ত বিভাগে কিছু দিনের জন্য জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, ডবলিউ ম্যাকি সাহেব লোহারডগায় কার্য্য করিবেন এবং প্যালামৌ বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

২৮ এ অক্টোবর। প্রথম শ্রেণীর [illegible] কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ সোবন [illegible] দিনের জন্য চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও [illegible] কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

৩০ এ অক্টোবর। ২৪ পরগনার জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, এস, ব্রাডবারি সাহেব কিছু দিনের জন্য ১ম শ্রেণীর জইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

১লা নবেম্বর। দারভাঙ্গার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ, ডবলিউ ষ্টে বিচ সাহেব কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

নওয়াখালীর ডিসট্রিক্ট ও সেসন জজ এফ এইচ ম্যাকলগলিন সাহেব কিছু দিনের জন্য ১ম শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, জি, চার্লস সাহেব যিনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি কিছু দিনের জন্য রাজসাহির ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

মালদহের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ উইক্‌স সাহেব একণে কিছু দিনের জন্য ফরিদপুরে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

২রা নবেম্বর। মানভূমের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অক্ষয়কুমার বসু ১৮৮০ অব্দের (বি, পি,) ৯ ধারা অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২৭ এ অক্টোবর। হাজারিবাগের সব ডেপুটী কালেক্টার মুন্সি বর্ম্মেশ্বর প্রসাদ তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

লোহারডগার অন্তর্গত পালামৌয়ের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, ডবলিউ ম্যাকি সাহেব ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচার করিবার জন্য প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ফরিদপুরের জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেটও ডেপুটী কালেক্টার সি, এফ, ম্যাগরাথ সাহেব ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচার করিবার জন্য প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

২৮ এ অক্টোবর। মৌলবী মহম্মদ সোবন হাওলাদার যিনি চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১লা নবেম্বর। বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, কিছু দিনের জন্য যশোহরে প্রতিনিধি মুন্সেফের কার্য্য করিবেন কিন্তু ঝিনিদার সচরাচর কার্য্য করিবেন।

বাবু দেবেন্দ্রনাথ রায় এম, এ, বি, এল, কিছু দিনের জন্য ছোটনাগপুরে প্রতিনিধি মুন্সেফের কার্য্য করিবেন কিন্তু রাচিতে সচরাচর কার্য্য করিবেন।

মালদহের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

গয়ার প্রতিনিধি জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ বি, এল, কিছু দিনের জন্য চট্টগ্রামে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন কিন্তু সাতকানিয়ায় থাকিবেন।

---

## সংবাদদাতার পত্র।

### মালদহ।

কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে কতকগুলি (৫।৬ টী) শৃগাল উন্মত্ত হইয়া প্রত্যহ ৫।৭ এমন কি কোন দিন ১০।১৫ জন লোককে দংশন করে। তন্মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই মৃত্যু হইয়াছে। মধ্যে কয়েক দিবস সর্পেরও উপদ্রব হইয়াছিল। ৫।৬ জন লোকও সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

শস্ত্র সংক্রান্ত আইন জারি হওয়ার পর হইতে এতদঞ্চলে ভয়ানক ব্যাঘ্রের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছে এবং বহুসংখ্যক এমন কি অসংখ্য অশ্ব গবাদি গ্রাম্য জন্তু ও অনেকগুলি হতভাগ্য মনুষ্যও ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক অকালে কালকবলে জীবনাহুতি প্রদান করিয়াছে!!! মালদহ, ইংরেজাবাদ, রাইপুর, নরেশপুর, বেঙ্গুরাবাদ, সাহাপুর, মকদুমপুর, কুতবপুর, শিঙ্গাতলা প্রভৃতি স্থান সমূহে ব্যাঘ্রের ভয়ানক দুর্দ্দশার অত্যাচারে সেই সেই স্থানবাসিগণ স্ব স্ব প্রাণ ও গৃহপালিত পশ্বাদি লইয়া মহাব্যতিব্যস্তে পতিত হইয়াছে। মালদহের উত্তর ও পূর্ব্বাঞ্চলের জঙ্গল বেষ্টিত পল্লীগ্রাম সমূহে পূর্ব্বে রাত্রিকালে ব্যাঘ্রের উপদ্রব ছিল বটে; কিন্তু তখন প্রত্যেকের বাটীতেই ২।৩টী করিয়া বন্দুক থাকিত; সম্প্রতি তদভাবে তথাকার লোকালয় শ্বাপদালয়ে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যে যে গ্রামে ব্যাঘ্রের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে সেই সেই গ্রামের লোকের পক্ষে রাত্রিকালে গৃহের বাহির হওয়া বিষম দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে দৃঢ়যষ্টির সাহায্যে সকলে গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছে। বিগত ১০ ই কার্ত্তিক আনুমানিক রাত্রি ৩টার সময় ব্যাঘ্র আমাদের পাড়ার সদর রাস্তা দিয়া আসিয়া আমার বাটীর নিকটস্থ মাছের বাজারে একটী ৩ বৎসরের গোবৎসকে বিনাশ করিয়াছে॥ লোকালয়ে এইরূপ কাণ্ড হইয়াছে বলিয়া ২০০ শতের অধিক লোক সেই গোবৎসকে দেখিতে আসিয়াছিল, এবং পাড়ার সকলেই সতর্ক হইয়াছেন পরে এই কয়েকদিনের মধ্যে অনেকগুলি অশ্বাগবাদি লোকালয় হইতে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক হত হইয়াছে। সে দিবস এক মহাত্মা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে হিংস্রজন্তু দ্বারা বহু প্রাণী হত হইয়াছে—অস্ত্রসংক্রান্ত আইন হওয়ার পর হতাহতের সংখ্যা অনেকাংশে ন্যূন হইয়াছে!! হা হতোস্মি! ভারতবাসি—বিশেষতঃ বঙ্গবাসিগণ! তোমারাও একমাত্র সম্বল যষ্টিদ্বারা সামান্য হিংস্রজন্তুকেও তাড়াইতে সাহসী হইবেনা—সুতরাং তোমরা যদি দুর্লভ জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর তবে পূর্ব্ব হইতেই গৃহে অর্গলবদ্ধকরতঃ অন্তঃপুরের আশ্রয় গ্রহণ কর—তাহাহইলে হতাহতের সংখ্যা অল্প হইবে—আইনপ্রণেতারও মুখোজ্জ্বল হইবে!! যাহাহউক আমরা অন্যান্য অঞ্চলের কথা বলিতে পারিলাম না কিন্তু আমাদের এতদঞ্চলের প্রতি যদি গবর্ণমেণ্ট দৃষ্টিপাত বা সুব্যবস্থা না করেন তবে কিছুদিনের মধ্যে লোকালয় শ্বাপদসংকুল ভীষণ অরণ্যময় হইয়া উঠিবে!!!

——:০:——

### রাণাঘাট।

সংপ্রতি নিজ রাণাঘাট ও ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে জ্বররোগের নিতান্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এতদ্দ্বারা মধ্যে মধ্যে দুই একটী লোকের মৃত্যুও হইতেছে। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম রাণাঘাট সবডিবিজনের সদর ষ্টেষন কৃষ্ণ নগরে এই জ্বর সাংক্রামিক হইয়া পড়িয়াছে।

রাণাঘাটের মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষেরা এখানে একটী শব দাহের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন। আরএকটী কথা এই যে রাণাঘাট হইতে শব গঙ্গায় লইয়া যাইতে হইলে দুঃখী লোকের বিশেষ কষ্ট ও অসুবিধা হইয়া থাকে একখানি নৌকা ভাড়া করিতে হইলে ৫।৬ পাঁচ ছয় টাকার কম হয়না। আমরা শুনিয়াছি অত্রত্য মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান ও ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামশঙ্কর সেন মহোদয় মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে সর্ব্বসাধারণের জন্য রাণাঘাট হইতে শব গঙ্গায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত একখানি স্বতন্ত্র নৌকা নিযোজিত হইবার প্রস্তাব করিয়া মঞ্জুর করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা এ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয়নাই। আমরা ভরসা করি এখানকার মিউনিসিপালিটীর বর্ত্তমান শ্রদ্ধাস্পদ চেয়ারম্যান মহাশয় সেই সর্ব্বজনহিতকর বিষয় টী একবার স্মরণ করিয়া গঙ্গায় শব লইয়া যাইবার জন্য একখানি নৌকা স্থায়ী রূপে মঞ্জুর করিয়া সর্ব্বসাধারণ করদাতৃগণকে বাধিত করিবেন।

এই সব ডিবিজনের অধীন শান্তিপুরের

## সুরাজু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অনবরত গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ... ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ... ৵ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এম এস এম
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ মতক ঔষধালয়।
কলিকাতা। মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

---

## কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসালয়।

৯০ নং গ্রে ষ্ট্রীট. শ্যামপুকুর।

এই চিকিৎসালয়ে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত সকল প্রকার ঔষধ, তৈল, ঘৃতাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং নবাবিষ্কৃত ঔষধের তালিকাপত্র বিনা মূল্যে বিতরণ হয়।

মেহসিন্ধুরস। ইহা সেবনে নিশ্চয় সকল প্রকার মেহ, সপুয় ধাতু, জ্বালা রক্তপ্রস্রাব ৩ দিবসের মধ্যে নিঃশেষ আরোগ্য হয়। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০ আনা।

মালতি কুসুম তৈল। ইহা ব্যবহারে কেশ পুষ্ট ও ঘন হইয়া, টাক আরোগ্য হয়। মস্তিষ্কের উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া, শীরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন, মন উড়ু উড়ু করা ও মূর্চ্ছাদি বায়ুরোগ প্রশমিত হয়। ইহা মনোহর গন্ধ বিশিষ্ট। ১ শিশির মূল্য ১। প্যাকিং ৵০ আনা।

কামোদ্দীপক রসায়ন। ধাতু তরল, অধিক স্বপ্নদোষ, শিথিল ইন্দ্রিয় ও ধ্বজভঙ্গাদি রোগ বিনষ্ট হয় শরীর পুষ্ট, সবল ও বীর্য্যবান হইয়া রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। ১ শিশির মূল্য ৩। প্যাকিং ৵০ আনা।

রবিসুন্দর রস। ইহাতে সজ্বর প্লীহাবৃদ্ধি, এক শিরা, বাতশিরা, প্লিপদাদি রোগ আরোগ্য হয়। ১ কৌটার মূল্য ২, । প্যাকিং ৵০ আনা।

অর্শারি রসায়ন। ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় সকল প্রকার অর্শ একেবারে আরোগ্য হয়। সপ্তাহ মধ্যে বলি খসিয়া পড়ে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০ আনা।

---

কথা সরিৎ সাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। মূল্য ১৷০ টাকা। ডাক মাসুল ⁄০ আনা। গ্রহণার্থী আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

---

## শারীরবিধান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ।

মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

---

## অমৃতার্ণব।

(সকল প্রকার কাশরোগের বিশেষ ঔষধ।)

আমরা প্রায় ৩৪ বৎসর হইতে এই প্রসিদ্ধ কাশরোগের ঔষধটী নানা পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধদ্বারা সর্ব্ব প্রকার হাঁফি, কাশি এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষঃবেদনা, পার্শ্বশূল, অতিঘর্ম্ম, জ্বর, শ্বাসকষ্ট (অর্থাৎ বায়ুনালীতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অবিরামিত শ্বাস) হাঁপানি প্রভৃতি উপসর্গ সকল সত্বর এই ঔষধদ্বারা শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

ইহার সহিত এক রকম বটীকা সেবন করিতে হয়। তাহার মূল্য ১ টাকা।

---

## রত্নগর্ভ্ভাঘৃত ও ব্রহ্মানন্দ তৈল।

(সকল প্রকার উন্মাদরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

আমরা অনেক চেষ্টা ও অনেক পরিশ্রম এবং অনেক ব্যয়দ্বারা এই ঘৃত এবং তৈল প্রস্তুত করাতে উন্মাদরোগ প্রায় ২।৩ সপ্তাহ ব্যবহার করাতে নিশ্চয় আরোগ্য হইয়াছে, এক্ষণে ভরসা করি যে কোন লোক ঐরূপ রোগাক্রান্ত হইয়া অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন তাঁহারা আমাদের এই অব্যর্থ মহৌষধ ২।৩ সপ্তাহ ব্যবহার করিলে নিশ্চয় আরোগ্যলাভ করিতে পারেন। যথা উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু, অতিশয় বকা, উলঙ্গ হইয়া বেড়ান, ভুল বকা এবং অন্য লোককে আঘাত করা, গৃহ হইতে সর্ব্বদা দৌড়িয়া পালান, স্তম্ভিত থাকা ইত্যাদি, ঔদাস্য, এতদ্ব্যতীত যে কোন বায়ুরোগ হয় এই ঘৃত তৈল ব্যবহার করিলে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। যদি অল্পদিনের রোগ হয় তাহা হইলে ১ সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলে প্রায় রোগ শেষ হইয়া যাইবে।

১ সের ঘৃতের মূল্য ৪০ টাকা।
১ সের তৈলের মূল্য ৩২ টাকা।
প্যাকিং ৵০ আনা।

---

## সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

মফঃস্বলে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফঃস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বয়াত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয় তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ⁄০ এক আনা দিতে হইবে।

---

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ও কমিসনরগণ শান্তিপুরের হাকনি ক্যারেজ আক্ট পাশ করিয়া নিয় শান্তিপুরবাসীগণের ও সর্ব্বসাধারণ পথিকগণের অজস্র আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। পূর্ব্বে ঘোড়ার গাড়ীর কোচম্যানগণ ভাড়া লইয়া যেরূপ অত্যাচার করিত তাহা লিখিতে কাষ্ঠময়ী লেখনীও বিদীর্ণ হইয়া যায়। যাহারা গাড়ী ভাড়া করিত, তাহাদের নিকট হইতে গাড়োয়ানগণ অধিক ভাড়া লইত, যদি কোন পথিকের সহিত স্ত্রীলোক থাকিত তবে আর রক্ষা নাই ইহাতে দুষ্ট কোচম্যানদিগের আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকিত না। আবার যাহারা নিতান্ত বিদেশী লোক তাহাদেরই অপেক্ষাকৃত অধিক সর্ব্বনাশ। উক্ত গাড়োয়ানগণ শুদ্ধ যে অধিক ভাড়া লইয়া ক্ষান্ত থাকিত এরূপ নহে। সময়ে সময়ে ইহারা ভদ্রলোকদিগকে ঠাট্টা ও অপমান করিতেও ত্রুটি করিত না। এক্ষণে হাকনি ক্যারেজ আক্ট পাশ হওয়াতে ইহাদের দৌরাত্ম্য অনেক কমিয়া আসিয়াছে। আমরা সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি এক্ষণে যদি কেহ রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর গমন করেন তিনি তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে ২।০ নয় সিক্কা দিলেই চলিবে। আমরা চেয়ারম্যান বাবুকে অনুরোধ করি তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ীর রেট আরও কিছু কমাইয়া দিয়া সর্ব্বসাধারণের অপেক্ষাকৃত কৃতজ্ঞতার ভাজন হউন।

পুলিষ এই কথাটি স্মরণ করিলেই শরীর শিহরিয়া উঠে! ভদ্রলোকে পুলিষকে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা করে। ছোট লোকে পুলিষকে ভয় ও ভক্তি করে। বরদার গুইকুমারের মকদ্দমানিযুক্ত ইংলণ্ডীয় সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব সার জেণ্ট বালেণ্টাইন ভারতীয় পুলিষকে মিথ্যাবাদী, প্রতারক নিষ্ঠুর নিদ্দয় ও অত্যাচারী বলিয়া গিয়াছেন, ভারতীয় পুলিষ মাত্রেই অত্যাচারী সার জেণ্ট বালেণ্টাইনের এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অপসিদ্ধান্ত। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এ বিভাগে অনেক ভদ্রলোকও দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, সম্প্রতি রাণাঘাট পুলিষের গোবিন্দ দত্ত নামক জনৈক পুলিষ কর্ম্মচারী শ্রীনাথ নামে একজন তাঁতিকে অন্যায়রূপে অবরোধ করতঃ মারপিট করাতে আমাদিগের নবাগত কার্য্যদক্ষ মাননীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ বসু মহোদয় গোবিন্দ দত্তের কঠিন পরিশ্রমসহ এক হপ্তার কারাবাসের ও ২০ টাকা (এই কুড়ি টাকা না দিলে অতিরিক্ত দুই হপ্তা মেয়াদ হইবে) অর্থ দণ্ডের আদেশ করিয়াছেন। অতঃপর রাণাঘাটের পুলিষের অত্যাচারী কর্ম্মচারীগণ সাবধান হন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।